আধুনিকী

"ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্তব্য।"

—রাজনারায়ণ বসু

"সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালাভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

'আধুনিকী'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রধানতঃ ছাত্রদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য এই অভিধানখানি সংকলিত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রথম সংস্করণেই ইহা যাহাতে তাহাদের উপযোগী হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। বইখানিকে সহজ ও সুবোধ্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। যে সকল সংস্কৃত শব্দ সাধারণতঃ বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না সেগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সহজ ভাষায় শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল, এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন দৃষ্টান্ত দিয়া সেই ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি দিয়া বইখানিকে ভারাক্রান্ত করা হয় নাই।

অভিধানখানি প্রকাশিত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। দেখা যায়, ইহা যে শুধু ছাত্রদেরই ভাল লাগিয়াছে তাহা নয়, সাধারণ পাঠকদেরও ভাল লাগিয়াছে। ছাত্রদের জন্য লিখিত হইলেও বইখানি সাধারণ পাঠকদের কাজে লাগিয়াছে। সেইজন্য দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময়ে সাধারণ পাঠকদের প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রাত্যহিক ব্যবহারের অভিধান বড় হইলে চলে না। অভিধানের আকার যাহাতে অনাবশ্যকরূপে বাড়িয়া না যায় সেজন্য প্রথম সংস্করণেই অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শব্দ নির্বাচন করা হইয়াছিল। একদিকে যেমন অনেক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই অনেক বহুপ্রচলিত বিদেশী শব্দকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে সাধারণ পাঠকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শব্দসংখ্যা অনেক বাড়ানো হইয়াছে।

শব্দসংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে অভিধানখানির আরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বানুসৃত পথেই করা হইয়াছে। তবে, শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য কোথাও কোথাও সেই শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। শব্দের শ্রেণীপরিচয় এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনবোধে শব্দের ব্যুৎপত্তিও দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি ছাত্রদের কাজে না লাগিলেও সাধারণ পাঠকদের কাজে লাগিবে। শব্দের

সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও যাহাতে অভিধানের আকার অযথা বৃদ্ধি না পায় সেজন্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সমাসবদ্ধ ব্যুৎপত্তিলব্ধ শব্দগুলি একসঙ্গে এক অনুচ্ছেদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। তবে, যাহাতে ছোটদের বুঝিতে অসুবিধা না সেজন্য সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি সমস্ত পূর্ণ আকারেই লেখা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে নূতন এবং পুরাতন দুইরকম বানানই দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে কেবলমাত্র নূতন বানানই দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে অভিধানখানির উপযোগিতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা হইলেও ইহার আকার বিশেষ বাড়ে নাই। সেইজন্য প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিষয়ে প্রথম সংস্করণে ইহার যে সুবিধা ছিল বর্তমান সংস্করণেও তাহা ঠিকই আছে।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

শিক্ষা-নিকেতন,
কলানবগ্রাম

সংকলকের ভূমিকা

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে এই অভিধান প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিন বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এইরূপ সরল সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী অভিধানের যে প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছিলাম। নানা কারণে অভিধানখানি গত তিন বৎসর ছাপা ছিল না। পুনরায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া প্রকাশক আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এ যুগের আমরা যাহারাই বাংলা ভাষার চর্চা করি, সকলেই প্রায় 'চলন্তিকা'-লালিত। আমিও সুদীর্ঘকাল 'চলন্তিকা' ব্যবহার করিয়াছি। বলাই বাহুল্য, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান রচনায় রাজশেখর বসু মহাশয় নূতন পথ দেখাইয়াছেন। আমি আমার অভিধানেও তাঁহার প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইয়াছি। তবে শব্দ গ্রহণ ও বর্জনে নিজের বিবেচনা অনুসারেই চলিয়াছি। অভিধানখানি যাহাতে সাধারণ ব্যবহারকারী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উপযোগী হয়, সেজন্য কতিপয় বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিয়াছি।

সংস্কৃত শব্দার্থ ও ব্যাকরণের কঠোর বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি অনুসারেই যে বাংলা ভাষার অভিধান রচনা করা উচিত, ইহাকেই আমি মূলনীতি রূপে গ্রহণ করিয়াছি। যেমন, "সম্বন্ধী" শব্দের অর্থ সংস্কৃত ভাষায় সম্বন্ধযুক্ত বা আত্মীয়-কুটুম্ব হইলেও বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ অচল। বাংলা ভাষায় "সম্বন্ধী" শব্দের অর্থ শ্যালক। তাই শ্যালক অর্থটিকেই প্রাধান্য দিয়াছি। "কুটুম্ব" অর্থটিকে গৌণরূপে দেওয়া হইয়াছে। "অম্ল" শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় "আম্র" অর্থে প্রচলিত হইলেও বাংলা ভাষায় কেহ কোনও রচনায় "আম্র" শব্দের স্থলে "অম্ল" লিখিলে তিনি বানানভুলের দায়ে পড়িবেন। তাই ঐরূপ শব্দগুলিকে সন্তর্পণে বাদ দিয়াছি। কোনও কোনও শব্দের সংস্কৃতে দুইটি বানান প্রচলিত থাকিলেও বাংলা ভাষায় তাহার একটি রূপই প্রচলিত আছে। সেক্ষেত্রে প্রচলিত রূপটিকেই গ্রহণ করিয়াছি। যেমন, "শ্রেণি" ও "শ্রেণী" উভয় বানানই সংস্কৃত ভাষায় শুদ্ধ হইলেও "শ্রেণী" বানানটিই বাংলা ভাষায় প্রচলিত। তাই "শ্রেণি" বানান বর্জন করিয়া "শ্রেণী" বানানই গ্রহণ করিয়াছি। "সংগ্রাম", "সংগৃহীত" প্রভৃতি বানান

ব্যবহার বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই ঐরূপ বানানও বর্জন করা হইয়াছে।

সাধারণ ব্যবহারকারী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ব্যবহারের সুবিধার জন্য কোনও শব্দ খণ্ডিত আকারে দেওয়া হয় নাই, শব্দের পূর্ণ রূপটিই দিয়াছি। যেমন, "পাংশু" শব্দের সহিত "-লা" এইরূপ না দিয়া "পাংশুলা" শব্দটিই পূর্ণ আকারে দেওয়া হইয়াছে।

শব্দার্থ যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যেসকল ইংরেজী শব্দ সচরাচর লেখায় ও কথাবার্তায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেগুলিকে যথাসম্ভব স্থান দিয়াছি।

এই পুস্তক মুদ্রণের কাজে যথোপযুক্ত সহযোগিতা করিয়া আনন্দ পাবলিশার্স্-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মিগণ আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান পবিত্রকুমার সরকার অভিধানের প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ জানাই।

—ঋষি দাস

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

এই অভিধানে অনুসৃত

বর্ণানুক্রম ও সংকেতাবলী

ইহাতে নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রম অনুসৃত হইয়াছে :—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড-ড় ঢ-ঢ় ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য-য় র ল ব শ ষ স হ

শব্দের আদিতে বর্গীয় ও অন্তস্থ ব-এর উচ্চারণ এক রকম। তাই বর্ণানুক্রমিক শব্দবিন্যাসে বর্গীয় ও অন্তস্থ ব আদিতে আছে এমন শব্দগুলিকে একই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। তবে অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত ব-কে অন্তস্থ ব হিসাবে ধরিয়া র ও ল-এর পরে দেওয়া হইয়াছে। যেমন, 'দ্রৌপদীর' পরে দেওয়া হইয়াছে 'দ্বন্দ্ব', 'বিদ্রোহীর' পরে 'বিদ্বজ্জন'।

চন্দ্রবিন্দুহীন অক্ষরের পরে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত সেই অক্ষর দেওয়া হইয়াছে। যেমন, তাত, তাঁত; কাটা, কাঁটা; বাটা, বাঁটা; ইত্যাদি।

স্বরবর্ণের পর ং ও ঃ দেওয়া হইয়াছে। যেমন, নিউমোনিয়া, নিংড়ানো, নিঃক্ষত্র; বিউলি, বিংশ; ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত সংকেতগুলি ব্যবহৃত হইয়াছেঃ

[ঃ]	...	...	প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।
তুঃ	...	...	তুলনীয়।
বি.	...	...	বিশেষ্য।
সর্ব.	...	...	সর্বনাম।
ণ.	...	...	বিশেষণ।
অ.	...	...	অব্যয়।
ক্রি.-ণ.	...	...	ক্রিয়ার বিশেষণ।
স্ত্রী.	...	...	স্ত্রীলিঙ্গ।
পুং.	...	...	পুংলিঙ্গ।
সং.	...	...	সংস্কৃত।
বাং.	...	...	বাংলা।

ই.	...	...	ইংরেজী।
প্রা.	...	...	প্রাকৃত।
আ.	...	...	আরবী।
ফা.	...	...	ফারসী।
তু.	...	...	তুর্কী।
হি.	...	...	হিন্দী।
স্পে.	...	...	স্পেনিশ।
পো.	...	...	পোর্তুগীজ।
ওল.	...	...	ওলন্দাজ।
জাপা.	...	...	জাপানী।
গুজ.	...	...	গুজরাটী।
মা.	...	...	মারাঠী।
ফ.	...	...	**ফরাসী**।
জা.	...	...	জার্মান।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দগুলির সন্ধি করিয়া নূতন শব্দ প্রায়ই গঠিত হইয়া থাকে। সন্ধিজাত সকল শব্দ অভিধানে দেওয়া সম্ভব নহে। তাই শব্দের গঠন ও ব্যবহার এবং শব্দার্থবোধের জন্য সন্ধির নিয়মগুলি জানা একান্ত প্রয়োজন। সন্ধির সাধারণ নিয়মগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

অ + অ = আ (কাল + অন্তর — কালান্তর)
অ + আ = আ (হিম + আলয় — হিমালয়)
আ + অ = আ (মহা + অর্ণব — মহার্ণব)
আ + আ = আ (মহা + আশয় — মহাশয়)
অ + ই = এ (সুর + ইন্দ্র — সুরেন্দ্র)
অ + ঈ = এ (সুর + ঈশ্বর — সুরেশ্বর)
আ + ই = এ (মহা + ইন্দ্র — মহেন্দ্র)
আ + ঈ = এ (মহা + ঈশ্বর — মহেশ্বর)
অ + উ = ও (নর + উত্তম — নরোত্তম)
অ + ঊ = ও (চল + ঊর্মি — চলোর্মি)
আ + উ = ও (মহা + উদয় — মহোদয়)
আ + ঊ = ও (মহা + ঊর্মি — মহোর্মি)
অ + ঋ = অর্ (দেব + ঋষি — দেবর্ষি)
আ + ঋ = অর্ (মহা + ঋষি — মহর্ষি)
অ + এ = ঐ (হিত + এষণা — হিতৈষণা)
আ + এ = ঐ (তথা + এব — তথৈব)
অ + ঐ = ঐ (মত + ঐক্য — মতৈক্য)
আ + ঐ = ঐ (মহা + ঐশ্বর্য — মহৈশ্বর্য)
অ + ও = ঔ (অধর + ওষ্ঠ — অধরৌষ্ঠ)
আ + ও = ঔ (মহা + ওষধি — মহৌষধি)
অ + ঔ = ঔ (দিব্য + ঔষধ — দিব্যৌষধ)
আ + ঔ = ঔ (মহা + ঔষধ — মহৌষধ)
ই + ই = ঈ (গিরি + ইন্দ্র — গিরীন্দ্র)
ই + ঈ = ঈ (গিরি + ঈশ — গিরীশ)
ঈ + ই = ঈ (অবনী + ইন্দ্র — অবনীন্দ্র)
ঈ + ঈ = ঈ (পৃথ্বী + ঈশ — পৃথ্বীশ)
ই + অন্য স্বর = ই স্থানে য্ + স্বর (যদি + অপি — যদ্যপি; অতি + আচার — অত্যাচার; অতি + উন্নত — অত্যুন্নত; প্রতি + এক — প্রত্যেক; ইত্যাদি)
ঈ + অন্য স্বর = ঈ স্থানে য্ + স্বর (নদী + অম্বু — নদ্যম্বু; নদী + উপকণ্ঠ — নদ্যুপকণ্ঠ; ইত্যাদি)
উ + উ = ঊ (সু + উক্ত — সূক্ত)
উ + ঊ = ঊ (লঘু + ঊর্মি — লঘূর্মি)

উ + উ = উ (ভু + উত্থিত — ভূত্থিত)
ঊ + ঊ = ঊ (ভু + ঊর্ধ্ব — ভূর্ধ্ব)
উ + অন্য স্বর = উ স্থানে ব্ + স্বর (অনু + অয় — অন্বয়; সু + আগত — স্বাগত; অনু + ইত — অন্বিত; ইত্যাদি)
ঊ + অন্য স্বর = ঊ স্থানে ব্ + পরবর্তী স্বর (বধূ + আনয়ন — বধ্বানয়ন)
ঋ + ঋ = ঋ (পিতৃ + ঋণ — পিতৃণ)
ঋ + অন্য স্বর = ঋ স্থান র্ + পরবর্তী স্বর (পিতৃ + অনুমতি — পিত্রনুমতি; পিতৃ + আলয় — পিত্রালয়; ইত্যাদি)
এ + স্বর = এ স্থানে অয়্ + স্বর (শে + অন — শয়ন)
ঐ + স্বর = ঐ স্থানে আয়্ + স্বর (গৈ + অক — গায়ক)
ও + স্বর = ও স্থানে অব্ + স্বর (শ্রো + অন — শ্রবণ)
ঔ + স্বর = ঔ আব্ + স্বর (পৌ + অক্ — পাবক)
ব্যতিক্রম — কুল + অটা — কুলটা; মার্ত + অণ্ড — মার্তণ্ড; সীম + অন্ত — সীমন্ত; সার + অঙ্গ — সারঙ্গ; স্ব + ঈর — স্বৈর; মনস্ + ঈষা — মনীষা; অক্ষ + ঊহিনী — অক্ষৌহিনী; প্র + এষণ — প্রেষণ; শুদ্ধ + ওদন — শুদ্ধোদন; প্র + ঊঢ় — প্রৌঢ়; ইত্যাদি
স্বর + ছ = ছ স্থানে চ্ছ (পত্র + ছায়া — পত্রচ্ছায়া)
ক্ + স্বর = ক্ স্থানে গ্ + স্বর (দিক্ + অন্ত — দিগন্ত)
চ্ + স্বর = চ্ স্থানে জ্ + স্বর (নিচ্ + অন্ত — নিজন্ত)
ট্ + স্বর = ট্ স্থানে ড্ + স্বর (ষট্ + আনন — ষড়ানন)
ত্ + স্বর = ত্ স্থানে দ্ + স্বর (জগৎ + ঈশ — জগদীশ)
প্ + স্বর = প্ স্থানে ব্ + স্বর (সুপ্ + অন্ত — সুবন্ত)
বর্গের প্রথম বর্ণ + বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ, য র ল ব হ = প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হইবে (দিক্ + গজ — দিগ্‌গজ; বাক্ + জাল — বাগ্‌জাল; ষট্ + দর্শন — ষড়্‌দর্শন; জগৎ + বন্ধু — জগদ্‌বন্ধু; উৎ + ঘাটন — উৎঘাটন; উৎ + ভব — উদ্‌ভব; অপ্ + ধি — অব্ধি; উৎ + যোগ — উদ্‌যোগ; উৎ + যম — উদ্যম; বৃহৎ + রথ — বৃহদ্রথ; বাক্ + লোপ — বাগ্‌লোপ; ষট্ + বর্গ — ষড়্‌বর্গ; ইত্যাদি)
বর্গের প্রথম বর্ণ + বর্গের পঞ্চম বর্ণ = প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম অথবা বিকল্পে তৃতীয় বর্ণ (দিক্ + নাগ — দিঙ্‌নাগ, দিগ্‌নাগ; জগৎ + নাথ — জগন্নাথ, জগদ্‌নাথ; প্রাক্ + মুখ — প্রাঙ্‌মুখ, প্রাগ্‌মুখ; ইত্যাদি)
চ্ + ন্ = চ্ঞ (যাচ্ + না — যাচ্ঞা)
জ্ + ন্ = জ্ঞ (রাজ্ + নী — রাজ্ঞী)
ত্ বা দ্ + চ = চ্চ (সৎ + চরিত্র — সচ্চরিত্র; বিপদ্ + চয় — বিপচ্চয়)
ত্ বা দ্ + ছ = চ্ছ (উৎ + ছেদ — উচ্ছেদ; তদ্ + ছায়া — তচ্ছায়া)
ত্ বা দ্ + জ = জ্জ (উৎ + জ্বল — উজ্জ্বল; বিপদ্ + জাল — বিপজ্জাল)

ত্ বা দ্ + ঝ = জ্ঝ (কুৎ + ঝটিকা — কুজ্ঝটিকা; পদ্ + ঝটিকা — পজ্ঝটিকা)
ত্ বা দ্ + ট = ট্ট (উৎ +টলন — উট্টলন; তদ্ + টীকা — তট্টীকা)
ত্ বা দ্ + ঠ = ট্ঠ (বৃহৎ + ঠক্কুর — বৃহট্ঠক্কুর)
ত্ বা দ্ + ড্ = ড্ড (উৎ + ডীন — উড্ডীন)
ত্ বা দ্ + ঢ = ড্ঢ (বৃহৎ + ঢক্কা — বৃহড্ঢক্কা)
ত্ বা দ্ + ল = ল্ল (উৎ + লেখ — উল্লেখ; তদ্ + ললাট — তল্লাট)
ত্ বা দ্ + শ = চ্ছ (উৎ + শৃঙ্খল — উচ্ছৃঙ্খল)
ত্ বা দ্ + হ্ = দ্ধ (উৎ + হত — উদ্ধত; তদ্ + হিত — তদ্ধিত)
ন্ + শ ষ স বা হ = ন্ স্থানে ং (প্রশন্ + সা — প্রশংসা)
ম্ + বর্গীয় বর্ণ = ম্ স্থানে ং বা বর্গের পঞ্চম বর্ণ (অহম্ + কার — অহংকার, অহঙ্কার; সম্ + জাত — সংজাত, সঞ্জাত; সম্ + বন্ধ — সংবন্ধ, সম্বন্ধ)।
কিন্তু ম্ + ত = ম্ স্থানে কেবল ন্ (গম্ + তব্য — গন্তব্য)
ম্ + য র ল ব শ ষ স বা হ = ম স্থানে ং (সম্ + যোগ — সংযোগ; সম্ + রক্ষা — সংরক্ষা; সম্ + লগ্ন — সংলগ্ন; সম্ + বাদ — সংবাদ; সম্ + শোধন — সংশোধন; সম্ + সার — সংসার; সম্ + হার — সংহার; ইত্যাদি)
ব্যতিক্রম—সম্ + রাজ্ — সম্রাজ্।
ষ্ + ত = ষ্ট (হৃষ্ + ত — হৃষ্ট)
ষ্ + থ = ষ্ঠ = (ষষ্ + থ — ষষ্ঠ)
অঃ + অ = ও (ততঃ + অধিক — ততোধিক)
অঃ + অ ভিন্ন স্বর = ঃ লোপ (অতঃ + এব — অতএব)
অঃ + বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ য র ল ব হ = অঃ স্থানে ও (অধঃ + গতি — অধোগতি; পয়ঃ + নিধি — পয়োনিধি; মনঃ + ভাব — মনোভাব; যশঃ + লিপ্সা যশোলিপ্সা)
অঃ (র্-জাত বিসর্গ হইলে) + স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ য র ল ব হ = ঃ স্থানে অর্ (পুনঃ + আগত — পুনরাগত; অন্তঃ + গত — অন্তর্গত; অন্তঃ + যামী — অন্তর্যামী; ইত্যাদি)
অঃ বা আঃ + ক খ প ফ = ঃ স্থানে স্ (পুরঃ + কার — পুরস্কার; ভাঃ + কর — ভাস্কর; বাচস্ + পতি — বাচস্পতি; ইত্যাদি) **কিন্তু সকল স্থলে হয় না** (প্রাতঃ + কাল — প্রাতঃকাল; অন্তঃ + করণ — অন্তঃকরণ; অতঃ + পর — অতঃপর; ইতঃ + পূর্বে — ইতঃপূর্বে)
ইঃ বা উঃ + ক খ প ফ = ঃ স্থানে ষ (নিঃ + ফল — নিষ্ফল; পরিঃ + কার — পরিষ্কার; নিঃ + পাপ — নিষ্পাপ; চতুঃ + পদ — চতুষ্পদ; ইত্যাদি)
ঃ + চ = শ্চ (নিঃ + চল — নিশ্চল)
ঃ + ছ = শ্ছ (শিরঃ + ছেদ — শিরশ্ছেদ)
ঃ + ট = ষ্ট (ধনুঃ + টঙ্কার — ধনুষ্টঙ্কার)
ঃ + ঠ = ষ্ঠ (স্থিরঃ + ঠক্কুর — স্থিরষ্ঠক্কুর)

ঃ + ত = স্ত (ইতঃ + ততঃ — ইতস্ততঃ)

ঃ + র = ঃ লোপ ও পূর্বস্বর দীর্ঘ (নিঃ + রস — নীরস; নিঃ + রোগ — নীরোগ; চক্ষুঃ + রোগ — চক্ষুরোগ)

ঃ + স্ত = বিকল্পে ঃ লোপ (নিঃ + স্তব্ধ — নিঃস্তব্ধ, নিস্তব্ধ)

ঃ + স্থ = বিকল্পে ঃ লোপ (দুঃ + স্থ — দুঃস্থ, দুস্থ; মনঃ + স্থ — মনঃস্থ, মনস্থ; ইত্যাদি)

ঃ + স্প = বিকল্পে ঃ লোপ (নিঃ + স্পন্দ — নিঃস্পন্দ, নিষ্পন্দ)

অ

অ — বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, প্রথম স্বরবর্ণ।

অ- — নয়, নাই, বিপরীত, অনুচিত, অল্প ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'অসাধু', 'অশান্তি', 'অকথ্য', 'অগভীর' ইঃ।] শব্দের গোড়ায় স্বরবর্ণ থাকিলে 'অ'-র স্থানে 'অন্' হয়। [ঃ অন্ত নাই = 'অনন্ত'।]

অই — নির্দেশসূচক শব্দ, ঐ।

অইছন, অইছে — ('ঐছন', 'ঐছে' দেখ।)

অঋণী — ঋণশূন্য, ঋণমুক্ত, দেনা নাই এমন।

অংশ — ভাগ, টুকরা। প্রাপ্য অংশ, share. দেবতার ঔরস। [ঃ সূর্যের 'অংশে' কর্ণের জন্ম।] বৃত্তপরিধির ৩৬০ ভাগের ১ ভাগ, degree. বিষয়, দিক্। [ঃ কোনও 'অংশে' কম নয়।] **অংশতঃ** — আংশিকভাবে, কিছু পরিমাণে। **অংশন** — ভাগ করণ, বণ্টন। **অংশনীয়** — ভাগ করিবার যোগ্য, বিভাজ্য। **অংশভাক্** — অংশীদার, অংশ গ্রহণকারী, ভাগীদার। উত্তরাধিকারী। **অংশিত** — ভাগ করা হইয়াছে এমন, বিভক্ত। **অংশী** — অংশীদার, অংশের মালিক, ভাগীদার। **অংশীদার** — ভাগী, ভাগ পাইবার অধিকারী। **অংশীদারি** — অংশীদারের অবস্থা বা অধিকার। **অংশীদারী** — ণ. অংশীদার সংক্রান্ত।

অংশু — কিরণ। আঁশ, সরু ছিবড়া। কাপড়।

অংশুক — কাপড়। [ঃ 'চীনাংশুক'।]

অংশুমান্, অংশুমালী — সূর্য।

অংস — কাঁধ। **অংসকূট, অংসকুট** — ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁটি। **অংসল** — প্রশস্ত কাঁধ আছে এমন, শক্তিশালী।

অ'টা — (প্রাচীন কবিতায়) হাত।

অকথন — অনুচিত কথা, কুবাক্য। **অকথনীয়** — বলা উচিত নহে বা বলা যায় না এমন। **অকথা** — অনুচিত কথা। **অকথ্য** — বলা উচিত নয় এমন। অশ্লীল।

অকপট — সরল, কপটতাহীন। বি. — **অকপটতা**। **অকপটে** — সরল মনে, কোনও কিছু গোপন না করিয়া।

অকম্প, অকম্পিত, অকম্প্র — স্থির, কম্পনহীন। অবিচলিত। নির্ভয়।

অকরণীয় — করা যায় না বা উচিত নয় এমন। বিবাহাদি সম্বন্ধের অযোগ্য। [ঃ 'অকরণীয়' ঘর।]

অকরুণ — নিষ্ঠুর, নির্দয়।

অকর্তব্য — করা উচিত নয় এমন, অকরণীয়।

অকর্ম — খারাপ কাজ, কুকাজ। আনাড়ীর কাজ। **অকর্মক** — ণ. (ব্যাকরণে) কর্ম নাই এমন (ক্রিয়া)। নিষ্ক্রিয়। **অকর্মণ্য** — কাজ করিতে অক্ষম, অকেজো। ব্যবহারের অযোগ্য। বি. — **অকর্মণ্যতা**।

অকর্মা — অকেজো, অকর্মণ্য, আনাড়ী। **অকর্মার ধাড়ী** — অত্যন্ত কুঁড়ে লোক। কাজ পণ্ড করিতে পটু এমন ব্যক্তি।

অকলঙ্ক, অকলঙ্কী — নির্মল, কলঙ্কহীন, নিষ্কলঙ্ক।

অকল্পিত — মন-গড়া নহে এমন। বাস্তব।

অকল্যাণ — অশুভ, অমঙ্গল। **অকল্যাণকর** — অমঙ্গল ঘটায় এমন, ক্ষতিকর।

অকস্মাৎ — হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে।

অকাজ — বাজে কাজ। কুকাজ।

অকাট্য — অখণ্ডনীয়, নির্ভুল (যুক্তি)। বি. — **অকাট্যতা**।

অকাতর — কষ্টে ব্যাকুল হয় না এমন। **অকাতরে** — বিনা কষ্টে।

অকারণ — যাহার কারণ নাই এমন, অহেতুক। বিনা কারণে। **অকারণে** — বিনা কারণে।

অকাম — নিষ্কাম, কামনাহীন। বি. কামনাহীনতা, অনিচ্ছা। (আঞ্চলিক প্রয়োগ) অকাজ, বাজে কাজ।

অকায় — কায়াহীন, দেহহীন, অশরীরী।

অকার্য — (অকাজ দেখ।)

অকাল — অসময়। দুঃসময়। দুর্ভিক্ষ। **অকালকুষ্মাণ্ড** — অকর্মণ্য লোক। **অকালপক্ব** — এঁচোড়ে পাকা, বয়স্কদের মতো ব্যবহার করে এমন (ছেলে-ছোকরা)। **অকালবার্ধক্য, অকালবৃদ্ধত্ব** — যৌবনেই বৃদ্ধের অবস্থা। **অকালবৃদ্ধ** — উপযুক্ত বয়সের পূর্বে জরাগ্রস্ত। **অকালবোধন** — শরৎকালের দুর্গাপূজা। **অকালমৃত্যু** — অল্পবয়সে মৃত্যু। অসময়ে মৃত্যু।

অকিঞ্চন — দরিদ্র, নিঃস্ব। তুচ্ছ, সামান্য। বি. — **অকিঞ্চনতা, অকিঞ্চনত্ব**।

অকিঞ্চিৎ, অকিঞ্চিৎকর — তুচ্ছ, সামান্য।

অকীর্তি — অখ্যাতি, দুর্নাম। **অকীর্তিকর** — দুর্নাম ঘটায় এমন, অখ্যাতিকর।

অকু — ঘটনা। খুন জখম ইত্যাদি। [আ. ব.কু।] **অকুস্থল** — যেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চুরি খুন জখম ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল।

অকুণ্ঠ, অকুণ্ঠিত — সংকোচ বা দ্বিধা নাই এমন। **অকুণ্ঠিতচিত্তে** — দ্বিধাহীনভাবে, নিঃসংকোচে, উদারহস্তে।

অকুতোভয় — যাহার কোথাও ভয় নাই এমন, নির্ভয়। **অকুতোভয়ে** — নির্ভয়ে।

অকুল — বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্ক স্থাপন চলে না এমন বংশ, অঘর।

অকুলন, অকুলান — অভাব, ঘাটতি।

অকুশল — বি. অমঙ্গল। ণ. অনিপুণ, অপটু। [ঃ 'অকুশল' হস্ত।]

অকূল — ণ. কূল নাই এমন, অসীম, দুস্তর। [ঃ 'অকূল' সমুদ্র।] বি. সাগর, সমুদ্র। **অকূল পাথার** — সীমাহীন সমুদ্র। মহাবিপদ, নিরুপায় অবস্থা।

অকৃত — করা হয় নাই এমন, অসম্পন্ন। **অকৃতকর্মা** — কাজ করিতে পারে নাই এমন। **অকৃতকার্য** — বিফল, ব্যর্থ। চেষ্টা করিয়া পারে নাই এমন। বি. — **অকৃতকার্যতা**। **অকৃতজ্ঞ** — উপকারীর উপকার মনে রাখে না এমন। বি. — **অকৃতজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **অকৃতজ্ঞা**। **অকৃতদার** — অবিবাহিত (পুরুষ)।

অকৃতাপরাধ — অপরাধ করে নাই এমন, নির্দোষ, নিরপরাধ।

অকৃতার্থ — ব্যর্থ, বিফল।

অকৃতী — অযোগ্য, অক্ষম। বি. — **অকৃতিত্ব**।

অকৃত্রিম — খাঁটি, আসল। স্বাভাবিক। বি. — **অকৃত্রিমতা**।

অকৃপণ — উদার, মুক্তহস্ত। বি. — **অকৃপণতা**। স্ত্রী. — **অকৃপণা**।

অকেজো — অকর্মণ্য। কাজের অনুপযুক্ত।

অক্কা — ঈশ্বর। [ফা. আকা।] মৃত্যু। **অক্কাপ্রাপ্তি** — মৃত্যু, ঈশ্বরপ্রাপ্তি। **অক্কা পাওয়া** — ক্রি. মরা, মৃত্যু হওয়া।

অক্টোবর — ইংরেজী বছরের দশম মাস।

-অক্ত — লিপ্ত, মাখানো। (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়।) [ঃ 'রক্তাক্ত', 'ঘর্মাক্ত'।]

অক্রম — ক্রমহীনতা, পর পর না সাজানো অবস্থা। এলোমেলো ভাব। ণ. — **অক্রমিক**।

অক্রিয়া — নিষ্ক্রিয়তা। কুকাজ। **অক্রিয়াচরণ** — কুকর্ম করণ, মন্দ কাজ করণ। **অক্রিয়ান্বিত**, **অক্রিয়াসক্ত** — অকাজ কুকাজ করে এমন।

অক্রূর — দয়ালু। কৃষ্ণের কাকার নাম।

অক্রেয় — কেনা যায় না বা উচিত নয় এমন। অত্যন্ত দুর্মূল্য, আক্রা।

অক্রোধ — ক্রোধহীনতা। ণ. ক্রোধশূন্য।

অক্লান্ত — অশ্রান্ত, অবসন্ন নহে এমন। বি. **অক্লান্তি** — অবসাদের অভাব।

অক্লেশ — অনায়াস। **অক্লেশে** — অনায়াসে, বিনা কষ্টে, সহজে।

অক্ষ — খেলিবার পাশা। মেরু, কেন্দ্ররেখা, axis. বিষুবরেখার দুই দিকের স্থানের কৌণিক দূরত্ব, latitude. চক্ষু। রুদ্রাক্ষের বীজ।

অক্ষত — চোট লাগে নাই বা জখম হয় নাই এমন। ক্ষতহীন। **অক্ষতদেহ** — যাহার শরীরে আঘাত লাগে নাই এমন। **অক্ষতযোনি** — পুরুষের সহিত যৌনসংসর্গ হয় নাই এমন (স্ত্রী.)।

অক্ষম — অসমর্থ, ক্ষমতা নাই এমন। বি. — **অক্ষমতা**। স্ত্রী. — **অক্ষমা**।

অক্ষয় — ণ. যাহার ক্ষয় নাই। চিরস্থায়ী। **অক্ষয়কীর্তি** — যাঁহার যশ চিরস্থায়ী এমন। **অক্ষয়তৃতীয়া** — চান্দ্র-বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া তিথি। **অক্ষয়বট** — বিভিন্ন হিন্দুতীর্থের অতিপ্রাচীন বটবৃক্ষ। **অক্ষয়লোক** — স্বর্গ।

অক্ষর — হরফ, লেখমালার বর্ণ, letter. শব্দাংশ, syllable. ব্রহ্ম। **অক্ষরপরিচয়** — বর্ণমালার জ্ঞান, বর্ণপরিচয়। সামান্যতম বিদ্যা। **অক্ষরবৃত্ত** — অক্ষর গণনার দ্বারা নির্ধারিত বাংলা ছন্দ। **অক্ষরমালা** — বর্ণমালা, alphabet. **অক্ষরে অক্ষরে** — হুবহু, অবিকল। **ক-অক্ষর গোমাংস** — নিরক্ষর, মূর্খ।

অক্ষি — চোখ।

অক্ষুণ্ণ — অটুট, পরিপূর্ণ।

অক্ষৌহিণী — পুরাণে বর্ণিত বিরাট সৈন্যবাহিনী। (এক একটি অক্ষৌহিণীতে ১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ ঘোড়া, ২১৮৭০ হাতী এবং ২১৮৭০ রথ থাকিত।)

অক্সিজেন — একরকম মৌলিক গ্যাস, অম্লজান, oxygen.

অখণ্ড — টুকরো নয় এমন, সমগ্র। প্রবল। [ঃ 'অখণ্ড' প্রতাপ।] বি. — **অখণ্ডতা**। **অখণ্ডনীয়** — ভুল প্রমাণিত করা যায় না এমন, অকাট্য। টুকরা করা যায় না এমন। বি. — **অখণ্ডনীয়তা**। **অখণ্ডিত** — সমগ্র, টুকরা করা হয় নাই এমন। **অখণ্ড্য** — অখণ্ডনীয়।

অখাদ্য — খাইবার উপযুক্ত নয় এমন। বি. খারাপ খাবার। নিষিদ্ধ খাদ্য।

অখিল — সমগ্র, সমস্ত, যাবতীয়। বি. বিশ্ব, জগৎ।

অখ্যাত — অপ্রসিদ্ধ। **অখ্যাতনামা** — যাহার নাম লোকে জানে না এমন।

অখ্যাতি — দুর্নাম।

অগণন, অগণনীয়, অগণিত, অগণ্য — গণিয়া শেষ করা যায় না এমন, অসংখ্য।

অগতি — নিরুপায়। [ঃ 'অগতির' গতি।] বি. গতিহীনতা। মৃতের সংকারাদির অভাব।

অগত্যা — অন্য উপায় না থাকায়, বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বে।

অগভীর — অল্প গভীর। ভাসাভাসা। [ঃ 'অগভীর' জ্ঞান।] বি. — **অগভীরতা**।

অগম্য — যেখানে যাওয়া যায় না এমন। বুঝা যায় না এমন, দুর্বোধ্য। বি. — **অগম্যতা**। **অগম্যা** —যাহার সহিত যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ এমন (স্ত্রী.)।

অগস্ট — ('আগস্ট' দেখ।)

অগস্ত্য — একজন ঋষির নাম। একটি নক্ষত্রের নাম, Canopus. **অগস্ত্যযাত্রা** — চিরদিনের জন্য গমন।

অগাধ — অতল, সুগভীর, অথই।

অগুরু — একরকম সুগন্ধ কাঠ।

অগোচর — ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না এমন। **অগোচরে** — অজ্ঞাতে, অজানতে।

অগৌণ — মুখ্য, প্রধান। বি. ত্বরা, অবিলম্ব। **অগৌণে** — শীঘ্র, অবিলম্বে।

অগৌরব — অসম্মান। দুর্নাম।

অগ্নি — আগুন। **অগ্নিকণা** — আগুনের ফুলকি, স্ফুলিঙ্গ। **অগ্নিকর্ম** — শবদাহ। **অগ্নিকল্প** — আগুনের মতো, অগ্নিসদৃশ। **অগ্নিকাণ্ড** — আগুন লাগিয়া ঘর-বাড়ি পুড়িয়া যাওয়া। ব্যাপকভাবে আগুন লাগা। **অগ্নিকার্য** — ('অগ্নিকর্ম' দেখ।) **অগ্নিকোণ** — দক্ষিণ-পূর্ব দিক। **অগ্নিক্রিয়া** — ('অগ্নিকর্ম' দেখ।) **অগ্নিগর্ভ** — উত্তেজক, উদ্দীপনাময়। **অগ্নিদাতা** — যে মৃতের মুখে আগুন দেয়। যে আগুন লাগায়, অগ্নি-সংযোগকারী। স্ত্রী. — **অগ্নিদাত্রী**। **অগ্নিপক্ব** — আগুনের তাপে সিদ্ধ বা ভাজা, রাঁধা। দগ্ধ। **অগ্নিপরীক্ষা** — আগুনের সাহায্যে কোনও ব্যক্তি অপরাধী কিনা নির্ণয়। সুকঠিন পরীক্ষা। **অগ্নিবর্ধক** — পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে এমন। **অগ্নিবাণ** — পুরাণোক্ত আগ্নেয়াস্ত্র। **অগ্নিবৃদ্ধি** — পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি, হজম করিবার ক্ষমতা বাড়া। **অগ্নিবৃষ্টি** — উপর হইতে জ্বলন্ত বস্তুর বর্ষণ। প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ। **অগ্নিমান্দ্য** — ক্ষুধার অল্পতা, পরিপাকশক্তির অভাব। **অগ্নিমূর্তি** — অতিশয় ক্রুদ্ধ। **অগ্নিমূল্য** — অত্যধিক আক্রা। **অগ্নিশর্মা** — অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। **অগ্নিশুদ্ধ** — পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইয়াছে এমন। **অগ্নিষ্টোম** — একরকম যজ্ঞ। **অগ্নিসংস্কার** — শবদাহ। **অগ্নিসেবন** — আগুনের পাশে থাকিয়া তাপ উপভোগ, আগুন পোহানো। **অগ্নিহোত্র** — একরকম বেদবিহিত প্রাত্যহিক হোম। ঐ হোমের জন্য অগ্নিরক্ষা। **অগ্নিহোত্রী** — যিনি অগ্নিহোত্র বা বেদবিহিত হোম করেন।

অগ্ন্যস্ত্র — আগ্নেয় অস্ত্র, কামান বন্দুক পিস্তল ইত্যাদি।

অগ্ন্যাধান — হোম ইত্যাদির জন্য অগ্নি স্থাপন।

অগ্ন্যুৎপাত, অগ্ন্যুদ্গম, অগ্ন্যুদ্গার — আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নিময় পদার্থের নিঃসরণ।

অগ্র — ণ. প্রথম, প্রধান। পূর্ববর্তী। বি. সম্মুখ। ডগা। চূড়া। **অগ্রে** — আগে।

অগ্রগণ্য — প্রথমে উল্লেখযোগ্য। শ্রেষ্ঠ

অগ্রগতি — সম্মুখে গমন। উন্নতি। ক্রমোন্নতি। **অগ্রগামী** — আগে চলে এমন। স্ত্রী. — **অগ্রগামিনী**। **অগ্রজ** — আগে জন্মিয়াছে যে, দাদা। **অগ্রণী** — নেতা, নায়ক। **অগ্রদানী** — এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাঁহারা প্রেতের উদ্দেশে প্রদত্ত দান গ্রহণ করেন। **অগ্রদূত** — যিনি প্রথমে সংবাদ আনেন, পথ-প্রদর্শক। **অগ্রপশ্চাৎ** — ভাল-মন্দ, আগে-পিছে। [ঃ 'অগ্রপশ্চাৎ' ভাবা।] **অগ্রবর্তী** — সম্মুখে আগাইয়া গিয়াছে এমন। বি. — **অগ্রবর্তিতা**। স্ত্রী. — **অগ্রবর্তিনী**। **অগ্রমহিষী** — প্রধানা মহিষী, পাটরানী। **অগ্রসর** — আগাইয়া চলিয়াছে এমন, আগুয়ান। [ঃ 'অগ্রসর' হওয়া।] উন্নত। **অগ্রসরণ, অগ্রসৃতি** — আগাইয়া চলা, অগ্রবর্তী হওয়া, অগ্রে গমন। **অগ্রসূচনা** — পূর্বাভাষ।

অগ্রহণীয় — লওয়া যায় না বা উচিত নয় এমন, গ্রহণের অযোগ্য।

অগ্রহায়ণ — বাংলা সনের অষ্টম মাস।

অগ্রাহ্য — উপেক্ষিত। অমঞ্জুর। [ঃদরখাস্ত 'অগ্রাহ্য' করা।] গ্রহণের অযোগ্য।

অগ্রিম —(দাম মজুরি ইত্যাদি) আগে দেয়, আগাম। বি. বায়না।

অঘটন — অসম্ভব ঘটনা। দুর্ঘটনা। **অঘটনঘটনপটীয়সী** — অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব করিতে পারে এমন নিপুণা (স্ত্রী.)। **অঘটনীয়** — অসম্ভব। **অঘটিত** — ঘটে নাই এমন।

অঘর — ('অকুল' দেখ।)

অঘোর — ভয়ংকর নহে এমন। বি. শিব। **অঘোরে** — বেহুঁশভাবে। [ঃ 'অঘোরে' ঘুমাইতেছে।] **অঘোরপন্থী** — বীভৎস আচার-অনুষ্ঠান করে এমন একপ্রকার শৈব সম্প্রদায়। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

আঘ্রাত — ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন।

অঘ্রান — অগ্রহায়ণ (চলিত বাংলায়)।

অংক — কোল। নাটকের অধ্যায়। গণিতের রাশি, সংখ্যা। আঁক, sum. চিহ্ন, দাগ। **অংকপাত** — সংখ্যালিখন। **অংকলক্ষ্মী** — স্ত্রী, পত্নী। **অংকশায়ী** — কোলে শুইয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **অংকশায়িনী**।

অংকন — আঁকা, চিত্রণ। **অংকিত** — আঁকা হইয়াছে এমন, চিত্রিত।

অংকুর — বীজ হইতে উদ্ভিদের প্রথম উদ্গম, কল। **অংকুরিত** — অংকুর বাহির হইয়াছে এমন। **অংকুরোদ্গম** — অংকুর বাহির হওয়া, অংকুরের উদ্গম।

অংকুশ — হাতীকে গুঁতা দিয়া চালাইবার জন্য লোহার লাঠি, ডাঙশ।

অংগ — শরীর। শরীরের হাত পা প্রভৃতি অংশ। অবয়ব। অপরিহার্য অংশ। উপকরণ। **অংগজ** — পুত্র। **অংগত্রাণ** — বর্ম, সাঁজোয়া। **অংগদ** — একরকম গহনা, বাজু, তাগা। রামায়ণে বর্ণিত বালীর পুত্র। **অংগদেশ** — সুপ্রাচীন রাজ্য, উহা বর্তমান ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। **অংগন্যাস** — পূজার সময়ে মাথা বুক ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে স্পর্শ করণ। **অংগপ্রত্যংগ** — শরীর ও শরীরের অংশ, সারা দেহ। **অংগপ্রায়শ্চিত্ত** — অশৌচ শেষে দেহ শোধনের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। **অংগ-ভঙ্গি, অংগভঙ্গিমা, অংগভংগী** — মনোভাব প্রকাশের জন্যে অংগ-চালনা। **অংগরাগ** — সাজগোজ করিবার জন্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, প্রসাধনদ্রব্য। অংগসজ্জা, প্রসাধন। **অংগসংস্কার, অংগসজ্জা** — সাজগোজ, প্রসাধন। **অংগহানি** —

প্রয়োজনীয় অংশের অভাবে ত্রুটি। **অংগহীন** — বিকলাংগ। অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। স্ত্রী. — **অংগহীনা।**

অংগন — উঠান, চত্বর, ঘরের সামনের খোলা জায়গা, আঙিনা।

অংগনা — স্ত্রীলোক। সুন্দরী মেয়ে।

অংগাংগি, অংগাংগিভাব — অংগের সংগে অংগীর সম্পর্ক। অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। [ঃ 'অংগাংগিভাবে' জড়িত।]

অংগাবরণ — দেহের আবরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ।

অংগার — কয়লা। **অংগারক** — একপ্রকার গ্যাস, কার্বন, carbon.

অংগী — অংগবিশিষ্ট, অংগের অধিকারী। প্রধান, মুখ্য।

অংগীকার — প্রতিশ্রুতি। স্বীকার। ণ. — **অংগীকৃত।**

অংগীভূত — অন্তর্ভুক্ত, অংশে পরিণত।

অংগুরি, অংগুরী, অংগুরীয়, অংগুরীয়ক — আংটি।

অংগুলি, অংগুলী — আঙুল। **অংগুলিত্র, অংগুলিত্রাণ** — সেলাইয়ের সময়ে সুচের খোঁচা এড়াইবার উপযোগী আঙুলে পরিবার একরকম টুপি। **অংগুলিনির্দেশ, অংগুলিসংকেত, অংগুলিহেলন** — আঙুল নাড়িয়া দেখানো, আঙুল নাড়িয়া ইশারা করণ। **অংগুলিমোটন, অংগুলিস্ফোটন** — আঙুল মটকানো।

অংগুষ্ঠ — বুড়ো আঙুল। **অংগুষ্ঠ-প্রদর্শন** — কাহাকেও কোনও প্রতি-শ্রুতি দিয়া সেই মতো কাজ না করা, ঠকানো, 'কলা দেখানো'।

অংগুস্তানা — ছুঁচ ঠেলিবার জন্য ধাতু দিয়া তৈয়ারী আঙুলের টুপি। [ফা.]

অংঘ্রি — পা, চরণ। [ঃ 'কমলাংঘ্রিতল'।]

অচর — যাহা চলে না এমন, স্থাবর। [ঃ 'চরাচর']

অচল — ণ. যাহা চলে না, স্থির, অটল। যাহা ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। [ঃ 'অচল' টাকা।] বি. পর্বত। [ঃ 'হিমাচল'।] **অচলন** — না চলা, অপ্রচলন। **অচলনীয়** — প্রচলনের অযোগ্য। **অচলা** — স্ত্রী. পৃথিবী। **অচলিত** — চলতি নয় এমন, অপ্রচলিত।

অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য — যাহার চিকিৎসা করা যায় না এমন, দুরারোগ্য।

অচিন — (পদ্যে) অচেনা।

অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য — ভাবা যায় না এমন, ভাবনার অতীত।

অচিন্তিত — ভাবা হয় নাই এমন। **অচিন্তিতপূর্ব** — আগে ভাবা হয় নাই এমন।

অচির — অস্থায়ী। বি. — **অচিরতা, অচিরত্ব।** **অচিরাৎ, অচিরে** — শীঘ্র, অবিলম্বে।

অচেতন — সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত। প্রাণহীন, জড়। বি. — **অচেতনতা।**

অচেনা — অপরিচিত, অজানা।

অচেষ্ট — নিশ্চেষ্ট। অসাড়।

অচেষ্টিত — যাহার জন্য চেষ্টা করা হয় নাই এমন।

অচৈতন্য — সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত। জ্ঞান-হীন।

অচ্ছ — যাহাতে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না এমন, transparent. [ঃ সু+অচ্ছ = স্বচ্ছ।]

অচ্ছোদ — যাহার জল স্বচ্ছ এমন। [ঃ 'অচ্ছোদ-সরসীনীরে'।] বি. হিমালয় অঞ্চলের এক প্রাচীন সরোবরের নাম।

অচ্ছুত — অস্পৃশ্য। বি. অস্পৃশ্য জাতি।

অচ্ছেদ্য — ছিন্ন করা যায় না এমন। বি.

— **অচ্ছেদ্যতা**।

অচ্যুত — যাঁহার চ্যুতি বা স্খলন নাই, শ্রীকৃষ্ণ। ণ. চ্যুত হয় নাই এমন।

অছি — সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক। [আ. ব.সী।]

অছিলা — মিছে অজুহাত, ছল। [আ. ব.সীলা।]

অজ — যাহার জন্ম নাই এমন। অনাদি কাল হইতে আছে এমন, আদিম। (নিন্দায়) একান্ত, নিতান্ত। [ঃ 'অজ' পাড়াগাঁ।] বি. ছাগল। স্ত্রী. — **অজা**।

অজগর — প্রকাণ্ড একরকম সাপ (ছাগল গিলিয়া খাইতে পারে এমন)।

অজন্মা — ফসল না ফলা, শস্যাভাব। দুর্ভিক্ষ। ণ. বেজন্মা, জারজ।

অজন্ত — (ব্যাকরণে) স্বরান্ত (শব্দ)।

অজয় — যাহাকে জয় করা যায় না এমন, অজেয়।

অজর — যাহার জরা নাই এমন। [ঃ 'অজয়'-অমর।]

অজস্র — প্রচুর। অবিরাম।

অজাত — জন্মে নাই এমন। নীচবংশে জাত। বি. নীচ জাতি। [ঃ 'অজাত'-বেজাত।] **অজাতশত্রু** — যাহার শত্রু জন্মে নাই এমন। বি. প্রাচীন মগধের এক বিখ্যাত রাজা। **অজাতশ্মশ্রু** — যাহার দাড়ি উঠে নাই এমন। অল্প-বয়স্ক।

অজানত, অজানতে — অজ্ঞাতে, অজানিতে।

অজানা, অজানিত — অজ্ঞাত। অপরিচিত। **অজানিতে** — অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতে, অজানতে।

অজিত — হারে নাই এমন, অপরাজিত। আয়ত্ত হয় নাই এমন।

অজিন — কৃষ্ণসারমৃগের চামড়া।

অজীর্ণ — জীর্ণ হয় নাই এমন, বদ-হজম। বি. অগ্নিমান্দ্য রোগ।

অজুরা — মজুরি, পারিশ্রমিক। [ফা.] **অজুরদার** — মজুর, শ্রমজীবী।

অজুহাত — মিথ্যা কারণ। কারণ। [ফা. ব.জুহাত।]

অজেয় — জয় করা যায় না এমন।

অজৈব — প্রাণী বা উদ্ভিদ সংক্রান্ত নহে এমন, inorganic. [ঃ 'অজৈব' রসায়ন।]

অজ্ঞ — জানে না এমন। অশিক্ষিত, মূর্খ। বি. — **অজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **অজ্ঞা**।

অজ্ঞাত — অজানা। অপরিচিত। স্ত্রী. — **অজ্ঞাতা**। **অজ্ঞাতকুলশীল** — যাহার বংশপরিচয় ও স্বভাবচরিত্র জানা নাই এমন। **অজ্ঞাতনামা** — যাহার নাম জানা নাই এমন। **অজ্ঞাতপূর্ব** —আগে জানা যায় নাই এমন। **অজ্ঞাতবাস** — গোপনে বা অপরের অজ্ঞাতে অবস্থান। **অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতে** — না জানিয়া, অজানতে।

অজ্ঞান — জ্ঞানের অভাব। ণ. যাহার জ্ঞান নাই এমন, মূর্খ। সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত। **অজ্ঞানতা** — জ্ঞানহীনতা। **অজ্ঞানকৃত** — না জানিয়া করা হইয়াছে এমন। **অজ্ঞানবাদ, অজ্ঞাবাদ** — জগতের চরম তত্ত্ব জানা যায় নাই বা জানা যায় না এই মতবাদ, agnosticism.

অজ্ঞেয় — জানা যায় না এমন, জ্ঞানের অতীত। বি. — **অজ্ঞেয়তা**।

অঝোর — অবিরাম। [ঃ 'অঝোরে' বৃষ্টি।]

অঞ্চল — আঁচল, কাপড়ের শেষ ভাগ। দেশের কিয়দংশ, তল্লাট। **অঞ্চল প্রভাব** — স্ত্রীর প্রাধান্য।

অঞ্চিত — পূজিত। [ঃ বিরিঞ্চি-'অঞ্চিত' পদ।] উত্থিত। [ঃ 'রোমাঞ্চিত'।]

অঞ্জন — কাজল, সুর্মা। কবিরাজী ঔষধ।

অঞ্জনা — রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের মা।

অঞ্জলি — জোড়-করা দুই হাত, আঁজলা। জোড় হাতে দেবতার উদ্দেশে দেওয়া অর্ঘ্য। **অঞ্জলিপুট** — দুই হাত পাশা-পাশি সংযুক্ত করিলে পাত্রের মতো যাহা হয়। **অঞ্জলিবন্ধ** — হাত জোড় করিয়াছে এমন।

অটবি, অটবী — বন, অরণ্য।

অটল — নড়ে না বা টলে না এমন। স্থির, দৃঢ়।

অটুট — অক্ষুন্ন, আস্ত, অভগ্ন।

অটো — গন্ধসার, আতর, otto.

অটোগ্রাফ — বিখ্যাত ব্যক্তির নিজের লেখা বা স্বাক্ষর, autograph.

অট্ট — উচ্চ। **অট্টনাদ, অট্টরোল** — উচ্চ শব্দ। **অট্টহাস, অট্টহাসি, অট্টহাস্য** — উচ্চ হাসি, হো হো করিয়া হাসি।

অট্টালিকা — পাকা বাড়ি।

অড়র, অড়হর — একরকম দাল।

অডিট — হিসাব ও খাতাপত্রের নিখুঁত পরীক্ষা, audit. **অডিটর** — ঐরূপ পরীক্ষক, auditor.

অঢেল — প্রচুর, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি।

অণিমা— অণুর সূক্ষ্মতা। যোগের দ্বারা পাওয়া শক্তি যাহাতে সূক্ষ্ম আকার ধারণ করা যায় বলা হয়।

অণু — অতি ক্ষুদ্র, অল্প। বি. অতীব সূক্ষ্ম বস্তু, অতি ক্ষুদ্র কণিকা, molecule. **অণুবীক্ষণ** — অতি ক্ষুদ্র বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিয়া দেখায় এমন যন্ত্র, microscope. **অণুমাত্র** — এককণা পরিমাণ, অতি সামান্য পরিমাণ।

অণ্ড — ডিম। অণ্ডকোষের বিচি। **অণ্ডকোশ, অণ্ডকোষ** — হোল, মুষ্ক। **অণ্ডজ** — ডিম হইতে জন্মায় এমন। [ঃ 'অণ্ডজ' প্রাণী।] **অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি** — ডিমের মতো দেখিতে এমন, ডিম্বাকার, oval.

অত — ঐ পরিমাণ। [সং. ইয়ৎ।]

অতএব — এই কারণে, তাই, সুতরাং।

অতঃপর — এর পর, তারপর।

অতনু — তনুহীন, দেহহীন। বি. প্রেমের দেবতা, মদন।

অতন্দ্র — তন্দ্রা বা সামান্যতম ঘুমও নাই এমন। সজাগ, সতর্ক।

অতর্কিত — সাবধান হইবার সুযোগ পায় নাই এমন। **অতর্কিতে** — অসাবধান অবস্থায়, হঠাৎ।

অতল — অগাধ, সুগভীর। **অতলস্পর্শ** — যাহার তলদেশ স্পর্শ করা যায় না এমন, অতীব গভীর।

অতসী — তিসি। শণ গাছ। একরকম হলদে ফুল।

অতি — খুব। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। [ঃ 'অতিভক্তি'।]

অতিকায় — বিরাট দেহবিশিষ্ট।

অতিক্রম, অতিক্রমণ — বি. পার হওয়া। ছাড়াইয়া যাওয়া। অতীত হওয়া। **ণ. অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য** — যাহাকে অতিক্রম করা যায় এমন। **অতিক্রান্ত** — অতিক্রম করা হইয়াছে এমন। অতীত।

অতিথি — অভ্যাগত, আগন্তুক। **অতিথিশালা** — অতিথিদের থাকিবার গৃহ। **অতিথিসৎকার** — অতিথির সেবাযত্ন।

অতিদর্প — অতিশয় অহংকার, অত্যধিক দেমাক।

অতিদৈব — দেবতার অতীত। দেবতার অসাধ্য।

অতিপাত — কাটানো, যাপন। [ঃ 'কালাতিপাত'।]

অতিপাতক — মহাপাতক, মহাপাপ।

অতিপ্রাকৃত — প্রকৃতির অতীত, অলৌকিক। অস্বাভাবিক।

অতিবল — অতীব বলশালী, মহাবল।
অতিবাড় — স্পর্ধা। বেশী বাড়াবাড়ি।
অতিবাদ — অত্যুক্তি।
অতিবাহন — কাটানো, যাপন। [ঃ কাল 'অতিবাহন' করা।] অতিক্রমণ। [ঃ পথ 'অতিবাহন' করা।] ণ. **অতিবাহিত** — যাহা কাটানো বা পার হওয়া গিয়াছে এমন, অতীত, অতিক্রান্ত।
অতিবৃষ্টি — (ক্ষতিকর অর্থে) খুব বেশি বৃষ্টি। (তুঃ 'অনাবৃষ্টি'।)
অতিবেল — বেলাভূমি অতিক্রম করে এমন।
অতিভক্তি — অত্যধিক (কৃত্রিম) ভক্তি।
অতিভোজন — অত্যধিক আহার, খুব বেশী খাওয়া। ণ. **অতিভোজী** — যে অত্যধিক আহার করে।
অতিমাত্র — খুব বেশী মাত্রায়, অত্যধিক, অতিরিক্ত।
অতিমান — অত্যধিক মর্যাদাবোধ, অহংকার।
অতিমানব — দেবতুল্য লোক, মহামানব। ণ. **অতিমানবিক** — অতিমানব সংক্রান্ত। মানুষের ক্ষমতার অতীত।
অতিমানুষ — ('অতিমানব' দেখ।) **অতিমানুষিক** — মানুষের ক্ষমতার অতীত।
অতিরঞ্জন — বাড়াইয়া বলা, অত্যুক্তি। ণ.

অতিরিক্ত — দরকারের চেয়ে বেশি। বাড়তি। বি. — **অতিরেক**।
অতিশয় — খুব, অত্যন্ত। অত্যধিক।
অতিশয়োক্তি — বাড়াইয়া বলা, অত্যুক্তি।
অতিষ্ঠ — অস্থির, বিরক্ত।
অতিসার — পেটের অসুখ, উদরাময়।
অতীত — চলিয়া গিয়াছে এমন, গত। পূর্বে ঘটিয়াছে এমন। অতিক্রম করিয়াছে এমন। [ঃ সাধ্যের 'অতীত'।] বি. বিগত কাল, পূর্বকাল।
অতীন্দ্রিয় — ইন্দ্রিয়ের অতীত, চক্ষুকর্ণ প্রভৃতির দ্বারা জানা যায় না এমন। **অতীন্দ্রিয়বাদ** — ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করা যায় এইরূপ দার্শনিক মতবাদ। **অতীন্দ্রিয়বাদী** — অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী।
অতীব — খুব, অত্যন্ত, অতিশয়।
অতুল, অতুলন, অতুলনীয়, অতুল্য — যাহার তুলনা নাই, অনুপম, অপূর্ব।
অতৃপ্ত — অপূর্ণ। [ঃ 'অতৃপ্ত' বাসনা।] অপরিতুষ্ট। [ঃ 'অতৃপ্ত' আত্মা।] স্ত্রী. — **অতৃপ্তা**। বি. — **অতৃপ্তি**।
অতো — অত, ঐ পরিমাণ।
অত্যধিক — প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। খুব বেশি।
অত্যন্ত — খুব, অতিশয়।
অত্যয় — অতিক্রমণ। [ঃ 'কালাত্যয়'।] বিনাশ। [ঃ 'প্রাণাত্যয়'।] বিপদ্, সংকট।
অত্যল্প — খুব কম। বি. — **অত্যল্পতা**।
অত্যাচার — পীড়ন, জুলুম। **অত্যাচারিত** — যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অত্যাচারিতা**। **অত্যাচারী** — যে অত্যাচার করে। স্ত্রী. — **অত্যাচারিণী**।
অত্যাসক্ত — খুব বেশি আসক্ত। বি. — **অত্যাসক্তি**।
অত্যুক্তি — বাড়াইয়া বলা, অতিরঞ্জন।
অত্র — এখানে। **অত্রত্য, অত্রস্থ** — এখানকার।
অত্রি — একজন প্রাচীন ঋষির নাম।
অথই — অগাধ, অতল।
অথচ — তবুও, কিন্তু।
অথবা — বা, কিংবা, পক্ষান্তরে।
অথর্ব — একটি বেদের নাম, চতুর্থ বেদ। ণ. জরাগ্রস্ত, অক্ষম।
অদমনীয়, অদম্য — দমন করা বা ঠেকানো

যায় না এমন, দুর্বার।

অদমিত — দমন করা হয় নাই এমন।

অদর্শন — দর্শনের অভাব, না দেখা। [ঃ তোমার 'অদর্শনে'।]

অদলবদল — পরিবর্তন। বিনিময়।

অদহনীয়, অদাহ্য — আগুনে পুড়ে না এমন। পোড়ানো উচিত নয় এমন।

অদিতি — পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের মা, দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের স্ত্রী।

অদিন — অশুভদিন, দুর্দিন।

অদূর — দূর নহে এমন, নিকট। **অদূরদর্শী** — পরে কি হইবে যে ভাবে না। বি. — **অদূরদর্শিতা**। স্ত্রী. — **অদূরদর্শিনী**। **অদূরবর্তী** — নিকটে আছে এমন।

অদৃশ্য — দেখা যায় না এমন। **অদৃশ্যমান** — ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে এমন।

অদৃষ্ট — দেখা হয় নাই এমন। বি. ভাগ্য, নিয়তি। **অদৃষ্টক্রমে** — ভাগ্যের ফলে। **অদৃষ্টপূর্ব** — আগে দেখা যায় নাই এমন। **অদৃষ্টলিপি** — ভাগ্যের লিখন। **অদৃষ্টের পরিহাস** — নিয়তির বিদ্রূপ, ভাগ্যবিড়ম্বনা।

অদেখা — দেখা হয় নাই এমন, দৃষ্ট নয় এমন। যে কখনও দেখে নাই এমন। বি. না দেখা, অদর্শন।

অদেয় — দেওয়া যায় না এমন।

অদ্ভুত — আশ্চর্য। অস্বাভাবিক। **অদ্ভুতকর্মা** — অসামান্য কর্মশক্তির অধিকারী, অসামান্য বা অলৌকিক কাজ করিতে সক্ষম এমন। **অদ্ভুতদর্শন** — দেখিতে অদ্ভুত লাগে এমন, অদ্ভুত চেহারা-বিশিষ্ট।

অদ্য — আজ। এখন। **অদ্যকার** — আজিকার। **অদ্যতন** — এখনকার। স্ত্রী. — **অদ্যতনী**। **অদ্যাপি** — আজও। **অদ্যাবধি** — আজ হইতে। আজ পর্যন্ত।

অদ্রি — পর্বত।

অদ্বয় — অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম। **অদ্বয়বাদ** — ('অদ্বৈতবাদ' দেখ।)

অদ্বিতীয় —একমাত্র। স্ত্রী. —**অদ্বিতীয়া**।

অদ্বৈত — যাহার দ্বিতীয় নাই, ব্রহ্ম। **অদ্বৈতবাদ** — ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই এই মত। **অদ্বৈতবাদী** — অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী।

অধঃ — নিম্ন। ঊর্ধ্বের বিপরীত দিক্। **অধঃপতন, অধঃপাত** — খারাপ হওয়া, উচ্ছন্নে যাওয়া, নৈতিক অবনতি। **অধঃপতিত** — অধঃপাতে বা উৎসন্নে গিয়াছে এমন। পূর্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত। **অধঃপথ** — অধঃপাতে যাইবার পথ।

অধম — হীন, নীচ, মন্দ। অপকৃষ্ট।

অধমর্ণ — খাতক, ঋণী। (তুঃ 'উত্তমর্ণ'।)

অধমাঙ্গ — নিম্নাঙ্গ, পা, চরণ।

অধমাধম — অতি অধম, হীনতম।

অধর — নীচের ঠোঁট। ঠোঁট।

অধরা — যাহাকে ধরা যায় নাই এমন।

অধরামৃত — থুতু (ব্যঙ্গার্থে)।

অধর্ম — ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। অন্যায়। পাপ। ণ. ধর্মবিরুদ্ধ। **অধর্মী** — যে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে এমন।

অধস্তন — নিম্নস্থ। [ঃ 'অধস্তন' কর্মচারী; 'অধস্তন' চতুর্দশ পুরুষ।]

অধার্মিক — ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে এমন, অধর্মী।

অধিক — বেশি। **অধিকতম** — সর্বাপেক্ষা বেশি। **অধিকতর** — অপেক্ষাকৃত বেশি। **অধিকন্তু** — তাহার উপর, আরও। **অধিকাংশ** — বেশির ভাগ।

অধিকরণ — স্থান, আধার, পাত্র। (ব্যাকরণে) একরকম কারক। অধিকার করা।

অধিকর্তা — কোনও সরকারী বিভাগের

কর্তা। ডিরেক্টার।

অধিকাংশ — বেশির ভাগ। প্রায় সমস্ত।

অধিকার — দখল। দাবি। স্বত্ব। জ্ঞান। [ঃ শাস্ত্রে 'অধিকার'।] সরকারী উচ্চ বিভাগ, directorate. [ঃ 'শিক্ষাধিকার'।]

অধিকারী — মালিক। [ঃ যাত্রার দলের 'অধিকারী'।] যোগ্য ব্যক্তি। স্ত্রী.— **অধিকারিণী।**

অধিকৃত — অধিকার করা হইয়াছে এমন, দখল করা হইয়াছে এমন।

অধিগত — আয়ত্ত করা গিয়াছে এমন। [ঃ 'অধিগত' বিদ্যা।]

অধিগম্য — আয়ত্ত করা যায় এমন, বুঝা যায় এমন।

অধিত্যকা — পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি।

অধিদেব, অধিদেবতা, অধিদৈবত —অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অধিনায়ক — প্রধান পরিচালক, প্রধান সেনাপতি।

অধিপ, অধিপতি — রাজা।

অধিবাস — পূজা ও বিবাহ প্রভৃতির আগে মাংগলিক অনুষ্ঠান।

অধিবাসী — বাসিন্দা। ণ. বাস করে এমন। স্ত্রী. — **অধিবাসিনী।**

অধিবেশন — সভা বসা, বৈঠক।

অধিরথ — সারথি। মহারথ। মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের পালক পিতা।

অধিরাজ — প্রধান রাজা, সম্রাট। **অধিরাজ্য** — অধীন রাজ্য। (তুঃ 'আধিরাজ্য'।)

অধিরূঢ় — আরূঢ়, চড়িয়াছে এমন।

অধিষ্ঠাতা — অধিষ্ঠান করেন এমন। [ঃ 'অধিষ্ঠাতা' দেবতা।] স্ত্রী. — **অধিষ্ঠাত্রী।** [ঃ 'অধিষ্ঠাত্রী' দেবী।] **অধিষ্ঠান** — (দেবতা প্রভৃতির) থাকা, উপস্থিতি। **অধিষ্ঠিত** — (দেবতা প্রভৃতি) আছেন এমন। প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী. — **অধিষ্ঠিতা।**

অধীত — পড়া হইয়াছে এমন।

অধীন — বশীভূত, নিয়ন্ত্রণ বা শাসনের অন্তর্গত। বি. — **অধীনতা।** স্ত্রী. —**অধীনা। অধীনস্থ** —যে অধীন আছে।

অধীর — অস্থির, চঞ্চল। ধৈর্যহীন, কাতর। [ঃ 'অধীর' হইও না।] বি. — **অধীরতা।** স্ত্রী. — **অধীরা।**

অধীশ, অধীশ্বর — রাজা। প্রধান রাজা।

অধুনা — আজকাল, ইদানীং। **অধুনাতন** — এখনকার, বর্তমান।

অধৈর্য — ব্যাকুল, ধৈর্যহীন। বি. ধৈর্যের অভাব।

অধোগতি, অধোগমন — নিচের দিকে গমন। অধঃপতন। নরকে গমন। **অধোগামী** — নিচের দিকে যাইতেছে এমন, যাহার অধোগতি হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **অধোগামিনী।** **অধোদৃষ্টি** — নিচের দিকে তাকানো। **অধোদেশ** — নিম্নদেশ, নিচের দিক। **অধোবদন, অধোমুখ** — নতমুখ, হেঁটমাথা। **অধোলোক** — পাতাল। নরক।

অধ্যক্ষ — কর্তা, পরিচালক। কলেজের প্রধান শিক্ষক। **অধ্যক্ষতা** — অধ্যক্ষের কাজ।

অধ্যবসায় — অবিরাম চেষ্টা, একাগ্র চেষ্টা। **অধ্যবসায়ী** — যাহার অধ্যবসায় আছে।

অধ্যয়ন — মন দিয়া পাঠ। পাঠ। **অধ্যয়নকারী** — যে অধ্যয়ন করে, যে পড়ে। **অধ্যয়নরত** — পড়িতেছে এমন, পাঠে রত। **অধ্যয়নশীল** — পড়িতে ভালোবাসে এমন, পড়ুয়া।

অধ্যাত্ম — আত্মার বা ব্রহ্মের বিষয়।

অধ্যাপক — যিনি পড়ান। কলেজের

শিক্ষক। **অধ্যাপনা** — পড়ানো। কলেজে পড়ানো। **অধ্যাপয়িতা** — অধ্যাপক, যে অধ্যাপনা করে, যে পড়ায়। স্ত্রী. — **অধ্যাপয়িত্রী**। **অধ্যাপিকা** — স্ত্রী অধ্যাপক।

অধ্যায় — বইয়ের পরিচ্ছেদ বা পর্ব।

অধ্যাস — এক বস্তুতে অন্য বস্তুর গুণ আরোপ বা কল্পনা, illusion.

অধ্যাসন — উপবেশন। স্থাপন। ণ. — **অধ্যাসিত, অধ্যাসীন**।

অধ্যুষিত — যেখানে বাস করা হইয়াছে এমন। ['অধ্যুষিত' অঞ্চল।]

অধ্যেতব্য — পড়িতে হইবে বা পড়া উচিত এমন।

অধ্রুব — অনিশ্চিত, অস্থায়ী।

অধ্বর — যজ্ঞ। **অধ্বর্যু** — ঋত্বিক্।

অন্- — ('অ-' দেখ।)

অনক্ষর — যাহার অক্ষর-জ্ঞান নাই এমন, নিরক্ষর।

অনগ্রসর — অগ্রসর নহে এমন, অনুন্নত।

অনঘ — নিষ্পাপ। নিরাপদ। দুঃখহীন।

অনংগ —(দেহহীন) প্রেমের দেবতা, মদন।

অনচ্ছ — স্বচ্ছ নয় এমন, যাহাতে দৃষ্টি ব্যাহত হয়, opaque. (তুঃ 'অচ্ছ'।)

অনটন — অভাব। দারিদ্র্য।

অনড় — নড়ে না এমন, অটল, স্থির।

অনতি — খুব বেশি নয় এমন। **অনতি-দূরে** — খুব বেশি দূরে নয় এমন। **অনতিবিলম্ব** — খুব বেশি নয় এমন দেরি।

অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য — অতিক্রম করা বা ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না এমন।

অনধিক — ইহার বেশি নয়। [ঃ 'অনধিক' দশ।]

অনধিকার — অধিকারের অভাব। ণ. যাহাতে অধিকার নাই এমন। [ঃ 'অনধিকার' চর্চা।] **অনধিকারী** — যাহার অধিকার নাই, অধিকারহীন। অযোগ্য। **অনধিকৃত** — অধিকার করা হয় নাই এমন।

অনধীত — পড়া হয় নাই এমন, অপঠিত।

অনধ্যায় — না পড়া, পাঠাভাব। যেদিন অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ।

অননুকরণীয় — যাহার অনুকরণ করা যায় না এমন। বি. — **অননুকরণীয়তা**।

অননুভূত — অনুভব করা হয় নাই এমন।

অননুমত — অনুমতি দেওয়া হয় নাই এমন।

অননুমেয় — অনুমান করা যায় না এমন, অনুমানের অতীত।

অননুমোদন — অনুমোদনের অভাব, অসমর্থন। ণ. **অননুমোদিত** — যাহা অনুমোদন করা হয় নাই, নামঞ্জুর।

অনন্ত — যাহার অন্ত বা শেষ নাই, অসীম। বি. সর্পরাজ বাসুকি। হাতের গহনা, তাগা। **অনন্ত চতুর্দশী** — ভাদ্র-শুক্লা-চতুর্দশী, যেদিন অনন্তব্রত করা হয়। **অনন্তনিদ্রা** — যে ঘুমের শেষ নাই, মৃত্যু। **অনন্তশয্যা** — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর অনন্তনাগরূপ বিছানা। মৃত্যু।

অনন্তর — তারপর।

অনন্য — অন্য নয় এমন। যাহার অন্য নাই এমন। অভিন্ন। অদ্বিতীয়। একাগ্র। **অনন্যগতি** — যাহার অন্য গতি বা উপায় নাই এমন। **অনন্যমনা** — যাহার অন্যদিকে মন নাই, একাগ্রচিত্ত। **অনন্য-সাধারণ** — অসাধারণ, অসামান্য। **অনন্যা** — অভিন্না। অদ্বিতীয়া। [ঃ 'অনন্যা' নারী।] **অনন্যোপায়** — যাহার অন্য উপায় নাই এমন।

অনপত্য — অপত্যহীন, নিঃসন্তান।

অনপেক্ষ — অন্য কাহারও বা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না এমন। **অনপেক্ষিত** — যাহার উপর নির্ভর করা হয় নাই এমন। যাহার জন্য অপেক্ষা করা হয় নাই এমন।

অনবদ্য — বর্ণনাতীত সুন্দর, অনিন্দনীয়। বি. — **অনবদ্যতা**।

অনবধান — অমনোযোগ। ণ. অমনোযোগী। **অনবধানতা** — মনোযোগের অভাব। অসতর্কতা।

অনবরত — সর্বদা, অবিরত।

অনবস্থ — অস্থির। অব্যবস্থিত। **অনবস্থচিত্ত** — অস্থিরচিত্ত, চঞ্চলমতি, সংকল্পহীন। বি. — **অনবস্থচিত্ততা**। **অনবস্থা** — অস্থির ভাব। অব্যবস্থা। **অনবস্থিত** — ('অনবস্থ' দেখ।) অবস্থিত নয় এমন।

অনবহিত — অমনোযোগী। অসাবধান।

অনভিজ্ঞ — অভিজ্ঞতা নাই এমন। আনাড়ী। বি. — **অনভিজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **অনভিজ্ঞা**।

অনভিপ্রায় — অনিচ্ছা। অসম্মতি। **অনভিপ্রেত** — ইচ্ছা করা হয় নাই এমন, অবাঞ্ছিত।

অনভ্যস্ত — যাহার অভ্যাস নাই। স্ত্রী. — **অনভ্যস্তা**। **অনভ্যাস** — অভ্যাসের অভাব।

অনমনীয় — নোয়ানো যায় না এমন, দৃঢ়। বি. — **অনমনীয়তা**।

অনম্বর — আকাশ। ণ. বস্ত্রহীন, নগ্ন।

অনর্গল — অবাধ। বিরামহীন। [ঃ 'অনর্গল' বকা।]

অনর্থ — অনিষ্ট। বিপদ্। **অনর্থপাত** — দুর্ঘটনা, বিপদ্।

অনর্থক — অকারণ। নিষ্ফল।

অনল — আগুন, অগ্নি।

অনলস — কুঁড়ে নয় এমন, কর্মঠ। কর্মময়। [ঃ 'অনলস' দিনগুলি।]

অনল্প — কম নহে এমন, বেশী। বি. — **অনল্পতা**।

অনশন — না খাইয়া থাকা, উপবাস।

অনশ্বর — যাহার বিনাশ নাই এমন, অবিনাশী।

অনসূয় — ণ. যাহার ঈর্ষা নাই। স্ত্রী. **অনসূয়া** — বি. শকুন্তলার এক সখীর নাম। অত্রি মুনির স্ত্রীর নাম। ণ. ঈর্ষাহীনা।

অনাগত — এখনও আসে নাই এমন। ভবিষ্যৎ। **অনাগতবিধাতা** — যে ভবিষ্যতের জন্য বিধান বা ব্যবস্থা করে। **অনাগতা** — আসে নাই এমন (স্ত্রী.)।

অনাঘ্রাত — ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন, অঘ্রাত। [ঃ 'অনাঘ্রাত' কুসুম।]

অনাচার — নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। নিয়মনিষ্ঠার অভাব। **অনাচারী** — যে অনাচার করে।

অনাটন — ('অনটন' দেখ।)

অনাথ — অভিভাবকহীন। অসহায়। নিরাশ্রয়। [ঃ 'অনাথ' বালক।] স্ত্রী. — **অনাথা, অনাথিনী** (পদ্যে)।

অনাদর — আদরের অভাব, অযত্ন, উপেক্ষা, অবহেলা। ণ. **অনাদৃত** — উপেক্ষিত, অবহেলিত। স্ত্রী. — **অনাদৃতা**।

অনাদায় — আদায় না হওয়া, আদায়ের অভাব। **অনাদায়ী** — যাহা আদায় হয় নাই, বাকী।

অনাদি — যাহার আরম্ভ বা উৎপত্তি নাই। স্বয়ম্ভূ।

অনাবশ্যক — অদরকারী, অপ্রয়োজনীয়। বি. — **অনাবশ্যকতা**।

অনাবিল — নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। বি. — **অনাবিলতা**।

অনাবিষ্কৃত — আবিষ্কৃত হয় নাই এমন, অজ্ঞাত।

অনাবিষ্ট — অমনোযোগী।

অনাবৃত — ঢাকা নাই এমন, খোলা।

অনাবৃষ্টি — উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টির অভাব। (তুঃ 'অতিবৃষ্টি'।)

অনাময় — বি. সুস্থতা, রোগহীনতা। ণ. সুস্থ, নীরোগ।

অনামা — যাহার নাম নাই এমন, নামহীন। অখ্যাত।

অনামিকা — কড়ে আঙুলের পরের আঙুল। ণ. নামহীনা।

অনামুখো — যাহার মুখ দেখিলে অমঙ্গল হয় বলিয়া ধারণা আছে, অপয়া।

অনায়ত্ত — আয়ত্ত হয় নাই এমন। বি. — **অনায়ত্তি**।

অনায়াস — অক্লেশ, অল্প শ্রম। **অনায়াসলব্ধ** — যাহা সহজে পাওয়া গিয়াছে। **অনায়াসলভ্য** — যাহা সহজে পাওয়া যায়। **অনায়াসসাধ্য, অনায়াসসিদ্ধ** — যাহা সহজে করা যায়। **অনায়াসে** — সহজে, বিনা পরিশ্রমে।

অনারারী — সম্মানসূচক ও অবৈতনিক, honorary. [ইং.]

অনারেব্‌ল্‌ — মাননীয়, honourable. [ইং.]

অনার্তবা — ঋতুমতী হয় নাই এমন।

অনার্দ্র — ভিজা নহে এমন, অসিক্ত।

অনার্য — আর্য নয় এমন জাতি, non-Aryan. ণ. আর্য নহে এমন। অসভ্য।

অনালোচনীয়, অনালোচ্য — আলোচনার অযোগ্য।

অনাসক্ত — আসক্তিহীন, নির্লিপ্ত। স্ত্রী. — **অনাসক্তা**। বি. — **অনাসক্তি**।

অনাসৃষ্টি — সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক।

অনাস্থা — আস্থার অভাব। অবিশ্বাস।

অনাহত — আঘাত পায় নাই এমন, অক্ষত। স্ত্রী. — **অনাহতা**।

অনাহার — না খাইয়া থাকা, উপবাস। **অনাহারী** — না খাইয়া আছে এমন উপবাসী।

অনাহুত — আহুতি দেওয়া হয় নাই এমন।

অনাহূত — ডাকা হয় নাই এমন। অনিমন্ত্রিত। স্ত্রী. — **অনাহূতা**।

অনিচ্ছা — ইচ্ছার অভাব। আপত্তি, অসম্মতি। **অনিচ্ছাকৃত** — ইচ্ছা করিয়া করা হয় নাই এমন। [ঃ 'অনিচ্ছাকৃত' অপরাধ।] **অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক** — যাহার ইচ্ছা নাই এমন।

অনিত্য — অস্থায়ী। [ঃ জীবন 'অনিত্য'।] বি. — **অনিত্যতা**।

অনিদ্র — নিদ্রাহীন। **অনিদ্রা** — ঘুমের অভাব, নিদ্রাহীনতা।

অনিন্দনীয় — নিন্দা করা যায় না এমন। নিখুঁত, সুন্দর। স্ত্রী. — **অনিন্দনীয়া**।

অনিন্দিত — যাহার নিন্দা করা হয় নাই এমন। সুন্দর। স্ত্রী. — **অনিন্দিতা**।

অনিন্দ্য — নিন্দা করা যায় না এমন, অনিন্দনীয়। বি. — **অনিন্দ্যতা**। স্ত্রী. — **অনিন্দ্যা**। [illegible] — নিখুঁত সুন্দর।

অনিবার — অবিরত। অনিবার্য। অবিরল, অবিরত। **অনিবারিত** — নিবারণ করা হয় নাই এমন। **অনিবারণীয়** — নিবারণ করা যায় না বা উচিত নয় এমন।

অনিবার্য — নিবারণ করা বা ঠেকানো যায় না এমন, অবশ্যম্ভাবী। বি. — **অনিবার্যতা**।

অনিমিষ — (পদ্যে) চোখের পাতা না

ফেলিয়া, অপলক, অনিমিষ।
অনিমিষ, অনিমেষ — চোখের পাতা পড়ে না এমন, অপলকদৃষ্টি। [ঃ সে 'অনিমিষে' তাকিয়ে রইল।]
অনিমন্ত্রিত — যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, অনাহূত। স্ত্রী. — **অনিমন্ত্রিতা**।
অনিয়ন্ত্রিত — নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই এমন, অসংযত।
অনিয়ম — নিয়মের অভাব। অসংযম। অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা। **অনিয়মিত** — যাহাতে নিয়ম নাই এমন। উচ্ছৃঙ্খল।
অনিরুদ্ধ — রোধ করা যায় নাই এমন, অদম্য, অবাধ। বি. পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র।
অনির্দিষ্ট — স্থিরতা নাই এমন। অনিশ্চিত। [ঃ 'অনির্দিষ্ট' পথ; 'অনির্দিষ্ট' কাল।] বি. — **অনির্দিষ্টতা**।
অনির্দেশ — নির্দেশের অভাব, অনির্দিষ্ট অবস্থা। **অনির্দেশ্য** — নির্দিষ্ট করা যায় না এমন।
অনির্বচনীয় — যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন, বর্ণনাতীত। বি. — **অনির্বচনীয়তা**।
অনির্বাণ — ণ. নিবে না এমন। [ঃ 'অনির্বাণ' শিখা।] বি. নির্বাণের বা মুক্তির বিপরীত অবস্থা।
অনিল — বাতাস, বায়ু।
অনিশ্চিত — সংশয় আছে বা স্থিরতা নাই এমন।
অনিষ্ট — ক্ষতি, অপকার। **অনিষ্টকর, অনিষ্টকারী** — ক্ষতি করে এমন, ক্ষতি-কর, অপকারী।
অনীক — সৈন্য, সৈন্যগণ। **অনীকিনী** — প্রাচীন সৈন্যবাহিনী (দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী)।
অনীশ্বর — ঈশ্বর মানে না এমন, নিরীশ্বর, নাস্তিক। **অনীশ্বরবাদ** — ('নিরীশ্বরবাদ' দেখ।)
অনু- — পশ্চাৎ, পরবর্তিতা, সাদৃশ্য নিকটত্ব ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়।
অনুকম্পা — দয়া, করুণা।
অনুকরণ — অপর কিছুর মতো কিছু করা, নকল। **অনুকরণকারী** — যে অনুকরণ করে। **অনুকরণপ্রিয়** — যে অনুকরণ করিতে ভালোবাসে। **অনুকরণীয়** — অনুকরণের যোগ্য।
অনুকল্প — গৌণ বা অপ্রধান নিয়ম। একের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য অন্য কিছু, বিকল্প, alternative.
অনুকার — অনুকরণ। ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দ। **অনুকারী** — অনুকরণ করে এমন।
অনুকূল — সাহায্য করে এমন। [ঃ 'অনুকূল' বায়ু।] (তুঃ 'প্রতিকূল'।)
অনুকৃত — অনুকরণ করা হইয়াছে এমন। বি. **অনুকৃতি** — অনুকরণ।
অনুক্ত — বলা হয় নাই এমন। উহ্য।
অনুক্রম — নিয়ম অনুসারে পর পর থাকা, পারম্পর্য। **অনুক্রমিক** — পর পর সাজানো আছে এমন। [ঃ 'বর্ণানু-ক্রমিক' তালিকা।]
অনুক্রমণিকা — বইয়ের ভূমিকা, মুখবন্ধ।
অনুক্ষণ — ক্ষণে ক্ষণে। সর্বদা।
অনুগ — পশ্চাতে যায় এমন। সেবক।
অনুগত — কাহারও কথা বা নির্দেশ মানিয়া চলে এমন। [ঃ 'অনুগত' ভৃত্য।] স্ত্রী. — **অনুগতা**।
অনুগমন — পিছনে পিছনে যাওয়া, অনু-সরণ। **অনুগামী** — অনুসরণকারী। স্ত্রী. — **অনুগামিনী**।
অনুগৃহীত — উপকার বা সাহায্য পাইয়াছে

এমন। স্ত্রী. — **অনুগৃহীতা।**

অনুগ্রহ — সদয় সাহায্য। কৃপা। **অনুগ্রাহক** — যে অনুগ্রহ করে। স্ত্রী. — **অনুগ্রাহিকা।** **অনুগ্রাহী** — অনুগ্রাহক।

অনুচর — ভৃত্য। চেলা। সহচর। স্ত্রী. — **অনুচরী।**

অনুচারী — অনুগামী। বি. ভৃত্য।

অনুচিকীর্ষা — অনুকরণ করার ইচ্ছা। **অনুচিকীর্ষু** — অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক।

অনুচিত — উচিত নয় এমন। অন্যায়।

অনুচিন্তন, অনুচিন্তা — পরে সর্বদা বা গভীরভাবে চিন্তা।

অনুচ্চ — উঁচু নয় এমন। মৃদু, অস্ফুট। [ঃ 'অনুচ্চ' ধ্বনি।] বি. — **অনুচ্চতা।**

অনুচ্চারিত — উচ্চারণ করা হয় নাই এমন। বলা হয় নাই এমন, অনুক্ত। **অনুচ্চার্য** — উচ্চারণ করা যায় না বা উচিত নয় এমন। বি. — **অনুচ্চার্যতা।**

অনুচ্ছেদ — রচনাদির ক্ষুদ্র অংশ, বাক্যের সমষ্টি, প্যারা।

অনুজ — ছোট ভাই। **অনুজা** — ছোট বোন।

অনুজ্জ্বল — উজ্জ্বল নয় এমন, নিষ্প্রভ। বি. — **অনুজ্জ্বলতা।**

অনুজ্ঞা — আদেশ, অনুমতি।

অনুতপ্ত — যাহার অনুতাপ হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অনুতপ্তা।**

অনুতাপ — কোন কাজ করিয়া পরে সেজন্য দুঃখিত হওয়া, অনুশোচনা।

অনুত্তম — উত্তম নয় এমন, নিকৃষ্ট।

অনুৎসাহ — উৎসাহের অভাব। ণ. উৎসাহ-হীন, নিরুৎসাহ।

অনুদাত্ত — (গানে) অনুচ্চ (কণ্ঠস্বর)।

অনুদার — সংকীর্ণমনা, হীনচেতা।

অনুদিত — উদিত হয় নাই এমন। [ঃ 'অনুদিত' সূর্য।]

অনুদিন — রোজ রোজ, প্রতিদিন।

অনুদ্দিষ্ট — নিখোঁজ। যাহাকে উদ্দেশ করা হয় নাই। **অনুদ্দেশ** — খোঁজ না পাওয়া।

অনুদ্বিগ্ন — উদ্বেগহীন। **অনুদ্বেগ** — উদ্বেগের অভাব।

অনুদ্ভিন্ন — ভেদ করিয়া উঠে নাই এমন। অপরিস্ফুট। [ঃ 'অনুদ্ভিন্ন-যৌবনা' বালিকা।]

অনুধাবন — গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা। পশ্চাদ্ধাবন। ণ. — **অনুধাবিত।**

অনুধ্যান — সর্বদা চিন্তা। **অনুধ্যায়ী** — যে সর্বদা চিন্তা করে। [ঃ 'শুভানু-ধ্যায়ী'।]

অনুনয় — কাতর অনুরোধ।

অনুনাদিত — অপর ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনিত। ধ্বনিত।

অনুনাসিক — নাকী, খোনা। **অনুনাসিক বর্ণ** — নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয় এমন বর্ণ, যথা, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ।

অনুন্নত — উন্নত নয় এমন। অনগ্রসর।

অনুপ — উপমাহীন, অনুপম।

অনুপকৃত — উপকার পায় নাই এমন, উপকৃত হয় নাই এমন। স্ত্রী. — **অনুপকৃতা।**

অনুপম — যাহার উপমা বা তুলনা নাই। স্ত্রী. — **অনুপমা।** **অনুপমেয়** — যাহার উপমা দেওয়া যায় না এমন, তুলনাহীন।

অনুপযুক্ত — উপযুক্ত নয় এমন, অযোগ্য।

অনুপযোগী — ব্যবহারের অযোগ্য। অনুপযুক্ত। বি. — **অনুপযোগিতা।**

অনুপল — সেকেণ্ডের দেড় শত ভাগের এক ভাগ।

অনুপস্থিত — উপস্থিত বা হাজির নাই

এমন। বি. **অনুপস্থিতি** — উপস্থিত [ব]া হাজির না থাকা।

[অ]নুপাত — হার, কিছুর পরিমাণ অনুসারে অন্য কিছুর পরিমাণ। [ঃ খাটুনির 'অনুপাতে' মজুরি।]

[অ]নুপান — ঔষধের সহিত সেবনীয় জিনিস। [ঃ কবিরাজী ঔষধের একটি প্রধান 'অনুপান' মধু।]

[অ]নুপাম — (কবিতায়) অনুপম।

[অ]নুপায় — ণ. নিরুপায়। বি. উপায়ের অভাব।

[অ]নুপ্ত — বপন করা হয় নাই এমন।

[অ]নুপ্রবেশ — ভিতরে প্রবেশ। **অনুপ্রবিষ্ট** — অনুপ্রবেশ করিয়াছে এমন।

[অ]নুপ্রাণনা — উৎসাহের সঞ্চার, উদ্দীপনা। প্রেরণা। **অনুপ্রাণিত** — উৎসাহিত, উদ্দীপিত।

[অ]নুপ্রাস — ধ্বনি সৃষ্টির জন্য একই ধ্বনি বা বর্ণের বার বার ব্যবহার। [ঃ দ্বিরদরদ-নির্মিত দ্বারে দ্বারী দ্বিরদ।]

[অ]নুপ্রেরণা — উদ্দীপনা, উৎসাহ। ণ. — **অনুপ্রেরিত।**

[অ]নুবর্তন — অনুসরণ। প্রসঙ্গের জের। **অনুবর্তী** — অনুগামী। স্ত্রী. — **অনুবর্তিনী।** **অনুবর্তিতা** — অনুযায়ী চলা বা করা। [ঃ 'নিয়মানুবর্তিতা'।]

[অ]নুবল — সহায়। প্রভাব। ণ. ক্ষমতা অনুযায়ী।

[অ]নুবাত — যে দিকে বায়ু যাইতেছে সেই দিকে। (তুঃ 'প্রতিবাত'।)

[অ]নুবাদ — ভাষান্তর, তরজমা। **অনুবাদক** — যে অনুবাদ করে। **অনুবাদ্য** — অনুবাদের যোগ্য বা অনুবাদের জন্য। [ঃ 'অনুবাদ্য' বিষয়।]

[অ]নুবাদী — (সংগীতে) বাদী সংবাদী ও বিবাদী ভিন্ন অন্য স্বর।

অনুবৃত্তি — পূর্ব প্রসঙ্গের জের। [ঃ গল্পের 'পূর্বানুবৃত্তি'।]

অনুভব — বোধ। ইন্দ্রিয়ের বা হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি।

অনুভাব — মহিমা, প্রভাব। স্বভাব।

অনুভূত — অনুভব করা হইয়াছে এমন। বি. **অনুভূতি** — বোধ। বোধশক্তি। [ঃ মৃতের 'অনুভূতি' নাই।]

অনুমত — সম্মতি দেওয়া হইয়াছে এমন, অনুমোদিত। বি. **অনুমতি** — আদেশ, সম্মতি। [ঃ 'অনুমতি' দিন।]

অনুমান — আন্দাজ, আঁচ। সংশয়যুক্ত সিদ্ধান্ত। ণ. **অনুমিত** — অনুমান করা হইয়াছে এমন। বি. — **অনুমিতি।** **অনুমেয়** — অনুমান করা যায় এমন।

অনুমৃত — সহমৃত। স্ত্রী. — **অনুমৃতা।**

অনুমোদন — সম্মতিদান। মঞ্জুরি। ণ. **অনুমোদিত** — সম্মতি পাইয়াছে এমন, মঞ্জুর। [ঃ সরকার কর্তৃক 'অনুমোদিত'।]

অনুযায়ী — অনুসারে। অনুগামী।

অনুযোক্তা — অনুযোগকারী, যে অনুযোগ করে।

অনুযোগ — দোষারোপ, নালিশ। ণ. — **অনুযুক্ত।** **অনুযোগী** — অনুযোগকারী, যে অনুযোগ করে, **অনুযোক্তা।**

অনুরক্ত — অনুরাগ আছে এমন। **স্ত্রী.** — **অনুরক্তা।** বি. **অনুরক্তি** — অনুরাগ,. প্রীতি। আগ্রহ। [ঃ সাহিত্যে 'অনুরক্তি'।]

অনুরঞ্জক — যে অনুরঞ্জন করে, প্রীতিসাধক। **অনুরঞ্জন** — খুশী করণ, প্রীতিসাধন। [ঃ 'প্রজানুরঞ্জন'।] **ণ.** — **অনুরঞ্জিত।**

অনুরণন — রেশ। অপর ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির সৃষ্টি। বিণ. — **অনুরণিত।**

অনুরাগ — ভালোবাসা, প্রীতি। আগ্রহ। **অনুরাগী** — আগ্রহশীল। যাহার অনুরাগ আছে। [ঃ 'অনুরাগী' ছাত্র।] স্ত্রী. — **অনুরাগিণী।**

অনুরাধা — নক্ষত্রের নাম।

অনুরুদ্ধ — যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অনুরুদ্ধা।**

অনুরূপ — ঐরকম, সদৃশ। যোগ্য।

অনুরোধ — কাহাকেও কিছু করিবার জন্য সবিনয়ে বলা, উপরোধ।

অনুলিখন, অনুলিপি, অনুলেখ — লেখার নকল। কপি।

অনুলোম — উচ্চ বর্ণের পুরুষের সহিত নিম্ন বর্ণের স্ত্রীর বিবাহ। (তুঃ 'প্রতিলোম'।)

অনুশাসন — আদেশ। উপদেশ। [ঃ অশোকের 'অনুশাসন'।]

অনুশিষ্য — শিষ্যের শিষ্য।

অনুশীলন — চর্চা, অভ্যাস। **অনুশীলনী** — অভ্যাসের জন্য প্রশ্নমালা। **অনুশীলনীয়** — অনুশীলনের যোগ্য। **অনুশীলিত** — অনুশীলন করা হইয়াছে এমন।

অনুশোচন, অনুশোচনা — কোনও কাজ করিয়া পরে সেজন্য খেদ, অনুতাপ।

অনুষঙ্গ — সম্বন্ধ। প্রসঙ্গ। আকর্ষণ, আসক্তি।

অনুষ্টুপ্, অনুষ্টুভ্ — একরকম সংস্কৃত ছন্দ।

অনুষ্ঠাতা — যে অনুষ্ঠান বা উদ্যোগ করে। স্ত্রী. — **অনুষ্ঠাত্রী।**

অনুষ্ঠান — মাঙ্গলিক কার্য। ক্রিয়াপদ্ধতি। নিয়মমাফিক কাজ। ণ. **অনুষ্ঠিত** — রীতি অনুসারে সম্পন্ন। **অনুষ্ঠেয়** — অনুষ্ঠানযোগ্য।

অনুসন্ধান — খোঁজ, অন্বেষণ। **অনুসন্ধিৎসা** — অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা। **অনুসন্ধিৎসু** — অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক।

অনুসরণ — পিছনে পিছনে গমন। কাহারও মত অনুযায়ী চলা। অন্য কাহারও মতো কিছু করা। **অনুসারী** — যে অনুসরণ করে। **অনুসৃত** — অনুসরণ করা হইয়াছে এমন। বি. **অনুসৃতি** — অনুসরণ। **অনুসারে** — অনুযায়ী।

অনুস্যূত — একত্র গ্রথিত।

অনুস্বর, অনুস্বার — ং বর্ণ।

অনূঢ় — অবিবাহিত। স্ত্রী. — **অনূঢ়া।** [ঃ 'অনূঢ়া' কন্যা।]

অনূদিত — অনুবাদ করা হইয়াছে এমন, ভাষান্তরিত।

অনূর্ধ্ব — ঊর্ধ্বে নহে এমন, অনধিক।

অনৃজু — ঋজু বা সোজা নয় এমন, বক্র, বাঁকা।

অনৃত — মিথ্যা। **অনৃতভাষী** — মিথ্যাবাদী। স্ত্রী. — **অনৃতভাষিণী।** বি. — **অনৃতভাষিতা।**

অনেক — বহু, ঢের, বিস্তর। খুব। **অনেকধা** — অনেক দিকে। অনেক ভাবে। অনেক ভাগে। **অনেকবিধ** — অনেকরকম, নানারকম। **অনেকে** — বহু লোকে।

অনৈক্য — একতার অভাব। বিরোধ। মতের অমিল।

অনৈচ্ছিক — ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত নয় এমন, involuntary.

অনৈসর্গিক — অস্বাভাবিক, অলৌকিক।

অনৌচিত্য — অন্যায়তা। অকর্তব্যতা।

অন্ত — শেষ। মৃত্যু। সীমা। পরিচয়। [ঃ তোমার 'অন্ত' পাওয়া ভার।]

অন্তঃ — মধ্যে, ভিতরে। [সং. অন্তর্।]

অন্তঃকরণ — মন। হৃদয়।
অন্তঃপাতী — মধ্যবর্তী। অন্তর্গত।
অন্তঃপুর — বাড়ির ভিতরের অংশ, যেখানে স্ত্রীলোকেরা থাকে, অন্দরমহল। **অন্তঃপুরবাসিনী, অন্তঃপুরিকা** — অন্দরমহলে থাকে এমন স্ত্রীলোক।
অন্তঃসত্ত্বা — গর্ভবতী।
অন্তঃসলিলা — স্ত্রী. যাহার ভিতরে জল আছে এমন। [ঃ 'অন্তঃসলিলা' ফল্গু।]
অন্তঃসার — ভিতরের সারবস্তু। **অন্তঃসারশূন্য** — শূন্যগর্ভ। অসার।
অন্তঃস্থ — শেষে থাকে এমন। **অন্তঃস্থ বর্ণ** — য, র, ল, ব।
অন্তঃস্থল — ভিতরের স্থান। মন।
অন্তক — যম, মৃত্যুর দেবতা।
অন্তকাল — মৃত্যুসময়।
অন্ততঃ, অন্তত — কম পক্ষে।
অন্তর — মন। ভিতর। ব্যবধান, তফাৎ। [ঃ দুই হাত 'অন্তর'।] ণ. অন্য। [ঃ অন্য দেশ='দেশান্তর'।] ভিতরের। **অন্তরতম** — সবচেয়ে ভিতরের। **অন্তরতর** — ভিতরের চেয়েও ভিতরের। **অন্তরস্থ** — মনের ভিতরকার।
অন্তরঙ্গ — বি. ভিতরের অঙ্গ। (তুঃ 'বহিরঙ্গ'।) ণ. অতীব ঘনিষ্ঠ। বি. **অন্তরঙ্গতা** — ঘনিষ্ঠতা।
অন্তরা — গানের দ্বিতীয় পদ।
অন্তরাত্মা — দেহের মধ্যে যে আত্মা থাকে, জীবাত্মা।
অন্তরায় — বাধা। প্রতিকূল অবস্থা।
অন্তরাল — আড়াল।
অন্তরিত — অন্যত্র আনীত। [ঃ 'স্থানান্তরিত'; 'লোকান্তরিত'।] সরকারী আদেশে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আটক। [ঃ স্বগৃহে 'অন্তরিত'।]
অন্তরিন্দ্রিয় — মন, হৃদয়।
অন্তরীক্ষ — আকাশ। অদৃশ্য স্থান। **অন্তরীক্ষচারী** — আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। স্ত্রী. — **অন্তরীক্ষচারিণী। অন্তরীক্ষবাসী** — আকাশে বাস করে এমন। স্ত্রী. — **অন্তরীক্ষবাসিনী।**
অন্তরীণ — সরকারী আদেশে নির্দিষ্ট স্থানে আটক, অন্তরিত।
অন্তরীপ — সমুদ্রবেষ্টিত ত্রিকোণাকার ভূভাগের সূক্ষ্মাগ্র অংশ।
অন্তরীয়, অন্তরীয়ক — অন্তর্বাস, অধোবাস, ধুতি ইজের ইত্যাদি। (তুঃ 'উত্তরীয়'।)
অন্তর্গত — অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবর্তী।
অন্তর্গূঢ় — গোপন, প্রচ্ছন্ন।
অন্তর্ঘাত, অন্তর্ঘাতন — ভিতরে থাকিয়া আঘাত করণ বা ক্ষতিসাধন, sabotage. **অন্তর্ঘাতক** — যে অন্তর্ঘাত করে, saboteur. **অন্তর্ঘাতী** — নিজেদের বা স্বদলের ক্ষতিসাধক, অন্তর্ঘাতমূলক।
অন্তর্জগৎ — মনোজগৎ। (তুঃ 'বহির্জগৎ'।)
অন্তর্জলি — মুমূর্ষু ব্যক্তির নিম্নাঙ্গকে জলে নিমজ্জিত করার অনুষ্ঠান।
অন্তর্দর্শন — নিজের মনের বা চিন্তার পরীক্ষা বা বিচার, introspection.
অন্তর্দাহ — দুঃসহ মানসিক কষ্ট।
অন্তর্দৃষ্টি — নিজের মন ও চিন্তার পরীক্ষা বা বিচার করিবার শক্তি। মনন, কল্পনা।
অন্তর্দেশ — মধ্যবর্তী স্থান। উপত্যকা।
অন্তর্দ্বার — ভিতরের দরজা। খিড়কি।
অন্তর্ধান — (দেবতাদির) অদৃশ্য হওয়া। ণ. **অন্তর্হিত** — অন্তর্ধান করিয়াছে বা অদৃশ্য হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অন্তর্হিতা।**
অন্তর্নিহিত — ভিতরে রহিয়াছে এমন।

[ঃ 'অন্তর্নিহিত' ভাব।]

অন্তর্বর্তী — দুই সীমার মধ্যবর্তী। অন্তর্ভুক্ত, অন্তঃপাতী।

অন্তর্বাণিজ্য — দেশের সীমার মধ্যে সম্পন্ন বাণিজ্য। (তুঃ 'বহির্বাণিজ্য'।)

অন্তর্বাষ্প — চাপিয়া রাখা চোখের জল।

অন্তর্বাস — ভিতরের কাপড়, কৌপিন, জাঙিগয়া, শেমিজ ইত্যাদি।

অন্তর্বিপ্লব — দেশবাসীদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, civil war.

অন্তর্বেদনা — মানসিক অশান্তি, মনোবেদনা।

অন্তর্বেদী — দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, দোআব। 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে সুপ্রাচীন ভারতীয় অঞ্চল।

অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূত — ভিতরে আছে এমন, অন্তর্গত।

অন্তর্মুখ, অন্তর্মুখী — মানসিক বিষয়ে বা আত্মবিষয়ে অভিনিবিষ্ট। [ঃ 'অন্তর্মুখী' চিন্তা।] বি.—**অন্তর্মুখিতা।**

অন্তর্যামী — যিনি অন্তরে থাকেন, যিনি মনের কথা জানেন, ভগবান। স্ত্রী. — **অন্তর্যামিনী।**

অন্তর্হিত — (দেবতা) অদৃশ্য হইয়াছেন এমন। স্ত্রী. — **অন্তর্হিতা।**

অন্তস্তল — মন। ভিতরের অংশ। [ঃ অন্তরের 'অন্তস্তলে'।]

অন্তস্থ — ('অন্তঃস্থ' দেখ।)

অন্তিম — শেষের।

অন্তেবাসী — শিষ্য। গ্রামের অস্পৃশ্য।

অন্ত্য — শেষের। শেষে অবস্থিত।

অন্ত্যজ — নীচ জাতি।

অন্ত্যেষ্টি — মৃতের সৎকার। **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া** — শবদাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজ।

অন্ত্র — নাড়িভুঁড়ি। আঁতড়ি। পাকস্থলীর নিচ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত দৈহিক যন্ত্র, intestine. **অন্ত্রবৃদ্ধি** — একরকম রোগ, 'হার্নিয়া'।

অন্দর — ভিতর। (তুঃ 'সদর'।) [ফা.] **অন্দরমহল** — অন্তঃপুর।

অন্ধ — দৃষ্টিহীন, কানা। অজ্ঞান। বি. — **অন্ধতা, অন্ধত্ব।** স্ত্রী. — **অন্ধা।**

অন্ধকার — বি. আলোর অভাব, আঁধার। ণ. যেখানে আলো নাই। [ঃ 'অন্ধকার' ঘর।] **অন্ধকার দেখা** — বিপদে পড়িয়া দিশাহারা হওয়া। **অন্ধকার দেখানো** — বিপদে ফেলিয়া দিশাহারা করা। **অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া বা মারা** — অনিশ্চিত হওয়ায় অনুমানে প্রশ্নাদির জবাব দেওয়া বা কিছু করা। **অন্ধকারে থাকা** — না জানা, কোনও বিষয়ে অনবহিত থাকা। **অন্ধকারে হাতড়ানো** — ('অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া' দেখ।)

অন্ধকূপ — এঁদো কূপ। অল্প পরিসর আলোবাতাসহীন কক্ষ। [ঃ 'অন্ধকূপ' হত্যা।]

অন্ধতম — সর্বাপেক্ষা অন্ধকার। বি. ঘোর অন্ধকার। **অন্ধতামিস্র** — ঘোর অন্ধকার।

অন্ধবিশ্বাস — যুক্তিহীন বিশ্বাস।

অন্ধিসন্ধি — ছিদ্রপথ। ভিতরের খবর। [ঃ 'অন্ধিসন্ধি' জানা।]

অন্ধ্র — তেলেগু ভাষাভাষী জাতি। অন্ধ্রদেশ। **অন্ধ্রদেশ** — অন্ধ্রদের বাসস্থান, ভারতের অন্যতম প্রদেশ।

অন্ন — ভাত। খাদ্য। **অন্নকষ্ট** — খাদ্যাভাব। **অন্নছত্র** — ('অন্নসত্র' দেখ।) **অন্নদা** — ভগবতী, দুর্গা। **অন্নদাতা** — খাদ্যদাতা, প্রতিপালক। স্ত্রী. — **অন্নদাত্রী।** **অন্নদাস** — কেবল অন্নের জন্য যে দাসত্ব করে। **অন্ননালী** —— যে-পথে

খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে যায়। **অন্নপূর্ণা** — ভগবতী। **অন্নপ্রাশন** — 'ভাত', শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। **অন্নসংস্থান** — ভাত জুটানো, খাদ্যের ব্যবস্থা। **অন্নসত্র** — অন্নের বিতরণশালা।

অন্নাভাব — ভাতের অভাব, খাদ্যাভাব।

অন্য — অপর। **অন্যতম** — বহুর মধ্যে এক। **অন্যতর** — দুইএর মধ্যে অপরটি। **অন্যত্র** — অন্য স্থানে। **অন্যথা** — অ. নতুবা। বি. ব্যতিক্রম। [ঃ ইহার 'অন্যথা' যেন না হয়।] ণ. অন্যরকম। [ঃ 'অন্যথাচরণ' করিও না।] **অন্যথাচরণ** — অন্যরকম কিছু করা, বিপরীত কার্য। **অন্যপূর্বা** — স্ত্রী. যে আগে অপরের বাগ্‌দত্তা বা স্ত্রী ছিল। **অন্যবিধ** — অন্যরকম। **অন্যমনস্ক, অন্যমনা** — অমনোযোগী, আনমনা।

অন্যান্য — অপর সকল, অপরাপর।

অন্যায় — অনুচিত। বি. অনুচিত কাজ।

অন্যায্য — অনুচিত। অসংগত। [ঃ 'অন্যায্য' দাবী।] বি. — **অন্যায্যতা।**

অন্যূন — কম নহে এমন, বেশী। অন্ততঃ, ইহার কম নয়। [ঃ 'অন্যূন' পঞ্চাশ।]

অন্বয় — সম্বন্ধযুক্ত পদগুলিকে ঠিকমতো সাজানো। [ঃ কবিতার কলিগুলির 'অন্বয়' করা।] সম্বন্ধ। সংযোগ। ণ. **অন্বিত** — অন্বয় করা হইয়াছে এমন। সংযুক্ত। [ঃ 'ক্রোধান্বিত', 'দীপান্বিত'।]

অন্বিষ্ট — যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে এমন, অন্বেষিত।

অন্বেষক — যে অন্বেষণ করে, সন্ধানকারী। **অন্বেষণ** — অনুসন্ধান, খোঁজ। ণ. — **অন্বিষ্ট, অন্বেষিত। অন্বেষণীয়, অন্বেষ্টব্য** — অন্বেষণের যোগ্য, অন্বেষণ করিতে হইবে এমন। **অন্বেষ্টা** — অন্বেষক।

অপ্‌ — জল।

অপ- — নিন্দা, বিপরীত ভাব ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়, অন্যতম উপসর্গ। [ঃ 'অপকার'।]

অপকর্ম — খারাপ কাজ, কুকাজ। **অপকর্মা** — যে অপকর্ম করে।

অপকর্ষ — হীনতা। উৎকর্ষের অভাব।

অপকার — ক্ষতি করা, অনিষ্ট সাধন। **অপকারক, অপকারী** — যে অপকার করে। ক্ষতিকর।

অপকীর্তি — দুর্নাম, অপযশ।

অপক্ক — কাঁচা। পাক করা হয় নাই এমন। অপরিণত। [ঃ 'অপক্ক' বুদ্ধি।] বি. — **অপক্কতা।**

অপক্ষপাত, অপক্ষপাতিতা, অপক্ষপাতিত্ব — নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতহীনতা। ণ. **অপক্ষপাতী** — নিরপেক্ষ, সমদর্শী।

অপগত — অপসৃত, দূর হইয়াছে বা চলিয়া গিয়াছে এমন। বি. — **অপগমন।**

অপগা — স্ত্রী. নিচের দিকে যায় এমন, নিম্নগামিনী।

অপগ্রহ — প্রতিকূল গ্রহ, কুগ্রহ।

অপঘাত — আকস্মিক মৃত্যু। দুর্ঘটনার ফলে শারীরিক আঘাত। **অপঘাতক, অপঘাতী** — অপঘাতকারী।

অপচয় — অপব্যয়। বৃথা খরচ। **অপচয়ী** — যে অপচয় করে। **অপচিত** — অপচয় করা হইয়াছে এমন। **অপচায়িত** — বৃথা ব্যয় করানো হইয়াছে এমন।

অপচিকীর্ষা — অপকার করিবার ইচ্ছা। **অপচিকীর্ষু** — অপকার করিতে ইচ্ছুক।

অপচিতি — অপচয়, ক্ষয়।

অপচেষ্টা — অনিষ্ট করিবার চেষ্টা। মন্দ চেষ্টা।

অপচ্ছায়া — অস্পষ্ট ছায়াময় মূর্তি।
অপটু — নৈপুণ্যহীন, আনাড়ী। বি. — **অপটুতা, অপটুত্ব**।
অপত্নীক — যাহার স্ত্রী নাই।
অপত্য — পুত্র বা কন্যা, সন্তান। **অপত্য-স্নেহ** — পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ। **অপত্য-নির্বিশেষে** — নিজের সন্তানের মতো।
অপথ — কুপথ। ভুল পথ।
অপথ্য — কুপথ্য।
অপদস্থ — লাঞ্ছিত, অপমানিত। লজ্জিত।
অপদার্থ — অযোগ্য। অকর্মণ্য। বি. — **অপদার্থতা**।
অপদেবতা — ভূত, প্রেত ইত্যাদি।
অপনয়, অপনয়ন — দূরীকরণ, খণ্ডন।
অপনোদন — দূরীকরণ। [ঃ দুঃখের 'অপ-নোদন'।]
অপপাঠ — ভুল পাঠ। অশুদ্ধ পাঠ।
অপপ্রয়োগ — ভুল ব্যবহার, অশুদ্ধ প্রয়োগ। [ঃ শব্দের 'অপপ্রয়োগ'।]
অপবর্গ — মুক্তি, মোক্ষ।
অপবাদ — অকারণ নিন্দা। কুৎসা।
অপবিত্র — পবিত্র নয় এমন, অশুচি। বি. — **অপবিত্রতা**।
অপব্যয় — বৃথা ব্যয়। মন্দ কাজে ব্যয়। **অপব্যয়িতা** — অপব্যয় করার অভ্যাস। **অপব্যয়ী** — যে অপব্যয় করে।
অপভাষ, অপভাষণ — সত্যকে বিকৃত করিয়া কথন। নিন্দা।
অপভাষা — গ্রাম্য অসাধু ভাষা।
অপভ্রংশ — মূল শব্দের বা ভাষার বিকৃত রূপ। ণ. **অপভ্রষ্ট** — বিকৃত। অশুভ। স্খলিত।
অপমান — অবমাননা, অমর্যাদা, লাঞ্ছনা। ণ. **অপমানিত** — অপমান করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অপমানিতা**।
অপমৃত্যু — আকস্মিক মৃত্যু। দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু।
অপযশ — নিন্দা, দুর্নাম, অখ্যাতি। **অপযশস্কর** — দুর্নাম হয় এমন, অখ্যাতিকর।
অপয়া — অলক্ষুণে, যাহার দর্শনে বা সাহচর্যে কাজে সফল হওয়া যায় না মনে করা হয়। [ঃ লোকটি 'অপয়া'।]
অপর — অন্য, পর। বিপরীত। অতি-রিক্ত, additional. বি. অন্য ব্যক্তি, অন্য লোক। [ঃ 'অপরে' কি বলে।] স্ত্রী. — **অপরা**।
অপরন্তু — তাহাছাড়া, অন্যপক্ষে।
অপরাজিত — যে পরাজিত হয় নাই। স্ত্রী. **অপরাজিতা** — বি. একরকম ফুল। দুর্গা। ণ. পরাজিত হয় নাই এমন।
অপরাজেয় — যাহাকে পরাজিত করা যায় না এমন, অজেয়। বি. — **অপরাজেয়তা**।
অপরাধ — দোষ। অন্যায় কাজ। **অপরাধী** — দোষী। স্ত্রী. — **অপরাধিনী**।
অপরাপর — অন্যান্য, অন্য সকল।
অপরাহ্ণ — দুপুরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, বিকাল।
অপরিকল্পিত — আগে ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করা হয় নাই এমন, পূর্বকল্পিত নয় এমন।
অপরিচয় — জানাশুনার অভাব। ণ. **অপরিচিত** — অচেনা, অজানা। স্ত্রী. — **অপরিচিতা**।
অপরিচ্ছন্ন — নোংরা, অপরিষ্কার। বি. — **অপরিচ্ছন্নতা**।
অপরিজ্ঞাত — ভালোভাবে জানা নাই এমন। অজানা, অজ্ঞাত।
অপরিণত — অপুষ্ট। অপক্ক। বি. — **অপরিণতি**।
অপরিণামদর্শিতা — ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া কাজ করা। ণ. **অপরিণামদর্শী**

— যে ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, অদূরদর্শী। স্ত্রী. — **অপরিণামদর্শিনী।**

অপরিত্যাজ্য — পরিত্যাগ করা যায় না এমন।

অপরিপক্ক — পক্ক বা সুপক্ক নয় এমন। অপরিণত। অনভিজ্ঞ। বি. — **অপরিপক্কতা।**

অপরিপূর্ণ — পূর্ণ নহে এমন। ব্যর্থ, অসার্থক। বি. — **অপরিপূর্ণতা।**

অপরিবর্তন — অপরিবর্তিত অবস্থা। ণ. **অপরিবর্তনীয়** — যাহা বদল করা যায় না। যাহা পরিবর্তিত হয় না। **অপরিবর্তিত** — বদল বা রূপান্তরিত হয় নাই এমন।

অপরিমিত — উপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে বেশী। বি. — **অপরিমিতি। অপরিমেয়** — পরিমাণ করা যায় না এমন। বি. — **অপরিমেয়তা।**

অপরিশুদ্ধ — বিশুদ্ধ নয় এমন। অপবিত্র।

অপরিশোধ্য — পরিশোধ করা যায় না এমন। [ঃ এ ঋণ 'অপরিশোধ্য'।]

অপরিষ্কার — মলিন, নোংরা। **অপরিষ্কৃত** — যাহা পরিষ্কার করা হয় নাই। নোংরা।

অপরিসীম — অসীম। যারপরনাই।

অপরিস্ফুট — সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করে নাই এমন। অস্পষ্ট।

অপরিহার্য — বাদ দেওয়া চলে না এমন। অবশ্য প্রয়োজনীয়। বি. — **অপরিহার্যতা।**

অপরূপ — বিস্ময়কর। অতীব সুন্দর।

অপর্ণা — উমা, ভগবতী (যিনি তপস্যাকালে পর্ণ বা পাতাও খান নাই)।

অপর্যাপ্ত — অঢেল, প্রচুর, প্রয়োজনের চেয়েও বেশী। পর্যাপ্ত নয় এমন।

অপলক — চোখের পাতা পড়ে না এমন, অনিমেষ। [ঃ 'অপলক' দৃষ্টি।]

অপলাপ — বিকৃত করিয়া বলা। [ঃ সত্যের 'অপলাপ'।] মিথ্যা ভাষণ।

অপশ্রুতি — (ভাষাতত্ত্বে) ধাতুর মূল স্বরধ্বনির একপ্রকার পরিবর্তন, ablaut.

অপসরণ — সরিয়া যাওয়া। **অপসারণ** — সরাইয়া দেওয়া। ণ. **অপসারিত** — সরানো হইয়াছে এমন, দূরীভূত। **অপসৃত** — সরিয়া গিয়াছে এমন। **অপসৃয়মাণ** — সরিয়া যাইতেছে এমন।

অপস্মার — মৃগী রোগ, epilepsy.

অপহত — অকস্মাৎ বিনষ্ট বা মৃত।

অপহরণ — চুরি। **অপহর্তা, অপহারক, অপহারী** — চোর। যে অন্যায়ভাবে অপরের জিনিস লয়। **অপহৃত** — চুরি করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অপহৃতা।**

অপহ্নব, অপহ্নুতি — অপলাপ। অস্বীকার। (অলঙ্কারশাস্ত্রে) উপমিতের স্থলে উপমানের প্রয়োগ।

অপাক — রন্ধনের অভাব। অজীর্ণ রোগ।

অপাঙক্তেয় — পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য। সম্মানের অযোগ্য।

অপাঙ্গ — চোখের কোণ। কটাক্ষ। [ঃ 'অপাঙ্গে' তাকানো।]

অপাচ্য — হজম হয় না এমন। বি. — **অপাচ্যতা।**

অপাঠ্য — পড়া যায় না বা পড়া উচিত নয় এমন। বি. — **অপাঠ্যতা।**

অপাত্র — অযোগ্য ব্যক্তি।

অপাদান — (ব্যাকরণে) কারক বিশেষ।

অপান — দেহের পরিত্যক্ত বায়ু। অধোবায়ু।

অপাপবিদ্ধ — নিষ্পাপ। স্ত্রী. — **অপাপবিদ্ধা।**

অপার — দুস্তর, অকূল।

অপারক, অপারগ — পারে না এমন,

অক্ষম।
অপার্থিব — পৃথিবীর নয়, স্বর্গীয়, অলৌকিক। বি. — **অপার্থিবতা।**
অপিচ — আরও, তাহাছাড়া।
অপিনিহিতি — (ভাষাতত্ত্বে) শব্দের মধ্য-স্থিত ই ও উ ধ্বনিকে যথাসময়ের আগে উচ্চারণ করিবার ঝোঁক, epenthesis. [ঃ আজি=আইজ।]
অপুত্রক — যাহার পুত্র নাই, পুত্রহীন।
অপূপ — পিঠা, পিষ্টক।
অপূর্ণ — পূর্ণ নয় বা পূর্ণ হয় নাই এমন। অতৃপ্ত, ব্যর্থ। [ঃ 'অপূর্ণ' আশা।] বি. — **অপূর্ণতা।**
অপূর্ব — আগে যেমনটি হয় নাই তেমন, অভিনব। সুন্দর। বি. — **অপূর্বতা।**
অপেক্ষমাণ — অপেক্ষা করিয়া আছে এমন। [ঃ 'অপেক্ষমাণ' জনতা।]
অপেক্ষা — তুলনায়, চেয়ে, হইতে। [ঃ ইহার 'অপেক্ষা' মৃত্যু ভালো।] কাহার বা কিছুর প্রত্যাশায় বিলম্ব। [ঃ সকলেই তোমার 'অপেক্ষায়' আছে।] খাতির, তোয়াক্কা। **অপেক্ষাকৃত** — অপরের সহিত তুলনায়। [ঃ 'অপেক্ষাকৃত' মিষ্ট।]
অপেক্ষিত — যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইয়াছে এমন, প্রতীক্ষিত।
অপেয় — পান করার অযোগ্য।
অপোগণ্ড — নাবালক, শিশু।
অপৌরুষ — পুরুষের অযোগ্য কাজ। কাপুরুষতা। অগৌরব। **অপৌরুষেয়** — মানুষ যাহা করে নাই, দৈব, ঐশী। [ঃ বেদকে অনেকে 'অপৌরুষেয়' মনে করেন।]
অপ্রকট — অপ্রকাশিত, অব্যক্ত। অমূর্ত।
অপ্রকাশ — যাহার প্রকাশ নাই এমন। গোপন। **অপ্রকাশিত** — গুপ্ত। ছাপা হইয়া বাহির হয় নাই এমন। ['অপ্রকাশিত' পুস্তক।] **অপ্রকাশ্য** — প্রকাশের যোগ্য নয় এমন, গোপনীয়। বি. — **অপ্রকাশ্যতা।**
অপ্রকৃত — মিথ্যা, অবাস্তব।
অপ্রকৃতিস্থ — যাহার মন স্বাভাবিক অবস্থায় নাই এমন। বিকৃতমস্তিষ্ক, পাগল। বি. — **অপ্রকৃতিস্থতা।**
অপ্রখর — মৃদু, ক্ষীণ। বি. — **অপ্রখরতা।**
অপ্রগল্‌ভ — যে বেশী বকে না, মিত-ভাষী। স্ত্রী. — **অপ্রগল্‌ভা।**
অপ্রচলন — প্রচলনের অভাব, চলিত না থাকা। ণ. **অপ্রচলিত** — চলিত নহে এমন, অচলিত।
অপ্রণয় — ভালোবাসা বা বন্ধুত্বের অভাব। মনোমালিন্য।
অপ্রতর্ক্য — তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না এমন।
অপ্রতিকরণীয় — প্রতিকার করা যায় না এমন।
অপ্রতিগ্রহ — দান গ্রহণ না করা।
অপ্রতিভ — লজ্জিত, অপ্রস্তুত।
অপ্রতিষ্ঠ — প্রতিপত্তিহীন, অখ্যাত। অপ্রমাণিত। **অপ্রতিষ্ঠা** — নিন্দা, অখ্যাতি।
অপ্রতিষ্ঠিত — প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই এমন।
অপ্রতিহত — যাহাকে বাধা দেওয়া যায় নাই এমন। [ঃ 'অপ্রতিহত' শক্তি।]
অপ্রতীতি — অবিশ্বাস।
অপ্রতুল — অপ্রাচুর্য।
অপ্রত্যাশিত — আশা করা হয় নাই এমন।
অপ্রধান — প্রধান বা মুখ্য নয় এমন, গৌণ।
অপ্রমত্ত — নেশায় মত্ত নয় এমন। প্রকৃতিস্থ। স্ত্রী. — **অপ্রমত্তা।**

অপ্রমাণ — প্রমাণের অভাব। ণ. প্রমাণিত হয় নাই এমন। **অপ্রমেয়** — প্রমাণ করা যায় না এমন। জানা যায় না এমন। মাপা যায় না এমন।

অপ্রশংসা — নিন্দা, অখ্যাতি। ণ. — **অপ্রশংসিত**।

অপ্রশস্ত — সংকীর্ণ। হীন, অনুপযুক্ত।

অপ্রসন্ন — অসন্তুষ্ট। বি. — **অপ্রসন্নতা**। স্ত্রী. — **অপ্রসন্না**।

অপ্রসিদ্ধ — অখ্যাত, খ্যাতিহীন। বি. **অপ্রসিদ্ধি** — খ্যাতির অভাব।

অপ্রস্তুত — তৈয়ারী নয় এমন। লজ্জিত, অপ্রতিভ। [ঃ 'অপ্রস্তুত' হওয়া।] বি. **অপ্রস্তুতি** — উপযুক্ত আয়োজনের অভাব।

অপ্রাকৃত — অলৌকিক। অস্বাভাবিক। অবাস্তব।

অপ্রাচুর্য — অল্পতা।

অপ্রাপ্ত — পাওয়া যায় নাই এমন। বি. — **অপ্রাপ্তি**। **অপ্রাপ্য** — পাওয়া যায় না এমন। বি. — **অপ্রাপ্যতা**।

অপ্রাপ্তবয়স্ক — অল্পবয়স্ক, নাবালক স্ত্রী. — **অপ্রাপ্তবয়স্কা**।

অপ্রামাণিক — প্রমাণ হিসাবে নির্ভরযোগ্য নয় এমন। বি. **অপ্রামাণিকতা** — প্রমাণ হিসাবে নির্ভরের অযোগ্যতা। **অপ্রামাণ্য** — অপ্রামাণিক।

অপ্রাসঙ্গিক — আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই এমন, অবান্তর।

অপ্রিয় — খুশী করে না এমন, অপ্রীতিকর। [ঃ 'অপ্রিয়' সত্য।]

অপ্রীতি — মনোমালিন্য। অসন্তোষ। **অপ্রীতিকর** — বিরক্তিকর, অপ্রিয়। **অপ্রীতিভাজন** — অপ্রীতির বা বিরক্তির পাত্র হইয়াছে এমন।

অপ্সরা, অপ্সরী — পরী। স্বর্গবেশ্যা।

অফলা — যাহাতে ফল ধরে নাই এমন। [ঃ 'অফলা' গাছ।]

অফিস — কার্যালয়, office. **অফিসার** — পদস্থ কর্মচারী, officer.

অফুটন্ত — ফুটিতেছে না এমন।

অফুরন্ত, অফুরান — যাহা ফুরায় না এমন, অশেষ।

অব — (প্রাচীন কবিতায়) এখন।

অব- — অল্পতা নিম্নতা অনাদর বিস্তার ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের আগে যুক্ত হয়, অন্যতম উপসর্গ।

অবকাশ — ফাঁক। অবসর। ছুটি।

অবগত — যে জানিয়াছে এমন, জ্ঞাত। [ঃ 'অবগত' হইলাম।] **অবগতি** — জানা। [ঃ আপনার 'অবগতির' জন্য।]

অবগাহন — জলে নামিয়া স্নান।

অবগুণ — দোষ, অনিষ্টকারিতা।

অবগুণ্ঠন — ঘোমটা। আবরণ। ণ. **অবগুণ্ঠিত** — ঘোমটাঢাকা। আবৃত। স্ত্রী. — **অবগুণ্ঠিতা**।

অবচ্ছিন্ন — বিভক্ত, খণ্ডিত। বি. — **অবচ্ছিন্নতা**।

অবজ্ঞা — উপেক্ষা, অনাদর। ণ. **অবজ্ঞাত** — অবজ্ঞা করা হইয়াছে এমন। উপেক্ষিত। **অবজ্ঞেয়** — অবজ্ঞার যোগ্য।

অবতংস — অলঙ্কার, ভূষণ। [ঃ 'সূর্যবংশাবতংস'।]

অবতরণ — নামা, নিম্নে গমন। **অবতরণিকা** — বইএর ভূমিকা। সোপান।

অবতল — যাহার উপরিভাগ কড়াইএর মতো অর্ধাবৃত্তাকারে গভীর ও ঢালু।

অবতার — মানুষের মূর্তিতে অবতীর্ণ দেবতা। মূর্ত প্রকাশ। [ঃ দয়ার 'অবতার'।] নিম্নে গমন।

অবতারণ — নামানো, নিম্নে আনয়ন।

অবতারণা — আলোচনার জন্য কোনও

বিষয় উত্থাপন। ভূমিকা।

অবতীর্ণ — মানুষের মূর্তিতে জাত (দেবতা)। স্ত্রী. — **অবতীর্ণা।**

অবদান — শ্রেষ্ঠ দান। কীর্তি।

অবদংশ — মদের চাট।

অবধান — মনোযোগ দান, মন দিয়া শ্রবণ।

অবধারণ — স্থির করা, নির্ণয়, নির্ধারণ। ণ. **অবধারিত** — স্থির করা হইয়াছে এমন। সুনির্দিষ্ট। [ঃ 'অবধারিত' সত্য।]

অবধি — হইতে। [ঃ যেদিন 'অবধি' তোমাকে দেখি নাই।] পর্যন্ত। [ঃ সমুদ্র 'অবধি' বিস্তৃত।] সীমা। [ঃ দুঃখের 'অবধি' নাই।]

অবধূত — একরকম শৈব সম্প্রদায়।

অবধেয় — অবধান করার যোগ্য।

অবধ্য — যাহাকে বধ করা যায় না বা বধ করা উচিত নয় এমন। স্ত্রী. — **অবধ্যা।**

অবনত — নিম্নের দিকে হেলিয়াছে এমন। [ঃ 'অবনত' মস্তক।] স্ত্রী. — **অবনতা।** **অবনতি** — মন্দের দিকে যাওয়া। খারাপ হওয়া। অধঃপতন। (তুঃ 'উন্নতি'।)

অবনমন — নত করণ, নোয়ানো। ণ. **অবনমিত** — নত করা হইয়াছে এমন।

অবনয়ন — অবনত করণ, অবনমন।

অবনিবনা, অবনিবনাও — বনিবনার অভাব, অমিল, মনোমালিন্য।

অবনী — পৃথিবী। **অবনীতল** — পৃথিবী-তল, ভূতল। **অবনীপতি** — রাজা, ভূপতি। **অবনীমণ্ডল** — গোলাকার পৃথিবী। **অবনীশ** — পৃথিবীর অধীশ্বর। রাজা।

অবন্তী — ভারতের একটি প্রাচীন অঞ্চল, মালব দেশ।

অববাহিকা — নদীর দুই দিকের ভূমি যেখান হইতে জল আসিয়া নদীতে পড়ে।

অবমাননা — অপমান। ণ. **অবমানিত** — অপমান করা হইয়াছে এমন।

অবয়ব — অঙ্গ। আকৃতি।

অবর — অপ্রধান। সহকারী।

অবরুদ্ধ — ঘিরিয়া আটক করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'অবরুদ্ধ' গ্রাম।]

অবরেণ্য — বরণীয় নয় এমন, অযোগ্য।

অবরে-সবরে — সময়ে অসময়ে, কালে-ভদ্রে। [হি. অবের-সবের।]

অবরোধ — ঘিরিয়া আটক রাখা। অবরুদ্ধ অবস্থা। **অবরোধকারী** — যে অবরোধ করে বা করিয়াছে। **অবরোধ প্রথা** — মেয়েদের অন্তঃপুরে আটক রাখার সামাজিক নিয়ম।

অবরোহণ — নামা, অবতরণ। **অবরোহী** — অবরোহণকারী। (দর্শন ও ন্যায়-শাস্ত্রে) কারণ বিচার করিয়া কার্য অনু-মান করা হয় এমন, deductive.

অবর্তমান — ণ. নাই এমন, অবিদ্যমান। বি. অনুপস্থিতি। মৃত্যুর পরবর্তী সময়। [ঃ আমার 'অবর্তমানে'।]

অবলম্বন — নির্ভর। আশ্রয়। আলোচ্য বিষয়। [ঃ ধর্ম 'অবলম্বনে' প্রবন্ধ।] ণ. **অবলম্বনীয়, অবলম্ব্য** — অব-লম্বনের যোগ্য। **অবলম্বিত** — অব-লম্বন করা হইয়াছে এমন। লম্বমান। **অবলম্বী** — যে অবলম্বন করে।

অবলা — বলহীনা। বি. নারী।

অবলিপ্ত — প্রলিপ্ত, মাখানো।

অবলীঢ় — লেহন করা হইয়াছে এমন।

অবলীলা — অনায়াস। [ঃ 'অবলীলায়' করিতে পারে।]

অবলুণ্ঠন — মাটিতে লুটানো, গড়াগড়ি। ণ. **অবলুণ্ঠিত** — মাটিতে লুটাইয়া

পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অবলুণ্ঠিতা।**
অবলুপ্ত — নিশ্চিহ্নভাবে বিনষ্ট। বি. **অবলুপ্তি** — নিশ্চিহ্নভাবে বিনাশ।
অবলেহন — চাটিয়া খাওয়া, চাটা।
অবলোকন — দেখা, দর্শন। ণ. — **অবলোকিত।**
অবলোকিতেশ্বর — দর্শন বা জ্ঞানের অধীশ্বর, বুদ্ধ।
অবশ — বশে নাই এমন। অসাড়।
অবশিষ্ট — বাকী, উদ্বৃত্ত। ণ. **অবশেষ** — শেষ। বাকী অংশ। **অবশেষে** — শেষ কালে, শেষে।
অবশীভূত — বশে আনা যায় নাই এমন, বশীভূত হয় নাই এমন।
অবশ্য — নিশ্চয়। **অবশ্য অবশ্য** — নিশ্চয়ই।
অবশ্যম্ভাবী — যাহা হইবেই, অনিবার্য। বি. — **অবশ্যম্ভাবিতা।**
অবসন্ন — ক্লান্ত। স্ত্রী. — **অবসন্না।** বি. — **অবসন্নতা।**
অবসর — অবকাশ, ফুরসত। কাজের বা চাকরির শেষে ছুটি। [ঃ 'অবসর' গ্রহণ।]
অবসাদ — ক্লান্তি, অবসন্নতা।
অবসান — শেষ, সমাপ্তি। ণ. **অবসিত** — সমাপ্ত।
অবস্তু — অসার পদার্থ।
অবস্থা — দশা। আর্থিক সংগতি। [ঃ 'অবস্থা' ভালো।] **অবস্থান্তর** — ভিন্ন অবস্থা। অবস্থার পরিবর্তন। মন্দ অবস্থা, আথান্তর। **অবস্থাপন্ন** — ধনী।
অবস্থাপন — স্থাপিত করণ, সংস্থাপন। ণ. — **অবস্থাপিত।**
অবস্থিত — (কোনও স্থানে) আছে এমন। বি. **অবস্থিতি** — থাকা, অবস্থান।
অবহার — নির্দিষ্ট মূল্য হইতে বাদ, বাটা, discount.
অবহিত — মনোযোগী। সাবধান। স্ত্রী. — **অবহিতা।**
অবহু, অবহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) এখনও। এখন।
অবহেলা — উপেক্ষা, অযত্ন, অনাদর। অনায়াস। [ঃ 'অবহেলায়' করিতে পারে।] ণ. **অবহেলিত** — উপেক্ষিত, অনাদৃত। স্ত্রী. — **অবহেলিতা।**
অবাক্, অবাক — বিস্ময়ে বাক্যহীন, বিস্মিত। বিস্ময়কর। [ঃ 'অবাক' কাণ্ড।] নিম্ন, অবনত।
অবাঙ্মুখ — নতমুখ।
অবাঙ্গালী — বাঙ্গালী নয় এমন।
অবাচী — দক্ষিণ দিক। **অবাচী ঊষা** — কুমেরু জ্যোতি, aurora australis.
অবাচ্য — বলা যায় না এমন, অকথ্য।
অবাধ — অবারিত, বাধাহীন। বাধে নাই এমন, নিঃসঙ্কোচ। [ঃ 'অবাধে' বলিল।] **অবাধ বাণিজ্য** — বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবারিত ব্যবসায়, free trade.
অবাধ্য — যে আদেশ-উপদেশ মতো চলে না। যে বশ মানে না। অননুগত। বি. — **অবাধ্যতা।** স্ত্রী. — **অবাধ্যা।**
অবান্তর — মূল বিষয়ের বহির্ভূত। অপ্রাসঙ্গিক।
অবান্ধব — বন্ধুহীন, বন্ধুশূন্য। বি. শত্রু।
অবারিত — অবাধ, উন্মুক্ত। [ঃ 'অবারিত' দ্বার।] অব্যাহত।
অবাস্তব — প্রকৃত নহে এমন, মিথ্যা। বি. — **অবাস্তবতা।**
অবিকল — অবিকৃত, ঠিক, হুবহু। [ঃ 'অবিকল' তোমার মতো।]
অবিকৃত — বিকৃত হয় নাই এমন। যথা-

যথ। বি. — **অবিকৃতি।**

অবিক্রীত — বিক্রয় করা হয় নাই এমন।

অবিক্রেয় — বিক্রয় করা হয় না এমন।

অবিক্ষত — অক্ষত।

অবিক্ষিপ্ত — স্থির, অচঞ্চল। [ঃ 'অবিক্ষিপ্ত' হৃদয়।]

অবিচল — অটল, দৃঢ়। **অবিচলিত** — ব্যাকুল বা চঞ্চল হয় নাই এমন। স্থির। স্ত্রী. — **অবিচলিতা।**

অবিচার — অন্যায় বিচার। অবিবেচনা।

অবিচ্ছিন্ন — ছিন্ন বা খণ্ডিত নহে এমন। ছেদ নাই এমন, অবিরাম। **অবিচ্ছেদ্য** — বিচ্ছিন্ন করা যায় না এমন। [ঃ 'অবিচ্ছেদ্য' বন্ধুত্ব।] বি.— **অবিচ্ছেদ্যতা।**

অবিদিত — অজানা, অজ্ঞাত।

অবিদ্যমান — নাই এমন, অবর্তমান, অনুপস্থিত। বি. — **অবিদ্যমানতা।**

অবিদ্যা — জ্ঞানের অভাব। মায়া।

অবিধান, অবিধি — শাস্ত্রবিরুদ্ধ নিয়ম। ণ. **অবিধেয়** — অনুচিত। বিধিবিরুদ্ধ।

অবিনয় — বিনয়ের অভাব, ঔদ্ধত্য। ণ. **অবিনয়ী** — উদ্ধত।

অবিনশ্বর, অবিনাশী — যাহার বিনাশ নাই এমন, অমর।

অবিনীত — উদ্ধত। স্ত্রী. — **অবিনীতা।**

অবিন্যস্ত — এলোমেলো।

অবিবাহিত — যাহার বিবাহ হয় নাই এমন, অনূঢ়। স্ত্রী. — **অবিবাহিতা।**

অবিবেক — বিবেকহীনতা। ণ. **অবিবেকী** — বিবেকহীন।

অবিভক্ত — ভাগ করা হয় নাই এমন, অখণ্ড। **অবিভাজ্য** — ভাগ করা যায় না এমন। বি. — **অবিভাজ্যতা।**

অবিমিশ্র — বিশুদ্ধ।

অবিমৃশ্য — অবিবেচক। **অবিমৃশ্যকারিতা** — অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করা, হঠকারিতা। **অবিমৃশ্যকারী** — অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করে, হঠকারী।

অবিমৃষ্যকারিতা, অবিমৃষ্যকারী — ('অবিমৃশ্যকারিতা', 'অবিমৃশ্যকারী' দেখ।)

অবিরত — অবিরাম, না থামিয়া। সর্বদা।

অবিরল — বিরল নয়, প্রচুর। অবিরত।

অবিরাম — অবিরত। অবিশ্রান্ত।

অবিলম্ব — বিলম্বের অভাব, ত্বরা। **অবিলম্বিত** — ত্বরিত, দ্রুত। **অবিলম্বে** — তাড়াতাড়ি।

অবিশ্রান্ত, অবিশ্রাম — অবিরাম। অশ্রান্ত।

অবিশ্বস্ত — বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে এমন। [ঃ 'অবিশ্বস্ত' ভৃত্য।] বি. —**অবিশ্বস্ততা।** স্ত্রী. — **অবিশ্বস্তা।**

অবিশ্বাস — বিশ্বাসের অভাব। **অবিশ্বাসী** — যে বিশ্বাস করে না। যে ভগবানে বিশ্বাস করে না। অবিশ্বস্ত। **অবিশ্বাস্য** — বিশ্বাস করা যায় না এমন। বি. — **অবিশ্বাস্যতা।**

অবিসংবাদ — বিরোধের অভাব। ণ. **অবিসংবাদিত** — যে সম্পর্কে মতের অমিল নাই, সর্বসম্মত। বি. — **অবিসংবাদিতা, অবিসংবাদিত্ব। অবিসংবাদী** — ('অবিসংবাদিত' দেখ।') [ঃ 'অবিসংবাদী' সত্য।]

অবিহিত — বিধিবহির্ভূত। অনুচিত।

অবীরা — বীরহীনা। [ঃ 'অবীরা' পৃথিবী।] পতিপুত্রহীনা।

অবুঝ — যাহাকে বোঝানো যায় না এমন। সান্ত্বনা মানে না এমন।

অবুঝা — না বোঝা। ভুল বোঝা।

অবেক্ষক — পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক। **অবেক্ষণ, অবেক্ষণা** — দেখা, দর্শন, পর্যবেক্ষণ। পর্যালোচনা। ণ. —

অবেক্ষিত। অবেক্ষণীয় —দর্শনীয়, পর্য-বেক্ষণের যোগ্য। **অবেক্ষ্যমাণ** — যাহা দেখা হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **অবেক্ষ্য-মাণা।**

অবেদ্য — জানা যায় না এমন।

অবেলা — অসময়। দিনশেষ।

অবৈতনিক — যে বা যেখানে বেতন লয় না এমন, honorary, free.

অবৈধ — আইনবিরুদ্ধ। অনুচিত। বি. — **অবৈধতা।**

অবোধ — অবুঝ, নির্বোধ। যাহার বোধ-শক্তি জন্মে নাই। ['অবোধ' শিশু।]

অবোধ্য — বোঝা যায় না এমন। [ঃ 'অবোধ্য' ভাষা।] বি. — **অবোধ্যতা।**

অবোলা — বাক্‌শক্তিহীন, কথা বলিতে পারে না এমন। [ঃ 'অবোলা' প্রাণী।]

অব্জ — পদ্ম, কমল।

অব্দ — বছর, সাল।

অব্ধি — সমুদ্র, সাগর।

অব্যক্ত — বলা হয় নাই এমন, অনুক্ত।

অব্যবসায়ী — ব্যবসায়ী নয় এমন। ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত। [ঃ 'অব্যবসায়ী' বুদ্ধি।]

অব্যবস্থা — সুব্যবস্থার অভাব, বিশৃঙ্খলা। ণ. **অব্যবস্থিত** — বিশৃঙ্খল। অস্থির। [ঃ 'অব্যবস্থিত' চিত্ত।]

অব্যবহার — ব্যবহারের অভাব। ণ. **অব্যবহার্য** — ব্যবহারের অযোগ্য। বি. — **অব্যবহার্যতা।**

অব্যবহিত — ব্যবধান বা ফাঁক নাই এমন। [ঃ 'অব্যবহিত' পূর্বে বা পরে।]

অব্যবহৃত — ব্যবহার করা হয় নাই এমন।

অব্যভিচার — অবিচ্যুতি, অস্খলন। নিষ্ঠা, একাগ্রতা। সংযম। ণ. **অব্যভিচারী** — অবিচ্যুত, স্খলনহীন। একনিষ্ঠ, একাগ্র। সংযত। স্ত্রী. — **অব্যভিচারিণী।**

অব্যয় — যাহার ব্যয় বা ক্ষয় নাই এমন। বি. ব্রহ্ম। (ব্যাকরণে) রূপান্তর নাই এমন শব্দ। **অব্যয়ীভাব** — (ব্যাকরণে) অব্যয়ের সহিত বিশেষ্যের যোগে গঠিত সমাস।

অব্যর্থ — ব্যর্থ হইতে পারে না এমন। বি. — **অব্যর্থতা।**

অব্যাহত — অবাধ, অবারিত, অপ্রতিহত।

অব্যাহতি — নিষ্কৃতি, রেহাই, ত্রাণ।

অব্যূঢ় — অবিবাহিত। স্ত্রী. — **অব্যূঢ়া।** **অব্যূঢ়ান্ন** — আইবুড়ো ভাত।

অব্রাহ্মণ — ব্রাহ্মণ নহে এমন। বি. হীন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ নয় এমন জাতি বা জাতির লোক।

অভক্ত — ভক্তিহীন। অনুরাগহীন। বি. **অভক্তি** — অশ্রদ্ধা, ঘৃণা।

অভক্ষণীয়, অভক্ষ্য — খাওয়া যায় না এমন, অখাদ্য।

অভগ্ন — ভগ্ন নয় এমন, অখণ্ড, আস্ত।

অভঙ্গ — অভগ্ন, অখণ্ডিত। বি. মারাঠী ভাষায় লেখা এক ধরনের কবিতা।

অভদ্র — অসভ্য, অশিষ্ট। বি. — **অভদ্রতা।**

অভব্য — অভদ্র, সৌজন্যহীন।

অভয় — ভরসা, সাহস। নির্ভয়। ণ. ভয়হীন, নির্ভয়। স্ত্রী. **অভয়া** — দুর্গা।

অভাগা — হতভাগ্য। স্ত্রী. — **অভাগী, অভাগিনী।**

অভাগ্য — দুর্ভাগ্য। হতভাগ্য। বি. মন্দ ভাগ্য।

অভাজন — অযোগ্য। বি. গুণহীন ব্যক্তি।

অভাব — না থাকা, অবর্তমানতা, অনটন। দারিদ্র্য। **অভাবগ্রস্ত** — দরিদ্র।

অভাবনীয় — ভাবা যায় না এমন, অপ্রত্যা-শিত, কল্পনাতীত। **অভাবিত** — ভাবা হয় নাই এমন, অপ্রত্যাশিত।

অভিকর্ষ — ভূকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ,

মাধ্যাকর্ষণ, gravity.

অভিকেন্দ্র — কেন্দ্রের দিকে যায় এমন, centripetal.

অভিগমন — অভিমুখে গমন, প্রত্যুদ্গমন। ণ. **অভিগত** — অভিগমন করিয়াছে এমন। **অভিগম্য** — অভিগমনের যোগ্য। **অভিগামী** — অভিমুখে গমনকারী, অভিমুখে যায় এমন। স্ত্রী. — **অভিগামিনী**।

অভিঘাত — প্রবল আঘাত। **অভিঘাতী** — অভিঘাতকারী। শত্রু। ঘাতক।

অভিচার — তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান। **অভিচারী** — অভিচারকারী।

অভিজাত — উচ্চবংশে জাত। **অভিজাততন্ত্র** — উচ্চবংশীয়দের শাসন, aristocracy.

অভিজিৎ — নক্ষত্রের নাম, Vega.

অভিজ্ঞ — ব্যক্তিগত ঘটনা বা চর্চার ফলে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এমন। বি. — **অভিজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **অভিজ্ঞা**।

অভিজ্ঞাত — জ্ঞাত। নিদর্শন বা চিহ্ন দ্বারা পরিচিত। বি. **অভিজ্ঞান** — স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কোনও চিহ্ন বা বস্তু।

অভিধা — নাম, সংজ্ঞা। অর্থবোধক শক্তি।

অভিধান — যে পুস্তকে বর্ণানুক্রমে শব্দের অর্থ দেওয়া থাকে, শব্দকোষ।

অভিধেয় — সূচক, বোধক। নামক।

অভিনন্দন — সানন্দে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ণ. **অভিনন্দিত** — যাহাকে সানন্দে শ্রদ্ধা জানানো হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অভিনন্দিতা**।

অভিনব — অপূর্ব। বি. — **অভিনবত্ব**।

অভিনয় — ভান। কৃত্রিমতার প্রকাশ। নাটকে ভূমিকা গ্রহণ। ণ. **অভিনীত** — অভিনয় করা হইয়াছে এমন।

অভিনেতা — যে অভিনয় করে। স্ত্রী. — **অভিনেত্রী**।

অভিনেয় — অভিনয়ের যোগ্য। অভিনয় করিতে হইবে এমন।

অভিনিবিষ্ট — গভীরভাবে মনোযোগ দিয়াছে এমন। তন্ময়। স্ত্রী. — **অভিনিবিষ্টা**। বি. **অভিনিবেশ** — গভীর মনোযোগ।

অভিন্ন — পৃথক নয় এমন। এক। বি. — **অভিন্নতা**। **অভিন্নহৃদয়** — যাহাদের হৃদয় এক, বন্ধুত্বপূর্ণ, ঘনিষ্ঠ।

অভিপ্রায় — ইচ্ছা। উদ্দেশ্য। ণ. **অভিপ্রেত** — ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত। উদ্দিষ্ট।

অভিবাদক — যে অভিবাদন করে, অভিবাদনকারী। **অভিবাদন** — সম্মান জানানো, নমস্কার।

অভিব্যক্ত — প্রকাশিত। বি. **অভিব্যক্তি** — প্রকাশ। বিকাশ। **অভিব্যক্তিবাদ** — এক প্রজাতি হইতে অন্য প্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে এই মতবাদ, ক্রমবিকাশবাদ, theory of evolution.

অভিব্যাপ্ত — চারিদিকে বিস্তৃত, পরিব্যাপ্ত। বি. — **অভিব্যাপ্তি**।

অভিভাবক — নাবালক ও দুর্বলের রক্ষক, বালকবালিকার বা স্ত্রীলোকের রক্ষক। স্ত্রী. — **অভিভাবিকা**।

অভিভাষণ — বক্তৃতা।

অভিভূত — বিহ্বল। ভাবাবিষ্ট। স্ত্রী. — **অভিভূতা**। বি. — **অভিভূতি**।

অভিমত — সুচিন্তিত মত। মত।

অভিমন্যু — অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র। রাধার স্বামী, আয়ান।

অভিমান — প্রিয়জনের রূঢ় ব্যবহারের ফলে বেদনাবোধ। গর্ব। [ঃ জাতীয় 'অভিমান'।] ণ. **অভিমানী** — যে সহজে অভিমান করে। গর্বিত। স্ত্রী. —

অভিমানিনী।

অভিমুখ — দিক, উদ্দেশ। [ঃ পর্বতের 'অভিমুখে'।] ণ. **অভিমুখী** — কোনও দিকে বা উদ্দেশে চলিয়াছে এমন।

অভিযাত্রী — অভিযানকারী, যে দুঃসাহসিক কাজে বাহির হয়। স্ত্রী. — **অভিযাত্রিণী**।

অভিযান — দুঃসাহসিক কাজের জন্য সদলবলে গমন, expedition.

অভিযুক্ত — যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অভিযুক্তা**।

অভিযোক্তা — যে অভিযোগ করিয়াছে। **অভিযোগ** — নালিশ, দোষারোপ করিয়া বিচার প্রার্থনা। **অভিযোগী** — অভিযোগকারী। **অভিযোগ্য** — যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় এমন। স্ত্রী. — **অভিযোগ্যা**।

অভিরাম — সুন্দর, আনন্দদায়ক।

অভিরুচি — ইচ্ছা, খুশি।

অভিলষিত — ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত। **অভিলাষ** — ইচ্ছা, বাসনা। **অভিলাষী** — যে অভিলাষ করে, ইচ্ছুক।

অভিশাপ — অন্যের অনিষ্ট কামনা করিয়া রাগে কিছু বলা, অভিসম্পাত, শাপ। ণ. **অভিশপ্ত** — যাহাকে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অভিশপ্তা**।

অভিষিক্ত — অভিষেক করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অভিষিক্তা**। বি. **অভিষেক** — মাঙ্গলিক স্নান। রাজার (রানীর) সিংহাসনে আরোহণ।

অভিসন্ধি — মতলব, মন্দ উদ্দেশ্য।

অভিসম্পাত — শাপ, অভিশাপ।

অভিসার — প্রেমিকপ্রেমিকার কোনও নির্দিষ্ট স্থানে গোপনে গমন। **অভিসারী** — যে অভিসার করে। স্ত্রী. — **অভিসারিকা, অভিসারিণী**।

অভিহিত — (নামে) ডাকা হয় এমন, (নামে) কথিত। [ঃ তাম্রলিপ্ত নামে 'অভিহিত'।] স্ত্রী. — **অভিহিতা**।

অভী, অভীক — নির্ভয়, ভয়শূন্য।

অভীপ্সা — পাইতে ইচ্ছা। ণ. **অভীপ্সিত** — ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, বাঞ্ছিত। স্ত্রী. — **অভীপ্সিতা**। **অভীপ্সু** — পাইতে ইচ্ছুক।

অভীষ্ট — বাঞ্ছিত। বি. বাঞ্ছিত বিষয়। [ঃ 'অভীষ্ট' সিদ্ধ হইবে।]

অভুক্ত — খাওয়া হয় নাই এমন। [ঃ 'অভুক্ত' দ্রব্য।] খায় নাই এমন। [ঃ 'অভুক্ত' ব্রাহ্মণ।] স্ত্রী. — **অভুক্তা**।

অভূত — হয় নাই বা জন্মে নাই এমন। **অভূতপূর্ব** — পূর্বে হয় নাই এমন, অপূর্ব।

অভেদ — পার্থক্যের অভাব, ঐক্য। **অভেদাত্মা** — অভিন্নহৃদয়, অতীব ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়। **অভেদ্য** — ভেদ করা যায় না এমন। বি. — **অভেদ্যতা**।

অভোগ্য — ভোগ করা যায় না এমন।

অভোজ্য — খাওয়া যায় না এমন, অখাদ্য। বি. — **অভোজ্যতা**।

অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন — তেল ইত্যাদি দিয়া অঙ্গমর্দন।

অভ্যন্তর — ভিতর, মধ্য।

অভ্যর্থনা — অতিথিকে সসম্মানে গ্রহণ, সংবর্ধনা। ণ. **অভ্যর্থিত** — অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অভ্যর্থিতা**।

অভ্যস্ত — যাহার অভ্যাস আছে এমন। [ঃ এইরূপ ব্যবহারে 'অভ্যস্ত' নহি।] স্ত্রী. — **অভ্যস্তা**।

অভ্যাগত — মাননীয় অতিথি।

অভ্যাস — বার বার করার দ্বারা আয়ত্ত করা। [ঃ 'পাঠাভ্যাস'।] বার বার করার ফলে স্বভাবে পরিণত হওয়া। [ঃ বদ

'অভ্যাস'।]

অভ্যুত্থান — ব্যাপক জাগরণ। [ঃ জাতির 'অভ্যুত্থান'।] বিদ্রোহ। ণ. — **অভ্যুত্থিত**।

অভ্যুদয় — শুভ উদয়। ণ. — **অভ্যুদিত**।

অভ্র — একরকম স্বচ্ছ খনিজ পদার্থ। আকাশ। **অভ্রংলিহ** — আকাশ লেহন করে এমন। [ঃ 'অভ্রংলিহ' পর্বত-শিখর।] **অভ্রভেদী** — আকাশ ভেদ করিয়াছে এমন, সুউচ্চ। [ঃ 'অভ্রভেদী' প্রাসাদ।] **অভ্রলেহী** — অত্যুচ্চ।

অভ্রান্ত — যাহাতে ভুল নাই এমন। যে ভুল করে নাই এমন। বি. — **অভ্রান্তি**।

অমঙ্গল — অশুভ। ণ. অশুভজনক। **অমঙ্গলজনক, অমঙ্গল্য** — অমঙ্গল ঘটায় এমন।

অমত — অসম্মতি। আপত্তি।

অমন — ঐরকম। **অমনি** — বিনা ব্যয়ে। বিনা কাজে। শুধু শুধু। তখনই। **অমনি অমনি** — বিনা কারণে।

অমনোযোগ — মনোযোগের অভাব। ণ. **অমনোযোগী** — যাহার মনোযোগ নাই এমন। স্ত্রী. — **অমনোযোগিনী**। বি. — **অমনোযোগিতা**।

অমর — যে মরে না, মৃত্যুহীন। চিরস্থায়ী। চিরস্মরণীয়। বি. দেবতা। **অমরতা, অমরত্ব** — মৃত্যুহীনতা। চিরস্থায়িত্ব। **অমরা, অমরাবতী** — স্বর্গ। **অমরী** — দেবী। **অমরেশ** — স্বর্গের রাজা, ইন্দ্র।

অমর্ত্য — মরে না এমন, অমর। বি. দেবতা। স্বর্গ।

অমর্যাদা — অসম্মান। অবহেলা।

অমল — নির্মল। স্ত্রী. **অমলা** — লক্ষ্মী।

অমলিন — মলিন নয় এমন, অম্লান, উজ্জ্বল।

অমা, অমাবস্যা — কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। **অমানিশা, অমানিশি** — অমাবস্যার রাত্রি।

অমাত্য — মন্ত্রী, মন্ত্রণাদাতা।

অমানুষ — হৃদয়হীন লোক। ণ. নিষ্ঠুর। **অমানুষিক** — মানুষের শক্তির অতীত। [ঃ 'অমানুষিক' শ্রম।] মানুষের যোগ্য নয় এমন। [ঃ 'অমানুষিক' অত্যাচার।] বি. — **অমানুষিকতা**।

অমান্য — মানার যোগ্য নহে এমন। লঙ্ঘিত। [ঃ আইন 'অমান্য' করা।]

অমাবস্যা — ('অমা' দেখ।)

অমায়িক — সরল, নিরহংকার, সুমিষ্ট ব্যবহারকারী। **অমায়িকতা** — সরল সুমিষ্ট ব্যবহার।

অমার্জিত — মার্জনা করা হয় নাই এমন। [ঃ 'অমার্জিত' অপরাধ।] অপরিষ্কৃত। রুচিবর্জিত, অভদ্র। [ঃ 'অমার্জিত' ব্যবহার।]

অমিত — পরিমাণ করা যায় নাই এমন। [ঃ 'অমিত'বলশালী।] **অমিতব্যয়** — বেহিসাবী খরচ। **অমিতব্যয়িতা** — বে-হিসাবী খরচ করার অভ্যাস। **অমিতব্যয়ী** — যে বেহিসাবী খরচ করে। **অমিতভাষী** — পরিমাণ করিয়া কথা বলে না এমন, বাচাল। স্ত্রী. — **অমিতভাষিণী**। **অমিতাচার** — অসংযম। **অমিতাচারী** — অসংযমী।

অমিতাভ — অমিত আভা যাঁহার, বুদ্ধদেব।

অমিতাক্ষর, অমিত্রাক্ষর — শেষের অক্ষরে মিল নাই এমন (ছন্দ)।

অমিয় — অমৃত। স্ত্রী. — **অমিয়া**।

অমিল — মিলের অভাব, গরমিল। ণ. মিলহীন, মিলশূন্য।

অমিশ্র — খাঁটি। সরল। [ঃ 'অমিশ্র' যোগ।] **অমিশ্র রাশি** — পূর্ণ সংখ্যা।

অমিশ্রিত — মিশ্রিত নয় এমন। পৃথক।

অমুক — নাম উল্লেখ করা হয় নাই এমন (ব্যক্তি বা বস্তু)।

অমুক্ত — মুক্ত নয়, বদ্ধ। [ঃ 'অমুক্ত' আত্মা।] বি. — **অমুক্ততা।**

অমূর্ত — রূপ লাভ করে নাই এমন। নিরাকার। বি. — **অমূর্ততা।**

অমূল — মূলহীন। [ঃ 'অমূল' তরু।]

অমূলক — মিথ্যা, কাল্পনিক।

অমূল্য — যাহার দাম দেওয়া সম্ভব নয় এমন। মহামূল্য। বি. — **অমূল্যতা।**

অমৃত — যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না, দেবতাদের পানীয়, সুধা। দেবতা। [ঃ 'অমৃতের' পুত্র।] গ. জীবিত। **অমৃত লোক** — দেবলোক, স্বর্গ।

অমৃতি — দাল হইতে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন, একরকম বড় জিলাপি।

অমেধ্য — যজ্ঞের অযোগ্য। অপবিত্র।

অমেয় — পরিমাণ করা যায় না এমন।

অমোঘ — অব্যর্থ। [ঃ 'অমোঘ' ঔষধ।]

অম্বর — আকাশ। কাপড়। একরকম সামুদ্রিক গন্ধদ্রব্য। **অম্বরী** — স্ত্রীলোকের কাপড়, শাড়ি। [ঃ 'নীলাম্বরী'।]

অম্বল — গ. টক। বি. অম্লস্বাদ ব্যঞ্জন। অম্লরোগ।

অম্বা — মা। দুর্গা। মহাভারতে বর্ণিতা কাশীরাজের প্রথমা কন্যা। **অম্বালিকা** — দুর্গা। মহাভারতে বর্ণিতা কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা। **অম্বিকা** — দুর্গা। মহাভারতে বর্ণিতা কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা।

অম্বু — জল। **অম্বুজ** — পদ্ম। গ. জলজ। **অম্বুজা** — লক্ষ্মী। **অম্বুদ** — মেঘ। **অম্বুধি** — সমুদ্র।

অম্বুরী — অম্বর নামে সামুদ্রিক সুগন্ধ দ্রব্যমিশ্রিত। [ঃ 'অম্বুরী' তামাক।]

অম্বুবাচি, অম্বুবাচী — হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে আষাঢ় মাসের কয়েক দিন, যখন মিথুন রাশির সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগ করে।

অম্লাত, অম্লাতক — আমড়া।

অম্ল — টক। বি. অম্বল রোগ।

অম্লতা — টকস্বাদ, অম্ল অবস্থা।

অম্লজান — একরকম গ্যাস, অক্সিজেন।

অম্লান — অমলিন। সজীব। **অম্লানবদনে** — অসংকোচে, হাসিমুখে।

অম্লোদ্গার — টক ঢেকুর। টক বমি।

অযত্ন — অনাদর, অবহেলা।

অযথা — যথাযথ নয় এমন। অকারণ।

অয়ন — পথ। **অয়নাংশ** — গ্রহাদির ভ্রমণপথের অংশ বা পরিমাণ।

অযশ — দুর্নাম। [সং. অযশস্।] **অযশস্কর** — অখ্যাতিজনক, দুর্নাম হয় এমন।

অয়স্ — লৌহ, লোহা।

অয়স্কান্ত — চুম্বক পাথর।

অযাচনীয়, অযাচ্য — প্রার্থনার অযোগ্য, চাওয়ার অযোগ্য।

অযাচিত — চাওয়া বা প্রার্থনা করা হয় নাই এমন। [ঃ 'অযাচিত' দান।]

অযাজ্য, অযাজনীয় — যাজনের বা যজ্ঞকর্মের অযোগ্য।

অযাত্রা — অশুভ যাত্রা। যাহা বা যাহাকে দেখিলে যাত্রা শুভ হয় না বলিয়া বিশ্বাস। [ঃ পথে 'অযাত্রা'।]

অয়ি — (কবিতায়) স্ত্রী সম্বোধনসূচক শব্দ, ওগো। [ঃ 'অয়ি' বসুন্ধরে।]

অযুক্ত — যুক্ত নয় এমন, সংযোগহীন।

অযুক্তি — কুযুক্তি। কুপরামর্শ।

অযুগ্ম — বিজোড়।

অযুত — দশ হাজার।

অয়ে — (কবিতায়) স্ত্রী সম্বোধনসূচক শব্দ, অয়ি।

অয়েল — তেল। **অয়েলক্লথ** — জলে ভিজে

না এমন একরকম তেলা কাপড়। **অয়েল পেপার** — একরকম তেলা কাগজ। **অয়েল পেন্টিং** — তৈলচিত্র।

অযোগ — দুর্যোগ। অশুভ সময়। **অযোগবাহ বর্ণ** — ং ঃ।

অযোগ্য — ণ. যাহার যোগ্যতা নাই, অক্ষম। স্ত্রী. — **অযোগ্যা**। বি. — **অযোগ্যতা**।

অযোধ্য — ণ. যাহার সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয়। যুদ্ধের অযোগ্য। **অযোধ্যা** — প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী। **অযোধ্যাপতি** — রামচন্দ্র।

অযোনিসম্ভব, অযোনিসম্ভূত — প্রসবের ফলে জন্মলাভ করে নাই এমন। স্ত্রী. — **অযোনিসম্ভবা, অযোনিসম্ভূতা**।

অয়োমুখ — যাহার মুখ বা অগ্রভাগ লোহার দ্বারা নির্মিত এমন।

অযৌক্তিক — ণ. যুক্তিসংগত নয়, যুক্তি-বিরুদ্ধ। **অযৌক্তিকতা** — যুক্তিবিরুদ্ধতা।

অরক্ষণীয় — ণ. যাহাকে রক্ষা করা বা রাখা যায় না। **অরক্ষণীয়া** — স্ত্রী. বয়স্কা কন্যা যাহাকে অবিবাহিতা অবস্থায় ঘরে রাখা যায় না।

অরক্ষিত — যাহা রক্ষা করা হয় নাই। যাহার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। [ঃ 'অরক্ষিত' পুরী।] স্ত্রী. — **অরক্ষিতা**।

অরণি, অরণী — যে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালানো হয়। চকমকি পাথর।

অরণ্য — বন। **অরণ্যবাস** — বনে থাকা, বনবাস। **অরণ্যবাসী** — বনবাসী। স্ত্রী. — **অরণ্যবাসিনী**। **অরণ্যষষ্ঠী** — জামাই ষষ্ঠী। **অরণ্যানি, অরণ্যানী** — সুবৃহৎ বন। **অরণ্যে রোদন** — নিষ্ফল আবেদন।

অরন্ধন — রন্ধনের অভাব। যেদিন রন্ধন নিষিদ্ধ।

অরবিন্দ — পদ্ম।

অরসজ্ঞ, অরসিক — রসজ্ঞানহীন, বেরসিক। স্ত্রী. — **অরসজ্ঞা, অরসিকা**।

অরাজক — রাজাহীন। সুশাসনের ব্যবস্থা নাই এমন (দেশ)। **অরাজকতা** — দেশময় বিশৃঙ্খলা।

অরাতি — শত্রু। **অরাতিদমন** — যে শত্রুকে দমন করে। **অরাতিসূদন** — যে শত্রুকে বধ করে।

অরি — শত্রু।

অরিষ্ট — গুড়মিশ্রিত কবিরাজী ঔষধ।

অরিন্দম — যে শত্রুকে দমন করে, শত্রু-দমনকারী।

অরুচি — বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা। খাইতে অনিচ্ছা। **অরুচিকর** — অরুচি ঘটায় এমন।

অরুণ — সবেমাত্র উঠিয়াছে এমন সূর্য। পুরাণে বর্ণিত সূর্যসারথি। ণ. রক্তিম। স্ত্রী. — **অরুণা**। **অরুণিম** — লালচে, গোলাপী। **অরুণিমা** — লালচে রং, রক্তিমা। **অরুণোদয়** — সূর্যোদয়।

অরুন্তুদ — মর্মভেদী, মর্মান্তিক।

অরুন্ধতী — বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের নিকটবর্তী নক্ষত্র বিশেষ।

অরূপ — যাহার রূপ নাই, নিরাকার। কুরূপ।

অরে — নীচব্যক্তিকে সম্বোধনসূচক শব্দ [ঃ 'অরে' দুর্বৃত্ত!]

অর্ক — সূর্য। আকন্দ গাছ। [ঃ 'অর্ক'-পত্র।]

অর্গল — দরজার হুড়কা, খিল, আগল।

অর্ঘ — নৈবেদ্য। মূল্য। [ঃ 'মহার্ঘ'।]

অর্ঘ্য — পূজার উপকরণ।

অর্চন, অর্চনা — পূজা, উপাসনা। **অর্চনীয়** — পূজনীয়, উপাস্য। স্ত্রী. — **অর্চনীয়া**।

অর্চি — শিখা। দীপ্তি।

অর্চিত — পূজিত। স্ত্রী. — **অর্চিতা**।

অর্জন — চেষ্টার দ্বারা লাভ। **অর্জিত** চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত।

অর্জুন — মহাভারতে বর্ণিত তৃতীয় পাণ্ডব। একরকম প্রকাণ্ড গাছ। চোখের রোগ, আঞ্জনি।

অর্ডার — হুকুম। ফরমাস। **অর্ডারী** — ফরমাস অনুসারে নির্মিত বা সংগৃহীত। [ঃ 'অর্ডারী' মাল।]

অর্ণব — সমুদ্র। **অর্ণবতরি, অর্ণবতরী, অর্ণবপোত, অর্ণবযান** — সমুদ্রে যায় এমন জাহাজ।

অর্থ — টাকাকড়ি। মানে। উদ্দেশ্য। [ঃ 'পুত্রার্থে' ভার্যা।] **অর্থকর, অর্থকরী** — যাহা হইতে টাকা-পয়সা আসে। [ঃ 'অর্থকরী' বিদ্যা।] **অর্থকৃচ্ছ্র** — টাকা-পয়সার অভাব, দারিদ্র্য। **অর্থকামী** — টাকাপয়সা পাইতে ইচ্ছুক, ধনাভিলাষী। **অর্থগৃধ্নু** — অর্থলোভী, কৃপণ। বি. — **অর্থগৃধ্নুতা**। **অর্থনীতি** — ধন-বিষয়ক বিজ্ঞান। **অর্থনীতিক** — অর্থ-নীতি সংক্রান্ত। অর্থনীতিবিদ্। **অর্থ-নীতিবিদ্** — অর্থনীতিতে পণ্ডিত। **অর্থনৈতিক** — অর্থনীতি সংক্রান্ত। **অর্থপিশাচ** — হৃদয়হীন কৃপণ। **অর্থবান্** — ধনবান্, ধনী। স্ত্রী. — **অর্থবতী**। **অর্থবিদ্যা** — অর্থনীতি, ধনবিজ্ঞান। **অর্থবিনিয়োগ** — ব্যবসায় ইত্যাদিতে টাকাপয়সা খাটানো। **অর্থ-ব্যয়** — টাকা খরচ। **অর্থভেদ** — বোঝা, ব্যাখ্যা। **অর্থশালী** — ধনী, অনেক টাকাপয়সা আছে এমন। স্ত্রী. — **অর্থ-শালিনী**। **অর্থশাস্ত্র** — রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে শাস্ত্র। [ঃ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'।] **অর্থ-সংস্থান** — টাকাপয়সা সংগ্রহ। সংগতি। **অর্থসংকট** — টাকাপয়সার অভাবজনিত গুরুতর অবস্থা। **অর্থহীন** — যাহার মানে নাই। অনর্থক, অকারণ। দরিদ্র। বি. — **অর্থহীনতা**। স্ত্রী. — **অর্থহীনা**।

অর্থাগম — টাকাপয়সা আসা, আয়।

অর্থাৎ — মানে, এই অর্থ হইতে।

অর্থান্তর — অন্য মানে, ভিন্ন অর্থ।

অর্থিত — চাওয়া হইয়াছে এমন।

অর্থী — যে মাগিয়াছে, ইচ্ছুক। [ঃ 'স্নেহার্থী'।] স্ত্রী. — **অর্থিনী**।

অর্ধ — দুই ভাগের এক ভাগ। **অর্ধচন্দ্র** — সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ। গলা-ধাক্কা। [ঃ 'অর্ধচন্দ্র' দিয়া বিদায়।] **অর্ধচন্দ্রা-কার, অর্ধচন্দ্রাকৃতি** — আধখানা চাঁদের মতো দেখিতে বা ঐরকম আকারের। **অর্ধনিমীলিত** — আধবোজা। [ঃ 'অর্ধনিমীলিত' আঁখি।] **অর্ধ-নির্মিত** — যাহার নির্মাণ কিছু হইয়াছে বা শেষ হয় নাই এমন। **অর্ধপথ** — মাঝপথ, পথের অর্ধেক। **অর্ধপরিস্ফুট** — অস্পষ্ট। **অর্ধবয়স্ক** — মাঝবয়সী, প্রৌঢ়। স্ত্রী. — **অর্ধ-বয়স্কা**। **অর্ধরাত্র** — মাঝরাত, দুপুর রাত।

অর্ধাংশ — অর্ধেক অংশ, আধখানা।

অর্ধাঙ্গ — দেহের অর্ধেক অংশ।

অর্ধাঙ্গিনী — পত্নী, স্ত্রী।

অর্ধাশন — আধপেটা খাওয়া, অর্ধাহার।

অর্ধেক — দুই ভাগের এক ভাগ।

অর্ধেন্দু — আধখানা চাঁদ। বাঁকা চাঁদ। **অর্ধেন্দুশেখর** — যাঁহার চূড়ায় অর্ধ-চন্দ্র আছে, শিব, মহাদেব।

অর্ধোচ্চারিত — অস্পষ্টভাবে বা অর্ধেক উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন।

অর্ধোদয় — হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে

একটি পুণ্য লগ্ন। অর্ধেক উদয়।
অর্ধোদিত — অর্ধেক উদিত হইয়াছে এমন।
অর্পণ — দেওয়া, দান। **অর্পণীয়** — দেওয়ার যোগ্য, অর্পণযোগ্য। **অর্পয়িতা** — [সংস্কৃত-তৃ] অর্পণকারী। স্ত্রী. — **অর্পয়িত্রী**। **অর্পিত** — দেওয়া হইয়াছে এমন।
অর্বাচীন — অপক্কবুদ্ধি। নবীন। বি. — **অর্বাচীনতা**। স্ত্রী. — **অর্বাচীনা**।
অর্বুদ — দশ কোটি। একরকম রোগ, আব।
অর্শ — মলনালীর একরকম রোগ।
অর্সা, অর্সানো — উত্তরাধিকার ইত্যাদি কারণে আসা বা পাওয়া। [ঃ দোষ 'অর্সায়'।]
অর্হ — যোগ্য। [ঃ 'পূজার্হ', 'সম্মানার্হ'।]
অর্হৎ — এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী।
অলংকরণ, অলঙ্করণ, অলংকৃতি, অলঙ্কৃতি, অলংক্রিয়া, অলঙ্ক্রিয়া — অলঙ্কার দিয়া সাজানো। নকশা কাটিয়া সাজানো।
অলংকার, অলঙ্কার — গহনা। কাব্য-সাহিত্যে সুন্দরভাবে ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত কলাকৌশল। **অলংকার শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র** — কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত শাস্ত্র। **অলংকৃত, অলঙ্কৃত** — ভূষিত, সজ্জিত। স্ত্রী. — **অলংকৃতা, অলঙ্কৃতা**।
অলক — কপালের উপরের ও পাশের ছোট চুল, চূর্ণ কুন্তল। চুলের গোছা। [ঃ 'অলকে' কুসুম না দিও।] হালকা মেঘ।
অলকনন্দা — স্বর্গগঙ্গা, সুরধুনী।
অলকা — যক্ষরাজ কুবেরের পুরী।
[illegible] — দেহে চন্দনের দ্বারা অঙ্কিত নানারকম চিত্র।
অলক্ত, অলক্তক — আলতা, লাক্ষারস।
অলক্ষণ — অশুভ লক্ষণ। ণ. অলক্ষণ-যুক্ত, অপয়া। স্ত্রী. — **অলক্ষণা**।
অলক্ষণে, অলক্ষুণে — অমঙ্গল সূচনা করে এমন, কুলক্ষণযুক্ত, অপয়া।
অলক্ষিত — দেখা হয় নাই এমন। **অলক্ষিতে** — অলক্ষিতভাবে।
অলক্ষ্মী — দুর্ভাগ্যের দেবী।। ণ. দুর্ভাগ্যের কারণ ঘটায় এমন (স্ত্রীলোক)। [ঃ 'অলক্ষ্মী' মেয়ে।] **অলক্ষ্মীতে পাওয়া** — দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হয় এমন কার্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়া। **অলক্ষ্মীর দশা** — শ্রীহীনতা, লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়া** — ক্রমাগত ক্ষতি হওয়া।
অলক্ষ্য — লক্ষ্য করা যায় না এমন। বি. অদৃশ্য স্থান। আকাশ, শূন্য। **অলক্ষ্যে** — অলক্ষিত অবস্থায়।
অলখিতে — (কবিতায়) অলক্ষিতে।
অলঙ্ঘন — লঙ্ঘন বা অমান্য না করা, পালন। **অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য** — ণ. যাহা পার হওয়া বা অমান্য করা যায় না।
অলজ্জ — লজ্জাহীন। **অলজ্জিত** — লজ্জা পায় নাই এমন। স্ত্রী. — **অলজ্জিতা**।
অলপ্পেয়ে — (গালিতে) অল্পায়ু।
অলম্বুষ — মহাভারতে বর্ণিত একটি কদাকার রাক্ষস।
অলস — কাজ করিতে অনিচ্ছুক, কুঁড়ে, আলসে। বি. — **অলসতা**।
অলাত — জ্বলন্ত অঙ্গার। **অলাতচক্র** — চক্রাকার আগুন।
অলাবু — লাউ।
অলাভ — ক্ষতি। [ঃ 'লাভালাভ'।]
অলি — ভোমরা। মদ্য।

অলিগলি — সরু পথ, গলিঘুঁজি।
অলিজিহ্বা — আলজিব।
অলিন্দ — বারান্দা। চাতাল।
অলিম্পিক — বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী।
অলী — ('অলি' দেখ।)
অলীক — মিথ্যা, কাল্পনিক।
অলুক্ — লোপরহিত। বি. লোপের অভাব। **অলুক্ সমাস** — যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না। (যেমন, যুধি+স্থির=যুধিষ্ঠির; গায়ে +হলুদ=গায়েহলুদ।)
অলোকসামান্য — অসাধারণ। অলৌকিক। বি. — **অলোকসামান্যতা**। স্ত্রী. — **অলোকসামান্যা**।
অলোকসুন্দর — মনুষ্যলোকে দেখা যায় না এমন সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর।
অলৌকিক—অস্বাভাবিক। দৈব। বি. — **অলৌকিকতা**।
অল্প — কম। ঈষৎ। বি. — **অল্পতা**। **অল্পজীবী** — ক্ষণকাল বাঁচে এমন, অল্পায়ু। **অল্পজ্ঞ** — যাহার জ্ঞান অল্প এমন। **অল্পদর্শী** — যাহার অভিজ্ঞতা অল্প এমন। অদূরদর্শী। **অল্পপ্রাণ** — যাহার জীবনীশক্তি অল্প এমন। ক্ষীণ শ্বাসযোগে উচ্চারিত (বর্ণ)। **অল্পবিদ্য** — সামান্য লেখা-পড়া জানে এমন। **অল্পবিদ্যা** — সামান্য লেখাপড়া বা জ্ঞান। **অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী** — সামান্যবিদ্যা ক্ষতিকর, কারণ ইহাতে জ্ঞানের অপেক্ষা অহংকার বেশী হয়। **অল্পবুদ্ধি** — নির্বোধ, বোকা। **অল্পভাষী** — কম কথা বলে এমন, মিতভাষী। স্ত্রী. — **অল্পভাষিণী**। **অল্পস্বল্প** — একটু-আধটু, সামান্য পরিমাণে। **অল্পে অল্পে** — একটু একটু করিয়া, ধীরে ধীরে।
অল্পাধিক — কমবেশী। প্রায়।
অল্পায়াস — কম পরিশ্রম।
অল্পায়ু — যাহার আয়ু কম, অল্পজীবী।
অল্পাশয় — অনুদার, নীচ, হীনমনা।
অল্পাহার — কম পরিমাণে ভোজন। **অল্পাহারী** — যে কম খায়।
অল্পেয়ে — (গালিতে) অল্পায়ু, অলপ্পেয়ে।
অশক্ত — দুর্বল। অক্ষম।
অশঙ্ক — নির্ভয়, শঙ্কাহীন। **অশঙ্কিত** — যে ভয় পায় নাই, নির্ভয়। স্ত্রী. — **অশঙ্কিতা**।
অশথ — একরকম বিরাট গাছ, অশ্বত্থ।
অশন — খাওয়া। খাদ্য। [ঃ 'অশন'-বসন।]
অশনি — বজ্র। **অশনিপাত** — বজ্রপাত।
অশরণ — শরণহীন, অসহায়।
অশরীরী — দেহহীন। নিরাকার।
অশান্ত — অস্থির, চঞ্চল। বি. — **অশান্ততা**।
অশান্তি — শান্তির অভাব। উদ্‌বেগ, মানসিক কষ্ট।
অশাস্ত্র — কুশাস্ত্র। **অশাস্ত্রীয়** — শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নয় এমন।
অশিক্ষা — শিক্ষার অভাব। কুশিক্ষা। **অশিক্ষিত** — যে লেখাপড়া শিখে নাই। মূর্খ, অসভ্য। যাহা শেখা হয় নাই। স্ত্রী. — **অশিক্ষিতা**।
অশিব — অমঙ্গল, অশুভ।
অশিষ্ট — অবিনীত। অভদ্র। **অশিষ্টতা** — অবিনয়। অসভ্যতা।
অশীতি — আশি। **অশীতিতম** — ৮০ সংখ্যার পূরক, আশির। [ঃ 'অশীতি-তম' পরিচ্ছেদ।] **অশীতিপর** — যাহার বয়স আশিরও বেশী হইয়াছে এমন।

অশুচি — অপবিত্র। বি. — **অশুচিতা।**
অশুদ্ধ — নির্ভুল নয় এমন। অপবিত্র। **অশুদ্ধি** — অপবিত্রতা। ভুল। [ঃ 'বর্ণাশুদ্ধি'।]
অশুভ — অমঙ্গল। ণ. অমঙ্গলসূচক। **অশুভকর, অশুভংকর** — অমঙ্গলজনক, অমঙ্গল করে এমন।
অশেষ — যাহার শেষ নাই, অসীম, দুস্তর। **অশেষবিধ** — অসংখ্যরকম।
অশোক — শোকহীন। বি. সুবিখ্যাত সম্রাট। একরকম গাছ। **অশোককানন, অশোকবন** — রামায়ণে বর্ণিত অশোক গাছে পূর্ণ বাগান যেখানে সীতা বন্দিনী অবস্থায় ছিলেন। **অশোকষষ্ঠী** — চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী। **অশোক স্তম্ভ** — মৌর্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা অশোক কর্তৃক নির্মিত স্তম্ভ বা থাম।
অশোভন—যাহা শোভা পায় না, বেমানান।
অশৌচ — আত্মীয়ের মৃত্যুর ফলে বা সন্তানের জন্মের ফলে অশুচি অবস্থা। **অশৌচান্ত** — অশৌচকালের অবসান।
অশ্ম — পাথর। **অশ্মর** — প্রস্তরময়। **অশ্মরী** — পাথরি রোগ। **অশ্মীভূত** — পাথর হইয়া গিয়াছে এমন, শিলীভূত।
অশ্রদ্ধ — শ্রদ্ধাহীন, যে শ্রদ্ধা করে না এমন। বিশ্বাসহীন। **অশ্রদ্ধা** — অভক্তি। অবজ্ঞা। **অশ্রদ্ধেয়** — শ্রদ্ধার অযোগ্য। বিশ্বাসের অযোগ্য। [ঃ 'অশ্রদ্ধেয়' যুক্তি।]
অশ্রান্ত — অক্লান্ত ।অবিরাম। **অশ্রান্তি** — বিরামহীনতা। অবসাদহীনতা।
অশ্রাব্য — শোনার অযোগ্য। অশ্লীল।
অশ্রু — চোখের জল। **অশ্রুপাত, অশ্রুবর্ষণ** — চোখের জল ফেলা, ক্রন্দন।
অশ্রুমুখী — যাহার মুখ চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে এমন (স্ত্রী.)। **অশ্রুরুদ্ধ** — কান্নার বেগে অস্ফুট। কান্নার বেগে উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। [ঃ অশ্রুরুদ্ধ' কণ্ঠ।]
অশ্রুত — শোনা যায় নাই এমন। **অশ্রুতপূর্ব** — যাহা আগে কখনো শোনা যায় নাই এমন।
অশ্রেয় — হিতকর নয় এমন। **অশ্রেয়স্কর** — অশুভ, অমঙ্গলকর, মঙ্গল করে না এমন।
অশ্রোতব্য — শোনার অযোগ্য।
অশ্লীল — কুরুচিপূর্ণ, জঘন্য। **অশ্লীলতা** — কুরুচিপূর্ণ কাজ বা কথাবার্তা।
অশ্লেষা — একটি নক্ষত্রের নাম।
অশ্ব — ঘোড়া। স্ত্রী. — **অশ্বা, অশ্বী।** **অশ্বকোবিদ** — ঘোড়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। **অশ্বগন্ধা** — একরকম গাছ (ঔষধে ব্যবহৃত হয়)। **অশ্বডিম্ব** — অস্তিত্ব নাই এমন জিনিস। **অশ্বতর** — ঘোড়া ও গাধার মিলনের ফলে জাত পশু, খচ্চর। স্ত্রী. — **অশ্বতরী** **অশ্বপাল** — ঘোড়ার রক্ষক, সইস **অশ্বমেধ** — প্রাচীন কালের একরকম যজ্ঞ, ইহাতে ঘোড়া বলি দেওয়া হইত। **অশ্বশালা** — যেখানে ঘোড়া থাকে, আস্তাবল।
অশ্বত্থ — অশথ গাছ।
অশ্বারোহণ — বি. ঘোড়ায় চড়া।
অশ্বারোহী — যে ঘোড়ায় চড়ে, ঘোড়সওয়ার। স্ত্রী. — **অশ্বারোহিণী।**
অশ্বিনী — একটি নক্ষত্রের নাম। **অশ্বিনীকুমার** — যমজ দুই দেবতা, স্বর্গের কবিরাজ।
অষ্ট — আট, ৮। **অষ্টক** — একত্র আটটি। **অষ্টচত্বারিংশ** — আটচল্লিশের

পূরক, ৪৮তম। **অষ্টচত্বারিংশৎ** — আটচল্লিশ, ৪৮। **অষ্টচত্বারিংশত্তম** — আটচল্লিশের পূরক, ৪৮তম, অষ্টচত্বারিংশ। **অষ্টধা** — আট ভাগে, আট ভাবে। **অষ্টপৃষ্ঠ** — সর্বাঙ্গ। [ঃ 'অষ্টপৃষ্ঠে' বাঁধা।] **অষ্টপ্রহর** — দিন-রাত। **অষ্টভুজা** — স্ত্রী. আট হাত আছে এমন, দুর্গা। **অষ্টরম্ভা** — কিছুই না, শূন্য। [ঃ বিদ্যা 'অষ্টরম্ভা'।]

অষ্টম — আট সংখ্যার পূরক, আটের। [ঃ 'অষ্টম' শ্রেণী।] **অষ্টমী** — একটি তিথির নাম। (স্ত্রী.) অষ্টমসংখ্যক।

অষ্টাঙ্গ — আটটি অঙ্গ বা বিভাগ আছে এমন। [ঃ 'অষ্টাঙ্গ' আয়ুর্বেদ।]

অষ্টাত্রিংশ — আটত্রিশ সংখ্যার পূরক, ৩৮তম। **অষ্টাত্রিংশৎ** — আটত্রিশ, ৩৮। **অষ্টাত্রিংশত্তম** — আটত্রিশ সংখ্যার পূরক, ৩৮তম, অষ্টাত্রিংশ।

অষ্টাদশ — আঠারো। আঠারো সংখ্যার পূরক, আঠারোর। **অষ্টাদশী** — আঠারো বছর বয়স্কা।

অষ্টাবক্র — পুরাণে বর্ণিত একজন ঋষি। ণ. আটটি বাঁক আছে এমন।

অষ্টাবিংশ — আটাশের পূরক, ২৮তম। **অষ্টাবিংশতি** — আটাশ, ২৮। **অষ্টাবিংশতিতম** — আটাশ সংখ্যার পূরক, আটাশের, অষ্টাবিংশ।

অষ্টাশি, অষ্টাশী — আশির পরবর্তী অষ্টম সংখ্যা, ৮৮।

অষ্টাশীতি — অষ্টাশি, ৮৮। **অষ্টাশীতিতম** — অষ্টাশি সংখ্যার পূরক, ৮৮তম।

অষ্টাহ — আটদিন।

অসংকুচিত, অসঙ্কুচিত — সংকোচ নাই এমন, অকুণ্ঠ। স্ত্রী. — **অসংকুচিতা, অসঙ্কুচিতা**।

অসংকোচ, অসঙ্কোচ — সংকোচের অভাব। ণ. নিঃসংকোচ।

অসংখ্য — যাহা গণনা করা যায় না, অগণিত। **অসংখ্যাত** — ণ. গণনা করা হয় নাই এমন। **অসংখ্যেয়** — সংখ্যা করা যায় না এমন, গণনাতীত।

অসংগত, অসঙ্গত — অন্যায্য।

অসংগতি, অসঙ্গতি — অসামঞ্জস্য। অভাব, দারিদ্র্য।

অসংবৃত — অসংযত। এলোমেলো। কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **অসংবৃতা**।

অসংযত — নিজেকে দমন করিতে পারে না এমন। উচ্ছৃঙ্খল। স্ত্রী. —**অসংযতা**।

অসংযম — সংযমের অভাব। উচ্ছৃঙ্খলতা। **অসংযমী** — যাহার সংযম নাই।

অসংযুক্ত — সংযুক্ত নয় এমন, পৃথক, বিচ্ছিন্ন। বি. — **অসংযুক্তি, অসংযোগ**।

অসংলগ্ন — পরস্পর যোগশূন্য। আবোল-তাবোল। বি. — **অসংলগ্নতা**।

অসংশয় — সন্দেহের অভাব, সন্দেহ না থাকা। ণ. নিঃসংশয়, সন্দেহহীন।

অসচ্চরিত্র — যাহার স্বভাব ভালো নয়, চরিত্রহীন, দুর্বৃত্ত। স্ত্রী.—**অসচ্চরিত্রা**। বি. — **অসচ্চরিত্রতা**।

অসৎ — অসাধু, খারাপ। যাহা নাই এমন, অস্তিত্বহীন।

অসতর্ক — অসাবধান, সতর্ক নয় এমন। বি. — **অসতর্কতা**।

অসতী — ব্যভিচারিণী, কুলটা।

অসত্তা — না থাকা, অনস্তিত্ব।

অসত্য — মিথ্যা, অলীক, সত্যের বিপরীত।

অসদাচরণ—অসাধু ব্যবহার, মন্দ ব্যবহার।

অসদাচার — অসৎ কর্ম। **অসদাচারী** — দুর্বৃত্ত। স্ত্রী. — **অসদাচারিণী**।

অসদুপদেশ — কুপরামর্শ, মন্দ যুক্তি।

অসদৃশ — সাদৃশ্যহীন।
অসদ্ব্যবহার — খারাপ ব্যবহার।
অসদ্ভাব — মনোমালিন্য। অভাব।
অসন্তুষ্ট — বিরক্ত। অতৃপ্ত। **অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ** — বিরক্তি। অতৃপ্তি।
অসন্দিগ্ধ — সংশয় নাই এমন, নিঃসন্দেহ। বি. — **অসন্দিগ্ধতা**। স্ত্রী. — **অসন্দিগ্ধা**।
অসন্নিহিত — দূরবর্তী।
অসপত্ন — শত্রুহীন।
অসবর্ণ — নিজ বর্ণের মধ্যে নয়, ভিন্ন বর্ণের মধ্যে। [ঃ 'অসবর্ণ' বিবাহ।]
অসভ্য — বর্বর। অশিক্ষিত, অভদ্র। বি. — **অসভ্যতা**।
অসম — অসমান। অসমতল। ভিন্নরকম। বি. — **অসমতা**। **অসমদর্শিতা** — সকলকে সমানভাবে না দেখা, পক্ষপাত। **অসমদর্শী** — পক্ষপাতিত্ব করে এমন, একচোখো। **অসমসাহস** — অসামান্য নির্ভীকতা। **অসমসাহসিক, অসমসাহসী** — নির্ভয়, নির্ভীক। বি. — **অসমসাহসিকতা**।
অসমক্ষে — পরোক্ষে, অসাক্ষাতে। [ঃ 'অসমক্ষে' কিছু বলা।]
অসমঞ্জ — সাগর রাজার এক ছেলে।
অসমঞ্জস — সংগতিহীন, খাপছাড়া।
অসমতল — সমতল নয় এমন, উঁচুনীচু, বন্ধুর। বি. — **অসমতলতা**।
অসময় — অনুপযুক্ত সময়। দুঃসময়।
অসমর্থ — অক্ষম, অশক্ত। বি. — **অসমর্থতা**। স্ত্রী. — **অসমর্থা**।
অসমর্থন — অস্বীকার, অসত্য বা অন্যায় বলিয়া ঘোষণা। ণ. — **অসমর্থিত**।
অসমান — উঁচুনীচু। সমান নয় এমন।
অসমাপন — সমাপ্ত না করণ, কোনও কাজ শেষ না করা।
অসমাপিকা — সমাপ্ত করে নাই এমন (স্ত্রী.)। **অসমাপিকা ক্রিয়া** — (ব্যাকরণে) বাক্যের সমাপ্তি ঘটায় না এমন ক্রিয়াপদ।
অসমাপিত — শেষ করা হয় নাই এমন।
অসমাপ্ত — শেষ হয় নাই এমন, অসম্পূর্ণ। বি. — **অসমাপ্তি**।
অসমীচীন — সংগত বা বিবেচনাপূর্ণ নয় এমন। বি. — **অসমীচীনতা**।
অসমীয়া—আসামের ভাষা বা অধিবাসী।
অসম্পূর্ণ — অসমাপ্ত। [ঃ 'অসম্পূর্ণ' কাজ।] সমগ্র নয় এমন, খণ্ডিত। বি. — **অসম্পূর্ণতা**।
অসম্পৃক্ত — সম্বন্ধ নাই এমন।
অসম্বদ্ধ — সম্বন্ধহীন। শিথিল। বি. — **অসম্বদ্ধতা**।
অসম্ভব — হইতে পারে না এমন।
অসম্ভাবনীয়—যাহা সম্ভবপর মনে হয় না এমন। **অসম্ভাবিত** — অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। **অসম্ভাব্য** — যাহা সম্ভবপর মনে হয় না।
অসম্ভ্রম — অসম্মান, অমর্যাদা। অশ্রদ্ধা।
অসম্মত — গররাজী, অস্বীকৃত। **অসম্মতি** — অমত।
অসম্মান — অশ্রদ্ধা। অপমান, অমর্যাদা। ণ. — **অসম্মানিত**।
অসহ — সহ্য করে না এমন, অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। অসহ্য, দুঃসহ।
অসহনীয় — সহা যায় না এমন। বি. — **অসহনীয়তা**।
অসহযোগ — সহযোগিতা না করা। **অসহযোগিতা** — কাজে পরস্পরের সাহায্য না করা। **অসহযোগী** — সহযোগ করে না এমন।
অসহায়—সহায়হীন। নিরুপায়। নিরাশ্রয়। বি. — **অসহায়তা**। স্ত্রী. — **অসহায়া**।

অসহিষ্ণু—যে সহিতে পারে না। অধীর। **অসহিষ্ণুতা** — সহ্য করিয়া থাকিতে না পারা, সহন-শক্তির অভাব।

অসহ্য — সহা যায় না এমন। দুঃসহ।

অসাক্ষাৎ — দৃষ্টির বাহির, অলক্ষ্য। **অসাক্ষাতে** — অনুপস্থিতিতে। [ঃ কাহারও 'অসাক্ষাতে' কিছু বলা।]

অসাড়—অনুভূতিশূন্য। অবশ। **অসাড়ে** — অজ্ঞাতে। [ঃ 'অসাড়ে' মূত্রত্যাগ।]

অসাদৃশ্য — সাদৃশ্যের অভাব।

অসাধ — অনিচ্ছা, অরুচি।

অসাধারণ — যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না, অসামান্য। বি. — **অসাধারণতা, অসাধারণত্ব।**

অসাধু — অসৎ। অমার্জিত, গ্রাম্য। [ঃ 'অসাধু' ভাষা।] বি. — **অসাধুতা।**

অসাধ্য — করা যায় না এমন। দুরারোগ্য। **অসাধ্যসাধন** — অসম্ভবকেও সম্ভব করণ।

অসাবধান — অসতর্ক। **অসাবধানতা** — সতর্কতার অভাব।

অসামঞ্জস্য — অসংগতি, সামঞ্জস্যের অভাব।

অসাময়িক — কালোপযোগী নয় এমন।

অসামরিক — যুদ্ধের জন্য নয় এমন।

অসামাজিক — সমাজে চলে না এমন, সমাজবহির্ভূত। অসভ্য, অভদ্র। মেলা-মেশায় পটু নয় এমন। বি. — **অসামাজিকতা।**

অসামান্য — অসাধারণ। বি. — **অসামান্যতা।** স্ত্রী. — **অসামান্যা।**

অসামাল — সামলাইতে অক্ষম। বেগ দমনে অসমর্থ।

অসাম্প্রদায়িক — কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয় এমন। **অসাম্প্রদায়িকতা** — সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অভাব।

অসাম্য — সমান অধিকার বা সমান সুখ-সমৃদ্ধির অভাব। বৈষম্য।

অসার — যাহাতে সার বস্তু নাই এমন। ফোঁপরা। অর্থহীন। বাজে। বি. — **অসারতা, অসারত্ব।**

অসি—তরবারি, তলোয়ার। **অসিচর্ম** —তলোয়ার ও ঢাল। **অসিচালনা** — তরবারি চালানো। **অসিযুদ্ধ** — তরবারির দ্বারা যুদ্ধ।

অসিত — কালো। স্ত্রী. — **অসিতা।**

অসিদ্ধ — রন্ধনের ফলে নরম হয় নাই এমন। ব্যর্থ। অসম্পন্ন। অপ্রমাণিত।

অসিদ্ধি — অসাফল্য, ব্যর্থতা।

অসীম — যাহার সীমা নাই। দুস্তর। বি. — **অসীমতা।**

অসু — প্রাণ। [ঃ 'গতাসু'।]

অসুখ — রোগ। দুঃখ। **অসুখী** — দুঃখী।

অসুন্দর — কুৎসিত, কুশ্রী। অশোভন।

অসুবিধা — প্রতিকূল অবস্থা। বাধা।

অসুর — দৈত্য। স্ত্রী. — **অসুরী।**

অসুস্থ — পীড়িত, রোগে আক্রান্ত। বি. — **অসুস্থতা।** স্ত্রী. — **অসুস্থা।**

অসূয়া—ঈর্ষা, দ্বেষ।

অসূর্যম্পশ্যা — সূর্য দেখে নাই এমন (স্ত্রী.)। অন্তঃপুরবাসিনী।

অসৌজন্য — অভদ্রতা, অমায়িকতার অভাব, অভদ্র ব্যবহার।

অস্ত — (দিনের শেষে সূর্য এবং তিথি অনুসারে রাত্রিতে বিভিন্ন সময়ে চন্দ্র) পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য বা ডুবন্ত। [ঃ 'অস্ত' সূর্য।] **অস্ত যাওয়া** — ক্রি. ডুবা। **অস্তগমন** — অস্ত যাওয়া, সূর্যের ও চন্দ্রের ডোবা। **অস্তগত** — অস্ত গিয়াছে এমন, অস্তমিত। **অস্ত-গামী** — অস্ত যাইতেছে এমন।

অস্তমান — ('অস্তায়মান' দেখ।)

অস্তমিত — অস্ত গিয়াছে এমন।

অস্তাগিরি — পশ্চিমের কাল্পনিক পাহাড় যাহার পিছনে সূর্য অদৃশ্য হয় বলিয়া প্রাচীনকালে ধারণা ছিল।

অস্তর — পলস্তারা, চুন সুরকি ইত্যাদির প্রলেপ। কোট প্রভৃতির ভিতরের কাপড়।

অস্তাচল — ('অস্তাগিরি' দেখ।)

অস্তায়মান — অস্ত যাইতেছে এমন, অস্তগামী।

অস্তিত্ব — থাকা, বিদ্যমানতা।

অস্তোন্মুখ — অস্ত যায় যায় এমন, অস্তায়মান।

অস্ত্যর্থ — আছে এই অর্থ।

অস্ত্র—হাতিয়ার। **অস্ত্র করা**—চিকিৎসার জন্য কাটা। **অস্ত্রচালনা** — যুদ্ধকালে অস্ত্রের ক্ষিপ্র ব্যবহার। **অস্ত্রচিকিৎসা** — অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা, 'সার্জারি'। **অস্ত্রত্যাগ** — যুদ্ধ বন্ধ করণ। আঘাত করিবার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপকরণ। **অস্ত্রধারণ** — যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্র গ্রহণ। **অস্ত্রধারী** — সশস্ত্র, অস্ত্রে সজ্জিত। **অস্ত্রনিবারণ** — বিপক্ষের অস্ত্রের আঘাত ব্যর্থ করণ। **অস্ত্রশস্ত্র** — নানারকম অস্ত্র।

অস্ত্রাগার — অস্ত্রের ভাণ্ডার, সেলাখানা।

অস্ত্রাঘাত — তরবারি ছুরিকা ইত্যাদির আঘাত। ণ. — **অস্ত্রাহত**।

অস্ত্রী — অস্ত্রধারী।

অস্ত্রীক — যাহার স্ত্রী নাই, অবিবাহিত বা বিপত্নীক।

অস্ত্রোপচার — চিকিৎসার জন্য অস্ত্র-প্রয়োগ।

অস্থান — খারাপ জায়গা। অনুপযুক্ত স্থান। লজ্জাজনক স্থান।

অস্থাবর — স্থানান্তরিত করা যায় এমন (সম্পত্তি)। গতিশীল।

অস্থায়ী — যাহা বেশীদিন থাকে না এমন। বি. — **অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব**।

অস্থি — হাড়। কঙ্কাল। **অস্থিচর্মসার**, **অস্থিসার** — অত্যন্ত রোগা, কঙ্কালসার

অস্থির—উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল, অধীর। যাহা স্থির নয়, চঞ্চল। বি. — **অস্থিরতা**।

অস্নাত — স্নান করে নাই এমন। স্ত্রী. — **অস্নাতা**।

অস্নাতক—উপাধি লাভ করে নাই এমন ছাত্র।

অস্পন্দ — স্পন্দনহীন, স্তব্ধ।

অস্পষ্ট — স্পষ্ট নহে এমন। ঝাপসা দুর্বোধ্য। বি. — **অস্পষ্টতা**।

অস্পৃশ্য — স্পর্শের অযোগ্য। যাহাকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ। বি. — **অস্পৃশ্যতা** স্ত্রী. — **অস্পৃশ্যা**।

অস্পৃষ্ট — ছোঁয়া হয় নাই এমন।

অস্ফুট—অস্পষ্ট, আধ-আধ। ফুটে নাই এমন।

অস্মদীয় — আমাদের।

অস্বচ্ছ — স্বচ্ছ নয়, ঘোলা। বি. — **অস্বচ্ছতা**।

অস্বস্তি—দৈহিক বা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। **অস্বস্তিকর** — অস্বস্তি ঘটায় এমন।

অস্বাভাবিক — স্বাভাবিক নয় এমন। সাধারণতঃ দেখা যায় না এমন। বি. — **অস্বাভাবিকতা**।

অস্বামিক — প্রভু বা অধিকারী নাই এমন, বেওয়ারিশ।

অস্বাস্থ্য — স্বাস্থ্যের অভাব, অসুস্থতা। **অস্বাস্থ্যকর** — অসুস্থতা ঘটায় এমন. স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

অস্বীকার — স্বীকার না করা, না মানা। অসম্মতিপ্রকাশ। **অস্বীকার্য** — স্বীকার

করা যায় না এমন। **অস্বীকৃত** — স্বীকার করা হয় নাই এমন। গররাজী। বি. — **অস্বীকৃতি**।
অহং — ('অহম্' দেখ।)
অহংকার, অহঙ্কার — গর্ব, দেমাক। **অহংকারী, অহঙ্কারী, অহংকৃত, অহঙ্কৃত** — গর্বিত।
অহঃ — [সং. অহন্] দিবস।
অহম্ — আমি। আমিত্ববোধসম্পন্ন সত্তা। অহংকার। **অহমিকা** — গর্ব, অহংকার।
অহমীয়া — ('অসমীয়া' দেখ।)
অহরহ — রোজ রোজ। সর্বদা।
অহর্নিশ — দিনরাত। সর্বদা।
অহি — সাপ। **অহিতুণ্ডিক** — সাপুড়ে। **অহিনকুল সম্বন্ধ** — সাপ ও বেজির সম্পর্ক, ঘোর শত্রুতা, স্থায়ী বিরোধ।
অহিংস—আঘাত দেয় না বা হত্যা করে না এমন। **অহিংসক** — হিংসা করে না এমন। **অহিংসা** — জীবহত্যা না করা। অপরকে আঘাত না দেওয়া। **অহিংস্র** — হিংস্র নয় এমন।
অহিত — অমঙ্গল। অনিষ্ট। **অহিতকর** — অনিষ্টকর। **অহিতকারী** — যে অনিষ্ট করে, অনিষ্টকারী। **অহিতকামী** — অনিষ্টকামনাকারী। **অহিতাচরণ** — অনিষ্টসাধন, ক্ষতি করণ।
অহিফেন — আফিম।
অহেতুক — অকারণ, যাহার কারণ নাই এমন।
অহো — বিস্ময় ও খেদসূচক শব্দ।
অহোরাত্র — দিনরাত। সর্বদা।
অ্যাঁ — সাড়া বিস্ময় ভয় প্রভৃতি সূচক শব্দ।
অ্যাতো — এই পরিমাণ, এমন বেশী।
অ্যাডভান্স — অগ্রিম প্রদত্ত অর্থাদি। [ইং.]
অ্যাডভেঞ্চার — দুঃসাহস অভিযান। [ইং.]
অ্যাডভোকেট — হাই কোর্ট বা উচ্চতন আদালতের উকিল। [ইং.]
অ্যালুমিনিয়াম — একরকম ধাতু। [ইং.]
অ্যাসিটিলীন — ক্যালসিয়াম কারবাইড ও জল যোগে উৎপন্ন একরকম গ্যাস (জ্বালিলে উজ্জ্বল আলো হয়)। [ইং.]
অ্যাসিড — রাসায়নিক অম্ল। অম্ল রোগ। [ঃ 'অ্যাসিডে' ভুগছি।] [ইং.]

আ

আ — বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি প্রভৃতি সূচক শব্দ। [ঃ 'আ' মলো।]
আ- — ঈষৎ, হইতে, পর্যন্ত, বিপরীত, অভাব ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'আরক্ত', 'আজন্ম', 'আসমুদ্র', 'আপাকা' ইত্যাদি।]
আই — মায়ের মা, দিদিমা।
আইডিন, আইওডিন — ক্ষতাদির প্রতিষেধক একরকম ঔষধ।
আইঢাই — অস্বস্তিকর যন্ত্রণাবোধ, **ছটফট**।
আইন — সরকারী নিয়ম, কানুন।
আইনগত — বৈধ। **আইনজীবী** — উকিল মোক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি। **আইনজ্ঞ** — যিনি আইন জানেন। **আইনত** — আইন অনুসারে। **আইনব্যবসায়ী** — ('আইনজীবী' দেখ।)
আইবড়, আইবুড়ো — অবূঢ়, অবিবাহিত। **আইবড় ভাত, আইবুড়ো ভাত** — বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীর অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান, অবূঢ়ান্ন।
আইমা — মায়ের মা, মাতামহী, আই।
আইল — ক্ষেতের ছোট নীচু বাঁধ।
আঁইশ, আঁইষ — (আঁশ, আঁষ দেখ)।
আউট — বাহির। বহিষ্কৃত। (ক্রিকেট খেলায়) ব্যাট করিবার অধিকার হারাইয়াছে এমন। [ইং.]

আউটানো—('আওটানো' দেখ।)

আউন্স—ইংরেজী মাপ, প্রায় আধ ছটাক।

আউল — সহজপন্থী সাধক। (তুঃ বাউল)। ঐরূপ সাধক সম্প্রদায়। **আউলিয়া** — আউল সম্প্রদায়ভুক্ত।

আউশ — বর্ষাকালে ফলে এমন (ধান)। (তুঃ আমন।)

আওটানো—ক্রি. জ্বাল দিয়া ও নাড়িয়া ঘন করা। ণ. ঐভাবে ঘন করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'আওটানো' দুধ।]

আওড় — নদীর পাক জল, আবর্ত।

আওড়ানো — ক্রি. মুখস্থ কথা বলিয়া যাওয়া। বার বার বলা। [ঃ বুলি 'আওড়ানো'।]

আওতা — ছায়া। [ঃ 'আওতায়' গাছ বাড়ে না।] প্রভাব।

আওয়াজ — শব্দ, ধ্বনি। [ফা.]

আওয়াজি — দেওয়ালের উপর দিকের ছোট জানালা।

আওরত — স্ত্রীলোক। স্ত্রী, পত্নী। [আ.]

আওরানো — ক্রি. ফুলিয়া ব্যথা হওয়া, টাটানো।

আংটা — কড়া, বালার মতো গোলাকার হাতল। আগুন রাখার পাত্র।

আংটি—অঙ্গুরী। [সং. অঙ্গুষ্ঠিকা।]

আংরা—কয়লা। [সং. অঙ্গার।]

আংরাখা—একরকম জামা। [সং.অঙ্গ-রক্ষক।]

আংশিক — কতক। কিছু পরিমাণে।

আঃ — বিস্ময় বিরক্তি ক্রোধ দুঃখ সুখ প্রভৃতি সূচক শব্দ।

আক — আখ।

আঁক — অঙ্ক। দাগ, রেখা।

আক্‌খুটে — উড়নচড়ে, অপব্যয়ী।

আকচার, আকছার — প্রায়ই, যখন তখন। [আ. অক্‌সর্।]

আঁকড়া—কিছু আটকাইবার বা তুলিবার জন্য বাঁকা লোহা।

আঁকড়ানো — ক্রি. সজোরে জড়াইয়া ধরা।

আঁকড়ি — আঁকড়ার মতো দেখিতে কোনও ছোট বস্তু বা চিহ্ন, আঁকশি।

আকণ্ঠ — গলা পর্যন্ত। গলা পর্যন্ত পূর্ণ। [ঃ 'আকণ্ঠ' ভোজন।]

আকনি — ('আখনি' দেখ।)

আকন্দ — একরকম গাছ, অর্ক। [সং. অর্কমন্দার।]

আকম্প, আকম্পন—ঈষৎ কম্পন, সামান্য কম্পন। **আকম্পিত, আকম্প্র** — ঈষৎ কম্পিত।

আকর—উৎপত্তিস্থল, খনি। আধার। **আকরিক, আকরীয়** — খনিতে জাত।

আকর্ণ — কান পর্যন্ত।

আকর্ষ—আকর্ষণ, টান, [ঃ 'মহাকর্ষ'।] লতার গা হইতে যে সুতার মতো জিনিস বাহির হয় তাহা।

আকর্ষক — যে বা যাহা আকর্ষণ করে।

আকর্ষণ — টান। **আকর্ষণী** — টানে এমন। [ঃ 'আকর্ষণী' শক্তি।]

আকর্ষী — আঁকশি।

আঁকশি — ফল ইত্যাদি পাড়িবার জন্য বাঁশ। ডাঙশ।

আকস্মিক — অকস্মাৎ ঘটে এমন। অপ্রত্যাশিত। বি.—**আকস্মিকতা**।

আঁকা — ক্রি. চিত্র করা, রেখা টানা। বি. অঙ্কন, চিত্রণ। ণ. অঙ্কিত।

আঁকানো — ক্রি. কাহাকেও দিয়া ছবি তৈরি করানো। ণ. ঐভাবে তৈয়ারী হইয়াছে এমন।

আঁকাবাঁকা — এদিকে-ওদিকে বাঁকা, টেরা-বাঁকা, সর্পিল।

আকাঙ্ক্ষণীয় — কামনা করার যোগ্য, কাম্য। **আকাঙ্ক্ষা** — ইচ্ছা, বাসনা।

আকাঙ্ক্ষিত — বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত।
আকাঙ্ক্ষী — অভিলাষী। [ঃ 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী'।] স্ত্রী. — **আকাঙ্ক্ষিণী**।
আকাট — সম্পূর্ণ, একেবারে। [ঃ 'আকাট' মূর্খ।]
আকাটা — কাটা হয় নাই এমন।
আকাঠা — বাজে কাঠ।
আকাঁড়া — তুষ হইতে পৃথক করা হয় নাই এমন (চাল)।
আ-কার — আ-র চিহ্ন, া।
আকার — চেহারা, গড়ন।
আকাল — দুর্ভিক্ষ। দুঃসময়, অকাল।
আকাশ — পৃথিবীর চতুর্দিকব্যাপী মহাশূন্য, গগন। **আকাশ থেকে পড়া** — না জানিবার ভান করিয়া অবাক্ হওয়া। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বিষয় জানিয়া বিস্মিত হওয়া। **আকাশকুসুম** — অসম্ভব বিষয়, অবাস্তব চিন্তা। [ঃ 'আকাশকুসুম' কল্পনা।] **আকাশগঙ্গা** — স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। ছায়াপথ। **আকাশচুম্বী** — অত্যন্ত উচ্চ, আকাশস্পর্শী। **আকাশপথ** — শূন্য দিয়া যাওয়া-আসা করিবার পথ, শূন্যপথ। **আকাশপাতাল** — সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যহীন। [ঃ 'আকাশপাতাল' প্রভেদ।] নানা বিষয়। [ঃ 'আকাশপাতাল' চিন্তা।] **আকাশপ্রদীপ** — কার্তিক মাসে উচ্চ বাঁশ ইত্যাদির উপর প্রদত্ত প্রদীপ। **আকাশবাণী** — দৈববাণী। শূন্যে ধ্বনিত কথা। ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের নাম। **আকাশস্পর্শী** — ('আকাশচুম্বী' দেখ।)
আকিঞ্চন — দৈন্য। আকাঙ্ক্ষা, কাতর আগ্রহ।
আকীর্ণ — ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত।
আকুঞ্চন — সংকোচন। ঈষৎ কুঞ্চন।
আকুঞ্চিত — ঈষৎ কুঞ্চিত। কোঁকড়ানো।
আকুতি—কাতর আগ্রহ, করুণ প্রার্থনা।
আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু — ব্যাকুলতার প্রকাশ, ছটফট। [ঃ 'আঁকুপাঁকু' করা।]
আকুল — কাতর, উদ্বেগ-চঞ্চল, অধীর। বি. — **আকুলতা**। **আকুলিবিকুলি** — অত্যন্ত ব্যাকুলতা।
আকৃতি — গঠন, আকার। **আকৃতি-প্রকৃতি** — চেহারা ও স্বভাব। হাবভাব।
আকৃষ্ট — আকর্ষণ করা হইয়াছে এমন। মুগ্ধ।
আক্কেল — বুদ্ধি। **আক্কেল গুড়ুম** — ভয়ে বুদ্ধিলোপ। **আক্কেল দাঁত** — পূর্ণ বয়সে ওঠে এমন দাঁত। **আক্কেল সেলামি** — বোকামির জন্য লোকসান।
আক্রমণ — আঘাত বা অধিকার করার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ, হানা, হামলা, চড়াও। **আক্রমণীয়** — আক্রমণের যোগ্য। **আক্রমণকারী** — যে আক্রমণ করে। স্ত্রী. — **আক্রমণকারিণী**।
আক্রা — চড়া দামের, দুর্মূল্য, মহার্ঘ।
আক্রান্ত — আক্রমণ করা হইয়াছে এমন। রোগগ্রস্ত। [ঃ কলেরায় 'আক্রান্ত'।]
আক্রোশ — প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রোধ।
আক্ষরিক — অক্ষর সম্বন্ধীয়। অক্ষর অনুযায়ী, মূল। [ঃ 'আক্ষরিক' অর্থ] অক্ষরে অক্ষরে, হুবহু। [ঃ 'আক্ষরিক' মিল।]
আক্ষেপ — আফসোস। বিলাপ। জোরে সঞ্চলন। [ঃ হৃৎপিণ্ডের 'আক্ষেপ'।] খিঁচুনি।
আখ — মিষ্টরসপূর্ণ বেতের মতো গাছ, আক, ইক্ষু।
আখাঁট — (প্রাচীন কবিতায়) বায়না, আবদার।
আখড়া — গানবাজনা ব্যায়াম ইত্যাদির

স্থান। বৈষ্ণবের আশ্রম। **আখড়াই** — অভিনয় ইত্যাদির অভ্যাস ও শিক্ষা, মহলা। **আখড়াধারী** — আখড়ার কর্তা।

আখনি — মাংস বা মসলার ক্বাথ।

আখণ্ডল — দেবরাজ ইন্দ্র।

আখর — অক্ষর। কীর্তন প্রভৃতি গানে মূল পদের সহিত ইচ্ছামত জুড়িয়া দেওয়া পদ। [ঃ গানে 'আখর' দেওয়া।]

আখরোট — একরকম পাহাড়ে' ফল। [সং. অক্ষোট।]

আখা — উনান, চুল্লী।

আখাম্বা—থামের মত লম্বা, বিরাট বেঢপ।

আঁখি — (পদ্যে) চোখ।

আখুটি — ('আখটি' দেখ।)

আখের — পরিণাম, ভবিষ্যৎ। [ঃ 'আখেরে' বুঝবে।] [আ. আখির] **আখেরী** — শেষ। **আখেরী চাহার শুম্বা** — শেষ বুধবার (মুসলমানদের অন্যতম স্মরণীয় দিবস, হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পূর্বের শেষ বুধবার)।

আখ্যা — নাম। সংজ্ঞা। **আখ্যাত** — অভিহিত। **আখ্যান** — কাহিনী। বিবরণ। **আখ্যাপত্র** — বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা যাহাতে বইয়ের নাম ও লেখকের নাম থাকে।

আখ্যায়িকা—কাহিনী।

আগ—অগ্রভাগ। সর্ব্বোচ্চ। [ঃ'আগ-ডাল'।] **আগ বাড়ানো**—অগ্রবর্তী হওয়া, আগাইয়া যাওয়া।

আগড়—বাঁশের কপাট, ঝাঁপ।

আগড়-বাগড়—নানা রকম বাজে জিনিস বা বিষয়। [ঃ'আগড়-বাগড়' খাওয়া; ঃ'আগড়-বাগড়' বকা।]

আগড়ম-বাগড়ম—অর্থহীন কথা। [ঃ 'আগড়ম-বাগড়ম' বকা।]

আগত — আসিয়াছে এমন। **স্ত্রী.** — **আগতা**। **আগতপ্রায়** — প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে এমন, আসন্ন।

আগন্তুক—নবাগত অপরিচিত ব্যক্তি। ণ. অপরিচিত ও হঠাৎ উপস্থিত।

আগম—তন্ত্র ও বেদাদি শাস্ত্র। আগমন। [ঃ'বর্ষাগম'। **আগম শুল্ক**—আমদানির জন্য দেয় কর।

আগমন—আসা, আসিয়া পেঁছানো। **আগমনী** — দুর্গাপূজার সময়ে দুর্গার আগমন বিষয়ে গান। ণ. আগমন সংক্রান্ত।

আগরা—অপুষ্ট ধান ও বিচালি।

আগল — অর্গল, খিল।

আগলানো — ক্রি. সতর্ক দৃষ্টি দিয়া রাখা। [ঃ মড়া 'আগলানো'।]

আগস্ট — ইংরেজী বছরের অষ্টম মাস।

আগা — অগ্রভাগ, সর্বোচ্চ অংশ, ডগা। **আগাগোড়া** — প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, সমস্তটা।

আগাছা — ছোট ছোট বাজে গাছ।

আগানো — অগ্রসর হওয়া।

আগাপাছতলা, আগাপাশতলা — মাথা হইতে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ।

আগাম — অগ্রিম। বি. বায়না, অগ্রিম দেয় টাকা।

আগামী — যাহা আসিবে বা আসিতেছে। ভাবী। পরবর্তী। [ঃ 'আগামী' বৎসর।]

আগার — গৃহ।

আগি — (প্রাচীন কবিতায়) আগুন।

আগিলা — (প্রাচীন কবিতায়) সম্মুখস্থ।

আগু — অগ্র, সম্মুখ। **আগুপাছু** — অগ্রপশ্চাৎ। **আগুবাড়ি** — (পদ্যে) আগে বাড়িয়া, আগাইয়া গিয়া।

আগুন — অগ্নি, বহ্নি। ণ. চড়া, মহার্ঘ। অতিশয় ক্রুদ্ধ। **আগুন দেওয়া** — অগ্নিসংযোগ করা। **আগুন ধরা** — আগুন প্রজ্বলিত হওয়া। **আগুন লাগা**

— অগ্নিসংযোগ হওয়া। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়া। [ঃ বাজারে 'আগুন লেগেছে'।] **আগুন হওয়া** — অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া।

আগুয়ান, আগুসর — অগ্রসর।

আগুরী — এক রকম জাতি, উগ্র ক্ষত্রিয়।

আগুল্ফ — গোড়ালি পর্যন্ত।

আগে — পূর্বে। সম্মুখে। প্রথমে। **আগেকার** — পূর্বের, অতীত। **আগে পাছে** — সামনে ও পিছনে। **আগেভাগে** — প্রথমে, গোড়ায়।

আগ্নেয় — অগ্নি সম্বন্ধীয়, আগুনে। **আগ্নেয়গিরি, আগ্নেয়াদ্রি** — আগুন ও গলিত পাথর উদ্‌গিরণ করে এমন পাহাড়। **আগ্নেয়াস্ত্র** — বন্দুক কামান ইত্যাদি অস্ত্র।

আগ্রহ — সযত্ন কৌতূহল, ব্যগ্রতা। মনোযোগ। অনুরাগ। **আগ্রহাতিশয়** — অত্যধিক আগ্রহ। **আগ্রহান্বিত** — ণ. আগ্রহযুক্ত, উৎসুক। স্ত্রী. — **আগ্রহান্বিতা**।

আঘাত — চোট। ঘা, বাড়ি। [ঃ লাঠির 'আঘাত'।] ব্যথা। [ঃ মনে 'আঘাত'।] মৃদু প্রহার। [ঃ 'করাঘাত'; ঃ অঙ্গুলির 'আঘাত'।] **আঘাতসহ** — আঘাত সহিতে পারে এমন।

আঘ্রাণ — গন্ধ লওয়া, শোঁকা। **আঘ্রাত** — শোঁকা হইয়াছে এমন।

আঙটা, আঙটি, আঙরা, আঙরাখা — (আংটা, আংটি, আংরা, আংরাখা দেখ।)

আঙিনা — উঠান, অঙ্গন।

আঙিয়া — মেয়েদের বুক ঢাকিবার উপযোগী ছোট আঁট জামা।

আঙুর — একরকম ফল, দ্রাক্ষা।

আঙুল — হাত বা পায়ের সম্মুখের দিকের প্রত্যঙ্গ। **আঙুলহাড়া** — আঙুলের ডগা পাকিয়া ওঠে এমন একরকম রোগ।

আঙোট — আস্ত। [ঃ 'আঙোট' পাতা।]

আঙ্গিক — অঙ্গ সম্বন্ধীয়। বি. গঠন-কৌশল। [ঃ গল্পের 'আঙ্গিক'।]

আঙ্গিনা — ('আঙিনা' দেখ।)

আঙ্গিয়া — ('আঙিয়া' দেখ।)

আঙ্গিরস — অঙ্গিরস মুনির পুত্র, দেব-গুরু বৃহস্পতি।

আঙ্গুর — ('আঙুর' দেখ।)

আঙ্গুল — ('আঙুল' দেখ।)

আঙ্গুলহাড়া — ('আঙুলহাড়া' দেখ।)

আঁচ — তাপ। উনান।

আঁচ — আন্দাজ, অনুমান। ইঙ্গিত।

আচকান — চাপকানের মতো একরকম জামা।

আঁচড় — দাগ। অগভীর ক্ষত।

আঁচড়ানো — ক্রি. আঁচড় দেওয়া, নখের আঘাতে অগভীর ক্ষত সৃষ্টি করা। চিরুনির মতো কিছু দিয়া সাফ করা। [ঃ চুল 'আঁচড়ানো'।]

আচমকা — অকস্মাৎ, অসতর্ক অবস্থায়।

আচমন — (পূজাদির পূর্বে) হাত মুখ ধোয়ার অনুষ্ঠান। হাত মুখ ধৌত-করণ। **আচমনীয়** — হাত মুখ ধোয়ার জল।

আচম্বিতে — আচমকা, হঠাৎ।

আঁচর — (পদ্যে) আঁচল।

আচরণ — ব্যবহার, চালচলন। **আচরণীয়** — আনুষ্ঠানিকভাবে করণীয়। পালনীয়। ব্যবহারযোগ্য। [ঃ জল 'আচরণীয়'।]

আচরিত — নিয়ম অনুসারে করা হইয়াছে এমন, পালিত। [ঃ 'আচরিত' অনুষ্ঠান।]

আঁচল — শাড়ির প্রান্তভাগ। **আঁচলা** — কারুকার্যশোভিত আঁচল।

আঁচানো — ক্রি. (খাওয়ার পরে) হাত মুখ ধোয়া।

আচাভুয়া — অত্যন্ত অদ্ভুত।

আচার — লবণ তৈল মসলাদি দিয়া জারানো অম্লখাদ্য। [ঃ আমের 'আচার'।]

আচার — প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কাজ বা ব্যবহার, প্রথা। [ঃ 'দেশাচার', 'কালাচার'।] মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। [ঃ 'স্ত্রী-আচার'] শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কার্য। [ঃ 'আচারনিষ্ঠ'।] চালচলন। [ঃ 'আচার'-ব্যবহার।] **আচারনিষ্ঠ** — শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এমন। **আচারী** — নিষ্ঠাবান্, সদাচারী।

আচার্য — শিক্ষক। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। **আচার্যা** — শিক্ষিকা। **আচার্যানী** — শিক্ষকপত্নী।

আচালা — যাহার চালা নাই এমন।

আঁচিল — তিল, জন্মগত দৈহিক চিহ্ন।

আচ্ছন্ন — ঢাকা, আবৃত। চেতনারহিত, অভিভূত। বি. — **আচ্ছন্নতা**।

আচ্ছা — ভালো, বেশ। সম্মতিসূচক শব্দ।

আচ্ছাদক — যাহা আচ্ছাদন করে। **আচ্ছাদন** — আবরণ, ঢাকা। **আচ্ছাদিত** — আবৃত, ঢাকা।

আছড়ানো — ক্রি. আছাড় দেওয়া, সজোরে নিম্নে বা ভূমিতে নিক্ষেপ করা। বি. ঐভাবে নিক্ষেপ। ণ. ঐভাবে নিক্ষিপ্ত।

আছাড় — জোরে নিক্ষেপ বা পতন। [ঃ 'আছাড়' দেওয়া; ঃ 'আছাড়' খাওয়া।]

আছিল — (পদ্যে) ছিল। **আছিলা** — (পদ্যে) ছিলেন।

আছোলা — চাঁচা বা ছোলা হয় নাই এমন। [ঃ 'আছোলা' বাঁশ।]

আজ — এই দিন, অদ্য। **আজকার** — অদ্যকার। **আজকাল** — বর্তমান সময়, অধুনা। **আজকালকার** — এখনকার, বর্তমান সময়ের। **আজকে** — আজ।

আজ-নয়-কাল — গড়িমসি। [ঃ 'আজ নয়-কাল' করা।] **আজ বাদে কাল** — শীঘ্র, দুই-এক দিন পরেই। [ঃ 'আজ বাদে কাল' পরীক্ষা।]

আজগবী, আজগুবী — কল্পিত ও বিশ্বাসের অযোগ্য।

আজনাই, আঁজনাই — একরকম টিকটিকি জাতীয় প্রাণী। একরকম চোখের রোগ, আঞ্জনি।

আজন্ম — জন্ম হইতে, জন্মাবধি।

আজব — বিস্ময়কর। অদ্ভুত। **আজবখানা** — অসংখ্য অদ্ভুত বস্তু সমাবেশের স্থান।

আঁজলা — অঞ্জলি, করপুট।

আজা — মাতামহ, মায়ের বাবা, দাদু।

আজাদ — স্বাধীন, মুক্ত। **আজাদি** — স্বাধীনতা।

আজান — মুসলমানদের উপাসনার জন্য আহ্বান। **আজান দেওয়া** — আজানের বাণী উচ্চারণ করা।

আজানু — জানু পর্যন্ত। **আজানুলম্বিত** — জানু পর্যন্ত প্রসারিত, সুদীর্ঘ। [ঃ 'আজানুলম্বিত' বাহু।] **আজানুলম্বিতবাহু** — যাহার বাহু জানু পর্যন্ত প্রসারিত এমন।

আজি — (পদ্যে) আজ। **আজিকার** — আজকার। **আজিকে** — (পদ্যে) আজ।

আজী, আজীমা — মাতামহী, আইমা।

আজীবন — সমস্ত জীবন, আজন্ম।

আজীবিক — প্রাচীন ভারতের অন্যতম ধর্মসম্প্রদায়। ণ. ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ।

আজীব্য — উপজীব্য, জীবিকার উপায়।

আজু — (প্রাচীন কবিতায়) আজ।

আজেবাজে — তুচ্ছ। অর্থহীন।

আজ্জানো — ক্রি. বপন বা রোপণ করা।

আজ্ঞা — হুকুম, আদেশ। **আজ্ঞাকারী**

— যে হুকুম করে। **আজ্ঞাধীন, আজ্ঞাবহ** — যে হুকুম মতো চলে বা হুকুম পালন করে। **আজ্ঞে** — সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশে সাড়া।

আঞ্চলিক — স্থানীয়, কোনও বিশেষ অঞ্চল বা স্থান সংক্রান্ত। **আঞ্চলিকতা** — কোন বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। কোনও বিশেষ অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব।

আঞ্জনি, আঞ্জুনি — চোখের পাতায় ব্রণ।

আঞ্জনেয়—রামায়ণে বর্ণিত অঞ্জনার পুত্র, হনুমান।

আঞ্জিনেয় — অঞ্জনি, একরকম টিকটিকি।

আট — সাতের পরবর্তী সংখ্যা, ৮। **আটকপালে** — হতভাগ্য। **আটকড়াইয়া, আটকৌড়ে** — শিশুর জন্মের অষ্টম দিবসে আটরকম ভাজা কড়াই বিতরণের মাংগলিক অনুষ্ঠান। **আটখানা** — আত্মহারা, অস্থির। [ঃ আনন্দে 'আটখানা'।] **আটঘাট** — সবদিক, ত্রুটি বা ক্ষতি ঘটিবার সকল পথ। [ঃ 'আটঘাট' বাঁধা।] **আটচল্লিশ**—৪৮ সংখ্যা। **আটচালা** — আটটি চাল আছে এমন মণ্ডপ। **আটত্রিশ**—ত্রিশের পরবর্তী অষ্টম সংখ্যা, ৩৮। **আটপর, আটপহর** — সারা দিন ও রাত্রি, সর্বদা। **আটপৌরে** — আট প্রহর বা সর্বদা ব্যবহার করা যায় এমন। [ঃ 'আটপৌরে' কাপড়।] **আটষট্টি** — ষাটের পর অষ্টম সংখ্যা, ৬৮।

আঁট — শক্ত, দৃঢ়। বি. দৃঢ়তা, শক্ত বাঁধনি।

আটক — বাধা। অবরোধ। কয়েদ। ণ. অবরুদ্ধ।

আটকা — আটক। কাজে জড়িত হইয়া থাকিতে বাধ্য। [ঃ 'আটকা' পড়া।]

আটকানো — ক্রি. আটক করা, অবরোধ করা। প্রতিহত হওয়া, বাধা পাওয়া। প্রতিহত করা, বাধা দেওয়া। বাধা পাইয়া লাগিয়া থাকা। বি. রোধ। আটক। ণ. ঠেকানো হইয়াছে বা ঠেকিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'আটকানো' জল।]

আঁটকুড়া, আঁটকুড়ো — ছেলেমেয়ে হয় নাই এমন। স্ত্রী. — **আঁটকুড়ী**।

আটকে — জগন্নাথদেবের নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রসাদ। (ওড়িয়া 'একাটিয়া' শব্দের অর্থ একজনের উপযোগী ভাতের হাঁড়ি।) **আটকে বাঁধা** — নিয়মিতভাবে আটকে পাইবার জন্য টাকা দেওয়া।

আঁটনি — বন্ধনের দৃঢ়তা। শক্ত বাঁধুনি।

আটপিটা, আটপিটে — অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী।

আটবিক—অটবী বা বন সম্বন্ধে, আরণ্য।

আটা — গমের গুঁড়া। চটচটে জিনিস। আট ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

আঁটা — ক্রি. শক্ত করা, কষা। জায়গা সংকুলান হওয়া। [ঃ ঘরে 'আঁটা'।] দমন করিতে সমর্থ বা সমকক্ষ হওয়া। [ঃ কাহারও সহিত 'আঁটিয়া' উঠা।] আঠা ইত্যাদি দিয়া জুড়িয়া দেওয়া। [ঃ টিকিট 'আঁটা'।] শক্ত করিয়া বন্ধ করা। ণ. শক্তভাবে বন্ধ করা হইয়াছে এমন। বি. শক্তভাবে বন্ধ করণ।

আঁটাআঁটি — বাঁধাবাঁধি। কড়াকড়ি, কঠিন নিয়ম।

আটাত্তর — ৭৮ সংখ্যা। **আটানব্বই** — ৯৮ সংখ্যা। **আটান্ন** — ৫৮ সংখ্যা।

আটাল, আটালো — চটচটে, আঠাযুক্ত।

আটাশ — ২৮ সংখ্যা। **আটাশে** — মাসের ২৮ তারিখ। ণ. গর্ভধারণের অষ্টম মাসে জাত। দুর্বল।

আঁটি — ঘাস খড় ইত্যাদির গোছা। বড়

বিচি, আঁঠি।
আর্টুনি — ('আর্টনি' দেখ।)
আঁটো, আঁটোসাটো — শক্ত, সুদৃঢ়।
আঠা — গ'দ, লেই। চটচটে পদার্থ।
আঠার, আঠারো — সতেরোর পরবর্তী সংখ্যা, ১৮, অষ্টাদশ।
আঠাল, আঠালো — ('আটাল', 'আটালো' দেখ।)
আঁঠি — বড় বীজ। [ঃ আমের 'আঁঠি'।]
আড় — পাশ, চওড়ার দিক [ঃ 'আড়ে' তিন হাত।] ণ. বাঁকা। [ঃ 'আড়' চোখে।] অপর দিকস্থ। **আড়পার** — অপর তীর। **আড় ভাঙা** — হাত পা টান করিয়া দেহের জড়তা দূর করা।
আড় — একরকম বৃহদাকার মাছ।
আড়কাটী, আড়কাঠী — কুলীসংগ্রহকারী। বন্দরের নিকটে জাহাজ চালাইবার ভার লয় এমন ব্যক্তি, কাণ্ডারী, 'পাইলট'।
আড়কাঠ — কড়িকাঠ।
আড়খেমটা — সংগীতের তাল বিশেষ।
আড়ং, আড়ংগ — গোলা, গঞ্জ, হাট। **আড়ং ধোলাই** — কোরা কাপড়ের রং ও মাড় উঠাইয়া ধৌত করণ।
আড়ত — মাল রাখিবার গোলা, ডিপো। **আড়তদার** — যে অন্যের মাল আড়তে রাখে বা বিক্রয় করে। **আড়তদারি** — আড়তদারের কাজ। **আড়তদারী** — আড়তদার সংক্রান্ত।
আড়মোড়া — দেহের জড়তা দূর করার জন্য শরীর সঞ্চালন।
আড়ম্বর — জাঁকজমক। মেঘের ডাক। রণবাদ্য। দম্ভ প্রকাশ।
আড়ষ্ট — সংকুচিত। অবশ।
আড়া — আড়কাঠ। ডাংগা। গঠন, আকৃতি। [ঃ বেআড়া।]
আড়াআড়ি — ণ. চওড়ার দিকে বা বাঁকা-ভাবে আছে এমন। বি. শত্রুতা, রেষা-রেষি।
আড়াই — দুই ও আধ, ২½। [সং. অর্ধ-তৃতীয়।]
আড়াঠেকা — সংগীতের একরকম তাল।
আড়ানা — রাগিণী বিঃ।
আড়ানি — শোভাযাত্রার জন্য বড় ছাতা বা পাখা। রাজচ্ছত্র।
আড়াল — অন্তরাল, আবরণ। গোপন। [ঃ 'আড়ালে' বলা।]
আড়ি — প্রিয়জনের মধ্যে মনান্তর। লুকাইয়া শোনা। [ঃ 'আড়ি' পাতা।]
আড়েহাতে — সোৎসাহে, সজোরে, উঠিয়া পড়িয়া। [ঃ 'আড়েহাতে' লাগা।]
আড্ডা — আলাপ-আলোচনা বা আমোদ-প্রমোদের জন্য মিলিবার জায়গা। [ঃ তাসের 'আড্ডা'।] আড্ডায় যোগ দিয়া সময়ের অপব্যয়। [ঃ 'আড্ডা' মারা; 'আড্ডা' দেওয়া।] **আড্ডা গাড়া** — ক্রি. দীর্ঘকাল আড্ডা দেওয়া। বাসা বাঁধা। আড্ডায় বসিয়া আলাপ ও আমোদ করা। **আড্ডাধারী** — আড্ডার প্রধান ব্যক্তি। যে আড্ডা দেয়।
আঢাকা — ঢাকা নাই এমন, অনাবৃত।
আঢ্য — ধনী। যাহার আছে এমন। [ঃ 'ধনাঢ্য'; ঃ 'গুণাঢ্য'।]
আণবিক — অণু সম্বন্ধীয়, molecular, atomic. **আণবিক বোমা** — পরমাণু হইতে প্রস্তুত একপ্রকার ভয়ংকর বিধ্বংসী বোমা।
আণ্ডা — ডিম। [সং. অণ্ড।] **আণ্ডাবাচ্চা** — শিশু ও গর্ভস্থ সন্তান। ছেলে-পুলে।
আণ্ডিল, আণ্ডীল — যাহার প্রচুর আছে। [ঃ টাকার 'আণ্ডীল'।]
আঁত — পেট। অন্তর। [ঃ 'আঁতে' ঘা

লাগা।] [সং. অন্ত্র।] **আঁতড়ি** — নাড়িভুঁড়ি।

আঁতকানো — ক্রি. ভয়ে চমকানো। বি. অকস্মাৎ আতঙ্কবোধ।

আতঙ্ক — ভয়, শঙ্কা। বিভীষিকা। ণ. **আতঙ্কিত** — ভীত, শঙ্কিত। স্ত্রী. — **আতঙ্কিতা**।

আততায়ী — গুপ্তঘাতক। গৃহদাহক বিষদাতা ভূমিহারক স্ত্রীহারক ধনাপহারক ও অস্ত্রধারী এই ছয় প্রকার শত্রু। স্ত্রী. — **আততায়িনী**। বি. — **আততায়িতা**।

আতপ — রৌদ্র। **আতপতণ্ডুল** — ধান সিদ্ধ না করিয়া রোদে শুকাইয়া যে চাল প্রস্তুত হয়, আলো-চাল। **আতপত্র** — যাহা আতপ বা রোদ হইতে রক্ষা করে, ছাতা।

আতর — ফুলের সুগন্ধ নির্যাস, পুষ্পসার। [আ. ইত্‌র্।]

আতশ — আগুন। [ফা.] **আতশবাজি** — হাউই তুবড়ি ইত্যাদি আগুনের খেলা। **আতশী** — আগুন জ্বালায় এমন, আগ্নেয়। **আতশী কাচ** — যে কাচ দিয়া সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়া আগুন জ্বালানো যায়।

আতা — একরকম ফল।

আতাঁত — সহযোগী দল। [ফ. atante.]

আতান্তর — বিপদ, দুরবস্থা। [ঃ 'আতান্তরে' পড়া।] [সং. অবস্থান্তর।]

আতাম্র — ঈষৎ তাম্রবর্ণ। পাটল।

আতিক্ত — ঈষৎ তিক্ত। বি. — **আতিক্ততা**।

আতিথেয় — অতিথিসেবাপরায়ণ। **আতিথেয়তা** — অতিথিসেবা। **আতিথ্য** — অতিথি সৎকার। অতিথি হওয়া। [ঃ 'আতিথ্য' স্বীকার।] অতিথির প্রাপ্য সেবা ও দ্রব্য। [ঃ 'আতিথ্য' গ্রহণ।]

আতিশয্য — আধিক্য, বাড়াবাড়ি।

আঁতুড় — যে ঘরে ছেলেমেয়ে হয়, সূতিকাগার।

আতুর — আর্ত, কাতর। পীড়িত।

আত্তি — আত্মীয়তা। [ঃ 'যত্ন-আত্তি'।]

আত্ম- — নিজের। আত্মা সম্বন্ধীয়। (অপর শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়।) **-আত্মক** — তাহা দিয়া গঠিত, সেইরূপ, সেইরূপ গুণসম্পন্ন ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'ভাবাত্মক', 'রসাত্মক'।] স্ত্রী. — **-আত্মিকা**। [ঃ 'ভাবাত্মিকা' বিদ্যা।] **আত্মকলহ** — নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, বন্ধুবান্ধব স্বজাতির মধ্যে বিবাদ। **আত্মকৃত** — নিজে করিয়াছে এমন। [ঃ 'আত্মকৃত' অপরাধ।] **আত্মগত** — নিজের মনে, স্বগত। **আত্মগোপন** — নিজেকে লুকানো। **আত্মগৌরব** — গর্ব। দম্ভপ্রকাশ। **আত্মগ্লানি** — অনুতাপ, অনুশোচন। **আত্মঘাত, আত্মঘাতন** — আত্মহত্যা। **আত্মঘাতী** — আত্মহত্যাকারী। স্ত্রী.— **আত্মঘাতিনী**। **আত্মজ** — পুত্র। **আত্মজা** — কন্যা। **আত্মজীবনী** — নিজের লেখা জীবনকাহিনী। **আত্মজ্ঞান** — নিজের সম্পর্কে জ্ঞান। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান। **আত্মতত্ত্ব** — আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান বা বিদ্যা। **আত্মতুল্য** — নিজের মতো। স্ত্রী. — **আত্মতুল্যা**। **আত্মতুষ্টি, আত্মতৃপ্তি** — নিজের সন্তোষ, সন্তুষ্ট মনোভাব। **আত্মত্যাগ** — স্বার্থত্যাগ। আত্মোৎসর্গ। **আত্মত্যাগী** — যিনি স্বার্থ ত্যাগ করেন। স্ত্রী. — **আত্মত্যাগিনী**। **আত্মদর্শন** — নিজের আত্মা বা চরিত্রের স্বরূপ বোধ। **আত্মদান** — নিজেকে উৎসর্গ করণ। জীবনদান।

আত্মবিদ্রোহ — নিজের প্রতি বিরোধিতা। গৃহবিবাদ। **আত্মনিবেদন** — নিজেকে উৎসর্গ করণ, আত্মদান। **আত্মনিয়ন্ত্রণ** — নিজেকে সংযত করণ, নিজেকে ঠিক-ভাবে পরিচালনা। **আত্মনিয়োগ** — নিজেকে কোনও কাজে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করণ। **আত্মনির্যাতন** — ('আত্ম-পীড়ন' দেখ।) **আত্মনির্ভর** — নিজের উপর নির্ভর। ণ. নিজের উপর নির্ভরশীল। **আত্মনির্ভরতা** — নিজের শক্তিতে ও চেষ্টায় বিশ্বাস। **আত্ম-নির্ভরশীল** — নিজের শক্তিতে ও চেষ্টায় আস্থা রাখে এমন। বি. — **আত্মনির্ভরশীলতা**। **স্ত্রী.** — **আত্ম-নির্ভরশীলা**। **আত্মপর** — আপন ও পর। **আত্মপরায়ণ** — স্বার্থপর। বি. — **আত্মপরায়ণতা**। **আত্মপরিচয়** — নিজের পরিচয়, নিজের নাম ধাম পিতামাতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ। **আত্মপীড়ন** — নিজেকে কষ্টদান, আত্ম-নির্যাতন। **আত্মপ্রকাশ** — গোপন অবস্থার অবসান, বাহিরে আগমন, বাহির হওয়া। **আত্মপ্রতারণা** — ('আত্মপ্রবঞ্চনা' দেখ।) **আত্মপ্রত্যয়** — নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস। আত্মজ্ঞান। **আত্মপ্রবঞ্চনা** — নিজেকে ঠকানো। **আত্মপ্রসাদ** — নিজের মনে তৃপ্তি। **আত্মপ্রশংসা** — নিজের গৌরব প্রকাশ, নিজের সদ্‌গুণের বর্ণনা। **আত্মবিসর্জন** — নিজেকে ত্যাগ করণ, আত্মদান, জীবনদান। **আত্মবৎ** — নিজের মতো। **আত্মবঞ্চনা** — নিজেকে ঠকানো, নিজেকে বঞ্চিত করণ। **আত্ম-বিক্রয়** — স্বার্থের জন্য অপরের অধীনতা স্বীকার। নিজেকে বিক্রয়। **আত্মবিচ্ছেদ** — বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিবাদ। **আত্মবিস্মরণ** — ('আত্মবিস্মৃতি' দেখ।)

আত্মবিস্মৃত — আপনভোলা। বিহ্বল, তন্ময়। **আত্মবিস্মৃতি** — নিজের সম্পর্কে চেতনা লোপ, আপনভোলার ভাব। তন্ময়তা। **আত্মমর্যাদা** — আত্মসম্মান। **আত্মমর্যাদাবোধ** — নিজের সম্মান সম্পর্কে চেতনা। **আত্মম্ভরি** — স্বার্থপর ও অহংকারী। **আত্মম্ভরিতা** — স্বার্থ-পরতা ও অহংকার। **আত্মরক্ষা** — নিজেকে বিপদ হইতে বাঁচানো। **আত্ম-শুদ্ধি** — নিজের মনের শোধন বা পাপমুক্তি। **আত্মশ্লাঘা** — গর্বপ্রকাশ, বড়াই। **আত্মসংবরণ** — নিজেকে দমন। **আত্মসংযম** — নিজেকে সংযত করা, আত্মনিয়ন্ত্রণ। **আত্মসমর্পণ** — অপরের হাতে নিজেকে তুলিয়া দেওয়া। পরাজয় স্বীকার করিয়া শত্রুর বশীভূত হওয়া। **আত্মসমাহিত** — নিজের মধ্যে মগ্ন, তন্ময়। **আত্মসম্ভ্রম**, **আত্মসম্মান** — নিজের সম্মান, আত্মমর্যাদা। **আত্ম-সর্বস্ব** — অত্যন্ত স্বার্থপর। **আত্মসাৎ** — অন্যায়ভাবে নিজের জন্যে গৃহীত। [ঃ 'আত্মসাৎ' করা।] **আত্মহত্যা** — স্বেচ্ছায় নিজের জীবননাশ।

আত্মা — চৈতন্যময় সত্তা। ব্রহ্ম। সত্তা, মূর্তরূপ [ঃ 'পাপাত্মা', ঃ 'পুণ্যাত্মা'।] **আত্মারাম** — প্রাণপুরুষ।

আত্মীয় — জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন। স্ত্রী. — **আত্মীয়া**। **আত্মীয়তা** — কুটুম্বিতা। হৃদ্যতা।

আত্মোৎসর্গ — আত্মত্যাগ। মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনদান।

আত্মোন্নতি — নিজের বিকাশ বা উন্নতি।

আত্মোপম — নিজের মতো, আত্মবৎ।

আত্যন্তিক — অত্যন্ত, অশেষ, অত্যধিক।

আত্যয়িক — জীবননাশক, বিপজ্জনক।

আত্মান্তর — ('আতান্তর' দেখ।)

আথালি-পাথালি — যেখানে সেখানে, লক্ষ্যহীনভাবে।

আথিবিথি — (পদ্যে) ব্যস্তভাবে।

আদত — আসল, খাঁটী।

আদপে — ('আদবে' দেখ।)

আদব — ভদ্রসমাজের রীতিনীতি। [ঃ 'আদব'-কায়দা।] [আ. আদব্।]

আদবে — আদৌ, মোটে, আদপে।

আদম — ইহুদী খ্রীষ্টান ও মুসলমানের প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত মানুষের আদি পূর্বপুরুষ, Adam.

আদমশুমার, আদমশুমারি — লোকগণনা, census. [আ. আদম+ফা. সুমার।]

আদর — স্নেহ, খাতির-যত্ন। **আদরণীয়** — আদরের যোগ্য। **আদরিনী** — আদুরে মেয়ে, দুলালী।

আদরা — আদল। চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক কাঠামো বা নকশা, sketch.

আদর্শ — অনুকরণের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু বা বিষয়। **আদর্শবাদ, আদর্শবাদী** — ('ভাববাদ', 'ভাববাদী' দেখ।) **আদর্শায়িত** — আদর্শে পরিণত করা হইয়াছে এমন। [ঃ তাঁহার রচনায় কৃষকজীবনকে 'আদর্শায়িত' করা হইয়াছে।]

আদল — চেহারার মিল, সাদৃশ্য।

আদা — একরকম মূলজাতীয় মসলা। [সং. আর্দ্রক।] **আদায় কাঁচকলায়** — শত্রুভাবাপন্ন, বিরুদ্ধ সম্পর্ক বিশিষ্ট।

আদাড় — আঁস্তাকুড়। **আদাড়ে** —আদাড়ে জন্মে এমন। [ঃ 'আদাড়ে' কচু।]

আদান — লওয়া, গ্রহণ। **আদানপ্রদান** — দান ও গ্রহণ, দেওয়া-নেওয়া।

আদাব — সেলাম। [আ.]

আদায় — প্রাপ্য টাকা ইত্যাদি সংগ্রহ। [আ. অদা।] **আদায়ী** — সংগৃহীত।

আদালত — বিচারালয়। [আ.] **আদালতী** — বিচারালয় সম্বন্ধীয়।

আদি — প্রথম। উৎপত্তিস্থল। আরম্ভ। ঐরূপ আরো, প্রমুখ। [ঃ 'ইন্দ্রাদি' দেবগণ।] ণ. প্রাচীন। **আদিকবি** — প্রথম কবি, বাল্মীকি। **আদিপুরুষ** — বংশের প্রাচীন ব্যক্তি যাঁহা হইতে বংশগণনা করা হয়। **আদিবাসী** — আদিম অধিবাসী। **আদিরস** — অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত কাব্য-সাহিত্যের প্রথম রস, প্রেমবিষয়ক রস।

আদিত্য — সূর্য। অদিতি ও কশ্যপের দ্বাদশ পুত্র।

আদিম — প্রথম। সুপ্রাচীন। বি. — **আদিমতা।**

আদিষ্ট — যাহাকে আদেশ করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **আদিষ্টা।**

আদুড়, আদুল — আবরণহীন, খোলা। [ঃ 'আদুল' গায়ে যাচ্ছে কারা।]

আদুরী — আদরিনী। **আদুরে** — যাহাকে বেশি আদর করা হয় এমন।

আদৃত — আদর করা হইয়াছে এমন। সানন্দে গৃহীত। স্ত্রী. — **আদৃতা।**

আদেখ্‌লা, আদেখ্‌লে — (যেন আগে কখনও দেখে নাই এমনভাবে) দেখিবার বা পাইবার জন্য ব্যগ্র, হ্যাংলা, লোভী।

আদেখা — ('অদেখা' দেখ।)

আদেশ — হুকুম, আজ্ঞা। (ব্যাকরণে) এক বর্ণের স্থানে অন্য বর্ণের উৎপত্তি। **আদেশকারী** — যিনি আদেশ দেন। **আদেষ্টা** — আদেশকারী।

আদৌ — মোটেই, আদবে।

আদ্য — প্রথম, আরম্ভিক। **আদ্যন্ত** — (আরম্ভ ও শেষ) আগাগোড়া, আদ্যোপান্ত। **আদ্যশ্রাদ্ধ** — মৃতের প্রথম শ্রাদ্ধ। **আদ্যা** — প্রথমা। [ঃ 'আদ্যা' শক্তি।] **আদ্যোপান্ত** — আগাগোড়া।

আধ — দুই ভাগের এক ভাগ, অর্ধেক। **আধ-আধ, আধো-আধো** — অস্ফুট, অস্পষ্ট। [ঃ 'আধো-আধো' কথা।] **আধকপালে** — অর্ধেক কপাল ব্যাপিয়া হয় এমন। [ঃ 'আধকপালে' মাথা ধরা।] **আধখানা** — অর্ধেক পরিমাণ। **আধ-পাগলা** — পাগলাটে, ছিটগ্রস্ত। **আধপেটা** — পেট ভরে না এমন অল্প পরিমাণে। **আধবয়সী** — মাঝ-বয়সী, প্রৌঢ়। **আধমরা** — প্রায় মরা, মৃতপ্রায়।

আধলা — আধ পয়সা। ণ. আধখানা। [ঃ 'আধলা' ইট।]

আধা — অর্ধেক। **আধাআধি** — সমান দুইভাগে বা দুই ভাগ। **আধাখেঁচড়া** — অর্ধেক করিয়া আর করা হয় নাই এমন (কাজ)।

আধান — স্থাপন। সঞ্চার। আধার, পাত্র।

আধার — যাহাতে কিছু থাকে, পাত্র।

আধার — পাখির বাচ্চার খাবার।

আঁধার — অন্ধকার। ণ. অন্ধকারময়, আলোহীন।

আধি — মানসিক পীড়া বা কষ্ট।

আঁধি — ধুলো-ঝড় । [হি.]

আধিকারিক — ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, officer. [ঃ'শিক্ষাধিকারিক'।]

আধিক্য — আতিশয্য। প্রাবল্য।

আধিক্যেতা, আধিখ্যেতা — অতিশয় বাড়া-বাড়ি। স্নেহ মমতার অতিরিক্ত প্রকাশ।

আধিদৈবিক — অধিদেবতা সম্বন্ধীয়। দৈব।

আধিপত্য — প্রভুত্ব। প্রাধান্য। রাজত্ব।

আধিভৌতিক — পঞ্চভূত বা জীব হইতে উৎপন্ন (বিপদ, দুঃখ)।

আধিরাজ্য — অধিরাজের পদ বা রাজ্য।

আধুনিক — এখনকার, হালের, সাম্প্রতিক। বি. — **আধুনিকতা**। স্ত্রী. — **আধুনিকী**।

আধুনিকা — আধুনিক সভ্যতাসংস্কৃতি-সম্পন্না। (প্রচলিত, অশুদ্ধ।)

আধুলি — আট আনার রৌপ্য মুদ্রা।

আধৃত — গৃহীত।

আধেক — (পদ্যে) অর্ধেক।

আধোয়া — ধোয়া হয় নাই এমন।

আধ্যাত্মিক—আত্মা সম্বন্ধীয়, ব্রহ্মবিষয়ক। বি. **আধ্যাত্মিকতা** — আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা।

আন — (পদ্যে) অন্য। [ঃ 'আন' বাড়ি যায়।]

আনক — ঢাক। ঢশমা।

আনকা, আনকো, আনখো — অপরিচিত, অজ্ঞাত। অভিনব।

আনকোরা — আধোয়া। অব্যবহৃত, নূতন।

আনচান — ব্যাকুলভাব, আইঢাই। [ঃ প্রাণ 'আনচান' করা।]

আনত — ঈষৎ নত। স্ত্রী. — **আনতা**। বি. — **আনতি**।

আনন — মুখ, মুখমণ্ডল।

আনন্দ — সুখময় অবস্থা, আহ্লাদ, হর্ষ। **আনন্দনাড়ু** — চালের গুঁড়া গুড় ইত্যাদি যোগে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন। **আনন্দময়** — আনন্দে পূর্ণ। স্ত্রী. — **আনন্দময়ী**। **আনন্দলহরী** — এক-তারা বাদ্যযন্ত্র। আনন্দের ঢেউ।

আনন্দাশ্রু — আনন্দে পড়া চোখের জল।

আনন্দিত — আনন্দ পাইয়াছে এমন, আহ্লাদিত। স্ত্রী. — **আনন্দিতা**।

আনন্দোচ্ছ্বাস — আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। ঐরূপ প্রকাশ সূচক রচনা।

আনমন — আনমনা অবস্থা। [ঃ ছিনু 'আনমনে'।] **আনমনা** — অন্যমনস্ক।

আনমন — ঈষৎ নোয়ানো, ঈষৎ নত

করণ। ণ. — **আনমিত**।

আনয়ন — লইয়া আসা, আনা।

আনা — ক্রি. লইয়া আসা।

আনা — চার পয়সা। ষোলভাগের এক ভাগ। [ঃ জমিদারির দশ 'আনার' মালিক।]

আনাগোনা — আসাযাওয়া, যাতায়াত।

আনাচ-কানাচ — গৃহের পার্শ্ববর্তী অন্ধকারময় সংকীর্ণ স্থান।

আনাজ — শাকসবজি, কাঁচা তরকারি।

আনাড়ী — অপটু। মূর্খ। **আনাড়িপনা** — আনাড়ীর মতো কাজ।

আনানো — ক্রি. কাহারও দ্বারা লইয়া আসা। ণ. কাহারও দ্বারা লইয়া আসা হইয়াছে এমন। বি. আনয়ন।

আনায় — জাল, ফাঁদ।

আনার — বেদানা, ডালিম। [ফা.]

আনারস — একরকম অম্ল-মধুর স্বাদযুক্ত ফল। [পো. ananas.]

আনি — চার পয়সার মুদ্রা। ষোল ভাগের এক ভাগ। [ঃ জমিদারির সাত 'আনি'।]

আনীত — আনা হইয়াছে এমন।

আনীল — ঈষৎ নীল।

আনুকূল্য — সাহায্য। অনুকূল ভাব।

আনুগত্য — বশ্যতা, অনুগত ভাব।

আনুপূর্বিক — আগাগোড়া, পর পর, যথাক্রমে। বি. — **আনুপূর্বিকতা**।

আনুপূর্ব, আনুপূর্ব্য — পরম্পরা, যথাক্রমতা।

আনুমানিক — ণ. আন্দাজে, অনুমান অনুসারে। বি. — **আনুমানিকতা**।

আনুরূপ্য — অনুরূপ ভাব, সাদৃশ্য।

আনুষঙ্গিক—মূল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত।

আনুষ্ঠানিক — অনুষ্ঠানগত। অনুষ্ঠান অনুযায়ী। নিয়মমাফিক। অনুষ্ঠান পালনকারী। বি. **আনুষ্ঠানিকতা**।

আন্তরিক — অকপট, অকৃত্রিম। অন্তরের সহিত। বি. — **আন্তরিকতা**।

আন্তর্জাতিক — বিভিন্ন জাতির বা দেশের মধ্যে। বিভিন্ন জাতি সংক্রান্ত। বি. — **আন্তর্জাতিকতা**।

আন্ত্রিক — অন্ত্র সম্বন্ধীয়।

আন্দাজ — অনুমান। ণ. আনুমানিক। প্রায়। [ফা. আন্দাজ।] **আন্দাজী** — আনুমানিক।

আন্দোলন — বিক্ষোভ। ব্যাপক আলোচনা ও প্রচার। আলোড়ন। দোলানো।

আন্দোলিত — দোলানো হইয়াছে এমন।

আন্ধি — ('আঁধি' দেখ।)

আপক — ঈষৎ পাকা, ডাঁসা। **অল্প** সিদ্ধ। বি. — **আপক্কতা**।

আপণ — দোকান। হাট।

আপত্তি — অমত, প্রতিবাদ।

আপদ — বিপদ। অবাঞ্ছিত **বিষয় বা** ব্যক্তি। [আ. আফত্।]

আপন — নিজের। **আপনা** — নিজ। [ঃ 'আপনা' হইতে।] **আপনাআপনি** — নিজে নিজে, স্বতঃ। **আপনার** — নিজের। (সম্মানার্থে) তোমার। **আপনি** — নিজে। (সম্মানার্থে) তুমি।

-আপন্ন — পাইয়াছে এমন, প্রাপ্ত। [ঃ 'শরণাপন্ন'।]

আপরাহ্ণিক — বিকালে হয় এমন, বৈকালিক। [ঃ 'আপরাহ্ণিক' অনুষ্ঠান।]

আপস — উভয় পক্ষের কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া মীমাংসা, রফা। [ফা. ওয়াপ্‌স্।]

আপ্‌সে — নিজে থেকে, আপনা হইতে। [ঃ 'আপ্‌সে' আসবে।] [হি.]

আপসোস — অনুতাপ, খেদ। [ফা. আফ্‌সোস্।]

আপাকা — কাঁচা। ঈষৎ পাকা।

আপাণ্ডুর — ঈষৎ পাণ্ডুর। বি. — **আপাণ্ডুরতা।**

আপাত — ক্ষণিক। অবাস্তব। প্রথমে মনে হইলেও আসলে তাহা নয় এমন। [ঃ 'আপাতমধুর', 'আপাতসুন্দর'।]

আপাতত, আপাততঃ — এখনকার মতো, বর্তমান সময়ের জন্য।

আপাদ — পা হইতে। [ঃ 'আপাদ-মস্তক'।] পা পর্যন্ত।

আপামর — উচ্চনীচ সকলে। [ঃ 'আপামর' জনসাধারণ।]

আপিঙ্গল — ঈষৎ পিঙ্গল, ঈষৎ কটা।

আপিল — পুনর্বিচারের আবেদন। [ই.]

আপিস — অফিস, কার্যালয়। [ই.]

আপীত — হলদেটে, ঈষৎ হলদে।

আপীল — ('আপিল' দেখ।)

আপেক্ষিক — অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর-শীল বা সম্পর্কযুক্ত, relative. **আপেক্ষিকতা** — পারস্পরিক নির্ভরের সম্পর্ক, relativity. **আপেক্ষিক গুরুত্ব** — অন্য বস্তুর (প্রধানত জলের) তুলনায় গুরুত্ব, specific gravity.

আপেল — একরকম ফল, সেও, apple.

আপোড়া — পুড়ে নাই বা ঈষৎ পুড়িয়াছে এমন, অদগ্ধ বা অর্ধদগ্ধ।

আপোস — ('আপস' দেখ।)

আপ্ত — প্রাপ্ত, অধিগত। বিশ্বাসযোগ্য, শাস্ত্রীয়। [ঃ 'আপ্তবাক্য'।]

আপ্যায়ন — খাতির-যত্ন। অভ্যর্থনা। **আপ্যায়িত** — খাতির-যত্ন বা আপ্যায়ন পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **আপ্যায়িতা।**

আপ্রাণ — প্রাণপণ, প্রাণপাত করিয়াও এমন। [ঃ 'আপ্রাণ' চেষ্টা।]

আপ্লুত — জলে ডুবিয়া বা ভাসিয়া গিয়াছে এমন, প্লাবিত।

আফগান — আফগানিস্থানের লোক।

আফগানিস্তান, আফগানিস্থান — ভারত-বর্ষের (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দেশ।

আফলা — ফল ধরে নাই এমন। [ঃ 'আফলা' গাছ।]

আফসানি — আস্ফালন। **আফসানো** — ক্রি. আস্ফালন করা।

আফসোস — ('আপসোস' দেখ।)

আফাটা — ফাটে নাই এমন।

আফিম, আফিং — পোস্তর রস হইতে প্রস্তুত এক রকম মাদক, অহিফেন। [আ. আফয়ুন।]

আব — রোগের ফলে বর্ধিত মাংসপিণ্ড। [সং. অর্বুদ।]

আবওয়াব — নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত দেয় কর। [আ.]

আবকার — মদ্যাদি মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারী। [ফা.] **আবকারী, আবগারী** — মাদকদ্রব্য বিষয়ক। [ঃ 'আবগারী' বিভাগ।]

আবছা — অস্পষ্ট। **আবছায়া** — অস্পষ্ট আলো। অস্পষ্ট মূর্তি।

আবডাল — আড়াল, অন্তরাল।

আবদার — স্নেহের কারণে দাবী। বায়না। **আবদারে, আবদেরে** — আবদার করে এমন। [ঃ 'আবদেরে' ছেলে।]

আবন্ধ — আটক। বাঁধা। বন্ধক দেওয়া হইয়াছে এমন, বন্ধকী।

আবরক — যে বা যাহা আবৃত করে। **আবরণ** — ঢাকা, আচ্ছাদন। **আবরণী** — যাহা দিয়া ঢাকা দেওয়া যায়, ঢাকনি। **আবরিত** — ঢাকা দেওয়া হইয়াছে এমন।

আবরু — নারীর সম্ভ্রম। পর্দা। [ফা.]

আবর্জনা — জঞ্জাল, ময়লা।

আবর্ত — ঘূর্ণি। ঘূর্ণিজল, পাকজল।

আবর্তন।

আবর্তন — চক্রাকারে ঘুরিয়া আসা, চক্রাকারে ভ্রমণ। **আবর্তমান** — আবর্তন করিতেছে এমন। **আবর্তিত** — আবর্তন করিয়াছে এমন।

-আবলি, -আবলী —এক শ্রেণীর অনেক-গুলি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'নিয়মাবলী'।]

আবলুস — কালো রঙের একরকম কাঠ। [ফা. আব্‌নুস।]

আবশ্যক — দরকার, প্রয়োজন। ণ. দরকারী, প্রয়োজনীয়। **আবশ্যকতা** — প্রয়োজনীয়তা।

আবশ্যিক—অবশ্যই করিতে হইবে এমন, বাধ্যতামূলক, compulsory.

-আবহ — উদ্রেক করে বা জন্মায় এই অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'ভয়াবহ'।]

আবহ — বায়ুমণ্ডল, atmosphere. **আবহবিদ্‌** — বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। **আবহবিজ্ঞান, আবহবিদ্যা** — বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি, meteorology. **আবহ সংবাদ** — আবহাওয়ার খবর। **আবহ সংগীত** — অভিনয় ইত্যাদির কালে নেপথ্য হইতে আনুষঙ্গিক গীতবাদ্য, background music.

আবহমান — বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এমন। চিরপ্রচলিত।

আবহাওয়া — জলবায়ু। [ফা.]

আবাগী — হতভাগিনী, অভাগী। পুং. — **আবাগে**।

আবাদ — চাষ, কৃষি। **আবাদী** — চাষের উপযুক্ত। চাষের জন্য প্রস্তুত।

আবার — ফের, পুনরায়। [ঃ 'আবার' আসিও।] আরও। [ঃ 'আবার' একথাও সে বলিল।] অবিশ্বাস অক্ষমতা সূচক শব্দ। [ঃ সে 'আবার' গাইবে!]

আবালবৃদ্ধ — ছেলেবুড়ো সকলেই। **আবালবৃদ্ধবনিতা** — ছেলেবুড়োমেয়ে সকলে।

আবাল্য — ছেলেবেলা হইতে।

আবাস — বাসস্থান, বাড়ি। **আবাসিক** — যেখানে থাকিবার ব্যবস্থা আছে এমন। [ঃ 'আবাসিক' বিদ্যালয়।] আবাস সংক্রান্ত।

আবাহন — (পদ্যে) আহ্বান, ডাক। **আবাহনী** — আহ্বান জানাইবার জন্য গান। ণ. আহ্বান জানাইবার জন্য গীত বা গেয়।

আবির্ভাব — মহাপুরুষের জন্ম। দেবতার আগমন বা আত্মপ্রকাশ। **আবির্ভূত** — জন্মলাভ করিয়াছেন এমন (মহাপুরুষ)। আগমন বা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এমন (দেবতা)। স্ত্রী. — **আবির্ভূতা**।

আবিল — মলিন, কলুষিত। নোংরা, ঘোলা। বি. — **আবিলতা**।

আবিষ্কর্তা — আবিষ্কারক। **আবিষ্কার** — অজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধানলাভ। কোনো অজানা সত্য বা কৌশল বাহির করণ। **আবিষ্কারক** — যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। **আবিষ্কৃত** — আবিষ্কার করা হইয়াছে এমন। **আবিষ্ক্রিয়া** — ('আবিষ্কার' দেখ।)

আবিষ্ট — অভিভূত। তন্ময়।

আবীর — হোলি উৎসবে ব্যবহার্য এক-রকম লাল গুঁড়া, ফাগ।

আবুই, আবুইমা — ভাই বা ভগিনীর শাশুড়ী। (তুঃ 'তালুই'।)

আবৃত — ঢাকা, আচ্ছাদিত। **আবৃতি** — আবরণ। স্ত্রী. — **আবৃতা**।

আবৃত্ত — আবৃত্তি করা হইয়াছে এমন।

পুনঃ পুনঃ আগত।

আবৃত্তি — ছন্দ ও ভাব ইত্যাদির প্রকাশ সহ সুন্দরভাবে পাঠ। বারে বারে পাঠ করিয়া মুখস্থ করণ। আবর্তন।

আবেগ — অনুভূতির প্রবল প্রকাশ। বেগ।

আবেদক — আবেদনকারী। **আবেদন** — দরখাস্ত, প্রার্থনা। অনুভূতি সঞ্চারের শক্তি। [ঃ শিল্পের 'আবেদন'।]

আবেশ — আচ্ছন্ন ভাব, বিহ্বলতা। [ঃ 'ভাবাবেশ'।]

আবেষ্টন — চারিদিক ঘেরা, ঘেরাও। **আবেষ্টনী** — যাহা চারিদিক ঘিরিয়া থাকে। চারিদিকের অবস্থা। পরিবেশ। **আবেষ্টিত**—ণ. চারিদিকে ঘেরা। [ঃ শত্রুর দ্বারা 'আবেষ্টিত'।]

আবোল-তাবোল — অর্থহীন অসংলগ্ন কথা। প্রলাপ।

আব্বা, আব্বাজান—বাবা। [তুঃ 'আম্মা।]

আভরণ — গহনা, অলংকার, ভূষণ।

আভা — ঈষৎ আলো, দীপ্তি। বর্ণ। [ঃ 'রক্তাভ'।]

আভাং — তেল ইত্যাদির দ্বারা গাত্রমর্দন।

আভাঙা, আভাঙ্গা — ভাঙা নয়, আস্ত।

আভাস — অস্পষ্ট প্রকাশ। ইঙ্গিত।

আভিজাতিক — অভিজাত সম্বন্ধীয়। **আভিজাত্য** — বংশমর্যাদা। শ্রেষ্ঠতা ও সুরুচি সম্পর্কে গর্ববোধ।

আভিধানিক — ণ. অভিধান সংক্রান্ত। অভিধানে প্রদত্ত। বি. অভিধানের রচয়িতা।

আভীর — আহির, গোয়ালার জাতি বিশেষ।

আভূমি — ভূমি পর্যন্ত।

আভ্যন্তরিক, আভ্যন্তরীণ — ভিতরকার, ভিতরস্থ।

আভ্যুদয়িক — মাঙ্গলিক (অনুষ্ঠান)।

আভোগ — গানের ভণিতাযুক্ত পদ।

আম — একরকম ফল, আম্র।

আম — অন্ত্র হইতে নিঃসৃত একরকম থলথলে পদার্থ। **আমরক্ত** — মলের সহিত রক্ত পড়ে এমন একরকম রোগ, রক্তাতিসার। আমাশা রোগ।

আম — সাধারণ। [ঃ 'আম' দরবার।]

আমআদা — আম্রগন্ধী একরকম আদা।

আমচুর — নুনে জরানো শুকনো কাঁচা আম, আমসি।

আমড়া — কষা ও টক স্বাদযুক্ত একরকম ফল, আম্রাতক।

আমড়াগাছি — তোষামোদ। [ঃ 'আমড়া-গাছি' করা।]

আমতা-আমতা — অস্পষ্ট উক্তি। [ঃ 'আমতা-আমতা' করা।]

আমদানি — অন্যত্র হইতে মাল আনয়ন। (তুঃ রপ্তানি)। ণ. — **আমদানী**।

আমন — অগ্রহায়ণ-পৌষে পাকে এমন (ধান)। (তুঃ আউশ।)

আমন্ত্রণ—যোগদানের জন্য ডাকা, নিমন্ত্রণ। **আমন্ত্রিত** — যাহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন, আহূত। স্ত্রী. — **আমন্ত্রিতা**। **আমন্ত্রয়িতা** — যে আমন্ত্রণ করে, আমন্ত্রণকারী।

আমবাত — চুলকানির মতো একরকম রোগ।

আমমোক্তার — সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি। [আ. ফা. আম-মুখ্‌তার।] **আমমোক্তার-নামা** — আমমোক্তারের নিয়োগ-পত্র।

আময় — রোগ। [ঃ 'নিরাময়'।]

আমরণ — মৃত্যু পর্যন্ত।

আমরা — 'আমি' শব্দের বহুবচন, বক্তা নিজে ও তাহার দলের অন্যরা।

আমরুল — একরকম টক শাক।

আমল — রাজত্বকাল। জীবদ্দশা। [ঃ রবীন্দ্রনাথের 'আমলে'।] **মান্ধাতার আমল** — অতীব প্রাচীন কাল।

আমল — প্রশ্রয়, পাত্তা। [ঃ 'আমল' দেয় না।]

আমলক, আমলকী, আমলা — একরকম গোলাকার টক ও কষায় স্বাদযুক্ত ফল।

আমলা — কর্মচারী। **আমলাতন্ত্র** — কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শাসন, bureaucracy. ণ. — **আমলাতান্ত্রিক**।

আমসত্ত্ব — পাকা আমের শুকনো রস।

আমসি — নুন দিয়া জারানো শুকনো কাঁচা আম, আমচুর।

আমা — আধ-পোড়া। [ঃ 'আমা' ইট।]

আমাতিসার — আমাশা রোগ।

আমানত — গচ্ছিত। [ঃ টাকা 'আমানত' রাখা।] [আ.]

আমানি — পান্তা ভাতের জল, কাঁজি।

আমাশয় — পাকস্থলী। আমাশা রোগ।

আমি — বক্তা নিজে। [সং. অহম্।] **আমিত্ব** — নিজের সম্পর্কে গর্ব। **আমিত্ববোধ** — অহংকার, দেমাক।

আমিন — যে জরিপ করে। কর্মচারী বিশেষ। **আমিনি** — আমিনের কাজ বা পদ।

আমির — মুসলমান ধনী বা রাজা।

আমিরি — বড়মানুষি, আমিরের মতো চালচলন। ণ. — **আমিরী**।

আমীন — ('আমিন' দেখ।)

আমীর — ('আমির' দেখ।)

আমীরি, আমীরী — ('আমিরি' ও 'আমিরী' দেখ।)

আমিষ — মাছ-মাংস জাতীয় খাদ্য। **আমিষাশী** — আমিষ খায় এমন।

আমুদে — ফুর্তিবাজ, আমোদপ্রিয়।

আমূল — মূল পর্যন্ত। আগাগোড়া। [ঃ 'আমূল' পরিবর্তন।]

আমেজ — অস্পষ্ট অনুভূতি। আভাস।

আমোদ — ফুর্তি। গন্ধ। ণ. **আমোদিত** — আনন্দিত। সুবাসিত। **আমোদী** — ফুর্তিবাজ, আমুদে।

আম্মা — মা, মাতা। (তুঃ 'আব্বা'।)

আম্র — এক রকম ফল, আম।

আম্রাত, আম্রাতক — আমড়া।

আয় — রোজগার। **আয়কর** — আয়ের উপর নির্ধারিত কর, income tax. **আয়ব্যয়** — রোজগার ও খরচ।

আয়ত — বিস্তৃত। [ঃ 'আয়ত' চক্ষু।]

আয়তন — দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতার পরিমাণ। বিস্তার। গৃহ। প্রতিষ্ঠান। [ঃ 'শিক্ষায়তন'; ঃ 'অচলায়তন'।]

আয়তি — সধবার অবস্থা বা লক্ষণ। বিস্তৃতি।

আয়তী — স্ত্রী. সধবা, এয়ো।

আয়ত্ত — হস্তগত, অধিকৃত। অধিগত। বি. — **আয়ত্তি**।

আয়না — আরশি, দর্পণ।

আয়মা — মুসলমান রাজাদের পুরস্কার হিসাবে দেওয়া নিষ্কর জমি। **আয়মাদার** — আয়মাভোগকারী।

আয়স — লোহ। লৌহনির্মিত, লৌহময়। স্ত্রী. **আয়সী** — লোহার তৈয়ারী বর্ম।

আয়া — শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য রাখা ঝি। [পো.]

আয়ান — (অভিমন্যু) রাধার স্বামী।

আয়াস — শ্রম, ক্লান্তি, ক্লেশ। **আয়াসসাধ্য** — কষ্টসাধ্য, করিতে কষ্ট হয় এমন।

আয়ী — মায়ের মা, দিদিমা।

আয়ু — বাঁচিবার নির্দিষ্ট সময়। **আয়ুঃপ্রদ** — পরমায়ু বৃদ্ধি করে এমন, আয়ুষ্কর।

আয়ুধ — অস্ত্রশস্ত্র।

আয়ুর্বেদ — কবিরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র। ণ. — **আয়ুর্বেদিক, আয়ুর্বেদীয়।**

আয়ুষ্কর — দীর্ঘজীবী করে এমন।

আয়ুষ্মতী — স্ত্রী. দীর্ঘজীবিনী। পুং. **আয়ুষ্মান্** — দীর্ঘজীবী।

আয়োগ — তদন্তাদির জন্য নিযুক্ত সমিতি, commission.

আয়োজক — আয়োজনকারী, উদ্‌যোক্তা। **আয়োজন** — উদ্‌যোগ, যোগাড়। ণ. — **আয়োজিত।**

আর — এবং। [ঃ তুমি 'আর' আমি।] অন্য, ইহা ছাড়া। [ঃ 'আর' কেউ।] আবার। [ঃ 'আর' আসিও না।] ইহার বেশি। [ঃ 'আর' একটু; ঃ 'আর' না।] অথবা [ঃ যাও 'আর' নাই যাও।] এখন। [ঃ 'আর' সেদিন নাই।] কখনও। [ঃ টাকা কি 'আর' অমনি আসে?] বিগত। ['আর' বৎসর।] **আর আর** — অন্যান্য। **আরও** — ইহা ছাড়া, অধিকন্তু। **আরবার** — (পদ্যে) আবার।

আরক — নির্যাস, সার। [আ. অরক্।] [ঃ গোলাপের 'আরক'।]

আরক্ত, আরক্তিম — ঈষৎ লাল, রাঙা। বি. **আরক্তিমা** — ঈষৎ লাল রং।

আরক্ষা — পুলিস (বিভাগ)। **আরক্ষিক, আরক্ষী** — পুলিসের লোক, কনস্টেবল।

আরজি — আবেদন, দরখাস্ত। [আ. অর্জ্।]

আরণ্য — অরণ্যজাত বা অরণ্য সম্বন্ধীয়। **আরণ্যক** — বন্য। বি. বেদের অংশ বিশেষ।

আরতি — দীপাদির দ্বারা পূজার অনুষ্ঠান। [সং. আরাত্রিক।]

আরদালী — পেয়াদা, চাপরাসী। [ইং. orderly.]

আরব — এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত একটি দেশ। আরব দেশের লোক। **আরবিক** — আরবী। আরব সংক্রান্ত। **আরবী** — আরব দেশের। [ঃ 'আরবী' ঘোড়া।] বি. আরব দেশের ভাষা। **আরবীয়, আরব্য** — আরব সংক্রান্ত।

আরব্ধ — আরম্ভ করা হইয়াছে এমন।

আরমানী — আরমানিয়ার অধিবাসী। আরমানিয়া সংক্রান্ত। [ইং Armenian.]

আরম্ভ — শুরু। **আরম্ভিক** — গোড়ার। আরম্ভ সংক্রান্ত।

আরশ — সিংহাসন, রাজাসন। [আ. আর্স্।] [ঃ খোদার 'আরশ' ভেদি।]

আরশি — আয়না। [সং. আদর্শিকা।]

আরশলা, আরশোলা, আরসলা, আরসোলা — একরকম পতঙ্গ, তেলাপোকা।

আরাত্রিক — আরতি।

আরাধক — পূজক, উপাসনাকারী। **আরাধনা** — পূজা, উপাসনা। **আরাধনীয়** — উপাস্য। **আরাধিত** — পূজিত। **আরাধ্য** — পূজার যোগ্য, উপাস্য। স্ত্রী. — **আরাধ্যা।**

আরাব — শব্দ, ধ্বনি। গর্জন।

আরাম — আনন্দ, আয়েশ। [ঃ 'আরাম' করা।] বাগান। ['সংঘারাম'।] [সং.] **আরাম কেদারা** — আরামে বসিবার চেয়ার। [ইং. arm chair.]

আরাম — রোগমুক্ত, নীরোগ। [ফা.।]

আরামপ্রদ — আনন্দদায়ক।

আরারুট — একজাতীয় মূল হইতে প্রস্তুত পালো। [ইং. arrowroot.]

আরূঢ় — চড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **আরূঢ়া।**

আরে — বিস্ময়, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি সূচক শব্দ।

আরো — আরও, অধিকতর।

— রোগ হইবার পর নীরোগ অবস্থা, রোগমুক্তি [ঃ 'আরোগ্য' লাভ করা।] ণ. নীরোগ। **আরোগ্যনিকেতন, আরোগ্যশালা** — হাসপাতাল।

আরোপ — স্থাপন, চাপাইয়া দেওয়া। [ঃ 'দোষারোপ'।] ণ. **আরোপিত** — আরোপ করা হইয়াছে এমন।

আরোহ — আরোহণ। উচ্চতা, দৈর্ঘ্য। নিতম্ব। [ঃ 'বরারোহা'।] (দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রে) কার্য হইতে কারণ অনুমান, induction.

আরোহণ — চড়া, ওঠা, ঊর্ধ্বে গমন। **আরোহিণী** — সিঁড়ি, সোপান। **আরোহী** — যে চড়ে বা উঠে, আরোহণ-কারী। (দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রে) যাহাতে কার্য দেখিয়া কারণ নির্ণয় করা হয় এমন, inductive. ণ. স্ত্রী. **আরোহিণী** — আরোহণকারিণী।

আর্কফলা — রেফ চিহ্ন। (ব্যঙ্গার্থে) টিকি।

আর্ট — শিল্প, (সাহিত্য চিত্র ভাস্কর্য সঙ্গীত ইত্যাদি) চারু কলা। **আর্টিস্ট** — শিল্পী, চিত্রকর। অভিনেতা।

আর্ত — কাতর। বিপন্ন। বি. — **আর্ততা**। **আর্তনাদ** — কাতর চীৎকার।

আর্তি — পীড়া, যন্ত্রণা।

আর্তব — বি. স্ত্রীরজ। ণ. ঋতু সম্বন্ধীয়।

আর্থনীতিক — অর্থনীতি সংক্রান্ত।

আর্থিক — টাকাপয়সা সংক্রান্ত।

আর্দ্র — ভিজা, সিক্ত। বি. — **আর্দ্রতা**।

আর্দ্রক — আদা।

আর্দ্রা — নক্ষত্রের নাম।

আর্য — প্রাচীন জাতি বিশেষ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। **আর্যপুত্র** — স্বামী। **আর্যা** — আর্য জাতীয়া স্ত্রী। পূজনীয়া বা মাননীয়া স্ত্রীলোক। পদ্যে রচিত বাংলা সূত্র। [ঃ শুভঙ্করের 'আর্যা'।]

আর্যাবর্ত — (আর্যদের বাসস্থান) উত্তর ভারত।

আর্ষ — ঋষি সম্বন্ধীয়। ঋষিকৃত।

আল — জমিতে জল আটকাইবার জন্য সরু নীচু বাঁধ, আলি। হুল। কোনও বস্তুর সূক্ষ্ম প্রান্ত।

আলংকারিক, আলঙ্কারিক — অলঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত। অলংকার সংক্রান্ত।

আলকাতরা — পাথুরে কয়লা ইত্যাদি চুয়াইয়া তৈরী একরকম কালো তরল পদার্থ। [পো. alcatrao.]

আলকুশি — একরকম লতাগাছ ও তাহার ফল।

আলখাল্লা — লম্বা ঝুলওয়ালা ঢিলা জামা। [আ. আল্‌খালিক।]

আলগা — বাঁধনহীন। অসংলগ্ন। শিথিল। অনাবৃত। অসংযত। [ঃ মুখ বড় 'আলগা'।]

আলগোছ — হালকা ভাব। স্পর্শদোষ বাঁচাইতে চেষ্টা। [ঃ 'আলগোছে' ধরা।]

আলজিব, আলজিভ — গলনালীর মুখে ঝুলন্ত ছোট মাংসখণ্ড।

আলটপকা — হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে। আলগোছে।

আলতা — মেয়েদের পায়ে মাখিবার লাল রং। [ঃ 'আলতা' পরা।] [সং. অলক্তক।]

আলতারাফ — আলমারি ইত্যাদির কপাট বন্ধ করিবার একরকম খিল। [আ. আলতর্ফ্‌।]

আলতো—আলগা ও ঢিলে। [ঃ 'আলতো' ক'রে বাঁধা খোঁপা।]

আলনা — জামাকাপড় রাখিবার দাঁড় বা

দাড়ি।

আলপনা — মেঝে পিঁড়ি দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত মাঙ্গলিক চিত্র।

আলপাকা — একরকম চিক্কণ পশমী কাপড়। [ইং. alpaca.]

আলপিন — কাগজ গাঁথিবার উপযোগী ছোট পেরেক। [পো. alfinete.]

আলবত — নিশ্চয়, অবশ্য। [আ. অল্‌বত্তহ্‌।]

আলবলা — ('আলবোলা' দেখ।)

আলবাল — গাছের গোড়ায় জল দিবার জন্য মাটির বাঁধ।

আলবোলা — লম্বা নলযুক্ত হুঁকা, ফরসি, গড়গড়া। [ফা. আল্‌বলা।]

আলমারি — বই জামাকাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য কপাট ও তাকযুক্ত এক-রকম বাক্স। [ই. almirah.]

আলম্ব — আশ্রয়, অবলম্বন। [ঃ 'নিরালম্ব'।]

আলম্বন — লম্বিত ভাব, ঝোলা অবস্থা। (অলংকারশাস্ত্রে) যাহা অবলম্বন করিয়া রসের বা স্থায়িভাবের সঞ্চার হয়। ণ. **আলম্বিত** — অবলম্বিত। ঝোলা বা লম্বমান অবস্থায় স্থাপিত।

আলয় — বাড়ী, গৃহ।

আলস — (কবিতায়) আলস্য। **আলসে** — কুড়ে, অলস।

আলসে — ('আলিসা' দেখ।)

আলস্য — কুড়েমি, অলসতা। জড়তা। **আলস্যত্যাগ** — জড়তা দূর করিবার জন্য হাই তোলা ও শরীর টান করা, আড়মোড়া ভাঙা।

আলা — (পদ্যে) আলোকিত। বি. আলোক।

আলাত — ('অলাত' দেখ।)

আলাদা — পৃথক। [আ. আলহিদহ্‌।]

অন্য, অপর।

আলাপ — কথাবার্তা। পরিচয়। সুরের বিন্যাস। **আলাপন** — আলাপ, কথোপকথন। **আলাপনীয়, আলাপ্য** — আলাপের যোগ্য। **আলাপী** — কথোপথন বা পরিচয় করিতে ভালোবাসে এমন। পরিচিত।

আলাল — ধনী। [ঃ 'আলালের' ঘরের দুলাল।] [হি.]

আলি — ('আলী' দেখ।)

আলি — আল, আইল, খেতের জল আটকাইবার বা সীমানির্দেশের জন্য নিচু বাঁধ।

আলিঙ্গন — সাদরে বুকে জড়াইয়া ধরা। কোলাকুলি। ণ. — **আলিঙ্গিত**।

আলিপন, আলিম্পন — আলপনা।

আলিম — পণ্ডিত, বিদ্বান্‌। [আ. ইল্‌ম্‌।]

আলিসা — ছাদের প্রাচীর। কার্নিস।

-আলী — 'সমূহ' অর্থে শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'গীতালী'।]

আলী — ণ. উদার। উন্নত। অবাধ। বি. মহম্মদের জামাতা। [আ.।]

আলীঢ় — বাম জানু মুড়িয়া বসিয়াছে এমন। চাটা হইয়াছে এমন।

আলু — মূলজাতীয় খাদ্য।

আলুথালু — এলোমেলো (বেশ, কেশ)। অসংবৃত।

আলুনী — নুন নাই এমন (খাদ্য)।

আলুবোখারা — একরকম টকস্বাদ কাবুলী ফল।

আলুলায়িত — এলো, এলানো, মুক্ত (কেশ)।

আলেখ্য — ছবি। অঙ্কিত প্রতিকৃতি।

আলেয়া — জলাভূমিতে দেখা যায় এমন আলো বা আগুন।

আলো — আলোক, দীপ্তি। কিরণ। দীপ। **আলো-আঁধারি** — আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণ, গোধূলি বা উষার অস্পষ্ট আলো।
আলোক — ('আলো' দেখ।) **আলোক-চিত্র** — ফোটোগ্রাফ। **আলোকচিত্রণ** — ফোটোগ্রাফি। **আলোকিত** — ণ. আলোময়, আলোকে উদ্ভাসিত। স্ত্রী. — **আলোকিতা**। **আলোছায়া** — আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণ, আলো ও ছায়া।
আলোচন, আলোচনা — বিচারমূলক আলাপ। বিচার ও বিশ্লেষণ। ণ. **আলোচনীয়** — ('আলোচ্য' দেখ।) **আলোচিত** — আলোচনা করা হইয়াছে এমন। **আলোচ্য** — আলোচনার জন্য উত্থাপিত। আলোচনার যোগ্য।
আলোচাল — ('আতপতণ্ডুল' দেখ।)
আলোড়ন — সজোরে দোলানো। আন্দোলন। বিক্ষোভ। বিণ. — **আলোড়িত**।
আলোয়ান — একরকম পশমী চাদর। [আ.]
আলোল — ঈষৎ শিথিল। ঈষৎ চঞ্চল।
আলোহিত — ঈষৎ লাল।
আল্লা, আল্লাহ্ — খোদা, ঈশ্বর। [আ.]
আশ — ভোজন। [ঃ 'প্রাতরাশ'।]
আশ — (কবিতায়) আশা, সাধ।
আঁশ, আঁইশ — রোঁয়া, সূক্ষ্ম ছিবড়া। মাছের গায়ের খোসা।
আশংসা — প্রত্যাশা, সম্ভাবনা। ণ. — **আশংসিত**।
আশকারা — প্রশ্রয়। [ফা.]
আশঙ্কা — বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে চেতনা। ভয়। ণ. **আশঙ্কিত** — আশঙ্কাগ্রস্ত। স্ত্রী. — **আশঙ্কিতা**।
আশনাই — ভালোবাসা, প্রেম। [ফা. আশ্‌না।]
আশপাশ — পার্শ্ববর্তী চারিদিক।
আশয় — আধার। [ঃ 'জলাশয়'।] হৃদয়। [ঃ 'মহাশয়'।] ইচ্ছা।
আশরফি — স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। [ফা.]
আশা — বাঞ্ছিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা সম্পর্কে চেতনা। বাঞ্ছিত বিষয়ের জন্য প্রতীক্ষা। সাধ। **আশাতিরিক্ত, আশাতীত** — যতখানি আশা করা গিয়াছিল তাহার অপেক্ষা বেশি।
আশাসোঁটা — শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে প্রদর্শনের জন্য রৌপ্যনির্মিত দণ্ড। রাজদণ্ড।
আশাবরী — একরকম রাগিণী।
আশি — ৮০ সংখ্যা, অশীতি।
আশিস — আশীর্বাদ।
আশী — সাপের দাঁত। **আশীবিষ** — বিষাক্ত সাপ। ('আশি' দেখ।)
আশীর্বচন, আশীর্বাদ — গুরুজন কর্তৃক উচ্চারিত শুভেচ্ছা। **আশীর্বাদক** — যিনি আশীর্বাদ করেন। স্ত্রী. — **আশীর্বাদিকা**। **আশীর্বাদী** — আশীর্বাদসূচক। বি. আশীর্বাদসহ উপহার। বিবাহের পূর্বে পাত্র বা পাত্রীকে আশীর্বাদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
আশু — শীঘ্র, অবিলম্বে। **আশুকারী** — দ্রুত কাজ করে এমন, ক্ষিপ্রকারী। **আশুগ, আশুগতি** — ('আশুগামী' দেখ।) **আশুগামী** — শীঘ্র যায় এমন, দ্রুতগামী। স্ত্রী. — **আশুগামিনী**। বি. — **আশুগামিতা**। **আশুতোষ** — যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন, শিব। **আশুধান্য** — আউস ধান।
আশৈশব — শিশুকাল হইতে।
আশ্চর্য — বিস্ময়কর। বিস্মিত। বি. বিস্ময়। [ঃ 'আশ্চর্যান্বিত'।]

আশ্চর্যান্বিত — বিস্মিত।
আশ্রম — সাধুসন্ন্যাসীদের বাসস্থান, মঠ। আশ্রয়। [ঃ 'অনাথাশ্রম'।] প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের জীবনযাত্রার চারি অবস্থার একটি। [ঃ ব্রহ্মচর্য 'আশ্রম'।] **আশ্রমবাসী** — আশ্রমে থাকে এমন। স্ত্রী. — **আশ্রমবাসিনী**। **আশ্রমিক** — আশ্রমগত। আশ্রম সম্বন্ধীয়। **আশ্রমী** — আশ্রমবাসী।
আশ্রয় — সহায়, বিপন্নকে প্রদত্ত সাহায্য। সাহায্য। বাসস্থান। অবলম্বন। ণ. **আশ্রয়ী** — অবলম্বনকারী। আশ্রয়-গ্রহণকারী। **আশ্রিত** — শরণাগত, আশ্রয়প্রাপ্ত। স্ত্রী. — **আশ্রিতা**। **আশ্রিতবৎসল** — আশ্রিতের প্রতি স্নেহ-শীল। স্ত্রী. — **আশ্রিতবৎসলা**।
আশ্লিষ্ট — মিলিত। জড়িত। আলিঙ্গন-বদ্ধ। স্ত্রী. — **আশ্লিষ্টা**। বি. **আশ্লেষ** — মিলন। আলিঙ্গন।
আশ্বস্ত — আশ্বাস বা ভরসা পাইয়াছে এমন। নিরুদ্‌বেগ। স্ত্রী. — **আশ্বস্তা**।
আশ্বাস — ভরসা। ভয় দূর করিবার জন্য উৎসাহ। ণ. **আশ্বাসিত** — আশ্বাস-প্রাপ্ত।
আশ্বিন — বাংলা বছরের ষষ্ঠ মাস। ণ. — **আশ্বিনে**।
আঁষ — আমিষ, মাছ-মাংস ইত্যাদি সংক্রান্ত। **আঁষটে** — মাছের গন্ধের মতো (গন্ধ)।
আষাঢ় — বাংলা সনের তৃতীয় মাস। ণ. **আষাঢ়ে** — আষাঢ় মাসে জন্মে এমন। আজগুবি। [ঃ 'আষাঢ়ে' গল্প।]
আষ্টে-পৃষ্ঠে — সর্বাঙ্গে।
আসক — (প্রাচীন কবিতায়) অনুরাগ, প্রীতি। আসক্তি।
আসকে — একরকম পিঠা।
আসক্ত — অতিশয় অনুরাগী। ভোগ-লিপ্সু। স্ত্রী. — **আসক্তা**। বি. — **আসক্তি**।
আসঙ্গ — মিলন, সহবাস। অনুরাগ।
আসছে — আগামী। ['আসছে' বছর।]
আসন — বসিবার জায়গা। বসিবার ছোট গালিচা ইত্যাদি। যৌগিক ব্যায়ামের বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গী। বাসস্থান। [ঃ 'ভদ্রাসন'।] **আসন গ্রহণ** — বসা, উপবেশন। **আসনপিঁড়ি** — পায়ের উপর পা মুড়িয়া বসিয়াছে এমন। [ঃ 'আসনপিঁড়ি' হইয়া বসিয়াছে।]
আসন্ন — যাহা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে, আগতপ্রায়। [ঃ বিপদ 'আসন্ন'।] **আসন্নকাল** — মৃত্যুসময়। **আসন্ন-প্রসবা** — স্ত্রী. প্রসবের সময় আসন্ন হইয়াছে এমন। **আসন্ন সময়** — ('আসন্নকাল' দেখ।)
আসব — চুয়ানো মদ। তাড়ি।
আসবাব — খাট আলমারি ইত্যাদি গৃহ-সজ্জা। জিনিসপত্র। [আ.]
আসমান — আকাশ। [ফা.] **আসমানী** — আকাশ সম্বন্ধীয়। ফিকে নীল রঙের। [ঃ 'আসমানী' শাড়ি পরনে।]
আসমুদ্র — সমুদ্র পর্যন্ত। সমুদ্র হইতে। [ঃ 'আসমুদ্র' হিমাচল।]
আসর — সভা, মজলিস। যাত্রা গান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জায়গা। **আসর গরম করা** — সভা-সমিতিতে উদ্দীপনার সৃষ্টি করা। **আসর জমানো** — সভা-সমিতি ও মজলিসে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করা। **আসর জাঁকানো** — কথা-বার্তা ইত্যাদির দ্বারা মজলিস ও সভা-সমিতিতে নিজের প্রাধান্য সৃষ্টি করা। **আসরে নামা** — কোনো কাজে প্রকাশ্যে যোগ দেওয়া।

আসল — নকল নয়, খাঁটী। প্রকৃত, সত্য। বি. মূলধন। [ঃ সুদে 'আসলে'।] [আ. অশ্‌ল্‌।]

আসশেওড়া — একরকম বুনো গাছ।

আসা — ক্রি. আগমন করা, উপস্থিত হওয়া। উপযোগী হওয়া। [ঃ কাজে 'আসা'।] শক্তিতে কুলানো। [ঃ বক্তৃতা 'আসে' না।] ক্রমশঃ ঘটা। [ঃ নিবিয়ে 'আসা', ঃ ফুরিয়ে 'আসা'।] বি. আগমন। **আসা-যাওয়া** — গমনাগমন, আনাগোনা। **কানে আসা** — লোক-পরম্পরা শোনা। হঠাৎ শোনা। **পেটে আসা** — গর্ভে জন্ম লওয়া। **বলিয়া আসা, ব'লে আসা** — গিয়া অনুমতি লওয়া, গিয়া নিমন্ত্রণ করা। গিয়া সংবাদ দেওয়া। **মনে আসা** — মনে পড়া, স্মরণ হওয়া। **মাথায় আসা** — বুদ্ধি জাগা। বুঝা। **মুখে আসা** — মুখে উচ্চারণের জন্য উপস্থিত হওয়া। [ঃ যা 'মুখে আসবে' বলবে!]

আসান — শেষ, অবসান। [ঃ 'মুশকিল' আসান।] [ফা.]

আসাবাড়ি — আশাসোঁটা, রাজদণ্ড।

আসাম — ভারতের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রদেশ। **আসামী** — আসাম সম্বন্ধীয়। আসামের অধিবাসী। বি. আসামের ভাষা।

আসামী — বি. অভিযুক্ত ব্যক্তি। লোক। [আ. অস্‌মা।]

আসার — বারিপাত। অবিরাম বর্ষণ। [ঃ 'নয়নাসার'।]

আসিক্ত — ঈষৎ ভিজা।

আসিদ্ধ — সিদ্ধ নহে এমন। ঈষৎ সিদ্ধ।

আসীন — বসিয়া আছে এমন, উপবিষ্ট। স্ত্রী. — **আসীনা**।

আসুর, আসুরিক — অসুর সম্বন্ধীয়। অসুরের মতো। স্ত্রী. — **আসুরী, আসুরিকী**।

আসোয়ার — সওয়ার। [ফা. সবা.র।]

আস্কারা — ('আশকারা' দেখ।)

আস্ত — টুকরা নয় এমন, গোটা, সমগ্র। খাঁটী। [ঃ 'আস্ত' চোর।]

আস্তব্যস্ত — অতিশয় ব্যস্ত।

আস্তর — ('অস্তর' দেখ।)

আস্তরণ — বসিবার জন্য বিস্তীর্ণ চাদর, ফরাশ। ঢাকা দেওয়ার কাপড়।

আঁস্তাকুড় — জঞ্জাল ফেলিবার জায়গা।

আস্তানা — আড্ডা। থাকিবার জায়গা। [ফা. আস্‌তানহ্‌।] **আস্তানা গাড়া** — স্থায়িভাবে আড্ডা বা আশ্রম করা। **আস্তানা গুটানো** বা **তোলা** — আড্ডা তোলা।

আস্তাবল — ঘোড়া ইত্যাদি পশু থাকার জায়গা। [আ. ইস্‌ত্‌বল্‌।]

আস্তিক — ভগবান আছেন একথা যে বিশ্বাস করে এমন। বি. **আস্তিকতা, আস্তিক্য** — ভগবান আছেন এই বিশ্বাস।

আস্তিন — জামার হাতা। [ফা.]

আস্তীর্ণ — বিছানো হইয়াছে এমন, মেলা।

আস্তে — ধীরে। নীচু গলায়। [ফা. অহিস্তহ্‌]।

আস্থা — বিশ্বাস, ভরসা। **আস্থাবান্‌** — যাহার আস্থা আছে এমন, বিশ্বাসী।

আস্থায়ী — গানের প্রথম পদ।

-আস্পদ — যোগ্য পাত্র অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'স্নেহাস্পদ'; ঃ 'প্রেমাস্পদ'।]

আস্পন্দা, আস্পর্ধা — (কথ্য) স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য।

আস্ফালন — দম্ভপ্রকাশ। নিজের শক্তির কথা বাড়াইয়া বলা। বেগে সঞ্চালন।

আস্য — মুখ, মুখমণ্ডল।

আস্বাদ — রসনার অনুভূতি, স্বাদ। **আস্বাদ করা, আস্বাদগ্রহণ করা** — চাখা। **আস্বাদক**—যে চাখে, আস্বাদগ্রহণকারী। **আস্বাদন** — চাখা, আস্বাদগ্রহণ। **আস্বাদনীয়** — আস্বাদনের উপযুক্ত। **আস্বাদিত** — চাখা হইয়াছে এমন। **আস্বাদ্য** — আস্বাদনীয়।

আহত — আঘাতপ্রাপ্ত, জখম। মনে ব্যথাপ্রাপ্ত, দুঃখপ্রাপ্ত। স্ত্রী.—**আহতা।**

আহব — যুদ্ধ, সমর, রণ।

আহবনীয় — হোমের যোগ্য।

আহরণ — বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ। **আহরণী** — সংগ্রহের সমাবেশ। ণ. **আহরণীয়** — আহরণের যোগ্য।

আহরিৎ — ঈষৎ সবুজ।

আহা — বেদনা সমবেদনা আনন্দ প্রভৃতি সূচক শব্দ। **আহা মরি** — প্রশংসা আনন্দ পরিহাস প্রভৃতি সূচক বাক্যাংশ। অতিশয় প্রশংসনীয়। [ঃ 'আহা মরি'-ও নয়, ছি ছি-ও নয়।]

আহাম্মক — বোকা, মূর্খ। [আ. আহ্মক।]

আহার — খাওয়া, ভোজন। **আহারান্ত** — ভোজনশেষ, খাওয়ার পর। [ঃ 'আহা-রান্তে' জল পান।] **আহারী** — যে খায়। [ঃ 'অল্পাহারী'।] **আহার্য** — খাওয়ার যোগ্য। খাদ্য।

আহিতাগ্নি — অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক।

আহির, আহীর — এক শ্রেণীর গোয়ালা।

আহুত — হোমের আগুনে নিক্ষিপ্ত, আহুতি দেওয়া হইয়াছে এমন। বি. **আহুতি** — হোম, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাদি দ্রব্য নিক্ষেপ।

আহূত — ডাকা হইয়াছে এমন, নিমন্ত্রিত। স্ত্রী. — **আহূতা।** বি. **আহূতি** — ডাক, আহ্বান।

আহৃত — বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত।

আহেরিয়া — মৃগয়া-উৎসব।

আহেল, আহেলী — খাঁটি দেশী, দেশজ। [আ. আহল।]

আহ্নিক — ণ. দৈনিক। [ঃ 'আহ্নিক' গতি।] বি. দৈনন্দিন তপজপ প্রভৃতি ধর্মকর্ম। **আহ্নিক গতি** — এক দিনে পৃথিবীর নিজের চারিদিকে আবর্তন।

আহ্লাদ — আনন্দ, হর্ষ। **আহ্লাদিত** — আনন্দিত। **আহ্লাদী** — আদুরে মেয়ে। **আহ্লাদে, আহ্লেদে** — আদুরে।

আহ্বান — ডাক। **আহ্বায়ক** — যে ডাকে, আহ্বানকারী। স্ত্রী. — **আহ্বায়িকা।**

আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে — (প্রাচীন প্রয়োগ) আমি।

ই

-ই — 'কেবলমাত্র' 'নিশ্চয়' প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য বা শব্দের উপর জোর দেওয়ার জন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'তুমিই' বলিবে; ঃ 'যাইবই'; ঃ 'সঙ্গেই' যাইবে।]

ইউনানী — গ্রীক, যাবনিক। [আ.] **ইউনানী চিকিৎসা** — হেকিমী চিকিৎসা।

ইউরেশিয়া — ইউরোপ ও এশিয়ার মিলিত বা সংযোগস্থলবর্তী অঞ্চল। **ইউরেশিয়ান, ইউরেশীয়** — ইউরেশিয়া সম্বন্ধীয়। ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসীদের মিলনের ফলে জাত। ফিরিঙ্গী।

ইউরোপ — এশিয়ার পশ্চিমস্থ মহাদেশ। **ইউরোপিয়ান, ইউরোপীয়** — ইউরোপ সম্বন্ধীয়। ইউরোপের অধিবাসী।

ইওরেশিয়া, ইওরেশীয়, ইওরোপ, ইওরোপিয়ান, ইওরোপীয় — ('ইউরেশিয়া',

'ইউরেশীয়', 'ইউরোপ', 'ইউরোপিয়ান' ও 'ইউরোপীয়' দেখ।)

ইংরাজ, ইংরাজী — ('ইংরেজ' 'ইংরেজী' দেখ।)

ইংরেজ — ইংলণ্ডের অধিবাসী। [পো. Engrez.] **ইংরেজী** — ইংরেজ সম্বন্ধীয়। বি. ইংরেজের ভাষা।

ইঃ — ঘৃণা খেদ প্রভৃতি সূচক শব্দ।

ইকারান্ত — 'ি' শেষে আছে এমন।

ইক্ষু — আখ।

ইক্ষ্বাকু — পুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা।

ইঙ্গ-বঙ্গ — ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মিশ্রণে জাত। ইংরেজী ও বাংলার মিশ্রণে জাত। সাজসজ্জা রুচি ইত্যাদিতে ইংরেজের অনুকরণকারী বাঙ্গালী, Anglo-Bengali. **ইঙ্গভারতীয়** — ইংরেজ ও ভারতীয়ের মেলামেশা বা মিশ্রণের ফলে জাত, Anglo-Indian. ['ইঙ্গভারতীয়' সমাজ।]

ইঙ্গিত — ইশারা, সংকেত।

ইঙ্গুদী — একরকম গাছ ও তাহার ফল।

ইঁচড় — কাঁচা কাঠাল। **ইঁচড়ে পাকা** — (নিন্দার্থে) অকালপক্ক, অল্প বয়সেই বয়স্কের মতো ব্যবহার করে এমন।

ইচ্ছা — মন যাহা চায়, অভিলাষ, বাসনা। **ইচ্ছাবসন্ত** — বসন্ত রোগ,, small pox. **ইচ্ছামতী** — নদীর নাম। ইচ্ছা আছে এমন (স্ত্রী.)। **ইচ্ছাময়** — যাঁহার ইচ্ছায় সব হয়, ভগবান। স্ত্রী. **ইচ্ছাময়ী** — যাঁহার ইচ্ছায় সব হয়, ঈশ্বরী। **ইচ্ছামৃত্যু** — ণ. যাহার নিজ ইচ্ছা অনুসারে মরিবার শক্তি আছে এমন। বি. স্বেচ্ছায় মরণ।

ইচ্ছাপত্র — ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রচিত দলিল, উইল।

ইচ্ছিত — ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত।

-ইচ্ছু — 'ইচ্ছুক' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'মরণেচ্ছু'।]

ইচ্ছুক — যে ইচ্ছা করে, অভিলাষী।

ইচ্ছে — ('ইচ্ছা' দেখ)।

ইজার — পাজামা, পেণ্টলুন। [আ.]

ইজারা — নির্দিষ্ট খাজনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির বন্দোবস্ত, ঠিকা। **ইজারাদার** — যে ইজারা লয়।

ইজের — ('ইজার' দেখ।)

ইজ্জত — সম্মান, সম্ভ্রম। স্ত্রীলোকের পবিত্রতা। [আ.]

ইঞ্চি — এক ফুট দৈর্ঘ্যের বারো ভাগের এক ভাগ। [ইং. inch.]

ইঞ্জিন — যন্ত্র, কল। [ইং.] **ইঞ্জিনিয়ার** — যন্ত্রবিদ্। স্থপতি। **ইঞ্জিনিয়ারিং** — যন্ত্র ও স্থাপত্য সংক্রান্ত বিদ্যা।

ইট, ইঁট — গৃহাদি নির্মাণের জন্য মাটির তৈয়ারী জিনিস, ইষ্টক। **ইটখোলা** — ইট তৈয়ারির জায়গা।

ইড়া — শাস্ত্রোক্ত নাড়ী বিশেষ। ইলা।

ইতর — অভদ্র, নীচ। অপর। [ঃ 'মনুষ্যেতর' প্রাণী — মনুষ্য ভিন্ন অপর প্রাণী।] **ইতরবিশেষ** — পার্থক্য।

ইতঃপূর্বে — ইহার আগে, ইতিপূর্বে।

ইতস্তত, ইতস্ততঃ — বি. দ্বিধা, সংকোচ, কুণ্ঠাবোধ। অ. এখানে-সেখানে, বিভিন্ন স্থানে। ['ইতস্তত' বিক্ষিপ্ত।]

ইতি — ইহা, এই। শেষ।

ইতিকথা — অর্থহীন বাক্য। উপকথা। ইতিহাস।

ইতিকর্তব্য — ইহাই কর্তব্য, যাহা কর্তব্য তাহা।

ইতিপূর্বে — ইহার আগে, ইতঃপূর্বে।

ইতিবৃত্ত — অতীত ঘটনার বিবরণী,

ইতিহাস। **ইতিবৃত্তকার** — ইতিহাস-লেখক, ইতিহাসকার।

ইতিমধ্যে — এই সময়ের মধ্যে, এই অবসরে, ইতোমধ্যে।

ইতিহাস — অতীত ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ, পুরাবৃত্ত, history. **ইতিহাসকার** — ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তকের রচয়িতা। **ইতিহাসসংগত** — ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ।

ইতু — সূর্য। **ইতুপুজো** — অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত সূর্যপুজো।

ইতোমধ্যে, ইত্যবসরে — ইতিমধ্যে, এই অবসরে, এই সময়ের মধ্যে।

ইত্যাকার — এইরকম, এই প্রকার।

ইত্যাদি — ইহা এবং এই ধরনের আরও, প্রভৃতি।

ইথর, ইথার — বৈজ্ঞানিক মতে আকাশ-ব্যাপী এক অদৃশ্য পদার্থ, ether.

ইথে — (প্রাচীন পদ্যে) ইহাতে।

ইদানীং — আজকাল, সম্প্রতি। **ইদানীন্তন** — আজকালকার, এখনকার।

ইঁদারা — ('ইন্দারা' দেখ।)

ইঁদুর — ক্ষুদ্র একরকম প্রাণী, মূষিক।

ইনকাম — আয়, income. **ইনকাম ট্যাক্স** —আয়কর।

ইনটারমিডিয়েট — মাধ্যমিক শিক্ষা ও উপাধি লাভের উপযোগী শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষা, আই. এ. ও আই. এস্-সি,. Intermediate.

ইনসলভেন্ট — দেউলিয়া, insolvent.

ইনসাফ — সুবিচার, ন্যায়। [আ.]

ইনানো-বিনানো — অনুরোধ বিনয় বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া নানাভাবে বলা।

ইনাম — বকশিশ, পুরস্কার। [আ.]

ইনি — (সম্মানে) এই ব্যক্তি।

ইন্তেজার — প্রতীক্ষা। [আ. ইন্তিজার।]

ইন্দারা — কূপ। বড়ো বাঁধানো কুয়া।

ইন্দিবর — নীলপদ্ম।

ইন্দিরা — লক্ষ্মী, ধন ও সৌভাগ্যের দেবী।

ইন্দীবর — ('ইন্দিবর' দেখ।)

ইন্দু — চাঁদ, চন্দ্র। **ইন্দুনিভানন** — বি. চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। ণ. চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার। স্ত্রী. —**ইন্দুনিভাননা, ইন্দুনিভাননী**। **ইন্দু-ভূষণ** — চাঁদ অলংকার যাঁহার, শিব। **ইন্দুমতী** — পূর্ণিমা। পুরাণে বর্ণিত অজ রাজার পত্নী। **ইন্দুমুখী** — স্ত্রী. চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার। **ইন্দুমৌলি** — যাঁহার মৌলিতে (জটায়, মাথায়) চাঁদ আছে, শিব। **ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা** — বক্ররেখার মতো দেখিতে লাগে এমন চাঁদ।

ইন্দুর — ('ইঁদুর' দেখ)।

ইন্দ্র — স্বর্গের রাজা, দেবরাজ। **ইন্দ্রচাপ** — ('ইন্দ্রধনু' দেখ।) **ইন্দ্রজাল** — ভেলকি, ভোজবাজি, ম্যাজিক। **ইন্দ্র-জালিক** — ('ঐন্দ্রজালিক' দেখ।) **ইন্দ্রজিৎ** — ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে, রামায়ণে বর্ণিত রাবণের পুত্র মেঘনাদ। **ইন্দ্রত্ব** — ইন্দ্রের পদ, স্বর্গের রাজত্ব। **ইন্দ্রনীল** — নীলকান্তমণি, মরকত। **ইন্দ্রপুরী** — ইন্দ্রের গৃহ। **ইন্দ্রপ্রস্থ** — মহাভারতে বর্ণিত পান্ডবদের রাজধানী। **ইন্দ্রলোক** — স্বর্গ, অমরাবতী।

ইন্দ্রাণী — ইন্দ্রের স্ত্রী, শচী।

ইন্দ্রায়ুধ — বজ্র। রামধনু।

ইন্দ্রিয় — যে সকল অঙ্গ বা শক্তির দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয় জানা যায়, চোখ কান ইত্যাদি। শারীরিক ভোগ, কামুকতা। **ইন্দ্রিয়গম্য, ইন্দ্রিয়গোচর** — ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা বা বোঝা যায় এমন।

ইন্দ্রিয়গ্রাম — ইন্দ্রিয়সকল। **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য** ('ইন্দ্রিয়গম্য' দেখ।) **ইন্দ্রিয়দোষ** — লাম্পট্য, কামুকতা। **ইন্দ্রিয়পরায়ণ** — ণ. কামুক, লম্পট, অতিশয় যৌনলালসা-সম্পন্ন। বি. — **ইন্দ্রিয়পরায়ণতা**। **ইন্দ্রিয়বৃত্তি** — ইন্দ্রিয়ের কাজ, চোখ কান ইত্যাদির ক্রিয়া।

ইন্দ্রিয়াতীত — ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বোধ-গম্য হয় না এমন, অতীন্দ্রিয়।

ইন্ধন — জ্বালানি।

ইন্‌স্পেক্টর — পরিদর্শক, inspector.

ইবন — পুত্র বুঝাইতে অন্য শব্দে আগে ব্যবহৃত হয়, বিন্। [ঃ 'ইবন' বতুতা = বতুতার পুত্র।]

ইমন — একরকম রাগিণী।

ইমান — ধর্ম। বিবেক। [আ.] **ইমানদার** — ধার্মিক, সাধু।

ইমাম — (মুসলমান ধর্মে) গুরু [আ.] **ইমামবাড়া** — মহরম উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য গৃহ।

ইমারত — বড়ো পাকা বাড়ি, অট্টালিকা। [আ.] ণ· — **ইমারতী**।

ইয়ত্তা — পরিমাণ, সংখ্যা, সীমা।

ইয়া — এইরকম প্রকাণ্ড। [ঃ 'ইয়া ইয়া' রুই।]

ইয়াদ — স্মরণ। [ফা.।]

ইয়ার — বয়স্য, বন্ধু। [ফা.] **ইয়ারকি** — বন্ধুদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা।

ইয়ারিং — কানের দুল, মাকড়ি, কুণ্ডল, earring.

ইয়ে — মনে পড়িতেছে না বা বলা যায় না এমন কিছু সূচক শব্দ।

ইরম্মদ — বজ্রের আগুন, বজ্রাগ্নি। সমুদ্রাগ্নি।

ইরা — পৃথিবী, ইলা। বাণী। জল।

ইরাক — আরব ও পারস্যের সীমান্তবর্তী দেশ। **ইরাকী** — ইরাকের অধিবাসী। ইরাক সংক্রান্ত।

ইরান — পারস্য দেশ। **ইরানী** — ইরানের অধিবাসী। ইরান সংক্রান্ত।

ইরাবতী — পাঞ্জাবের একটি নদী, এখনকার রাবী। ব্রহ্মদেশের একটি নদী।

ইলশা — ইলিশ। **ইলশাগুঁড়ি** — গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি, ইলিশ মাছ ধরিবার উপযোগী বৃষ্টি।

ইলা — পৃথিবী। বুধ-পত্নী। বাণী। জল।

ইলাকা — ('এলাকা' দেখ।)

ইলাহী — ('এলাহী' দেখ।) ঈশ্বর। ণ. উচ্চ, মহান্। প্রকাণ্ড, ব্যাপক আয়োজনে পূর্ণ। [ঃ 'ইলাহী' কাণ্ড।] [আ.]

ইলিশ — একরকম তেলাড়ে সুস্বাদু মাছ।

ইলেক — সংখ্যার সহিত ব্যবহৃত হয় এমন একরকম চিহ্ন, ৻, ইত্যাদি।

ইলেকট্রিক — বৈদ্যুতিক। বৈদ্যুতিক শক্তি সংক্রান্ত বা দ্বারা চালিত। **ইলেকট্রিসিটি** — বৈদ্যুতিক শক্তি। [ইং.]

ইল্লৎ, ইল্লত — মল। মালিন্য। [আ.]

ইশ্‌তেহার — ('ইস্তাহার' দেখ।)

ইশকাপন — কালো পাতার মতো চিহ্ন-দেওয়া তাস। [ডাচ Schopen.]

ইশা — ('ঈশা' দেখ।)

ইশাদী — সাক্ষী। [আ.]

ইশারা — ইঙ্গিত, ঠার।

ইষু — বাণ, তীর।

ইষ্ট — মঙ্গল। [ঃ তোমার 'ইষ্ট' কামনা করি।] কাম্যবস্তু, ইচ্ছা। [ঃ তোমার 'ইষ্ট' সিদ্ধ হোক।] যজ্ঞাদি কর্ম। ণ. স্মরণীয়, উপাস্য। [ঃ 'ইষ্ট' দেবতা।]

ইষ্টক — ইট।

ইষ্টানিষ্ট — ভালোমন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল।

ইষ্টি — যজ্ঞ। ইচ্ছা। [ঃ 'পুত্রেষ্টি'

যন্ত্র।]

ইস্ — বিস্ময় খেদ ইত্যাদি সূচক শব্দ।

ইসবগুল — একরকম বীজ যাহা পেটের রোগ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। [ফা. ইস্পগোল।]

ইসলাম — মুসলমানের ধর্ম। [আ.] **ইসলামী** — মুসলমান ধর্ম সংক্রান্ত।

ইসারা — ('ইশারা' দেখ।)

ইস্কাপন — ('ইশকাপন' দেখ।)

ইস্কুল — স্কুল, বিদ্যালয়, school.

ইস্ক্রুপ — প্যাঁচ দিয়া বসানো যায় এমন পেরেক, screw.

ইস্টেট — জমিদারি। [ইং.]

ইস্তক — হইতে। পর্যন্ত।

ইস্তফা — পদ বা চাকুরি ত্যাগ। [ঃ 'ইস্তফা' দেওয়া।] [আ. ইস্তেফা।]

ইস্তাহার — ঘোষণাপত্র, বিজ্ঞাপন। [আ. ইশ্তিহার।]

ইস্তিরি, ইস্ত্রি — কাপড়জামা ভাঁজ ও মসৃণ করার যন্ত্র। এই যন্ত্রের ব্যবহার। [ঃ 'ইস্ত্রি' করা।] [পো. estirar.]

ইস্পাত — একরকম শক্ত লোহা। [পো. espada.]

ইহ — এই। [ঃ 'ইহ' জগৎ।] পার্থিব। [ঃ 'ইহকাল'; ঃ 'ইহলোক'।] **ইহকাল** — জীবনকাল, জীবদ্দশা। **ইহলোক** — এই সংসার, পৃথিবী, মর্ত্যলোক।

ইহা — এই জিনিস, এই বিষয়। **ইহাদিগকে** — এই ব্যক্তিদিগকে। এই-গুলিকে। **ইঁহাদিগকে** — (সম্মানে) এই ব্যক্তিদিগকে। **ইঁহাদের** — (সম্মানে) এই ব্যক্তিদের, এ'দের। **ইঁহারা** — (সম্মানে) এই ব্যক্তিরা।

ইহুদি, ইহুদী — জাতি বিশেষ, 'জ্যু'। [আ. য়াহুদ।]

ঈ

ঈকারান্ত — 'ী' শেষে আছে এমন।

ঈক্ষণ — দেখা, দর্শন। দৃষ্টি, চোখ। ণ. — **ঈক্ষিত**।

ঈগল — একরকম বৃহৎ পক্ষী, eagle.

ঈদ — রমজান মাসের শেষে মুসলমানের একটি বিখ্যাত পরব। **ঈদুলফিৎর, ঈদুজ্জোহা** — রমজানের একমাস রোজার পর ইদুলফিৎর এবং ইদুলফিতরের দুই মাস দশ দিন পরে ইদুজ্জোহা। ইদুজ্জোহায় হজরত ইব্রাহিমের কোর-বানির স্মরণে ছাগ মেষ গোরু ইত্যাদি কোরবানি করা হয়। **ঈদগা, ঈদগাহ্** ঈদের নমাজ পড়ার জন্য খোলা জায়গা।

ঈদৃশ — এইরূপ, এইরকম। স্ত্রী. — **ঈদৃশী**। [ঃ 'ঈদৃশী' প্রতিভা।]

ঈপ্সা — ইচ্ছা, অভিলাষ। পাইবার ইচ্ছা। **ঈপ্সিত** — ণ. ইচ্ছিত, বাঞ্ছিত।

ঈপ্সু — ইচ্ছুক। পাইতে ইচ্ছুক।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা — অপরের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া বেদনা ও বিরক্তি বোধ, হিংসা। **ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষ্যান্বিত, ঈর্ষাপরবশ, ঈর্ষ্যাপরবশ, ঈর্ষাপরায়ণ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ** — হিংসুটে, পরশ্রীকাতর।

ঈশ — ভগবান। প্রভু, মনিব। অধিপতি। স্ত্রী. — **ঈশা**।

ঈশা — যীশু খ্রীষ্ট, Jesus.

ঈশান — উত্তরপূর্ব কোণ। শিব। স্ত্রী. **ঈশানী** — শিবের পত্নী, দুর্গা।

ঈশ্বর — ভগবান। প্রভু। অধিপতি। স্ত্রী. — **ঈশ্বরী**। **ঈশ্বরবাদ** — ভগবান আছেন এই মতবাদ। **ঈশ্বরবাদী** — ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। **ঈশ্বরবৃত্তি** — দেবপূজা ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট অর্থ।

ঈষ — লাঙ্গলের ফলা।

ঈষৎ — অল্প, একটু, সামান্য। **ঈষদুষ্ণ**

— অল্প গরম। **ঈষদিভন্ন** — অল্প ফাঁক হইয়াছে এমন। আধফোটা। **ঈষদূন** — একটু কম, ঈষৎ উন। **ঈষন্মাত্র** — অল্পমাত্র।

ঈষা — ('ঈষ' দেখ)

ঈষিকা, ঈষীকা — তুলি, কাশতৃণ।

ঈহা — ইচ্ছা। উদ্যম। ণ. — **ঈহিত**।

উঁ — সাড়া সূচক শব্দ।

উই — পিঁপড়ার মতো একরকম সাদা পোকা। [সং. উপদিকা।] **উইচিংড়া** — একরকম পতঙ্গ। **উইঢিপি** — উইএর তৈয়ারী মাটির বাসা। **উইধরা** — উই পোকায় কাটিয়াছে এমন।

উইল — ইচ্ছাপত্র যাহা অনুসারে ইচ্ছাপত্রকারীর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হয়, will.

উঃ — যন্ত্রণা ব্যাকুলতা প্রভৃতি সূচক শব্দ।

উকি — হেঁচকি, হিক্কা।

উঁকি — আড়ালে থাকিয়া গোপনে দেখা। [ঃ 'উঁকি' মারা; 'উঁকি' দেওয়া।] **উঁকিঝুঁকি** — গোপনে এদিকে-ওদিকে দেখার চেষ্টা।

উকিল, উকীল — যে আইনজ্ঞ ব্যক্তি কাহারও পক্ষ লইয়া মামলা চালায়, আইনজীবী। ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

উকুন — চুলের পোকা, উৎকুণ।

উকো — ঘষিয়া লোহা কাটিবার বা মসৃণ করিবার জন্য একরকম যন্ত্র।

উখা — ('উকো' দেখ।)

উক্ত — বলা হইয়াছে এমন। উল্লিখিত। বি. **উক্তি** — বলা। কথা। উল্লেখ।

উখড়ানো — ক্রি. উপড়ানো।

উগরানো — ক্রি. বমি করা। বাধ্য হইয়া বাহির করিয়া দেওয়া।

উগ্র — তীব্র, দুঃসহ। [ঃ 'উগ্র' গন্ধ।] ক্রুদ্ধ, ভয়াবহ। [ঃ 'উগ্র' মূর্তি।] বি.— **উগ্রতা**। **উগ্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডী** — পুরাণে বর্ণিত দুর্গার ভয়ঙ্করী রূপ। উগ্রস্বভাবা স্ত্রীলোক। **উগ্রক্ষত্রিয়** —হিন্দু সমাজের একটি জাতি, আগুরী। **উগ্রস্বভাব** — কোপনস্বভাব, বদরাগী।

উচক্কা — উঠতি। [ঃ 'উচক্কা' বয়স।] অবাধ্য।

উঁচা — নীচু নয় এমন, উচ্চ।

উচাটন — ব্যাকুলতা। ণ. ব্যাকুল। [ঃ মন 'উচাটন'।]

উঁচানো — ক্রি. উপরের দিকে তোলা।

উচিত — করার যোগ্য, কর্তব্য। ন্যায্য। [ঃ 'উচিত' কাজ।]

উঁচু — ('উঁচা' দেখ।) **উঁচু দরের** — উচ্চ শ্রেণীর, উৎকৃষ্ট। **উঁচু-নীচু** — অসমতল, উচ্চনীচ।

উচ্চ — উঁচু, উন্নত। জোর, চড়া। [ঃ 'উচ্চ' কণ্ঠ।] অসংকীর্ণ, উদার। [ঃ 'উচ্চ' মন।] বি. — **উচ্চতা**। **উচ্চতম** — সর্বাপেক্ষা উঁচু। **উচ্চতর** — দুইটির মধ্যে অধিকতর উঁচু। **উচ্চনীচ** — বড়-ছোট। **উচ্চশিক্ষা** — উন্নত ধরনের শিক্ষা। **উচ্চশিক্ষিত** — উন্নত ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। **উচ্চপদ**,— বড় চাকরি। সম্মানজনক কার্যভার। **উচ্চপদস্থ** — উচ্চপদে নিযুক্ত। **উচ্চবাচ্য** — জোর গলায় কথা। কথা। [ঃ 'উচ্চবাচ্য' নাই।] **উচ্চশির** — অহংকারে বা গৌরবে মাথা নত করে না এমন, উন্নতমস্তক। **উচ্চহাস্য** — হো হো করিয়া হাসি।

উচ্চকিত — ণ. চমকিত, হঠাৎ জাগ্রত।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা — বড় হইবার ইচ্ছা। **উচ্চাকাঙ্ক্ষী** — যাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে এমন। স্ত্রী. — **উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী**। **উচ্চাভিলাষ** — উচ্চাকাঙ্ক্ষা। **উচ্চাভিলাষী** — উচ্চাকাঙ্ক্ষী। স্ত্রী. — **উচ্চাভিলাষিণী**।

উচ্চারণ — বলা। বলার ভঙ্গী। [ঃ ইংরেজী 'উচ্চারণ'।] ণ. **উচ্চারণীয়** — উচ্চারণ করা বা বলা যায় এমন। **উচ্চারিত** — উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন। **উচ্চার্য** — উচ্চারণের যোগ্য।

উচ্চাশয় — মহানুভব, উদার।

উচ্চাশা — উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

উচ্চিংড়া — ('উইচিংড়া' দেখ।)

উচ্চৈঃশ্রবা — দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোড়া।

উচ্চৈঃস্বর — জোরগলা, চীৎকার।

উচ্ছন্ন — অধঃপাত, উৎসন্ন, গোল্লা।

উচ্ছল, উচ্ছলিত — উথলাইয়া উঠিয়াছে এমন। উদ্‌বেলিত। তরঙ্গায়িত।

উচ্ছা — ('উচ্ছে' দেখ।)

উচ্ছিন্ন — উৎপাটিত।

উচ্ছিষ্ট — এ'টো। খাওয়ার শেষে যাহা পড়িয়া থাকে।

উচ্ছৃঙ্খল — অসংযত, যথেচ্ছাচারী। শৃঙ্খলাহীন। বি. — **উচ্ছৃঙ্খলতা**।

উচ্ছে — একরকম তিক্ত আনাজ।

উচ্ছেদ — সমূলে বিনাশ। বাসস্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। ণ. **উচ্ছেদ্য** — উচ্ছেদের উপযুক্ত।

উচ্ছ্রিত — উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত। **উচ্ছ্রিয়া** — উচ্ছ্রিত হইয়া।

উচ্ছ্বসিত — অনুভূতির আতিশয্যে আকুল, আবেগপূর্ণ। প্রবলভাবে স্ফীত। [ঃ 'উচ্ছ্বসিত' জলধারা।]

উচ্ছ্বাস—প্রবলস্ফীতি। [ঃ 'জলোচ্ছ্বাস'।] আবেগের প্রাবল্য, অতিশয় আবেগ।

উছল, উছলিত—(পদ্যে) উচ্ছল, উচ্ছলিত।

উজবক, উজবুক — বোকা, আহাম্মক।

উজবেক — উজবেকিস্তানের অধিবাসী।

উজর, উজল — (পদ্যে) উজ্জ্বল।

উজাড় — নিঃশেষ, শূন্য। [ঃ 'উজাড়' করিয়া দেওয়া।]

উজান — উপরের দিক। স্রোতের বিপরীত দিক। জোয়ার। **উজানভাটি** — জোয়ার ও ভাটা।

উজালা — (পদ্যে) উজ্জ্বল।

উজির, উজীর — মন্ত্রী। **উজির-এ-আজম** — প্রধান মন্ত্রী। **উজিরি, উজীরি** — উজিরের পদ ও কাজ।

উজ্জয়নী, উজ্জয়িনী — প্রাচীন মালব রাজ্যের রাজধানী, আধুনিক উজ্জৈন।

উজ্জীবন — বাঁচিয়া ওঠা। প্রাণ-শক্তির সঞ্চার। ণ. **উজ্জীবিত** — সঞ্জীবিত।

উজ্জ্বল — আলোকিত, দীপ্ত। চকচকে। বি. — **উজ্জ্বলতা**।

উঞ্ছ — পরিত্যক্ত ধান্যাদি কুড়াইয়া সংগ্রহ। অপমানকর টুকিটাকি কাজ। **উঞ্ছজীবী** —উঞ্ছ বা টুকিটাকি কাজের দ্বারা যে জীবিকা অর্জন করে। **উঞ্ছবৃত্তি** — অপমানকর টুকিটাকি কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জন।

উট — একরকম উ'চু কু'জওয়ালা ভারবাহী পশু, উষ্ট্র। **উটপাখি, উটপাখী** — আফ্রিকার একরকম প্রকাণ্ড পাখী, 'অস্ট্রিচ'।

উটকো — বাজে ও অপ্রত্যাশিত। [ঃ 'উটকো' কাজ।]

উটজ — কুড়ে ঘর, কুটির। [ঃ 'উটজ' শিল্প।]

উঠকিস্তি — দাবা খেলায় কোনও বল বা বড়ে উঠিলেই যে কিস্তি পড়ে তাহা।

উঠতি — উঠিতেছে এমন, উত্থানশীল। [ঃ 'উঠতি' বয়স।] দর চড়িতেছে এমন।

[ঃ 'উঠতি' বাজার।] বি. ওঠা, উন্নতি। বাড়া, বৃদ্ধি। **উঠতি-পড়তি** —ওঠা-পড়া, উত্থান-পতন। **উঠতিমুখ** — উঠিবার বা বাড়িবার সূত্রপাত। **উঠন্ত** — উঠিতেছে এমন। **উঠবন্দী** — কৃষকের সহিত জমির একরকম অস্থায়ী বন্দোবস্ত। **উঠবোস** — ওঠা ও বসা, ব্যায়ামের একরকম ভঙ্গী।

উঠা — ক্রি. উত্থিত হওয়া। চড়া। বাড়া। সংগৃহীত হওয়া। উদিত হওয়া। জাগরিত হওয়া। বাহির হওয়া। [ঃ গোঁফ 'উঠা'।] স্খলিত হওয়া, খসিয়া পড়া। [ঃ চুল 'উঠা'।] ক্ষয় পাওয়া। [ঃ রং 'উঠা'।] লোপ পাওয়া। [ঃ আইন 'উঠিয়া' গিয়াছে।] নূতন কিছু প্রচলিত হওয়া। [ঃ বাজারে 'উঠেছে'।] প্রস্তাবিত ও উল্লিখিত হওয়া। [ঃ কথা 'উঠলো'।] বাসস্থান ত্যাগ করা। বমি হওয়া। বমির সহিত বাহির হওয়া।

উঠাউঠি — বারবার ওঠা।

উঠান — আঙিনা, অঙ্গন, উঠোন।

উঠান, উঠানো — ক্রি. তোলা, উত্তোলন করা। খাড়া করা। জাগানো। অপসারিত করা। লোপ করা। বাতিল বা অপ্রচলিত করা। প্রস্তাবিত বা উল্লিখিত করা। বাসস্থান হইতে দূর করা।

উড়কি — একরকম ধান। [ঃ 'উড়কি' ধানের মুড়কি।]

উড়ন — যা উড়ে বা শূন্যে ওঠে। [ঃ 'উড়ন' চরকি।] বি. ওড়া। **উড়ন-চড়ে, উড়নচণ্ডে** — যে অকারণ পয়সা নষ্ট করে, অপব্যয়ী। স্ত্রী. — **উড়নচণ্ডী**।

উড়নি — ফিনফিনে পাতলা চাদর। উত্তরীয়।

উড়ন্ত — উড়িতেছে এমন, উড্ডীয়মান।

উড়া — ক্রি. শূন্যে ভাসিয়া চলা। বাবু-গিরি করা। ণ. উড়ে বা উড়িতেছে এমন, উড়ো। গুজবরূপে প্রচারিত, ভিত্তিহীন। প্রেরকের নামহীন।

উড়ানি, উড়ুনি — ('উড়নি' দেখ।)

উড়ানো — ক্রি. শূন্যে ভাসাইয়া দেওয়া। অপব্যয় করা। বিশ্বাস না করা।

উড়িয়া — উড়িষ্যা দেশের অধিবাসী বা ভাষা।

উড়িষ্যা — পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রদেশ, উৎকল, ওড্র।

উড়ুউড়ু — উড়িতে উদ্যত। অস্থির, উদাস। [ঃ মন 'উড়ুউড়ু' করা।]

উড়ুক্কু — উড়িতে পারে এমন। [ঃ 'উড়ুক্কু' মাছ।]

উড়ুপ — ভেলা, মান্দাস।

উড়ুম্বর, উদুম্বর — ডুমুর, যজ্ঞডুমুর।

উড়ে — ('উড়িয়া' দেখ।)

উড়ো — উড়ে বা উড়িতেছে এমন। [ঃ 'উড়োজাহাজ'।] গুজবে প্রচারিত। [ঃ 'উড়ো' কথা।] প্রেরকের নামহীন।

উড্ডয়ন — ওড়া। **উড্ডীন, উড্ডীয়মান** — ণ. উড়িতেছে এমন, উড়ন্ত।

উৎ- — ঊর্ধ্ব উৎকর্ষ প্রাবল্য গতি ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

উতরাই — পর্বতের ঢালু পথে উপর হইতে নীচে অবতরণ। পর্বতের ঢালু পথ। (তুঃ চড়াই।)

উতরানো — ক্রি. সফল বা সার্থক হওয়া। উত্তীর্ণ হওয়া। নামিয়া আসা।

উতরোল — কোলাহল, উচ্চ রোল। ণ. অশান্ত, উদ্বিগ্ন।

উতলা — ব্যাকুল, অধীর, উদ্বিগ্ন।

উতোর — উত্তর, জবাব।

উৎকট — উগ্র, দুঃসহরূপে তীব্র। [ঃ

'উৎকট' শব্দ।]

উৎকণ্ঠ—উদ্‌বিগ্ন। অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। বি. — **উৎকণ্ঠা**। **উৎকণ্ঠিত** — উদ্‌-বিগ্ন, ব্যাকুল। স্ত্রী. — **উৎকণ্ঠিতা**।

উৎকর্ণ — শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

উৎকর্ষ — উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা। উন্নতি।

উৎকল — উড়িষ্যা।

উৎকীর্ণ — ক্ষোদিত। কাঠ ইত্যাদির উপর খোদাই করিয়া লিখিত বা অঙ্কিত।

উৎকুণ — উকুন, চুলের পোকা।

উৎকৃষ্ট — খুব ভালো, সরেস। বি. — **উৎকৃষ্টতা, উৎকর্ষ**।

উৎকোচ — ঘুষ, অবৈধ উপহার।

উৎক্ষিপ্ত — উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত। উৎপাটিত। বি. — **উৎক্ষেপ**।

উৎখাত — উৎপাটিত। বিনষ্ট। বিতাড়িত। [ঃ বাস্তু হইতে 'উৎখাত'।]

উত্তপ্ত — খুব গরম। ক্রুদ্ধ। বি. — **উত্তপ্ততা, উত্তাপ**।

উত্তম — খুব ভালো, উৎকৃষ্ট। সর্বশ্রেষ্ঠ। স্ত্রী. — **উত্তমা**। বি. — **উত্তমতা**। **উত্তম পুরুষ** — (ব্যাকরণে) আমি, আমরা ইত্যাদি শব্দ। **উত্তমমধ্যম** — খুব প্রহার। [ঃ 'উত্তম-মধ্যম' দেওয়া।]

উত্তমর্ণ — যে ঋণ দেয়, মহাজন। (তুঃ 'অধমর্ণ'।)

উত্তমাঙ্গ — মাথা, মস্তক।

উত্তর — জবাব। দক্ষিণের বিপরীত দিক, উদীচী। ণ. পরবর্তী। [ঃ 'উত্তর' কালে; ঃ 'যুদ্ধোত্তর'।] অসামান্য, দুর্লভ। [ঃ 'লোকোত্তর'।] **উত্তর-ফল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী** — নক্ষত্রের নাম। **উত্তর-পশ্চিম** — উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী কোণ, বায়ু কোণ। **উত্তর-পুরুষ** — বংশধর। **উত্তর-পূর্ব** — উত্তর ও পূর্বের মধ্যবর্তী কোণ, ঈশান কোণ। **উত্তরপ্রদেশ** — কাশী লখ্‌নৌ আগ্রা প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত ভারতীয় রাজ্য। **উত্তরদাতা** — যে জবাব দেয়। **উত্তরদান** — জবাব দেওয়া। **উত্তরপত্র** — যে খাতায় ছাত্রেরা প্রশ্নের জবাব লেখে। **উত্তরমীমাংসা** — বেদান্ত দর্শন। **উত্তরসাধক** — পরবর্তী সাধক। সহকারী সাধক।

উত্তরঙ্গ — তরঙ্গে পূর্ণ, তরঙ্গময়।

উত্তরণ — পারে গমন। উত্তীর্ণ হওয়া, অবতরণ।

উত্তরা — মহাভারতে বর্ণিত অভিমন্যুর পত্নী, বিরাটরাজকন্যা।

উত্তরাধিকার—মৃতের সম্পত্তিতে অধিকার। **উত্তরাধিকারী** — মৃতের সম্পত্তিতে অধিকারী, ওয়ারিস। স্ত্রী. — **উত্তরাধি-কারিণী**।

উত্তরাপথ — উত্তর ভারত, আর্যাবর্ত।

উত্তরায়ণ — উত্তরে সূর্যের গমন। ২২ ডিসেম্বর হইতে ২১ জুন পর্যন্ত সময় যখন সূর্যের পথ ক্রমশঃ অধিকতর উত্তরে সরিতে থাকে।

উত্তরাশা — উত্তর দিক।

উত্তরাষাঢ়া — নক্ষত্রের নাম।

উত্তরাস্য — উত্তর দিকে মুখ করিয়া আছে এমন।

উত্তরী, উত্তরীয় — উড়ানি, চাদর।

উত্তরোত্তর — পর পর, ক্রমেই।

উত্তল — কড়াই উপুড় করিয়া রাখিলে যেরূপ দেখায় সেইরূপ উঁচু ও ঢালু উপরিভাগ বিশিষ্ট, convex. (তুঃ 'অবতল'।)

উত্তান — ঊর্ধ্বমুখ, চিৎ। **উত্তানপাদ** — পুরাণে বর্ণিত ধ্রুবের পিতা।

উত্তাপ — তাপ, উষ্ণতা।

উত্তাল — উচ্চ, প্রবল (তরঙ্গ)।

উত্তীর্ণ — পার হইয়াছে এমন। কৃতকার্য। পাস করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **উত্তীর্ণা**।
উত্তুঙ্গ—খুব উঁচু। [ঃ 'উত্তুঙ্গ' শিখর।]
উত্তুরে — উত্তর দিক হইতে আগত। [ঃ 'উত্তুরে' হাওয়া।]
উত্তেজক — উত্তেজিত করে এমন। উদ্দীপক। **উত্তেজন** — উত্তেজিত করণ। **উত্তেজনা** — প্রবল ভাবাবেগ। বিক্ষোভ। উদ্দীপনা। ণ. **উত্তেজিত** — প্রবল ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত। উদ্দীপিত। বিক্ষুব্ধ।
উত্তোলন — উঠানো, উপরে তোলা। ণ. — **উত্তোলিত**।
উত্ত্যক্ত — বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির।
উত্থান — ওঠা, শয্যাত্যাগ। বিদ্রোহ। উন্নতি।
উত্থাপক — যিনি তোলেন, উত্থাপনকারী। [ঃ প্রস্তাবের 'উত্থাপক'।]
উত্থাপন — (কথা বা প্রস্তাবাদি) তোলা, পাড়া। ণ. **উত্থাপনীয়** — উত্থাপনের যোগ্য। **উত্থাপিত** — তোলা বা পাড়া হইয়াছে এমন, (প্রসঙ্গ, প্রস্তাব ইত্যাদি)।
উত্থিত — উঠিয়াছে এমন। উন্নত। জাগ্রত। বিদ্রোহে ব্যস্ত। বি. — **উত্থিতি**।
উৎপত্তি — উদ্ভব, জন্ম। সৃষ্টি।
উৎপথ — কুপথ, বিপথ। **উৎপথগামী** — কুপথে গিয়াছে বা যাইতেছে এমন।
উৎপন্ন — জাত, উদ্ভূত। ফলিয়াছে এমন (শস্য)। নির্মিত হইয়াছে এমন (দ্রব্য)।
উৎপল — পদ্ম।
উৎপাটক — যে উপড়ায়, যে উৎপাটন করে। **উৎপাটন** — উপড়ানো, উন্মূলন। ণ. **উৎপাটিত**। **উৎপাটনীয়** — উৎপাটনের যোগ্য।
উৎপাত — উপদ্রব, দৌরাত্ম্য।
উৎপাদক — যে উৎপাদন করে, উৎপাদনকারী। **উৎপাদন** — নির্মাণ, তৈয়ারি। জন্মদান। (ফসল) ফলানো। **উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য** — উৎপাদনের যোগ্য। **উৎপাদিকা** — সৃজনী। [ঃ 'উৎপাদিকা' শক্তি।] উৎপাদনকারিণী। **উৎপাদিত** — উৎপাদন করা হইয়াছে এমন। **উৎপাদ্যমান** — উৎপাদন করা হইতেছে এমন।
উৎপীড়ক — যে অত্যাচার করে, উৎপীড়নকারী। **উৎপীড়ন** — নির্যাতন, অত্যাচার। ণ. **উৎপীড়িত** — নির্যাতিত। স্ত্রী. — **উৎপীড়িতা**।
উৎপ্রেক্ষা — (অলঙ্কারশাস্ত্রে) উপমা প্রয়োগের একরকম রীতি, যাহাতে উপমেয়কে উপমান বলিয়া কল্পনা করা হয়। অনুমান।
উৎফুল্ল — আনন্দিত, প্রফুল্ল।
উৎস — ঝরণা। নদীর উৎপত্তিস্থল। উৎপত্তিস্থল।
উৎসঙ্গ — কোল। পর্বতের সানুদেশ।
উৎসন্ন — উচ্ছন্ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত, অধঃপতিত। অধঃপতন। [ঃ 'উৎসন্নে' যাওয়া।]
উৎসব — আয়োজনপূর্ণ আনন্দ অনুষ্ঠান।
উৎসর্গ — উদ্দেশে দান। **উৎসর্গপত্র** — বইয়ের যে পৃষ্ঠায় উৎসর্গ ঘোষণা করা হয়। **উৎসর্গীকৃত** — উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন, উৎসৃষ্ট।
উৎসাদন — বিনাশসাধন। উচ্ছেদ। ণ. — **উৎসাদিত**। **উৎসারণ** — ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ। অপসারণ। ণ. — **উৎসারিত**।
উৎসাহ — কাজে আগ্রহ, উদ্যম। **উৎসাহদাতা** — যে উৎসাহ দেয়। স্ত্রী. — **উৎসাহদাত্রী**। **উৎসাহদান** — উৎসাহ দেওয়া। ণ. **উৎসাহিত** — উৎসাহপ্রাপ্ত। কাজে আগ্রহান্বিত। স্ত্রী. — **উৎসাহিতা**। **উৎসাহী** — যাহার

উৎসাহ আছে। উদ্যমী। স্ত্রী. — **উৎসাহিনী**। [ঃ 'বিদ্যোৎসাহিনী'।]

উৎসুক — আগ্রহান্বিত। কৌতূহলী।

উৎসৃষ্ট — উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন।

উথল — উচ্ছল, উদ্‌বেলিত। ব্যাকুল।

উথলানো — ক্রি. ফাঁপিয়া ওঠা। [ঃ দুধ 'উথলানো'।] উপচানো। উদ্‌বেলিত হওয়া। ণ. — **উথলিত**।

উদ — ('উদবিড়াল' দেখ।)

উদ, উদক — জল।

উদগ্র — তীব্র, উগ্র, উৎকট।

উদজ — জলজ।

উদজান — একরকম গ্যাস, হাইড্রোজেন।

উদধি — সমুদ্র।

উদবিড়াল — জল-বিড়াল, ভোঁদড় জাতীয় একরকম প্রাণী যাহা জলে ডুবিয়া মাছ ধরে, উদ্র।

উদম — উদ্দাম। সম্পূর্ণ। [ঃ 'উদম' ল্যাংটা।] উলঙ্গ। অনাবৃত।

উদয় — ওঠা, উত্থান। [ঃ 'সূর্যোদয়'।] প্রকাশ। [ঃ 'ভাগ্যোদয়'; ঃ 'ফলোদয়'।] সূচনা, সঞ্চার। ['ভাবোদয়'।] **উদয়গিরি, উদয়াচল** — কল্পিত পর্বত যেখানে সূর্যোদয় হয় বলিয়া পুরাকালে ধারণা ছিল। **উদয়াস্ত** — সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সারা দিন। **উদয়োন্মুখ** — উদিত হয়-হয় এমন।

উদর — পেট, জঠর। **উদরপরায়ণ, উদরম্ভরি, উদরসর্বস্ব** — পেটুক। **উদরসাৎ, উদরস্থ** — খাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন, ভক্ষিত।

উদরাধ্মান — পেট ফাঁপা।

উদরাময় — পেটের অসুখ।

উদরী — একরকম রোগ যাহাতে পেটে জল জমে, dropsy.

উদলা — উলঙ্গ, অনাবৃত।

উদাত্ত — সঙ্গীতে উচ্চস্বর। ণ. উচ্চস্বর-বিশিষ্ট।

উদান — কণ্ঠস্থিত বায়ু।

উদাম — ('উদম' দেখ।)

উদার — অসংকীর্ণ। অকুণ্ঠিত, অকৃপণ। প্রশস্ত। বি. — **উদারতা**। **উদারতন্ত্র, উদারতন্ত্রী** — ('উদারনীতি', 'উদারনৈতিক' দেখ।) **উদারতান্ত্রিক** — ('উদারনৈতিক' দেখ।) **উদারনীতি** — গোঁড়ামি ত্যাগের ও সহনশীলতার নীতি। অসংকীর্ণ মনোভাব। **উদারনীতিক, উদারপন্থী** — উদারনীতি অনুসরণ করে এমন। **উদারনৈতিক** — উদারনীতি সম্বন্ধীয়।

উদারা — সঙ্গীতের নিম্ন স্বরগ্রাম।

উদাস — নির্লিপ্ত, উদাসীন। বৈরাগ্যময়।

উদাসিতা — ঔদাসীন্য। ণ. **উদাসী, উদাসীন** — অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। উৎসাহহীন। স্ত্রী. — **উদাসীনা, উদাসিনী**। **উদাসীনতা** — উদ্যমহীনতা। নির্বিকার ভাব, ঔদাসীন্য।

উদাহরণ — দৃষ্টান্ত। প্রমাণ বা বর্ণনার জন্য কোনও এক শ্রেণীর বিষয় বা বস্তুর মধ্য হইতে দুই-একটির উল্লেখ। **উদাহরণস্থল** — দৃষ্টান্তের বিষয়। ণ. **উদাহৃত** — উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে এমন।

উদিত — উঠিয়াছে এমন। [ঃ 'উদিত' সূর্য।] কথিত, উক্ত।

উদীচী — উত্তর দিক। **উদীচ্য, উদীচীন** — উত্তর দিক্ সংক্রান্ত।

উদীয়মান — উঠিতেছে এমন। প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে এমন। [ঃ 'উদীয়মান' কবি।]

উদুম্বর — ('উড়ুম্বর' দেখ।)

উদুখল — চাল প্রভৃতি তৈয়ারির জন্য

কাঠের বৃহৎ পাত্র।

উদো — মূর্খ, নির্বোধ।

উদ্গত — বাহির হইয়াছে এমন, বহির্গত। বি. **উদ্গম** — ঈষৎ বহির্গত হওয়া। [ঃ 'অঙ্কুরোদ্গম'।] **উদ্গমন** — উপরে গমন।

উদ্গাতা — যিনি সাম বেদ গান করেন। যিনি বাণী উচ্চারণ করেন। স্ত্রী. — **উদ্গাত্রী**।

উদ্গার — ঢেকুর। বমি। উৎক্ষেপ। **উদ্গিরণ** — বমন। ণ. **উদ্গীর্ণ** — বমন করা হইয়াছে এমন।

উদ্গীথ — সামগান।

উদ্গ্রীব — অতিশয় আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র, উৎকণ্ঠ।

উদ্ঘাটক — যে উদ্ঘাটন করে বা খোলে। **উদ্ঘাটন** — খোলা। কোনও রহস্য প্রকাশ করণ। ণ. — **উদ্ঘাটিত**।

উদ্ঘোষ — উচ্চ রব, উচ্চ ঘোষণা। ণ. উদ্ঘোষিত — উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত।

উদ্দণ্ড — উদ্যত লাঠি। ণ. মারিবার জন্য লাঠি তুলিয়াছে এমন, প্রহারোদ্যত।

উদ্দাম — দুর্দম, অতিশয় শক্তিশালী। বাধাহীন, উচ্ছৃঙ্খল।

উদ্দিষ্ট — যাহাকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। যাহার উদ্দেশ বা খোঁজ মিলিয়াছে।

উদ্দীপক — উদ্দীপনার সঞ্চার করে এমন। উত্তেজক। **উদ্দীপন, উদ্দীপনা** — উত্তেজন, কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা। প্রজ্বলন। ণ. **উদ্দীপিত** — উদ্দীপনা পাইয়াছে এমন। কর্মে উৎসাহিত। প্রজ্বলিত।

উদ্দীপ্ত—প্রজ্বলিত। অকস্মাৎ উৎসাহিত বা উদ্দীপিত।

উদ্দেশ — খোঁজ, সন্ধান। লক্ষ্য। অভিপ্রায়। **উদ্দেশে** — প্রতি, লক্ষ্য করিয়া।

উদ্দেশ্য — ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মতলব। লক্ষ্য।

উদ্ধত — অবিনীত, ধৃষ্ট, স্পর্ধিত। স্ত্রী. — **উদ্ধতা**।

উদ্ধব — মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণের বন্ধু।

উদ্ধার — বিপদ হইতে রক্ষা, নিষ্কৃতি. রেহাই। নষ্ট বস্তু পুনরায় পাওয়া। উদ্ধৃতি।

উদ্ধৃত — (রচনা বা উক্তির অংশ) হুবহু, তুলিয়া দেওয়া বা দেখানো হইয়াছে এমন। **উদ্ধৃতি** — উদ্ধৃত করণ। উদ্ধৃত অংশ। **উদ্ধৃতি চিহ্ন** — " " বা ' ' চিহ্ন যাহার মধ্যে উক্তি বা রচনাংশ তুলিয়া দেওয়া হয়।

উদ্বন্ধন — মৃত্যুর জন্য গলায় দড়ি বা ফাঁসি। [ঃ 'উদ্বন্ধনে' মৃত্যু।]

উদ্বমন — বমন, উদ্গিরণ।

উদ্বর্তন — ক্রমবিকাশের ফলে উন্নততর অবস্থা লাভ। ণ. — **উদ্বর্তিত**।

উদ্বর্তনবাদ, উদ্বর্তনবাদী — ('অভিব্যক্তিবাদ' ও 'অভিব্যক্তিবাদী' দেখ।)

উদ্বায়ী — উপিয়া যায় এমন, volatile.

উদ্বাস্তু — বাস্তুচ্যুত, বাসভূমি হইতে বিতাড়িত।

উদ্বাহ — বিবাহ, পরিণয়।

উদ্বাহু — ঊর্ধ্ববাহু, উপর দিকে হাত তুলিয়া আছে এমন।

উদ্বিগ্ন — আশঙ্কায় ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত। স্ত্রী. — **উদ্বিগ্না**।

উদ্বুদ্ধ — জাগরিত। উদ্দীপিত, অনুপ্রেরিত।

উদ্বৃত্ত — অবশিষ্ট। বি. অবশিষ্ট অংশ।

উদ্বেগ — উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা। অস্থিরতা।

উদ্বেল, উদ্বেলিত — বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াছে এমন। উচ্ছলিত, তরঙ্গস্ফীত। আলোড়িত। [ঃ

'উদ্‌বেলিত চিত্ত।]

উদ্‌বোধক — যে উদ্‌বোধন করে। যে বোধের উদ্রেক করে। **উদ্‌বোধন** — আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠার জন্য শুভ অনুষ্ঠান। [ঃ সভার 'উদ্‌বোধন'।] জাগরণ। [ঃ জাতির 'উদ্‌বোধন।] **উদ্‌বোধনী** — উদ্‌বোধন সংক্রান্ত। **উদ্‌বোধিত** — উদ্‌বুদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

উদ্ভট — অদ্ভুত, আজগুবী।

উদ্ভট্টী — অবান্তর, অমূলক, আজগুবি।

উদ্ভব — উৎপত্তি, জন্ম, সৃষ্টি।

উদ্ভাবক — যে ভাবিয়া বাহির করে, আবিষ্কারক। **উদ্ভাবন, উদ্ভাবনা** — আবিষ্কার। চিন্তাপূর্বক অভিনব কিছু নির্মাণ। ণ. **উদ্ভাবনী** — উদ্‌ভাবনের উপযোগী। [ঃ 'উদ্ভাবনী' শক্তি।] **উদ্ভাবনীয়** — উদ্ভাবন করার যোগ্য। **উদ্ভাবিত** — ভাবিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন। **উদ্ভাব্য** — উদ্ভাবনীয়, উদ্ভাবনের যোগ্য।

উদ্ভাস — চকিত প্রকাশ। দীপ্তি।

উদ্ভাসন — আলোকিত করণ। ণ. **উদ্ভাসিত** — আলোকিত, আলোকোজ্জ্বল।

উদ্ভিজ্জ — উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন।

উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ — গাছ-পালা। **উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা** — গাছপালা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জ্ঞান, 'বটানি'।

উদ্ভিন্ন — ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এমন, অঙ্কুরিত। নবোদ্গত। **উদ্ভিন্ন-যৌবনা** — ণ. স্ত্রী. সবেমাত্র যৌবন লাভ করিয়াছে এমন, নবযুবতী।

উদ্ভূত — উৎপন্ন, জাত।

উদ্ভেদ — উদ্‌গম। বিকাশ।

উদ্‌ভ্রান্ত — ব্যাকুলতার ফলে জ্ঞানহারা দিশাহারা। উন্মত্ত, অপ্রকৃতিস্থ। বি. — **উদ্‌ভ্রান্ততা, উদ্‌ভ্রান্তি।**

উদ্যত — কোনও কাজ করিতে যাইতেছে এমন। [ঃ মারিতে 'উদ্যত'।] তোলা হইয়াছে এমন। [ঃ 'উদ্যত' তরবারি।]

উদ্যম — উৎসাহ, কর্মপ্রচেষ্টা। ণ. **উদ্যমী** — উৎসাহী, প্রয়াসশীল, তৎপর।

উদ্যান — বাগান, বাগিচা। **উদ্যানপাল** — বাগানের রক্ষক, মালী।

উদ্‌যাপন — সম্পাদন, পালন। অতিবাহন, কাটানো। [ঃ দিবস 'উদ্‌যাপন'।] ণ. — **উদ্‌যাপিত।**

উদ্‌যোক্তা — আয়োজনকারী। **উদযোগ** — আয়োজন। চেষ্টা। ণ. **উদ্‌যোগী** — উদ্যমী, উৎসাহী, তৎপর।

উদ্র — উদবিড়াল।

উদ্রিক্ত — যাহার উদ্রেক হইয়াছে এমন।

উদ্রেক — উৎপত্তির উপক্রম, সঞ্চার, উদয়। অনুভূতি, বেগ।

উধাও — ধাবমান। [ঃ নিতাই 'উধাও'।] অদৃশ্য, নিরুদ্দেশ। [ঃ পেনসিলটা 'উধাও'।]

উধার — ধার, ঋণ।

উনকুটি — নানারকম, ছোটখাটো অসংখ্য।

উনচল্লিশ — ৩৯ সংখ্যা। **উনত্রিশ** — ২৯ সংখ্যা। **উননব্বই** — ৮৯ সংখ্যা। **উনপঞ্চাশ** — ৪৯ সংখ্যা। **উনষাট** — ৫৯ সংখ্যা। **উনসত্তর** — ৬৯ সংখ্যা।

উনন, উনান — চুলা, চুল্লী।

উনপাঁজুরে — দুর্বল। হতভাগা।

উনাশি, উনাশী — ৭৯ সংখ্যা।

উনি — (সম্মানে) ঐ ব্যক্তি।

উনিশ-বিশ — সামান্য প্রভেদ। ণ. সামান্য প্রভেদ আছে এমন।

উনোন — ('উনন' দেখ।)

- উচ্চ। সমৃদ্ধ। বি. **উন্নতি** —

ভালো অবস্থা, সমৃদ্ধি। **উন্নতিশীল** — যাহার উন্নতি হইতেছে, সমৃদ্ধ।
উন্নদ্ধ — উপরে বদ্ধ।
উন্নয়ন — উপরে তোলা। উন্নতিসাধন।
উন্নিদ্র — জাগ্রত, নিদ্রা হইতে উত্থিত।
উন্নীত — উন্নত করা হইয়াছে এমন। নিম্নতর হইতে উচ্চতর পদে নিযুক্ত।
উন্মত্ত — পাগল। ক্ষিপ্ত। অত্যন্ত উত্তেজিত। স্ত্রী. — **উন্মত্তা**। বি. **উন্মত্ততা** — অতিশয় উত্তেজনা। ক্ষিপ্ততা।
উন্মনা — উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল। আনমনা, অন্যমনস্ক।
উন্মাদ — ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত। বি. পাগলামি (রোগ)। স্ত্রী. **উন্মাদিনী** — পাগলিনী।
উন্মাদনা — প্রবল উত্তেজনা। ণ. — **উন্মাদিত**।
উন্মার্গ — আচারভ্রষ্ট। বি. নিষিদ্ধ আচার।
উন্মিষিত — উন্মেষ বা বিকাশ লাভ করিয়াছে এমন।
উন্মীলন — খোলা, মেলা। বিকাশ। ণ. **উন্মীলিত** — খোলা, বিকশিত।
উন্মুক্ত — খোলা, অনাবৃত। অবারিত। মুক্ত। বি. — **উন্মুক্ততা**।
উন্মুখ — ব্যগ্র, উৎসুক, আগ্রহে অধীর। উদ্যত। [ঃ 'পতনোন্মুখ'।]
উন্মূলন — উৎপাটন, সমূলে উচ্ছেদ। ণ. — **উন্মূলিত**।
উন্মেষ — ঈষৎ বিকাশ। উদ্রেক।
উন্মোচন — বাঁধন খোলা, মুক্তিদান। ণ. **উন্মোচিত** — বন্ধন হইতে মুক্ত, মুক্তি-লাভ করিয়াছে এমন।
উপ- — নিকট সাদৃশ্য হীনতা আনুকূল্য উৎকর্ষ ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।
উপকণ্ঠ — গ্রাম-শহর ইত্যাদির প্রান্তবর্তী অঞ্চল।
উপকথা — গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান।
উপকরণ — উপাদান, সরঞ্জাম, নির্মাণ বা অনুষ্ঠানাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
উপকার — হিত, কল্যাণ। সাহায্য। **উপকারিতা** — হিতসাধনের শক্তি। [ঃ ঔষধের 'উপকারিতা'।] ণ. **উপকারী** — হিতকর। [ঃ শরীরের পক্ষে 'উপ-কারী'।] সাহায্যদাতা, সহায়ক। [ঃ 'উপকারী' বন্ধু।] স্ত্রী. — **উপকারিণী**।
উপকূল — নদী সমুদ্র ইত্যাদির তীর-বর্তী স্থান। বেলাভূমি।
উপকৃত — উপকার পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **উপকৃতা**।
উপক্রম — উদ্যত ভাব। [ঃ পড়িবার 'উপক্রম'।] উদ্যোগ, সূচনা।
উপক্রমণিকা — বইএর মুখবন্ধ। প্রাথমিক পাঠ।
উপগত — যৌন সম্পর্কে মিলিত। জ্ঞাত। প্রাপ্ত। উপস্থিত। স্ত্রী. — **উপগতা**।
উপগ্রহ — গ্রহের চারিদিকে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ। [ঃ চন্দ্র পৃথিবীর 'উপগ্রহ'।]
উপচানো — ক্রি. ছাপাইয়া পড়া।
উপচার — পূজার উপকরণ। [ঃ ষোড়শ 'উপচার'।] চিকিৎসা। [ঃ 'অস্ত্রো-পচার'।]
উপচিকীর্ষা — উপকার করার ইচ্ছা। **উপচিকীর্ষু** — উপকার করিতে ইচ্ছুক।
উপচ্ছায়া — নিবিড় ছায়ার প্রান্তবর্তী লঘু ছায়া, penumbra.
উপজাত — মূল উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত উৎপন্ন অন্য দ্রব্য, by-product.
উপজাতি — জাতিতে পরিণত হয় নাই এমন মানবগোষ্ঠী, tribe. [ঃ পার্বত্য 'উপজাতি'।]
উপজা — (পদ্যে) জন্মা, উদ্ভব হওয়া।

উপজিহ্বা — আলজিব।

উপজীবী — জীবিকা-অবলম্বনকারী। [ঃ 'সাহিত্যোপজীবী।] **উপজীবিকা** — পেশা, জীবিকা। **উপজীব্য** — জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রধান অবলম্বন। [ঃ সাহিত্যের 'উপজীব্য।']

উপজ্ঞা — সহজাত জ্ঞান, instinct.

উপড়ানো — ক্রি. উৎপাটিত করা, উন্মূলিত করা। ণ. উৎপাটিত। বি. উৎপাটন।

উপঢৌকন — ভেট, উপহার।

উপত্যকা — দুই পর্বতের মধ্যে বা পর্বতের কোলে অবস্থিত নিম্নভূমি। নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। [ঃ সিন্ধু 'উপত্যকা'।]

উপদংশ — একপ্রকার কুৎসিত রোগ, গরমি, 'সিফিলিস'।

উপদিষ্ট — যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এমন, উপদেশপ্রাপ্ত।

উপদেবতা — ('অপদেবতা' দেখ।) অপ্রধান দেবদেবী।

উপদেশ — হিতবচন, পরামর্শ। শিক্ষা। **উপদেশক** — উপদেশদাতা, উপদেষ্টা। **উপদেশ্য** — উপদেশ দেওয়ার যোগ্য।

উপদ্রব — উৎপাত, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার। ণ. **উপদ্রুত** — উৎপীড়িত।

উপদ্বীপ — যে বিস্তৃত ভূভাগের সীমার অধিকাংশই সমুদ্রবেষ্টিত তাহা। [ঃ ভারত 'উপদ্বীপ'।]

উপধা — (ব্যাকরণে) শেষ বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণ।

উপধাতু — (আয়ুর্বেদে) ধাতু-ঘটিত বিভিন্ন দ্রব্য। (কাঁসা সিঁদুর ইত্যাদি)। শরীর হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন পদার্থ (চুল, নখ, ঘাম, দুধ ইত্যাদি)।

উপনগর — ক্ষুদ্র নগর। নগরের উপকণ্ঠ।

উপনদী — অন্য নদীতে গিয়া পড়ে এমন নদী। ক্ষুদ্র নদী।

উপনয়ন — যজ্ঞসূত্র ধারণের অনুষ্ঠান, পইতা হওয়া।

উপনিবেশ — বিদেশে স্থাপিত বাসভূমি। ণ. **উপনিবিষ্ট, উপনিবেশিত** — যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে এমন।

উপনিষৎ, উপনিষদ্‌ — বেদের শেষাংশ, জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত।

উপনীত — পৌঁছিয়াছে এমন, আগত। যাহার উপনয়ন হইয়াছে এমন।

উপন্যাস — বৃহৎ কাহিনী, নভেল। **উপন্যাসকার** — উপন্যাসরচয়িতা, ঔপন্যাসিক। **উপন্যাসিকা** — ছোট নভেল।

উপপতি — অবৈধ প্রণয়ী। স্ত্রী. **উপপত্নী** — অবৈধ প্রণয়িনী। রক্ষিতা।

উপপাদ্য — ণ. প্রমাণ করিতে হইবে এমন। বি. জ্যামিতির প্রতিপাদ্য বিষয়, theorem.

উপপুরাণ — প্রধান আঠারোটি পুরাণের অতিরিক্ত কয়েকটি পুরাণ। (কালিকা নৃসিংহ ইত্যাদি)।

উপপ্লব — গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা। বিপ্লব।

উপবন — বাগান, উদ্যান।

উপবাস — অনাহার, উপোস। **উপবাসী** — অনাহারে আছে এমন। স্ত্রী. — **উপবাসিনী**।

উপবিধি — মূল আইনের অন্তর্গত অন্য আইন, by-law.

উপবিষ্ট — বসিয়াছে এমন, আসীন। স্ত্রী. — **উপবিষ্টা**।

উপবীত — পইতা, যজ্ঞসূত্র।

উপবেশন — বসা, আসন গ্রহণ। ণ. **উপবেশিত** — বসানো হইয়াছে এমন।

উপভাষা — মূল ভাষার অন্তর্গত কোনও

বিশেষ অঞ্চলের ভাষা।

উপভোক্তা — যে উপভোগ করে, উপভোগকারী। **উপভোগ** — আনন্দের সঙ্গে ভোগ, সম্ভোগ। **উপভোগ্য** — উপভোগের উপযুক্ত।

-উপম — তুল্য বা সদৃশ বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'দেবোপম'।]

উপমন্ত্রী — সহকারী মন্ত্রী, deputy minister.

উপমা — তুলনা, সাদৃশ্য। ণ. **উপমান** — যাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। [ঃ 'মুখচন্দ্র'—'চন্দ্র' উপমান।] **উপমিত** — উপমা বা তুলনা করা হইয়াছে এমন। **উপমেয়** — যাহার তুলনা করা হইয়াছে। [ঃ 'মুখচন্দ্র'—'মুখ' উপমেয়।]

উপযাচক — যে নিজে আসিয়া প্রার্থনা জানায়। প্রার্থী। স্ত্রী. — **উপযাচিকা**। **উপযাচিত** — প্রার্থিত।

উপযুক্ত — যোগ্য, উপযোগী। সমুচিত। সমর্থ। [ঃ 'উপযুক্ত' মেয়ে।] বি. — **উপযুক্ততা**।

উপযোগ — ব্যবহার। ব্যবহারিকতা, utility. **উপযোগিতা** — ব্যবহারের যোগ্যতা। উপকারিতা। ণ. **উপযোগী** — যোগ্য, উপযুক্ত। অনুকূল।

উপর — ণ. উর্ধ্ব, নিম্নের বিপরীত। [ঃ 'উপর' দিক্।] অ. প্রতি। [ঃ তাহার 'উপর' অবিচার।] অতিরিক্ত, ছাড়া। [ঃ ইহার 'উপর'।] বি. উচ্চ স্থান। নিচের বিপরীত দিক। গৃহের উপরের তলা। **উপর-আলা, উপরওয়ালা** — উপরস্থ কর্মচারী, মনিব। **উপর-উপর** — ভাসা-ভাসাভাবে। **উপরা-উপরি** — পর পর। **উপরন্তু** — অধিকন্তু, ইহা ছাড়াও।-

উপরি — উপর। উপরের। [ঃ 'উপরিভাগ'।] **উপরি-উপরি** — পর পর, উপর্যুপরি। অগভীর, ভাসা-ভাসা। **উপরিতন** — উপরে আছে এমন, উর্ধ্বতন। **উপরিভাগ** — উপর দিক। উপরের অংশ। উপরের তল। **উপরিস্থ** — উপরে আছে এমন। উচ্চতন। **উপরিস্থিত** — উপরে আছে এমন।

উপরি, উপুরি — ঘুষ। পারিশ্রমিক বাদে অন্য আয়। ণ. অপ্রধান, অতিরিক্ত। [ঃ 'উপরি' খরচ।]

উপরোক্ত — আগে বা উপরে উল্লিখিত।

উপরোধ — অনুরোধ। সুপারিশ।

উপর্যুপরি — একের উপরে অন্য। পর পর, ক্রমান্বয়ে।

উপল — পাথর, শিলা, প্রস্তর।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য — উদ্দেশ, নিমিত্ত। অপ্রধান লক্ষ্য বা কারণ। কোনও ঘটনাকে কারণ বা লক্ষ্য হিসাবে অবলম্বন।

উপলক্ষণ — সূচনা। উপক্রম। চিহ্ন।

উপলক্ষণা — অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অর্থ প্রকাশের একপ্রকার কৌশল।

উপলক্ষিত — সূচিত। ঈষৎ দৃষ্ট।

উপলব্ধ — গভীরভাবে অনুভূত। জ্ঞাত। প্রাপ্ত। বি. **উপলব্ধি** — গভীরভাবে অনুভব। গভীর অনুভূতির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান।

উপশম — রোগের বা যন্ত্রণার হ্রাস। যন্ত্রণার অবসান। **উপশমক** — যে বা যাহা উপশম করে। **উপশমন** — উপশম করণ। **উপশমিত** — উপশম হইয়াছে এমন। **উপশম্য** — উপশমের যোগ্য।

উপশিরা — ছোট শিরা, সূক্ষ্ম শিরা।

উপশিষ্য — শিষ্যের শিষ্য, অপ্রধান শিষ্য।

উপসংহার — রচনা বা বিবৃতির সমাপ্তি,

শেষ অংশ। ণ. — **উপসংহৃত।**

উপসর্গ — মূল রোগের সঙ্গে আছে এমন অন্য রোগ। রোগের লক্ষণ। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বিষয়। (ব্যাকরণে) প্র পরা অপ ইত্যাদি শব্দাংশ যেগুলি শব্দের আগে যুক্ত হইয়া অর্থ পরিবর্তন করে।

উপসাগর—তিন দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত সাগর। ছোট সাগর, সাগরাংশ।

উপসুন্দ — পুরাণে বর্ণিত এক অসুরের নাম, সুন্দের ভ্রাতা।

উপস্থ — লিঙ্গ বা যোনি।

উপস্থাপক, উপস্থাপয়িতা — প্রস্তাব উত্থাপনকারী, প্রস্তাবক। **উপস্থাপন, উপস্থাপনা** — প্রস্তাবনা। প্রস্তাবের অবতারণা। ণ. **উপস্থাপিত** — প্রস্তাবিত, উত্থাপিত।

উপস্থিত — আসিয়া হাজির। উপনীত। বর্তমান। **উপস্থিতবক্তা** — আগে প্রস্তুত না হইয়া বক্তৃতা দিতে পারে এমন বক্তা। **উপস্থিতবুদ্ধি** — অবস্থার উপযোগী দ্রুত বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ণ. যাহার এইরূপ বুদ্ধি আছে। বি. **উপস্থিতি** — উপস্থিত বা হাজির থাকা। আগমন।

উপস্বত্ব — সম্পত্তি হইতে আয় বা লাভ।

উপহসিত — যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **উপহসিতা।**

উপহার — প্রীতি প্রকাশের জন্য দেওয়া জিনিস, উপঢৌকন।

উপহাস — ঠাট্টা-বিদ্রূপ, পরিহাস। ণ. **উপহাস্য** — উপহাসের যোগ্য। বি. — **উপহাস্যতা।**

উপহৃত — উপহার রূপে প্রদত্ত। [ঃ পুস্তকটি 'উপহৃত' হইল।]

উপাখ্যান — গল্প, কাহিনী। মূল আখ্যানের অন্তর্গত গল্প।

উপাঙ্গ — অঙ্গের অন্তর্গত অন্য অঙ্গ। জৈন শাস্ত্র বিশেষ।

উপাচার্য — আচার্যের সহকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-পরিচালক, vice-chancellor.

উপাত্ত — প্রাপ্ত। বি. যে প্রাপ্ত বা স্বীকৃত বিষয় হইতে অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা হয়, datum.

উপাদান — কোন কিছুর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল বস্তু। উপকরণ।

উপাদেয় — উপভোগ্য। সুস্বাদু।

উপাধান — বালিশ, তাকিয়া।

উপাধি — বংশগত নাম, পদবী। সম্মানসূচক বিশেষণ। **উপাধিক, উপাধিধারী** — উপাধি আছে এমন, উপাধিযুক্ত।

উপাধ্যায় — শিক্ষক, অধ্যাপক। আচার্যের সহকারী বেতনগ্রাহী অধ্যাপক। স্ত্রী **উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী**—নারী উপাধ্যায়। **উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়িনী** — উপাধ্যায়ের পত্নী।

উপানৎ — জুতা, চর্মপাদুকা।

উপান্ত — প্রান্ত, শেষ অঞ্চল, উপকণ্ঠ। ণ. **উপান্ত্য** — উপান্তে অবস্থিত (ব্যাকরণে) অন্ত্যবর্ণের ঠিক পূর্বে অবস্থিত (বর্ণ)।

উপায় — কোন কাজ করিবার রীতি ও কৌশল, পন্থা। রোজগার, আয়। **উপায়ক্ষম** — রোজগার করিতে পারে এমন। **উপায়জ্ঞ** — যে উপায় বা রীতি কৌশল জানে। **উপায়ান্তর** — অন্য উপায়, গত্যন্তর। **উপায়ী** — রোজগার করে এমন। [ঃ 'উপায়ী' ছেলে।]

উপায়ন — উপহার, পুরস্কার।

উপার্জক — যে উপার্জন করে, উপায়ী রোজগারী। **উপার্জন** — রোজগার

আয়। পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্তি। **উপার্জিত** — পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত। [ঃ 'উপার্জিত' ধন; 'উপার্জিত' বিদ্যা।]

উপাসক—যিনি উপাসনা করেন, পূজক। **উপাসনা** — আরাধনা, পূজা। **উপাস্য** — আরাধ্য, পূজ্য। **উপাসিত** — আরাধিত, পূজিত। স্ত্রী. — **উপাসিতা।**

উপাস্থি — শরীরের মধ্যস্থিত হাড়ের মতো অথচ নরম একরকম জিনিস।

উপুড় — ('উবু' দেখ।)

উপুড় — চিতের বিপরীত, উপরের দিক নিচের দিকে রহিয়াছে এমন।

উপেক্ষা — অবহেলা, অযত্ন, অনাদর। অগ্রাহ্য, তাচ্ছিল্যবোধ। ণ. **উপেক্ষণীয়** — উপেক্ষার যোগ্য। যাহাকে উপেক্ষা করা স্ত্রী. — **উপেক্ষিতা।**

উপেন্দ্র — বিষ্ণু। **উপেন্দ্রাণী** — লক্ষ্মী।

উপোস — উপবাস। ণ. উপবাসী। [ঃ 'উপোস' থাকা।] **উপোসী** — উপবাসী।

উপ্ত — বপন করা হইয়াছে এমন।

উবু—পায়ের উপর ভর রাখিয়া বসিয়াছে এমন। [ঃ 'উবু' হইয়া বসা।]

উবুড় — ('উপুড়' দেখ।)

উভ — উভয়। **উভচর** — ('উভয়চর' দেখ।)

উভয় — দুই। দুইজন। **উভয়চর** — জলে ও স্থলে দুই স্থানে বিচরণ করে এমন (প্রাণী)। **উভয়জ** — জলে ও স্থলে দুই স্থানে জন্মে এমন (উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু)। **উভয়তঃ** — দুই দিকে, দুই ভাবে। **উভয়ত্র** — দুই স্থানে। **উভয়সংকট, উভয়সঙ্কট** — দুইটি বিষয়ের যে কোনটিকে অবলম্বন করিলে বিপদ বা ক্ষতি হইবে এমন অবস্থা।

উভরায় — (প্রাচীন পদ্যে) উচ্চরবে।

উমর — বয়স। [আ.]

উমা—হিমালয় ও মেনকার মেয়ে পার্বতী, দুর্গা। **উমাপতি** — শিব, মহাদেব।

উমেদ — আশা। [ফা.] **উমেদার** — প্রার্থী। প্রাপ্তির আশায় আবেদনকারী। **উমেদারি** — সাহায্য ও চাকরি প্রভৃতি পাওয়ার জন্য চেষ্টা, উমেদারের অবস্থা।

উমেশ — উমার স্বামী, শিব।

উরঃ — বুক, বক্ষস্থল।

উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম — বুকে হাঁটে এমন জীব, সাপ। স্ত্রী. — **উরগী, উরঙ্গী, উরঙ্গমী।**

উরত — ('উরুত' দেখ।)

উরস — (পদ্যে) বুক। **উরসিজ, উরোজ** — (বক্ষে জাত) স্তন। **উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ** — বক্ষস্থল রক্ষার জন্য বর্ম।

উরুত — উরু।

উর্ণনাভ, ঊর্ণনাভ — মাকড়সা। **উর্ণা, ঊর্ণা** — পশম, লোম, মাকড়সার সুতা।

উর্দি — কর্মচারীর বা ভৃত্যের নির্দিষ্ট পোশাক।

উর্দু — আরবী-ফারসী শব্দপ্রধান হিন্দী ভাষা। (মূল অর্থ 'শিবিরের ভাষা'।)

উর্বর — উৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন, প্রচুর শস্যাদি জন্মে এমন। বি. — **উর্বরতা।** স্ত্রী. — **উর্বরা।**

উর্বশী — একজন অপ্সরার নাম।

উর্বী — পৃথিবী, ধরণী।

উল — পশম। [ই.]

উলকি—গায়ে ছুঁচ বিঁধিয়া রচিত ছবি।

উলঙ্গ — লেংটা। বি. — **উলঙ্গতা।** স্ত্রী. — **উলঙ্গিনী।**

উলট — ('উলটা' দেখ।)

উলটপালট — আমূল পরিবর্তন।

উলটা, উলটো — বিপরীত। ফিরতি। [ঃ 'উলটা' রথ।] **উলটাপালটা** —

সামঞ্জস্যহীন, গোলমেলে। [ঃ 'উলটা-পালটা' কথা।] ঠিকভাবে নাই এমন।

উলটানো—ক্রি. পরিবর্তন করা। উপরের দিক নিচের দিকে বা সমুখের দিক পেছনের দিকে করা, পালটানো।

উলসানো — ক্রি. উল্লসিত হওয়া। **উলসি'** — (পদ্যে) উল্লসিত হইয়া।

উলু — মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের একরকম মুখধ্বনি।

উলু, উলুখড়, উলুখাগড়া — একরকম ঘাস।

উলুপী — অর্জুনের অন্যতমা পত্নী।

উলূক — পেঁচা। স্ত্রী. — **উলূকী**।

উলেমা — মুসলমান সমাজের পণ্ডিত। [আ. 'আ'লিম্' শব্দের বহুবচন।]

উল্কা — আকাশ হইতে পড়ে এমন একরকম জ্বলন্ত পাথর, meteor. **উল্কাপাত** — আকাশ হইতে উল্কার পতন। **উল্কাপিণ্ড** — উল্কা। **উল্কামুখী** — খেঁকশিয়ালী।

উল্কি — ('উলকি' দেখ।)

উল্লঙ্ঘন — ডিঙানো, লাফাইয়া পার হওয়া। অতিক্রম। **উল্লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘ্য** — ণ. ডিঙানো যাইতে পারে এমন। **উল্লঙ্ঘিত** — ডিঙানো হইয়াছে এমন।

উল্লম্ফ — উপরের দিকে লাফ। **উল্লম্ফন** — লাফাইয়া ডিঙানো।

উল্লম্ব — খাড়া, উপর হইতে নিচে সোজা ভাবে অবস্থিত।

উল্লসিত — অতিশয় আনন্দিত, উৎফুল্ল। বি. **উল্লাস** — অতিশয় আনন্দ। ণ. **উল্লাসী** — উল্লাসযুক্ত, উল্লসিত। স্ত্রী. — **উল্লাসিনী**।

উল্লিখিত — উল্লেখ করা হইয়াছে এমন।

উল্লুক — দেখিতে বানরের মতো কিন্তু লেজ নাই এমন একরকম জন্তু, gibbon. (গালি) নির্বোধ, বোকা।

উল্লেখ — কোনও বিষয় সম্পর্কে উক্তি। **উল্লেখযোগ্য** — উল্লেখের উপযুক্ত।; প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

উল্লোল — প্রকাণ্ড ঢেউ। ণ. দুলিতেছে এমন। [ঃ 'উল্লোল' হিল্লোল।]

উশীর — খশখশ, বেনার মূল।

উশুল — ('উসুল' দেখ।)

উশো — চুনবালির পলস্তারাদি ঘষিয়া সমান করিবার কাঠের যন্ত্র।

উষসী — উষা। [ঃ "উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে 'উষসী'—"।] (সং.) দিবা-শেষ, প্রদোষ।

উষা, উষাকাল — ভোরবেলা।

উষ্কখুষ্ক — ('উশকোখুশকো' দেখ।)

উষ্ট্র — উট। **উষ্ট্রপক্ষী** — উটপাখী।

উষ্ণ — গরম, তপ্ত। ক্রুদ্ধ। বি. — উষ্ণতা। **উষ্ণবীর্য**—তেজস্কর, উত্তেজক। **উষ্ণ প্রস্রবণ**—গরম জল ঝরে এমন ঝরনা।

উষ্ণীষ — শিরোভূষণ। পাগড়ি।

উষ্মবর্ণ — শ ষ স হ এই চারি বর্ণ।

উষ্মা — তাপ। বিরক্তি, ঈষৎ ক্রোধ।

উশকোখুশকো, উসকোখুসকো — এলোমেলো, শুষ্ক ও অপরিচ্ছন্ন, রুক্ষ।

উসকানি — কাহাকেও কোন খারাপ কাজ করিবার জন্য উৎসাহদান, প্ররোচনা।

উসকানো — ক্রি. প্রদীপের জ্বলন্ত সলিতা ঠেলিয়া আগাইয়া দেওয়া। উত্তেজিত বা প্ররোচিত করা। ঈষৎ আঘাত করা বা নাড়িয়া দেওয়া।

উসখুস, উশখুশ—ধৈর্যহীনতার চাপা ও সংকোচপূর্ণ ভঙ্গি। [ঃ 'উসখুস' করা।] খসখস শব্দ।

উসুল — আদায়। [ঃ সুদে আসলে 'উসুল'।] জমা। [আ. ব.সুল।]

উস্তাদ — ('ওস্তাদ' দেখ।)

উহা — ঐ বস্তু বিষয় বা প্রাণী। **উঁহাকে** — (সম্মানে) ঐ ব্যক্তিকে। **উঁহার** — (সম্মানে) ঐ ব্যক্তির।

উহু — বেদনাসূচক শব্দ, উঃ।

উঁহু — অসম্মতিসূচক শব্দ, না।

উহ্যমান — বহা হইতেছে এমন, বাহিত।

ঊ

ঊঢ় — বিবাহিত। স্ত্রী. — **ঊঢ়া**। [ঃ 'নবোঢ়া'।]

ঊন — কম। **ঊনআশী** — ৭৯ সংখ্যা। **ঊনচত্বারিংশ,** — ৩৯-তম। **ঊনচত্বারিংশৎ, ঊনচল্লিশ** — ৩৯ সংখ্যা। **ঊনত্রিশ** — ২৯ সংখ্যা। **ঊনত্রিংশ** — ২৯-এর। ঊনত্রিংশৎ — ২৯, ঊনত্রিশ। **ঊননব্বই** — ৮৯ সংখ্যা। **ঊনপঞ্চাশ** — ৪৯ সংখ্যা। **ঊনবিংশতি** — উনিশ। **ঊনবিংশ, ঊনবিংশতিতম** — উনিশের। **ঊনষষ্টি** — ৫৯ সংখ্যা। **ঊনষষ্টিতম** — ৫৯-এর। ঊনষাট — ৫৯ সংখ্যা। **ঊনসত্তর** — ৬৯ সংখ্যা। **ঊনিশ** — ১৯। **ঊনিশ-বিশ** — প্রায় সমান।

ঊরা — ক্রি. (পদ্যে) আবির্ভূত হওয়া।

ঊরু — জানুর উপরের অংশ, উরুত। **ঊরুস্তম্ভ** — উরুতে ফোড়া।

ঊর্ণনাভ, ঊর্ণা — ('উর্ণনাভ', 'উর্ণা' দেখ।)

ঊর্ধ্ব — উপর। **ঊর্ধ্বগ** — উপরের দিকে যায় এমন। স্ত্রী. — **ঊর্ধ্বগা**। **ঊর্ধ্বতন** — উপরিস্থ। [ঃ 'ঊর্ধ্বতন' কর্মচারী।] **ঊর্ধ্বদৃষ্টি, ঊর্ধ্বনেত্র** —উপরের দিকে চোখ তুলিয়া আছে এমন। বি. উপরের দিকে নিবন্ধ দৃষ্টি বা চক্ষু। **ঊর্ধ্বরেতা, ঊর্ধ্বরেতাঃ** — জিতেন্দ্রিয়, শুক্রক্ষয় করে নাই এমন। **ঊর্ধ্বশ্বাস** — দ্রুত দৌড় ইত্যাদির ফলে দ্রুত প্রবল শ্বাস, হাঁপানো। **ঊর্ধ্বশ্বাসে** — শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায় এমন দ্রুতবেগে। [ঃ 'ঊর্ধ্বশ্বাসে' পলায়ন।]

ঊর্বর — ('উর্বর' দেখ।)

ঊর্বশী, ঊর্বসী — ('উর্বশী' দেখ।)

ঊর্মি — ঢেউ, তরঙ্গ। **ঊর্মিমালী** — সমুদ্র। **ঊর্মিল** — তরঙ্গময়। স্ত্রী. **ঊর্মিলা** — লক্ষ্মণের স্ত্রী।

ঊষর — অনুর্বর। বি. — **ঊষরতা**।

ঊষসী — ('উষসী' দেখ।)

ঊষা — শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী। ('ঊষা' দেখ।)

ঊহ্য — অনুক্ত। উল্লেখ না থাকিলেও অনুমান করা যায় এমন।

ঋ

ঋক্ — বেদমন্ত্র। ঋগ্‌বেদ। [সং. ঋচ্।]

ঋক্থ — ধন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি।

ঋক্ষ — ভালুক। **ঋক্ষমণ্ডল** — সপ্তর্ষি-মণ্ডল, Great Bear.

ঋগ্‌বেদ, ঋগ্বেদ—প্রথম বেদ। **ঋগ্‌বেদী** — ঋগ্‌বেদ অনুসরণ করে এমন। [ঃ 'ঋগ্‌বেদী' ব্রাহ্মণ।] **ঋগ্‌বেদীয়** — ঋগ্‌বেদ সংক্রান্ত।

ঋজু — বাঁকা নয়, সোজা, সরল। বি. — **ঋজুতা, ঋজুত্ব**।

ঋণ — দেনা, ধার। অভাব, অনস্তিত্ব। **ঋণগ্রস্ত** — ঋণী, দেনদার। স্ত্রী. — **ঋণগ্রস্তা**। বি. — **ঋণগ্রস্ততা**। **ঋণাত্মক** — অভাবাত্মক, negative. (তুঃ 'ধনাত্মক'।) **ঋণী** — যে ঋণ করে, দেনদার, খাতক। কৃতজ্ঞ।

ঋত — সত্য। **ঋতম্ভর** — সত্যাশ্রয়ী, যে সত্য পালন করে। বি. বিষ্ণু। স্ত্রী. **ঋতম্ভরা** — সত্যজ্ঞান জন্মায় এমন চিত্তবৃত্তি।

ঋতু — গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদি বছরের ছয়টি বিভিন্ন ভাগ। স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাব। **ঋতুকাল** — স্ত্রীলোকের রজস্বলা অবস্থা। **ঋতুকালীন** — ঋতু-কাল সংক্রান্ত। **ঋতুপতি** — বসন্ত-কাল। **ঋতুমতী** — যে স্ত্রীর ঋতু হইয়াছে, রজস্বলা। **ঋতুরাজ** — বসন্ত ঋতু, বসন্তকাল। **ঋতুস্নান** — ঋতু হইবার পর চতুর্থ দিবসে স্ত্রীলোকের শুচি স্নান।

ঋত্বিক — পুরোহিত। [সং. ঋত্বিজ্।]

ঋদ্ধ — সম্পদ্‌যুক্ত, সমৃদ্ধ। স্ত্রী. — **ঋদ্ধা**। **ঋদ্ধি** — সম্পদ্। সৌভাগ্য।

ঋভু — দেবতা। দেবযোনি বিশেষ।

ঋষভ — বৃষ। জৈনদের প্রথম গুরু। সঙ্গীতের স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর, রে। ('শ্রেষ্ঠ' অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়; যেমন, 'ভরতর্ষভ')। **ঋষভধ্বজ** — শিব।

ঋষি—মুনি। শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। বেদমন্ত্ররচয়িতা। বাঙ্গালী মুচীর জাতি বিশেষ। **ঋষিকল্প** — ঋষির মতো। **ঋষিপ্রোক্ত** — ঋষি বলিয়াছেন এমন, ঋষির দ্বারা উক্ত। **ঋষিশ্রাদ্ধ** — আড়ম্বরসার ব্যাপার।

ঋষ্টি — গ্রহদোষ।

ঋষ্য — সাদা ফুটকিওয়ালা একরকম হরিণ। **ঋষ্যমূক** — দক্ষিণ ভারতীয় একটি পর্বতের নাম। **ঋষ্যশৃঙ্গ** — একজন মুনির নাম, দশরথের বন্ধু-কন্যা শান্তার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

এ

এ — ইহা, এই। এই ব্যক্তি। **এই** — সম্মুখস্থ, নিকটস্থ। নির্দিষ্ট। [ঃ 'এই' দিনে।] সম্বোধনসূচক শব্দ। [ঃ 'এই,' এদিকে আয়।] ভয় বিস্ময় আনন্দ প্রভৃতি সূচক শব্দ। [ঃ 'এই'রে! 'এই' তো!] **এ-ও-তা** — নানারকম জিনিস।

এঃ — ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ।

এওজ, এয়োজ—প্রতিনিধি, যে পরিবর্তে কাজ করে। [আ. ইব্‌জ.।]

এক — প্রথম সংখ্যা, ১। অনিশ্চয়তাসূচক শব্দ। [ঃ 'এক' রাজা; ঃ 'এক' দিন।] সমগ্র, অখণ্ড, আস্ত। মিলিত। [ঃ 'এক' হও।] **এক-আধটা, এক-আধটুকু** — সামান্য। **এক গা** — সর্বাঙ্গময়, দেহ-ময়। **এক গাল** — গালভরা। **একে** — অ. প্রথমত। [ঃ 'একে' শীত তায় বৃষ্টি।] সর্ব. ইহাকে, এই ব্যক্তিকে। **একে একে** — এক এক করিয়া, পর পর। [ঃ 'একে একে' নিবিছে দেউটি।]

একক — একাকী। সংখ্যার ডান দিকের প্রথম অঙ্ক। (তুঃ 'দশক,' 'শতক'।) যে নির্দিষ্ট মাত্রাকে প্রাথমিক পরিমাণ হিসাবে ধরা হয়, unit.

এককাল — এক সময়। প্রাচীন কাল। [ঃ 'এককালে' এই প্রথা ছিল।] ভাবী-কাল। ['এককালে' তাই হবে।] ণ. **এককালীন** — একবারে। এক সময়ের।

একখানা, একখানি — একটি।

একগুঁয়ে — গোঁ ছাড়ে না এমন, এক-রোখা, জিদী, যুক্তিহীন। বি. — **একগুঁয়েমি**।

একঘরে — সামাজিক সম্পর্ক ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত, সমাজচ্যুত।

একঘেয়ে — বৈচিত্র্যহীন। একটানা। বি. — **একঘেয়েমি**।

একচত্বারিংশ — ৪১ সংখ্যার পূরক। **একচত্বারিংশৎ** — ৪১ সংখ্যা। **একচল্লিশ** — ৪১ সংখ্যা।

একচালা — একটি মাত্র চাল আছে এমন ঘর।

একচুল — অতি সামান্য, লেশমাত্র।

একচেটিয়া, একচেটে — একের অধীন, একের আয়ত্ত। [ঃ 'একচেটে' ব্যবসায়।]

একচোখা, একচোখো — পক্ষপাতদুষ্ট। বি. **একচোখামি, একচোখোমি** —পক্ষপাতিত্ব।

একচোট — এক দফা। এক দফায় প্রচুর রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ। [ঃ 'একচোট' নেওয়া।]

একচ্ছত্র — একরাজার অধীন। সর্বময়। [ঃ 'একচ্ছত্র' অধিকার।] সর্বোচ্চ, সকলের উপর আধিপত্য করেন এমন। [ঃ 'একচ্ছত্র' সম্রাট।]

একছুট — একখানি মাত্র বস্ত্র-পরিহিত অবস্থা। একটানা দৌড়।

একজাই — নিরন্তর, বারবার। একত্র। তালিকাভুক্ত। বি. মোট হিসাব।

একজামিন — শিক্ষণীয় বিষয় ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির পরীক্ষা। [ই. examination.]

একজিবিশন — প্রদর্শনী, দেখাইবার জন্য বিভিন্ন বস্তুর সংগ্রহশালা। [ই. exhibition.]

একজোট — দলবদ্ধ, মিলিত।

একজ্বর — একটানা জ্বর। ণ. **একজ্বরী** — ছেদহীন বা একটানা জ্বরে ভুগিতেছে এমন।

একটা, একটি — একসংখ্যক। [ঃ 'একটি' পয়সা।] অনির্দিষ্ট কোনও। [ঃ 'একটি' লোক।] (তাচ্ছিল্যে 'একটা' এবং সম্মান যত্ন ও দরদ বুঝাইতে 'একটি' ব্যবহৃত হয়।)

একটানা — ছেদহীন, বিরামহীন, এক-নাগাড়। [ঃ 'একটানা' বৃষ্টি।]

একটিনি — অস্থায়ী, acting (কর্ম-চারী)। বি. ঐ অস্থায়ী কাজ।

একটু, একটুকু, একটুকুন — অতি সামান্য, অতি অল্প পরিমাণ, ঈষৎ।

একতন্ত্র — একের শাসন, monarchy, dictatorship. ণ. — **একতান্ত্রিক**।

একতন্ত্রী — একটি তারবিশিষ্ট। এক-মতাবলম্বী। একতন্ত্রে বিশ্বাসী বা একতন্ত্র সংক্রান্ত, একতান্ত্রিক।

একতম — বহুর মধ্যে এক, অন্যতম। স্ত্রী. — **একতমা**।

একতরফা — কেবল এক পক্ষের মতামত শুনিয়াই (বিচার), exparte.

একতলা — একতল আছে এমন। [ঃ 'একতলা' বাড়ি।]

একতা — ঐক্য, মিলিত অবস্থা। অদ্বিতীয়তা।

একতান — একই সুরবিশিষ্ট। সমস্বর।

একতারা — একটিমাত্র তার আছে এমন বাদ্যযন্ত্র।

একতালা — সংগীতের একরকম তাল।

একত্র — একস্থানে মিলিত। একস্থান। **একত্রিত** — একত্র মিলিত হইয়াছে বা মিলিত করা হইয়াছে এমন।

একত্রিংশ — ৩১ সংখ্যার পূরক। [ঃ 'একত্রিংশ' অধ্যায়।] **একত্রিংশৎ, একত্রিশ** — ৩১ সংখ্যা।

একত্ব — একের ভাব। ঐক্য। অভেদ।

একদম — একেবারে, পুরোপুরি। আদৌ। [ঃ 'একদম' আসেনি।]

একদা — কোনও এক সময়ে।

একদৃষ্টি — অপলক চোখ। ণ. অপলক চোখে তাকাইয়া আছে এমন। **একদৃষ্টে** — একদৃষ্টিতে।

একদেশ — একটি অংশ। **একদেশদর্শিতা** —এক দিক দেখা, পক্ষপাত। ণ. **এক-দেশদর্শী** — একচোখা, পক্ষপাতদুষ্ট। স্ত্রী. — **একদেশদর্শিনী**।

একনবতি — একানব্বই, ৯১ সংখ্যা। **একনবতিতম** — ৯১ সংখ্যার পূরক, একানব্বইয়ের।
একনলা — একটি নল আছে এমন। [ঃ 'একনলা' বন্দুক।]
একনাগাড় — একটানা।
একনায়ক—যাঁহার একার নির্দেশ বা ইচ্ছা অনুসারে দেশের শাসনব্যবস্থা চলে, dictator. **একনায়কত্ব** — একনায়কের পদ বা ভাব, dictatorship. **একনায়কতন্ত্র** — একনায়ক-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। **একনায়কতন্ত্রী** — একনায়কতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতায় বা উপযোগিতায় বিশ্বাসী। একনায়কতন্ত্র অনুসারে।
একনিষ্ঠ — একটি বিষয়ে বা ব্যক্তিতে অনুরাগী। বি.—**একনিষ্ঠতা, একনিষ্ঠা।**
একপত্নীক—যাহার একটি মাত্র স্ত্রী আছে। বি. — **একপত্নীকতা।**
একপুরুষ — এক ব্যক্তির জীবনকাল। ণ. **একপুরুষে** — এক ব্যক্তির জীবনকালে হইয়াছে এমন। [ঃ 'একপুরুষে' বড়লোক।]
একপেট — পেটে যতোখানি ধরে ততোখানি। [ঃ 'একপেট' খাওয়া।]
একপেশে — পক্ষপাতদুষ্ট। কাত।
একবচন — (ব্যাকরণে) একটি মাত্র বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি বুঝায় এমন রূপ।
একবস্ত্র — একখানি কাপড় মাত্র যাহার সম্বল এমন। স্ত্রী. — **একবস্ত্রা।**
একবাক্য — একমত। ক্রি.-ণ. **একবাক্যে** — সকলের সম্মতিক্রমে।
একবিংশ — ২১ সংখ্যার পূরক, একুশের। **একবিংশতি** — ২১ সংখ্যা। **একবিংশতিতম** — ২১-এর।.
একমত — মতের মিল আছে এমন।
একমন — যাহাদের মনের মিল আছে এমন, অতীব ঘনিষ্ঠ।
একমনা — মনোযোগী, একাগ্রচিত্ত।
একমুখ — মুখে যতোখানি ধরে ততোখানি, একগাল। [ঃ 'একমুখ' খাবার।]
একমেটে—যাহাতে একবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। অর্ধনির্মিত।
একরকম — ভালোও নয় মন্দও নয় এমন, মাঝামাঝি। পার্থক্য নাই এমন।
একরত্তি — খুব সামান্য। খুব ছোট।
একরার — স্বীকৃতি, কবুল। [আ. ইক্‌রার।] **একরারনামা** — স্বীকার-পত্র।
একরূপ — ('একরকম' দেখ।)
একরোখা — একগুঁয়ে, গোঁয়ার। কেবল একপিঠে নকশা আছে এমন (কাপড়)।
একল — একক, একাকী। **একলসেঁড়ে** — একাকী থাকিতে ভালোবাসে এমন।
একলা — একাকী।
একশা — একরকম। একাকার।
একশিরা — একরকম রোগ যাহাতে অণ্ডকোষের একদিক ফুলিয়া উঠে।
একশেষ — চরম অবস্থা। [ঃ লাঞ্ছনার 'একশেষ'।]
একষষ্টি — ৬১। একসপ্ততি — ৭১।
একহাত — এক দফায় রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ। [ঃ 'একহাত' নেওয়া।] একহাত পরিমিত। একবার, এক দফা। [ঃ 'একহাত' খেলা।]
একহারা — ছিপছিপে, রোগা। [ঃ 'একহারা' গড়ন।]
একা — একলা, একাকী।
একাকার — পার্থক্যরহিত, একশা।
একাকী — একলা। স্ত্রী. — **একাকিনী।**
একাগ্র — একনিষ্ঠ, একই বিষয়ে আসক্ত। বি. — **একাগ্রতা।**
একাঘ্নী — একজনকে মারিবার উপযোগী

পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ। মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের বিখ্যাত অস্ত্র।

একাত্তর — ৭১ সংখ্যা।

একাত্ম — যাহাদের আত্মা এক এমন, অভিন্নহৃদয়। বি. **একাত্মতা** — এক-প্রাণ একমন এইরূপ ভাব। **একাত্মবাদ** — এক ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নাই এই মতবাদ। ণ. — **একাত্মবাদী** — একাত্ম-বাদে বিশ্বাসী। **একাত্মবোধ** — অভিন্ন-তার চেতনা, গভীর সম্পর্কের ভাব, অভিন্নহৃদয়তা। **একাত্মা** — একমন, একপ্রাণ, অভিন্নহৃদয়।

একাদশ — এগারো, ১১। এগারোর। ['একাদশ' পরিচ্ছেদ।] স্ত্রী. **একাদশী** — তিথির নাম। ঐ তিথিতে পালিত ব্রত। একাদশবর্ষীয়া। একাদশস্থানীয়া।

একাদিক্রমে — প্রথম হইতে পর পর, ক্রমাগত।

একাধার — বি. একই পাত্র। **একাধারে** — একই সঙ্গে, মিলিতভাবে। [ঃ 'একা-ধারে' কবি ও শিল্পী।]

একাধিক — একের বেশি। অনেক।

একাধিকার — একচেটে অধিকার, monopoly.

একাধিপত্য — কেবল একের প্রভুত্ব। সর্ব-ময় কর্তৃত্ব।

একান্ত—অত্যন্ত, নিতান্ত। বি. নিরালা। [ঃ 'একান্তে' বসি।] **একান্ত সচিব** — নিজস্ব বা খাস সেক্রেটারি, private secretary.

একান্তর — একটির পর একটি বাদ দিয়া অবস্থিত, alternate.

একান্ন — ৫১ সংখ্যা।

একান্ন — একত্র রন্ধনের ব্যবস্থা। [ঃ 'একান্নে' থাকা।] ণ. **একান্নবর্তী** — একত্র রন্ধনের ব্যবস্থায় আছে এমন। [ঃ 'একান্নবর্তী' পরিবার।] বি. — **একান্নবর্তিতা।**

একাবলী—একনরী হার। একরকম ছন্দ।

এ-কার — এ স্বরধ্বনি সূচক চিহ্ন, ে।

একার্থ — একই অর্থ, একই ভাব। ণ. একই-অর্থসূচক। **একার্থক, একার্থ-বোধক** — একই অর্থ বা ভাব প্রকাশ করে এমন।

একাশি, একাশী — ৮১ সংখ্যা। [সং. একাশীতি।] **একাশীতি** — একাশি বা একাশি সংখ্যক। **একাশীতিতম** — ৮১-র, একাশি সংখ্যার পূরক।

একাসন — বি. একমাত্র আসন। ণ. আসন পরিবর্তন করে নাই এমন।

একাহার — একবেলা খাওয়া। **একাহারী** — এক বেলা মাত্র খায় এমন।

একীকরণ — সমান করণ। মিলিত করণ। ণ. — **একীকৃত।**

একীভবন — সমান বা একাকার হওয়া। **একীভাব** — একরূপ হওয়া, মিলন। **একীভূত** — ণ. মিলিত। একই আকার-প্রাপ্ত।

একুনে — মোট, সবসুদ্ধ।

একুশ — ২১ সংখ্যা। **একুশে** — মাসের একুশ তারিখ বা তারিখে।

একে — ('এক' দেখ।)

এঁকে, এঁদের, এঁর, এঁরা—('ইনি' শব্দের বিভিন্ন রূপ।)

একেবারে — একদম, আদৌ। [ঃ 'একে-বারে' আসে নি।] সম্পূর্ণরূপে। [ঃ 'একেবারে' দান করা।]

একেশ্বর — একমাত্র ঈশ্বর। **একেশ্বরবাদ** — ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এইরূপ মত। **একেশ্বরবাদী** — একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

একো — আখ হইতে তৈরী। [ঃ 'একো'

গড়ু।]

একোদ্দিষ্ট—একের উদ্দেশে কৃত (শ্রাদ্ধ)। বি. বাৎসরিক শ্রাদ্ধ।

একোন — এক উন বা কম এমন।

এক্কা — দুইচাকাওয়ালা একরকম ঘোড়ার গাড়ি। [হি. এক্‌কা।]

এক্তিয়ার — ('এখ্তিয়ার' দেখ।)

এক্ষণ — এই মুহূর্ত, এই সময়, এখন। **এক্ষণে** — এই সময়ে।

এক্স্‌চেঞ্জ — বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিময়। মুদ্রা বিনিময়। ঐরূপ বিনিময় হইবার কার্যালয়। [ই. exchange.]

এখ্তিয়ার — ক্ষমতা, অধিকার। ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট সীমা। [আ. ইখ্‌তিয়ার্।]

এখন — এই সময়। এই সময়ে। এই অবস্থায়। গল্পে 'কিন্তু' 'তারপর' ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'এখন,' রাজা ছিলেন অন্ধ।] **এখনই** — অবিলম্বে, এই মুহূর্তে। **এখনও** — বর্তমান সময়েও। ইহার পরেও। [ঃ 'এখনও' কি তুমি অস্বীকার করবে?] **এখনকার** — বর্তমান সময়ের। আধুনিক। **এখন-তখন** — মরে মরে এমন (অবস্থা)।

এখান — এই জায়গা, এই স্থান। **এখানকার** — এই জায়গার, এখানের।

এখো — ('একো' দেখ।)

এগজামিন — ('একজামিন' দেখ।)

এগনো — অগ্রসর হওয়া, সম্মুখে যাওয়া।

এগার, এগারো — দশের পরের সংখ্যা, ১১। **এগারই, এগারোই** — মাসের এগারো তারিখ বা তারিখে।

এঁচড় — ('ইঁচড়' দেখ।)

এজন্য, এজন্যে — এই কারণে, ইহার জন্য।

এজমালি — একাধিক ব্যক্তির অধিকার-ভুক্ত, যৌথ। [ঃ 'এজমালি' সম্পত্তি।] [আ. ইজ্‌মাল্।]

এজলাস—আদালত, কাছারি, বিচারালয়। [ফা. ইজলাস্।]

এজাহার — সাক্ষ্য। বিবৃতি। [আ. ইজ্‌হার।]

এজেণ্ট — প্রতিনিধি। দালাল। প্রধান কর্মচারী। [ই. agent.]

এজেন্সি—প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার। এজেণ্টের কাজ। এজেণ্ট বা প্রতি-নিধির দ্বারা শাসিত অঞ্চল। [ই. agency.]

এঞ্জিন — ('ইঞ্জিন' দেখ।)

এঞ্জিনিয়র — ('ইঞ্জিনিয়ার' দেখ।)

এটর্নি — মোকদ্দমার ভারপ্রাপ্ত উকিল, আম মোক্তার। এক শ্রেণীর আইন-জীবী। [ই. attorney.]

এটা, এটি — এই জিনিস। (স্নেহার্থে বা তুচ্ছার্থে) এই ব্যক্তি। [ঃ 'এটি' কার ছেলে?] **এটা-ওটা** — নানারকমের জিনিস।

এঁটেল — আঁটালো, শক্ত (মাটি)।

এঁটো — খাইবার পরে অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট।

এডভান্স্ — ('অ্যাডভান্স' দেখ।)

এডভোকেট — উচ্চ আদালতের উকিল, advocate.

এড়া — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) অস্ত্রাদি ছাড়া, নিক্ষেপ করা।

এড়ানো — ক্রি. পাশ কাটাইয়া যাওয়া। ধরা না দেওয়া। জড়িত না হওয়া। বি. অবহেলা। বর্জন।

এডিটর, এডিটার — সম্পাদক, editor. **এডিটরি** — এডিটরের কাজ।

এডিশন — সংস্করণ, edition.

এঁড়ে — অণ্ডযুক্ত, মর্দা। [ঃ 'এঁড়ে'

বাছুর।] বি. রোগ বিশেষ। [ঃ 'এ'ড়ে' লাগা।]

এণ্ডী — (এরণ্ডপত্রভোজী কীট হইতে উৎপন্ন) একরকম রেশম।

এত — এই পরিমাণ। এই সংখ্যক। এমন বেশি। [সং. এতদ্।]

এতৎ, এতদ্ — ইহা। [ঃ 'এতদ্দ্বারা'।] এই। [ঃ 'এতদ্দেশীয়'।]

এতদতিরিক্ত — ইহা ছাড়া, ইহা অপেক্ষা বেশী।

এতদবস্থা — এই অবস্থা।

এতদুদ্দেশ্য — এই উদ্দেশ্য, এই মতলব, এইরূপ অভিপ্রায়।

এতদ্দেশ — এই দেশ, এই অঞ্চল। **এতদ্দেশীয়** — ণ. এই দেশের বা অঞ্চলের।

এতদ্রূপ — এইরূপ।

এতদ্ব্যতীত — ইহা ছাড়া, ইহা ব্যতীত।

এতহু —(প্রাচীন কবিতায়) এই সমস্ত।

এতাদৃশ — এইরকম। স্ত্রী.—**এতাদৃশী**।

এতাবৎ — এই পরিমাণ। এই পর্যন্ত।

এতিম — পিতামাতাহীন, অনাথ। [আ. য়তীম।] **এতিমখানা** — অনাথাশ্রম।

এতেক — (পদ্যে) ইহা। এইটুকু।

এতো — ('এত' দেখ।)

এত্তালা, এত্তেলা — সংবাদ, খবর। বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ। [আ. ইৎতলা।]

এথা — (কবিতায়) এইখানে।

এদিক্, এদিক — এই দিক। এই অঞ্চল। এই বিষয়। [ঃ 'এদিক' হইতে বিচার করিলে।] **এদিক-ওদিক** — চারিদিক, বিভিন্ন দিক। **এদিক-ওদিক করা** — ইতস্তত করা। ইতস্তত ঘোরা। **এদিকে** — এইখানে। এই পাশে। ইতিমধ্যে। অন্যপক্ষে।

এদ্দিন — এতদিন।

এধার — এই দিক্, এই স্থান। [হি. ইধর্।]

এন্‌কোর — অভিনয় নৃত্যগীত ইত্যাদি পুনরায় দেখাইবার বা শোনাইবার জন্য অনুরোধ। বাহবা। [ফ. encore.]

এনামেল — ('ইনামেল' দেখ।)

এনু — এলাম, আসিলাম।

এণ্ট্রান্স, এণ্ট্রেন্স, এণ্ট্র্যান্স — প্রবেশিকা পরীক্ষা। [ই. Entrance Examination.]

এন্তার — অজস্র, দেদার, খুশিমত। [ঃ 'এন্তার' দাও।] [পো. entaro.]

এপাশ — এদিক। **এপাশ-ওপাশ** — ছটফট, অস্বস্তিবোধ।

এপ্রিল — ইংরেজি বছরের চতুর্থ মাস। [ই. April.]

এফ্.-এ. — এন্ট্রান্সের পরবর্তী পরীক্ষা। [ই. F. A. = First Arts.]

এফিডেভিট — শপথ সহ বিবৃতি। [ই.]

এফোঁড়-ওফোঁড় — একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত ফোঁড়া হইয়াছে এমন।

এবং — আর, ও। (সাধারণতঃ দুই বাক্যাংশের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।)

এবড়োখেবড়ো — অসমতল, উঁচুনীচু।

এবম্ — এই, এমন। [ঃ 'এবম্প্রকার'।] **এবম্প্রকার, এবম্বিধ** — এইরকম।

এবার — এই দফায়। এখন। **এবারকার** — এইবারের।

এবে — (পদ্যে) এখন, এক্ষণে।

এমত — এমন, এইরূপ।

এমন — এইরকম। এতো। **এমনটি** — এইরকম জিনিস বা ব্যাপার। [ঃ 'এমনটি' দেখি নাই।] **এমন কি** — অপরের বা অন্য বস্তুর কথা কি। তাহা ছাড়া ইহা-ও। [ঃ ঝড়বৃষ্টি তো আছেই, 'এমন কি' বরফ-ও।] **এমনতর, এমনতরো** — এরকম। **এমনি, এম্‌নি** —

এমনই। এইরকমই।

এম. এ., এম. এস্‌সি. — স্নাতকোত্তর উপাধিবিশেষ। [ই. M. A. = Master of Arts, M. Sc. = Master of Science.]

এম. বি. — চিকিৎসাবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিশেষ। [ই. M. B. = Bachelor of Medicine.]

এম. এল. এ. — প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্য। [ই. M. L. A. = Member of the Legislative Assembly.]

এম. এল. সি. — প্রাদেশিক বিধান পরিষদের সদস্য। [ই. M. L. C. = Member of the Legislative Council.]

এম. পি. — পার্লামেন্টের সদস্য। [ই. M. P. = Member of the Parliament.]

এযাত্রা — এইবার, এই বিপদে।

এযাবৎ — এতোদিন পর্যন্ত।

এয়ো — সধবা। **এয়োত, এয়োতি** — সধবার অবস্থা বা লক্ষণ। **এয়োতী** — এয়ো স্ত্রী।

এর — ইহার। **এ'র** — ই'হার।

এরণ্ড — রেড়ি, ভেরেণ্ডা।

এরারুট — একরকম মূল হইতে তৈরী পালো। [ই. arrowroot.]

এরূপ — এমন, এইরূপ।

এরে — ইহাকে, ইহারে।

এলবার্ট — টেরি ও জুতার একরকম ঢং।

এলা — এলাচ ও এলাচের গাছ।

এলাকা — সীমা। অধিকারভুক্ত স্থান।

এলাচ, এলাচি — একরকম মসলা।

এলানো — শিথিলভাবে মেলিয়া দেওয়া। ণ. শিথিলভাবে মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। শিথিল ও দুর্বলভাবে শায়িত।

এলাহী — ('ইলাহী' দেখ।)

এলেম — বিদ্যা। নৈপুণ্য। [আ. ইল্‌ম্‌।]

এলেমবাজ — দক্ষ, নিপুণ। চতুর।

এলো — এলানো, আলগাভাবে মেলা। আলগা। অসংলগ্ন, অসংবদ্ধ।

এলোকেশ — খোলা চুল। ণ. যাহার চুল খোলা আছে এমন। স্ত্রী. — **এলোকেশী**।

এলোপাভাড়ি — যেখানে-সেখানে, লক্ষ্যশূন্যভাবে। [ঃ 'এলোপাতাড়ি' মার।]

এলোপ্যাথ — এলোপ্যাথি অনুসারে চিকিৎসা করেন এমন ডাক্তার। [ই. alopath.] **এলোপ্যাথি** — একরকম আধুনিক চিকিৎসা প্রণালী। [ই. alopathy.]

এলোমেলো — অসংলগ্ন। শৃঙ্খলাহীন।

এষণা, এষা — ইচ্ছা। সন্ধান।

এসপার-ওসপার— শেষ মীমাংসা, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। হয় ভালো নয় মন্দ।

এসরাজ, এসরার — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। [আ. ইস্‌রার।]

এসিড — ('অ্যাসিড' দেখ।)

এসেন্স — সুগন্ধি আরক। [ই.]

এহেন — এইরকম, এমন।

ঐ — নির্দেশসূচক শব্দ। (দূরস্থ বস্তু বিষয় বা ব্যক্তিকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।)

ঐকতান — মিলিত বাদ্য।

ঐকমত্য — মতের মিল ও অভিন্নতা।

ঐকাত্ম্য — একাত্মার ভাব, অভেদত্ব।

ঐকান্তিক — ণ. গভীর, প্রগাঢ়। একাগ্র। আন্তরিক। বি. — **ঐকান্তিকতা**।

ঐক্য — একতা। অভিন্নতা। সঙ্ঘবদ্ধতা।

ঐচ্ছিক — ইচ্ছা অনুযায়ী, ইচ্ছাধীন। (তুঃ 'আবশ্যিক'।)

ঐছন — (প্রাচীন পদ্যে) ঐরকম। **ঐছনে, ঐছে** — (প্রাচীন পদ্যে) ঐরূপে।

ঐতরেয় — ইতরাপুত্র জনৈক ঋষি। ঐ ঋষিকৃত বেদের অংশ বিশেষ।

ঐতিহাসিক — ইতিহাস সংক্রান্ত। ইতিহাসখ্যাত। ইতিহাসসম্মত। ইতিহাসে পণ্ডিত। বি. ইতিহাসকার। **ঐতিহাসিকতা** — ঐতিহাসিক সত্যতা।

ঐতিহ্য — পরম্পরাগত সংস্কার ও সংস্কৃতি। [ঃ জাতীয় 'ঐতিহ্য'।]

ঐন্দ্র — ইন্দ্র সংক্রান্ত।

ঐন্দ্রজালিক — ণ. ইন্দ্রজাল বা জাদু সংক্রান্ত। বি. জাদুকর।

ঐরাবত — সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী।

ঐরূপ — ঐরকম, ঐপ্রকার। **ঐরূপে** — ঐভাবে।

ঐশ, ঐশিক — ঈশ্বরদত্ত। ঐশ্বরিক। স্ত্রী. — **ঐশী**। [ঃ 'ঐশী' শক্তি।]

ঐশ্বরিক — ঈশ্বর সংক্রান্ত। ঈশ্বরদত্ত।

ঐশ্বর্য — বিপুল ধনসম্পত্তি। মহামূল্যবান্ বস্তু। যোগলব্ধ শক্তি। ঈশ্বরত্ব। **ঐশ্বর্যবান্** — ঐশ্বর্যের অধিকারী। **ঐশ্বর্যশালী** — ঐশ্বর্যবান্। স্ত্রী. — **ঐশ্বর্যশালিনী**।

ঐহিক — পার্থিব, ইহলোক সংক্রান্ত। (তুঃ 'পারত্রিক'।)

ও

ও — সে, উহা। নির্দেশক শব্দ। [ঃ 'ও' লোকটি; ঃ 'ও' বললে।] সম্বোধন সূচক শব্দ। [ঃ 'ও' ভাই!] মনে পড়িয়াছে বা বোঝা গিয়াছে বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'ও', সে অনেক দিনের কথা। ঃ 'ও', তাই বলো!] আর। [ঃ সে 'ও' আমি।] সেই সঙ্গে, অধিকন্তু, আবার। [ঃ বলব-'ও' শুনব-'ও'; ঃ তাকে-'ও' ডেকো।] মাত্র, পর্যন্ত, এমন কি। [ঃ কাহাকে-'ও' বলিও না; ঃ মুখে-'ও' আনিও না।] অনির্দিষ্ট এই অর্থে। [ঃ কাহাকে-'ও' দিও।]

ওই —নির্দেশক শব্দ, ঐ।

ওঃ — বিস্ময় বেদনা ইত্যাদিসূচক শব্দ।

ওঁ, ওম্ — প্রণব, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বাচক শব্দ। **ওঁকার, ওংকার, ওঙ্কার** — ওঁ ধ্বনি বা অক্ষর।

ওকড়া — এক রকম ছোট গুল্মজাতীয় গাছ।

ওকালতনামা — উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগের পত্র, power of attorney.

ওকালতি—উকিলের কাজ। অপরের পক্ষ লইয়া কিছু বলা।

ওকে, ওদের, ওর, ওরা — ('ও' শব্দের বিভিন্ন রূপ।) **ও'কে, ও'দের, ও'র, ও'রা** — ('উনি' শব্দের বিভিন্ন রূপ।)

ওখদ — (প্রাচীন প্রয়োগ) ঔষধ।

ওখান — ঐস্থান। **ওখানকার** — ঐ স্থানের।

ওগরানো — ('উগরানো' দেখ।)

ওগো—সম্বোধনসূচক শব্দ। (সাধারণতঃ প্রিয়জন সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।)

ওঁচা, ওঁছা — বাজে, খেলো, নিকৃষ্ট।

ওজঃ — তেজ, শক্তি। [সং. ওজস্।]

ওজন — মাপ। গুরুত্ব। মর্যাদা। [আ. ব.জন।]

ওজর — আপত্তি। অজুহাত। [আ. উজর্।]

ওজস্বিতা — শক্তিমত্তা, তেজস্বিতা। **ওজস্বী** — শক্তিশালী, তেজস্বী। স্ত্রী. **ওজস্বিনী**। [ঃ 'ওজস্বিনী' ভাষা।]

ওজু—নমাজাদির পূর্বে হাতমুখ ধোয়া।

ওজোগুণ — রচনাদির উদ্দীপনশক্তি বৃদ্ধি করে এমন বৈশিষ্ট্য বা গুণ।

ওজোন — বাতাসের একরকম স্বাস্থ্যকর উপাদান। [ই. ozone.]

ওঝা — যে মন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা করে, রোজা। [সং. উপাধ্যায়।]

ওঠা — ক্রি. উত্থিত হওয়া, উপরে যাওয়া। চড়া। ঘুম হইতে জাগা। অবস্থান্তর পাওয়া। [ঃ রাগিয়া 'ওঠা'।] খসিয়া পড়া। [ঃ চুল 'ওঠা'।] গজানো, বাহির হওয়া। [ঃ গোঁফ 'ওঠা'।] লোপ পাওয়া [ঃ কারবার 'ওঠা'।] নির্মিত হওয়া। [ঃ বাড়ি 'ওঠা'।] লিখিত হওয়া। [ঃ নাম 'ওঠা'।] উত্থাপিত হওয়া। [ঃ প্রস্তাব 'ওঠা'।] ক্ষয় পাওয়া। [ঃ রং 'ওঠা'।] বাসস্থান ত্যাগ করা। প্রথম আমদানী হওয়া। [ঃ বাজারে 'ওঠা'।] বিঃ উত্থান। নিদ্রাভঙ্গ। ণ. উত্থিত। স্খলিত।

ওঠানো — ক্রি. উপরে তোলা। জাগানো। তুলিয়া দেওয়া। বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করা। লিপিবদ্ধ করানো। উত্থাপিত করানো। নির্মাণ করানো। নিশ্চিহ্ন বা লোপ করানো।

ওড়না — মেয়েদের উত্তরীয়। [ঃ সং. অববেষ্টন।]

ওড়ব — পাঁচটি সুরের সম্যক্ প্রকাশ হয় এমন রাগ।

ওড়া — ক্রি. শূন্যে ভাসিয়া চলা। দ্রুতবেগে যাওয়া। অদৃশ্য হওয়া। উবিয়া যাওয়া। বিস্ফোরণের ফলে বিধ্বস্ত হওয়া। উচ্ছৃ-ঙখল ও অপব্যয়ী হওয়া। [ঃ লোকটা খুব 'উড়ছে'।] বি. উড্ডয়ন।

ওড়ানো — ক্রি. শূন্যে বা আকাশে ভাসানো। আকাশে চালানো। বিস্ফোরক দিয়া **ধ্বংস করা**। অপব্যয় বা নষ্ট করা। বি. উড্ডীন করণ। অপব্যয়।

ওডিকোলন — (কোলোন শহরে প্রস্তুত জল) একরকম সুগন্ধ সুরাসার। [ফ. eau de cologne.]

ওড়িয়া — ('উড়িয়া' দেখ।)

ওড্র — উড়িষ্যা, উৎকল দেশ। **ওড্রদেশীয়** — উড়িয়া, উড়িষ্যা সংক্রান্ত।

ওৎ, ওত — আক্রমণের উদ্দেশ্যে গোপনে প্রতীক্ষা। [ঃ 'ওত' পাতা।]

ওতপ্রোত — পরিব্যাপ্ত। [ঃ 'ওতপ্রোত' ভাবে থাকা।]

ওদিক্, ওধার — ঐদিক, ঐপাশ।

ওনাকে — (আঞ্চলিক প্রয়োগ) উঁহাকে। **ওনার** — (আঞ্চলিক প্রয়োগ) উঁহার। **ওনাদের** — (আঞ্চলিক প্রয়োগ) উঁহাদের, ওঁদের।

ওপড়ানো — ('উপড়ানো' দেখ।)

ওপর — ('উপর' দেখ।)

ওপার — অপর পার।

ওম্ — ('ওঁ' দেখ।)

ওমরাহ্ — দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

ওয়াক — বমি করার শব্দ বা বেগ।

ওয়াকফনামা — ধর্ম প্রতিষ্ঠান বা ঈশ্বরের নামে দানপত্র, দেবত্রের দলিল। [আ. বা.কিফ + ফ. নামহ্।]

ওয়াকিবহাল, ওয়াকিফহাল, ওয়াকেফহাল — বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখে এমন। [আ. বাকিফ + হাল।]

ওয়াচ — ছোট ঘড়ি [ই. watch.]

ওয়াড় — লেপ বালিশ ইত্যাদির ঢাকা।

ওয়াপস — ফেরৎ। [ফা. বা.পস্।]

ওয়ারিশ, ওয়ারিস — উত্তরাধিকারী। [আ. বা.রিস।] **ওয়ারিশন, ওয়ারিসন** — উত্তরাধিকারী।

ওয়ারেন্ট — পরোয়ানা। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। [ই. warrant.]

-ওয়ালা — বিশিষ্ট যুক্ত নিযুক্ত মালিক ব্যবসায়ী ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'গোঁফওয়ালা', 'পাহারাওয়ালা', 'বাড়িওয়ালা', 'পান-ওয়ালা'।] স্ত্রী. — **-ওয়ালী**।

ওয়াশিল, ওয়াসিল — আদায়, উসুল। [আ. বা.সিল্।]

ওয়াহাবী — মুসলমান ধর্ম-সংস্কারক আবদুল ওয়াহাব-এর অনুবর্তী। [ঃ 'ওয়াহাবী' আন্দোলন।]

ওয়েটিং রুম — রেলওয়ে স্টেশনের যাত্রী-দের বসিবার ঘর। [ই. waiting room.]

ওয়েস্টকোট — ফতুয়া জাতীয় একরকম জামা। [ই. waist coat.]

ওর — উহার।

ওর — (প্রাচীন পদ্যে) সীমা।

ওরফে — অন্য নামে, নামান্তরে। [আ. উর্ফ্।]

ওরে — (তুচ্ছার্থে) সম্বোধনসূচক শব্দ। **ওরে বাবা, ওরে বাস্‌রে** — বিস্ময় ভীতি ইত্যাদি সূচক শব্দ।

ওল — একরকম মূল জাতীয় আনাজ। **ওলকপি** — শালগম জাতীয় একরকম আনাজ।

ওলটপালট — ('উলটপালট' দেখ।)

ওলটানো — ('উলটানো' দেখ।)

ওলন — লম্বরেখা নির্ণয়ের জন্য তলায় ভারবাঁধা সুতা। [সং. অবলম্ব।]

ওলন্দাজ — হল্যান্ড দেশের অধিবাসী। [ফ. Hollandaise.]

-ওলা — ('-ওয়ালা' দেখ।)

ওলা — চিনির লাড়ু।

ওলা — ক্রি. (প্রাদেশিক) নামা, অবতরণ করা। দাস্ত হওয়া।

ওলাইচণ্ডী — যে দেবীর রোষে কলেরা হয় মনে করা হয়।

ওলাউঠা — ভেদ ও বমি হয় এমন রোগ, কলেরা।

ওলাবিবি — মুসলমানগণ প্রদত্ত ওলাই-চণ্ডীর নাম।

ওলো—(তুচ্ছার্থে) মেয়ের উদ্দেশে মেয়ের সম্বোধন।

ওষধি, ওষধী — একবার ফল হইবার পর মরিয়া যায় এমন গাছ।

ওষুধ — ('ঔষধ' দেখ।) তুকতাক. মন্ত্র-প্রয়োগ। [ঃ 'ওষুধ' করা।] প্রতিকার।

ওষ্ঠ — ঠোঁট। উপরের ঠোঁট। [ঃ 'ওষ্ঠা-ধর'।] **ওষ্ঠপুট** — মিলিত ওষ্ঠাধর।

ওষ্ঠাগত — ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন, যায়-যায়। [ঃ প্রাণ 'ওষ্ঠাগত'।]

ওষ্ঠাধর — উপরের ও নীচের ঠোঁট, ওষ্ঠ ও অধর।

ওষ্ঠ্য — ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত হয় এমন (বর্ণ)। (উ ঊ প-বর্গ)।

ওসকানো — ('উসকানো' দেখ।)

ওসার — প্রস্থ, চওড়ার দিক।

ওস্তাগর — প্রধান দরজী। সূচি-শিল্পী। [ফা. উস্তাদ্‌গর।]

ওস্তাদ — গুরু, শিক্ষক। সংগীতশিক্ষক। ণ. সুনিপুণ। চালক। ধূর্ত। [ফা. উস্তাদ্।] **ওস্তাদি** — শিক্ষকতা। সঙ্গীতের শিক্ষকতা। নৈপুণ্য। বাহা-দুরি। ণ. **ওস্তাদী** — ওস্তাদ সংক্রান্ত, ওস্তাদকৃত। উচ্চাঙ্গ (গান)।

ওহে — সম্বোধনসূচক শব্দ। সাধারণতঃ সমান পদস্থ ব্যক্তির প্রতি।)

ওহো — স্মরণ বিস্ময় ও বেদনাসূচক শব্দ।

ঔ

ঔচিত্য — ন্যায্যতা, উপযুক্ততা।

ঔজ্জ্বল্য — উজ্জ্বলতা, দীপ্তি।
ঔৎসুক্য — বি. উৎসুকের ভাব, আগ্রহ।
ঔদরিক — ণ. পেটুক। উদর সংক্রান্ত।
ঔদার্য — উদারতা, মনের বিশালতা।
ঔদাসীন্য, ঔদাস্য — উদাসীন ভাব, আগ্রহের অভাব, নির্লিপ্ত।
ঔদ্ধত্য — উদ্ধত ভাব, স্পর্ধা, ধৃষ্টতা।
ঔপনিবেশিক — উপনিবেশ সংক্রান্ত। উপনিবেশের যোগ্য। উপনিবেশের অধিবাসী। উপনিবেশ স্থাপনকারী।
ঔপনিষদ — উপনিষদ্ সংক্রান্ত।
ঔপন্যাসিক — উপন্যাসের লেখক। ণ. উপন্যাস সংক্রান্ত।
ঔপপত্তিক — উপপত্তি সংক্রান্ত। যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন। প্রামাণ্য।
ঔপমিক — উপমা সংক্রান্ত। তুলনামূলক। [ঃ 'ঔপমিক' ভাষাতত্ত্ব।]
ঔপসর্গিক — উপসর্গ সংক্রান্ত।
ঔপাধিক — উপাধি সংক্রান্ত। নামমাত্র। (ঃ 'ঔপাধিক' সম্রাট।)
ঔরস — পুরুষের জন্মদানশক্তি। বীর্য। **ঔরসজাত** — ণ. নিজের ঔরসে উৎপাদিত (সন্তান)।
ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক — অন্ত্যেষ্টি সংক্রান্ত।
ঔর্ব — বি. বাড়বাগ্নি। ণ. পার্থিব।
ঔষধ — প্রতিষেধক বা রোগনাশক দ্রব্য। প্রতিকার ব্যবস্থা। **ঔষধালয়** — ঔষধের দোকান।
ঔষধি — ঔষধ হয় এমন গাছ। ওষধি।
ঔষধীয় — ঔষধ সংক্রান্ত।
ঔষ্ঠ্য — ('ওষ্ঠ্য' দেখ।)

ক

কই — একরকম মাছ। [সং. কবয়ী।]
কই — কোথায়। 'না' এই অর্থ বুঝাইতে প্রশ্নে। [ঃ 'কই' আর এলো।] প্রত্যাশিত বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নে। [ঃ 'কই', তুমি যাবে না?]
কইয়ে — ভালো বলিতে পারে এমন। [ঃ 'কইয়ে' লোক।]
কওয়া — ক্রি. কহা, বলা। ণ. উক্ত।
কওয়ানো — ক্রি. বলানো।
কংগ্রেস — সম্মিলন। ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ। [ই. Congress.] ণ. **কংগ্রেসী**।
কংশ — মথুরার রাজা যাহাকে কৃষ্ণ বধ করেন। **কংশহা, কংশারি** — শ্রীকৃষ্ণ, কংসের নিধনকারী।
কংস — কাঁসা। **কংসকার, কংসবণিক** — কাঁসারী।
কংস, কংসহা, কংসারি — ('কংশ' দেখ।)
ককানো — ক্রি. শিশুর চাপা গলায় কাঁদা। বি. **ককানি** — শিশুর চাপা কান্না। কাতর কান্না।
ককুৎ, ককুদ্ — ষাঁড়ের ঝুঁটি, অংসকূট।
কক্খনো — (জোর বুঝাইতে) কখনই।
ককুভ্ — বৈদিক ছন্দোবিশেষ। রাগিণীবিশেষ। [সং.]
কক্ষ — কামরা, ঘর। কাঁখ, বগল। কোমর। গ্রহাদির ভ্রমণপথ। **কক্ষচ্যুত** — নির্দিষ্ট পথ হইতে অন্যত্র গিয়াছে এমন। কাঁখ হইতে স্খলিত। **কক্ষপুট** — বগল। **কক্ষভ্রষ্ট** — ('কক্ষচ্যুত' দেখ।)
কক্ষনো — কখনই। কোনও কারণেই।
কক্ষান্তর — অন্য কক্ষ। অন্য কামরা।
কখন — কোন্ সময়ে। অনেকক্ষণ আগে। [ঃ 'কখন' থেকে বসে আছি।] **কখনই** — কোনও সময়ে, কোনও অবস্থায় বা কারণেই। **কখনও** — কোনও সময়ে কোনও অবস্থায়। **কখন-কখন, কখনও কখনও** — অনেক সময়ে। মাঝে মাঝে।

কঙ্ক — কাঁক পাখি। অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

কঙ্কণ — হাতের বালা, কাঁকন।

কঙ্কত — কাঁকুই, চিরুনি। মাছের ফুলকা, gills.

কঙ্কতিকা, কঙ্কতী — চিরুনি, কাঁকুই।

কঙ্কর — কাঁকর, পাথরের দানা।

কঙ্কাল — শরীরের হাড়ের কাঠামো, অস্থিপঞ্জর। **কঙ্কালমালী** — কঙ্কাল বা হাড়ের মালা ধারণ করেন যিনি, শিব, রুদ্র। স্ত্রী. **কঙ্কালমালিনী** — কালী, রুদ্রাণী।

কচ্ — ধারালো অস্ত্র দিয়া সহজে কাটার শব্দ সূচক অনুকার।

কচ — দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র।

কচকচি — বচসা। কূট প্রশ্নের আলোচনা। কচ্‌কচ্ শব্দ।

কচকচে — চিবাইবার সময় কচ্ কচ্ শব্দ হয় এমন।

কচর-কচর, কচর-মচর — চিবাইয়া খাইবার শব্দ সূচক অনুকার।

কচলানো — ক্রি. জলে নাড়িয়া চাড়িয়া ধোয়া। ঘষা, রগড়ানো। [ঃ হাত 'কচলানো'।]

কচাৎ — ধারালো অস্ত্র দিয়া সহজে হঠাৎ কাটার শব্দ সূচক অনুকার।

কচাল — বিতর্ক [ঃ কূট-'কচাল'।] ণ. **কচালে** — বিতর্কপরায়ণ। [ঃ কূট-'কচালে'।]

কচি — খুব ছোট। খুব কাঁচা। কোমল, নরম।

কচু — একরকম মূলজাতীয় আনাজ। **কচু, কচুপোড়া**—(তাচ্ছিল্যে) কিছুই না। [ঃ করবে 'কচু' !]

কচুরি — ময়দার ভিতর দাল ইত্যাদির পুর দিয়া ভাজা লুচি জাতীয় খাবার।

কচুরিপানা — একরকম জলজ গাছ।

কচ্ছ — কাছা। [ঃ 'মুক্তকচ্ছ'।]

কচ্ছ — গুজরাটের সমুদ্রতীরবর্তী একটি অঞ্চল। সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমি।

কচ্ছপ — কাছিম, কূর্ম। স্ত্রী. —**কচ্ছপী**।

কছু — (প্রাচীন কবিতায়) কিছু।

কজ্জল — কাজল। কালি।

কজ্জলী — পারা ও গন্ধক দিয়া তৈয়ারী কৃষ্ণবর্ণ ঔষধ।

কজ্জ্বল — কাজল। ণ. কালো। [ঃ "মেঘ-'কজ্জ্বল' দিবসে"।]

কঞ্চি — বাঁশের ডাল।

কঞ্চুক — বর্ম। সাপের খোলস। **কাঁচুলি**।

কঞ্চুকী — রাজার অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়া পরামর্শাদি দেন এমন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বর্মধারী। সর্প।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী — কাঁচুলি, মেয়েদের বুক বাঁধিবার কাপড়।

কঞ্জুষ, কঞ্জুস — কৃপণ।

কট্ — শক্ত জিনিস কাটিবার শব্দ।

কটক — সেনানিবেশ। উড়িষ্যার বিখ্যাত শহর। **কটকী** — কটকে উৎপন্ন।

কটকট — যন্ত্রণা, ব্যথা। [ঃ কান 'কটকট' করা।] **কটকটানি** — যন্ত্রণাবোধ।

কটকটে — শুকাইয়া শক্ত করে এমন। [ঃ'কটকটে' রোদ।] কটকট শব্দ করে এমন। [ঃ'কটকটে' ব্যাং।] নীরস। [ঃ 'কটকটে' কথা।]

কটকিনা, কটকেনা — নিয়মের বাঁধাবাঁধি। মেয়াদী ইজারা। প্রতিজ্ঞা।

কট-কোবালা — একরকম ঋণপত্র যাহাতে ঋণ শোধ না করিলে বন্ধকী সম্পত্তি মহাজনের হস্তগত হয়।

কটমট — ক্রোধ প্রকাশ সূচক (দৃষ্টি)। [ঃ 'কটমট' করে তাকানো।]

কটরমটর — অবোধ্য কথা।

কটা — ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ।

কটাক্ষ — আড় চোখে চাওয়া। নিন্দাসূচক ইঙ্গিত। [ঃ 'কটাক্ষ' করা।] **কটাক্ষপাত** — বক্র দৃষ্টি, বাঁকাচোখে দেখা। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, শ্লেষ। সামান্যতম দৃষ্টিদান।

কটাং — সজোরে ভাঙিয়া বা কাটিয়া যাওয়ার শব্দ সূচক অনুকার।

কটাল — অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ার।

কটাস্ — ('কটাং' দেখ।)

কটাস — একরকম বন্য বিড়াল।

কটাসে — ঈষৎ কটা। [ঃ 'কটাসে' চোখ।]

কটাহ — রাঁধিবার পাত্র, কড়া। [সং.]

কটি, কটী — কোমর, মাজা, কাঁকাল। **কটিতট, কটিদেশ** — কোমর। **কটিবন্ধ** — কোমরবন্ধ, মেখলা। **কটিভূষণ** — কোমরের অলংকার। চন্দ্রহার।

কটু — তিক্ত। বিস্বাদ। কড়া, কঠোর। **কটুকাটব্য** — গালাগালি, কটুকথা। বি. **কটুতা, কটুত্ব** — তিক্ততা। কঠোরতা।

কটূক্তি — কটুকথা, গালাগালি।

কটোরা, কটোরি — একরকম বাটি, খুরি।

কঠিন — শক্ত, দৃঢ়। তরল নয় এমন। কঠোর। দুর্বোধ্য। বি. — **কঠিনতা।**

কঠোপনিষদ্ — উপনিষদ্ বিশেষ।

কঠোর — কড়া, কঠিন। কষ্টসাধ্য। [ঃ 'কঠোর' দায়িত্ব।] নির্দয়। রূঢ়। বি. — **কঠোরতা।**

কড় — বঁড়শি বাঁধিবার শক্ত সুতা। বিবাহকালে কন্যার হাতে ধারণীয় একরকম বালা।

কড়কড়—মেঘের ডাক। সজোরে ভাঙিয়া পড়ার শব্দ। চিবাইবার শব্দ। **কড়কড়ানি** — কড়কড় শব্দ।

কড়কড়ে — শুষ্ক। [ঃ 'কড়কড়ে' ভাত।]

কড়কানো — ক্রি. ধমক দেওয়া, শাসানো।

কড়চা — কবিতায় লেখা জীবনী ও বিবরণ। খাজনার হিসাবপত্র।

কড়তা — যে পাত্রে জিনিস বিক্রয় করা হয় তাহার ওজন।

কড়মড় — শক্ত জিনিস চিবাইবার শব্দ সূচক অনুকার। ('কড়কড়' দেখ।)

কড়মড়ানো — ক্রি. কড়মড় করা। [ঃ দাঁত 'কড়মড়ানো'।]

কড়া — এক পয়সার বিশ ভাগের এক ভাগ। অতি সামান্য পরিমাণ। [ঃ এক 'কড়া' ক্ষমতা নাই। [সং. কপর্দক।]

কড়া — শক্ত মাংস। [ঃ হাতের 'কড়া'।]

কড়া — আংটা, বালার মতো হাতল।

কড়া — ণ. কঠোর, উগ্র। দুঃসহ, তীব্র।

কড়া, কড়াই — রাঁধিবার চাটালো পাত্র। [সং. কটাহ।]

কড়াই — একরকম দাল, কলাই।

কড়াকড়ি, কড়াক্কড়, কড়াক্কড়ি — কঠিন নিয়ম, কঠোর শৃঙ্খলা।

কড়াং — বাজ পড়ার বা সজোরে ভাঙার শব্দ সূচক অনুকার।

কড়ার — শর্ত। পাওনা শোধের তারিখ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি। **কড়ারী** — কড়ার অনুসারে, অঙ্গীকৃত।

কড়ি — শামুক জাতীয় একরকম সামুদ্রিক জীবের খোল। অতিসামান্য পরিমাণ ধন। নগদ পয়সা। [ঃ ফেল 'কড়ি' মাখ তেল।] [সং. কপর্দক।]

কড়ি — ছাদের তলায় দেওয়া লম্বা কাঠ বা লোহা।

কড়ি — একরকম কঠিন পোড়া মাটি। [ঃ 'কড়ির' বয়াম।]

কড়িয়াল — কড়ি বা পয়সা আছে যাহার, ধনবান্।

কড়িয়াল, কড়িয়ালি—লাগামের কড়া যাহা ঘোড়ার মুখে থাকে।

কড়ে — ছোট। [ঃ 'কড়ে' আঙুল।] **কড়ে**

রাঁড়ী — বালবিধবা।

কণা — রেণু। সামান্যতম অংশ। **কণা-মাত্র** — অতি সামান্য পরিমাণেও, বিন্দুমাত্র।

কণাদ — বৈশেষিক দর্শন-রচয়িতা প্রাচীন ঋষি।

কণিকা — কণা, অতিক্ষুদ্র অংশ।

কণ্টক — কাঁটা। শত্রু। **কণ্টকময়** — কাঁটায় ভরা। **কণ্টকশয্যা** — কাঁটার বিছানা। দুঃসহ অবস্থা। **কণ্টকাকীর্ণ** — কণ্টকময়। **কণ্টকিত** — কাঁটাযুক্ত। রোমাঞ্চিত। [ঃ দেহ 'কণ্টকিত' হইল।]

কণ্টকী — কাঁঠাল।

কণ্ট্রাক্ট — চুক্তি। ঠিকা। [ই. contract.]

কণ্ট্রাক্টার — ঠিকাদার। [ই. contractor.]

কণ্ট্রোল — নিয়ন্ত্রণ। সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ। [ই. control.] **কণ্ট্রোলার** — নিয়ন্ত্রক, নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। [ই. controller.]

কণ্ঠ — গলা। **কণ্ঠনালি, কণ্ঠনালী** — গলার যেখান দিয়া খাদ্য ও শ্বাস যায়। **কণ্ঠরোধ** — কণ্ঠস্বর চাপিয়া দেওয়া, বলিতে না দেওয়া। **কণ্ঠলগ্ন** — আলিঙ্গনাবদ্ধ, গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে এমন। **কণ্ঠশ্বাস** — মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখ দিয়া গৃহীত শ্বাস। **কণ্ঠস্থ** — মুখস্থ। কণ্ঠে অবস্থিত। **কণ্ঠস্বর** — গলার আওয়াজ।

কণ্ঠা — গলার দুইদিকের হাড়, কণ্ঠাস্থি।

কণ্ঠাগত—গলা পর্যন্ত আসিয়াছে এমন। [ঃ প্রাণ 'কণ্ঠাগত'।]

কণ্ঠি, কণ্ঠী — বৈষ্ণবের তুলসীর মালা। **কণ্ঠিধারী** — বৈষ্ণব। **কণ্ঠিবদল** — কণ্ঠি বদল করিয়া বৈষ্ণবের বিবাহ।

কণ্ঠ্য — কণ্ঠ সংক্রান্ত। কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় এমন (বর্ণ, অ আ ক-বর্গ হ)। **কণ্ঠৌষ্ঠ্য** — কণ্ঠ ও ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত (বর্ণ)। (ও ঔ ইত্যাদি।)

কণ্ডু, কণ্ডূ — চুলকানি, খোস-পাঁচড়া। **কণ্ডূয়ন** — চুলকানো। **কণ্ডূয়মান** — চুলকাইতেছে এমন।

কণ্ব — প্রাচীন মুনি যাঁহার আশ্রমে শকুন্তলা পালিতা হইয়াছিলেন।

কত — কি পরিমাণ। অনেক। (ঃ 'কত' বলি, শোনো না।) কি দাম। [ঃ আলুর সের 'কত'।] **কতক** — কিছু, কিছু পরিমাণ। **কত কি** — নানারকম। [ঃ 'কত কি' জিনিস।] **কতমতে** — কত রকমে, নানাভাবে। **কতয়** — কি দামে। [ঃ 'কতয়' বিকোচ্ছে?]

কতল — মস্তক কর্তন, শিরশ্ছেদ। [আ.]

কতিপয় — কয়েকটি, কতকগুলি।

কতেক — (প্রাচীন পদ্যে) কত বেশী।

কত্তা — (গ্রাম্য ও কথ্য) কর্তা।

কৎবেল — কয়েতবেল, কপিত্থ।

কথক—যিনি সুর ও ভাবভঙ্গী সহকারে পুরাণ পাঠ করেন। বক্তা। **কথকতা** — কথকের কাজ, সুর ও ভাবভঙ্গী সহ-কারে পুরাণ পাঠ।

কথঞ্চিৎ—কোনও রকমে। কিছু, কিঞ্চিৎ।

কথন — বলা, উক্তি, ভাষণ। **কথনীয়** — বলার যোগ্য।

কথা — অর্থময় শব্দ। উক্তি। গল্প, কাহিনী। আলাপ। [ঃ এ বিষয়ে 'কথা' হয়নি।] প্রতিশ্রুতি। [ঃ 'কথা' দিলাম।] প্রবাদ। [ঃ 'কথায়' বলে—] **কথায় কথায়** — প্রসঙ্গক্রমে। **কথার কথা** — অতি সহজ ব্যাপার। **কথা কাটাকাটি**—বিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ। **কথা চালা** — একজনের এমন কথা অপরকে বলা যাহাতে তাহা-দের মধ্যে বিবাদ হইতে পারে। **কথায় থাকা**—কোনও আলোচনায় বা ব্যাপারে

জড়িত হওয়া। **কথা পাড়া** — প্রসঙ্গ তোলা। **কথা রাখা** — অনুরোধ মতো কাজ করা। **কথা শোনা** — উপদেশ-পরামর্শ মানিয়া চলা। **কথাবার্তা** — আলাপ, আলোচনা।

কথিত — বলা হইয়াছে এমন, উক্ত। উল্লিখিত। প্রবাদ অনুসারে প্রচলিত।

কথোপকথন — কথাবার্তা, আলাপ।

কথ্য — কথোপকথনে ব্যবহার্য। [ঃ 'কথ্য' ভাষা।] বলার যোগ্য, কথনীয়।

কদক্ষর — বিশ্রী অক্ষর, কুৎসিত হাতের লেখা। ণ. যাহার হাতের লেখা কুৎসিত এমন।

কদন্ন — কুখাদ্য।

কদভ্যাস — খারাপ অভ্যাস, বদ অভ্যাস।

কদম — একরকম গাছ ও তাহার ফুল, কদম্ব।

কদম — পদক্ষেপ। ঘোড়ার চলার ভঙ্গী। [ঃ জোর 'কদম'।] [আ. কদ্‌ম্‌।]

কদমা — চিনি দিয়া তৈয়ারী ফাঁপা একরকম লাড়ু।

কদম্ব — কদম গাছ ও তাহার ফুল।

কদর — আদর, যত্ন। মর্যাদা। মূল্য। [আ. কদ্‌র্‌।]

কদর্থ — বিকৃত অর্থ। খারাপ অর্থ।

কদর্য — কুৎসিত, জঘন্য। বি. — **কদর্যতা**।

কদলী — কলা, রম্ভা। কলা গাছ। **কদলী প্রদর্শন** — কলা দেখানো, ঠকানো, প্রতিশ্রুতি বা আশা দিয়া পরে প্রতারণা।

কদাকার — দেখিতে কুৎসিত, কুশ্রী।

কদাচ — কখনই। কখনও। **কদাচন** — কোন সময়ে।

কদাচার — কুৎসিত আচার। অনাচার। **কদাচারী** — যে কদাচার করে।

কদাচিৎ — কোনও সময়ে। দৈবাৎ কখনও।

কদাপি — কখনই। কোনও সময়ে।

কদিন — কয়েক দিন। অল্প কিছু দিন।

কদু — লাউ।

কদুক্তি — খারাপ কথা। গালাগালি।

কন্দিন — কত দিন। অনেক দিন।

কনক — সোনা, সুবর্ণ, স্বর্ণ।

কনকন — বেদনাসূচক অনুকার। **কনকনানি** — বেদনা বোধ। **কনকনে** — বেদনা বোধ হয় এমন (ঠান্ডা)।

কনকাঞ্জলি — বিবাহের সময়ে মাকে বা বিসর্জনের সময়ে প্রতিমাকে অর্ঘ্যদান।

কনভয় — রক্ষণ কার্যে ব্যাপৃত সারিবদ্ধ জাহাজ বিমান সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি। [ই. convoy.]

কনসার্ট — নানারকম বাদ্যযন্ত্রের মিলিত বাজনা, ঐকতান। [ই. concert.]

কনস্টেবল — পুলিসের এক শ্রেণীর লোক। [ই. constable.]

কনিষ্ঠ—সব চেয়ে ছোট। স্ত্রী.—**কনিষ্ঠা**। বি. **কনিষ্ঠা** — কড়ে আঙুল।

কনীনিকা — ছোট বোন। কড়ে আঙুল। চোখের তারা।

কনীয়সী — কনিষ্ঠা। অল্পতরবয়স্কা। পুং. **কনীয়ান্‌** — অল্পবয়স্ক। অল্পতরবয়স্ক।

কনুই — বাহুর মধ্যবর্তী স্থান যেখানে হাত ভাঁজ করা যায়।

কনে — কন্যা, পাত্রী। **কনেবউ** — নূতন বউ। ছোট বউ।

কনেস্টবল — ('কনস্টেবল' দেখ।)

কন্থা — কাঁথা। জীর্ণ বস্ত্র। [সং.]

কন্দ — আলু কচু জাতীয় গাছের পরিপুষ্ট মূল। [সং.]

কন্দর — পাহাড়ের গুহা। [সং.]

কন্দর্প — প্রেমের দেবতা, মদন।

কন্দুক, কন্দুক — খেলিবার উপযোগী

গোলাকার জিনিস, ভাঁটা, বল। [সং.]

কন্ধকাটা — কাঁধ হইতে কাটা, কবন্ধ।

কন্যা — মেয়ে, দুহিতা। বিবাহযোগ্যা মেয়ে, পাত্রী। রাশিচক্রের ষষ্ঠ রাশি। **কন্যাকর্তা** — পাত্রীপক্ষের প্রধান ব্যক্তি। **কন্যাকুমারী** — ভারতের দক্ষিণস্থ কুমারিকা অন্তরীপ। **কন্যাদান** — বিবাহের সময়ে বরের হাতে কন্যাকে সঁপিয়া দেওয়ার অনুষ্ঠান। **কন্যাদায়** — মেয়ের বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব বা কঠিন কর্তব্য। **কন্যাপক্ষ** — পাত্রীর অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন। **কন্যাযাত্র, কন্যাযাত্রী** — বিবাহে কন্যার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।

কপ্—দ্রুত মুখে পুরিবার বা দ্রুত কোপ দিবার শব্দ সূচক অনুকার। **কপাকপ** — বার বার দ্রুত মুখে পুরিবার বা দ্রুত কোপ দিবার শব্দ।

কপচানো — ক্রি. শেখা বুলি আওড়ানো। একই কথা বার বার বলা। বি. — **কপচানি**।

কপট — ভানপূর্ণ, ছলনাপূর্ণ, ভণ্ড। প্রতারক। বি. **কপটতা** — ভণ্ডামি। ছল, ভান। **কপটাচার** — শঠতা। **কপটাচারী** — শঠ, ভণ্ড। স্ত্রী. — **কপটাচারিণী**।

কপটী — শঠ, প্রতারক। স্ত্রী. — **কপটিনী**।

কপনি — ল্যাঙট, কৌপীন।

কপর্দ — শিবের জটা। **কপর্দী** — শিব।

কপর্দক — কড়ি। সামান্যতম ধন। [সং.] **কপর্দকহীন** — নিঃস্ব।

কপাট — দরজার পাল্লা, কবাট। [সং.]

কপাটক — হৃৎপিণ্ডের দুই কোটরের মধ্যে অবস্থিত রক্তনিবারক কপাটের মতো আবরণ, valve.

কপাটি — হাডুডু খেলা।

কপাটি — খিল। [ঃ দাঁত-'কপাটি'।] **দাঁত কপাটি লাগা** — মূর্ছাকালে দাঁতে দাঁতে খিল লাগা।

কপাল — দ্রূর উপরের প্রশস্ত অংশ। মাথার খুলি। [ঃ 'নরকপাল'।] ভাগ্য। **কপালক্রমে** — ভাগ্যের ফলে। **কপাল-জোর** — সৌভাগ্য। **কপাল ফেরা** — অবস্থার আকস্মিক উন্নতি হওয়া, সৌভাগ্যের সূচনা হওয়া। **কপাল ভাঙা** — অত্যন্ত অশুভ কিছু ঘটা, ভাগ্যহত হওয়া। **কপালের ফের** — নিয়তির বিধান, ভাগ্যদোষে অনিবার্যভাবে অশুভ কিছু ঘটা। **ভাঙা কপাল** — দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্যহীনতা।

কপালি — চৌকাঠের উপরদিকের কাঠ, ঝনকাঠ। (আঞ্চলিক) খেজুর গাছের উপরের অংশ যেখান হইতে রস বাহির হয়।

কপালিয়া — ('কপালে' দেখ।)

কপালী — যিনি নরকপাল ধারণ করেন, শিব। স্ত্রী. **কপালিনী** — কালী।

কপালে — কপাল বা ভাগ্য আছে এমন। [ঃ 'কপালে' পুরুষ; ঃ 'পোড়াকপালে'।]

কপি — বানর, মর্কট।

কপি — ('কোপি' দেখ।)

কপি — অনুলিপি। পাণ্ডুলিপি। [ই. copy.] **কপি করা** — নকল করা। প্রতিলিপি রচনা করা।

কপিকল — ভার তুলিবার জন্য চাকার দড়ি বা শিকল লাগানো যন্ত্র বিশেষ।

কপিঞ্জল — চাতক পাখি।

কপিধ্বজ — (বানরচিহ্নিত পতাকা যাঁহার) অর্জুন। বানরচিহ্নিত পতাকা।

কপিত্থ — কয়েতবেল।

কপিল — কটা, পিঙ্গল।

কপিল — সাংখ্যদর্শন-রচয়িতা প্রাচীন ঋষি। সগর রাজার বংশ-ধ্বংসকারী মুনি।

কপিলা — বি. কামধেনু। পিঙ্গল বর্ণের গাভী। ণ. পিঙ্গলবর্ণা।

কপিশ — কটা, পিঙ্গলবর্ণ।

কপিশ, কপিশা — ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাচীন দেশ, বর্তমান কাফিরিস্থান।

কপোত — পায়রা। স্ত্রী. — **কপোতী।** **কপোতপালী, কপোতপালিকা** — পায়রার খোপ।

কপোল — গাল, গণ্ড। **কপোলকল্পনা** — মনগড়া কথা, অবাস্তব কল্পনা। ণ. **কপোলকল্পিত** — মনগড়া, আজগুবী।

কফ — শ্লেষ্মা, গয়ের। আয়ুর্বেদে উল্লিখিত শারীরিক উপাদান। [সং.] **কফঘ্ন** — শ্লেষ্মা-নাশ করে এমন।

কফ — জামার হাতার প্রান্তভাগ। [ই. cuff.]

কফন — মড়া ঢাকিবার কাপড়, শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। [আ.]

কফি — একরকম বীজ। ঐ বীজ হইতে প্রস্তুত পানীয়। [ই. coffee.]

কফিন — যে বাক্সে শব রাখিয়া গোর দেওয়া হয়, শবাধার। [ই. coffin.]

কফোনি, কফোণি — কনুই। [সং.]

কব — কহিব, বলিব।

কব — (প্রাচীন কবিতায়) কখন। কবে।

কবচ—অঙ্গত্রাণ, বর্ম। মন্ত্রপূত মাদুলি। দুর্ভেদ্য শক্ত আবরণ।

কবজ — রসিদ, খত। [আ. কব্জ্।]

কবজা — কপাট জানালা ইত্যাদিকে ভাঁজ করার জন্য লাগানো ধাতুনির্মিত পাত।

কবজি — মণিবন্ধ, বাহু ও করতলের সংযোগস্থল। দেহ, ধড়। রাহু। [সং.]

কবয়ী — কই মাছ। [সং.]

কবর — গোর, সমাধি। [আ. কব্র্।]

কবরী — খোঁপা, মাথার গ্রন্থিবন্ধ কেশ।

কবর্গ — ক ও ক-এর পরবর্তী চারটি ব্যঞ্জনবর্গ, ক খ গ ঘ ঙ।

কবল — গ্রাস। খপ্পর। [সং.] ণ. **কবলিত** — কবলে বা খপ্পরে পড়িয়াছে এমন। শত্রুর বশীভূত। স্ত্রী. — **কবলিতা।**

কবলানো — ক্রি. কবুল করা, স্বীকার করা। স্বীকৃত হওয়া।

কবহি, কবহু, কবহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) কখনও।

কবাট — ('কপাট' দেখ।)

কবাটি, কবাডি — ('কপাটি' দেখ।)

কবালা — বিক্রয়ের দলিল। [আ.]

কবি — পদ্যের বা গীতের রচয়িতা। কবিওয়ালা। **কবিওয়ালা** — এক শ্রেণীর গায়ক যাঁহারা মুখে মুখে গান রচনা করিয়া গানের লড়াই করেন। **কবিগান** —কবিওয়ালাদের রচিত গান বা সেগুলি গাওয়া। ঐরূপ গানের অনুষ্ঠান। **কবিপ্রসিদ্ধি** — প্রাচীন কবিদের কল্পনা যাহা সত্য বলিয়া সুপ্রচলিত হইয়াছে। **কবির লড়াই** — দুই দল কবিওয়ালার মধ্যে মুখে মুখে গান রচনা করিবার প্রতিযোগিতা।

কবিতা — পদ্য। ভাবময় রসাত্মক বাক্য। [ঃ গদ্য-'কবিতা'।]

কবিত্ব — ভাবময় মাধুর্য। কল্পনা শক্তি। কাব্যরচনার ক্ষমতা। কবিজনোচিত ভাব। (নিন্দার্থে) অবাস্তব কল্পনা। **কবিত্বপূর্ণ, কবিত্বময়**—অনুভূতি ও কল্পনায় পূর্ণ।

কবিবর — শ্রেষ্ঠ কবি।

কবির — ('কবীর' দেখ।)

কবিরাজ — যে আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করে। কবিশ্রেষ্ঠ। **কবিরাজি** — আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা। [ঃ 'কবিরাজি' করা।] ণ. **কবিরাজী** — কবিরাজ-প্রদত্ত বা সংক্রান্ত। [ঃ 'কবিরাজী' ঔষধ।]

কবীর — বিখ্যাত ধর্মগুরু ও কবি। **কবীরপন্থী** — কবীর প্রবর্তিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

কবুতর — পায়রা। [ফা. কবুতর্।] স্ত্রী. — **কবুতরী**।

কবুল — স্বীকার, অঙ্গীকার। ণ. স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। [আ.]

কবুলতি, কবুলিয়ত—স্বীকারপত্র, দলিল। [আ. কবুলিয়ৎ।]

কবে — কহিবে, বলিবে।

কবে — কোন্ দিনে।

কবোষ্ণ — অল্প গরম, ঈষদুষ্ণ।

কব্জা — ('কবজা' দেখ।)

কব্জি — ('কবজি' দেখ।)

কব্য—পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত ভোজ্যাদি।

কভু — (পদ্যে) কখনও।

কম — অল্প। ঊন, অনধিক। [ঃ দশ টাকা 'কম'।] হীন, অযোগ্য। [ঃ তুমি 'কম' কিসে?] **কমবেশী** — প্রায়, অল্পাধিক।

কমঠ — কচ্ছপ।

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীর জল রাখিবার গাড়ু বা পাত্র।

কমতি — কমা, হ্রাস। অল্পতা।

কমনীয় — সুন্দর, মনোরম। কাম্য, বাঞ্ছিত। স্ত্রী. — **কমনীয়া**। বি. — **কমনীয়তা**।

কমনে — কোন্‌দিকে, কোথায়।

কমবক্ত, কমবখ্‌ত — হতভাগ্য। [আ. কম্‌বখ্‌ত্।]

কমল — পদ্ম। **কমলকলি** —পদ্মের কুঁড়ি। **কমলদল** — পদ্মের পাপড়ি। **কমল-নয়ন** — পদ্মের মতো সুন্দর চোখ। ণ. পদ্মের মতো সুন্দর চোখ যাহার। স্ত্রী. — **কমলনয়না**। **কমলযোনি** — ব্রহ্মা। **কমলা** — লক্ষ্মী। দুর্গা। একরকম সুমিষ্ট লেবু, orange. **কমলাসন** — ব্রহ্মা। স্ত্রী. **কমলাসনা** — লক্ষ্মী। **কমলিনী** — পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়।

কমলানেবু, কমলালেবু—একরকম সুমিষ্ট লেবু, orange.

কমা — ক্রি. হ্রাস পাওয়া। বি. হ্রাস।

কমা — লিখিত বাক্যের মধ্যে স্বল্পকাল থামিবার চিহ্ন, ','। [ই. comma.]

কমানো — ক্রি. কম করা, হ্রাস পাওয়ানো, ছোট করা। বি. হ্রাস করণ। ণ. হ্রাস করা হইয়াছে এমন।

কমি — কমতি, অল্পতা। **কমিবেশি** — কমা ও বাড়া, হ্রাসবৃদ্ধি। অল্পাধিক্য।

কমিটি — কার্যনির্বাহক সভা, মন্ত্রণা বা আলোচনা সভা। [ই. committee.]

কমিশন — তদন্তের জন্য নিযুক্ত সভা। দালালি, দস্তুরি। [ই. commission.]

কমিশনার—অনেকগুলি জেলার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা। পৌরসভার সদস্য। তদন্ত-কারী। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [ই. commissioner.]

কম্প — কাঁপুনি, কম্পন। [ঃ 'কম্প' দিয়া জ্বর আসা।] **কম্পন** — কাঁপুনি। শিহরণ। স্পন্দন। **কম্পমান** — কাঁপি-তেছে এমন। স্ত্রী. — **কম্পমানা**।

কম্পাউন্ডার — ডাক্তারখানায় ঔষধ মিশাইবার জন্য লোক। [ই. compounder.] **কম্পাউন্ডারি** — কম্পাউন্ডারের কাজ।

কম্পাউন্ডার হইবার জন্য বিশেষ শিক্ষা। [ঃ 'কম্পাউন্ডারি' পাস।]

কম্পান্বিত — কাঁপিতেছে এমন, কম্পমান।

কম্পাস — দিক্-নির্ণয় যন্ত্র। জ্যামিতির চিত্র নকশা ইত্যাদি আঁকিবার একরকম যন্ত্র। [ই. compass.]

কম্পিত — কাঁপিয়াছে বা কাঁপিতেছে এমন। স্ত্রী. — **কম্পিতা।**

কম্পোজ — ছাপাখানায় অক্ষর সাজানো। [ই. compose.]

কম্পোজিটর — ছাপাখানায় যে অক্ষর সাজায়। [ই. compositor.] **কম্পোজিটরি** — কম্পোজিটরের কাজ।

কম্প্র — কম্পিত, কম্পমান।

কম্ফর্টার — গলাবন্ধ। [ই. comforter.]

কম্বল — একরকম মোটা পশমী চাদর।

কম্বু — শাঁখ, শঙ্খ। **কম্বুগ্রীব** — ণ. যাহার কণ্ঠ শাঁখের মতো রেখাযুক্ত। **কম্বুগ্রীবা** — শাঁখের মতো রেখাযুক্ত কণ্ঠ।

কম্বোজ — দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, কাম্বোডিয়া। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি প্রাচীন রাজ্য।

কম্ম — (কথ্য ও গ্রাম্য) কর্ম, কাজ।

কম্যুনিজম — সাম্যবাদ। মার্ক্স্-লেনিন-প্রবর্তিত মতবাদ। [ই. commu-nisn.] **কম্যুনিস্ট** — কম্যুনিজমে বিশ্বাসী। [ই. communist.]

কম্র — কমনীয়, সুন্দর। বি. — **কম্রতা।**

কয়, কয়টি — সংখ্যায় কত। কতিপয়।

কয় — কহে, বলে।

কয়লা — অঙ্গার, জ্বালানি দ্রব্য, coal.

কয়াধু — পুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদের মা।

কয়াল — যে আড়তে মাল ওজন করে। **কয়ালি** — কয়ালের কাজ বা মজুরি।

কয়েক — সংখ্যায় কিছু, কতিপয়।

কয়েতবেল — বেল জাতীয় ফল, কপিত্থ

কয়েদ — বি. জেল। কারাদণ্ড। [ঃ 'কয়েদ' হওয়া।] ণ. কারারুদ্ধ। ['কয়েদ' করা।] [আ. কইদ্।] **কয়েদী** — কারারুদ্ধ ব্যক্তি, বন্দী।

কর — হাত। হাতীর শুঁড়। কিরণ। খাজনা, ট্যাক্স। পদবী বিশেষ।

-কর — যে বা যাহা করে, উৎপাদক ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ প্রীতি-'কর'।] স্ত্রী. — **-করী।**

করকচ — সমুদ্রজাত একরকম লবণ।

করকমল — পদ্মের মতো সুন্দর হাত। ণ. পদ্মের মতো সুন্দর হাত যাহার। **করকমলেষু** — পত্রারম্ভে প্রিয়জনের প্রতি লিখিত পাঠ।

করকর — যেন বালি পড়িয়াছে এমন বেদনা বোধ। ণ. **করকরে** — বালির মতো দানাযুক্ত।

করকা — ঠাণ্ডায় জমিয়া বৃষ্টি-কণাগুলির বরফের মতো রূপ, বৃষ্টি-শিলা। **করকাপাত, করকাসম্পাত** — করকা বর্ষণ, শিলাবৃষ্টি।

করকোষ্ঠী — হাতের রেখা দেখিয়া ভাগ্য নির্ণয়। হাতের রেখা দেখিয়া রচিত কোষ্ঠী।

করগ্রহ, করগ্রহণ — পাণিগ্রহণ, বিবাহ। রাজস্ব আদায়।

করঙ্ক — বাটা, ডিবা। [ঃ তাম্বুল-'করঙ্ক'-বাহিকা।] ভিক্ষাপাত্র। মাথার খুলি।

করচা — ('কড়চা' দেখ।)

করঞ্জ, করঞ্জক, করঞ্জা — একরকম গাছ ও তাহার ফল।

করণ — কাজ, করা। (ব্যাকরণে) দ্বারা দিয়া ইত্যাদি যোগে গঠিত কারক। কার্যালয়। কারণ। সাধনের উপায়।

(দর্শনে) ইন্দ্রিয়। (জ্যোতিষে) তিথির ভাগবিশেষ। হিন্দু সমাজের জাতি-বিশেষ। **করণকারণ** — কুটুম্বিতা, বিবাহাদি কাজ।

করণিক — কেরানী।

করণী — যাহার মূল সূক্ষ্মরূপে বাহির হয় না এমন রাশি। ঐরূপ রাশি সূচক চিহ্ন, surd.

করণীয় — করা উচিত এমন, কর্তব্য। বিবাহের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্য। [ঃ 'করণীয়' ঘর।]

করত — করিয়া। [ঃ পলায়ন 'করত'।]

করতল — হাতের তেলো, palm.

করতা — ('কড়তা' দেখ।)

করতাল — মন্দিরা, করতাল, cymbals.

করতালি — হাততালি, clap.

করদ — কর বা রাজস্ব দেয় এমন। [ঃ 'করদ' রাজ্য।] **করদাতা** — যে ট্যাক্স দেয়।

করনা — কাজ। [ঃ 'ঘরকরনা'।]

করন্যাস — পূজার সময়ে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যথানিয়মে অংগুলি স্পর্শ।

করপল্লব — পল্লবতুল্য কোমল হাত, হাতের কোমল চেটো।

করপীড়ন — বিবাহ, পাণিগ্রহণ।

করপুট — অঞ্জলি, জোড়হাত।

করবাল — তরবারি, অসি। [সং.]

করবী — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।

করভ — হাতীর বাচ্চা। উটের বাচ্চা। উট। [সং.] স্ত্রী. — **করভী**।

করম — (পদ্যে) কাজ, কর্ম। কর্মফল।

করমর্দন — হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রীতি প্রকাশ, handshake.

করমচা — একরকম টক ফল।

করলা — উচ্ছা জাতীয় তিক্ত ফল।

করা — ক্রি. উৎপন্ন করা। নির্মাণ করা। কাজে ব্যস্ত থাকা। কাজ সম্পন্ন করা। প্রয়োগ বা ব্যবহার করা। [ঃ জোর 'করা'; ঃ বুদ্ধি 'করা'।] লওয়া বা রাখা। [ঃ কাঁধে 'করা'; ঃ হাতে 'করা'।] কোথাও গিয়া সেখানকার কাজ করা। [ঃ আপিস 'করা'; ঃ বাজার 'করা'।] নির্ণয় করা। [ঃ 'দর' করা।] কোনও ভাবের বশীভূত হওয়া। [ঃ লজ্জা 'করা'; ঃ ভয় 'করা'; ঃ ঘৃণা 'করা', ঃ আশা 'করা'।] বোধ হওয়া। [ঃ শীত 'করা'।] জমা, পুঞ্জিত হওয়া। [ঃ মেঘ 'করা'।] ('করিয়া' দেখ।) ণ. করা হইয়াছে এমন, কৃত। [ঃ 'করা' কাজ।]

করাঘাত — হাত দিয়া আঘাত, চড়।

করাত — কাঠ চিরিবার যন্ত্র। **করাতী** — করাত দিয়া কাঠ চেরাই যাহার পেশা।

করানো — ক্রি. অন্যের দ্বারা করা।

করায়ত্ত — হাতে আসিয়াছে এমন, হস্তগত, অধিকৃত।

করার — ('কড়ার' দেখ।)

করাল—ভয়ানক, ভীষণ। বড় দাঁতওয়ালা। **করালবদনা** — ভয়ংকর মুখ যাহার এমন (স্ত্রী.), কালীমূর্তি। **করালী** — দুর্গা, চণ্ডিকা।

করিঞা — (প্রাচীন কবিতায়) করিয়া।

করিতকর্মা — দুঃসাধ্য কর্মে সফল, কৃতকর্মা।

করিয়া — করিবার পর। চড়িয়া। [ঃ মোটরে 'করিয়া'।] রাখিয়া। [ঃ মনে 'করিয়া'; ঃ কাঁধে 'করিয়া'।] উপায়ে [ঃ কি 'করিয়া'।] ক্রমে। [এক এক 'করিয়া'।]

করিষ্ণু — করে বা করিতেছে এমন, সক্রিয়, করণশীল।

করী — হস্তী। স্ত্রী. — **করিণী**।

করীষ — ঘুঁটে, শুষ্ক গোময়।

করু — (প্রাচীন কবিতায়) করে, করুক, করিও।

করুগেট — দস্তায় কলাই করা ঢেউতোলা লোহার চাদর। [ই. corrugated.]

করুণ — কাতর। করুণার উদ্রেক করে এমন। বি. — **করুণতা**।

করুণা — দয়া, কৃপা। **করুণানিদান, করুণানিধান, করুণানিধি, করুণানিলয়** — দয়ালু, কৃপালু। **করুণাময়** — দয়ায় পূর্ণ, দয়ামর। স্ত্রী. — **করুণাময়ী**। **করুণার্দ্র** — দয়ায় বিগলিত।

ক'রে — ('করিয়া' দেখ।)

করেণু — হস্তী বা হস্তিনী।

করোটি, করোটী — মাথার খুলি, skull. **করোটিকা** — করোটি, মাথার খুলি, cranium.

কর্ক — ছিপি। [ই. cork.]

কর্কট — কাঁকড়া। রাশিচক্রের চতুর্থ রাশি। **কর্কটক্রান্তি** — নিরক্ষরেখার প্রায় তেইশ অক্ষাংশ উত্তরে অবস্থিত কল্পিত রেখা, Tropic of Cancer.

কর্কশ — মসৃণ নহে, খসখসে। কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর। শ্রুতিকটু। বি. — **কর্কশতা**।

কর্জ — ধার, ঋণ। [আ. কর্জ্।]

কর্ণ — কান। কোণাকোণি রেখা। নৌকার হাল। মহাভারতে বর্ণিত সূর্য ও কুন্তীর পুত্র। **কর্ণকুহর** — কানের ছিদ্র। **কর্ণগোচর** — কানে পৌঁছিয়াছে এমন, শ্রুত। **কর্ণধার** — যে নৌকার বা জাহাজের হাল ধরে। পরিচালক। **কর্ণপটহ** — কানের ভিতরে শব্দগ্রহণকারী সূক্ষ্ম চামড়া। **কর্ণপাত** — কান দেওয়া, শ্রবণ। **কর্ণবিবর** — কানের ছিদ্র। **কর্ণবেধ** — কান ফোঁড়ানো। **কর্ণমূল** — কানের গোড়া। **কর্ণশূল** — কানের ব্যথা।

কর্ণাট, কর্ণাটক — দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল বিশেষ। **কর্ণাটী** — কর্ণাট অঞ্চলের। [ঃ 'কর্ণাটী' সংগীত] কর্ণাটের অধিবাসী।

কর্ণিক — চূন-বালি ইত্যাদি লাগাইবার জন্য রাজমিস্ত্রীর যন্ত্র।

কর্ণিকা — কানের গয়না। পদ্মের বীজ-কোষ। লেখনী। [সং.]

কর্ণিকার — সোঁদালের গাছ বা ফুল। [সং.]

কর্তন — কাটা, ছেদন। **কর্তনী** — যাহার দ্বারা কাটা যায়, কাঁচি, কাতান। ণ. **কর্তনীয়** — কাটিবার যোগ্য। কাটা উচিত এমন।

কর্তব — গানে নানারকম সুরের কৌশল প্রদর্শন। [হি. কর্‌তব্‌।]

কর্তব্য — ণ. করা উচিত এমন, করণীয়। বিধেয়, উচিত। বি. করণীয় কাজ, বিধেয় কর্ম।

কর্তরিকা, কর্তরী — কাটারি। কাতুরি।

কর্তা — যে করে। রচয়িতা, স্রষ্টা। গৃহের প্রধান ব্যক্তি। মনিব। কর্তৃকারক। [সং. কর্তৃ।] **কর্তাভজা** — আউলচাঁদ-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। (নিন্দার্থে) যে বা যাহারা মনিবের হুকুমমতো চলে ও তোষামোদ করে।

কর্তিত — কাটা হইয়াছে এমন, ছিন্ন, ছেদিত। স্ত্রী. — **কর্তিতা**।

কর্তৃকারক — (ব্যাকরণে) কারক বিশেষ।

কর্তৃত্ব — প্রভুত্ব। পরিচালনার অধিকার। আধিপত্য। প্রাধান্য।

কর্ত্রী—স্ত্রী. যে করে, কারিণী। গৃহিণী। রচয়িত্রী। [ঃ গ্রন্থ-'কর্ত্রী'।] পরিচালিকা।

কর্দম — কাদা, পাঁক। **কর্দমাক্ত** — কাদা-

মাথা।

কর্পূর — একরকম গাছ হইতে উৎপন্ন গন্ধদ্রব্য, camphor. [সং.]

কর্বুর কর্বূর — রাক্ষস। ণ. নানাবর্ণ-বিশিষ্ট, বহুবর্ণ। **কর্বুরপতি, কর্বূর-পতি** — রাক্ষসদের রাজা। রাবণ।

কর্ম — কাজ। পেশা। চাকরি। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান। সুকৃতি-দুষ্কৃতি যাহার ফল পরলোকে ভোগ করিতে হয় বলিয়া মনে করা হয়। **কর্মকর্তা** — উৎসবাদির প্রধান ব্যক্তি। **কর্মকাণ্ড** — বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে।

কর্মকার — লোহার জিনিসের কারিকর, কামার।

কর্মক্ষম — কাজ করিবার ক্ষমতা আছে এমন, সমর্থ, কর্মঠ। বি. — **কর্ম-ক্ষমতা।**

কর্মক্ষেত্র — কর্ম সাধনার স্থান বা বিষয়। সংসার।

কর্মখালি — কর্মচারী নিয়োগের উপ-যোগী পদ শূন্য থাকা। [ঃ 'কর্মখালির' বিজ্ঞাপন।]

কর্মচারী — কাজের জন্য নিযুক্ত মাহিনা-করা লোক। স্ত্রী. — **কর্মচারিণী।**

কর্মঠ — কাজ করিতে সমর্থ। সক্রিয়।

কর্মণ্য — কাজ করিতে পারে এমন, কর্মক্ষম। বি. — **কর্মণ্যতা।**

কর্মত্যাগ — চাকরি ছাড়া, পদত্যাগ।

কর্মদোষ — অন্যায় কাজ করিবার ফল। গতজন্মের দুষ্কৃতির ফল।

কর্মধারয় — (ব্যাকরণে) বিশেষণ ও বিশেষ্যের যোগে গঠিত সমাস।

কর্মনাশা — যে কাজ করিতে গিয়া নষ্ট করে, কর্মপণ্ডকারী।

কর্মনিষ্ঠ — কাজে অনুরক্ত। বি. — **কর্মনিষ্ঠতা, কর্মনিষ্ঠা।**

কর্মফল — এই জন্মে বা জন্মান্তরে ভালো বা খারাপ কাজ করার ফলে প্রাপ্ত সুখ বা দুঃখ।

কর্মবাচ্য — (ব্যাকরণে) কর্মকারক প্রাধান্য লাভ করে এমন বাক্য। [ঃ ফলটি খাওয়া হ'ল।]

কর্মবিপাক — ভুল কাজ করিবার ফল।

কর্মবীর — যিনি দুঃসাধ্য কাজ করিয়া-ছেন, অসামান্য কর্মী।

কর্মভূমি — কর্মক্ষেত্র। সংসার।

কর্মভোগ — এই জন্মে বা জন্মান্তরে ভালো বা মন্দ কাজ করিবার ফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ। বৃথা পরিশ্রম।

কর্মযোগ — গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্মের দ্বারা আত্মোন্নতির সাধনা। **কর্মযোগী** — যিনি কর্মযোগ সাধন করেন। একনিষ্ঠ কর্মী।

কর্মশালা — যেখানে কাজ করা হয়। নির্মাণশালা, কারখানা।

কর্মশীল — কর্মী, যে কাজ করিতে ভালোবাসে, কর্মপরায়ণ। স্ত্রী. — **কর্মশীলা।**

কর্মসচিব — যে কাজ দেখাশোনা করে, সেক্রেটারি, ম্যানেজার।

কর্মসাক্ষী — যিনি সকল কাজই দেখিতে পান, ভগবান, চন্দ্রসূর্য।

কর্মসূত্র — কাজের সহিত তাহার ফলের অচ্ছেদ্য যোগ। কাজের জন্য। [ঃ 'কর্ম-সূত্রে' আসা।]

কর্মস্থল, কর্মস্থান — চাকরি ব্যবসায় ইত্যাদির নির্দিষ্ট জায়গা।

কর্মাকর্ম — ভালো কাজ ও মন্দ কাজ, উচিত কাজ ও অনুচিত কাজ।

কর্মিষ্ঠ — কর্মঠ, কার্যে নিপুণ।

কর্মী — যে কাজ করে। কাজের লোক। ণ. কর্মঠ। [সং. কর্মিন্।]

কর্ষক — যে কর্ষণ করে। যে আকর্ষণ করে। **কর্ষণ** — লাঙলের দ্বারা মাটি উল্টাইয়া ফেলা, চাষ। ণ. **কর্ষণীয়** — কর্ষণের যোগ্য। **কর্ষিত** — কর্ষণ করা হইয়াছে এমন, চষা। স্ত্রী. — **কর্ষিতা।**

কল — যন্ত্র। অঙ্কুর। চাতুর্য। [ঃ 'কলে'-কৌশলে।] **কলতলা** — যেখানে জলের কল আছে সেই জায়গা।

কল — ণ. অস্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর। [ঃ 'কল'-কণ্ঠ; ঃ 'কল'-ধ্বনি।] **কলকল** — জলস্রোতের একটানা অস্পষ্ট শ্রুতি-মধুর শব্দ। **কলকলানি** — অস্পষ্ট শ্রুতিমধুর শব্দের সমাবেশ। **কল-কলানো** — ক্রি. কলকল শব্দ করা।

কলকা — পাতার মতো নকশা। [ঃ 'কলকা' পাড়।] [তু. কল্‌গী, হি. কল্‌কা।]

কলকে — যাহাতে তামাক ভরিয়া আগুন দেওয়া হয়, ছিলিম। **কলকে পায় না** — খাতির পায় না।

কলকে — কলকের মতো দেখিতে এক-রকম ফুল ও তাহার গাছ।

কলঙ্ক — দুর্নাম, অপবাদ। কালো দাগ। ধাতুনির্মিত দ্রব্যের গায়ের মরিচা বা দাগ। **কলঙ্কিত** — কলঙ্কযুক্ত, অপ-বিত্র। স্ত্রী. — **কলঙ্কিতা। কলঙ্কিনী** — যে স্ত্রীলোকের দুর্নাম রটিয়াছে। অসতী। পুং. **কলঙ্কী** — যাহার কলঙ্ক বা দুর্নাম হইয়াছে। কলঙ্কযুক্ত।

কলত্র — পত্নী, স্ত্রী, ভার্যা।

কলন — গণন। ণ. — **কলিত।**

কলনাদিনী — কলকল শব্দ করে এমন (স্ত্রী.)। [ঃ 'কলনাদিনী' গঙ্গা।] পুং. — **কলনাদী।**

কলপ — পাকা চুল কালো করিবার রং। মাড়। [আ. **কলফ্‌**।]

কলবলানি — কলধ্বনি।

কলম — লেখার যন্ত্র, লেখনী। কলমের মতো দেখিতে এমন যন্ত্র। [আ. কল্‌ম্‌।] খবরের কাগজের স্তম্ভ, 'কলাম'। [ই. column.] চারা তৈরি করার জন্য দুইটি গাছের ডাল ঈষৎ কাটিয়া জোড়া দেওয়া। [ঃ 'কলমের' চারা।] **কলমচি** — যে শুনিয়া অন্যের বক্তব্য হুবহু লেখে, লিপিকর। **কলমদান, কলমদানি** — কলম রাখার পাত্র। **কলম-পেশা** — কেরানীর কাজ, কেরানীগিরি। **কলমবাজ** — (নিন্দার্থে) লেখক। **কলমবাজি** — (নিন্দার্থে) লেখকের কাজ।

কলমা — মুসলমানদের মূল ইষ্টমন্ত্র। [আ. কলিমহ্‌।]

কলমি — একরকম জলজ শাক।

কলমী — লেখক। সংবাদপত্রে কয়েক কলমে যিনি লেখেন, columnist.

কলম্ব — বাণ, তীর। কদম্ব বৃক্ষ। শাকের ডাঁটা।

কলশ, কলস — ঘড়া, গাগরা। কলসের মতো মন্দিরের চূড়া। **কলশি, কলসি, কলশী, কলসী** — ঘড়া, গাগরা।

কলহ — ঝগড়া, বিবাদ। [সং.]

কলহংস — রাজহাঁস। স্ত্রী. — **কলহংসী**

কলহান্তরিতা — অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিতা নায়িকা যে নায়কের সহিত বিবাদ করিবার পরে বেদনাবোধ করে।

কলা — একরকম ফল, কদলী, রম্ভা। **কলা দেখানো** — ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করা। **কলা বউ** — দুর্গাপূজার আরম্ভে পূজিত কলাগাছ বা কলাপাতা দিয়া রচিত বধূমূর্তি, নবপত্রিকা, নববধূ। গণেশবধূ। (বিদ্রূপে) দীর্ঘ ঘোমটায় আবৃতা লজ্জাবতী বধূ।

কলা — প্রতি রাত্রে চাঁদ যেটুকু বাড়ে বা

কমে তাহা। রাশিচক্রের অতিসূক্ষ্ম ভাগ। সময়ের অংশ বিশেষ (প্রায় আট সেকেন্ড)। (শরীরবিদ্যায়) দেহের বিভিন্ন অংশের উপাদান স্বরূপ তন্তু। **ষোল কলা পূর্ণ হওয়া** — পরিপূর্ণতা লাভ করা, চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছা।

কলা — নৃত্য গীত চিত্র সাহিত্য ইত্যাদি চারু শিল্প, art. কৌশল। [ঃ শিল্প-'কলা'।] [সং.]

কলাই — একরকম দাল, বিরিকলাই, মাষ-কলাই। **কলাইশুঁটি** — মটরশুঁটি।

কলাই — রং দস্তা ইত্যাদির প্রলেপ। [আ. কলী।]

কলাকার — শিল্পী, চারুশিল্পী, কলাকৃৎ।

কলাকুশল — কলাবিদ্যায় দক্ষ। বি. **কলাকৌশল** — শিল্পরচনায় নৈপুণ্য, শিল্পের কায়দা, টেকনিক।

কলাকৃৎ — চারু শিল্পী, কলাকার।

কলাপ — ময়ূরপুচ্ছ। সমূহ। **কলাপী** — ময়ূর। স্ত্রী. — **কলাপিনী**।

কলাবৎ — কালোয়াত।

কলাবতী — নৃত্যগীত ইত্যাদিতে নিপুণা নারী। বৃষভানুর পত্নী, রাধিকার মা।

কলাবিদ্ — চারুশিল্প বিষয়ের সমালোচক ও তত্ত্বজ্ঞ। শিল্পী।

কলায় — দাল মটর সিম ইত্যাদি শস্য, কলাই। [সং.]

কলার — শার্ট কোট ইত্যাদি জামার গলার অংশ বিশেষ। [ই. collar.]

কলি — পুরাণে বর্ণিত চতুর্থ যুগ। পুরাণে বর্ণিত ভয়ংকর দেবতা (ইনি ক্রোধ ও হিংসার পুত্র এবং ভয় ও মৃত্যুর জনক)।

কলি — চুন। [ঃ 'কলি' ফেরানো; ঃ 'কলি' ধরানো।] [আ. কলী।] **কলি করা** — চুনকাম করা। **কলি ফেরানো** — পুনরায় চুনকাম করা।

কলি—কুঁড়ি। বৈষ্ণবদের একরকম তিলক। [ঃ রস-'কলি'।] গানের বা কবিতার পদ। [সং.]

কলিকা — কুঁড়ি। কলকে।

কলিকাতা — পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান রাজধানী, এশিয়ার বৃহত্তম শহর।

কলিকাল — কলি যুগ।

কলিঙ্গ — মহানদী ও গোদাবরীর মধ্য-বর্তী অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন একটি রাজ্য।

কলিচুন — ঝিনুক শামুক ইত্যাদি পুড়াইয়া তৈয়ারী চুন।

কলিজা — হৃদয়। যকৃত। [হি. কলেজা।]

কলু — তেলী। স্ত্রী. — **কলুনী**।

কলুষ — দোষ, পাপ। মালিন্য। **কলুষিত** — দূষিত, নোংরা। কলঙ্কিত। স্ত্রী. — **কলুষিতা**।

কলেজ — উচ্চতর শিক্ষালয়, মহাবিদ্যালয়, college. **কলেজী** — কলেজ সংক্রান্ত।

কলেবর — শরীর, দেহ। চেহারা, আয়তন। [ঃ গ্রন্থের 'কলেবর'।]

কলেরা — ওলাউঠা রোগ, বিসূচিকা। [ই. cholera.]

কল্কা -- ('কলকা' দেখ।)

কল্কি, কল্কী — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর দশম অবতার যিনি কলিযুগের শেষে আসিবেন বলিয়া মনে করা হয়। **কল্কি-পুরাণ** — কল্কি অবতারের বিবরণ-সংবলিত পুরাণ-গ্রন্থ।

কল্কি, কল্কে — ('কলকে' দেখ।)

কল্প — পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার এক দিন, ৪৩২ কোটি বছর। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিধি। [ঃ 'কল্প'-সূত্র।] নিয়ম, ব্রত। ণ. কল্পিত। [ঃ 'কল্প'-রূপ।] **কল্প-তরু, কল্পদ্রুম** — চাহিলেই ইচ্ছামতো

ফল পাওয়া যায় এমন গাছ। অকৃপণ দাতা। **কল্পলোক** — মানসলোক।

-কল্প — 'তুল্য' অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ পুত্র-'কল্প'।]

কল্পনা—ভাবিয়া রচনা। ভাবিয়া গড়িবার শক্তি। মনগড়া বিষয়। অনুমান। **কল্পনাতীত** — কল্পনা করা যায় না এমন। ধারণাতীত। **কল্পনাপ্রবণ** — কল্পনা করিবার ঝোঁক আছে এমন। বি. — **কল্পনাপ্রবণতা। কল্পনামূলক** — কল্পিত, কল্পনায় রচিত। অবাস্তব।

কল্পান্ত — ব্রহ্মার একটি দিনের অবসান, প্রলয়কাল।

কল্পিত — মনগড়া, কল্পনায় রচিত, imaginary.

-কল্পে—'উদ্দেশ্যে' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নির্মাণকল্পে'।]

কল্মষ — কলুষ, পাপ। ণ. পাপী, কলুষিত।

কল্মাষ — কালো, কৃষ্ণবর্ণ। ধূসরবর্ণ। **কল্মাষপাদ** — পুরাণে বর্ণিত সূর্য-বংশীয় রাজা যিনি বশিষ্ঠপুত্রের অভিশাপে রাক্ষস হন।

কল্য — আগের বা পরের দিন, কাল। অতীত। ভবিষ্যৎ। **কল্যকার** — আগের বা পরের দিনের। অতীতের বা ভবিষ্যতের।

কল্যাণ — বি. শুভ, মঙ্গল। (সংগীতে) একরকম রাগিণী। ণ. মঙ্গলজনক। **কল্যাণকর** —শুভ, মঙ্গলকর। **কল্যাণময়** — মঙ্গলময়। ভগবান। স্ত্রী. — **কল্যাণময়ী। কল্যাণী** — শুভা, মঙ্গলা। **কল্যাণীয়** — যাহার কল্যাণ কামনা করা যায়, আশীর্বাদের পাত্র। স্ত্রী. **কল্যাণীয়া** — আশীর্বাদের পাত্রী। **কল্যাণীয়াসু** — আশীর্বাদের পাত্রীকে লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ। **কল্যাণীয়েষু** — আশীর্বাদের পাত্রকে লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

কল্লা — ভান, ছল। ণ. চতুর।

কল্লোল — শব্দময় ঢেউ। **কল্লোলময়, কল্লোলিত** — শব্দময় তরঙ্গে পূর্ণ। তরঙ্গায়িত। **কল্লোলিনী** — নদী। ণ. কলরবকারিণী।

কশ — ঠোঁটের দুই পাশ, সৃক্কণী।

কশা — চাবুক। **কশাঘাত** — চাবুকের ঘা। [সং.] **কশা, কশানো**—ক্রি. চাবুক লাগানো। জোরে আঘাত করা।

কশাড় — একরকম কাশ ঘাস।

কশিদা — কাপড়ের উপর ছুঁচের কাজ। [ফা. কশীদহ্।]

কশেরু — মেরুদণ্ড। **কশেরুকা** — মেরুদণ্ডের পৃথক পৃথক অংশ, vertebra.

কষ — কষায় রস। কষায় রস লাগার ফলে দাগ। ণ. **কষা** — কষায় স্বাদযুক্ত।

কষা — ক্রি. শক্ত করিয়া বাঁধা, আঁটা। শক্তি প্রয়োগ করা। [ঃ 'কষে' লাঙল ধর।] কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা। [ঃ সোনা 'কষা'।] অঙ্ক করা, হিসাব করা। [ঃ দাম 'কষা'।] ণ. ঈষৎ ভাজা। [ঃ 'কষা' মাছ।] আঁট, শক্ত। [ঃ 'কষা' জুতো।] কষা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কষা' সোনা; ঃ 'কষা' অঙ্ক; ঃ 'কষা' মাছ। ঃ 'কষা' দাম।] **কষাকষি** — টানাটানি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জিদ। **মন কষাকষি** — মনান্তর, মনোমালিন্য। **দর কষাকষি** — দর লইয়া জিদ বা টানাটানি। **কষিয়া** — সজোরে, শক্তভাবে, পূর্ণোদ্যমে। আঁটিয়া।

কষাটে — ঈষৎ কষায় স্বাদযুক্ত।

কষায় — কষা স্বাদ। গোলাপী বা গেরুয়া রং। ণ. **কষায়িত** — আরক্ত। [ঃ রোষ-

'কষায়িত' চক্ষু।]

কষি — দাঁড়ি। রেখা। কাপড়ের যে অংশ কোমরে থাকে। আমের কাঁচা কচি আঁটি।

কষিত — কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। [ঃ 'কষিত' কাঞ্চন।]

কষ্ট—দুঃখ, বেদনা। পরিশ্রম। [ঃ 'কষ্টের' রোজগার।] **কষ্টকর** — বেদনাদায়ক। কঠিন। **কষ্টকল্পনা** — (নিন্দার্থে) চেষ্টাকৃত কল্পনা। ণ. — **কষ্টকল্পিত**। **কষ্টসাধ্য**—করিতে পরিশ্রম ও অসুবিধা হয় এমন, দুঃসাধ্য। **কষ্টার্জিত** — বহুকষ্টে উপার্জিত। **কষ্টেসৃষ্টে** — অনেক কষ্ট করিয়া। অনেক চেষ্টায়।

কষ্টি — ঘষিয়া সোনা পরীক্ষা করিবার জন্য পাথর। ঐরূপ পাথরে পরীক্ষা।

কসবা — বহুবসতি ও হাটবাজার আছে এমন গ্রাম। [আ. কসবাহ্।]

কসবী — বেশ্যা, গণিকা। [আ. কস্ব্।] **কসবীখানা** — বেশ্যালয়। **কসবীপনা** — বেশ্যার মতো আচরণ।

কসম — শপথ, দিব্য। [আ. কস্ম্।]

কসরত — ব্যায়ামকৌশল। কৌশল। নৈপুণ্য প্রদর্শন। [আ. কস্রত্।]

কসাই — যে ছাগল ভেড়া গরু ইত্যাদি কাটে। মাংসবিক্রেতা। ঘাতক। নিষ্ঠুর ব্যক্তি। [আ. কস্সাব।] **কসাইখানা** — পশুবধ করিবার স্থান। মাংসের দোকান।

কসুর — অপরাধ। ত্রুটি। [আ.]

কস্তাপাড় — চওড়া লাল পাড়। ণ. **কস্তাপেড়ে** — কস্তাপাড় আছে এমন।

কস্তুরিকা, কস্তুরী, কস্তূরী — একরকম গন্ধময় উত্তেজক দ্রব্য, মৃগনাভি।

কস্মিন্‌কালে — কোনও সময়ে।

কস্য — (ব্যঙ্গার্থে) কাহার। [সং.]

কহতব্য — (ব্যঙ্গার্থে বা নিন্দায়) বলার যোগ্য। [ঃ 'কহতব্য' নয়।]

কহন — বলা। ['কহনে' না যায়।]

কহা — ক্রি. বলা। ণ. যাহা বলা হইয়াছে। **কহানো** — ক্রি. বলানো। **কহিয়ে** — ণ. কহিতে বা বলিতে পটু, বলিয়ে।

কহ্লার — শ্বেতপদ্ম। শালুক।

কাই — লেই, আঠা, ঘন মাড়। [সং. ক্বাথ।]

কাঁই — অতিশয় ক্রোধসূচক অনুকার। [ঃ রেগে 'কাঁই'।]

কাইট — রস তেল ইত্যাদির গাদ।

কাঁইবিচ, কাঁইবীচ — তেঁতুলবিচি।

কাঁইমাই — অনুযোগপূর্ণ অস্পষ্ট শব্দ। [ঃ 'কাঁইমাই' করা।]

কাউকে — কাহাকেও।

কাউর — একরকম চর্মরোগ, ecxema.

কাওয়াজ — যুদ্ধকৌশল শিক্ষা, drill. [আ. কাবাইদ্।]

কাওয়ালি, কাওয়ালী — সংগীতের তাল বিশেষ। মুসলমানী ধর্মসংগীতবিশেষ। [আ. কবালি।]

কাংস, কাংস্য—কাঁসা, তামা ও রাং মিশ্রিত ধাতু, bell-metal. **কাংসকার, কাংস্যকার** — কাঁসারী।

কাক — একরকম কালো পাখী, crow. **কাকচক্ষু** — কাকের চোখের মতো অতিশয় স্বচ্ছ ও নীলাভ। [ঃ 'কাকচক্ষু' জল।] **কাকজ্যোৎস্না** — অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। **কাকতালীয়** — কার্যকারণ সম্বন্ধহীন দুই ঘটনা (তাল গাছের উপরে বা মূলদেশে কাক বসিবামাত্র তালের পতন।) **কাকনিদ্রা** — সতর্ক অগভীর নিদ্রা। **কাকপক্ষ** — কানের চুল। **কাকপদ** — × “ ” ইত্যাদি চিহ্ন।

কাকবন্ধ্যা — স্ত্রী. যে একবার মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে।

কাক — এক কড়ার সিকি ভাগ।

কাঁক — বক-জাতীয় একরকম পাখি, কঙ্ক, heron.

কাঁকই—মোটা চিরুনি। [সং. কঙ্কতিকা।]

কাঁকড়া—একরকম শক্ত দাড়াওয়ালা জলজ প্রাণী, কর্কট। **কাঁকড়াবিছা** — কাঁকড়ার মতো দাড়াওয়ালা একরকম বিছা।

কাঁকন — হাতের বালা, কঙ্কণ।

কাঁকর — ছোট পাথর, পাথরের দানা।

কাঁকরোল — উচ্ছে-জাতীয় একরকম ফল।

কাঁকলাস — গিরগিটি-জাতীয় একরকম প্রাণী। [সং. কৃকলাস।]

কাকলি, কাকলী — অস্ফুট মধুর শব্দ। কলধ্বনি। [ঃ পাখির 'কাকলি'।]

কা-কা — কাকের ডাক।

কাকা—বাবার ছোট ভাই, খুড়া, পিতৃব্য। **কাকী, কাকীমা** — কাকার স্ত্রী।

কাকাতুয়া — একরকম পাখি।

কাঁকাল—কোমর, কটি। [সং. কঙ্কালিকা।]

কাকু — বক্রোক্তি। ভয় বিস্ময় ক্রোধ ইত্যাদির ফলে স্বরবিকৃতি। (আদরে) কাকা।

কাঁকুই — ('কাঁকই' দেখ।)

কাঁকুড় — শশা-জাতীয় একরকম ফল।

কাকুতি — কাতর অনুরোধ, মিনতি।

কাকোদর — সাপ, সর্প।

কাখ, কাঁখ — কক্ষ, কোমর। বগল।

কাগ — (কথ্য) কাক।

কাগজ — কাঠ খড় তুলা ইত্যাদির মণ্ড হইতে তৈয়ারী পাতার মতো একরকম জিনিস যাহাতে লেখা বা ছাপা যায়। খবরের কাগজ। [আ. কাগজ্।] ণ. **কাগজী** — কাগজ সংক্রান্ত। কাগজে অর্থাৎ লেখায় সীমাবদ্ধ। [ঃ 'কাগজী' পরিকল্পনা।]

কাগজি — একরকম লেবু। বাদামের এক জাত।

কাঙাল — নিঃস্ব। দরিদ্র। হীন প্রার্থী। অতিশয় লোলুপ। [ঃ যশের 'কাঙাল'।] স্ত্রী. **কাঙালিনী**—ভিখারিনী। **কাঙালী** — ভিখারী। **কাঙালপনা** — কাঙালের মতো আচরণ বা মনোভাব প্রকাশ।

কাঙ্ক্ষা — অভিলাষ, ইচ্ছা, বাসনা। ণ. **কাঙ্ক্ষণীয়** — কাম্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার যোগ্য। **কাঙ্ক্ষিত** — বাঞ্ছিত, প্রার্থিত।

কাংগাল, কাংগালিনী, কাংগালী — ('কাঙাল', 'কাঙালিনী', 'কাঙালী' দেখ।)

কাচ, কাঁচ — বালি ক্ষার ইত্যাদি হইতে তৈয়ারী একরকম স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ, শিশা, glass.

কাঁচকলা—একরকম বিচিশূন্য বড়ো কলা যাহা প্রধানতঃ তরকারির জন্য ব্যবহৃত হয়। (ব্যঙ্গে) কিছুই না। [ঃ বিদ্যে 'কাঁচকলা'।]

কাঁচপোকা — উজ্জ্বল সবুজ রঙের একরকম পোকা যাহার পালক হইতে মেয়েরা টিপ করে।

কাঁচল — (পদ্যে) কাঁচুলি। [ঃ 'কাঁচলখানি' টুটে।] **কাঁচলি** — (কাঁচুলি দেখ।)

কাচা — ক্রি. (বস্ত্রাদি) ধুইয়া পরিষ্কার করা। ণ. ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কাচা' কাপড়।] বি. ঐরূপ পরিষ্কার করণ।

কাচানো — আছড়াইয়া কচলাইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করানো। ণ. ধুইয়া পরিষ্কার করানো হইয়াছে এমন।

কাঁচা — ণ. পাকে নাই এমন। [ঃ 'কাঁচা' আম।] সিদ্ধ করা বা পোড়ানো হয় নাই এমন। [ঃ 'কাঁচা' চাল; ঃ 'কাঁচা' ইট।] শুকনা নয় এমন। [ঃ 'কাঁচা'

কাঠ।] মাটি দিয়া তৈয়ারী। [ঃ 'কাঁচা' দেওয়াল; ঃ 'কাঁচা' রাস্তা।] অনিপুণ। [ঃ 'কাঁচা' হাত; ঃ অঙ্কে 'কাঁচা'।] অপরিণত। [ঃ 'কাঁচা' ঘুম।] অস্থায়ী। [ঃ 'কাঁচা' রং; ঃ 'কাঁচা' খাতা।] **কাঁচা কাজ** — বুদ্ধিহীনের কাজ, বোকামি। **কাঁচা চুল** — কালো চুল, সাদা হয় নাই এমন চুল। **কাঁচা পয়সা** — অল্প পরিশ্রমে অর্জিত প্রচুর টাকা। **কাঁচামিঠা** — ণ. কাঁচা অবস্থায় মিষ্ট লাগে এমন।

কাঁচা — ক্রি. ব্যর্থ বা পণ্ড হওয়া। ব্যর্থ বা পণ্ড হওয়ার ফলে নূতন করিয়া আরম্ভ হওয়া। **কাঁচিয়া গণ্ডূষ**—পণ্ড হইবার ফলে নূতন করিয়া আরম্ভ।

কাঁচানো — ক্রি. সকল চেষ্টা বা আয়োজন ব্যর্থ করিয়া আগের অবস্থায় আনা। পণ্ড করা।

কাঁচি — দুই-ফলাযুক্ত কাটিবার অস্ত্র। [তু. কাইঞ্চী।]

কাঁচী — কম ওজনের। [ঃ 'কাঁচী' সের।] ঠাস-বোনা (কাপড়)।

কাঁচুমাচু — ণ. লজ্জা ভয় ইত্যাদির জন্য সংকুচিত। [ঃ 'কাঁচুমাচু' হওয়া।] বি. সংকোচবোধ। [ঃ 'কাঁচুমাচু' করা।]

কাঁচুলি—মেয়েদের বুক বাঁধিবার কাপড়। [সং. কঞ্চুলী।]

কাচ্চাবাচ্চা — ছেলেপুলে। শিশুর দল।

কাঁচ্চা — ছটাকের চার ভাগের এক ভাগ।

কাছ — নিকট, পাশ। [সং. কক্ষ।] **কাছে** — নিকটে, পাশে, সম্মুখে। তুলনায়। [ঃ রামের 'কাছে' শ্যাম কিছুই নয়।] দৃষ্টিতে, বিচারে। [ঃ তাঁহার 'কাছে' ইহা মূল্যহীন।] **কাছে কাছে** — সঙ্গে সঙ্গে। পাশে পাশে। **কাছে পিঠে** — নিকটে কোথাও, সন্নিকটে।

কাছা — পরা ধুতির পিছনের দিকের কোঁচানো অংশ, কচ্ছ। **কাছাখোলা** — অসাবধান। [ঃ 'কাছাখোলা' লোক।]

কাছাকাছি — পরস্পর নিকটবর্তী। প্রায় সমান। [ঃ বিশের 'কাছাকাছি'।]

কাছানো — ক্রি. নিকটবর্তী হওয়া।

কাছারি—আদালত। জমিদারির কার্যালয়।

কাছি — মোটা রশি, দড়া।

কাছিম — কচ্ছপ, কূর্ম।

কাজ — যাহা করা হয়, কর্ম। শ্রাদ্ধ। জীবিকা, চাকরি। [ঃ 'কাজ' পাওয়া।] প্রয়োজন। [ঃ 'কাজ' কি জেনে?] সুফল, উপযোগিতা। [ঃ ঔষধে 'কাজ' হয়েছে; ঃ 'কাজে' আসবে।] শিল্প। [ঃ হাতের 'কাজ'; ঃ ছুঁচের 'কাজ'।] [সং. কার্য।] **কাজকর্ম** — উপার্জনের উপযোগী কাজ। চাকরি। **কাজেই, কাজে কাজেই** — তাই, সুতরাং, এই কারণে।

কাজর — কাজল। **কাজরী**— শ্রাবণ মাসের একরকম গীতোৎসব।

কাজল — চোখে দেওয়ার জন্যে একরকম কালি, সুর্মা। ণ. কালো, কাজলের মতো রঙের। [ঃ 'কাজল' মেঘের নীল অঞ্জন।] **কাজললতা** — কাজল করিবার বা রাখিবার জন্য পাতার আকারে তৈয়ারী পাত্র। স্ত্রী. **কাজলা, কাজলী** — কাজলবর্ণা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, শ্যামলা।

কাজি — ('কাজী' দেখ।)

কাজিয়া— বিবাদ, বচসা। [আ. কজিয়া।]

কাঁজি — আমানি। জলে ভেজানো ভাত হইতে তৈয়ারী সিরকা। [সং. কাঞ্জিক।]

কাজী — মুসলমান আমলের বিচারক। [আ.] কাজের লোক, কর্মী। [ঃ কাজের বেলা 'কাজী'।]

কাঞ্চন — সুবর্ণ, সোনা। একরকম গাছ ও তাহার ফুল। **কাঞ্চনময়** — স্বর্ণময়,

সোনার। স্ত্রী. — **কাঞ্চনময়ী**।

কাঞ্চনজঙ্ঘা — সিকিম ও নেপাল রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত হিমালয়ের বিখ্যাত শিখর।

কাঞ্চি, কাঞ্চী — কোমরে পরিবার গয়না, চন্দ্রহার, মেখলা। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন নগর, বর্তমান কঞ্জিভেরম্।

কাঞ্জিক — কাঁজি।

কাট — কাটার ভঙ্গি, কর্তিত রূপ। [ঃ জামার 'কাট'।] আদল, গড়ন। [ঃ মুখের 'কাট'।] [ই. cut.]

কাট — ('কাইট' দেখ।)

কাটকুট — ('কাটাকুটি' দেখ।)

কাটখোট্টা — বেরসিক। লাবণ্যহীন।

কাটছাঁট — কাটিবার ভঙ্গি, কাট। বাদ।

কাটতি — বিক্রয়ের পরিমাণ। বিক্রয়।

কাটনা — সুতা কাটা। **কাটনি** — কাটার মজুরি। **কাটনী** — যে সুতা কাটে।

কাটরা — কাঠ দিয়া ঘেরা জায়গা। আদালতে আসামী প্রভৃতির দাঁড়াইবার জায়গা, কাঠগড়া। বাজারের সারবন্দী ঘর। বাজার।

কাটলেট—মাছ বা মাংস ভাজিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য। [ই. cutlet.]

কাটা — ক্রি. ছেদন বা কর্তন করা। খোঁড়া, খনন করা। [ঃ 'পুকুর' কাটা।] অতিবাহিত হওয়া। [ঃ সময় 'কাটা'।] অঙ্কন করা, দাগ দেওয়া। [ঃ আঁচড় 'কাটা'; ঃ তিলক 'কাটা।] ভুল বা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া রেখা টানিয়া বাতিল করা। [ঃ এক লাইন 'কাটা'।] সংশোধন করা। [ঃ ভুল 'কাটা'।] দূর হওয়া। [ঃ বিপদ 'কাটা'; ঃ ভয় 'কাটা'।] বিক্রয় হওয়া। [ঃ মাল 'কাটা'।] বিচ্যুত হওয়া। [ঃ 'তাল' কাটা।] ছিন্ন হওয়া। [ঃ ঘুড়ি 'কাটা'।] নিঃসৃত হওয়া। [ঃ 'জল' কাটা।] লিখিয়া দেওয়া। [ঃ চেক 'কাটা'; ঃ হুণ্ডি 'কাটা'।] করা। [ঃ সাঁতার 'কাটা'।] পাক দিয়া তৈয়ারি করা। [ঃ সুতা 'কাটা'।] খণ্ডন করা। [ঃ কথা 'কাটা'] খোদাই করা। [ঃ পাথর 'কাটা'।] রচনা করা। [ঃ ছড়া 'কাটা'] কাটিবার ভঙ্গি করা। [ঃ জিভ 'কাটা'।] দংশন করা। [ঃ সাপে 'কাটা'।] কাটিয়া তৈয়ার করা। [ঃ জামা 'কাটা'।] পৃথক হইয়া পড়া। [ঃ ছানা 'কাটা'।] চলিয়া যাওয়া, সরা। [ঃ 'কাটিয়া' পড়া।] ণ. কাটা হইয়াছে এমন। বি. কর্তন। বাতিল করণ। ইত্যাদি।

কাঁটা — গাছের গায়ের একরকম শক্ত ছুঁচালো জিনিস। (মাছের) সরু হাড়। বুনিবার কাঠি। খোঁপায় গাঁথিবার উপযোগী তার। ছোট পেরেক। ওজন করিবার বড়ো পাল্লা। ঘড়ি কম্পাস ইত্যাদির নির্দেশক দণ্ড। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে খাইবার জন্য আবশ্যক একরকম শলাকা। [ঃ 'কাঁটা'-চামচ।] [সং কণ্টক।] **কাঁটায় কাঁটায়** — ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। একেবারে নির্দিষ্ট মাত্রায়। **পথের কাঁটা** — বাধা, অন্তরায়।

কাটাই — কাটার কাজ। কাটার মজুরি বা খরচ।

কাটাকাটি—খুনাখুনি, পরস্পর অস্ত্রাঘাত পরস্পর খণ্ডন করণ। [ঃ কথা 'কাটাকাটি'।]

কাটাকুটি — লেখা ইত্যাদি সংশোধন।

কাটানো — ক্রি. অন্যের দ্বারা কাটা অতিবাহিত করা। [ঃ সময় 'কাটানো' অতিক্রম করা। [ঃ বিপদ 'কাটানো' পৃথক করা। [ঃ 'ছানা' কাটানো বিক্রয় করা। [ঃ মাল 'কাটানো'।] খন

করানো। [ঃ খাল 'কাটানো'।]

কাটারি — একরকম দা। [সং. কর্তরী।]

কাঁটাল — একরকম বহুকোষবিশিষ্ট ফল। [সং. কণ্টকী।]

কাটি — ('কাঠি' দেখ।)

কাঁটি — ছোট পেরেক।

কাটিম — ('কাঠিম' দেখ।)

কাটুনী — ('কাটনী' দেখ।)

কাঠ—গাছের কাণ্ড ও শাখার শক্ত অংশ। [সং. কাষ্ঠ।] **কাঠ-খড়** — মাল-মসলা। **কাঠ-খড় পোড়ানো** — উদ্যোগ-আয়োজন ব্যয় ও পরিশ্রম করা। **কাঠগড়া** — আদালতে কাঠের বেড়া দেওয়া মঞ্চ, কাঠরা। **কাঠগোলা** — কাঠের আড়ত, কাঠের গুদাম। **কাঠগোলাপ** — বন-গোলাপ। **কাঠঠোকরা** — একরকম পাখি। **কাঠপিঁপড়া, কাঠপিঁপড়ে** — কাঠে থাকে এমন একরকম বড়ো পিঁপড়ে। **কাঠবিড়াল** — গাছে থাকে এমন একরকম লোমওয়ালা লম্বালেজ-ওয়ালা ইঁদুরজাতীয় প্রাণী। **কাঠমল্লিকা** — বনমল্লিকা।

কাঠমাণ্ডু — নেপালের রাজধানী।

কাঠরা — ('কাটরা' দেখ।)

কাঠা — এক বিঘার বিশ ভাগের এক ভাগ। চাল ইত্যাদি মাপিবার পাত্র। **কাঠাকালি** — কাঠার হিসাবে জমির মাপ। **কাঠাকিয়া** — এক শত কাঠা পর্যন্ত গণনা।

কাঠামো — ঠাট, ফ্রেম। মোটামুটি গড়ন।

কাঁঠাল — ('কাঁটাল' দেখ।)

কাঠি — কাঠ বাঁশ ইত্যাদির সরু টুকরা। নারিকেল পাতার শির। [ঃ ঝাঁটার 'কাঠি'।] কাঠির মতো কোনও জিনিস, শলা।

কাঠিন্য — শক্তভাব, কঠিনতা। কঠোরতা, নির্দয়তা।

কাঠিম — সুতা জড়াইয়া রাখিবার উপযোগী চাকার মতো জিনিস। ণ. কাঠিমে থাকে এমন। [ঃ 'কাঠিম' সুতো।]

কাঠুরিয়া, কাঠুরে — কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটা যাহার পেশা।

কাঁড় — ধনুক। [ঃ তীর-'কাঁড়'।]

কাড়া — ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

কাড়া — ক্রি. ছিনাইয়া লওয়া, জোর করিয়া আদায় করা। বলা। [ঃ রা 'কাড়া'।] ণ. সবলে গৃহীত।

কাঁড়া — ক্রি. তুষশূন্য করা। ণ. তুষশূন্য, ছাঁটা। [ঃ ভিক্ষার চাউল, 'কাঁড়া' আর আকাঁড়া।]

কাড়াকাড়ি — পরস্পরের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া বা লইবার চেষ্টা।

কাড়ানো — ক্রি. অন্যের দ্বারা কাড়া।

কাঁড়ি — রাশি, স্তূপ।

কাণ্ড — ব্যাপার, ঘটনা। গাছের গুঁড়ি। গ্রন্থের ভাগ, পর্ব। **কাণ্ডকারখানা** — কাজ, ব্যাপার। **কাণ্ডজ্ঞান** — বুদ্ধি-বিবেচনা। **কাণ্ডাকাণ্ড** — ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়।

কাণ্ডারী — নাবিক, কর্ণধার। [সং. কর্ণধারী।]

কাত — বি. পাশের দিক। [ঃ ডান 'কাত'।] ণ. পাশের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ নৌকা 'কাত' হওয়া।] পাশের দিকে ভর দিয়া আছে এমন। [ঃ 'কাত' হইয়া শোয়া।] ভূলুণ্ঠিত। [ঃ এক চড়ে 'কাত'।]

কাতর — আর্ত, ব্যথিত। বি. — **কাতরতা**।

কাতরানি — যন্ত্রণাসূচক কাতর শব্দ, গোঙানি। **কাতরানো** — ক্রি. যন্ত্রণায়

কাতর হইয়া শব্দ করা।

কাতরোক্তি — করুণ কথা, বেদনাপূর্ণ উক্তি।

কাতল, কাতলা — এক ধরনের বড়ো মাছ।

কাতা — নারিকেল ছোবড়ার দড়ি। নাপিতের ক্ষুর চিরুনি ইত্যাদি রাখার থলি।

কাতান — দা, কাটারি। [সং. কর্তনী।]

কাতার — দল, শ্রেণী, সারি। [ঃ 'কাতারে কাতারে' সৈন্য।] [আ. কতার্।]

কাতারি — ('কাতুরি' দেখ।)

কাতি — শাঁখ কাটিবার যন্ত্র, শাঁখের করাত। [সং. কর্তরী।]

কাতুকুতু — হাত দিয়া সুড়সুড়ি। [ঃ 'কাতুকুতু' দেওয়া।]

কাতুরি — ধাতুর পাত কাটিবার যন্ত্র। [সং. কর্তরী।]

কাত্তিক — কার্তিক। ণ. **কাত্তিকে** — কার্তিক মাসে হয় বা ফলে এমন। [ঃ 'কাত্তিকে' বেগুন।]

কাত্যায়ন — একজন প্রাচীন ঋষি। ব্যাকরণের বিখ্যাত টীকাকার। স্ত্রী. **কাত্যায়নী** — (কাত্যায়ন মুনিপূজিতা) দুর্গা।

কাঁথা — কাপড় সেলাই করিয়া তৈয়ারী লেপের মতো জিনিস। [সং. কন্থা।]

কাঁদন — কান্না। [সং. ক্রন্দন।]

কাদম্ব — ণ. কদম্ব সম্বন্ধীয়। বি. কদম্বসমূহ। কদম গাছ। বাণ। [ঃ উড়িল 'কাদম্বকুল'।] রাজহংস। স্ত্রী. — **কাদম্বা**।

কাদম্বরী — দেবী সরস্বতী। কোকিলা। শারিকা। একপ্রকার মদ। বাণভট্টরচিত বিখ্যাত উপাখ্যানগ্রন্থ।

কাদম্বিনী — সারি সারি মেঘ, মেঘপুঞ্জ।

কাদা — জলে ভেজা নরম মাটি, পাঁক। [সং. কর্দম।]

কাঁদা — ক্রি. বেদনা প্রকাশের জন্য শব্দ করা, ক্রন্দন করা, রোদন করা। **কাঁদা-কাটি** — কান্না ও দুঃখ প্রকাশ। **নাকে কাঁদা** — নাকি সুরে কাঁদা, কাঁদিবার ভান করা।

কাদাখোঁচা — একরকম পাখি, snipe.

কাঁদানো — ক্রি. যাহাতে কাঁদে সেরূপ যন্ত্রণা দেওয়া। কান্নার উদ্রেক করা।

কাদাটে — কাদামাখা। কাদার মতো।

কাঁদি — কলা নারিকেল তাল সুপারি ইত্যাদির গুচ্ছ।

কাঁদুনি — (ব্যঙ্গার্থে) কান্না, বিলাপ।

কাঁদুনে — ণ. যে খুব কাঁদে। [ঃ 'কাঁদুনে' ছেলে।] কাঁদায় এমন। [ঃ 'কাঁদুনে' বোমা।]

কাঁদোকাঁদো — কাঁদিতে উদ্যত হইয়াছে এমন, রোদনোন্মুখ।

কাঁধ — ঘাড়, স্কন্ধ। **কাঁধ দেওয়া** — বহিবার জন্য কাঁধ লাগানো। **কাঁধ বদলানো** — অন্যের কাঁধে বা এক কাঁধ হইতে অন্য কাঁধে বোঝা দেওয়া। **কাঁধা-কাঁধি** — পরস্পরের স্কন্ধ যোগ করিয়া। [ঃ 'কাঁধাকাধি' যাওয়া।]

কান — শোনার কাজ করে দেহের এমন অংশ, কর্ণ। **কানকাটা** — শিশুকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত মূর্তি, জুজু। ণ. নির্লজ্জ, যে নিজের বদনাম গ্রাহ্য করে না এমন। **কানপাতলা** — ণ. যে সহজে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্বাস করে এমন। **কানফাটা** — কানে তালা লাগে এমন। [ঃ 'কানফাটা' চীৎকার।] **কান খাড়া করা** — শুনিবার জন্য উৎসুক হওয়া। **কানে তোলা** শোনা, গ্রাহ্য করা। শোনানো। **কান দেওয়া** — মনোযোগ দেওয়া, গ্রাহ্য করা।

কান পাতা — শুনিবার জন্য মনোযোগী হওয়া। **কান ভারী করা** — কাহারও মনে অপরের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা। **কানে আসা** — হঠাৎ শোনা। লোকপরম্পরায় জানা বা খবর পাওয়া। **কানে ওঠা** — কর্ণগোচর হওয়া। **কানে কানে** — চুপি চুপি, কানের কাছে। [ঃ 'কানে কানে' বলা।] **কানে ঠেকা** — শ্রুতিকটু হওয়া। **কানে তোলা** — শোনা, গ্রাহ্য করা। বলিয়া রাখা। **কানে লাগা** — শ্রুতি-মধুর হওয়া।

কানকো — মাছের ফুলকোর উপরের ঢাকা। [সং. কর্ণকূপ।]

কানড় — একরকম সাপ। ণ. কর্ণাটদেশীয়।

কানড়ী — কর্ণাট অঞ্চলের ভাষা।

কানন — বন। বাগান।

কানা — ণ. যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, অন্ধ। যাহার একটি চোখ নষ্ট হইয়াছে এমন। ফুটো, ছেঁদা। [ঃ 'কানা' কড়ি।] [সং. কাণ।]

কানা — কিনারা, প্রান্তভাগ। [ঃ কলসীর 'কানা'।] [সং. কর্ণ।] **কানায় কানায়** — কানা পর্যন্ত, পরিপূর্ণভাবে।

কানাই — শ্রীকৃষ্ণ, কানু।

কানাকানি — একজনের কান থেকে অপর-জনের কানে যাওয়ার ফলে গোপনীয় বিষয়ের প্রচার। গোপনে রটনা।

কানাঘুষা, কানাঘুষো — গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জনরব।

কানাচ — চালাঘরের ছাঁচ (যাহা দেওয়ালের বাহিরে থাকে)।

কানাডা — উত্তর আমেরিকার একটি দেশ।

কানাড়া — একরকম রাগিণী। [সং. কর্ণাটক।] **কানাড়ী** — কর্ণাটদেশীয়।

কানাত — তাঁবুর দেওয়াল বা পর্দা। [তু. কনাত্।]

কানামাছি — ছোট ছেলেমেয়েদের চোখ বাঁধিয়া একরকম খেলা।

কানি — ন্যাকড়া, পুরানো কাপড়ের টুকরা, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড।

কানী — স্ত্রী. অন্ধ মেয়ে। ণ. অন্ধা।

কানীন — মায়ের কুমারী অবস্থায় জাত। [ঃ 'কানীন' পুত্র।]

কানু — কানাই, কৃষ্ণ।

কানুন — আইন। নিয়ম। [আ.]

কানুনগো — মুসলমান আমলের জমির হিসাবরক্ষক কর্মচারী। [আ. কানুন + ফা. গোয়্।]

কানেস্তারা — টিনের বড়ো পাত্র। [ই. canister.]

কান্ত — বি. স্বামী, প্রণয়ী। ণ. মনোরম, সুন্দর। স্ত্রী. **কান্তা** — পত্নী, প্রিয়া।

কান্তার — নিবিড় বন। দুর্গম পথ।

কান্তি — দেহের সৌন্দর্য, লাবণ্য। **কান্তিবিদ্যা** — সৌন্দর্যবিজ্ঞান, aesthetics. **কান্তিমান্** — কান্তিযুক্ত, সুন্দর, লাবণ্যময়। স্ত্রী. — **কান্তিমতী**।

কান্না — ক্রন্দন, রোদন। **কান্নাকাটি** — কান্না ও দুঃখ প্রকাশ।

কান্যকুব্জ — উত্তর ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন নগর, কনৌজ।

কাপ — ভান। কৌতুককারী।

কাপ — হাতলওয়ালা পাত্র, পেয়ালা। [ই. cup.]

কাপড় — বস্ত্র। ধুতি বা শাড়ি। **কাপড়-চোপড়** — পোশাক, ধুতি জামা ইত্যাদি।

কাঁপন — কম্পন, কাঁপুনি।

কাঁপা — ক্রি. কম্পিত হওয়া, নড়া।

কাঁপানো — ক্রি. কম্পিত করা, নড়ানো।

কাপালিক — মানুষের মাথার খুলি লইয়া

সাধনা করে এমন তান্ত্রিক।

কাপাস — একরকম তুলা, কার্পাস।

কাঁপুনি — কাঁপন, কম্পন।

কাপুরুষ — ভীরু। বি. ভীরু ব্যক্তি। **কাপুরুষতা, কাপুরুষত্ব** — ভীরুতা, সাহসের অভাব।

কাপ্তেন — জাহাজের পরিচালক। সেনা-নায়ক। খেলার দলের সর্দার। ফুর্তিবাজ অপব্যয়ী লোক। [ই. captain.] **কাপ্তেনি** — ফুর্তির জন্য অপব্যয়, ফুর্তিবাজি। কাপ্তেনের কাজ।

কাফরী — ('কাফ্রি' দেখ।)

কাফি — একরকম রাগিণী।

কাফিরিস্থান — ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চল, প্রাচীন কপিশা।

কাফের — ইসলামে অবিশ্বাসী, অমুসল-মান। [আ. কাফির্।]

কাফেলা — তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীর দল। [আ. কাফিলা।]

কাফ্রি, কাফ্রী — আফ্রিকার অধিবাসী নিগ্রো। [পো. caffre.]

কাবলিওয়ালা, কাবলী — ('কাবুলি-ওয়ালা' দেখ।)

কাবা — মক্কার প্রাচীন মন্দির। [আ. কাবা।] চোগার মতো একরকম জামা। [আ. কবা।]

কাবাব — সেঁকা মাংস। [আ. কবাব্।]

কাবাবচিনি — গোলমরিচের মতো এক-রকম মসলা, cubeb.

কাবার — শেষ, খতম। [ঃ মাস-'কাবার'।] [আ. কুব্র্।] **কাবারী** — শেষ বারের। [ঃ 'কাবারী' কিস্তি।]

কাবিন — মুসলমান স্বামী বিবাহকালে স্ত্রীকে দিতে অঙ্গীকার করে এমন অর্থ। [ফা.] **কাবিননামা** — ঐরূপ অঙ্গীকার সংক্রান্ত দলিল।

কাবু — দুর্বল, নিস্তেজ। পরাজিত হইবার ফলে বশীভূত। [তু.]

কাবুল — আফগানিস্থানের রাজধানী।

কাবুলিওয়ালা, কাবুলীওয়ালা — কাবুল বা আফগানিস্থানের লোক। **কাবুলী** — বি. কাবুলিওয়ালা। ণ. কাবুলের।

কাবেরী — দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত হিন্দুদের একটি পবিত্র নদী।

কাব্য — কবিতা, ছন্দোময় রসাত্মক বাক্য। কবিতাগ্রন্থ। **কাব্যকার** — কবি, কাব্যের রচয়িতা। **কাব্যগ্রন্থ** — কবিতার বই। **কাব্যরস** — কাব্যের সেই গুণ যাহা হৃদয়ে অনুভূতির সঞ্চার করে। **কাব্য-রসিক** — কাব্যের সমঝদার।

কাম — যৌনসম্ভোগের ইচ্ছা। কামনা, ইচ্ছা, অভিলাষ। [ঃ সিদ্ধ-'কাম'।] প্রেমের দেবতা, মদন। **কামাচারী** — ব্যভিচারী। স্ত্রী. — **কামাচারিণী**। **কামজ** — যৌনসম্ভোগের ইচ্ছা হইতে জাত।

কাম — কাজ। [সং. কর্ম।]

কামড় — দংশন। দাঁতের চাপ বা আঘাত। বেদনা, যন্ত্রণা। **কামড়াকামড়ি** — পরস্পর কামড়ানো। **কামড়ানি** — ব্যথা, যন্ত্রণা, শূল। [ঃ পেট-'কামড়ানি'।] **কামড়ানো** — ক্রি. কামড় দেওয়া, দংশন করা। ব্যথা করা, যন্ত্রণা হওয়া।

কামড়ি — ধাতুর পাতের কিনারা মুড়িয়া দেওয়া জোড়।

কামদ — কামনা পূর্ণ করে এমন। স্ত্রী. — **কামদা**।

কামদানি — কাপড়ে সুচের সাহায্যে ফুল ইত্যাদি রচনার কাজ,. embroidery. তুলার উপর জরি বসানোর কাজ। [হি. কাম্‌দানী।]

কামদুঘা — ('কামধেনু' দেখ।)

কামদেব — প্রেমের দেবতা, মদন।

কামধেনু — পুরাণে বর্ণিতা গাভী যাহার নিকট ইচ্ছামতো যাহা কিছু চাহিলেই পাওয়া যায়, কামদুঘা।

কামনা — বাসনা, ইচ্ছা, অভিলাষ।

কামরা — কক্ষ, ঘর। [পো. camara.]

কামরাঙা, কামরাঙ্গা — একরকম অম্লমধুর ফল। ণ. কামনায় লাল।

কামরূপ — আসামের অন্তর্গত একটি জায়গা। যে ইচ্ছামতো রূপ ধরিতে পারে।

কামরূপী — যে ইচ্ছামতো রূপ ধরিতে পারে, ইচ্ছারূপী। কামরূপের অধিবাসী।

কামলা — একরকম রোগ, ন্যাবা, jaundice. [সং.]

কামাই — অনুপস্থিতি, গরহাজিরি। [ঃ কাজে 'কমাই'।] বিরাম। [ঃ বৃষ্টির 'কামাই' নাই।] [ফা. কম্‌ঈ।] রোজগার। [ঃ অনেক টাকা 'কামাই' করে।] [বাং. কাম+আই।]

কামাক্ষী — কামাখ্যা দেবী।

কামাখ্যা — আসামের অন্তর্গত হিন্দুদের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। এখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কামাগ্নি — প্রবল যৌনলালসা।

কামাতুর—কামে জর্জরিত, কামার্ত। স্ত্রী. — **কামাতুরা**।

কামান — বড়ো চেহারার আগ্নেয়াস্ত্র, তোপ। [ফা. কমান্‌।] **কামানিয়া** — (প্রাচীন কবিতায়) গোলন্দাজ।

কামান — ক্ষৌরকর্ম, গোঁফ-দাড়ি ইত্যাদি কামানো। উপার্জন, কামাই। **কামানি** — দাড়ি-গোঁফ কামাইবার মজুরি।

কামানল — প্রবল যৌনলালসা, কামাগ্নি।

কামানো — ক্রি. ক্ষুর দিয়া চাঁচা। রোজগার করা। [ঃ টাকা 'কামানো'।]

কামান্ধ—কামের বশীভূত হওয়ায় ভালো-মন্দ বিচারশূন্য। বি. — **কামান্ধতা**।

কামার — লোহার জিনিসের কারিগর, কর্মকার। [সং. কর্মার।]

কামার্ত — কামাতুর। যৌনলালসায় কাতর। স্ত্রী. — **কামার্তা**।

কামাল —নৈপুণ্য। দুষ্কর কর্ম সম্পাদন। [আ. কমাল।]

কামাসক্ত—যৌনসম্ভোগে অত্যধিক লিপ্ত। স্ত্রী. — **কামাসক্তা**। বি. — **কামাসক্তি**।

কামিজ — একরকম জামা, শার্ট। [পো. camisa.]

কামিন — স্ত্রী মজুর। [কুলী-'কামিন'।]

কামিনী — স্ত্রীলোক। স্ত্রী, পত্নী। একরকম সাদা ছোট ফুল।

কামী — অভিলাষী, ইচ্ছুক। [ঃ 'স্বাধীনতাকামী'।] কামুক।

কামুক — যাহার কাম অত্যন্ত প্রবল। স্ত্রী. — **কামুকা, কামুকী**। বি. — **কামুকতা**।

কামোদ — সংগীতের একরকম রাগ। **কামোদা** — রাগিণী বিশেষ।

কাম্য — বাঞ্ছনীয়। কামনার যোগ্য। স্ত্রী. — **কাম্যা**।

কায় — দেহ, শরীর, তনু। [সং.] **কায়কল্প** — দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘযৌবন হইবার জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা। **কায়ক্লেশে** — অভাব-অনটনে, কষ্টের মধ্যে। **কায়মনোবাক্যে** — দেহে মনে ও কথায়, সর্বান্তঃকরণে।

কায়দা — রীতি, কৌশল। অসুবিধা-জনক অবস্থা। [ঃ 'কায়দায়' পড়া; ঃ 'কায়দায়' পাওয়া।] [আ. কায়্‌দা।]

কায়স্থ — হিন্দুর একটি জাত, কায়েত।

কায়া — দেহ। [ঃ ছায়া ও 'কায়া'।] ণ. **কায়িক** — দৈহিক, শারীরিক।

কায়েত — কায়স্থ। স্ত্রী. **কায়েতনী** — কায়েতের স্ত্রী। কায়েতের মেয়ে।

কায়েম, কায়েমী — পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত। চিরস্থায়ী। [আ. কায়িম্।]

কার — কাহার, কোন্ ব্যক্তির।

কার — বিপদ, দায়, সংকট। [ঃ 'কারে' পড়া।] [ফা.]

কার — মোটর গাড়ি। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ি। [ই. car.]

কার — একরকম কালো সুতা।

-কার — 'এর' বুঝাইতে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ 'এখানকার'; ঃ 'সত্যিকার'।]

-কার — 'করে' বা 'তৎসংক্রান্ত কাজ করে' এই অর্থে শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ক্ষৌরকার'; ঃ 'স্বর্ণকার'।]

-কার — 'করা' অর্থে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ 'বহিষ্কার'; ঃ 'নমস্কার'।]

কারক — যে করে, কারী। (ব্যাকরণে) ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয়। ঐরূপ অন্বয় বা সম্পর্ক, case.

কারকুন — মুসলমান আমলের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী। জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক। [ফা.]

কারখানা — কোনও জিনিস নির্মাণের জন্য গৃহ, কর্মশালা। বৃহৎ ব্যাপার। [ঃ 'কাণ্ডকারখানা'।] [ফা.]

কারচুপি, কারচুবি — চালাকি, কৌশল। কাপড়ের উপর নকশার কাজ। [ফা. কার্‌চোব্।]

কারণ — হেতু, নিমিত্ত। প্রয়োজন, উদ্দেশ্য। (দর্শনে) যাহার যোগে বা যাহার ফলে কার্য সম্পন্ন হয়। [ঃ কার্য-'কারণ' সম্পর্ক।] যেহেতু, কেননা। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মদ। **কারণবারি** — শাস্ত্রোক্ত আদিম জল যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে মনে করা হয়। (ব্যংগার্থে) মদ। **কারণীভূত** — যাহা কারণ হইয়াছে, কারণস্বরূপ।

কারণ্ডব — বালিহাঁস।

কারদানি — কায়দা। বাহাদুরি। [ফা.]

কারবাইড — চুন ও অংগার ঘটিত একরকম পদার্থ, গ্যাসের আলো জ্বালিবার মসলা। [ই.]

কারবার — ব্যবসায়। জটিল ব্যাপার। সম্পর্ক। [ফা. কারোবার।] ণ. **কারবারী** — ব্যবসায়ী। ব্যবসায় সংক্রান্ত। [ঃ 'কারবারী' বুদ্ধি।]

কাররবাই — কর্মকৌশল, কারদানি। [ফা.]

কারসাজি — ছলচাতুরি, চালাকি। [ফা.]

কারা — কাহারা, কোন্ ব্যক্তিরা।

কারা — কয়েদ, আটক। [ঃ 'কারাদণ্ড'; ঃ 'কারাগার'।] জেলখানা। **কারাগার** — জেলখানা। **কারাধ্যক্ষ, কারাপাল** — জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, jailor. **কারারুদ্ধ** — জেলে আটক। বি. — **কারারোধ**।

কারাবা — গোলাবপাশ, গোলাপজল ছিটাইবার পিচকারি। [আ. কার্বা।]

কারি — কালিয়া, মাছ মাংস ইত্যাদির ঝোল। [তামিল, ই. curry.]

কারিকর — ('কারিগর' দেখ।)

কারিকা — শ্লোকময় ব্যাখ্যাপুস্তক। করে এমন স্ত্রী, কারিণী, কর্মকর্ত্রী।

কারিকুরি — সূক্ষ্ম শিল্পকার্য। নানারকম কৌশল।

কারিগর — মিস্ত্রী, কারুশিল্পী। [ফা.] **কারিগরি** — কারিগরের কাজ, পেশা। ণ. **কারিগরী** — কারিগর সংক্রান্ত। [ঃ 'কারিগরী' শিক্ষা।]

-কারী — 'যে করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ 'অন্যায়-

কারী'।] স্ত্রী. — **-কারিণী**।

কারু — শিল্পী। **কারুকার্য** — শিল্প-কাজ। নকশা। **কারুশিল্প** — কারিগরী শিল্প, craft. **কারুশিল্পী** — কারিগর।

কারুণিক — দয়ালু, করুণাময়।

কারুণ্য — করুণার ভাব, দয়া।

কার্ড — মোটা কাগজের টুকরা। পোস্ট-কার্ড। [ই. card.]

কার্তিক — বাংলা সনের সপ্তম মাস।

কার্তিক, কার্ত্তিকেয় — (কৃত্তিকাপালিত) শিব ও দুর্গার পুত্র, দেবসেনাপতি।

কার্তিকে — কার্তিক মাসে হয় এমন। [ঃ 'কার্তিকে' ফসল।]

কার্তুজ — বন্দুকের টোটা। [ফ. cartouch.]

কার্নিস — ছাদের প্রান্তভাগ যাহা আলিসার বা দেওয়ালের বাহিরে থাকে। [ই. cornice.]

কার্পণ্য — কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠা।

কার্পাস — একরকম তুলা, কাপাস।

কার্পেট — গালিচা। [ই. carpet.]

কার্বন — অংগার। [ই. carbon.] **কার্বন পেপার** — একরকম কাগজ যাহার উপরে লিখিলে তলাকার অন্য কাগজে লেখা ওঠে।

কার্বলিক — অংগার বা আলকাতরা হইতে জাত একরকম রাসায়নিক দ্রব্য। [ই. carbolic.]

কার্মুক — ধনু।

কার্য — কাজ, কর্ম। ফল, effect. [ঃ 'কার্য-কারণ'।] **কার্যকর, কার্যকরী** — কার্যে পরিণত। [ঃ 'কার্যকরী' হওয়া।] কার্য পরিচালনা করে এমন। [ঃ 'কার্যকরী' সমিতি।] **কার্যকলাপ** — কাজগুলি, ক্রিয়াকলাপ। **কার্য-ব্যপদেশে** — কাজের উদ্দেশ্যে। **কার্যান্তর** — অন্য কাজ। **কার্যোদ্ধার** — কার্যসিদ্ধি।

কার্শ্য — কৃশতা, রোগা ভাব।

কার্ষাপণ — কাহন, ১৬ পণ। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা।

কাল — সময়। [ঃ 'বাল্যকাল'; অতীত 'কাল'।] অবসর। আমল। মৃত্যু। [ঃ তাঁর 'কাল' হয়েছে।] যম। ধ্বংসের বা মৃত্যুর কারণ। [ঃ ভালোবাসাই ওর 'কাল' হয়েছে।] **কালে কালে** — যুগে যুগে। সময়ের পরিবর্তনের ফলে। **কালক্রমে** — পরবর্তী এক সময়ে।

কাল — আগের বা পরের দিন, কল্য।

কাল — ('কালো' দেখ।)

কালকূট — মারাত্মক বিষ, তীব্র বিষ।

কালকে — আগের বা পরের দিনে, গত-কল্য বা আগামী কল্য। **কালকের** — গতকল্যের বা আগামী কল্যের। এই মাত্র সেদিনের। [ঃ 'কালকের' ছেলে।]

কালক্ষয়, কালক্ষেপ, কালক্ষেপণ—বিলম্ব। সময় কাটানো, কালাতিপাত।

কালগ্রাস — মৃত্যুর কবল। [ঃ 'কালগ্রাসে' পতিত হওয়া।]

কালঘাম — মৃত্যুকালীন ঘাম। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ঘাম। [ঃ 'কালঘাম' ছোটা।]

কালচক্র — চাকার মতো ঘুরিতেছে যে কাল, সময়ের চাকা।

কালাচিটা, কালাচিটে — কালো চটচটে দাগ।

কালচে — ঈষৎ কালো।

কালধর্ম — সময়ের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত রীতিনীতি ও চেতনা, যুগধর্ম।

কালনাগ — যাহার কামড়ে মৃত্যু হয় এমন সাপ, কেউটে। স্ত্রী. — **কালনাগিনী**।

কালনেমি — রাবণের মামা। **কালনেমির**

লঙ্কাভাগ — কার্যসিদ্ধির আগেই পুরস্কার-প্রাপ্তির আকাশকুসুম কল্পনা।

কালপুরুষ — একটি নক্ষত্রপুঞ্জ, মৃগশিরা, Orion. যমদূত, যমের অনুচর।

কালপেঁচা, কালপ্যাঁচা — একরকম পেচক যাহার ডাক অশুভ মনে করা হয়।

কালবুদ — জুতা তৈয়ারির ফর্মা। খিলান গাঁথিবার ফর্মা। খিলান-করা সাঁকো।

কালবেলা — (হিন্দু জ্যোতিষে) অশুভ সময় বিশেষ।

কালবৈশাখী, কালবোশেখী — চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকালের ঝড়বৃষ্টি।

কালবোস — রুই জাতীয় একরকম মাছ।

কালভার্ট — খাল ইত্যাদির উপর খিলান-করা পাকা সাঁকো। [ই. culvert.]

কালভৈরব — শিবের অংশজাত ভয়ংকর দেবতা।

কালমেঘ — যকৃতের রোগে উপকারী এক-রকম তিক্ত গাছ। ভীষণ কালো মেঘ।

কালযাপন — সময় কাটানো, কালাতিপাত।

কালরাত্রি — মৃত্যু বা বিপদের ভয় আছে এমন রাত্রি। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাত্রির অশুভ সময়। বিবাহের রাতের পরের রাত।

কালশিটা, কালশিটে, কালশিরা — আঘাতের ফলে রক্ত জমিয়া কালো দাগ।

কালসর্প, কালসাপ — কেউটে, কৃষ্ণসর্প। স্ত্রী. — **কালসর্পিণী, কালসাপিনী**।

কালা — শুনিতে পায় না এমন, বধির।

কালা — ণ. কালো। [ঃ 'কালাপেড়ে'।] কলঙ্কিত। [ঃ 'কালা' মুখ।] নিন্দিত। বি. শ্রীকৃষ্ণ। **কালা কানুন** — অন্যায় আইন, বহুনিন্দিত আইন।

কালাগুরু — কৃষ্ণচন্দন, অগুরু।

কালাগ্নি — ধ্বংসকারী আগুন, প্রলয়াগ্নি।

কালাজ্বর — একরকম জ্বর।

কালাতিক্রম, কালাতিপাত — সময় কাটানো, কালক্ষেপ, কালক্ষয়।

কালানল — ('কালাগ্নি' দেখ।)

কালান্তক — যম, ধ্বংসের দেবতা।

কালান্তর — সময়ের বা যুগের পরিবর্তন।

কালাপানি — সমুদ্রের জল। দ্বীপান্তর দণ্ড, দ্বীপান্তরে নির্বাসন।

কালাপাহাড় — এক মুসলমান সেনাপতি যে প্রথম জীবনে হিন্দু ছিল এবং পরে মুসলমান হইয়া দেবমূর্তি ও দেবমন্দির ধ্বংস করিত। প্রচলিত রীতিনীতির ধ্বংসকারী বিদ্রোহী। ণ. **কালাপাহাড়ী** — কালাপাহাড়ের মতো। কালাপাহাড় সংক্রান্ত।

কালামুখ — কলঙ্কিত মুখ। ণ. **কলঙ্কী**, নির্লজ্জ। **কালামুখী** — কলঙ্কিনী। পুং. **কালামুখো** — কলঙ্কিত ব্যক্তি।

কালাশুদ্ধি — (জ্যোতিষে) অশুদ্ধ সময়, অশুভ ক্ষণ।

কালাশৌচ — পিতামাতার মৃত্যুর পর এক বছরের জন্য পালনীয় অশৌচ।

কালি — বি. তরল বা সজল রং। [ঃ কালো 'কালি'; ঃ লাল 'কালি'।] কলঙ্ক। [ঃ কুলে 'কালি'।] ভুসা। [ঃ প্রদীপের 'কালি'।] ণ. কালো। [ঃ হাড়মাস 'কালি' হওয়া।]

কালি — কল্য, কাল। **কালিকার** — কালকের, কল্যের।

কালি — ক্ষেত্রের বা ঘন পদার্থের মাপ। [ঃ জমির 'কালি'।] **কালি করা (কষা)** — ক্ষেত্রফল ঘনফল বাহির করা।

কালিক — কাল সংক্রান্ত। [ঃ 'কালিক' দূরত্ব।] (তুঃ 'স্থানিক'।)

কালিকা — ('কালী' দেখ।)

কালিদাস — সুবিখ্যাত ভারতীয় কবি।

কালিন্দী — যমুনা। যমের ভগ্নী।

কালিমা — কালির দাগ, মলিনতা। কলঙ্ক। [সং. কালিমন্।]

কালিয় — ভয়ংকর সাপ, কৃষ্ণ যাহাকে দমন করিয়াছিলেন।

কালিয়া — মাছ মাংস ইত্যাদির একরকম ঝোল, কারি।

কালী — কৃষ্ণবর্ণা দেবী, শিবপত্নী।

-কালীন — 'ঐ সময়ের' বুঝাইতে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'সন্ধ্যা-কালীন; ঃ 'তৎকালীন'।]

কালীয় — ('কালিয়' দেখ।)

কালীয় — কালিক, সময় সংক্রান্ত।

কালেক্টর — জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী, সমাহর্তা। সংগ্রহকারী। [ই. collector.] **কালেক্টরি** — কালেক্টরের অফিস। কালেক্টরের পদ। ণ. **কালেক্টরী।**

কালেজ — ('কলেজ' দেখ।)

কালেভদ্রে — কদাচিৎ।

কালো — কৃষ্ণবর্ণ। **কালো বাজার** — যেখানে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে গোপনে ক্রয়-বিক্রয় চলে, black market.

কালোচিত — সময়ের উপযুক্ত, সময়োচিত।

কালোয়াত — ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি গানের শিল্পী। [সং. কলাবৎ।], **কালোয়াতি** — কালোয়াতের শিল্প বা পেশা। ণ. **কালোয়াতী** — কালোয়াত সংক্রান্ত। কালোয়াতে করে এমন। [ঃ 'কালোয়াতী' গান।]

কাল্পনিক — মনগড়া। অবাস্তব, অমূলক, মিথ্যা। বি. — **কাল্পনিকতা।**

কাশ — একরকম লম্বা ঘাস।

কাশ — ('কাশি' দেখ।)

কাশা — ক্রি. কাশির শব্দ করা।

কাশি — একরকম রোগ। কাশার শব্দ।

কাশী — হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান, বারাণসী, বেনারস। **কাশীনাথ** — শিব। **কাশীপ্রাপ্তি, কাশীলাভ** — কাশীতে মৃত্যু।

কাশ্মীর — উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত একটি রাজ্য। **কাশ্মীরী** — কাশ্মীরের অধিবাসী। কাশ্মীরে উৎপন্ন।

কাশ্যপ — একজন প্রাচীন ঋষির নাম। ণ. কশ্যপের বংশে জাত। **কাশ্যপেয়** — কশ্যপের পুত্র। গরুড়। সূর্য।

কাষায় — কষায়বর্ণবিশিষ্ট, গোলাপী বা গেরুয়া রঙের। [ঃ 'কাষায়' বস্ত্র।]

কাষ্ঠ — কাঠ, দারু। **কাষ্ঠপাদুকা** — খড়ম। **কাষ্ঠফলক** — তক্তা, কাঠের গা। **কাষ্ঠ হাসি** — অনিচ্ছায় কৃত্রিম হাসি।

কাস — ('কাশি' দেখ।)

কাসন্দি — কাঁচা আম ও সরিষার একরকম আচার, কাসুন্দি।

কাঁসর — কাঁসার তৈয়ারী বাদ্যযন্ত্র। [ঃ 'কাঁসর'-ঘণ্টা।]

কাঁসা — রাং ও তামার মিশ্রণজাত ধাতু।

কাসি — ('কাশি' দেখ।)

কাঁসি — উঁচুধারওয়ালা ছোট থালা। ছোট থালার মতো একরকম বাদ্যযন্ত্র।

কাসীস — হিরাকস।

কাস্তে — ধান গাছ কাটিবার উপযোগী একরকম বাঁকা দাঁতালো অস্ত্র।

কাহন — ১৬ পণ, ১২৮০টি। [ঃ এক 'কাহন' খড়।] [সং. কার্ষাপণ।]

কাহাকে — কোন্ ব্যক্তিকে, কাকে। **কাহা-দিগকে** — কোন্ ব্যক্তিদিগকে। **কাহা-দিগের, কাহাদের** — কোন্ ব্যক্তিদের। **কাহার** — কোন্ ব্যক্তির।

কাহার — হিন্দু সমাজের একটি নিম্ন শ্রেণীর জাতি। [ঃ **'কাহার'-ডোম।**]

কাহারবা — সঙ্গীতের একরকম তাল।

কাহিনী — গল্প। বৃত্তান্ত, উপাখ্যান।

কাহিল — রোগা। দুর্বল, নিস্তেজ। [ঃ রোগে 'কাহিল' হওয়া।] [আ.]

কি — কোন্ জিনিস। কোন্ বিষয়। [ঃ 'কি' ভাবছ?] প্রশ্নসূচক শব্দ। [ঃ তুমি 'কি' যাবে?] অথবা। [ঃ যাইবে 'কি' যাইবে না বল।] উভয়ই। [ঃ 'কি' শীত 'কি' গ্রীষ্ম।] কোন্ রকমের। [ঃ 'কি' বুদ্ধিতে ইহা করিলে?] নাই বা না অর্থে। [ঃ সন্দেহ 'কি'; ঃ 'কি' জানি।] [সং. কিম্।]

কিংকর — চাকর, ভৃত্য। স্ত্রী. — **কিংকরী**।

কিংকর্তব্য — কি করা উচিত তাহা। **কিংকর্তব্যবিমূঢ়** — ভয় লজ্জা বিস্ময় বা আকস্মিকতার জন্য কি করা উচিত তাহা স্থির করিতে পারে নাই এমন, হতভম্ব।

কিংকিণি, কিংকিণী — ঘুঙুর। ঘণ্টি।

কিংখাব — জরির নকশা-করা একরকম মূল্যবান রেশমী কাপড়। [ফা. কম্-খোয়াব।]

কিংবদন্তি, কিংবদন্তী — লোকমুখে শোনা কথা, জনশ্রুতি। প্রবাদকাহিনী।

কিংবা — বা, অথবা।

কিংশুক — পলাশ ফুল ও তাহার গাছ।

কিউ — সারি। [ঃ 'কিউ' করা।] [ই.]

কিঙ্কর, কিঙ্করী — ('কিংকর', 'কিংকরী' দেখ।)

কিঙ্কিণি, কিঙ্কিণী — ('কিংকিণি' দেখ।)

কিচকিচ — কাঁকর জাতীয় পদার্থের অনুভূতিসূচক অনুকার শব্দ। [ঃ বালি 'কিচকিচ' করা।] ('কিচমিচ' দেখ।) **কিচকিচানি** — ঝগড়া, বচসা।

কিচমিচ, কিচিরমিচির — পাখি ইঁদুর ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার।

কিছু — কোনও বস্তু বা বিষয়। [ঃ 'কিছু' দাও; 'কিছু' বলো।] অল্প পরিমাণ। [ঃ 'কিছু' টাকা।] নিশ্চয়তা ও ভরসা অর্থে। [ঃ সে 'কিছু' পালাচ্ছে না।] কোনও উপায়, কোনও রকম। [ঃ 'কিছুতে' করা গেল না।] [সং. কিয়ৎ।]

কিঞ্চিৎ — কিছু, অল্প, একটু। **কিঞ্চিদধিক** — কিছু বেশী। **কিঞ্চিন্মাত্র** — সামান্যমাত্র, অতি সামান্য পরিমাণ।

কিঞ্জল, কিঞ্জল্ক—কেশর, পরাগ। [সং.]

কিড়মিড়, কিড়িমিড়ি — দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দসূচক অনুকার।

কিণ — ঘর্ষণের ফলে শক্ত দাগ, কড়া। **কিণাঙ্ক** — শক্তমাংস, কড়া। [ঃ 'কিণাঙ্ক'-কঠিন করতল।] **কিণাঙ্কিত** — কড়া পড়িয়াছে এমন।

কিতব — জুয়াড়ী। শঠ, প্রতারক।

কিনা — ক্রি. ক্রয় করা, কেনা। বি. ক্রয়, কেনা। ণ. ক্রীত, কেনা হইয়াছে এমন।

কিনা — তাহা বা তাহার বিপরীত। [ঃ সত্য 'কিনা' জানা দরকার।] এই কারণে। [ঃ 'কালো' কিনা, তাই।]

কিনানো — ক্রি. ক্রয় করানো, কেনানো।

কিনারা — ধার, পাড়, কূল। প্রতিকার, উপায়। [ঃ একটা 'কিনারা' করো।]

কিন্তু — অথচ, তবু। [ঃ দরিদ্র 'কিন্তু' মহৎ।] পক্ষান্তরে, তবে। [কাল যাব না, 'কিন্তু' আজ যাব।] **কিন্তু কিন্তু করা** — দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া, ইতস্তত করা।

কিন্নর — পুরাণে বর্ণিত এক সুকণ্ঠ জাতি। স্ত্রী. — **কিন্নরী**। **কিন্নরকণ্ঠ** — যাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর। স্ত্রী. —**কিন্নরকণ্ঠী**।

কিপটে — কৃপণ, কঞ্জুষ।

কিবা — কেমন সুন্দর। কোন্ বস্তু বা বিষয়। [ঃ 'কিবা' বলি।]

কিমতে — (পদ্যে) কিভাবে।

কিমা — কুচানো মাংস, মাংসের কুচি।

কিমিয়া — প্রাচীন রসায়ন, alchemy.

কিম্ভূত — অদ্ভুত। **কিম্ভূতকিমাকার** — অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট, কদাকার।

কিম্মৎ — দাম, মূল্য। [আ. কীমৎ।]

কিয়ৎ — কিছু। **কিয়দ্দিন** — কিছুদিন। **কিয়দ্দূর** — কিছু দূর। **কিয়ৎপরিমাণ** — কিছু পরিমাণ।

কিরকির — ('করকর' দেখ।)

কিরণ — আলো, রশ্মি, কর। **কিরণপাত** — আলো পড়া, আলোকবর্ষণ। **কিরণময়** — আলোময়, রশ্মিময়। স্ত্রী. — **কিরণময়ী**। **কিরণমালী** — সূর্য।

কিরা, কিরে — শপথ, দিব্যি। [ঃ তোমার 'কিরা'।]

কিরাত — ব্যাধ। স্ত্রী. — **কিরাতিনী**।

কিরিচ — একরকম বাঁকা ছোরা।

কিরীট — মাথার অলংকার, মুকুট। **কিরীটিনী** — মুকুটধারিণী। [ঃ "শুভ্র-তুষার-'কিরীটিনী'।"] **কিরীটী** — মুকুটধারী। অর্জুন।

কিরূপ — কি রকম, কি প্রকার, কেমন।

কিরে — ('কিরা' দেখ।)

কিরে — (তুচ্ছার্থে) প্রশ্নসূচক সম্বোধন। ['কিরে', কোথা যাবি ?]

কিল — মুষ্টির দ্বারা আঘাত, ঘুষি। বদ্ধমুষ্টি। **কিল খাইয়া কিল চুরি করা** — আঘাত বা অপমান গোপন করা।

কিলকিল — অনেক প্রাণীর একস্থানে চলাফেরা। [ঃ লোক 'কিলকিল' করছে।]

কিলবিল — সাপ মাছ কৃমি ইত্যাদির দেহ নাড়িবার ভঙ্গি। [ঃ 'কিলবিল' করা।]

কিলানো — ক্রি. কিল মারা। সজোরে প্রহার করা।

কিশমিশ — শুকনা কচি আঙুর। [ফা.]

কিশলয় — নূতন পাতা, কচি পাতা।

কিশোর — ১১ হইতে ১৫ বছর বয়সের বালক। স্ত্রী. — **কিশোরী**।

কিষাণ — ('কিসান' দেখ।)

কিষ্কিন্ধা, কিষ্কিন্ধ্যা — রামায়ণে বর্ণিত বানরের দেশ।

কিসম — রকম, প্রকার। [ঃ নানা 'কিসমের' জিনিস।] [আ.]

কিসমত — ভাগ্য, অদৃষ্ট। [আ.]

কিসান — চাষী। ভূমিহীন চাষী।

কিসিম — ('কিসম' দেখ।)

কিসে — কোন্ জিনিসে বা বিষয়ে। [ঃ 'কিসে' পণ্ডিত।] কি থেকে। [ঃ 'কিসে' কি হ'ল।] **কিসের** — কোন্ বস্তুর বা বিষয়ের। নয় অর্থে তাচ্ছিল্যে। [ঃ 'কিসের' ছেলেমানুষ।]

কিস্তি — দফা। আংশিকভাবে দেয় টাকা ইত্যাদি। আংশিকভাবে দেওয়ার সময়। [ফা. কিস্‌ত্।] মালবাহী বড় নৌকা। [ফা. কশ্‌তী।] দাবা খেলার বিশেষ চাল যাহাতে রাজা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। **কিস্তিবন্দি** — কয়েক দফায় দিবার ব্যবস্থা বা প্রতিশ্রুতি। **কিস্তিমাত** — দাবা খেলার শেষ চাল যাহাতে রাজা ঘেরাও হইয়া পড়ে।

কী — (জোর দিয়া বলিবার জন্য) কি। ['কী' সুন্দর!]

কীচক — মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার শালা। একরকম বাঁশ।

কীট — পোকা। কৃমি। **কীটঘ্ন** — পোকা নাশ করে এমন। **কীটজ** — পোকা হইতে জন্মে এমন। [ঃ 'কীটজ' রেশম।] **কীটাণু** — খুব ছোট পোকা যাহা খালি চোখে দেখা যায় না।

কীড়া — (প্রাচীন কবিতায়) কৃমি।
কীদৃশ — কিরকম। স্ত্রী. — **কীদৃশী**। [ঃ 'কীদৃশী' প্রতিভা।]
কীর্ণ — ছড়ানো, মেলা, ব্যাপ্ত।
কীর্তক — যে কীর্তন করে, কীর্তনকারী। **কীর্তন** — বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির কাহিনী ও গুণাদি বর্ণনা করিয়া গান। এইরূপ গানের পদ্ধতি। **কীর্তনীয়** — বর্ণনীয়, কীর্তনের যোগ্য। **কীর্তনিয়া** — কীর্তনগায়ক। **কীর্তনে** — ('কীর্তনিয়া' দেখ।)
কীর্তি — প্রশংসার সঙ্গে বর্ণনার উপযুক্ত কাজ। [ঃ প্রাচীন 'কীর্তি'।] **কীর্তিকলাপ** — কীর্তিসমূহ। **কীর্তিত** — ণ. প্রশংসার সঙ্গে বর্ণিত, সগৌরবে প্রচারিত। **কীর্তিমান্** — যিনি কীর্তি করিয়াছেন। যশস্বী, খ্যাতিমান। স্ত্রী. — **কীর্তিমতী**। **কীর্তিস্তম্ভ**—বিখ্যাত ব্যক্তি বা ঘটনার স্মরণে নির্মিত স্তম্ভ।
কীল, কীলক — শলাকা। পেরেক, গজাল। গোঁজ। খিল।
কু — পৃথিবী। আগম-নিগম ইত্যাদির ব্যাখ্যা।
কু- — অশুভ, খারাপ, ক্ষতিকর, অনুচিত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'কুকর্ম'; ঃ 'কুলোক'; ঃ 'কুকাজ'।]
কুইনাইন, কুইনিন — ম্যালেরিয়া জ্বরের একরকম ঔষধ। [ই. quinine.]
কুঁকড়া — মোরগ, কুক্কুট।
কুঁকড়ানো — ক্রি. কুঞ্চিত হওয়া। ণ. কুঞ্চিত। বি. কুঞ্চন।
কুঁকড়িসুকড়ি — জড়সড়, কুণ্ডলী পাকাইয়াছে এমন।
কুকথা — খারাপ কথা। কঠিন কথা। পৃথিবী সম্পর্কে কথা, আগম-নিগম বেদাঙ্গ সম্পর্কে ব্যাখ্যা। [ঃ 'কুকথায়' পঞ্চমুখ ভরা অহর্নিশ।]
কুকর্ম — খারাপ কাজ, কুকাজ। **কুকর্মা, কুকর্মী** — যে খারাপ কাজ করে।
কুকার্য — কুকর্ম, খারাপ কাজ, কুকাজ।
কুকুর — একরকম গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু, কুত্তা। স্ত্রী. — **কুকুরী**।
কুক্কুট—মোরগ, কুঁকড়া। স্ত্রী. —**কুক্কুটী**।
কুক্কুর — কুকুর, কুত্তা। স্ত্রী.—**কুক্কুরী**।
কুক্রিয় — খারাপ কাজে ব্যস্ত। বি. **কুক্রিয়া** — মন্দ কাজ। **কুক্রিয়াসক্ত** — মন্দ কাজে অনুরক্ত।
কুক্ষণ — অশুভ সময়।
কুক্ষি — পেটের গর্ত, জঠর। গর্ভ। **কুক্ষিগত** — উদরস্থ। কবলিত। **কুক্ষিশূল** — পেটের বেদনা।
কুখ্যাত — মন্দ কাজের জন্য পরিচিত। বহুনিন্দিত। স্ত্রী. — **কুখ্যাতা**। বি. **কুখ্যাতি** — দুর্নাম, অপযশ।
কুগ্রহ — অশুভ গ্রহ, যে গ্রহের প্রভাবে অমঙ্গল ঘটে মনে করা হয়। অবাঞ্ছিত বা অলক্ষুণে ব্যক্তি।
কুঙ্কুম — একরকম ফুলের কেশরজাত হলদে জিনিস, জাফরান।
কুচ — স্তন। **কুচযুগ** — দুইটি স্তন স্তনদ্বয়।
কুচ্, কুচুৎ — ধারালো অস্ত্র দিয়া অতি সহজে কাটার শব্দের অনুকার।
কুচকাওয়াজ — সৈন্যদলের সারিবদ্ধভাবে চলিবার শিক্ষা। যুদ্ধের শিক্ষা ও মহড়া [ফা. কুচ্+কাওয়াঈদ্।]
কুঁচ—কালো ফুটকিওয়ালা একরকম লাল রঙের বিচি, গুঞ্জাফল। ১ রতি ওজন
কুঁচকানো — ক্রি. কুঞ্চিত করা। [ঃ দ্র 'কুঁচকানো'।] কুঞ্চিত হওয়া। ণ

কুঞ্চিত। বি. কুঞ্চন।

কুঁচকি — উরু ও কোমরের সংযোগস্থল।

কুচকুচ—ধারালো অস্ত্র দিয়া সহজে বার বার কাটিবার শব্দের অনুকার। কালো মসৃণ জিনিসের উজ্জ্বলতা সূচক অনুকার। [ঃ গায়ের রং 'কুচকুচ' করছে।] **কুচকুচে** — মসৃণ ও উজ্জ্বল (কালো)।

কুচক্র — ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। **কুচক্রী** — ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী। কুপরামর্শ-দাতা। [সং. কুচক্রিন্।]

কুচরিত্র — বি. খারাপ চরিত্র। ণ. অসচ্চরিত্র, দুশ্চরিত্র।

কুচনী — কোচজাতীয় স্ত্রীলোক। বেশ্যা, গণিকা।

কুচর্যা — মন্দ কাজ, মন্দ আচরণ। কুরীতি।

কুচা — ছোট টুকরো। **কুচানো** — ক্রি. টুকরা টুকরা করিয়া কাটা। ণ. টুকরা করিয়া কাটা হইয়াছে এমন। বি. কাটিয়া টুকরা করণ।

কুঁচানো — ক্রি. খুব ছোট ছোট ভাঁজ করিয়া কুঞ্চিত করা। ণ. ঐভাবে কুঞ্চিত করা হইয়াছে এমন। বি. ঐভাবে কুঞ্চিত করণ।

কুচি — ছোট কুচা, ছোট টুকরা।

কুচি, কুঁচি—মুড়া ঝাঁটা। শূকর ইত্যাদির খসখসে শক্ত চুল। বুরুশ।

কুচিকিৎসক—খারাপ চিকিৎসক। হাতুড়ে। **কুচিকিৎসা** — ভুল চিকিৎসা।

কুচিলা, কুঁচিলা –একরকম বিষাক্ত বিচি (ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়), nux vomica.

কুচুটে, কুচুন্ডে—কুটিলস্বভাব, হিংসুটে।

কুঁচে — সাপের মতো দেখিতে একরকম মাছ।

কুচ্ছিত — কুৎসিত, কুশ্রী।

কুজ — মঙ্গল গ্রহ।

কুঁজ — বাঁকা বা ফোলা পিঠ। [সং. কুব্জ।] ণ. **কুঁজা** — যাহার কুঁজ আছে। স্ত্রী. — **কুঁজী**।

কুজা, কুঁজা — বেলেমাটি দিয়া তৈয়ারী জল রাখিবার একরকম পাত্র, সোরাই। [ফা.]

কুজ্ঝটিকা, কুজ্ঝটী — কুয়াশা, fog.

কুঞ্চন—সংকোচন, কোঁকড়ানো, কুঁচকানো।

কুঞ্চিকা — চাবি। সূচী, নির্ঘণ্ট।

কুঞ্চিত — কুঁচকাইয়া গিয়াছে এমন। কোঁকড়া। [ঃ 'কুঞ্চিত' কেশ।]

কুঞ্জ — বাগান। বাগানের লতায় ছাওয়া ঘরের মতো অংশ। বৈষ্ণবের আখড়া। **কুঞ্জবাটী, কুঞ্জবাটিকা** — কুঞ্জময় গৃহ। **কুঞ্জবিহারী** — যিনি কুঞ্জে বিহার করেন, শ্রীকৃষ্ণ।

কুঞ্জ — কাপড়ের কোণে ফুল ও লতা-পাতার নকশা, কলকা। [ফা. কুন্জ্।]

কুঞ্জর — হাতি, হস্তী। স্ত্রী. — **কুঞ্জরী**।

কুট — পাহাড়ের চূড়া। দুর্গ, গড়।

কুট্, কুটুস — অল্প যন্ত্রণাদায়ক দংশনের অনুকার। [ঃ 'কুট্' করিয়া কামড়ানো।]

কুটকুট—কম্বল ইত্যাদি কর্কশ জিনিসের স্পর্শে অস্বস্তিবোধ সূচক অনুকার। [ঃ 'কুটকুট' করা।] **কুটকুটানি, কুট-কুটুনি** — চুলকানি। **কুটকুটে** — কুটকুট করে এমন।

কুটজ — একরকম গাছ। কুড়চি।

কুটনা — কাটা তরকারি। আনাজ।

কুটনী — ব্যভিচারের জন্য মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায় এমন স্ত্রীলোক। [সং. কুট্টনী।]

কুটপাট — কুটিপাটি, অস্থির।

কুটা — ক্রি. কুচি কুচি করিয়া কাটা। ণ.

কুটা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কুটা' আনাজ।]
কুটা — ঘাস খড় ইত্যাদির ছোট টুকরা।
কুটি কুটি — ছোট ছোট টুকরা।
কুটিকুটি, কুটিপাটি — অস্থির, কুটপাট। [ঃ হেসে 'কুটিকুটি'।]
কুটিনী — ('কুটনী' দেখ।)
কুটিল — সরল নয়, বাঁকা। প্যাঁচালো। স্ত্রী. **কুটিলা** — ণ. অসরলা। বি. রাধিকার ননদ। বি. **কুটিলতা** — কুটিল স্বভাব, সারল্যের অভাব।
কুটির, কুটীর — কুড়ে ঘর। ছোট বাড়ি।
কুটুম, কুটুম্ব — বিবাহের দ্বারা সম্পর্ক ঘটিয়াছে এমন আত্মীয়। স্ত্রী. — **কুটুম্বিনী**। বি. **কুটুম্বিতা** — বিবাহের ফলে স্থাপিত আত্মীয়তা।
কুট্টনী — কুটনী। [সং.]
কুট্টিম — মেঝে। চাতাল।
কুঠ — কুষ্ঠ রোগ। [সং. কুষ্ঠ।]
কুঠরি — ছোট কামরা। খোপ।
কুঠার — কুড়াল, টাঙ্গি, পরশু।
কুঠি — পাকাবাড়ি। বাড়ি। ব্যবসায়ীর অফিস। [ঃ নীল-'কুঠি'।] [সং. কোষ্ঠিকা।] **কুঠিয়াল** — কুঠির বা ব্যবসায়ের অফিসের কর্তা।
কুঠে — কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।
কুড় — একরকম সুগন্ধ মূল (ঔষধে লাগে)।
কুড়কুড়, কুড়মুড় — চানাচুর ইত্যাদি চিবাইবার শব্দ সূচক অনুকার।
কুড়চি — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।
কুঁড়া — তুষের কণা।
কুঁড়াজালি — মাছ ধরিবার জন্য একরকম ছোট জাল। (ব্যঙ্গার্থে) বৈষ্ণবের জপ-মালার থলি।
কুড়ানী — কুড়াইয়া সংগ্রহ করে এমন স্ত্রীলোক। [ঃ 'ঘুঁটে-কুড়ানী'।]
কুড়ানো — ক্রি. পড়িয়া থাকা বা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকা জিনিস তুলিয়া সংগ্রহ করা। ণ. ঐভাবে সংগৃহীত। [ঃ 'কুড়ানো' ফল।] বি. ঐভাবে সংগ্রহ করণ।
কুড়াল, কুড়ালি — কুঠার, টাঙ্গি।
কুড়ি — বিশ, ২০।
কুঁড়ি — আফোটা ফুল, কলি। বাহির হইতেছে এমন পাতা। [ঃ বাবলার 'কুঁড়ি'।]
কুড়ুল — ('কুড়াল' দেখ।)
কুড়ে, কুঁড়ে — পাতায় বা খড়ে ছাওয়া গরীবের ছোট বাড়ি।
কুড়ে, কুঁড়ে — কাজে অনিচ্ছুক, অলস। বি. **কুড়েমি, কুঁড়েমি** — আলস্য।
কুঁড়ো — ('কুঁড়া' দেখ।)
কুণ্ঠ — ণ. কুণ্ঠা বা অনিচ্ছা আছে এমন। [ঃ কর্ম-'কুণ্ঠ'।] বি. **কুণ্ঠা** — অনিচ্ছা। সংকোচ। ণ. **কুণ্ঠিত** — সংকোচগ্রস্ত, দ্বিধাজড়িত। স্ত্রী. — **কুণ্ঠিতা**।
কুণ্ড — গর্ত। [ঃ 'নাভিকুণ্ড'।] জলাশয়। [ঃ সীতা-'কুণ্ড'।] জল-পাত্র। [ঃ তাম্র-'কুণ্ড'।]
কুণ্ডল — কানের একরকম গহনা। বালা। **কুণ্ডলিনী** — যোগ-শাস্ত্রে বর্ণিত মূল শক্তি। **কুণ্ডলী** — বালার মতো পাকানো ও গোলাকার বস্তু। [ঃ ধোঁয়ার 'কুণ্ডলী'।] ণ. কুণ্ডলধারী।
কুতূহল — কৌতূহল, জানিতে আগ্রহ। ণ. **কুতূহলী** — কৌতূহল আছে এমন, উৎসুক।
কুত্তা — কুকুর। [হি.]
কুত্র — কোথা, কোন্ স্থানে।
কুত্রাপি — কোথাও, কোনও স্থানে।
কুৎসা — নিন্দা, কলঙ্ক প্রচার। ণ. **কুৎসিত** — (নিন্দিত) কুশ্রী, কদাকার।

কদর্য। অশ্লীল।
কুঁদ — কাঠ চাঁচিয়া মসৃণ করিবার বা কুঁদিবার যন্ত্র।
কুদা — ক্রি. আনন্দে লাফানো। [ঃ 'নেচে-কুদে' বেড়ানো।]
কুঁদা — ক্রি. কুঁদ-যন্ত্রে কাঠ কাটিয়া মসৃণ করা। ণ. ঐভাবে মসৃণ করা হইয়াছে এমন।
কুঁদা — কাঠের মোটা হাতল। [ঃ বন্দুকের 'কুঁদা'।] চাঙড়। [ঃ মিছরির 'কুঁদা'।]
কুদিন — অশুভ দিন। দুঃসময়, দুর্দিন।
কুঁদুলী — ণ. স্ত্রী. কোঁদল করে এমন। পুং. **কুঁদুলে** — কোঁদল করে এমন। [ঃ 'কুঁদুলে' লোক; ঃ 'কুঁদুলে' স্বভাব।]
কুদৃষ্টি — অশুভ দৃষ্টি। কুনজর।
কুন্দাল — কোদাল।
কুনকী — পোষা হস্তিনী যাহার সাহায্যে বন্য হস্তী ধরা যায়।
কুনকে — শস্য মাপিবার জন্য বেতের তৈয়ারী পাত্র।
কুনাম — দুর্নাম, অখ্যাতি।
কুনিকা — কুনকে, শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ।
কুনীতি — দুর্নীতি। ভুল নীতি।
কুনো—ঘরের কোণে থাকিতে এমন। [ঃ 'কুনো' ব্যাং।] বাড়ি হইতে বাহিরে যাইতে চায় না এমন। [ঃ 'কুনো' লোক।]
কুন্তল — চুল, কেশ। কেশদাম।
কুন্তি, কুন্তী — যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন ও কর্ণের জননী, পাণ্ডুপত্নী।
কুন্থন — কোঁত দেওয়া। প্রকাশের চেষ্টা।
কুন্দ — একরকম ছোট সাদা ফুল।
কুপথ — অসৎ পথ। **কুপথগামী** — কুপথে গিয়াছে এমন, অসচ্চরিত্র। স্ত্রী. — **কুপথগামিনী**।
কুপথ্য — খারাপ পথ্য।
কুপন — স্বীকৃতি বা প্রতিশ্রুতির চিহ্ন-স্বরূপ ক্ষুদ্র পত্রাংশ। [ই. coupon.]
কুপরামর্শ — মন্দ যুক্তি, অসৎ পরামর্শ।
কুপা — পেটমোটা সরুগলা জালা।
কুপাত্র — অযোগ্য লোক। অযোগ্য বর।
কুপি — ছোট কুপা। কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালিবার ডিবে।
কুপিত — ক্রুদ্ধ। প্রবল। [ঃ কফ পিত্ত বায়ু 'কুপিত' হওয়া।] স্ত্রী.—**কুপিতা**।
কুপিতা — বি. সন্তানের প্রতি উচিত ব্যবহার করে না এমন বাবা।
কুপুত্র — পিতার অবাধ্য পুত্র।
কুপোকাত — ভূলুণ্ঠিত। পরাজিত। নিহত।
কুপ্রবৃত্তি — অসৎ কাজ করিবার ইচ্ছা।
কুফল — খারাপ পরিণতি।
কুবলয় — নীল পদ্ম। পদ্ম।
কুবচন, কুবাক্য — অসৎ কথা, কটু কথা।
কুবুদ্ধি — বি. অনিষ্টকর বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি। ণ. যাহার কুবুদ্ধি আছে এমন।
কুবৃত্তি — ঘৃণ্য পেশা, মন্দ পেশা।
কুবের — পুরাণে বর্ণিত যক্ষরাজ। অতি-শয় ধনী ব্যক্তি।
– কুঁজো। স্ত্রী. — **কুব্জা**। বি.
কুব্জতা — কুঁজোর অবস্থা। বক্রতা।
কুভা — আফগানিস্থানের কাবুল নদীর প্রাচীন নাম।
কুমকুম — গুলানো আবীর যাহা হোলি খেলায় ব্যবহৃত হয়। [আ. কুম্‌কুমা।]
কুমড়া, কুমড়ো — একরকম আনাজ। [সং. কুষ্মাণ্ড।]
কুমতি — মন্দ ইচ্ছা, দুর্বুদ্ধি।
কুমন্ত্রণা — অসৎ পরামর্শ। অনিষ্টকর

যুক্তি। **কুমন্ত্রী** — অসৎ পরামর্শদাতা।

কুমার — রাজপুত্র। পুত্র। বালক। কার্ত্তিকেয়। ণ. অবিবাহিত। [সং.]

কুমার — মাটির পাত্র গড়া যাহার পেশা, কুম্ভকার। **কুমারশাল** — কুমারের কাজের জায়গা বা কারখানা।

কুমারিকা — ভারতের দক্ষিণস্থ অন্তরীপ।

কুমারী — রাজকন্যা। কন্যা। অল্পবয়স্কা কন্যা। ণ. অবিবাহিতা।

কুমির, কুমীর — একরকম বিরাটকায় হিংস্র জলচর টিকটিকিজাতীয় জীব, কুম্ভীর।

কুমুদ — শালুক ফুল। সাদা পদ্ম। **কুমুদবন্ধু, কুমুদবান্ধব** — চাঁদ। **কুমুদিনী** — শালুকের ঝাড়। শালুক আছে এমন জলাশয়।

কুমেরু — দক্ষিণ মেরু।

কুমোর — কুমার, কুম্ভকার।

কুম্ভ — কলস। রাশিচক্রের একাদশ রাশি।

কুম্ভক — (যোগসাধনে) নিশ্বাসরোধ।

কুম্ভকর্ণ — রামায়ণে বর্ণিত রাবণের এক ভাই। যে ব্যক্তি খুব বেশি ঘুমায়।

কুম্ভকার — কুমোর। **কুম্ভশালা** — কুমারশাল।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক — চোর। যে অপরের লেখা হইতে চুরি করে, plagiarist.

কুম্ভীপাক — একটি নরকের নাম।

কুম্ভীর — কুমির।

কুম্ভীলক — ('কুম্ভিল' দেখ।)

কুয়া — কূপ, ইঁদারা, কুয়ো।

কুয়াশা — কুজ্ঝটিকা।

কুরঙ্গ — হরিণ। স্ত্রী. — **কুরঙ্গী, কুরঙ্গিণী**। **কুরঙ্গনয়ন** — বি. হরিণের মতো চোখ। ণ. হরিণের মতো চঞ্চল চোখ যাহার। স্ত্রী. — **কুরঙ্গনয়না**।

কুরঙ্গ — কুৎসিত রঙ্গ, মন্দ আমোদ-প্রমোদ।

কুরচি — ('কুড়চি' দেখ।)

কুরচিনামা — ('কুরসিনামা' দেখ।)

কুরণ্ড—একরকম রোগ, অণ্ডকোষ ফোলা।

কুরনি — নারিকেল ইত্যাদি কুরিবার দাঁতওয়ালা অস্ত্র।

কুরবক — ('কুরুবক' দেখ।)

কুরর — চিলজাতীয় একরকম পাখি।

কুরশি, কুরসি — চেয়ার, কেদারা। [আ. কুর্সী।]

কুরসিনামা — বংশাবলী, বংশতালিকা। [ফা. কুর্সীনামা।]

কুরা — ক্রি. চাঁচিয়া বা ঘষিয়া ক্ষয় করা বা গুঁড়া করা। ('কোরা' দেখ।)

কুরানো — ক্রি. অপরের দ্বারা কুরাইয়া লওয়া।

কুরু — চন্দ্রবংশীয় রাজা, কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ। **কুরুক্ষেত্র** — দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত স্থান যেখানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। তুমুল কলহ। [ঃ 'কুরুক্ষেত্র' বাধাইল।]

কুরুচি — মন্দ বস্তু বা বিষয়ের প্রতি ঝোঁক, সুরুচির অভাব।

কুরুনী — ('কুরনি' দেখ।)

কুরুবক — ঝাঁটিগাছ বা ফুল, ঝিণ্টী।

কুর্তি — ছোট কোর্তা।

কুর্দন — আনন্দে লাফানো, কোদন।

কুর্নিশ — রাজারাজড়াদের প্রতি মুসলমানী নমস্কার। [ফা. কোর্নিশ।]

কুর্পর — জানু, কনুই। ণ. অধীন। [ঃ নহে নীচের কুর্পর।] [সং.]

কুর্সি — ('কুরশি' দেখ।)

কুল — বংশ, পরিবার। উচ্চবংশ। গোষ্ঠী। সমূহ, গুলি। [ঃ 'মক্ষিকাকুল'।] **কুলকণ্টক** — বংশের কলঙ্ক, কুল-গৌরব নষ্ট করে এমন ব্যক্তি। **কুলকর্ম**

— বংশানুক্রমে প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ। **কুলকলঙ্ক** — ('কুলকণ্টক' দেখ।) **কুলকামিনী** — সৎবংশের বধূ, কুলবধূ। **কুলক্ষয়** — বংশনাশ, স্ববংশীয়দের নিধন। **কুলগুরু** — বংশানুক্রমে পরিবারের ধর্মোপদেষ্টা। **কুলগৌরব** — বংশের গরিমা, কুলমর্যাদা। **কুলঘ্ন** — নিজের বংশ নাশ করে এমন ব্যক্তি। **কুলজ** — সৎবংশে জাত, কুলীন। **কুলত্যাগ** — বংশের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ। স্বামিগৃহত্যাগ। **কুলত্যাগী** — যে স্ববংশ ত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রী. **কুলত্যাগিনী** — যে স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়াছে, যে কুলটা হইয়াছে। **কুলনারী** — ('কুলকামিনী' দেখ।) **কুলপতি** — বংশের বা গোষ্ঠীর কর্তা। **কুলপুরোহিত** — বংশানুক্রমে নিযুক্ত পরিবারের পুরোহিত। **কুলপ্রদীপ** — বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে এমন ব্যক্তি। **কুলবধূ** — ('কুলকামিনী' দেখ।) **কুলভূষণ** — বংশের অলংকার স্বরূপ যে ব্যক্তি। **কুলভ্রষ্ট** — কুলত্যাগী, কুলচ্যুত। **কুলমর্যাদা, কুলমান** — বংশের মর্যাদা। **কুললক্ষ্মী** — বংশের সমৃদ্ধিবর্ধনকারিণী দেবী। সতী-সাধ্বী গৃহিণী।

কুল — একরকম অম্লমধুর ফল, বদরী। [সং. কুবল।]

কুলকুচা, কুলকুচো — মুখের মধ্যে জল নাড়িয়া চাড়িয়া মুখ ধোয়া, কুল্লি।

কুলকুণ্ডলিনী — তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে বর্ণিত শক্তি।

— নদী ইত্যাদি বহিয়া যাওয়ার শব্দসূচক অনুকার।

— অশুভ লক্ষণ। ণ. অশুভলক্ষণযুক্ত। স্ত্রী. **কুলক্ষণা** — অশুভলক্ষণযুক্তা।

কুলঙ্গি — দেওয়ালের গায়ে ছোট খোপ।

কুলজি — বংশতালিকা, কুলপঞ্জী।

কুলটা — অসতী, কুলত্যাগিনী।

কুলতিলক — বংশের গৌরববর্ধনকারী।

কুলধর্ম — পরিবারে প্রচলিত আচার।

কুলপঞ্জী — বংশের ক্রমিক তালিকা, কুলজি, কুরসিনামা।

কুলপাংশুল — বংশের কলঙ্ক।

কুলপি — বরফ জমাইবার একরকম ছাঁচ।

কুলবতী, কুলবালা — ('কুলকামিনী' দেখ।)

কুলা — শস্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার জন্য বাঁশের ডালা।

কুলাক — রুশ দেশের ধনী কৃষক। [রু.]

কুলাঙ্গার — বংশের সুনাম নষ্ট করে এমন লোক, কুলপাংশুল।

কুলাচার — পরিবারে বা বংশে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান।

কুলানো — ক্রি. প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া।

কুলায় — পাখির বাসা, নীড়। [সং.]

কুলাল — কুমোর। **কুলালচক্র** — কুমোরের চাক। [সং.]

কুলি — ('কুলী' ও 'কুল্লি' দেখ।)

কুলিশ — বজ্র। **কুলিশধারী, কুলিশপাণি** — বজ্রধারী, দেবরাজ ইন্দ্র।

— মজুর। মুটে।

কুলীন — উচ্চবংশে জাত। বল্লাল সেনের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত বংশে জাত।

কুলীশ — ('কুলিশ' দেখ।)

কুলুকুলু — নদী ইত্যাদি প্রবাহিত হইবার মৃদু মধুর ধ্বনিসূচক অনুকার।

কুলুঙ্গি — ('কুলঙ্গি' দেখ।)

কুলুপ — তালা।

কুলো — ('কুলা' দেখ।)

কুল্লি — কুলকুচা, কুলি।

কুল্লে — মাত্র, মোটে। [আ. কুল্।]

কুশ — একরকম ধারালো ঘাস। রামচন্দ্রের পুত্র। পুরাণে বর্ণিত সপ্তদ্বীপের একটি। [সং.]

কুশণ্ডিকা — বিবাহাদি কার্যে হোমের অনুষ্ঠান বিশেষ। [সং.]

কুশপুত্তলিকা, কুশপুত্তলী — মৃত বা মৃত বলিয়া কল্পিত ব্যক্তির কুশ দ্বারা তৈয়ারী কল্পিত মূর্তি।

কুশল — বি. মঙ্গল, কল্যাণ। ণ. নিরাপদ, শুভ। নিপুণ, দক্ষ। বি. **কুশলতা** — নিপুণতা, দক্ষতা। মঙ্গলযুক্ততা। **কুশলী** — দক্ষ, নিপুণ।

কুশাগ্র — কুশের ডগা। ণ. কুশের ডগার মতো তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম।

কুশাঙ্কুর — কুশের অঙ্কুর। কুশের ডগা।

কুশাঙ্গুরী, কুশাঙ্গুরীয় — পূজা তর্পণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকালে ধারণীয় কুশনির্মিত আংটি।

কুশারি — আখ। পদবী বিশেষ।

কুশাসন — কুশের তৈয়ারী আসন।

কুশাসন — অন্যায় শাসন, সুশাসনের অভাব। ণ. **কুশাসিত** — অন্যায়ভাবে শাসিত, যেখানে শাসনের সুব্যবস্থা নাই এমন।

কুশি — কাঁচ ফল। [ঃ আমের 'কুশি'।]

কুশীদ — ('কুসীদ' দেখ।)

কুশীলব—নট, অভিনেতা। নাটকের পাত্রপাত্রী। রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়, কুশ ও লব।

কুষি — ছোট কোষা।

কুষ্ঠ — একরকম রোগ, কুঠ, leprosy. **কুষ্ঠাশ্রম** — কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার ও থাকিবার জায়গা।

কুষ্মাণ্ড — কুমড়া।

কুসংস্কার — যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা ও তদনুসারে আচার-অনুষ্ঠান। **কুসংস্কারাচ্ছন্ন** — কুসংস্কারে পূর্ণ, কুসংস্কারের দ্বারা বিভ্রান্ত।

কুসঙ্গ—অসৎ সঙ্গ, মন্দ লোকের সংসর্গ। **কুসঙ্গী** — অসৎ সঙ্গী, যাহার সঙ্গ অনিষ্ট বা বিপদ ঘটায় এমন ব্যক্তি।

কুসীদ — সুদ। **কুসীদজীবী** — সুদখোর, সুদে টাকা খাটাইয়া যে জীবিকা উপার্জন করে। [সং. কুসীদজীবিন্।]

কুসুম — পুষ্প, ফুল। ডিমের হলদে অংশ। **কুসুম কুসুম** — ণ. ঈষৎ গরম।

কুসুম — একরকম ফুল যাহা কাপড়াদি রং করিতে লাগে। [সং. কুসুম্ভ।]

কুসুমধন্বা, কুসুমায়ুধ — ফুলের ধনুকধারী প্রেমের দেবতা, মদন।

কুসুমিত—ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে এমন, পুষ্পযুক্ত। ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন, বিকশিত।

কুসুমেষু — ফুলের ইষু বা বাণ যাহার, প্রেমের দেবতা, মদন, কুসুমধন্বা।

কুস্তি — মল্লযুদ্ধ। [ফা. কুশ্তী।] **কুস্তিগির, কুস্তিবাজ** — মল্লযোদ্ধা, কুস্তিতে পটু।

কুস্বভাব — বি. মন্দ স্বভাব। ণ. যাহার স্বভাব মন্দ এমন। স্ত্রী. — **কুস্বভাবা**।

কুহক — ইন্দ্রজাল, ভেলকি, মায়া। **কুহকী** — মায়াবী, জাদুকর। স্ত্রী. — **কুহকিনী**।

কুহর — ছিদ্র, গর্ত। [ঃ কর্ণ-'কুহর'।]

কুহরণ — কুহুধ্বনি, কূজন। ণ. **কুহরিত** — কূজিত, কুহুধ্বনিতে পূর্ণ।

কুহরা — ক্রি. কুহুধ্বনি করা। [ঃ কোকিল 'কুহরে'।]

কুহু — কোকিলের ডাক। অমাবস্যা। [ঃ 'কুহু'-নিশা।] **কুহুতান, কুহুধ্বনি,**

কুহূরব — কোকিলের ডাক, কুহূ কুহূ শব্দ।

কুহেলিকা, কুহেলী — কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা।

কূজন — পাখির ডাক। ণ. **কূজিত** — পাখির ডাকে মুখরিত।

কূট — ণ. জটিল। সূক্ষ্ম, কুটিল। বি. পাহাড়ের চূড়া। স্তূপ। [ঃ অন্ন-‘কূট’।]

কূটকচাল — কূট তর্ক, সূক্ষ্ম জটিল বিষয় লইয়া বচসা। ণ. **কূটকচালে** — কূট-তর্ক করে এমন।

কূটনীতি — চাতুর্যপূর্ণ রাজনীতি। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্করক্ষার তত্ত্ব ও কৌশল। চতুর চাল। **কূটনীতিক, কূটনীতিজ্ঞ, কূটনীতি-বিশারদ** — কূটনীতিতে অভিজ্ঞ বা পণ্ডিত। **কূটনৈতিক** — কূটনীতি সংক্রান্ত। চতুর।

কূটস্থ — গূঢ়। মূল। নির্বিকার।

কূটাভাষ — একরকম বাক্যালংকার যাহাতে বর্ণিত বিষয় আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব ও পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও প্রকৃত-পক্ষে সত্য, paradox. [ঃ ‘বড় যদি হ’তে চাও ছোট হও তবে।’]

কূটার্থ — গূঢ় অর্থ, দুরূহ প্রচ্ছন্ন ভাব।

কূপ — কুয়া। ছিদ্র। [ঃ লোম-‘কূপ’।] **কূপমণ্ডূক** — কুয়ার ব্যাং। বাহিরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নাই এমন ব্যক্তি। বি. **কূপমণ্ডূকতা** — বাহিরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞানতা। সংকীর্ণতা।

কূয়া — (‘কুয়া’ দেখ।)

কূর্চ — কর্কশ লোম, কুঁচি। বুরুশ, শক্ত তুলি। **কূর্চিকা** — বুরুশ। কুঁচি।

কূর্ম — কচ্ছপ। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অনুসারে ভগবানের দ্বিতীয় অবতার।

কূল — কিনারা, তীর। আশ্রয়। উপায়।

কূলকিনারা — তীর। বিপদ হইতে মুক্তির উপায়।

কৃকলাস — টিকটিকি-জাতীয় প্রাণী, কাঁক-লাস। [সং.]

কৃচ্ছ্র — বি. ভোগসুখ বিসর্জন, আত্ম-পীড়ন। কষ্ট। ণ. যাহাতে ভোগসুখ বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে এমন। **কৃচ্ছ্র-সাধন** — সিদ্ধিলাভের জন্য ভোগসুখ বিসর্জন ও আত্মপীড়ন। ণ. **কৃচ্ছ্রসাধ্য** — অতিকষ্টে করা যায় এমন।

-কৃৎ — ‘যে করিয়াছে’ বুঝাইতে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ পথি-‘কৃৎ’।]

কৃৎ — (ব্যাকরণে) ধাতুর পরে হয় এমন প্রত্যয়।

কৃত — করা হইয়াছে এমন, সম্পন্ন। **কৃত-কর্ম** — করা হইয়াছে এমন কাজ। [ঃ ‘কৃতকর্মের’ ফল।] **কৃতকর্মা** — যে কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। **কৃতকার্য** — কার্যে সফল। বি. **কৃতকার্যতা** — কাজে সাফল্য। **কৃতকৃত্য** — কার্যে সফল, কৃতকার্য।

কৃতঘ্ন — উপকারীর অপকার করে এমন। বি. — **কৃতঘ্নতা**।

কৃতজ্ঞ — উপকারীর উপকার মনে রাখে এমন। বি. — **কৃতজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **কৃতজ্ঞা**।

কৃতদার — বিবাহিত (পুরুষ)।

কৃতনিশ্চয় — কর্তব্য স্থির করিয়াছে এমন, কৃতসংকল্প। নিঃসংশয়।

কৃতপূর্ব — আগে করা হইয়াছে এমন।

কৃতবিদ্য — পণ্ডিত, বিদ্বান। বি. — **কৃতবিদ্যতা**।

কৃতসংকল্প, কৃতসঙ্কল্প — সংকল্প করিয়াছে বা স্থিরভাবে মনস্থ করিয়াছে এমন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কৃতাঞ্জলি — ণ. হাত জোড় করিয়াছে এমন।

বি. জোড় হাত, অঞ্জলিবদ্ধ হাত। **কৃতাঞ্জলিপুটে** — হাত জোড় করিয়া, হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া।

কৃতান্ত — যম, শমন।

কৃতার্থ — সফল, সিদ্ধকাম। ধন্য। বি. **কৃতার্থতা** — সাফল্য। ধন্য অবস্থা। **কৃতার্থম্মন্য** — যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এমন। বি. **কৃতার্থম্মন্যতা**।

কৃতি — কাজ। রচিত বস্তু, রচনা।

কৃতিত্ব — দুঃসাধ্য কাজ করার ক্ষমতা বা গৌরব। [ঃ 'কৃতিত্ব' প্রদর্শন; ঃ 'কৃতিত্ব'-অর্জন।] ণ. **কৃতী** — দুঃসাধ্য কাজ করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছে এমন। [সং. কৃতিন্।]

কৃত্তিকা — একটি নক্ষত্রের নাম। কার্তিকের পালিকা মা।

কৃত্তিবাস — মহাদেব, শিব। বিখ্যাত বাংলা রামায়ণের রচয়িতা। ণ. **কৃত্তিবাসী** — কৃত্তিবাসরচিত।

কৃত্য — করণীয়। [ঃ 'কৃত্য' কর্ম।] বি. করণীয় কাজ। [ঃ শেষ 'কৃত্য'।]

কৃত্যক — চাকুরি, service.

কৃত্যা — অভিচার, গুপ্ত আচার, তুকতাক।

কৃত্রিম — নকল। কপট। স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন নয় এমন। বি. — **কৃত্রিমতা**।

কৃদন্ত — (ব্যাকরণে) কৃৎ-প্রত্যয় শেষে আছে এমন (শব্দ)।

কৃপণ — খরচ করিতে চায় না এমন, কঞ্জুস, কিপটে। স্ত্রী. — **কৃপণা**। বি. — **কৃপণতা, কার্পণ্য**।

কৃপা — দয়া, করুণা, অনুগ্রহ। **কৃপা-কটাক্ষ** — সামান্য কৃপাদৃষ্টি, সাহায্য, করুণা। **কৃপাকণা** — সামান্যতম দয়া। **কৃপাদৃষ্টি** — দয়াপূর্ণ দৃষ্টি, দয়া। **কৃপানিধি** — দয়ার আকর, দয়ার সাগর। **কৃপাপরবশ** — দয়ায় অভিভূত। **কৃপা-পাত্র** — করুণার যোগ্য ব্যক্তি। **কৃপালু** — দয়ালু।

কৃপাণ — তরবারি। ছোরা। **কৃপাণধারী, কৃপাণপাণি** — যাহার হাতে তরবারি বা ছোরা আছে এমন, অসিধারী।

কৃমি — কেঁচো জাতীয় কীট। ক্ষুদ্র কীট। **কৃমিঘ্ন, কৃমিনাশক** — কৃমি মারে এমন।

কৃশ — ক্ষীণ, রোগা। বি. — **কৃশতা**। স্ত্রী. — **কৃশা**। **কৃশকায়** — যাহার শরীর রোগা। স্ত্রী. — **কৃশকায়া**।

কৃশর, কৃশরান্ন — তিল মিশ্রিত অন্ন-বিশেষ। খিচুড়ি।

কৃশাঙ্গ — বি. দুর্বল দেহ। ণ. দুর্বল দেহ যাহার, ক্ষীণকায়। স্ত্রী. **কৃশাঙ্গী** — ক্ষীণকায়া, তন্বী।

কৃশানু — আগুন, অগ্নি।

কৃশোদর — যাহার উদর বা কটিদেশ ক্ষীণ এমন। স্ত্রী. — **কৃশোদরা, কৃশোদরী**।

কৃশ্চান — ('ক্রীশ্চান' দেখ।)

কৃষক — যে চাষ করে, চাষী।

কৃষাণ — চাষী। ভূমিহীন চাষী। স্ত্রী. — **কৃষাণী**।

কৃষাণু — ('কৃশানু' দেখ।)

কৃষি — চাষ। **কৃষিকর্ম, কৃষিকার্য** — চাষের কাজ। **কৃষিজীবী** — চাষের দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে, চাষী।

কৃষ্টি — সংস্কৃতি, শিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত মানসিক উন্নতি, culture.

কৃষ্ণ — বি. বসুদেব ও দেবকীর পুত্র, কানাই, বাসুদেব। ণ. কালো। যখন চন্দ্রকলার ক্ষয় হইতে থাকে এমন। [ঃ 'কৃষ্ণ' পক্ষ।] **কৃষ্ণকলি** — একরকম গাছ ও তাহার ফুল। **কৃষ্ণকায়** — যাহার গায়ের রং কালো। **কৃষ্ণচতুর্দশী** — কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। **কৃষ্ণচূড়া** —

একরকম গাছ ও তাহার ফুল। **কৃষ্ণতা, কৃষ্ণত্ব** — কালো রং। কালোত্ব। **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন** — বিখ্যাত ঋষি ব্যাসদেব। **কৃষ্ণপক্ষ** — যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়। (তুঃ শুক্লপক্ষ।) **কৃষ্ণপ্রাপ্তি** — মৃত্যু, পরলোকগমন। **কৃষ্ণসর্প** — কালসাপ, কেউটে। **কৃষ্ণসার** — একরকম হরিণ। **কৃষ্ণসারথি** — অর্জুন।

কৃষ্ণা — বি. দ্রৌপদী। দক্ষিণ ভারতের একটি নদীর নাম। ণ. কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণপক্ষের অন্তর্গতা। [ঃ 'কৃষ্ণা' পঞ্চমী।]

কৃষ্ণাজিন — কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া।

কৃষ্ণাভ — ঈষৎ কালো।

কৃষ্ণাষ্টমী — কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। জন্মাষ্টমী।

কে — কোন্ ব্যক্তি। [ঃ 'কে' বলিল?] কিরূপ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি। [ঃ সে তোমার 'কে'?] **কে কে** — কোন্ কোন্ লোক, কাহারা।

কেউ — কেহ, কোনও লোক। **কেউ কেউ** — কোনও কোনও লোক, অনির্দিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি। **কেউকেটা** — ণ. নগণ্য। (ব্যঙ্গে) উচ্চপদস্থ, অতিশয় সম্মানিত। বি. নগণ্য ব্যক্তি। (ব্যঙ্গে) অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি।

কেঁউ — কুকুরের কাতর শব্দসূচক অনুকার।

কেউটে — একরকম বিষাক্ত সাপ, কৃষ্ণসর্প।

কেওট — কৈবর্ত, জেলে, ধীবর।

কেওড়া — কেয়াফুল ও কেয়াগাছ। কেয়াফুল-জাত একরকম সুগন্ধি জল। [সং. কেতকী।]

কেওরা — নিম্ন শ্রেণীর একটি জাতি।

কেংকার — হাঁসের ডাক। কাঁসা ইত্যাদির ঝনঝন শব্দ।

কেক — ময়দা ও ডিম যোগে তৈয়ারী একরকম খাবার। [ই. cake.]

কেকয় — পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি প্রাচীন রাজ্য, কৈকেয়ীর জন্মস্থান।

কেকা — ময়ূরের ডাক। [সং.]

কেঁচে — ('কাঁচিয়া' দেখ।)

কেঁচো — কৃমিজাতীয় একরকম লম্বা পোকা। ণ. কেঁচোর মতো জড়সড়। [ঃ ভয়ে 'কেঁচো'।] [সং. কিঞ্চুলক।]

কেচ্ছা — কুৎসা, দুর্নাম। গল্প, কাহিনী। [আ. কিস্‌সহ্।]

কেজো — কাজের উপযুক্ত। কর্মঠ।

কেটলি — জল গরম করার মুখঢাকা নলওয়ালা একরকম পাত্র। [ই. kettle.]

কেটো, কেঠো — কাঠের তৈয়ারী। কাঠের মতো শক্ত।

কেটো, কেঠো — একরকম কচ্ছপ। [সং. কমঠ।]

কেঁড়ে — ভাঁড়। বাঁশের চোঙার পাত্র। [ঃ দুধ মাপিবার 'কেঁড়ে'।] বাঁশের চোঙায় তেল ও বাতি দিয়া জ্বালানো আলো।

কেতক, কেতকী — কেয়া গাছ ও ফুল।

কেতন — পতাকা, নিশান, ধ্বজা।

কেতা — সামাজিক রীতি। [ঃ 'কেতা'-দুরস্ত।] সারি সারি স্তূপ, থাক। [ঃ 'কেতা' দিয়া রাখা।] [আ. কিতহ্।]

কেতাব — বই, পুস্তক। [আ. কিতাব।] **কেতাবী** — (নিন্দার্থে) পুস্তকগত। [ঃ 'কেতাবী' বিদ্যা।]

কেতু — পতাকা। নিশান। হিন্দু জ্যোতিষে বর্ণিত একটি গ্রহের নাম।

কেৎলি — ('কেটলি' দেখ।)

কেদার — হিমালয়স্থ একটি তীর্থ। শিব। আলবাল। ক্ষেত্র। [ঃ কেদার-'খণ্ড'।]

কেদারা — চেয়ার। [পো. caderia.]

(সংগীতে) একরকম রাগিণী। [সং. কেদার।]

কেঁদো — মাংসল, মোটা। [ঃ 'কেঁদো' বাঘ।]

কেন — কিজন্য, কি কারণে। ডাকের উত্তরে প্রশ্ন। **কেননা** — কারণ, যেহেতু।

কেনা — ক্রি. দাম দিয়া লওয়া, ক্রয় করা। ণ. কেনা হইয়াছে এমন, ক্রীত। [ঃ 'কেনা' গোলাম।] বি. ক্রয়। **কেনা দর** — যে দামে কেনা হইয়াছে তাহা।

কেনানো — ক্রি. ক্রয় করানো।

কেন্দ্র — বৃত্তের মধ্যবিন্দু। প্রধান স্থান। [ঃ কর্ম-'কেন্দ্র'।] (জ্যোতিষে) রাশিচক্রের লগ্নস্থান এবং লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থান। **কেন্দ্রগত** — কেন্দ্রে আছে এমন, কেন্দ্রে অবস্থিত। **কেন্দ্রস্থল** — কেন্দ্র। মাঝখানে অবস্থিত স্থান। **কেন্দ্রাতিগ** — কেন্দ্র হইতে দূরে গমনকারী, centrifugal. **কেন্দ্রাভিগ** —কেন্দ্র অভিমুখে গমনকারী, centripetal. **কেন্দ্রিক** — কেন্দ্র করিয়া আছে এমন। [ঃ কর্ম-'কেন্দ্রিক' শিক্ষা।] কেন্দ্রে অবস্থিত। **কেন্দ্রীভূত** — কেন্দ্রে পরিণত। কেন্দ্রে আগত। **কেন্দ্রীয়** — কেন্দ্র সংক্রান্ত। সমগ্র রাষ্ট্র সংক্রান্ত। [ঃ 'কেন্দ্রীয়' সরকার।]

কেন্নো — বহুপার্বিশিষ্ট একরকম পোকা।

কেবল — অদ্বিতীয়। শুধু। মাত্র। সবেমাত্র। [ঃ 'কেবল' এসেছি।] অবিরাম। [ঃ 'কেবল' কাঁদছে।]

কেবলা, কেবলামি — ('ক্যাবলা' ও 'ক্যাবলামি' দেখ।)

কেবিন — কক্ষ, কামরা। [ই. cabin.]

কেবিনেট — মন্ত্রিসভা (ইহাতে কেবল পূর্ণ-পদাধিকারসম্পন্ন মন্ত্রীরাই সদস্যরূপে থাকেন)। [ই. cabinet.] **কেবিনেট মিনিস্টার** — পূর্ণ-পদাধিকারসম্পন্ন মন্ত্রী।

কেমন — কিরকম, কি প্রকার। **কেমন**. **কেমন, কেমন যেন** — সন্দেহজনক ও দুর্বোধ্য। **কেমনে** — কিভাবে, কি উপায়ে।

কেমিকেল, কেমিক্যাল — ণ. রাসায়নিক। কৃত্রিম। বি. রাসায়নিক দ্রব্য। নকল সোনা। [ঃ 'কেমিক্যালের' গয়না।] [ই. chemical.]

কেয়া — একরকম গাছ ও ফুল, কেতকী।

কেয়াবাত — বাহবা, সাবাস। [হি.]

কেয়ামত — অন্তিম বিচার। [ঃ 'কেয়ামতের' দিন।] [আ. কিয়ামত।]

কেয়ার — ভয়, খাতির। [ঃ কাউকে 'কেয়ার' করে না।] ঠিকানা। [ঃ আমার 'কেয়ারে' চিঠি দেবেন।] [ই. care.]

কেয়ারি — আল দিয়া ঘেরা ক্ষেতের ছোট টুকরা। [সং. কেদারিকা।]

কেয়ূর — বাজু, তাগা, বাহুর অলংকার।

কে'য়ে — (অশিষ্ট প্রয়োগ) মাড়োয়ারী। ণ. ক্রুদ্ধ, ক্রোধপ্রবণ।

কেরদানি — ('কারদানি' দেখ।)

কেরল — ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত অঞ্চল। সেখানকার অধিবাসী। স্ত্রী. — **কেরলী**।

কেরাঞ্চি — একরকম গোরুর গাড়ি। ছক্কড় ঘোড়ার গাড়ি।

কেরানী — অফিস সংক্রান্ত লেখার কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, মুনশি, করণিক।

কেরামত, কেরামতি — ক্ষমতা। বাহাদুরি। [আ. করামত্।]

কেরায়া — ভাড়া। [আ. কিরায়হ্।]

কেরাসিন, কেরোসিন — একরকম খনিজ তৈল। [ই. kerosene.]

কেলাস — রাসায়নিক বস্তুর স্ফটিকের

মতো দানা, crystal.। **কেলাসন** — দানায় পরিণতি, crystallisation. ণ. **কেলাসিত** — দানায় পরিণত।

কেলি, কেলী — খেলা। প্রমোদ।

কেলে — (নিন্দার্থে) কালো।

কেলেঙ্কার — ণ. লজ্জাজনক। [ঃ 'কেলেঙ্কার' কাণ্ড।] বি. **কেলেঙ্কারি** — লজ্জা ও দুর্নামের ব্যাপার।

কেলেমাণিক, কেলেসোনা — (ব্যঙ্গার্থে) কালো লোক।

কেলটে — (নিন্দায়) কালো।

কেল্লা — দুর্গ। [আ. কিলাহ্।]

কেশ — চুল। **কেশকলাপ** — চুলের রাশি। **কেশকীট** — চুলের পোকা, উকুন। **কেশতৈল** — মাথার চুলে মাখিবার তেল। **কেশদাম, কেশপাশ** — চুলের গোছা বা স্তবক। **কেশবিন্যাস** — চুল আঁচড়ানো, কেশসজ্জা। **কেশরচনা** — চুল দিয়া বেণী খোঁপা ইত্যাদি রচনা। **কেশস্পর্শ** — সামান্যতম ক্ষতি। [ঃ 'কেশস্পর্শ' করতে পারবে না।]

কেশব — শ্রীকৃষ্ণ।

কেশর — সিংহ ইত্যাদি পশুর ঘাড়ের লোম। ফুলের ভিতরের চুলের মতো রোঁয়া। [ঃ পরাগ-'কেশর'।]

কেশরী — সিংহ। 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'কেশরী'।] [সং. কেশরিন্।]

কেশিয়ার — কোষাধ্যক্ষ। [ই. cashier.]

কেশী — পুরাণে বর্ণিত অসুর। ণ. যাহার চুল আছে। স্ত্রী. — **কেশিনী**।

কেশুর — একরকম কন্দ। [সং. কশেরু।]

কেষ্ট — (কথ্য) কৃষ্ণ। **কেষ্টবিষ্টু** — (ব্যঙ্গে) অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি।

কেস — মামলা। ব্যাপার, ঘটনা। বাক্স। ঢাকনি। [ই. case.]

কেহ — কেউ, কোনও ব্যক্তি।

কৈকেয়ী — কেকয় দেশের রাজকন্যা, রামচন্দ্রের বিমাতা, ভরতের মা।

কৈছন — (প্রাচীন কবিতায়) কেমন। **কৈছনে, কৈছে** — (প্রাচীন কবিতায়) কিরূপে, কিভাবে।

কৈটভ — পুরাণে বর্ণিত এক দৈত্য যাহাকে বিষ্ণু বধ করেন। **কৈটভারি** — বিষ্ণু।

কৈতব — কপটতা, ছল। জুয়াখেলা।

কৈন্দ্রিক — কেন্দ্র সম্বন্ধীয়।

কৈফিয়ৎ, কৈফিয়ত — কারণ সম্পর্কে বিবৃতি। জমা-খরচের পর বাকী টাকার হিসাব। [ঃ 'কৈফিয়ৎ' কাটা।] [আ. কইফিয়ত্।]

কৈবর্ত — কেওট, জেলে। হিন্দুসমাজের একটি জাতি।

কৈবল্য — অদ্বিতীয়তা, কেবলের ভাব, মোক্ষ, ব্রহ্মের সহিত একত্ব। **কৈবল্যদায়িনী** — মোক্ষদাত্রী। **কৈবল্যলাভ** — মোক্ষলাভ।

কৈলাস — হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত একটি পর্বত। পুরাণে বর্ণিত শিবের বাসস্থান। **কৈলাসনাথ, কৈলাসপতি** — শিব।

কৈশিক — কেশ সম্বন্ধীয়। চুলের মতো সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট, capillary. **কৈশিকা নাড়ী** — অতিসূক্ষ্ম রক্তবাহী নাড়ী।

কৈশোর — কিশোর অবস্থা, ১১ হইতে ১৫ পর্যন্ত বয়সকাল।

কোঁ — ঘর্ষণ ইত্যাদির শব্দের অনুকার।

কোং — 'কোম্পানি' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

কোক — অল্প পোড়ানো পাথুরে কয়লা। [ই. coke.]

কোঁক — অস্ফুট আর্তনাদ বা ঘর্ষণের শব্দের অনুকার। কুক্ষি, উদর।

কোঁকড়া — কুঁচকানো, কুঞ্চিত। [ঃ 'কোঁকড়া' চুল।] **কোঁকড়ানো** — ক্রি. কুঞ্চিত করা বা হওয়া। ণ. কুঞ্চিত করা হইয়াছে এমন, কোঁকড়া। বি. কুঞ্চন।

কোকনদ — লাল পদ্ম। লাল শালুক।

কোকশিমা — একরকম গুল্ম।

কোঁকানো — ক্রি. যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ শব্দ করা। বি. ঐরূপ শব্দ করণ।

কোকিল — একরকম সুকণ্ঠ পাখি। স্ত্রী. — **কোকিলা**।

কোকেন — একরকম মাদক দ্রব্য। [ই.]

কোঁ কোঁ — বার বার অস্ফুট আর্তনাদ বা ঘর্ষণের শব্দ।

কোঙর, কোঙার — (প্রাচীন কবিতায়) কুমার, পুত্র, রাজপুত্র। [সং. কুমার।]

কোংকণ — মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। অস্ত্রবিশেষ। স্ত্রী. **কোংকণা** — পরশুরামের মাতা রেণুকা।

কোচ — কোচবিহারের আদিম অধিবাসী।

কোঁচ — মাছ মারিবার উপযোগী একরকম হাতিয়ার বা ক্ষেপণাস্ত্র, কে'চা।

কোঁচ — কোঁচকানো ভাব। [ঃ কাপড়ের 'কোঁচ'।]

কোঁচকানো — ক্রি. কুঞ্চিত করা বা হওয়া। ণ. কুঞ্চিত করা হইয়াছে এমন, কোঁকড়ানো। বি. কুঞ্চিত করণ।

কোঁচড় — কোঁচার বা কোলের কাপড় দিয়া তৈয়ারী থলির মতো পাত্র। কোল।

কোচবাক্স — কোচম্যান যেখানে বসিয়া ঘোড়ার গাড়ি চালায়। [ই. coach-box.]

কোচমান, কোচম্যান — ঘোড়ার গাড়ির চালক। [ই. coachman.]

কোঁচা — পরা ধুতির সামনের দিকের কোঁচানো ঝোলা অংশ।

কোঁচানো — ক্রি. কুঁচকাইয়া ভাঁজ করা। ণ. কুঁচকাইয়া ভাঁজ করা হইয়াছে এমন।

কোচুয়ান — ঘোড়ার গাড়ির চালক, কোচম্যান। [ই. coachman.] **কোচুয়ানি** — কোচম্যানের কাজ।

কোচোয়ান — ('কোচুয়ান' দেখ।)

কোজাগর — শারদীয়া পূর্ণিমা যাহাতে লক্ষ্মীপূজা হয়। স্ত্রী. — **কোজাগরী**।

কোট — একরকম বুক-কাটা জামা। [ই. coat.]

কোট — জিদ, গোঁ। [ঃ 'কোটের' কথা।] অধিকারভুক্ত স্থান। সীমানা। দুর্গ। [সং. কোট্ট।]

কোটনা — ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যোগাযোগ ঘটায় এমন লোক। স্ত্রী. — **কুটনী**। [সং. কুট্টনী।] **কোটনাগিরি, কোটনামি** — কোটনার কাজ বা পেশা।

কোটনা — ('কুটনা' দেখ।)

কোটর — গাছের গুঁড়িতে গর্ত। ছোট গর্ত, খোপ। (নিন্দার্থে) ছোট ঘর। **কোটরগত** — গর্তে ঢুকিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'কোটরগত' চক্ষু।]

কোটা — ক্রি. টুকরা করা। [ঃ আনাজ 'কোটা'।] কাটা বা ভাঙার জন্য ঘা দেওয়া। [ঃ 'মাথা' কোটা।] ণ. টুকরা করা হইয়াছে এমন। বি. খণ্ডিত করণ।

কোটানো — ক্রি. অপরকে দিয়া টুকরা করা। ণ. অপরকে দিয়া টুকরা করা হইয়াছে এমন। বি. টুকরা করানো।

কোটাল — প্রাচীন কালের নগরপাল। প্রহরী। [সং. কোষ্ঠপাল।]

কোটাল — ('কটাল' দেখ।)

কোটি, কোটী — এক শত লক্ষ, ক্রোর। **কোটিপতি** — বিরাট ধনী, বহু লক্ষ টাকার মালিক।

কোটেশন — উদ্ধৃতি। প্রস্তাবিত মজুরি

বা মূল্য। [ই. quotation.]

কোঠা — ইঁট দিয়া তৈয়ারী, পাকা। [ঃ 'কোঠা'-বাড়ি।] বি. বাড়ি। [ঃ মাট-'কোঠা'।] [সং. কোষ্ঠ।]

কোঠি — ছোট কোঠা। ('কুঠি' দেখ।)

কোঁড় — বেত বাঁশ ইত্যাদির অঙ্কুর।

কোড়া — চাবুক, কশা। [হি.]

কোণ — দুইটি রেখার বা দিকের মিলন-স্থান। সূক্ষ্মাগ্র প্রান্ত। ভিতর। [ঃ ঘরের 'কোণে' বসে থাকা।] **কোণাকোণি, কোনাকুনি** — এক কোণ হইতে বিপরীত দিকের অপর কোণ পর্যন্ত।

কোঁত — মলাদি ত্যাগের জন্য বেগ বা চাপ। [ঃ 'কোঁত' দেওয়া।] [সং. কুন্থ।]

কোঁতকা — মোটা লাঠি।

কোতরা — মাত গুড়।

কোঁতানো — ক্রি. কোঁত দেওয়া। প্রকাশের জন্য চেষ্টা করা। বি. কুন্থন।

কোতোয়াল — ('কোটাল' দেখ।) **কোতোয়ালি** — কোতোয়ালের কাজ। কোতোয়ালের অধিকারভক্ত স্থান, থানা।

কোঁথ — ('কোঁত' দেখ।)

কোথা, কোথায় — কোন্ স্থানে, কই। বৈপরীত্য, ব্যবধান ও খেদ সূচক শব্দ। [ঃ 'কোথা' রাজ্যলাভ, 'কোথা' বনবাস; ঃ 'কোথায়' কলিকাতা, 'কোথায়' মাদ্রাজ; ঃ 'কোথা' সে রামরাজ্য!] **কোথাকার** — কোন্ জায়গার। [ঃ 'কোথাকার' আম।] তিরস্কারে জোর প্রকাশক শব্দ। [ঃ বোকা 'কোথাকার'!]

কোদণ্ড — ধনুক। **কোদণ্ডটঙ্কার** — ধনুক হইতে তীর ছাড়িবার শব্দ।

কোঁদল — ঝগড়া, কলহ।

কোদলানো — ক্রি. কোদাল দিয়া মাটি কোপানো। ণ. ঐভাবে কোপানো হইয়াছে এমন। বি. ঐরূপ কোপানোর কাজ।

কোদা, কোঁদা — ক্রি. আনন্দে লাফানো। [ঃ নাচা-'কোদা'।] বি. আনন্দে নৃত্য ও লম্ফ-ঝম্ফ। [সং. কুর্দ।]

কোঁদা — ক্রি. কুঁদযন্ত্রে চাঁচিয়া মসৃণ করা। ণ. ঐভাবে মসৃণ করা হইয়াছে এমন। বি. ঐভাবে মসৃণ করণ।

কোদাল — মাটি কাটিবার জন্য একরকম হাতিয়ার। [সং. কুদ্দাল।] **কোদাল পাড়া** — কোদাল দিয়া মাটিতে আঘাত করা, কোদলানো।

কোন্, কোঁন — নির্দিষ্ট একটি বুঝাইতে প্রশ্নে। [ঃ 'কোন্' লোক? ঃ 'কোন্' জিনিস?] অনির্দিষ্ট এক। [ঃ 'কোন্' দিন শুনব তুমি ধরা পড়েছ।] 'না' এই অর্থে। [ঃ তুমি 'কোন্' এলে।]

কোন, কোনও — অনির্দিষ্ট এক। [ঃ 'কোনও' লোক বলেছিল।] একটিও। [ঃ 'কোনও' কাজের নয়।] **কোনও কোনও** — অনির্দিষ্ট কয়েকটি।

কোনা — কোণবিশিষ্ট। [ঃ 'চার-কোনা'।]

কোনাকুনি — ('কোণাকোণি' দেখ।)

কোনাচ — চালাঘরের কোণ যেখানে দুই দিকের চাল আসিয়া মিশিয়াছে।

কোনাচে — কোণাকোণিভাবে বাঁকা।

কোনো — ('কোনও' দেখ।)

কোন্দল — কোঁদল, ঝগড়া, কলহ।

কোপ — ধারালো ভারী অস্ত্রের ঘা। [ঃ এক 'কোপে' কাটা।]

কোপ — রাগ, ক্রোধ। **কোপন** — সহজে রাগে এমন, রাগী। স্ত্রী. — **কোপনা। কোপনস্বভাব** — বদরাগী। স্ত্রী. — **কোপনস্বভাবা।**

কোপাগ্নি, কোপানল — ক্রোধরূপ আগুন।

কোপান্বিত — রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। স্ত্রী. —

কোপান্বিতা। **কোপাবিষ্ট** — ক্রুদ্ধ। স্ত্রী. — **কোপাবিষ্টা।**

কোপানো — ক্রি. কোপ মারিয়া মারিয়া কাটা। ণ. ঐভাবে কাটা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কোপানো' মাটি।] বি. ঐভাবে কর্তন।

কোপি — একরকম আনাজ, কপি।

কোপ্তা — মাংসের বড়া। [ফা. কোফ্তাহ্।]

কোবালা — বিক্রয়পত্র।

কোবিদ — পণ্ডিত। [ঃ শাস্ত্র-'কোবিদ'।]

কোমর — মাজা, কটি, কাঁকাল। [ফা. কমর।] **কোমরপাটা** — কোমরের একরকম গহনা। **কোমরবন্ধ** — কোমর বাঁধিবার ফিতা, পেটি, belt.

কোমল — নরম, তুলতুলে। মৃদু, মধুর। অনুভূতিশীল। [ঃ 'কোমল' হৃদয়।] বি. নরম সুর। [ঃ কড়ি ও 'কোমল'।] বি. — **কোমলতা।** স্ত্রী. — **কোমলা।**

কোমলাঙ্গ — বি. নরম দেহ। ণ. নরম দেহ যাহার। স্ত্রী. — **কোমলাঙ্গী।**

কোমলাস্থি — নরম হাড়, উপাস্থি।

কোম্পানি — যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। [ই. company.] ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-প্রবর্তিত সরকার। [ঃ 'কোম্পানির' আমল।] **কোম্পানির কাগজ** — সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের দলিল।

কোয়া — কোষ। [ঃ কাঁঠালের 'কোয়া'।]

কোরক — কুঁড়ি, কলিকা।

কোরণ্ড — কুরণ্ড, কোষবৃদ্ধি রোগ।

কোরফা — অন্য প্রজার নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে এমন। [ঃ 'কোরফা' প্রজা।] [ফা.]

কোরবানি—ইসলাম ধর্ম অনুসারে পশুবলি। [আ. কুরবানি।]

কোরমা — ('কোর্মা' দেখ।)

কোরা — আধোয়া, মাড়যুক্ত। [ঃ 'কোরা' কাপড়।]

কোরা — ক্রি. কুরুনি দিয়া চাঁচা। [ঃ নারিকেল 'কোরা'।] ণ. ঐভাবে চাঁচা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কোরা' নারিকেল।] বি. ঐভাবে চাঁচার কাজ।

কোরান — মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থ। [আ. কুর্আন।]

কোরাস — মিলিত বহু কণ্ঠের গান। [ই. chorus.]

কোর্ট — আদালত, কাছারি, এজলাস, বিচারালয়। [ই. court.]

কোর্টশিপ — ইউরোপীয় প্রথায় পূর্বরাগ। [ই. courtship.]

কোর্তা — একরকম ছোট জামা। [তু.]

কোর্মা — মাংস বা মাছের একরকম কালিয়া। [তু.]

কোল — উরু ও পেটের কাছাকাছি স্থান, ক্রোড়। [ঃ 'কোলে' নেওয়া।] আলিঙ্গন। [ঃ 'কোল' দেওয়া।] **কোল-পোঁছা** — সর্বশেষে জাত। [ঃ 'কোল-পোঁছা' ছেলে।]

কোল — ভারতের একটি আদিম জাতি।

কোলম্বক — তার ছাড়া বীণার বাকী সমগ্র অবয়ব।

কোলন — একরকম যতিচিহ্ন, ':'। [ই. colon.]

কোলা — একরকম পেট-মোটা বড় জালা। ণ. পেটমোটা। **কোলা ব্যাং, কোলা ব্যাঙ** — একরকম বড়ো ব্যাং।

কোলাকুলি — আলিঙ্গন।

কোলাহল — কলরব, গোলমাল।

কোলিয়ারি — কয়লার খনি। [ই. colliery.]

কোশ — ('কোষ' দেখ।)

কোশ—ক্রোশ, দুই মাইলের কিছু বেশী।

কোশল — প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্য।

কোশা, কোশী — ('কোষা' ও 'কোষী' দেখ।)

কোষ — থলি, থলির মতো আবরণ। [ঃ 'বীজকোষ'।] খাপ। [ঃ অসি-'কোষ'।] জীবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ, cell. কোয়া। [ঃ কাঁঠালের 'কোষ'।] মুষ্ক, প্রাণিদেহের অণ্ড, হোল। [ঃ 'কোষ'-বৃদ্ধি।] ভাণ্ডার। [ঃ 'রাজ-কোষ'।] ধনরাশি। [ঃ কোষাগার।] অভিধান। [ঃ 'শব্দকোষ'; ঃ 'বিশ্ব-কোষ'।] সংগ্রহ, সংকলন। **কোষকার** — অভিধানপ্রণেতা। **কোষবন্ধ** — খাপে বা আবরণে রক্ষিত। **কোষবৃদ্ধি** — কুরণ্ড রোগ।

কোষা — নৌকার মতো দেখিতে পূজার একরকম বাসন। **কোষী** — ছোট কোষা, কুষি।

কোষাধ্যক্ষ — ভাণ্ডারী, ধনরক্ষক।

কোষ্টা — পাট।

কোষ্ঠ — ঘর, কামরা। পেটের মধ্যে যেখানে মল থাকে, মলাশয়। [ঃ 'কোষ্ঠ' পরিষ্কার হওয়া।] **কোষ্ঠকাঠিন্য** — মল শক্ত হওয়ার ফলে দাস্ত না হওয়া। **কোষ্ঠবদ্ধতা** — দাস্ত না হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য। **কোষ্ঠশুদ্ধি** — দাস্ত ভালো-ভাবে হওয়া।

কোষ্ঠী — জ্যোতিষীর দ্বারা রচিত জন্ম-পত্রিকা।

কোহল — প্রাচীন কালের একরকম মদ বা সুরাসার, alcohol. [তুঃ আ. আল্‌ কোহল।]

কোহিনুর — (আলোর পাথর) সুবিখ্যাত হীরকখণ্ড। [ফা. কোহ্‌-ই-নুর।]

কৌচ—গদি-আঁটা বড়ো বসিবার আসন। [ই. couch.]

কৌটা, কৌটো — ঢাকনিওয়ালা ছোট পাত্র।

কৌটিল্য — কুটিলতা। বিখ্যাত 'অর্থ-শাস্ত্র'-রচয়িতা, চাণক্য।

কৌটো — ('কৌটা' দেখ।)

কৌড়ি — কড়ি, কপর্দক।

কৌণিক — কোণ সংক্রান্ত। কোনাকুনি। [ঃ 'কৌণিক' দূরত্ব।]

কৌতুক — আমোদ, মজা। ঠাট্টা, তামাশা। **কৌতুককর, কৌতুকপ্রদ, কৌতুকাবহ** — মজার, মজাদার। **কৌতুকপ্রিয়, কৌতুকী** — আমুদে।

কৌতূহল — জানিবার আগ্রহ, ঔৎসুক্য। **কৌতূহলী** — উৎসুক, কুতূহলী। **কৌতূহলোদ্দীপক** — কৌতূহলের উদ্রেক করে এমন।

কৌন্তেয় — কুন্তীর পুত্র, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন ও কর্ণ।

কৌন্সিলী — ('কৌঁসলী' দেখ।)

কৌপ — কূপ সংক্রান্ত। কূপজাত।

কৌপীন — কপনি, ল্যাঙোট। [সং.]

কৌমার — কুমারের অবস্থা। বাল্যকাল। অবিবাহিত অবস্থা। **কৌমারভৃত্য** — (আয়ুর্বেদে) শিশু-চিকিৎসা।

কৌমার্য — অবিবাহিত অবস্থা। যৌন শুচিতা।

কৌমুদী — জ্যোৎস্না। কার্তিক-পূর্ণিমা।

কৌরব — ণ. কুরুবংশীয়। বি. ধৃতরাষ্ট্র ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ।

কৌর্ম — কূর্ম সংক্রান্ত।

কৌল, কৌলিক — কুল সম্বন্ধীয়। বংশ-গত। [ঃ 'কৌলিক' আচার।]

কৌলীন্য — কুলীনত্ব। আভিজাত্য।

কৌশল — কায়দা, দক্ষতা। ফন্দি, চাতুরী। **কৌশলী** — চতুর, ফন্দিবাজ। নিপুণ, উপায় উদ্ভাবনে পটু।

কৌশল্যা—রামচন্দ্রের মা, দশরথের পত্নী।
কৌশাম্বী — প্রাচীন বৎস রাজ্যের রাজধানী (বর্তমান কোসম)।
কৌশিক — কুশিকের পুত্র, বিশ্বামিত্র।
কৌশিকী — আদ্যাশক্তি, ভগবতী।
কৌশেয়, কৌষেয় — রেশমী।
কেঁাসলী, কেঁাসুলী — উচ্চ আদালতের উকিল, কৌন্সিলী। [ই. counsel.]
কৌস্তুভ — পুরাণোক্ত মণি, শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ।
ক্যাঁক—আকস্মিক আঘাত পাইবার বেদনা সূচক শব্দের অনুকার।
ক্যাঁচ — কাটা ঘষা ইত্যাদি শব্দের অনুকার। **ক্যাঁচক্যাঁচানি** — ক্রমাগত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। **ক্যাঁচর-ক্যাঁচর** — ক্রমাগত ঘর্ষণের বা অর্ধসিদ্ধ তরকারি চর্বণের শব্দ সূচক অনুকার।
ক্যাঁট ক্যাঁট — মোটা কর্কশ জিনিস গায়ে লাগিবার ফলে অস্বস্তিবোধ সূচক অনুকার। [ঃ গায়ে 'ক্যাঁট ক্যাঁট' করা।] ণ. **ক্যাঁটকেঁটে** — কর্কশ ও অস্বস্তিকর। [ঃ 'ক্যাঁটকেঁটে' চাদর; ঃ 'ক্যাঁটকেঁটে' কথা।]
ক্যাঁত — লাথি মারার শব্দের অনুকার।
ক্যানেস্তারা — ('কানেস্তারা' দেখ।)
ক্যাবলা — বোকা, নির্বোধ, হাঁদা। [আ. কিবলা।] **ক্যাবলামি** — বোকামি, নির্বুদ্ধিতা।
ক্যাশ — ণ. নগদ। বি. নগদ টাকা। [ই. cash.]
ক্যাম্বিস, ক্যাম্বিস — একরকম মোটা মজবুত কাপড়। [ই. canvas.]
ক্রতু — যজ্ঞ, যাগ। [সং.]
ক্রন্দন — রোদন, কান্না। ণ. — **ক্রন্দিত**।
ক্রন্দসী — আকাশ। আকাশ ও পৃথিবী। [ঃ "তোমা লাগি কাঁদিছে 'ক্রন্দসী'।"]
ক্রব্য — মাংস। **ক্রব্যাদ** — মাংসাশী প্রাণী। রাক্ষস।
ক্রম — নিয়ম অনুসারে পর পর থাকা বা হওয়া। পদ্ধতি, প্রণালী। সঞ্চরণ, পদক্ষেপ। অতিক্রম। **ক্রমবিকাশ** — পর পর বিকাশ। **ক্রমবিকাশবাদ, ক্রমবিকাশবাদী** — ('অভিব্যক্তিবাদ' দেখ।)
ক্রমমাণ — গতিশীল, সঞ্চরণশীল।
ক্রমশ, ক্রমশঃ — ক্রমে ক্রমে, পর পর।
ক্রমাগত — ধারাবাহিক। অবিরাম।
ক্রমান্বয়ে — পর পর। **ক্রমিক** — নিয়ম অনুসারে পর পর। [ঃ 'ক্রমিক' নম্বর।]
ক্রমে — পর পর। **ক্রমোচ্চ, ক্রমোন্নত** — ক্রমে উচ্চতর বা উন্নততর হইয়াছে এমন।
ক্রমোচ্চতা, ক্রমোন্নতি — ক্রমাগত উচ্চতা। পর পর উন্নতি।
ক্রয় — কেনা, খরিদ। [সং.]
ক্রশ — ঢেরা চিহ্ন, × চিহ্ন। ('ক্রুশ' দেখ।) [ই. cross.]
ক্রান্তি — গমন, অতিক্রম। বিপ্লব। এক কড়ার তিন ভাগের এক ভাগ। বিষুব লম্ব। **ক্রান্তিপাত** — বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে, equinoctial point. **ক্রান্তিবৃত্ত** — পৃথিবীর বার্ষিক গতিপথ বা কক্ষ, ecliptic.
ক্রিকেট—একরকম খেলা, ব্যাটবল খেলা। [ই. cricket.]
ক্রিমি — ('কৃমি' দেখ।)
ক্রিয়মাণ — করা হইতেছে এমন।
ক্রিয়া — কাজ। (ব্যাকরণে) যাওয়া খাওয়া হওয়া ইত্যাদি কাজসূচক পদ। শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। **ক্রিয়াকলাপ** — কাজগুলি, কাজের সমষ্টি। **ক্রিয়াকাণ্ড** — অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি কাজ। **ক্রিয়াশীল** — কাজ করে বা করিতেছে এমন,

সক্রিয়। **ক্রিয়াসক্ত** — অনুষ্ঠানপরায়ণ।

ক্রীড়ক — যে খেলে, খেলোয়াড়। **ক্রীড়ন** — খেলা, ক্রীড়া। **ক্রীড়নক** — খেলনা।

ক্রীড়া — খেলা। **ক্রীড়াকৌতুক** — খেলা ও আমোদ-প্রমোদ। **ক্রীড়াকৌশল** — খেলার কায়দা, খেলার নৈপুণ্য। **ক্রীড়াচ্ছলে** — খেলার ছলে। **ক্রীড়াভূমি** — খেলার মাঠ।

ক্রীত — কেনা হইয়াছে এমন। **ক্রীতদাস** — কেনা গোলাম। স্ত্রী. — **ক্রীতদাসী**।

ক্রীশ্চান — খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী। [ই. Christian.]

ক্রুদ্ধ — রাগান্বিত, রুষ্ট। স্ত্রী. — **ক্রুদ্ধা**।

ক্রুশ — প্রাচীন কালে অপরাধীদের গাঁথিয়া মারিবার জন্য কাঠের উপর কাঠ আড়াআড়িভাবে রাখিয়া তৈয়ারী যন্ত্র। [ঃ 'ক্রুশ'-বিদ্ধ।] সেলাইএর কাঁটা। [ই. cross.]

ক্রূর — নির্দয়, নিষ্ঠুর। বি. — **ক্রূরতা**। **ক্রূরকর্মা** — যে নিষ্ঠুর কাজ করে। [সং. ক্রূরকর্মন্।]

ক্রেংকার — ('কেংকার' দেখ।)

ক্রেতব্য — কেনার যোগ্য, কিনিতে হইবে এমন, ক্রেয়। **ক্রেতা** — যে কেনে, খরিদ্দার। [সং. ক্রেতৃ।] স্ত্রী. — **ক্রেত্রী**। **ক্রেয়** — কেনার যোগ্য, যাহা কেনা উচিত বা প্রয়োজন, ক্রেতব্য।

ক্রোক — প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য সম্পত্তি আটক। [তু. কুর্ক্।]

ক্রোটন — পাতাবাহারের গাছ।

ক্রোড় — কোল। **ক্রোড় অঙ্ক** — নাটকের ছোট অংক। **ক্রোড়পত্র** — যে পাত্র আলাদা ছাপিয়া বইয়ের ভিতরে দেওয়া হয়। ('ক্রোর' দেখ।)

ক্রোধ — রাগ, রোষ। **ক্রোধাগার** — প্রাচীন কালের ক্রুদ্ধা রানী প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট ঘর, গোসাঘর। **ক্রোধান্বিত** — ক্রুদ্ধ। স্ত্রী. — **ক্রোধান্বিতা**।

ক্রোর — কোটি, শত লক্ষ। **ক্রোরপতি** —কোটিপতি।

ক্রোশ—কোশ, দুই মাইলের কিছু বেশী, চার হাজার গজ।

ক্রৌঞ্চ — একরকম বক, কোঁচ বক। পুরাণে বর্ণিত সপ্তদ্বীপের একটি। স্ত্রী. — **ক্রৌঞ্চী**। **ক্রৌঞ্চমিথুন** — এক-জোড়া স্ত্রী ও পুরুষ কোঁচ বক।

ক্লম — অবসাদ, ক্লান্তি।

ক্লান্ত — পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। বি. **ক্লান্তি** — অবসাদ।

ক্লাব — আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির জন্য মিলনস্থান, আড্ডা। [ই. club.]

ক্লাশ, ক্লাস — শ্রেণী। [ই. class.]

ক্লাসিক — প্রাচীন ও উচ্চাংগ সাহিত্য। [ই. classic.] **ক্লাসিক্যাল** — উচ্চাংগ, উন্নত ও প্রাচীন ধরনের। [ঃ 'ক্লাসি-ক্যাল' গান।] [ই. classical.]

ক্লিন্ন — মলিন, ক্লেদযুক্ত। বি.—**ক্লিন্নতা**।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট — ক্লেশ পাইয়াছে এমন। [ঃ পথ-'ক্লিষ্ট'।]

ক্লীব— নপুংসক। পুরুষত্বহীন। কাপুরুষ। **ক্লীবতা, ক্লীবত্ব** — ক্লীবের অবস্থা। সৃজনশক্তিহীনতা। ভীরুতা, কাপুরুষতা। **ক্লীবলিংগ** — (ব্যাকরণে) স্ত্রী বা পুরুষ বাচক নয় এমন লিংগ, neuter gender.

ক্লেদ — তরল ময়লা, ময়লা। **ক্লেদাক্ত** — মলিন, ক্লিন্ন।

ক্লেশ — কষ্ট। **ক্লেশকর** — কষ্টকর।

ক্লৈব্য — ('ক্লীবতা' দেখ।)

ক্লোম — যকৃত। ফুসফুস। **ক্লোমরস** — যকৃত হইতে নিঃসৃত রস।

ক্বচিৎ — কোথাও, মাত্র দুরেক জায়গায়।

ক্বণ, ক্বণন — রণন, ধ্বনি। ণ. **ক্বণিত** — ধ্বনিত, ঝংকৃত।

ক্বাথ — কিছু সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত নির্যাস। [সং.]

ক্ষওয়া — ক্রি. ক্ষয় পাওয়া। ণ. **ক্ষয়** পাইয়াছে এমন। বি. ক্ষয়প্রাপ্তি।

ক্ষণ — খুব অল্প সময়, মুহূর্ত। সময়। [ঃ বহু-'ক্ষণ'।] শুভক্ষণ। **ক্ষণজন্মা** —শুভক্ষণে জন্মিয়াছে এমন, ভাগ্যবান। [ঃ 'ক্ষণজন্মা' ব্যক্তি।] **ক্ষণদা** — রাত্রি। **ক্ষণপ্রভা** — বিদ্যুৎ। **ক্ষণভঙ্গুর** — অল্প সময়ের মধ্যে ভাঙে বা নষ্ট হয় এমন। [ঃ 'ক্ষণভঙ্গুর' জীবন।] **ক্ষণস্থায়ী** — ক্ষণিক, অল্পকালস্থায়ী। **ক্ষণিক** — ক্ষণস্থায়ী, অল্পকালস্থায়ী। বি. — **ক্ষণিকতা**। **ক্ষণে ক্ষণে** — প্রতি মুহূর্তে, মুহুর্মুহু। **ক্ষণেক** — এক মুহূর্ত, খুব অল্প সময়।

ক্ষত — আঘাতের দ্বারা কাটিয়াছে বা ছিঁড়িয়াছে এমন। [ঃ 'ক্ষত' স্থান।] দেহের কাটা ছেঁড়া বা ত্বকহীন রক্তাক্ত জায়গা, ঘা। **ক্ষতবিক্ষত** — আঘাতের ফলে অনেক জায়গায় কাটা বা ছেঁড়া হইয়াছে এমন। [ঃ অস্ত্রাঘাতে 'ক্ষত-বিক্ষত'।]

ক্ষতি — অনিষ্ট। [ঃ কাহারও 'ক্ষতি' করিও না।] লোকসান। [ঃ ব্যবসায়ে 'ক্ষতি'।] **ক্ষতিকর** — অনিষ্টকর। **ক্ষতিগ্রস্ত** — যাহার লোকসান হইয়াছে এমন। **ক্ষতিজনক** — ক্ষতিকর। **ক্ষতিপূরণ** — কাহারও ক্ষতি করিবার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে ক্ষতির উপযুক্ত মূল্যদান, খেসারত। **ক্ষতিবৃদ্ধি** — লোকসান ও লাভ।

ক্ষত্র, ক্ষত্রিয় — প্রাচীন হিন্দু সমাজের চারি বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ যাহাদের উপর রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষার ভার থাকিত। স্ত্রী. — **ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী**। **ক্ষত্রধর্ম** — ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, যুদ্ধ রাজ্যশাসন ইত্যাদি কাজ।

ক্ষন্তব্য — ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমার্হ।

ক্ষপণক — এক শ্রেণীর প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

ক্ষপা — রাত্রি, রজনী, নিশা।

-ক্ষম — 'সমর্থ' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কার্য-'ক্ষম'।]

ক্ষমতা — সামর্থ্য। শক্তি। প্রভাব-প্রতিপত্তি।

ক্ষমা — অপরাধ মার্জনা। ক্ষান্তি। [ঃ 'ক্ষমা' দাও।]

ক্ষমা — (কবিতায়) ক্রি. ক্ষমা করা। [ঃ 'ক্ষমিবে'।]

ক্ষম্য — ক্ষমার যোগ্য। স্ত্রী. — **ক্ষম্যা**।

ক্ষয় — একটু একটু করিয়া কমা, হ্রাস। ঘর্ষণের ফলে কমা। নাশ, ধ্বংস । [ঃ শত্রু-'ক্ষয়'।] **ক্ষয়কাশ, ক্ষয়কাস, ক্ষয়রোগ** — যক্ষ্মা রোগ। **ক্ষয়রোগী**— ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে এমন ব্যক্তি। **ক্ষয়িত** — ক্ষয় পাইয়াছে এমন। **ক্ষয়ী** — যে বা যাহা ক্ষয় করে। [ঃ আত্ম-'ক্ষয়ী'।] [সং. ক্ষয়িন্।]

ক্ষর — ক্ষরিত হয় এমন। নশ্বর, ধ্বংসশীল।

ক্ষরণ — চুয়াইয়া পড়া, বিন্দু বিন্দু হইয়া বাহির হওয়া। নিঃসরণ। বিণ. — **ক্ষরিত**।

ক্ষাত্র — ক্ষত্র সংক্রান্ত। ক্ষত্রের উপযুক্ত।

ক্ষান্ত — থামিয়াছে এমন, বিরত, নিরস্ত, নিবৃত্ত। ক্ষমাশীল। বি. **ক্ষান্তি** — বিরাম, বিরতি, থামা। ক্ষমাশীলতা।

ক্ষার — সাজিমাটি সোডা ও চুন জাতীয়

দ্রব্য, alkali. **ক্ষারীয়** — ক্ষার সংক্রান্ত। ক্ষারধর্মী।

ক্ষালন — ধোয়া। মোচন। [ঃ অপরাধ 'ক্ষালন'।] ণ. — **ক্ষালিত**।

ক্ষিতি — পৃথিবী, ধরণী। **ক্ষিতিধর** — পর্বত। **ক্ষিতিনাথ, ক্ষিতিপতি, ক্ষিতীশ** — পৃথিবীপতি, রাজা।

ক্ষিপ্ত — ণ. উন্মত্ত, পাগল। অতিশয় উত্তেজিত। ছোঁড়া হইয়াছে এমন। বি. **ক্ষিপ্ততা** — উন্মত্ততা, অতিশয় উত্তেজনা।

ক্ষিপ্র — দ্রুত, ত্বরিত। [ঃ 'ক্ষিপ্র' গতি।] **ক্ষিপ্রকারিতা** — দ্রুত কাজ করিবার শক্তি বা অভ্যাস। ণ. **ক্ষিপ্রকারী** — যে দ্রুত কাজ করে। **ক্ষিপ্রগামিতা** — দ্রুত গমন। দ্রুতগমনের শক্তি। ণ. **ক্ষিপ্রগামী** — যে বা যাহা দ্রুত যায়। স্ত্রী. — **ক্ষিপ্রগামিনী**।

ক্ষীণ — শীর্ণ, রোগা, সরু। অনুচ্চ। [ঃ 'ক্ষীণ' কণ্ঠ।] বি. — **ক্ষীণতা**। স্ত্রী. — **ক্ষীণা**। **ক্ষীণকায়** — যাহার শরীর দুর্বল। স্ত্রী. — **ক্ষীণকায়া**। **ক্ষীণজীবী, ক্ষীণপ্রাণ** — যাহার প্রাণশক্তি অল্প এমন। অতীব দুর্বল। ভীরু। বি. — **ক্ষীণজীবিতা, ক্ষীণপ্রাণতা**।

ক্ষীয়মাণ — ক্ষয় পাইতেছে এমন।

ক্ষীর — ঘন দুধ। দুধ। **ক্ষীরপুলি** — ক্ষীরের পুর দেওয়া পুলি পিঠা। **ক্ষীরমোহন** — ক্ষীরের পুর দেওয়া চেপ্টা রসগোল্লা। **ক্ষীরসমুদ্র** — পুরাণে বর্ণিত সমুদ্র যাহাতে বিষ্ণু অনন্তশয়নে থাকেন।

ক্ষীরা — একরকম শশা।

ক্ষীরাব্ধি — ('ক্ষীরসমুদ্র' দেখ।)

ক্ষীরিকা — শশা, ক্ষীরা।

ক্ষীরোদ — ক্ষীরসমুদ্র।

ক্ষুণ্ণ — আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, ব্যথিত। [ঃ 'মনঃক্ষুণ্ণ'।] পূর্ণতা নষ্ট হইয়াছে এমন, ত্রুটিপূর্ণ, হ্রাসপ্রাপ্ত। [ঃ গৌরব 'ক্ষুণ্ণ' হইল।] বি. — **ক্ষুণ্ণতা**।

ক্ষুৎ — ক্ষুধা। [ঃ 'ক্ষুৎ'-পিপাসা।]

ক্ষুদ, ক্ষুদে — ('খুদ' ও 'খুদে' দেখ।)

ক্ষুদ্র — ছোট। নীচ, সংকীর্ণ। বি. — **ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্রত্ব**। **ক্ষুদ্রচেতা** — ('ক্ষুদ্রাশয়' দেখ।) **ক্ষুদ্রপ্রাণ** — যাহার প্রাণশক্তি অল্প। **ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি** — অল্পবুদ্ধি, নির্বোধ। **ক্ষুদ্রান্ত্র** — পরিপাক যন্ত্রের পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ। **ক্ষুদ্রায়তন** — চেহারায় ছোট, অল্পপরিসর। **ক্ষুদ্রাশয়** — সংকীর্ণমনা, নীচ, অনুদার।

ক্ষুধা — খাইবার ইচ্ছা, খিদে। লোভ। তীব্র ইচ্ছা। [ঃ যৌন-'ক্ষুধা'।] **ক্ষুধাতুর, ক্ষুধার্ত** — ক্ষুধায় কাতর, ক্ষুধিত। স্ত্রী. — **ক্ষুধাতুরা, ক্ষুধার্তা**। **ক্ষুধিত** — যাহার ক্ষুধা হইয়াছে, ক্ষুধার্ত। লোভে বা বাসনায় জর্জরিত। স্ত্রী. — **ক্ষুধিতা**।

ক্ষুন্নিবৃত্তি — ক্ষুধার নিবৃত্তি, আহার।

ক্ষুপ — ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত গাছ, shrub.

ক্ষুব্ধ — দুঃখিত ও বিরক্ত। ব্যথিত। চঞ্চল ও বিচলিত। স্ত্রী. — **ক্ষুব্ধা**।

ক্ষুভিত — ক্ষুব্ধ। আলোড়িত।

ক্ষুর — চুল চাঁচিবার ধারালো অস্ত্র। গরু ঘোড়া ইত্যাদির পায়ের নিচের দিকের শক্ত আবরণ। **ক্ষুরধার** — ক্ষুরের মতো ধারালো, তীক্ষ্ণ।

ক্ষুরপ্র — ('খুরপা' দেখ।)

ক্ষেত — ('খেত' দেখ।)

ক্ষেত্র — জমি, ক্ষেত। স্থান। [ঃ তীর্থ-'ক্ষেত্র'।] অবস্থা। [ঃ এ 'ক্ষেত্রে'।] (জ্যামিতিতে) সীমাবদ্ধ স্থান। [ঃ বর্গ-

'ক্ষেত্র'।] তল, surface. (দর্শনে) শরীর, ইন্দ্রিয়, মন। **ক্ষেত্রজ** — নিজের পত্নীর গর্ভে অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে এমন। [ঃ 'ক্ষেত্রজ' পুত্র।] স্ত্রী. — **ক্ষেত্রজা**। **ক্ষেত্রজ্ঞ** — অবস্থা অনুসারে কর্তব্য স্থির করিতে পটু। জমির গুণাগুণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। (দর্শনে) পরমাত্মা, অন্তর্যামী পুরুষ। **ক্ষেত্রপতি** — জমির মালিক। **ক্ষেত্রপাল** — জমির রক্ষক। **ক্ষেত্রফল** — সীমাবদ্ধ স্থানের পরিমাণ বা কালি। **ক্ষেত্রমিতি** — ভূ-গণিত, জ্যামিতি। **ক্ষেত্রস্বামী** — জমির মালিক। **ক্ষেত্রাধিকারী, ক্ষেত্রাধিপতি** — ভূমির অধিকারী, জমির মালিক।

ক্ষেত্রী — যাহার ক্ষেত্র আছে, জমির মালিক। হিন্দুর একটি জাতি, ছত্রী।

ক্ষেপ — ছোঁড়া, নিক্ষেপ। [ঃ শর-'ক্ষেপ'।] ফেলা, পাতিত করণ, পাত। [ঃ 'পদক্ষেপ'; ঃ 'দৃষ্টিক্ষেপ'; ঃ হস্ত-'ক্ষেপ'।] যাপন, ক্ষয়। [ঃ কাল-'ক্ষেপ'।] খেপ, দফা, বার। [ঃ কয়েক 'ক্ষেপ'।]

ক্ষেপক — যে ছোঁড়ে, নিক্ষেপকারী। **ক্ষেপণ** — ছোঁড়া, নিক্ষেপ। ফেলা। [ঃ পট-'ক্ষেপণ'।] যাপন, কাটানো। ণ. **ক্ষেপণীয়** — ক্ষেপণের যোগ্য।

ক্ষেপণি, ক্ষেপণী — নৌকার দাঁড়।

ক্ষেপা—ক্রি. ক্ষিপ্ত হওয়া, পাগল হওয়া। অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া। ণ. পাগল, ক্ষিপ্ত। **ক্ষেপানো** — ক্রি. চটানো বা উত্তেজিত করা। **ক্ষেপী** — ণ. স্ত্রী. পাগলী, ক্ষিপ্তা। [ঃ ক্ষেপা-'ক্ষেপী'।]

ক্ষেপ্তা — ক্ষেপণকারী, ক্ষেপক। [সং. ক্ষেপ্তৃ।]

ক্ষেম — কল্যাণ, মঙ্গল। **ক্ষেমংকর, ক্ষেমঙ্কর** — কল্যাণকর। যিনি কল্যাণ করেন। স্ত্রী. — **ক্ষেমংকরী, ক্ষেমঙ্করী**।

ক্ষোদন — খোদাই, উৎকিরণ। ণ. **ক্ষোদিত** — খোদাই করা হইয়াছে এমন, উৎকীর্ণ।

ক্ষোভ — বিরক্তি ও বেদনা। বেদনা। মানসিক চাঞ্চল্য।

ক্ষোভিত — আলোড়িত, আন্দোলিত। ক্ষোভ দেওয়া হইয়াছে এমন।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী — পৃথিবী। **ক্ষৌণীশ** — পৃথিবীপতি, রাজা।

ক্ষৌম — বি. শণ। শণের কাপড়। রেশমের কাপড়। ণ. রেশমী।

ক্ষৌর, ক্ষৌরকর্ম — ক্ষুর দিয়া চাঁচা, কামানো, খেউরি। **ক্ষৌরিক** — নাপিত।

খ

খ — আকাশ, শূন্যলোক।

খই — ধান ভাজিয়া ও তুষ ছাড়াইয়া তৈয়ারী খাদ্য। **খইচুর** — খই দিয়া তৈয়ারী একরকম খাদ্য। **খই ঢেকুর** — চোঁয়া ঢেকুর। **মুখে খই ফোটা** — অনর্গল কথা বলা।

খইনি — চুন-মাখানো তামাক। **খইনিখোর** — যে খইনি চিবাইয়া নেশা করে।

খইল — তিল সরিষা ইত্যাদি হইতে তেল বাহির করিবার পর অবশিষ্ট অংশ।

খওয়া — ('ক্ষওয়া' দেখ।)

খক, খকখক — কাশির শব্দ। **খকখকানি** — ক্রমাগত খক খক করিয়া কাশি বা কাশির শব্দ।

খগ — পাখি। **খগপতি, খগরাজ, খগেন্দ্র, খগেশ, খগেশ্বর** — গরুড়।

খগোল — আকাশমণ্ডল। নক্ষত্রাদির চিহ্নযুক্ত গোলক।

খচ্ — কাঁটা ইত্যাদি বিঁধিবার বেদনা-

সূচক অনুকার। ধারালো অস্ত্র দিয়া চকিতে কাটার শব্দ। **খচখচ** — বারে বারে ঐরূপ বেঁধা বা কাটা সূচক অনুকার।

চমচ — করতাল ইত্যাদির কর্কশ শব্দ। খেচামেচি, গোলমাল।

চর — পাখি। আকাশচারী।

চিত — মধ্যে মধ্যে স্থাপিত। জড়িত। [ঃ পুষ্প-'খচিত'; ঃ মাণিক্য-'খচিত'; ঃ নক্ষত্র-'খচিত'।]

চ্চর — ঘোড়া ও গাধার মিলনের ফলে জাত পশু। ণ. অসচ্চরিত্র, লম্পট। [সং. খেসর।]

ঞ্চা — বড় থালা, বারকোশ। [ফা. খঞ্চহ্।] **খঞ্চাপোশ** — বারকোশে ঢাকা দেওয়ার উপযোগী তোয়ালে।

ঞ্জ — যাহার পা বিকল হইয়াছে, খোঁড়া। বি. — **খঞ্জতা, খঞ্জত্ব**। [সং.]

ঞ্জন — একরকম চঞ্চল পাখী।

ঞ্জনি — একদিকে চামড়া দেওয়া গোলাকার বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরা।

ঞ্জর — একরকম ছোরা। [আ. খঞ্জর্।]

ট্—কোনও শক্ত জিনিস খোলার ভাঙার বা শক্ত জিনিস দিয়া আঘাত করার মৃদু শব্দ সূচক অনুকার। **খটখটানি** — খটখট শব্দ। ণ. **খটখটে** — খটখট শব্দ করে এমন। শুকনো ও শক্ত। [ঃ 'খটখটে' মাটি।]

টকা — সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস।

টমট — জুতা পরিয়া সজোরে হাঁটার শব্দের অনুকার। **খটমট, খটমটে** — দুর্বোধ্য, কঠিন, শ্রুতিকটু। [ঃ ভাষা 'খটমট' লাগা; ঃ 'খটমটে' ভাষা।]

— বার বার জোরে খট খট শব্দ।

— বিড়াল জাতীয় একরকম প্রাণী, ভাম। [সং. খট্টাশ।]

খটাস — শক্ত জিনিসের ঠোকাঠুকির শব্দ সূচক অনুকার।

খটিকা, খটী — খড়ি। [সং.]

খট্টাশ — খটাশ, polecat. গন্ধগোকুল, civet cat. **খট্টাশি** — খট্টাশের কোষস্থ গন্ধদ্রব্য, civet. [সং.]

খট্বা—খাট, পালঙ্ক। ('খট্টা' অপ্রচলিত।)

খড — ('খদ' দেখ।)

খড় — শুষ্ক ধানগাছ বা ঘাস।

খড়কে — সরু কাঠি, খড়িকা।

খড়খড় — শুষ্ক পাতা ইত্যাদির ঘর্ষণ-সূচক শব্দের অনুকার। **খড়খড়ানি** — খড়খড় শব্দ। ণ. **খড়খড়ে** — খড়খড় শব্দ করে এমন। নীরস, শুষ্ক।

খড়খড়ি — জানালার কপাটের ছোট ছোট অংশ যেগুলি ইচ্ছামত তোলা বা নামানো যায়, ঝিলমিল।

খড়ম — কাঠের চটি, কাষ্ঠপাদুকা। **খড়ম-পা** — চলিবার সময় পদতলের মাঝের অংশ মাটিতে লাগে না এমন পা। **খড়ম-পেয়ে** — ঐরূপ পা-যুক্ত।

খড়ি — একরকম সাদা মাটি। চক। **খড়িপাতা** — গণনা, ভবিষ্যৎ নির্ণয়। **হাতে খড়ি** — শিশুর বিদ্যারম্ভের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

খড়িকা — খড়কে, সরু কাঠি।

খড়ো — খড় দিয়া তৈয়ারী বা ছাওয়া। [ঃ 'খড়ো' ঘর।]

খড়্গ — খাঁড়া, তরবারি। বলিদানের জন্য ব্যবহার্য অস্ত্র। গণ্ডারের শিং। **খড়্গ-হস্ত** — খড়্গধারী। মারিতে উদ্যত, ক্রুদ্ধ।

খণ্ড—টুকরা, অংশ, ভাগ। বইয়ের ভাগ। প্রদেশ। [ঃ উত্তরা-খণ্ড।] ণ. ক্ষুদ্র, ছোটখাটো। [ঃ 'খণ্ড'-কাব্য; ঃ 'খণ্ড'-

যুদ্ধ।] **খণ্ডকাব্য** — এক বিষয়াত্মক ছোট কাব্য। **খণ্ড প্রলয়** — ক্ষুদ্র প্রলয়। তুমুল কাণ্ড। **খণ্ড-খণ্ড** — বহু টুকরায় বিভক্ত, বিখণ্ডিত।

খণ্ডন—ভ্রান্ত বা যুক্তিহীন প্রমাণ করণ। [ঃ মত 'খণ্ডন' করা।] **খণ্ডনীয়** — খণ্ডনযোগ্য, যুক্তিহীন, ভ্রান্ত।

খণ্ডানো — ক্রি. ব্যর্থ করা, অতিক্রম করা। [ঃ নিয়তি 'খণ্ডানো'; ঃ বিপদ 'খণ্ডানো'।]

খণ্ডিত — খণ্ড বা টুকরা করা হইয়াছে এমন। যুক্তিহীন বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত।

খণ্ডিতা — অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিতা এক-রকম নায়িকা যে নায়কের দেহে অন্য নারীর সহিত মিলনের চিহ্ন দেখিয়া কুপিতা হয়।

খত — চিঠি, পত্র। স্বীকারপত্র। [আ. খত্।] **নাকে খত** — হীনতা স্বীকারের জন্য ভূমিস্পর্শ।

খতবা — শুক্রবারের বা ঈদের নমাজে নমাজ-পরিচালকের ভাষণ যাহাতে ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও মুসলমান শাসকের প্রতি আনুগত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। [আ. খুত্‌বা।]

খতম — শেষ, সমাপ্তি। বিনাশ। ণ. সমাপ্ত। নিহত, মৃত। [আ. খত্‌ম্।]

খতানো — ক্রি. হিসাব করা, লাভ-ক্ষতি হিসাব করিয়া দেখা।

খতিয়ান, খতেন — বিষয় অনুসারে বা বিভিন্ন দফায় হিসাব। জমিজমার হিসাব।

খত্তাল — বড় মন্দিরা। [সং. করতাল।]

খদ — পার্বত্য অঞ্চলের গভীর নিম্নভূমি।

খদির — খয়ের।

খদ্দর — হাতে কাটা সুতা হইতে তাঁতে বোনা কাপড়, খাদি। [গুজ. খদ্দর।]

খদ্দের — খরিদদার, ক্রেতা।

খদ্যোত—জোনাকি। স্ত্রী. — **খদ্যোতিকা**।

খধূপ — হাউই তারাবাজি ইত্যাদি।

খনক — খননকারী, যে খনন করে।

খনখন — ধাতুনির্মিত পাত্রাদির শব্দের অনুকার। ণ. **খনখনে** — খনখন করে এমন। নাকী। [ঃ 'খনখনে' আওয়াজ।]

খনন — খোঁড়া, গর্ত খাদ ইত্যাদি কাটা। ণ. **খননীয়** — খননের যোগ্য।

খনা — প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তীতে বর্ণিতা বিখ্যাতা নারী জ্যোতির্বিদ্। [ঃ 'খনার' বচন।]

খনি — মাটির নিচে যেখানে ধাতু কয়লা তেল ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, আকর। ণ. **খনিজ** — খনিতে উৎপন্ন, আকরিক।

খনিত্র — খুঁড়িবার অস্ত্র, খন্তা, শাবল

খন্তা — খুঁড়িবার অস্ত্র। শাবল, খনিত্র

খন্তি — ('খুন্তি' দেখ।)

খন্দ — শস্য, ফসল। [সং. কন্দ।]

খন্দ — খানা, গর্ত। [ফা. খন্‌দক্।]

খপ্—হঠাৎ দ্রুত। [ঃ 'খপ্' ক'রে ধরা।]

খপুষ্প - আকাশকুসুম, অবাস্তব কল্পনা।

খপ্পর — কবল। [ঃ 'খপ্পরে' পড়া।] খোলা, খাপরা। [সং. খর্পর।]

খবর — সংবাদ। খোঁজ, সন্ধান। [আ. খবর্।] **খবরাখবর** — ভালোমন্দ সংবাদ। সংবাদ দেওয়া-নেওয়া। **খবরের কাগজ** — সংবাদপত্র।

খবরদার — সাবধান, হুঁশিয়ার। **খবরদারি** — দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান। [ঃ 'খবরদারি' করা।] হুঁশিয়ারি।

খমধ্য — আকাশস্থ কাল্পনিক বিন্দু

যাহা দর্শকের ঠিক মাথার উপর থাকে, zenith.

খমির — জিলাপি ইত্যাদি তৈয়ারি করিবার জন্য গাঁজ, leaven. [আ. খমীর্।]

খয়রা — খয়েরের মতো রং। একরকম মাছ।

খয়রাত—দান, বিতরণ। [আ. খয়্‌রাত্।] ণ. **খয়রাতী** — দানের জন্য, দেয়। দানরূপে প্রাপ্ত।

খয়ের — একরকম গাছের কষ, পান সাজিবার মসলা, খদির।

খয়ের — হিত, মঙ্গল। [আ.] **খয়ের খাঁ** — মনিবের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ভান করে এমন তোষামুদে ব্যক্তি।

খর — তীক্ষ্ণ। [ঃ 'খর'-ধার।] বেগবান, দ্রুত। [ঃ 'খর'-স্রোতা।] তীব্র, উগ্র, দুঃসহ। [ঃ 'খর'-রৌদ্র।] **খর জল** — লবণ ক্ষার ইত্যাদি মিশ্রিত জল, hard water. (তুঃ 'মৃদু জল'।)

খরখর — তাড়াতাড়ি। [ঃ 'খরখর' ক'রে চলা।] কর্কশতাসূচক অনুকার।

খরখরে — খর, প্রখর। খসখসে, কর্কশ। চঞ্চল, চপল। [ঃ 'খরখরে' স্বভাব।]

খরগোশ, খরগোস — একরকম লম্বা কান ও চুলওয়ালা প্রাণী, শশক। [ফা.]

খরচ, খরচা — ব্যয়। [ফা. খর্চ্।] **খরচ-খরচা** — নানা রকমের ব্যয়। [ঃ 'খরচ-খরচা' বাদ দিয়া।] **খরচপত্র** — নানারকম খরচ। **খরচান্ত** — অত্যধিক খরচ। ণ. **খরচে** — যে বেশী খরচ করে, অমিতব্যয়ী।

খরজ — (সংগীতে) স্বরগ্রামের প্রথম সুর, 'সা'। [সং. ষড়জ।]

খরতর — অধিকতর খর, প্রখর।

খরবুজ, খরমুজ, খরমুজা — গোলাকার সরস একরকম ফল। [ফা. খরবুজহ্।]

খরশর — তীক্ষ্ণ তীর, শাণিত শর।

খরশাণ, খরশান — শাণিত, তীক্ষ্ণ।

খরস্রোত—বি. দ্রুতগামী স্রোত। ণ. দ্রুতগামী স্রোত আছে এমন। স্ত্রী. — **খরস্রোতা**। [ঃ 'খরস্রোতা' নদী।]

খরা — কড়া রোদ। অনাবৃষ্টি। ণ. বেশী ভাজা।

খরা — খরগোশ।

খরাদ — কুঁদযন্ত্রে কাটিয়া গঠন। [ঃ 'খরাদ' করা।] [আ.]

খরিদ — কেনা, ক্রয়। [ফা. খরীদ।] **খরিদদার** — খদ্দের, ক্রেতা। ণ. **খরিদা** — কেনা, ক্রীত।

খরোষ্ঠী — প্রাচীন কালের উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত একরকম লিপি (ইহা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত; কিংবদন্তী অনুসারে, খরোষ্ঠ ঋষি কর্তৃক প্রবর্তিত)।

খর্জুর — একরকম ফল ও গাছ, খেজুর।

খর্পর — খপ্পর। খাপরা, খোলা। ভিক্ষাপাত্র। মাথার খুলি।

খর্ব — খাটো, ছোট, ক্ষুদ্র। বি. — **খর্বতা, খর্বত্ব**।

খল — ণ. হিংসুক, অনিষ্টকারী। বি. — **খলতা**।

খল — ঔষধ ইত্যাদি মাড়িবার পাত্র।

খলখল — হাসির শব্দের অনুকার।

খলশে — একরকম ছোট মাছ, খলিশা।

খলিত — মাথায় টাকযুক্ত।

খলিফা — মুসলমানদের প্রধান ধর্মনেতা। দরজি। ধূর্ত লোক, পাকা লোক। [ফা. খলিফহ্।]

খলিশা — ('খলশে' দেখ।)

খস্—কিছু খসার শব্দ সূচক অনুকার।

খসখস — কাপড় কাগজ শুকনা পাতা ইত্যাদির ঘর্ষণের শব্দের অনুকার। **খসখসানি** — খসখস শব্দ। ণ. **খসখসে** — মসৃণ নয় এমন, কর্কশ।

খসখস — বেনার সুগন্ধ মূল। বেনার মূল দিয়া তৈয়ারী পর্দা। [ফা. খস।]

খসড়া — মুসাবিদা, মোটামুটি রচনা, draft. [আ. খস্‌রা।]

খসম — স্বামী, পতি। [আ. খস্‌ম্‌।]

খসা — ক্রি. বিচ্যুত হওয়া, স্খলিত হওয়া। আলগা হইয়া পড়া। [ঃ কাপড় 'খসা'।] টাকাপয়সা খরচ হওয়া। [ঃ কিছু 'খসলো'।] **খসানো** — ক্রি. বিচ্যুত করা, স্খলিত করা। টাকা-পয়সা খরচ করানো। [ঃ কিছু টাকা 'খসালাম'।]

খাঁ — পদবী বিশেষ। [তু. খান।]

খাই — ('খেই' দেখ।) গর্ত, পরিখা। [ঃ গড়-'খাই'।]

খাঁই — লোভ, পাইবার ইচ্ছা। [ঃ লোকটার 'খাঁই' খুব বেশী।]

খাইখরচ, খাইখরচা — খাওয়ার খরচ, খোরাকি।

খাই-খাই—কেবলই খাইবার ইচ্ছা বা লোভ প্রকাশ। [ঃ 'খাই-খাই' করা।] ণ. লুব্ধ। [ঃ 'খাই-খাই' ভাব।]

খাইয়ে — ণ. খুব বেশী খাইতে পারে এমন। [ঃ 'খাইয়ে' লোক।]

খাওয়া — ক্রি. গলাধঃকরণ করা, ভক্ষণ করা। (আনন্দ বা কষ্ট) ভোগ করা। [ঃ 'হাওয়া' খাওয়া; ঃ 'বকুনি' খাওয়া।] লওয়া। [ঃ 'ঘুষ' খাওয়া।] আঁটা, ধরা, লাগা। [ঃ বালিশে তুলো আরও 'খাবে'।] আবর্তিত বা গতিশীল হওয়া। [ঃ দোল 'খাওয়া'; ঃ ঘুরপাক 'খাওয়া'; ঃ চক্কর 'খাওয়া'।] ধূমপান করা। [ঃ সিগারেট 'খাওয়া'।] বি. ভোগ। ভক্ষণ, ভোজন। ণ. খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত। [ঃ পোকায় 'খাওয়া' ফল।]

খাওয়ানো — ক্রি. ভোজন করানো। ধরানো, লাগানো। পাক দেওয়া, গতিশীল করা। ঘুষ দেওয়া।

খাংরা — ('খেংরা' দেখ।)

খাক — ছাই। [ঃ পুড়ে 'খাক'।] [ফা. খাক্‌ = ধূলি।]

খাঁকতি — অভাব। লোভ, খাঁই।

খাকসার — দীন সেবক। রাজনৈতিক দল বিশেষ। [আ.]

খাঁকার, খাঁকারি — গলা সাফ করিবার শব্দ, কৃত্রিম কাশির শব্দ।

খাকী — মেটে রং। [ফা.] ঐ রঙের কাপড়। [ঃ 'খাকীর' জামা।]

-খাকী — (-'খেকো' দেখ।)

খাঁ খাঁ — ফাঁকা ফাঁকা ভাব, শূন্যতাবোধ। [ঃ চারিদিক 'খাঁ খাঁ' করা।]

খাগ — খাগড়ার নল যাহা হইতে একরকম কলম হয়। [ঃ 'খাগের' কলম।]

খাগড়া — একরকম ঘাস, শর, খাগ।

খাগড়াই — খাগড়া নামক স্থানে নির্মিত। [ঃ 'খাগড়াই' বাসন।]

খাঁচা — পিঁজরা। বাঁশের তৈয়ারী পাত্র।

খাঁজ — লম্বা ফাঁক। [ঃ 'খাঁজ' কাটা।]

খাজনা — ('খাজানা' দেখ।)

খাজা — সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপাধি। ময়দা হইতে তৈয়ারী একরকম খাদ্য। ণ. চিবানো যায় এমন, কচকচে, মচমচে। [ঃ 'খাজা' কাঁঠাল।] মূর্খ, নির্বোধ। [ঃ 'খাজা' গোঁয়ার; ঃ 'খাজা' পাঁঠা।]

খাজাঞ্চী — টাকাপয়সা রাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [আ. খজানহ্‌ + তু. চী।]

খাজানা, খাজনা — জমি ব্যবহারের জন্য দেয় কর, রাজস্ব। [আ. খজানহ্‌।]

খাঞ্জা খাঁ — নবাবী চাল দেখায় এমন লোক।

চালবাজ। [ফা. খান্ জহান্ খাঁ।]

খাট — পালঙ্ক। তক্তপোশ। [সং. খট্বা।]

খাট — ('খাটো' দেখ।)

খাটনি — ('খাটুনি' দেখ।)

খাটা — ক্রি. পরিশ্রম করা, কাজ করা। উপযুক্ত বা লাগসই হওয়া। [ঃ ও কথা 'খাটে' না।] কাজে লাগা। লাভের জন্য ব্যবহৃত হওয়া। [ঃ টাকা 'খাটছে'।] ণ. যাহার জন্য মেথরকে খাটিতে হয় (পায়খানা)।

খাটানো — ক্রি. পরিশ্রম করানো, কাজ করানো। [ঃ মজুর 'খাটানো'।] লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। [ঃ টাকা 'খাটানো'।] টাঙানো। [ঃ পর্দা 'খাটানো'।] বাঁধিয়া বা জুড়িয়া খাড়া করা। [ঃ তাঁবু 'খাটানো'।]

খাটাল — গোরু মহিষ ইত্যাদি রাখার জায়গা। দুই থামের মাঝের ফাঁক, খিলান।

খাঁটি — চোয়ানো দেশী মদ। [ই. country.]

খাঁটি — ('খাঁটী' দেখ।)

খাটিয়া — ছোট খাট, কমদামী খাট।

খাটিয়ে — পরিশ্রমী। [ঃ 'খাটিয়ে' লোক।]

খাঁটী — বিশুদ্ধ, আসল, অকৃত্রিম। [ঃ 'খাঁটী' ঘি।] সত্য, মূল্যবান। [ঃ 'খাঁটী' কথা।]

খাটুনি — পরিশ্রম, মেহনত।

খাটো — বেঁটে, ছোট। [ঃ 'খাটো' চেহারা।] অনুচ্চ, নিচু। [ঃ 'খাটো' গলা।] হীন, ছোট। [ঃ 'খাটো' হওয়া।]

খাট্টা — টক, অম্ল। [হি.]

খাঁড় — শক্ত গুড়। [সং. খণ্ড।]

খাড়া — সোজা দাঁড়াইয়া আছে এমন। বি. ডাঁটা বা ডাঁটার মতো লম্বা ফল। [ঃ সজিনা 'খাড়া'।]

খাঁড়া — খড়্গ।

খাড়াই — উচ্চতা, খাড়া ভাব।

খাড়ি, খাঁড়ি — সাগরের বা নদীর সরু ফালি।

খাঁড়ি — আস্ত, আভাঙা। [ঃ 'খাঁড়ি' মসুর।]

খাড়ু — একরকম বালা, কাঁকন।

খাণ্ডব — মহাভারতে বর্ণিত বন। [ঃ 'খাণ্ডব'-দহন।]

খাণ্ডার — ঝগড়াটে ও বদমেজাজী। স্ত্রী. — **খাণ্ডারী**।

খাত — ণ. খনন করা হইয়াছে এমন। বি. গর্ত। গড়খাই, পরিখা।

খাতক — ঋণী, দেনদার, অধমর্ণ।

খাতা — লিখিবার জন্য একত্রে বাঁধানো কাগজ। [ফা.।] **খাতাপত্র** — খাতা ও ঐ ধরনের জিনিস। **খাতা লেখা** — খাতায় হিসাব লিপিবদ্ধ করা।

খাতির — সম্মান, মর্যাদা। প্রয়োজন, গরজ। [ঃ কাজের 'খাতিরে'।] [আ. খাতর্।] **খাতিরজমা** — বি. স্থির বিশ্বাস। ণ. নিশ্চিন্ত। **খাতিরনাদারত, -নাদারদ** — কাহারও খাতিরে ন্যায্য কথা বলিতে পশ্চাদ্পদ হয় না এমন, স্পষ্টবক্তা। বি. উপেক্ষা।

খাতুন — মুসলমান মহিলার নামের শেষ অংশ। [ঃ আমিনা 'খাতুন'।] [আ.]

খাদ — সোনারূপার সহিত অপর ধাতুর ভেজাল। (সংগীতে) অনুচ্চ সুর।

খাদক — যে খায়, ভক্ষক। [ঃ নর-'খাদক'।] **খাদন** — ভোজন।

খাঁদা — যাহার নাক উঁচু নয় এমন। উঁচু নয় এমন (নাক)। **খাঁদী** — যে মেয়ের নাক উঁচু নয়।

খাদি — ('খদ্দর' দেখ।)

খাদিত — যাহা খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত। **খাদী** — ভক্ষক। [সং. খাদিন্।]

খাদিম, খাদেম — ভৃত্য, সেবক। [ঃ খোদার 'খাদেম'।] [আ. খাদিম।]

খাদ্য — বি. খাবার। ণ. খাইবার যোগ্য। [ঃ 'খাদ্য' শস্য।] **খাদ্যপ্রাণ** — খাদ্যের পুষ্টিকর শক্তিবর্ধক উপাদান, vitamin.]

খান — খণ্ড, টুকরা। [ঃ 'খান খান' করা।] খানা, খানি। [ঃ 'তিনখান' জামা।] **খানকতক, খানকয়েক** — কয়েকটা।

খান — উপাধি বিশেষ, খাঁ। [তু.]

খান — স্থান। [ঃ 'এখানে'; ঃ 'সেখানে'; ঃ 'কোনখানে'।]

খানকী — বেশ্যা, গণিকা। [ফা. খানগী।] **খানকীপনা** — বেশ্যার মতো ব্যবহার।

খানদান — উচ্চবংশ। [ফা.] ণ. **খানদানী** — উচ্চবংশীয়, বনেদী। [ঃ 'খানদানী' ঘর।]

খানসামা — পরিচারক, খিদমতগার, চাকর। [ফা. খান-ই-সামান।]

-খানা — সংখ্যাসূচক শব্দাংশ, -টা। [ঃ 'কাপড়খানা'।]

খানা — খাত, ছোট পুকুর, ডোবা। [পো. cana.]

খানা — খাদ্য। খাওয়া। বিলাতী কায়দায় রাঁধা খাদ্য। [হি.] **খানাপিনা** — ভোজন ও পান।

খানা — স্থান, জায়গা। [ফা. খানহ্।] [ঃ 'তোশাখানা'; ঃ 'বৈঠকখানা'।]

খানাতল্লাশ, খানাতল্লাস — অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য গৃহ ইত্যাদি স্থানে সন্ধান। **খানাতল্লাশী, খানাতল্লাসী** — ণ. খানাতল্লাশ সংক্রান্ত।

খানাবাড়ি — বসতবাটি। জমিদারের বসতবাটির সংলগ্ন জমি ও বাড়ি। [ফা. খানা-বার্।]

-খানি — সংখ্যাসূচক শব্দাংশ, -টি, -খানা। [ঃ 'বইখানি'।]

খানিক, খানেক — কিছু, কতক। [ঃ খানিক'ক্ষণ'।] কিছু সময়। [ঃ 'খানিক' দাঁড়াও।] প্রায়। [ঃ মাইল 'খানিক'।]

খানুম — খানের স্ত্রী। মুসলমান মহিলার পদবী। [তু.]

খাপ — আবরণ, কোষ। [ঃ 'খাপ'-খোলা তলোয়ার; ঃ চশমার 'খাপ'।] সামঞ্জস্য, সংগতি, মিল। [ঃ 'খাপ' খায় না।] মিলাইবার বা জুড়িবার নির্দিষ্ট স্থান। [ঃ 'খাপে খাপে'।] ঠাস বুনন। **খাপ-ছাড়া** — অসংলগ্ন, আবোলতাবোল। বেমানান।

খাপরা — হাঁড়িকলসীর ভাঙা টুকরা। ঘর ছাইবার খোলা। [সং. খর্পর।] **খাপরেল** — খোলার ঘর। ঘর ছাইবার খোলা।

খাপি, খাপী — ঠাসবোনা। [ঃ 'খাপী' কাপড়।]

খাপ্পা, খাপ্পা — ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত। [ফা. খাফা।]

খাবরি — একরকম পাত্র।

খাবল, খাবলা — হাতের চেটোয় যতোখানি ধরে সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'খাবল' ভাত।] গ্রাস, কামড়। [ঃ 'খাবল' দেওয়া।] [সং. কবল।]

খাবলানো — ক্রি. খাবল দেওয়া। কামড়ানো। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

খাবার — বি. খাইবার জিনিস, খাদ্য। ণ. খাইবার উপযুক্ত। [ঃ 'খাবার' জল।]

খাবি — নিঃশ্বাস লইবার জন্য ধড়ফড় করা, অবশ অবস্থায় নিশ্বাস গ্রহণের চেষ্টা।

বিপদে পড়িয়া নিরুপায় বোধ। [ঃ 'খাবি' খাওয়া।]

খাম — চিঠি ভরিবার কাগজের মোড়ক, লেফাফা। [ফা.]

খাম — স্তম্ভ, থাম। **খাম আলু** — স্তম্ভাকার কন্দবিশেষ, একরকম বড় আলু।

খামকা, খামখা — হঠাৎ। অকারণে। [ফা. খোআ-ম-খোআ।]

খামখেয়াল — হঠাৎ অকারণ খেয়াল। [ফা. খাম্ + আ. খেয়াল।] **খামখেয়ালী** — হঠাৎ যাহার খেয়াল হয় বা বদলায়।

খামচ, খামচা — হঠাৎ আঁচড় দিয়া যতো-খানি লওয়া যায় সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'খামচা' লওয়া।] **খামচা-খামচি** — পরস্পর নখাঘাত। **খামচানো** — ক্রি. অনেকগুলি নখ দিয়া আঁচড় দেওয়া, নখ দিয়া খাবলানো।

খামচি — নখ দিয়া সজোরে চাপ, আঁচড়। [ঃ 'খামচি' কাটা।]

খামার — শস্য ঝাড়িবার মাড়িবার ও রাখিবার জায়গা।

খামি — গহনার মাঝের অংশ। খামির।

খামির — ('খমির' দেখ।)

খাম্বিরা — ('খাম্বিরা' দেখ।)

খাম্বা — থাম, খুঁটি। [সং. স্তম্ভ।]

খাম্বাজ — একরকম রাগিণী।

খাম্বিরা — একরকম সুগন্ধি তামাক।

খারাপ — ভালো নয়, মন্দ, বদ, ওঁছা। অশ্লীল। [ঃ 'খারাপ' কথা।] অসুস্থ। [ঃ শরীর 'খারাপ'।] ব্যথিত, হতাশ। [ঃ মন 'খারাপ'।] দূষিত। [ঃ 'খারাপ' রক্ত।] কুৎসিত, কুশ্রী। অশোভন। অশুভ। [ঃ 'খারাপ' সময়।] কর্কশ, রুক্ষ। বিকল, অব্যবহার্য, অচল। দরিদ্র, নির্ধন। [ঃ 'খারাপ' অবস্থা।] নিরাময়-যোগ্য নহে এমন। [ঃ 'খারাপ' রোগ।] লজ্জাজনক। [ঃ 'খারাপ' রোগ।] [আ. খরাব্।] **পেট খারাপ করা** — উদরাময় বা অজীর্ণ হওয়া। **মুখ খারাপ করা** — অশ্লীল কথা বলা।

খারাবি — ক্ষতি, অনিষ্ট। [আ. খারাব্।]

খারিজ — বাতিল, বাদ। [ঃ নাম 'খারিজ' করা।] [আ.] **খারিজী** — খারিজ সংক্রান্ত।

খাল — বড় নালা, জলনিকাশের পথ। গর্ত। [ঃ খোঁড়ার পা 'খালে' পড়ে।] ছাল, চামড়া। [ঃ মেরে 'খাল' ছাড়ানো।] [সং. খল্ল।]

খালসা — ণ. পবিত্র, খাঁটী, শুদ্ধ। বি. গুরু গোবিন্দের অনুগামী শিখ-সম্প্রদায়। [আ. খালিস।]

খালাস — মুক্তি। [ঃ 'খালাস' পাওয়া।] ণ. মুক্ত। [ঃ 'খালাস' হওয়া।] দায়মুক্ত। প্রসবের ফলে ভারমুক্ত। [ঃ পোয়াতি 'খালাস' হওয়া।] বাহিরে আনীত, ছাড়ানো হইয়াছে এমন। [ঃ মাল 'খালাস' করা।] খালি, শূন্য। [ঃ ঘর 'খালাস' করা।] [আ. আখ্লস্।]

খালাসী — জাহাজের ও সৈন্যবিভাগের এক শ্রেণীর সাধারণ কর্মচারী। [আ. খালাস্।]

খালি — শূন্য, ফাঁকা। [ঃ 'খালি' হাত; ঃ ঘর 'খালি' আছে।] কেবল, শুধু। [ঃ 'খালি' বার্লি খাবে।] নগ্ন, অনাবৃত। [ঃ 'খালি' পা।] [আ. খালী।]

খালি-খালি — অকারণ, শুধু-শুধু। শূন্যতাসূচক, প্রায় ফাঁকা। [ঃ ঘরখানা 'খালি-খালি' লাগছে।]

খালিত্য — টাক।

খালুই — মাছ রাখিবার ছোট চুপড়ি।

খাস — নিজের। [ঃ 'খাস'-কামরা।]

[আ.] **খাসখামার** — নিজের চাষ-আবাদের জমি। **খাসনবীশ** — ব্যক্তিগত সহকারী, একান্ত সচিব, প্রাইভেট সেক্রেটারী। **খাসনবীশি** — খাসনবীশ বা প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ। **খাসমহল** — প্রজাবিলি হয় নাই এমন মহল বা জমিদারী।

খাসগেলাস — শোভাযাত্রায় ব্যবহার্য গেলাসের আকারে নির্মিত অভ্র-ঢাকা একরকম বাতিদান।

খাসবরদার — আসাসোঁটাধারী।

খাসা — সুন্দর, ভালো, উৎকৃষ্ট। [আ.]

খাসি, খাসী — বি. অণ্ডকাটা ছাগল। গ. অণ্ডকাটা। [ঃ 'খাসী' করা।] [আ. খস্‌সী।]

খাস্তা — বিকৃত, নষ্ট। [ঃ সাত নকলে আসল 'খাস্তা'।] [আ. খস্তা।]

খাস্তা — প্রচুর ময়ান দেওয়া হইয়াছে এমন, মচমচে। [ঃ 'খাস্তা' কচুরি।] উৎকৃষ্ট। [আ. খস্ত।]

খিঁচ — ত্রুটি। [ঃ 'খিঁচ' রয়ে গেল।] সামান্য বেদনা। সজোরে টান। [ঃ ছিপে 'খিঁচ' দেওয়া।] কাঁকর।

খিচ-খিচ — বিরক্তিপ্রকাশ, তিরস্কার।

খিঁচানো — ক্রি. বিকৃত মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গী করা। রোগের প্রভাবে হাত-পা ছোঁড়া।

খিচিমিচি — ক্রমাগত বকাবকি। [ঃ 'খিচি-মিচি' লাগিয়াই আছে।]

খিচুড়ি — চাল দাল ঘি মসলা ইত্যাদি একত্রে মিশাইয়া রাঁধা খাদ্য। একত্রে নানারকম জিনিসের অসংগতিপূর্ণ সমাবেশ। [ঃ ইংরেজি, বাংলা ও উর্দুর 'খিচুড়ি'।] [সং. কৃশর।]

খিঁচুনি — রাগে বা বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করিয়া তিরস্কার। ভেংচানি। রোগের প্রভাবে টান করিয়া হাত পা ছোঁড়া।

খিটখিট — সহজে বিরক্তি প্রকাশ। গ. **খিটখিটে** — সহজে বিরক্ত হয় এমন। [ঃ 'খিটখিটে' লোক; ঃ 'খিটখিটে' স্বভাব।]

খিটমিট, খিটিমিটি — বিনা কারণে বা সামান্য কারণে ঝগড়া ও বকাবকি। গ. **খিটমিটে** — যে খিটমিট করে।

খিড়কি — বাড়ির পিছন দিক। বাড়ির পিছন দিকের দরজা। [সং. খড়ক্কী।]

খিতাব — ('খেতাব' দেখ।)

খিদমত — সেবা, পরিচর্যা। [আ.] **খিদমতগার** — সেবক, ভৃত্য। **খিদমত-গারি** — সেবক বা ভৃত্যের কাজ।

খিদা, খিদে — ক্ষুধা, খাইবার ইচ্ছা।

খিদ্যমান — খেদ করিতেছে এমন। [সং.]

খিন্ন — খেদযুক্ত, দুঃখিত। [সং.]

খিমচানো — ক্রি. নখ দিয়া হালকাভাবে আঘাত করা, খিমচি দেওয়া।

খিমচি — চিমটি, নখের হালকা চাপ।

খিরকিচ — লেঠা, ঝঞ্ঝাট। বিশৃঙ্খলা।

খিল — আগল, হুড়কা। শরীরের কোনও অংশের আড়ষ্ট ভাব। [ঃ 'খিল' ধরা।] [সং. কীলক।]

খিল — পরিশিষ্ট। [ঃ 'খিল' হরিবংশ।] [সং.]

খিলখিল — হাসির শব্দের অনুকার।

খিলাত — রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক। [আ. খিলত্‌।]

খিলান — নিচে ফাঁক আছে এমন অর্ধ-বৃত্তাকার গাঁথুনি, arch.

খিলি — সাজা পান।

খিস্তি — অশ্লীল কথা বা গালি। [ঃ 'খিস্তি' করা।] গ. অশ্লীল কথায় বা গালিতে কলুষিত। [ঃ মুখ 'খিস্তি' করা।]

খুকখুক — কাশির মৃদু শব্দ।

খুকি, খুকী — শিশুকন্যা।

খুকু — (আদরে) খুকী।

খুঙি, খুঙ্গী — ছোট ঝাঁপি যাহাতে আগের দিনে পুঁথি কাগজপত্র ও কালি-কলম রাখা হইত।

খুচ্ — অতি সহজে কিছু কাটা বা ভেদ করা সূচক অনুকার।

খুচরা, খুচরো — ণ. ছোটখাটো নানা রকমের। [ঃ 'খুচরো' কাজ।] বি. অল্প মূল্যের মুদ্রা, নোট টাকা ইত্যাদির ভাঙানি। [সং. ক্ষুদ্র।]

খুঁচি — চাল মাপিবার কুনকে।

খুজলি — চুলকানি।

খুঁজা — ('খোঁজা' দেখ।)

খুঞ্চি — ছোট বারকোশ, ট্রে। [ফা. খঞ্চহ্।] **খুঞ্চিপোশ** — খুঞ্চি ঢাকিবার কাপড়।

খুট্—('খট্ দেখ।)

খুঁট — কাপড়ের কোণ। সুতার প্রান্ত।

খুঁটা — ('খোঁটা' দেখ।)

খুঁটা, খুঁটি — কাঠ বাঁশ ইত্যাদির থাম। গোঁজ। [সং. কূট।]

খুঁটিনাটি — কোনও বিষয়ের সূক্ষ্ম অংশ। নানা রকমের তুচ্ছ বিষয়। **খুঁটাইয়া, খুঁটিয়ে** — খুঁটিনাটি বিচার করিয়া। [ঃ 'খুঁটিয়ে' দেখা।]

খুড়তুতো — কাকার ছেলে বা মেয়ে এমন। স্ত্রীর বা স্বামীর কাকার ছেলে-মেয়ে এমন। [ঃ 'খুড়তুতো' ভাই; ঃ 'খুড়তুতো' শালা; ঃ 'খুড়তুতো' দেওর।]

খুড়শ্বশুর — স্বামীর বা স্ত্রীর কাকা। স্ত্রী. **খুড়শাশুড়ী** — স্বামীর বা স্ত্রীর কাকী, খুড়শ্বশুরের পত্নী।

খুড়া — কাকা, বাবার ছোট ভাই, পিতৃব্য। [সং. খুল্লতাত।] স্ত্রী. — **খুড়ী।**

খুঁড়া — ('খোঁড়া' দেখ।)

খুড়ো — ('খুড়া' দেখ।)

খুঁত — ত্রুটি, দোষ। **খুঁতখুঁত** — ত্রুটি বা দোষের জন্য অসন্তোষ ও অস্বস্তি বোধ। ণ. **খুঁতখুঁতে** — যে খুঁতখুঁত করে, যে সহজে দোষত্রুটি ধরে ও অসন্তোষ প্রকাশ করে।

খুদ — চালের ভাঙা অংশ। ণ. **খুদে** — খুব ছোট। [সং. ক্ষোদ, ক্ষুদ্র।]

খুন — হত্যা। রক্ত। [আ. খুন।] **খুন চড়া** — অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া যাহাতে রক্ত মাথায় চড়ে বা খুন করার ইচ্ছা হয়। **খুনখারাপি, খুনখারাবি** — হত্যা। রক্তারক্তি কাণ্ড। একরকম লাল রং।

খুনসুটি, খুনসুড়ি — বিরক্ত করার বা ব্যথা দেওয়ার ছলে রসিকতা।

খুনাখুনি, খুনোখুনি — রক্তারক্তি, কাটা-কাটি, হানাহানি।

খুনী — যে খুন করিয়াছে।

খুনে—যে খুন করিয়াছে, খুনী। যাহার খুন করিবার প্রবণতা আছে।

খুন্তি—রাঁধিবার ছোট হাতা।

খুপরি — ছোট ঘর, খোপ, খুবরি।

খুপী — খোপের মতো। খোপ আছে এমন। খোপের মতো নকশা-যুক্ত।

খুব — অত্যন্ত। বেশ। [ঃ 'খুব' করেছে।] নিশ্চয়। [ঃ 'খুব' যাব।] [ফা. খুব।]

খুবরি — ('খুপরি' দেখ।)

খুবসুরত — সুন্দর, সুশ্রী। [ফা.]

খুর — ('ক্ষুর' দেখ।)

খুরপা, খুরপি — মাটি খুঁড়িবার ছোট খন্তা। [সং. ক্ষুরপ্র।]

খুরাসি — ('কুরাশি' দেখ।)

খুরা — পায়া। [ঃ খাটের 'খুরা'] ঘটি-বাটির নিচের দিকে খুরের মতো অংশ। [ঃ বাটির 'খুরা'।] [সং. খুরক।]

খুরি — মাটির ছোট বাটি।

খুরো — ('খুরা' দেখ।)

খুর্মা — ডেলাপাকানো খেজুর। [ফা.]

খুলা — ('খোলা' দেখ।)

খুলি — মাথার উপরিভাগ, করোটি।

খুল্লতাত — খুড়ো, কাকা।

খুশ — ('খোশ' দেখ।)

খুশকি — মরামাস। [ফা. খুশ্‌ক্।]

খুশি — মর্জি, ইচ্ছা। [ঃ যতো 'খুশি' লও।] সন্তোষ। [ঃ 'খুশিতে' হাসিল।] ণ. **খুশী** — সন্তুষ্ট। [ঃ ইহাতেই 'খুশী' হও।] [ফা.]

খুশকো — শুষ্ক, রুক্ষ। [ঃ উশকো-'খুশকো'।] [ফা. খুশ্‌ক্।]

খুষ্ক, খুষ্কি — ('খুশকো' ও 'খুশকি' দেখ।)

খৃস্ট, খৃস্টান, খৃস্টীয় — ('খ্রীষ্ট', 'খ্রীষ্টান' ও 'খ্রীষ্টীয়' দেখ।)

খেই — সুতার প্রান্ত, খুঁট। সুতার গোছা। [ঃ এক 'খেই' সুতা।] গল্প বা আলোচনার ধারাবাহিক অংশ। [ঃ কথার 'খেই' হারিয়ে ফেলা।]

খেউড়, খেঁউড় — অশ্লীল গান।

খেউরি — ক্ষুর দিয়া কামানো, ক্ষৌরকর্ম।

খেঁক — বিরক্তি বা ক্রোধের ফলে শব্দ। [ঃ 'খেঁক' ক'রে ওঠা।]

খেঁকশিয়াল, খেঁকশেয়াল — একরকম ছোট শেয়াল। স্ত্রী. — **খেঁকশিয়ালী, খেঁকশেয়ালী।**

খেঁকানো — ক্রি. খেঁক করা। হঠাৎ বিরক্তি বা রাগ প্রকাশের জন্য কর্কশ শব্দ করা। বি. **খেঁকানি** — খেঁক খেঁক শব্দ। কর্কশ কণ্ঠে রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ। ণ. **খেঁকী** — বদরাগী, খেঁক খেঁক করে এমন। [ঃ 'খেঁকী' কুকুর।]

খেংরা — ঝাঁটা। **খেংরা-পেটা** — ঝাঁটা দিয়া প্রহৃত। [ঃ 'খেংরা-পেটা' করা।]

-খেকো — (নিন্দার্থে) 'যে খায়' অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ মড়া-'খেকো'।] স্ত্রী. — **-খাকী।**

খেচকানো, খেঁচকানো — ক্রি. বার বার অনুরোধ করিয়া বিরক্ত করা।

খেচর — বি. পাখী, খচর। ণ. আকাশ-চারী। [ঃ ভূচর-'খেচর'।]

খেঁচা — ক্রি. হঠাৎ জোরে টানা। শরীরের কোনও অংশ টান করিয়া ছোঁড়া। [ঃ হাতপা 'খেঁচা'।]

খেঁচাখেঁচি — বকাবকি, বচসা।

খেচামেচি — চেঁচামেচি, বিবাদ।

খেঁচুনি — ('খিঁচুনি' দেখ।)

খেজুর — একরকম কাঁটাওয়ালা তাল জাতীয় গাছ ও তাহার ফল। [সং. খর্জুর।] **খেজুরমাথি, খেজুরমেথি** — খেজুর গাছের মাথার নরম শাঁস। ণ. **খেজুরে** — খেজুর গাছের রস হইতে প্রস্তুত। [ঃ 'খেজুরে' গুড়।]

খেত — চাষের জমি, ক্ষেত। [সং. ক্ষেত্র।]

খেতাব — সম্মানসূচক উপাধি। [আ. খিতাব্।]

খেতি — ক্ষেতের কাজ, চাষ-আবাদ।

খেত্রী — হিন্দু সমাজের একটি জাতি, ছত্রী। [সং. ক্ষত্রিয়, ক্ষেত্রী।]

খেদ — অনুতাপ, দুঃখ। বিলাপ। [সং.]

খেঁদা — ('খাঁদা' দেখ।)

খেদানো — ক্রি. তাড়ানো, ভাগাইয়া দেওয়া, বিতাড়িত করা। ণ. বিতাড়িত। বি. বিতাড়ন। ণ. **খেদিত** — বিতাড়িত।

খে'দী — ('খাঁদী' দেখ।)

খেপ — বার, দফা। [ঃ দু-তিন 'খেপ'।]

খেপলা — মাছ ধরিবার জন্য ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করা যায় এমন জাল।

খেপা — ক্রি. ক্ষিপ্ত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া। ণ. ক্ষিপ্ত, পাগল। স্ত্রী. — **খেপী।**

খেপানো — ক্রি. রাগানো, উত্তেজিত করা।

খেপামি, খেপামো — পাগলামি, ক্ষিপ্ততা।

খেমটা — সংগীতের একরকম তাল। একরকম নাচ। **খেমটাওয়ালী** — খেমটা নাচে এমন মেয়ে। নির্লজ্জা মেয়ে।

খেয়া — নদী ইত্যাদিতে এপার-ওপার পাড়ি। ণ. ঐরূপ পাড়ি দেয় এমন। [ঃ 'খেয়া' নৌকা।] [সং. ক্ষেপ।] **খেয়াঘাট** — খেয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এমন ঘাট। **খেয়ানো** — ক্রি. খেয়া দেওয়া। **খেয়ারি** — খেয়া নৌকার মাঝি।

খেয়াল — হঠাৎ ইচ্ছা। [ঃ 'খেয়াল'-খুশি।] ইচ্ছা, শখ। স্মরণ, হুঁশ। [ঃ 'খেয়াল' ক'রে আনা।] গানের একরকম পদ্ধতি। ণ. ঐ পদ্ধতিতে গাওয়া হইয়াছে এমন। [আ. খিয়াল্।] **খেয়ালী** —খেয়াল মতো চলে এমন।

খেয়োখেয়ি — কিছু পাইবার জন্য পরস্পর বিবাদ। [ঃ 'খেয়োখেয়ি' করা।]

খেরুয়া, খেরো — তোশক বালিশ ইত্যাদি করিবার উপযোগী লাল রঙের মোটা কাপড়।

খেল — খেলা। বাজি, ভেলকি।

খেলন — খেলা, ক্রীড়া।

খেলনা—ছোটদের খেলা করিবার জিনিস, ক্রীড়নক।

খেলা — বি. ক্রীড়া। নৈপুণ্যের সঙ্গে সঞ্চালন। [ঃ লাঠি-'খেলা'; ঃ তলোয়ার-'খেলা'; ঃ ছোরা-'খেলা'।] কায়দাকৌশল দেখানো। ক্রি. খেলা করা। **খেলাধুলা, খেলাধুলো** — বিভিন্ন খেলা। **খেলাঘর** — ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার উপযোগী কৃত্রিম ঘর ও গৃহস্থালি।

খেলাত — ('খিলাত' দেখ।)

খেলানো — ক্রি. খেলিতে বাধ্য করা, খেলায় নিযুক্ত করা। [ঃ 'সাপ' খেলানো।] মিথ্যা আশা বা প্রতিশ্রুতি দিয়া ঘোরানো। বড়শিতে গাঁথা মাছকে শক্তিহীন করার জন্য ছিপের সুতা বারে বারে আলগা দিয়া পরে গুটানো।

খেলাপ — প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি রক্ষা না করা, ভঙ্গ করা। [ঃ 'কিস্তি' খেলাপ; ঃ কথার 'খেলাপ'।] [আ. খিলাফ্।]

খেলুড়ে — যে খেলে। খেলার সাথী। স্ত্রী. — **খেলুড়ী।**

খেলো — নিকৃষ্ট, ওঁছা। অপদস্থ, হীন। [ঃ লোকের সামনে 'খেলো' করা।]

খেলোয়াড় — যে ভালো খেলিতে পারে। ণ. ধূর্ত, চতুর। [ঃ 'খেলোয়াড়' লোক।]

খেশ — তুলা ও রেশম দিয়া তৈয়ারী একরকম চাদর।

খেসারত — ক্ষতিপূরণ। [ঃ 'খেসারত' দেওয়া।] [আ. খিসারত্।] ণ. **খেসারতী** — ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত। [ঃ 'খেসারতী' টাকা।]

খেসারি — একরকম দাল।

খৈ — ('খই' দেখ।)

খোকা—খুব অল্পবয়স্ক বালক। (আদরে) পুত্র। **খোকামি** — (নিন্দার্থে) বালকসুলভ আচরণ।

খোক্কস — রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষসের মতো ভয়ংকর কাল্পনিক জীব। [ঃ রাক্ষস-'খোক্কস'।]

খোঁচ — তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। ছুঁচালো কোণ। [ঃ জমির 'খোঁচ'।]

খোঁচা — ছুঁচালো জিনিস, তীক্ষ্ণ কাঠি।

[ঃ কাঁটা-'খোঁচা'।] সরু বা ছুঁচালো জিনিসের আঘাত। [ঃ লাঠির 'খোঁচা'।] বিদ্রূপ। [ঃ 'খোঁচা' দেওয়া।]

খোঁচা — ক্রি. সরু বা ছুঁচালো জিনিস দিয়া আঘাত করা, ঠেলা। **খোঁচাখুঁচি** — পরস্পরকে খোঁচা দেওয়া। বার বার খোঁচা দেওয়া। **খোঁচানো** — ক্রি. খোঁচা দেওয়া। উসকাইয়া দেওয়া। তাগিদ দিয়া বিরক্ত করা।

খোঁজ—সন্ধান, তল্লাস। [ঃ 'খোঁজ' করা।] উদ্দেশ, খবর। [ঃ 'খোঁজ' পাওয়া।]

খোজা — অন্দরমহলে প্রহরায় নিযুক্ত নপুংসক। মুসলমানী উপাধি বিশেষ। [ফা. খোআজহ্।]

খোঁজা — ক্রি. সন্ধান করা, অন্বেষণ করা। বি. অন্বেষণ, সন্ধান। ণ. যাহার খোঁজ করা হইয়াছে এমন। **খোঁজানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা সন্ধান বা খোঁজ করানো। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

খোঁটা — গঞ্জনা, বিদ্রূপ, খোঁচা।

খোঁটা — ক্রি. একটি একটি বা একটু একটু করিয়া চঞ্চু বা নখের সাহায্যে তোলা। কাঠি দিয়া খোঁচানো। [ঃ দাঁত 'খোঁটা'।] ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

খোঁটা — ছোট খুঁটি, গোঁজ, কীলক।

খোট্টা — (নিন্দার্থে) হিন্দীভাষী লোক।

খোঁড়া — ক্রি. খনন করা, গর্ত করা। মাটিতে ঠোকা। [ঃ মাথা 'খোঁড়া'।] উচ্চারণ বা প্রশংসা দ্বারা অনিষ্ট করা (এইরূপ কুসংস্কার আছে)। [ঃ স্বাস্থ্য 'খুঁড়ে' দেওয়া।]

খোঁড়া — লেংড়া, খঞ্জ। অকেজো।

খোঁড়ানো — ক্রি. খোঁড়ার মতো চলা।

খোদ — নিজে, স্বয়ং। [আ. খুদ্।]

খোদকার — যে খোদাইয়ের কাজ করে। **খোদকারি** — খোদাইয়ের কাজ।

খোঁদল — গর্ত, কোটর।

খোদা — ক্রি. কাঠ পাথর ইত্যাদি কাটিয়া রচনা করা, ক্ষোদন করা। **খোদাই** — ক্ষোদন করার কাজ।

খোদা — (মুসলমানদের ধর্মে) ঈশ্বর, ভগবান। [আ. খুদা।] **খোদাতালা, খোদাতায়ালা** — পরমেশ্বর, ভগবান। **খোদাবন্দ্** — প্রভু, মালিক। হুজুর। [ফা. খুদাবন্দ্।]

খোদানো — ক্রি. খোদাই করানো। ণ. খোদাই করানো হইয়াছে এমন। বি. খোদাই করাইবার কাজ।

খোনা — নাকী, অনুনাসিক। নাকী সুরে কথা বলে এমন।

খোন্তা — ('খন্তা' দেখ।)

খোপ, খোপর — ছোট ঘর, খুপরি, গর্ত।

খোপা, খোঁপা — কুণ্ডলী করিয়া বাঁধা চুল, কবরী।

খোবলানো — ক্রি. ঠোঁট দিয়া গর্ত করা।

খোবানি — একরকম ফল, apricot. [ফা. খুবানি।]

খোয়া — নষ্ট, হারানো, হৃত। [ঃ 'খোয়া' যাওয়া।] [সং. ক্ষয়িত।]

খোয়া — শুকনো ক্ষীর। ভাঙা ইট।

খোঁয়া — ময়লা। [ঃ কানের 'খোঁয়া'।]

খোঁয়াড়—ছাগল ভেড়া গরু ইত্যাদি আটক রাখিবার জায়গা।

খোয়ানো — ক্রি. হারাইয়া ফেলা, নষ্ট করিয়া ফেলা। ণ. হৃত বা নষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ 'খোয়ানো' সম্পত্তি।] বি. হারানো, ক্ষতি বা নষ্ট হওয়া।

খোয়াব — স্বপ্ন।

খোয়ার — লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ, অনিষ্ট। [ফা.]

খোয়ারি, খোঁয়ারি — মদ খাইবার পর অবসাদ। [আ. খুমার।] **খোঁয়ারি**

ভাঙা — খোঁয়ারি দূর করার জন্য অল্প মদ খাওয়া।

-খোর — (নিন্দার্থে) যে খায়। [ঃ গাঁজা-'খোর'; ঃ ঘুষ-'খোর'।] [ফা.]

খোরপোশ, খোরপোষ — খোরাক-পোশাকের খরচ। [ফা.]

খোরশোলা — একরকম ছোট মাছ।

খোরা — বড় মাটির বাটি।

খোরাক — খাবার। খাবার পরিমাণ। [ফা. খুরাক্।] **খোরাকি** — খাওয়ার খরচ, খাইখরচা।

খোল — মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। শক্ত আবরণ, খোসা। আবরণ, ওয়াড়। [ঃ বালিশের 'খোল'।] গোলাকার শূন্যগর্ভ শক্ত জিনিস। [ঃ হুঁকার 'খোল'।] পাটাতনের নিচের অংশ। [ঃ জাহাজের 'খোল'।] ('খইল' দেখ।)

খোলক — খোলা, আবরণ, shell.

খোলতা — উজ্জ্বল, সুন্দর। বি. **খোলতাই** — শোভা, ঔজ্জ্বল্য।

খোলস — খোল, আবরণ, বাহ্য আবরণ। সাপের পরিত্যক্ত চামড়া।

খোলসা — সুস্পষ্ট, বিশদ। [ঃ 'খোলসা' ক'রে বলা।]

খোলা — খাপরা। খোসা, ছাল, আবরণ। ভাজিবার পাত্র। [ঃ তপ্ত 'খোলা'।] স্থান। [ঃ ইট-'খোলা'; ঃ হাট-'খোলা'।] [সং. খোলক।]

খোলা — ক্রি. উন্মুক্ত করা, মোচন করা। সুন্দর বা উজ্জ্বল হওয়া। [ঃ গয়নাটা বেশ 'খুলেছে'।] নিপুণ ও সৃজনশীল হওয়া। [ঃ লেখায় ওর হাত 'খুলে' গেছে।] ছুটির পর পুনরায় কাজ আরম্ভ হওয়া। [ঃ অফিস 'খোলা'।] ণ. উন্মুক্ত। [ঃ 'খোলা' দরজা।] সরল। [ঃ 'খোলা' মন।] **খোলাখুলি** — স্পষ্টভাবে, অকপটে। **মুখ খোলা** — বলিতে আরম্ভ করা।

খোলামকুচি—ভাঙা হাঁড়িকলসীর টুকরা।

খোশ — ণ. আনন্দদায়ক। [ঃ 'খোশ'-খবর; ঃ 'খোশ'-গল্প।] খুশী, আনন্দিত। [ঃ 'খোশ'-মেজাজ।] [ফা. খুশ।] **খোশখোরাক** — শৌখিন আহার। **খোশখোরাকী** — শৌখিন আহারে অভ্যস্ত, ভোজনবিলাসী। **খোশগল্প** মজার গল্প, আলাপ। **খোশনবিশ** – যাহার হাতের লেখা অতিশয় সুন্দর এমন ব্যক্তি। **খোশপোশাক** — শৌখিন পোশাক। **খোশপোশাকী** — পরিচ্ছদ-বিলাসী। **খোশবায়, খোশবু** — সুগন্ধ। **খোশমেজাজ** — খুশী মন। ণ. প্রফুল্লচিত্ত।

খোশামোদ — খুশী করার চেষ্টায় বলা মিছেকথা বা বাড়ানো কথা, তোষামোদ। [ফা. খুশ্‌আমদ্।] **খোশামুদি, খোশামোদি** — তোষামোদ, চাটুবৃত্তি, স্তাবকতা। ণ. **খোশামুদে** — খোশামোদ করে এমন, চাটুকার।

খোস — একরকম চর্মরোগ, চুলকানি, পাঁচড়া। [সং. কচ্ছু।]

খোসা — ছাল, খোলা। [সং. কোষ।]

খ্যাঁক — ('খেঁক' দেখ।) শেয়াল কুকুর হনুমান ইত্যাদির কর্কশ শব্দ।

খ্যাঁট, খ্যাঁটন — (ব্যঙ্গে) ভূরিভোজন।

খ্যাত — প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। কথিত, পরিচিত। [ঃ নামে 'খ্যাত'।] জ্ঞাত, প্রচারিত। [ঃ 'খ্যাত' ত্রিভুবনে।] **খ্যাতনামা** — বিখ্যাত। **খ্যাতি** — যশ, সুখ্যাতি, প্রসিদ্ধি। **খ্যাতিমান্** — বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

খ্রীষ্ট — যীশু খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক। [ই. Christ, গ্রীক Khristos.]

খ্রীষ্টধর্ম — খ্রীষ্টপ্রবর্তিত ধর্ম। **খ্রীষ্টপূর্ব** — খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে। **খ্রীষ্টান** — খ্রীষ্ট-প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী। **খ্রীষ্টানি** — (নিন্দার্থে) খ্রীষ্টানের বা খ্রীষ্টানের মতো আচার-ব্যবহার। ণ. **খ্রীষ্টানী** — (নিন্দার্থে) খ্রীষ্টানের। খ্রীষ্টানের মতো। **খ্রীষ্টাব্দ** — খ্রীষ্টের জন্ম হইতে গণনা করা হইয়াছে এমন বৎসর। **খ্রীষ্টীয়** — খ্রীষ্ট সংক্রান্ত। খ্রীষ্টের জন্মকাল হইতে গণনা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'খ্রীষ্টীয়' তৃতীয় শতাব্দী।] খ্রীষ্ট-প্রবর্তিত। [ঃ 'খ্রীষ্টীয়' মত-বাদ।]

-গ — 'যায়' এই অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'নিম্নগ'।] স্ত্রী. — **-গা**।

গগন — আকাশ। [সং.] **গগনচারী** — আকাশে বিচরণ করে বা বেড়ায় এমন। স্ত্রী. — **গগনচারিণী**। **গগনচুম্বী** — সুউচ্চ, আকাশস্পর্শী। **গগনতল**, **গগনপট** — আকাশের গা, আকাশপট। **গগনবিহারী** — আকাশগামী, আকাশে ভ্রমণকারী। **গগনভেদী** — আকাশ-ভেদী, অত্যুচ্চ। তীব্র। [ঃ 'গগন-ভেদী' চিৎকার।] **গগনমণ্ডল** — আকাশের গোলাকার বিস্তার। **গগন-স্পর্শী** — সুউচ্চ, আকাশস্পর্শী। **গগনাঙ্গন** — আকাশরূপ আঙিনা।

গঙ্গা — ভারতের একটি প্রধান নদী, হিন্দুদের পবিত্রতম নদী। **গঙ্গাজল** — গঙ্গানদীর জল (হিন্দুদের নিকট ইহা অত্যন্ত পবিত্র ও শুচিকর)। **গঙ্গাজলি** — মৃত্যুসময়ে মুখে গঙ্গা-জল দেওয়ার হিন্দু অনুষ্ঠান। ণ. **গঙ্গাজলী**, **গঙ্গাজলে** — যাহার রং গঙ্গার জলের মতো এমন, গেরুয়া। [ঃ 'গঙ্গাজলী' শাড়ি।] **গঙ্গাধর** — গঙ্গাকে যিনি ধারণ করেন, শিব। **গঙ্গাপুত্র** — গঙ্গার পুত্র, গাঙ্গেয়, মহাভারতে বর্ণিত ভীষ্ম। **গঙ্গাপ্রাপ্তি**, **গঙ্গালাভ** — (হিন্দুর) গঙ্গাতীরে বা গঙ্গাজলে মৃত্যু। (হিন্দুর) মৃত্যু। **গঙ্গাফড়িং** — সবুজ রঙের একরকম ফড়িং। **গঙ্গাযমুনা** — গঙ্গা ও যমুনা নদী। ণ. সাদা ও কালো দুই রঙের। সোনা ও রূপা দিয়া তৈয়ারী। **গঙ্গাযাত্রা** — (হিন্দু) মুমূর্ষুর গঙ্গা-তীরে যাত্রা। **গঙ্গাযাত্রী** — (হিন্দু) মুমূর্ষু। **গঙ্গাসাগর** — গঙ্গা বা ভাগীরথীর সহিত সাগরের মিলনস্থান, চব্বিশ পরগণা জেলার একটি স্থান। **গঙ্গাসুত** — ('গঙ্গাপুত্র' দেখ।)

গঙ্গোত্তরী, **গঙ্গোত্রী** — গঙ্গা যেখান হইতে নামিয়াছে, হিমালয়স্থ একটি তীর্থস্থান।

গঙ্গোদক — গঙ্গাজল।

গঙ্গোপাধ্যায় — বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের একটি পদবী, গাঙ্গুলী।

গচ্চা — ভুলের জন্য ক্ষতি। [ঃ 'গচ্চা' গেল।] ক্ষতিপূরণ। [ঃ 'গচ্চা' দেওয়া।]

গচ্ছিত — রক্ষিত, ন্যস্ত।

গছানো — ক্রি. কৌশলে কাহাকেও লইতে বাধ্য করা, গতানো। [ঃ বাজে জিনিস 'গছানো'।] বি. ঐরূপে প্রদান। ণ. ঐরূপে প্রদত্ত।

গজ — হাতী। দাবা খেলিবার একধরনের ঘুঁটি।

গজ — তিন ফুট, ৩৬ ইঞ্চি। [ফা. গজ।] **গজকাঠি** — মাপিবার জন্য লম্বা কাঠি যাহাতে গজ ফুট ইঞ্চি ইত্যাদির

চিহ্ন দেওয়া থাকে।

গজগজ — অস্পষ্ট ও বিরক্তিসূচক উক্তি। [ঃ 'গজগজ' করা।] একত্র খুব বেশী পরিমাণে থাকা সূচক অনুকার। [ঃ বিচি 'গজগজ' করছে।]

গজগজে — শিথিল, আলগা।

গজগতি — বি. হাতীর মতো মন্থর গতি। ণ. হাতীর মতো মন্থর গতি যাহার। **গজগমন** — হাতীর মতো চলার মন্থর ভঙ্গি। **গজগামী** — হাতীর মতো মন্থর গুরু পায়ে চলে এমন। স্ত্রী. **গজগামিনী** — (প্রশংসায়) হাতীর মতো ধীর ও মন্থর গতিতে চলে এমন।

গজগিরি — শানবাঁধানো চাতাল। পঙ্খের কাজ।

গজদন্ত — হাতীর দাঁত। উঁচু দাঁত।

গজপতি — ঐরাবত, ইন্দ্রের হাতী।

গজমুক্তা, গজমোতি — একরকম মুক্তা যাহা হাতীর মাথায় হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

গজর-গজর — অস্পষ্ট ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ।

গজরাজ — ঐরাবত, গজপতি।

গজরানো — ক্রি. গর্জন করা। অস্ফুট-ভাবে ক্রোধ প্রকাশ করা। **গজরানি** — চাপা গর্জন।

গজল — প্রেমগীতি। একধরনের গান। [আ. গজল্।]

গজা — ঘিয়ে ভাজা চিনির রসে পাক করা একরকম ময়দার মিষ্টান্ন।

গজাধ্যক্ষ — হাতিশালার কর্তা।

গজানন — হাতীর মতো মুখ যাঁহার, গণেশ।

গজানো — ক্রি. চুল শিকড় ইত্যাদির মতো জিনিস বাহির হওয়া, উদ্গত হওয়া।

গজানীক — হাতীতে চড়িয়া যুদ্ধ করে এমন সৈন্যদল।

গজারূঢ় — হাতীতে চড়িয়া বসিয়াছে এমন, হস্তিপৃষ্ঠে আসীন। স্ত্রী. — **গজারূঢ়া**।

গজারোহী — হাতীতে চড়ে বা চড়িয়া আছে এমন। [ঃ অশ্বারোহী, 'গজা-রোহী'।] স্ত্রী. — **গজারোহিণী**।

গজাল — বড় পেরেক।

-গজী — 'এতো গজ লম্বা' এই অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'দশগজী' থান।]

গজেন্দ্র — হস্তিশ্রেষ্ঠ। ঐরাবত। **গজেন্দ্রগমন** — হাতীর মতো ধীর সুন্দর চলন। **গজেন্দ্রগামী** — গজেন্দ্রগমনে চলে এমন। স্ত্রী. — **গজেন্দ্রগামিনী**। বি. — **গজেন্দ্রগামিতা**।

গঞ্জ — হাট, বাজার। [ফা.]

গঞ্জন — ('গঞ্জনা' দেখ।) ণ. নিন্দিত বা পরাজিত করে এমন। [ঃ খঞ্জন-'গঞ্জন' আঁখি।] **গঞ্জনা** — খোঁটা, তিরস্কার।

গঞ্জিকা — গাঁজা। **গঞ্জিকাসেবন** — গাঁজা খাওয়া। **গঞ্জিকাসেবী** — গাঁজা-খোর।

গটগট — সদর্পে চলার শব্দ সূচক অনুকার।

গঠন — গড়া, নির্মাণ। গড়ন, আকার। **গঠনতন্ত্র** — রাষ্ট্রের বা রাজ্যের শাসন পরিচালনার মূল নিয়মাবলী। **গঠন-তন্ত্রীয়, গঠনতান্ত্রিক** — গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত। গঠনতন্ত্রসম্মত। ণ. **গঠিত** — নির্মিত, তৈয়ারী।

গড় — কম-বেশী একত্রে মিলাইয়া তাহার একটি মাঝামাঝি হিসাব, average. **গড়পড়তা**—মোটামুটি হিসাবে প্রত্যেকের ভাগে যাহা পড়ে, গড়ে।

গড় — ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম। [ঃ 'গড়' করা।] ণ. ভূমি-স্পৃষ্ট, ভূমি স্পর্শ করিয়াছে এমন। [ঃ'গড়' হইয়া প্রণাম।]

গড় — দুর্গ। দুর্গপ্রাসাদ। পরিখা। **গড়খাই** — পরিখা।

গড়গড় — মেঘের ডাক এবং ভারী জিনিস গড়াইয়া পড়িবার শব্দ সূচক অনুকার। অবাধে উচ্চারণ বা উক্তি সূচক অনুকার।

গড়গড়া — লম্বা নলযুক্ত মাটিতে বসানো হুঁকা, ছোট একরকম আলবোলা।

গড়ন — আকার, চেহারা, ছাঁদ। [ঃ মুখের 'গড়ন'।] নির্মাণ, রচনা। **গড়নপিটন** — যথাযথ আকারে নির্মাণের জন্য নানা পদ্ধতি। **গড়নদার** — যে ধাতু পিটিয়া জিনিস গড়ে।

গড়া — ক্রি. গঠন করা, তৈয়ার করা। [ঃ পুতুল 'গড়া'।] ভাবিয়া বা শিখাইয়া প্রস্তুত করা। [ঃ সাক্ষী 'গড়া'।] ণ. প্রস্তুত, নির্মিত, তৈয়ারী। [ঃ 'গড়া' মূর্তি।] ভাবিয়া বা শিখাইয়া প্রস্তুত। [ঃ 'গড়া' মামলা; ঃ 'গড়া' সাক্ষী।] বি. নির্মাণ, রচনা।

গড়া — একরকম মোটা কাপড়।

গড়াগড়ি — শুইয়া গড়ানো, লুটোপুটি। [ঃ 'গড়াগড়ি' দেওয়া।] ছড়াছড়ি। [ঃ জিনিসপত্তর 'গড়াগড়ি' যাচ্ছে।]

গড়ানে — ক্রমনিম্ন, ঢালু ও পিছল।

গড়ানো — ক্রি. তৈয়ার করানো। অপরের দ্বারা নির্মিত করা। [ঃ গহনা 'গড়ানো'।] ণ. অপরের দ্বারা নির্মিত। বি. অপরের দ্বারা নির্মাণ।

গড়ানো — ক্রি. চাকার মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়া। তরল জিনিস ঢালা। [ঃ কলসী হইতে জল 'গড়ানো'।] তরল জিনিস ঝরিয়া পড়া। [ঃ দুধ 'গড়িয়ে' পড়ছে।] . গড়াগড়ি দেওয়া। [ঃ মাটিতে 'গড়ানো'।] (নিন্দার্থে) কোনও ব্যাপার অনেক দূর অগ্রসর হওয়া। [ঃ ব্যাপারটা অনেক দূর 'গড়িয়েছে'।] বি. ও ণ. ঐ সকল অর্থে।

গড়ায় গড়ায় — পাশাপাশি অবস্থায়। পাশাপাশি শায়িত।

গড়িমসি, গড়িমিসি — আলস্য বা উদ্যমহীনতার জন্য কাজে বিলম্ব, হচ্ছে-হবে ভাব।

গড্ডল, গড্ডর — গাড়ল, ভেড়া। **গড্ডলিকা, গড্ডরিকা** — ভেড়ার পাল। **গড্ডলিকা-প্রবাহ** — ভেড়ার পালের মতো পরস্পরের অনুসরণ, অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ।

গণ — সমূহ, সমষ্টি ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ শিক্ষক-'গণ'।] বর্গ, শ্রেণী। (হিন্দু) জ্যোতিষে নক্ষত্র অনুসারে জাতকের শ্রেণীবিভাগ। [ঃ নর 'গণ'।] জনসাধারণ। [ঃ 'গণ'-নেতা।] ণ. জনসাধারণ সংক্রান্ত। [ঃ 'গণ' সাহিত্য।] **গণতন্ত্র** — জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, democracy. **গণতন্ত্রবাদ** — গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সংক্রান্ত মতবাদ। **গণতন্ত্রবাদী** — গণতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। **গণতন্ত্রী** — গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। **গণতন্ত্রীয়** — ('গণতান্ত্রিক' দেখ।) **গণতান্ত্রিক** — গণতন্ত্র সংক্রান্ত। গণতন্ত্রসম্মত। [ঃ 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতি।] **গণদেবতা** — সংঘভূত দেবগণ (যথা ১২ আদিত্য, ১১ রুদ্র ইত্যাদি)। জনসাধারণরূপ দেবতা। **গণনায়ক, গণনেতা**—জনসাধারণের পরিচালক। **গণশক্তি** — জনসাধারণের শক্তি।

গণক — গণনাকারী, যে গণনা করে। দৈবজ্ঞ, গণৎকার। **গণন, গণনা** — সংখ্যা নির্ণয়। হিসাব। (জ্যোতিষে) অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়। **গণনীয়** — যাহা গোনা যায়। উল্লেখযোগ্য। ধর্তব্য।

গণপতি — গণেশ। শিব।

গণিকা — বেশ্যা, বারাঙ্গনা।

গণিত — ণ. গণনা করা হইয়াছে এমন, সংখ্যাত। বি. অংকশাস্ত্র। **গণিতকার** — গণিতের রচয়িতা। **গণিতজ্ঞ** — অংকশাস্ত্রে পণ্ডিত।

গণীভূত — গণ বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

গণেশ — শিব ও দুর্গার পুত্র, কার্তিকেয়ের ভ্রাতা, গজানন, গণপতি।

গণ্ড — গাল, কপোল। ফোড়া, আব। [ঃ গল-'গণ্ড'।]

গণ্ডক — গণ্ডার। সংখ্যাবিশেষ, গণ্ডা।

গণ্ডক, গণ্ডকী — উত্তর বিহারের একটি নদী।

গণ্ডগোল — গোলমাল, কোলাহল। বিশৃঙ্খলা।

গণ্ডগ্রাম — বড় গ্রাম।

গণ্ডদেশ — ('গণ্ডস্থল' দেখ।)

গণ্ডমালা — ঘাড় গলা ইত্যাদিতে গ্রন্থি ফোলার রোগ।

গণ্ডমূর্খ — নিরেট মূর্খ।

গণ্ডশৈল — ছোট পাহাড়। পর্বত হইতে খসিয়া পড়া বড় পাথর।

গণ্ডস্থল — গাল, কপোল।

গণ্ডা — চার। [ঃ এক 'গণ্ডা' আম।] চার কড়া। অতি সামান্য পরিমাণ টাকা-পয়সা। [ঃ পাওনা 'গণ্ডা'।] [সং. গণ্ডক।] **গণ্ডাকিয়া** — এক হইতে একশত গণ্ডা পর্যন্ত হিসাব। **গণ্ডা গণ্ডা** — সংখ্যায় অনেক। [ঃ 'গণ্ডা গণ্ডা' বাচ্চা।]

গণ্ডার — এক বা দুই শিং আছে এমন পুরু চামড়াযুক্ত একরকম বন্য জন্তু। [সং. গণ্ডক।]

গণ্ডি — নির্দিষ্ট সীমারেখা।

গণ্ডু, গণ্ডূ — গাঁট, গ্রন্থি। বালিকা। **গণ্ডুপদী** — ছোট কেঁচো।

গণ্ডুষ — হাতের চেটোয় যতোখানি ধরে সেই পরিমাণ জল। মন্ত্রপাঠ করিয়া হাতের চেটো হইতে জলগ্রহণ।

গণ্ডে-পিণ্ডে — ('গাণ্ডেপিণ্ডে' দেখ।)

গণ্য — ণ. গণনার যোগ্য, গণনীয়। উল্লেখযোগ্য। সম্মানের যোগ্য। বিবেচ্য। **গণ্যমান্য** — শ্রদ্ধেয়, প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালী।

গৎ — সংগীতের বাঁধা সুর বা বোল। বাঁধা বুলি। [সং. গতি।]

গত — যাহা চলিয়া গিয়াছে, অতীত। [ঃ 'গত' কল্য।] অব্যবহিত আগের। [ঃ 'গত' বছর।] মৃত। [ঃ 'গত' হয়েছেন।] গিয়াছে আসিয়াছে বা আছে এমন। [ঃ 'হস্তগত'; ঃ 'পরহস্তগত'।] মধ্যে আছে এমন। [ঃ রন্ধ্র-'গত'।] ধারাবাহিকভাবে আসিয়াছে এমন। [ঃ 'বংশগত'।] **গতক্লম** — যাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছে। **গতনিদ্র** — জাগরিত। বিনিদ্র। **গতপ্রাণ** — মৃত। **গতযৌবন** — যাহার যৌবন গিয়াছে। স্ত্রী. — **গতযৌবনা**। **গতস্পৃহ**—যাহার স্পৃহা বা আসক্তি দূর হইয়াছে, নিরাসক্ত।

গতর — মোটা শরীর, স্থূল দেহ। শরীর। [ঃ 'গতর' খাটানো।] **গতরখাকী** — যে স্ত্রীলোক শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাটিতে চায় না। **গতরখেকো** — যে পুরুষ শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাটিতে চায় না।

গতানুগতিক — বিন্দুমাত্র নূতন নহে, বহুদিনের পুরাতন ও প্রচলিত। [ঃ 'গতানুগতিক' প্রথা।]

গতানো — ('গছানো' দেখ।)

গতায়াত, গতায়তি — যাতায়াত।

গতায়ু — যাহার আয়ু শেষ হইয়াছে, যাহার মৃত্যু আসন্ন।

গতার্তবা — যে স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইয়াছে।

গতাসু — যাহার প্রাণ গিয়াছে, মৃত।

গতি — চলা, গমন। [সূর্যের 'গতি'।] উপায়। [ঃ কি 'গতি' হবে?] মৃতের সৎকার। [ঃ মৃতের 'গতি' করা।] অবস্থা। [ঃ 'দুর্গতি'।] **গতিবিদ্যা** — ('বলবিদ্যা' দেখ।) **গতিবিধি** — চলাফেরা, কার্যকলাপ। [ঃ 'গতিবিধি' লক্ষ্য করা।] **গতিরোধ** — গমনে বাধা, আটকানো। **গতিশক্তি** — চলন-শক্তি। **গতিশীল** — চলিতেছে বা চলে এমন। স্থির নয়। **গতিহীন** — স্থির, নিশ্চল। নিরুপায়। স্ত্রী. — **গতিহীনা**।

গতিক — দশা, অবস্থা। অবস্থার লক্ষণ। [ঃ 'গতিক' ভালো নয়।] উপায়, কৌশল। [ঃ কোনও 'গতিকে' রক্ষা পাওয়া।]

গত্যন্তর — অন্য উপায়, অন্য গতি। [ঃ 'গত্যন্তর' নাই।]

গদ — বিষ। ব্যাধি। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের ভার। [ঃ পেটে 'গদ' আছে।]

গঁদ — বাবলা ইত্যাদি গাছের আঠা। আঠা।

গদগদ — ভাববিহ্বল, ভাবের আতিশয্যে জড়িত। [ঃ 'গদগদ' কণ্ঠে।]

গদা — প্রাচীনকালের মুগুরের মতো এক-রকম অস্ত্র। মুগুর। **গদাধর** — গদাধারণকারী, বিষ্ণু। **গদাযুদ্ধ** — গদার সাহায্যে যুদ্ধ।

গদাই — একটি প্রচলিত নাম, গদাধরের অপভ্রংশ। **গদাই লস্কর** — গাধাবোট, ভারবাহী ধীরগতি নৌকা। **গদাই লস্করী চাল** — যেন নড়িতে পারে না এমনভাবে চলা। **গদাই লস্করী ভাব** — মন্থরতা, কুঁড়েমি, গড়িমসি।

গঁদানো — ক্রি. দুর্গন্ধ হওয়া। ণ. দুর্গন্ধ হইয়াছে এমন।

গদি — পুরু তোশক। নরম পুরু আসন। [ঃ চেয়ারের 'গদি'।] সিংহাসন, শাসন পরিচালনার স্থান। [ঃ 'গদি' ছাড়ো।] ব্যবসায়ীর কর্মস্থান। **গদিয়ান** — গদিতে বসিয়াছে এমন। গদির মালিক, ব্যবসায়ের মালিক। **গদিয়ানি** — গদিয়ান বা ব্যবসায়ের অধ্যক্ষের কাজ। ণ. **গদিয়ানী**।

গদ্য — পদ্যের মতো ছন্দোবদ্ধ নয় এমন ভাষা। (তুঃ 'পদ্য'।) ণ. ঐরূপ ভাষায় রচিত। [গদ্য' সাহিত্য।]

গনগন — আগুনের তীব্রতা সূচক অনুকার। **গনগনানি** — রাগে জ্বলিতে থাকা, চাপা রাগ। ণ. **গনগনে** — অত্যন্ত প্রখর ভাবে জ্বলন্ত। [ঃ 'গনগনে' আগুন।]

গনৎকার — গণক, দৈবজ্ঞ।

গনতি — গণনা। [ঃ 'গনতি' করা।]

গনা — ক্রি. গণনা করা, গোনা। গণ[illegible] করা। বোধ করা, মনে করা। [ঃ বিপদ 'গনা'।] কররেখা কোষ্ঠি ইত্যাদির সাহায্যে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা। ('গোনা' দেখ।

গনাগোষ্ঠী — গোষ্ঠীবর্গ, গণ ও গোষ্ঠী

গনানো — ক্রি. অপরের দ্বারা গনা গনৎকার দিয়া হাত ও কোষ্ঠি ইত্যা[illegible] বিচার করা। ণ. গণনা করা হইয়া[illegible] এমন। **গনাগাঁথা** — একেবারে ঠিক সংখ্যক, সংখ্যায় বেশী বা কম ন[illegible] এমন।

গনোরিয়া — জননেন্দ্রিয়ের একরকম ক্ষ[illegible] দুষ্ট ব্যাধি, gonorrhoea.

গন্তব্য — যাওয়ার যোগ্য। যেখানে যাই[illegible] হইবে এমন। জ্ঞাতব্য। **গন্তা** — [illegible] যায়, গমনকারী। [সং. গন্তৃ।] স্ত্র[illegible] — **গন্ত্রী**।

গন্ধ — বস্তুর যে গুণ নাসিকার দ্বা[illegible] অনুভব করা যায়, বাস, ঘ্রাণ। সামা[illegible] তম চিহ্ন বা সম্পর্ক। [ঃ 'নাম-গ[illegible]

নাই।] আভাস। [ঃ অপরাধের 'গন্ধ' পাওয়া।] গন্ধদ্রব্য। [ঃ 'গন্ধ-বণিক'।] ণ. গন্ধযুক্ত। [ঃ 'গন্ধ' তেল।] **গন্ধগোকুল, গন্ধগোকুলা** — একরকম খট্টাশ, civet-cat. [সং. গন্ধনকুল।] **গন্ধতৈল** — গন্ধযুক্ত তেল, সুবাসিত তেল। **গন্ধদ্রব্য** — সুগন্ধ জিনিস। **গন্ধপুষ্প** — সুগন্ধ ফুল। **গন্ধবণিক্** — গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যাহার পেশা। বাঙ্গালী হিন্দুর শ্রেণী বিশেষ, গন্ধবেনে। **গন্ধবহ, গন্ধবাহ** — বাতাস, বায়ু। **গন্ধমাদন** —রামায়ণে বর্ণিত পর্বত যাহা হনুমান বিশল্যকরণী সহ তুলিয়া আনিয়াছিলেন। **গন্ধমৃগ** — কস্তুরীমৃগ। **গন্ধরাজ** — একরকম সুগন্ধ সাদা ফুল ও তাহার গাছ, gardenia. **গন্ধে গন্ধে** — সামান্য সূত্রের সন্ধান পাইয়া, অনুমানে।

গন্ধক — একরকম হলদে দুর্গন্ধ দাহ্য পদার্থ, sulphur. **গন্ধকাম্ল** — মহাদ্রাবক, সালফিউরিক অ্যাসিড, sulphuric acid.

গন্ধর্ব — পুরাণে বর্ণিত দেবতুল্য জাতি-বিশেষ, দেব-গায়ক। **গন্ধর্ববিদ্যা** — সংগীতবিদ্যা। **গন্ধর্ববেদ** — সংগীত-শাস্ত্র।

গন্ধার — ('গান্ধার' দেখ।)

-গন্ধী — ইহার মতো গন্ধ আছে এই অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'চন্দনগন্ধী'।]

গন্ধেশ্বরী — গন্ধবণিকদের দ্বারা পূজিতা দেবী।

গন্ধোপজীবী — গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যাহার পেশা, গন্ধবণিক্।

গন্নাকাটা — যাহার উপরের ঠোঁট কাটা।

গপগপ, গপাগপ — দ্রুত খাবল-খাবল করিয়া খাওয়ার শব্দ সূচক অনুকার।

গপ্প — (কথ্য) গল্প।

গবগব — জল পড়িবার বা ফুটিয়া উঠিবার শব্দ সূচক অনুকার।

গবরমেণ্ট — ('গভর্নমেণ্ট' দেখ।)

গবয় — একরকম গো-জাতীয় বন্য পশু, গয়াল।

গবা — বোকা, হাঁদা, গোবা।

গবাক্ষ — জানালা, বাতায়ন।

গবুচন্দ্র — কাল্পনিক বোকা রাজার বোকা মন্ত্রী। বোকা।

গবেট — নির্বোধ, বোকা।

গবেষক — যে গবেষণা করে, গবেষণাকারী। **গবেষণা** — অন্বেষণমূলক চিন্তা। ণ. **গবেষিত** — গবেষণা করা হইয়াছে এমন।

গব্দা — কুৎসিতভাবে মোটা [ঃ 'গব্দা' চেহারা।]

গব্য — ণ. গাভী হইতে জাত। গোরুর দুধ হইতে জাত। [ঃ 'গব্য' ঘৃত।] বি. গাভী হইতে জাত বস্তু। [ঃ পঞ্চ-'গব্য'।]

গভর্নমেণ্ট — সরকার। শাসনব্যবস্থা। **গভর্নর** — প্রদেশের শাসনকর্তা, রাজ্য-পাল। **গভর্নর জেনারেল** — বড়লাট, প্রধান শাসনকর্তা। [ই.]

গভীর — নিচের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। [ঃ 'গভীর' সমুদ্র; ঃ 'গভীর' গর্ত।] প্রগাঢ়। [ঃ 'গভীর' ভালো-বাসা।] ঘন, নিবিড়। [ঃ 'গভীর' অরণ্য।] গম্ভীর। [ঃ 'গভীর' কণ্ঠ-স্বর।] বি. দুর্গম বা অতিগোপন স্থান। [ঃ মনের 'গভীরে'।] [সং.] **গভীর জলের মাছ** — অত্যন্ত চতুর ও চাপা লোক। বি. — **গভীরতা**।

গম — একরকম শস্য যাহা হইতে আটা ময়দা ইত্যাদি হয়। [সং. গোধূম।]

গমক — স্বরের কম্পন।

গমগম — ধ্বনির গভীরতা সূচক অনুকার। [ঃ 'গমগম' করা।] **জনসমাবেশ ও জাঁক-**

জমকের অনুকার। [ঃ বাড়ি 'গমগম' করছে।]

গমন — যাওয়া, গতি, প্রস্থান। সংগম, স্ত্রীলোকের সহিত যৌনসংসর্গ করণ। **গমনাগমন** — যাতায়াত, আনাগোনা। ণ. **গমনীয়** — গমনযোগ্য, গম্য। স্ত্রী. — **গমনীয়া**।

গমাগম — জোরে কিল মারিবার বা পিটিবার গম্ভীর শব্দ সূচক অনুকার।

গম্বুজ — মন্দির মসজিদ প্রাসাদ ইত্যাদির গোলাকার ছুঁচালো ছাদ। [ফা. গুম্বদ।]

গম্ভীর—নিচু অথচ ধ্বনিময়। [ঃ 'গম্ভীর' কণ্ঠস্বর।] অচপল, ভারিক্কী। [ঃ 'গম্ভীর' স্বভাব।] বিরক্তি বা রাগ চাপিবার ফলে অচঞ্চল। [ঃ 'গম্ভীর' মুখ।] বি. — **গম্ভীরতা, গাম্ভীর্য**।

গম্ভীরা — গাজনের উৎসব বিশেষ। এক ধরনের গ্রাম্য গান। মন্দিরের মধ্যস্থল।

গম্য — যেখানে যাইতে হইবে বা যাওয়া যায় এমন। জ্ঞেয়, অনুমেয়। [ঃ বোধ-'গম্য'; ঃ জ্ঞান-'গম্য'।] স্ত্রী. **গম্যা** — যৌনমিলনের উপযুক্তা। **গম্যমান** — যাহা জানা বা অনুমান করা যাইতেছে এমন।

গয়ংগচ্ছ — 'যাচ্ছি-যাব' ভাব, গড়িমসি. কুঁড়েমি, দীর্ঘসূত্রতা।

গয়না — গহনা। যাত্রীবাহী নৌকা।

গয়রহ — (আদালতী ভাষায়) ইত্যাদি, প্রভৃতি। [আ. ব.গইরহ্।]

গয়লা — (কথ্য) গোয়ালা। স্ত্রী. — **গয়লানী**।

গয়সাল — ধর্মত্যাগী হিন্দু।

গয়া — বিহারের একটি শহর, হিন্দুদের তীর্থস্থান। **গয়ালী** — গয়ার পান্ডা।

গয়ার, গয়ের — কফ।

গয়াল — ('গবয়' দেখ।)

গর — নাই, নয়, বিপরীত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'গরহাজির'; 'গরমিল'।] [আ. গয়র্।]

গরগর — ক্রোধ প্রকাশ সূচক অনুকার। [ঃ রাগে 'গরগর' করা।]

গরজ — দায়, স্বার্থ। [ঃ নিজের 'গরজে'।] [আ.]

গরজন — (পদ্যে) গর্জন। **গরজা** — (পদ্যে) ক্রি. গর্জন করা। [ঃ 'গরজিল' মেঘ।]

গরদ — একরকম রেশমী কাপড়।

গরদিশ — দুর্ভাগ্য। [ফা.]

গরব — গর্ব, দেমাক। **গরবী** — গর্বিত অহংকারী। স্ত্রী. — **গরবিনী**।

গরবা — একরকম গুজরাটী নাচগান।

গরম — ণ. তপ্ত, উষ্ণ। [ঃ 'গরম' দুধ।] উদ্ধত, রাগী। [ঃ 'গরম' মেজাজ।] কেনাবেচার ফলে ব্যস্ত। [ঃ বাজার 'গরম' করা।] বি. গ্রীষ্ম, তাপ। [ঃ 'গরম' পড়া।] ঔদ্ধত্য। [ঃ টাকার 'গরম'।] রোগ। [ঃ মাথা-'গরম'; ঃ পে 'গরম'।] [ফা. গর্ম্।] **গরম** —দারুচিনি এলাচ লবঙ্গ ইত্যাদি মসল **গরম হওয়া** — ক্রুদ্ধ হওয়া। পে গরম হওয়া — পেটের অসুখ হওয় **মাথা গরম হওয়া** — পাগল হওয়া।

গরমি — গ্রীষ্ম, তাপ। উপদংশ সিফিলিস রোগ।

গরমিল — মিলের অভাব, অসামঞ্জ হিসাব না মেলা।

গররাজী — রাজী নয়, অসম্মত। [ত

গরল — বিষ, হলাহল।

গরহাজির — হাজির নয়, অনুপস্থি [আ.]

গরাদে — লোহা কাঠ ইত্যাদির তৈ মোটা সিক। [পো. grade.]

গরান — একরকম গাছ বা কাঠ।
গরাস — গ্রাস।
গরিব — ('গরীব' দেখ।)
গরিমা — গৌরব। গুরুত্ব। গর্ব।
গরিষ্ঠ — সর্বাপেক্ষা বড়ো। [ঃ 'গরিষ্ঠ' সংখ্যা।] গুরুতম। পূজ্যতম। বি. —**গরিষ্ঠতা**।
গরীব — দরিদ্র। **গরীবখানা** — কুটির। **গরীবানা** — গরীবের মতো চাল। **গরীবী** — গরীবের মতো। [ঃ 'গরীবী' ভাব।]
গরীয়ান — বৃহত্তর। মহত্তর। গৌরবময়। স্ত্রী। — **গরীয়সী**।
গরু — গাই। বলদ। [সং. গো-রূপ।]
গরুড় — পুরাণে বর্ণিত পাখীর রাজা ও বিষ্ণুর বাহন। **গরুড়ধ্বজ** — বিষ্ণু।
গরুৎ — পক্ষ, পালক। নৌকার পাল। **গরুত্মান্** — গরুড় পক্ষী। স্ত্রী. **গরুত্মতী** — পক্ষিণী। পালযুক্ত নৌকা।
গর্গ — একজন প্রাচীন ঋষি।
গর্জন — ভয়ংকর শব্দ বা ডাক। [ঃ সিংহের 'গর্জন'।] ণ. **গর্জিত** — গর্জনে পূর্ণ, শব্দিত।
গর্জনতেল — বার্নিশের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন একরকম তেল।
গর্জা, গর্জানো — ক্রি. গর্জন করা। সশব্দে রাগ প্রকাশ করা। ণ. **গর্জমান** — গর্জন করিতেছে এমন।
গর্ত — খাত, গহ্বর, বড় ছিদ্র বা ফুটা।
গর্দভ — গাধা। (তিরস্কারে) মূর্খ, নির্বোধ। স্ত্রী. — **গর্দভী**।
গর্দা — ময়লা। [ফা.]
গর্দান — ঘাড়। মাথা। [ফা. গর্দন্।] **গর্দান লওয়া** — শিরশ্ছেদ করা। **গর্দানি** — গলাধাক্কা।
গর্ব — অহংকার, দেমাক। ণ. **গর্বিত** — অহংকৃত। স্ত্রী. — **গর্বিতা**। **গর্বী** — যাহার গর্ব আছে, অহংকারী। স্ত্রী. — **গর্বিণী**।
গর্ভ — ভিতর, মধ্য, অভ্যন্তর। [ঃ 'ভূগর্ভ'।] দেহের মধ্যে সন্তানধারণের স্থান, কুক্ষি। [ঃ মাতার 'গর্ভে'।] গর্ভস্থ সন্তান, ভ্রূণ। [ঃ 'গর্ভ'-পাত; ঃ 'গর্ভবতী'।] **গর্ভকেশর** — ফুলের মধ্যকার রোঁয়া যাহার নিচে বীজকোষ থাকে, pistil. **গর্ভকোষ** — জরায়ু। ফুলের বীজকোষ। **গর্ভগৃহ** — সূতিকাগার। ভিতরের ছোট ঘর। **গর্ভচ্যুত** — গর্ভ হইতে পতিত। **গর্ভজ** — গর্ভে জাত। স্ত্রী. — **গর্ভজা**। **গর্ভদাস** — ক্রীতদাসীর পুত্র। **গর্ভধারণ** — গর্ভে সন্তান ধারণ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। **গর্ভধারিণী** — মা যিনি গর্ভে ধারণ করেন, জননী। **গর্ভনাড়ী** — নবজাত শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী। **গর্ভনাশ** — গর্ভস্থ সন্তান হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা। **গর্ভপাত** — অসময়ে গর্ভ হইতে সন্তানের জন্মলাভ, গর্ভস্রাব। **গর্ভবতী** — গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। **গর্ভবাস** — মাতৃগর্ভে থাকা। **গর্ভযন্ত্রণা** — গর্ভধারণের কষ্ট। প্রসব-বেদনা। দুঃসহ কষ্ট। **গর্ভসঞ্চার** — গর্ভে ভ্রূণের জন্মলাভ। **গর্ভস্থ** — গর্ভে আছে এমন। **গর্ভস্রাব** — ('গর্ভপাত' দেখ।)
গর্ভাঙ্ক — নাটকের অঙ্কের অন্তর্গত বিভাগ, দৃশ্য।
গর্ভাধান — গর্ভসঞ্চার সংক্রান্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। গর্ভ উৎপাদন।
গর্ভাশয় — জরায়ু।
গর্ভিণী — অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী।
গর্হণ, গর্হণা, গর্হা — নিন্দা, তিরস্কার। ণ. **গর্হিত** — নিন্দিত। নিন্দার

যোগ্য, অন্যায়। [ঃ 'গর্হিত' কাজ।]

গল — গলা, কণ্ঠ। [ঃ 'গল'-দেশ।] **গলকম্বল** — গরু ইত্যাদির গলার ঝোলা মাংস। **গলগণ্ড** — একরকম রোগ, গলদেশের আব।

গলগল — তরল বস্তুর দ্রুত নিঃসরণ বা দ্রুত অবাধ উচ্চারণ সূচক অনুকার।

গলগ্রহ — যাহার ভরণপোষণের ভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিতে হয়।

গলৎ, গলদ্ — গলিতেছে এমন।

গলদ — ভুল, ত্রুটি। দোষ। [আ. গলত্।]

গলদশ্রু — চোখের জল ঝরিতেছে এমন। **গলদশ্রুলোচন** — ণ. যাহার চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতেছে এমন। বি. অশ্রু ঝরিতেছে এমন চোখ।

গলদা — একরকম চিংড়ি।

গলদ্ঘর্ম — যাহার ঘাম ঝরিতেছে এমন। [ঃ পরিশ্রমে 'গলদ্ঘর্ম' হওয়া।]

গলন — বি. দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া। নির্গত হওয়া। ণ. **গলনীয়** — গলনযোগ্য, গলে এমন।

গলনালী — কণ্ঠনালী, খাদ্য বা শ্বাস গ্রহণের নল।

গলবস্ত্র, গললগ্নীকৃতবাস — ণ. বিনয় প্রকাশের জন্য গলায় কাপড় দিয়াছে এমন।

গলা — ক্রি. গলিত বা তরল হওয়া। [ঃ বরফ 'গলা'; ঃ চিনি 'গলা'।] তরল হওয়া। [ঃ ভাত 'গলা'।] ফাঁক বা ছিদ্রে প্রবেশ করা। [ঃ সুতো 'গলা'।] নিঃসৃত হওয়া। ফাটিয়া নিঃসৃত হওয়া। [ঃ ফোড়া 'গলা'।] অভিভূত হওয়া। [ঃ আনন্দে 'গলা'; ঃ দুঃখে 'গলা'।] ণ. গলিত, দ্রবিত। প্রবিষ্ট। নিঃসৃত, ক্ষরিত। নরম হইয়াছে এমন। বি. গলন, দ্রবণ। প্রবেশ। নিঃসরণ, ক্ষরণ।

গলা — গলদেশ, কণ্ঠ। [ঃ 'গলায়' ঘা।] কণ্ঠস্বর। [ঃ 'গলা' ভালো।] **গলাকাটা** — নির্দয়ভাবে দাম লয় বা নির্দয়ভাবে ঠকায় এমন। **গলায় গলায়** — অতীব ঘনিষ্ঠ। **গলাগলি** — গলায় গলায় ভাব, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। **গলা ছাড়া** — কণ্ঠস্বর জোর করা। **গলাধঃকরণ** — গিলিয়া ফেলা, ভক্ষণ। **গলা ধরা** — ঠাণ্ডা লাগার ফলে স্বরবিকৃতি ঘটা। **গলাধাক্কা** — গলায় হাত দিয়া ধাক্কা, লাঞ্ছনা করিয়া বিতাড়ন বা বিদায়। **গলা বসা** — ('গলা ধরা' দেখ।) **গলায় দড়ি** — দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়া আত্মহত্যা। তিরস্কার বা ধিক্কার সূচক গালি।

গলানো — ক্রি. দ্রব করা, তরল করা, গলিত করা। ফাঁকে ঢুকানো। ণ. গলিত বা দ্রব করা হইয়াছে এমন। ফাঁকে ঢুকানো হইয়াছে এমন। বি. দ্রব করণ, তরল করণ। প্রবেশ করানো। **নাক গলানো, মাথা গলানো** — অনধিকার চর্চা বা হস্তক্ষেপ করা।

গলাবন্ধ — গলায় জড়াইবার উপযোগী ছোট চাদর। ণ. গলার কাছে বোতাম লাগানো থাকে এমন। [ঃ 'গলাবন্ধ কোট'।]

গলাবাজি — চেঁচানো, চিৎকার। যুক্তিহীন উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতা। অতিমাত্রায় বক্তৃতা।

গলাসি — গরু ছাগল ইত্যাদির গলার দড়ি।

গলি — সরু রাস্তা। **গলিঘুঁজি** — গলি ও তাহার আশপাশের সংকীর্ণ জায়গা।

গলিজ — নোংরা। পচা। [আ.]

গলিত — গলিয়াছে এমন, তরল। পচা [ঃ 'গলিত' শব।] স্খলিত। **গলিত**

কুষ্ঠ — দেহ পচিয়া যায় এমন কুষ্ঠ রোগ, leprosy.

গলুই — নৌকার সম্মুখের বা পিছনের অংশ। [সং. 'গলবাহিকা'।]

গল্প — কাহিনী, উপাখ্যান। কথোপকথন, আলাপ। [ঃ 'গল্প' করা।] **গল্প-গুজব, গল্পসল্প** — বাজে আলাপ, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা। ণ. **গল্পে** — বাজে গল্প করিতে ভালোবাসে এমন।

গসগস — চাপা রাগের লক্ষণসূচক অনুকার। [ঃ রাগে 'গসগস' করছে।]

গস্ত — ভ্রমণ। বাজারে ঘুরিয়া কেনা। [ঃ মাল 'গস্ত' করা।] [ফা. গশ্‌ত।]

গস্তানী — কুলটা, বেশ্যা। [ফা. গশ্‌ত্‌।]

গহন — ণ. দুর্গম, গভীর।। দুর্বোধ্য, দুজ্ঞেয়। বি. দুর্গম স্থান। [ঃ মনের 'গহনে'।]

গহনা — গয়না, অলংকার। **গহনাগাঁটি, গহনাপত্র** — গহনা ও ঐরূপ অন্যান্য জিনিস। **গহনার নৌকা** — যাত্রিবাহী বড় নৌকা।

গহিন, গহীন — (প্রাচীন পদ্যে) গভীর।

গা — স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর, গান্ধারের সংকেত।

গা — সম্বোধনসূচক শব্দ, গো। [ঃ হ্যাঁ 'গা'।]

গা — শরীরের উপরিভাগ, গাত্র। শরীর। [ঃ 'গায়ের' জোর।] পার্শ্বদেশ। [ঃ দেওয়ালের 'গায়ে'।] [সং. গাত্র।] **গা করা** — উৎসাহী বা সযত্ন হওয়া। **গা জ্বালা করা** — রাগের উদ্রেক হওয়া। **গা ঝাড়া দেওয়া** — উঠিবার বা আলস্য ত্যাগ করিবার উপক্রম করা। **গা ছমছম করা** — ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া। **গা ঢাকা দেওয়া** — আত্মগোপন করা। **গা তোলা** — ঘুম হইতে ওঠা। **গা দেওয়া** — ('গা করা' দেখ।) **গা ভাঙা** — হাই তোলা। জড়তা ছাড়াইবার জন্য শরীর টান করা, আড়ামোড়া দেওয়া। **গা বমি বমি করা** — বমির উদ্রেক হওয়া, বমি হইবে এমন বোধ হওয়া। **গা লাগানো** — উদ্যমের সহিত কাজে যোগ দেওয়া, সচেষ্ট হওয়া। **গা-সহা** — গায়ে সহ্য হয় এমন। [ঃ 'গা-সহা' গরম।] অভ্যাসের ফলে সহনীয়। [ঃ বকাবকি 'গা-সহা' হয়ে গেছে।] **গায়ে পড়া** — অযাচিতভাবে বন্ধুতা দেখানো বা অকারণে বিবাদ করা। **গায়ে-পড়া** — মিশিবার জন্য উৎসুক। **গায়ে ফুঁ দেওয়া** — দায়িত্বহীনভাবে সময় কাটানো। **গায়ে মাখা** — গ্রাহ্য করা, নিজেকে জড়িত করা। **গায়ের ঝাল ঝাড়া** — পুঞ্জীভূত অপ্রকাশিত ক্রোধ কোনও অজুহাতে প্রকাশ করা। **গায়ে হলুদ** — বিবাহের আগে মাঙ্গলিক স্নানের অনুষ্ঠান। **গায়ে হাত** — প্রহার। **গায়ে হাত তোলা** — মারা।

গাঁ — গ্রাম।

গাই — গাভী।

গাঁই — (আদিম বাসস্থান অনুসারে) ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ। [সং. গ্রামীণ।]

গাঁইট — ('গাঁট' দেখ।)

গাইয়ে — গায়ক। ণ. ভালো গাহিতে পারে এমন, গাহিতে পটু।

গাউন — উকিল প্রভৃতির একরকম ঝোলা পোশাক। মেয়েদের একরকম জামা। [ই. gown.]

গাঁও — গাঁ, গ্রাম।

গাওনা — আসরে গান-অভিনয়াদির কাজ। [ঃ যাত্রা 'গাওনা'।]

গাওয়া — গব্য, গোরুর দুধ হইতে জাত। [ঃ 'গাওয়া' ঘি।]

গাওয়া — ক্রি. গান করা। প্রচার করা, ঘোষণা করা। [ঃ গুণ 'গাওয়া'।] ণ.

গান করা হইয়াছে এমন, গীত। [ঃ 'গাওয়া' গান।] বি. গান করণ।

গাওয়ানো — ক্রি. গান করানো। গাহিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করা। ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।

গাং — ('গাঙ' দেখ।)

গাঁক, গাঁকগাঁক — ষাঁড় ইত্যাদির শব্দ।

গাগরা, গাগরি — কলসী, ঘড়া। [সং. গর্গরী।]

গাঁ-গাঁ — সজোরে ও সশব্দে ধাইয়া আসিবার শব্দ। [ঃ বানের জল 'গাঁ-গাঁ' করে এসে ঢুকল।]

গাঙ — বড় নদী। সমুদ্র। [সং. গঙ্গা।] **গাঙচিল** — একরকম সামুদ্রিক পাখি। **গাঙদাড়া** — বকের মতো ঠোঁটওয়ালা একরকম সরু লম্বা মাছ। **গাঙশালিক** — নদীর তীরবর্তী স্থানে থাকে এমন একরকম শালিক জাতীয় পাখি।

গাঙ্গুলি, গাঙ্গুলী — ('গঙ্গোপাধ্যায়' দেখ।)

গাঙ্গেয় — গঙ্গা সম্বন্ধীয়। গঙ্গাজাত। গঙ্গার তীরবর্তী। বি. গঙ্গার পুত্র, মহাভারতে বর্ণিত ভীষ্ম।

গাছ — উদ্ভিদ। বৃক্ষ। [সং. গচ্ছ।] **গাছকোমর বাঁধা** — কাপড় দিয়া শক্ত করিয়া জড়াইয়া কোমর বাঁধা। **গাছ-গাছড়া** — নানা রকমের গাছ ও লতা-পাতা। **গাছপাকা** — গাছেই পাকিয়াছে এমন। **গাছপালা** — গাছ ও লতাপাতা।

গাছ, গাছা, গাছি — খানা, টা ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ এক 'গাছ' লাঠি; ঃ এক 'গাছা' চুড়ি; ঃ এক 'গাছি' দড়ি।]

গাঁজ, গাঁজলা — ফেনা। পচন ধরার ফলে ওঠা ফেনা। **গাঁজ** — খামির, leaven. **গাঁজন** — গাঁজিয়া ওঠা, পচন।

গাজন — শিব মনসা ইত্যাদির পূজার উৎসব। ঐরূপ উৎসব সংক্রান্ত গান। [ঃ শিবের 'গাজন' গাই।] [সং. গর্জন।]

গাজর — একরকম মূলজাতীয় সবজি। [সং. গর্জর।]

গাঁজা — সিদ্ধিজাতীয় গাছের মঞ্জরি হইতে প্রস্তুত তামাকের মতো জিনিস, গঞ্জিকা। মিথ্যা আজগুবি গল্প। **গাঁজাখুরী** — আজগুবি। [ঃ 'গাঁজা-খুরী' গল্প।] **গাঁজাখোর** — যে গাঁজা খায়।

গাঁজা — ক্রি. মাতিয়া বা পচিয়া ওঠা।

গাঁজানো — ক্রি. মাতানো, পচন ঘটানো। ণ. মাতানো হইয়াছে এমন। বি. সন্ধিত করণ, পচিত করণ।

গাজি, গাজী — যোদ্ধা। ধর্মযোদ্ধা। [আ.]

গাঞ্জী — ('গাঁই' দেখ।)

গাঁট — গ্রন্থি, গিঁঠ। [ঃ আঁচলে 'গাঁট' বাঁধা।] দুইটি পাবের সংযোগস্থল। [ঃ বাঁশের 'গাঁট'; ঃ আঙুলের 'গাঁট'।] শক্ত করিয়া বাঁধা বড় বস্তা। [ঃ কাপড়ের 'গাঁট'।] টাকাপয়সা রাখিবার ছোট থলি। [ঃ 'গাঁটে' পয়সা নাই।] [সং. গ্রন্থি।] **গাঁটকাটা** — যে গাঁট বা টাকাপয়সার থলি অদৃশ্যভাবে কাটিয়া চুরি করে। **গাঁটছড়া** — বিবাহের সময়ে বরের উড়ানি ও কন্যার আঁচল একত্র করিয়া বাঁধা গাঁট। [ঃ 'গাঁটছড়া' বাঁধা।]

গাঁটরি — বোঁচকা, পোঁটলা।

গাঁট্টা — মুষ্টিবন্ধ হাতের আঙুলের গাঁট দিয়া আঘাত। [ঃ 'গাঁট্টা' মারা; ঃ 'গাঁট্টা' দেওয়া।]

গাঁঠরি — ('গাঁটরি' দেখ।)

গাড়ল — ভেড়া। (গালিতে) বোকা লোক, পরের বুদ্ধিতে চলে এমন ব্যক্তি। [সং.

গন্ডল।]

গাড়া — ক্রি. গর্ত করিয়া বা জোরে ধাক্কা দিয়া ঢোকনো, পোঁতা। [ঃ বাঁশ 'গাড়া'।] মাটির মধ্যে দৃঢ়ভাবে সঞ্চারিত করা। [ঃ শিকড় 'গাড়া'।] ভূমিসংলগ্ন করা। [ঃ হাঁটু 'গাড়া'।] স্থাপন করা। [ঃ আড্ডা 'গাড়া'।] দৃঢ় ও অনড় হওয়া। [ঃ 'গাড়িয়া' বসা।]

গাড়ি — লোক মাল ইত্যাদি বহিবার উপযোগী চাকাযুক্ত যন্ত্র, যান। [ঃ রেল-'গাড়ি'; ঃ মোটর 'গাড়ি'।] [সং. গন্ত্রী।] **গাড়িবারান্দা** — বাড়ির সামনের ছাদওয়ালা জায়গা (যেখানে গাড়ি দাঁড়াইতে পারে)। **গাড়ি করা** — গাড়ি ভাড়া করা। গাড়িতে চড়া। [ঃ 'গাড়ি' ক'রে আসা।] **গাড়ি ডাকা** — গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা।

গাড়ী — ('গাড়ি' দেখ।)

গাড়ু — নলযুক্ত একরকম ঘটি, ঝারি, ভৃঙ্গার। [সং. গড্ডুক।]

গাড়োয়ান — যে গাড়ি চালায়। **গাড়োয়ানি** — গাড়োয়ানের কাজ। ণ. **গাড়োয়ানী** — গাড়োয়ানের যোগ্য। [ঃ 'গাড়োয়ানী' ব্যবহার।]

গাঢ় — অল্প তরল, ঘন। [ঃ'গাঢ়' কালি।] নিবিড়, গভীর। [ঃ 'গাঢ়' অন্ধকার।] তীব্র। বি. — **গাঢ়তা, গাঢ়ত্ব।**

গাণনিক — গণনাকারী, হিসাবরক্ষক, accountant.

গাণপত্য — গণপতি বা গণেশ সংক্রান্ত। বি. গণেশের উপাসক সম্প্রদায়।

গাণিতিক — গণিত সংক্রান্ত। [ঃ 'গাণিতিক নিয়ম।] গণিতে পণ্ডিত ব্যক্তি। [ঃ শ্রেষ্ঠ 'গাণিতিক'।]

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব — অর্জুনের ধনু। **গাণ্ডীবধন্বা, গাণ্ডীবী** — অর্জুন।

গাণ্ডেপিণ্ডে — আকণ্ঠ। [ঃ 'গাণ্ডেপিণ্ডে' গেলা।]

গাতা — যে গাহে, গায়ক। [সং. গাতৃ।]

গাঁতি — একরকম শাবল।

গাত্র — গা। কোনও বস্তুর উপরিভাগ বা পার্শ্বদেশ। [ঃ প্রাচীর-'গাত্র'।] [সং.] **গাত্রজ্বালা, গাত্রদাহ** — ঈর্ষা। বিরক্তি। **গাত্রমার্জনা** — গা পরিষ্কার করণ, গা মোছা। **গাত্রমার্জনী** — গামছা, তোয়ালে। **গাত্রহরিদ্রা** — ('গায়ে হলুদ' দেখ।) **গাত্রোত্থান** — উঠিয়া দাঁড়ানো। বিছানা ছাড়িয়া ওঠা, শয্যাত্যাগ।

গাঁথন — গ্রথিত করণ। গাঁথিয়া বা একটির পর একটি দিয়া রচনা। [সং. গ্রন্থন।]

গাঁথুনি—ঘন ঘন ইটপাথর ইত্যাদি বসাইয়া নির্মাণ। দৃঢ়তা। দৃঢ় গঠন। [ঃ গল্পের 'গাঁথনি' নাই।]

গাথা — পদ্য, শ্লোক। কবিতা, গীতি-কাব্য।

গাঁথা — ক্রি. গাঁথিয়া একত্রিত করা। [ঃ মালা 'গাঁথা'।] ণ. গাঁথিয়া রচনা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'গাঁথা' মালা।] বি. গাঁথিয়া রচনা।

গাদ — তরল পদার্থের ময়লা যাহা সরের মতো ভাসিয়া থাকে বা থিতাইয়া পড়ে।

গাদা — রাশি, স্তূপ। প্রচুর পরিমাণ। **এক-গাদা, গাদা গাদা** — প্রচুর পরিমাণে, অনেক, বহু। [ঃ 'এক-গাদা' ফুল।]

গাদা — ক্রি. ঠাসিয়া ভরা। ণ. ঠাসিয়া ভরা হইয়াছে এমন। বি. ঠাসিয়া গাদার কাজ। **গাদাগাদি** — ঠাসাঠাসি, রাশীকৃত। **গাদা-বন্দুক** — যে বন্দুকে বারুদ ঠাসিয়া ভরিতে হয়।

গাঁদা — একরকম ফুল, গেঁদা।

গাঁদাল — ('গাঁধাল' দেখ।)

গাদি, গাঁদি — গাদা, রাশি, স্তূপ, ভিড়।

গাদি — একরকম খেলা।

গাধা — গর্দভ। (গালিতে) বোকা, মূর্খ। স্ত্রী.—**গাধী**। **গাধামি, গাধামো**—গাধার মতো কাজ, বোকামি।

গাধাবোট — মাল বহিবার জন্য ব্যবহৃত একরকম নৌকা যাহা ধীরে চলে বা যাহাকে অন্য নৌকা বা জাহাজ টানিয়া লইয়া যায়।

গাঁধাল — একরকম দুর্গন্ধ লতা যাহা পেটের রোগে খায়, গন্ধভাদুলিয়া। [সং. গন্ধালী।]

গান — কণ্ঠসঙ্গীত। গাহিবার উপযুক্ত কবিতা।

গান্ধর্ব — গন্ধর্ব সংক্রান্ত। গন্ধর্বরীতি অনুযায়ী। কেবল বরকন্যার সম্মতি অনুসারে অনুষ্ঠিত (বিবাহ)।

গান্ধার — একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম, রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ারের নিকটবর্তী স্থান, বর্তমান কান্দাহার। স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর, 'গা'। **গান্ধারী**—ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী, দুর্যোধনাদির জননী।

গান্ধী — ভারতের বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। **গান্ধীবাদ**—কেবলমাত্র অহিংসার দ্বারাই সমাজ ও মানুষের মঙ্গলসাধন করা যায় এই মতবাদ। **গান্ধীবাদী**—গান্ধীবাদে বিশ্বাসী।

গাপ — আত্মসাৎ, অপহৃত। [ঃ 'গাপ' করা।] লুকাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। [আ. গায়িব্।]

গাফিল — অমনোযোগী, অসাবধান। [আ.] বি. **গাফিলতি, গাফিলি** — অসাবধানতা, অমনোযোগ, আলস্য।

গাব — কষায় রস ও আঠাযুক্ত একরকম ফল, তিন্দুক। তবলা পাখোয়াজ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের চামড়ার উপর জমানো পুরু স্তর। ধাতুদ্রব্যের কলঙ্ক। [সং. গালব।]

গাবা — ক্রি. ধাতুনির্মিত জিনিসে কলঙ্ক পড়া।

গাবানো—ক্রি. জল ঘোলা করা, আলোড়িত করা।

গাবিন, গাভিন — (গরু ইত্যাদি) গর্ভিণী।

গাভী — স্ত্রী. গরু, গাই। [সং. গবী, গর্ভিণী।]

গামছা — গা ঘষিবার বা মুছিবার জন্য একরকম মোটা ছোট কাপড়।

গামলা — বাটির আকারের বৃহৎ পাত্র। [পো. gamella.]

-গামী — 'যায়' বা 'মিলিত হয়' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দ্রুত-গামী'; ঃ 'পরদারগামী'।]।] স্ত্রী. — **-গামিনী**।

গাম্ভীর্য — গম্ভীর ভাব, গম্ভীরতা, চাপল্যের অভাব।

গায়ক — যে গান করে। স্ত্রী.—**গায়িকা**।

গায়কোয়াড়, গায়কোয়ার — বরোদা রাজ্যের রাজার উপাধি।

গায়ত্রী — হিন্দুধর্মের একটি প্রধান জপ-মন্ত্র। একরকম বৈদিক ছন্দ।

গায়িকা — ('গায়ক' দেখ।)

গায়েন — গায়ক। পুরাণগায়ক।

গায়েব — লুকাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। লুক্কায়িত। [ঃ 'গায়েব' করা; ঃ 'গায়েব' হওয়া।] [আ. গায়িব্।] **গায়েবী** — গুপ্ত। ['গায়েবী' খুন।]

গার — (প্রাচীন কবিতায়) গর্ত।

গারদ — কয়েদ, জেলখানা। [ই. guard.]

গারা — কাদা। [ঃ 'গারার' গাঁথুনি।]

গারুড় — গরুড় সংক্রান্ত।

গার্গী — প্রাচীন ভারতের একজন বিদুষী মহিলা।

গার্জেন—অভিভাবক। [ই. guardian.]

গার্টার — মোজা বাঁধিবার ফিতা। [ই. garter.]

গার্ড — প্রহরী। রেলগাড়ির ভারপ্রাপ্ত

কর্মচারী। পাহারা। [ই. guard.]

গার্হস্থ, গার্হস্থ্য — বি. গৃহস্থের ধর্ম বা করণীয় কাজ। আর্যদের পালনীয় দ্বিতীয় আশ্রম, সংসারকর্ম। ণ. গৃহস্থ সংক্রান্ত। [ঃ 'গার্হস্থ্য' বিজ্ঞান।]

গাল — বি. গণ্ড, কপোল। মুখবিবরের পাশের দিক। [ঃ 'গালে' পান।] ণ. কপোলকল্পিত, মনগড়া। [ঃ 'গাল'-গল্প।] [সং. গল্প।] **গালগড়া** — কপোলকল্পিত, মনগড়া। **গালগল্প** — বানানো গল্প, অমূলক কাহিনী। **গাল-পাট্টা** — কেবল দুই গালের উপর রাখা দাড়ি। **গালবাদ্য** — (শিবপূজায়) গাল বাজাইবার ফলে বমবম শব্দ।

গাল— গালি, তিরস্কার, কটূবাক্য। [সং. গালি।] **গালমন্দ** — গালি ও কটূকথা।

গালচে — ('গালিচা' দেখ।)

গালা — লাক্ষা।

গালা — ক্রি. তরল জিনিস বাহির করা। [ঃ ফেন 'গালা'।] ফুঁড়িয়া রস বাহির করা। [ঃ ফোড়া 'গালা'।] ছাঁকা।

গালাগাল, গালাগালি — গালিগালাজ, গাল-মন্দ।

গালানো — ক্রি. অপরকে দিয়া গালা। তাপ দিয়া তরল করা। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

গালি — গাল, তিরস্কার, কটূবাক্য। [ঃ 'গালি' দেওয়া; ঃ 'গালি' পাড়া; ঃ 'গালি' খাওয়া।] [সং.] **গালিগালাজ** — গাল-মন্দ, গালাগালি।

গালিচা — পশম ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম নরম ফরাশ, কার্পেট। [তু.]

গালিত — গালা হইয়াছে এমন।

গাহক — ক্রেতা, খরিদ্দার, গ্রাহক।

গাহন — স্নান, অবগাহন।

গিজগিজ — লোক ইত্যাদির সংখ্যাধিক্য-সূচক অনুকার। [ঃ লোক 'গিজগিজ' করছে।]

গিটকিরি — (গানে) বিভিন্ন সুরের পর পর দ্রুত উচ্চারণ।

গিঁট, গিঁঠ — গাঁট, ছোট গাঁট। [ঃ 'গিঁঠ' দেওয়া।] [সং. গ্রন্থি।]

গিধড় — শকুন। শৃগাল।

গিনি — একরকম স্বর্ণমুদ্রা। অল্প-তামা-মিশ্রিত সোনা (২২ ভাগ সোনা ও ২ ভাগ তামা।)। [ই. guinea.] **গিনি পিগ** — একরকম ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, বিলাতী ইঁদুর।

গিন্নি, গিন্নী — গৃহিণী, বাড়ির কর্ত্রী। স্ত্রী, পত্নী। **গিন্নীপনা** — গিন্নীর কাজ ও নৈপুণ্য। গিন্নীর মতো আচরণ। **গিন্নীবান্নী** — ণ. গিন্নীপদে অধিষ্ঠিতা বা গিন্নীর মতো ভারিক্কী। [ঃ 'গিন্নী-বান্নী' মেয়ে।]

গিমা — একরকম তিক্ত শাক।

গিয়া — যাইয়া। **গিয়ে, গে** — গিয়া। কথার মাত্রা। [ঃ তোমার 'গিয়ে'।]

গিরগিটি—একরকম টিকটিকি, বহুরূপী, chameleon.

গিরা — এক গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। [ফা.]

-গিরি — কাজ, পেশা, ব্যবহার ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'কুলিগিরি'; ঃ 'বাবুগিরি'।]

গিরি — পাহাড়, পর্বত। **গিরিকন্যা, গিরিজা** — পুরাণে বর্ণিতা হিমালয়কন্যা গৌরী, উমা, পার্বতী। **গিরিজায়া** — পুরাণে বর্ণিতা হিমালয়পত্নী মেনকা। **গিরিদরী** — পর্বতের গুহা। **গিরিপথ, গিরিবর্ত্ম** — পার্বত্য পথ। পর্বতের মধ্য-বর্তী পথ। **গিরিবালা** — পার্বতী, উমা। **গিরিমাটি** — গৈরিক রংয়ের এক-রকম মাটি। **গিরিমালা** — পর্বতশ্রেণী। **গিরিশ** — পর্বতে শয়ন করেন যিনি, শিব। **গিরিশৃঙ্গ** — পর্বতের চূড়া।

গিরিসংকট, গিরিসঙ্কট — পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ। **গিরীন্দ্র, গিরীশ**— পর্বতরাজ, হিমালয়। স্ত্রী. **গিরীন্দ্রাণী**— পর্বতরাজপত্নী, হিমালয়পত্নী মেনকা।

গির্জা — খ্রীষ্টানদের উপাসনামন্দির। [পো. igreja.]

গির্দা — বড় বালিশ, তাকিয়া। [ফা. গির্দ্।]

গিলটি — সোনার সূক্ষ্ম লেপ। [ঃ 'গিলটি'-করা গয়না।] [ই. gilt.]

গিলন — গলাধঃকরণ, গেলা।

গিলা — ('গেলা' দেখ।) ('গিলে' দেখ।)

গিলানো — ('গেলানো' দেখ।)

গিলে — ঘষিয়া কাপড় কুঁচকাইবার জন্য একরকম চেপ্টা বিচি। ণ. ঐ বিচি ঘষিয়া কোঁচকানো। [ঃ 'গিলে' করা।]

গিলিত — গেলা হইয়াছে এমন। বি. গেলা জিনিস। **গিলিতচর্বণ**—গেলা জিনিসকে উগরাইয়া মুখে আনিয়া আবার চিবানো, জাবরকাটা, রোমন্থন। (নিন্দায়) শেখা বুলি বার বার আওড়ানো।

গিশগিশ, গিসগিস — ('গিজগিজ' দেখ।)

গীত — বি. গান। ণ. গাওয়া হইয়াছে এমন। **গীতগোবিন্দ** — কবি জয়দেবরচিত বিখ্যাত কাব্য। **গীতবাদ্য** — গানবাজনা। **গীতা** — (সংক্ষেপে) ভগবদ্গীতা।

গীতি — গান। গাহিবার উপযুক্ত কবিতা। **গীতিকা** — ছোট গান বা গাহিবার উপযুক্ত ছোট কবিতা। **গীতিকাব্য** — গাহিবার উপযুক্ত কাব্য, গীতিপ্রধান কাব্য। **গীতিনাট্য**—গীতিপ্রধান বা সুরপ্রধান নাটক। যাত্রার পালাগান। অপেরা।

গীম — (প্রাচীন কবিতায়) গ্রীবা।

গীরত — (প্রাচীন কবিতায়) পড়ে।

গীর্ণ — কথিত, বর্ণিত। গিলিত।

গীর্দেবী — বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী।

গীর্বাণ — (গীঃ অর্থাৎ বাণীই যাহার বাণ বা অস্ত্র) দেবতা।

গীষ্পতি — (গীঃ-র অর্থাৎ বাণীর অধিপতি) দেবগুরু বৃহস্পতি। ণ. পণ্ডিত।

গু — বিষ্ঠা, মল। [সং. গূ।]

গুঁইয়া — সাথী, সখা। গুপ্তচর।

গুগলি — একরকম ছোট শামুক।

গুগ্গুল—একরকম গাছের সুগন্ধ নির্যাস যাহা ধূপ তৈয়ারির জন্য লাগে।

গুচ্ছের — (অবজ্ঞায়) অনেক, বহু।

গুচ্ছ — গোছা, থোকা। [ঃ 'কেশগুচ্ছ'; ঃ 'দ্রাক্ষাগুচ্ছ'।] [সং.]

গুছানো — ক্রি. সাজাইয়া রাখা। [ঃ ঘর 'গুছানো'।] গুচ্ছ বা একত্রিত করা। সুশৃঙ্খল করা। টাকাপয়সা আত্মসাৎ করা। [ঃ বেশ কিছু 'গুছিয়েছে'।] বি. ও ণ. ঐ সকল অর্থে।

গুছি—ছোট গোছা। বিনুনি লম্বা করিবার জন্য ফিতা বা আলগা চুলের গোছা। [সং. গুচ্ছ।]

গুজগুজ — চুপি চুপি কথা, অস্পষ্ট কথা। [ঃ 'গুজগুজ' করা।] **গুজগুজানি** ফিসফিসানি। ণ. **গুজগুজে** — মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলে না এমন।

গুজব — জনরব, লোকমুখে শোনা খবর [আ. গওয; হি. গুজফ্।]

গুজরত — মারফত, হস্তে। [ঃ 'গুজরত' খোদ = নিজের মারফত।] [ফ গুজার্‌দা।]

গুজরাট — প্রাচীন গুর্জর রাজ্য, বর্তমান বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী একটি অঞ্চল। **গুজরাটী** — বি. গুজরাটের অধিবাসী বা ভাষা। ণ. গুজরাট সংক্রান্ত।

গুজরান — কাটানো, অতিবাহন, যাপন। [ঃ দিন 'গুজরান'।] জীবিকানির্বাহ

[ফা. গুজরান।]

গুজরি, গুজরিপঞ্চম — মেয়েদের পায়ের একরকম সেকেলে গয়না।

গুঁজি — ছোট গোঁজ।

গুজিয়া — ছোট গজা।

গুঞ্জ, গুঞ্জন — গুনগুন শব্দ। [ঃ ভ্রমর-'গুঞ্জন'।] মৃদু অস্পষ্ট শব্দ। ণ. —**গুঞ্জিত**।

গুঞ্জরণ — গুঞ্জন করণ। গুঞ্জন।

গুঞ্জরা — ক্রি. (পদ্যে) গুঞ্জন করা। [ঃ 'গুঞ্জরিল' ঃ 'গুঞ্জরে'।] **গুঞ্জরিত** — যেখানে গুঞ্জন করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ভ্রমরগুঞ্জরিত' পুষ্পোদ্যান।]

গুঞ্জা — ক্রি. (কবিতায়) গুঞ্জন করা।

গুঞ্জা, গুঞ্জিকা — কুঁচফল। [সং.]

গুঞ্জিত — ('গুঞ্জ' দেখ।)

গুটলি — গুটি, ছোট ডেলা।

গুটানো — ক্রি. টানিয়া জড়ো করা। [ঃ জাল 'গুটানো'; ঃ আস্তিন 'গুটানো'।] সংকুচিত করা। [ঃ হাত-পা 'গুটানো'।] তুলিয়া দেওয়া, বন্ধ করা। [ঃ কারবার 'গুটানো'।]

গুটি, গুটী — ছোট ডেলা, গুলি, বড়ি। বসন্ত রোগের ব্রণ। কচি ফল। [ঃ আমের 'গুটি'; ঃ নারিকেলের 'গুটি'।] রেশমের কোষ। পতঙ্গের কোষাশ্রিত রূপ, chrysalis, ঘুঁটি। [সং.] **গুটি-পোকা** — রেশম-উৎপন্নকারী পোকা।

গুটিকতক, গুটিকয়, গুটিকয়েক—কয়েকটি।

গুটিকা — ('গুটি' দেখ।)

গুটিগুটি — ধীরে ধীরে পা ফেলা সূচক অনুকার। [ঃ 'গুটিগুটি' চলা।]

গুড় — আখ খেজুর তাল ইত্যাদির জ্বাল দিয়া ঘন-করা রস। ণ.—**গুড়ে**। [ঃ 'গুড়ে' বাতাসা।] **গুড়ে বালি** — ব্যর্থতা, আশাভঙ্গ।

গুড়গুড় — মেঘ ইত্যাদির ডাকের শব্দের অনুকার। হুঁকায় তামাক খাইবার শব্দ।

গুড়গুড়ি — আলবলা, ফরসি।

গুড়া — নৌকার পাশের দিকের বসিবার তক্তা।

গুঁড়া — চূর্ণ, গুঁড়ো।

গুড়াকা — তন্দ্রা, নিদ্রা।

গুড়াকেশ — শিব। অর্জুন।

গুড়ানো — ('গুটানো' দেখ।)

গুঁড়ানো — ক্রি. চূর্ণ করা গুঁড়া করা। ণ. চূর্ণ করা হইয়াছে এমন। বি. চূর্ণ করণ।

গুড়িমারা — হাত-পা গুটাইয়া লুকাইয়া থাকা। **গুড়িসুড়ি** — জড়সড়।

গুঁড়ি — গাছের কান্ড, গাছের প্রধান মোটা অংশ। চূর্ণ, গুঁড়া। **গুঁড়ি গুঁড়ি** – বিন্দু বিন্দু, গুঁড়ার আকারে। [ঃ 'গুঁড়ি গুঁড়ি' বৃষ্টি।]

গুড়ুক — গুড়-মেশানো তামাক। তামাক। হুঁকা।

গুড়ুচি — গুলঞ্চ।

গুড়ুম – কামান ইত্যাদির শব্দের অনুকার।

গুণ — প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্ম। [ঃ জলের একটি 'গুণ' তারল্য।] চরিত্রের প্রশংসনীয় দিক। [ঃ লোকটির 'গুণ' অনেক।] উপযোগিতা। [ঃ ঔষধের 'গুণ'।] তুক, বশীকরণ। [ঃ লোকটাকে 'গুণ' করেছে।] (গণিতে) রাশির বৃদ্ধি, পূরণ। [ঃ দশ দিয়া 'গুণ' করা।] (অলংকারশাস্ত্রে) প্রসাদ মাধুর্য ওজঃ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। ধনুকের ছিলা, জ্যা। (ব্যাকরণে) স্বরের পরিবর্তন, ই-ঈ স্থানে এ এবং উ-ঊ স্থানে ও ইত্যাদি হওয়া। **গুণ-গ্রাম** — গুণাবলী, গুণসকল। **গুণ-গ্রাহিতা** — অপরের প্রশংসনীয় দিক-গুলিকে সহজে স্বীকার ও গ্রহণ। **গুণগ্রাহী** — যিনি সহজে অপরের গুণগুলিকে স্বীকার করেন ও মর্যাদা

দেন। **গুণজ্ঞ** — গুণগ্রাহী। **গুণধর** — গুণী। (ব্যঙ্গার্থে) গুণহীন, দুষ্ট। **গুণধাম, গুণনিধি** — বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি, বহু গুণের আধার।

গুণক — যে অঙ্ক বা রাশির দ্বারা গুণ করা হয়।

গুণন — এক রাশির দ্বারা অপর রাশিকে গুণ করা, পূরণ। **গুণনীয়** — যে রাশিকে গুণ করা হয়। **গুণনীয়ক** — যে রাশির দ্বারা অপর কোন নির্দিষ্ট রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না।

গুণপনা — নৈপুণ্য, চরিত্রের প্রশংসনীয় দিক।

গুণফল — এক রাশিকে অপর রাশির দ্বারা গুণ করার ফলে প্রাপ্ত রাশি।

গুণবতী — ('গুণবান্' দেখ।)

গুণবত্তা — গুণশালিতা।

গুণবাচক — গুণ প্রকাশ করে এমন।

গুণবান্ — যাহার গুণ আছে এমন, গুণী। স্ত্রী. — **গুণবতী**। [সং. গুণবৎ।]

গুণমণি — গুণ আছে বলিয়া রত্নস্বরূপ।

গুণময় — বহুগুণসম্পন্ন। স্ত্রী. — **গুণময়ী**।

গুণমুগ্ধ — গুণের দ্বারা অভিভূত। স্ত্রী. — **গুণমুগ্ধা**।

গুণশালী — গুণ আছে এমন, গুণবান্। [সং. গুণশালিন্।] স্ত্রী. — **গুণশালিনী**। বি. — **গুণশালিতা**।

গুণহীন — যাহার গুণ নাই, নির্গুণ। স্ত্রী. — **গুণহীনা**।

গুণাকর — গুণের খনি, বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি, গুণনিধি।

গুণাগুণ — দোষগুণ, ভালো ও মন্দ দিক্।

গুণাঢ্য — বহু গুণ আছে এমন, বহু-গুণশালী।

গুণাধার — বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি, গুণধাম।

গুণান্বিত — গুণসম্পন্ন, গুণ আছে এমন। স্ত্রী. — **গুণান্বিতা**।

গুণাবলি, গুণাবলী — গুণের সমষ্টি, গুণসমূহ।

গুণার্ণব — গুণের সাগর, বহুগুণের অধিকারী।

গুণিত — যাহার গুণ করা হইয়াছে এমন।

গুণিতক — অপর কোনও নির্দিষ্ট রাশি দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না এমন রাশি, multiple.

গুণিন — ('গুনিন' দেখ।)

গুণী — যাহার গুণ আছে। সংগীতাদি কলাশিল্পে নিপুণ। [সং. গুণিন্।]

গুণোপেত — গুণযুক্ত, গুণশালী।

গুণ্ঠন — আবরণ, ঘোমটা, অবগুণ্ঠন। গ. **গুণ্ঠিত** — আবৃত, ঘোমটা-ঢাকা। স্ত্রী — **গুণ্ঠিতা**।

গুণ্ডা — দুর্বৃত্ত, বদমায়েস, ঠেঙাড়ে বি. **গুণ্ডামি** — গুণ্ডার কাজ, গুণ্ডার মতো আচরণ।

গুণ্ডি — পানের সঙ্গে খাইবার উপযোগী একরকম মাদক মসলা, দোক্তা।

গুণ্য — যে রাশিকে গুণ করিতে হইবে এমন, গুণনীয়।

গুঁতা — লাঠি শিং ইত্যাদি দিয়া ধাক্কা ধমক, শাসানি। **গুঁতাগুঁতি** — ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। বিবাদ। **গুঁতানো** — গুঁতা দেওয়া।

গুঁতো, গুঁতোগুঁতি — ('গুঁতা' ও 'গুঁতাগুঁতি' দেখ।)

গুদাম — যেখানে পণ্যদ্রব্যাদি সঞ্চিত থাকে মালখানা, 'গোডাউন'। [পো. gudao

গুন — কাছি, দড়ি। চট। **গুনগাছ** নৌকার উঁচু কাঠ যাহাতে দড়ি বাঁধিয়া গুন টানা হয়। **গুনছুঁচ** — দড়ি দিয়া সেলাই করিবার উপযোগী বড় ছুঁচ।

গুন টানা — গুন বা দড়ির সাহা

নৌকা টানিয়া লইয়া যাওয়া।
গুনগুন — গুঞ্জনের শব্দ।
গুনতি — ('গনতি' দেখ।)
গুনা, গুনো — পেঁচ বা স্ক্রুর শিরা, screw thread.
গুনাহ্ — পাপ। [ফা.]
গুনাগার, গুনাগারি — ত্রুটির বা ভুলের জন্য ক্ষতিপূরণ, গচ্চা। [ফা. গুনাহ্-গার।]
গুপ্ত — লুক্কায়িত। গোপনে আছে এমন। গোপনীয়। হিন্দুদের পদবী বিশেষ। **গুপ্তঘাতক** — যে লুক্কায়িত থাকিয়া হত্যা করে। **গুপ্তচর** — গোয়েন্দা। **গুপ্তধন** — লুকানো উদ্দেশহীন সম্পদ্। **গুপ্তরহস্য** — গোপনীয় ব্যাপারের ভিতরের খবর। **গুপ্তহত্যা** — গোপনে খুন।
গুপ্তি—গোপনে রক্ষণ। [ঃ 'মন্ত্রগুপ্তি'।] লাঠির ভিতরে লুকাইয়া রাখা যায় এমন তলোয়ার।
গুফা — গুহা, গুম্ফা, পর্বতকন্দর।
গুঁফো — গোঁফ আছে এমন, গুম্ফযুক্ত।
গুবরে — (গোবরে জন্মে এই অর্থে) একরকম পোকা।
গুবাক — সুপারি, গুয়া। [সং.]
গুম — কিল ইত্যাদি মারিবার শব্দসূচক অনুকার।
গুম — লুক্কায়িত। গুপ্ত। [ঃ লাশ 'গুম' করা; ঃ 'গুম' খুন।] [ফা.]
গুম — গম্ভীর। [ঃ শুনে 'গুম' হ'য়ে রইলো।]
গুমট — বাতাস না থাকার ফলে গরম, উষ্ণ ও স্তব্ধ ভাব।
গুমটি — পাহারাওয়ালার ঘর। ছোট ঘর।
গুমর — দেমাক, অহংকার। [ফা. গুমান্।]
গুমরানো — ক্রি. রাগ দ্বেষ ইত্যাদি প্রকাশ না করিয়া চুপ থাকা।
গুমসা — গুমট। **গুমসানি** — গুমসা ভাব, গুমট। **গুমসানো** — ক্রি. গুমট হওয়া। তাপে ভাপসিয়া যাওয়া।
গুমা — ছাতাপড়া, ভাপসানো।
গুম্ফ — গোঁফ। গুচ্ছ। [সং.] **গুম্ফ-বন্ধনী** — একরকম বন্ধনী চিহ্ন, { }
গুম্ফন — গাঁথা, গ্রন্থন। ণ.—**গুম্ফিত**।
গুম্ফা — গুহা।
গুয়া — সুপারি, গুবাক।
গুরু—বি. শিক্ষক, আচার্য। ধর্মোপদেষ্টা। পূজনীয় ব্যক্তি। ণ. দুর্বহ, ভারী। **গুরুকুল** — গুরুর বংশ। গুরুর আশ্রম বা গৃহ। **গুরুগিরি** — গুরুর পেশা। পেশাদারী অধ্যাপনা। **গুরুচণ্ডালি** — সাধু ও প্রচলিত শব্দের একত্র প্রয়োগ। ণ. — **গুরুচণ্ডালী**। [ঃ 'গুরুচণ্ডালী' দোষ।] **গুরুজন** — বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। **গুরুঠাকুর** — ধর্মবিষয়ে শিক্ষা-দাতা, গুরুদেব। **গুরুতর** — গুরুত্ব-পূর্ণ, মারাত্মক, মহা। [ঃ 'গুরুতর' অপরাধ।] গুরুত্ব — ভার, ওজন। প্রয়ো-জনীয়তা। যুক্তিপূর্ণতা, গ্রহণযোগ্যতা। **গুরুত্ব আরোপ, গুরুত্বদান** — প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বলিয়া স্বীকার বা গ্রহণ। **গুরুত্বপূর্ণ** — অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, মূল্য-বান, যাহার উপর ফলাফল নির্ভর করে এমন। বি. **গুরুত্বপূর্ণতা**। **গুরুদক্ষিণা** — শিক্ষাশেষে গুরুকে দেয় দক্ষিণা। **গুরু-দশা** — পিতামাতার মৃত্যুতে শোকপূর্ণ অবস্থা। (জ্যোতিষে) বৃহস্পতির দশা। **গুরুদার** — গুরুপত্নী। **গুরুদেব** — ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা দেন যিনি, পরম শ্রদ্ধেয় গুরু। **গুরুদ্বার** — শিখদের ধর্মমন্দির। **গুরুপত্নী** — গুরুর স্ত্রী। **গুরুপাক** — সহজে হজম হয় না এমন, দুষ্পাচ্য। **গুরুবন্ধনী** — একরকম বন্ধনী চিহ্ন, [ ]। **গুরুবল** — কপালজোর, ভাগ্যবল।

গুরুভাই — একই গুরুর শিষ্য। **গুরু-মশাই, গুরুমশায়, গুরুমহাশয়** — পাঠশালার শিক্ষক। **গুরুমা** — গুরুপত্নী। **গুরুমারা** — গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত যে বিদ্যাকে গুরুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় বা যে প্রয়োগ করে। [ঃ 'গুরু-মারা' বিদ্যা; ঃ 'গুরুমারা' চেলা।] **গুরু-মুখী** — শিখদের মধ্যে প্রচলিত বর্ণ-মালা। **গুরুস্থানীয়** — গুরুতুল্য। **গুরু-হত্যা** — গুরুর জীবননাশ। **গুরুহন্তা** — গুরুহত্যাকারী। স্ত্রী. — **গুরুহন্ত্রী।**

গুর্জর — একটি বহিরাগত প্রাচীন জাতি। গুজরাট। গুজরাটের অধিবাসী। স্ত্রী. **গুর্জরী** — গুজরাটের অধিবাসিনী। একরকম রাগিণী।

গুর্বিণী — গর্ভবতী।

গুর্বী — গুরুপত্নী। মহতী। গর্ভবতী।

গুল — ফুল। গোলাপ ফুল। [ফা.]

গুল — কয়লার গুঁড়া দিয়া তৈয়ারী গোলাকার জ্বালানি। পোড়া তামাক।

গুল — মিথ্যাকথা, ধাপ্পা। [ঃ 'গুল' দেওয়া।]

গুলজার — শোভা পাইয়াছে বা জমিয়াছে এমন, জাঁকালো, জমজমে। [ঃ নরক 'গুল-জার'; ঃ সভা 'গুলজার'।] [ফা.]

গুলঞ্চ — একরকম লতা, গুড়ুচি।

গুলতরাস — যাহারা কাগজ কাটিয়া ফুল তৈয়ারি করে। [ফা.]

গুলতান, গুলতানি — জটলা ও বাজে আলোচনা। [ফা. গুল্‌তান্‌।]

গুলতি — বাঁটুল, গুলী। বাঁটুল ছুঁড়িবার একরকম ছোট ধনুক।

গুলবাজ — মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ।

গুলবদনী — কোমলাঙ্গী। [ফা. গুল্‌-বদন।]

গুলদার, গুলবাহার — ফুলের নকশা আছে এমন। [ঃ 'গুলবাহার' শাড়ি।] [ফা.]

গুলা — ক্রি. তরল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করা।

-গুলা, -গুলি — অনেক বা বহু বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'ফুল-গুলা'।] (সমাদর বা স্নেহ বুঝাইলে -'গুলি' ব্যবহৃত হয়।) [সং. কুল।]

গুলানো — ক্রি. ঘোলা করা। [ঃ জল 'গুলানো'।] গোলমাল করিয়া ফেলা, গোল পাকানো, জড়াইয়া ফেলা। [ঃ হিসাব 'গুলানো'।] অস্বস্তিবোধ হওয়া। [ঃ গা 'গুলানো'।]

গুলাব — গোলাপ। **গুলাবী** — গোলাপী। [ফা.]

গুলাল — আবীর। [ফা. গুল্লালা।]

-গুলি — (-'গুলা' দেখ।)

গুলি, গুলিকা — ছোট গোলাকার জিনিস। বড়ি, বটিকা। বন্দুকের ছোট বাটুল। আফিম হইতে তৈয়ারী একরকম মাদক-দ্রব্য। হাতপায়ের পিণ্ডাকার কঠিন মাংস-পেশী। **গুলি করা** — বন্দুক ছোঁড়া, বন্দুকের গুলির দ্বারা আঘাত করা। **গুলি খাওয়া** — আফিম হইতে তৈয়ারী একরকম মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া নেশা করা। **গুলি লাগা** — বন্দুকের গুলিতে আহত হওয়া। **গুলিখুরী** — গুলি-খোরের উপযুক্ত। আজগুবি। **গুলিখোর** —যে আফিম হইতে প্রস্তুত গুলি দিয়া নেশা করে। (নিন্দার্থে) মিথ্যুক। কল্পনাপ্রবণ। **গুলিডাং, গুলিডাণ্ডা** — একরকম খেলা, 'ডাংগুলি'।

গুলী — ('গুলি' দেখ।)

গুল্‌ফ — গোড়ালি। [সং.]

গুল্ম — ঝাড় হইয়া উঠে এমন ছোট গাছ, shrub. প্লীহাবৃদ্ধি রোগ।

গুষ্টি — ('গোষ্ঠী' দেখ।) **গুষ্টির পিণ্ডি, গুষ্টির মাথা** — গালিবিশেষ।

গুহ — কার্ত্তিকেয়। বাঙ্গালী কায়স্থের

পদবী বিশেষ।
গুহক — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত চণ্ডাল, রামচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু।
গুহা — পাহাড়ের গহ্বর। গহ্বর। **গুহাচর** — গুহায় বিচরণ করে এমন। **গুহাবাসী** — গুহায় বাস করে এমন। **গুহাশয়** — গুহায় শয়ন বা বাস করে এমন। **গুহাহিত** — নিগূঢ়, গোপন।
গুহ্য — ণ. গোপনীয়। গূঢ়। বি. মলদ্বার। **গুহ্যদেশ**, **গুহ্যদ্বার** — মলদ্বার।
গূঢ় — গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন। দুর্বোধ, জটিল। গহন, দুর্গম। বি. — **গূঢ়তা**।
গুবাক — ('গুবাক' দেখ।)
গৃধিনী — স্ত্রী শকুনি। শকুনি।
গৃধ্নু — অত্যন্ত লোভী, লোলুপ। [ঃ অর্থ-'গৃধ্নু'।] বি. — **গৃধ্নুতা**।
গৃধ্র — শকুনি। স্ত্রী. — **গৃধিনী**।
গৃহ — ঘর, বাড়ি। কক্ষ। [সং.] **গৃহকর্তা** — বাড়ির প্রধান ব্যক্তি। স্ত্রী. **গৃহকর্ত্রী** — গৃহিণী। **গৃহকর্ম** — ঘরের কাজ। **গৃহগত** — ঘরোয়া। **গৃহজাত** — ঘরে তৈয়ারী। **গৃহতল** — ঘরের মেঝে। **গৃহত্যাগ** — ঘর ছাড়িয়া গমন। ণ. **গৃহত্যাগী** — ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এমন। স্ত্রী.—**গৃহত্যাগিনী**। **গৃহদাহ** — অগ্নিকাণ্ড যাহার ফলে ঘরবাড়ি পোড়ে। **গৃহদেবতা** — পরিবারের উপাস্য দেবমূর্তি, কুলদেবতা। **গৃহধর্ম** — গৃহীর করণীয় কাজ। **গৃহপালিত** — বাড়িতে পোষা হয় এমন। [ঃ 'গৃহপালিত' জীব।] **গৃহপ্রবেশ** — নূতন গৃহে বাস শুরু করিবার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। **গৃহবাটিকা** — বাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন বাগান। **গৃহবাসী** — গৃহী, গৃহস্থ। **গৃহবিচ্ছেদ**, **গৃহবিবাদ**, **গৃহবিরোধ** — পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ ও শত্রুতা। স্বদেশবাসীর মধ্যে কলহ ও যুদ্ধ। **গৃহভেদী** — গৃহবিবাদের সৃষ্টি করে এমন। ঘরের গোপনীয় তথ্য বাহিরে প্রকাশ করে এমন। আত্মীয় বা স্বজনের ধ্বংসের চেষ্টা করে এমন। **গৃহযুদ্ধ** — স্বদেশবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ, civil war. **গৃহলক্ষ্মী** — গৃহের কল্যাণরূপিণী নারী। কুলবধূ। **গৃহশিক্ষক** — যিনি ছাত্রের বাড়িতে আসিয়া পড়ান, private tutor. **গৃহশূন্য** — যাহার গৃহ নাই, গৃহহীন। **গৃহসজ্জা** — ঘরের সাজ, আসবাবপত্র। **গৃহস্থ** — সংসারী, গৃহী। **গৃহস্থালি** — ঘরকন্না, ঘরের কাজ। সংসার। **গৃহস্থাশ্রম** — প্রাচীন আর্যদের জীবনযাত্রার দ্বিতীয় কাল, গার্হস্থ্য আশ্রম। **গৃহস্থিত** — বাড়িতে আছে এমন। **গৃহস্বামিনী** — বাড়ির কর্ত্রী, গৃহিণী। **গৃহস্বামী** — বাড়ির কর্তা। **গৃহহারা** — যাহার ঘর-বাড়ি ছিল অথচ এখন নাই এমন। গৃহহীন। **গৃহহীন** — যাহার ঘর-বাড়ি নাই এমন। স্ত্রী. — **গৃহহীনা**। **গৃহাগত** — বাড়িতে আসিয়াছে এমন। **গৃহান্তর** — অন্য গৃহ, অন্য বাড়ি। **গৃহাভ্যন্তর** — বাড়ির ভিতর। **গৃহাশ্রম** — গার্হস্থ্য আশ্রম, সংসারধর্ম। **গৃহাসক্ত** — ঘরকুনো, ঘরে বসিয়া থাকিতে ভালোবাসে এমন। বি. — **গৃহাসক্তি**।
গৃহী — সংসারী, গৃহস্থ, বিবাহিত। [সং. গৃহিন্।] স্ত্রী. **গৃহিণী** — গৃহের প্রধানা নারী, গিন্নী। পত্নী, স্ত্রী। **গৃহিণীপনা**—গৃহিণীর কাজ। গৃহিণীর মতো আচরণ।
গৃহীত — গ্রহণ করা হইয়াছে এমন। স্বীকৃত। মঞ্জুর।
গৃহ্য — গৃহ সংক্রান্ত। **গৃহ্যসূত্র** — গৃহস্থের কর্তব্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আছে এমন একটি প্রাচীন গ্রন্থ।
গে — ('গিয়ে' দেখ।)

গেছো — গাছে থাকে এমন। [ঃ 'গেছো' ব্যাঙ।] গাছে চড়ে এমন। [ঃ 'গেছো' মেয়ে।]

গেঁজ, গ্যাঁজ — অংকুর, কল। আব। ওল ইত্যাদির গায়ের ছোট ছোট উঁচু অংশ।

গেঁজলা — ফেনা। [ঃ মুখে 'গেঁজলা' ওঠা।] **গেঁজলা ভাঙ্গা** — মুখ দিয়া ফেনা বাহির হওয়া।

গেঁজানো — পচাইয়া মাতানো বা ফেনাযুক্ত করা, গাঁজানো। একই কথা বারবার বলিয়া সময় নষ্ট করা।

গেঁজে — কোমরে রাখিবার উপযোগী সরু লম্বা থলি।

গেজেট — খবরের কাগজ। সরকারী সংবাদপত্র। [ই. gazette.]

গেঁজেল — গাঁজাখোর।

গেঞ্জি — একরকম ছোট বোনা জামা। [ই. guernsey.]

গেট — ফটক, সদর দরজা, তোরণ। [ই.]

গেঁটা, গ্যাঁটা — বেঁটে মোটা ও বলিষ্ঠ।

গেঁটে — গাঁটযুক্ত। গাঁটে হয় এমন। [ঃ 'গেঁটে' বাত।]

গেঁড় — শিকড়ের গোলাকার বা পরিপুষ্ট অংশ। [ঃ কচুর 'গেঁড়'।]

গেঁড়া — বেঁটে, খর্বাকৃতি।

গেঁড়া — চুরি, গাপ। [ঃ 'গেঁড়া' মারা।]

গেঁড়ি — ছোট শামুক, গুগলি।

গেন্ডারি — আখ। (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত।)

গেন্ডু, গেন্ডুক, গেন্ডুয়া — বল, ভাঁটা, কন্দুক।

গেঁতো — অলস, কুঁড়ে, দীর্ঘসূত্রী।

গেঁদা — একরকম ফুল, গাঁদা।

গেনু — গেলাম, গমন করিলাম।

গেয় — গাহিবার যোগ্য। গাহিতে হইবে এমন।

গেঁয়ো — (নিন্দার্থে) গ্রাম্য।

গেয়ান — (প্রাচীন কবিতায়) জ্ঞান।

গেরস্ত — গৃহস্থ।

গেরন — (কথ্য) গ্রহণ।

গেরি — গৈরিক। [ঃ 'গেরি' মাটি।]

গেরিলা — গুপ্তযোদ্ধা। অর্ধ-সামরিক যোদ্ধা। [স্পেনিশ guerilla.] **গেরিলা যুদ্ধ** — গুপ্ত খণ্ডযুদ্ধ।

গেরুয়া — গৈরিক রং। গৈরিক রঙের কাপড়। [সং. গৈরিক।]

গেরেফতার, গেরেফতারী — ('গ্রেপ্তার' ও 'গ্রেপ্তারী' দেখ।)

গেরো — কুগ্রহ, দুর্দৈব। [সং. গ্রহ। গাঁট, বাঁধন। [ফা. গিরহ্‌।]

গের্দ — বেষ্টন, আটক। [ফা. গির্দ্‌।]

গেল — যাইল। ণ. গত, ঠিক পূর্ববর্তী। [ঃ 'গেল' বছর।] **গেল** — বিপন্ন হইল, ধ্বংস হইল। খরচ হইল। নষ্ট হইল। অতিবাহিত হইল। **গেল যা** — বিরক্তিসূচক শব্দ। **গেল-গেল** — ভীত সন্ত্রস্ত কলরব।

গেলা — ক্রি. গিলিয়া ফেলা, গলাধঃকরণ করা। (নিন্দায়) খাওয়া। ণ. গিলিত, গিলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন। বি. গলাধঃকরণ, গিলন।

গেলানো — ক্রি. জোর করিয়া গলাধঃকরণ করানো। জোর করিয়া খাওয়ানো।

গেলাপ — আবরণ, ওয়াড়। [আ. গিলাফ্‌।]

গেলাস — জল খাইবার পাত্র। [ই. glass.]

গেলি — বি. ছাপাইবার পূর্বে সজ্জিত অক্ষরগুলিকে রাখিবার জন্য কাঠের লম্বা পাত্র। ণ. ঐরূপ পাত্রে রক্ষিত [ঃ 'গেলি' প্রুফ।] [ই. galley.]

গেল্পো — গাল সংক্রান্ত। কল্পিত। গাল গল্প করিতে ভালোবাসে এমন।

গেহ — (কবিতায়) গৃহ। **গেহিনী** (কবিতায়) গৃহিণী।

গৈবী — ('গয়বী' দেখ।)
গৈরিক — গিরিমাটির রং, গেরুয়া রং। ণ. পর্বতজাত। পর্বত সংক্রান্ত।
গো — গোরু। গাই। বৃষ। পৃথিবী। ভূমি।
গো — সস্নেহ সম্বোধন। [ঃ কি 'গো'।]
গোঁ — জিদ। [ঃ 'গোঁ' ধরা।]
গোকুল — মথুরার নিকটবর্তী একটি গ্রাম, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার স্থান। **গোকুলে বাড়া** — অজ্ঞাত শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া।
গোক্ষুর, গোখুরা — একরকম বিষাক্ত সাপ।
গোঁ-গোঁ — যন্ত্রণা ও মূর্ছিত অবস্থায় কাতরানির শব্দ সূচক অনুকার।
গোগ্রাস — গোরুর মতো না চিবাইয়া খাওয়া, দ্রুত ভোজন। বড় বড় গ্রাস। [ঃ 'গোগ্রাসে' গিলছে।]
গোঘাতক — গোহত্যাকারী।
গোঘ্ন — গোহত্যাকারী। অতিথি।
গোঙা — বোবা। **গোঙানি** — গোঁ গোঁ শব্দ করণ, কাতরানি। **গোঙানো** — ক্রি. গোঁ গোঁ শব্দ করা, কাতরানো।
গোচর — জানা গিয়াছে বা উপলব্ধি করা গিয়াছে এমন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'গোচর'।] উপনীত। [ঃ কর্ণ-'গোচর'।] অবগতি। [ঃ 'গোচরে' আনা।] **গোচরীভূত** — জানানো হইয়াছে এমন। জ্ঞাত।
গোচর — গোরু চরাইবার নির্দিষ্ট ভূমি।
গোচর্ম — গোরুর চামড়া।
গোচারণ — গোরু চরানো। **গোচারণ-ভূমি** — গোরু চরাইবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, গোচর।
গোচিকিৎসক — গোরুর চিকিৎসা করে যে, গোরুর ডাক্তার। **গোচিকিৎসা** — গোরুর চিকিৎসা।
গোছ — গুচ্ছ, গোছা। [ঃ চুলের 'গোছ'।] শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'গোছ'।] পায়ের গোড়ালির উপরের অংশ। **গোছগাছ**—গোছানো, সাজানো, শৃঙ্খলা।
গোছা — গুচ্ছ, একত্র কতকগুলি।
গোছানো — ('গুছানো' দেখ।)
গোছালো — শৃঙ্খলার সহিত কাজ করে এমন। শৃঙ্খলাপূর্ণ। মিতব্যয়ী।
গোছের — প্রায়, রকমের। [ঃ বোকা 'গোছের'।]
গোঁজ — খোঁটা, বড়ো পেরেকের মতো জিনিস। ণ. বিরক্তি অভিমান ইত্যাদির জন্য গম্ভীর। [ঃ মুখ 'গোঁজ' করা।]
গোঁজা — ক্রি. ঢুকাইয়া দেওয়া, ঢোকানো। নিচু করা। [ঃ মাথা 'গোঁজা'।] **গোঁজা দেওয়া** — গোঁজামিল দেওয়া। **গোঁজামিল** — হিসাব মিলাইতে না পারিয়া যা-তা ভাবে মিলাইয়া দেওয়া।
গোজাত — গোরু হইতে উৎপন্ন, গব্য।
গোজাতি — পৃথিবীর সমুদয় গোরু।
গোট — কোমরের একরকম গহনা, মেখলা।
গোটা — আস্ত, অখণ্ড। থান। [ঃ 'গোটা' কতক।] **গোটাকতক, গোটাকয়েক** — অল্প কয়েকটি।
গোটানো — ('গুটানো' দেখ।)
গোটিক—একটি। [ঃ কোটিকে 'গোটিক'।]
গোঠ — গোষ্ঠ, গোচারণভূমি।
গোড় — গোড়া, শিকড়। পা। **গোড়ে গোড় দেওয়া** — বিচার না করিয়া অনুসরণ করা, মতে মত দেওয়া।
গোড়া — মূল। আরম্ভ, আদি। মূল কারণ। [ঃ নষ্টের 'গোড়া'।]
গোঁড়া — প্রাচীনপন্থী। যুক্তিহীন অন্ধ-বিশ্বাসী। **গোঁড়ামি** — অন্ধবিশ্বাস, প্রাচীনপন্থিতা।
গোঁড়া লেবু — একরকম গোলাকার টক লেবু।
গোড়ালি — পায়ের চেটোর পেছনের দিক,

গুল্‌ফ, পাদমূল।

গো-ডিম — পাখির বাচ্চার ডিম হইতে বাহির হইবার পরের অবস্থা। **গো-ডিম ভাঙা** — ঐরূপ অবস্থার অবসান হওয়া।

গোড়ে — মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

গোত্তা — নিচের দিকে ঘুড়ির সজোরে নামা। [ঃ 'গোত্তা' খাওয়া।] [আ. গউতহ্‌।]

গোত্র — কুল, বংশ। ঋষিপ্রবর্তিত বংশ। [ঃ কাশ্যপ 'গোত্র'।] পর্বত। ণ. **গোত্রীয়** — গোত্র সংক্রান্ত, গোত্রের। দলীয়। **গোত্রজ** — গোত্রে জাত। সগোত্র। [সং.]

গোদ — একরকম পা-ফোলা রোগ, শ্লীপদ।

গোদা — বি. সর্দার, দলপতি। [ঃ পালের 'গোদা'।] ণ. গোদ আছে এমন। [ঃ 'গোদা' পায়ের লাথি।] মোটা।

গোদান — গোরুদান। ভূমিদান।

গোদাবরী — দাক্ষিণাত্যের একটি নদী।

গোদোহন — গাই দোওয়া।

গোধন — গোরুরূপ সম্পদ্‌।

গোধা, গোধিকা — গোসাপ। [সং.]

গোধূম — গম। [সং.] **গোধূমচূর্ণ** — আটা, ময়দা।

গোধূলি — সন্ধ্যার ঠিক পূর্ববর্তী সময় (যখন গোরু ধূলি উড়াইয়া ঘরে ফিরে)।

গোনা — ক্রি. গণনা করা। হাত দেখা বা কোষ্ঠি বিচার করা। ণ. গণনা করা হইয়াছে এমন। বি. গণনা, গণিত করণ। **গোনাগাঁথা** — সুনির্দিষ্টভাবে গোনা হইয়াছে এমন। সুনির্দিষ্টভাবে অল্প-পরিমাণ। [ঃ 'গোনাগাঁথা' পাঁচজন।]

গোপ — গোয়ালা, গোপালনকারী। স্ত্রী. — **গোপিকা, গোপিনী, গোপী**।

গোপন — বি. লুকাইয়া রাখা, অপরকে না জানানো। ণ. লুকাইবার বা কাহাকেও না জানাইবার যোগ্য, গুপ্ত। [ঃ 'গোপন' কথা। **গোপনীয়** — গোপনের যোগ্য, অপ্রকাশ্য। বি. — **গোপনীয়তা**। **গোপনে** — অপরের অজ্ঞাতে। নির্জন স্থানে। [ঃ 'গোপনে' ডাকিয়া বলা।]

গোপা — বুদ্ধদেবের স্ত্রীর নাম।

গোপাঙ্গনা — গোপিনী, গোয়ালিনী।

গোপাল — শ্রীকৃষ্ণ। গোয়ালা। আদরের ছেলে। [ঃ 'গোপাল' আমার।] **গোপালক** — গোয়ালা, রাখাল। **গো-পালন** — গোরু পোষা, গো-রক্ষা। **গোপালভোগ** — একরকম মিহি ধান। একরকম আম।

গোপিকা, গোপিনী, গোপী — ('গোপ' দেখ।)

গোপিনীবল্লভ, গোপীজনবল্লভ — শ্রীকৃষ্ণ।

গোপিত — গোপন করা হইয়াছে এমন, লুক্কায়িত, রক্ষিত।

গোপীচন্দন — বৈষ্ণবের তিলকমাটি।

গোপীযন্ত্র — একরকম একতারা বাদ্যযন্ত্র।

গোপুর, গোপুরম্‌ — মন্দিরের তোরণ।

গোপেন্দ্র, গোপেশ — শ্রীকৃষ্ণ।

গোপ্তব্য — গোপন করার যোগ্য।

গোপ্তা — পালক, রক্ষক। গোপনকারী। [সং. গোপ্তৃ।] স্ত্রী. — **গোপ্ত্রী**।

গোঁফ — মোচ, ঠোঁটের উপরের চুল। [সং. গুম্ফ।]

গোফা — (প্রাচীন কবিতায়) গহ্বর, গুহা।

গোবৎস — বাছুর। স্ত্রী. — **গোবৎসা**।

গোবদা — মোটা, মাংসল।

গোবদ্যি — ('গোবৈদ্য' দেখ।)

গোবদ্যি — ('গোবৈদ্য' দেখ।)

গোবর — গোরুর মল, গোময়। **ষাঁড়ের গোবর** — অপদার্থ। অকর্মণ্য। **গোবর-গণেশ** — বোকা নিরীহ লোক। **গোবর-গাদা** — গোময়ের স্তূপ। **গোবরগাদায়**

পদ্মফুল — গরীবের ঘরে বা নীচ পরিবারে জাত সুন্দর বালক বা সুন্দরী বালিকা। **গোবরছড়া** — শুচি করিবার জন্য গোময়-গুলানো জল ছিটানো। **গোবরভরা** — বুদ্ধিশূন্য। [ঃ 'গোবর-ভরা' মাথা।]

গোবরা — গবা, নির্বোধ।

গোবরাট, গোবরাঠ — চৌকাঠের নিচের কাঠ। (তুঃ 'ঝনকাঠ'।)

গোবরানো—ক্রি. নোংরা করা। হিজিবিজি লেখা।

গোবর্ধন — বৃন্দাবনের একটি পর্বত। **গোবর্ধনধারণ** — পুরাণে বর্ণিত গোবর্ধন নামে পাহাড়কে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্তোলন। **গোবর্ধনধারী** — যিনি গোবর্ধনধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ।

গোবাঘা — একরকমের গোরুখেকো বাঘ, চিতা বাঘ। (মতান্তরে) একরকমের ছোট বাঘ, হায়েনা, hyena.

গোবিন্দ — শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। [সং.]

গোবী — পশ্চিম এশিয়ার বিখ্যাত মরু-ভূমির নাম।

গোবেচারা, গোবেচারী — নিরীহ ভালো-মানুষ।

গোবৈদ্য — গোরুর চিকিৎসক। (নিন্দায়) হাতুড়ে ডাক্তার।

গোভাগাড় — মরা গোরু ফেলিবার জায়গা।

গোমড়া — অভিমানে বা বিরক্তিতে গম্ভীর। **গোমড়ামুখো** — যে মুখ ভার করিয়া থাকে। স্ত্রী. — **গোমড়ামুখী**।

গোমতী — উত্তর প্রদেশের একটি নদী।

গোময় — গোবর, গোরুর মল।

গোমরা — ('গোমড়া' দেখ।)

গোমস্তা — জমিদারির খাজনা বা মহা-জনের প্রাপ্য আদায়কারী কর্মচারী। প্রতিনিধি। [ফা. গুমাশ্তহ্।]

গোমাংস — গোরুর মাংস।

গোমায়ু — শৃগাল। [সং.]

গোমুখী — হিমালয়ের বিখ্যাত গহ্বর যাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়াছে।

গোমূত্র — গোরুর প্রস্রাব, চোনা।

গোমূর্খ — নিরেট বোকা, গণ্ডমূর্খ।

গোমেদ — একরকম দামী পাথর যাহা আংটিতে ব্যবহার করা হয়।

গোমেধ — একরকম প্রাচীন যজ্ঞ যাহাতে গোরু বলি দেওয়া হইত।

গোযান — গোরুর গাড়ি।

গোয় — (প্রাচীন কবিতায়) যায়, গমন করে।

গোঁয়ার — বুদ্ধিহীন ও জিদী, একরোখা। **গোঁয়ারগোবিন্দ** — গোঁয়ার লোক। **গোঁয়ারতমি** — গোঁয়ারের মতো কাজ বা ব্যবহার।

গোয়ারী — (প্রাচীন কবিতায়) গোপিনী।

গোয়াল — যেখানে গোরু থাকে, গোশালা।

গোয়ালা — জাতিগতভাবে গোরু পোষে বা দুধ বিক্রয় করে এমন লোক। [সং. গোপালক।] স্ত্রী. **গোয়ালিনী** — গোয়ালার বউ বা মেয়ে।

গোয়েন্দা — গুপ্তচর। [ফা. গোইন্দহ্।] **গোয়েন্দাগিরি** — গুপ্তচরের কাজ।

গোর — কবর, সমাধি। [ফা.] **গোরে যাওয়া** — মরা। **গোরস্থান** — যেখানে কবর দেওয়া হয়।

গোরক্ত — গোরুর রক্ত।

গোরক্ষা — গোহত্যার বিরোধিতা। গোপালন।

গোরস — গোরুর দুধ।

গোরা — গৌরবর্ণ, খুব ফর্সা। শ্বেতকায়, ইউরোপীয়। বি. ইংরেজ। গৌরাঙ্গদেব। **গোরাচাঁদ** — গৌরাঙ্গদেব, শ্রীচৈতন্য।

গোরী — (প্রাচীন কবিতায়) গৌরবর্ণা।

গোরু — ('গরু' দেখ।)

গোরোচনা — একরকম হলদে রঙের জিনিস

(গোরুর মাথা বা পিত্ত হইতে জন্মে এইরূপ মনে করা হয়), পিউড়ি।

গোল — ণ. বৃত্তাকার। বাটুলাকৃতি। বি. বৃত্ত। গোলক। [সং.]

গোল — চেঁচামেচি, উচ্চরব। জটিল অবস্থা, ফ্যাসাদ। ভ্রম, ভুল, বিভ্রান্তি। [ফা.]

গোল — ফুটবল ইত্যাদি খেলায় যেখানে বল ঢুকাইবার চেষ্টা করা হয়। [ঃ 'গোল'-রক্ষক।] ঐরূপ স্থানে বলের প্রবেশ। [ঃ 'গোল' হওয়া।] [ই. goal.]

গোলক — গোলাকার জিনিস, বল বা ভাঁটার মতো জিনিস। **গোলকধাঁধাঁ** — জটিল পথ যাহাতে সহজে দিশাহারা হইতে হয়। জটিল সমস্যা।

গোলগাল — প্রায় গোলাকার, মাংসল, সুপুষ্ট। [ঃ 'গোলগাল' চেহারা।]

গোলদার — গোলার মালিক, আড়তদার। **গোলদারি** — আড়তদারি। ণ. **গোলদারী** — আড়ত বা গোলদার সংক্রান্ত।

গোলন্দাজ — কামানব্যবহারকারী, গোলানিক্ষেপকারী। [ফা. গোলহ্+অন্দাজ্।]

গোলপাতা — একরকম পাতা যাহা দিয়া ঘরের চাল ছাওয়া হয়।

গোলমরিচ — একরকম কালো ছোট গোলাকার ঝাল মসলা।

গোলমাল — চেঁচামেচি, কোলাহল। ভুল। বিশৃঙ্খলা। ণ. **গোলমেলে** — জটিল। শৃঙ্খলাহীন। বিশৃঙ্খলা পছন্দ করে এমন। [ঃ 'গোলমেলে' লোক।]

গোলযোগ — বিশৃঙ্খল অবস্থা। গোলমাল। ফ্যাসাদ।

গোলা — বলের মতো গোলাকার বড় জিনিস। [ঃ কামানের 'গোলা'।] [সং. গোলক।]

গোলা — শস্যাদি রাখিবার স্থান। আড়ত, গুদাম। **গোলাজাত** — গোলায় সঞ্চিত, গোলায় রাখা হইয়াছে এমন।

গোলা — ('গুলা' দেখ।) ণ. তরল জিনিসের সহিত মিশ্রিত। বি. ঐরূপ মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন জিনিস। [ঃ আবীর-'গোলা'।] ঐরূপ মিশ্রণ।

গোলাপ — একরকম সুন্দর ফুল। [ফা. গুলাব্।] **গোলাপজল** — গোলাপের সুগন্ধ নির্যাসমিশ্রিত জল। **গোলাপদান, গোলাপদানি** — গোলাপ ফুল রাখিবার একরকম পাত্র। **গোলাপপাশ** — গোলাপজল ছিটাইবার একরকম পিচকারি। ণ. **গোলাপী** — গোলাপ ফুলের রঙের। ফিকে লাল। গোলাপের মতো গন্ধবিশিষ্ট।

গোলাব — ('গোলাপ' দেখ।)

গোলাবাড়ি — যে বাড়িতে শস্যের গোলা বা গুদাম থাকে, খামারবাড়ি।

গোলাম — ক্রীতদাস। চাকর। দশের উপরের ও বিবির নিচের গোলাম-চিহ্নিত তাস। [আ.] **গোলামখানা** — চাকরদের থাকিবার জায়গা। **গোলামি** — গোলামের কাজ বা অবস্থা, দাসত্ব।

গোলার্ধ — পৃথিবীর বা অন্য কোন গোলাকার পদার্থের আধখানা, hemisphere. **পূর্ব গোলার্ধ** — এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা লইয়া গঠিত পৃথিবীর অর্ধাংশ। **পশ্চিম গোলার্ধ** — দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা লইয়া গঠিত পৃথিবীর অর্ধাংশ।

গোলালো — প্রায় গোল। গোলগাল।

গোলোক — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর বাসস্থান, বৈকুণ্ঠ। **গোলোকধাম** — বিষ্ণুলোক। একরকম খেলা।

গোল্লা — গোলাকার মিষ্টান্ন। [ঃ রস-'গোল্লা'; ঃ কাঁচা-'গোল্লা'।] উৎসন্ন, অধঃপাত। [ঃ 'গোল্লায়' যাওয়া।] শূন্য

চিহ্ন। [ঃ পরীক্ষায় 'গোল্লা' পাওয়া।]

গোশালা — গোরুর ঘর, গোয়াল।

গোষ্ঠ — গরু চরাইবার জায়গা, গোঠ। সভা, সমিতি। [ঃ 'গোষ্ঠাগার'।] **গোষ্ঠগৃহ** — সভাগৃহ। **গোষ্ঠলীলা** — পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ। **গোষ্ঠাগার** — ('গোষ্ঠগৃহ' দেখ।) **গোষ্ঠাষ্টমী** — কার্তিক মাসের শুক্লা-ষ্টমী, গোপাষ্টমী।

গোষ্ঠী — পরিবার, স্বজনবর্গ। বংশ, কুল। দল। সমূহ। **গোষ্ঠীপতি** — বংশের প্রধান ব্যক্তি, কুলপতি। দল-পতি। **গোষ্ঠীবর্গ** — আত্মীয়-স্বজন সকলে।

গোষ্পদ — গোরুর খুরের চাপে যে গর্ত হয় সেই পরিমাণ স্থান। [সং.]

গোসল — স্নান। [আ. গস্ল্।] **গোসলখানা** — স্নানের জায়গা, bath-room.

গোসা — রাগ, অভিমান। [আ. গুস্সা।] **গোসাঘর** — ('ক্রোধাগার' দেখ।)

গোসাঁই, গোসাঞী — ('গোস্বামী' দেখ।)

গোসাপ — ছোট কুমিরের মতো একরকম জীব, গোধা।

গোস্ত — মাংস। [ফা. গোশ্ত্।]

গোস্তাকি — ধৃষ্টতা, বেয়াদবি, ঔদ্ধত্য। [ফা. গুস্তাখী।]

গোস্বামী — গোসমূহের বা ভূমির মালিক। বৈষ্ণবদের গুরু, গোঁসাই, গুরুদেব, প্রভু। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ। [সং. গোস্বামিন্।]

গোহনন, গোহত্যা — গোরু মারা, গোবধ। **গোহন্তা** — যে গোহত্যা করে।

গোহাল — গোয়াল, গোশালা।

গৌড় — উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ। বাংলা দেশের প্রাচীন নাম। বাংলার প্রাচীন রাজধানী। **গৌড়জন** — বাঙালী। **গৌড়ী** — রাগিণী বিশেষ। **গৌড়ীয়** — বঙ্গীয়। গৌড় সংক্রান্ত।

গৌণ — ণ. মুখ্য বা প্রধান নহে এমন, অপ্রধান। বি. বিলম্ব, দেরি। **গৌণতা** — বি. অপ্রধানতা।

গৌতম — ঋষিবিশেষ। বুদ্ধদেব। গোতমের পুত্র। স্ত্রী. — **গৌতমী।**

গৌর — গোরা, ফরসা। চৈতন্যদেব। **গৌরচন্দ্র** — শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্য। **গৌরচন্দ্রিকা** — কীর্তনের আগে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা। ভণিতা, ভূমিকা।

গৌরব — গরিমা, মহিমা। সুখ্যাতি। ণ. **গৌরবান্বিত** — গৌরবযুক্ত। **স্ত্রী.**

গৌরাঙ্গ — ণ. যাহার গায়ের রং ফরসা। বি. শ্রীচৈতন্য। স্ত্রী. **গৌরাঙ্গী — যে** মেয়ের গায়ের রং ফরসা।

গৌরী — গৌরবর্ণা নারী। উমা, পার্বতী। আটবছর বয়সের অবিবাহিতা বালিকা। [ঃ 'গৌরী'-দান।] **গৌরীপট্ট** — শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পীঠ, পেনেট। **গৌরীশঙ্কর** — শিব ও দুর্গা, উমা-শঙ্কর। হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ।

গ্যাঁজ — ('গেঁজ' দেখ।)

গ্যাঁট — উঠিতে অনিচ্ছুক, অনড়। [ঃ 'গ্যাঁট' হইয়া বসা।]

গ্যাস — বায়বীয় পদার্থ, বাষ্প। দুর্গন্ধ বাষ্প। কয়লা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন জ্বালিবার উপযোগী একরকম জিনিস। গ্যাসের দ্বারা জ্বলে এমন আলো। [ই. gas.] **গ্যাসীয়** — গ্যাস সংক্রান্ত।

গ্রথন — গাঁথা, গাঁথিয়া রচনা। ণ. **গ্রথিত** — গাঁথা হইয়াছে এমন। গাঁথি-বার ফলে যুক্ত।

গ্রন্থ — বই, পুস্তক। শাস্ত্র। **গ্রন্থ-কর্তা, গ্রন্থকার** — বইলেখক। **স্ত্রী.** — **গ্রন্থকর্ত্রী**। **গ্রন্থকীট** — বইয়ের পোকা।

যে কেবলই বই পড়ে।

গ্রন্থন — গাঁথা। সেলাই করিয়া বাঁধা। **গ্রন্থনাগার** — বই ইত্যাদি সেলাই করিবার ও বাঁধিবার কারখানা। ণ. **গ্রন্থিত** — গাঁথা হইয়াছে এমন, গ্রথিত, গাঁথিয়া রচিত।

গ্রন্থাগার — যে ঘরে বিভিন্ন রকমের বহু বই থাকে, লাইব্রেরি। **গ্রন্থাগারিক** — গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, লাইব্রেরিয়ান।

গ্রন্থাবলী — পুস্তকসমূহ। কোনও লেখকের একত্রে প্রকাশিত রচনা।

গ্রন্থি — গাঁট, গেরো। সংযোগস্থল। দেহের ভিতরের বিবিধ রসনিঃসারক কোষ, gland. [সং.] **গ্রন্থিচ্ছেদ** — গাঁট কাটিয়া চুরি। **গ্রন্থিচ্ছেদক** — গাঁটকাটা চোর। **গ্রন্থিচ্ছেদন** — ('গ্রন্থিচ্ছেদ' দেখ।) **গ্রন্থিবন্ধন** — গাঁটছড়া। **গ্রন্থিল** — গ্রন্থিবহুল, বহুগাঁটযুক্ত।

গ্রস্ত — গ্রাস করা হইয়াছে এমন। আক্রান্ত। [ঃ 'রোগগ্রস্ত'।] স্ত্রী. — **গ্রস্তা**। **গ্রস্তোদয়** — গ্রহণের সময়ে গ্রাস শুরু হইবার পরে চাঁদ বা সূর্যের উদয়।

গ্রহ — পৃথিবী মঙ্গল বুধ ইত্যাদি যাহারা সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরে, planet. (ভারতীয় জ্যোতিষ অনুসারে) সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু। দুর্দৈব, কুগ্রহ। **গ্রহকণিকা** — ক্ষুদ্র খণ্ড-গ্রহ। **গ্রহকোপ** — গ্রহের রোষের ফলে ঘটিত অমঙ্গল। **গ্রহদেবতা**—গ্রহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। **গ্রহদোষ** — গ্রহের অনিষ্টকর প্রভাব। **গ্রহপতি** — সূর্য। **গ্রহবিপাক**, **গ্রহবৈগুণ্য** — গ্রহের ফের, গ্রহদোষ, গ্রহের অশুভ প্রভাবের ফলে বিপদ্। **গ্রহবিপ্র** — জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গণৎকার। **গ্রহমণ্ডল** — গ্রহসমূহ, সৌর জগৎ। **গ্রহযোগ** — গ্রহের অশুভ প্রভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে হোমাদি অনুষ্ঠান। **গ্রহস্ফুট** — গ্রহের অবস্থান সূচক রাশি। **গ্রহের ফের** — (হিন্দু জ্যোতিষ ও কুসংস্কার অনুসারে) গ্রহের প্রভাবে ঘটিত অনিষ্ট

গ্রহ — গ্রহণ, ধারণ। [ঃ 'মূর্তিগ্রহ'।]

গ্রহণ — লওয়া। স্বীকার। অবলম্বন ধারণ। বরণ। চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত। চন্দ্রের অন্তরালে সূর্যের অবস্থান। ণ. **গ্রহণীয়**—গ্রহণের যোগ্য

গ্রহণি, **গ্রহণী** — একরকম উদরাময় রোগ ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশ, duodenum

গ্রহাচার্য — দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গণৎকার।

গ্রহীতা — যে লয়, গ্রহণকারী।

গ্রাবু — একরকম তাস খেলা।

গ্রাম — ক্ষুদ্র জনবসতি, গাঁ, পাড়াগাঁ সমূহ, সমষ্টি। [ঃ 'গুণগ্রাম'।] **গ্রামণী** — গ্রামের মোড়ল। **গ্রামবাসী** — গ্রামের বাসিন্দা, গ্রামের লোক। স্ত্রী. — **গ্রামবাসিনী**। **গ্রামভাটি** — গ্রামের উৎসবাদিতে খরচের জন্য বিবাহাদির সময়ে সংগৃহীত অর্থ **গ্রামমৃগ** — কুকুর। **গ্রামস্থ** — গ্রামে আছে এমন, গ্রামে অবস্থিত। **গ্রামান্তর** — অন্য গ্রাম। **গ্রামিক** — বি. গ্রাম রক্ষক, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। ণ. গ্রাম্য, গ্রাম সংক্রান্ত। ণ. **গ্রামীণ** — গ্রামস্থ। গ্রামে উৎপন্ন। গ্রাম সংক্রান্ত।

গ্রাম — এক ছটাকের ৫৮ ভাগের এক ভাগ। [ই. gram.]

গ্রামোফোন — গীতাদির রেকর্ড বা অনু লেখ বাজাইবার যন্ত্র, কলের গান। [ই. gramophone.]

গ্রাম্য — গ্রাম সংক্রান্ত। গ্রামে উৎপন্ন গেঁয়ো। অভদ্র। সুরুচিসম্মত নয়

এমন। বি. — **গ্রাম্যতা**।

গ্রাস — খাইবার সময় একবারে যতোখানি মুখে দেওয়া হয়। ভক্ষণ, গলাধঃকরণ। গ্রহণের সময়ে চন্দ্র ও সূর্যের অদৃশ্য হওয়া বা অদৃশ্য অংশ। কবল, অনিষ্ট-কর প্রভাব। **গ্রাসনালী** — মুখ হইতে পাকস্থলীতে খাদ্য যাইবার পথ, অন্ন-নালী, gullet.

গ্রাসাচ্ছাদন — খাওয়া-পরা, অন্নবস্ত্র।

গ্রাহ — গ্রহণ, লওয়া। বোধ, জ্ঞান। আগ্রহ। কুমীর হাঙর প্রভৃতি হিংস্র

গ্রাহক — যে লয়, গ্রহণকারী। যে নিয়মিত লয়। [ঃ পত্রিকার 'গ্রাহক'।] ক্রেতা, খরিদ্দার। স্ত্রী. — **গ্রাহিকা**।

গ্রাহী — গ্রহণকারী। আকর্ষণকারী, মুগ্ধকর। [ঃ 'হৃদয়গ্রাহী'।]

গ্রাহ্য — মান্য, মানা যায় এমন। গ্রহণের যোগ্য। মঞ্জুর।

গ্রীক — গ্রীস দেশের অধিবাসী ও ভাষা। ণ. গ্রীস দেশীয়। দুর্বোধ্য। [ঃ 'গ্রীক' লাগা।] [ই. Greek.]

গ্রীবা — ঘাড়, গলা।

গ্রীষ্ম — উত্তাপ। গরম কাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস। **গ্রীষ্মমণ্ডল, গ্রীষ্মাঞ্চল** — কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্তী স্থান, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, torrid zone. **গ্রীষ্মাবকাশ** — গরমের ছুটি।

গ্রেন — পরিমাণ বিশেষ, এক ভরির ১৮০ ভাগের এক ভাগ। [ই. grain.]

গ্রেপ্তার, গ্রেফতার — পুলিস কর্তৃক ধৃত, বন্দী। [ফা. গিরিফ্তার।] **গ্রেপ্তারী, গ্রেফতারী** — গ্রেফতার সংক্রান্ত। [ঃ 'গ্রেফতারী' পরোয়ানা।]

গ্রৈব, গ্রৈবেয় — ণ. গ্রীবা সংক্রান্ত। বি. কণ্ঠভূষণ। গলাবন্ধ।

গ্রৈষ্মিক — গ্রীষ্ম সংক্রান্ত।

গ্লানি — ক্লান্তি, অবসাদ। কলঙ্ক, মালিন্য, নিন্দা, অপবাদ। ণ. **গ্লান**।

গ্লাস — ('গেলাস' দেখ।)

গ্লিসারিন — একরকম ঔষধ। [ই. glycerine.]

ঘ

ঘচঘচ — নরম জিনিস দ্রুত ও বার বার কাটিবার এবং কলমাদি দ্রুত চালাইবার শব্দ সূচক অনুকার।

ঘট — কলস। পাত্র, আধার [ঃ সর্ব'ঘটে'।] (ব্যঙ্গার্থে) মাথা। [ঃ 'ঘটে' বুদ্ধি নাই।]

ঘটক—যে বিবাহের জন্য যোগাযোগ ঘটায়। স্ত্রী. — **ঘটকী**। **ঘটকবিদায়** — ঘট-কালির জন্য দেয় অর্থ।

ঘটকর্পর — কলসীর টুকরা। একজন প্রাচীন কবির নাম।

ঘটকালি — ঘটকের কাজ। ঘটকের কাজের জন্য পারিশ্রমিক।

ঘটঘট — ঐরূপ শব্দ সূচক অনুকার। **ঘটঘটানি** — ক্রমাগত ঘটঘট শব্দ।

ঘটন — সংঘটিত হওয়া, হওয়া। **ঘটনা** — যাহা ঘটে, ব্যাপার। আকস্মিক ব্যাপার। **ঘটনাক্রমে** — দৈবাৎ, হঠাৎ। **ঘটনাচক্রে** — বিভিন্ন ঘটনার ফলে। **ঘটনাবলী** — ঘটনাসমূহ, ব্যাপারগুলি। ণ. **ঘটনীয়** — ঘটিবে বা ঘটার যোগ্য এমন। বি. — **ঘটনীয়তা**। **ঘটমান** — ঘটিতেছে এমন।

ঘটা — ক্রি. সংঘটিত হওয়া, ব্যাপার হওয়া, হওয়া। পরিণাম বা ফল হওয়া। ণ. সংঘটিত, ঘটিয়াছে এমন। বি. ঘটন, সংঘটন।

ঘটাঘট, ঘটাংঘটাং — ঐরূপ শব্দ সূচক অনুকার।

ঘটানো — ক্রি. সংঘটিত করা, কিছু ঘটিবার

উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করা। ণ. সংঘটিত করা হইয়াছে এমন। বি. সংঘটিত করণ।
ঘটি — কলসীর আকারের ছোট পিতল-কাঁসার বাসন, লোটা। [সং. ঘটী।] **ঘটিযন্ত্র** — কূপ ইত্যাদি হইতে ঘটি দিয়া জল তুলিবার কল। প্রাচীন সময়নিরূপক যন্ত্র।
ঘটিকা — ঘড়ি। ঘড়িতে চিহ্নিত সময়। [ঃ পাঁচ 'ঘটিকা'।] ছোট ঘট।
ঘটিত — ঘটিয়াছে এমন। কিছুর দ্বারা উৎপন্ন বা সংযোগে প্রস্তুত। [ঃ 'স্বর্ণ-ঘটিত'] সংক্রান্ত। [ঃ 'নারীঘটিত'।]
ঘটী — ('ঘটি' দেখ।)
ঘটোৎকচ — মহাভারতে বর্ণিত হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে জাত ভীমের পুত্র।
ঘট্ট — জলাশয়ের ঘাট। [সং.]
ঘট্টন — ঘাঁটা, নাড়া, ঘোটা। ণ. — **ঘট্টিত**।
ঘড়ঘড় — কফ জমিবার ফলে গলার আওয়াজ সূচক অনুকার। ণ. — **ঘড়ঘড়ে**।
ঘড়া — কলসী।
ঘড়াঞ্চি — সিঁড়িযুক্ত উঁচু টুল।
ঘড়ি — সময় নির্ণয়ের যন্ত্র, ঘটিকা। কাঁসার তৈয়ারী বাদ্যযন্ত্র যাহাতে ঢং ঢং শব্দ হয়। [ঃ কাছারির 'ঘড়ি'।] **টেঁক ঘড়ি** — টেঁকে বা পকেটে রাখা হয় এমন ঘড়ি। **হাত ঘড়ি** — কব্জিতে বাঁধিবার উপযোগী ছোট ঘড়ি, wrist watch. **ঘড়ি ঘড়ি** — ঘণ্টায় ঘণ্টায়, ঘনঘন।
ঘড়িয়াল, ঘড়েল — লম্বামুখওয়ালা এক-রকম কুমির। যে ঘড়ি বাজায়। ণ. **ঘড়েল** — ধূর্ত, পাজি, ধড়িবাজ।
ঘণ্ট — অনেকরকম আনাজ একত্রে ঘাঁটিয়া তৈয়ারী একরকম ব্যঞ্জন। নানারকম জিনিসের একত্র মিশ্রণ।
ঘণ্টা — নাড়িয়া বাজাইতে হয় এমন এক-রকম বাদ্যযন্ত্র। সময়ের পরিমাণ, ৬০ মিনিট। কিছুই না [ঃ করবে 'ঘণ্টা'।] **ঘণ্টাধ্বনি** — ঘণ্টার শব্দ।
ঘণ্টাকর্ণ — ঘেঁটুঠাকুর। শিবের অনুচর।
ঘণ্টী, ঘণ্টিকা — ছোট ঘণ্টা, ঘুণ্টি।
ঘণ্টেশ্বর — শিবের এক নাম। ঘণ্টাকর্ণ, ঘেঁটুঠাকুর। মঙ্গলের পুত্র।
ঘন — গাঢ়, নিবিড়, ঠাসা। [ঃ 'ঘন' দুধ; ঃ 'ঘন' বন।] বি. — **ঘনতা, ঘনত্ব**। **ঘন ঘন** — অল্প সময়ের মধ্যে অনেক-বার। অল্প স্থানের মধ্যে অনেকগুলি।
ঘন — মেঘ। **ঘনকৃষ্ণ** — মেঘের মতো কালো। গাঢ় কালো। **ঘনঘটা** — মেঘের জাঁকজমক, মেঘাড়ম্বর। **ঘনঘোর** — ভয়ানকভাবে মেঘাচ্ছন্ন।
ঘন — (গণিতে) তিন সমান সংখ্যার গুণ-ফল। **ঘনক্ষেত্র** — যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের পরিমাণ সমান। **ঘনত্ব** — দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের ভাব বা পরিমাণ। **ঘনফল** — দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের গুণফল। **ঘনমূল** — যে রাশিকে সেই রাশির দ্বারা দুইবার গুণ করিলে অন্য নির্দিষ্ট রাশি পাওয়া যায়। [ঃ ৮-এর 'ঘনমূল' ২।]
ঘনশ্যাম — ণ. মেঘের মতো কালো। বি. শ্রীকৃষ্ণ।
ঘনসন্নিবিষ্ট — ঘন ঘন রহিয়াছে এমন।
ঘনানো — ক্রি. নিকটবর্তী হওয়া। [ঃ বিপদ 'ঘনানো'।] ঘনীভূত হওয়া।
ঘনান্ধকার — মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।
ঘনাবৃত — মেঘাবৃত।
ঘনায়মান — ঘন হইতেছে এমন। [ঃ 'ঘনায়-মান' অন্ধকার।] ঘনাইয়া আসিতেছে এমন। [ঃ বিপদ্ 'ঘনায়মান'।]

ঘনিষ্ঠ — অতিশয় নিবিড়, অন্তরঙ্গ। [ঃ 'ঘনিষ্ঠ' বন্ধুত্ব।] স্ত্রী. — **ঘনিষ্ঠা**। **ঘনিষ্ঠতা** — অন্তরঙ্গ ভাব, নিবিড় আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব।

ঘনীকৃত — ঘন করা হইয়াছে এমন। **ঘনীভূত** — ঘন হইয়াছে এমন।

ঘনোপল — হিমশিলা, করকা। [সং.]

ঘর — কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, কুঠরি। গৃহ, বাড়ি। বাসস্থান। পরিবার। [ঃ কয়েক 'ঘর' হিন্দু।] বংশ। [ঃ ভালো 'ঘরের' ছেলে।] রেখার দ্বারা সীমায়িত স্থান। নির্দিষ্ট স্থান। ছিদ্র। [ঃ বোতামের 'ঘর'।] গৃহস্থালি। [সং. গৃহ।] **ঘর করা** — বিবাহের পর সংসার করা। **ঘর কাটা** — রেখা দ্বারা চৌকো বা খোপ আঁকা। **ঘর ছাড়া** — গৃহত্যাগ করা। **ঘর জ্বালানো** — ঘরে আগুন দেওয়া। পারিবারিক সুখ-শান্তি নষ্ট করা। **ঘর তোলা** — নূতন বাড়ি নির্মাণ করা। **ঘর বাঁধা** — ছোট্ট সংসার গড়িয়া তোলা। নীড় বাঁধা। **ঘর ভাঙানো** — পরিবারের শান্তি নষ্ট করা। **ঘরকরনা, ঘরকন্না** — গৃহস্থালি, সংসারের কাজ। **ঘরকুনো** — ঘরের বাহিরে যাইতে চাহে না এমন। **ঘরজামাই** — শ্বশুরবাড়িতে থাকে যে জামাই। **ঘরজোড়া** — গৃহময়, ঘর পূর্ণ বা শোভিত করে এমন। **ঘর-জ্বালানে** — ঘর জ্বালাইয়াছে বা ঘর জ্বালায় এমন। পরিবারের সুখশান্তি নষ্ট করে এমন। স্ত্রী. — **ঘরজ্বালানী**। **ঘরপোড়া** — যে ঘর পুড়াইয়াছে। [ঃ 'ঘর-পোড়া' হনুমান।] যাহার ঘর পুড়িয়াছে। [ঃ 'ঘরপোড়া' গোরু।] **ঘরপোষা** — গৃহপালিত। **ঘরভাঙানে** — যে গৃহের শান্তি নষ্ট করে, যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটায়। স্ত্রী. — **ঘরভাঙানী**। **ঘরমুখো** — ঘরের দিকে চলিয়াছে এমন। **ঘরসন্ধান** — ঘরের গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে খোঁজ। ণ. **ঘরসন্ধানী** — ঘরের ছিদ্র বা দোষত্রুটি সম্পর্কে খোঁজখবর করে এমন।

ঘরনী — ঘরের কর্ত্রী, গৃহিণী, পত্নী।

ঘরাও — ঘরোয়া।

ঘরানা — পারিবারিক, বংশগত। উচ্চ-বংশীয়। কোন বিখ্যাত ওস্তাদের বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ বা অনুসরণকারী।

ঘরামি, ঘরামী — যে ঘর তৈয়ার করে।

ঘরোয়া — পারিবারিক, সাংসারিক। নিজেদের মধ্যে। [ঃ 'ঘরোয়া' আলাপ।]

ঘর্ঘর — চলন্ত চাকার শব্দ। ণ. **ঘর্ঘরিত** — ঘর্ঘর শব্দে মুখরিত।

ঘর্ম — ঘাম। ণ. **ঘর্মাক্ত** — ঘামে ভেজা। **ঘর্মাক্তকলেবর** — বি. ঘামে ভেজা শরীর। ণ. যাহার শরীর ঘামে ভিজিয়াছে এমন।

ঘর্ষ, ঘর্ষণ — ঘষা। ণ. — **ঘর্ষিত**।

ঘষটানো, ঘষড়ানো — ক্রি. রগড়ানো। মাটিতে লুটাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। কোনও ক্রমে বহু চেষ্টায় কিছু করা। [ঃ 'ঘষটে ঘষটে' পাস করা।] বি. **ঘষটানি, ঘষড়ানি** — ঘর্ষণ, হেঁচড়ানি, রগড়ানি।

ঘষা, ঘসা — ক্রি. ঘর্ষণ করা। রগড়ানো। বি. ঘর্ষণ। ণ. ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়িত। [ঃ 'ঘষা' পয়সা।] **ঘষাঘষি** — ক্রমাগত ঘর্ষণ।

ঘষানো — ক্রি. ঘর্ষণ করানো। ণ. ঘর্ষণ করানো হইয়াছে এমন। বি. অপরের দ্বারা ঘর্ষিত করণ।

ঘা — আঘাত, চোট। ক্ষত। অপ্রত্যাশিত মানসিক বেদনা। আর্থিক ক্ষতি। [সং. ঘাত।]

ঘাই — মাছের লেজের আঘাতে জলে আলোড়ন। [ঃ 'ঘাই' দেওয়া।] [সং. ঘাতি।]

ঘাগরা — মেয়েদের কোমর হইতে পা পর্যন্ত

কুঁচকানো একরকম পোশাক।
ঘাগী — (নিন্দায়) বার বার ঘা খাইয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে এমন। [ঃ 'ঘাগী' চোর।]
ঘাট — পুকুর নদী ইত্যাদিতে নামিবার বা স্নান করিবার স্থান। নদী খাল ইত্যাদির পারাপারের জায়গা। গিরিসংকট। অপরাধ, ত্রুটি। বাদ্যযন্ত্রাদির সুর উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন স্থান। [সং. ঘট্ট।]
ঘাটতি — কম পড়া, অভাব।
ঘাটা — ঘাট। [ঃ পার-'ঘাটা'।]
ঘাঁটা — ক্রি. নাড়াচাড়া করা। নাড়াচাড়া করিয়া একত্র মিশ্রিত করা। ণ. নাড়াচাড়া করিয়া মিশ্রিত। বি. ঐরূপ মিশ্রণ। **ঘাঁটানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা ঘাঁটা। কাহাকেও বিরক্ত বা উত্তেজিত করা যাহার ফলে অপ্রিয় তথ্য বাহির হইয়া যাইতে পারে। [ঃ ওকে আর 'ঘাঁটাবেন' না।] **ঘাঁটাঘাঁটি** — বি. বার বার নাড়াচাড়া।
ঘাটি, ঘাঁটি — আড্ডা, সমবেত হইবার নির্দিষ্ট স্থান। থানা, চৌকি।
ঘাটিয়াল, ঘাটোয়াল — ঘাটের রক্ষক।
ঘাড় — কাঁধ। গ্রীবা। [ঃ 'ঘাড়' নাড়া।] [সং. ঘাট।] **ঘাড়ধাক্কা** — তাড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘাড়ে হাত দিয়া প্রদত্ত ধাক্কা, গলাধাক্কা। **ঘাড়ে গর্দানে এক** — এমন মোটা যাহার ঘাড় ও মাথা পৃথক বলিয়া মনে হয় না। খুব মোটা।
ঘাত — আঘাত, চোট। ঘা, ক্ষত। হত্যা। (গণিতে) কোনও রাশিকে সেই রাশি দিয়া বার বার গুণ করিলে যে রাশি উৎপন্ন হয় তাহা, power. [সং.]
ঘাতক — যে বধ করে, হত্যাকারী। বিনাশক, বিনাশী। **ঘাতন** — হত্যা। বিনাশ। [ঃ আত্ম-'ঘাতন'।] **ঘাতসহ** — আঘাত সহিতে পারে এমন, আঘাত পাইলে নষ্ট হয় না এমন। **ঘাতী** — হত্যাকারী। বিনাশকারী। স্ত্রী. — **ঘাতিনী**।
ঘানি — সরিষা নারিকেল ইত্যাদি মাড়িয়া তেল বাহির করিবার কল। [সং. ঘ্রাণিকা।] **ঘানিগাছ** — ঘানির লম্বা কাঠ যাহা টানিয়া ঘুরানো হয়। **ঘানি-ঘর** — যে ঘরে ঘানি থাকে। **ঘানি টানা** — সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করা। কঠিন শ্রম বা শাস্তিভোগ করা। [ঃ সংসারের 'ঘানি টানা'।]
ঘাপটি — সন্তর্পণে গোপনে থাকা, কাহারও অপেক্ষায় গোপনে প্রতীক্ষা। [ঃ 'ঘাপটি' মারা।]
ঘাবড়ানো — ক্রি. বিহ্বল বা বিভ্রান্ত হওয়া, ভেবাচেকা খাওয়া। ভয় পাওয়ানো, ভীতি-বিহ্বল করা। ণ. ভীতিবিহ্বল ও বিভ্রান্ত। বি. ভীতিবিহ্বল ভাব, বিভ্রান্তি। **ঘাবড়ানি** — ঘাবড়ানো ভাব।
ঘাম — ঘর্ম। **ঘামা** — ক্রি. ঘর্মাক্ত হওয়া। বায়ু হইতে জলকণা আকর্ষণ করিয়া ভিজিয়া ওঠা। ণ. ঘর্মাক্ত। বি. ঘর্মাক্ত অবস্থা।
ঘামানো — ক্রি. ঘর্মাক্ত করা। খাটানো। **মাথা ঘামানো** — চিন্তা করা।
ঘামাচি — গরমের ফলে খুব ছোট এক-রকম ব্রণ।
ঘায়েল, ঘাল — জখম, কবলিত। [ঃ 'ঘায়েল' হওয়া।] [হি. ঘায়ল।]
ঘাস — দূর্বা ইত্যাদি তৃণ। **ঘাস কাটা** — বাজে কাজ করা। বেকার থাকা। **ঘাস-জল** — গরু ইত্যাদির খাদ্য ও পানীয়।
ঘি — মাখন গরম করিলে তেলের মতো যে পদার্থ বাহির হয়, ঘৃত। ঘিলু।
ঘিঞ্জি — সংকীর্ণ। ঘন, নিবিড়।
ঘিনঘিন — ঘৃণায় অস্বস্তিবোধ। [ঃ গা 'ঘিনঘিন' করা]
ঘিন্না — ('ঘেন্না' দেখ।)
ঘিলু — মস্তিষ্ক, মাথার ঘি, মগজ।

ঘুগনি, ঘুগনিদানা — মসলাদি দিয়া সিদ্ধ মটর ইত্যাদি।

ঘুঘু — পায়রা জাতীয় একরকম পাখি। ধূর্ত লোক। **বাস্তু ঘুঘু** — কোনও পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সেই পরিবারে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করে এমন ধূর্ত ব্যক্তি। **ভিটায় ঘুঘু চরা** — সর্বস্বান্ত হওয়া।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর — ঝুমঝুম শব্দে বাজে এমন দানার মতো পায়ের গহনা, নূপুর।

— ক্রি. শেষ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া। বিনষ্ট হওয়া, দূর হওয়া। **ঘুচানো** — ক্রি. দূর করা, বিনষ্ট করা, শেষ করা।

ঘুঁজি — সংকীর্ণ স্থান। সংকীর্ণ পথ।

ঘুটঘুটে — ঘোর, মিশমিশে। [ঃ 'ঘুটঘুটে' অন্ধকার।]

ঘুঁটি — দাবা পাশা ইত্যাদি খেলার গুটি।

ঘুটিং — কাঁকর বিশেষ যাহা পুড়াইলে চুন হয়। [হি.]

ঘুঁটে — গোবরের শুকনো চাকতি।

ঘুড়ি — উড়াইবার উপযোগী কাগজের একরকম খেলনা।

ঘুণ — কাঠের একরকম পোকা। **ঘুণাক্ষর** — বিন্দুমাত্র, সামান্য পরিমাণ। [ঃ 'ঘুণাক্ষরে'ও জানি না।] **ঘুণাগ্র** — ('ঘুণাক্ষর' দেখ।)

ঘুন্সি — ছোট ঘণ্টা, ঘণ্টি।

ঘুৎকার — ঘোঁতঘোঁত শব্দ। পেঁচা ইত্যাদির ডাক।

ঘুনসি — কোমরে বাঁধিবার সুতো।

ঘুনি — মাছ ধরিবার একরকম খাঁচা।

ঘুপচি, ঘুপসি — বি. অন্ধকারময় সংকীর্ণ স্থান। ণ. অন্ধকারময় ও সংকীর্ণ।

ঘুপটি — ('ঘাপটি' দেখ।)

ঘুম — নিদ্রা, সুপ্তি। **ঘুমকাতুরে** — যে খুব ঘুমায়। [ঃ 'ঘুমকাতুরে' ছেলে।] **ঘুমঘোর** — ঘুমের আবেশ, নিদ্রামগ্ন অবস্থা। **ঘুম চটা** — ব্যাঘাতের ফলে ঘুম ভাঙা ও পরে ঘুম না ধরা। **ঘুম ধরা** — ঘুমের উদ্রেক হওয়া। **ঘুমন্ত** — নিদ্রিত, ঘুমাইতেছে এমন। **ঘুম পাওয়া** —('ঘুম ধরা' দেখ)। **ঘুম পাড়ানো** — দোলাইয়া গান গাহিয়া বা অন্য কোনও উপায়ে ঘুমে প্রবৃত্ত করানো, নিদ্রিত করা। **ঘুমপাড়ানিয়া, ঘুমপাড়ানী** — যে বা যাহা ঘুম আনে। [ঃ 'ঘুমপাড়ানী' মাসীপিসী: ঃ 'ঘুমপাড়ানী' গান।] **ঘুম ভাঙা** — জাগরিত হওয়া, ঘুম দূর হওয়া। **ঘুমভাঙানিয়া, ঘুম-ভাঙানে** — ঘুম ভাঙায় এমন। [ঃ 'ঘুমভাঙানিয়া' গান।] **ঘুম ভাঙানো** — অপরের ঘুম দূর করা, জাগরিত করা। **ঘুমল** — (প্রাচীন কবিতায়) নিদ্রিত। **ঘুমহারা** — ঘুম নাই এমন, নিদ্রাহীন, অতন্দ্র। [ঃ 'ঘুমহারা' চোখ।] **কাঁচা ঘুম** — অপূর্ণ নিদ্রা।

ঘুর — বি. ঘূর্ণন, ঘোরা। ণ. ঘুরিয়া যাইতে হয় এমন। [ঃ 'ঘুর' পথ]। **ঘুরপথ** — এদিক-ওদিক ঘুরিয়া তবে উদ্দিষ্ট স্থানে পেঁছা যায় এমন পথ, বাঁকা পথ। **ঘুরপাক** — চাকার মতো পাক খাইয়া ঘোরা। কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক দৌড়াদৌড়ি ও যাতায়াত।

ঘুরঘুটি, ঘুরঘুটে — ঘুটঘুটে, মিশমিশে।

ঘুরঘুর — দ্রুত ঘন ঘন যাতায়াত, চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক ঘোরা। [ঃ 'ঘুরঘুর' করা।] **ঘুরঘুরে** — ণ. ঘুরঘুর করে এমন। [ঃ 'ঘুরঘুরে' স্বভাব।] বি. একরকম পোকা।

ঘুরন — বি. ঘোরা। ণ. যাহা ঘোরে। [ঃ 'ঘুরন' চরকি।]

ঘুরা — ('ঘোরা' দেখ।) **ঘুরাঘুরি** — ('ঘোরাঘুরি' দেখ।) **ঘুরানো**—('ঘোরানো' দেখ।)

ঘুলঘুলি—দেওয়াল ইত্যাদির গায়ে ছিদ্র।

ঘুলানো — ক্রি. মিশ্রিত করা, নাড়িয়া নোংরা বা ঘোলা করা। শরীরে অস্বস্তি বোধ হওয়া। [ঃ গা 'ঘুলানো'।]

ঘুষ — সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে অবৈধ-ভাবে দেওয়া অর্থ বা জিনিস, উৎকোচ। **ঘুষ খাওয়া** — ঘুষ লওয়া। **ঘুষখোর** — যে ঘুষ লয়।

ঘুষঘুষে — চাপা, অল্প, অস্পষ্ট। [ঃ 'ঘুষঘুষে' জ্বর।]

ঘুষা, ঘুষি, ঘুষো — হাত মুঠো করিয়া তদ্দ্বারা জোরে আঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, কিল। **ঘুষাঘুষি, ঘুষোঘুষি** — পরস্পরকে ঘুষি মারা, মুষ্টিযুদ্ধ।

ঘুষকি, ঘুষকী — যে স্ত্রীলোক গৃহস্থ হিসাবে থাকিয়াও বেশ্যাবৃত্তি করে।

ঘূর্ণ — আবর্তিত। বি. **ঘূর্ণন** — ঘোরা, আবর্তন। ণ. — **ঘূর্ণিত**। **ঘূর্ণবাত, ঘূর্ণবায়ু** — বৃত্তাকারে বহে এমন ঝড়, সাইক্লোন। **ঘূর্ণমান** — ঘুরিতেছে এমন।

ঘূর্ণাবর্ত — পাকজল, আওড়। ঘূর্ণিবায়ু।

ঘূর্ণায়মান — ('ঘূর্ণমান' দেখ।)

ঘূর্ণি — ঘূর্ণমান জল ইত্যাদি। ঘূর্ণাবর্ত। আবর্তন। **ঘূর্ণিজল** — পাকজল, আওড়।

ঘূর্ণিত — ('ঘূর্ণ' দেখ।)

ঘূর্ণিপাক — আবর্ত।

ঘূর্ণিবায়ু — প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত, সাইক্লোন।

ঘূর্ণ্যমান — ঘোরানো হইতেছে এমন।

ঘৃণা — কদর্য বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি বিরাগ ও অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, জুগুপ্সা। দয়া, করুণা। [ঃ ক্ষমা-'ঘৃণা'।] **ঘৃণার্হ** — ঘৃণার যোগ্য, ঘৃণ্য। **ঘৃণিত** — যাহাকে ঘৃণা করা হইয়াছে। ঘৃণার যোগ্য, জঘন্য। স্ত্রী. — **ঘৃণিতা**। **ঘৃণ্য** — ঘৃণার যোগ্য।

ঘৃত — ঘি। [সং.] **ঘৃতপক্ক** — ঘিয়ে ভাজা, ঘি দিয়া রাঁধা।

ঘৃতকুমারী — চিকিৎসার জন্য লাগে এমন একরকম গুল্ম।

ঘৃতাক্ত — ঘি-মাখা, ঘিয়ে ভেজা।

ঘৃতাচী — জনৈকা অপ্সরার নাম।

ঘৃতান্ন — ঘি-ভাত। অগ্নি।

ঘৃতাহুতি — মন্ত্রপাঠসহ আগুনে ঘি নিক্ষেপ।

ঘেউ, ঘেউ-ঘেউ — কুকুরের ডাকসূচক অনুকার।

ঘেঁচড়া — বারবার ঘর্ষণ বা আঘাতের ফলে গায়ের অসাড় হওয়া জায়গা, জামড়া।

ঘেঁচু — ছোট কচু। কিছু নয়। [ঃ কচু 'ঘেঁচু'।] [সং. ঘেণ্টুলিকা।]

ঘেঁটু — একরকম গাছ ও তাহার ফুল। ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর, খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি রোগের দেবতা।

ঘেটো — ঘাটের, ঘাট সম্বন্ধীয়। [ঃ 'ঘেটো' নৌকা।]

ঘেন্না — ঘৃণা। দয়া। [ঃ 'ক্ষমা-ঘেন্না'।]

ঘেয়ো — যাহার ঘা আছে এমন। [ঃ 'ঘেয়ো' কুকুর।] ঘায়ে পূর্ণ।

ঘের — বেড়, পরিধি, চারিদিকের মাপ। ঘেরা জায়গা, বেষ্টিত স্থান।

ঘেরা — ক্রি. বেষ্টন করা, চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলা বা আবৃত করা। ণ. আবৃত। বেষ্টিত। বি. আবৃত করণ বেষ্টিত করণ। বেষ্টন।

ঘেরাও — ঘিরিয়া ফেলার বা বেষ্টন করার কাজ, অবরোধ।

ঘেরাটোপ — বাক্স ইত্যাদির কাপড়ের আবরণী।

ঘেরানো — ক্রি. বেষ্টিত করানো, অপরকে দিয়া ঘেরা। ণ. বেষ্টিত করানো হইয়াছে এমন। বি. অপরের দ্বারা বেষ্টিতকরণ।

ঘেঁষ — ঈষৎ ঘর্ষণ, স্পর্শ। প্রশ্রয়, আশকারা। পাথুরে কয়লার ছাই (সুরকির বদলে ব্যবহৃত হয়)।

ঘেঁষা — ক্রি. খুব কাছে আসা বা যাওয়া। প্রায় সংলগ্ন হওয়া। [ঃ গা 'ঘেঁষে'

বসা।] গ. নিকটস্থ। সংলগ্ন।
ঘেঁষাঘেঁষি — ক্রি.-ণ. খুব কাছাকাছি, গায়ে গা লাগাইয়া। বি. খুব কাছাকাছি অবস্থান। [ঃ 'ঘেঁষাঘেঁষি' করা।]

ঘেসেড়া — যে ঘাস কাটে। স্ত্রী. — **ঘেসেড়ানী।**

ঘেসো — ঘাসে পূর্ণ। ঘাস হইতে উৎপন্ন। ঘাসের মতো।

ঘোগ — একরকম বাঘ বা কুকুর জাতীয় বন্য প্রাণী। (রূপকথায়) বাঘের শত্রু। নদী বা নালার বাঁধের তলাকার ছিদ্র।

ঘোচা — ('ঘুচা' দেখ।)

ঘোচানো — ('ঘুচানো' দেখ।)

ঘোঁজ — ঘুঁজি, জমির বাঁক। কোণ।

ঘোঁট — জটলা। বিরুদ্ধ আলোচনা। [ঃ 'ঘোঁট' পাকানো।]

ঘোটক — ঘোড়া। স্ত্রী. — **ঘোটকী।**

ঘোটন — ঘোঁটা, মর্দন। [সং. ঘট্টন।]

ঘোঁটা — ক্রি. তরল দ্রব্যের সহিত ঘষিয়া মেশানো, মাড়া। ণ. ঐভাবে মিশ্রিত। বি. ঐভাবে মিশ্রণ।

ঘোড়- — 'ঘোড়ার' এই অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ঘোড়'-দৌড়।] **ঘোড়গাড়ি** — ঘোড়ার গাড়ি। **ঘোড়-দৌড়** — ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা, 'রেস'। **ঘোড়-সওয়ার** — যে ঘোড়ায় চড়ে, অশ্বারোহী।

ঘোড়তোলা — ঘোড়ার খুরের মতো উঁচু-গোড়ালিওয়ালা (জুতো)।

ঘোড়া — ঘোটক। দাবা খেলার বল বিশেষ। স্ত্রী. — **ঘুড়ী।** **ঘোড়ার ডিম** — কিছুই না। **ঘোড়ারোগ** — অবস্থায় না কুলাইলেও ঘোড়া পুষিবার বাতিক। [ঃ গরীবের 'ঘোড়ারোগ'।] **ঘোড়াশাল** — ঘোড়া থাকিবার জায়গা, অশ্বশালা, আস্তাবল।

ঘোণা — ঘোড়ার নাক। নাক। মুখের সূচালো অগ্রভাগ।

ঘোঁতঘোঁত — শূকরের ডাকের মতো শব্দ।

ঘোমটা — মুখ ঢাকিবার জন্য মাথার কাপড়, অবগুণ্ঠন। [সং. গুণ্ঠিকা।]

ঘোর — ণ. ভয়ংকর, দারুণ। গভীর, নিবিড়, ঘন। বি. বেহুঁশ অবস্থা। [ঃ 'ঘুমঘোর'; ঃ নেশার 'ঘোর'।] স্ত্রী. **ঘোরা** — ভয়ংকরী, ভীষণা। **ঘোর-ঘোর** — আবছা অন্ধকার। **ঘোরতর** — ভয়ানক। ভয়ংকরতর। **ঘোরদর্শন** — ণ. ভীষণমূর্তি। স্ত্রী. — **ঘোরদর্শনা।**

ঘোরা — ক্রি. ঘূর্ণিত হওয়া, পাক খাওয়া, আবর্তন করা। [ঃ চাকা 'ঘোরা'।] ভ্রমণ করা, বেড়ানো। [ঃ দেশে দেশে 'ঘোরা'।] হাঁটাহাঁটি করা, আনাগোনা করা। ঘুরিতেছে এমন বোধ হওয়া। [ঃ মাথা ঘোরা।] ণ. ঘূর্ণিত। বি. ঘূর্ণন। ভ্রমণ। **ঘোরাঘুরি** — বার বার যাতায়াত।

ঘোরানো — ক্রি. ঘূর্ণিত করা, পাক দেওয়া। বেড়াইয়া আনা। ফেরানো। বার বার আসিতে বাধ্য করা।

ঘোরালো — জটিল। [ঃ অবস্থা 'ঘোরালো'।] অন্ধকারযুক্ত।

ঘোল — মাখন-তোলা তরল দই। **ঘোল খাওয়া** — কাবু হওয়া।

ঘোলা — ময়লা, স্বচ্ছ নয় এমন। কাদামেশানো। **ঘোলাটে** — অল্প ঘোলা।

ঘোলানো — ('ঘুলানো' দেখ।)

ঘোষ — শব্দ, ধ্বনি, রব। গোয়ালা। গোয়ালাদের পাড়া, গোপপল্লী। [ঃ দুর্যোধনের 'ঘোষ'-যাত্রা।] বাঙ্গালী হিন্দুর একটি পদবী। **ঘোষক** — যে ঘোষণা করে, ঘোষণাকারী, প্রচারক।

ঘোষণা — সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন, প্রচার। ণ. — **ঘোষিত**।

ঘোষানো — ক্রি. আবৃত্তি করানো, উচ্চ-কণ্ঠে মুখস্থ বলানো। [ঃ নামতা 'ঘোষানো'।]

ঘোষাল — বাঙগালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

ঘোষিত — ('ঘোষ' দেখ।)

ঘ্যানঘ্যান — নাকী সুরে কান্না বা অনুনয়। **ঘ্যানঘ্যানানি** — ক্রমাগত বা বার বার ঘ্যানঘ্যান করা। বিরক্তিকর অনুরোধ। ণ. **ঘ্যানঘেনে** — ঘ্যানঘ্যান করে এমন। **ঘ্যানর-ঘ্যানর** — একটানা বিরক্তিকর উক্তি।

ঘ্রাণ — বি. শোঁকা, গন্ধ লওয়া। গন্ধ। নাসিকা। **ঘ্রাণেন্দ্রিয়** — নাক। নাসিকা। [সং.] **ঘ্রাত** — শোঁকা হইয়াছে এমন। [সং.] **ঘ্রাতব্য** — শুঁকিবার যোগ্য। [সং.] **ঘ্রাতা** — যে শোঁকে, ঘ্রাণগ্রহণ-কারী। [সং. ঘ্রাতৃ।] **ঘ্রেয়** — ঘ্রাণের যোগ্য, ঘ্রাতব্য। [সং.]

চই — পিপুল-জাতীয় একরকম লতা ও তাহার ডাঁটা বা মূল। [সং. চবিকা।]

চওড়া — বি. ওসার, প্রস্থ। [ঃ 'চওড়ায়' পাঁচ হাত।] ণ. ওসার বা প্রস্থ আছে এমন। [ঃ পাঁচ হাত 'চওড়া'।] [সং. চর্পট।] **চওড়াই** — প্রস্থের মাপ।

চক — খড়িমাটি। [ই. chalk.]

চক — চারকোনা উঠানের চারিদিকের ঘর। [ঃ 'চক'-মিলানো বাড়ি।] চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। জমিদারির অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি। পুলিশের বা রাজস্ব বিভাগের অধিকারভুক্ত নির্দিষ্ট স্থান। [সং. চতুষ্ক।] **চকবন্দি** — জমির সীমানির্দেশ। জমির ভাগ। **চকবন্দী**, **চকমিলানো** — চারকোনা উঠানের চারি-দিকে ঘর আছে এমন। [ঃ 'চক-মিলানো' বাড়ি।]

চকচক — জিভ দিয়া চাটিয়া তরল জিনিস খাইবার শব্দ। ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ-সূচক অনুকার। [ঃ 'চকচক' করা।] ণ. **চকচকে** — উজ্জ্বল।

চকমক — উজ্জ্বলতার প্রকাশ, দীপ্তি। **চকমকানি** — দীপ্তি। **চকমকানো** — ক্রি. চকমক করা।

চকমকি — আগুন জ্বালিবার পাথর। একরকম আতশবাজি। [তু. চকমাক্।]

চকা — হংসজাতীয় একরকম পক্ষী। [সং. চক্রবাক।] স্ত্রী. — **চকী**। [ঃ 'চকাচকী'।]

চকিত — চমকিত। অকস্মাৎ সজাগ। সন্ত্রস্ত। ক্ষণকাল মাত্র। [ঃ 'চকিতের' জন্য দেখিলাম।] স্ত্রী. — **চকিতা**। **চকিতে** — হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য। অতি দ্রুত।

চকোর — একরকম পাখি। (প্রবাদ অনুসারে ইহারা জ্যোৎস্না পান করে।) স্ত্রী. — **চকোরী**।

চক্কর — চাকা, চক্র। পাক, ঘুরপাক [ঃ এক 'চক্কর' ঘোরা।] সাপের ফণা [ঃ কুলোপানা 'চক্কর'।] [সং. চক্র।

চক্র — চাকা। ঘুরিতেছে এমন বস্তু বা বিষয়। [ঃ কাল-'চক্র'।] পাক, ঘুরপাক। সাপের ফণা বা ফণার উপরকার গোলাকার দাগ। প্রাচীন কালের একরকম তীক্ষ্ণধার গোলাকার অস্ত্র। [ঃ সুদর্শন 'চক্র'।] ষড়যন্ত্র। বৃত্তাকারে উপবেশন ঐরূপ উপবেশনের স্থান। রাজা গ্রামের সমষ্টি, চাকলা। [সং. **চক্রধর** — শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। **চক্রধারা** —

চাকার ধার। **চক্রধারী** — শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। **চক্রনাভি** — চাকার মাঝখানের অংশ। **চক্রনেমি** — চাকার বেড়, চাকার পরিধি। **চক্রপাণি** — শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। **চক্রবর্তী** — সুবিশাল রাজ্যের অধিপতি। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। [সং. চক্রবর্তিন্।]

চক্রবাক — হাঁসের মতো একরকম পাখি, চকা। স্ত্রী. — **চক্রবাকী**।

চক্রবাত — ঘূর্ণিবায়ু, ঘূর্ণিঝড়, cyclone.

চক্রবাল — দূরে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিশিয়াছে মনে হয়, দিগন্ত, দিগ্‌বলয়, horizon.

চক্রবৃদ্ধি — সুদের সুদ, compound interest.

চক্রব্যূহ — প্রাচীন কালের একটি বিখ্যাত সৈন্যসমাবেশ কৌশল যাহাতে সৈন্য-দিগকে শত্রুর চারিদিকে মন্ডলাকারে স্থাপন করা হইত (অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে বধ করিবার সময়ে দ্রোণা-চার্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন)।

চক্রশক্তি — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানি ইতালি ও জাপানের মিলিত শক্তি, Axis Power.

চক্রাকার — চাকার মতো গোলাকার, বৃত্তাকার।

চক্রান্ত — ষড়যন্ত্র। **চক্রান্তকারী** — কারী। স্ত্রী. — **চক্রান্তকারিণী**।

চক্রাবর্ত — চাকার মতো ঘোরা, ঘূরপাক।

চক্রায়ুধ — (চক্র অস্ত্র যাঁহার) শ্রীকৃষ্ণ, ।

— ছোট চাকা, চাকতি।

চক্রী — চক্রধারী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। চক্রান্ত-কারী, ষড়যন্ত্রকারী। [সং. চক্রিন্।]

ক্ষু — চোখ, নয়ন, দৃষ্টি। [সং. চক্ষুস্।] **চক্ষুগোচর** — দৃষ্ট, দেখা গিয়াছে এমন। **চক্ষুদান** — দৃষ্টিশক্তিদান। অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানদান। সাবধান করিয়া দেওয়া। প্রতিমার চক্ষুর তারকা-অংকন। **চক্ষুরুন্মীলন** — চোখ মেলা, তাকানো। **চক্ষুরোগ** — চোখের রোগ। **চক্ষু-লজ্জা** — অপরের সম্মুখে কিছু করিতে বা বলিতে লজ্জা বা সংকোচবোধ। **চক্ষুশূল** — যাহাকে দেখিলে বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। **চক্ষুষ্মান্** — যাহার চোখ বা দৃষ্টিশক্তি আছে। দূরদর্শী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, জ্ঞানবান। **চক্ষু-স্থির** — বিস্ময়বিমূঢ় ভাব। **চক্ষে** — চক্ষু দিয়া। চক্ষুতে। দৃষ্টিতে।

চংক্রমণ — বার বার একই পথে ঘোরা।

চংগ — (প্রাচীন কবিতায়) সৈন্য।

চচ্চড় — ('চড়চড়' দেখ।)

চচ্চড়ি — একরকম শুকনো ব্যঞ্জন।

চঞ্চরীক — ভোমরা। স্ত্রী. — **চঞ্চরীকা**।

চঞ্চল — অস্থির, চলমান। ছটফটে, চপল। ব্যাকুল, বিচলিত। বি. — **চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য**। স্ত্রী. — **চঞ্চলা**। **চঞ্চলা** — বি. লক্ষ্মী। বিদ্যুৎ। ণ. **চঞ্চলিত** — অস্থির বা বিচলিত হইয়াছে এমন। হিল্লোলিত। স্ত্রী. — **চঞ্চলিতা**। **চঞ্চলচিত্ত, চঞ্চলমতি** — তরলমতি, যাহার মনের দৃঢ়তা জন্মে নাই এমন, অস্থিরচিত্ত। বি. — **চঞ্চলচিত্ততা**। **চঞ্চলমতিত্ব**।

চঞ্চু — পাখির ঠোঁট। দক্ষ, পণ্ডিত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ ন্যায়-'চঞ্চু'।] **চঞ্চু-পুট** — দুই ঠোঁটের চাপে রচিত পাত্র বা আধার।

চট্ — শীঘ্র, ঝট্, জলদি। চড় মারার শব্দ।

চট — পাটের সুতা দিয়া বোনা একরকম কাপড় যাহা দিয়া থলে ইত্যাদি তৈয়ার হয়, গুন। **চটকল** — চট তৈয়ারির

কারখানা, jute-mill.

চটক — ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। জমক, বাহার। ভড়ং, আড়ম্বর। **চটকদার** — জেল্লাদার, উজ্জ্বল। আড়ম্বরপূর্ণ। চমকপ্রদ।

চটক — চড়ুই পাখি। স্ত্রী. — **চটকী**।

চটকা — ঘুমের আবেশ, তন্দ্রা। অন্যমনস্ক ভাব। সামান্য সময়, ক্ষণেক। **চটকা ভাঙা** — তন্দ্রা দূর হওয়া। অন্যমনস্ক-ভাব দূর হওয়া।

চটকানো — ক্রি. নরম জিনিস হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া ডলা। ণ. ঐভাবে ডলা হইয়াছে এমন, মর্দিত। বি. ঐভাবে ডলা, মর্দন। বি. **চটকানি** — চটকানো জিনিস। চটকানোর কাজ।

চটচট — চড় মারার শব্দ। চটি জুতার শব্দ। আঠালো ভাব সূচক অনুকার। [ঃ 'চটচট' করা।] ণ. **চটচটে** — চটচট করে এমন, আঠালো।

চটপট — ক্রি.-ণ. তাড়াতাড়ি, জলদি। হাততালি ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার। ণ. **চটপটে** — তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে এমন। চালাক।

চটা — ক্রি. রাগা, ক্রুদ্ধ হওয়া। ক্ষয় পাওয়া। [ঃ রং 'চটা'; ঃ ভক্তি 'চটা'।] ণ. ক্রুদ্ধ, রাগী। বি. পাতলা চাকলা, উপরের ছাল। [ঃ কাঠের 'চটা'।] **চটাচটি** — রাগারাগি, ঝগড়া। **চটানো** — ক্রি. রাগানো। বিবর্ণ করা। চাকলা তুলিয়া ফেলা। কোপানো।

চটাচট, চটাপট — দ্রুত পর পর চড় ইত্যাদি মারিবার শব্দসূচক অনুকার।

চটি — বি. একরকম জুতা যাহার পিছনের দিক খোলা থাকায় চটচট শব্দ হয়। পান্থশালা, সরাই। ণ. পাতলা, ছোট। [ঃ 'চটি' বই।]

চটুল — চঞ্চল। লঘু, মৃদু।

চট্টরাজ — বাঙালী ব্রাহ্মণের পদবীবিশেষ।

চট্টল — চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম।

চট্টোপাধ্যায় — বাঙালী ব্রাহ্মণের পদবী বিশেষ, চাটুজ্জে।

চড় — হাতের চেটো দিয়া আঘাত, থাপ্পড় থাপড়া। [সং. চপেট।]

চড়ক — চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শিবপূজার উৎসববিশেষ। গাজনের সময়ে শৈব সন্ন্যাসীদের চড়কগাছে ঝুলিবার অনুষ্ঠান। **চড়কগাছ** — যে উঁচু কাঠের খুঁটির উপর বাঁ বাঁধিয়া গাজনের সময়ে ঝোলা হয়।

চড়চড় — কোনও কিছু ছিঁড়িয়া বা ফাটিয়া যাইবার শব্দ। শুকাইবার ফলে অস্বস্তিবোধ।

চড়তি — ণ. চড়িতেছে বা মূল্য বাড়িতেছে এমন। [ঃ 'চড়তি' বাজার।] বি. মূল্যবৃদ্ধি। [ঃ 'চড়তির' মুখ।]

চড়ন — চড়া, আরোহণ। **চড়নদার** — যে চড়ে, আরোহী।

চড়বড় — খই ফুটিবার শব্দ। দ্রুত উক্তি সূচক অনুকার। ণ. **চড়বড়ে** — চটপট কথা বলে এমন, চালাক।

চড়া — নদীতে পলি জমিয়া গঠিত জমি, চর।

চড়া — ক্রি. উপরে ওঠা, আরোহণ করা। [ঃ ঘোড়ায় 'চড়া'; ঃ মাথায় 'চড়া'। ণ. চড়িয়াছে এমন। বাড়িয়াছে এমন বি. আরোহণ। বৃদ্ধি।

চড়া — বেশী। [ঃ 'চড়া' দাম।] উগ্র, তীব্র কড়া। [ঃ 'চড়া' রোদ; ঃ 'চড়া' মেজাজ।]

চড়াই — উপরে ওঠা। ক্রমোন্নত পাহাড়ে পথ। (তুঃ উতরাই।)

চড়াই — চড়ুই পাখি। [সং. চটক।]

চড়াইভাতি — ('চড়ুইভাতি' দেখ।)

চড়াও — আক্রমণ। [ঃ বাড়ি 'চড়াও' করা। ণ. আক্রমণে নিযুক্ত। [ঃ 'চড়াও' হওয়া।]

চড়াৎ — হঠাৎ ফাটিবার শব্দসূচক অনুকার।

চড়ানো — ক্রি. আরোহণ করানো, উঠানো, চাপানো। বাড়ানো। চড় মারা। ণ. উঠানো চাপানো বা বাড়ানো হইয়াছে এমন। বি. উঠানো চাপানো বা বাড়ানোর কাজ।

ড়ভাতি — ('চড়ুইভাতি' দেখ।)

চড়ুই — একরকম ছোট চঞ্চল পাখি, চটক। **চড়ুইভাতি** — বনভোজন, picnic.

চণক — চানা, ছোলা, বুট।

চণ্ড — ণ. ভয়ানক, ভীষণ। উগ্র, তীব্র। ক্রুদ্ধ। বি. পুরাণে বর্ণিত একটি অসুরের নাম। [সং.] স্ত্রী. — **চণ্ডা, চণ্ডী।**

চণ্ডাল — চাঁড়াল, নীচ জাতিবিশেষ। ণ. নিষ্ঠুর। স্ত্রী. — **চণ্ডালী। চণ্ডালিকা** — চাঁড়ালের মেয়ে, চণ্ডালী।

চণ্ডিকা, চণ্ডী — দুর্গার এক মূর্তি। কোপনস্বভাবা স্ত্রীলোক। চণ্ডী সংক্রান্ত কাহিনী। [ঃ 'চণ্ডী'-পাঠ।] **চণ্ডীদাস** — বাংলার বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। **চণ্ডীমঙ্গল** — চণ্ডীর কাহিনী সম্পর্কে রচিত মধ্যযুগের বাংলার এক ধরনের কাব্য। **চণ্ডীমণ্ডপ** — দুর্গাপূজার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা মণ্ডপ।

চণ্ডু — আফিম হইতে প্রস্তুত একরকম মাদকদ্রব্য। **চণ্ডুখোর** — যে চণ্ডু দিয়া নেশা করে।

চতুঃ — চার, ৪। [সং. চতুর্।] **চতুঃশাল, চতুঃশালা** — চকমিলানো বাড়ি। **চতুঃসীমা** — চারিদিকের সীমানা, চৌহদ্দি। **চতুঃষষ্টি** — ৬৪ সংখ্যা। **চতুঃষষ্টিতম** — ৬৪ সংখ্যার পূরক। **চতুঃসপ্ততি**—৭৪ সংখ্যা। **চতুঃসপ্ততিতম** — ৭৪ সংখ্যার পূরক।

চতুর — চালাক, ধূর্ত। স্ত্রী. — **চতুরা।** বি. — **চতুরতা, চাতুরী, চাতুর্য।**

চতুরংশ — বি. চার ভাগ। ণ. চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এমন।

চতুরঙ্গ — চার অঙ্গ আছে এমন। হাতী ঘোড়া রথ ও পদাতিক আছে এমন (সৈন্যবাহিনী)। বি. দাবা খেলা, শতরঞ্চ। সঙ্গীতের প্রকারভেদ।

চতুরশীতি — ৮৪ সংখ্যা, চুরাশি। **চতুরশীতিতম** – ৮৪ সংখ্যার পূরক, ৮৪-তম।

চতুরশ্ব — বি. চারিটি ঘোড়া। ণ. চারি-ঘোড়াযুক্ত।

চতুরস্র — চতুষ্কোণ, চারকোনা। চৌরস, সমতল।

চতুরানন — চতুর্মুখ, ব্রহ্মা।

চতুরালি — ছল, চাতুরী, চালাকি।

চতুরাশ্রম — ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, প্রাচীন আর্যদের জীবনের এই চারি বিভাগ।

চতুর্গুণ — চার গুণ।

চতুর্থ — ৪ সংখ্যার পূরক। [ঃ 'চতুর্থ' দিবসে।] **চতুর্থাংশ** — চার ভাগের এক ভাগ। স্ত্রী. **চতুর্থী** — তিথি বিশেষ। মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবস। ঐ দিবসে শ্রাদ্ধ। ণ. চতুর্থস্থানীয়া।

চতুর্দশ—চৌদ্দ, ১৪। ১৪ সংখ্যার পূরক, ১৪ সংখ্যক। স্ত্রী. **চতুর্দশী** — বি. অমাবস্যা বা পূর্ণিমার আগের তিথি। ণ. চৌদ্দ বছর বয়স্কা। চতুর্দশস্থানীয়া। **চতুর্দশ পুরুষ** — পিতা পিতামহ ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষ। **চতুর্দশ বিদ্যা** — ৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ইতিহাস ও পুরাণ। **চতুর্দশ ভুবন** — সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।

চতুর্দিক — চারি দিক, সকল দিক।

চতুর্দোল — চার জনে বহিয়া লইয়া যায় এমন সুসজ্জিত পালকি, চৌদোলা।

চতুর্ধা — চারি খণ্ডে। চারি দিকে বা

ভাগে। চারি ভাবে।

চতুর্বর্গ — ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার বাঞ্ছিত সুফল।

চতুর্বর্ণ — ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা প্রাচীন শ্রেণী।

চতুর্বিংশ, চতুর্বিংশতিতম — ২৪ সংখ্যার পূরক, ২৪-তম। **চতুর্বিংশতি** — ২৪ সংখ্যা, চব্বিশ।

চতুর্বিধ — চাররকম।

চতুর্বেদ — ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এই চারি বেদ। **চতুর্বেদী** — চারিটি বেদেই সুপণ্ডিত। যিনি চারিটি বেদই মানিয়া চলেন। ব্রাহ্মণের পদবী বিশেষ, চৌবে। [সং. চতুর্বেদিন্।]

চতুর্ভুজ — যাঁহার চারিটি হাত, নারায়ণ। চারিটি সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র। স্ত্রী. **চতুর্ভুজা** — চারি হাত আছে এমন দেবীমূর্তি।

চতুর্মুখ, চতুর্বক্ত্র — চতুরানন, ব্রহ্মা।

চতুষ্ক — চারিকোণবিশিষ্ট ক্ষেত্র। চারকোনা উঠান। চারিটি থামযুক্ত মণ্ডপ।

চতুষ্কোণ — ণ. চারকোনা। বি. চারিকোণ-যুক্ত ক্ষেত্র।

চতুষ্টয় — ণ. চতুর্বিধ। চারি-অবয়বযুক্ত। বি. একত্রে চারিটি, চারিটির সমষ্টি। [ঃ বেদ-'চতুষ্টয়'।]

চতুষ্পথ — চৌরাস্তা, চৌমাথা।

চতুষ্পদ — ণ. চার পা আছে এমন, চার-পেয়ে। [ঃ 'চতুষ্পদ' জন্তু।] স্ত্রী. **চতুষ্পদী** — চারি চরণ আছে এমন কবিতা, চৌপদী।

চতুষ্পাঠী — যেখানে ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি ও দর্শন এই চারিপ্রকার শাস্ত্র পড়ানো হয়, টোল।

চতুষ্পাদ — ণ. চারি চরণবিশিষ্ট। [ঃ 'চতুষ্পাদ' শ্লোক।] চার সিকি আছে এমন, সম্পূর্ণ, চারপোয়া।

চতুষ্পার্শ্ব — চারি পাশ, চতুর্দিক। **চতুষ্পার্শ্ববর্তী, চতুষ্পার্শ্বস্থ** — চারি পাশে আছে এমন, চারি পাশের।

চতুস্তল — চারিতলবিশিষ্ট, চৌতল, চার তলা। [ঃ 'চতুস্তল' অট্টালিকা।]

চতুস্ত্রিংশৎ — চৌত্রিশ। **চতুস্ত্রিংশ, চতুস্ত্রিংশত্তম** — চৌত্রিশের, ৩৪-তম।

চত্বর—চাতাল, উঁচু উঠান, চবুতরা। [সং.

চত্বারিংশ — চল্লিশের, ৪০-তম। **চত্বারিংশৎ** — চল্লিশ, ৪০। **চত্বারিংশত্তম** — চল্লিশের, ৪০-তম।

চনচন — বেগ ও তেজসূচক অনুকার। [ঃ রক্ত 'চনচন' করা।] ণ. **চনচনে** সতেজ, সবেগ। [ঃ নাড়ী 'চনচনে' আছে; ঃ 'চনচনে' রোদ।]

চনমন — অস্থিরতাবোধ, চঞ্চলতাপ্রকাশ [ঃ মন 'চনমন' করা।] ণ. **চনমনে** — চঞ্চল, চুলবুলে।

চন্দ, চন্দা — (কবিতায়) চাঁদ, চন্দ্র।

চন্দন — একরকম সুগন্ধ গাছ ও তাহার কাঠ। **চন্দনপিঁড়ি** — যে পাথরের উপর চন্দন ঘষা হয়।

চন্দনা — গলায় লাল রেখা আছে এমন একরকম টিয়াপাখি। একরকম মাছ।

চন্দনী — বি. চন্দনের আরক। ণ. চন্দনের আরকযুক্ত। [ঃ 'চন্দনী' বিড়ি।]

চন্দা — ('চন্দ' দেখ।)

চন্দ্র — চাঁদ। পুরাণে বর্ণিত দেবতা। আনন্দদায়ক বা গৌরববর্ধনকারী। [ঃ বৃন্দাবন 'চন্দ্র'; ঃ গোকুল-'চন্দ্র'।] বাঙ্গালী হিন্দুর পদবীবিশেষ। **চন্দ্রক** — ময়ূরপুচ্ছের উপরের চাকার মতো গোল চিহ্ন। **চন্দ্রকর** — চাঁদের কিরণ, জ্যোৎস্না। **চন্দ্রকলা** — চন্দ্রমণ্ডলের ষোল ভাগের এক বিভিন্ন তিথিতে চাঁদের যে অংশ দেখা যায়। **চন্দ্রকান্ত** — একরকম মণি, বহু মূল্য রত্ন। **চন্দ্রকান্তা** — চন্দ্রের পত্নী

রোহিণী নক্ষত্র। নক্ষত্র। **চন্দ্রকান্তি** — ণ. চন্দ্রের মতো কান্তি বা রূপ যাহার। বি. রৌপ্য, রূপো। **চন্দ্রকেতু** — লক্ষ্মণের পুত্র। **চন্দ্রগুপ্ত** — ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত রাজার নাম। **চন্দ্রগ্রহণ** — চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত। **চন্দ্রচূড়** — শিব, মহাদেব। **চন্দ্রপুলি** — নারিকেল দিয়া প্রস্তুত অর্ধচন্দ্রাকার একরকম মিষ্টান্ন। **চন্দ্রপ্রভ** — চাঁদের মতো জ্যোতি যাহার, সুন্দর। স্ত্রী. — **চন্দ্রপ্রভা**। **চন্দ্রবংশ** — পুরাণে কথিত চন্দ্র হইতে উৎপন্ন বংশ, কুরু যদু প্রভৃতির বংশ। ণ. **চন্দ্রবংশীয়** — চন্দ্রবংশে জাত। চন্দ্রবংশ সংক্রান্ত। **চন্দ্রবদন** — বি. চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। ণ. চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার। স্ত্রী. **চন্দ্রবদনা, চন্দ্রবদনী** — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার (যে মেয়ের)। **চন্দ্রবিন্দু** — অনুনাসিক ধ্বনি-সূচক চিহ্ন, ঁ চিহ্ন। **চন্দ্রবোড়া** — এক-রকম বিষাক্ত সাপ। **চন্দ্রভাগা** — পাঞ্জাবের একটি নদীর নাম, বর্তমান চেনাব। **চন্দ্রমণ্ডল** — চাকার মতো চাঁদের যে অংশ দেখা যায়। **চন্দ্রমল্লিকা** — একরকম ফুল। **চন্দ্রমা** — চাঁদ। **চন্দ্রমুখ** — ('চন্দ্রবদন' দেখ।) **চন্দ্রমুখী** — ('চন্দ্রবদনা' দেখ।) **চন্দ্রমৌলি** — শিব, চন্দ্রচূড়। **চন্দ্রলেখা** — রেখার মতো দেখিতে সরু চাঁদ। চন্দ্রকলা। অনিরুদ্ধ-পত্নী ঊষার সখী। **চন্দ্রলোক** — পুরাণে বর্ণিত চাঁদে অবস্থিত স্থান, চাঁদের দেশ। **চন্দ্রশালা** — ছাদের উপরের ঘর, চিলেকোঠা। **চন্দ্রশেখর** — শিব, চন্দ্রচূড়, চন্দ্রমৌলি। **চন্দ্রহার** — কোমরের একরকম গহনা, মেখলা। গলার একরকম হার। **চন্দ্রহাস** — রাবণের খড়্গ। জনৈক পৌরাণিক রাজার নাম।

চন্দ্রাতপ — চাঁদোয়া। জ্যোৎস্না। [সং.]

চন্দ্রানন — ('চন্দ্রবদন' দেখ)। স্ত্রী. — **চন্দ্রাননা, চন্দ্রাননী**। ('চন্দ্রবদনা' দেখ।)

চন্দ্রাপীড় — শিব।

চন্দ্রাবলী — রাধিকার সখী। জ্যোৎস্না।

চন্দ্রালোক — চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না।

চন্দ্রিকা — জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নারাত্রি। [ঃ 'মধু-চন্দ্রিকা'।]

চন্দ্রোদয় — চাঁদের উদয়, চাঁদ ওঠা।

চপ — মাংস আলু ইত্যাদির মসলাযুক্ত এক-রকম পিঠা বা বড়া। [ই. chop.]

চপচপ — তেল কাদা ইত্যাদিতে ভেজা বা মাখা এই ভাব প্রকাশক অনুকার। [ঃ মাথায় তেল 'চপচপ' করছে।] ণ. **চপচপে** — চপচপ করে এমন।

চপল — চঞ্চল, অস্থির। হালকা, লঘু। প্রগল্‌ভ। বি.—**চপলতা**। স্ত্রী.—**চপলা**। বি. **চপলা** — বিদ্যুৎ। লক্ষ্মী।

চপেট — চড়। **চপেটাঘাত** — চড়ের আঘাত, চড়। [সং.]

চপ্পল — একরকম চটি জুতো, স্যাণ্ডেল।

চবর্গ — চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি বর্ণ।

চবুতর, চবুতরা — চত্বর, চাতাল। [সং. চত্বর।]

চব্বিশ — ২৪ সংখ্যা। **চব্বিশ ঘণ্টা** — রাত-দিন, সর্বদা। **চব্বিশে** — মাসের ২৪ তারিখ বা ২৪ তারিখে।

চমক — অকস্মাৎ বিস্মিত বা বিমুগ্ধ ভাব। দীপ্তি, চকমকে ভাব। **চমকদার** — হঠাৎ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে এমন। **চমক ভাঙা** — অকস্মাৎ বিস্মিত বা বিমুগ্ধ ভাব দূর হওয়া। **চমক লাগা** — অকস্মাৎ বিস্মিত বা বিমুগ্ধ হওয়া। বি. **চমকানি** —অকস্মাৎ বিস্ময় বা ভীতিবোধ, চমকে ওঠা। ক্ষণিক দীপ্তি। **চমকানো** — ক্রি. হঠাৎ ভয়ে বা বিস্ময়ে নড়িয়া ওঠা, চমকিত হওয়া। অল্পক্ষণের জন্য দীপ্তি পাওয়া। [ঃ বিদ্যুৎ 'চমকানো'।] ণ. চমকিত। বি. চমকিত ভাব। **চমকিত** —

চমকাইয়া উঠিয়াছে এমন, হঠাৎ বিস্মিত বা ভীত হইয়াছে এমন। স্ত্রী.–**চমকিতা**।

চমচম — রসে পাক-করা একরকম ছানার মিষ্টান্ন।

চমৎকরণ — চমকাইয়া দেওয়া, বিস্মিতকরণ। ণ. **চমৎকৃত** – বিস্মিত। বিমুগ্ধ। স্ত্রী.– **চমৎকৃতা**। **চমৎকার** — বি. চমৎকরণ। বিস্মিতকরণ। ণ. বিস্ময়কররূপে সুন্দর, অতীব সুন্দর। **চমৎকারিতা, চমৎকারিত্ব** — বিস্ময় জাগাইবার শক্তি, তাক লাগাইবার উপযোগী গুণ। ণ. **চমৎকারী** — বিস্ময়কর। বিমুগ্ধকর। স্ত্রী.– **চমৎকারিণী**। [ঃ 'চমৎকারিণী' প্রতিভা।]

চমর — একরকম তিব্বতী গরু যাহার লেজ হইতে চামর হয়, yak. স্ত্রী.–**চমরী**।

চমূ — স্ত্রী. বৃহৎ সৈন্যদল।

চম্পক – চাঁপা গাছ বা ফুল। **চম্পককলি** – চাঁপাফুলের কুঁড়ি। **চম্পকদাম** — চাঁপাফুলের সমষ্টি, চাঁপাফুলের মালা।

চম্পট — পলায়নের জন্য দৌড়। [ঃ 'চম্পট' দেওয়া।] [হি. চম্পৎ।]

চম্পা — চাঁপা। প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী। ইন্দোচীনের অন্তর্গত প্রাচীন হিন্দুরাজ্য।

চম্পূ — স্ত্রী. গদ্যে-পদ্যে লেখা কাব্য।

-চয় — কতকগুলির সমষ্টি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'কবিতাচয়'।]

চয়ন – সংগ্রহ, সংকলন। তোলা। [ঃ পুষ্প-'চয়ন'।] ণ. **চয়নীয়** — চয়নের যোগ্য। **চয়িত** — চয়ন করা হইয়াছে এমন।

চর — বি. যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে, গোয়েন্দা। প্রাণী। প্রাণি-জগৎ। [ঃ 'চরাচর'।] ণ. যাহা চলে, জঙ্গম, গতিশীল। বিচরণ করে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ স্থল-'চর'।]

চর — নদীতে পলি পড়িবার ফলে জাগিয়া-ওঠা জমি, চড়া।

চরক — প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসা-শাস্ত্রকার। **চরকসংহিতা** — চরক-রচিত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ।

চরকা — সুতা কাটিবার একরকম যন্ত্র [সং. চক্র; ফা. চর্খহ্।]

চরকি — একরকম আতশবাজি যাহা আগুনের ফুলকি ছড়াইয়া চাকার মতো দ্রুত ঘোরে। সুতা জড়াইবার নাটাই [ফা. চর্খী।]

চরণ — পদ, পা। শ্লোকের পাদ বা এক-চতুর্থাংশ। কবিতার কলি। বিচরণ। **চরণ-কমল** — পা-রূপ পদ্ম, পাদপদ্ম। **চরণ-তল** — পায়ের তলা, পদতল। পায়ের কাছ। **চরণপ্রান্ত**—পায়ের কাছ, পদতল। **চরণযুগল** — দুইটি পা। **চরণরেণু** — পায়ের ধুলো। **চরণসেবা** — পায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়া বা পা টেপা। **চরণা-মৃত** — দেবদেবীর বা পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া জল। **চরণাম্বুজ, চরণারবিন্দ** — চরণকমল, পাদপদ্ম, পা-রূপ পদ্ম। **চরণাশ্রিত**—পায়ে স্থান পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **চরণাশ্রিতা**।

চরম – অন্তিম, শেষ। [ঃ 'চরম' মুহূর্ত।] যারপরনাই। [ঃ 'চরম' উৎকর্ষ।] বি. চূড়ান্ত অবস্থা। [ঃ লাঞ্ছনার 'চরম'।] **চরমপত্র** — শেষ চিঠি বা শেষ প্রস্তাব যাহা অনুসারে কাজ না করিলে বিবাদ বা যুদ্ধ বাধিতে পারে, ultimatum. **চরমোৎকর্ষ** — সর্বাপেক্ষা উন্নতি, উৎ-কর্ষের পরাকাষ্ঠা।

চরস — গাঁজা হইতে প্রস্তুত একরকম মাদকদ্রব্য, hashish.

চরা — ক্রি. চলিয়া বেড়ানো, বিচরণ করা. ঘুরিয়া বেড়ানো। আহার সংগ্রহ করিবার জন্য পশুদের ঘুরিয়া বেড়ানো। **চরানো** – ক্রি. পশুচারণ করা। নিজের ইচ্ছামতো অপরকে ঘোরানো বা খাটানো। [ঃ

অনেককে 'চরিয়েছি'; ঃ ছেলে 'চরানো'।]
চরাচর — যাহা চলে এবং যাহা চলে না সমস্ত কিছুই, স্থাবর-জঙ্গম, সমগ্র জগৎ।
চরিত — বি. চরিত্র। জীবনী। ণ. আচরিত।
চরিতার্থ — কৃতকার্য, কৃতার্থ। তৃপ্ত। [ঃ পশুপ্রবৃত্তি 'চরিতার্থ' করা।]
চরিত্র — স্বভাব। সৎস্বভাব। গল্প নাটক ইত্যাদির পাত্র-পাত্রী। **চরিত্রদোষ** — চরিত্রহীনতা, লাম্পট্য, কামুকতা। **চরিত্রবান্** – সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। কামুক বা লম্পট নয় এমন। **চরিত্রহীন** — লম্পট, কামুক, ব্যভিচারী। স্ত্রী. — **চরিত্রহীনা**। **চরিত্রহীনতা** — লাম্পট্য, কামুকতা, ব্যভিচারিতা।
চরিষ্ণু — যাহা চরিয়া বেড়ায়, বিচরণশীল।
চরু — যজ্ঞের সময়ে প্রস্তুত পায়সান্ন।
চর্চরী — প্রাচীন সংগীতবিশেষ। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। চাঁচর উৎসব। [সং.]
চর্চা — আলোচনা। অভ্যাস, অনুশীলন। শিক্ষা। চিন্তা, অনুধ্যান। লেপন। ণ. **চর্চিত** — মণ্ডিত, লেপিত। [ঃ চন্দন-চর্চিত'।] আলোচিত। অনুশীলিত।
চর্বণ — চিবানো, দাঁত দিয়া পেষণ। ণ. **চর্বণীয়, চর্ব্য** — চিবাইয়া খাইতে হয় এমন। [ঃ 'চর্ব্য'-চূষ্য।] চর্বণের যোগ্য।
চর্বি — প্রাণীর দেহের তেলের মতো জিনিস, মেদ। [ফা. চর্ব্।] **চর্বি হওয়া** — মেদবৃদ্ধি পাওয়া, মোটা হওয়া।
চর্বিত — চিবানো হইয়াছে এমন। **চর্বিত-চর্বণ** — জাবরকাটা, রোমন্থন। একই জিনিস বার বার আলোচনা বা উচ্চারণ।
চর্ম — চামড়া, ছাল, প্রাণিদেহের ত্বক্। **চর্মকার** — মুচি, চামার। **চর্মচক্ষু** — স্থূল চক্ষু, দৈহিক চক্ষু (মানসিক বা দিব্য চক্ষু নয়)।
চর্মচটক — চামচিকা, বাদুড়। স্ত্রী. — **চর্মচটিকা**।
চর্মণ্বতী — মধ্যভারতের একটি নদী, বর্তমান চম্বল।
চর্মাবরণ — চামড়ার ঢাকনি, চামড়া দিয়া তৈয়ারী আবরণ। ণ. **চর্মাবৃত**—চামড়ায় ঢাকা বা মোড়া।
চর্মার — চামার, মুচী। [সং.]
চর্য — আচরণীয়। পালনীয়। **চর্যা** — আচরণ, কাজ। নিয়মিত কাজ, অনুষ্ঠান। নিয়মপালন। **চর্যাপদ** — বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে প্রাচীনতম বাংলাভাষায় রচিত কবিতা।
চল — ণ. গতিশীল, চঞ্চল। প্রচলিত। বি. প্রচলন, রেওয়াজ।
চলকানো — ক্রি. নাড়া পাইয়া উপচানো। ণ. ঐভাবে উপচাইয়া পড়িয়াছে এমন। বি. ঐভাবে উপচাইয়া পতন।
চলচ্চিত্র — সিনেমা।
চলৎ — চলিতেছে বা চলে এমন। **চলচ্ছক্তি** — চলিবার ক্ষমতা। **চলচ্ছক্তিহীন, চলচ্ছক্তিরহিত** — চলিবার ক্ষমতা নাই এমন।
চলতি — ণ. চলন্ত। [ঃ 'চলতি' ট্রাম।] বর্তমান, এই। [ঃ 'চলতি' বছর।] প্রচলিত। [ঃ 'চলতি' দর।] বন্ধ নয় বা কাজ চলিতেছে এমন। [ঃ 'চলতি' কারবার।] যাহার সহিত সামাজিক ব্যবহার করা যায় এমন। [ঃ 'চলতি' ঘর।]
চলন — গমন, চলা। চলার ভঙ্গী। ব্যবহার, আচরণ। [ঃ চাল-'চলন'।] চল, প্রচলন, রেওয়াজ। [ঃ 'চলন' নেই।] **চলনসই** — খুব ভালোও নয় খুব মন্দও নয়, মাঝামাঝি, কাজ চলে এমন।
চলন্ত — চলিতেছে এমন, গতিশীল।
চলমান — চলে এমন, গতিশীল, চলৎ।
চলা — ক্রি. গতিশীল হওয়া। হাঁটিয়া যাওয়া, হাঁটা। যাওয়া, গমন করা।

অগ্রসর হওয়া। যন্ত্রাদি সক্রিয় হওয়া। [ঃ ঘড়ি 'চলা'।] প্রচলিত হওয়া। [ঃ বাজারে 'চলা'।] উপযোগী বা কার্যকরী হওয়া। [ঃ এর পর কথা 'চলে' না।] আচরণ করা, নিয়মাদি পালন করা। [ঃ সৎপথে 'চলা'।] বন্ধ না থাকা, কাজ হইতে থাকা। [ঃ স্কুল 'চলা'; ঃ দোকান 'চলা'।] কোনও রকমে নিষ্পন্ন হওয়া। [ঃ কাজ 'চলা'।] কোনও রকমে কাটা বা অতিবাহিত হওয়া। [ঃ দিন 'চলা'।] গৃহীত হওয়া। [ঃ এ টাকা 'চলবে' না।] উপযুক্ত হওয়া। [ঃ এ লেখা 'চলবে' না।] ণ. যাহাতে হাঁটিয়া যাইতে হয় বা হাঁটিয়া যাওয়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'চলা' পথ।] **চলাচল** — যাতায়াত, আনাগোনা। সঞ্চালন। [ঃ রক্ত-'চলাচল'।] **চলানো** — ক্রি. হাঁটানো। **চলাফেরা** — যাতায়াত, গতিবিধি।

চলিত — চলতি, প্রচলিত। **চলিত ভাষা** — পশ্চিম বঙ্গের মৌখিক ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে এমন একরকম লৌখিক ভাষা। [তুঃ 'সাধুভাষা'।]

চলিষ্ণু — যাহা চলে, গতিশীল।

চলোর্মি — চঞ্চল তরঙ্গ।

চল্লিশ — ৪০ সংখ্যা। [সং. চত্বারিংশৎ।]

চশম — চোখ। **চশমখোর** — চক্ষুলজ্জা-হীন, নির্লজ্জ। [ফা.]

চশমা — দৃষ্টি ক্ষীণ হইলে দেখিতে সাহায্য করে এমন কাচ, spectacles. [ফা. চশ্‌মহ্‌।]

চষক — সুরাপানের উপযোগী পাত্র। সুরা। মধু। [সং.]

চষা — ক্রি. কর্ষণ করা, লাঙল দিয়া মাটি খুঁড়িয়া উলটাইয়া ফেলা। ণ. কর্ষিত। [ঃ 'চষা' মাটি।] বি. কর্ষণ। **চষানো**— ক্রি. কর্ষণ করানো। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

চা — একরকম গাছ ও তাহার পাতা। ঐ পাতা হইতে প্রস্তুত পানীয়। [চীনা চা।] **চা-কর** — চা-উৎপাদনকারী চা-বাগানের মালিক।

চাঁই — সর্দার, মোড়ল, প্রধান ব্যক্তি। ণ ঝানু।

চাঁই — বড় ডেলা, চাঙড়।

চাইতে — চেয়ে, অপেক্ষা। [ঃ সুখের 'চাইতে' স্বস্তি ভালো।]

চাউনি — চাহনি, নজর। চোখের ভঙ্গী।

চাউল — চাল, তুষহীন ধান, তণ্ডুল।

চাওয়া — ক্রি. ইচ্ছা করা। [ঃ যেতে 'চাওয়া'।] পাইতে ইচ্ছা করা। [ঃ সুখ 'চাই'।] মাগা, দিতে বলা বা অনুরোধ করা। [ঃ টাকা 'চাওয়া'।] ণ. চাওয়া হইয়াছে এমন, ঈপ্সিত। প্রার্থিত। বি. ইচ্ছা, অভিলাষ। প্রার্থনা, পাইবার জন্য ইচ্ছা জ্ঞাপন। ('চাহা' দেখ।)

চাওয়া — ক্রি. দৃষ্টিপাত করা, তাকানো। চোখ মেলা। বি. দৃষ্টিপাত। চক্ষুরুন্মীলন। ('চাহা' দেখ।)

চাক — চাকার মতো একরকম যন্ত্র। [ঃ কুমোরের 'চাক'।] মৌমাছি বোলতা ইত্যাদির বাসা। [ঃ 'মৌচাক'; ঃ বোলতার 'চাক'।] চাকার মতো গোলাকার জিনিস বা তাহার টুকরা। [ঃ চিড়ের 'চাক'; ঃ গুড়ের 'চাক'।] [সং. চক্র।]

চাকচিক্য — উজ্জ্বলতা, চটক।

চাকতি — ছোট বৃত্তাকার জিনিস। [ঃ টিনের 'চাকতি'।]

চাকর — অপরের বাড়িতে কাজ করে এমন লোক, ভৃত্য, পরিচারক। [ফা.] **চাকর-বাকর** — চাকর ও চাকরের শ্রেণীভুক্ত লোক। স্ত্রী. **চাকরানী** — অপরের বাড়িতে কাজ করে এমন মেয়ে, ঝি, দাসী

চাকরান — বেতনের পরিবর্তে চাকর বা ধোপা-নাপিত ইত্যাদিকে দেওয়া জমি

[ফা.]।

চাকরি, চাকুরি — বেতন লইয়া অপরের জন্য কাজ। ঐরূপ কর্মীর পদ। [ঃ 'চাকরি' খালি।] ণ. **চাকরে, চাকুরিয়া, চাকুরে** — ণ. চাকরি করে এমন। বি. চাকরি করে এমন ব্যক্তি। [ঃ সরকারী 'চাকুরে'।]

চাকলা — জমিদারির অন্তর্গত কয়েকটি পরগনার সমষ্টি। চাকার মতো টুকরা। [ঃ এক 'চাকলা' আম।] চোকলা। **চাকলাদার** – চাকলার জোতদার, জমিদার।

চাকা — বৃত্তাকার যন্ত্র। [ঃ গাড়ির 'চাকা'; ঃ মেশিনের 'চাকা'।] চাকার মতো গোল টুকরা। [ঃ মাছের 'চাকা'।] ণ. দেখিতে চাকার মতো, গোল। [ঃ 'চাকা' মুখ।] [সং. চক্র।]

চাকি — চাকতি। গোল পিঁড়ি যাহাতে রুটি লুচি ইত্যাদি বেলা হয়। কলাই প্রভৃতি ভাঙিবার যাঁতা।

চাকু — ছুরি। [তু.]

চাকুম-চাকুম — সশব্দে খাইবার শব্দসূচক অনুকার। [ঃ 'চাকুম-চাকুম' খায়।]

চাকুরি — ('চাকরি' দেখ।)

চাকুরে — ('চাকরে' দেখ।)

চাক্ষুষ — চোখে-দেখা, চোখের দ্বারা প্রাপ্ত বা জ্ঞাত। চোখ সংক্রান্ত। [সং.]

চা-খড়ি — সাধারণ বা ফুল খড়ি, chalk.

চাখা — ক্রি. আস্বাদন করা, স্বাদ লওয়া। ণ. আস্বাদিত। বি. আস্বাদন।

চাগা — ক্রি. সতেজ বা প্রবল হইয়া উঠা। উদিত বা উদ্রিক্ত হওয়া।

চাগাড় — উত্তেজনা। প্রাবল্য ঘটন। **চাগাড় দেওয়া** — উত্তেজিত হওয়া, প্রবল ভাব ধারণ করা।

চাঙড় — বড় ঢেলা, মাটির তাল, চাপ।

চাঙা — ('চাঙ্গা' দেখ।)

চাঙারি — ('চাঙ্গারি' দেখ।)

চাঙ্গড় — ('চাঙড়' দেখ।)

চাঙ্গা — সবল, সতেজ। [সং. চঙ্গ।]

চাঙ্গারি — বাঁশের কাঠি দিয়া তৈয়ারী এক-রকম ডালা।

চাঁচ — দরমা। বাঁশের পাতলা কাঠি দিয়া তৈয়ারী ঘন বেড়া।

চাঁচনি — চাঁচিবার যন্ত্র।

চাঁচর — ণ. কুঞ্চিত। [ঃ 'চাঁচর' চিকুর।] বি. দোল পূর্ণিমার আগের রাত্রিতে আগুন জ্বালিয়া উৎসব, বহ্ন্যুৎসব। [সং. চর্চরী।]

চাচা — কাকা। স্ত্রী.—**চাচী**। [হি.]

চাঁচা — ক্রি. ধারালো বা দাঁতওয়ালা জিনিস ঘসিয়া উপরের স্তর তুলিয়া ফেলা, ছোলা। ণ. যাহার উপরের স্তর ঘসিয়া উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে, মসৃণ। [ঃ 'চাঁচা'-ছোলা মুখ।] বি. ঐভাবে মসৃণ করণ।

চাঁচাড়ি — বাঁশের পাতলা কাঠি।

চাঁচি — দুধ জ্বাল দিবার পাত্র হইতে চাঁচিয়া তোলা দুধের শক্ত অংশ ও সর।

চাচী — ('চাচা' দেখ।)

চাঞ্চল্য — অস্থিরতা, চঞ্চলতা। সজীবতা। উত্তেজিত ভাব।

চাট — মসলাদি যোগে প্রস্তুত চাটিয়া খাইবার উপযোগী ব্যঞ্জন। মুখরোচক ঝাল খাদ্য।

চাট, চাঁট — ঘোড়া গোরু ইত্যাদির পদাঘাত বা পায়ের গুঁতো।

চাটনি — চাটিয়া খাইবার উপযুক্ত অম্ল-মধুর আচার বা ব্যঞ্জন।

চাটা — ক্রি. লেহন করা, জিভ বুলানো। ণ. লেহন করা হইয়াছে এমন। বি. লেহন। **পা চাটা** — তোষামোদ করা। **চাটাচাটি** – পরস্পরকে চাটা। [ঃগা 'চাটাচাটি' করা।]

চাটাই, চেটাই — তালপাতা ইত্যাদি বুনিয়া তৈয়ারী একরকম আসন বা ফরাশ।

চাটানো — ক্রি. চাটিতে বাধ্য করা। চাটি

মারা।

চাঁটানো — ক্রি. চাটি মারা।

চাটাল, চাটালো — চওড়া। অগভীর।

চাটি, চাঁটি — মৃদু চড়। [ঃ মাথায় 'চাঁটি', ঃ তবলায় 'চাঁটি'!]

চাটিম কলা — মর্তমান জাতীয় কলা।

চাটু — রাঁধিবার একরকম অগভীর পাত্র, তাওয়া। [সং. চটুক।]

চাটু — তোষামোদ, খোশামোদ।। **চাটুকার** — খোশামুদে লোক। **চাটুবাক্য** — খোশামুদে কথা। **চাটুবৃত্তি** — তোষামোদি। তোষামোদের দ্বারা জীবিকা-অর্জন।

চাটুজ্জে, চাটুজ্যে — বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের পদবী বিশেষ, চট্টোপাধ্যায়।

চাটূক্তি — চাটুবাক্য, তোষামুদে কথা।

চাট্টি, চাট্টিখানি — অল্পসংখ্যক, অল্প-পরিমাণ। সামান্য। ('চারটি' শব্দের দ্রুত উচ্চারিত সংক্ষেপিত রূপ।) [ঃ 'চাট্টি-খানি' কথা নয়।]

চাড় — কোনও জিনিস তুলিবার বা ভাঙিবার উদ্দেশ্যে শক্ত দণ্ড ইত্যাদি ঢুকাইয়া চাপ। ঠেকনা। আগ্রহ, উৎসাহ। [ঃ কোনও কাজে 'চাড়' নাই।]

চাড়া — ক্রি. উপর দিকে তোলা। [ঃ গোঁফে 'চাড়া' দেওয়া।] উপরের দিকে ওঠা। [ঃ মাথা 'চাড়া' দেওয়া।]

চাঁড়াল — চণ্ডাল। স্ত্রী. — **চাঁড়ালনী**।

চাণক্য — মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত মন্ত্রী, কৌটিল্য।

চাতক — একরকম পাখী। (মেঘের নিকট জল চায় বলিয়া প্রবাদ।) স্ত্রী — **চাতকী, চাতকিনী**।

চাতাল—চত্বর, উঁচু উঠান। [সং. চত্বাল।]

চাতুরী — চালাকি, চতুরতা, চাতুর্য।

চাতুর্বর্ণ্য — বি. ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সমষ্টি ও তাহাদের কাজ। ণ. চতুর্বর্ণ সংক্রান্ত।

চাতুর্মাস্য — চার মাস ধরিয়া পালনীয় ব্রত। [সং.]

চাতুর্য — ('চাতুরী' দেখ।)

চাঁদ — চন্দ্র। **চাঁদবদন** — ('চাঁদমুখ' দেখ।) স্ত্রী. **চাঁদবদনী** — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ আছে এমন (নারী)। **চাঁদমুখ** — বি. চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। ণ. চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার।

চাঁদনি — জ্যোৎস্না। মণ্ডপ। ছাদের উপরের ঘর। **চাঁদনী** — ('চাঁদিনী' দেখ।)

চাঁদমারি — গুলী ছোঁড়া শিক্ষায় চাঁদের মতো গোলাকার লক্ষ্য। গুলী ছোঁড় শিক্ষা ও অভ্যাসের অনুষ্ঠান।

চাঁদমালা — সোলা দিয়া তৈয়ারী একরকম সজ্জাদ্রব্য।

চাদর — উড়ানি। শীতের সময়ে গায়ে দেওয়ার উপযোগী মোটা কাপড়। বিছানার আবরণ, ফরাশ। ধাতু ইত্যাদির বড়ো পাত। [ঃ লোহার 'চাদর'।] [ফা.]

চাঁদা — একরকম ছোট মাছ। [সং. চন্দ্রক।]

চাঁদা — (ছড়া ইত্যাদিতে) চাঁদ। [ঃ 'চাঁদা' মামা।]

চাঁদা — কোনও মিলিত ব্যাপার বা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দেয় অর্থ। নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য বা সাহায্য বাবদ দেয় অর্থ। [ঃ বার্ষিক 'চাঁদা'।] [ফা. চন্দ্।]

চাঁদি — (চাঁদের মতো শুভ্র) রূপা। মাথার উপরিভাগ, ব্রহ্মতালু। **চাঁদির জুতো** — টাকার জোরে অপরের অবমাননা।

চাঁদিনী — জ্যোৎস্নায় আলোকিত। [ঃ 'চাঁদিনী' রাত।] [সং. চন্দ্রশালিনী।]

চাঁদোয়া — শামিয়ানা। [সং. চন্দ্রাতপ।]

চান — (কথ্যরূপ) স্নান।

চানকানো — ক্রি. গরম করা। উত্তেজিত করা। রং মাখাইয়া উজ্জ্বল করা।

চানা — ছোলা। [সং. চণক।] **চানাচুর** — থেঁতলানো বা ভাঙা ছোলা ভাজা।

চান্দ — (কবিতায়) চাঁদ।

চান্দ্র — চাঁদ সংক্রান্ত। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি বা তিথি অনুসারে গণনা করা হয় এমন। [ঃ 'চান্দ্র' মাস।]

চান্দ্রায়ণ — হিন্দুশাস্ত্র মতে একরকম প্রায়শ্চিত্ত (চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রত্যহ আহার নিয়ন্ত্রিত করা হয়)।

চাপ — ধনু। পরিধির অংশ। [সং.]

চাপ — ঠেলা দেয় এমন গুরুত্ব। [ঃ বায়ুর 'চাপ'; ঃ রক্তের 'চাপ'।] ভার, বোঝা। [ঃ কাজের 'চাপ'।] পীড়াপীড়ি। [ঃ 'চাপ' দিয়া আদায় করা।] টিপিয়া ধরা, ঠেলা। [ঃ বোতামে 'চাপ' দেওয়া।] চাঙড়, তাল, ডেলা। [ঃ মাটির 'চাপ'] ণ. ডেলা-বাঁধা, জমাট। [ঃ 'চাপ' দই।] ঠাস, ঘন। [ঃ 'চাপ'-দাড়ি।] **চাপদাড়ি** — সমস্ত গালময় কান পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন খাটো দাড়ি।

চাপকান — একরকম লম্বা ঢিলা জামা। [ফা. চপ্‌কন্‌।]

চাপটি — হাঁটু তুলিয়া পাছায় ভর দিবার ভঙ্গী। [ঃ 'চাপটি' খেয়ে বসা।]

চাপড় — থাপ্পড়, চড়। [সং. চপেট।]

চাপড়া — বড়ো ডেলা, চেপটা চাঙড়। [ঃ ঘাসের 'চাপড়া'।] [সং. চর্পটা।]

চাপড়ানো — ক্রি. বার বার চাপড় মারা। [ঃ বুক 'চাপড়ানো'।] চাপড় মারা। মৃদু আঘাত করা। [ঃ পিঠ 'চাপড়ানো'।] **পিঠ চাপড়ানো** — উৎসাহ দেওয়া। মাতব্বরী ভাব দেখানো। **বুক চাপড়ানো** —হা-হুতাশ করা, খেদ করা।

চাপমান — আবহাওয়া বা বায়ুর চাপ মাপিবার যন্ত্র, barometer.

চাপরাস — পেয়াদা ইত্যাদির পরিচয়সূচক ধাতুর চাকতি, তকমা। [ফা. চপ-রাস্ত্‌।] **চাপরাসী** — (চাপরাসধারী) পেয়াদা, আরদালী।

চাপল্য — চপলতা, চঞ্চলতা। প্রগল্‌ভতা।

চাপা — ক্রি. চাপ দেওয়া। চড়া। আবৃত করা। গোপন রাখা। [ঃ 'চাপিয়া' যাওয়া।] ণ. আবৃত। অনুচ্চ। [ঃ 'চাপা' গলা।] যে মনের কথা খুলিয়া বলে না। [ঃ লোকটি বড় 'চাপা'।] টোল-খাওয়া, গভীর, বসা। [ঃ ঠোঁটের দুইদিক 'চাপা'।] **চাপা পড়া** — কোন বিষয় স্থগিত থাকা ও ভুলিয়া যাওয়া। কিছুর নিচে পড়া। [ঃ গাড়ি 'চাপা' পড়া।]

চাঁপা — একরকম গাছ ও তাহার ফুল। একরকম কলা। [সং. চম্পক।]

চাপাচাপি — পরস্পরের উপর পরস্পরের চাপ। অতিরিক্ত চাপ। ঠেলাঠেলি।

চাপাচুপি — ঢাকাঢুকি, গোপন রাখার চেষ্টা বা ব্যবস্থা।

চাপাটি — হাতে চাপড়াইয়া তৈয়ারী রুটি। [সং. চর্পটী।]

চাপান — কবির গান তরজা ইত্যাদিতে বিপক্ষের নিকট উত্তর চাহিয়া প্রশ্নাত্মক গান। যাহা চাপানো হয় বা হইয়াছে এমন জিনিস।

চাবকানো — ক্রি. চাবুক দিয়া মারা। বি. **চাবকানি** — চাবুক দিয়া প্রহার, কশাঘাত।

চাবানো — (পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ) চিবানো।

চাবি, চাবিকাঠি — তালা খুলিবার কাঠি। কল ইত্যাদি ঘুরাইবার হাতল ও টিপিবার তক্তি। [পো. chave.]

চাবুক — ঘোড়া ইত্যাদিকে মারিবার জন্য আগায় দড়ির মতো কিছু বাঁধা ছড়ি, কোড়া, কশা। [ফা.] চাবুকের ঘা। [ঃ দশ 'চাবুক' লাগাও।]

চাম — চামড়া। [সং. চর্ম।]

চামচ, চামচা — খাদ্য মুখে তুলিবার জন্য বা চা ইত্যাদি গুলিবার জন্য একরকম ছোট হাতা। [সং. চমস; ফা. চম্‌চহ্‌।]

চামচিকা, চামচিকে — বাদুড়জাতীয় এক-

রকম ছোট প্রাণী। [সং. চর্মচটিকা।]

চামচে — ('চামচ' দেখ।)

চামড়া — চাম, চর্ম, ত্বক।

চামর — চমরী গোরুর লেজ হইতে তৈয়ারী একরকম ব্যজন বা পাখা।

চামসা, চামসে — চিমসে, চামড়ার মতো।

চামাটি — কুকুর প্রভৃতির গলায় লাগানোর জন্য চামড়ার গলবন্ধ। বাঁধিবার উপযোগী চামড়ার টুকরা। ক্ষুর শাণ দিবার জন্য টুকরা চামড়া। [সং. চর্মপত্র।]

চামার — মুচি, চর্মকার। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যক্তি। [সং. চর্মার।] স্ত্রী.—**চামারনী**।

চামুণ্ডা — দুর্গার অন্যতম রূপ (এই রূপে দুর্গা চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই অসুরকে বধ করিয়াছিলেন)।

চামেলি — মল্লিকাজাতীয় একরকম ফুল, জাতিফুল, jasmine.

চার — ৪, তিনের পরবর্তী সংখ্যা। [সং. চতুর্।] **চারটা, চারটে** — চারসংখ্যক। ঘড়িতে যখন চারটা বাজে সেই সময়, চার ঘটিকা। [ঃ 'চারটায়' যাব।] **চারটি, চারটিখানি**—('চাট্টি' দেখ।) **চারপোয়া**—সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ। **চারকোনা** — চারটি কোণ আছে এমন, চতুষ্কোণ। **চারচৌকা, চারচৌকো** — যাহার চারদিক সমান।

চার — মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে মাছ জুটাইবার জন্য জলে নিক্ষিপ্ত মসলা ও মাছের খাদ্য। ঐরূপ মসলা ও খাদ্য দেওয়া হয় এমন স্থান। [ঃ 'চারে' মাছ আসা।]

চারক — যে চরায়। [ঃ মেষ-'চারক'।] **চারণ** — চরানো। [ঃ গো-'চারণ'।] চরাইবার স্থান। স্তুতি- বা কুলকীর্তি-গায়ক। উদ্দীপনাময় সংগীতের রচয়িতা।

চারণ, চারণা — চালনা। [ঃ 'পাদচারণা'।]

চারপেয়ে — চার পা আছে এমন, চতুষ্পদ।

চারা — বি. ছোট গাছ। মাছের বাচ্চা। **ণ. নবজাত (গাছ বা মাছ)।**

চারা — উপায়, প্রতিকার। [ঃ 'চারা' নাই; ঃ 'নাচার'; ঃ 'বেচারা'।] [ফা. চারহ্।]

চারানো — ক্রি. ছড়ানো। [ঃ রোগের বীজ 'চারানো'।] ভাগ করিয়া দেওয়া। [ঃ খরচ অনেকের উপর 'চারিয়ে' দাও।]

চারি — চার, ৪ সংখ্যা। [সং. চতুর্।]

চারিত — ণ. চারানো হইয়াছে এমন। বিস্তীর্ণ। চালিত। সঞ্চারিত।

চারিত্র — চরিত্র। সদাচার।

চারিত্রিক — চরিত্র সংক্রান্ত। চরিত্রগত।

-চারী—বিচরণ করে বা আচরণ করে অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'গগন-চারী'; ঃ 'ব্রতচারী'।] স্ত্রী.—**-চারিণী**।

চারু — সুন্দর, সুদর্শন। ললিত, সুকুমার। [ঃ 'চারু' কলা।] বি. **চারুতা**—সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব। **চারুশীল** — যাহার স্বভাব সুন্দর, সুশীল। স্ত্রী.—**চারুশীলা**।

চার্জ — প্রাপ্ত ভার, দায়িত্ব। [ঃ 'চার্জ' বুঝানো।] দোষারোপ। [ঃ 'চার্জ' করা।] আক্রমণ। [ঃ লাঠি 'চার্জ'।] [ই. charge.]

চার্বাক — (চারু-বাক্) প্রাচীন ভারতের জনৈক নাস্তিক ঋষি।

চার্ম — চর্ম সম্বন্ধীয়।

চাল — চাউল, খোসাহীন ধান।

চাল — ঘরের উপরের ঢাকা, ছাদ, ছাপ্পর। প্রতিমার পিছনের পট। [ঃ 'চাল'-চিত্র।] **চাল কুমড়া** — (ঘরের চালে হয়) ছাঁচী কুমড়া। **চালচুলা, চালচুলো** — খাওয়া-থাকার উপায়। [ঃ 'চালচুলো' নেই।]

চাল — ব্যবহার, আদবকায়দা। [ঃ 'চাল'-চলন।] দাবা ইত্যাদি খেলায় ঘুটি নাড়া। বুদ্ধিপূর্ণ কৌশল, চাতুরী। ধাপ্পা। **চাল-চলন** — ব্যবহার, আদবকায়দা।

চালক — যে চালায়। [ঃ গাড়ির 'চালক'।] নেতা, নায়ক। স্ত্রী.—**চালিকা**।

চালতা — একরকম কষা-টকস্বাদ গোলাকার

ফল (সাধারণত অম্বলে লাগে)।

চালন, চালনা — নাড়া, নড়ানো, চালানো। [ঃ পদ-'চালন'।] ব্যবহার, প্রয়োগ। [ঃ মস্তিষ্ক-'চালনা'।] পরিচালনা। [ঃ রাজ্য-'চালনা'; ঃ সৈন্য-'চালনা'।]

চালনি, চালনী — শস্যাদি নাড়িয়া ধুলা-গুঁড়া ইত্যাদি পৃথক করিবার ছাঁকনি।

চালবাজ — ধাপ্পাবাজ, চালিয়াত। বি. **চালবাজি** — ধাপ্পা দেওয়া, চালিয়াতি।

চালশে — চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে জাত দৃষ্টির ক্ষীণতা। [ঃ 'চালশে' ধরা।]

চালা, চালাঘর — এক বা একাধিক চাল আছে এবং দেওয়াল নাই এমন ঘর।

চালা — ক্রি. একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া। দাবা ইত্যাদি খেলায় ঘুঁটি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে আনা। সঞ্চালন করা, নাড়া। মন্ত্রবলে স্থানান্তরিত করা। [ঃ বাটি 'চালা'।] প্রয়োগ করা। [ঃ 'চাল' চালা।] ণ. চালিত, চালা হইয়াছে এমন। **চালাচালি** — বিভিন্ন জিনিস স্থানান্তরিত করা বা নাড়া। বারে বারে স্থানান্তরিত করা বা নাড়া।

চালাক — চতুর, বুদ্ধিমান। বি. **চালাকি** — চতুরতা, চাতুরী, ফন্দি, ফন্দিবাজি।

চালান — একস্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণ। [ঃ মাল 'চালান' দেওয়া, ঃ চোর 'চালান' দেওয়া।] প্রেরিত মালের তালিকা ও মূল্যতালিকা, invoice. ণ. **চালানী** — চালান সংক্রান্ত। [ঃ 'চালানী' কারবার।]

চালানো — ক্রি. গতিযুক্ত করা, সক্রিয় করা। [ঃ গাড়ি 'চালানো'; ঃ কল 'চালানো'।] পরিচালনা করা। [ঃ রাজ্য 'চালানো'।] ক্রমাগত করিয়া যাওয়া। [ঃ আন্দোলন 'চালানো'।] প্রচলিত করা। [ঃ বাজারে 'চালানো'।] গ্রহণ করানো। [ঃ জাল টাকা 'চালানো'।] নির্বাহ করা। [ঃ খরচ 'চালানো'।] প্রয়োগ করা। [ঃ ছুরি 'চালানো'।] মন্ত্রবলে চালিত বা গতিশীল করা। [ঃ বাটি 'চালানো'।] বি. ও ণ. ঐ সকল অর্থে।

চালিত — পরিচালিত। [ঃ অপরের দ্বারা 'চালিত' হওয়া।] কিছুর দ্বারা গতিশীল বা সক্রিয় হইয়াছে এমন। [ঃ বাষ্প-'চালিত'।] স্ত্রী. — **চালিতা**।

চালিতা — ('চালতা' দেখ।)

চালিশা — ('চালশে' দেখ।)

চালু — চলে এমন, প্রচলিত। বাজারে চলতি। চলিতেছে বা বন্ধ নাই এমন। [ঃ 'চালু' কারবার।]

চালুনি — ('চালনি' দেখ।)

চাষ — কৃষি, আবাদ। [ঃ ধানের 'চাষ'।] উৎপাদন। [ঃ মাছের 'চাষ'।] কর্ষণ, লাঙল চালনা। **চাষবাস** — কৃষিকার্য, চাষের কাজ।

চাষা — যে চাষ করে, কৃষক। (নিন্দায়) অশিক্ষিত ও নির্বোধ ব্যক্তি। ণ. **চাষাড়ে** — চাষার মতো। অশিক্ষিত, নির্বোধ। **চাষা-ভুষা, চাষাভুষো** — চাষা ও ঐ শ্রেণীর লোক।

চাষী — যে চাষ করে, চাষা, কৃষক।

চাহনি — চাউনি, দৃষ্টিপাত, নজর।

চাহা — ক্রি. চাওয়া, পাইতে ইচ্ছা করা, মাগা।

চাহা — ক্রি. তাকানো, দৃষ্টিপাত করা। চক্ষু মেলা।

চাহিদা — লোকে চাহে এমন অবস্থা, টান, demand. [ঃ মালের 'চাহিদা'।] (তুঃ 'যোগান'।)

চিঁ, চিঁ-চিঁ — ক্ষীণ আর্তনাদ। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। অস্পষ্ট আওয়াজ।

চিংড়ি — মাছ বলিয়া খ্যাত কিন্তু মাছ নয় এমন একরকম জলচর প্রাণী। [সং. চিঙ্গট।]

চিক — বাঁশ ইত্যাদির কাঠির পর্দা। গলার একরকম গহনা।

চিকচিক — চকচক, দীপ্তি ও উজ্জ্বলতার প্রকাশসূচক অনুকার। [ঃ আলোয় 'চিকচিক' করা।]

চিকন — মসৃণ, উজ্জ্বল, চকচকে। সরু। ক্ষীণ। [সং. চিক্কণ।]

চিকন — কাপড়ের উপর ছুঁচের কাজ। সুতা জরি ইত্যাদির নকশা। [ফা.]

চিকনাই — চাকচিক্য, উজ্জ্বলতা, জলুস।

চিকমিক — ('চিকচিক' দেখ।)

চিকিৎসক — যিনি রোগের প্রতিকার করেন, ডাক্তার, বৈদ্য। ণ. **চিকিৎসনীয়** — চিকিৎসার উপযুক্ত। **চিকিৎসা** — রোগের প্রতিকার, অসুখ সারাইবার জন্য ব্যবস্থা, ডাক্তারি। **চিকিৎসাগার, চিকিৎসালয়** — ডাক্তারখানা, হাসপাতাল। **চিকিৎসাধীন** — কাহারও চিকিৎসা অনুযায়ী আছে এমন। **চিকিৎসাবিদ্** — যে চিকিৎসা করিতে জানে, ডাক্তার। **চিকিৎসাবিদ্যা** — চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান। **চিকিৎসাশাস্ত্র** — ডাক্তারির বই, চিকিৎসা সম্পর্কে রচিত পুস্তক। **চিকিৎসিত** — চিকিৎসা করা হইয়াছে এমন (রোগ বা রোগী)। **চিকিৎস্য** — চিকিৎসার যোগ্য, চিকিৎসনীয়।

চিকি সুপারি — সিদ্ধ করা সুপারি।

চিকীর্ষা — করিবার ইচ্ছা। ণ. **চিকীর্ষিত** — যাহা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে এমন, অভিপ্রেত। **চিকীর্ষু** — করিতে ইচ্ছুক।

চিকুর — বি. চুল, কেশদাম। [ঃ কুঞ্চিত 'চিকুর'।] বিজলী, বিদ্যুৎ। [ঃ "'চিকুর' ঝিকিমিকে।"] [সং.]

চিক্কণ — চিকন, উজ্জ্বল, মসৃণ, চকচকে। বি. — **চিক্কণতা**। [সং.]

চিক্কুর — বিদ্যুৎ। বজ্র। [সং. চিকুর।]

চিংগট — চিংড়ি। [সং.]

চিচিংগা, চিচিংগে — ধুঁদুলজাতীয় সাপের মতো লম্বা একরকম ফল, হোঁপা।

চিজ — জিনিস, দ্রব্য। ধূর্ত মন্দ লোক। [ঃ তুমি একটি 'চিজ'।] [ফা. চীজ্।]

চিট — টুকরা ছোট কাগজ, চিরকুট।

চিট — প্রতারক। [ই. cheat.]

চিট — আঠালো ভাব। ণ. **চিটে** — আঠালো, চটচটে। **চিটচিট** — আঠা'র ভাবপ্রকাশক অনুকার। [ঃ 'চিটচিট' করা।] **চিটচিটে** — চিটচিট করে এমন।

চিটা, চিটে — চটচটে, আঠালো। **চিটাগুড়, চিটেগুড়** — তামাকে মাখিবার চটচটে গুড়, কোতরা গুড়।

চিটিং — প্রতারণা। [ই. cheating.] **চিটিংবাজ** — প্রতারণা করা যাহার পেশা। **চিটিংবাজি** — প্রতারণা, ধাপ্পাবাজি।

চিঠা — ফর্দ, তালিকা, হিসাব।

চিঠি — পত্র, লিখিত সমাচার।

চিড় — ফাট, সরু ফাটল। [ঃ 'চিড়' খাওয়া।] [সং. চীর।]

চিড়বিড় — জ্বালা, অস্বস্তিবোধসূচক অনুকার। [ঃ গা 'চিড়বিড়' করা।]

চিড়া, চিঁড়া, চিঁড়ে — ভাপানো ধান ঢেঁকিতে চেপ্টা করিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য। **চিঁড়েচেপ্টা** — চাপ বা পেষণের ফলে চেপ্টা। [ঃ ভিড়ে 'চিঁড়েচেপ্টা'।]

চিড়িক — ছুঁচ ফুটাইবার মতো একরকম যন্ত্রণা। [ঃ 'চিড়িক' মারা।] ক্ষণিক দীপ্তি, ঝিলিক।

চিড়িতন — তাসের একরকম চিহ্ন। ঐরকম চিহ্নযুক্ত তাস।

চিড়িয়া — পাখী। [হি.] **চিড়িয়াখানা** — যেখানে পাখী থাকে, পক্ষিশালা। যেখানে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু থাকে, প্রাণিশালা, জু।

চিৎ — চৈতন্য। জ্ঞান। মন।

চিৎ, চিত — উপরের দিকে মুখ করিয়া উপুড়ের বিপরীত অবস্থায় শায়িত। **চিতপটাং, চিতপাত** — বি. চিত হইয়া পতন। ণ. চিত হইয়া পতিত।
চিত — (কবিতায়) চিত্ত।
চিত — চয়ন করা হইয়াছে এমন।
চিতল — একরকম মাছ।
চিতা — শবদাহের চুল্লী বা কাঠের স্তূপ। **রাবণের চিতা** — (উহা নির্বাপিত হয় নাই এইরূপ প্রবাদ) চিরস্থায়ী মর্মদাহ।
চিতা — একরকম বাঘ যাহার গায়ে হলদে রঙের উপর কালো কালো ফোঁটা থাকে, leopard. [সং. চিত্রক।]
চিতা — একরকম গুল্ম।
চিতান — ('চিতেন' দেখ।)
চিতাগ্নি, চিতানল — চিতার আগুন।
চিতানো — ক্রি. চিত করা বা হওয়া। ফোলানো, স্ফীত করা। [ঃ বুক 'চিতানো'।] সচেতন করা।
চিতারোহণ — চিতায় চড়া, সহমরণ। স্বেচ্ছায় চিতায় ঝাঁপ।
চিতি — চয়ন, সংগ্রহ।
চিতি — একরকম সাপ। [সং. চিত্র।]
চিতেন, চিতান — কবিগানের অংশবিশেষ যাহা উচ্চকণ্ঠে গাওয়া যায়।
চিৎকার — চেঁচানি, উচ্চ কণ্ঠস্বর।
চিত্ত — মন, অন্তঃকরণ। **চিত্তক্ষোভ** — মনের বেদনা, মনের জ্বালা। **চিত্তগ্রাহিতা** — মন আকর্ষণ বা মুগ্ধ করিবার শক্তি। **চিত্তগ্রাহী** — মনোযোগ আকর্ষণ করে বা মন মুগ্ধ করে এমন। **চিত্তজয়** — নিজের মনকে দমন বা বশীভূত করণ। অপরকে মুগ্ধ করণ। **চিত্তদাহ** — মনের জ্বালা। **চিত্তনিরোধ** — মনকে বাহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া সংযত করণ। **চিত্ত-প্রসাদ** — মনের তৃপ্তি, মনের সন্তোষ, প্রসন্নতা। **চিত্তবিকার** — মনের অস্বাভাবিক অবস্থা, মানসিক অসুস্থতা। **চিত্তবিক্ষেপ** — মানসিক অস্থিরতা। **চিত্তবিনোদন** — মনকে খুশী করণ, আনন্দলাভ। আমোদ-প্রমোদ। **চিত্ত-বিভ্রম** — মনের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা, চিত্তবিকার, বুদ্ধিনাশ। **চিত্তবৃত্তি** — মানসিক ক্রিয়া, মনোবৃত্তি। **চিত্তবৈকল্য** — চিত্তবিভ্রম। **চিত্তরঞ্জন** — চিত্ত-বিনোদন, মনের প্রসন্নতাসাধন। ণ. চিত্তবিনোদনকারী। **চিত্তরঞ্জিনী** — মনের আনন্দদায়িনী শক্তি যাহার জন্য লোকে সৌন্দর্য ও রস উপভোগ করিতে পারে। **চিত্তশুদ্ধি** — মনের মালিন্যনাশ। **চিত্তহারী** — সুন্দর, মনোহর, চিত্তগ্রাহী। **চিত্তাকর্ষক** — মনকে আকর্ষণ করে এমন, কৌতূহলোদ্দীপক। **চিত্তোৎকর্ষ** — মনের উন্নতি, মানসিক উন্নতি।
চিত্র — ছবি, আলেখ্য, প্রতিকৃতি। সিনেমা, চলচ্চিত্র। হুবহু বর্ণনা। **চিত্রকর** — যে ছবি আঁকে, শিল্পী। **চিত্রকলা** — ছবি আঁকার শিল্প, অঙ্কন-শিল্প। **চিত্রকলাবিদ্** — চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। **চিত্রকাব্য** — যে কাব্যের পদসমূহ চিত্রের আকারে বিন্যস্ত হয়। **চিত্রকূট** — রামায়ণে বর্ণিত একটি পর্বত, বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত রামগিরি। **চিত্রগুপ্ত** — যমের কেরানী। **চিত্রগ্রীব** — পায়রা। ঘুঘু। **চিত্রণ** — ছবি আঁকা, অঙ্কন। নিপুণভাবে বর্ণনা বা প্রকাশ। [ঃ চরিত্র-'চিত্রণ'।] **চিত্রশালা** — যে ঘরে ছবি আঁকা হয়। **চিত্রতারকা** — সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রী। **চিত্রনাটিকা** — ছোট চিত্রনাট্য। **চিত্রনাট্য** — সিনেমার উপযোগী করিয়া লিখিত কাহিনী ও দৃশ্যাবলী, scenario. **চিত্রনাট্যকার** — যে চিত্রনাট্য লেখে। **চিত্রপট** — যে কাগজ কাপড় ইত্যাদির

উপর ছবি আঁকা হয়, canvas. বস্ত্রাদির উপর অঙ্কিত ছবি। **চিত্রফলক** — ধাতু বা কাঠ ইত্যাদির উপর অঙ্কিত চিত্র। ব্লক। **চিত্রবৎ** — ছবির মতো। স্থির, অচঞ্চল। [ঃ 'চিত্রবৎ' দাঁড়াইয়া রহিলাম।] **চিত্রবিচিত্র** — রংবেরংএর। নকশা-করা। **চিত্রবিদ্** — চিত্র বা চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি। **চিত্রবিদ্যা** — ছবি আঁকার রীতি সম্পর্কে জ্ঞান, অঙ্কনবিদ্যা। **চিত্রভানু** — সূর্য। আগুন। **চিত্ররথ** — পুরাণে বর্ণিত জনৈক গন্ধর্ব। **চিত্রলেখনী** — ছবি আঁকার কলম বা তুলি। **চিত্রলেখা** — জনৈকা অপ্সরার নাম। **চিত্রশালা** — যে ঘরে দেখাইবার জন্য নানা রকমের ছবি রাখা হয়। **চিত্রশিল্পী** — যে ছবি আঁকে, চিত্রকর।

চিত্রক — চিতা বাঘ। [সং.]

চিত্রা — একটি নক্ষত্রের নাম। একজন অপ্সরার নাম।

চিত্রাঙ্গদ — মহাভারতে বর্ণিত শান্তনুর পুত্র। **চিত্রাঙ্গদা** — অর্জুনের অন্যতমা পত্নী।

চিত্রার্পিত — চিত্রপটে আঁকা। নীরব ও নিশ্চল। স্ত্রী. — **চিত্রার্পিতা।**

চিত্রিণী — স্ত্রীলোকদিগকে রূপ ও গুণ অনুসারে যে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তাহার অন্যতম শ্রেণী। ঐ শ্রেণীভুক্তা নারী। দেহস্থ তন্ত্রোক্ত নাড়ীবিশেষ।

চিত্রিত — অঙ্কিত। চিহ্নিত। নকশা-কাটা। নিপুণভাবে বর্ণিত। স্ত্রী. — **চিত্রিতা।**

চিথল — ('চিতল' দেখ।)

চিদাকাশ — চিত্তরূপ আকাশ। আকাশের মতো নির্বিকার পরব্রহ্ম।

চিদানন্দ — জ্ঞান ও আনন্দময় যিনি, ব্রহ্ম।

চিদাভাস — চৈতন্যের বিকাশ, জীবাত্মা।

চিনচিন — ঈষৎ জ্বালা ও দুর্বল গতিবেগ সূচক অনুকার। [ঃ 'চিনচিন' করা।]

চিনানো — ক্রি. পরিচিত করানো। চিহ্নের দ্বারা জানানো। ণ. পরিচায়িত। চিহ্নিত। বি. পরিচিত করণ। চিহ্নিত করণ।

চিনি — একরকম মিষ্ট দানা, শর্করা। [চীনা চি-নি।] **চিনিপাতা** — চিনির সহিত বসানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'চিনিপাতা' দই।] **চিনির বলদ** — যে খাটিয়া মরে অথচ ভোগ করিতে পারে না। (বলদ চিনির বস্তা বহে কিন্তু চিনি খাইতে পায় না এই অর্থে।)

চিন্তক — যে চিন্তা করে। **চিন্তন** — চিন্তা করা, মনন। ণ. **চিন্তনীয়** — চিন্তা করার যোগ্য। স্ত্রী. — **চিন্তনীয়া।** **চিন্তব্য** — (ব্যঙ্গার্থে) চিন্তার বা বিবেচনার যোগ্য। ('চিন্ত্য' দেখ।)

চিন্তা — ভাব, মনন। ভাবনা, দুশ্চিন্তা উদ্‌বেগ, আশঙ্কা। **চিন্তাকুল** — ভাবনায় ব্যাকুল, উদ্‌বিগ্ন। স্ত্রী. — **চিন্তাকুলা।** **চিন্তানল** — চিন্তার আগুন, উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা। **চিন্তান্বিত** — চিন্তিত, চিন্তাযুক্ত। উদ্‌বিগ্ন। স্ত্রী. — **চিন্তান্বিতা।** **চিন্তামগ্ন** — চিন্তায় তন্ময়, মননকার্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট। স্ত্রী. — **চিন্তামগ্না।** **চিন্তামণি** — ইচ্ছা পূর্ণ করে এমন মণি। ভগবান। **চিন্তাশীল** — বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ, চিন্তাপরায়ণ, মননশীল। স্ত্রী. — **চিন্তাশীলা।** **চিন্তাহরণ** — যিনি দুশ্চিন্তা বা উদ্‌বেগ দূর করেন, ভগবান।

চিন্তিত — ভাবিত, উদ্‌বিগ্ন, চিন্তান্বিত। যাহা ভাবা হইয়াছে এমন, বিবেচিত।

চিন্ত্য — চিন্তার যোগ্য, চিন্তনীয়।

চিন্ত্যমান — চিন্তা করা হইতেছে এমন।
চিন্ময় — চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, হৃদয়ে বিরাজ করে এমন। স্ত্রী. — **চিন্ময়ী**।
চিপটানো — ক্রি. চেপটা হওয়া বা করা।
চিপা — ক্রি. টেপা। সজোরে চাপা। পিষ্ট হওয়া। ণ. সংকীর্ণ। [ঃ 'চিপা' গলি।]
চিপিটক — চিঁড়া। [সং.]
চিবানো — ক্রি. চর্বণ করা, দাঁত দিয়া পেষণ করা। ণ. চর্বিত, দাঁতে পিষ্ট। [ঃ 'চিবানো' মুড়ি।] বি. চর্বণ।
চিবুক — থুতনি। [সং.]
চিমটা, চিমটে — চিমটির মতো করিয়া চাপিয়া ধরিবার উপযোগী যন্ত্র।
চিমটানো — ক্রি. চিমটি কাটা। চিমটার মতো চাপিয়া ধরা।
চিমটি — ক্রি. দুই আঙুল দিয়া চিমটার মতো চাপ। [ঃ 'চিমটি' কাটা।] ণ. দুই আঙুলের চাপে তোলা যায় এমন পরিমাণ, খুব অল্প পরিমাণ। [ঃ এক 'চিমটি' চিনি।]
চিমটে — ('চিমটা' দেখ।)
চিমড়া — চামড়ার মতো শক্ত ও শুকনো। শক্ত ও শুকনো। রোগা ও শক্ত।
চিমনি — ল্যাম্প হারিকেন ইত্যাদির কাচের চোঙ। কারখানা ইত্যাদিতে ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য লোহা ইট ইত্যাদির চোঙ। [ই. chimney.]
চিমসা — ('চামসা' দেখ।) ('চিমড়া' দেখ।)
চির — বি. সকল সময়, অনন্ত কাল, সর্বকাল। সুদীর্ঘ সময়, বহুকাল। [ঃ 'চিরজীবী'।] ণ. সমস্ত, সারা। [ঃ 'চির-জীবন।] **চিরঋণী** — চির-জীবনের জন্য ঋণী, চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ। **চিরকাঙ্ক্ষিত** — সকল সময়ে চাওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **চিরকাঙ্ক্ষিতা**। **চিরকাল** — সকল সময়, সর্বদা, বরাবর। **চিরকালীন** — সকল সময়ের, চিরন্তন, নিত্য। **চিরকুমার** — সমস্ত জীবন অবিবাহিত। **চিরজীবন** —সারা জীবন। **চিরজীবী**—দীর্ঘজীবী, দীর্ঘায়ু। স্ত্রী. — **চিরজীবিনী**। **চিরঞ্জীব** — অমর, মৃত্যুহীন। দীর্ঘ-জীবী। **চিরদুঃখী** — সারাজীবন দুঃখী। স্ত্রী. — **চিরদুঃখিনী**। **চির-নিদ্রা** — মৃত্যু। **চিরনিদ্রিত** — মৃত। স্ত্রী. — **চিরনিদ্রিতা**। **চিরনির্বাসন** — চিরদিনের জন্য স্বদেশ হইতে বিতাড়ন, সারা জীবনের জন্য নির্বাসন। ণ. — **চিরনির্বাসিত**। স্ত্রী. — **চিরনির্বাসিতা**। **চিরনূতন** — কখনও পুরাতন হয় না এমন। **চিরন্তন** — চিরকালীন। বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এমন। চিরস্থায়ী। স্ত্রী. — **চিরন্তনী**। **চিরপরিচিত** — বহুদিনের পরিচিত। স্ত্রী. — **চিরপরিচিতা**। **চিরপ্রচলিত** — দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত। **চিরবাঞ্ছিত** — চিরকাঙ্ক্ষিত, সর্বদা যাহা কামনা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **চির-বাঞ্ছিতা**। **চিরবিচ্ছেদ** — চিরকালের জন্য ছাড়াছাড়ি। চিরকালের জন্য মনোমালিন্য। **চিরবিদায়** — শেষ বিদায়। মৃত্যু। **চিরবিদ্বেষ** — চিরদিনের জন্য শত্রুতা। দীর্ঘস্থায়ী ঈর্ষা। **চিরবিবাদ, চিরবিরোধ** — চিরস্থায়ী ঝগড়া, চির-স্থায়ী শত্রুতা। **চিরবিস্মৃত** — চির-দিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে ভোলা গিয়াছে এমন। বি. — **চিরবিস্মৃতি**। **চিরবৈর** — চিরশত্রুতা। **চিরবৈরী** — চিরশত্রু। **চিররহস্য** — চিরদিন দুর্বোধ্য ও অজ্ঞাত থাকে এমন সত্য। সমাধানহীন সমস্যা। **চিররুগ্ণ, চিররোগী** — কেবলই রোগে ভোগে এমন। স্ত্রী. — **চিররুগ্ণা, চিররোগিণী**। **চিরশত্রু** — যাহার সহিত চিরদিন ধরিয়া শত্রুতা আছে। **চির-**

শত্রুতা — চিরদিনের শত্রুতা। **চির-শ্যামল** — সকল সময়ে সবুজ থাকে এমন। স্ত্রী. — **চিরশ্যামলা। চির-সুখী** — যে কখনও দুঃখকষ্ট পায় না। **চিরস্থায়ী** — যাহা চিরকাল থাকে, অবি-নশ্বর। দীর্ঘস্থায়ী। বি. — **চির-স্থায়িতা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** — ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত জমিদারির বিলিব্যবস্থা যাহা অনুসারে বেশী খাজনার লোভে সরকার জমিদারের নিকট হইতে জমিদারি ফিরাইয়া লইতে পারিত না, Permanent Settlement. **চিরস্থির** — যাহা কখনো নড়ে না, অচঞ্চল। **চিরস্মরণীয়** — চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য। স্ত্রী. — **চিরস্মরণীয়া। চিরহরিৎ** — যাহা সকল সময়ে সবুজ থাকে, চিরশ্যামল।

চির — ছিঁড়িবার বা চিরিবার ফলে ফাটল। ফালি। [ঃ 'চৌচির'।] [সং. চীর।]

চিরকুট — কাগজের টুকরা। ঐরকম কাগজে লেখা চিঠি, চিট।

চিরতা — একরকম তেতো গুল্ম।

চিরা — ক্রি. ছিঁড়া, ফাড়া, বিদীর্ণ করা, করাত ইত্যাদি দিয়া কাটা। ('চেরা' দেখ।)

চিরাগ — ('চেরাগ' দেখ।)

চিরাগত — চিরকাল চলিয়া বা হইয়া আসিতেছে এমন, চিরপ্রচলিত।

চিরাচরিত — চিরকাল আচরিত বা পালিত হইতেছে এমন। [ঃ 'চিরাচরিত' প্রথা।]

চিরানো — **ক্রি.** অন্যকে দিয়া চিরা, ফাড়ানো, বিদীর্ণ করানো। করাত দিয়া কাটানো। ('চেরানো' দেখ।)

চিরাভ্যস্ত — বহুদিনের অভ্যাসগত।

চিরায়ত — সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এমন। চিরস্থায়ী।

চিরায়ু — দীর্ঘজীবী, দীর্ঘায়ু। অমর। **চিরায়ুষ্মান্** — অমর। দীর্ঘজীবী। স্ত্রী. — **চিরায়ুষ্মতী।**

চিরুনি — চুল আঁচড়াইবার উপযোগী দাঁতালো জিনিস, কাঁকই।

চিল — মাছ-মাংস খায় এমন একরকম পাখী। [সং. চিল্ল।]

চিলম্‌চি — হাতমুখ ধুইবার গামলা। [তু.]

চিলা, চিলে — অট্টালিকার শীর্ষদেশস্থ (ঘর বা ছাদ)। [ঃ 'চিলা' ঘর; ঃ 'চিলা' ছাদ।]

চিল্লাচিল্লি — চেঁচামেচি, চেঁচাইয়া কলহ **চিল্লানো** — ক্রি. চেঁচামেচি করা।

চিঁহিঁ — ঘোড়ার ডাক, হ্রেষা।

চিহ্ন — দাগ। চিনাইবার উপযোগী দাগ নিদর্শন। ণ. **চিহ্নিত** — চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে এমন, দাগযুক্ত, দাগানো।

চীজ — পনির, শক্ত ছানা। [ই. cheese.]

চীৎকার — ('চিৎকার' দেখ।)

চীন — এশিয়ার সুবিশাল দেশ বিশেষ

চীনা — চীনদেশের অধিবাসী ও ভাষা ণ. চীন সংক্রান্ত। **চীনাংশুক** — চীন দেশজাত একরকম রেশমী কাপড় **চীনাবাদাম** — মাটির নিচে হয় এমন একরকম ছোট বাদাম। **চীনামাটি** — একরকম সাদা মাটি, china-clay **চীনাসিঁদুর** — একরকম ঘোর লাল সিঁদুর।

চীবর — ছেঁড়া কাপড়, চীর। কৌপীন। **চীবরী** — বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

চীর — ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া, টেনা। **চীরবাস** — ছিন্নবস্ত্র, ছিন্নপরিধান।

চুক — ত্রুটি। [ঃ ভুল-'চুক'।]

চুকচুক — চাটিয়া বা চুষিয়া তরল জিনিস খাইবার শব্দ। মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্যসূচক অনুকার। ণ. **চুকচুকে** — মসৃণ ও

। [ঃ তেল-'চুকচুকে'।]

চুকচুকানি — চুকচুক শব্দ।

চুকলি — অসাক্ষাতে নিন্দা, লাগানি। [ঃ 'চুকলি' খাওয়া।] [ফা. চুগল।] **চুকলিখোর** — যে পেছনে নিন্দা করে।

চুকা — টক। [ঃ 'চুকা'-পালম।] [সং. চুক্র।]

চুকা — ক্রি. সমাপ্ত বা সম্পন্ন হওয়া। [ঃ কাজ 'চুকা'।] ঋণ বা প্রাপ্য শোধ হওয়া, মিটা। **চুকানো** — ক্রি. শেষ করা, সম্পন্ন করা। ঋণ বা প্রাপ্য শোধ করা, মিটানো। [ঃ হিসাব 'চুকানো'।] ণ. সমাপিত। পরিশোধিত। বি. সমাপন। পরিশোধ করণ।

চুক্তি — শর্ত, কড়ার। মিলিত সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি। **চুক্তিনামা, চুক্তিপত্র** — শর্তাদি লিখিত আছে এমন দলিল।

চুঙি, চুঙ্গি — ছোট চোঙ। আমদানি-রপ্তানির উপর মাসুল। [হি.]

চুচুক — স্তনের বোঁটা। [সং.]

চুচুকৃতি — চুম্বনের শব্দ, চুকচুক শব্দ।

চুটকি — ণ. ছোটখাটো, সামান্য, তুচ্ছ। [ঃ 'চুটকি' খবর।] বি. পায়ের আঙুলের জন্য ঝুমকো-দেওয়া আংটি। (ব্যঙ্গে) টিকি।

চুটানো — ক্রি. চরম শক্তি প্রয়োগ করা। [ঃ 'চুটিয়ে' কাজ করা।]

চুড়ি — হাতের সরু বালা। [সং. চূড়া।] **চুড়িদার** — মিহি ও কোঁচকানো। [ঃ 'চুড়িদার' হাতা।]

চুড়া — ('চূড়া' দেখ।)

চুতিয়া, চুথিয়া — বাজে লোক, মূর্খ। [হি.]

চুন — একরকম ক্ষার (পাথর শামুক ঝিনুক ইত্যাদি পুড়াইয়া তৈয়ারী হয়)। [সং. চূর্ণ।] **চুনকাম** — দেওয়ালে চুন-গোলা জল লেপিয়া রং করিবার কাজ।

চুনট, চুনাট — কোঁচকানো, কোঁচানো। [ঃ 'চুনাট' করা কাপড়।]

চুনারী — যে চুন তৈয়ারি করে।

চুনি, চুনী — লাল রঙের একরকম মূল্যবান পাথর, পদ্মরাগ, ruby.

চুনুরি — রঙিন (কাপড়)। [ঃ 'চুনুরি' শাড়ি।] [হি. চুন্‌রী।]

চুনুরী — ('চুনারী' দেখ।)

চুনো — ছোট (মাছ)। [ঃ 'চুনো' পুঁটি।]

চুন্নী — চোরনী, স্ত্রী-চোর। [ঃ শাক-'চুন্নী'।]

চুপ্‌ — (চোপ্‌ দেখ।)

চুপ — নীরব, নিস্তব্ধ। [ঃ 'চুপ' হওয়া।] **চুপ করা** — নীরব হওয়া। **চুপচাপ** — নীরবে, নিঃশব্দে। নীরব। [ঃ 'চুপ-চাপ' ভাব।] **চুপটি** — একদম চুপ। [ঃ 'চুপটি' ক'রে থাক।]

চুপড়ি, চুবড়ি — ছোট ঝুড়ি।

চুপসা — পাকা আম ইত্যাদির রস চুষিয়া লইলে যেমন দেখায় সেইরূপ, বসা, তোবড়ানো। **চুপসানো** — ক্রি. তুবড়াইয়া যাওয়া, চোপসা হওয়া, বসিয়া যাওয়া। [ঃ গাল 'চুপসানো'।] চুষিয়া লইবার ফলে অনেকখানি জায়গায় ছড়াইয়া পড়া। [ঃ কাগজে কালি 'চুপসানো'।] ণ. চুপসাইয়া গিয়াছে এমন। বি. চুপ-সাইবার ভাব বা কাজ।

চুপি — নীরবতা। **চুপিচুপি, চুপিসারে, চুপেচুপে** — নীরবে, নিঃশব্দে, গোপনে।

চুবড়ি — ('চুপড়ি' দেখ।)

চুবানি — ডুবানি। [ঃ নাকানি-'চুবানি'।] **চুবানো** — ক্রি. ডোবানো। [ঃ রংয়ে 'চুবানো'।] ণ. নিমজ্জিত, ডোবানো হইয়াছে এমন। বি. নিমজ্জন, ডোবানো।

চুম — (কবিতায়) চুমো। [সং. চুম্বন।]

চুমকি — সোনালী রূপালী রংয়ের ছোট

ছোট উজ্জ্বল চাকতি যাহা পোশাক ইত্যাদিতে বসায়। ছোট ঘটি।
চুমকুড়ি — চুম্বনের মতো শব্দ।
চুমরানো — ক্রি. মিষ্ট কথায় ভোলানো, তোষামোদ করা। গোঁফে পাক দেওয়া। খড় ইত্যাদি সুবিন্যস্ত করা।
চুমরি — নারিকেল ইত্যাদির পুষ্পকোষ।
চুমা — ক্রি. চুম্বন করা, স্পর্শ করা। [ঃ আকাশ 'চুমিয়াছে'।]
চুমা, চুমু — ঠোঁট দিয়া সাদরে স্পর্শ, চুমো। [সং. চুম্বন।]
চুমুক — পাত্রে ঠোঁট লাগাইয়া তরল জিনিস পান। ঐভাবে একবারে যতোখানি খাওয়া যায় সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'চুমুক' জল।]
চুমো — ('চুমা' ও 'চুমু' দেখ।)
চুম্বক — লোহা আকর্ষণ করে এমন ইস্পাত, magnet. সংক্ষিপ্তসার। [ঃ 'চুম্বকে' বলা।] **চুম্বকন** — চুম্বকে পরিণতি। **চুম্বকক্ষেত্র** — চুম্বকের চারিদিকে যতোদূর পর্যন্ত তাহার আকর্ষণ-শক্তি কাজ করে তাহা, magnetic field. **চুম্বকত্ব** — চুম্বকের শক্তি বা গুণ। চুম্বকের অবস্থা। **চুম্বকশলাকা** — চুম্বকনির্মিত কাঠি বা দণ্ড।
চুম্বন — ঠোঁট দিয়া স্পর্শ, চুমো। স্পর্শ। **চুম্বিত** — চুম্বন করা হইয়াছে এমন। ছোঁয়া বা স্পৃষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ আকাশ-'চুম্বিত' ধরণী।] [সং.] **-চুম্বী** — 'স্পর্শকারী' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'আকাশ-চুম্বী'।]
চুয়া — ধুনা ইত্যাদি চুয়াইয়া প্রস্তুত একরকম সুগন্ধ নির্যাস। [ঃ 'চুয়া'-চন্দন।]
চুয়াড় — বি. একশ্রেণীর পাহাড়িয়া কৃষক। ণ. গোঁয়ার, অসভ্য।
চুয়াত্তর — ৭৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুঃসপ্ততি।]
চুয়ানি — যাহা চুয়াইয়া পড়িয়াছে। **চুয়ানো** — ক্রি. বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়া বা ঝরানো। চোলাই করা। ণ. বিন্দু বিন্দু ঝরিয়াছে বা ঝরানো হইয়াছে এমন। চোলাই করা হইয়াছে এমন। বি. চোলাই করণ। বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরানো।
চুয়ান্ন — ৫৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুঃপঞ্চাশৎ।]
চুয়াল্লিশ — ৪৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং চতুশ্চত্বারিংশৎ।]
চুর — গুঁড়া। [ঃ 'লোহাচুর'।] [সং. চূর্ণ।] ণ. নেশায় মত্ত, বুঁদ।
চুরট — ('চুরুট' দেখ।)
চুরমার — ভাঙিয়া বিধ্বস্ত, চূর্ণবিচূর্ণ।
চুরানব্বই — ৯৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্নবতি।]
চুরাশি, চুরাশী — ৮৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুরশীতি।]
চুরি — গোপনে লওয়া, অপহরণ। **চুরি-চামারি** — চুরি-জুয়াচুরি ইত্যাদি হীন কাজ।
চুরুট — ধূমপানের জন্য তামাকপাতায় পাকানো একরকম বাতির মতো জিনিস, সিগার। [তামিল. শুরুট।]
চুল — কেশ, লোম। [সং. চূল।] **চুল-চেরা** — অতীব সূক্ষ্ম। [ঃ 'চুলচেরা' বিচার।] **একচুল**—সামান্যতম পরিমাণ।
চুলকনা, চুলকনি — খোসপাঁচড়া। **চুল-কানি** — সুড়সুড় করায় অস্বস্তিবোধ। স্বেচ্ছায় নিজের কষ্টের কারণ ঘটাইবার ইচ্ছা। **চুলকানো** — ক্রি. নখ দিয়া ঘসা, কণ্ডূয়ন করা। ণ. নখ দ্বারা আঁচড়ানো হইয়াছে এমন। বি. কণ্ডূয়ন।
চুলবুল — চঞ্চলতাপ্রকাশ। [ঃ 'চুলবুল' করা।] **চুলবুলানি, চুলবুলুনি** —

চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ণ. **চুলবুলে** — চঞ্চল, অস্থির, চপল।

চুলা—চুল্লী, উনান। চিতা। [সং. চুল্লী।]

চুলাচুলি — পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি, ঝগড়া, কলহ।

চুলো — ('চুলা' দেখ।) **চুলোচুলি** — ('চুলাচুলি' দেখ।)

চুল্লি, চুল্লী — চুলো, উনান। চিতা। [সং. চুল্লী।]

চুষা — ক্রি. ঠোঁট দিয়া শোষণ করা। শোষণ করা। **চুষি, চুষিকাঠি** — শিশুর চুষিবার উপযোগী খেলনা, রবারের তৈয়ারী বোঁটা।

চুসা, চুসি, চুসিকাঠি — ('চুষা,' 'চুষি' ও 'চুষিকাঠি' দেখ।)

চূড়া — মুকুট। পর্বতের শিখর। মন্দির ইত্যাদির শীর্ষদেশ। চুলের ঝুঁটি। শ্রেষ্ঠ, প্রধান। ভূষণ, অলংকার। [সং.] **চূড়াকরণ** — মস্তকমুণ্ডন সংস্কার বিশেষ। **চূড়ামণি** — মুকুটমণি। শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। **চূড়ামণি যোগ** — হিন্দুদের একরকম শুভ যোগ (রবিবারে সূর্যগ্রহণ এবং সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে এই যোগ হয়)।

চূড়ান্ত — চরম। বি. চরম অবস্থা, শেষ সীমা, পরাকাষ্ঠা।

চূত — আম, আম্র। আমগাছ। [সং.]

চূর্ণ — বি. গুঁড়া। ণ. চূর্ণীকৃত, গুঁড়ানো। বিনষ্ট, দূরীভূত। [ঃ 'দর্প-চূর্ণ'।] **চূর্ণকুন্তল** — কানের পাশের ও কপালের উপরের ছোট কোঁকড়া চুল।

চূর্ণন — চূর্ণ করণ, গুঁড়া করণ। **চূর্ণা** — (পদ্যে) ক্রি. বিনষ্ট করা। [ঃ 'চূর্ণিল'।] ণ. **চূর্ণিত** — গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। বিনষ্ট বা দূরীভূত হইয়াছে এমন। **চূর্ণীকৃত** — গুঁড়া করা হইয়াছে এমন।

চূষণীয়, চূষ্য — চুষিবার উপযুক্ত। **চূষিত** — চোষা হইয়াছে এমন। [সং.]

চেং — একরকম শোলজাতীয় ছোট মাছ।

চেংড়া — বি. অপরিণতবুদ্ধি চপল বালক। ণ. অপরিণতবুদ্ধি, চপলমতি। বি. **চেংড়ামি** — চেংড়ার মতো কাজ বা আচরণ।

চেংদোলা — হাত-পা ধরিয়া তুলিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে বহন। [ঃ 'চেংদোলা' করা।]

চেংমুড়ি — মৃতদেহকে আপাদমস্তক কাপড়ে জড়াইয়া বাঁধা। শব, মড়া। গালিবিশেষ। [ঃ "কানী 'চেংমুড়ি'"।]

চেক — বি. চৌকো দাগ। ণ. চৌকো-চৌকো দাগ কাটা আছে এমন। [ঃ 'চেক' চাদর।] [ই. chequered.]

চেক — টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের প্রতি আদেশপত্র। [ই. cheque.] **চেক কাটা** — ঐরূপ আদেশপত্র দেওয়া। **চেকবই, চেকবহি** — ঐরূপ অনেকগুলি আদেশপত্র একত্র গ্রথিত খাতা। রসিদ বই। **চেকমুড়ি** — চেক কাটিবার বা রসিদ দেওয়ার পর চেকের যে অংশ থাকে। **চেক করা** — ক্রি. থামানো, সংযত করা। [ঃ নিজেকে 'চেক' করা।] পরীক্ষা করা, মিলাইয়া দেখা। [ঃ টিকিট 'চেক' করা।] [ই. check.]

চেকনাই — ('চিকনাই' দেখ।)

চেকার — টিকিট ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া বা মিলাইয়া দেখিবার লোক। [ঃ গাড়ির 'চেকার'।] [ই. checker.]

চেঙ, চেঙ্গ — ('চেং' দেখ।)

চেঙড়া, চেঙড়ামি — ('চেংড়া' ও 'চেংড়ামি' দেখ।)

চেঙারি, চেঙ্গারি — ('চাঙ্গারি' দেখ।)

চেঁচানি — চিৎকার, চেঁচামেচি। **চেঁচানো** — ক্রি. চিৎকার করা। বি. **চেঁচামেচি** —

চিৎকার ও গণ্ডগোল।

চেটাই — ('চাটাই' দেখ।)

চেটী, চেড়ী — অন্তঃপুররক্ষিণী। দাসী।

চেটো — করতল বা পদতল, তেলো।

চেড়ী — ('চেটী' দেখ।)

চেতক — যে চেতনা দেয়, উদ্‌বোধক, চেতনাকারী। **চেতন** — ণ. চেতনাযুক্ত, প্রাণযুক্ত। বি. চেতনা, সংজ্ঞা, চৈতন্য। [ঃ 'সচেতন'।] **চেতনা** — চৈতন্য, সংজ্ঞা। হুঁশ, সজাগ ভাব। প্রাণ।

চেতা — ক্রি. চেতনা পাওয়া। সচেতন হওয়া, সতর্ক হওয়া। **চেতানো** — ক্রি. চেতনা আনা। সচেতন বা সতর্ক করা।

চেন — শিকল। [ই. chain.]

চেনা — ক্রি. পরিচয় থাকা। [ঃ তাঁহাকে 'চিনি'।] দেখিয়া পরিচিত বলিয়া বোঝা। [ঃ 'চিনতে' পারেন?] চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিয়া বোঝা। ণ. পরিচিত, জানা। [ঃ 'চেনা' লোক।] বি. পরিচয়। পরিচিত অবস্থা।

চেনানো — ('চিনানো' দেখ।)

চেন্না — (কথ্য) চিহ্ন।

চেপটা, চেপ্টা, চ্যাপটা — চওড়া অথচ উঁচু নয়, থেবড়া। **চেপটানো** — ক্রি. চেপটা করা। ণ. চেপটা করা হইয়াছে এমন। বি. চেপটা করণ।

চেয় — চয়নের যোগ্য, চয়নীয়। [সং.]

চেয়ার — ঠেস দিয়া বসিবার উচ্চ আসন, কেদারা, কুর্সি। [ই. chair.] **চেয়ারম্যান** — সভাপতি। [ই. chairman.]

চেয়ে — অপেক্ষা, চাইতে।

চেরা — ক্রি. বিদীর্ণ করা, ফাড়া, লম্বালম্বি কাটা। [ঃ কাঠ 'চেরা'; ঃ পটোল 'চেরা'।] কাটা, ছিন্ন করা। ণ. লম্বালম্বিভাবে কাটা বা ফাড়া হইয়াছে এমন। বিদীর্ণ। বি. ঐভাবে কাটিবার বা ফাড়িবার কাজ।

চেরাগ — প্রদীপ। [ফা. চিরাগ।]

চেরানো — ('চিরানো' দেখ।)

চেলা — শিষ্য। আদেশপালনকারী সংগী।

চেলা — একরকম ছোট মাছ।

চেলা — কুড়ুল দিয়া ফাড়া হইয়াছে এমন, চেরা। **চেলানো** — ক্রি. কুড়ুল দিয়া ফাড়ানো। ণ. অপরের দ্বারা ফাড়া হইয়াছে এমন। বি. চেলা করানো।

চেলি, চেলী — পট্টবস্ত্র। বিবাহ ইত্যাদির সময়ে পরিবার উপযোগী একরকম রেশমী কাপড়। [সং. চেলী।]

চেষ্টমান — চেষ্টা করিতেছে এমন, সচেষ্ট। **চেষ্টা** — কোনও কাজে সফল হইবার জন্য যত্ন ও শ্রম। ণ. **চেষ্টিত** — সচেষ্ট, যত্নবান্‌।

চেহারা — আকৃতি। শারীরিক গঠন। [ফা. চিহ্‌রহ্‌।]

চৈত — চৈত্রমাস।

চৈতন — টিকি। [সং. চৈতন্য।]

চৈতন্য — চেতনা, সংজ্ঞা, জ্ঞান। **চৈতন্যদেব** — বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম বিখ্যাত প্রচারক, গৌরাংগ, বিশ্বম্ভর।

চৈতালী, চৈতী — চৈত্রমাস সংক্রান্ত, চৈত্র মাসের। [ঃ 'চৈতী' হাওয়া।]

চৈত্ত, চৈত্তিক — চিত্ত সংক্রান্ত, মানসিক।

চৈত্য — যেখানে চিতাভস্ম অস্থি ইত্যাদি রক্ষিত হয় এমন মন্দির। বৌদ্ধমঠ। বেদী। ণ. চিতা সম্বন্ধীয়।

চৈত্র — বাংলা সনের শেষ মাস। ণ. **চৈত্রী** — চৈতী, চৈতালী।

চৈন, চৈনিক — চীনদেশীয়। [ঃ 'চৈনিক' সভ্যতা।] চীনের অধিবাসী, চীনা।

চোঁ — দ্রুতগতি সূচক-অনুকার।

চোক — চার পণ, সিকি কাহন। [সং. চতুষ্ক।]

চোকলা — কাঠ ইত্যাদির লম্বা টুকরা। খোসা। [সং. চোলক।]

চোকা, চোকানো — ('চুকা', 'চুকানো' দেখ।)

চোখ — যে অংগ দিয়া দেখা যায়, চক্ষু। চোখের মতো চিহ্ন বা দাগ। আখ আনারস ইত্যাদির গায়ের পত্রকোরক। [সং. চক্ষুস্।] **চোখ ওঠা** — চোখের একরকম রোগ হওয়া, চোখ ফোলা। **চোখ গালা** — চক্ষু উপড়াইয়া ফেলা, অন্ধ করিয়া দেওয়া। **চোখ ঘোরানো** — ক্রোধের সহিত চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, চোখ পাকানো। **চোখ টাটানো** — ঈর্ষা হওয়া। **চোখ টেপা, চোখ ঠারা** — চোখের দ্বারা ইশারা করা। **চোখ পাকানো** — ('চোখ ঘোরানো' দেখ।) **চোখ ফোটা** — পশুপক্ষীর বাচ্চার চোখের পাতা পৃথক হইবার ফলে দৃষ্টি-শক্তি পাওয়া। বুদ্ধি হওয়া, অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। **চোখ মারা** — চোখের দ্বারা অশ্লীল ইংগিত করা। **চোখ রাখা** — সজাগ সতর্ক থাকা, নজর রাখা। **চোখ-রাঙানি** — ধমক, শাসন। **চোখ রাঙানো** — ক্রি. ধমক দেওয়া। **চোখে ধুলা দেওয়া** — ঠকানো। **চোখে চোখে রাখা** — সতর্কতার সহিত সর্বদা নজর রাখা। **চোখের দেখা** — কেবল দেখা মাত্র। **চোখের নেশা** — কেবল দেখিবার জন্য তীব্র আসক্তি। **চোখের চামড়া বা পর্দা না থাকা** — নির্লজ্জ হওয়া, চশমখোর হওয়া। **চোখের বালি** — যাহাকে দেখিলে বিরক্তি হয়, চক্ষুশূল।

চোখখাকী, চোখখাগী — (গালিতে) দৃষ্টি-হীনা অন্ধ স্ত্রীলোক। [ঃ 'চোখখাকী' পোড়ামুখী।]

চোখ-গেল — একরকম পাখি যাহার ডাক শুনিয়া মনে হয় যেন 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' বলিয়া চিৎকার করিতেছে।

চোখা — তীক্ষ্ন, ধারালো। তীক্ষ্নবুদ্ধি-সম্পন্ন। **চোখানো** — ক্রি. শাণ দেওয়া, তীক্ষ্ন করা। **চোখালো** — তীক্ষ্নস্বাদ-যুক্ত। তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন।

চোখাচোখি, চোখোচোখি — বি. একের দৃষ্টির সহিত অপরের দৃষ্টির মিলন, দৃষ্টিবিনিময়।

চোগা — একরকম লম্বা বুকখোলা ঢিলা জামা। [তু. চুগহ্।]

চোঙ, চোঙা, চোংগা — নল।

চোঁচ — বাঁশ ইত্যাদির সরু কাঁটার মতো রোঁয়া। আঁশ। ছিবড়া। পাখীর ঠোঁট।

চোঁচা — অতিবেগে সোজা। [ঃ 'চোঁচা' দৌড়।]

চোঁ-চোঁ — জল শুষিবার বা দ্রুত পান করিবার শব্দের অনুকার।

চোট — আঘাত। শক্তি, প্রাবল্য। [ঃ কথার 'চোটে'।] দফা, বার। [ঃ এক 'চোট' বকুনি।] **চোটপাট** — কড়া কড়া কথা, কড়া জবাব। [ঃ 'চোটপাট' করা।]

চোটা — দৈনিক বা সাপ্তাহিক হিসাবে অত্যন্ত বেশী সুদ। [হি. চৌথা।]

চোটানো — ক্রি. চোট লাগানো। কোপানো, কোদলানো।

চোট্টা — চোর। প্রতারক। [হি.] **চোট্টামি** — চোট্টার কাজ, প্রতারণা।

চোড় — দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন রাজবংশ ও রাজ্য, চোল।

চোতা, চোঁতা—বাজে, ওঁচা। অপ্রয়োজনীয়। [ঃ 'চোঁতা' কাগজ।] [সং. চ্যুত।]

চোদ্দ — ('চৌদ্দ' দেখ।)

চোনা — গোমুত্র।

চোপ — ঘা, কোপ। [ঃ 'চোপ' দেওয়া।]

চোপ — চুপ করিবার জন্য ধমক। **চোপ রও** — চুপ কর, নীরব হও (হুকুম বা ধমক সুচক অর্থে)।

চোপদার, চোবদার — আসাসোঁটাবহনকারী। [ফা. চোব্দার।]

চোপসা — ণ. রস বা বাতাস বাহির হইয়া

গেলে যেমন হয়, তোবড়া, বসা। **চোপসানো** — ক্রি. চোপসা করা বা হওয়া। ণ. চোপসা হইয়াছে এমন।

চোপরা, চোপা — কড়া জবাব, উদ্ধত উক্তি। [ঃ 'চোপা' করা।] মুখ। [ঃ 'চোপা' নাড়া।]

চোবানো — ('চুবানো' দেখ।)

চোবে — চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, চৌবে। [সং. চতুর্বেদী।]

চোয়ানো — ('চুয়ানো' দেখ।)

চোঁয়া — অল্প পোড়া। [ঃ 'চোঁয়া' মুড়ি।] **চোঁয়া ঢেকুর** — বদহজমের ফলে ঢেকুর।

চোয়াড় — ('চুয়াড়' দেখ।)

চোঁয়ানো — ক্রি. অল্প পোড়ানো। ণ. অল্প পোড়ানো হইয়াছে এমন। বি. অল্প দগ্ধ করণ।

চোয়াল — মুখের ভিতরের যে অংশে দাঁত থাকে, গালের হাড়, হনু।

চোর — যে চুরি করে, তস্কর। [সং.] **চোরকাঁটা** — একরকম ঘাস যাহার ফুলের শুঁয়া কাপড়ে আটকাইয়া যায়, ভাঁটুই। **চোরকুঠরি** — ('চোরাকুঠরি' দেখ।) **চোরছেঁচড়** — চোর জুয়াচোর মিথ্যাবাদী নির্লজ্জ ব্যক্তি। **চোরনী** — স্ত্রী চোর।

চোরা — বি. চোর। ণ. গুপ্ত, গোপন। [ঃ 'চোরা' পথ।] সংকীর্ণ। [ঃ 'চোরা' গলি।] নির্ভরের অযোগ্য। [ঃ 'চোরা' বালি।] **চোরাই** — যাহা চুরি করা হইয়াছে, অপহৃত। [ঃ 'চোরাই' মাল।] **চোরাগলি** — সরু অন্ধকার গলি। **চোরাপাহাড়** — সমুদ্রের তলাকার ডুবো পাহাড়। **চোরাবালি** — যে বালুরাশির উপর দিয়া চলিবার সময়ে হঠাৎ বালি সরিয়া যায় এবং ফলে জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটে, বিপজ্জনক ও নির্ভরের অযোগ্য বালুকারাশি।

চোরিত — চুরি করা হইয়াছে এমন, অপহৃত।

চোল — দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত প্রাচীন রাজ্য ও রাজবংশ।

চোল — কাঁচুলি। ঘাগরা। [সং.]

চোলাই — বি. বকযন্ত্র দ্বারা পাতন, চোয়ানো, distillation. ণ. চোয়ানো হইয়াছে এমন।

চোষ — চোষা, শোষণ। ণ. যাহা চোষে এমন। **চোষ-কাগজ** — কালি চুষিয়া লয় এমন কাগজ, blotting paper.

চোষক — যাহা চুষিয়া লয়। **চোষণ** — চোষা, শোষণ। **চোষা** — ক্রি. রস টানিয়া লওয়া, শোষণ করা। ণ. শোষিত। বি. শোষণ।

চোস্ত — সমতল। পারদর্শী, নিপুণ। [ফা. চুস্‌ত্‌।]

চৌ- — 'চার' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'চৌতলা'।] [সং. চতুর্‌।]

চৌকশ, চৌকস — যাহার সকল বিষয়ে পারদর্শিতা আছে এমন, সকল বিষয়ে পটু। [সং. চতুষ্ক।]

চৌকা, চৌঃকো — ণ. চারকোনা। বি. চারফোঁটাযুক্ত তাস। [সং. চতুষ্ক।]

চৌকাঠ — দরজার কাঠামো যাহাতে কপাটের পাল্লা আটকানো থাকে।

চৌকি — চারকোনা অল্প-উঁচু কাঠের তৈয়ারী আসন। তক্তাপোশ।

চৌকি — পাহারা। [ঃ 'চৌকি' দেওয়া।] পাহারাওয়ালার ঘাঁটি বা এলাকা। খাজনা আদায়ের এলাকা। **চৌকিদার** — পাহারাদার। সরকারী পাহারাদার। **চৌকিদারি** — চৌকিদারের কাজ। ণ. **চৌকিদারী** — চৌকিদার সংক্রান্ত। [ঃ 'চৌকিদারী' ট্যাক্‌স্‌।]

চৌকো — ('চৌকা' দেখ।)

চৌঃকোনা, চৌকোনো — চারি কোণ আছে

এমন। [সং. চতুষ্কোণ।]

চৌখুপি — চৌকো খোপ, চেক। ণ. **চৌখুপী** — চৌকো খোপ আছে এমন। [ঃ 'চৌখুপী' চাদর।]

চৌগুণ — চারগুণ, চতুর্গুণ।

চৌগোঁপ্পা — যে দাড়ি দুই ভাগে ভাগ করিয়া উপরের দিকে তুলিয়া দুই পাশে গোঁফের সহিত মিলিত করা হয়।

চৌঘুড়ি — চার ঘোড়ায় টানে এমন গাড়ি।

চৌচাকলা — চারি ভাগে বিদীর্ণ।

চৌচাপট — চারিদিকের বিস্তার। **চৌচাপটে** — পরিপূর্ণ উদ্যমে, চুটাইয়া। [ঃ 'চৌচাপটে' কাজ করা।]

চৌচালা — চার চাল আছে এমন ঘর।

চৌচির — ফাটিয়া ছিঁড়িয়া চারি খণ্ডে বা বহু খণ্ডে বিভক্ত।

চৌঠা, চৌঠো — মাসের চার তারিখ বা তারিখে। [সং. চতুর্থ।]

চৌতলা — চারতলা। [সং. চতুস্তল।]

চৌতাল — সংগীতের একরকম তাল।

চৌত্রিশ — ৩৪ সংখ্যা। [সং. চতুস্ত্রিংশৎ।]

চৌথ — প্রজার উৎপন্ন দ্রব্যের চার ভাগের এক ভাগ। রাজস্বের চার ভাগের এক ভাগ। [সং. চতুর্থ।]

চৌদিক — চারদিক।

চৌদোল, চৌদোলা — একরকম পালকি।

চৌদ্দ — দশের পরবর্তী চতুর্থ সংখ্যা, ১৪। **চৌদ্দই** — মাসের চৌদ্দ তারিখ।

চৌধুরী — গ্রাম অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি। উপাধি বিশেষ। [সং. চতুর্ধুরীণ।] স্ত্রী. — **চৌধুরানী**।

চৌপট — সমতল। [হি.]

চৌপদী — একরকম বাংলা ছন্দ। চার-চরণবিশিষ্ট পদ্য। [সং. চতুষ্পদী।]

চৌপর — চার প্রহর, সারা দিন বা সারা রাত্রি। সর্বদা। [সং. চতুঃপ্রহর।]

চৌপল — চার পল আছে এমন, চারকোনা। [ঃ 'চৌপল' বোতল।]

চৌপাড়ি — চতুষ্পাঠী, টোল।

চৌপায়া — চারটি পায়া আছে এমন।

চৌবাচ্চা — জল জমা রাখিবার কুণ্ড। [ফা. চাহ্‌বচ্চ।]

চৌবে — ('চোবে' দেখ।)

চৌমাথা — চার রাস্তার মিলনস্থল, চৌরাস্তা।

চৌম্বক — চুম্বক সংক্রান্ত।

চৌর — চোর। **চৌরকর্ম, চৌরকার্য**—চুরি।

চৌরস — সমতল। চারকোনা।

চৌরাস্তা — ('চৌমাথা' দেখ।)

চৌরোদ্ধরণিক — প্রাচীন ভারতের নগর-কোতোয়াল।

চৌর্য — চুরি। **চৌর্যবৃত্তি** — চুরি করিবার পেশা, চৌরকার্য।

চৌষট্টি — ৬৪ সংখ্যা। [সং. চতুঃষষ্টি।]

চৌহদ্দি — চার দিকের সীমানা, চতুঃসীমা। [বাং. চৌ + আ. হদ।]

চৌহান — বিখ্যাত রাজপুত বংশ।

চ্যবন — জনৈক প্রাচীন ঋষি।

চ্যাংড়া, চ্যাংড়ামি, চ্যাংড়ামো — ('চেংড়া', 'চেংড়ামি' ও 'চেংড়ামো' দেখ।)

চ্যাপটা — ('চেপটা' দেখ।)

চ্যাম্পিয়ন — বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি। [ই. champion.]

চ্যারিটি — দান। ণ. দানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত। [ই. charity.]

চ্যুত — খসিয়া পড়িয়াছে এমন, স্খলিত, পতিত, ভ্রষ্ট। স্ত্রী. — **চ্যুতা**। বি. **চ্যুতি** — পতন। স্খলন।

ছ — ('ছয়' দেখ।)

ছই — নৌকা গোরুর গাড়ি ইত্যাদির চাল বা ছাদ। [সং. ছদ।]

— মাসের ছ তারিখ বা তারিখে।

ছক — দাবা ইত্যাদি খেলার দাগ-কাটা ঘর। নকশা, pattern. অনুসরণ করিবার জন্য ধরাবাঁধা নিয়ম। **ছক কাটা** — ক্রি. রেখা টানিয়া চারকোনা ঘর করা। **ছক-কাটা** — গ. রেখার দ্বারা চারকোনা ঘরে বিভক্ত।

ছকা — ক্রি. ছক আঁকা, নকশা করা। মোটামুটি হিসাব বা পরিকল্পনা করা।

ছক্কড় — ছেকড়া গাড়ি, অতি খারাপ ধরনের ঘোড়ার গাড়ি। [সং. শকট।]

ছক্কা — একরকম তরকারি, ছোঁকা। ছয়-ফোঁটাযুক্ত তাস।

ছচল্লিশ, ছেচল্লিশ — ৪৬ সংখ্যা। [সং. ষট্‌চত্বারিংশৎ।]

ছট্‌ — অকস্মাৎ দ্রুত ছেদ বা অপসারণ সূচক অনুকার।

ছটকানো — ক্রি. বিক্ষিপ্ত করা। বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছিটকানো। যন্ত্রণায় ছটফট করা।

ছটফট — বি. অস্থিরতা প্রকাশ। [ঃ 'ছটফট' করা।] **ছটফটানি** — অস্থিরতা। **ছটফটানো** — ক্রি. ছটফট করা। গ. **ছটফটে** — চঞ্চল, চপল।

ছটরা — ('ছররা' দেখ।)

ছটা — উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, কিরণ। সমূহ। পরম্পরা।

ছটাক — এক সেরের বা এক কাঠার ষোল ভাগের এক ভাগ। [সং. ষট্‌-টঙ্ক।]

ছড় — বেহালা ইত্যাদি বাজাইবার ছড়ি। লম্বা সরু দণ্ড, সিক।

ছড়া — কলা ইত্যাদির গুচ্ছ। [ঃ এক 'ছড়া' কলা।] গুচ্ছ বা মালার মতো জিনিস। [ঃ গোট-'ছড়া'।]

ছড়া — গ্রাম্য সহজ কবিতা।

ছড়া — বি. ছড়ানো বা ছিটানো। [ঃ গোবর 'ছড়া' দেওয়া।] **ছড়াছড়ি** — চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকা। অতিপ্রাচুর্য।

ছড়ানো — ক্রি. ছিটানো। বিক্ষিপ্ত করা। গ. বিক্ষিপ্ত। [ঃ 'ছড়ানো' বীজ।] বি. ইতস্তত নিক্ষেপ।

ছড়ি — সরু লাঠি। **ছড়িদার** — (বেত্র-ধারী) পাণ্ডার অনুচর।

ছত্রি — ছই। মশারি খাটাইবার উপযোগী ফ্রেম। [সং. ছত্রী।]

ছত্র — ছাতা, আতপত্র। [সং.]

ছত্র — এক সারি অক্ষর, লাইন। [ঃ এক 'ছত্র' লিখে দেওয়া।] [আ. সত্‌র্‌।]

ছত্র — ('সত্র' দেখ।)

ছত্রক — ছোট ছাতা। বেঙের ছাতা।

ছত্রখান — চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল।

ছত্রপতি — সম্রাট, প্রধান রাজা। শিবাজীর বিখ্যাত উপাধি।

ছত্রভঙ্গ — গ. দল ভাঙিয়া শৃঙ্খলাহীন-ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ সৈন্যদল 'ছত্রভঙ্গ' হওয়া।]

ছত্রাক — ছাতা, fungus. বেঙের ছাতা, শিলীন্ধ্র, mushroom.

ছত্রাকার — দেখিতে ছাতার মতো এমন। ছত্রখান, বিশৃঙ্খল।

ছত্রিকা — ছোট ছাতা। প্যারাসুট, parachute. [ঃ 'ছত্রিকা' বাহিনী।]

ছত্রিশ — ৩৬ সংখ্যা। [সং. ষট্‌ত্রিংশৎ।]

ছত্রী — গ. ছত্রধারী। বি. জাতিবিশেষ, খেত্রী।

ছদ — গাছের পাতা। [ঃ সপ্তচ্ছদ।] আচ্ছাদন, আবরণ। [সং.]

ছদ্ম — ছল, কপট। [সং. ছদ্মন্‌।] আত্মগোপনের উপযোগী। [ঃ 'ছদ্ম-নাম'।] **ছদ্মনাম** — আত্মগোপনের উপযোগী নাম, pseudonym. **ছদ্ম-বেশ** — আত্মগোপনের উপযোগী পোশাক বা রূপ। **ছদ্মবেশী** — ছদ্মবেশধারী।

[সং. ছদ্মবেশিন্।] স্ত্রী. — **ছদ্মবেশিনী।**

ছন্দ — ধ্বনির উত্থান-পতনের মিল, ধ্বনির মাত্রা। অভিপ্রায়, ইচ্ছা। [ঃ 'স্বচ্ছন্দ'।] রকম, প্রকার, ছাঁদ। [ঃ বিবিধ 'ছন্দে'।] [সং. ছন্দস্।]

ছন্দক — সিদ্ধার্থের বিখ্যাত সারথি।

ছন্দঃপতন, ছন্দঃপাত, ছন্দপতন, ছন্দপাত — ছন্দের গরমিল।

ছন্দবন্ধ — ছন্দের বাঁধুনি। ণ. **ছন্দবন্ধ, ছন্দোবন্ধ** — ছন্দের দ্বারা পরস্পর জড়িত।

ছন্ন — আবৃত, আচ্ছাদিত। প্রচ্ছন্ন। লুপ্ত, বিনষ্ট। **ছন্নছাড়া** — গৃহহীন, আশ্রয়হীন, লক্ষ্মীছাড়া। **ছন্নমতি** — যাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এমন, নষ্টবুদ্ধি।

ছপছপ — জলের উপর কোনও বস্তুর আঘাতের শব্দ সূচক অনুকার।

ছপ্পর — ('ছাপ্পর' দেখ।)

ছবি — আঁকা দৃশ্য মূর্তি ইত্যাদি, চিত্র। হুবহু বর্ণনা। দীপ্তি, শোভা, কান্তি। [ঃ 'মুখচ্ছবি'।] [আ. শবীহ্।]

ছমছম — অস্পষ্ট আতঙ্কবোধ। [ঃ গা 'ছমছম' করা।] ণ. **ছমছমে** — আতঙ্ক-বোধ হয় এমন। [ঃ 'ছমছমে' অন্ধকার।]

ছয় — ৬ সংখ্যা। [সং. ষট্।] **ছয়ই** — ('ছউই' দেখ।)

ছয়লাপ — প্লাবিত। পরিপূর্ণ। [ঃ জিনিসে ঘর 'ছয়লাপ'।] [ফা. সইল-আব।]

ছরকট—বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'ছরকট'।]

ছররা — ছিটা গুলী, ছটরা।

ছর্দি, ছর্দী — (প্রাচীন কবিতায়) বমি, উদ্গার। [সং.]

ছল — ভান, কপটতা, শঠতা। [ঃ 'ছলে' বলে কৌশলে।] ভঙ্গী, সূত্র, উপলক্ষ। [ঃ 'গল্পচ্ছলে'।]

ছলচ্ছল — বি. ঢেউয়ের শব্দ। ণ. উচ্ছল।

ছলছল — ণ. অশ্রুসিক্ত। [ঃ 'ছলছল' আঁখি।] বি. স্রোতের শব্দ, ঢেউয়ের শব্দ।

ছলন, ছলনা — প্রতারণা, কপটতা, ছল।

ছলা — বি. ভান, ছল। [ঃ 'ছলা'-কলা।] ক্রি. (কবিতায়) ছলনা করা।

ছলাৎ — হঠাৎ উছলাইয়া পড়িবার বা ঢেউয়ের আঘাতের শব্দ সূচক অনুকার।

ছলিত — প্রতারিত।

ছা, ছাঁ — বাচ্চা, শিশু। [সং. শাবক।] **ছাপোষা**—অনেক সন্তান পালন করিতে হয় এমন। [ঃ 'ছাপোষা' গৃহস্থ।]

ছাই — ভস্ম। বাজে জিনিস। কিছুই না। [ঃ করবে 'ছাই'।] বিরক্তি ও অবহেলা সূচক শব্দ। [ঃ দূর হোক 'ছাই'।] [সং. ক্ষার।] **ছাইপাঁশ, ছাইভস্ম** — মূল্যহীন দ্রব্য। অর্থহীন বিষয়।

ছাঁই — পিঠা ইত্যাদির ভিতরের পুর।

ছাউনি — চাঁদোয়া। আবরণ। তাঁবু। সেনানিবাস। [সং. আচ্ছাদনী।]

ছাও — ছা, শাবক।

ছাওয়া — ক্রি. চাল ইত্যাদি ঢাকা দেওয়া, আবৃত করা। ণ. আবৃত, আচ্ছাদিত। বি. আবৃত করণ, আচ্ছাদিত করণ। **ছাওয়ানো** — ক্রি. আচ্ছাদিত করানো, অপরকে দিয়া ছাওয়া। ণ. আচ্ছাদিত করানোর কাজ।

ছাওয়াল — ছেলে, শিশু, ছাও।

ছাঁকনা, ছাঁকনি — ছাঁকিবার পাত্র। **ছাঁকা**— ক্রি. কাপড় বা ঘন জালের মধ্য দিয়া ঝরাইয়া তরল জিনিস পরিষ্কার করা। চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলা। ণ.

ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে এমন। সুনির্বাচিত। খাঁটী।

ছাগ, ছাগল — পাঁঠা। অজ। স্ত্রী. — **ছাগী, ছাগলী**। [সং.]

ছাঁচ — যাহাতে ঢালিয়া বা চাপিয়া নির্দিষ্ট আকারে কিছু প্রস্তুত করা যায়। ছাঁচে তৈয়ারী জিনিস। [ঃ চিনির 'ছাঁচ'।]

ছাঁচ — চালের শেষ অংশ যাহা ঘরের বাহিরে নিচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। **ছাঁচতলা** — ছাঁচের নিচের জায়গা।

ছাঁচি — আসল, দেশী। [হি. সাঁচ্চি।] **ছাঁচি কুমড়া** — চাল কুমড়া। **ছাঁচি পান** — একরকম সুগন্ধ পান।

ছাট — বাতাসের বেগে নিক্ষিপ্ত জলকণা, জলের ঝাপটা। [ঃ বৃষ্টির 'ছাট'।]

ছাঁট — কাটিয়া বাদ দেওয়া অংশ। [ঃ কাগজের 'ছাঁট'।] ছাঁটার কায়দা বা ধরন। [ঃ চুলের 'ছাঁট'।] **ছাঁটা** — ক্রি. কাটিয়া বাদ দেওয়া। [ঃ চুল 'ছাঁটা'।] কাঁড়া। [ঃ চাল 'ছাঁটা'।] ণ. কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে বা কাঁড়া হইয়াছে এমন। **ছাঁটাই** — কাটিয়া বাদ দেওয়ার কাজ। ছাঁটিবার পারিশ্রমিক। চাকুরি হইতে লোক বাদ দেওয়া। মূল বিষয় হইতে কোনও অংশ বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংশোধন। [ঃ 'ছাঁটাই' প্রস্তাব।] **ছাঁটানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা ছাঁটা। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

ছাড় — ত্যাগ, বাদ। [ঃ 'ছাড়' যাওয়া।] মুক্তি, নিষ্কৃতি, রেহাই। [ঃ 'ছাড়' পাওয়া।] অনুমতি। **ছাড়পত্র** — অনুমতিপত্র, হুকুমনামা, passport.

ছাড়া — ক্রি. ত্যাগ করা। বাদ দেওয়া। বদল করা। [ঃ কাপড় 'ছাড়া'।] চলিতে সুরু করা, স্থানত্যাগ করা। [ঃ গাড়ি 'ছাড়া'।] রেহাই দেওয়া, মুক্ত করা। জ্বর বন্ধ হওয়া। ব্যবধান বা ফাঁক দেওয়া। [ঃ দুই হাত 'ছেড়ে' গাছ পোতা।] বিচ্যুত হওয়া, ফাঁক হওয়া। [ঃ জোড় 'ছাড়া'।] ভুলে ফেলিয়া যাওয়া। অভ্যাস ত্যাগ করা। [ঃ নেশা 'ছাড়া'।] ণ. পরিত্যক্ত। মুক্ত, বন্ধনহীন। ভুলক্রমে ফেলিয়া আসা হইয়াছে এমন। বি. মুক্তি। [ঃ 'ছাড়া' পাওয়া।] অ. ব্যতীত, ভিন্ন। [ঃ ইহা 'ছাড়া'।] **ছাড়াছাড়া** — পৃথক পৃথক, মাঝে ফাঁক দিয়া, অসংযুক্ত। বি. **ছাড়াছাড়ি** — পরস্পর হইতে পৃথক হওয়া, বিচ্ছেদ। **ছাড়ান** — ত্যাগ, রেহাই, নিষ্কৃতি। **ছাড়ানো** — ক্রি. ত্যাগ করানো। মুক্ত করানো। গাঁট বা বাঁধন খোলা। চাকরি হইতে বিতাড়িত করা। খোসা আঁশ ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা। খালাস করা। [ঃ মাল 'ছাড়ানো'।] ণ. মুক্ত বা খালাস করা হইয়াছে এমন। খোসা আঁশ ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ছাড়ানো' ফল।] বি. মুক্ত বা খালাস করণ। খোসা আঁশ ইত্যাদি তোলা।

ছাত — ('ছাদ' দেখ।)

ছাতলা — শেওলা, ছাতা, fungus, mould. [ঃ 'ছাতলা' পড়া।]

ছাতা — রোদ বৃষ্টি নিবারণের উপযোগী ব্যবহার্য আচ্ছাদন। [সং. ছত্র।]

ছাতা — শেওলা, ছাতলা। [ঃ 'ছাতা' ধরা।] ব্যাঙের ছাতা। [সং. ছত্রাক।]

ছাতারে — একরকম ছোট চঞ্চল পাখি।

ছাতি — বুক, বুকের পাটা।

ছাতি — ছাতা, ছত্র।

ছাতিম — একরকম গাছ, সপ্তপর্ণ।

ছাতু — ভাজা ছোলা ইত্যাদির গুঁড়া। **ছাতু কোটা** — ভাজা যব ছোলা ইত্যাদিকে গুঁড়ানো। **ছাতুখোর** — যাহার

প্রধান খাদ্য ছাতু। (ব্যঙ্গে) বিহারী, হিন্দুস্থানী।

ছাত্র — শিক্ষার্থী, শিষ্য, পড়ুয়া। স্ত্রী. — **ছাত্রী**। [সং.] **ছাত্রজীবন** — জীবনে স্কুল-কলেজে পড়িবার সময়, ছাত্রাবস্থা। **ছাত্রনিবাস** — যেখানে ছাত্ররা থাকে, হস্টেল। **ছাত্রবৃত্তি** — যোগ্য ছাত্রকে দেয় সাহায্য, জলপানি। **ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা** — নিম্ন-মাধ্যমিক পরীক্ষা। **ছাত্রবৃত্তি পাস** — নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **ছাত্রাবস্থা** — স্কুল-কলেজে পড়িবার সময়, ছাত্রজীবন। **ছাত্রাবাস** — ('ছাত্রনিবাস' দেখ।)

ছাদ — পাকাবাড়ির উপরের সমতল চাল, ছাত। চাল, আচ্ছাদন। [সং.]

ছাঁদ — গঠন। [ঃ মুখের 'ছাঁদ'।] ধরন, ভঙ্গী। [ঃ কথার 'ছাঁদ'।] [সং. ছন্দস্।]

ছাঁদন — বাঁধন। বেষ্টনী। **ছাঁদনদড়ি** — দুধ দুহিবার সময় যে দড়ি দিয়া গোরুর পা বাঁধা হয়।

ছাঁদনাতলা — আচ্ছাদিত মণ্ডপ যেখানে বিবাহ হয়, ছানলাতলা।

ছাঁদা — ক্রি. বেষ্টন করা, বন্ধন করা। [ঃ বাঁধা-'ছাঁদা'।] রচনা করা, পত্তন করা। বি. যে খাদ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাঁধিয়া লইয়া যায়।

ছানতা — ছাঁকিয়া তুলিবার উপযোগী বহুছিদ্র হাতা, ঝাঁঝরি।

ছানলাতলা — ('ছাঁদনাতলা' দেখ।)

ছানা — বাচ্চা, শাবক। [ঃ ইঁদুর-'ছানা'।] শিশু। **ছানাপোনা** — কাচ্চাবাচ্চা।

ছানা — টকমিশ্রিত গরম দুধ হইতে যে ডেলাবাঁধা জিনিস বাহির হয়। [সং. ছিন্নক।] **ছানা কাটা** — ছানায় পরিণত হওয়া। **ছানা কাটানো** — ছানায় পরিণত করা। **ছানাপানা** — ছানা সহযোগে প্রস্তুত পানীয় বা শরবত।

ছানা — ('সানা' দেখ।)

ছানি — একরকম চোখের রোগ। রোগের ফলে জাত চোখের তারার উপরের পর্দা। [ঃ 'ছানি' পড়া; ঃ 'ছানি' কাটানো।] [সং. ছন্নিকা।]

ছানি — ইঙ্গিত, ইশারা। [ঃ 'হাত-ছানি'।] [সং. শানী।]

ছানি — গোরুর জাব। [হি. সানী।]

ছানি — পুনরায় গোড়া হইতে মামলার বিচারের জন্য আবেদন। [আ. সানী।]

ছান্দ — বন্ধন, ছাঁদন। ছাঁদ, ভঙ্গি।

ছান্দস — ণ. ছন্দ সংক্রান্ত। বৈদিক। **ছান্দসিক** — ণ. ছন্দ সংক্রান্ত তত্ত্বে পণ্ডিত। ছন্দে পারদর্শী।

ছান্দোগ্য — একটি সামবেদীয় উপনিষদের নাম।

ছাপ — চাপ দিবার ফলে দাগ। [ঃ পায়ের 'ছাপ'।] চিহ্ন, দাগ। [ঃ অন্যায়ের 'ছাপ'।]

ছাপর — আচ্ছাদন, ছাদ, ছপ্পর। **ছাপর খাট** — মশারি খাটাইবার ফ্রেমযুক্ত বড়ো খাট।

ছাপা — লুক্কায়িত, গোপন, চাপা।

ছাপা — ক্রি. মুদ্রণ করা। ণ. মুদ্রিত। [ঃ 'ছাপা' বই।] বি. মুদ্রণ। [ঃ 'ছাপা' খারাপ।] **ছাপাই** — মুদ্রণ-কার্য। মুদ্রণের জন্য ব্যয়। **ছাপাখানা** — যেখানে ছাপানো হয়, press.

ছাপাছাপি — ঢাকাঢাকি, গোপনতা। [ঃ 'ছাপাছাপি' নাই।]

ছাপাছাপি — কানায় কানায় ভর্তি, উপ-চাইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে এমন। বি. এইরূপ অবস্থা।

ছাপানো — ক্রি. মুদ্রণ করানো। ণ. মুদ্রিত করানো হইয়াছে এমন। বি. মুদ্রিত করণ।

ছাপানো — ক্রি. সীমা অতিক্রম করা, উপচাইয়া পড়া।

ছাপ্পর — খোলার চাল, ছাপর।

ছাপ্পান্ন — ৫৬ সংখ্যা। [সং. ষট্-পঞ্চাশৎ।]

ছাব্বিশ — ২৬ সংখ্যা। [সং. ষড়্-বিংশতি।] **ছাব্বিশে** — মাসের ছাব্বিশ তারিখ বা তারিখে।

ছায়া — কোনও অস্বচ্ছ জিনিস আলোক-রশ্মির সম্মুখে পড়িলে আলোর অভাবে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। রৌদ্রের বা আলোর অভাব। প্রতিবিম্ব। অশরীরী রূপ। পুরাণে বর্ণিতা সূর্যপত্নী। **ছায়াচিত্র** — ফটোগ্রাফ, আলোকচিত্র। সিনেমার ছবি। ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি। **ছায়াচ্ছন্ন** — ছায়ায় ঢাকা। **ছায়াছবি** — ('ছায়াচিত্র' দেখ।) **ছায়াতরু** — যে গাছের তলায় বেশী ছায়া পাওয়া যায়। আশ্রয়দাতা মহানুভব ব্যক্তি। **ছায়াদেহ** — অশরীরী মূর্তি। **ছায়াদেহী** — প্রেত। **ছায়ানট** — একরকম রাগিণী। **ছায়াপথ** — সুদূর আকাশে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে আলোর পথের মতো যাহা দেখা যায়, বহুদূরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ, Milky Way. **ছায়াবাজি** — পর্দার উপর ছায়া ফেলিয়া ছায়াছবি প্রদর্শন। **ছায়ামণ্ডপ** — চাঁদোয়ায় ঘেরা চত্বর। **ছায়ামূর্তি** — অশরীরী ছায়াময় রূপ, প্রেত। **ছায়ালোক** — ছায়াময় ভুবন। কুয়াশার মতো অস্পষ্ট দৃশ্যমান নক্ষত্র-পুঞ্জ।

ছার — তুচ্ছ, নগণ্য। মন্দ, দুঃখময়। [সং. ক্ষার।] **ছারখার** — বি. উৎসন্ন, ধ্বংস। [ঃ 'ছারখারে' যাওয়া।] ণ. বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। [ঃ 'ছারখার' হওয়া।]

ছারপোকা — বিছানার একরকম উকুন জাতীয় পোকা।

ছাল — খোসা, আবরণী। ত্বক্, চামড়া। [ঃ বাঘ-'ছাল'।] [সং. ছল্লী।]

ছালট — গাছের ছাল, বাকল। **ছালটি** — শণ তিসি ইত্যাদির ছালের সুতায় বোনা কাপড়।

ছালা — থলি, বস্তা। [সং. স্থালী।]

ছি, ছিছি — নিন্দা ও ধিক্কার সূচক শব্দ। **ছিছি** — অতিশয় নিন্দনীয়। [ঃ 'ছিছি' নয়, আহা-মরিও নয়।] **ছিছি করা** — ধিক্কার দেওয়া, নিন্দা করা।

ছিঁচকা, ছিঁচকে — হুঁকা ইত্যাদির নল পরিষ্কার করিবার শিক বা কাঠি। [ফা. শিকচা।] **ছিঁচকে চোর** — (ছিঁচকের মতো) ছোটখাটো জিনিস চুরি করে এমন চোর।

ছিঁচকাঁদুনে — ণ. ছুঁইলেই কাঁদে এমন, ছোটখাটো বিষয় লইয়া কাঁদে এমন। স্ত্রী. — **ছিঁচকাঁদুনী**।

ছিট — ছিটা, ফোঁটা, বিন্দু। নকশার ছাপযুক্ত কাপড়। [ঃ ক্যালিকোর 'ছিট'।] অবশেষ, অবশিষ্ট অংশ। [ঃ কাজের 'ছিট'।] লক্ষণ, চিহ্ন, আভাস। [ঃ পাগলামির 'ছিট'।] পাগলাটে ভাব, বাতিক। [ঃ 'ছিট'-গ্রস্ত।] ণ. অবশিষ্ট, বাকী। [ঃ 'ছিট' ক'দিন।]

ছিটকানো — ক্রি. নিক্ষিপ্ত হওয়া, ঠিকরাইয়া পড়া। ছিটানো। বি. **ছিট-কানি** — ছিটাইয়া পড়া তরল পদার্থের অংশ। [ঃ জলের 'ছিটকানি'।]

ছিটকিনি — জানালা ইত্যাদি আটকাইবার ছোট খিল।

ছিটা, ছিটে—নিক্ষিপ্ত বিন্দু। [ঃ জলের 'ছিটা'।] ছিট, বিন্দু, ফোঁটা। তিলক। **ছিটাগুলী** – বন্দুকের ছোট গুলী, ছর্‌রা। **ছিটাফোঁটা** — বিন্দুমাত্র, সামান্য। (ব্যঙ্গার্থে) তিলক। **ছিটা-বেড়া** — মাটির প্রলেপ দেওয়া কঞ্চি

বা বাখারির বেড়া।
ছিটানো — ক্রি. তরল জিনিস ছড়ানো। জল ইত্যাদির ঝাপটা দেওয়া।
ছিটে — ('ছিটা' দেখ।)
ছিঁড়া — ক্রি. ছিন্ন করা, ফাড়া। [ঃ কাপড় 'ছিঁড়া'।] উৎপাটিত করা। [ঃ চুল 'ছিঁড়া'।] ছিন্ন হওয়া। [ঃ তার 'ছিঁড়া'।] দুধের বিভিন্ন উপাদান পৃথক হওয়া। [ঃ দুধ 'ছিঁড়া'।]
ছিদ্যমান — কাটা হইতেছে এমন।
ছিদ্র — ছেঁদা, ফুটা, ছোট ফাঁক। দোষ, ত্রুটি। [ঃ 'ছিদ্র' অন্বেষণ।] [সং.] **ছিদ্রান্বেষণ** — অপরের ত্রুটি বাহির করিবার চেষ্টা। **ছিদ্রান্বেষী** — যে অপরের দোষ বাহির করিতে চেষ্টা করে।
ছিনতাই — অপহরণের উদ্দেশ্যে ছিনাইয়া লওয়া। যাহারা ঐরূপ ছিনাইয়া লয়।
ছিনা, ছিনে — শীর্ণ, রোগা। [সং. ক্ষীণ।] **ছিনাজোঁক, ছিনেজোঁক** — একরকম ছোট সরু জোঁক যাহা কামড়াইয়া ধরিলে সহজে ছাড়ে না। (ব্যঙ্গে) নাছোড়বান্দা লোক।
ছিনানো — ক্রি. কাড়িয়া লওয়া। ণ. কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এমন। বি. কাড়িয়া লইবার কাজ।
ছিনাল — অসতী, কুলটা। বি. **ছিনালি** —কুলটার মতো আচরণ।
ছিনিমিনি — জলের উপর দিয়া খোলাম-কুচি চালাইবার একরকম খেলা। অপব্যয়। [ঃ টাকার 'ছিনিমিনি'।]
ছিনে — ('ছিনা' দেখ।)
ছিন্ন — ছেঁড়া বা কাটা হইয়াছে এমন। [সং.] **ছিন্নবিচ্ছিন্ন** — ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা। **ক্ষতবিক্ষত। ছিন্নভিন্ন** — ছিঁড়িয়া পৃথক, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, লণ্ডভণ্ড, বিনষ্ট। **ছিন্নমস্তা** — দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, দুর্গার এক রূপ যাহাতে দেবী নিজের মাথা কাটিয়া রক্তপান করিতেছেন। **ছিন্নমূল** — যাহার শিকড় ছিন্ন করা হইয়াছে এমন, উৎপাটিত। [ঃ 'ছিন্নমূল' তরু।]
ছিপ — সুতা ও বঁড়শি বাঁধা সরু হালকা বাঁশ। দ্রুতগামী সরু নৌকা।
ছিপছিপে — লম্বা ও পাতলা। [ঃ 'ছিপছিপে' গড়ন।]
ছিপানো — ক্রি. লুকানো। লুক্কায়িত হওয়া। লুকাইয়া রাখা।
ছিপি — শিশি বোতল ইত্যাদির মুখ বন্ধ করিবার গুঁজি বা ঢাকা, কর্ক।
ছিবড়া, ছিবড়ে — মোটা রসহীন আঁশ, শিটা। [ঃ নারিকেলের 'ছিবড়া'।]
ছিমছাম — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বেশভূষায় পরিপাটী। [ঃ 'ছিমছাম' থাকা।]
ছিয়াত্তর — ৭৬ সংখ্যা। [সং. ষট্-সপ্ততি।]
ছিয়ানব্বই — ৯৬ সংখ্যা। [সং. ষণ্ণবতি।]
ছিয়াশি, ছিয়াশী — ৮৬ সংখ্যা। [সং. ষড়শীতি।]
ছিরি — (ব্যঙ্গে) শোভা, সৌন্দর্য, রূপ। [সং. শ্রী।] [ঃ মুখের কী 'ছিরি'!।
ছিলকা, ছিলকে — সরু ছাল, খোসা।
ছিলা — ধনুকের গুণ, জ্যা। কাপড়ের শেষে ঝালরের মতো সুতা। [সং. ছল্লি।]
ছিলিম — তামাক খাইবার কলিকা। [ফা. চিলম্।]
ছুকরী — নবযুবতী, ছুঁড়ী, কিশোরী। পুং. — **ছোকরা।**
ছুঁচ — সেলাই করিবার কাঁটা, সূচ।
ছুঁচলা, ছুঁচালো — ছুঁচের মতো সরু মুখ আছে এমন, সরু ও তীক্ষ্ন।
ছুঁচা, ছুঁচো — একরকম দুর্গন্ধ ইঁদুর-জাতীয় প্রাণী। [সং. **ছুছুন্দরী।**]

ছুঁচোবাজি — ছুঁচোর মতো বেগে ছুটিয়া যায় এমন একরকম আতসবাজি।

ছুঁচানো — ('ছোঁচানো' দেখ।)

ছুঁচালো — ('ছুঁচলো' দেখ।)

ছুঁচিবাই — ('শুচিবাই' দেখ।)

ছুঁচো — ('ছুঁচা' দেখ।)

ছুছুন্দরী — (স্ত্রী) ছুঁচো। [সং.]

ছুট — দৌড়। [ঃ এক 'ছুটে' যাওয়া।]

ছুট — ছাঁট, বাদ। [ঃ 'ছুট' যাওয়া।] অতিরিক্ত অংশ, অপ্রয়োজনীয় অংশ। [ঃ 'ছুট' বাদ দেওয়া।]

ছুট — পরিধেয় বস্ত্র। [ঃ দো-'ছুট'।] চুল বাঁধার দড়ি। [সং. সূত্র।]

ছুটকা, ছুটকো — ছিটকাইয়া আসিয়াছে এমন, দলভ্রষ্ট। অপ্রত্যাশিত, উটকো। **ছুটকো-ছাটকা** — ছোটখাটো, বাজে। [ঃ 'ছুটকো-ছাটকা' কাজ।]

ছুটা — ক্রি. খুব বেগে চলা, দৌড়ানো। হাত ফসকাইয়া যাওয়ার ফলে নিক্ষিপ্ত হওয়া। হঠাৎ দূর হওয়া, ভাঙা। [ঃ ঘুম 'ছুটলো'; ঃ নেশা 'ছুটলো'।] সবেগে নির্গত হওয়া। [ঃ ফিনকি দিয়ে রক্ত 'ছুটলো'।] বি. **ছুটাছুটি** — দৌড়াদৌড়ি। নানাস্থানে বা বহুবার যাতায়াত। **ছুটানো** — ক্রি. দৌড়ানো, সবেগে চালানো। সবেগে নির্গত করা। দূর করা, ভাঙাইয়া দেওয়া। [ঃ নেশা 'ছুটানো'।]

ছুটি — কাজের শেষে অবকাশ। পরব উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য কাজ বন্ধ থাকা। কাজ বা চাকরি হইতে কিছু-দিনের জন্য অবকাশগ্রহণ। **ছুটিছাটা** — ছুটি ও অনুরূপ ব্যাপার।

ছুঁড়া — ক্রি. ছোঁড়া, নিক্ষেপ করা। দাগা। [ঃ বন্দুক 'ছুঁড়া'।]

ছুঁড়ী — বালিকা, নবযুবতী, কিশোরী, ছুকরী। পুং. — **ছোঁড়া**।

ছুত — ছুঁইলে অশুচি হয় এই বোধ। **ছুতমার্গ** — স্পর্শ বাঁচাইয়া শুচি থাকিবার গোঁড়ামি।

ছুতা, ছুতো — ছল, অছিলা, মিথ্যা কারণ। [সং. সূত্র।]

ছুতার, ছুতোর — কাঠের মিস্ত্রী। স্ত্রী. **ছুতারনী, ছুতোরনী**। [সং. সূত্রধর।]

ছুতো — ('ছুতা' দেখ।)

ছুতোর — ('ছুতার' দেখ।)

ছুঁয়া — ('ছোঁয়া' দেখ।)

ছুরি, ছুরিকা, ছুরী — কাটিবার ছোট অস্ত্র, চাকু। [সং. ছুরী, ছুরিকা।]

ছুরিত — লিপ্ত, জড়িত। পরিব্যাপ্ত। [সং.]

ছুলা — ক্রি. ছোলা, চাঁচা।

ছুলি — একরকম চর্মরোগ। [সং. ছল্লি।]

ছে — খণ্ড, টুকরা। [ঃ কাঠের 'ছে' কাটা।] [সং. ছেদ।]

ছেকড়া — ছক্কড়, নিকৃষ্ট ঘোড়ার গাড়ি।

ছেঁকা — গরম জিনিসের ছোঁয়া, উত্তপ্ত শলাকাদির স্পর্শ। [ঃ 'ছেঁকা' দেওয়া।]

ছেঁচকি — তেলে ভাজিয়া অল্প জলে সিদ্ধ তরকারি, ছক্কা।

ছেঁচড়, ছেঁচোড় — দুষ্ট ও নির্লজ্জ লোক। [ঃ চোর-'ছেঁচড়'।] ণ. **ছেঁচড়া** — দুষ্ট ও নির্লজ্জ। **ছেঁচড়ামি** — দুষ্ট ও নির্লজ্জ লোকের মতো আচরণ।

ছেঁচড়া — তেল দিয়া মাছের কাঁটা শাক ও অন্যান্য আনাজ দিয়া রাঁধা ব্যঞ্জন।

ছেচাল্লিশ — ('ছচল্লিশ' দেখ।)

ছেঁচা — ক্রি. থেঁতলানো, আঘাত দিয়া পিষ্ট করা। ণ. পিষ্ট, থেঁতলানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'ছেঁচা' বাঁশ।] বি. পেষণ, পিষ্ট করণ। **ছেঁচানো** ক্রি. অপরের দ্বারা পিষ্ট করানো। ণ. অপরের দ্বারা পিষ্ট করা হইয়াছে এমন।

বি. অপরের দ্বারা পিষ্ট করণ।

ছেঁচা — ক্রি. জল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া, সেচন করা। [ঃ পুকুর 'ছেঁচা'।]

ছেঁড়া — ('ছিঁড়া' দেখ।) ণ. ছিন্ন, ফাড়া হইয়াছে এমন, ছিঁড়িয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'ছেঁড়া' কাপড়; ঃ 'ছেঁড়া' সুতা।] বি. ছিন্ন করণ। **ছেঁড়াছিঁড়ি** — বার বার ছেঁড়া।

ছেত্তা — ছেদনকারী, ছেদক। [সং. ছেতৃ।]

ছেদ — ছেদন, কর্তন, কাটা। [ঃ 'শিরশ্ছেদ'।] বিরাম, ফাঁক। বাক্যের শেষে ও মধ্যে বিরাম চিহ্ন, দাঁড়ি কমা ইত্যাদি।

ছেদক — যে কাটে, ছেত্তা। বৃত্তের পরিধির যে কোনও দুইটি বিন্দুকে সংযুক্ত করে এমন সরল রেখা। **ছেদন** — কাটা, কর্তন। **ছেদনী** — ছেদনের যন্ত্র, ছেনি। **ছেদনীয়** — কাটার যোগ্য, ছেদ্য।

ছেঁদা — বি. ছিদ্র, ফুটো। ণ. ছিদ্র আছে এমন। [সং. ছিদ্র।]

ছেঁদো — বানানো, কপট, মিথ্যা। [ঃ 'ছেঁদো' কথা।]

ছেদ্য — ছেদনীয়, কাটার যোগ্য।

ছেনাল, ছেনালি — ('ছিনাল' ও 'ছিনালি' দেখ।)

ছেনি — ধাতু কাটিবার অস্ত্র। [সং. ছেদনী।]

ছেপ — থুতু, নিষ্ঠীবন

ছেবলা — চপলস্বভাব, দায়িত্ববোধহীন, ফাজিল। **ছেবলামি, ছেবলামো** — ছেবলার মতো আচরণ

ছেলে — বালক। পুত্র। শিশু। মানুষ। [ঃ মেয়ে-'ছেলে'; ঃ পুরুষ-'ছেলে'।] **ছেলেখেলা** — শিশুদের খেলা। দায়িত্ব-বোধহীন কাজ। অত্যন্ত সহজ কাজ। **ছেলেধরা** — যে ব্যক্তি ছেলে চুরি করে। শিশুকে ভয় দেখাইবার জন্য কাল্পনিক ভয়ংকর জীব। **ছেলেপিলে, ছেলেপুলে** — ছোট ছেলেমেয়ে। পুত্রকন্যা। **ছেলেবেলা** — বাল্যকাল। **ছেলেমানুষ** — অল্পবয়স্ক। **ছেলেমানুষি** — ছেলে-মানুষের মতো কাজ বা বুদ্ধি। **ছেলেমানুষী** — ছেলেমানুষের মতো। [ঃ 'ছেলেমানুষী' কথা।] **ছেলেমি, ছেলেমো** — ছেলেমানুষি।

ছেষট্টি — ('ছুষট্টি' দেখ।)

ছোঁ — ছিনাইয়া লইবার জন্য ঠোঁট নখ ইত্যাদি দিয়া হঠাৎ আক্রমণ। [ঃ 'ছোঁ' মারা।]

ছোঁকছোঁক—লোভপ্রকাশ। [ঃ খাইবার জন্য 'ছোঁকছোঁক' করা।]

ছোঁচানো — ক্রি. মলত্যাগের পর শৌচ করা বা করানো। বি. শৌচ করণ।

ছোকরা — বালক, ছোঁড়া। কিশোর, নব-যুবক। স্ত্রী. — **ছুকরী**।

ছোঁকা — তরকারি, ছক্কা, ছেঁচকি।

ছোট — ক্ষুদ্র, বড় নয় এমন। [ঃ 'ছোট' গাছ।] কনিষ্ঠ। [ঃ 'ছোট' ভাই।] অল্পবয়স্ক। [ঃ 'ছোট' ছেলেমেয়ে।] নীচ, অনুদার, সংকীর্ণ। [ঃ 'ছোট' মন।] অপেক্ষাকৃত নিম্নতন। [ঃ 'ছোট' সাহেব।] **ছোটখাটো** — চেহারায় বা আয়তনে ছোট। সংক্ষিপ্ত। সাধারণ। **ছোটলোক** — নীচজাতীয় লোক। নীচ প্রকৃতির লোক।

ছোটা — বাঁধিবার উপযোগী দড়ির মতো কলার বাসনা ইত্যাদির তন্তু। [সং. সূত্র।]

ছোটা — ('ছুটা' দেখ।)

ছোটো — ('ছোট' দেখ।)

ছোট্ট — খুব ছোট, বেশ ছোট।

ছোড়- — ছোট। [ঃ 'ছোড়দা'।]

ছোড় — ছাড়িয়াছে এমন। **পৃথক্,**

বিচ্ছিন্ন। **ছোড়ভঙ্গ** — বিচ্ছিন্ন, ছত্র-ভঙ্গ।

ছোঁড়া — ('ছুঁড়া' দেখ।) বি. নিক্ষেপ। ণ. নিক্ষিপ্ত।

ছোঁড়া — (অনাদরে) ছোকরা, বালক, কিশোর। [সং. ছমণ্ড।] স্ত্রী. — **ছুঁড়ী।**

ছোপ — রঙিন দাগ। **ছোপানো** — ক্রি. রং করা। ণ. রং করা হইয়াছে এমন। বি. রং করণ।

ছোবড়া — মোটা আঁশ, ছিবড়া।

ছোবল — দাঁত দিয়া সজোরে সহসা আক্রমণ, দংশন। [ঃ সাপের 'ছোবল'।] ছোঁ। খাবল। [সং. কবল।] **ছোব-লানো** — ক্রি. ছোবল মারা:

ছোঁয়া — ক্রি. স্পর্শ করা। ণ. স্পৃষ্ট। বি. স্পর্শ। [ঃ 'ছোঁয়া' লাগা।]

ছোঁয়াচ — অনিষ্টকর বা অশুচিকর স্পর্শ। ণ. **ছোঁয়াচে** — ছোঁয়ার ফলে হয় এমন (রোগ)।

ছোঁয়াছুঁয়ি — বার বার ছোঁয়া। পরস্পর ছোঁয়া। অশুচি স্পর্শ।

ছোঁয়ানো — ক্রি. স্পর্শ করানো, ঠেকানো। ণ. স্পর্শ করানো হইয়াছে এমন। [ঃ পায়ে 'ছোঁয়ানো' হাতখানি।] বি. স্পর্শন, ঠেকানো।

ছোয়ারা — ('ছোহারা' দেখ।)

ছোরা — বড় ছুরি।

ছোলা — একরকম শস্য, বুট, চানা।

ছোলা — ক্রি. চাঁচা। ণ. চাঁচা হইয়াছে এমন। [ঃ চাঁচা-'ছোলা' দাড়ি।] বি. যাহা দিয়া চাঁচা যায় এমন জিনিস। [ঃ জিব-'ছোলা'।]

ছোহারা — একরকম শুকনো খেজুর।

ছ্যা, ছ্যাঃ — ('ছি' দেখ।)

ছ্যাঁক — উত্তপ্ত জিনিসের সঙ্গে ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শের ফলে শব্দ বা অনুভূত।

ছ্যাকড়া — ('ছেকড়া' দেখ।)

ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচড়া, ছ্যাঁচড়ামি — ('ছেঁচড়', 'ছেঁচড়া' ও 'ছেঁচড়ামি' দেখ।)

ছ্যাতলা — শেওলা, ছাতা।

ছ্যাবলা, ছ্যাবলামি, ছ্যাবলামো — ('ছেবলা', 'ছেবলামি' ও 'ছেবলামো' দেখ।)

জ

জ — দৈর্ঘ্যের একরকম পরিমাণ, সিকি ইঞ্চি। [ঃ এক 'জ'।] [সং. যব।]

-জ — 'জাত' অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'জলজ'।] স্ত্রী. — **-জা।**

জই — যবজাতীয় একরকম শস্য, oat. [সং. যবিকা।]

জউ — গালা, লাক্ষা। [সং. জতু।]

জং — ধাতুর মরিচা। [ঃ 'জং' ধরা।] [ফা. জঙ্গ্।] ('জঙ্গ্' দেখ।)

জংলা — জঙ্গলে জাত, বন্য। **জংলী** — বুনো। অসভ্য।

জক — জলপাত্র, গাড়ু। [ই. jug.]

জখম — ণ. আহত। বি. আঘাত। [ঃ খুন-'জখম'।] [ফা. জখ্ম্।] **জখমী** — জখম সংক্রান্ত। [ঃ 'জখমী' মামলা।] আঘাতপ্রাপ্ত, আহত।

জগ- — 'জগৎ' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'জগবন্ধু'।]

জগজগ — ঝকঝক, ঝকমক। **জগজগা** — রাংতা ইত্যাদির ঝকঝকে পাত।

জগজন, জগজ্জন — দুনিয়ার লোক।

জগজ্জননী — বিশ্বমাতা, জগতের সৃজন-কারিণী।

জগজ্জয়ী — পৃথিবীজয়ী, বিশ্বজয়ী।

জগঝম্প — ঢাকজাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

জগৎ — বিশ্ব, ভুবন। পৃথিবী।

জগদম্বা — জগজ্জননী, ভগবতী, দুর্গা।

জগদীশ, জগদীশ্বর — ভগবান, পরমেশ্বর।

স্ত্রী. **জগদীশ্বরী** — ভগবতী, দুর্গা, পরমেশ্বরী।

জগদ্‌গুরু — জগতের শিক্ষাদাতা। ঈশ্বর।

জগদ্দল — (জগৎ দলনকারী) অত্যন্ত ভারী। [ঃ 'জগদ্দল' পাথর।]

জগদ্ধাত্রী — জগতের পালনকর্ত্রী। দুর্গার এক রূপ।

জগদ্‌বন্ধু — জগতের বন্ধু। জগন্নাথদেব, ভগবান।

জগদ্‌বাসী — পৃথিবীর অধিবাসী, সারা দুনিয়ার লোক। স্ত্রী. — **জগদ্‌বাসিনী**।

জগদ্‌বিখ্যাত — সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত, পৃথিবীময় বিখ্যাত।

জগদ্‌ব্যাপী — ভুবনময়, বিশ্বময়।

জগন্নাথ — জগতের ঈশ্বর, বিশ্বপতি। পুরীর বিখ্যাত দেবমূর্তি। **জগন্নাথ-ক্ষেত্র** — পুরীধাম, শ্রীক্ষেত্র।

জগন্নিবাস — যাঁহার মধ্যে জগৎ বাস করে, জগতের আধার। ভগবান, বিষ্ণু।

জগন্ময় — ণ. জগদ্‌ব্যাপী, বিশ্বময়। বি. পরমেশ্বর। স্ত্রী. **জগন্ময়ী** — পরমেশ্বরী। দুর্গা।

জগন্মণ্ডল — ভূলোক। বিশ্বলোক।

জগন্মাতা — জগজ্জননী, বিশ্বজননী। দুর্গা।

জগন্মোহন — ভুবনমোহন।

জগবন্ধু — ('জগদ্‌বন্ধু' দেখ।)

জগমোহন — ('জগন্মোহন' দেখ।) পুরীর বিখ্যাত নাটমন্দির।

জগাখিচুড়ি — নানা রকমের শাকসবজি দিয়া রাঁধা খিচুড়ি। বহু বিসদৃশ বস্তুর বা বিষয়ের একত্র সমাবেশ ও মিশ্রণ।

জঘন — দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান ও নিতম্ব।

জঘন্য — কদর্য, ঘৃণ্য, নীচ। বি. — **জঘন্যতা**।

জঙ্গ্ — যুদ্ধ, রণ। [ফা.] ণ. **জঙ্গী** — যুদ্ধ সংক্রান্ত, সামরিক। লড়াই করে এমন। [ঃ 'জঙ্গী' বিমান।]

জঙ্গম — গতিশীল, অস্থাবর। [ঃ স্থাবর-'জঙ্গম'।]

জঙ্গল — ঝোপঝাড়ে পূর্ণ স্থান। বন। ঝোপঝাড়। আগাছা।

জঙ্গলা — ('জংলা' দেখ।)

জঙ্গী — ('জঙ্গ্' দেখ।)

জঙ্গুলে — অরণ্যজাত, জংলা, বন্য।

জঙ্ঘা — হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত দেহের অংশ, জাং।

জজ — বিচারপতি। [ই. judge.] **জজিয়তি** — জজের কাজ বা পদ।

জঞ্জাল — আবর্জনা। বাজে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয়। ঝঞ্ঝাট, উৎপাত।

জট — জড়ানো ও গাঁট-লাগানো অবস্থা। জড়ানো ও গাঁট-লাগানো চুল, জটা। গাছের ঝুরি। সিংহের কেশর।

জটলা — বহু লোকের একত্র সমাবেশ ও আলোচনা, ভিড়।

জটা — জড়াইয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে এমন দীর্ঘ চুল। (জট দেখ।) **জটাজুট** — জটার গুচ্ছ। **জটাজুটধারী** — মাথায় জটার গুচ্ছ আছে এমন। [ঃ 'জটাজুট-ধারী' সন্ন্যাসী।] **জটাধর, জটাধারী** — যাহার মাথায় জটা আছে। শিব, মহাদেব।

জটায়ু — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত পক্ষী।

জটিল — গোলমেলে, দুর্বোধ্য, সহজ ও সরল নহে এমন। জটাযুক্ত। স্ত্রী. বি. **জটিলা** — রাধিকার শাশুড়ী।

জটী — জটাযুক্ত, জটাধারী।

জটুল — শরীরের জন্মগত দাগ, জড়ুল।

জটে — যাহার জটা আছে। **জটে বুড়ী** — শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত বুড়ী।

জঠর — উদর, পাকস্থলী। গর্ভ, জরায়ু। **জঠরাগ্নি, জঠরানল** — ক্ষুধা, ক্ষুধার জ্বালা। পরিপাকশক্তি।

জড় — প্রাণহীন, অচেতন। [ঃ 'জড়' পদার্থ।] ভৌতিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, material. [ঃ 'জড়' জগৎ।] নিষ্ক্রিয়। [ঃ 'জড়' বুদ্ধি।] বি. **জড়তা, জড়ত্ব** — জড়ের ভাব, নিষ্ক্রিয়তা। জড়পদার্থের ধর্ম। অবসাদ। সাবলীলতার অভাব। **জড়বাদ** — সকল কিছুর মূলে জড় বস্তু আছে এবং চৈতন্য বা মানস জড়ের অন্যতম রূপ এই মতবাদ, বস্তুতন্ত্রবাদ, materialism. **জড়বাদী** — জড়বাদে বিশ্বাসী, materialist. **জড় ভরত** — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজর্ষি। (নিন্দায়) অলস অকর্মণ্য ব্যক্তি।

জড় — শিকড়, মূল, গোড়া। [ঃ রোগের 'জড়'।] [সং. জট।]

জড় — ('জড়ো' দেখ।)

জড়সড় — সংকুচিত। [ঃ লজ্জায় 'জড়-সড়'।]

জড়াজড়ি — বি. পরস্পরকে জড়াইয়া ধরা, আলিঙ্গন। ণ. আলিঙ্গনবদ্ধ।

জড়ানো — ক্রি. মোড়া, বেষ্টন করা। [ঃ কাগজ 'জড়ানো'।] জড়িত বা লিপ্ত করা। জড়িত বা লিপ্ত হওয়া। [ঃ মামলায় 'জড়াইয়া' পড়া।] বেষ্টন করিয়া বা আঁকড়াইয়া ধরা। [ঃ 'জড়াইয়া' ধরা।] গুটানো, পাকানো। [ঃ তার 'জড়ানো'।] অবশ ও শিথিল হওয়া। [ঃ জিব 'জড়িয়ে' যাচ্ছে।] অস্পষ্ট হওয়া। [ঃ কথা 'জড়িয়ে' যাচ্ছে; ঃ 'জড়িয়ে' লেখা।] ণ. আবৃত, বেষ্টিত, মোড়া। গুটানো, পাকানো। জড়তাপূর্ণ। অস্পষ্ট। [ঃ 'জড়ানো' লেখা।]

জড়ি—রোগ বা বিষের প্রতিষেধক শিকড়।

জড়িত — জড়ানো হইয়াছে এমন। খচিত, ব্যাপৃত, লিপ্ত। শিথিল।

জড়িমা — জড়তা। [সং. জড়িমন্।]

জড়ীভূত — জড়ে পরিণত, জড় অবস্থা প্রাপ্ত।

জড়ুর, জড়ুল — ('জটুল' দেখ।)

জড়ো — একত্র আনীত। একত্র রক্ষিত। একত্র মিলিত। স্তূপীকৃত।

জড়োপাসক — মাটি কাঠ পাথর ইত্যাদিকে যে পূজা করে। **জড়োপাসনা** — ঐরূপ পূজা।

জড়োয়া — মণিমুক্তাখচিত। [ঃ 'জড়োয়া' গহনা।] [হি. জড়াউ।]

জতু — জউ, গালা, লাক্ষা। [সং.] **জতুগৃহ** — মহাভারতে বর্ণিত গৃহ যেখানে পাণ্ডবদিগকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য দুর্যোধন ব্যবস্থা করিয়াছিল। **জতুরস** — লাক্ষারস, আলতা।

জন — লোক, ব্যক্তি। [ঃ পাঁচ 'জনে' করে।] সাধারণ লোক। দিনমজুর। ণ. ব্যক্তির সংখ্যা সূচক শব্দ। [ঃ পাঁচ 'জন' ভদ্রলোক।]

জনক — বাবা, জন্মদাতা। রামায়ণে বর্ণিত মিথিলার রাজা সীতার পালক পিতা। **জনকতনয়া, জনকদুহিতা, জনকনন্দিনী জনকসুতা** — সীতা, জানকী।

-জনক — কারণ ঘটায়, সৃষ্টি করে বা দেয় এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সম্মানজনক'; ঃ 'বিপজ্জনক'।]

জনক্ষয় — বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু। **জনক্ষয়ী** — যাহাতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে এমন।

জনতা — মানুষের সমাবেশ, ভিড়।

জনন — জন্মদান, সৃজন, উৎপাদন। **জনন কোষ** — উদ্ভিদের দেহের যে সকল কোষের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম প্রাণপদার্থ উৎপত্তি হয়, germ-cell.

জননী — মা, জন্মদানকারিণী।

জননেন্দ্রিয় — পুরুষের লিঙ্গ। যোনি।

জনপদ — লোকালয়। গ্রামাঞ্চল। রাজ্য।

জনপ্রবাদ — জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

জনপ্রাণী — কোনও লোক বা জীবজন্তু। [ঃ সেখানে 'জনপ্রাণী' নাই।]

জনপ্রিয় — জনসাধারণের প্রিয়, জনসাধারণ ভালোবাসে এমন, লোকপ্রিয়। বি. **জনপ্রিয়তা** — জনসাধারণের ভালোবাসা। [ঃ 'জনপ্রিয়তা' অর্জন করা।]

জনবহুল — বহু লোকের বসতি আছে এমন। [ঃ 'জনবহুল' দেশ।] বহু লোকে পূর্ণ। [ঃ 'জনবহুল' পথ।] বি. **জনবাহুল্য** — লোকসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি। লোকের অত্যধিক ভিড়।

জনবিরল — যেখানে অল্প লোক আছে এমন। বি. **জনবিরলতা** — লোকসংখ্যার অল্পতা।

জনবৃদ্ধি — লোকসংখ্যার বৃদ্ধি।

জনম — (পদ্যে) জন্ম।

জনমা — (পদ্যে) জন্মলাভ করা। [ঃ 'জনমিল'; ঃ 'জনমি'।]

জনমত — জনসাধারণের ইচ্ছা ও অভিমত।

জনমানব — একটিও লোক। [ঃ 'জনমানব' নাই।] **জনমানবহীন** — নির্জন।

জনয়িতা — জনক, স্রষ্টা, জন্মদানকারী। স্ত্রী. — **জনয়িত্রী**। [সং. জনয়িতৃ।]

জনযুদ্ধ — জনসাধারণের যুদ্ধ বা সংগ্রাম।

জনরব — গুজব, জনশ্রুতি।

জনশূন্য — যেখানে মানুষ নাই এমন, নির্জন, জনহীন। বি. — **জনশূন্যতা**।

জনশ্রুতি — লোকের মুখে শোনা কাহিনী, কিংবদন্তী। গুজব, জনরব।

জনসংভরণ — জনসাধারণের জন্য খাদ্যাদি সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা বা বিভাগ, civil supply.

জনসঙ্ঘ — জনসাধারণের সংগঠন বা দল।

জনসমাজ — মনুষ্যসমাজ।

জনসাধারণ — দেশের অধিকাংশ লোক, সাধারণ লোকের সমষ্টি।

জনস্রোত — বহু লোকের অবিরাম আনাগোনা, চলমান মানুষের ভিড়।

জনহিত — জনসাধারণের মঙ্গল। ণ. **জনহিতকর** — জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করে এমন। [ঃ 'জনহিতকর' প্রতিষ্ঠান।]

জনহীন — যেখানে লোক নাই, নির্জন।

জনা — (সাধারণত পদ্যে) জন, ব্যক্তি।

জনা — মহাভারতে বর্ণিতা প্রবীরের মা, রাজা নীলধ্বজের মহিষী।

জনাকীর্ণ — লোকে পরিপূর্ণ, যেখানে বহুলোক আছে এমন।

জনান্তিক — অন্য লোকের সম্মুখে বিশেষ কোনও ব্যক্তির সহিত গোপনে আলাপ। (নাটকে) বিশেষ পাত্রপাত্রীর মধ্যে কথোপকথন যাহা অন্যান্য পাত্রপাত্রী শুনিতে পাইতেছে না বলিয়া ধরা হয়।

জনাব — (মুসলমানদের মধ্যে) সম্মানজনক সম্বোধন, বাবু, মহাশয়। [আ.] **জনাবালি** — মহামহিম, মহানুভব।

জনার — মকাই বা ঐ জাতীয় একরকম শস্য। [হি.]

জনার্দন — জন নামক অসুরের বিনাশকর্তা, বিষ্ণু।

জনিত — কারণে জাত, ঘটিত। [ঃ বিয়োগ-'জনিত' বেদনা।]

জনীন — জন সংক্রান্ত। [ঃ সর্ব-'জনীন'; ঃ বিশ্ব-'জনীন'।]

জন্তু — প্রাণী, জীব।

জন্ম — মাতৃগর্ভ হইতে যথাসময়ে বাহিরে আগমন। [ঃ শিশুর 'জন্ম'।] **উৎপত্তি**, উদ্ভব। [ঃ বিজ্ঞানের 'জন্ম'।] **জীবন**, জীবনকাল। [ঃ 'জন্মে জন্মে'; ঃ এই 'জন্মে'।] [সং. জন্মন্।] **জন্মগত**

— সহজাত, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত। [ঃ 'জন্মগত' অধিকার।] **জন্মতিথি** — জন্মদিন, জন্মের তারিখ। **জন্মদাতা** — পিতা। [সং. জন্মদাতৃ।] স্ত্রী. — **জন্মদাত্রী**। **জন্মদান** — উৎপাদন। প্রসব করণ। **জন্মদিন** — জন্মের তারিখ। **জন্মনক্ষত্র** — ভূমিষ্ঠ হইবার সময়কার প্রভাবশালী নক্ষত্র। **জন্মপত্র, জন্মপত্রিকা** — কোষ্ঠী। **জন্মবাসর** — জন্মদিন, জন্মের তারিখ। **জন্মভূমি** — স্বদেশ। জন্মস্থান। **জন্মশোধ** — সারা জীবনের জন্য, জন্মের মতো। **জন্মস্থান** — যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেই নগর বা গ্রাম। জন্মভূমি।

জন্মা — ক্রি. জন্মলাভ করা। উৎপন্ন হওয়া। [ঃ পুত্র 'জন্মে'; ঃ ঘৃণা 'জন্মে'।] **জন্মানো** — ক্রি. উৎপাদন করা। জন্মলাভ করা। [ঃ ঘাস 'জন্মায়'।]

জন্মাধিকার — জন্মসূত্রে অধিকার, সহজাত অধিকার।

জন্মান্তর — অন্য জন্ম, পূর্ব বা পর জন্ম। **জন্মান্তরবাদ** — মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম হয় এই মতবাদ। **জন্মান্তরবাদী**—জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

জন্মান্ধ — জন্মের সময় হইতে অন্ধ।

জন্মাবধি — জন্মের সময় হইতে, আজন্ম।

জন্মাষ্টমী — কৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি।

জন্য, জন্যে — জনিত, হেতু, নিমিত্ত, বশতঃ, কারণে। [ঃ রোগের 'জন্য'।]

জপ — মনে মনে বার বার মন্ত্রাদির উচ্চারণ। **জপতপ** — কঠোর ধর্মচর্যা। **জপমালা** — জপের সংখ্যা করিবার জন্য ব্যবহার্য মালা। **জপা** — ক্রি. জপ করা। **জপানো** — ক্রি. জপ করানো। স্বমতে বা স্বদলে আনার জন্য মন্ত্রণা দেওয়া।

জবজব — তেল হত্যা তে অত্যন্ত ভিজা সূচক অনুকার। [ঃ মাথায় 'তেল' 'জবজব' করছে।] ণ. **জবজবে** — জবজব করে এমন।

জবড়জং — বেমানান, বেঢপ, পারিপাট্য-হীন। [ঃ 'জবড়জং' পোশাক।]

জবর — সবল, জোরালো। [ঃ 'জবর' লোক।] জাঁকালো। উৎকৃষ্ট। [আ.] **জবরদস্ত** — শক্তিশালী, সবল, দুর্দান্ত। [আ. জবর্ + ফা. দস্ত্।] বি. **জবরদস্তি** — শক্তিপ্রয়োগ, জুলুম, পীড়ন।

জবা — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।

জবাই — মুসলমানদের ধর্মবিহিত পশুবধ, কণ্ঠনালী কাটিয়া পশুবধ। [আ. জব্হ্।]

জবান — ভাষা, কথা। জিহ্বা। [ফা.] **জবানবন্দি** — বিচারকের নিকট উক্তি, লিখিত বিবৃতি, এজাহার। **জবানি** — মৌখিক কথার দ্বারা, কাহারও মৌখিক উক্তিতে। [ঃ চাকরের 'জবানি' বলা।]

জবাব — কথার উত্তর, প্রশ্নের উত্তর। চাকরি হইতে বিদায়। [ঃ চাকরকে 'জবাব' দেওয়া।] চাকরি ত্যাগ। [ঃ চাকরিতে 'জবাব' দেওয়া।] [আ. জবাব্।] **জবাবদিহি** — কোনও কাজের জন্য কৈফিয়ত। **জবাবী** — জবাব সংক্রান্ত। [ঃ 'জবাবী' চিঠি।]

জবুথবু — জড়বৎ, জড়সড়, আড়ষ্ট।

জব্দ — নাকাল, লাঞ্ছিত। কাবু, পরাভূত। বাজেয়াপ্ত। [ঃ জামানত 'জব্দ' হওয়া।] [আ. জব্ত্।]

জমক — আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, সমারোহ। [ঃ জাঁক-'জমক'।] ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। **জমকানো** — ক্রি. আড়ম্বরপূর্ণ করা,

জাঁকালো করা। [ঃ সভা 'জমকানো'।] জমজম করা, জাঁকালো হওয়া। **জমকালো** — জাঁকালো, আড়ম্বরপূর্ণ, সমারোহ-ময়। **জমজম** — সমারোহ সূচক অনুকার। [ঃ বাড়ি 'জমজম' করছে।] **জমজমাট** — আড়ম্বর ও গাম্ভীর্যের ভাব আছে এমন। [ঃ 'জমজমাট' মিটিং।] **জমজমে** — জমজম করে এমন, জাঁকালো, আড়ম্বরপূর্ণ। [ঃ 'জমজমে' ভাব।]

জমজম — মক্কার বিখ্যাত পবিত্র কূপ। [আ.]

জমজমা — শিখ বীর রণজিৎ সিংহের বিখ্যাত কামানের নাম।

জমদগ্নি — জনৈক প্রাচীন ঋষির নাম, পরশুরামের পিতা।

জমা — ক্রি. একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া। [ঃ লোক 'জমা'।] সঞ্চিত হওয়া। [ঃ টাকা 'জমা'।] তরল জিনিস কঠিন হওয়া, ঘনীভূত হওয়া। [ঃ জল 'জমিয়া' বরফ হয়।] উপভোগ্য হওয়া। [ঃ গান 'জমা'।] সরগরম হওয়া বা করা। [ঃ আসর 'জমা'; ঃ আড্ডায় 'জমে' যাওয়া।] ণ. সঞ্চিত। [ঃ 'জমা' টাকা।] ঘনীভূত। [ঃ 'জমা' ঘি।] জমজমাট, সরগরম। [ঃ 'জমা' আসর।]

জমা — আয়। [ঃ 'জমা'-খরচ।] সঞ্চিত টাকাপয়সা, পুঁজি। খাজনা। [ঃ 'জমায়' দেওয়া।] খাজনায় লওয়া জমি। [আ. জম্‌আ।] **জমাখরচ** — আয়-ব্যয়ের হিসাব। **জমাখারিজ** — এজমালী সম্পত্তির অংশীদারদের পৃথকভাবে খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা। **জমানবিশ, জমানবীশ** — জমি ও খাজনার হিসাবরক্ষক। **জমাবন্দি** — প্রজাবিলি ও খাজনার হিসাব। **জমাবিলি** — খাজনায় বিলি।

জমাট — ণ. সঞ্চিত। তরল জিনিস কঠিন হইয়াছে এমন। [ঃ 'জমাট' বাঁধা।] ঘনীভূত, ঘন। [ঃ 'জমাট' অন্ধকার।] **জমাটী** — আসর জমায় বা সরগরম করে এমন। [ঃ 'জমাটী' গান।]

জমাদার — দারোয়ান কনস্টেবল সিপাই ইত্যাদির সর্দার। প্রধান মেথর। মেথর, ঝাড়ুদার। ছাপাখানায় মুদ্রণযন্ত্র চালায় এমন কর্মচারী। স্ত্রী. — **জমাদারনী।**

জমানত — জামিন। [আ.] **জমানত-নামা** — জামিননামা, মুচলেকা।

জমানো — ক্রি. সঞ্চয় করা। [ঃ 'টাকা' জমানো।] সমবেত করা। [ঃ লোক 'জমানো'।] সরগরম করা। [ঃ আসর 'জমানো'।] ণ. জমাট করা হইয়াছে এমন, ঘনীভূত। [ঃ 'জমানো' ঘি।] সঞ্চিত। সরগরম করা হইয়াছে এমন। সমবেত করা হইয়াছে এমন। বি. জমাট করণ। সঞ্চিত করণ। সমবেত বা সরগরম করণ।

জমায়ত, জমায়েত — সমবেত। [ঃ লোক 'জমায়েত' হওয়া।] [আ. জমায়ত্‌।]

জমি — ভূমি। চাষবাসের উপযুক্ত জমি, ক্ষেত। কাপড়ের বুনানি বা পিঠ। [ফা. জমীন।] **জমিজমা** — ভূসম্পত্তি। নিজস্ব ও খাজনায় লওয়া জমি। **জমিজিরাত** — চাষবাসের উপযোগী জমি। **জমিদার** — জমির মালিক, ভূস্বামী। স্ত্রী. — **জমিদারনী। জমিদারি** — জমিদারের কাজ। ভূসম্পত্তি। ণ. **জমিদারী** — জমিদারের উপযুক্ত। জমিদার সংক্রান্ত।

জম্বির, জম্বীর — জামির, গোঁড়া লেবু।

জম্বু — একরকম ফল, জাম। **জম্বুদ্বীপ** — পুরাণে বর্ণিত সপ্তদ্বীপের একটি ভারতবর্ষ যাহার অন্তর্গত।

জম্বুক — শৃগাল।

জয় — বিপক্ষকে পরাজিত করণ, বিপক্ষের পরাজয়। যুদ্ধাদির দ্বারা অধিকার। [ঃ দেশ 'জয়'।] দমন, বশে আনয়ন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'জয়'।] স্তুতি ও শুভেচ্ছা-সূচক ধ্বনি। [ঃ 'জয়' রাম!] [সং.] **জয়জয়কার** — প্রশংসাসূচক ধ্বনি, সাধুবাদ, জয়ধ্বনি। **জয়ঢক্কা, জয়ঢাক** — একরকম ঢাক। **জয়তু** — জয় হউক। [ঃ 'জয়তু' শিবাজী।] [সং.] **জয়ধ্বনি** — জয়সূচক আনন্দধ্বনি। **জয়পতাকা** — জয়সূচক নিশান, বিজয়পতাকা। **জয়পত্র** — জয়সূচক পত্র। সাফল্যের পরিচয় বা নিদর্শন। **জয়মাল্য** — জয়সূচক মালা। **জয়শ্রী** — বিজয়লক্ষ্মী, জয়লাভের সৌভাগ্য। **জয়স্তম্ভ** — যুদ্ধজয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ স্তম্ভ।

জয়জয়ন্তী—সঙ্গীতের একরকম রাগিণী।

জয়ত্রী, জায়িত্রি — একরকম মসলা, জায়ফলের ছাল।

জয়দেব — বাংলার সুবিখ্যাত কবি, 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা।

জয়দ্রথ — মহাভারতে বর্ণিত বীর, দুর্যোধনের ভগিনীপতি।

জয়ন্ত — দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র।

জয়ন্তী — পতাকা। দুর্গা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। একরকম গাছ। কোনও ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কর্মকাল পূর্ণ হইলে অনুষ্ঠিত উৎসব, jubilee.

জয়া — পার্বতীর সখী। ভাং, সিদ্ধি।

জয়ী — যে বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছে, জয়যুক্ত, বিজয়ী। [সং. জয়িন্।]

জয়েন — যোগদান। [ঃ চাকরিতে 'জয়েন' করা।] যুক্ত হইয়াছে এমন স্থান। [ই. join.]

জয়োৎসব — জয়লাভের ফলে আনন্দ-প্রকাশের জন্য উৎসব অনুষ্ঠান।

জয়োল্লাস — যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় তুমুল আনন্দ।

জয়োস্তু — 'জয় হোক' এই আশীর্বচন।

জরজর — কাতর, জর্জর।

জরতী — জরাগ্রস্তা, বৃদ্ধা।

জরথুষ্ট্র, জরথুস্ত্র — প্রাচীন পারসিক ধর্মপ্রবর্তক।

জরদ, জরদা — হলুদে। [ঃ 'জরদা' রঙের শাড়ি।]

জরদা — পানের সহিত খাইবার উপযোগী সুগন্ধ তামাকচূর্ণ।

জরদ্গব — বৃদ্ধ ষাঁড়। বৃদ্ধ অকর্মণ্য ব্যক্তি। স্ত্রী. — **জরদ্গবী।**

জরৎ — জরাগ্রস্ত। স্ত্রী. — **জরতী।**

জরৎকারু — পুরাণে বর্ণিত মুনি, মনসার স্বামী।

জরা — বার্ধক্য, বৃদ্ধের অবস্থা। **জরা-গ্রস্ত** — অতিবৃদ্ধ। **জরাজীর্ণ** — বার্ধক্যের ফলে জীর্ণ।

জরা — ক্রি. জারিত হওয়া। ণ. জরানো হইয়াছে এমন, জারিত।

জরায়ু — গর্ভাশয়, womb, uterus. **জরায়ুজ** — গর্ভ হইতে শিশুরূপে জন্মলাভ করে এমন, অণ্ডজ বা বীজ হইতে জাত নয় এমন।

জরাসন্ধ — মহাভারতে বর্ণিত মগধের বিখ্যাত রাজা।

জরি — সোনালী বা রূপালী সূক্ষ্ম তার। [ফা. জর্‌রীন।] **জরিদার** — জরির কাজ-করা, জরিযুক্ত।

জরিপ — জমি মাপের কাজ। [আ. জরীব্।]

জরিমানা — অর্থদণ্ড, 'ফাইন'। [আ. জুর্ম্ + ফা. আনহ্।]

জরিষ্ণু — ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষয়শীল।

জরু — পত্নী, স্ত্রী। [হি.]

জরুর — অবশ্য, নিশ্চয়। [আ.] **জরু-**

রত — প্রয়োজন। **জরুরী**—প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ, যাহাতে বিলম্ব করা চলে না, আশু-প্রয়োজনীয়।

জর্জর, জর্জরিত — অতিশয় কাতর, অতিশয় ক্লিষ্ট, জরজর।

জর্দা — ('জরদা' দেখ।)

জল — সুপরিচিত তরল পদার্থ, পৃথিবীর অন্যতম মূল উপাদান, বারি, সলিল, উদক, অপ্। বৃষ্টি, বর্ষণ। [ঃ 'জল' হওয়া।] অতি সহজবোধ্য বিষয়। [ঃ 'জলের' মতো সহজ।] শান্ত, ঠাণ্ডা, নিষ্ক্রোধ। [ঃ এসব শুনে তিনি 'জল' হয়ে গেলেন।] **জল করা** — শান্ত করা, নিষ্ক্রোধ করা। **জল খাওয়া** — জলযোগ করা, সামান্য আহার করা। **জল ভাঙা** — স্রাব হওয়া। জলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া চলা। **জলে যাওয়া** — বাজে নষ্ট হওয়া। **জল সরা** — জল চুয়াইয়া পড়া। **জল সহা** — মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিশেষ। **জল হওয়া** — বৃষ্টি হওয়া। **জলে ফেলা** —অকারণ নষ্ট করা। **জলকর** — নদী খাল ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য খাজনা। **জলকল্লোল** — জলের তরঙ্গ-ধ্বনি, জলের কলকল শব্দ। **জলকষ্ট** — জলের অভাবে কষ্ট। **জলকেলি, জলক্রীড়া** — জলে নামিয়া খেলা। **জলখাবার** — কচুরি সিঙ্গাড়া মিষ্টান্ন ইত্যাদি। অল্পপরিমাণ খাবার। **জলচর** — যে প্রাণী জলে বাস করে। **জলচল** — যাহার ছোঁয়া জল উচ্চবর্ণের লোকে পান করিতে পারে, জলাচরণীয়। **জলচৌকি** — ছোট নিচু একরকম চৌকি। **জলছত্র** — পিপাসিত পথিককে জল-দানের ব্যবস্থা, জলসত্র। **জলছবি** — জলে ভিজাইয়া অন্য কাগজে তোলা যায় এমন একরকম ছবি। **জলজ** — জলে জন্মে এমন। [ঃ 'জলজ' উদ্ভিদ।] **জলজন্তু** — জলচর জন্তু। **জলজান** — ('উদ্‌জান' দেখ।) **জলজ্যান্ত** — পূর্ণমাত্রায় সজীব। বেশ স্পষ্ট। [ঃ 'জলজ্যান্ত' সত্য।] **জলঝড়** — ঝড় ও সেই সঙ্গে বৃষ্টি। বর্ষা, বাদল। **জলটুঙি, জলটুঙ্গি** — জলের মধ্যে ঘর। **জলতরঙ্গ** — একরকম বাজনা। (কতকগুলি বাটিতে বিভিন্ন পরিমাণ জল রাখিয়া বাটিগুলির উপর কাঠি দিয়া আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়।) **জলদ** — মেঘ। **জলদস্যু** — সমুদ্র ইত্যাদিতে যাহারা ডাকাতি করে, pirate. **জলদস্যুতা** — জলদস্যুর কাজ, জলপথে ডাকাতি, piracy. **জলদাগম** — মেঘের আগমনকাল, বর্ষা। **জলদেবতা** — বরুণ। **জলধর** — মেঘ। **জলধরপটল** — মেঘমালা, মেঘের শ্রেণী। **জলধারা** — জলের স্রোত। **জলধি** — সমুদ্র, সাগর। **জলনালী** — জলনিকাশের নালা। **জল-নিকাশ** — জল বাহির হওয়া, জলের বহির্গমন। **জলনিধি** — সমুদ্র, জলধি। **জলনির্গম** — জলনিকাশ। **জলপড়া** — মন্ত্রপূত জল। **জলপথ** — নৌকা জাহাজ ইত্যাদিতে যাইবার পথ, খাল নদী সমুদ্র ইত্যাদি। **জলপাত্র** — জল রাখিবার উপযোগী পাত্র। **জলপান** — মুড়িমুড়কি ইত্যাদি খাদ্য। জল খাওয়া। **জলপানি** — ছাত্রবৃত্তি। জল-খাবার খাইবার পয়সা, হাতখরচ। **জল-পিপি** — বকজাতীয় একরকম পাখী। **জলপ্রপাত** — উচ্চস্থান হইতে অবিরাম পড়িতেছে এমন জলরাশি। **জলপ্লাবন** — জলে সুবিস্তৃত অঞ্চল ডুবিয়া যাওয়া, বন্যা। ণ. — **জলপ্লাবিত**। **জল-বায়ু** — কোনও স্থানের সাধারণ আব-

হাওয়া। **জলবাহিত** — জলে বহন করে এমন। [ঃ 'জলবাহিত' রোগজীবাণু।] **জলবিছুটি** — জলে ভিজানো বিছুটি গাছ। **জলবিম্ব** — জলের বুদ্‌বুদ, ভুড়ভুড়ি। **জলবিহার** — জলকেলি। নৌকাদিতে ভ্রমণ। **জলভ্রমি** — জলের পাক, আওড়। **জলমগ্ন** — জলে ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিয়া আছে এমন। **জলময়** — জলে পরিপূর্ণ, জলে পরিব্যাপ্ত। **জলযান** — জলপথে যাইবার যান, নৌকা জাহাজ ইত্যাদি। **জলযুদ্ধ** — নদী বা সমুদ্রে সংঘটিত যুদ্ধ, নৌযুদ্ধ। **জলযোগ** — অল্প পরিমাণ আহার, জলখাবার ইত্যাদি আহার। [ঃ 'জলযোগ' করা।] **জলশৌচ** — মলত্যাগ করিবার পর জল দিয়া মলদ্বার ও হস্তপদাদি ধৌতকরণ, ছোঁচানো। **জলসওয়া** — ('জলসহা' দেখ।) **জলসত্র** — ('জলছত্র' দেখ।) **জলসহা** — বিবাহাদি ব্যাপারে প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল সংগ্রহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। **জলসেক, জলসেচন** — জল ছিটাইয়া দেওয়া, জল দিয়া সিক্ত করা। **জলস্তম্ভ** — সমুদ্র ইত্যাদিতে সু-উচ্চ থামের আকারে উত্থিত ঘূর্ণমান জলরাশি। **জলস্ফীতি** — জল ফাঁপিয়া ওঠা। জলবৃদ্ধি। **জলহস্তী** — হাতীর মতো দেখিতে একরকম জলজন্তু, হিপোপটেমাস। **জলহাওয়া** — জলবায়ু। **জলহারা** — জলহীন, জলশূন্য। [ঃ 'জলহারা' মেঘ।]

জলদ — দ্রুত, ক্ষিপ্র। ('জল' দেখ।)

জলদি — দ্রুত, তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। [ফা. জল্‌দী।]

জলপাই — একরকম অম্ল ফল (olive জাতীয়)।

জলা — বি. জলময় নিচু জমি। ণ. জলে ডোবা। [ঃ 'জলা' জমি।]

জলাচরণীয় — যে জাতির ছোঁয়া জল ব্রাহ্মণাদির ব্যবহারযোগ্য, জলচল।

জলাঞ্জলি — শবদাহের পর প্রেতাত্মার উদ্দেশে অঞ্জলি ভরিয়া দেওয়া হয় এমন জল। সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ। [ঃ লেখাপড়ায় 'জলাঞ্জলি' দেওয়া।] অপব্যয়। [ঃ টাকাকড়ি 'জলাঞ্জলি' দেওয়া।]

জলাতঙ্ক — পাগলা কুকুর শেয়াল ইত্যাদির দংশনের ফলে একরকম রোগ যাহাতে জল দেখিলে ভয় হয়, hydrophobia.

জলাধার — জলাশয়, পুষ্করিণী।

জলাধিপ — জলের দেবতা, বরুণ।

জলাবর্ত — পাকজল, আওড়, ঘূর্ণি।

জলাশয় — পুকুর, পুষ্করিণী, জলাধার।

জলুস — জেল্লা, ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। [আ. জুলুস।]

জলেশ, জলেশ্বর — বরুণ। সমুদ্র।

জলো — সজল, জলমিশ্রিত। [ঃ 'জলো' হাওয়া।] অল্পমিষ্ট, পানসে। [ঃ 'জলো' স্বাদ।]

জলোচ্ছ্বাস — জল ফাঁপিয়া ওঠা, জলের স্ফীতি। জোয়ার, বান।

জলৌকা — জোঁক। [সং.]

জল্প, জল্পন, জল্পনা — অনুমানমূলক আলোচনা। কথাবার্তা। বাক্যব্যয়, বাচালতা। ণ. — **জল্পিত**।

জল্লাদ — দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে বধ করে, ঘাতক। [আ.]

জহর — [ফা. জহর্।] বিষ। **জহরব্রত** — রাজপুত মেয়েদের বিষপান করিয়া বা আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যার অনুষ্ঠান।

জহর — বহুমূল্য রত্ন, মণি। [আ. জওহর্।] **জহরত** — মণিমুক্তাদির সমষ্টি। [আ. 'জওহর' শব্দের বহুবচন।] **জহরী, জহুরী** — মণিমুক্তাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। মণিমুক্তাদির

বিক্রেতা।

জহ্নু — পুরাণে বর্ণিত প্রাচীন রাজর্ষি যিনি গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। **জহ্নুকন্যা, জহ্নুতনয়া, জহ্নুসুতা** — গঙ্গা, জাহ্নবী।

জা — দেওর বা ভাসুরের স্ত্রী, স্বামীর ভ্রাতৃজায়া। [সং. যাতা।]

জাউ — মণ্ড। [সং. যবাগূ।]

জাং — জঙ্ঘা। উরু। [সং. জঙ্ঘা।]

জাঁক — দেমাক, গুমোর। [ঃ 'জাঁক' করা।] সমারোহ। [ঃ 'জাঁক'-জমক।]

জাঁকা — ক্রি. জমকালো হওয়া। [ঃ আসর 'জাঁকা']। চাপিয়া বসা। **জাঁকানো** — জমকালো করা, সরগরম করা। [ঃ 'জাঁকানো'।]

জাঁকালো — আড়ম্বরপূর্ণ, জমকালো।

জাগন্ত — জাগরিত, বিনিদ্র। (তুঃ 'ঘুমন্ত'।)

জাগর — জাগরণ, নিদ্রাহীন অবস্থা।

জাগরণ — বিনিদ্র থাকা, জাগ্রৎ অবস্থা। ঘুম ভাঙিয়া ওঠা, নিদ্রা হইতে উত্থান। আত্মচেতনা লাভ। [ঃ জাতির 'জাগরণ'।] **জাগরণী** — জাগায় এমন। [ঃ 'জাগরণী' গান।] **জাগরিত** — জাগিয়াছে এমন। আত্মচেতনা পাইয়াছে এমন। [ঃ 'জাগরিত' জাতি।] **জাগরী** — ('জাগরণী' দেখ।)

জাগরূক — যে জাগিয়া আছে, সজাগ।

জাগা — ক্রি. জাগরিত হওয়া, ঘুম হইতে ওঠা। বিনিদ্র থাকা বা হওয়া। [ঃ 'জাগিয়া' থাকা।] নিদ্রাহীন হইয়া কাটানো। [ঃ রাত 'জাগা'।] আত্ম-চেতনা লাভ করা, সক্রিয় হওয়া। [ঃ দেশ 'জাগিয়াছে'।] ভাবের উদয় হওয়া। [ঃ মনে 'জাগা'।] জল ইত্যাদির উপর উঠিয়া থাকা। [ঃ মাথা 'জাগিয়া' থাকা।] সতর্ক বা প্রহরারত থাকা। [ঃ মড়া 'জাগা'।]

জাগানো — ক্রি. ঘুম ভাঙানো, জাগরিত করা। আত্মচেতনার সঞ্চার করা, সক্রিয় বা প্রবুদ্ধ করা। [ঃ জাতিকে 'জাগানো'।] ভাবের সঞ্চার করা। [ঃ সন্দেহ 'জাগানো'।]

জাগ্রৎ, জাগ্রত — জাগিয়া আছে এমন, জাগরূক। সচেতন, সতর্ক। [ঃ 'জাগ্রত' থাকা।] দৈবশক্তিসম্পন্ন। [ঃ 'জাগ্রত' বিগ্রহ।] আত্মচেতনায় প্রবুদ্ধ ও সক্রিয়। [ঃ 'জাগ্রত' জাতি।]

জাঙ — ('জাং' দেখ।)

জাঙাল — বাঁধ। সেতু। তাম্রঘটিত একরকম সবুজ রং। **যমের জাঙাল** — ছায়াপথ। [সং. জঙ্গাল।]

জাঙিয়া — জাং বা উরু ঢাকা পড়ে এমন খাটো পায়জামা।

জাঙ্গল — ণ. জঙ্গল সংক্রান্ত। বন্য। বি. প্রচুর বায়ু ও রৌদ্র এবং অল্প জল ও তৃণ আছে এমন অঞ্চল। [ঃ কুরু-'জাঙ্গল'।]

জাঙ্গাল — ('জাঙাল' দেখ।)

জাঙ্গিয়া — ('জাঙিয়া' দেখ।)

জাজিম — ফরাশ বিছানা ইত্যাদিতে মেলিবার বড় চাদর। [ফা. জজম্।]

জাজ্বল্যমান—অতি উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান। সুস্পষ্ট। [ঃ 'জাজ্বল্যমান' প্রমাণ।]

জাট, জাঠ — রাজপুতানা ও পাঞ্জাব অঞ্চলের জাতিবিশেষ।

জাঠতুতো — স্বামীর স্ত্রীর বা নিজের জেঠার ছেলে বা মেয়ে এমন। [ঃ 'জাঠতুতো' দেওর; ঃ 'জাঠতুতো' শালা; ঃ 'জাঠতুতো' ভাই।]

জাঠর — জঠর সংক্রান্ত।

জাঠা — একরকম অস্ত্র, লৌহদণ্ড। [সং. যষ্ঠি।] তীর্থযাত্রীর দল। স্বেচ্ছা-সেবকের দল।

জাড় — শীত। [সং. জাড্য।]

জাড্য — জড়তা। নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য। (বিজ্ঞানে) জড় পদার্থের ধর্ম যাহাতে আপনা হইতে তাহার নিশ্চলতার ও সরলগতির পরিবর্তন হয় না, inertia.

-জাত — 'হইতে উৎপন্ন' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দুগ্ধ-'জাত' দ্রব্য।]

-জাত — 'রক্ষিত' বা 'সঞ্চিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গোলা-'জাত'।] [আ. জাদ্।]

জাত — ণ. জন্মিয়াছে এমন। উৎপন্ন। [ঃ শিল্প-'জাত'।] জন্মগতভাবে। [ঃ 'জাত' কবি।] জাতিগতভাবে। [ঃ 'জাত' বোষ্টম।] খাঁটী। [ঃ 'জাত' গোখুরা।] বি. জন্ম। [ঃ 'জাত'-কর্ম।] জাতি, হিন্দুসমাজের জন্মগত বিভাগ। **জাতক** — যে জন্মিয়াছে। শিশু। জাতকর্ম নামে মাঙ্গলিক সংস্কার। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম সম্পর্কে নানা গল্প ও গল্পগ্রন্থ। **জাতকর্ম, জাতক্রিয়া, জাতকৃত্য** — শিশুর জন্ম-কালীন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। **জাত-ক্রোধ** — দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ, আক্রোশ। ক্রুদ্ধ। **জাতপত্র** — কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা। **জাতপুত্র** — যাহার পুত্র জন্মিয়াছে। **জাতপ্রত্যয়** — যাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। **জাতভাই** — স্বজাতিভুক্ত লোক। স্ব-দলীয়। **জাত সাপ** — বিষাক্ত সাপ।

জাত — উৎসব, মেলা। [সং. যাত্রা।]

জাঁতা — শস্যাদি গুঁড়াইবার বা পিষিবার যন্ত্র। হাপরে হাওয়া দেওয়ার যন্ত্র, ভস্ত্রা।

জাতাপত্য — যাহার সন্তান হইয়াছে। স্ত্রী. **জাতাপত্যা** — যে নারীর পুত্র বা কন্যা জন্মিয়াছে।

জাতাশৌচ — সন্তানের জন্মহেতু অশৌচ।

জাতি — একই রূপ লক্ষণ অনুসারে বিভক্ত শ্রেণী। [ঃ মানব 'জাতি'; ঃ গো-'জাতি'; ঃ এক 'জাতি'র ফুল।] জন্মের ফলে বিভক্ত হিন্দুসমাজের স্তর বা শ্রেণী। [ঃ অস্পৃশ্য 'জাতি'।] একই দেশ বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত লোকের সমষ্টি, খাদ্য বেশভূষা সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদিতে সাদৃশ্য আছে এমন মানবগোষ্ঠী, nation. [ঃ বাঙ্গালী 'জাতি'।] **জাতিগত** — জাতির স্বভাব ও ঐতিহ্য অনুসারে। জাতীয়। **জাতি-চ্যুত** — স্বজাতি হইতে বিতাড়িত। **জাতিতত্ত্ব** — বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিভাগ সম্পর্কে তত্ত্ব। ণ. **জাতিতাত্ত্বিক** — জাতিতত্ত্ব সংক্রান্ত। জাতিতত্ত্বে পণ্ডিত। **জাতিধর্ম** — জাতির ধর্ম আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। জাতি ও ধর্ম। **জাতিধর্মনির্বিশেষে** — জাতি ও ধর্মের পার্থক্য না করিয়া। **জাতিধ্বংস** — কোনও জাতির বিলোপ। **জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে** — মানুষের জাতি শ্রেণী ও বর্ণ বিচার না করিয়া। **জাতিবাচক** — যাহার দ্বারা জাতি বুঝায় এমন, জাতিসূচক। **জাতিবিদ্বেষ** — স্বজাতির বা অন্য কোনও জাতির প্রতি শত্রুতার মনোভাব। **জাতিভেদ** — বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের মধ্যে পার্থক্য। **জাতি-ভেদ প্রথা** — হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য করার যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা। **জাতিভ্রষ্ট** — স্বজাতি হইতে বিতাড়িত, জাতিচ্যুত। **জাতিস্মর** — পূর্বজন্মের ঘটনা স্মরণ করিতে পারে মনে করা হয় এমন ব্যক্তি।

জাতি — ('জাতী' দেখ।) ('জাতিপত্র ও 'জাতিফল' দেখ।)

জাঁতি — সুপারি কাটিবার উপযোগী কাঁচির মতো যন্ত্র। [সং. যন্ত্রী।]

জাতিপত্র — জয়ত্রী। জায়ফল।

জাতী — চামেলি ফুল, মালতী ফুল।

জাতীয় — জাতি সংক্রান্ত। দেশ বা রাষ্ট্রের অধিবাসী সংক্রান্ত, national. [ঃ 'জাতীয়' ঐতিহ্য।] শ্রেণীর অন্তর্গত। [ঃ অন্য 'জাতীয়' ফুল।] **জাতীয়তা** — জাতির বৈশিষ্ট্য। দেশ-প্রেম। নিজের জাতি সম্পর্কে গর্ববোধ। **জাতীয়তাবাদ** — নিজের দেশ শ্রেষ্ঠ এই মতবাদ, nationalism. **জাতীয়তা-বাদী** — জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, nationalist.

জাতেষ্টি — জাতকর্ম। (তুঃ 'অন্ত্যেষ্টি'।)

জাত্য — ণ. সুজাত, সদ্‌বংশীয়। শ্রেষ্ঠ।

জাত্যংশ — জাতির অংশ। জাতি। বংশ, কুল। [ঃ 'জাত্যংশে' ব্রাহ্মণ।]

জাত্যভিমান — উচ্চ জাতিতে জন্মের জন্য অভিমান। স্বজাতি বা স্বদেশ সম্পর্কে গর্ব, chauvinism. **জাত্যভিমানী** — যাহার জাত্যভিমান আছে, chauvinist.

জাঁদরেল — বি. সেনাপতি। ণ. (ব্যঙ্গে) গম্ভীর চেহারা ও ভাবভঙ্গী আছে এমন। [ঃ 'জাঁদরেল' লোক।] [ই. general.]

জাদা — পুত্র এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'শাহ্‌জাদা'।] স্ত্রী. — **-জাদী**। [ঃ 'শাহ্‌জাদী'।] [ফা. জাদহ্‌।]

জাদু — বি. ভেলকি, ম্যাজিক। ণ. তুক বা মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত। [ঃ 'জাদু' করা।] স্নেহের সম্বোধন। [ঃ 'জাদু' আমার!] [ফা.] **জাদুকর** — যে জাদু দেখায়, ঐন্দ্রজালিক, magician. মন্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ বা বশীভূত করে যে। স্ত্রী. — **জাদুকরী**। **জাদুঘর** — যে গৃহে পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের নানা জিনিস প্রদর্শনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, museum. **জাদুমণি** — আদরের ডাক।

জান — জীবন, প্রাণ। [ঃ 'জান' দিব, মান দিব না।] [ফা.]

জান — দৈবজ্ঞ। [সং. জ্ঞান; ফা. জান্‌।]

জানকী — জনক রাজার কন্যা, সীতা।

জানত — জ্ঞাতসারে, জ্ঞানতঃ।

জানতা — ('জান্তা' দেখ।)

জানপদ — জনপদ সংক্রান্ত। জনপদবাসী। (তুঃ 'পৌর'।)

জানলা — ('জানালা' দেখ।)

জানা — ক্রি. অবগত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, টের পাওয়া। শিখিয়া সমর্থ হওয়া। [ঃ সাঁতার 'জানা'।] কোনও বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া। [ঃ অঙ্ক 'জানা'।] ণ. জানা আছে এমন, জ্ঞাত। [ঃ 'জানা' বিষয়।] পরিচিত, চেনা। [ঃ 'জানা' লোক।] বি. জ্ঞান। জ্ঞানলাভ। পরিচয়। **জানাজানি** — গোপনীয় কথা প্রকাশ পাওয়া। [ঃ 'জানাজানি' হওয়া।] **জানান** — নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে সংকেত। [ঃ 'জানান' দেওয়া।] **জানানো** — ক্রি. অবগত করানো। সংবাদ দেওয়া। সতর্ক করা। বি. সংবাদদান, জ্ঞাত করণ। ণ. জ্ঞাত করানো হইয়াছে এমন। **জানাশুনা, জানাশোনা** — বি. পরিচয়। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা। ণ. জানা, পরিচিত।

জানানা — ('জেনানা' দেখ।)

জানালা — ঘরে আলো-বাতাস আসিবার পথ, বাতায়ন। [পো. janella.]

জানু — হাঁটু।

জানুআরি, জানুয়ারি — ইংরেজী বছরের প্রথম মাস। [ই. January.]

জানোয়ার — জন্তু, পশু। [ফা. জানবর।]

জান্তব — জন্তু হইতে জাত। জন্তু সংক্রান্ত। জন্তুর মতো।
জান্তা — যে জানে। [ঃ 'সবজান্তা'।]
জাপ — জাপানী, জাপানের অধিবাসী।
জাপক — যে জপে, জপকারী।
জাপটানো — ক্রি. সজোরে জড়াইয়া ধরা। **জাপটাজাপটি** — পরস্পর জাপটানো, জড়াজড়ি। [ঃ 'জাপটাজাপটি' করা।]
জাপান — প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত প্রাচ্যের একটি শক্তিশালী দেশ। [জাপানী নিপ্পন = সূর্যোদয়ের দেশ।] **জাপানী** — জাপানের অধিবাসী। জাপানের ভাষা। ণ. জাপান সংক্রান্ত। জাপানে উৎপন্ন।
জাফরান — একরকম কাশ্মীরী ফুলের কেশর হইতে উৎপন্ন মসলা, কুঙ্কুম। [আ. জাআফ্‌রান্‌।]
জাফরি — ছিদ্রযুক্ত বেড়া। [আ.]
জাব, জাবনা — গোরুর খাইবার উপযোগী কাটা খড় ইত্যাদি।
জাবড়া — অপরিষ্কৃত, হিজিবিজি, ধেবড়া। **জাবড়ানো** — ক্রি. জোবড়ানো, নোংরা করা, ধেবড়ানো।
জাবনা — ('জাব' দেখ।)
জাবর — রোমন্থন, গিলিতচর্বণ। [ঃ 'জাবর' কাটা।]
জাবদা — দৈনিক হিসাবের খাতা। [আ. জাবিতহ্‌।]
জাম — একরকম গাছ ও ফল, জম্বু।
জামড়া — বি. ঘর্ষণের ফলে চামড়ার কঠিনতা। ণ. দরকাঁচা। [আ. জামিদ্‌।]
জামদগ্ন্য — জমদগ্নি ঋষির পুত্র, পরশুরাম।
জামদানি — বুনিয়া ফুলতোলা হইয়াছে এমন। [ঃ 'জামদানি' শাড়ি।] [ফা.]
জামবাটি — কাঁসার বড় বাটি।
জামরুল — একরকম গাছ ও তাহার ফল।
জামা — পিরান কামিজ কোট ইত্যাদি গায়ের পোশাক। [ফা. জামহ্‌।]
জামাই — কন্যার স্বামী, জামাতা। [সং. জামাতৃ।] **জামাইবাবু** — ভগিনীর স্বামী। **জামাইষষ্ঠী** — জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী। ঐ ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠান।
জামাতা — জামাই। [সং. জামাতৃ।]
জামানত — ('জমানত' দেখ।)
জামিন — অপরের জন্য দায়ী থাকে এমন ব্যক্তি, প্রতিভূ। গচ্ছিত টাকা যাহ অঙ্গীকার পালন না করিলে কাটা হয়। [আ.] **জামিনদার** — যে ব্যক্তি জামিন থাকে, প্রতিভূ। **জামিননামা** — মুচলেকা।
জামিয়ার — সমস্ত জমিতে নকশা করা আছে এমন একরকম শাল। [ফা. জামহ্‌বার।]
জামির — গোঁড়া লেবু। [সং. জম্বীর।]
জাম্ববান্‌ — পুরাণে বর্ণিত ভালুকের রাজা। **জাম্বুবান** — 'জাম্ববান্‌' শব্দের কথ্য রূপ।
জায় — তালিকা, ফর্দ। [ফা. জায়্‌।]
জায়গা — স্থান, ঠাঁই। জমি, ভূমি। [ঃ 'জায়গা' কেনা।] অবস্থা, ক্ষেত্র। [ঃ 'জায়গা' বিশেষে চুপ থাকা কঠিন।] পাত্র। [ঃ দুধের 'জায়গা' দাও।] স্থল। [ঃ হরির 'জায়গায়' শ্যামকে পাঠাও।] [ফা. জায়গাহ্‌।]
জায়গির — পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত নিষ্কর জমি। [ফা. জাগীর।] **জায়গিরদার** — জায়গির পাইয়াছে এমন ব্যক্তি, জায়গিরের মালিক। **জায়গিরদারি** — জায়গিরদারের পদ ও কাজ।
জায়দাদ — ভূসম্পত্তি। ভূসম্পত্তির দখলী স্বত্ব। [ফা.]
জায়ফল — একরকম সুগন্ধ মসলা-

জাতীয় বীজ, nutmeg. [সং. জাতি-ফল।]

জায়া — স্ত্রী, পত্নী। **জায়াপতি** — স্ত্রী ও স্বামী, দম্পতি।

জার — উপপতি। **জারজ** — উপপতির ঔরস হইতে জাত। [ঃ 'জারজ' সন্তান।]

জার — বয়াম। [ই. jar.]

জার — বিপ্লবপূর্ব রুশ দেশের রাজা, Tsar. স্ত্রী. — **জারিৎসা, জারিনা**। **জারতন্ত্র** — জারের শাসন।

জারণ — জরানো, জীর্ণ করণ।

জারক — যাহা জীর্ণ করে, হজমী।

জারা — ক্রি. জারিত করা বা হওয়া। ণ. জারিত হইয়াছে এমন। বি. জারিত অবস্থা। **জারানো** — ক্রি. নুন দিয়া জারিত করা, জরানো। [ঃ লেবু 'জারানো'।] ণ. জারিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'জারানো' লেবু।] বি. জারিত করণ।

জারি — প্রবর্তন, প্রয়োগ, চালু। [ঃ আইন 'জারি' করা।] ঘোষণা। [আ.]

জারিজুরি — প্রতাপ, দম্ভ, বলপ্রকাশ। [আ. জারি + ফা. জোর।]

জারিত — জারানো হইয়াছে এমন।

জারুল — একরকম গাছ ও তাহার কাঠ।

জাল — সুতা দড়ি তার ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী বহু ফাঁসওয়ালা ঢাকিবার বা ঘিরিবার পক্ষে উপযোগী একরকম জিনিস। [ঃ মাছধরা 'জাল'।] পাশ, বন্ধন। মোহিনী শক্তি। [ঃ 'মায়াজাল'।] সমূহ। [ঃ 'জলদজাল'।] [সং.] **জাল পাতা** — মাছ ইত্যাদি ধরিবার জন্য জাল মেলিয়া রাখা। **জাল ফেলা** — মাছ ধরিবার জন্য জাল নিক্ষেপ করা।

জাল — হুবহু নকল, মেকী। [ঃ 'জাল' নোট।] ছদ্মবেশী, কপট। [ঃ 'জাল' সন্ন্যাসী।] [আ.] **জাল করা** — প্রতারণার জন্য হুবহু নকল করা।

জালতি — ছোট জাল। গোরু ইত্যাদির মুখ বাঁধিবার জন্য ছোট জাল।

জালা — জল ইত্যাদি রাখিবার জন্য সুবৃহৎ কলস। [আ. জর্‌রহ্‌।]

জালি — ছোট জাল। জালের মতো জিনিস। জালের মতো কাটা জানালা।

জালি — কচি অপরিপুষ্ট ফল। [সং. জালক।]

জালিক — জালব্যবহারকারী। ধীবর।

জালিবোট — জাহাজ ইত্যাদির সহিত বাঁধা থাকে এমন নৌকা। [ই. jolly-boat.]

জালিম — অত্যাচারী, উৎপীড়ক। [আ.]

জালিয়াত — যে জাল করে। **জালিয়াতি** — জালিয়াতের কাজ বা পেশা।

জাল্ম — দুর্বৃত্ত। মূর্খ। [ঃ রে 'জাল্ম'!] [সং.]

জাসু — ধূর্ত লোক, ধড়িবাজ। (নিন্দায়) গোয়েন্দা, চর। চাঁই। [ঃ সিঁদেলের 'জাসু'।] [আ. জাসুস্‌।]

জাস্তি — বেশী পরিমাণ। বেশী। [আ. জিয়াদ্‌তি।]

জাহাজ — সমুদ্রে বা বড় নদীতে চলে এমন বৃহৎ জলযান, স্টীমার। [আ.] **জাহাজী** — ণ. জাহাজ সংক্রান্ত। বি. শ্রমিক ও কর্মচারী।

জাহান — জগৎ, বিশ্ব। [শাহ্‌-'জাহান'।] [ফা. জহান্‌।]

জাহান্নম, জাহান্নাম — নরক। অধঃপাত, উৎসন্ন। [আ. জহন্নম্‌।]

জাহাঁপনা — বাদশাহের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন ('জগতের আশ্রয়স্থল' এই অর্থে।) [ফা. জহান্‌পনাহ্‌।]

জাহাঁবাজ — ধড়িবাজ, ধূর্ত, অতিশয় চতুর। [ফা. জহান্‌বাজ।]

জাহির — দেখাইবার জন্য প্রকাশিত। [ঃ বিদ্যা 'জাহির' করা।] প্রচারিত। [আ.]

জাহ্নবী — রাজর্ষি জহ্নুর কন্যা, গঙ্গা।

জি — ('জী' দেখ।)

জিউ — দেবতার সম্মানসূচক বিশেষণ। [ঃ মদনমোহন 'জিউ'।]

জিউস — গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দেবরাজ, Zeus.

জিওল — ('জিয়ল' দেখ।)

জিগির — উচ্চরবে প্রচার। জোর, সাহস। [ঃ 'জিগির' দিয়া বলা।] [ফা. জিগর।]

জিগীষা — জয়ের ইচ্ছা। ণ. **জিগীষু** — জয় করিতে ইচ্ছুক। [সং.]

জিঘাংসা — হনন করিবার ইচ্ছা। ণ. **জিঘাংসু** — হনন করিতে ইচ্ছুক। [সং.]

জিজিয়া — মুসলমান আমলে অমুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে গৃহীত মাথা পিছু কর। [আ. জিজিঅহ্।]

জিজীবিষা — বাঁচিবার ইচ্ছা। ণ. **জিজীবিষু** — বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক। [সং.]

জিজ্ঞাসক — যে জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্নকর্তা।

জিজ্ঞাসা — জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ, অনুসন্ধান, প্রশ্ন। [ঃ 'জিজ্ঞাসা' করা।] জানিবার ইচ্ছা, জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। [সং.] **জিজ্ঞাসাবাদ** — প্রশ্ন ও আলাপ। ণ. **জিজ্ঞাসিত** — যাহাকে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হইয়াছে। **জিজ্ঞাসু** — যে জানিতে চায়। **জিজ্ঞাস্য** — যে সম্পর্কে প্রশ্ন করা বা জানিতে চাওয়া হইতেছে। [ঃ 'জিজ্ঞাস্য' বিষয়।]

জিঞ্জির — শিকল। [ফা. জন্‌জীর।]

-জিৎ — 'জয়ী' বা 'দমনকারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'রণজিৎ'।]

জিত — ণ. জয় করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'জিত' রাজ্য।] বশীভূত, দমিত। [ঃ 'জিতেন্দ্রিয়'।] বি. জয়। [ঃ হার-'জিত'।]

জিতা — ক্রি. জয় লাভ করা। [ঃ যুদ্ধে 'জিতিলেন'।] **জিতানো**—ক্রি. অপরকে জয়ী হইতে সাহায্য করা। [ঃ খেলায় 'জিতাইয়া' দেওয়া।] ('জেতা' দেখ।)

জিতেন্দ্রিয় — যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি কাম লোভ রা[গ] ইত্যাদিকে দমন করিয়াছেন।

জিদ — সংকল্প, গোঁ, রোখ। [আ.]

জিদাজিদি — বারে বারে জেদ প্রকাশ বারে বারে অনুরোধ। ণ. **জিদ্দী** – জিদ আছে এমন, একগুঁয়ে, একরোখা

জিন — ণ. যিনি আত্মজয় করিয়াছেন আত্মজয়ী। বি. সিদ্ধপুরুষ। জৈন ধর্ম প্রচারক মহাবীর।

জিন — দৈত্য। [আ.]

জিন — ঘোড়ার পিঠে বসিবার আসন [ফা. জীন।]

জিনা — ক্রি. (কবিতায়) জয় করা। **জিনি** — (জিনিয়া) অপেক্ষাকৃত ভালো ব[া] সুন্দর। [ঃ চন্দ্র 'জিনি' শোভা।]

জিনিস — পদার্থ, সামগ্রী। সারবস্তু। [আ. জিন্‌স্।] **জিনিসপত্র** – বিভিন্ন রকমের জিনিস, মালপত্র।

জিন্দা — ণ. জীবিত, জীবন্ত। [ঃ 'জিন্দা' পীর।] [ফা.] **জিন্দাবাদ** — বাঁচিয়া থাকুক, দীর্ঘজীবী হউক।

জিন্দিগি — জীবন। [ফা. জিন্দ্‌গী।] **জিন্দিগিভোর** — সারা জীবন।

জিব — রসনা, জিহ্বা। জিবের মত[ো] দেখিতে এমন ক্ষুদ্র জিনিস। [সং. জিহ্বা।] **জিব কাটা** — লজ্জা প্রকাশে[র] জন্য দাঁত দিয়া জিব চাপিয়া ধরা **জিবছোলা** — জিভ চাঁচিয়া পরিষ্কা[র] করিবার জন্য পাতলা পাত। ণ. জি[...]

— জিবের মতো ছোট ও পাতলা। [ঃ 'জিবে গজা।]

জিভ — ('জিব' দেখ।)

জিমনাসিয়াম — ইউরোপীয় প্রণালীতে ব্যায়ামের আখড়া। [ই. gymnasium.] **জিমনাস্টিক** — ইউরোপীয় প্রণালীতে ব্যায়াম। [ই. gymnastic.]

জিম্মা — হেপাজত, সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান। [ঃ তাহার 'জিম্মায়' আছে।] [আ.] **জিম্মাদার** — যাহার নিকট জিম্মা রাখা হয়। **জিম্মাদারি** — জিম্মাদারের কাজ, রক্ষণাবেক্ষণ।

জিয়ন্ত — জীবন্ত, জ্যান্ত।

জিয়ল — বি. একরকম গাছ। ণ. জিয়াইয়া রাখা যায় এমন। [ঃ 'জিয়ল' মাছ।]

জিয়ানো — ক্রি. বাঁচাইয়া রাখা, জীবিত রাখা। [ঃ মাছ 'জিয়ানো'।] ণ. জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে এমন।

জিরা, জিরে — রাঁধিবার কাজে লাগে এমন একরকম মসলা। [সং. জীরক।]

জিরাত — বাসের বা চাষের জমি। [ঃ 'জমিজিরাত'।] [আ. জরাআত্।]

জিরান — বিশ্রাম, অবকাশ, ফাঁক। [ঃ কাজের 'জিরান'।] **জিরানো** — ক্রি. বিশ্রাম করা।

জিরাফ — আফ্রিকার একরকম লম্বা পা ও লম্বা ঘাড়ওয়ালা জন্তু। [ই. giraffe.]

জিল — তানপুরা বেহালা ইত্যাদির তার।

জিলা — ('জেলা' দেখ।)

জিলাপি, জিলিপি — চালের গুঁড়া ও ময়দা ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম কুণ্ডলীপাকানো মিষ্টান্ন। **জিলাপির প্যাঁচ** — কুটিলতা, অসারল্য।

জিল্দ্ — বইয়ের মলাট বা উপরের কাগজ চামড়া ইত্যাদি। বইয়ের ফর্মার একসঙ্গে সেলাই। [ঃ 'জিল্দ্' তোলা।] [আ.]

জিষ্ণু — ণ. জয়ী। বি. বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

জিহাদ — অমুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ। [আ.]

জিহ্বা — জিব, রসনা। [সং.]

জী—সম্মানসূচক উপাধি। [ঃ'বাবাজী'।]

জীউ — ('জিউ' দেখ।)

জীব — যাহার জীবন আছে, প্রাণী। (বিজ্ঞানে) প্রাণী ও উদ্ভিদ। **জীবজগৎ** — প্রাণীদের লইয়া গঠিত জগৎ, জগতের সকল প্রাণীর সমষ্টি, প্রাণিলোক। **জীবজন্তু** — সকল প্রাণী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী। **জীবতত্ত্ব** — প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে বিদ্যা ও গবেষণা, biology. **জীবতাত্ত্বিক** — জীবতত্ত্ব সংক্রান্ত। জীবতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণাকারী, জীবতত্ত্বে পণ্ডিত। **জীববলি** — দেবতার উদ্দেশে প্রাণিবধ। **জীববিদ্** — জীবতত্ত্বে সুপণ্ডিত। **জীববিদ্যা** — ('জীবতত্ত্ব' দেখ।) **জীবলোক** — যেখানে প্রাণীরা থাকে, ধরাধাম, মর্ত্যলোক। **জীবশূন্য** — প্রাণিহীন। [ঃ 'জীবশূন্য' মরুভূমি।] **জীবহত্যা, জীবহিংসা** — প্রাণিবধ। **জীবহীন** — প্রাণিহীন।

জীবৎ — জীবন্ত। **জীবৎকাল, জীবদ্দশা** — জীবিত থাকার সময়, জীবনকাল।

জীবন — প্রাণ। জীবিত থাকার কাল, জীবদ্দশা। প্রাণস্বরূপ প্রিয়জন। [ঃ 'বাবাজীবন'।] **জীবনচরিত** — কোনও ব্যক্তির জীবন চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিবরণ, জীবনী, biography. **জীবনবল্লভ** — প্রাণাধিক প্রিয়, জীবনের চেয়েও অধিক ভালোবাসার পাত্র। **জীবনবীমা** — টাকা জমাইবার একরকম ব্যবস্থা যাহাতে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিলে বা নির্দিষ্ট সময়ে

মৃত্যুর পূর্বেই সুদ সহ চুক্তি মতো টাকা পাওয়া যায়, life insurance. **জীবনভোর** — সমস্ত জীবনব্যাপী, সারা জীবনের জন্য। **জীবনযাত্রা** — জীবনধারণের ব্যবস্থা। **জীবনলাভ** — পুনরায় বাঁচিয়া উঠা। প্রাণশক্তিলাভ। **জীবনসংগ্রাম** — বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম। **জীবনসঙ্গিনী** — সারা জীবনের সহ-চরী। পত্নী। পুং. — **জীবনসঙ্গী**। **জীবনসঞ্চার** — প্রাণশক্তির সঞ্চার, জীবনদান।

জীবনান্ত — জীবনের শেষ, মৃত্যু। **জীবনান্তক, জীবনান্তকর** — মৃত্যু ঘটায় এমন, প্রাণান্তকর।

জীবনাশ — প্রাণিবধ, প্রাণিনাশ।

জীবনী — বি. জীবনচরিত, biography. **জীবনীকার** — জীবনচরিত-রচয়িতা, biographer. ণ. প্রাণদায়িকা। **জীবনী-শক্তি** — যে শক্তি জীবিত ও সতেজ রাখে, প্রাণশক্তি।

জীবনোপায় — জীবনরক্ষার উপায়, জীবিকা।

জীবন্ত — বাঁচিয়া আছে এমন, সজীব। প্রাণবান্, জীবিত বলিয়া মনে হয় এমন। [ঃ 'জীবন্ত' চিত্র।]

জীবন্মুক্ত — জীবিত অবস্থাতেই মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত। বি. — **জীবন্মুক্তি**।

জীবন্মৃত — বাঁচিয়াও মৃতের মতো, মৃত-তুল্য, অত্যন্ত নিরুপায় ও অসমর্থ।

জীবাণু — অনুবীক্ষণে দেখা যায় এমন অতি সূক্ষ্ম জীব, microbe. **জীবাণুনাশক** — জীবাণু বিনাশ করে এমন।

জীবাত্মা — প্রাণীর দেহস্থ আত্মা।

জীবান্তক — প্রাণঘাতক, জীবনান্তক।

জীবাশ্ম — প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ বা প্রাণী, fossil.

জীবিকা — জীবনধারণের উপায়, পেশা। **জীবিকানির্বাহ** — বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে ব্যয় হয় তাহার ব্যবস্থা। **জীবিকা-র্জন** — জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা রোজগার। **জীবিত** — ণ. জীবন আছে এমন, মৃত নহে। বি. জীবন। [ঃ 'জীবিতেশ্বর'।] স্ত্রী. — **জীবিতা**। **জীবিতাবস্থা** — বাঁচিয়া থাকার অবস্থা, জীবদ্দশা, জীবনকাল।

-জীবী — 'ইহার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বারুজীবী'।] 'বাঁচিয়া থাকে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দীর্ঘজীবী'।] স্ত্রী. — **-জীবিনী**। [ঃ রূপ-'জীবিনী'।]

জীমূত — মেঘ। ধূসর-কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। পর্বত। **জীমূতবাহন** — ইন্দ্র। **জীমূত-মন্দ্র** — মেঘের ডাক, মেঘের গর্জন। মেঘের গর্জনের মতো ধ্বনি।

জীয়ন্ত — ('জিয়ন্ত' দেখ।)

জীরক — একরকম মসলা, জিরা।

জীর্ণ — অতি পুরাতন হইবার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত। [ঃ 'জীর্ণ' বস্ত্র।] হজম হইয়াছে এমন। [ঃ খাদ্য 'জীর্ণ' হওয়া।] বি. — **জীর্ণতা, জীর্ণত্ব**। **জীর্ণসংস্কার**. **জীর্ণোদ্ধার** — মেরামত।

জুঁই — একরকম ছোট সুগন্ধ ফুল, যূথিকা।

জুগুপ্সা — ঘৃণা। নিন্দা। ণ. — **জুগুপ্সিত**।

জুজ — ফর্মার পর ফর্মা দিয়া বই বাঁধিবার একরকম কৌশল। [আ।]

জুজু, জুজুবুড়ি — শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য একরকম কল্পিত ভয়ংকর জীব।

জুজুৎসু — একরকম জাপানী মল্লবিদ্যা

[জাপানী জি-জিউৎ-সু।]

জুটা — ক্রি. সংগৃহীত হওয়া, পাওয়া, মেলা। [ঃ ভাত 'জুটে' না।] একত্র হওয়া, জড়ো হওয়া। [ঃ লোক 'জুটিয়াছে'।]

জুটানো — ক্রি. সংগ্রহ করা। [ঃ কাজ 'জুটানো'।] জড়ো করা। [ঃ লোক 'জুটানো'।]

জুড়া — ক্রি. সংযুক্ত করা। [ঃ কাগজ 'জুড়া'।] আরম্ভ করা। [ঃ নাচ 'জুড়া'।] পূর্ণ করা, ব্যাপ্ত করা। [ঃ সারা আকাশ 'জুড়িয়া'।] ('জোড়া' দেখ।)

জুড়ানো — ক্রি. ঠান্ডা করা, শীতল করা। [ঃ গরম দুধ 'জুড়ানো'।] শান্ত হওয়া। [ঃ পাড়া 'জুড়ানো'।] তৃপ্ত হওয়া। [ঃ চোখ 'জুড়ানো'।] ণ. শীতল হইয়াছে এমন। [ঃ 'জুড়ানো' দুধ।] তৃপ্ত করে এমন। [ঃ নয়ন-'জুড়ানো' রূপ।]

জুড়ি — দুই (এক জোড়া) ঘোড়ার গাড়ি। একই রূপ দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি। [ঃ 'জুড়ি' মেলা ভার।] যাত্রার গায়ক-যুগল। **জুড়িদার** — সহযোগী, বন্ধু।

জুত — মনের মতো বা উপযুক্ত রূপ। খাওয়া 'জুত' হওয়া।] **জুতসই** পছন্দসই। উপযুক্ত, ঠিক, যথাযথ।

জুতা — ক্রি. যুক্ত করা, সংযোজিত করা।

জুতা, জুতো — চামড়ার পাদুকা। **জুতানো** — ক্রি. জুতা দিয়া মারা। লাঞ্ছনা করা।

জুতি, জুতো — ('জুতা' দেখ।)

জুন — ইংরেজী বছরের ষষ্ঠ মাস। [ই. June.]

জুনো — রোমক পুরাণে বর্ণিতা ইন্দ্রাণী, জুপিটার-পত্নী।

জুপিটার — রোমক পুরাণে বর্ণিত দেবরাজ, Jupiter.

জুবড়ানো — ক্রি. ('জোবড়ানো' দেখ।) বেশী ভিজানো। ধেবড়ানো।

জুবিলি, জুবিলী — কাহারও কর্মজীবনের বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে অনুষ্ঠিত উৎসব, জয়ন্তী। [ই. jubilce.]

জুম — আসামের পার্বত্য অঞ্চলের একরকম কৃষিপদ্ধতি।

জুম্মা — শুক্রবার। [আ. জুম্‌হ্‌।] **জুম্মা মসজিদ** — শুক্রবারে মুসলমানরা যেখানে সমবেত হইয়া নমাজ করিতে পারেন এমন মসজিদ, দিল্লীর বিখ্যাত মসজিদ।

জুয়া, জুয়ো — বাজি রাখিয়া খেলা। [সং. দ্যূত।] **জুয়াচুরি** — প্রতারণা। **জুয়াচোর** — যে ঠকায়, প্রতারক। **জুয়াড়ী** — যে জুয়া খেলে।

জুয়ানো — ক্রি. যোগানো। [ঃ মুখে কথা 'জুয়ায়' না।]

জুয়ারী — ('জুয়াড়ী' দেখ।)

জুরি — বিচারের কাজে সাহায্য করিবার জন্য আমন্ত্রিত সাধারণ একদল ভদ্রলোক। [ই. jury.]

জুলপি, জুলফি — কানের পাশের চুল। কানের পাশের দাড়ি। [ফা. জুল্‌ফ্‌।]

জুলাই — ইংরেজী বছরের সপ্তম মাস। [ই. July.]

জুলি — জলনিকাশের ছোট নালা।

জুলু — দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জাতি।

জুলুম — অত্যাচার, পীড়ন, জবরদস্তি। [আ. জুল্‌ম্‌।] **জুলুমবাজ** — যে জুলুম করে, উৎপীড়ক, অত্যাচারী। **জুলুমবাজি** — অত্যাচার, উৎপীড়ন, জবরদস্তি।

জুষ্ট — সেবিত, পূজিত। [ঃ 'গন্ধর্ব-জুষ্ট' পর্বত।]

জুট — সমূহ, গুচ্ছ, ঝুঁটি। 'জটা-জুট'।]

জৃম্ভন, জৃম্ভা — হাই তোলার জন্য মুখব্যাদান। [সং.] **জৃম্ভমাণ** — হাই তুলিতেছে এমন।

জেঁকো — জাঁক করে এমন।

জেটি — জাহাজের মাল বা যাত্রী উঠে নামে এমন ঘাট। [ই. jetty.]

জেঠতুত, জেঠতুতো — ('জাঠতুত' দেখ।) **জেঠশাশুড়ী** — স্বামীর বা স্ত্রীর জেঠাই। **জেঠশ্বশুর** — স্বামীর বা স্ত্রীর জেঠা।

জেঠা — বাবার বড় ভাই, জ্যেষ্ঠতাত। ণ. (নিন্দার্থে) বয়সের তুলনায় বেশী বাচাল, ডেঁপো। **জেঠাই, জেঠাইমা** — জেঠার স্ত্রী। **জেঠামি, জেঠামো** — অল্প-বয়স্কের বয়স্কের মতো আচরণ বা কথা-বার্তা, বাচালতা, পাকামি, ডেঁপোমি। **জেঠী** — জেঠাই। **জেঠু** — (আদরে) জেঠা।

জেঠি — টিকটিকি। [সং. জ্যেষ্ঠী।]

জেতব্য — জয় করার যোগ্য, জেয়।

জেতা — যে জয় করে, জয়ী। [সং. জেতৃ।] স্ত্রী. — **জেত্রী**।

জেতা — ক্রি. ('জিতা' দেখ।) ণ. জয় করা হইয়াছে এমন, বিজিত। বি. জয়-লাভ, বিজয়।

জেদ, জেদী — ('জিদ' ও 'জিদী' দেখ।)

জেনানা — অন্তঃপুর। অন্তঃপুরবাসিনী। স্ত্রীলোক। [ফা. জন্নানহ্।]

জেনারেল — উচ্চপদস্থ সেনানায়ক। উচ্চপদস্থ সেনানায়কের পদবী। [ই. general.]

জেব — পকেট। [ফা.]

জেম্মা — ('জিম্মা' দেখ।)

জেয় — জয় করার যোগ্য, জয় করা সম্ভব এমন, জেতব্য। [সং.]

জেয়াদা — বেশী, অধিক। [আ. জিয়াদত্।]

জের — পরবর্তী অংশ, অনুবৃত্তি। [ঃ গল্পের 'জের'।] অবশিষ্ট অংশ। [ঃ 'জের' না রাখা।] [ফা. জের্।] **জের টানা** — বিষয়ের অনুবৃত্তি করা, হিসাবের খাতায় পরবর্তী পৃষ্ঠায় হিসাব তোলা।

জেরবার — ক্লান্ত, জর্জরিত। [ঃ দেনায় 'জেরবার' হওয়া।] [ফা.]

জেরা — সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য নানারকম প্রশ্ন, সওয়াল। [ঃ 'জেরা' করা।] [আ. জিরহ্।]

জেল — কারাগার। [ঃ 'জেলে' যাওয়া।] কারাদণ্ড। [ঃ 'জেল' হওয়া।] [ই. jail.] **জেলখানা** — কারাগার, জেল।

জেলা — কতকগুলি মহকুমার সমষ্টি, প্রদেশের অংশ। [আ. জিল্অ।]

জেলে — মাছ ধরা ও বিক্রয় করা যাহার পেশা। [সং. জালিক।] স্ত্রী. — **জেলেনী**।

জেল্লা — জলুস, ঔজ্জ্বল্য। [আ. জিলা।]

জেহাদ — ('জিহাদ' দেখ।)

জৈন — মহাবীর প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় ('জিন' বা যিনি আত্মজয় করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা প্রবর্তিত এই অর্থে।) ণ. ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ঐ সম্প্রদায় সংক্রান্ত।

জৈব — জীব সংক্রান্ত। প্রাণিজ। (বিজ্ঞানে) জান্তব বা উদ্ভিজ্জ, organic. [ঃ 'জৈব' পদার্থ।]

জৈমিনি — পূর্বমীমাংসাদর্শন-রচয়িতা বিখ্যাত ঋষি।

জো — সুযোগ, সুবিধা, উপায়। [ঃ উঁ করিবার 'জো' নাই।] [সং. যোগ।]

জোঁক — একরকম রক্তশোষক কৃমি [সং. জলোকা।]

জোকার — হুলুধ্বনি। জয়ধ্বনি।
জোকার — সার্কাস ইত্যাদির সং বা ভাঁড়। [ই. joker.]
-জোখা — পরিমাণ করা, ওজন করা। [ঃ মাপা-'জোখা'।] (কেবল **মাপা** শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়।) ণ. ওজন করা হইয়াছে এমন। [ঃ মাপা-'জোখা' জিনিস।]
জোচ্চোর — জুয়াচোর। **জোচ্চুরি** — জুয়াচুরি।
জোছনা — (কবিতায়) জ্যোৎস্না।
জোট — দল। [ঃ 'জোট' পাকানো।]
জোটা — ('জুটা' দেখ।) **জোটানো** — ('জুটানো' দেখ।)
জোড় — সংযুক্ত অবস্থা। [ঃ 'জোড়' লাগা।] একত্র দুইটি, যুগল। [ঃ মাণিক-'জোড়'।] ধুতি ও চাদর। [ঃ গরদের 'জোড়'।] ণ. যুক্ত। [ঃ হাত 'জোড়' করা।] **জোড়হস্ত** — যুক্তকর; কৃতাঞ্জলি।
জোড়া — একত্র দুইটি। [ঃ এক 'জোড়া' পাখি।] একই রূপ বস্তু বা ব্যক্তি, জুড়ি। [ঃ 'জোড়া' মেলা ভার।]
জোড়া — ক্রি. ('জুড়া' দেখ।) বি. সংযোগ। সংযুক্ত অবস্থা। ণ. সংযুক্ত। মিলিত। ব্যাপ্ত করিয়া আছে এমন। [ঃ আকাশ-'জোড়া'।] **জোড়াতাড়া, জোড়াতালি** — কোনও রকমে একত্রিত সম্পূর্ণ বা সম্পন্ন করার চেষ্টা। [ঃ 'জোড়াতালি' দেওয়া।]
জোড়ানো — ক্রি. যুক্ত করানো। ণ. অপরের দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে এমন। বি. অপরের দ্বারা যুক্ত করণ।
জোত — চাষের জমি। লাঙলে বা গাড়িতে গোরু মহিষ ইত্যাদি বাঁধিবার দড়ি। [সং. যোত্র, যোক্ত্র।] **জোতদার** — জমিদারের অধীন জোতের মালিক, রায়ত।
জোতা — ণ. যুক্ত করা হইয়াছে এমন। বি. যুক্ত করণ।
জোঁদা — অত্যন্ত টক।
জোনাকি — দীপ্তি পায় এমন একরকম ক্ষুদ্র পতঙ্গ, খদ্যোত।
জোবড়া — ণ. ধেবড়া, অপরিষ্কার। [ঃ 'জোবড়া' লেখা।] **জোবড়ানো** — ক্রি. ধেবড়ানো, অপরিষ্কার করা।
জোব্বা — চোগা-জাতীয় জামা। [আ. জুব্ব।]
জোয়ান — যুবক। বলিষ্ঠ। ('যোয়ান' দেখ।)
জোয়ার — চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের ফলে জলের স্ফীতি। [ঃ 'জোয়ার'-ভাটা।]
জোয়ার — একরকম শস্য, দেধান।
জোয়াল — লাঙল বা গাড়ি টানিবার সময় যে কাঠের দণ্ডটি বলদের কাঁধের উপর থাকে।
জোর — বি. শক্তি, সামর্থ্য। [ঃ গায়ের 'জোর'।] বলপ্রয়োগ। [ঃ 'জোর' করা।] ণ. চড়া, উচ্চ। [ঃ 'জোর' গলা।] সবল, শক্তিপূর্ণ। [ঃ 'জোর' লেখা।] কড়া। [ঃ 'জোর' তলব।] [ফা.] **জোরজুলুম** — বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি। **জোরালো** — ণ. সবল, শক্তিপূর্ণ। [ঃ 'জোরালো' ভাষা।]
জোরু — পত্নী। [হি.]
জোল — সরু নালা, জুলী।
জোলা — মুসলমান তাঁতী। [ফা. জুলাহ্।] স্ত্রী. — **জোলানী**।
জোলাপ — কোষ্ঠশুদ্ধি করায় এমন একরকম ঔষধ, বিরেচক। [আ. জুল্লাব।]
জোলো — সজল। জলময়। পানসে।
জোশ — উৎসাহ, উত্তেজনা। [ফা.]
জো-হুকুম — যথা আজ্ঞা। অনুগত ভৃত্য।

জৌ — গালা। [সং. জতু।]

-জ্ঞ — 'জানে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'পুরাণজ্ঞ'।] স্ত্রী. — **-জ্ঞা**।

জ্ঞাত — জানা গিয়াছে এমন। [ঃ 'জ্ঞাত' সংবাদ।] জানিয়াছে এমন। [ঃ 'জ্ঞাত' হইলাম।] **জ্ঞাতব্য** — জানিতে হইবে এমন। জানার যোগ্য। **জ্ঞাতসারে** — সজ্ঞানে, জানে এমন অবস্থায়, জ্ঞানতঃ। [ঃ 'জ্ঞাতসারে' করে নাই।]

জ্ঞাতা — যে জানে। [সং. জ্ঞাতৃ।]

জ্ঞাতি — একই বংশের লোক। **জ্ঞাতিত্ব** — জ্ঞাতির সম্পর্ক।

জ্ঞাতৃক — প্রাচীন একটি কুলের নাম যাহাতে জৈনধর্মপ্রবর্তক মহাবীর জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জ্ঞান — চেতনা, সংজ্ঞা। [ঃ 'জ্ঞান' হারানো।] বিদ্যা। বুদ্ধি। অভিজ্ঞতা। বিবেচনা। [ঃ তাহাকে নির্বোধ 'জ্ঞান' করি।] **জ্ঞানকাণ্ড** — বেদের দার্শনিক অংশ, উপনিষদ্ ইত্যাদি। **জ্ঞানকৃত** — জ্ঞাতসারে করা হইয়াছে এমন। [ঃ জ্ঞানকৃত 'অপরাধ'।] **জ্ঞানগম্য** — বুঝিতে বা জানিতে পারা যায় এমন, বোধগম্য। বি. **জ্ঞানগম্যি** — বিদ্যাবুদ্ধি। [ঃ ছেলেটার 'জ্ঞানগম্যি' হয়নি।] **জ্ঞানগর্ভ** — পাণ্ডিত্যপূর্ণ, উপদেশ-পূর্ণ। **জ্ঞানগোচর** — জানা, জ্ঞাত। [ঃ বিষয়টি আমার 'জ্ঞানগোচর' নয়।] **জ্ঞানচক্ষু** — জ্ঞানরূপ চোখ, অন্তর্দৃষ্টি। **জ্ঞানত, জ্ঞানতঃ** — জ্ঞাতসারে, জানিয়া-শুনিয়া। **জ্ঞানদ** — জ্ঞানদানকারী। স্ত্রী. — **জ্ঞানদা**। **জ্ঞানদাতা** — যিনি জ্ঞান দেন। শিক্ষক, গুরু। স্ত্রী. — **জ্ঞানদাত্রী**। **জ্ঞানপাপী** — যে জানিয়া পাপ বা অপরাধ করে। **জ্ঞানবান্** — পণ্ডিত, জ্ঞানী। স্ত্রী. — **জ্ঞানবতী**। **জ্ঞানময়** — জ্ঞানে পরিপূর্ণ। যিনি সকল জ্ঞানের আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম। স্ত্রী. **জ্ঞানময়ী** — সকল জ্ঞানের আধার যে দেবী, ভগবতী। **জ্ঞানযোগ** — ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়, গীতায় বর্ণিত জ্ঞানমূলক সাধনপদ্ধতি। **জ্ঞানলাভ** — বিদ্যা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা লাভ, জ্ঞানার্জন। **জ্ঞানশূন্য** — অচেতন, সংজ্ঞাহীন। বিবেচনাশক্তি লোপ পাইয়াছে এমন। [ঃ ক্রোধে 'জ্ঞানশূন্য'।] **জ্ঞানসঞ্চার** — চেতনা ফিরাইয়া আনা। জ্ঞানের উদ্রেক **জ্ঞানসাধন** — জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা জ্ঞানসঞ্চার। **জ্ঞানহীন** — মূঢ়, নির্বোধ মূর্খ। স্ত্রী. — **জ্ঞানহীনা**। বি. — **জ্ঞানহীনতা**।

জ্ঞানাঞ্জন — জ্ঞানরূপ কাজল যাহার দ্বারা সত্যের প্রকাশ ঘটে।

জ্ঞানার্জন — চেষ্টা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞানলাভ।

জ্ঞানী — যাহার জ্ঞান আছে, পণ্ডিত [সং. জ্ঞানিন্।]

জ্ঞানেন্দ্রিয় — যে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বাহ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান বা বোধ জন্মে (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা বা ত্বক্)।

জ্ঞানোদয় — জ্ঞানের সঞ্চার, জ্ঞানের উদ্রেক।

জ্ঞাপক — যে জানায়, জ্ঞাপয়িতা। যাহা জানায়, সূচক, বোধক। **জ্ঞাপন** — সংবাদদান, জানাইয়া দেওয়া। ণ. **জ্ঞাপনীয়** — জানাইবার যোগ্য। **জ্ঞাপয়িতা** — যে জানায়, জ্ঞাপক। [সং. জ্ঞাপয়িতৃ।] **জ্ঞাপিত** — যাহা বা যাহাকে জানানো হইয়াছে।

জ্ঞেয় — জানার যোগ্য। যাহা জানা সম্ভব। বি. — **জ্ঞেয়তা**।

জ্যা — ধনুকের ছিলা, ধনুর্গুণ। (জ্যামিতিতে) বৃত্তাংশের দুই প্রান্ত

সংযুক্ত করে এমন রেখা, chord. পৃথিবী। **জ্যানির্ঘোষ** — ধনুকের জ্যা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়, টংকার। **জ্যারোপণ** — ধনুকে ছিলা পরানো।

জ্যাঠা, জ্যাঠামি, জ্যাঠামো — ('জেঠা', 'জেঠামি' ও 'জেঠামো' দেখ।)

জ্যান্ত — বাঁচিয়া আছে এমন, জীবন্ত।

জ্যামিতি — ভূমির পরিমাপ বিষয়ে শাস্ত্র, রেখা ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত গণিত, geometry. ণ. **জ্যামিতিক** — জ্যামিতি সংক্রান্ত।

জ্যেষ্ঠ — বয়সে বড়, অগ্রজ। বড় ভাই। **জ্যেষ্ঠতাত** — জেঠা। স্ত্রী. **জ্যেষ্ঠা** — বড় বোন, দিদি। নক্ষত্রের নাম। **জ্যেষ্ঠাধিকার** — পৈতৃক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার। **জ্যেষ্ঠাশ্রম** — গার্হস্থ্য আশ্রম।

জ্যেষ্ঠী — টিকটিকি, জেঠি।

জ্যৈষ্ঠ — বাংলা সনের দ্বিতীয় মাস।

জ্যোতি — আলোক, দীপ্তি। গ্রহনক্ষত্রাদি। দৃষ্টিশক্তি। [সং. জ্যোতিস্।] **জ্যোতির্বিৎ, জ্যোতির্বিদ্**—গ্রহ-বিষয়ে পণ্ডিত, জ্যোতিষী। **জ্যোতির্বিদ্যা** — গ্রহনক্ষত্রাদি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। **জ্যোতির্বেত্তা** — ('জ্যোতির্বিৎ' দেখ।) **জ্যোতির্ময়** — দীপ্ত, জ্যোতিপূর্ণ। স্ত্রী. — **জ্যোতির্ময়ী**।

জ্যোতিশ্চক্র — রাশিচক্র।

জ্যোতিষ — গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা। **জ্যোতিষিক** — জ্যোতিষ সংক্রান্ত, জ্যোতিষিক। **জ্যোতিষী** — জ্যোতির্বিদ্। [সং. জ্যোতিষিন্।]

জ্যোতিষ্ক — গ্রহনক্ষত্রাদি।

জ্যোতিষ্মান্ — জ্যোতি আছে এমন, জ্যোতির্ময়, দীপ্তিমান। স্ত্রী. — **জ্যোতিষ্মতী**।

জ্যোৎস্না — চাঁদের উপর প্রতিফলিত সূর্যালোক, জোছনা, চাঁদনি।

জ্বর — একরকম রোগ, দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি। [সং.] **জ্বরঘ্ন** — জ্বরনাশক। **জ্বরজ্বালা** — জ্বর ও অন্যান্য রোগ। [ঃ 'জ্বরজ্বালা' হয় না।] **জ্বরজ্বর** — ঈষৎ জ্বরবোধ। [ঃ 'জ্বরজ্বর' করা।] **জ্বরঠুঁটো** — ঠোঁটের একরকম ঘা যাহা সাধারণত জ্বর হইলে হয়।

জ্বরাতিসার — জ্বর ও সেই সঙ্গে পেটের অসুখ, typhoid.

জ্বরান্তক — জ্বর দূর করে এমন, জ্বর-নাশক।

জ্বলজ্বল — দীপ্তি বা উজ্জ্বলতা প্রকাশ-সূচক অনুকার। [ঃ 'জ্বলজ্বল' করা।] ণ. **জ্বলজ্বলে** — উজ্জ্বল, দীপ্ত।

জ্বলৎ — জ্বলিতেছে এমন। **জ্বলদগ্নি** — জ্বলিতেছে এমন আগুন।

জ্বলন — জ্বলিতে থাকা, দহন। দীপ্তি। জ্বালা।

জ্বলনাঙ্ক — তাপ যে মাত্রায় গিয়া জ্বলিয়া উঠে।

— জ্বলিতেছে এমন।

জ্বলা — ক্রি. উজ্জ্বল হইয়া পোড়া। [ঃ প্রদীপ 'জ্বলা'।] দীপ্তি পাওয়া, উজ্জ্বল হওয়া। [ঃ চোখ 'জ্বলা'।] জ্বালা বা বেদনাবোধ করা। [ঃ হাত-পা 'জ্বলা'।] ণ. দগ্ধ, পোড়া।

জ্বলিত — জ্বলিয়াছে এমন, প্রজ্বলিত। পোড়া, দগ্ধ।

জ্বলুনি — জ্বলন। জ্বালাবোধ।

জ্বাল — আগুনের তাপ, আগুনের ঝলকা, আঁচ। [ঃ অল্প 'জ্বালে' রাঁধা।]

জ্বালন — জ্বালানি।

জ্বালা — দহন, দীপ্তি। উত্তাপ। পোড়ার মতো যন্ত্রণাবোধ, প্রদাহ। বিরক্তিকর বিষয়। [ঃ কী 'জ্বালা'!]

জ্বালা — ক্রি. দীপ্ত করা, আলোকিত করা। [ঃ 'প্রদীপ' জ্বালা।] আগুন ধরানো, অগ্নিময় করা। [ঃ উনান 'জ্বালা'।]

জ্বালাতন — বিরক্ত। [ঃ 'জ্বালাতন' ক'রো না।]

জ্বালানি — কাঠ কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি যাহা দিয়া উনান জ্বালানো হয়। ণ. জ্বালাইবার উপযুক্ত। [ঃ 'জ্বালানি' কাঠ।]

জ্বালানে — জ্বালাতন করে এমন, উপদ্রব-কারী। [ঃ পাড়া-'জ্বালানে'।]

জ্বালানো — ক্রি. প্রজ্বলিত করা, আগুন লাগাইয়া দেওয়া, পোড়ানো। [ঃ গ্রাম 'জ্বালানো'।] জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা। [ঃ ছেলেটা বড় 'জ্বালাচ্ছে।]

জ্বালাময় — অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাপূর্ণ। [ঃ 'জ্বালাময়' ভাষণ।] স্ত্রী. — **জ্বালাময়ী**। [ঃ 'জ্বালাময়ী' বক্তৃতা।]

জ্বালামুখ — আগ্নেয়গিরির মুখ।

জ্বালামুখী — পাঞ্জাবস্থ হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান, এখানে সতীদেহ হইতে খণ্ডিত জিহ্বা পতিত হইয়াছিল এইরূপ কথিত আছে।

জ্বালিত — জ্বালা হইয়াছে এমন। দগ্ধ।

ঝংকার, ঝঙ্কার — ঝন ঝন শব্দ, ঝনৎকার, বীণা সেতার ইত্যাদির শব্দ। গুন গুন শব্দ, গুঞ্জন। [ঃ ভ্রমর-'ঝংকার'।] ণ. **ঝংকৃত, ঝঙ্কৃত** — ঝংকারে ধ্বনিত।

ঝকঝক — ঔজ্জ্বল্যপ্রকাশ। [ঃ 'ঝকঝক' করা।] ণ. **ঝকঝকে** — ঝকঝক করে এমন, উজ্জ্বল, দীপ্ত।

ঝকমক, ঝকমকে — ('ঝকঝক' ও 'ঝকঝকে' দেখ।)

ঝকমারি — অপরাধ, ঘাট। বোকামি, নির্বুদ্ধিতা। [ঃ 'ঝকমারি' করা।]

ঝক্কি — ঝঞ্ঝাট, ধকল, অপ্রিয় দায়িত্ব। [ঃ 'ঝক্কি' নেওয়া।]

ঝগড়া — কলহ, বিবাদ। **ঝগড়াঝাঁটি** — ঝগড়া ও ঝগড়ার মতো ব্যাপার। ণ. **ঝগড়াটে** — যে প্রায়ই ঝগড়া করে, কলহপ্রিয়।

ঝঙ্কার, ঝঙ্কৃত — ('ঝংকার' ও 'ঝংকৃত' দেখ।)

ঝঞ্ঝনা — ঝনঝন শব্দ, ঝনৎকার। বজ্র।

ঝঞ্ঝা — ঝড়। প্রবল ঝড়। **ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ** — ঝড়ে আলোড়িত। **ঝঞ্ঝাবর্ত** — প্রবল ঘূর্ণিবায়ু।

ঝঞ্ঝাট — হাঙ্গামা, ঝক্কি, অপ্রিয় দায়িত্ব, লেঠা। ণ. **ঝঞ্ঝাটে** — ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে এমন।

ঝট্ — জলদি, শীঘ্র, চট্, ঝাঁ। [ঃ 'ঝট্' ক'রে আসা।] **ঝটপট** — শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, চটপট, ঝটিতি। বি. ডানা ঝাপটানোর শব্দ। [ঃ ফাঁদে পড়িয়া 'ঝটপট' করা।] **ঝটপটানি** — ক্রমাগত ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ।

ঝটকা, ঝটকানি — হঠাৎ জোরে টান। [ঃ 'ঝটকা' দিয়া হাত সরানো।] হঠাৎ জোরে সঞ্চালন। [ঃ অঁচলের 'ঝটকা'।]

ঝটিকা — ঝড়, ঝঞ্ঝা। **ঝটিকাবর্ত** — প্রবল ঘূর্ণিবায়ু।

ঝটিতি — শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, ঝটপট।

ঝড় — প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ঝটিকা। **ঝড়-ঝাপট্টা** — ঝড়ের আঘাত। নানারকম বিপদ।

ঝড়তি, ঝড়তি-পড়তি — বি. নাড়াচাড়ার ফলে বা গুদামে নষ্ট হয় এমন অংশ। [ঃ 'ঝড়তি-পড়তি' বাদে।] ণ. ওঁচা, বাজে। [ঃ 'ঝড়তি' মাল।]

ঝড়ো — ঝড়ের মতো প্রবল। [ঃ 'ঝড়ো' হাওয়া।] ঝড়ে বিপন্ন। [ঃ 'ঝড়ে' কাক।] ঝড়ে পূর্ণ। [ঃ 'ঝড়ো' আকাশ।]

ঝনকাঠ — চৌকাঠের উপরের কাঠ।

ঝনঝন — ধাতুর বা তারের উপর আঘাতের ফলে যে শব্দ হয় তাহার অনুকার। **ঝনঝনানি** — ক্রমাগত ঝনঝন শব্দ। **ঝনৎকার** — ঝনঝন শব্দ। **ঝনাৎ** — হঠাৎ জোর ঝনঝন শব্দ।

ঝপ্ — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। দাঁড় ইত্যাদি ফেলার শব্দের অনুকার। **ঝপঝপ, ঝপাঝপ** — বার বার বা ক্রমাগত দাঁড় ইত্যাদি ফেলিবার শব্দের অনুকার।

ঝপাং — জলে ঝাঁপ দিবার বা ভারী জিনিস জলে পড়িবার শব্দ।

ঝপাৎ — জলে জাল ইত্যাদি পড়িবার শব্দ।

ঝমঝম — বৃষ্টির শব্দের অনুকার। মল নূপুর ইত্যাদির শব্দের অনুকার। **ঝমর-ঝমর** — নূপুর মল ইত্যাদির শব্দের অনুকার। **ঝমাঝম** — বড় বড় ফোঁটায় জোরে বৃষ্টির শব্দ বা জোরে ঝমঝম আওয়াজ সূচক অনুকার।

ঝম্প — লাফ, ঝাঁপ। **ঝম্পন, ঝম্পপ্রদান** — বি. লাফ দেওয়া।

ঝরকা — ('ঝরোকা' দেখ।)

ঝরঝর — জল ইত্যাদি ঝরিয়া পড়ার শব্দ। ণ. **ঝরঝরে** — তকতকে, পরিষ্কৃত। স্পষ্ট। [ঃ 'ঝরঝরে' লেখা।] সাবলীল। [ঃ 'ঝরঝরে' ভাষা।] ঝাঁঝরা, নষ্ট। [ঃ পরকাল 'ঝরঝরে'।]

ঝরনা — পাহাড় ইত্যাদি হইতে পতিত জলধারা, নির্ঝর। **ঝরনা কলম** — ভিতরে কালি থাকে ও নিব দিয়া কালি ঝরিয়া পড়ে এমন একরকম কলম, fountain pen.

ঝরা — ক্রি. বিন্দু বিন্দু হইয়া বা ধারা বহিয়া পড়া। [ঃ জল 'ঝরা'।] খসা, চ্যুত হওয়া। [ঃ ফুল 'ঝরা'।] ণ. খসিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'ঝরা' ফুল।] বিন্দু বিন্দু হইয়া বা ধারা বহিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'ঝরা' জল।] বি. ঐভাবে নিঃসরণ। খসিয়া পড়া, চ্যুতি।

ঝরানো — ক্রি. ক্ষরিত করা, চ্যুত করা, খসাইয়া ফেলা। ণ. ক্ষরিত করা হইয়াছে এমন। চ্যুত করা বা খসাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। বি. ক্ষরিত করণ। চ্যুত করণ, স্খলিত করণ।

ঝরোকা — জাফরি-করা বা জাল-দেওয়া ছোট জানালা। [হি.]

ঝর্ঝর — একরকম বাদ্যযন্ত্র। ('ঝরঝর' দেখ।)

ঝলক — আগুনের হলকা। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত তীব্র দীপ্তি। [ঃ বিদ্যুতের 'ঝলক'।] বমি, উদ্গার। [ঃ রক্তের 'ঝলক'।] **ঝলকানি** — সহসা তীব্র আলোর প্রকাশ। **ঝলকানো** — ক্রি. সহসা তীব্র আলো প্রকাশ করা। দীপ্তি পাওয়া। ণ. **ঝলকিত** — তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত। সহসা দীপ্ত।

ঝলঝল — ঝোলা বা ঢিলে ভাব সূচক অনুকার। [ঃ জামা 'ঝলঝল' করা।] ণ. **ঝলঝলে** — ঝোলা, ঢিলে।

ঝলমল — ('ঝকমক' দেখ।) ণ. **ঝলমলে** — ঝলমল করে এমন, উজ্জ্বল।

ঝলসানি — বি. হঠাৎ লাগা আগুনের তাপ বা দীপ্তি। **ঝলসানো** — ক্রি. উজ্জ্বল আলোকে চোখ ধাঁধানো। [ঃ চোখ 'ঝলসানো'।] আধপোড়া করা। [ঃ মাংস 'ঝলসানো'।] ণ. অত্যধিক আলোকে ধাঁধিয়া গিয়াছে এমন। ঝলসাইয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'ঝলসানো' মাংস।] বি. উজ্জ্বল দীপ্তিতে ধাঁধানো। আগুনের তাপে অর্ধদগ্ধ করণ।

ঝলা — (পদ্যে) ক্রি. ঝলমল করা। [ঃ 'ঝলিছে' ললাটে।]

ঝল্লরী — একরকম বাদ্যযন্ত্র, করতাল।
ঝা — শীঘ্র, চট্, ধাঁ।
ঝাউ — একরকম সরু সুচের মতো পাতাওয়ালা গাছ। [সং. ঝাবুক।]
ঝাঁক — পাখি মাছ পতঙ্গ ইত্যাদির দল।
ঝাঁকড়া — ঝোপের মতো। [ঃ 'ঝাঁকড়া' গাছ।] গোছা গোছা লম্বা। [ঃ 'ঝাঁকড়া' চুল।]
ঝাঁকা — মোট বহিবার বড় ঝুড়ি। **ঝাঁকা-মুটে** — ঐরূপ ঝুড়িতে মাল বহে এমন কুলী।
ঝাঁকানি — সজোরে দোলা। **ঝাঁকানো** — ক্রি. দোল দেওয়া, কম্পিত করা। **ঝাঁকুনি** — ('ঝাঁকানি' দেখ।)
ঝাঁজ — উগ্রতা, তেজ। [ঃ লঙ্কার 'ঝাঁজ'।]
ঝাঁজ — ('ঝাঁজি' দেখ।]
ঝাঁজ, ঝাঁজর—একরকম বাদ্যযন্ত্র, কাঁসর।
ঝাঁজরা — ণ. ফোঁপরা, বহুছিদ্রযুক্ত। [ঃ 'ঝাঁজরা' হওয়া।] **ঝাঁজরি** — বি. বহুছিদ্রযুক্ত হাতা, ছানতা। নর্দমার মুখের শিক বা বহুছিদ্রযুক্ত পাত। গাছে জল দিবার ঝারি।
ঝাঁজালো — ঝাঁজ আছে এমন, উগ্রতাযুক্ত।
ঝাঁজি — একরকম জলজ গুল্ম বা শৈবাল।
ঝাঁঝ — ('ঝাঁজ' দেখ।)
ঝাঁ ঝাঁ — দ্রুত গমনের অনুকার। [ঃ 'ঝাঁ ঝাঁ' ক'রে চললো।] প্রখর উত্তাপের লক্ষণ সূচক অনুকার। [ঃ রোদ 'ঝাঁ ঝাঁ' করছে।]
ঝাঁঝালো — ('ঝাঁজালো' দেখ।)
ঝাঁঝরি — ('ঝাঁজরি' দেখ।)
ঝাঁট — পরিষ্কার করার জন্য ঝাঁটার ব্যবহার। [ঃ 'ঝাঁট' দেওয়া।]
ঝাঁটা — ঝাড়ু, খেংরা। **ঝাঁটানো** — ক্রি. ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা। ঝাঁটা দিয়া প্রহার করা। ণ. ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। বি. ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করণ।
ঝাঁটি — একরকম ফুল, ঝিণ্টি, কুরুবক।
ঝাড় — ঝোপ। একত্র অনেকগুলি সরু গাছ বা গাছের গোড়া। ডালপালা। (নিন্দায়) বংশ। একরকম বহুশাখা-যুক্ত বাতিদান। [সং. ঝাট।]
ঝাড় — চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ। [ঃ 'ঝাড়'-ফুঁক।]
ঝাড়ন — ধুলা ঝাড়িবার কাপড়। ধুলা দূরীকরণ। ঝাড়ফুঁক।
ঝাড়পোঁছ — ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করণ।
ঝাড়ফুঁক — ভূত ইত্যাদি ছাড়াইবার বা রোগ সারাইবার জন্য মন্ত্র পড়া ও ফুঁ দেওয়া।
ঝাড়া — ক্রি. সজোরে নাড়া দিয়া ধুলো ইত্যাদি দূর করা। [ঃ কাপড় 'ঝাড়া'।] উজাড় বা শূন্য করা। [ঃ 'ঝেড়ে'-মুছে দেওয়া।] ভূত বিষ রোগ ইত্যাদি দূর করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করা। ধান ইত্যাদিকে আছাড় দিয়া গাছ হইতে বিচ্যুত করা। [ঃ ধান 'ঝাড়া'।] ণ. নাড়িয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। আছাড় দিয়া গাছ হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ঝাড়া' ধান।] একটানা, অবিরাম। [ঃ 'ঝাড়া' এক ঘণ্টা।] বি. জড়তা দূর করার উদ্দেশ্যে সঞ্চালন। [ঃ গা 'ঝাড়া' দেওয়া।]
ঝাড়াই — ঝাড়ার কাজ। [ঃ 'ঝাড়াই'-মাড়াই।] ঝাড়ার জন্য খরচ।
ঝাড়ানি — ঝাড়ার মজুরি। [ঃ ধানের 'ঝাড়ানি'-খরচ।]
ঝাড়ানো — ক্রি. অন্যের দ্বারা ঝাড়া।
ঝাড়ু — ঝাঁটা। ঝাঁট। [ঃ 'ঝাড়ু'

দেওয়া।] **ঝাড়ুদার** — ঝাঁট দেওয়া যাহার পেশা, মেথর।

ঝাণ্ডা — পতাকা, নিশান, ধ্বজা। [ঃ লাল 'ঝাণ্ডা'।] [হি. ঝণ্ডা।]

ঝানু — অভিজ্ঞ, পাকা, চতুর। [ঃ 'ঝানু' লোক।]

ঝাঁপ — পতনের জন্য লাফ। [ঃ আগুনে বা জলে 'ঝাঁপ' দেওয়া।] [সং. ঝম্প।]

ঝাঁপ — বাখারি চাটাই ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী নামানো উঠানো যায় এমন কপাট। [ঃ 'ঝাঁপ' ফেলা।]

ঝাঁপ — তাঁতে টানা সুতার ফাঁক যাহার ভিতর দিয়া মাকু চলে।

ঝাপট, ঝাপটা — বেগে সঞ্চালিত হইবার ফলে ধাক্কা। [ঃ লেজের 'ঝাপটা'; ঃ হাওয়ার বা বৃষ্টির 'ঝাপটা'।]

ঝাপটা — মাথার একরকম গয়না।

ঝাঁপতাল — সংগীতের একরকম তাল।

ঝাপসা — ণ. অস্পষ্ট। [ঃ কুয়াশায় 'ঝাপসা'।] ক্ষীণ। [ঃ চোখের দৃষ্টি 'ঝাপসা' হওয়া।]

ঝাঁপান — মনসাপূজার উৎসবে গান ও সাপ খেলানো।

ঝাঁপানো — ক্রি. ঝাঁপ দেওয়া। **ঝাঁপাইয়া পড়া** — ঝাঁপ দেওয়া। দুঃসাহসিকতার সহিত আক্রমণ করা বা কাজে যোগ দেওয়া।

ঝাঁপি — ঢাকনি আছে এমন ছোট চুপড়ি। [ঃ লক্ষ্মীর 'ঝাঁপি'।]

ঝামটা — রাগ বিরক্তি ইত্যাদি প্রকাশের জন্য সবেগে নাড়া। [ঃ মুখ-'ঝামটা'।]

ঝামর — ম্লান, মলিন। [ঃ "আজু 'ঝামর' অতি শ্যামর অঙ্গ।"]

ঝামরানো — ক্রি. রসাধিক্যে ভারী হওয়া। [ঃ সর্দিতে মুখ 'ঝামরানো'।] তাপে ম্লান ও শীর্ণ হওয়া। [ঃ রোদে গাছ 'ঝামরানো'।]

ঝামা — বেশী পোড়া ফোঁপরা ইট। [সং. ঝমক।]

ঝামেলা — ঝঞ্ঝাট, অপ্রিয় দায়িত্ব। গোলমাল, হাঙ্গামা। [হি. ঝামেলা।]

ঝারা — সচ্ছিদ্র জলপাত্র হইতে জলধারা। [ঃ তুলসী গাছে 'ঝারা' দেওয়া।] জলধারা সেচনের জন্য সচ্ছিদ্র জলপাত্র।

ঝারি — গাছে জল দিবার বহুছিদ্রযুক্ত পাত্র। গাড়ু, ভৃঙ্গার।

ঝাল — লঙ্কার মতো জ্বালা করে এমন স্বাদ। ঝাল মসলা। **ঝালস্বাদ** ব্যঞ্জন। গায়ের জ্বালা, রাগ। [ঃ 'ঝাল' ঝাড়া।] ণ. ঐরূপ স্বাদযুক্ত। **ঝালে ঝোলে অম্বলে** — সকল ব্যাপারে ও স্থানে, সকল কিছুতে।

ঝাল — ধাতু জুড়িবার পান। [ঃ রাং-'ঝাল'।]

ঝালর — মশারি চাঁদোয়া ইত্যাদির কোঁচকানো কাপড় দিয়া তৈয়ারী ঝোলানো প্রান্তভাগ। একরকম গহনা যাহাতে শিকলের মতো অংশ-গুলি সারি সারি ঝুলিতে থাকে। [ঃ মুক্তার 'ঝালর'।] [সং. ঝল্লরী।]

ঝালা — ক্রি. পান দিয়া ধাতুনির্মিত জিনিস জোড়া। পঙ্কোদ্ধার করা। [ঃ পুকুর 'ঝালা'।] ণ. পান দিয়া জোড়া বা পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে এমন। বি. পান দিয়া সংযুক্ত করণ। পঙ্কো-দ্ধার করণ।

ঝালানো — ক্রি. পান দিয়া জোড়া। সংস্কার করা, পুকুর ইত্যাদির পাঁক তুলিয়া পরিষ্কার করা। [ঃ পুকুর 'ঝালানো'।] কৌশলে অর্থাদি আত্ম-সাৎ করা। [ঃ কিছু 'ঝালিয়েছে'।] ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।

ঝালাপালা — উত্ত্যক্ত, অতিশয় বিরক্ত।

[ঃ কান 'ঝালাপালা'।]

ঝি — চাকরানী, দাসী। [ঃ 'ঝি'-চাকর।] কন্যা, মেয়ে। [ঃ রাজার 'ঝি'।]

ঝিউড়ী — কন্যা। (তুঃ 'বউড়ী'।)

ঝি'ক — উনানের উপরের উ'চু চূড়ার মতো অংশ যাহার উপর হাঁড়ি বসে ও যাহার পাশের ফাঁক দিয়া আঁচ বাহির হয়।

ঝিকমিক — উজ্জ্বলতা বা দীপ্তিপ্রকাশ সূচক অনুকার। [ঃ 'ঝিকমিক' করা।]

ঝি'করা — ঝাড়বিশিষ্ট ছোট বুনো গাছ।

ঝি'কা — নৌকার হালে সজোরে টান।

ঝিকিমিকি — ('ঝিকমিক' দেখ।)

ঝিঙগা, ঝিঙে—একরকম ফল (আনাজ)।

ঝি'ঝি — অবিরাম ঝি' ঝি' শব্দ করে এমন একরকম পোকা, ঝিল্লী। [সং. ঝিল্লী।]

ঝি'ঝিট — সঙগীতের একরকম রাগিণী।

ঝিণ্টিকা, ঝিণ্টী — ঝাঁটি ফুল, কুরুবক।

ঝিনঝিন — শরীরের কোনও অংশের অসাড়বোধ ও কম্পনের অনুভূতি। [ঃ হাতপা 'ঝিনঝিন' করা।] **ঝিনঝিনি** — ঝিনঝিন করার রোগ বা অবস্থা। [ঃ 'ঝিনঝিনি' লাগা।]

ঝিনিকিঝিনি, ঝিনিঝিনি — ক্ষীণ ও সুমিষ্ট ঝনঝন শব্দ।

ঝিনুক — একরকম শামুক জাতীয় প্রাণীর শুক্তি। ঐ প্রাণীর শক্ত খোল। শিশুকে দুধ খাওয়াইবার কুষির মতো পাত্র।

ঝিম — ণ. নেশা তন্দ্রা ইত্যাদির ফলে নিষ্ক্রিয় অসাড়। [ঃ 'ঝিম' হয়ে ব'সে থাকা।] বি. নিষ্ক্রিয় অসাড় অবস্থা। [ঃ 'ঝিম' লাগা।] **ঝিমঝিম** — দেহের কোনও অঙগ অবশ হইয়া পড়িতেছে এই রকম অস্বস্তি-বোধ। [ঃ মাথা 'ঝিমঝিম' করা।]

ঝিমানি — তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব।

ঝিমানো — ক্রি. নেশা তন্দ্রা ইত্যাদিতে ঢুলিতে থাকা বা নিষ্ক্রিয় হওয়া।

ঝিয়ারী — (কবিতায়) কন্যা, পুত্রী। [ঃ রাজার 'ঝিয়ারী'।]

ঝিরঝির — মৃদুমধুর প্রবাহসূচক অনুকার। [ঃ 'ঝিরঝির' করিয়া বাতাস বহে।] ণ. **ঝিরঝিরে** — ঝিরঝির করে এমন, মৃদুমধুর। [ঃ 'ঝিরঝিরে' বাতাস।]

ঝিল — সুবৃহৎ জলাশয়। বিল।

ঝিলমিল — উজ্জ্বলতার প্রকাশ, ঝিক-মিক। [ঃ কচি কচি ঢেউ 'ঝিলমিল' করে।] ণ. **ঝিলমিলে** — ঝিলমিল করে বা করিতেছে এমন। [ঃ 'ঝিল মিলে' রোদ।]

ঝিলমিল, ঝিলমিলি — খড়খড়ি। [হি.]

ঝিলিক — আলোকের ক্ষণিক প্রকাশ। [ঃ 'ঝিলিক' দেওয়া।]

ঝিলিমিলি — ঝিকিমিকি, ঝিলমিল।

ঝিল্লি, ঝিল্লী — ঝি'ঝি পোকা। চামড়ার পাতলা আবরণ, membrane. [সং.] **ঝিল্লীরব, ঝিল্লীস্বন** — ঝি'ঝি পোকার ডাক।

ঝুঁকা — ক্রি. নিচের দিকে বাঁকা হেলিয়া পড়া। কোনও বিষয়ের প্রতি ঈষৎ অনুরক্ত হওয়া। পক্ষপাত দেখানো। **ঝুঁকানো** — ক্রি. হেলানো. নত করানো। আকৃষ্ট বা পক্ষপাতদুষ্ট করানো। ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।

ঝুঁকি — দায়িত্ব, ভার। [ঃ কাজের 'ঝুঁকি'।]

ঝুট — মিথ্যা। **ঝুটমুট** — মিছামিছি।

ঝুটা — এ'টো, উচ্ছিষ্ট। মিথ্যা। নকল. কৃত্রিম। [ঃ 'ঝুটা' মুক্তা।] [সং. জুষ্ট।]

ঝুটাপুটি, ঝুটোপুটি — জাপটাজাপটি।

ঝুঁটি, ঝুটি — চূড়া-বাঁধা চুল। চুলের গোছা। মাথার উপরের চূড়ার মতো পালক ইত্যাদি। [ঃ মোরগের 'ঝুঁটি'।] ষাঁড়ের ঘাড়ের উপরের উঁচু মাংস, ককুদ।

ঝুটো — ('ঝুটা' দেখ।)

ঝুটোপুটি — ('ঝুটাপুটি' দেখ।)

ঝুড়া — ক্রি. অনাবশ্যক ডালপালা ভাঙিয়া বা ছাঁটিয়া দেওয়া।

ঝুড়ি — ছোট ঝোড়া, বাঁশ বেত ইত্যাদির চাঙারি। [ঃ আমের 'ঝুড়ি'।] **ঝুড়ি ঝুড়ি** — অনেক, বহু, রাশি রাশি। [ঃ 'ঝুড়ি ঝুড়ি' মিথ্যা।] অনেক ঝুড়িতে ভরিয়া রক্ষিত বা আনীত। [ঃ 'ঝুড়ি ঝুড়ি' আম।]

ঝুনা, ঝুনো — পাকা। [ঃ 'ঝুনা' নারিকেল।] অভিজ্ঞ, চতুর। [ঃ 'ঝুনো' লোক।] [প্রা. জুন্ন; সং. জীর্ণ।]

ঝুপ — ছোট জিনিসের উপর হইতে নিচে পড়িবার শব্দ। **ঝুপঝাপ** — বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় একসঙ্গে পতনের ঝুপ শব্দ। **ঝুপঝুপ** — বার বার বা ক্রমাগত ঝুপ শব্দ। [ঃ 'ঝুপঝুপ' ক'রে বৃষ্টি পড়া।]

ঝুপড়ি — লতাপাতা দিয়া তৈয়ারী নিচু কুঁড়েঘর। [হি. ঝোপড়ি।]

ঝুমকা, ঝুমকো — একরকম ফুল। কানের একরকম গহনা।

ঝুমঝুম — নূপুর মল ইত্যাদির শব্দ সূচক অনুকার। **ঝুমঝুমি** — শিশুর একরকম খেলনা যাহা নাড়িলে ঝুমঝুম শব্দ হয়।

ঝুমরি, ঝুমুর — একরকম আদিরসাত্মক গান। [সং. ঝুমরি।]

ঝুমুর — পায়ের একরকম গহনা। **ঝুমুর ঝুমুর** — মল নূপুর ইত্যাদির মধুর শব্দ।

ঝুরঝুর — অতি অল্প পরিমাণে ঝরিবার শব্দ। বালি ইত্যাদি খসিয়া পড়িবার শব্দ। ণ. **ঝুরঝুরে** — ঝুরঝুর করে এমন, বালি ইত্যাদির মতো গুঁড়া।

ঝুরা — (প্রাচীন কবিতায়) কি. ঝরা, গলা। [ঃ রূপ লাগি আঁখি 'ঝুরে'।]

ঝুরি — বটগাছ ইত্যাদির জট বা শাখা-মূল। **ঝুরিভাজা** — দালবাটা মাছ ইত্যাদি সরু সরু করিয়া ভাজা।

ঝুল — ঝুলিয়া থাকার ভাব। ঝুলিয়া থাকার পরিমাণ। জামার উপর হইতে নিচের দিকের মাপ।

ঝুল, ঝুলকালি — মাকড়সার জালের সহিত মিশ্রিত ধোঁয়ার কালি, ঘনীভূত ধূম।

ঝুলন — দোলন। শ্রীকৃষ্ণের দোলন উৎসব।

ঝুলনা — দোলনা, ঝোলনা।

ঝুলা — ক্রি. শূন্যে লম্বমান অবস্থায় থাকা। দোল খাওয়া। ণ. ঝুলিয়া আছে এমন। **ঝুলাঝুলি** — বি. বারে বারে অনুরোধ, পীড়াপীড়ি। [ঃ 'ঝুলাঝুলি' করা।] **ঝুলানো** — ক্রি. লম্বিত করা, লটকানো। শূন্যে দোলানো। (ব্যঙ্গে) ফাঁসি দেওয়া। ণ. ঝুলানো হইয়াছে এমন, দোলানো, টাঙানো। বি. ঐ অর্থে।

ঝুলি — ছোট ঝোলা, থলি।

ঝেঁটা — ঝাঁটা। **ঝেঁটানো** — ক্রি. ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা বা প্রহার করা। [ঃ 'ঝেঁটিয়ে' বিদায় করা।]

ঝেঁতলা — ধান শুকাইবার একরকম মাদুর বা চাটাই।

ঝোঁক — ঝুঁকিয়া থাকার ভাব। টান, পক্ষপাত। আগ্রহ। [ঃ পড়ার 'ঝোঁক'।]

বিহ্বল অবস্থা। [ঃ নেশার 'ঝোঁক'।]
ঝোঁকা — ('ঝুঁকা' দেখ।)
ঝোটন — (আদরে) ঝুঁটি। ণ. ঝুঁটি আছে এমন।
ঝোড়া — বড় ঝুড়ি, বাঁশ বেত ইত্যাদির বড় চাঙারি।
ঝোড়া — ('ঝুড়া' দেখ।)
ঝোপ — ছোট গাছের জঙ্গল। ঝাঁকড়া ছোট গাছ। গুল্ম। [সং. ক্ষুপ।]
ঝোরা — ঝরনা, নির্ঝর। [সং. ঝরা।]
ঝোল — একরকম পাতলা ব্যঞ্জন। [ঃ মাছের 'ঝোল'।] ব্যঞ্জনের তরল অংশ।
ঝোলা — ('ঝুলা' দেখ।)
ঝোলা — ণ. বেশী ঝুল আছে এমন। ঢিলে। [ঃ 'ঝোলা' জামা।] ঝোলের মতো পাতলা, তরল। [ঃ 'ঝোলা' গুড়।]
ঝোলা — বি. বড় ঝুলি, কাপড়ের তৈয়ারী থলে।
ঝোলানো — ('ঝুলানো' দেখ।)
ঝ্যাঁটাতি — ঝাঁটার দ্বারা পরিষ্কারকারী।

ট

টইটম্বুর, টইটুম্বুর — কানায় কানায় ভর্তি, ছাপাছাপি। [ঃ জলে 'টইটম্বুর'।]
টং — ঘড়ি ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার।
টং — ক্রোধসূচক অনুকার। [ঃ রেগে 'টং'।]
টং — ('টঙ' দেখ।)
টংকার — ধনুকের গুণ টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়।
টক্ — চট্, শীঘ্র।
টক — অম্ল। অম্ল স্বাদযুক্ত ব্যঞ্জন।
টক টক — অনুকার শব্দ।
টকটক — লাল রঙের উজ্জ্বলতা প্রকাশ-সূচক অনুকর। [ঃ লাল 'টকটক' করা।] ণ. **টকটকে** — খুব উজ্জ্বল (লাল)। [ঃ 'টকটকে' লাল।]
টকা — ক্রি. টক হইয়া যাওয়া। ণ. টক হইয়া গিয়াছে এমন।
টকাটক — বার বার ও দ্রুত। [ঃ 'টকাটক' কুড়ানো।]
টকো, ট'কো — টকস্বাদযুক্ত। [ঃ 'ট'কো' আম।]
টক্কর — ঠোকর, হোচট। আঘাত, ধাক্কা।
টগবগ — জল ফুটিবার বা ঘোড়া ছুটিবার শব্দের অনুকার।
টগর — একরকম সাদা ফুল ও তাহার গাছ। [সং. তগর।]
টঙ — অস্থায়ী উঁচু মাচা।
টঙ্ক, টঙ্কা — টাকা। **টঙ্কশালা** — টাঁক-শাল।
টঙ্কার — ('টংকার' দেখ।)
টন — পরিমাণ বিশেষ, ২০ হন্দর, ২৭ মণের কিছু বেশী। [ই. ton.]
টনক — হুঁশ, মনোযোগ। **টনক নড়া** — হুঁশ হওয়া, সচেতন হওয়া।
টনটন — যন্ত্রণাসূচক অনুকার। [ঃ ফোড়া 'টনটন' করা।] **টনটনানি** — টনটন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণাবোধ। [ঃ ফোড়ার 'টনটনানি'।] ণ. **টনটনে** — (ব্যঙ্গে) তীক্ষ্ণ, সজাগ। [ঃ জ্ঞান 'টনটনে'।]
টনিক — বলকারক ঔষধ। [ই. tonic.]
টপ্ — চট্, শীঘ্র।
টপ্ — খসিয়া পড়ার বা ফোঁটা পড়ার শব্দসূচক অনুকার। **টপ্‌টপ্** — বার বার খসিয়া পড়ার বা ফোঁটা পড়ার শব্দ। [ঃ চোখের জল 'টপ্‌টপ্' ক'রে পড়ল।]
টপকানো — ক্রি. লাফাইয়া পার হওয়া ডিঙানো। বি. লাফাইয়া অপর পারে গমন উল্লম্ফন। ণ. লাফাইয়া অতিক্রম করা হইয়াছে এমন, উল্লম্ফিত।
টপাটপ — দ্রুত বার বার। [ঃ 'টপাটপ' মুখে ঢোকানো।]

টপ্পা — একরকম আদিরসাত্মক গান।
টব — জল রাখিবার বড় পাত্র। ফুলগাছ রোপণের পাত্র। [ই. tub.]
টবটব — জলের বা রসের পূর্ণতা সূচক অনুকার। ণ. **টবটবে** — টবটব করে এমন।
টমটম — এক ঘোড়ায় টানে এমন দুই চাকার গাড়ি। [ই. tandem.]
টমাটো, **টমেটো** — একরকম টকস্বাদযুক্ত বেগুন জাতীয় ফল ও তাহার গাছ, বিলাতী বেগুন। [ই. tomato.]
টর্চ — একরকম ব্যাটারিযুক্ত বিজলী বাতি। মশাল। [ই. torch.]
টর্পেডো — জাহাজ ঘায়েল করার জন্য একরকম বিস্ফোরক অস্ত্র। [ই. torpedo.]
টলটল — টলিয়া পড়ে পড়ে এইরূপ ভাব। তরলতার ভাবসূচক অনুকার। ণ. **টলটলায়মান** — টলটল করিতেছে এমন, পড়ে পড়ে এমন। **টলটলে** — টলটল করে এমন, অস্থির। তরল।
— টলিয়া পড়ার ভাব।
— পড়ে-পড়ে ভাব, অস্থির ভাব, দোলায়মান ভাব। [ঃ 'টলমল' করা।] **টলমলে** — টলমল করে এমন, টলটল।
— ক্রি. নড়া, দোলায়মান হওয়া। প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির অন্যথা হওয়া। ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।
ক্রি. নড়ানো। বিচলিত করা। প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির অন্যথা করানো। ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।
টস — ফোঁটা পড়ার শব্দ। **টসটস** — রসে পরিপূর্ণ এইরূপ ভাবসূচক অনুকার। [ঃ পেকে 'টসটস' করছে।] ণ. **টসটসে** — রসে পরিপূর্ণ।
— নিক্ষেপ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি উপরের দিকে ছুঁড়িবার পর তাহা মাটিতে পড়িলে কোন দিক চিৎ হইয়া পড়ে সেই অনুসারে কিছুর নির্ধারণ। [ঃ 'টস' করা।] [ই. toss.]
টসকানো — ক্রি. ভাঙা, নষ্ট হওয়া, ঘা খাওয়া।
টহল — পায়চারি। ভ্রমণ। পাহারা। **টহলদার** — যে পায়চারি করে। যে পাহারা দেয়। **টহলদারি** — পায়চারি। পাহারা। ণ. — **টহলদারী**।
-টা — (অনাদরে) নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'লোকটা'; ঃ 'গল্পটা'; ঃ 'আমটা'।] সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশের জন্য অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'পাঁচটা'; ঃ 'অনেকটা'।] (আদর বুঝাইলে 'টা'-র স্থলে 'টি' ও 'খানি' ব্যবহৃত হয়।)
টাই — ইউরোপীয় পোশাকের সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী কাপড়ের তৈয়ারী গলবন্ধ। খেলা ইত্যাদিতে দুই প্রতি-পক্ষের মধ্যে কেহ না হারিলে বা জিতিলে যে অবস্থা হয় তাহা। [ঃ 'টাই' হওয়া।] [ই. tie.]
টাইট — আঁট, কষা, শক্ত। [ঃ 'টাইট' হওয়া।] [ই. tight.]
টাইপ — ছাপিবার জন্য সীসা কাঠ ইত্যাদির তৈয়ারী হরফ। [ঃ বড় 'টাইপে' ছাপা।] বিশেষ ধরন। [ঃ এক 'টাইপের' লোক।] [ই. type.] **টাইপরাইটার** — বহু-অক্ষরযুক্ত একরকম লেখন-যন্ত্র। [ই. type-writer.] **টাইপরাইটিং** —টাইপরাইটার যন্ত্র দিয়া লেখা। [ই. type-writing.] **টাইপিস্ট** — টাইপরাইটার যন্ত্র দিয়া লেখা যাহার পেশা। [ই. typist.]

টাইফয়েড — জ্বরাতিসার, জ্বর ও পেটের অসুখ একসঙ্গে হয় এমন একরকম কঠিন অসুখ। [ই. typhoid.]

টাইম — সময়। ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময়। [ঃ 'টাইম' কত?] [ই. time.] **টাইম-টেবল** — রেলগাড়ির ছাড়া পৌঁছা ইত্যাদির সময়ের তালিকা। সময়-সূচী। [ই. time-table.] **টাইমপিস** — মাঝারি চেহারার একরকম ঘড়ি। [ই. time-piece.]

টাউন — শহর, নগর। [ই. town.] **টাউনহল** — শহরের লোকদের একত্রিত হইবার গৃহ। [ই. town-hall.]

টাক — মাথার চুল উঠিয়া যাওয়ার ফলে কেশহীনতা। [ঃ 'টাক' পড়া।]

-টাক — আনুমানিক পরিমাণ বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সেরটাক' দুধ।]

টাঁক — তাক, লক্ষ্য করিয়া প্রতীক্ষা। [ঃ 'টাঁক' ক'রে থাকা।]

টাকনা — চাটনির মতো অল্প অল্প ভক্ষণ। [ঃ 'টাক্‌না' দেওয়া।]

টাকরা — তালু, জিহ্বার উপরে মুখ-গহ্বরের অংশ।

টাঁকশাল — যেখানে টাকা-পয়সা তৈয়ারী হয়। [সং. টঙ্কশালা।]

টাকা—রূপার তৈয়ারী একরকম ভারতীয় মুদ্রা। ধন, অর্থ। [সং. টঙ্ক।] [ঃ লোকটার 'টাকা' আছে।] **টাকা উড়ানো** — অর্থের অপব্যয় করা। **টাকাওয়ালা** — যাহার টাকা প্রচুর আছে, ধনী। **টাকাকড়ি** — ধন, টাকা-পয়সা। **টাকা করা** — অনেক টাকা সঞ্চয় করা। **টাকাপয়সা** — ধন, অর্থ, টাকাকড়ি। **টাকা ভাঙানো** — টাকার বদলে সিকি আনি পয়সা ইত্যাদি লওয়া। **টাকার মুখ দেখা** — জীবনে প্রথম টাকাপয়সা পাওয়া বা উপার্জন করা।

টাঁকা — ক্রি. টাঁক করা, তাক করিয়া থাকা, প্রতীক্ষায় থাকা।

টাঁকা — ক্রি. সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া।

টাকু — সুতা কাটিবার ও জড়াইয়া রাখিবার একরকম চাকি, তর্কলি। [সং. তর্কু।]

টাঙা — ('টাঙ্গা' দেখ।)

টাঙানো — ('টাঙ্গানো' দেখ।)

টাঙি — ('টাঙ্গি' দেখ।)

টাঙ্গা — দুই চাকাওয়ালা একরকম ঘোড়ার গাড়ি। [হি. টাঁগা।]

টাঙ্গানো — ক্রি. লটকানো, ঝুলানো। [ঃ ছবি 'টাঙ্গানো'।] ণ. লটকানো বা ঝুলানো হইয়াছে এমন। বি লটকাইবার বা ঝুলাইবার কাজ।

টাঙ্গি — একরকম কুড়াল। [সং টঙ্গ।]

টাট — পূজায় ব্যবহৃত হয় এমন এক-রকম তামার থালা। [প্রা. তট্ট সং. তাম্রপাত্র।]

টাটকা — তাজা, নূতন। [ঃ 'টাটকা দুধ।]

টাটানি — টনটন করার ভাব। [ঃ ফোড়া 'টাটানি'।] **টাটানো** — ক্রি. টন করা, টান ও বেদনাযুক্ত হওয়া। ফোড়া 'টাটানো'।] **চোখ টাটানো** ঈর্ষান্বিত হওয়া। [ঃ লোকের চো 'টাটায়'।]

টাট্টী — পায়খানা। [হি. টট্টী।]

টাট্টু — একরকম ছোট ঘোড়া। [হি. টট্টু।]

টাটি — মাটির ছোট একরকম পাত্র।

টান — আকর্ষণ। [ঃ 'টান' দেওয়া

আসক্তি, ঝোঁক। [ঃ 'টান' আছে।] ধূম বা তরল পদার্থে সজোরে চুমুক। [ঃ এক 'টান' বিড়ি খাওয়া।] শ্বাস-কষ্ট। [ঃ হাঁপানির 'টান'।] পেনসিল তুলি কলম ইত্যাদির আঁচড়। [ঃ তুলির 'টান'।] উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য। [ঃ হিন্দী 'টান'।] ণ. শক্ত। [ঃ 'টান' ক'রে বাঁধা।]

টানা — বি. তাঁতের লম্বা দিকের সুতা। (তুঃ 'পোড়েন'।) কোনও জিনিস টানিয়া রাখিবার জন্য দড়ি ইত্যাদি।

টানা — দেরাজ, drawer.

টানা — ক্রি. আকর্ষণ করা। [ঃ 'দড়ি' টানা।] রেখা অংকন করা। ব্যয়-সংকোচ করা। [ঃ 'টেনে' চালানো।] কাহারও পক্ষ লওয়া। [ঃ 'টেনে' কথা বলছে।] মদ খাওয়া। [ঃ লোকটা খুব 'টেনেছে'।] ধূমপান করা। [ঃ গাঁজা 'টানে'।] শুষ্ক হওয়া। শোষণ করা। [ঃ রস 'টানা'।] ণ. টানা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। [ঃ গোরুতে 'টানা' গাড়ি।] একনাগাড়, নিরবচ্ছিন্ন। [ঃ 'টানা' দু ঘণ্টা।] আয়ত। [ঃ 'টানা' চোখ।] সুরমিশ্রিত। [ঃ 'টানা' কথা।] সোজা। [ঃ 'টানা' পথ।] বি. ঐ সকল অর্থে। **টানা জাল** — পুকুরে টানিয়া মাছ ধরিবার উপযোগী বড় জাল। **টানাটানি** — অভাব। [ঃ 'টানাটানির' সংসার।] বার বার বা পরস্পর টানা। [ঃ 'টানাটানি' করা।] **টানা পাখা** — দড়ি টানিয়া দোলাইতে হয় এমন একরকম পাখা। **টানা-পোড়েন** — তাঁতের লম্বা দিকের ও আড় দিকের সুতা। বার বার যাতায়াত, আনাগোনা। [ঃ 'টানা-পোড়েন' করা।] **টানাহেঁচড়া** — হেঁচড়াইয়া টান। অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কাজে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা। [ঃ 'টানা-হেঁচড়া' করা।]

টাপুরটুপুর — বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

টাবা — একরকম লেবু।

টায়টায়, টায়টোয় — কোনও রকমে, কায়ক্লেশে। [ঃ একশত টাকায় 'টায়-টায়' চলবে।] কানায় কানায়।

টায়রা — মাথার একরকম গহনা। [ই. tiara.]

টাল — টলিয়া পড়ার ভাব। বাঁকা ভাব। [ঃ কড়ি-বরগার 'টাল'।] বিপদের ধাক্কা। [ঃ 'টাল' সামলানো।]

টালবাহানা — নানারকম ওজর উত্থাপন। [ঃ 'টালবাহানা' করা।] গড়িমসি।

টালমাটাল — অনিশ্চিত অবস্থা।

টালা — (প্রাচীন কবিতায়) ক্রি. অবহেলা করা। বৃথা নষ্ট করা। ভাঁড়ানো।

টালি — ছাদ মেঝে ইত্যাদি তৈয়ারির উপযোগী মাটির চারকোনা চেপটা পোড়া ফলক। [ই. tile.]

-টি — ('-টা' দেখ।)

টিউটর — গৃহশিক্ষক, উপশিক্ষক। [ই. tutor.]

টিউসনি — ('টুইসনি' দেখ।)

টিক — তাক, নিশানা। [ঃ বন্দুকের 'টিক'; ঃ হাতের 'টিক'।]

টিকটিক — ঘড়ি টিকটিকি ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার। বিরক্তি প্রকাশ।

টিকটিকি — ঘরের দেওয়াল ইত্যাদিতে থাকে এবং টিকটিক শব্দ করে এমন একরকম ক্ষুদ্রকায় সরীসৃপ। (ব্যঙ্গে) গুপ্তচর, গোয়েন্দা পুলিশ। **টিকটিকি পড়া** — যাত্রাকালে টিকটিকির শব্দ হওয়া যাহাকে গোঁড়া হিন্দুরা বাধা মনে করে।

টিকলি — ছোট গোলাকার খণ্ড। [ঃ

আখের 'টিকলি'।] মেয়েদের কপালে পরিবার টিপ। কপালে পরিবার উপযোগী একরকম গহনা। [হি.]

টিকলো — ('টিকালো' দেখ।)

টিকসই — ('টেকসই' দেখ।)

টিকা — কপালে ফোঁটা, তিলক। [ঃ 'রাজটিকা'।] [প্রা. টিক্ক; সং. তিলক।]

টিকা — দেহ বিদ্ধ করিয়া বা ঈষৎ কাটিয়া রোগ প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ, inoculation. [ঃ 'টিকা' দেওয়া; ঃ 'টিকা' লওয়া।] **টিকা ওঠা** — টিকার ক্ষত পাকিয়া ওঠা।

টিকা — তামাক সাজিবার জন্য গুঁড়া কয়লার জমানো চাকতি।

টিকা — ক্রি. স্থায়ী হওয়া। [ঃ অনেক-দিন 'টিকবে'।] থাকা, তিষ্ঠানো। [ঃ সেখানে 'টিকতে' পারবে না।] জীবিত থাকা। [ঃ ও রোগী 'টিকবে' না।]

টিকাদার — যে রোগ প্রতিষেধের জন্য টিকা দেয়।

টিকানো — ক্রি. রাখা। স্থায়ী করা। বাঁচানো, জীবিত রাখা।

টিকারা — ঢাক জাতীয় একরকম বাদ্য-যন্ত্র।

টিকালো, টিকলো — তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্মাগ্র। [ঃ 'টিকালো' নাক।]

টিকি — মাথার পেছনের দিকে রাখা এক গোছা চুল, শিখা, চৈতন।

টিকিট — রেল ট্রাম বাস ইত্যাদিতে যাতায়াতের বা থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদিতে প্রবেশের অধিকার জন্মে এইরূপ মূল্যে দিয়া কেনা ক্ষুদ্র নিদর্শনপত্র। ডাকে চিঠিপত্র ইত্যাদি পাঠাইবার জন্য নিদর্শনপত্র, স্ট্যাম্প। নিদর্শনপত্র। [ই. ticket.] **টিকিট মাস্টার** — টিকিট বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

টিকিন — লেপ বালিশ ইত্যাদির খোল প্রস্তুত করিবার জন্য একরকম মোটা কাপড়। [ই. ticking.]

টিটকারি — ধিক্কার, নিন্দাসূচক উক্তি।

টিট্টিভ — একরকম পাখি। [সং.]

টিন — রাং। রাঙের কলাই-করা লোহার পাত। [ই. tin.]

টিনটিন — অত্যন্ত রোগা এই ভাব সূচক অনুকার। ণ. **টিনটিনে** — অত্যন্ত রোগা। [ঃ 'টিনটিনে' চেহারা।]

টিপ — কপালে রং ইত্যাদির ফোঁটা বা ফোঁটার মতো অলঙ্কার। [ঃ 'টিপ' পরা।] আঙুলের ডগার চাপ। আঙুলের ডগার চাপে যতোখানি উঠে সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'টিপ' নস্য।]

টিপনি — ('টিপুনি' দেখ।)

টিপটিপ — অল্প বেদনাবোধ। [ঃ মাথা 'টিপটিপ' করা।] অল্প বৃষ্টির শব্দ। [ঃ 'টিপটিপ' ক'রে বৃষ্টি।]

টিপসই, টিপসহি — বুড়ো আঙুলের ডগায় কালি মাখাইয়া তাহার দাগ।

টিপা — ক্রি. হাত বা আঙুলের চাপ দেওয়া। [ঃ হাতপা 'টিপা'।] রেখ করার উদ্দেশ্যে চাপা। [ঃ মু 'টিপিয়া' হাসি।] ইশারা করার জন চোখ বুজা। [ঃ চোখ 'টিপা'।]

টিপিটিপি — চুপিচুপি, নিঃশব্দে।

টিপুনি — টেপা। গোপন চিমটি গুপ্ত সংকেত। গোপন প্ররোচনা।

টিপ্পনী — পুস্তকের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও মন্তব্য, টীকা। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ। [ঃ 'টিপ্পনী' কাটা।]

টিফিন — বৈকালিক জলযোগ। জলযোগে জন্য নির্দিষ্ট সময়। [ই. tiffin.]

টিমটিম — অল্প আলোকদান, নিষ্প্র

ভাব, মিটমিট। [ঃ বাতি 'টিমটিম' করছে।] ণ. **টিমটিমে** — নিষ্প্রভ, মিটমিটে।

টিয়া, টিয়ে — সবুজ রঙের একরকম পাখি, তোতা, শুকপক্ষী।

টিলা — ছোট পাহাড়। উঁচু ঢিপি। [হি.]

টীকা — মন্তব্য সহ ব্যাখ্যা টিপ্পনী। **টীকাকার** — যিনি টীকা বা মন্তব্য সহ ব্যাখ্যা করেন, ভাষ্যকার। [সং.]

টুঁ — সামান্যতম শব্দ। [ঃ 'টুঁ' করিবার জো নাই।] সাড়া, জবাব, রা।

টুইল — একরকম মোটা কাপড়। [ই. twill.]

টুইসনি — গৃহশিক্ষকের কাজ। [ই. tuition.]

টুকটাক — অল্পস্বল্প, একটু একটু, ছোটখাটো, টুকিটাকি।

টুকটুক — লাল রঙের গাঢ়তা বা সৌন্দর্য প্রকাশ সূচক অনুকার। ণ. **টুকটুকে** — গাঢ় লাল। সুন্দর।

টুকনি — ঘটির মতো ছোট পাত্র, ভিক্ষাপাত্র।

টুকরা, টুকরো — বি. খণ্ড, খানা। [ঃ এক 'টুকরা' রুটির জন্য।] খণ্ড, অংশ। [ঃ কাগজের 'টুকরা'।] ণ. খণ্ডিত। [ঃ 'টুকরা' কাগজ।]

টুকরি — ছোট ঝুড়ি। [ঃ আমের 'টুকরি'।] [হি. টোকরী।]

টুকা — ক্রি. শুনিয়া বা দেখিয়া লিখিয়া যাওয়া। দোষ উল্লেখ করা। কুড়ানো।

টুকানো — ক্রি. কুড়ানো, তুলিয়া লওয়া। অপরের দ্বারা লেখানো।

টুকিটাকি — নানা রকমের ছোটখাটো। [ঃ 'টুকিটাকি' কাজ।]

-টুকু, -টুকুন — (আদরে) অল্পতা বা ক্ষুদ্রতা বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দুধটুকু'; ঃ 'কতটুকুন'।]

টুঙ, টুঙি, টুঙ্গি — মাচার উপর ছোট ঘর। উঁচুতে তৈয়ারী পায়রার ঘর। [সং. তুঙ্গ।]

টুটই — (প্রাচীন কবিতায়) দূর করে, ভগ্ন করে, কমায়। **টুটত** — দূর হয়, ভাঙে, কমে। **টুটব** — দূর হইবে, কমিবে, ভাঙিবে।

টুটা — ক্রি. ভাঙা, ভগ্ন হওয়া। দূরে হওয়া। [ঃ গর্ব 'টুটিল'।] ণ. ছিন্ন, ভগ্ন। **টুটাফাটা** — ভাঙাচোরা। [ঃ 'টুটাফাটা' বাসন।]

টুঁটি — কণ্ঠনালী। গলা। [হি. টোঁটী।]

টুনটুন — ছোট ঘণ্টা ইত্যাদির মৃদু মধুর শব্দসূচক অনুকার।

টুনটুনি — একরকম ছোট পাখি। [সং. টুণ্টুক।]

টুপ — ছোট জিনিস ডুবিবার বা পড়িবার শব্দ। **টুপটাপ, টুপটুপ** — ক্রমাগত জলের ফোঁটা, ফল ইত্যাদি পড়িবার শব্দ।

টুপি — মাথার ঢাকা। [পো. topo.]

টুল — বসিবার ছোট চৌকি। [ই. stool.]

টুলি — পল্লী, পাড়া। [ঃ 'কুমোরটুলি'।]

টুলো — টোল সংক্রান্ত। টোলে পড়ায় বা পড়ে এমন। [ঃ 'টুলো' পণ্ডিত।]

টুসটুস — (আদরে) টসটস। **টুসটুসে** — (আদরে) টসটসে। **টুসি, টুসকি** — আঙুল দিয়া লঘু আঘাত, টোকা। [ঃ গালে 'টুসকি' দেওয়া।]

টুসু — একরকম গ্রাম্য গান।

-টে — ('-টা' দেখ।) [ঃ 'তিনটে'; ঃ 'চারটে'।]

টেংরা, ট্যাংরা — ছোট একরকম মাছ যাহা বিঁধিলে খুবই যন্ত্রণা হয়।

টেংরি — ছাগল ইত্যাদি পশুর ঠ্যাং। [সং. টঙ্গ।]

টেক — টেক্কা, জিদ, গোঁ।

টেঁক — কোমরের কাপড়। [ঃ 'টেঁকে' গোঁজা।] টাকাকড়ি গুঁজিয়া রাখিবার স্থান। **টেঁকঘড়ি** — টেঁকে রাখিবার মতো ঘড়ি, পকেট ঘড়ি।

টেঁকশাল — ('টাঁকশাল' দেখ।)

টেকসই — বেশী দিন টেকে এমন। [ঃ 'টেকসই' কাপড়।]

টেকা — ক্রি. স্থায়ী হওয়া। [ঃ অনেক-দিন 'টেকে'।] বাঁচা, জীবিত থাকা। [ঃ এ রোগে রোগী 'টেকে' না।] ('টিকা' দেখ।) বি. তিষ্ঠানো, শান্তিতে থাকা। [ঃ বাড়িতে 'টেকা' দায়]

টেকানো — ('টিকানো' দেখ।)

টেকো — টাক আছে এমন, টাকযুক্ত। [ঃ 'টেকো' মাথা।]

টেকো — ('টাকু' দেখ।)

টেক্কা — প্রতিযোগিতা, পাল্লা। [ঃ 'টেক্কা' দেওয়া।] এক ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

টেটন — ধূর্ত ব্যক্তি। স্ত্রী. — **টেটনী**।

টেটা, টেঁটা — মাছ মারিবার উপযোগী একরকম অস্ত্র, কোঁচ, কেঁচা।

টেড়া — বাঁকা, তেরছা। [সং. তির্যক্।]

টেড়ি — পুরুষের সিঁথি। [ঃ 'টেড়ি' কাটা।]

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই — ('ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই' দেখ।)

টেনা — ছেঁড়া টুকরা কাপড়, ন্যাকড়া।

টেপা — ('টিপা' দেখ।) বি. টিপনি, টিপিবার কাজ। ণ. ব্যবহারের জন্য টিপিতে হয় এমন। **টেপানো** — ('টিপানো' দেখ।) বি. অপরের দ্বারা টেপা।

টেপারি — একরকম টক ফল। [সং. টঙ্কারী।]

টেঁপী — (গোলগাল ও হৃষ্টপুষ্ট অর্থে) বালিকার নাম।

টেবিল — লেখাপড়া করিবার বা খাইবার জন্য উঁচু চৌকি, মেজ। [ই. table.]

টেবো — ফুলো, উঁচু। [ঃ 'টেবো' গাল।]

টেমি — কেরোসিনের ডিবা, কুপি।

টের — বোধ, অনুভূতি, জানা। [ঃ 'টের' পাওয়া।] নিজের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন ভাব। [ঃ পরে 'টের' পাবে।] সন্ধান, হদিশ।

টেরছা — বাঁকা, তির্যক।

টেরা — বাঁকা। যাহার দৃষ্টি বাঁকা। [ঃ 'টেরা' লোক।]

টেরি — ('টেড়ি' দেখ।)

টেলি — (সংক্ষেপে) টেলিগ্রাম। **টেলিগ্রাফ** — বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তা[র] যোগে দূরে সংবাদ প্রেরণ। [ই. tele-graph.] **টেলিগ্রাম** — টেলিগ্রা[ফে] প্রেরিত সংবাদ। [ই. telegram.] **টেলিফোন** — বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বা[রা] তারযোগে কথোপকথন, দূরভাষণ। ঐরূ[প] কথোপকথনের যন্ত্র। [ই. telephone.]

টেঁসা — ক্রি. দম বন্ধ হইয়া মরা, মরা। [ঃ 'টেঁসে' যাওয়া।]

টোকা — আঙুলের হালকা আঘাত, টুসকি। [ঃ 'টোকা' দেওয়া।]

টোকা — তালপাতা ইত্যাদি দিয়া তৈয়ার একরকম ছাতা যাহা টুপির মতো মাথা[য়] দিতে হয়। [পো. touca.]

টোকা — ('টুকা' দেখ।)

টোকানো — ('টুকানো' দেখ।)

টোটকা—রোগ নিবারণের জন্য গাছ-গাছ[ড়া] শিকড়-বাকড় ইত্যাদি, মুষ্টিযোগ।

টোটা — বন্দুকের কার্তুজ।

টো-টো — নানা স্থানে অকারণে আড্ডা দিয়া বেড়ানো। [ঃ 'টো-টো' করা।] **টো-টো কোম্পানি** — যাহারা ঐভাবে আড্ডা দে[য়]

তাহাদের দল।
টোড়ি — ('তোড়ি' দেখ।)
টোন — সুর, উচ্চারণকালে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি। [ই. tone.] পাকানো একরকম শক্ত সুতো। [ই. twine.]
টোপ — গুটির মতো উঁচু নকশা। গদি আঁটিবার জন্য কাপড়ের গুটি। মাছ ধরিবার জন্য বঁড়শিতে গাঁথা খাদ্য। প্রলোভনের বস্তু। [ঃ 'টোপ' গেলা।]
টোপর — সোলা ও জরি দিয়া তৈয়ারী বিবাহকালীন বরের মুকুট।
টোপা — দেখিতে টোপের মতো গোলাকার। **টোপা কুল** — পাকা বড় দেশী কুল।
টোল — সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পড়াইবার পাঠশালা, চতুষ্পাঠী।
টোল — আঘাতের ফলে গর্ত। [ঃ বাসনে 'টোল' পড়া।] হাসিবার বা হাঁ করিবার ফলে গালে গর্তের ভাব। [ঃ গালে 'টোল' পড়া।]
টোলা—বড় পাড়া। [ঃ শাঁখারী-'টোলা'।]
টোস্ট — পাঁউরুটির ঝলসানো টুকরা। [ই. toast.]
ট্যাঁ — অত্যন্ত অল্পবয়স্ক শিশুর কান্নার শব্দসূচক অনুকার। **ট্যাঁ-ফোঁ** — টুঁ-শব্দ, সামান্যতম প্রতিবাদ।
ট্যাংরা — ('টেংরা' দেখ।)
ট্যাঁক — ('টেঁক' দেখ।)
ট্যাকসো, ট্যাক্স — রাজকর। মাসুল। [ই. tax.]
ট্যাক্সি — ভাড়াটে মোটর গাড়ি। [ই. taxi-cab.]
ট্যাঙ্ক — জলাধার বা চৌবাচ্চা। যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত একরকম সশস্ত্র গাড়ি, সাঁজোয়া গাড়ি। [ই. tank.]
ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই — আস্ফালন। [ঃ 'ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই' করা।]
ট্যামটেমি — একরকম বাদ্যযন্ত্র।
ট্যামট্যাম — শুকনা শিথিল চামড়া বা টিনের উপর আঘাতের শব্দ। [ঃ 'ট্যাম-ট্যাম' করা।]
ট্যাঁস — (অবজ্ঞায়) ফিরিঙ্গী, ইউরেশীয়।
ট্রাঙ্ক — টিনের বা লোহার পাতের তৈয়ারী বড় বাক্স। [ই. trunk.]
ট্রাফিক — যানবাহন। যানবাহন সংক্রান্ত। [ঃ 'ট্রাফিক' পুলিশ।] [ই. traffic.]
ট্রাম — বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত একরকম গাড়ি। (আগের দিনে ঘোড়ায় টানিত।) [ই. tram-car.]
ট্রে — একরকম পাত্র, খুঞ্চি। [ই. tray.]
ট্রেজারি — রাজকোষ, সরকারী ধনভাণ্ডার। [ই. treasury.]
ট্রেন — রেলগাড়ি। [ই. train.]
ট্রেনিং — শিক্ষা, তালিম। শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষা। [ই. training.]

ঠ

ঠং — ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার। **ঠং-ঠং** — বার বার ঠং শব্দ।
ঠক্ — কঠিন জিনিস ঠুকিবার শব্দসূচক অনুকার।
ঠক — প্রতারক। ধূর্ত লোক।
ঠকঠক — বারে বারে বা ক্রমাগত কঠিন জিনিস ঠুকিবার শব্দ। ভয়ে বা শীতে কম্পনসূচক অনুকার। [ঃ 'ঠকঠক' ক'রে কাঁপা।] **ঠকঠকানো** — ক্রি. শূন্যতা প্রকাশ করা।
ঠকঠকি — হাত দিয়া মাকু চালানো হয় এমন তাঁত। (কাপড় বুনিবার সময় ঠক-ঠক শব্দ হয় এই অর্থে।)
ঠকা — ক্রি. প্রতারিত হওয়া, অকৃতকার্য হওয়া। অপ্রস্তুত হওয়া, বোকা বনা।
ঠকানো — ক্রি. প্রতারণা করা। অপ্রস্তুত করা, বোকা বানানো। বি. প্রতারণা, প্রতারিত করণ। **ঠকামি, ঠকামো** —

প্রতারণা।

ঠক্কর — হোঁচট। আঘাত। [ঃ 'ঠক্কর' খাওয়া।]

ঠগ, ঠগী — কুখ্যাত দস্যু সম্প্রদায়। [ঃ 'ঠগী'-দমন।] [হি. ঠগ।]

ঠন্, ঠনঠন — ধাতু নির্মিত পাত্র ইত্যাদির শব্দ।

ঠমক—হাবভাবযুক্ত চলনভঙ্গী, ছলাকলা, ঠাট। থামিয়া থামিয়া বা নৃত্যছন্দে চলন।

ঠাঁই — জায়গা, স্থান। কাছে, নিকটে। [ঃ কার 'ঠাঁই' পাব?] আহারের জন্য বসিবার ব্যবস্থা। [ঃ 'ঠাঁই' করা।] [সং. স্থান।] **ঠাঁই ঠাঁই** — পৃথক পৃথক। [ঃ ভাই ভাই 'ঠাঁই ঠাঁই'।]

ঠাউরানো — ('ঠাওরানো' দেখ।)

ঠাওর — দেখিয়া চেনা বা অনুমান। [ঃ 'ঠাওর' করা।] স্পর্শ করিয়া অনুমান। **ঠাওরানো** — ক্রি. ঠাওর করা, অনুমান করা। আন্দাজ করা। ভাবা। [ঃ বোকা 'ঠাওরেছে'।] বি. ঐ অর্থে।

ঠাকরুন — ('ঠাকুরানী' দেখ।)

ঠাকুমা — ('ঠাকুরমা' দেখ।)

ঠাকুর—দেবতা। দেবতার মূর্তি। দেবতুল্য ব্যক্তি। [ঃ 'পিতাঠাকুর'।] ব্রাহ্মণ। পাচক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের উপাধি। [ঃ রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুর'।] স্ত্রীলোকের শ্বশুর, স্বামীর বাবা। [ঃ 'ঠাকুর'-জামাই।] [সং. ঠক্কুর।] **ঠাকুরঘর** — পূজার ঘর। **ঠাকুর-জামাই** — স্বামীর ভগ্নীপতি, ননদের স্বামী, শ্বশুরের জামাই। **ঠাকুর-ঝি** — স্বামীর বোন, ননদ, শ্বশুরের মেয়ে। **ঠাকুরদা, ঠাকুরদাদা** — পিতামহ। **ঠাকুরদালান** — ঠাকুর পূজার জন্য নির্দিষ্ট দালান, পূজামণ্ডপ। **ঠাকুরপো** — স্বামীর ছোট ভাই, দেবর। **ঠাকুরবাড়ি** — মন্দির, দেবালয়। **ঠাকুরমা** — বাবার মা, পিতামহী।

ঠাকুরানী — দেবী। গুরুপত্নী। ব্রাহ্মণী দেবীতুল্যা স্ত্রীলোক। [ঃ মাতা 'ঠাকুরানী'।]

ঠাকুরালি — ঠাট্টাতামাসা, ছলনা। দেবত্ব

ঠাট — ছলাকলা, ভাবভঙ্গী, ঢং। বাহিরের চাল-চলন। কাঠামো। রীতি, ঢং সঙ্গীতের রীতি বা ঢং।

ঠাট — সৈন্যদল। সৈন্য শিবির। লোক শ্রেণী। আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশ।

ঠাট্টা — পরিহাস, বিদ্রূপ। কৌতুক, রঙ্গ

ঠাণ্ডা — ণ. শীতল, স্নিগ্ধ। [ঃ 'ঠাণ্ডা' জল।] শান্ত। [ঃ 'ঠাণ্ডা' মেজাজ বি. শীত। [ঃ 'ঠাণ্ডা' পড়া।]

ঠান — ঠাকুরানী। [ঃ বউ-'ঠান'।] **ঠানদি, ঠানদিদি** — ঠাকুমা। ঠাকুমার বয়সী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক।

ঠাম — গড়ন, মূর্তি। [ঃ বঙ্কিম 'ঠাম'। ঢং, ভঙ্গি। স্থান, ঠাঁই। [সং. ঠামন্।

ঠায় — একজায়গায়। একটানাভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে। [ঃ 'ঠায়' বসে থাকা। [সং. স্থির।]

ঠার — ইশারা, ইঙ্গিত। [ঃ চোখে 'ঠারে'।] **ঠারা** — ক্রি. ইশারার ভঙ্গীতে নাড়া। [ঃ চোখ 'ঠারা'।] **ঠারাঠারি** — পরস্পর ইশারা করা। [ঃ চোখ 'ঠারা ঠারি'।] **ঠারেঠোরে**—ইঙ্গিতে, ইশারায়

ঠাস্ — সজোরে চড় মারিবার বা ঐরূপ শব্দসূচক অনুকার।

ঠাস — ঘন, খাপী। [ঃ 'ঠাস' বুনন।

ঠাসা — ক্রি. গাদা, সম্ভবমতো ভরিয়া দেওয়া। [ঃ 'ঠেসে' ভর্তি করা।] চাপ থাসা। [ঃ ময়দা 'ঠাসা'।] **ঠাসাঠাসি** — অল্প জায়গায় অনেক জিনিস থাক গাদাগাদি। ণ. ঐভাবে আছে এমন

ঠাহর — ('ঠাওর' দেখ।) **ঠাহরানো** ('ঠাওরানো' দেখ।)

ঠিক — ণ. নির্ভুল, যথার্থ। ন্যায্য, উচিত

উপযুক্ত। কম বা বেশী নয় এমন। [ঃ 'ঠিক' পাঁচজন।] ত্রুটিহীন। প্রস্তুত, সজ্জিত। [ঃ 'ঠিক' হয়ে নাও।] সারানো হইয়াছে এমন। [ঃ ঘড়ি 'ঠিক' করা।] সংশোধিত। শাস্তি দিয়া শুধরানো হইয়াছে এমন। বি. যোগ। [ঃ 'ঠিক' দেওয়া।] নির্ধারণ, নিরূপণ, হদিশ। [ঃ 'ঠিক' পাওয়া।] স্থিরতা। [ঃ কথার 'ঠিক' নাই।] ক্রি.-ণ. নিশ্চিতভাবে, নিশ্চয়। [ঃ 'ঠিক' আসবে।] **ঠিকঠাক** — পাকাপাকিভাবে স্থির বা নির্দিষ্ট। আয়োজিত, প্রস্তুত। [ঃ সব 'ঠিকঠাক'।] **ঠিকঠিকানা** — স্থিরতা, নিশ্চয়তা।

ঠিকরা, ঠিকরে — ছোট ঢিল। [ঃ তামাকের কলিকার 'ঠিকরা'।]

ঠিকরানো — ক্রি. ছিটকাইয়া পড়া। বিকীর্ণ বা বিচ্ছুরিত হওয়া। [ঃ আলো 'ঠিক-রানো'।] ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

ঠিকা — ণ. অল্প সময় বা অল্প দিনের জন্য নিযুক্ত। [ঃ 'ঠিকা' প্রজা।] বি. কাজ করিয়া দেওয়ার চুক্তি। [ঃ 'ঠিকায়' কাজ করা।] **ঠিকাদার** — চুক্তি করিয়া কাজ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব লয় এমন ব্যক্তি। **ঠিকাদারি** — ঠিকাদারের কাজ। ণ. **ঠিকাদারী** — ঠিকাদার সংক্রান্ত।

ঠিকানা — থাকিবার নির্দিষ্ট স্থানের বিবরণ। [ঃ 'ঠিকানা' লেখা।] খোঁজ, সন্ধান, পাত্তা। স্থিরতা।

ঠিকুজি — জন্মপত্রিকা, সংক্ষিপ্ত কোষ্ঠী।

ঠুং — ঘণ্টা ইত্যাদির মৃদু মিহি আওয়াজ-সূচক অনুকার। **ঠুং-ঠাং, ঠুং-ঠুং** — ক্রমাগত বা বার বার ঠুং শব্দ।

ঠুংরি — একধরনের গান। [হি. ঠুম্‌রি।]

ঠুক্ — কিছু পড়িবার বা পুঁতিবার মৃদু শব্দ। **ঠুকঠুক** — বৃদ্ধাদির দ্রুত-গমনশক্তি-হীনতাসূচক অনুকার। [ঃ ক'রে চলা।]

ঠুকরানো — ক্রি. ঠোঁট দিয়া আঘাত করা। অস্ত্র দিয়া মৃদু আঘাত করা। ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।

ঠুকা — ক্রি. ঢুকাইবার কাটিবার বা ভাঙিবার জন্য আঘাত করা। [ঃ পেরেক 'ঠুকা'।] ঠক ঠক শব্দ করিয়া আঘাত করা। [ঃ লাঠি 'ঠুকা'।] আঘাত দেওয়া বা শব্দ করা। [ঃ তাল 'ঠুকা'।] কাহাকেও তিরস্কার করা। [ঃ খুব 'ঠুকেছে'।]

ঠুঙি, ঠুঙ্গি — ছোট ঠোঙা।

ঠুঁটা, ঠুঁটো — নুলো, হাত-কাটা। [ঃ 'ঠুঁটো' জগন্নাথ।]

ঠুন্ — ('ঠুং' দেখ।)

ঠুনকা, ঠুনকো — ণ. সহজে ভাঙে এমন, ভঙ্গুর। [ঃ 'ঠুনকো' কাচ।] বি. প্রসূতির স্তনের একরকম রোগ।

ঠুমকি — নাচের একরকম ভঙ্গী।

ঠুমরি — ('ঠুংরি' দেখ।)

ঠুলি — চোখের ঢাকনি। খাপ।

ঠুস্ — ঠাস্ অপেক্ষা লঘুতর শব্দসূচক অনুকার। **ঠুসঠাস** — ঠুস্ ও ঠাস্ শব্দ।

ঠুসা — ক্রি. যথাসম্ভব ভরা, ঠাসা। [ঃ 'ঠুসে' খাওয়া।] অত্যধিক খাওয়া, মারা বা গালি দেওয়া। [ঃ আজ খুব 'ঠুসেছে'।]

ঠেক, ঠেকনা, ঠেকা — ঠেলিয়া রাখিবার উপযোগী কিছু জিনিস, ঠেস।

ঠেকা — ক্রি. সংকোচ বোধ করা, বাধা। [ঃ যেতে 'ঠেকছে'।] আটকানো। [ঃ গলায় 'ঠেকেছে'।] লাগা, ছোঁয়া। [ঃ পা 'ঠেকছে'।] বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। [ঃ চরে নৌকো 'ঠেকেছে'।] দায়ে বা বিপদে পড়া। [ঃ 'ঠেকে' শিখেছি।] ণ. স্পৃষ্ট, ঠেকিয়াছে এমন। বি. দায়, বিপদ। [ঃ 'ঠেকায়' পড়া।] (সঙ্গীতে) সংক্ষেপে তাল বাজাইয়া সঙ্গত। [ঃ 'ঠেকা' দেওয়া।] **ঠেকাঠেকি** — পরস্পর স্পর্শ। [ঃ 'ঠেকা-ঠেকি' হওয়া।]

ঠেকানো — ক্রি. লাগানো, স্পর্শ করানো, ছোঁয়ানো। [ঃ কপালে 'ঠেকানো'।] শেষ সীমায় পেঁছানো। প্রতিরোধ করা, নিবারণ করা, বাধা দেওয়া। [ঃ ঝড় 'ঠেকানো'।] অতিসামান্য পরিমাণে দেওয়া। [ঃ একপয়সাও 'ঠেকাবে' না।]

ঠেকার, ঠ্যাকার — দেমাক, গর্ব, গুমর। ণ. **ঠেকারে, ঠ্যাকারে**—গর্বিত, দাম্ভিক।

ঠেকো — ('ঠেক' দেখ।)

ঠেঙা, ঠেঙ্গা — লাঠি। **ঠেঙাড়ে** — ণ. লাঠি দিয়া ঘা মারে এমন। বি. দস্যু, ডাকাত। **ঠেঙানি** — লাঠির ঘা। প্রহার। **ঠেঙানো** — ক্রি. লাঠি দিয়া মারা। প্রহার করা। বি. ঐ অর্থে।

ঠেঙ্গা, ঠেঙ্গাড়ে, ঠেঙ্গানি, ঠেঙ্গানো — ('ঠেঙা', 'ঠেঙাড়ে', 'ঠেঙানি' ও 'ঠেঙানো' দেখ।)

ঠেটা ঠেঁটা — ধৃষ্ট। বেহায়া। অবাধ্য। স্ত্রী. **ঠেঁটী** — বদমেজাজী। কর্কশ-ভাষিণী। **ঠেটামি, ঠেঁটামি** — বেহায়া-পনা, অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা।

ঠেঁটি — পাড়হীন ছোট কাপড়।

ঠেলা — ক্রি. আগাইবার বা সরাইবার জন্য ধাক্কা দেওয়া। [ঃ গাড়ি 'ঠেলা'।] লঙ্ঘন করা, না মানা। [ঃ কথা 'ঠেলা'।] অবজ্ঞা করা। [ঃ পায়ে 'ঠেলা'।] অবজ্ঞার সহিত করা। [ঃ বেগার 'ঠেলা'।] বি. ধাক্কা, গুঁতো। [ঃ 'ঠেলা' দেওয়া।] বিপদ, সংকট। [ঃ 'ঠেলা' সামলানো।] ধমক, গুঁতো। [ঃ উপর-ওয়ালার 'ঠেলা'।] ণ. ঠেলার দ্বারা চলে এমন। [ঃ 'ঠেলা' গাড়ি।] **ঠেলাঠেলি** — পরস্পরকে ঠেলা।

ঠেস — হেলান। [ঃ 'ঠেস' দিয়া বসা।] যাহাতে হেলান দেওয়া হয়। [ঃ চেয়ারের 'ঠেস'।] ঠেকো, ঠেকনা। বিদ্রূপ, শ্লেষ। [ঃ 'ঠেস' দিয়ে বলা।] **ঠেসা** — ক্রি. হেলান দেওয়া। ঘেঁষা। [ঃ দেওয়ালে 'ঠেসা'।] **ঠেসাঠেসি** — ণ. গায়ে গা ঠেকে এমন। বি. ঐরূপ অবস্থা। গাদাগাদি। **ঠেসান** — হেলান। **ঠেসানো** — ক্রি. হেলানো। [ঃ দেওয়ালে 'ঠেসিয়ে' রাখা।]

ঠোকন — প্রহার, আঘাত। তিরস্কার।

ঠোকর — পাখির ঠোঁট বা ছোট অস্ত্রের আঘাত। রূঢ় মন্তব্য।

ঠোকরানো — ('ঠুকরানো' দেখ।)

ঠোকা — ('ঠুকা' দেখ।) বি. ধাক্কা। তিরস্কার। [ঃ যা 'ঠোকা' ঠুকেছে!] **ঠোকাঠুকি** — পরস্পর ধাক্কা।

ঠোক্কর — ('ঠক্কর' দেখ।)

ঠোঙা, ঠোঙ্গা — পাতা বা কাগজের তৈয়ারী পাত্র।

ঠোঁট — ওষ্ঠ। চঞ্চু। **ঠোঁট উল্টানো** — অবজ্ঞা প্রকাশ করা, তুচ্ছ করা। ণ **ঠোঁটকাটা** — যাহার কিছু বলিতে সংকোচ বা লজ্জাবোধ হয় না এমন। **ঠোঁট ফুলানো** — কান্নার উপক্রম করা। অভিমান প্রকাশ করা।

ঠোনা — গালে আঙুলের আঘাত। [ঃ 'ঠোনা' মারা।]

ঠোস — ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠা, স্ফীতি। [ঃ পেট 'ঠোস' মারা।] ফোসকা।

ঠ্যাং, ঠ্যাঙ — পা। [সং. টঙ্গ।]

ঠ্যাকার — ('ঠেকার' দেখ।)

ঠ্যাঙা, ঠ্যাঙ্গা — ('ঠেঙা' দেখ।)

ঠ্যাঙাড়ে, ঠ্যাঙ্গাড়ে — ('ঠেঙাড়ে' দেখ।)

ঠ্যাঙানি, ঠ্যাঙ্গানি — ('ঠেঙানি' দেখ।)

ঠ্যাঁটা — ('ঠেঁটা' দেখ।)

ডক — যেখানে জাহাজের নির্মাণ বা মেরামত হয়। জাহাজে মাল তোলা-নামানোর স্থান। [ই. dock.]

ডক্টর — ডাক্তার। শিল্প-সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপাধি। [ই. doctor.] **ডক্টরেট** — ডক্টর উপাধি। [ঃ 'ডক্টরেট' পাওয়া।] [ই. doctorate.]

ডগ — আগা, শীর্ষদেশ।

ডগডগ — গাঢ় ও উজ্জ্বল ভাব সূচক অনুকার। ণ. **ডগডগে** — খুব গাঢ় ও উজ্জ্বল (লাল)।

ডগমগ — মগ্ন, বিভোর, আবিষ্ট।

ডগা — আগা, শীর্ষদেশ। [ঃ গাছের 'ডগা'।] প্রান্তভাগ, শেষ অংশ। [ঃ আঙুলের 'ডগা'।]

ডঙ্ক — (প্রাচীন কবিতায়) দংশন। [ঃ "খুল্লনাকে হৈল সাপ 'ডঙ্ক'।"] (প্রাচীন কবিতায়) সাপুড়ে।

ডঙ্কা — জয়ঢাক, দুন্দুভি। **ডঙ্কা মারা** — প্রকাশ্যে দম্ভ প্রকাশ করা।

ডজন — একত্র বারোটি। [ঃ এক 'ডজন' পেনসিল।] [ই. dozen.]

ডন — ব্যায়ামের একরকম ভঙ্গী। [সং. দণ্ড।] **ডন ফেলা** — ডন নামক ব্যায়াম করা।

ডবকা — নবযৌবনপ্রাপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট। [ঃ 'ডবকা' ছুঁড়ী; ঃ 'ডবকা' ছেলে।]

ডবডব — (চোখের) সজল ও বিস্ফারিত ভাব সূচক অনুকার। ণ. **ডবডবে** — ডবডব করে এমন, সজল ও বিস্ফারিত (চোখ)।

ডবল — দ্বিগুণ। [ই. double.]

ডমরু — একরকম বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি। [সং.] ণ. **ডমরুমধ্য** — ডমরুর মতো যাহার মধ্যদেশ বা কটি সরু। স্ত্রী. — **ডমরুমধ্যা।**

ডম্বর — আড়ম্বর, সমারোহ। [ঃ মেঘ-'ডম্বরে'।]

ডম্বরু — ('ডমরু' দেখ।)

ডর — ভয়, আতঙ্কবোধ। **ডরা** — ক্রি. (প্রায় কবিতায়) ভয় করা। [ঃ 'ডরিব' না।] **ডরানো** — ক্রি. ভয় করা। [ঃ 'ডরাই' না।]

ডলন — মর্দন, টেপা, থাসা। **ডলা** — ক্রি. মর্দন করা, টেপা, থাসা। ণ. থাসা হইয়াছে এমন, মর্দিত। বি. থাসা, মর্দন। **ডলানো** — ক্রি. মর্দন করানো, টেপানো। ণ. অপরের দ্বারা থাসা বা মর্দিত হইয়াছে এমন। বি. অপরের দ্বারা থাসা বা মর্দন।

ডহর — ণ. গভীর। [ঃ 'ডহর' পানি।] বি. গভীর স্থান, গহ্বর। দহ। নিম্ন-ভূমি।

ডহরা — বি. (প্রাচীন কবিতায়) নৌকার খোল। ণ. গভীর, নিচু। [ঃ 'ডহরা' জমি।]

ডাঁই — স্তূপ, রাশি।

ডাইন — ণ. দক্ষিণ, ডান। বামের বিপরীত। [ঃ 'ডাইন' হাত।] বি. ডান দিক। [ঃ 'ডাইনে' বামে।] [সং. দক্ষিণ।]

ডাইন, ডাইনী — মায়াবিনী, ডাকিনী, জাদুকরী। [সং. ডাকিনী।] **ডাইনী-পনা** — ডাইনীর মতো কাজ বা আচরণ, নারীর হৃদয়হীনতা।

ডাইল — দাল। [সং. দ্বিদল।]

ডাইস — স্যাঁকরার ছাঁচ। পাশা খেলা, জুয়া খেলা। [ই. dice.]

ডাং — ছোট লাঠি, দণ্ড। খেলিবার ডাণ্ডা। [সং. দণ্ড।] **ডাংগুলি** — একরকম খেলা যাহাতে ডাং-এর সাহায্যে কাঠের ছোট একটি টুকরাকে ছুঁড়িয়া দিতে হয়, গুলিডাণ্ডা।

ডাক — আহ্বান। সম্বোধন। জীবজন্তুর শব্দ। [ঃ বাঘের 'ডাক'।] গর্জন। [ঃ মেঘের 'ডাক'।] খ্যাতি [ঃ নাম-'ডাক'।] ণ. যাহার দ্বারা ডাকা বা

সম্বোধন করা হয়। [ঃ 'ডাক' নাম বাবলু।] **ডাক ছাড়া** — চিৎকার করা। **ডাক দেওয়া** — জোর গলায় ডাকা। **ডাক পাড়া** — হাঁক দেওয়া, চিৎকার করিয়া ডাকা।

ডাক — পত্রাদি আদানপ্রদানের সরকারী ব্যবস্থা। ঐরূপ সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে আসে বা যায় এমন চিঠিপত্র। [ঃ সকালের 'ডাক'।] [হি. ডাক্।] **ডাকখানা** — ('ডাকঘর' দেখ।) **ডাকগাড়ি, ডাকগাড়ী** — যে গাড়িতে ডাক বা চিঠিপত্র প্রেরিত হয়, 'মেল গাড়ি'। **ডাকঘর** — চিঠিপত্র ইত্যাদি আদানপ্রদানের সরকারী অফিস, 'পোস্ট অফিস'। **ডাকপিওন** — যে ব্যক্তি ডাকঘর হইতে চিঠিপত্রাদি বাড়ি বাড়ি পোঁছাইয়া দেয়। **ডাকবাংলা, ডাকবাংলো** — সরকারী কর্মচারী ইত্যাদির জন্য পান্থশালা। **ডাকবিভাগ** — চিঠিপত্রাদি প্রেরণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করে এমন সরকারী বিভাগ। **ডাকমাসুল** — ডাকে চিঠিপত্র টাকা মাল ইত্যাদি পাঠাইবার জন্য টিকিটের দাম বা ডাকঘরকে দেয় অর্থ। **ডাকহরকরা** — ডাকবাহক, যে চিঠিপত্রাদি এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকঘরে লইয়া যায়, 'রানার'।

ডাক — পিশাচ। সিদ্ধপুরুষ। স্ত্রী. — **ডাকিনী**।

ডাক — একরকম জলচর পাখি, ডাহুক।

ডাক — প্রতিমা সাজাইবার জন্য সোলা রাংতা জরি ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী সজ্জা।

ডাকসাইটে — বিখ্যাত, নামজাদা। [সং. ডাকসিদ্ধ।]

ডাকা — ক্রি. আহবান করা, সম্বোধন করা। (পশু পক্ষী ইত্যাদি) শব্দ করা, গর্জন করা। [ঃ পাখী 'ডাকা'।] ভয়ংকর শব্দ করা। [ঃ মেঘ 'ডাকা'; ঃ বান 'ডাকা'।] হাঁকিয়া বলা। [ঃ নিলাম 'ডাকা'।] **ডাকিয়া পাঠানো** — লোক পাঠাইয়া আসিবার জন্য বলা। **ডাকাডাকি** — বার বার আহবান, চেঁচামেচি করিয়া আহবান।

ডাকাত — যে বলপূর্বক অপহরণ করে, দস্যু। **ডাকাত পড়া** — ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করা। **ডাকাতি** — ডাকাতের কাজ, দস্যুতা। [ঃ 'ডাকাতি' হওয়া।] ণ. **ডাকাতী** — ডাকাত বা ডাকাতি সংক্রান্ত। [ঃ 'ডাকাতী' মামলা।]

ডাকানো — ক্রি. ডাকিয়া আনা, অপরের দ্বারা ডাকা।

ডাকিনী — ডাইনী। পিশাচী। সিদ্ধ নারী।

ডাকু — বি. ডাকাত, দস্যু। ণ. ডাকাতের মতো দুরন্ত বা দুঃসাহসী [ঃ 'ডাকু' ছেলে।]

ডাক্তার — চিকিৎসক। [ই. doctor. **ডাক্তারখানা** — চিকিৎসালয়, ঔষধালয় **ডাক্তারি** — ডাক্তারের কাজ বা পেশা চিকিৎসাবিদ্যা। [ঃ 'ডাক্তারি' পড়া। ণ. **ডাক্তারী** — ডাক্তার সংক্রান্ত ব ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত। [ঃ 'ডাক্তারী' চিকিৎসা।] (তুঃ 'কবিরাজী'।)

ডাগর — বড়। [ঃ মেয়ে 'ডাগর' হও ঃ 'ডাগর' চোখ।] **ডাগর-ডোগর** — বড়, বয়ঃপ্রাপ্ত।

ডাঙশ, ডাংগশ — হাতী চালাইবার জন্য ডান্ডা, অঙ্কুশ। [সং. দন্ডাঙ্কুশ।]

ডাঙা, ডাংগা — বি. স্থল, উচ্চভূমি। [' জলে কুমির, 'ডাঙায়' বাঘ।] অণু [ঃ ফরাস-'ডাঙা'।] ণ. উঁচু (জমি)।

ডাঁট — বাঁট, হাতল। দম্ভ। [ঃ 'ডাঁট' দেখানো।] [সং. দন্ড।]

ডাঁটা — সরু ডাল। [ঃ কুমড়োর 'ডাঁটা'।] সরু ডালের মতো দেখায় এমন ফল।

[ঃ সজনে 'ডাঁটা'।] ফুলের দীর্ঘ মোটা বৃন্ত। [ঃ শালুকের 'ডাঁটা'।]

ডাঁটি — ছোট হাতল বা সরু প্রান্ত ভাগ।

ডাঁটো — অপক্ক, শক্ত। [ঃ 'ডাঁটো' ফল।] অপরিণত। [ঃ 'ডাঁটো' বয়স।] শক্ত ও সমর্থ। [ঃ 'ডাঁটো' লোক।]

ডাণ্ডা — লাঠি, দণ্ড। [সং. দণ্ড।]

ডান — ডাইনী। [ঃ 'ডানে' পাওয়া।]

ডান — দক্ষিণ, ডাইন। [ঃ 'ডান' হাত।]

ডানকুনি — একরকম মাছ। একরকম শাক।

ডানপিটে — দুরন্ত, গোঁয়ার, দুঃসাহসী।

ডানা — পাখীর বা মাছের পাখা। ণ. **ডানাকাটা** — যাহার পাখা কাটা হইয়াছে এমন। **ডানাকাটা পরী** — (ব্যঙ্গার্থে) পরীর মতো সুন্দরী।

ডাব — কাঁচা নারিকেল।

ডাবর — বড় বাটি বা পাত্র। [ঃ পানের 'ডাবর'।] গামলা।

ডাবা — বি. ডাবর। টব। ণ. থেলো, বড়-খোলবিশিষ্ট (হুঁকা)।

ডামাডোল — গণ্ডগোল, কোলাহল। বিশৃঙ্খলা।

ডাম্বেল — ব্যায়াম করিবার উপযোগী একরকম লৌহদণ্ড। [ই. dumb-bell.] **ডাম্বেল ভাঁজা** — ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম বা কসরত করা।

ডায়নামো — বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র। [ই. dynamo.]

ডায়মন — হীরার মতো পল-তোলা নকশা। [ই. diamond.] **ডায়মন-কাটা** — হীরার মতো পল-তোলা নকশা আছে এমন।

ডায়ারি, ডায়েরি — দিনপঞ্জী, রোজনামচা। [ই. diary.]

ডাল — শাখা, প্রশাখা। [ঃ গাছের 'ডাল'।] **ডালপালা** — একত্র ডাল ছোট ডাল ও পাতা।

ডাল — দাল, মুগ কলাই মসুর ইত্যাদি।

ডালকুত্তা — একরকম শিকারী কুকুর।

ডালনা — একরকম ব্যঞ্জন।

ডালা — বাঁশ বেত ইত্যাদির চাঁচাড়ি দিয়া তৈয়ারী থালা বা বাটির মতো পাত্র। বাক্স ইত্যাদির উপরের অংশ বা ঢাকনি। [ঃ সিন্দুকের 'ডালা'।] **ডালি** — ছোট ডালা। ভেট, উপঢৌকন।

ডালিম — একরকম গাছ ও ফল, দাড়িম্ব।

ডাঁশ — একরকম বড় মাছি যাহা কামড়ায়। [সং. দংশ।]

ডাঁশা — আধপাকা। [ঃ 'ডাঁশা' পেয়ারা।]

ডাহা — (নিন্দার্থে) সম্পূর্ণ, অবিমিশ্র। [ঃ 'ডাহা' মিথ্যা।]

ডাহিন — ণ. দক্ষিণ, বামের বিপরীত। বি. ডান দিক। [ঃ 'ডাহিনে' ও বামে।]

ডাহুক — একরকম জলচর পাখি, ডাক। স্ত্রী. — **ডাহুকী**। [সং.]

ডিক্টেটর — যে এক ব্যক্তির হুকুম মতো রাষ্ট্র ইত্যাদি শাসিত বা পরিচালিত হয়, একনায়ক। [ই. dictator.] **ডিক্টেটরি** — ডিক্টেটরের অবস্থা কাজ বা পদ। **ডিক্টেটরী** — ডিক্টেটর সংক্রান্ত। ডিক্টেটরের মতো। [ঃ 'ডিক্টেটরী' মেজাজ।]

ডিক্রি, ডিক্রী — আদালতের হুকুম বা রায়। স্বপক্ষে আদালতের রায়। [ঃ 'ডিক্রী' পাওয়া।] [ই. decree.] **ডিক্রিদার, ডিক্রীদার** — যাহার স্বপক্ষে ডিক্রী

ডিগডিগ — অত্যন্ত কৃশতা সূচক অনুকার। ণ. **ডিগডিগে** — অত্যন্ত রোগা। [ঃ 'ডিগডিগে' চেহারা।]

ডিগবাজি — মাথা নিচু করিয়া শরীর উলটাইবার কসরত। স্বীয় আদর্শ বা মতবাদ হইতে বিচ্যুতি। [ঃ 'ডিগবাজি'

খাওয়া।]

ডিগ্রি, ডিগ্রী — অংশ মাত্রা তাপ ইত্যাদির পরিমাণ। [ঃ এক শত চার 'ডিগ্রী' জ্বর।] স্থানের কৌণিক পরিমাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধি। [ই. degree.] **ডিগ্রিধারী** — (নিন্দার্থে) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত।

ডিঙা, ডিঙ্গা — একরকম নৌকা।

ডিঙানো, ডিঙ্গানো — ক্রি. লাফ দিয়া পার হওয়া। বি. লাফ দিয়া অন্য পারে গমন, উল্লম্ফন।

ডিঙি, ডিঙ্গি — ছোট নৌকা।

ডিজাইন — ছবি ইত্যাদির খসড়া বা পরিকল্পনা। মতলব। [ই. design.]

ডিটেক্‌টিভ — গোয়েন্দা, গুপ্তচর। [ই. detective.]

ডিণ্ডিম — একরকম প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

ডিনামাইট — একরকম ভয়ংকর বিস্ফোরক, 'নাইট্রো-গ্লিসারিন'। [ই. dynamite.]

ডিনার — ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভোজ। দিনের প্রধান আহার। [ই. dinner.]

ডিপজিট — ব্যাংক ইত্যাদিতে গচ্ছিত রাখা টাকাপয়সা অলংকার ইত্যাদি, আমানত। [ঃ 'ডিপজিট' রাখা।] [ই. deposit.]

ডিপো — আড়ত, মালপত্র রাখিবার স্থান। [ঃ তেলের 'ডিপো'।] [ই. depot.]

ডিবা, ডিবে — কৌটা, বাটা। কেরোসিনের ছোট দীপ, টেমি। [তেলুগু ডব্বি।]

ডিবেঞ্চার — ঋণপত্র। [ই. debenture.]

ডিব্বা — রেলগাড়ি ইত্যাদির কামরা।

ডিভিজন — প্রদেশের অন্তর্গত বিভাগ। [ঃ বর্ধমান 'ডিভিজন'।] সৈন্যদের একটি বিশেষসংখ্যক দল। [ঃ পাঁচ 'ডিভিজন' সৈন্য।] বিভাগ, শ্রেণী। [ই. division.]

ডিম — আণ্ডা, ডিম্ব। [সং. ডিম্ব।] **ঘোড়ার ডিম** — কিছুই না। [ঃ হবে 'ঘোড়ার ডিম'।]

ডিমাই — দৈর্ঘ্যে বাইশ ইঞ্চি ও প্রস্থে আঠারো ইঞ্চি মাপের কাগজ। [ই. demy.]

ডিমারেজ — নির্দিষ্ট সময়ে মাল খালাস না করার জন্য দেয় ক্ষতিপূরণ। [ই. demurrage.]

ডিমিডিমি — ডমরু ইত্যাদির শব্দ সূচক অনুকার।

ডিম্ব — ডিম, অণ্ড। [সং.] **ডিম্বজ** — ডিম্ব হইতে জাত, অণ্ডজ। **ডিম্বাণু**—ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থ কোষ যাহা ভ্রূণে পরিণত হয়, ovum. **ডিম্বাশয়** — স্ত্রীজাতীয় জীবের দেহস্থ অংশ যেখানে ডিম্বাণু থাকে, ovary.

ডিশ — চীনামাটি ইত্যাদির রেকাবি, পিরিচ, প্লেট। খাদ্য। [ঃ বিলাতী 'ডিশ'।] [ই. dish.]

ডিসমিস — বাতিল, খারিজ। পদচ্যুত, বরখাস্ত। [ঃ 'ডিসমিস' করা।] [ই. dismiss.]

ডিসেম্বর — ইংরেজী সনের শেষ মাস। [ই. December.]

ডিস্ট্রিক্ট — জেলা। [ই. district.] **ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড** — জেলার পথঘাট স্বাস্থ্য ইত্যাদির তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান, জেলা বোর্ড।

ডিহি — কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি, চাকলা। [ফা. দেহ্।] **ডিহিদার** — (মুসলমান আমলের) কতিপয় গ্রামের কর্তা বা মালিক।

ডীন — উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। উচ্চপদস্থ অধ্যাপক। [ই. dean.]

ডুকরানো — ক্রি. ফোঁপাইয়া কাঁদা।

ডুগডুগি — ডমরু।

ডুগি — তবলার সহিত বাজাইতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্র, বাঁয়া। [ঃ 'ডুগি'-তবলা।]
ডুণ্ডুভ — ঢোঁড়া সাপ। [সং.]
ডুব — বি. অবগাহন, নিমজ্জন। ণ. ডুবিবার উপযোগী গভীর। [ঃ 'ডুব'-জল।] ডুবন্ত অবস্থায় কৃত। [ঃ 'ডুব' সাঁতার।] **ডুব মারা** — কিছুদিন আত্মগোপন করা। **ডুবন** — নিমজ্জন, ডোবা। ণ. **ডুবন্ত** — ডুবিতেছে এমন। [ঃ 'ডুবন্ত' জাহাজ।] অস্তমান। [ঃ 'ডুবন্ত' সূর্য।]
ডুবা — ক্রি. জলে বা তরল পদার্থে নিমজ্জিত হওয়া। অস্ত যাওয়া। [ঃ সূর্য 'ডুবা'।] জর্জরিত হওয়া। [ঃ ঋণে 'ডুবা'।] নষ্ট হওয়া। [ঃ কারবার 'ডুবা'।] সর্বস্বান্ত হওয়া। [ঃ 'ডুবতে' বসা।]
ডুবানো — ক্রি. নিমজ্জিত করা। প্লাবিত করা। বিনষ্ট বা সর্বস্বান্ত করা। [ঃ আমাকে 'ডুবালে'।] পণ্ড করা। [ঃ তুমিই 'ডুবালে'।]
ডুবারী — ('ডুবুরী' দেখ।)
ডুবি — আকস্মিকভাবে বিপন্ন অবস্থায় নৌকাদির নিমজ্জন। [ঃ 'নৌকাডুবি'।]
ডুবুডুবু — প্রায় ডুবিয়াছে এমন। প্রায় অস্তমিত।
ডুবুরী — ডুব দিয়া সমুদ্র ইত্যাদির তল হইতে নিমগ্ন বস্তু তোলা যাহার পেশা এমন ব্যক্তি।
ডুবো — ডুবিয়া থাকে বা ডুবিয়া চলে এমন। [ঃ 'ডুবো' জাহাজ।]
ডুমা — ডেলার মতো মোটা টুকরা।
ডুমুর — একরকম গাছ ও তাহার ফল, উড়ুম্বর। [সং. উড়ুম্বর।] **ডুমুরের ফুল** — যাহাকে সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না এমন ব্যক্তি বা বস্তু।
ডুরি — সরু দড়ি বা সুতো। [সং. ডোর।]
ডুরে — ডোরা-কাটা। [ঃ 'ডুরে' শাড়ি।]
ডুলি — পালকি জাতীয় একরকম যান, দোলা। [সং. দোলী।]
ডুশ — রোগীকে মলত্যাগ করাইবার জন্য একরকম যন্ত্র। [ই. douche.]
ডেক — বড় রন্ধনপাত্র। [ফা. দেখ্।]
ডেক — জাহাজের পাটাতন। [ই. deck.] **ডেক চেয়ার** — হেলান দিয়া বসিবার উপযোগী একরকম বড় চেয়ার।
ডেকচি — ছোট ডেক বা রন্ধনপাত্র।
ডেকরা, ড্যাকরা — দুষ্ট ও অশিষ্ট ব্যক্তি। [সং. ডিঙ্গর।] স্ত্রী. — **ডেকরী**।
ডেঙ্গু — একরকম জ্বর যাহাতে গায়ে খুব বেদনা হয়।
ডেঙো, ডেঙ্গো — একরকম শাক।
ডেপুটি — বি. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ণ. নিম্নপদস্থ, সহকারী। [ঃ 'ডেপুটি' মিনিস্টার।] [ই. deputy.]
ডেঁপো, ডেঁফো — বকাটে, দুষ্ট, অশিষ্ট। [ঃ 'ডেঁপো' ছেলে।] **ডেঁপোমি ডেঁফোমি** — ডেঁপোর মতো আচরণ বা কথাবার্তা।
ডেমি — আদালতে দরখাস্ত লিখিবার জন্য একধরনের কাগজ। [ই. demy.]
ডেমোক্র্যাট — ডেমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। [ই. democrat.] **ডেমোক্র্যাটিক** — গণতন্ত্রসম্মত, গণতান্ত্রিক। [ই. democratic.] **ডেমোক্র্যাসি** — জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা, গণতন্ত্র। [ই. democracy.]
ডেয়ে, ডেয়ো — একরকম বড় পিঁপড়া।
ডেরা — অস্থায়ী বাসস্থান, বাসা। আড্ডা। [হি.] **ডেরাডাণ্ডা** — বাসা ও তাহার আসবাবপত্র।
ডেলা — দলা, ছোট পিণ্ডাকার জিনিস। রক্ত ইত্যাদির শক্ত জমাট-বাঁধা টুকরা।

ঢিল।

ডোকরা — দুষ্ট, হতভাগ্য, ডেকরা।

ডোকলা — অপবয়্যী।

ডোঙা, ডোঙ্গা — গাছের গুঁড়িতে গর্ত করিয়া তৈয়ারী একরকম সরু লম্বা নৌকা, শালতি। [সং. দ্রোণী।] **ডোঙাকল, ডোঙ্গাকল** — ডোঙা দিয়া জলসেচনের একরকম ব্যবস্থা।

ডোজ — ঔষধের মাত্রা। [ঃ এক 'ডোজ' ঔষধ।] [ই. dose.]

ডোবা — ছোট পুকুর।

ডোবা, ডোবানো — ('ডুবা' ও 'ডুবানো' দেখ।)

ডোম — একটি নিম্নস্তরের হিন্দু জাতি। স্ত্রী. — **ডোমনী।**

ডোর — সুতা, সরু দড়ি। [সং.]

ডোরা — রেখা, লম্বা দাগ বা চিহ্ন। ণ. **ডোরাকাটা** — লম্বা লম্বা রেখা টানা আছে এমন, ডুরে।

ডোল — কুয়া হইতে জল তুলিবার বা ধান ইত্যাদি রাখিবার একরকম পাত্র।

ডোল — ('ডৌল' দেখ।)

ডোল — সাহায্য হিসাবে সরকারী দান। [ঃ 'ডোল' দেওয়া।] [ই. dole.]

ডৌল — গড়ন, আকার। [ঃ মুখের 'ডৌল'।] গড়নের সামঞ্জস্য বা সুষমা। [ঃ চেহারায় 'ডৌল' নেই।] [হি.]

ড্যাকরা — ('ডেকরা' দেখ।)

ড্যাবড্যাব — (চোখের) সজল ও বিস্ফারিত ভাব প্রকাশক অনুকার। ণ. **ড্যাবড্যাবে** — ড্যাবড্যাব করে এমন, সজল ও আয়ত। [ঃ 'ড্যাবড্যাবে' চোখ।]

ড্যামেজ — ক্ষতি। ক্ষতিপূরণ। [ই. damage.]

ড্যাশ — একরকম যতি চিহ্ন, "—"। [ই. dash.]

ড্র — খেলায় দুই বিরোধী দলের সমান সাফল্য। [ই. draw.]

ড্রইং — অঙ্কন, রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন। [ই. drawing.] **ড্রইংরুম** — বৈঠকখানা। [ই. drawing-room.]

ড্রাম — ঔষধ ইত্যাদির ওজনের পরিমাণ, এক আউন্সের ষোল ভাগের এক ভাগ। [ই. dram.]

ড্রাম — ঢাক জাতীয় বাদ্য। টিনের বা লোহার পিপে। [ঃ তেলের 'ড্রাম'।] [ই. drum.]

ড্রিল — নিয়মিত ব্যায়াম। কাওয়াজ। [ই. drill.]

ড্রেন — নর্দমা। মাটির নিচের নর্দমা। [ই. drain.]

ড্রেস — পোশাক। অভিনয়ের জন্য পোশাক। ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া বাঁধা। [ই. dress.] **ড্রেসিং গাউন** — একরকম আলখিল্লা জাতীয় ঢিলা পোশাক।

ঢ

ঢং — ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ। ('ঢঙ' দেখ।)

ঢক, ঢকঢক — জল ইত্যাদি ঢালিবার বা গিলিবার শব্দ সূচক অনুকার। **ঢকাস** — হঠাৎ অনেকখানি জল গিলিয়া ফেলার শব্দ সূচক অনুকার।

ঢক্কা — ঢাক। [সং.]

ঢঙ — গড়ন, ধরন। ভঙ্গী। প্রণালী। ছলনা, কপট ব্যবহার।

ঢনঢন — শূন্য পাত্রে আঘাতের শব্দ। ণ. **ঢনঢনে** — ঢনঢন করে এমন, শূন্যগর্ভ।

ঢপ — আকার, গড়ন। [ঃ 'বেঢপ'।] একরকম কীর্তন গান। **ঢপঢপ** — ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের চামড়া শিথিল বা নরম হইলে যেরূপ শব্দ হয় তাহার অনুকার। [ঃ 'ঢপঢপ' করা।] ণ. **ঢপঢপে** — ঢপঢপ করে

এমন। [ঃ 'ঢপঢপে' আওয়াজ।]

ঢল — ঢালু জায়গা। উচ্চ ভূমি হইতে প্রবাহিত বন্যা। [ঃ 'ঢল' নামা।]

ঢলঢল — সরস লাবণ্য ও তারল্য সূচক অনুকার। ণ. **ঢলঢলে** — ঢলঢল করে এমন। তরল। লাবণ্যময়। শিথিল, ঢিলে।

ঢলা — ক্রি. টলিয়া পড়া। হেলিয়া পড়া। **ঢলাঢলি**—নির্লজ্জ হাসি-ঠাট্টা, ইয়ারকি। কেলেঙ্কারি। **ঢলান** — টলন, স্খলন। কেলেঙ্কারি, নির্লজ্জ কাজ। **ঢলানে** — যে ঢলাঢলি করে। স্ত্রী. — **ঢলানী**। **ঢলানো** — ক্রি. হেলানো, টলানো।

ঢাউস — ('ধাউস' দেখ।)

ঢাক — কাঠের পিপের দুই দিক চামড়া দিয়া আবৃত করা একরকম বাদ্যযন্ত্র। [সং. ঢক্কা।] **ঢাক ঢাক গুড় গুড়** — কলঙ্ক বা লজ্জাজনক ব্যাপার ঢাকিবার চেষ্টা। **ঢাক পেটানো** — (নিন্দার্থে) ঘোষণা করা, প্রচার করা।

ঢাকনা, ঢাকনি — যাহা দ্বারা ঢাকা দেওয়া যায় এমন জিনিস, চাপা, আবরণ।

ঢাকা — ক্রি. আবৃত করা, চাপা দেওয়া। গোপন করা। [ঃ কলঙ্ক 'ঢাকা'।] ণ. আবৃত। গোপন করা হইয়াছে এমন। বি. ঢাকনা, চাপা। [ঃ 'ঢাকা' দেওয়া।]

ঢাকা — পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহর ও একটি জেলা। ণ. **ঢাকাই** — ঢাকা অঞ্চলে প্রস্তুত। [ঃ 'ঢাকাই' মসলিন।]

ঢাকী — যে ঢাক বাজায়।

ঢাল — অস্ত্রাঘাত রোধের জন্য চামড়া ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী শক্ত জিনিস। [ঃ 'ঢাল'-তলোয়ার।]

ঢাল — বি. ঢালু বা গড়ানে ভাব। ণ. ঢালু।

ঢালা — ক্রি. তরল জিনিস বা একসঙ্গে অনেক কঠিন জিনিস প্রবাহিত করা বা ফেলা। [ঃ জল 'ঢালা'; ঃ চাল 'ঢালা'।] তাপের সাহায্যে তরল করা বা গালানো। [ঃ লোহা 'ঢালা'।] ণ. ফেলা বা প্রবাহিত করা হইয়াছে এমন। উত্তাপের সাহায্যে তরল করা হইয়াছে এমন। সুবিস্তৃত। [ঃ 'ঢালা' বিছানা।] অবারিত, দেদার। বি. প্রবাহিত করণ, পাতিত করণ।

ঢালাই — বি. উত্তাপের সাহায্যে তরল করার কাজ। ণ. উত্তাপের সাহায্যে তরল করিয়া ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত। **ঢালাইখানা** — যেখানে ঢালাই করা হয়।

ঢালাও — অবারিত, দেদার। [ঃ 'ঢালাও' হুকুম।] ঢালা, বিস্তৃত। [ঃ 'ঢালাও' বিছানা।]

ঢালাগালা, ঢালাঢালি — বারবার ঢালা।

ঢালী — ঢালধারী।

ঢালু — ক্রমে নিম্নতর হইয়াছে এমন, গড়ানে।

ঢিট — শায়েস্তা, জব্দ। [ঃ মেরে 'ঢিট' করা।]

ঢিঢি — ধিক্কার ও কুখ্যাতির প্রচার। [ঃ 'ঢিঢি' পড়া।] **ঢিঢিকার, ঢিঢিক্কার** — ধিক্কার।

ঢিপ — কিছু পড়িবার বা ঠুকিবার শব্দ সূচক অনুকার। [ঃ 'ঢিপ' ক'রে প্রণাম।] **ঢিপঢিপ** — ক্রমাগত বা বারবার ঢিপ শব্দ, দ্রুত স্পন্দন। [ঃবুক 'ঢিপঢিপ' করা।]

ঢিপি, ঢিবি — উঁচু স্থান, স্তূপ, মাটি ইত্যাদির রাশি।

ঢিমা, ঢিমে — ধীর, মন্থর, বিলম্বিত। [ঃ 'ঢিমা' আঁচ।] **ঢিমে তেতালা** — সংগীতের একরকম তাল।

ঢিল — মাটির ডেলা, ইট ইত্যাদির টুকরা।

ঢিল, ঢিলা, ঢিলে — ণ. আঁট নয় এমন,

আলগা। [ঃ 'ঢিলা' জামা।] শিথিল। [ঃ চামড়া বা রগ 'ঢিলা' হওয়া।] অমনোযোগী, উৎসাহহীন। [ঃ 'ঢিলা' স্বভাব।] বি. শৈথিল্য, অমনোযোগ। [ঃ কাজে 'ঢিল' দেওয়া।] **ঢিলামি, ঢিলেমি** — কাজে শৈথিল্য, অমনোযোগিতা।

ঢু, ঢুঁ — মাথা বা শিং দিয়া আঘাত। [ঃ 'ঢুঁ' মারা; ঃ 'ঢুঁ' দেওয়া।]

ঢুকা — ক্রি. প্রবেশ করা, ভিতরে যাওয়া। [ঃ ঘরে 'ঢুকা'।] দলভুক্ত হওয়া। যোগ দেওয়া। [ঃ কাজে 'ঢুকা'।] ণ. প্রবিষ্ট, ঢুকিয়াছে এমন। **ঢুকানো** — ক্রি. ভিতরে পাঠানো, ভিতরে দেওয়া, প্রবেশ করানো। দলভুক্ত করানো। নিযুক্ত করা, কাজে যোগ দেওয়ানো। ণ. প্রবেশ করানো হইয়াছে এমন।

ঢুঁড়া — ক্রি. খোঁজা সন্ধান করা।

ঢুঢু — কিছুই না। [ঃ কাজের বেলা 'ঢুঢু'।]

ঢুল — ('ঢুলুনি' দেখ।)

ঢুলঢুলে — ('ঢুলুঢুলু' দেখ।)

ঢুলা — ক্রি. তন্দ্রাবেশে মাথা নাড়া। ঝিমানো। তন্দ্রাবেশে চোখ বুজিয়া আসা।

ঢুলী — যে ঢোল বাজায়, ঢোলবাদক।

ঢুলুঢুলু — ঘুমে বা নেশায় শিথিল ও জড়িত (চোখ)। **ঢুলুনি** — তন্দ্রায় বা নেশায় মাথার দোলন ও চোখের নিমীলিত ভাব।

ঢুস্ — শিং ইত্যাদির গুঁতা। সামান্য আঘাত বা বিস্ফোরণের শব্দ। [ঃ 'ঢুস'-ঢাস।]

ঢেউ — তরঙ্গ। **ঢেউ খেলা** — তরঙ্গময় হওয়া। ঢেউয়ের মতো উঁচুনিচু হওয়া। **ঢেউ-খেলানো** — ঢেউয়ের মতো উঁচু-নিচু করিয়া সাজানো। তরঙ্গায়িত। কুঞ্চিত। **ঢেউ তোলা** — তরঙ্গময় করা।

ঢেঁকশাল — ('ঢেঁকিশাল' দেখ।)

ঢেঁকি — ধান ইত্যাদি কুটিবার বা ভানিবার একরকম কাঠের যন্ত্র। **বুদ্ধির ঢেঁকি** — বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। [মুণ্ডারী ডিঙিক।] **ঢেঁকিশাল** — যে ঘরে ঢেঁকি থাকে।

ঢেকুর, ঢেঁকুর — মুখ দিয়া উদরস্থ বায়ুর উদ্‌গার। [ঃ 'ঢেকুর' ওঠা; ঃ 'ঢেকুর' তোলা।]

ঢেঙা, ঢেঙ্গা — লম্বা। [ঃ 'ঢেঙা' লোক।]

ঢেঁটরা — ঢোল জাতীয় একরকম ছোট বাদ্যযন্ত্র। [ঃ 'ঢেঁটরা' পেটা।] ঐরূপ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া ঘোষণা বা প্রচার। [ঃ 'ঢেঁটরা' দেওয়া।]

ঢেঁটা — বেহায়া, নির্লজ্জ ও অবাধ্য। [সং. ধৃষ্ট।]

ঢেঁড়স — একরকম সরু সুচালো আনাজ, ভিণ্ডি।

ঢেঁড়া — ('ঢেঁটরা' দেখ।)

ঢেঁড়ি — কানের একরকম সেকেলে গহনা।

ঢেপসা — শক্তিহীন অথচ মোটা। [ঃ 'ঢেপসা' চেহারা।] **ঢেপসী** — ঢেপসা চেহারা আছে এমন স্ত্রীলোক।

ঢেমন, ঢেমনা — একরকম নির্বিষ সাপ। লম্পট লোক। জারজ, বেজন্মা। **ঢেমনামি** — লাম্পট্য। **ঢেমনী** — অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক।

ঢের — অনেক। প্রচুর।

ঢেরা — পাট বা শণ হইতে দড়ি তৈয়ারি করিবার একরকম কাঠের যন্ত্র। চিহ্ন। **ঢেরা চিহ্ন** — ঢেরার মতো চিহ্ন, ক্রশ, '×'। **ঢেরাসই** — নিরক্ষর ব্যক্তির ঢেরা চিহ্ন দিয়া স্বাক্ষর।

ঢেলা — ঢিল, মাটির ডেলা।

ঢোক, ঢোঁক — যে পরিমাণ তরলদ্রব্য একবারে গেলা যায়। [ঃ এক 'ঢোক

জল।] **ঢোক গেলা** — শূন্য মুখে কিছু গিলিবার ভঙ্গী করা।

ঢোকা — ('ঢুকা' দেখ।) বি. প্রবেশ। যোগদান। ণ. প্রবিষ্ট।

ঢোকানো — ('ঢুকানো' দেখ।) বি. প্রবেশ করানো। কাজে নিযুক্ত বা বহাল করানো। ণ. প্রবেশিত।

ঢোঁড়া — একরকম নির্বিষ সাপ।

ঢোঁড়া — ('ঢুঁড়া' দেখ।)

ঢোল, ঢোলক — কাঠের খোলের দুই দিকে চামড়া দেওয়া একরকম বাদ্যযন্ত্র। স্ফীত, ফোলা। [ঃ পচে' 'ঢোল'।] **ঢোল-শোহরত** — ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা, ঢেঁড়া।

ঢোলা — ঢিলা, আলগা। ফোলা।

ঢোলা — ('ঢুলা' দেখ।)

ঢোসকা — অন্তঃসারশূন্য, ফোঁপরা। [ঃ 'ঢোসকা' চেহারা।]

ঢ্যাঙা, ঢ্যাঙ্গা — ('ঢেঙা' দেখ।)

ঢ্যাঁটরা — ('ঢেঁটরা' দেখ।)

ঢ্যাঁটা — ('ঢেঁটা' দেখ।)

ঢ্যাঁড়স — ('ঢেঁড়স' দেখ।)

ঢ্যাঁড়া — ('ঢেঁড়া' দেখ।)

ঢ্যাপঢেপে — ('ঢপঢপে' দেখ।)

ণ

ণত্ববিধান, ণত্ববিধি — 'ন'-র স্থলে কোথায় ও কখন 'ণ' হইবে তাহার ব্যাকরণগত নিয়ম।

ণিজন্ত — (ব্যাকরণে) অপরের দ্বারা করানো হইয়াছে এই অর্থে ক্রিয়ার রূপ। **ণিজন্তপ্রকরণ** — ণিজন্ত ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা আছে ব্যাকরণের এমন অংশ।

ত

— ('তো' দেখ।) (সংক্ষেপে) তত। ঃ যজন খেয়েছে, 'তজন' মরেছে।]

তই — হাতলহীন অগভীর কড়াই, তাওয়া।

তইখন, তইছন, তইছনে — (প্রাচীন কবিতায়) তখন।

তক — পর্যন্ত। [ঃ কাল 'তক' আসেনি।]

তকতক — পরিচ্ছন্নতাসূচক অনুকার। [ঃ 'তকতক' করা।] ণ. **তকতকে** — পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

তকমা — চাপরাস। মেডেল। [তু. তম্‌গা।]

তকরার — বচসা, তর্ক। [আ.] **তকরারী** — অমীমাংসিত, বিচারাধীন।

তর্কলি — সুতা কাটিবার একরকম যন্ত্র, টাকু। [গুজরাটী।]

তকলিফ — কষ্ট। [আ.]

তক্কে — সতর্ক প্রতীক্ষা। [ঃ 'তক্কে তক্কে' থাকা।]

তক্ত — সিংহাসন। [ফা. তখ্‌ত্‌।] **তক্তাউস** — ময়ূর সিংহাসন। [ফা.-আ. তখ্‌ৎ-ই-তাউস।] **তক্তনামা** — শোভাযাত্রায় মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ। [ফা. তখ্‌ত্‌নুমা।] **তক্তপোশ** — ('তক্তাপোশ' দেখ।)

তক্তা — চেরা চওড়া কাঠ, কাষ্ঠফলক। [ফা. তখ্‌তহ্‌।] **তক্তাপোশ** — বড় চৌকি। [ফা. তখ্‌ৎপোশ।]

তক্তি — ছোট তক্তা। চারকোনা চেপ্টা জিনিস। ঐরূপ আকারের গহনা। [ফা. তখ্‌তী।]

তক্র — ঘোল। [সং.] **তক্রপিণ্ড** — ছানা।

তক্ষক—পুরাণে বর্ণিত সর্পরাজ বাসুকির ভ্রাতা যে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল। একরকম গিরগিটি জাতীয় বিষধর প্রাণী। কাষ্ঠশিল্পী, ছুতার। **তক্ষণ** — ছুতারের কাজ। কাঠ পাথর ইত্যাদি কুঁদিয়া নির্মাণকার্য।

তক্ষণী — ছুতারের কুঁদিবার যন্ত্র।
তক্ষশিলা — পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিখ্যাত প্রাচীন নগর। (শিলা বা পাহাড় কাটিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে এই অর্থ হইতে।)
তখন — সেই সময়ে। [ঃ 'তখন' সন্ধ্যা।] তাই, সুতরাং। [ঃ যখন জিজ্ঞাসা করলে, 'তখন' বলি।] তাহার পর। [ঃ গান শেষ হ'লে 'তখন' সে বলল।] [সং. তৎক্ষণ।] **তখনই, তখনি** — ঠিক সেই সময়ে। [ঃ 'তখনই' বলা উচিত ছিল।] ঠিক অব্যবহিত পরে। [ঃ তুমি গেলে, 'তখনই' সে এল।]
ত-খরচ — আনুষঙ্গিক বাজে খরচ। [আ. তয়্‌ + ফা. খর্চ্‌।]
তথ্‌ত্‌ — ('তক্ত' দেখ।)
তগর — টগর। [সং.]
তঙ্কা — (প্রাচীন ব্যবহার) টাকা, টঙ্কা। [ঃ 'তঙ্কা' প্রতি অষ্ট গণ্ডা।] [সং.]
তছনছ — বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট। [ঃ জিনিস-পত্র 'তছনছ' করা।] [ফা. তস্‌নস্‌।]
তছরুপ — অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করণ, চুরি। [ঃ তহবিল 'তছরুপ'।] [আ. তসর্‌রুফ্‌।]
তচ্ছু — (প্রাচীন কবিতায়) তাহার, তাঁহার। [সং. তস্য।]
তজ্জনিত — তাহার ফলে জাত, তাহা হইতে উৎপাদিত। [ঃ 'তজ্জনিত' বেদনা।]
তজ্জন্য — সেই কারণে, সেইজন্য।
তজ্জাত — তাহা হইতে উৎপন্ন।
তঞ্চক — প. প্রতারক, যে ঠকায়। বি. প্রতারণা, প্রবঞ্চনা। **তঞ্চকতা** — প্রতারণা, প্রবঞ্চনা। [সং.]
তঞ্চন — (রসায়নে) তরল পদার্থের পিণ্ডাকারে পরিণতি, clotting, coagulation.

তট — তীর, কূল। [ঃ নদী-'তট'।] স্থান। [ঃ কটি-'তট'।] সানুদেশ। [ঃ গিরি-'তট'।] [সং.] **তটস্থ** — তীরে অবস্থিত, তীরবর্তী। উদাসীন, নির্লিপ্ত। [ঃ "'তটস্থ' হইয়া হৃদে বিচার যদি করি।"]
তটস্থ — ভীত, শশব্যস্ত। [সং. ত্রস্ত।]
তটিনী — নদী।
তড় — (প্রাচীন কবিতায়) তট। স্থল। ত্বরা।
তড়কা—শিশুদের একরকম খিঁচুনি রোগ।
তড়পানি — আস্ফালন, ক্রোধ ও অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ। **তড়পানো** — ক্রি. আস্ফালন করা, ক্রোধ অস্থিরতা ব অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করা।
তড়বড় — অতিরিক্ত ব্যস্ততা সূচক অনুকার। [ঃ 'তড়বড়' করা।] **তড়-বড়ানি** — তাড়াহুড়া, অতিশয় ব্যস্ততা। **তড়বড়ে** — যে তড়বড় করে, যে তাড়া-হুড়া করে, ব্যস্তবাগীশ।
তড়াক — হঠাৎ বেগে লম্ফদানসূচক অনুকার। [ঃ 'তড়াক' ক'রে উঠে দাঁড়ানো।]
তড়াগ — বড় পুষ্করিণী, দিঘি।
তড়িঘড়ি — অবিলম্বে। তাড়াতাড়ি।
তড়িচ্চালক — বৈদ্যুতিক-শক্তি-প্রবাহক, electromotive. **তড়িচ্চালিত** — ণ বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত। **তড়িচ্চুম্বক** — তড়িৎ-প্রবাহের ফলে চুম্বকি লোহখণ্ড, electro-magnet.
তড়িৎ — বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক শক্তি electricity. ***তড়িৎ-শিখা** — বিদ্যু শিখা, বিদ্যুতের ঝলকানি।
তড়িদ্দ্বার — বৈদ্যুতিক তারের উভ প্রান্ত, electrode.
তড়িদ্‌বিশ্লেষণ — বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ, electr

lysis.

তণ্ডুল — চাউল। [সং.]

তৎ-, তদ্- — 'সেই' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'তৎকাল'।] 'তাহা' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'তৎপরে'।] [সং. তদ্।]

তত — সেই পরিমাণ। [ঃ 'তত' টাকা।] তেমন, খুব। [ঃ 'তত' ভালো নয়।] **ততক্ষণ** — সেই সময় ব্যাপিয়া। সেই সময় পর্যন্ত। সেই সময়ের মধ্যে।

তত্তহিঁ, ততহিঁ — (প্রাচীন কবিতায়) তাহাতে। ততই।

ততো — ('তত' দেখ।)

ততোক্ষণ — ('ততক্ষণ' দেখ।)

ততোধিক — তাহার অপেক্ষা অধিক, তার চেয়ে বেশী।

তৎকাল — সেই সময়। সেই যুগ। **তৎকালিক, তৎকালীন** — সেই সময়-কার। সেই যুগের। **তৎকালোচিত** — সেই সময়ের বা যুগের উপযুক্ত।

তৎক্ষণ — সেই সময়। **তৎক্ষণাৎ** — তখনই, সেই মুহূর্তে। অবিলম্বে।

তত্তুল্য — তাহার তুল্য, তাহার সদৃশ।

তত্ত্ব — কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বা বিদ্যা। [ঃ জীব-'তত্ত্ব'; ঃ প্রত্ন-'তত্ত্ব'।] মূল নীতি, মতবাদ, theory. কোন বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ। সংবাদ। গভীর জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মীয়-স্বজন কুটুম্বাদির নিকট প্রেরিত উপঢৌকন। [ঃ পূজার 'তত্ত্ব'।] **তত্ত্বগত** — তত্ত্ব-সংক্রান্ত, তাত্ত্বিক, theoretical. **তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা** — ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে জানিবার ইচ্ছা। **তত্ত্বজিজ্ঞাসু** — যে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে চায়। বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে জানিতে চায় এমন। **তত্ত্বজ্ঞ** — যে তত্ত্ব জানে, ব্রহ্মজ্ঞানী। বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে ঠিক সংবাদ যে জানে। **তত্ত্বজ্ঞান** — ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান। বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান। **তত্ত্বজ্ঞানী** — ব্রহ্ম সম্পর্কে যাহার জ্ঞান আছে, ব্রহ্মজ্ঞ। বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ যে জানে। **তত্ত্বতল্লাস, তত্ত্বতাবাস** — খোঁজখবর, লৌকিকতা। [সং. তত্ত্ব + আ. তলাশ, আ. তফহ্হুস্।] **তত্ত্বদর্শিতা** — বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে দৃষ্টি বা জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। **তত্ত্বদর্শী** — বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ যে জানে। ব্রহ্মজ্ঞানী।

তত্ত্বানুসন্ধান — সত্য বা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ। তত্ত্বজিজ্ঞাসা।

তত্ত্বাবধান — পরিচালনা, দেখাশোনা, তদারক। **তত্ত্বাবধায়ক** — যে তত্ত্বাবধান করে।

তত্ত্বীয় — ণ. তত্ত্বসংক্রান্ত, নীতি বা মত-বাদ সংক্রান্ত, তত্ত্বগত, theoretical.

তৎপর — ক্রি.-ণ. তাহার পর। ণ. নিপুণ ও উৎসাহী। বি. **তৎপরতা** — কাজে উদ্যম ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য। **তৎপরে** — তারপর।

তৎপুরুষ — (ব্যাকরণে) একরকম সমাস। সেই ব্যক্তি।

তত্র — সেখানে, তথায়। **তত্রত্য** — সেখানকার। [ঃ 'তত্রত্য' সংবাদ শুভ।]

তত্রাচ, তত্রাপি — তথাপি, তবু, সে ক্ষেত্রে।

তৎসংক্রান্ত — সে সম্পর্কে, তদ্বিষয়ক।

তৎসদৃশ — তাহার মতো, তাহার তুল্য।

তৎসম — তাহার সমান। (ভাষাতত্ত্বে) ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিতে সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত অবিকৃত শব্দ। (তুঃ 'তদ্ভব'।)

তৎসম্বন্ধীয় — সে সম্পর্কে, তৎসংক্রান্ত।

তৎস্থল — সেই স্থান, সেই পদ। ণ. **তৎস্থলাভিষিক্ত** — সেই পদে নিযুক্ত।

তথা — সেই স্থান, সেখান। [ঃ 'তথা' হইতে।] সেই স্থানে, সেথা। এবং, আরো, এমন কি। [ঃ বাংলায় 'তথা' ভারতে।] দৃষ্টান্তস্বরূপ। [ঃ 'তথা' শ্রীমদ্ভাগবতে।] **তথাকথিত** — নাম-মাত্র, ঐ নামে প্রচলিত কিন্তু আসলে উহা নহে। [ঃ 'তথাকথিত' নেতা।] **তথাকার** — সেখানকার। **তথাগত** — পরম অবস্থায় বা মূল সত্যে উপনীত। [ঃ 'তথাগত' বুদ্ধ।] **তথাচ, তথাপি** — তবুও, তাহা সত্ত্বেও। **তথাবিধ** — সেইরকম, তদ্রূপ। **তথায়** — সেখানে। **তথাস্তু** — তাহাই হউক।

তথি — (প্রাচীন কবিতায়) সেখানে। তাহাতে।

তথৈব, তথৈবচ—(নিন্দার্থে) সেই প্রকারই, অনুরূপ। [ঃ এখানে অবস্থা 'তথৈবচ'।]

তথ্য — ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে ঠিক সংবাদ, fact. [ঃ 'তথ্য' সংগ্রহ।] **তথ্যজ্ঞ, তথ্যাভিজ্ঞ** — ঠিক সংবাদ রাখে এমন, ওয়াকিবহাল।

তদ্ — ('তৎ' দেখ।) **তদতিরিক্ত** — তাহা অপেক্ষা অধিক, ততোধিক। **তদনন্তর** — তারপর, তৎপরে। **তদনু-যায়ী** — সেই অনুসারে, সেই মতো। **তদনুরূপ** — সেইরূপ, তাদৃশ, তাহার মতো। **তদনুসারে** — সেই অনুসারে, সেই মতো, তদনুযায়ী। **তদবধি** — সেই সময় হইতে। **তদবস্থ** — ণ. সেই অবস্থাপ্রাপ্ত। সেই অবস্থায় স্থিত। বি. **তদবস্থা** — সেই দশা, সেই অবস্থা।

তদন্ত — অপরাধাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান বা খোঁজখবর। (প্রাচীন কবিতায়) সন্ধান, পরিচয়। তাহার শেষ।

তদবির — পাইবার জন্য বা কৃতকার্য হইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা। [আ.]

তদর্থ, তদর্থে — সেই অর্থে। সেই উদ্দেশ্যে। **তদর্থক** — ণ. সেই অর্থ জ্ঞাপক। সেই উদ্দেশ্যে গঠিত, ad hoc.

তদা, তদানীং — সেই সময়ে। **তদানীন্তন** — সেই সময়কার, তৎকালীন।

তদারক — তত্ত্বাবধান, দেখাশোনা। [আ. তদারুক্।]

তদীয় — তাহার। সেই ব্যক্তি সংক্রান্ত।

তদুৎপন্ন — তাহা হইতে উৎপন্ন, তজ্জাত।

তদুপরি — তাহার উপর, তাহা ছাড়া।

তদুপলক্ষে, তদুপলক্ষ্যে — সেই সূত্রে। সেই উদ্দেশ্যে।

তদেক — একমাত্র সেই বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি। ণ. তাহার সহিত এক বা অভিন্ন।

তদ্গত — তন্ময়, তাহাতে অভিনিবিষ্ট। ['তদ্গত'-চিত্ত।] **তদ্গতচিত্ত** — তাহাতে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট, তন্ময়। **তদ্গতচিত্তে** — তন্ময়ভাবে, তাহাতে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া।

তদ্দণ্ডে — সেই মুহূর্তে, অবিলম্বে।

তদ্দরুন — সেইজন্য, সেই কারণে।

তদ্দ্বারা — তাহার দ্বারা।

তদ্ধিত — (ব্যাকরণে) শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হইয়া অন্য শব্দ উৎপন্ন করে এমন প্রত্যয়।

তদ্বৎ — তাহার মতো, তাহার তুল্য। সেইরূপ।

তদ্বিধ — সেইরকম, সেইরূপ।

তদ্বিধায় — সেইজন্য, সেই কারণে।

তদ্বিষয় — সেই বিষয়। ণ. **তদ্বিষয়ক** — সেই বিষয় সংক্রান্ত।

তদ্ব্যতিরিক্ত, তদ্ব্যতীত — তাহা ছাড়া,

তদ্ভিন্ন।

তদ্ভব — (ভাষাতত্ত্বে) সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও বিকৃতরূপে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রচলিত শব্দ। (তুঃ 'তৎসম'।)

তদ্ভাব — তাহার ভাব বা অবস্থা। গ. **তদ্ভাবাপন্ন** — সেই ভাব প্রাপ্ত। তাহার মতো ভাব বা ধারণা পোষণ করে এমন।

তদ্ভিন্ন — তদ্ব্যতীত, তাহা ছাড়া।

তদ্রূপ — সেইরূপ, সেইপ্রকার।

তন — (প্রাচীন কবিতায়) স্তন।

তনখা — বেতন, মাহিনা। [ফা. তন্খোআহ্।]

তনয় — পুত্র। স্ত্রী. **তনয়া** — কন্যা।

তনিমা — কৃশতা। সূক্ষ্মতা। [সং. তনিমন্।]

তনু — বি. দেহ। গ. সুন্দর ও কৃশ। **তনুজ** — পুত্র, তনয়। স্ত্রী. — **তনুজা**। **তনুতা, তনুত্ব** — সুন্দর কৃশতা। **তনুত্যাগ** — দেহত্যাগ, মৃত্যু। **তনুমধ্য** — গ. যাহার মধ্যদেশ অর্থাৎ কটিদেশ কৃশ এমন। ক্ষীণোদর। স্ত্রী. — **তনুমধ্যা**। **তনুরুচি** — দেহের সৌন্দর্য, কান্তি।

তন্তু — আঁশ, fibre. সুতো। [ঃ সুতো-'তন্তু'।] তাঁত, gut.

তন্তুবাপ, তন্তুবায় — তাঁতী। **তন্তুশালা** — তাঁতঘর, যেখানে তাঁতী কাজ করে।

তন্ত্র — বি. রাজ্যশাসন পদ্ধতি। [ঃ 'গণ-তন্ত্র'।] প্রণালী, ব্যবস্থা, system. [ঃ রক্তসংবহন 'তন্ত্র'।] কোনও বিশেষ বিষয়ে বা মতে প্রাধান্য স্থাপন। [ঃ 'বস্তুতন্ত্র'।] হিন্দু ধর্ম-সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র। গ. অধীন, চালিত। [ঃ 'পুরতন্ত্র'; ঃ 'স্বতন্ত্র'।] **তন্ত্রধারক** — ক্রিয়াকর্মের সময় পুঁথি ধরিয়া যে মন্ত্রপাঠ করায়।

তন্ত্রী — বীণাদি যন্ত্রের তাঁত বা তার। বীণাদি তারযন্ত্র।

-তন্ত্রী — 'মতবাদ পোষণ করে' বা 'প্রাধান্য দেয়' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সমাজতন্ত্রী'।]

তন্দুর — পাঁউরুটি সেঁকিবার উনান। [ফা. তনূর।]

তন্দ্রা — ঈষৎ নিদ্রা, নিদ্রার আবেশ। **তন্দ্রাজড়িত** — তন্দ্রালু। **তন্দ্রাবিষ্ট** — ঈষৎ ঘুমে ধরিয়াছে এমন। **তন্দ্রা-বেশ** — তন্দ্রার জড়তা, ঢুলুঢুলু ভাব। **তন্দ্রালু** — ঘুম পাইয়াছে এমন, তন্দ্রা-জড়িত। **তন্দ্রিত** — ঈষৎ নিদ্রিত। নিদ্রিত। [ঃ 'তন্দ্রিত' মেদিনী।]

তন্ন তন্ন — পুঙ্খানুপুঙ্খ, খুঁটিনাটি, পাতি পাতি। [ঃ 'তন্ন তন্ন' ক'রে দেখা।]

তন্নিবন্ধ — তাহাতে বদ্ধ। তাহাতে মগ্ন।

তন্নিবন্ধন — সেইজন্য, তজ্জন্য, সেই কারণে, তন্নিমিত্ত।

তন্ময় — তাহাতে একান্তভাবে নিবিষ্ট, তাহা ভিন্ন অন্য চিন্তা বা অনুভূতি নাই এমন। বি. — **তন্ময়তা, তন্ময়ত্ব**।

তন্মাত্র — সেই পরিমাণ। কেবল তাহা, তাহা মাত্র। (সাংখ্যদর্শনে) ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদির অমিশ্র ভাব।

তন্নিমিত্ত — সেই নিমিত্ত, সেইজন্য, তজ্জন্য, তন্নিবন্ধন।

তন্বঙ্গী, তন্বী — গ. স্ত্রী. যাহার দেহ স্থূল নহে এমন, কৃশাঙ্গী।

তপ — কঠিন সাধনা, তপস্যা। যোগ-ব্রতাদি। [ঃ জপ-'তপ'।] [সং. তপস্।]

তপতী — সূর্যপত্নী ছায়া। সূর্যকন্যা। গ. তপস্যায় নিমগ্না, তপস্বিনী।

তপন — সূর্য।

তপশ্চরণ, তপশ্চর্যা, তপশ্চারণ —

সুকঠিন সাধনা, তপস্যা। **তপশ্চারিণী** – তপস্বিনী। **তপশ্চারী** — তপস্বী।

তপসিল, তপসীল — ('তফসিল' দেখ।)

তপসে — একরকম মাছ।

তপস্যা — তপ, সুকঠিন ধর্মসাধনা।

তপস্বী — যে তপস্যা করে, তাপস, যোগী। [সং. তপস্বিন্।] স্ত্রী. — **তপস্বিনী**।

তপোধন — তপস্যাই যাঁহার একমাত্র সম্পদ্, মুনি, ঋষি।

তপোবন — যে বনে তপস্যার জন্য মুনি-ঋষিরা বাস করিতেন, ঋষির আশ্রম।

তপোবল — তপস্যার দ্বারা অর্জিত শক্তি।

তপোভঙ্গ — তপস্যার ব্যাঘাত, তপস্যা হইতে বিচ্যুতি।

তপোলোক — পুরাণে বর্ণিত সপ্তলোকের একটি, তপশ্চর্যার দ্বারা যেখানে যাইবার অধিকার জন্মে।

তপ্ত — গরম, উষ্ণ। কাতর। [ঃ শোক-'তপ্ত'।] তাপ দিয়া শোধিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'তপ্ত' কাঞ্চন।]

তফসিল — বিবরণ, তালিকা, শ্রেণী। [আ.] **তফসিলভুক্ত** — তালিকাভুক্ত, বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। সরকারী তালিকায় অবনত বলিয়া অভিহিত হিন্দু সমাজের কয়েকটি জাতি। **তফসিলী** — তফসিল সংক্রান্ত। তফসিলভুক্ত।

তফাত — বি. পার্থক্য, ব্যবধান। মাঝে ব্যবধান আছে এমন স্থান। [ঃ 'তফাত' যাও।] ণ. পৃথক, আলাদা। [ঃ 'তফাত' ক'রে রাখা।] [আ. তফাওউত্।]

তব — (কবিতায়) তোমার।

তব — (প্রাচীন কবিতায়) তখন। তবে।

তবক — সোনার পাত। স্তর, থাক। [আ.]

তবক — (প্রাচীন কবিতায়) তোপ, বন্দুক। **তবকী** — বন্দুকধারী।

তবল — কুড়ুল, কুঠার। [ফা. তবর্।]

তবলদার — কাঠুরিয়া।

তবলচী — যে তবলা বাজায়, তবলাবাদক। [আ. তব্লা + তু. চী।]

তবলা — কাঠ ইত্যাদির খোলের এক দিকে চামড়া দিয়া ঢাকা একরকম বাদ্যযন্ত্র। [আ.]

তবহি — (প্রাচীন কবিতায়) তখনই।

তবহু, তবহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) তবুও, তথাপি।

তবিয়ত — স্বাস্থ্য, শরীর। [আ.]

তবিল — ('তহবিল' দেখ।)

তবু, তবুও — তথাপি, তাহা সত্ত্বেও।

তবে — তাহা হইলে, সেই অবস্থায়। [ঃ যদি টাকা দাও, 'তবে' গহনা দিব।] তাই, সেই কারণে। [ঃ অনেক কেঁদেছি, 'তবে' পেয়েছি।] পরে, তারপর। [ঃ আগে দাও, 'তবে' পাবে।] কিন্তু। [ঃ 'তবে' যদি সে আসে।] ধমক প্রশ্ন ইত্যাদিতে। [ঃ 'তবে' রে! ঃ যাচ্ছ 'তবে'?] **তবেই** — সে ক্ষেত্রে, কেবল সেই অবস্থায়। [ঃ 'তবেই' হবে।] **তবেই, তবেইতো** — বিপরীত অর্থ ব[...] নঞর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'তবেই' গিয়েছে! — অর্থাৎ যাইবে ন[া] বা যায় নাই।]

-তম — সর্বাপেক্ষা অধিক কিছু বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'ক্ষুদ্রতম'; ঃ 'বৃহত্তম'।] স্ত্রী. — **-তমা** [ঃ 'প্রিয়তমা'।] কোনও সংখ্যার পূরণ বুঝাইতে সেই সংখ্যার সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বিংশতিতম'।] স্ত্রী. — **-তমী**।

তম, তমঃ — অন্ধকার। [সং. তমস্।] **তমসা** — একটি নদীর নাম। অন্ধকার অজ্ঞানতা। **তমসাচ্ছন্ন** — অন্ধকারে ঢাকা। অজ্ঞানতায় ভরা। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তমসুক — কর্জ লইবার সময় লিখিত

দলিল, ঋণপত্র, খত। [আ. তমস্সুক।]
তমস্সুকী — তমসুক সংক্রান্ত।
তমস্বিনী — ণ. অন্ধকারময়ী, অন্ধকারে পরিপূর্ণা। বি. অন্ধকার রাত্রি।
তমাদি — ('তামাদি' দেখ।)
তমাল — কালো রঙের বাকল আছে এমন একরকম বিখ্যাত গাছ। [ঃ তাল-'তমাল'।]
তমোগুণ — (হিন্দু দর্শনে) প্রকৃতির একটি গুণ।
তমিস্র — বি. অন্ধকার। ণ. অন্ধকারময়। স্ত্রী. — **তমিস্রা**।
তমোঘ্ন, তমোপহ — অন্ধকার-নাশক। বি. সূর্য, অগ্নি।
তমোময় — অন্ধকারময়, তমসাচ্ছন্ন। স্ত্রী. — **তমোময়ী**।
তমোহর, তমোহা — ('তমোঘ্ন' দেখ।)
তম্বি — আস্ফালন। জুলুম। [আ. তন্বীহ্।]
তম্বুরা — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, তানপুরা। [আ. তন্বুরহ্।]
তয় — ভাঁজ, পাট। [ফা. তহ্।]
তয়খানা — মাটির নিচেকার ঘর। [ফা. তহ্খানহ্।]
তয়ফা — নর্তকী। [আ. তাইফহ্।]
তর — বিলম্ব, দেরি। [ঃ 'তর' সইছে না।] [সং. ত্বরা।]
তর — বিভোর, চুর। [ঃ নেশায় 'তর'।] [ফা.]
-তর — দুইটির মধ্যে তুলনায় অধিক কিছু বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সুন্দরতর'; ঃ 'বৃহত্তর'।]
-তর — প্রকার বুঝাইতে কেমন ইত্যাদি শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। [আ. তরহ্।] [ঃ 'কেমনতর' লোক সে?]
তরকারি — রাঁধিবার যোগ্য ফলমূল। শাক-পাতা ইত্যাদি, আনাজ। ব্যঞ্জন। [ফা.]
তরক্ষু — নেকড়ে বাঘ। (মতান্তরে) হায়েনা। [সং.]
তরঙ্গ — ঢেউ। **তরঙ্গতাড়িত** — ঢেউ ঠেলিয়া আনিয়াছে এমন। **তরঙ্গভঙ্গ** — ঢেউয়ের উত্থান-পতন। **তরঙ্গময়** — ঢেউয়ে পূর্ণ, তরঙ্গপূর্ণ। **তরঙ্গমালা** — ঢেউয়ের পর ঢেউ, তরঙ্গশ্রেণী। **তরঙ্গায়িত** — ঢেউয়ে উচ্ছলিত। ঢেউ খেলানো। ঢেউয়ের মতো কুঞ্চিত। [ঃ 'তরঙ্গায়িত' কেশদাম।] ঢেউয়ের মতো উঁচু-নিচু। **তরঙ্গিণী** — নদী। **তরঙ্গিত** — ঢেউয়ে পরিপূর্ণ।
তরজমা — অনুবাদ, ভাষান্তর। [আ. তরজুমত্।] **তরজমানবীশ** — যে অনুবাদ করে, অনুবাদক।
তরজা — কবির লড়াই জাতীয় একরকম গান। [আ. তর্জিহ্।]
তরণ — পারে গমন। উদ্ধারপ্রাপ্তি। [সং.]
তরণী — নৌকা, তরী। [সং.]
তরতর — স্রোতাদির দ্রুত গতি সূচক অনুকার। **তরতরে** — ণ. দ্রুত গতিময়।
তরতম — কমবেশী, ন্যূনাধিক।
তরতিব — পদ্ধতি, কৌশল। নিয়ম। ক্রম। [আ. তর্তীব্।] **তরতিবওয়ারী** — ক্রমানুসারে, ক্রমিক।
তরফ — পক্ষ। [ঃ আমাদের 'তরফে'।] অংশীদার, শরিক। [ঃ বড় 'তরফ'।] **তরফদার** — বাঙ্গালীর উপাধি বিশেষ। পক্ষের লোক। পক্ষপাতী। [আ. তরফ্।] বি. **তরফদারি** — পক্ষপাত।
তরফা — পক্ষ সংক্রান্ত। [ঃ এক 'তরফা'।]
তরবার, তরবারি — অসি, তলোয়ার। [সং.]
তরবুজ — ('তরমুজ' দেখ।)
তরবেতর — অনেকরকম. হরেকরকম.

নানাপ্রকার। [আ.-ফা. তরহ্-ব-তরহ্।]

তরমুজ — একরকম গোলাকার সুবৃহৎ সরস ফল। [ফা. তরবুজ।]

তরল — জলের মতো পাতলা, ঢলঢলে, গাঢ় বা কঠিন নয় এমন। চঞ্চল, অস্থির। [ঃ 'তরল'-মতি।] বি. — **তরলতা**। **তরলিত** — তরল হইয়াছে এমন, বিগলিত। **তরলীকৃত** — তরল করা হইয়াছে এমন, গলানো।

তরশু — গত পরশুর আগের বা আগামী পরশুর পরের দিন। [সং. তিরঃ-শ্বঃ।]

তরস্ত — ত্রস্ত। দ্রুত ও ব্যস্ত।

তরা — ক্রি. পার হওয়া। উদ্ধার হওয়া।

তরাই — পর্বতের নিম্নদেশ।

তরাজু — (প্রাচীন কবিতায়) তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা। [ফা. তরাজু।]

তরানো — ক্রি. পার করা। উদ্ধার করা।

তরাস — ভয়, আতঙ্ক। [সং. ত্রাস।] **তরাসে** — যে সহজে ভয় করে, ভীতু।

তরি — ('তরী' দেখ।)

তরিবত — উপদেশ, শিক্ষা। আদবকায়দা। [আ. তর্বিয়ত্।]

তরী — তরণী, নৌকা।

তরীকা — প্রণালী, পদ্ধতি, নিয়ম। [আ.]

তরু — গাছ, বৃক্ষ। **তরুতল** — গাছের তলা। **তরুবর** — বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, বড় গাছ। **তরুমূল** — গাছের শিকড়। গাছের তলা। **তরুরাজ** — বড় গাছ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। **তরুরাজি** — বৃক্ষসমূহ।

তরুণ — নবীন, নবযৌবনপ্রাপ্ত। যুবক। বি. — **তরুণতা, তরুণত্ব**। **তরুণিমা** — তরুণতা, তারুণ্য, নবযৌবন। স্ত্রী. **তরুণী** — নবযৌবনপ্রাপ্তা, যুবতী।

তরে — জন্য, নিমিত্ত।

তরো — প্রকার, রকম, তর। [ঃ 'কেমন-তরো'।] [আ. তরহ্।]

তরোয়ার — তরবারি, অসি।

তর্ক — বাদ-প্রতিবাদ, বচসা। যুক্তি। **তর্কচঞ্চু** — ('তর্করত্ন' দেখ।) **তর্কজাল** — নানারূপ কূটতর্ক। যুক্তির রাশি। **তর্কবিতর্ক** — বাদানুবাদ, বাদ-প্রতিবাদ। **তর্কবিদ্** — তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, নৈয়ায়িক। **তর্কবিদ্যা** — নির্ভুলভাবে যুক্তি প্রয়োগের বিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র, logic. **তর্করত্ন** — তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। **তর্কশাস্ত্র** — ('তর্কবিদ্যা' দেখ।) **তর্কশাস্ত্রী** — (তর্কবিদ্ দেখ।) **তর্কাতর্কি** — বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্ক। বচসা।

তর্জন — রাগে গর্জন। তিরস্কার। **তর্জন-গর্জন** — ভয়ংকরভাবে ক্রোধ প্রকাশ ও আস্ফালন।

তর্জনী — হাতের বুড়া আঙুলের পরের আঙুল।

তর্জমা — ('তরজমা' দেখ।)

তর্জানো — ক্রি. তর্জন করা।

তর্পণ — পরলোকগত পূর্বপুরুষের তৃপ্তির জন্য জলদান। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। **তর্পণকারী** — যে তর্পণ করে। ণ. **তর্পিত** — যাহার উদ্দেশে তর্পণ করা হইয়াছে।

তল — নিম্নদেশ, নিচেকার স্থান। [ঃ বৃক্ষ-'তল'; ঃ পদ-'তল'।] পৃষ্ঠ, উপরিভাগ, surface. [ঃ ভূমি-'তল'; ঃ শয্যা-'তল'।] তলা। [ঃ 'দ্বিতল'।] **তলদেশ** — নিম্নবর্তী স্থান, গভীর স্থান। [ঃ সমুদ্রের 'তলদেশ'।] **তল-পেট** — পেটের নাভির নিচের অংশ। **তলে তলে** — ভিতরে ভিতরে, গোপনে।

তলতল — কোমলতা সূচক অনুকার। [ঃ 'তলতল' করা।] ণ. **তলতলে** — তলতল করে এমন, কোমল।

তলতা, তলদা — একরকম বাঁশ।

ব — ডাক, আসিবার জন্য হুকুম। বেতন, মাহিনা। [আ.] **তলবানা** — মকদ্দমায়) সাক্ষী ডাকিবার খরচ।

তলবার — তরবারি। [সং.]

তলা — নিচেকার জায়গা, নিম্নদেশ। ঃ গাছের 'তলা'; ঃ পায়ের 'তলা'।] স্থান। [ঃ কালী-'তলা'।] গৃহ নির্মাণে মেঝে অনুসারে পর পর উপরে সাজানো ভাগ। [ঃ দু-'তলা'; ঃ তে-'তলা'।] [সং. তল।]

তলাও — পুকুর, পুষ্করিণী। [ফা. লাব।]

তলাতল — পুরাণে বর্ণিত একটি পাতাল।

তলানি — ময়লাদি যাহা থিতাইয়া নিচে পড়ে, গাদ।

তলানো — ক্রি. তলদেশের দিকে যাওয়া। উৎসন্ন হওয়া। গভীরভাবে চিন্তা করা। [ঃ 'তলিয়ে' দেখা।]

তলোয়ার — তরবারি, কৃপাণ।

তল্প — কাপড় বিছানা ইত্যাদির ছোট মোট। **তল্পি তোলা** — অন্যত্র যাইবার জন্য কাপড় বিছানা ইত্যাদির পুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হওয়া। **তল্পিতল্পা** — বিছানাপত্র, লটবহর। **তল্পিদার** — মোটবাহী ভৃত্য।

তল্লাট — অঞ্চল। [ঃ এ 'তল্লাটে' নাই।]

তল্লাশ — খোঁজ, অনুসন্ধান। [আ. তলাশ।] **তল্লাশী** — তল্লাশ সংক্রান্ত। ঃ 'তল্লাশী' পরোয়ানা।]

তসবি — মুসলমানের জপমালা। [আ. তসবীহ্।]

তসবির — ছবি, আলেখ্য, চিত্র। [আ. তসবীর্।] **তসবিরওয়ালা** — চিত্র বিক্রেতা। স্ত্রী. — **তসবিরওয়ালী**।

তসমা — সরু চামড়ার ফালি।

তসর — একরকম রেশম। একরকম রেশমী কাপড়।

তসরূপ — ('তছরূপ' দেখ।)

তসলা — গামলার মতো পাত্র। রন্ধন পাত্র। হুড়কা, খিল।

তসলিম — অভিবাদন, নমস্কার। [আ. তসলীম্।] **তসলিমাত** — বহু বহু নমস্কার।

তসিল — ('তহসিল' দেখ।) **তসিলদার** — ('তহসিলদার' দেখ।)

তস্কর — চোর। **তস্করতা** — চৌর্য।

তহবিল—মজুদ টাকা। [আ. তহ্‌বীল।] **তহবিলদার** — টাকা ও তাহার হিসাব যে রাখে, খাজাঞ্চী। **তহবিলদারি** — তহবিলদারের কাজ বা পদ।

তহসিল — খাজনা আদায়। সংগৃহীত খাজনা। [আ. তহ্‌সিল।] **তহসিলদার** — যে খাজনা আদায় করে, খাজনা-আদায়কারী। **তহসিলদারি** — খাজনা-আদায়কারীর কাজ বা পদ।

তহিঁ, তহিঁ — (প্রাচীন কবিতায়) সেখানে। উপরন্তু।

তহু, তহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) তাহাতে।

তা — ডিম ফুটাইবার জন্য প্রদত্ত তাপ। [ঃ পাখী ডিমে 'তা' দেয়।] [সং. তাপ।]

তা — (গোঁফে) মোচড়। [ঃ গোঁফে 'তা' দেওয়া।] [সং. তার।]

তা — ভাঁজ করা হয় নাই এমন আস্ত কাগজ। [ফা. তহ্।]

তা — (সংক্ষেপে) তাহা। [ঃ 'তা' শুনে লাভ নাই।]

তা — কথার মাত্রা। [ঃ 'তা' আমি কি করব?]

-তা — ভাব সূচক প্রত্যয়। [ঃ 'কোমলতা'; ঃ 'মানবতা'।]

তাই — শিশুর করতালি।

তাই — সুতরাং, সেই কারণে। [ঃ ডেকেছ, 'তাই' এলাম।] তাহাই, সেই বস্তুই।

[ঃ যা চাইবে, 'তাই' পাবে।] **তাইত** — ('তাইতো' দেখ।) **তাইতে** — সেই কারণে, তাই। [ঃ বকেছ, 'তাইতে' চটেছে।] **তাইতো** — সেইজন্যই। [ঃ 'তাইতো' বলছি।] বিস্ময় হত-বুদ্ধিতা ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'তাইতো'! এ কি হ'ল! ঃ 'তাইতো'! এখন কি করি?] **তাই বলে, তাই ব'লে** — সেজন্য, সেই কারণে।

তাউই — ('তালুই' দেখ।)

তাও — (সংক্ষেপে) তাহাও।

তাওয়া — অগভীর রন্ধনপাত্র, চাটু। আগুন রাখিবার মাটির পাত্র। কলিকার ভিতরের চাকতি যাহার তলায় তামাক থাকে। [ফা. তাব্।]

তাওয়ানো — ক্রি. তাপ দিয়া গরম করা।

তাং — (সংক্ষেপে) তারিখ।

তাক — তাগ, টিক, নিশানা। [ঃ বন্দুকের 'তাক'।] লক্ষ্য। [ঃ 'তাক' করা।] তক্ক, প্রতীক্ষা। [সং. তর্ক।] **তাকে তাকে** — তক্কে তক্কে, সতর্ক প্রতীক্ষায়।

তাক — বিস্ময়ে হতবুদ্ধিতা। [ঃ 'তাক' লাগা।]

তাক — জিনিস রাখিবার জন্য দেওয়াল ইত্যাদিতে লাগানো তক্তা। [আ.]

-তাক — মন্ত্র, কৌশল। [ঃ তুক-'তাক'।]

তাক — (প্রাচীন কবিতায়) তাহার। তাহাকে।

তাকত — শক্তি, সামর্থ্য। [আ. তাকত্।]

তাকানো — ক্রি. চোখ মেলা। দৃষ্টি দেওয়া।

তাকাবি — কৃষককে প্রদত্ত ঋণ। [আ.]

তাকিয়া — ঠেসান দিবার উপযোগী মোটা বালিশ, গির্দা। [ফা. তকীআ।]

তাকে — (সংক্ষেপে) তাহাকে। **তাঁকে** — (সংক্ষেপে) তাঁহাকে।

তাগ — তাক, টিক, নিশানা। [সং. তর্ক।]

তাগড়া, তাগড়াই — বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ [ঃ 'তাগড়াই' চেহারা।] [হি.]

তাগা — হাতে বাঁধিবার সুতা। পাকানো সুতা। রক্তচলাচল বন্ধ করিবার জন্য বাঁধন। বাহুতে পরিবার গহনা, অনন্ত

তাগাড় — চুন সুরকি মাটি ইত্যাদি মিশ্রণ। ঐরূপ মিশ্রণের উপযোগী কুন্ড। [তু. তগার্।]

তাগাদা, তাগিদ — কিছু করিবার বা দিবার জন্য বার বার বলা বা স্মরণ করানো [ঃ 'তাগাদা' করা; ঃ 'তাগাদা' দেওয়া জরুরী প্রয়োজন। [ঃ কাজের 'তাগিদ'। [আ. তাকাজা.হ্, তাকিদ্।]

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য — অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান তুচ্ছজ্ঞান, অবহেলা।

তাজ — মুকুট। [আ.] **তাজমহল** — সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের সুবিখ্যাত সমাধিমন্দির।

তাজা—টাটকা। [ঃ 'তাজা' মাছ।] নূতন [ঃ 'তাজা' খবর।] সতেজ। [ঃ 'তাজা' মন।] [ফা. তাজহ্।]

তাজা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) আস্ফালন করা, তর্জন করা।

তাজিয়া — মহরমের মিছিলে বাহির হাসান-হোসেনের কবরের প্রতিমা। [আ. তাজিঅহ্।]

তাজ্জব — বিস্ময়কর [ঃ 'তাজ্জব' ব্যাপার।] বিস্মিত। [ঃ 'তাজ্জব' হলাম।] [আ. তঅজ্জুব।]

তাঞ্জাম — একরকম সুসজ্জিত ছোট পালকি। [হি. তানজাম।]

তাড় — হাতের উপরের অংশের একরকম গহনা। [সং. তাড়ঙ্ক।]

তাড়কা — রামায়ণে বর্ণিতা রাক্ষসী রা যাহাকে নিধন করেন।

তাড়ন, তাড়না — ধমক, তাড়া। প্রহার

...রের বা তাড়া দিবার উপযোগী দণ্ড। ...ড়ানো, খেদানো, **তাড়নী** — যাহা ...দিয়া তাড়না করা যায়।

...স — বেদনার প্রাবল্য। [ঃ ফোড়ার 'তাড়সে' জ্বর।]

...ড়া — ত্বরা, অবিলম্বে কিছু করিবার প্রয়োজন। [ঃ 'তাড়া' নাই।] তাগিদ। [ঃ 'তাড়া' দেওয়া।] খেদাইবার বা দূর করিবার জন্য আক্রমণ। [ঃ 'তাড়া' করা।] ধমক, শাসন। **তাড়াতাড়ি** — অবিলম্বে, শীঘ্র, দ্রুত। [ঃ 'তাড়াতাড়ি' এস।] ত্বরা, ব্যস্ততা। [ঃ 'তাড়াতাড়ি'র প্রয়োজন নাই।] **তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ো** — তাড়াতাড়ি করার জন্য তাগিদ। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

...ড়া — গোছা, বাণ্ডিল। [ঃ এক 'তাড়া' নোট।]

...ড়া — ক্রি. সবেগে আক্রমণ করা। [ঃ 'তাড়িয়া' আসা।]

...ড়ানো — ক্রি. বিদায় করা, দূর করা, ভাগানো, খেদানো। আসিতে না দেওয়া। [ঃ 'মাছি' তাড়ানো।] তাড়নার দ্বারা আগাইয়া লইয়া চলা। [ঃ গোরু 'তাড়ানো'।]

...ড়াফুঁড়া — সজোরে গাঁথা ও ফুঁড়া।

...ড়ি — তাল ও খেজুরের গাঁজানো রস যাহা খাইলে নেশা হয়। **তাড়িখানা** — তাড়ির দোকান।

...ড়িত — শাসিত, প্রহৃত। তাড়নার দ্বারা ...লিত। শক্তি প্রয়োগে চালিত।

...ড়িত — তড়িৎ সংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক। **তাড়িতবার্তা** — বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম।

...ড়ু — ভিয়ানের বড় একরকম খুন্তি। [সং. তদূ।]

...ড্যমান — যাহাকে তাড়না বা আঘাত করা হইতেছে এমন।

তাণ্ডব — (পুরুষের) উদ্দাম নৃত্য। উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসকার্য। **তাণ্ডবলীলা** — উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসকার্য।

তাত — পিতা, বাবা। পিতৃতুল্য ব্যক্তি। [সং.]

তাত — তাপ, আঁচ। [সং. তপ্ত।]

তাত — (প্রাচীন কবিতায়) তাহাতে।

তাঁত — কাপড় বুনিবার যন্ত্র। [সং. তন্তু।] **তাঁতঘর, তাঁতশাল** — যে ঘরে তাঁত থাকে।

তাতল — (প্রাচীন কবিতায়) তপ্ত।

তাতা — ক্রি. গরম হওয়া। ণ. তপ্ত। **তাতানো** — ক্রি. গরম করা। উত্তেজিত করা। ণ. গরম করা হইয়াছে এমন।

তাতা-থই, তাতা-থৈ — নৃত্যের ভঙ্গী বা ছন্দ সূচক অনুকার। [ঃ নাচে 'তাতা-থৈ'।]

তাতার — মধ্য এশিয়ার একটি দুর্ধর্ষ জাতি, তুর্কী।

তাতাল — রাং ঝাল লাগাইবার যন্ত্র।

তাঁতী — তাঁতে যে কাপড় বোনে, তন্তুবায়। হিন্দু সমাজের একটি জাতি যাহারা তাঁতে কাপড় বোনে বা বুনিত। স্ত্রী. — **তাঁতিনী**। **তাঁতীবউ** — তাঁতীর স্ত্রী।

তাতে — (সংক্ষেপে) তাহাতে।

তাৎকালিক — তৎকালীন।

তাত্ত্বিক — তত্ত্ব সংক্রান্ত। তত্ত্বজ্ঞ।

তাৎপর্য — মর্ম, ভাবার্থ।

তাথই, তাথৈ — উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গী বা ছন্দ সূচক অনুকার।

তাদৃশ — সেইরূপ, সেইরকম, তদ্রূপ। স্ত্রী. — **তাদৃশী**।

তান — সংগীতের স্বরবিস্তার, সুরের আলাপ। সুর। **তানপুরা** — এক-রকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, তম্বুরা।

তানা-না-না — গানের বোল, গানের

আরম্ভের আয়োজন। কালক্ষেপ, অকারণ কালক্ষেপ।

তানে — (প্রাচীন কবিতায়) তাঁহাকে।

তান্তব — ণ. তন্তু সংক্রান্ত। তন্তু-নির্মিত।

তান্ত্রিক — যে তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সাধনা করে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে।

তাপ — উষ্ণতা, গরম ভাব। কষ্ট, বেদনা। [ঃ ত্রি-'তাপ'।] **তাপন** — তাপ-প্রয়োগ, তপ্তকরণ। **তাপমান** — তাপ মাপিবার যন্ত্র, থার্মোমিটার। **তাপহারী** — যিনি দুঃখ দূর করেন।

তাপস — যে তপস্যা করে, ঋষি, মুনি। স্ত্রী. — **তাপসী**।

তাপা — ক্রি. গরম হওয়া, তপ্ত হওয়া।

তাপানো — ক্রি. গরম করা। বি. তপ্তকরণ। ণ. গরম করা হইয়াছে এমন।

তাপাধিক্য — তাপের আতিশয্য।

তাপিত — তাপপ্রাপ্ত, উত্তপ্ত। দুঃখ-প্রাপ্ত, শোকপ্রাপ্ত, সন্তপ্ত।

তাপী — দুঃখী। [ঃ পাপী-'তাপী'।]

তাফতা — একরকম পশম ও রেশম-মিশ্রিত কাপড়। [ফা. তাফ্‌তাহ্‌।]

তাবৎ — সেই সমস্ত, সমুদয়। [ঃ'তাবৎ' চরাচর।] ততক্ষণ, সেই পর্যন্ত। [ঃ যাবৎ না আসি 'তাবৎ'—]

তাবিজ — বাহুর অলঙ্কার। মাদুলি, কবচ। [আ. তবীজ্‌।]

তাঁবু — শিবির, কাপড় দিয়া তৈয়ারী ঘর। [আ. তম্‌বু, তন্‌বু।]

তাঁবে — আজ্ঞাধীন। [ঃ 'তাঁবে' থাকা।] [আ. তাবে।] **তাঁবেদার** — অধীন ব্যক্তি, আজ্ঞা পালনকারী। **তাঁবেদারি** — বি. তাঁবেদারের কাজ অবস্থা বা মনোভাব। **তাঁবেদারী** — ণ. তাঁবেদার সংক্রান্ত। [ঃ 'তাঁবেদারী' মনোবৃত্তি।]

তামড়ি — তাম্রবর্ণ একপ্রকার পাথর garnet.

তামরস — পদ্ম। তামা। ে বারো অক্ষরের একরকম সংস্কৃত [সং.]

তামলী — তাম্বুলব্যবসায়ী। সমাজের একটি জাতি। তাম্বুলী।]

তামস — ণ. অন্ধকারময়। তামসিক। স্ত্রী. — **তামসী**।

তামসিক — তমোগুণ আছে এ তমোগুণ সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **তামসি**

তামা — একরকম ধাতু, তাম্র।

তামাক, তামাকু — একরকম গাছ ও ত পাতা যাহা ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত : ধূমপানের জন্য তৈয়ারী গুড়মাখানো পাতা। [স্পে. tabaco.] **তামাকখোর** — যে তামাকের ধূম পান করি নেশা করে।

তামাটে — তামার মতো রং বিশিষ্ট।

তামাদি — দাবি করিবার নির্দিষ্ট স শেষ। [আ. তমাদী।]

তামাম — সমস্ত, সারা, সমগ্র। [ঃ 'তাম দুনিয়া।] [আ তমাম্‌।] **তামা** — শেষ, সমাপ্তি। [ঃ সাল-'তামামি'।

তামাশা, তামাসা — খেলা, বাজি। ['তামাসা' দেখানো।] মজা, কৌতু পরিহাস। [আ. তমাশা।]

তামিল — দক্ষিণ ভারতের একটি প্র ভাষা।

তামিল — পালন, সম্পাদন। [ঃ হু 'তামিল' করা।] [আ. তাআমীল

তামুক — (গ্রাম্য প্রয়োগ) তামাক।

তাম্বু — ('তাঁবু' দেখ।)

তাম্বুল — একরকম পাতা যাহা চুন খ ও সুপারি দিয়া খায়, পান। [সং **তাম্বুলকরঙ্ক** — পানের বাটা। **তাম্ব**

পুরের পরিচারিকা যে পানের বাটা বহন করিত। **তাম্বুলরাগ** — পান খাইবার ফলে লাল রং। [ঃ 'তাম্বুলরাগ'-রঞ্জিত।]

তাম্বুলিক, তাম্বুলী — ('তামলী' দেখ।)

তাম্র — বি. একরকম ধাতু, তামা। ণ. তামাটে। [সং.] **তাম্রকুণ্ড** — পূজায় ব্যবহারের উপযোগী তামা দিয়া তৈয়ারী একরকম পাত্র। **তাম্রপট, তাম্রপট্ট, তাম্রফলক** — তামার পাত বা তক্তি যাহার উপর প্রাচীন কালে রাজাজ্ঞাদি ক্ষোদিত করা হইত। **তাম্রশাসন** — তামার পাতে খোদাই-করা রাজাজ্ঞা। **তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি** — তমলুকের প্রাচীন নাম।

তাম্রাভ — তামার মতো রং যাহার, তামাটে।

তাম্রকূট — তামাক। [অর্বাচীন সং.]

তায় — (কবিতায়) তাহাতে। তাহাকে। তৎসহ, তাহা ছাড়া, তাহাতে আবার। [ঃ একে রোগা, 'তায়' কালো।]

তার — ধাতুনির্মিত সুতার মতো জিনিস। [ঃ তামার 'তার'।] বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তারযোগে প্রেরিত সংবাদ, telegraph. [ঃ 'তার' পাঠানো।] ঐরূপে সংবাদ প্রেরণ, telegram. [ঃ 'তার' করা।]

তার — (সংক্ষেপে) তাহার।

তাঁর — (সংক্ষেপে) তাঁহার।

তারক — যে তারণ করে, উদ্ধারকর্তা। পুরাণে বর্ণিত কার্ত্তিকেয় কর্তৃক নিহত জনৈক অসুর। **তারকনাথ** — ('তারকেশ্বর' দেখ।) **তারকব্রহ্মনাম** — "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" ইত্যাদি মন্ত্র।

তারকা — নক্ষত্র, তারা। তারার মতো চিহ্ন, ' * '। বিশিষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী। [ঃ চিত্র-'তারকা'।]

তারকারি—পুরাণে বর্ণিত তারক অসুরের নিধনকারী, কার্ত্তিকেয়।

তারকিত — নক্ষত্রযুক্ত, তারকা-খচিত।

তারকেশ্বর — শিব।

তারণ — পার করণ, উদ্ধার করণ। 'তারণ করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'ভবতারণ'; ঃ 'দীনতারণ'।] **তারণি** — নৌকাদি যাহার দ্বারা পার হওয়া যায়। [সং.]

তারতম্য—কমিবেশি, পার্থক্য, ন্যূনাধিক্য।

তার্পিন — একরকম বৃক্ষনির্যাস হইতে প্রস্তুত তৈল। [ই. turpentine.]

তারবার্তা — তারযোগে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম।

তারস্বর — উচ্চস্বর, তীব্রস্বর। [ঃ 'তারস্বরে' চিৎকার।]

তারল্য — তরলতা, ঢলঢলে ভাব। অস্থির ভাব, অপরিণত অবস্থা। [ঃ চিত্ত-'তারল্য'।]

তারা — নক্ষত্র, তারকা। চক্ষুতারকা। দুর্গা, দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। রামায়ণে বর্ণিত বালী ও সুগ্রীবের পত্নী। বৌদ্ধ দেবী বিশেষ। (সংগীতে) উচ্চ সপ্তক। **তারানাথ, তারাপতি** — চন্দ্র।

তারা — (সংক্ষেপে) তাহারা।

তারা — ক্রি. তারণ করা, উদ্ধার করা। [ঃ 'তারো' মা তারিণী।]

তাঁরা — (সংক্ষেপে) তাঁহারা।

তারিখ — মাসের প্রথম হইতে সংখ্যাত দিন। [ঃ আজ পঁচিশ 'তারিখ'।] [আ.]

তারিণী — দুর্গা। পারকারিণী। [ঃ ভব-'তারিণী'।]

তারিফ — প্রশংসা, সুখ্যাতি। [আ. তারীফ্।]

তারুণ্য — নবযৌবনের ভাব, নবনীতা।

নবযৌবন।

তার্কিক — যে তর্ক করে বা তর্ক করিতে ভালোবাসে। তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।

তার্পিন — ('তারপিন' দেখ।)

তাল — একরকম লম্বা গাছ ও তাহার গোলাকার বৃহৎ ফল। [ঃ পাকা 'তাল', ঃ 'তাল'-পাতা।] [সং.] **তালপত্র, তালপাতা** — তালগাছের পাতা। **তালপাতার সেপাই** — অতিশয় রোগা ও ক্ষীণজীবী লোক। **তালবৃন্ত** — পাতাসহ তালগাছের ডাল। ঐরূপ ডাল দিয়া তৈয়ারী ব্যজনী, তালপাতার পাখা। **তালশাঁস** — কচি তালের নরম সুস্বাদু আঁটি।

তাল — তালের মতো বড় বড় পিণ্ড। [ঃ 'তাল' পাকানো; ঃ 'তাল' করা।]

তাল — গীতে বা নৃত্যে কালের ভাগ, ছন্দ। ঐরূপ ছন্দ অনুসারে করতালি ইত্যাদি। [ঃ 'তাল' দেওয়া।] **তালকানা** — সংগীতের তালজ্ঞান নাই এমন। অসতর্ক। **ফাঁক তাল** — তালের অবকাশ। সুযোগ। **তালভঙ্গ** — সংগীতে ছন্দপতন।

তাল — ধাক্কা, টাল, আকস্মিক বিপদ। [ঃ 'তাল' সামলানো।]

তাল — পিশাচ। [ঃ 'তাল'-বেতাল।] **তাল-বেতাল** — তাল ও বেতাল নামে দুই পিশাচ।

তালই — ('তালুই' দেখ।)

তালব্য — তালু হইতে উচ্চারিত। তালু সংক্রান্ত। **তালব্য বর্ণ** — ই ঈ চ-বর্গ য শ বর্ণ।

তালা — কুলুপ। [সং. তালক।]

তালা — শব্দের তীব্রতা বা উচ্চতার ফলে কানের বধির ভাব। [ঃ কানে 'তালা' লাগা।]

তালাক — মুসলমান সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ। [আ তলাক্।] **তালাকনামা** — মুসলমানের বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিল।

তালাশ, তালাশি, তালাস, তালাসি — খোঁজ, অনুসন্ধান। [আ. তলাস্।]

তালি — ('তালী' দেখ।)

তালি — হাততালি। [ঃ 'তালি' দেওয়া।]

তালি—পটি, কাপড়ের টুকরা। [ঃ 'তালি' লাগানো।]

তালিকা—ফর্দ, নির্ঘণ্ট। [আ. তালিক্।

তালিম — শিক্ষা। [আ. তাআলীম। **তালিমী** — শিক্ষা সংক্রান্ত।

তালী — তালগাছ। [ঃ 'তালীবন'।]

তালু — মুখগহ্বরের উপরের দিকে অংশ, টাকরা। [সং.]

তালুই — ভাই বা বোনের শ্বশুর, তাউই

তালুক—মালিকের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন ভূসম্পত্তি [আ. তাআল্লুক।] **তালুকদার** — তালুকের অধিকারী। **তালুকদারি** — তালুকদারের কাজ অধিকার বা পদ ণ. **তালুকদারী** — তালুকদার সংক্রান্ত

তালেবর — গণ্যমান্য ধনী। (নিন্দার্থে হোমরা-চোমরা। [আ. তালাবর।]

তাস — খেলিবার উপযোগী চিত্রিত ব চিহ্নিত টুকরা কাগজ। [ঃ 'তাস খেলা।] [আ.] **তাসের ঘর** — ক্ষণস্থায়ী কাল্পনিক ঘর। **তাস পিটা তাস পেটা** — (নিন্দার্থে) তাস খেলা তাস খেলিয়া সময় নষ্ট করা।

তাস্কর্য — তস্করের কাজ, চৌর্য [সং.]

তাহা — সেই বস্তু বা বিষয়। **তাহাকে** — সেই ব্যক্তিকে। সেই বস্তুকে, সেই বিষয়কে। **তাঁহাকে** — (সম্মানে) সেই ব্যক্তিকে। **তাহাতে** — সেই বস্তুতে ব বিষয়ে। তাহার ফলে। সেই প্রসঙ্গে

তারপর। **তাঁহাতে** — (সম্মানে) সেই ব্যক্তিতে। [ঃ 'তাঁহাতে' বর্তায়।] **তাহাদিগকে** — সেই সকল ব্যক্তিকে বস্তুকে বা বিষয়কে। **তাঁহাদিগকে** — (সম্মানে) সেই সকল ব্যক্তিকে। **তাহাদিগের** — সেই সকল ব্যক্তির। **তাঁহাদিগের** — (সম্মানে) সেই সকল ব্যক্তির। **তাহাদের** — সেই সকল ব্যক্তির। সেই সকল ব্যক্তিকে। **তাঁহাদের** — (সম্মানে) সেই ব্যক্তিদের। সেই সকল ব্যক্তিকে। **তাহারা** — সেই সকল ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তু। **তাঁহারা** — (সম্মানে) সেই সকল ব্যক্তি।

তাহে—(কবিতায়) তাহাতে, তায়, সেজন্য।

তিক্ত — ণ. তেতো, বিস্বাদযুক্ত। কটু, কর্কশ। [ঃ 'তিক্ত' কথা।] মাধুর্যহীন, শান্তিহীন। [ঃ জীবন 'তিক্ত' হ'ল।] বি. **তিক্ততা** — তেতো স্বাদ। [ঃ নিমের 'তিক্ততা'।] কর্কশতা, মাধুর্যহীনতা। [ঃ কণ্ঠস্বরের 'তিক্ততা'।] পারস্পরিক ঘৃণা বা বিরুদ্ধ মনোভাব। [ঃ 'তিক্ততার' সৃষ্টি হওয়া।] [সং.]

তিগ্ম — ণ. তীব্র, তীক্ষ্ণ। উত্তপ্ত।

তিঙন্ত — শেষে ক্রিয়া-বিভক্তি আছে এমন।

তিজেল — একরকম চেপ্টা ধরনের হাঁড়ি। [পো. tigela.]

তিড়বিড় — অস্থিরতাসূচক অনুকার। [ঃ 'তিড়বিড়' করা।] **তিড়বিড়ানি** — অস্থিরতা। **তিড়বিড়ে** — তিড়বিড় করে এমন, অস্থির। **তিড়িং, তিড়িক** — হঠাৎ লাফাইয়া উঠিবার ভাব সূচক অনুকার।

তিত, তিতা — ণ. তিক্ত, তেতো।

তিতা — ক্রি. (কবিতায়) ভিজা, সিক্ত হওয়া। [ঃ 'তিতি' অশ্রুনীরে।] **তিতানো** — ক্রি. (কবিতায়) ভিজানো, সিক্ত করা।

তিতিক্ষা — সহিষ্ণুতা। ক্ষমা। **তিতিক্ষু** — ক্ষমাশীল। সহিষ্ণু। [সং.]

তিতিবিরক্ত — অত্যন্ত বিরক্ত, জ্বালাতন। [ঃ 'তিতিবিরক্ত' হওয়া।]

তিতির — একরকম পাখি। [সং. তিত্তির।]

তিতীর্ষু — পার হইতে বা উদ্ধার লাভ করিতে ইচ্ছুক। বি. — **তিতীর্ষা**।

তিত্তির — ('তিতির' দেখ।)

তিথি — পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাসের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, চান্দ্রমাসের এক দিন। **তিথিক্ষয়** — একদিনে তিন তিথির মিলন, ত্র্যহস্পর্শ। অমাবস্যা।

তিন — দুইয়ের পরবর্তী সংখ্যা, ৩। [প্রা. তিন্ন] **তিন কাল** — বাল্যকাল যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব। [ঃ 'তিন কাল' যাওয়া।] **তিন কুল** — পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। **তিন সত্য** — তিনবার উচ্চারণ করিয়া শপথ।

তিনি — (সম্মানে) সেই ব্যক্তি। [প্রা. তিন্নি।]

তিন্তিড়, তিন্তিড়িকা, তিন্তিড়ী, তিন্তিড়ীক — তেঁতুল গাছ ও ফল। [সং.]

তিন্দু, তিন্দুক—গাব গাছ ও তাহার ফল। [সং.]

তিপ্পান্ন — পঞ্চাশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৫৩। [সং. ত্রিপঞ্চাশৎ।]

তিব্বত — ভারতের উত্তরে অবস্থিত একটি দেশ। ণ. — **তিব্বতী, তিব্বতীয়**।

তিমি — একরকম বিরাট সামুদ্রিক জন্তু। (মৎস্যাকার হইলেও স্তন্যপায়ী)। [সং.] **তিমিংগিল, তিমিঙ্গিল** — পৌরাণিক সামুদ্রিক জীব যাহা তিমির মতো প্রকাণ্ড প্রাণীকেও গিলিয়া খায়।

তিমিত — ণ. স্তিমিত। ভিজা। নিশ্চল।

তিমির — অন্ধকার। **তিমিরাবগুণ্ঠিত**

— অন্ধকারে ঢাকা। স্ত্রী. — **তিমিরাব-গুণ্ঠিতা।** **তিমিরাচ্ছন্ন** — অন্ধকারে ঢাকা, অন্ধকারময়। **তিমিরারি** — অন্ধকারের শত্রু, সূর্য।

তিয়র — জেলে, ধীবর। [সং. তীবর।]

তিয়াত্তর — সত্তরের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা। [সং. ত্রিসপ্ততি।]

তিয়াষ, তিয়াস — (কবিতায়) তৃষা।

তিরপিত — (প্রাচীন কবিতায়) তৃপ্ত। [ঃ 'তিরপিত' ভেল।]

তিরস্করণী — অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা। পরদা।

তিরস্কার — ভর্ৎসনা, নিন্দা, গালাগালি। ণ. **তিরস্কৃত** — যাহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে, ভর্ৎসিত, নিন্দিত।

তিরানব্বই — নব্বইয়ের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৯৩। [সং. ত্রিনবতি।]

তিরাশি, তিরাশী — আশির পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৮৩। [সং. ত্র্যশীতি।]

তিরি — তিন-ফোঁটা-যুক্ত তাস। [সং. ত্রি।]

তিরিক্ষি, তিরিক্ষি, তিরিক্ষে — সহজে রাগে বা বিরক্ত হয় এমন, রাগী। [ঃ 'তিরিক্ষে' মেজাজ।]

তিরিশ — ত্রিশ, ৩০। **তিরিশে** — তিরিশ তারিখ বা তারিখে। ণ. তিরিশ দিনে সমাপ্ত। [ঃ 'তিরিশে' মাস।]

তিরিষা — (প্রাচীন কবিতায়) তৃষা।

তিরী—(প্রাচীন কবিতায়) স্ত্রী। স্ত্রীলোক।

তিরোধান, তিরোভাব — অন্তর্ধান, অদৃশ্য হওয়া। মহাপুরুষের মৃত্যু। ণ. **তিরোভূত, তিরোহিত** — যাহার তিরোভাব ঘটিয়াছে, (মহাপুরুষের ক্ষেত্রে) মৃত। অদৃশ্য, অন্তর্হিত। স্ত্রী. — **তিরোভূতা, তিরোহিতা।**

তির্যক্ — তেরছা, বক্র। [ঃ 'তির্যক্' গতি।] **তির্যক্পাতন** — বকযন্ত্র দ্বারা চুয়ানো। **তির্যক্যোনি** — মানু[ষ] ছাড়া অন্য প্রাণিরূপে জন্ম। মানবেত[র] প্রাণীর জাতি। [সং. তির্যচ্।]

তিল — তেল উৎপন্ন হয় এমন একরক[ম] শস্য। অতি সামান্য পরিমাণ। [ঃ 'তিল মাত্র সময়; ঃ 'তিলে তিলে'।] এক কড়া[র] আশী ভাগের এক ভাগ। গায়ে কা[লো] বা লাল রঙের ছোট তিলের মতো চিহ্[ন] [সং.] **তিলকাঞ্চন** — আদ্য শ্রাদ্ধে[র] আগে করণীয় সোনা ও তিল দানে[র] অনুষ্ঠান। অতি অল্প ব্যয়ে শ্রাদ্ধ নির্বাহ। **তিলকুটো** — তিল দি[য়া] তৈয়ারী একরকম মিষ্টান্ন। **তিলকে তাল করা** — সামান্য কিছু ঘটনাকে বাড়াইয়া তোলা, অতিরঞ্জিত কর[া]। **তিলতেল** — তিল হইতে তৈয়ারী তেল। **তিলধারণের ঠাঁই বা স্থান** — অ[তি] সামান্য পরিমাণ স্থানও, বিন্দুমাত্র স্থান। [ঃ 'তিলধারণের স্থান' নাই।] এক তিল — অতি সামান্য পরিমাণ।

তিলক — চন্দন মাটি ইত্যাদি দিয়া কপা[লে] বাহু ইত্যাদিতে অঙ্কিত চিহ্ন। [ঃ 'তিলক' পরা; ঃ 'তিলক' করা।] গৌর[ব] বর্ধনকারী। [ঃ কবিকুল-'তিলক'। [সং.] **তিলকসেবা** — তিলক অঙ্ক[ন] চন্দন মাটি ইত্যাদির চিহ্ন ধারণ।

তিলা, তিলে — ণ. তিলমিশ্রিত। [বি.] তিলমিশ্রিত একরকম মিষ্টি।

তিলাঞ্জলি — প্রেততর্পণ, তিল ও জ[লের] অঞ্জলি দান। জলাঞ্জলি, সম্পর্কত্যা[গ]।

তিলার্ধ — অতি সামান্য পরিমাণ। [ঃ 'তিলার্ধ' কাল।]

তিলী — হিন্দু সমাজের একটি জাতি

তিলে — ('তিলা' দেখ।)

তিলেক — একতিল, অতি সা[মান্য] পরিমাণ। অতি সামান্য ক্ষণ।

তিলোত্তমা — পুরাণে বর্ণিত স্ব[র্গের]

জনৈকা অপ্সরা, সুন্দ-উপসুন্দবধের জন্য যাঁহার সৃষ্টি হইয়াছিল।

তিলোদক — তিলমিশ্রিত জল। [সং.]

তিষ্ঠানো — ক্রি. থাকা, রহা। শান্তিতে থাকা, সহিয়া থাকা।

তিষ্য — নক্ষত্রবিশেষ, পুষ্যনক্ষত্র। [সং.]

তিসি — একরকম শস্য যাহা হইতে তেল পাওয়া যায়, মসিনা। [সং. অতসী।]

তিহাই — ('তেহাই' দেখ।)

তীক্ষ্ণ — ণ. শাণিত, ধারালো, খরধার। [ঃ 'তীক্ষ্ণ' তরবারি।] যাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। [ঃ সূচি-'তীক্ষ্ণ'।] অতি দ্রুত, অতি ক্ষিপ্র। [ঃ 'তীক্ষ্ণ' গতি।] দুরূহ বিষয়ে সহজে প্রবেশ করিতে পারে এমন। [ঃ 'তীক্ষ্ণ' বুদ্ধি; ঃ 'তীক্ষ্ণ' দৃষ্টি।] উগ্র, তীব্র। [ঃ 'তীক্ষ্ণ' স্বাদ।] বি. — **তীক্ষ্ণতা, তীক্ষ্ণত্ব।**

তীবর — মৎস্যজীবী, তিয়র। ব্যাধ। স্ত্রী. — **তীবরী।** [সং.]

তীব্র — উগ্র, তীক্ষ্ণ, প্রখর, কড়া, দুঃসহ, ঝাঁঝালো। বি. — **তীব্রতা।**

তীর — বাণ, শর। [ফা. তীর্।] **তীরন্দাজ** — তীরনিক্ষেপকারী। [ঃ 'তীরন্দাজ' সৈন্য।]

তীর — কূল, তট, নদী সমুদ্র ইত্যাদির কিনারা বা ধার। [সং.] **তীরবর্তী** — তীরে বা কূলে আছে এমন। স্ত্রী. — **তীরবর্তিনী।** বি. — **তীরবর্তিতা। তীরস্থ** — তীরবর্তী।

তীর্ণ — উত্তীর্ণ। **তীর্ণপ্রতিজ্ঞ** — প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হইয়াছে এমন।

তীর্থ—পূত, পবিত্র। [ঃ 'তীর্থ' স্থান।] বি. পবিত্র স্থান। পবিত্র স্থানে গমন। [ঃ 'তীর্থ' করা।] গুরু। [ঃ 'সতীর্থ'।] পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি বিশেষ। [ঃ কাব্য-'তীর্থ'।] **তীর্থংকর** — তীর্থপর্যটক। জৈন ধর্মের প্রধান প্রচারক। **তীর্থকাক** — তীর্থস্থানের কাকের মতো লোভী ও প্রত্যাশী। **তীর্থক্ষেত্র** — তীর্থস্থান। **তীর্থঙ্কর** — ('তীর্থংকর' দেখ।) **তীর্থযাত্রা** — তীর্থে গমন। **তীর্থযাত্রী** — তীর্থে যাইতেছে এমন ব্যক্তি। স্ত্রী. — **তীর্থযাত্রিণী। তীর্থের কাক** — লোভী ও প্রত্যাশী ব্যক্তি।

তু — কুকুর ইত্যাদিকে ডাকিবার **শব্দ**। তাচ্ছিল্যপূর্ণ ডাক। [ঃ 'তু' করলেই ছুটে।]

তু — (প্রাচীন কবিতায়) তুই, তুমি।

তুই — (উপেক্ষায় বা অতিশয় অন্তরঙ্গতায়) তুমি। **তুইতোকারি** — তুই তোর ইত্যাদি বলিয়া অসম্মান। [ঃ 'তুইতোকারি' করা।]

তুক, তুকতাক — বশীকরণাদির জন্য মন্ত্রপ্রয়োগ, জাদু, গুণ। [ঃ 'তুক' করা।]

তুখড়, তুখোড় — চতুর, অভিজ্ঞ, কর্মপটু। [ঃ 'তুখোড়' ছেলে।] [সং. তীক্ষ্ণ।]

তুঙ্গ — উচ্চ, উন্নত। [ঃ 'তুঙ্গ'-শীর্ষ।] বি. উচ্চস্থান। [ঃ 'তুঙ্গে' বৃহস্পতি।] [সং.] **তুঙ্গিমা** — (প্রাচীন কবিতায়) উচ্চতা। **তুঙ্গী** — (হিন্দু জ্যোতিষে) উচ্চ স্থানে অবস্থিত (গ্রহাদি)।

তুঙ্গভদ্রা — দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত নদী।

তুচ্ছ — অকিঞ্চিৎকর, অবহেলার যোগ্য, সামান্য। [সং.] বি. — **তুচ্ছতা। তুচ্ছতাচ্ছল্য, তুচ্ছতাচ্ছিল্য** — অবহেলা, অবজ্ঞা, অসম্মান। [ঃ 'তুচ্ছতাচ্ছিল্য' করা।]

তুড়া — ক্রি. তিরস্কার করা। চুটানো।

তুড়ি — অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা **শব্দ**। [ঃ 'তুড়ি' দেওয়া।] **উপেক্ষার** ভাব **প্রদর্শন**। [ঃ 'তুড়ি' মারা।]

তুড়ি দিয়া — অত্যন্ত সহজে, অত্যন্ত অবহেলার সহিত। **তুড়িলাফ** — হঠাৎ লাফ, তড়াক করিয়া লাফ।

তুড়ুং, তুড়ুম — শাস্তি দিবার জন্য অপরাধীর পা আটকাইবার উপযোগী কাঠের যন্ত্র। [ফ. trone.]

তুণ্ড — (সাধারণত জন্তুর) মুখ। (পাখির) ঠোঁট। [সং.]

তুত, তুঁত — একরকম গাছ ও তাহার ফল, রেশমের পোকার খাদ্য হিসাবে এই গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়।

তুঁতিয়া, তুঁতে — নীল রঙের একরকম রাসায়নিক দ্রব্য।

তুথ, তুত্থক — তুঁতে। [সং.] **তুত্থাঞ্জন** — তুঁতে হইতে প্রস্তুত কাজল।

তুন্দ, তুন্দি — উদর. ভুঁড়ি। [সং.] **তুন্দিল** — ভুঁড়িওয়ালা।

তুন্নবায় — যে রিফু করে, দরজী।

তুফান — প্রবল ঝড়। [আ.]

তুবড়ানো — ক্রি. টোল খাওয়া, চুপসানো। ণ. টোল খাইয়াছে বা চুপসাইয়াছে এমন। [ঃ 'তুবড়ানো' গাল।] বি. ঐ অর্থে।

তুবড়ি — আগুনের ফুলকির ফোয়ারা ওঠে এমন একরকম আতসবাজি। সাপুড়ের লাউয়ের খোল দিয়া তৈয়ারী বাঁশী। **কথার তুবড়ি** — অনর্গল কথা। [ঃ 'কথার তুবড়ি' ছোটানো।]

তুম-তানা — (সংগীতে) আরম্ভিক স্বর-বিন্যাস। (ব্যঙ্গে) আরম্ভের আয়োজন।

তুমার — জমাখরচের খাতা। [ফা. তুমার্।]

তুমি — যাহার উদ্দেশে বলা হয় সে, সম্বোধিত ব্যক্তি (ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্নেহের পাত্র পিতামাতা ভগবান ইত্যাদির উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়)।

তুমুল — ভয়ানক, ঘোরতর। [ঃ 'তুমুল' কলহ।]

তুম্ব, তুম্বা, তুম্বি — লাউয়ের শুকনা খোল। ঐ খোল দিয়া তৈয়ারী বাদ্য-যন্ত্র। [সং.]

তুয়া—(প্রাচীন কবিতায়) তুমি। তোমাকে। তোমার।

তুরক — ('তুরুক' দেখ।)

তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম — ঘোড়া, অশ্ব। [সং.] স্ত্রী. — **তুরগী, তুরঙ্গী, তুরঙ্গমী**।

তুরগী, তুরঙ্গী — অশ্বারোহী।

তুরন্ত — (প্রাচীন কবিতায়) তাড়াতাড়ি, দ্রুত।

তুরপুন — কাঠ ছেঁদা করিবার এব যন্ত্র, ভোমর। [ফা. তুরফান্।]

তুরস্ক — একটি মুসলমানপ্রধান দেশ [সং. তুরষ্ক।]

তুরান — তুর্কীস্থান। (পারশ্যের রাজগণ কর্তৃক 'ইরান নহে' এই মূলত ব্যবহৃত হইত।) **তুরানী**, — তুরানের অধিবাসী। তুরান সংক্রান্ত

তুরি — তাঁতের মাকু। রণশিঙ্গা।

তুরীয় — সমাধিমগ্ন বিশেষ অবস্থা ব্রহ্ম। ণ. (ব্যঙ্গার্থে) ভাববিহ্বল **তুরীয়ানন্দ** — তুরীয়াবস্থার আনন্দ (ব্যঙ্গে) আত্মহারা বিহ্বল ভাব।

তুরুক, তুরক — তুরস্কের অধিবাসী তুর্কী। [ফা. তুর্কি।] **সওয়ার** — অশ্বারোহী সৈন্য।

তুরুপ — (তাস খেলায়) রঙের তাস পিট লইবার জন্য ঐ তাসের [ঃ 'তুরুপ' করা।] [ওলন্দাজ troef.] **তুরুপের তাস** — কোনও ঘটনা অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযে গোপন তথ্য বা বস্তু।

তুরুম — ('তুড়ুং' দেখ।)

তুর্কিস্তান — ('তুর্কীস্থান' দেখ।)

তুর্কী — তুরস্কদেশের অধিবাসী। তুরস্কে

ভাষা। ণ. তুরস্ক সংক্রান্ত। [ফা. তুর্‌কি।] **তুর্কীনাচন** — ঘুরপাক খাইয়া উদ্দাম নাচ। [ঃ "বিষম 'তুর্কী' নাচন।"] **তুর্কীস্থান** — সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার একটি দেশ (তুরস্ক নহে)।

তুর্বসু — প্রাচীন আর্যদের একটি উপ-জাতি। পুরাণে বর্ণিত যযাতি ও দেবযানীর পুত্র।

তুল — (কবিতায়) তুলনা। সাদৃশ্য, তুল্যতা।

তুলকালাম — বি. তুমুল কলহ। ণ. তুমুল। [আ. তুল-ই-কলাম।]

তুলট — ণ. তুলা হইতে তৈয়ারী। [ঃ 'তুলট' কাগজ।] বি. তুলা হইতে তৈয়ারী কাগজ। ['তুলটে' লেখা পুঁথি।] তুলাদণ্ডে মাপিয়া দাতার ওজনের সমপরিমাণ অর্থাদি দান, তুলাদান।

তুলতুল — কোমলতাসূচক অনুকার। [ঃ 'তুলতুল' করা।] ণ. **তুলতুলে** — কোমল।

তুলনা — উপমা, সদৃশ বিষয় বা বস্তু। [ঃ তাঁহার 'তুলনা' নাই।] সাদৃশ্য নিরূপণ বা বর্ণনা। [ঃ 'তুলনা' হয় না।] **তুলনাত্মক, তুলনামূলক** — তুলনা সংক্রান্ত। তুলনাজাত, ঔপমিক। **তুলনীয়** — তুলনার যোগ্য, তুলনা করা চলে এমন, সদৃশ।

তুলসী — হিন্দুদের নিকট পবিত্র এক-রকম ছোট গাছ ও তাহার পাতা। **তুলসীপত্র** — তুলসীগাছের পাতা। **তুলসীমঞ্চ** — হিন্দুর গৃহে পূজার জন্য রোপিত তুলসীর মূলদেশে রচিত স্তূপ। **তুলসীমঞ্জরী** — তুলসীগাছের ফুলের শিষ।

তুলা — (কবিতায়) তুলনা। [ঃ নাহি তার 'তুলা'।]

তুলা — (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের সপ্তম রাশি।

তুলা — ('তূলা' দেখ।)

তুলা — ওজন। [ঃ 'তুলা'-দণ্ড।] ওজনের যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা। ৪০০ তোলা পরিমাণ। **তুলাদণ্ড** — দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। **তুলাদান** — নিজের শরীরের ওজনের সমান অর্থাদি দান। **তুলাযন্ত্র** — ওজনের যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি।

তুলা — ক্রি. উপরে উঠানো। সরাইয়া রাখা, অপসারিত করা। [ঃ বিছানা 'তুলা'।] উপড়াইয়া ফেলা। [ঃ গাছ 'তুলা'।] প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। গুটানো। [ঃ কারবার 'তুলা'।] চয়ন করা। বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করা। ('তোলা' দেখ।) **তুলানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা প্রসঙ্গ উঠানো। উত্তোলন করানো। চয়ন করানো।

তুলি, তুলিকা — চিত্রকরের আঁকিবার বা রং লাগাইবার কলম। আগায় অল্প পরিমাণ তুলা জড়ানো কাঠি। [ঃ 'তুলি' দিয়া ঔষধ লাগানো।] [সং. তূলি।]

তুলিত — তুলনা করা হইয়াছে এমন, উপমিত।

তুলো — ('তূলা' দেখ।)

তুল্য — সদৃশ, অনুরূপ, মতো। **তুল্য-মূল্য** — সমকক্ষ। সমান মূল্যের। বি. সমান মূল্য। [ঃ 'তুল্যমূল্য' দিয়া।]

তুষ — ধান্য ইত্যাদির খোসা। [সং.] **তুষানল** — তুষের আগুন যাহা সহজে নির্বাপিত হয় না অথচ দাউ দাউ করিয়াও জ্বলিয়া উঠে না। তুষের আগুনের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী বেদনা।

তুষা — ক্রি. (কবিতায়) তুষ্ট করা। [ঃ 'তুষিব' শঙ্করে।]

তুষার — বরফ। [সং.] **তুষারকণা** — বি. বরফের কণা, ঠাণ্ডায় জমাটবাঁধা জলবিন্দু। **তুষারধবল** — ণ. বরফের মতো সাদা, শুভ্র। **তুষারপাত** — বি. অতিরিক্ত ঠাণ্ডার ফলে বরফ পড়া। **তুষারমৌলি, তুষারমৌলী** — ণ. বরফে আবৃত মস্তক বা শিখর যাহার। [ঃ 'তুষারমৌলী' হিমাদ্রি।] **তুষারাদ্রি** — হিমালয় পর্বত।

তুষ্ট — খুশী, তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। বি. **তুষ্টি** — সন্তোষ, খুশি, পরিতোষ।

তুস — একরকম নরম পশমী কাপড়। [আ. তুস।]

তুহিন — বরফ। ণ. বরফের মতো ঠাণ্ডা।

তুহু, তুহুঁ, তুঁহু — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি।

তুহ্যা — (প্রাচীন কবিতায়) তোমা।

তুহ্মি — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি।

তূণ, তূণীর — শর রাখিবার আধার। [সং.]

তূরী, তূর্য — শিঙা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র। [ঃ তূরী'-নিনাদ।] [সং.]

তূলা — কাপাস শিমুল ইত্যাদির ফলের ভিতরের সাদা আঁশ, তুলো।

তূলিকা, তূলী — ('তুলি' দেখ।)

তূষ্ণীম্ভাব — নীরবভাব, মৌন। ণ. — **তূষ্ণিম্ভূত**। [সং.]

তৃণ — ঘাস। ঘাসজাতীয় গাছ। [সং.] **তৃণজ্ঞান** — তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ, উপেক্ষা। [ঃ 'তৃণজ্ঞান' করা।] **তৃণদ্রুম** — বাঁশ তাল নারিকেল ইত্যাদি শাখাহীন বৃক্ষ। **তৃণধান্য** — উড়কি ধান। **তৃণবৎ** — তৃণের মতো, অতি তুচ্ছ। **তৃণভোজী** — ঘাস-খড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এমন। **তৃণাদ** — ণ. ঘাস খায় এমন, তৃণভোজী। **তৃণাসন** — ঘাস বা ঘাসজাতীয় জিনিস দিয়া তৈয়ারী আসন। আসন রূপে ব্যবহৃত ঘাস।

তৃতীয়—তিন সংখ্যার পূরক। [ঃ 'তৃতীয়' দিন।] স্ত্রী. **তৃতীয়া**—ণ. তিন সংখ্যার পূরিকা, তৃতীয় স্থানীয়া। [ঃ 'তৃতীয়া' কন্যা। বি. পূর্ণিমার বা অমাবস্যার পরবর্তী তৃতীয় তিথি।

তৃপ্ত — ভোগ উপভোগ বা প্রাপ্তির আনন্দিত, তুষ্ট। বি. — **তৃপ্তি**।

তৃষা — পিপাসা। ভোগ বা লাভ প্রবল ইচ্ছা। **তৃষাতুর, তৃষার্ত** পিপাসিত। ভোগ বা লাভ প্রবল ইচ্ছায় কাতর। স্ত্রী. — **তৃষার্তা**। **তৃষিত** — পিপাসিত, তৃষ্ণার্ত স্ত্রী. — **তৃষিতা**।

তৃষ্ণা — পিপাসা, তৃষা। **তৃষ্ণাতুর**, — পিপাসিত, তৃষিত। স্ত্রী. - **তৃষ্ণাতুরা, তৃষ্ণার্তা**।

তৃষ্য — ণ. কাম্য, লোভনীয়। [সং

তে — (প্রাচীন বাংলায়) সেই। 'তেকারণ'।] [সং. তদ্।]

তে- — 'তিন' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'তে'-রাত্র; ঃ 'তে'-তলা।

তেঁ — (প্রাচীন বাংলায়) তাহারা। [সং. তে।]

তেঁই — (প্রাচীন কবিতায়) সেই কারণে

তেইশ — বিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা ২৩। [সং. ত্রয়োবিংশতি।] — মাসের ২৩ তারিখ বা তারিখে।

তেউড় — কলা ইত্যাদি গাছের চারা।

তেঞি — (প্রাচীন প্রয়োগ) তাহার দ্বারা [সং. তেন।]

তেওট — ১৪ মাত্রার তাল বিশেষ।

তেওড় — বি. বাঁকা টেরা তোবড়ানো অবস্থা। **তেওড়ানো** — ক্রি. বাঁকিয়া যাওয়া।

তেওয়ারী — হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, ত্রিবেদী।

তেকাঁটা — তেশিরা মনসা।

তেকাঠা — তিনটি কাঠ দিয়া তৈয়ারী।

তেকোনা — তিনটি কোণ আছে এমন, ত্রিকোণ।

তেচল্লিশ — চল্লিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৪৩। [সং. ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ।]

তেচোখা, তেচোখো — ণ. তিন চোখ আছে এমন। বি. একরকম ছোট মাছ।

তেজ, তেজঃ — শক্তি, বল। পরাক্রম, বীরত্ব। তাপ, দীপ্তি। তীব্রতা। [সং. তেজস্।]

তেজন — প্রজ্বলিতকরণ। তীব্রকরণ।

তেজপত্র, তেজপাত, তেজপাতা — রন্ধনাদিতে মসলারূপে ব্যবহৃত হয় এমন একরকম পাতা।

তেজবর — তৃতীয়বার বিবাহ করিতেছে এমন বর। ণ. — **তেজবরে।**

তেজস্কর — তীব্রতা বা শক্তি বৃদ্ধি করে এমন।

তেজস্ক্রিয় — (বিজ্ঞানে) যাহা হইতে একরকম রশ্মি বা কণা আপনা হইতে বিকীর্ণ হয়, radio-active. **তেজস্ক্রিয়া** — ঐরূপ বিকিরণ।

তেজস্বী — মানসিক সাহস ও শক্তির অধিকারী। [সং. তেজস্বিন্।] স্ত্রী. — **তেজস্বিনী।** বি. — **তেজস্বিতা।**

তেজা — (প্রাচীন কবিতায়) ত্যাগ করা, ত্যজা। [ঃ 'তেজিব' পরাণ।] **তেজই** — ত্যাগ করে। **তেজলি** — ত্যাগ করিল। **তেজলুঁ, তেজলুঁ** — ত্যাগ করিলাম। **তেজব** — ত্যাগ করিব।

তেজারত — ব্যবসায়-বাণিজ্য। [আ. তিজারত্।] **তেজারতি** — সুদে টাকা খাটানো। সুদে টাকা খাটাইবার পেশা। [ঃ 'তেজারতি' করা।] ণ. **তেজারতী** — তেজারতি সংক্রান্ত। [ঃ 'তেজারতী' কারবার।]

তেজালো — তেজস্কর। তীব্র।

তেজিমন্দি — দামের বা বাজারের উঠতি-পড়তি।

তেজী—শক্তিশালী। [ঃ 'তেজী' ঘোড়া।] তেজস্কর, তীব্র। [ঃ 'তেজী' ঔষধ।] উঠন্ত, বাড়ন্ত। [ঃ 'তেজী' বাজার।]

তেজীয়ান — শক্তিমান, তেজস্বী।

তেজোময় — তেজ আছে এমন। দীপ্ত, উজ্জ্বল।

তেঞি — ('তেঁই' দেখ।)

তেঠেঙে — তিনপাবিশিষ্ট, তেপায়া।

তেড়ছা, তেড়া — ('তেরছা' দেখ।) **তেড়ি** — ('টেড়ি' দেখ।) **তেড়ে** — তাড়িয়া। ('তাড়া' দেখ।) **তেড়েফুঁড়ে** — ('তাড়াফুঁড়া' দেখ।)

তেতলা, তেতালা — তিন তলা আছে এমন, ত্রিতল। [ঃ 'তেতলা' বাড়ি।] বি. তৃতীয় তল বা তলা। [ঃ 'তেতলায়' আছে।]

তেতাল — (সংগীতে) তাল বিশেষ।

তেতাল্লিশ — চল্লিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৪৩। [সং. ত্রিচত্বারিংশৎ।]

তেতাস — তাস লইয়া একরকম জুয়াখেলা। (ইহাতে প্রত্যেক খেলোয়াড় তিনখানি করিয়া তাস পায়।)

তেঁতুল — একরকম টক ফল ও তাহার গাছ। **তেঁতুলে** — তেঁতুলের মতো দেখিতে। [ঃ 'তেঁতুলে' বিছা।]

তেতো — তিক্ত, কটু, তিতা।

তেত্রিশ — ত্রিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৩৩। [সং. ত্রয়স্ত্রিংশৎ।]

তেন — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন। [ঃ যেন রূপ, 'তেন' গুণ।]

তেপান্তর — জনহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

তেপায়া — ণ. তিনটি পা বা পায়া আছে এমন। বি. তিন পায়া আছে এমন ছোট টেবিল।

তেপ্পায় — ('তিপ্পায়' দেখ।)

তেমতি — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন।

তেমন — সেই রকম। **তেমনই, তেমনি, তেমুনি** — ঠিক সেই রকম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, তখনই। [ঃ যেমনই বলা, 'তেমনই' প্রহার।]

তেমাথা — বি. তিনটি পথ যেখানে মিলিয়াছে, তেরাস্তা। ণ. তিনটি মাথা আছে এমন।

তেমেটে — মাটির মূর্তি গড়িবার সময়ে মূর্তিতে তৃতীয় বার মাটির পালিস লাগানোর কাজ। [ঃ 'তেমেটে' করা।]

তেমোহানা — তিনটি নদীর মুখ যুক্ত হইয়াছে এমন স্থান।

তেয়াগ — বি. (কবিতায়) ত্যাগ। ক্রি. **তেয়াগি'** — ত্যাগ করিয়া। **তেয়াগিনু** — ত্যাগ করিলাম। **তেয়াগিব** — ত্যাগ করিব। **তেয়াগিল, তেয়াগিলা** — ত্যাগ করিল।

তের — ('তেরো' দেখ।)

তেরছ — (প্রাচীন কবিতায়) তেরছা, বাঁকা।

তেরছা — বাঁকা, টেরা, তির্যক। [সং. তির্যচ্।]

তেরপল — ('তিরপল' দেখ।)

তেরাত্তির, তেরাত্রি — তিন রাত। ব্রতাদি উপলক্ষে তিন রাত্রি উপবাস বা জাগরণ।

তেরিজ — অঙ্কের যোগ। [আ.]

তেরিমেরি — অশ্লীল গালাগালি। ক্রোধ প্রকাশ। [হি.]

তেরিয়া — মারমুখো, কোপন। [ঃ 'তেরিয়া' মেজাজ।]

তেল — বি. তিল সরিষা নারিকেল বাদাম ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত স্নেহময় পদার্থ। দম্ভ, অহঙ্কার। [ঃ 'তেল' হওয়া।] তোষামোদ। [ঃ 'তেল' দেওয়া।] ণ. **তেলচিটে** — তৈলাক্ত মলিন। **তেল-চুকচুকে** — তেলের দ্বারা মসৃণ ও চকচকে। **তেলা** — তৈলাক্ত। [ঃ 'তেলা' মাথায় তেল দেওয়া।]

তেলাকুচা, তেলাকুচো — পটোলের মতো দেখিতে একরকম ফল, বিম্ব।

তেলাড়ে — ণ. তেল আছে এমন। [ঃ 'তেলাড়ে' মাছ।]

তেলানি — তৈলাক্ত ভাব। (ব্যঙ্গে) তোষামোদ।

তেলানো — ক্রি. তৈলাক্ত করা। তোষামোদ করা।

তেলাপোকা — আরসোলা। [সং. তৈল-পায়িকা।]

তেলী — তৈল উৎপাদনকারী। তৈল-ব্যবসায়ী। হিন্দুসমাজের একটি জাতি। স্ত্রী. — **তেলিনী**।

তেলুগু, তেলেগু—দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত একটি ভাষা ও জাতি। অন্ধ্রদেশবাসী।

তেলেঙ্গনা — দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল। **তেলেঙ্গা** — অন্ধ্রদেশীয়।

তেলেনা—(সংগীতে) আরম্ভিক আলাপের বোল, তেরে নে তেরে নে তুম তানা ইত্যাদি।

তেলো — হাতের বা পায়ের চেটো। ব্রহ্মতালু। [সং. তালু]

তেশিরা — ণ. তিনটি শির আছে এমন। বি. একরকম মনসা গাছ।

তেষট্টি — ষাটের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৬৩। [সং. ত্রয়ঃষষ্টি।]

তেসনী—ণ. তিন বছরের জন্য, ত্রৈবার্ষিক। বি. তিন বৎসরের জন্য কর বা খাজনা।

তেসরা — মাসের তিন তারিখ।

তেহাই — তিন ভাগের এক ভাগ। (সংগীতে) সম বা তাল শেষ করিবার পূর্বে তবলা ইত্যাদিতে তিনবার আঘাত।

তেহারা — তিন ভাঁজ বা খেই আছে এমন।

তৈক্ষ্ণ্য — তীক্ষ্ণতা, তীক্ষ্ণ ভাব।

তৈখন—(প্রাচীন কবিতায়) তখন, তখনই।

[সং. তৎক্ষণ।]

তৈছন — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন, সেইরূপ। **তৈছনে** — (প্রাচীন কবিতায়) সেইরূপে। **তৈছে** — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন।

তৈজস — ণ. তেজঃ সংক্রান্ত। ধাতু-নির্মিত। বি. ধাতুনির্মিত পাত্রাদি। **তৈজসপত্র** — বাসনকোসন।

তৈত্তিরীয় — ণ. তিত্তির পক্ষী সংক্রান্ত। তিত্তির-ঋষি-প্রোক্ত (যজুর্বেদের আরণ্যক উপনিষদ্ ইত্যাদি)।

তৈয়ার — ণ. নির্মিত, গঠিত, প্রস্তুত। শিক্ষা সজ্জা ইত্যাদির দ্বারা উপযুক্ত, প্রস্তুত। [ঃ পরীক্ষার জন্য 'তৈয়ার'; ঃ বেড়াইবার জন্য 'তৈয়ার'।] পাকা, পরিপক্ক। (নিন্দার্থে) অকালপক্ক, ডেঁপো। বি. **তৈয়ারি** — নির্মাণ, গঠন, প্রস্তুতকরণ। শিক্ষা সজ্জাদির দ্বারা উপযুক্ত হওয়া, প্রস্তুতি। **তৈয়ারী** — ('তৈয়ার' দেখ।) **তৈরি** — ('তৈয়ারি' দেখ।) **তৈরী** — ('তৈয়ার' দেখ।)

তৈল — তেল। **তৈলকল্ক** — তেলের কাইট, খইল। **তৈলকার** — তেলী। **তৈলকিট্ট** — ('তৈলকল্ক' দেখ।) **তৈলপক্ক** — তেলে ভাজা হইয়াছে এমন। **তৈলপায়িকা** — আরসোলা, তেলাপোকা। **তৈলপ্রদান** — তোষামোদ, তেল দেওয়া। **তৈলযন্ত্র** — ঘানি।

তৈলঙ্গ — বি. অন্ধ্রদেশ। ণ. অন্ধ্রদেশীয়। [সং. ত্রিকলিঙ্গ।]

তৈলিক — তেলী, কলু। তৈল সংক্রান্ত।

তৈসন, তৈসে — ('তৈছন' ও 'তৈছে' দেখ।)

তো — কথার মাত্রা। [ঃ বেশ 'তো'।] আশা অনুমান ইত্যাদি সূচক প্রশ্নবাচক শব্দ। [ঃ ভালো আছ 'তো'?] যদিও। [ঃ তুমি 'তো' বলবে, কিন্তু—] অনুরোধ বা মনোযোগ আকর্ষণ সূচক শব্দ। [ঃ দেখো 'তো'।] অপেক্ষিত বিষয়ের ঘটন বা অঘটন সূচক শব্দ। [ঃ কেউ 'তো' এলো না; ঃ এসে 'তো' পেঁছিলাম।] কিন্তু। [ঃ যতোই বলি, সে 'তো' করবে না।] অন্ততঃ। [ঃ খেতে 'তো' পাবো।] নিশ্চয়তা সূচক শব্দ। [ঃ তুমি 'তো' করেছ।] তবে। [ঃ আসে 'তো' বলব।] সংশয়ে। [ঃ পাস করলে 'তো'।]

তো — ভাঁজ, পাট, ত।

তো — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি। **তোই** — (প্রাচীন কবিতায়) তোকে, তোমাকে।

তোকমারি — ফোড়ায় পুলটিশ দেওয়ার উপযোগী একরকম লালাময় বীজ।

তোকে — (তুচ্ছার্থে) তোমাকে।

তোখোড় — ('তুখড়' দেখ।)

তোটক — ১২ অক্ষরবিশিষ্ট একরকম ছন্দ। [সং.]

তোড় — প্রবল স্রোত। প্রাবল্য।

তোড়ই — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) উৎপাটিত বা ছিন্ন করে।

তোড়জোড় — আয়োজন, উৎসাহপূর্ণ প্রস্তুতি। [ঃ 'তোড়জোড়' করা।]

তোড়া — (টাকার) থলি। (ফুলের) গুচ্ছ।

তোড়া — ('তুড়া' দেখ।)

তোড়ি — সঙ্গীতের একরকম রাগিণী, টোড়ি।

তোৎলা, তোতলা — কথা কহিবার সময় যাহার জিভ আটকাইয়া যায় এমন। **তোতলানো** — ক্রি. তোতলার মতো জড়াইয়া অস্পষ্টভাবে কথা বলা। **তোতলামি** — তোতলার উচ্চারণভঙ্গী। তোতলার মতো উচ্চারণ।

তোতা — টিয়াপাখি। [ফা. তূতী।]

তোদের — (তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠতায়) তোমাদের। তোমাদিগকে। **তোদেরকে** —

(তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠতায়) তোমাদিগকে।
তোপ — কামান। কামানের গর্জন। [তু. তোপ্।] **তোপখানা** — কামান রাখিবার জায়গা। কামানের কারখানা। **তোপ দাগা** — কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করা।
তোফা — উৎকৃষ্ট, খাসা। [আ. তুহ্ফাহ্।]
তোবড়া — ঘোড়ার মুখে লাগাইয়া দানা খাওয়াইবার থলি।
তোবড়া — ণ. চুপসানো, বসিয়া গিয়াছে এমন, টোল-খাওয়া। **তোবড়ানো** — ক্রি. বসিয়া যাওয়া, চুপসাইয়া যাওয়া। ণ. চুপসাইয়া গিয়াছে বা টোল খাইয়াছে এমন। বি. তোবড়া ভাব।
তোবা — ঘৃণা খেদ ইত্যাদি সূচক মুসলমানী উক্তি। [আ. তৌবহ্।]
তোমর — প্রাচীন কালের একরকম যুদ্ধাস্ত্র। [সং.]
তোমরা — যাহাদের উদ্দেশে বলা হয় তাহারা। **তোমা** — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি। **তোমা সবাকার** — (কবিতায়) তোমাদের সবার। **তোমাদিগকে** — যাহাদের উদ্দেশে বলা হয় তাহাদিগকে। **তোমাদের** — যাহাদের উদ্দেশে বলা হয় তাহাদের। যাহাদের উদ্দেশে বলা হয় তাহাদিগকে। **তোমাদেরকে** — যাহাদের উদ্দেশে বলা হয় তাহাদিগকে। **তোমার** — যাহাকে বলা হয় তাহার।
তোয় — জল। [সং.] **তোয়নিধি, তোয়ধি** — সমুদ্র।
তোয় — (প্রাচীন কবিতায়) তোকে, তোমাকে।
তোয়াক্কা — ভয়, সমীহ। [: 'তোয়াক্কা' করা।] [আ. তবা.ক্কু।]
তোয়াজ — সেবাযত্ন। তোষামোদ। [: 'তোয়াজ' করা।] [আ. তোবা.-জ্জহ্।]
তোয়ালা, তোয়ালে — গা মুছিবার পুরু একরকম কাপড়। [পো. toalha.]
তোর — (তুচ্ছার্থে বা অতি ঘনিষ্ঠতায়) তোমার।
তোরঙ, তোরঙ্গ — পেটরা, কাপড়-চোপড় রাখিবার বড় বাক্স। [ই. trunk.]
তোরণ — ফটক, গেট। সিংহদ্বার [সং.]
তোরা—(তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠতায়) তোমরা।
তোরে — (কবিতায়) তোকে।
তোলক — দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। উত্তোলন-যন্ত্র।
তোলন — ওজন করণ, তৌল। উত্তোলন।
তোলপাড় — আলোড়ন, ওলটপালট। তুমুল আন্দোলন তল্লাস ইত্যাদি।
তোলা — এক ছটাকের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, এক ভরি। [সং. তোল।]
তোলা — ক্রি. উঠানো, উত্তোলন করা। [: মোট 'তোলা'।] ঘুম ভাঙানো। প্রসঙ্গ উত্থাপন করা, কথা পাড়া। স্থান দেওয়া। [: জাতে 'তোলা'; : ঘরে 'তোলা'।] সংগ্রহ করা। [: টাকা 'তোলা'।] ছিন্ন করা, উৎপাটিত করা। চয়ন করা। [: ফুল 'তোলা'; : গা 'তোলা'।] বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করা। [: ভাড়াটে 'তোলা'।] উদ্ধৃত করা। [: কবিতা 'তোলা'।] বমি করা। [: দুধ 'তোলা'।] গুছাইয়া যথাস্থানে রাখা। [: কাপড় 'তোলা'; : বই 'তোলা'।] ছাপ বা ছায়া ইত্যাদি হইতে প্রতিকৃতি রচনা করা। [: ফোটো 'তোলা'; : ছবি 'তোলা'।] কাহারও সম্পর্কে তিরস্কার বা নিন্দা করা। [: বাবা 'তোলা'।] কাটিয়া গঠন করা। [: পল 'তোলা'।] ণ. তোলা হইয়াছে এমন। [: 'তোলা' জল।] তুলিয়া

রাখা হইয়াছে বা হয় এমন। [ঃ 'তোলা' কাপড়।] তোলা যায় এমন। [ঃ 'তোলা' উনান।] চয়ন করা হইয়াছে এমন। উদ্ধৃত। বি. ঐ সকল অর্থে। **কথা তোলা** — প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। **গা তোলা** — বিছানা হইতে ওঠা। **গায়ে হাত তোলা** — প্রহার করা। **চামড়া তোলা** — বেদম প্রহার করা। **নাক তোলা** —ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করা। **পটল তোলা** — মরা। **সুর তোলা** — কান্না শুরু করা। **হাই তোলা** — আলস্য বা ঘুমের আবেশে মুখব্যাদান করা। **হাত তোলা** — প্রহার করা। ('তুলা' দেখ।)

তোলাপাড়া — মনে মনে বার বার চিন্তা।

তোলিত — তৌল বা ওজন করা হইয়াছে এমন।

তোলো — বড় হাঁড়ি। [পো. talha.]

তোশক — বিছানার পাতলা গদি। [ফা.]

তোশাখানা — মূল্যবান্ আসবাব ইত্যাদি রাখিবার ঘর। [ফা.]

তোষণ — খুশী করণ, তুষ্টিবিধান। [ঃ ইংরেজ 'তোষণ'।] [সং.] **তোষণীয়** — তোষণের যোগ্য।

তোষামুদে — যে তোষামোদ করে।

তোষামোদ — খোশামোদ, চাটু।

তোষিণী — তোষণকারিণী।

তোসাদান — গুলী ইত্যাদি রাখিবার থলি। [ফা.]

তোহার, তোঁহার — (প্রাচীন কবিতায়) তোমার।

তোহে — (প্রাচীন কবিতায়) তোমাকে।

তোহ্মা — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি, তোমা। **তোহ্মাক, তোহ্মাকে**—(প্রাচীন কবিতায়) তোমাকে। **তোহ্মাত** — (প্রাচীন কবিতায়) তোমাতে। **তোহ্মার** — (প্রাচীন কবিতায়) তোমার।

তৌজি — জমি ও খাজনার তালিকা। [আ.] **তৌজিভুক্ত** — তৌজিতে লিপিবদ্ধ।

তৌল — ওজন করণ। ওজন। তুলাযন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা। **তৌলন** — ওজন করণ।

তৌলিক — তুলি ব্যবহারকারী, চিত্রকর। তুলি সংক্রান্ত। যে ওজন করে, কয়াল।

ত্যক্ত — যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে, বর্জিত। [ঃ 'ত্যক্ত' অংশ।] যাহাতে দাবী ত্যাগ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ত্যক্ত' সিংহাসন।] যেখান হইতে চলিয়া আসা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ত্যক্ত' স্থান।] নিক্ষিপ্ত। [ঃ ত্যক্ত 'তীর'।] যাহাকে ফেলিয়া যাওয়া হইয়াছে। [ঃ 'ত্যক্ত' শিশু।] বিরক্ত, উত্ত্যক্ত। [ঃ 'ত্যক্ত' করা।]

ত্যজন — ত্যাগ, বর্জন। ক্ষেপণ। [সং]

ত্যজা — ক্রি. (কবিতায়) ত্যাগ করা। [ঃ 'ত্যজিব' পরাণ।]

ত্যজ্যমান — ত্যাগ করা হইতেছে এমন।

ত্যাগ — বর্জন, পরিহার, ছাড়া। স্বার্থ বিসর্জন। বৈরাগ্য, নিরাসক্তি। **নিঃশ্বাস ত্যাগ, প্রাণত্যাগ, দেহত্যাগ** — মৃত্যু। **ত্যাগস্বীকার** — স্বার্থবিসর্জন। **ত্যাগী** — যে ত্যাগ করে বা করিয়াছে। নিরাসক্ত, বিরাগী, ভোগসুখে বিমুখ। স্বার্থ-বিসর্জনকারী। [সং. ত্যাগিন্।] স্ত্রী. — **ত্যাগিনী**।

ত্যাজ্য — ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত। [ঃ 'ত্যাজ্য' পুত্র।] স্ত্রী. — **ত্যাজ্যা**।

ত্যাঁদড় — নির্লজ্জ ও একগুঁয়ে, বেহায়া।

ত্রয় — তিনটির সমষ্টি। [ঃ ব্যক্তি-'ত্রয়'।] স্ত্রী. — **ত্রয়ী**। **ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ** — ৫৩ সংখ্যা। **ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম** — ৫৩ সংখ্যার পূরক। **ত্রয়শ্চত্বারিংশ** — ৪৩ সংখ্যার পূরক, ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম। **ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ** — ৪৩ সংখ্যা। **ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম** —

৪৩ সংখ্যার পূরক, ত্রয়শ্চত্বারিংশ। **ত্রয়ঃষষ্টি** — ৬৩ সংখ্যা। **ত্রয়ঃষষ্টিতম** — ৬৩ সংখ্যার পূরক। **ত্রয়ঃসপ্ততি** — ৭৩ সংখ্যা। **ত্রয়ঃসপ্ততিতম** — ৭৩ সংখ্যার পূরক। **ত্রয়স্ত্রিংশ** — ৩৩ সংখ্যার পূরক। **ত্রয়স্ত্রিংশৎ** — ৩৩ সংখ্যা। **ত্রয়স্ত্রিংশত্তম** — ৩৩ সংখ্যার পূরক, ত্রয়স্ত্রিংশ।

ত্রয়োদশ — তেরো, ১৩। তেরো সংখ্যার পূরক, তেরোর। [সং. ত্রয়োদশন্।] স্ত্রী. **ত্রয়োদশী** — ণ. ত্রয়োদশ স্থানীয়া। বি. তিথি বিশেষ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পূর্ববর্তী দ্বিতীয় তিথি। তেরো বছর বয়স্কা বালিকা।

ত্রয়োবিংশ — ২৩ সংখ্যার পূরক, তেইশের। **ত্রয়োবিংশতি** — ২৩ সংখ্যা, তেইশ। [সং.] **ত্রয়োবিংশতিতম** — ২৩ সংখ্যার পূরক, ত্রয়োবিংশ।

ত্রস্ত — ভীত, আতঙ্কিত। চকিত। স্ত্রী. — **ত্রস্তা**।

ত্রাটক — যোগসাধনের একটি রীতি বা অঙ্গ।

ত্রাণ — রক্ষা, নিস্তার, নিষ্কৃতি, উদ্ধার। [সং..] **ত্রাণকর্তা** — রক্ষাকর্তা, উদ্ধার-কর্তা। স্ত্রী. — **ত্রাণকর্ত্রী**। **ত্রাতা** — ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা। [সং. ত্রাতৃ।]

ত্রাস — ভয়, আতঙ্ক। **ত্রাসিত** — ভীত, আতঙ্কিত। স্ত্রী. — **ত্রাসিতা**।

ত্রাহি — ত্রাণ কর, রক্ষা কর, উদ্ধার কর। **ত্রাহি ত্রাহি ডাক, ত্রাহি ত্রাহি রব** — বিপদে পড়িয়া চিৎকার।

ত্রি — 'তিন' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ত্রিভুবন'; ঃ 'ত্রিতল'।]

ত্রিংশ — ৩০ সংখ্যার পূরক, তিরিশের। **ত্রিংশৎ** — ৩০ সংখ্যা, ত্রিশ, তিরিশ। [সং.] **ত্রিংশত্তম** — ৩০ সংখ্যার পূরক, ত্রিংশ, তিরিশের।

ত্রিক — মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ, pelvis.

ত্রিকাল — অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। **ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, ত্রিকালবেত্তা** — যে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনা জানে বা দেখিতে পায়। [ঃ 'ত্রিকালজ্ঞ' ঋষি।]

ত্রিকাস্থি — মেরুদণ্ডের নিম্নবর্তী ত্রিকোণ অস্থি।

ত্রিকুল — তিন কুল, পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল।

ত্রিকূট — ণ. তিনটি শিখর আছে এমন। বি. রামায়ণে বর্ণিত একটি পর্বত।

ত্রিকোণ — তিন কোণ আছে এমন, তেকোনা। ত্রিকোণক্ষেত্র, ত্রিভুজ। **ত্রিকোণমিতি** — ত্রিভুজের বাহু ও কোণ সংক্রান্ত গণিত, trigonometry. **ত্রিকোণী** — ত্রিভুজাকার জ্যামিতিক যন্ত্র।

ত্রিগঙ্গ — ত্রিবেণী, প্রয়াগ।

ত্রিগুণ — সত্ত্ব রজঃ তমঃ ইত্যাদি হিন্দু দর্শনে বর্ণিত প্রকৃতির তিনটি গুণ। ণ. তিনের দ্বারা গুণ করা হইয়াছে এমন, তিন গুণ। [ঃ দ্বিগুণ-'ত্রিগুণ'।]

ত্রিগুণা — দুর্গা, ভগবতী।

ত্রিগুণাত্মক — সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ আছে এমন। ঐ তিন গুণ সংক্রান্ত স্ত্রী. — **ত্রিগুণাত্মিকা**।

ত্রিঘাত — (গণিতে) ক্রমাগত নিজেকে নিজে দুইবার গুণ করে এমন (সংখ্যা). cubic. দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ আছে এমন, ঘন।

ত্রিচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশৎ, ত্রিচত্বারিংশত্তম — (যথাক্রমে 'ত্রয়শ্চত্বারিংশ', 'ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ' ও 'ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম' দেখ।)

ত্রিজগৎ — স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ত্রিভুবন

ত্রিজটা — রামায়ণে বর্ণিতা রাবণের দাসী।

ত্রিতন্ত্রী — তিন তার আছে এমন বাদ্য যন্ত্র, সেতার।

ত্রিতল — তিনটি তল বা মেঝে আছে এমন, তেতলা। [ঃ 'ত্রিতল' গৃহ।]

ত্রিতাপ — আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত মহাদুঃখ।

ত্রিত্ব — তিনের ভাব বা অবস্থা। ত্রিমূর্তি, ত্রিরূপ।

ত্রিদশ — দেবতা। **ত্রিদশালয়** — অমরাবতী, স্বর্গ।

ত্রিদিব — স্বর্গ। আকাশ। **ত্রিদিবেশ** — ইন্দ্র, স্বর্গের অধিপতি।

ত্রিদোষ — আয়ুর্বেদে বর্ণিত বাত পিত্ত ও কফের প্রাবল্য।

ত্রিধা — তিন ভাবে, তিন প্রকারে। তিন ভাগে, তিন খণ্ডে।

ত্রিধারা — বি. গঙ্গা (স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী — এই অর্থে)। তিন ধারা। ণ. তিনটি ধারা বা স্রোত আছে এমন।

ত্রিনবতি — তিরানব্বই, ৯৩। **ত্রিনবতিতম** — ৯৩ সংখ্যার পূরক।

ত্রিনয়ন — যাঁহার তিন চোখ আছে, শিব। স্ত্রী. **ত্রিনয়না** — যে দেবীর তিন চোখ আছে, দুর্গা, কালী। **ত্রিনয়নী** — দুর্গা। [ঃ 'ত্রিনয়নীর' ব্রত।]

ত্রিনেত্র, ত্রিনেত্রা — ('ত্রিনয়ন' ও 'ত্রিনয়না' দেখ।)

ত্রিপঞ্চাশৎ, ত্রিপঞ্চাশত্তম — (যথাক্রমে 'ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ' ও ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম' দেখ।)

ত্রিপত্র — ণ. তিনটি পাতা আছে এমন। বি. একত্র তিনটি পাতা। বেলপাতা।

ত্রিপথ — তিনটি পথ। তেরাস্তা। **ত্রিপথগা** — তিনটি পথে .বা দিকে গিয়াছে এমন (স্ত্রী.)। [ঃ 'ত্রিপথগা' গঙ্গা।] **ত্রিপথগামী** — তিনটি পথে বা দিকে যায় বা যাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **ত্রিপথগামিনী**।

ত্রিপদ — তিন-পা-যুক্ত, তেপায়া।

ত্রিপদী — তিনচরণযুক্ত পদ্য। তেপায়া।

ত্রিপাদ — ণ. তিনটি পা রাখা যায় এমন, তিন পা পরিমিত। [ঃ 'ত্রিপাদ' ভূমি।] যাঁহার তিনটি পা আছে। বি. পুরাণে বর্ণিত বামনরূপী বিষ্ণু। চার ভাগের তিন ভাগ।

ত্রিপিটক — বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ (ইহা সূত্র ধর্ম ও বিনয় এই তিনটি পিটক বা বিভাগে বিভক্ত)।

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক — ত্রিশূলের মতো তিনটি-রেখাযুক্ত কপালের তিলক।

ত্রিপুর — পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর, শিব ইহাকে হত্যা করেন। পুরাণে বর্ণিত ময় দানব-রচিত সোনা রূপা এবং লোহার তিনটি শহর।

ত্রিপুরা — পূর্ববঙ্গের একটি অঞ্চল। জনৈকা দেবীর নাম।

ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি — ত্রিপুর অসুরের বিনাশকারী, শিব।

ত্রিফলা — হরীতকী বহেড়া ও আমলকী এই তিন ফল। [ঃ 'ত্রিফলার' জল।]

ত্রিবর্গ — ধর্ম অর্থ ও কাম। (তুঃ 'চতুর্বর্গ'।)

ত্রিবর্ণ — বি. তিন রং। ণ. তিন রঙের, তেরঙা। **ত্রিবর্ণরঞ্জিত** — তিন রঙে রাঙানো, তেরঙা। [ঃ 'ত্রিবর্ণরঞ্জিত' পতাকা।]

ত্রিবলি, ত্রিবলী — কণ্ঠ বা উদরের মাংসের কুঞ্চনের ফলে রেখা।

ত্রিবার্ষিক — ('ত্রৈবার্ষিক' দেখ।)

ত্রিবিক্রম — পুরাণে বর্ণিত বামনরূপী বিষ্ণু।

ত্রিবিদ্যা — ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ। লিখন পঠন ও গণিত সম্পর্কে জ্ঞান।

ত্রিবিধ — তিনরকম।

ত্রিবৃত্ত—তিনবার গুণ করা হইয়াছে এমন।
ত্রিবেণী — গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থান (প্রয়াগ এবং হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম)।
ত্রিবেদী — ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ অধ্যয়নকারী। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।
ত্রিভঙ্গ — যাহার তিন স্থান (মস্তক কটি ও পদ) ভাঙা বা বাঁকা এমন। [ঃ 'ত্রিভঙ্গ' মুরতি।] **ত্রিভঙ্গমুরারি** — যাঁহার মস্তক কটি ও পদ এই তিন স্থান বাঁকা সেই মুরারি বা কৃষ্ণ। **ত্রিভঙ্গিম** — ('ত্রিভঙ্গ' দেখ।)
ত্রিভুজ — তিনটি সরল রেখার দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র, ত্রিকোণ ক্ষেত্র।
ত্রিভুবন — স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল।
ত্রিমার্গ — সাধনার তিন পথ।
ত্রিমূর্তি — ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের যুক্ত-মূর্তি।
ত্রিযামা — রাত্রি, নিশা।
ত্রিরত্ন — বৌদ্ধধর্মের তিনটি মহামূল্য বস্তু, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ।
ত্রিরাত্র — পর পর তিন রাত্রিব্যাপী জাগরণ ইত্যাদি ব্রত। তিন রাত্রি। [ঃ 'ত্রিরাত্র' জাগরণ।]
ত্রিলোক — ('ত্রিভুবন' দেখ।) **ত্রিলোকেশ** — ত্রিভুবনের অধিপতি।
ত্রিলোচন — ('ত্রিনয়ন' দেখ।)
ত্রিলোচনা — ('ত্রিনয়না' দেখ।)
ত্রিশ — ৩০ সংখ্যা, তিরিশ। [সং. ত্রিংশৎ।]
ত্রিশক্তি — কালী তারা ও ত্রিপুরা এই তিন দেবী। তিনটি রাষ্ট্রের মিলিত শক্তি।
ত্রিশঙ্কু — পুরাণে বর্ণিত রাজা যিনি ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের আদেশে শূন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। **ত্রিশঙ্কুর অবস্থা** — অনিশ্চয়তা, দোদুল্যমান অবস্থা।
ত্রিশূল — তিনটি ফলা আছে এমন শূল, শিবের অস্ত্র। **ত্রিশূলধারী, ত্রিশূলপাণি, ত্রিশূলী** — শিব।
ত্রিষষ্টি, ত্রিষষ্টিতম — (যথাক্রমে 'ত্রয়ঃষষ্টি' ও 'ত্রয়ঃষষ্টিতম' দেখ।)
ত্রিসংসার — ('ত্রিভুবন' দেখ।)
ত্রিসত্য — তিন বার উচ্চারণ করিয়া শপথ [ঃ 'ত্রিসত্য' করা।]
ত্রিসন্ধ্যা — সকাল দুপুর ও বিকাল।
ত্রিসপ্ত — একুশ।
ত্রিসপ্ততি, ত্রিসপ্ততিতম — ('ত্রয়ঃসপ্ততি ও 'ত্রয়ঃসপ্ততিতম' দেখ।)
ত্রিসীমা, ত্রিসীমানা — তিন প্রান্ত। আশপাশ, নিকটবর্তী স্থান। [ঃ 'ত্রিসীমানায় পা না দেওয়া।]
ত্রিস্রোতা — তিন স্রোত আছে এমন নদী, গঙ্গা। উত্তর বঙ্গের তিস্তা নদী।
ত্রুটি, ত্রুটী — অভাব, অঙ্গহীনতা। [আদর-আপ্যায়নের 'ত্রুটি' নাই।] অপরাধ দোষ। [ঃ 'ত্রুটি'-বিচ্যুতি।]
ত্রেতা — পুরাণোক্ত দ্বিতীয় যুগ যাহাতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [সং।
ত্রৈকালিক — অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত। ত্রিকালজ্ঞ।
ত্রৈগুণ্য — সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সমন্বয়।
ত্রৈবার্ষিক — তিন বৎসরে বা তিন বৎসর বাদে হয় এমন। তিন বৎসর স্থায়ী। **ত্রৈবার্ষিকী** — তিন বৎসর উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান। তিন বৎসরে সম্পন্ন হয় এমন। [ঃ 'ত্রৈবার্ষিকী' পরিকল্পনা।] তিন বৎসর বাদে হয় এমন।
ত্রৈমাসিক — তিন মাসে বা তিন মাস বাদে হয় এমন।
ত্রৈরাশিক — তিনটি সংখ্যার পরস্পর

সম্বন্ধঘটিত অঙ্ক প্রণালী।

ত্রৈলঙ্গ — অন্ধ্রদেশীয়, তেলেঙ্গা।

ত্রৈলোক্য — স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের সমষ্টি। **ত্রৈলোক্যনাথ** — স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালের অধিপতি।

ত্রোটক — একরকম প্রাচীন দৃশ্যকাব্য।

ত্র্যক্ষর — বি. ওম্ ধ্বনি (অ উ ও ম্ এই অর্থে)। ণ. তিন-অক্ষরযুক্ত।

ত্র্যশীতি — ৮৩ সংখ্যা। **ত্র্যশীতিতম** — ৮৩ সংখ্যক।

ত্র্যহস্পর্শ — একদিনে তিন তিথির যোগ (যাত্রাদির পক্ষে অশুভ মনে করা হয়)।

-ত্ব — ('-তা' দেখ।)

ত্বক্ — চামড়া। ছাল, খোসা। [সং. ত্বচ্।]

ত্বদীয় — তোমার। তোমার সম্পর্কে।

ত্বরণ — গতিবেগের ক্রমবৃদ্ধি, acceleration. ণ. — **ত্বরিত**।

ত্বরা — শীঘ্রতা, দ্রুততা, তাড়াতাড়ি। **ত্বরায়** — অবিলম্বে, শীঘ্র। ণ. **ত্বরিত** — দ্রুত, সত্বর।

ত্বষ্টা — বিশ্বকর্মা। বৃত্রাসুরের পিতা। তক্ষণশিল্পী। ছুতার। [সং. ত্বষ্টৃ।] তক্ষণশিল্পী। ছুতার।

ত্বাচ্ — ত্বক্ সম্বন্ধীয়।

ত্বাদৃশ — তোমার সদৃশ, তোমার তুল্য।

ত্বিষাম্পতি — সূর্য, রবি।

থ

থ — হতভম্ব, বিস্ময়াভিভূত, স্তম্ভিত। [ঃ 'থ' হওয়া।]

থই — তল। [ঃ 'থই' মেলে না; ঃ 'অথই'।] [সং. **স্থল**।] নৃত্যছন্দের অনুকার। [ঃ নাচে তা তা 'থই'।] **থইথই** — প্লাবন ও তরঙ্গময়তা সূচক অনুকার। [ঃ চারিদিকে জল 'থইথই' করছে।]

থকথক — পিচ্ছিল গাঢ়তাসূচক অনুকার। [ঃ পোকা 'থকথক' করা।] ণ. **থকথকে** — থকথক করে এমন, গাঢ় ও নরম।

থকা — ক্লান্ত হওয়া। ণ. **থকিত** — ক্লান্ত। ক্লান্তিতে সহসা থামিয়াছে এমন। [ঃ "'থকিত' পায়ের চলা দ্বিধাতে।"]

থতমত — হঠাৎ অপ্রতিভ, হঠাৎ হতবুদ্ধি। [ঃ 'থতমত' হওয়া।] অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে সাময়িক বুদ্ধিলোপ। [ঃ 'থতমত' খাওয়া।]

থপ — নরম ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ। [ঃ 'থপ' ক'রে বসা।] **থপ থপ** — বারে বারে থপ শব্দ। [ঃ ব্যাঙের 'থপ থপ' ক'রে লাফানো।] **থপাস্** — থপ্ অপেক্ষা উচ্চতর শব্দসূচক অনুকার।

থমক — থামিয়া থামিয়া চলার ভঙ্গী, ঠমক।

থমকানি — বি. হঠাৎ থামা। **থমকানো** — ক্রি. বিস্ময়ে বা ভয়ে হঠাৎ থামা। স্তম্ভিত হওয়া। বি. ও ণ. এই অর্থে।

থমথম — স্তব্ধতা ও আতঙ্কপূর্ণতা সূচক অনুকার। [ঃ 'থমথম' করা।] **থমথমে** — থমথম করে এমন, স্তব্ধ গম্ভীর। [ঃ 'থমথমে' ভাব।]

থরথর — কম্পনসূচক অনুকার। [ঃ 'থরথর' ক'রে কাঁপা।] ণ. কম্পমান। [ঃ ভয়ে 'থরথর'।] **থরথরানি** — কম্পন। **থরথরি** — (কবিতায়) থরথর করিয়া। **থরহরি** — থরথর করিয়া। [ঃ 'থরহরি' কম্পমান।]

থল — (কবিতায়) স্থল, ডাঙা। **থলকমল** — (কবিতায়) স্থলপদ্ম।

থলথল — কোমলতা ও শৈথিল্য সূচক অনুকার। [ঃ 'থলথল' করা।] ণ. **থলথলে** — কোমল ও শিথিল। [ঃ 'থলথলে' মাংস।]

থলি — (প্রাচীন কবিতায়) স্থান। স্থল।
থলি — ছোট থলে। **থলিয়া, থলে** — চট ও কাপড় ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী বস্তা, ছালা।
থলোথলো — (ধ্বনিমাধুর্যে) থলথল।
থসথস — ভিজা ভাব ও শিথিলতা সূচক অনুকার। কোমল বস্তু থাসিবার শব্দ। ণ. **থসথসে** — থসথস করে এমন, ভিজা ও নরম।
-থা — 'বিয়ে' শব্দের সহিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ঃ বিয়ে-'থা' করা।]
থাউকা, থাউকো — আন্দাজে, আনুমানিক। [ঃ 'থাউকা' দর।]
থাক — স্তর, শ্রেণী, সারি। [ঃ 'থাকে থাকে' সাজানো।] [সং. স্তবক।]
থাকা — ক্রি. রহা। [ঃ কাজ 'থাকা'; ঃ সুখে 'থাকা'; ঃ সন্দেহ 'থাকা'।] বাস করা। [ঃ দেশে 'থাকা'; ঃ গ্রামে 'থাকা'।] ঃ স্থির রহা, তিষ্ঠানো। [ঃ 'থাকতে' পারল না।] প্রয়োজন নাই, ত্যক্ত হউক। [ঃ ও কাজ 'থাক'।] অধিকারে রহা। [ঃ টাকা 'থাকা'; ঃ জমিদারি 'থাকা'।] বিশেষ অবস্থায় রহা। [ঃ সুস্থ 'থাকা'] নিত্য বা প্রায়ই হয় এই অর্থে। [ঃ করিয়া 'থাকি'; ঃ খাইয়া 'থাকি'।] **থাকিয়া থাকিয়া** — মাঝে মাঝে, কিছু কাল বাদে বাদে।
থান — অখণ্ড কাপড়। [ঃ বিশগজী 'থান'।] পাড়হীন কাপড়। [ঃ বিধবারা 'থান' পরে।] ণ. পাড়হীন। [ঃ 'থান' কাপড়।]
থান — ণ. গোটা, অখণ্ড, আস্ত। [ঃ 'থান' ইট।]
থান — স্থান। [ঃ ঠাকুরের 'থান'; ঃ 'থানে' অথানে।] [সং. স্থান।]
থানকুনি — একরকম শাক। [ঃ 'থানকুনির' পাতা।]
থানা — পুলিসের কার্যালয়। পুলিস সাব-ইনস্পেক্টরের অধীন এলাকা, কোতোয়ালি। (প্রাচীন কবিতায়) আড্ডা, আস্তানা। সৈন্যদল। পাহারা। **থানা-পুলিস করা** — থানায় নালিশ ইত্যাদির জন্য ঘোরাঘুরি করা।
থাপ — করতলের চাপ। সজোরে চাপ।
থাপড়, থাপড়া — ('থাপ্পড়' দেখ।)
থাপড়ানো — ('থাবড়ানো' দেখ।)
থাপি — ছাদ বা কাঁচা হাঁড়ি পিটিবার ছোট পিটনা।
থাপ্পড় — সজোরে করতলের আঘাত, চড়, চাপড়।
থাবড়া — ('থাপ্পড়' দেখ।)
থাবড়ানো — ক্রি. করতল দিয়া আঘাত করা, থাপ্পড় মারা।
থাবড়ি — মাটিতে পাছার চাপ। [ঃ 'থাবড়ি' খেয়ে বসা।]
থাবর — (প্রাচীন কবিতায়) স্থাবর।
থাবা — হিংস্র জন্তুর সম্মুখের পদতল। (ব্যঙ্গার্থে বা নিন্দার্থে) করতল, হাতের চেটো। হাতে ধরে এমন পরিমাণ। [ঃ এক 'থাবা' ভাত।] **থাবা দেওয়া, থাবা মারা** — থাবা দিয়া আঘাত করা। হাত দিয়া ছোঁ মারা। **থাবানো** — ক্রি. থাবা দিয়া আঁচড়াইয়া ধরা। থাবা দিয়া আঘাত করা।
থাম — বড় মোটা খুঁটি, স্তম্ভ।
থামা — ক্রি. গতিহীন হওয়া, নিশ্চল হওয়া। বিরত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া। বন্ধ হওয়া। [ঃ যুদ্ধ 'থামা'; ঃ কান্না 'থামা'।] সবুর করা। [ঃ একটু 'থাম'।] চুপ করা। [ঃ 'থামুন' বাজে বকবেন না।] বি. ও ণ. ঐ অর্থে।
থামানো — ক্রি. গতিরোধ করা, গতিহীন

করা, নিশ্চল করা। বিরত করা, নিরস্ত করা, নিবৃত্ত করা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

থামাল — থামের মাথা। খাড়া গাঁথনি। দরজার উপরের অংশ।

থারমস, থারমস বোতল — উত্তাপ রক্ষা করে এমন একরকম বোতল। [ই.]

থার্ড — তৃতীয়। [ই. third.] **থার্ড ক্লাশ** — তৃতীয় শ্রেণী। রেলগাড়ি ইত্যাদির তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। ণ. অতি নিম্ন স্তরের, অত্যন্ত বাজে। [ই. third class.]

থার্মমিটার, থার্মোমিটার — উষ্ণতা বা তাপ পরিমাপক যন্ত্র, তাপমান। [ই. thermometer.]

থারি — (কবিতায়) থালি।

থাল, থালা — গোলাকার অগভীর একরকম ভোজনপাত্র। [সং. স্থাল।] **থালি** — ছোট থালা। [সং. স্থালী।]

থাসা — ক্রি. হাত বা পা দিয়া চাপিয়া চটকানো বা মিশানো। [ঃ ময়দা 'থাসা'; ঃ কাদা 'থাসা'।] মর্দন করা, ডলা। ণ. হাত বা পা দিয়া চটকানো বা ডলা হইয়াছে এমন। বি ঐ অর্থে। **থাসানো** — ক্রি. অপরকে দিয়া থাসা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

থিওরি — তত্ত্ব। মতবাদ। [ই. theory.]

থিকথিক — পিচ্ছল তরল পদার্থে বহু-সংখ্যক পোকার সমাবেশ সূচক অনুকার। [ঃ পোকা 'থিকথিক' করছে।]

থিতানো — ক্রি. ময়লাদি নিচে পড়িয়া জমা হওয়া। নিচে জমা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

থিয়েটার — অভিনয়শালা, নাট্যমঞ্চ, রঙ্গালয়। [ঃ 'থিয়েটারে' যাওয়া।] মঞ্চে অভিনয়। [ঃ 'থিয়েটার' করা।] [ই. theatre.] **থিয়েটারী** — (নিন্দার্থে) থিয়েটার সংক্রান্ত, কৃত্রিমতা-পূর্ণ। [ঃ 'থিয়েটারী' ভঙ্গী।]

থির — (কবিতায়) স্থির।

থিসিস — গবেষণামূলক মৌলিক রচনা। [ই. thesis.]

থু, থুঃ — থুতু ফেলার শব্দ। ঘৃণা সূচক অনুকার।

থুক — থুতু ফেলার শব্দ।

থুকথুক — ('থিকথিক' দেখ।)

থুড়থুড় — বার্ধক্যের ফলে শক্তিহীনতা ও শৈথিল্য সূচক অনুকার। ণ. **থুড়থুড়ে** — অতিবৃদ্ধ ও শক্তিহীন।

থুড়ি — অনুচিত বাক্য বা কার্যের প্রত্যাহার সূচক শব্দ।

থুতনি, থুঁতনি — চিবুক।

থুতু — মুখ হইতে নিঃসৃত তরল পদার্থ, ছেপ, নিষ্ঠীবন।

থুৎকার — থুতু ফেলা, নিষ্ঠীবনত্যাগ। থুতু ফেলার শব্দ।

থুত্থুড়, থুত্থুড়ে — ('থুড়থুড়' ও 'থুড়-থুড়ে' দেখ।)

থুপ — ছোট নরম জিনিস পতনের শব্দ।

থুপি — গুচ্ছ, গুছি। [ঃ 'থুপি' ঝিঙ্গা।]

থুবড়া — অতিবৃদ্ধ, স্থবির। চলনশক্তি-হীন। স্ত্রী. — **থুবড়ী**।

থুবড়ানো — ক্রি. নিম্নমুখ হইয়া পড়া। [ঃ মুখ 'থুবড়ে' পড়া।] ভূমিতে ঠুকিয়া চেপটা করিয়া দেওয়া। [ঃ নাক 'থুবড়ে' দেবো।] বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

থুবড়ো — ('থুবড়া' দেখ।)

থুরথুর — প্রবল কম্পন সূচক অনুকার। অতিশয় দুর্বলতা ও শৈথিল্য সূচক অনুকার। ণ. **থুরথুরে** — থুরথুর করে এমন, কম্পনপ্রবণ। থুত্থুড়ে।

থুলথুল — কোমলতা ও শৈথিল্য সূচক অনুকার। ণ. **থুলথুলে** — থুলথুল করে এমন, কোমল ও শিথিল। [ঃ 'থুলথুলে' মাংস।]

থেই, থেইথেই — উদ্দাম নৃত্য সূচক অনুকার। [ঃ নাচে 'থেই থেই'।]

থেকে — হইতে। [ঃ দেশ 'থেকে'।] চাইতে, চেয়ে, অপেক্ষা। [ঃ তোমার 'থেকে' বড়।] নিকট হইতে। [ঃ আমার 'থেকে' নাও।] সময় হইতে, অবধি। [ঃ সেই 'থেকে' আসে না।] কারণে। [ঃ এ 'থেকে' ঝগড়ার উৎপত্তি।] **থেকে থেকে** — মাঝে মাঝে, কিছু সময় বাদে বারে বারে। [ঃ 'থেকে থেকে' কাঁদে।]

থেঁতলানো — ক্রি. ছেঁচা, থেঁতো করা। ণ. ছেঁচা বা থেঁতো করা হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।

থেঁতো — শিল নোড়া ইত্যাদি দিয়া পিষ্ট, ছেঁচা।

থেবড়া — চেপটা। [ঃ 'থেবড়া' নাক।]

থেবড়ানো — ক্রি. চেপটা করা। ণ. চেপটা করা হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।

থেলো — ণ. বড় খোল আছে এমন, ডাবা। [ঃ 'থেলো' হুঁকো।]

থোক — একত্র, মোট, সমূহ। [ঃ 'থোক' বিশ টাকা।] আন্দাজী, আনুমানিক। [ঃ 'থোক' দাম।] [সং. স্তবক।]

থোকা — গুচ্ছ, গোছা। [ঃ এক 'থোকা' ফুল।] [সং. স্তবক।]

থোড় — ফল ধরিয়াছে বা ধরিতেছে এমন কলা গাছের ভিতরকার সাদা শক্ত অংশ। **থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়** — একই বিষয়ের বার বার উত্থাপন।

থোড়া — ক্রি কুচানো, কুচি কুচি করা। ণ. কুচি-কুচি করা হইয়াছে এমন।

থোড়া — সামান্য। [হি.] **থোড়াই কেয়ার করা** — বিন্দুমাত্র ভয় বা মান্য না করা।

থোতনা — বড় থুতনি।

থোঁতা — বড় ও ভারী (মুখ)। [ঃ 'থোঁতা' মুখ ভোঁতা হওয়া।]

থোপ, থোপনা, থোপা, থোবনা — গুচ্ছ, গুচ্ছি।

থোবনা — ভারী চিবুক, বড় থুতনি **থোবনা নাড়া** — (নিন্দার্থে) মুখ নাড়া কথা বলা, জবাব দেওয়া।

থোয়া — ক্রি. রাখা। [ঃ ওখানে 'থোও'।

থোলো — গুচ্ছ, গোছা। [ঃ এক 'থোলো' আঙুর।]

থ্যাঁৎলানো — ('থেঁতলানো' দেখ।)

থ্যাবড়া, থ্যাবড়ানো — ('থেবড়া' 'থেবড়ানো' দেখ।)

দ — দহ, জলময় গভীর স্থান।

-দ — 'দান করে' অর্থে অন্য শব্দের সহি যুক্ত হয়। [ঃ 'জলদ'।] স্ত্রী. — -দা

দই — জমাট-বাঁধা টক দুধ, দধি। [স দধি।] **দই পাতা, দই বসানো** — দু টক দিয়া জমিবার জন্য রাখা।

দংশ, দংশক — ডাঁশ, বড় মশা।

দংশক — যে দংশন করে, যে কামড়ায়

দংশন — কামড়ানো, কামড়, দন্তাঘাত

দংশা — ক্রি. (কবিতায়) দংশন করা [ঃ 'দংশিল'; ঃ 'দংশিব'।]

দংশানো — ক্রি. দংশন করা, কামড়ানো।

দংশিত — ণ. দংশন করা বা কামড়া হইয়াছে এমন, দষ্ট।

দংষ্ট্রা — বড় লম্বা দাঁত। দাড়া।

দক, দ'ক — গভীর পঙ্ক। অপ্রত্যাশি দুরবস্থা। [ঃ 'দ'কে' পড়া।]

দক্ষ — নিপুণ, পটু। বি. — **দক্ষতা** স্ত্রী. — **দক্ষা**।

দক্ষ — পুরাণে বর্ণিত শিবপত্নী সতী পিতা। **দক্ষকন্যা, দক্ষজা** — পুরা বর্ণিত দক্ষের কন্যা, সতী, দাক্ষায়ণী **দক্ষযজ্ঞ** — ধ্বংসলীলা, প্রলয় কা (পুরাণে বর্ণিত দক্ষের যজ্ঞকে শিবানুচরগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন

অর্থে)। [ঃ 'দক্ষযজ্ঞ' বাধানো।]

দক্ষিণ — বি, উত্তর দিকের বিপরীত দিক, উদয়োন্মুখ সূর্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে দক্ষিণ হাত যে দিকে থাকে তাহা। ণ. দক্ষিণে অবস্থিত। দাক্ষিণ্য-যুক্ত, উদার, অনুকূল। বহু নায়িকার প্রতি অনুরক্ত। ডান, বামের বিপরীত। [ঃ 'দক্ষিণ' হস্ত।] **দক্ষিণ-পশ্চিম** — নৈর্ঋত কোণ। **দক্ষিণ-পূর্ব** — অগ্নি কোণ। **দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার** — আহারাদি।

দক্ষিণা — ক্রিয়াকর্মের পর ব্রাহ্মণাদির প্রাপ্য অর্থ। দক্ষিণ দিক্। ণ. দখিনা, দক্ষিণ হইতে আগত। [ঃ 'দক্ষিণা' বাতাস।]

দক্ষিণাচল — মলয় পর্বত।

দক্ষিণাচার — একপ্রকার তান্ত্রিক আচার। **দক্ষিণাচারী** — যে ঐরূপ আচার করে।

দক্ষিণাপথ — বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরে অবস্থিত ভারতীয় অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য।

দক্ষিণাবর্ত — ণ. যাহার আবর্ত বা পাক ডান দিকে এমন। [ঃ 'দক্ষিণাবর্ত' শঙ্খ।] ডান দিকে ঘোরে এমন। বি. দক্ষিণা-পথ।

দক্ষিণাবহ — দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত।

দক্ষিণামুখ, দক্ষিণাস্য — দক্ষিণমুখো, যাহার মুখ দক্ষিণ দিকে আছে এমন।

দক্ষিণায়ন — সূর্যের দক্ষিণগতি। যে সময়ে সূর্যকে ক্রমেই অধিকতর দক্ষিণে হেলিতে দেখা যায় (২১ জুন হইতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

দখনে — দখিনা, দক্ষিণের। [ঃ 'দখনে' লোক।]

দখল — অধিকার, আয়ত্তি, নিজের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের মধ্যে আনয়ন। [ঃ জমি 'দখল'; ঃ দেশ 'দখল'।] পটুতা, জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি। [ঃ ইংরেজীতে 'দখল' আছে।] [আ. দখ্‌ল্।] **দখলকার** — (দখলিকার দেখ।) **দখলনামা** — দখল সংক্রান্ত সরকারী আদেশপত্র। **দখলিকার** — যে দখল করিয়াছে, অধিকারী। **দখলী** — ণ. দখল সংক্রান্ত। [ঃ 'দখলী' স্বত্ব।]

দখিন — দক্ষিণ। **দখিনা** — দখনে, দক্ষিণের। [ঃ 'দখিনা' বাতাস।]

দগড় — ঢাকজাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র, দামামা। [সং. দ্রগড়।]

দগদগ — জ্বলন ও ক্ষতের রক্তবর্ণসূচক অনুকার। [ঃ ঘা 'দগদগ' করা।] **দগদগানি** — ঘায়ের ভয়ংকর রক্তবর্ণতা ও যন্ত্রণা। **দগদাগি** — (প্রাচীন কবিতায়) ক্ষত, বেদনা, যন্ত্রণা। [ঃ হিয়া 'দগদাগি' পরাণ পোড়ানি।] **দগদগে** — ণ. দগদগ করে এমন, রক্তবর্ণ ও ভয়ানক। [ঃ 'দগদগে' ঘা।]

দগধানো — (কবিতায়) দগ্ধানো। [ঃ কেন 'দগধিলে' বিরহ বেদনা দিয়ে।]

দগ্ধ — পোড়ানো হইয়াছে বা পুড়িয়াছে এমন, পোড়া। [ঃ 'দগ্ধ' কাষ্ঠ।] গভীর দুঃখ পাইয়াছে এমন, সন্তপ্ত। [ঃ শোক-'দগ্ধ'।] স্ত্রী. — **দগ্ধা**। **দগ্ধব্য** — পুড়িবার উপযুক্ত। **দগ্ধা** — অশুভ তিথি। **দগ্ধা** — ক্রি. দুঃসহ বেদনা দেওয়া। দগ্ধ করা। [ঃ 'দগ্ধিল' পরাণ।] **দগ্ধানি** — পোড়ানি, দুঃসহ মনোবেদনা। **দগ্ধানো** — ক্রি. দুঃসহ মানসিক বেদনা দেওয়া বা পাওয়া। [ঃ 'দগ্ধে' মারা; ঃ 'দগ্ধে' মরা।]

দঙ্গল — দল, ভিড়। কুস্তি, মল্লযুদ্ধ।

দজ্জাল — দুরন্ত, দুষ্ট। [ঃ 'দজ্জাল' মেয়ে।] [আ.]

দড় — দৃঢ়, মজবুত। [ঃ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি 'দড়'।] পটু, নিপুণ। [ঃ কাজে

'দড়'।] (প্রাচীন কবিতায়) বড়, বেশ। [ঃ রগড় এ ত 'দড়'; ঃ কথা কইছ 'দড়'।] [সং. দৃঢ়।]

দড়বড় — ব্যস্ত ও দ্রুত বলন বা চলন সূচক অনুকার, তড়বড়। **দড়বড়ানি** — ব্যস্ত দ্রুততা, তড়বড়ানি। **দড়বড়ি** — (কবিতায়) দড়বড় করিয়া।

দড়মা — ('দরমা' দেখ।)

দড়া — মোটা দড়ি, কাছি। [ঃ 'দড়া'-দড়ি।]

দড়াম — ভারী জিনিস সজোরে পড়িবার শব্দ। বিস্ফোরণের শব্দ। দরজা জানালা ইত্যাদি সজোরে বন্ধ করিবার বা হইবার শব্দ।

দড়ি — রশি, রজ্জু। **দড়ি-কলসী** — আত্মহত্যার উপকরণ। **দড়ি কাটা** — পাট শণ ইত্যাদি হইতে দড়ি তৈয়ারী করা।

দড় — (প্রাচীন কবিতায়) দৃঢ়। পারদর্শী, নিপুণ।

দণ্ড — ডাণ্ডা, লাঠি। [ঃ বংশ-'দণ্ড'।] লাঠির মতো শক্ত লম্বা জিনিস। [ঃ রৌপ্য-'দণ্ড'।] পাখীর বসিবার ডাণ্ডা, দাঁড়। শাস্তি, শাস্তির নির্দেশ, সাজা। [ঃ কারা-'দণ্ড'।] গচ্চা, ভুলের জন্য ক্ষতি। [ঃ কিছু টাকা 'দণ্ড' গেল।] ২৪ মিনিট, ৬০ পল। **একদণ্ড, দুদণ্ড** — সামান্য সময়, কিছুক্ষণ। **দণ্ডগ্রহণ** — শাস্তি লওয়া। সন্ন্যাসগ্রহণ। **দণ্ডদাতা** — যে শাস্তি দেয়, শাস্তি-প্রদানকারী। **দণ্ডধর, দণ্ডধারী** — রাজা, দণ্ডদানের অধিকারী। যম। লাঠিধারী, যষ্টিধারী। **দণ্ডনায়ক** — সেনাপতি। দণ্ডদানের কর্তা। **দণ্ডনীতি** — রাজ্য-শাসননীতি। শাসনবিদ্যা। **দণ্ডপাণি** — যাহার হাতে দণ্ড বা যষ্টি রহিয়াছে। [ঃ 'দণ্ডপাণি' সন্ন্যাসী।] দণ্ডধর। যম। **দণ্ডপাল, দণ্ডপালক** — শাসক, দণ্ড দানের অধিকারী। দারোয়ান, দৌবারিক **দণ্ডবৎ** — (প্রণামের জন্য) দণ্ড বা লাঠি মতো সরলভাবে ভূপতিত। [ঃ 'দণ্ডবৎ হওয়া।] (সাধারণত দণ্ডায়মান অবস্থাতেই নমস্কার কালে মুখে বল হয়। যেমন—'দণ্ডবৎ হই'।) **দণ্ডবিধান** — শাস্তির ব্যবস্থা, শাস্তিদান। **দণ্ডবিধি** — দণ্ডদান সংক্রান্ত আইন ফৌজদারী আইন। **দণ্ডমুণ্ড** — মৃত্যু পর্যন্ত সকল প্রকার শাস্তি। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা** — মুণ্ডচ্ছেদ পর্যন্ত দণ্ডদানের অধিকারী। **দণ্ডযোগ্য** — শাস্তির উপযুক্ত, দণ্ডনীয়। **দণ্ডসংহিতা** — শাস্তি সংক্রান্ত আইনের সংকলন দণ্ডবিধি। **দণ্ডস্থান** — যেখানে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডক, দণ্ডকারণ্য — রামায়ণে বর্ণি বিশাল বন। (দণ্ডক রাজার রাজ্য যা ঋষির শাপে বন হইয়াছিল।)

দণ্ডন — শাস্তিদান, শাসন, দণ্ডদা **দণ্ডনীয়** — গ. শাস্তি দেওয়ার উপযু [ঃ 'দণ্ডনীয়' ব্যক্তি; ঃ 'দণ্ডনী অপরাধ।] স্ত্রী. — **দণ্ডনীয়া**।

দণ্ডা — ক্রি. (কবিতায়) দণ্ডদান কর [ঃ বিধাতা আমারে 'দণ্ডিল'।]

দণ্ডাধিকরণ — ফৌজদারী আদালত।

দণ্ডায়মান — গ. দণ্ডের মতো খাড়া হই অবস্থিত। দাঁড়াইয়া আছে এম থামিয়া বা স্থির হইয়া আছে এম স্ত্রী. — **দণ্ডায়মানা**।

দণ্ডার্হ — শাস্তির যোগ্য, দণ্ডনীয়।

দণ্ডাহত — লাঠির দ্বারা আহত বা প্রহৃ

দণ্ডি — দণ্ড প্রমাণ তিন ফের কা গ্রন্থি দেওয়া যজ্ঞসূত্র, উপবীত।

দণ্ডিত — শাস্তিপ্রাপ্ত। শাস্তিলাভের আদিষ্ট। স্ত্রী. — **দণ্ডিতা**।

দণ্ডী — দণ্ডধারী। যম। মহাভারতে বর্ণিত রাজা যিনি উর্বশীকে ঘোটকীরূপে পাইয়াছিলেন। 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের স্বনামধন্য রচয়িতা। [সং. দণ্ডিন্।]
দণ্ড্য — দণ্ডনীয়, দণ্ডার্হ।
দত্ত — ণ. যাহা প্রদান করা হইয়াছে। বি. হিন্দুর পদবী বিশেষ। স্ত্রী. — **দত্তা**।
দত্তক — পোষ্যপুত্র। [ঃ 'দত্তক'গ্রহণ।]
দত্তাপহারী — যে দান করিয়া আবার কাড়িয়া বা ফিরাইয়া লয়। [ঃ 'দত্তাপহারী' ভগবান।]
দত্তাত্রেয় — প্রাচীন কালের এক ঋষির নাম।
দদ্রু — একরকম চর্মরোগ, দাদ।
দধি — জমাট বাঁধা টক দুধ, দই। **দধিকর্ম** — শাস্ত্রবিহিত একরকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। **দধিকর্দম**, **দধিকাদা** — নন্দোৎসবে দইমিশ্রিত কাদা লইয়া আনন্দোৎসব। **দধিমঙ্গল** — ('দধিকর্দম' দেখ।) **দধিমন্থন** — মাখন তোলার জন্য মন্থনদণ্ড দিয়া দধির আলোড়ন।
দধিমুখ — রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের জনৈক বানর সেনাপতি।
দধিসার — মাখন।
দধীচি — পুরাণোক্ত আত্মত্যাগী ঋষি যাঁহার অস্থি হইতে ইন্দ্র বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। **দধীচির অস্থি** — বজ্র।
দনু — দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, দানবগণের মাতা, দিতি। **দনুজ** — দৈত্য, দানব (দনুর পুত্র এই অর্থে)। **দনুজদলনী** — স্ত্রী. যিনি দানবগণকে দলন করেন, অসুরবিনাশিনী, দুর্গা।
দন্ত — দাঁত। **দন্তকাষ্ঠ** — দাঁত মাজিবার কাঠি। **দন্তধাবন** — দাঁত মাজা, দন্তমার্জন। **দন্তপঙ্ক্তি** — দাঁতের সারি, দাঁতের পাটি। [ঃ 'দন্তপঙ্ক্তি' বিকশিত করা।] **দন্তবিকাশ** — (নিন্দার্থে) দাঁত বাহির করিয়া হাসি। **দন্তবেষ্ট, দন্তমাংস** — দাঁতের মাড়ি। **দন্তমার্জন** — দাঁত মাজা, ঘসিয়া দাঁত পরিষ্কার করা, দন্তধাবন। **দন্তমূল** — দাঁতের গোড়া। **দন্তমূলীয়** — দাঁতের গোড়া সংক্রান্ত। দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারিত। **দন্তরুচি** — দাঁতের শোভা। **দন্তশূল** — দাঁতের বেদনা, দাঁতের কনকনানি। **দন্তস্ফুট** — দাঁত বসানো, কামড়। দুরূহ বিষয়ের সামান্যতম বোধ। [ঃ তাঁহার ভাষায় 'দন্তস্ফুট' করা সম্ভব নহে।]
দন্তহীন — দাঁত নাই এমন। বি. — **দন্তহীনতা**। স্ত্রী. — **দন্তহীনা**।
দন্তী — ণ. যাহার দাঁত আছে। বি. হস্তী। [সং. দন্তিন্।]
দন্তুর — ণ. খুব বড় দাঁত আছে এমন, দাঁতালো। [সং.]
দন্তোদ্গম, দন্তোদ্ভেদ — বি. দাঁত ওঠা।
দন্ত্য — ণ. দাঁত সংক্রান্ত। দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয় এমন (৯ ত-বর্গ ল স বর্ণ)।
দপ্ — হঠাৎ জ্বলন বা দীপ্তি সূচক অনুকার। **দপদপ** — উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি সূচক অনুকার। ফোড়া ইত্যাদির বেদনা সূচক অনুকার। **দপদপানি** — ফোড়া ইত্যাদির দুঃসহ বেদনা, টনটনানি।
দপ্তর — কাগজপত্রের বাণ্ডিল। কাছারির কাগজপত্র। কাছারি, অফিস। [ফা. দফ্তর।] **দপ্তরখানা** — অফিস। যেখানে কাগজপত্র দলিলদস্তাবেজ থাকে। **দপ্তরী** — যে সেলাই করিয়া বই বাঁধে। অফিসে যে ব্যক্তির উপর কাগজ কালি কলম ইত্যাদির ভার থাকে।
দফা — বার, খেপ। অবস্থা, দশা। [ঃ 'দফা' রফা করা; ঃ 'দফা' শেষ করা।] [আ. দফহ্।] **দফানিকাশ, দফারফা, দফাশেষ** — চরম দুর্গতি, সর্বনাশ। **দফাওয়ারী** —

বিভিন্ন দফায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এমন। **দফাদার** — চৌকিদারদের সর্দার, জমাদার। **দফাদারি** — দফাদারের কাজ বা পদ। **দফে** — দফা। দফায়। আবার, পুনশ্চ। **দফে দফে** — বারে বারে, কিস্তিতে।

দফ্তর — ('দপ্তর' দেখ।)

দম্ — সজোরে আঘাত বা বিস্ফোরণ সূচক অনুকার।

দম — দমন। [ঃ শম 'দম'।]

দম — শ্বাস। [ঃ 'দম' বন্ধ করা; ঃ 'দম' লওয়া।] জোরে এক শ্বাসে টান। [ঃ গাঁজায় 'দম'।] ঘড়ি ইত্যাদির স্প্রিংয়ে পাক। [ঃ ঘড়িতে 'দম' দেওয়া।] ধাপ্পা, প্রতারণা, বেগ। [ঃ টাকা আদায়ের সময় বড় 'দম' দিয়েছে।] জীবনীশক্তি। [ঃ 'দম' বাহির হওয়া; ঃ 'দম' থাকা।] অল্প আঁচ। বাতির ঔজ্জ্বল্য। [ঃ হারিকেনের 'দম' কমানো।] একরকম ব্যঞ্জন।

দমকল — অগ্নিকাণ্ডের সময়ে আগুন নিবাইবার জন্য জল তুলিবার ও নিক্ষেপ করিবার কল।

দমকা — সহসা সবেগ। [ঃ 'দমকা' হাওয়া।]

দমদমা—চাঁদমারির জন্য মাটির উচ্চ স্তূপ।

দমন — শাসন, নিয়ন্ত্রণ, বশে আনয়ন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'দমন'; ঃ বিদ্রোহ 'দমন'।] **দমননীতি** — কঠোর নির্যাতনের দ্বারা শাসন করিবার বা বশে আনিবার নীতি। [ঃ সরকারের 'দমননীতি'।] ণ. **দমনীয়** — দমন করিবার যোগ্য।

দমবাজ — প্রতারক। **দমবাজি** — প্রতারণা।

দময়ন্তী — মহাভারতে বর্ণিত নল রাজার পত্নী।

দমাদম — শ্বাসরোধের ভাব সূচক অনুকার।

দমা — ক্রি. নিরুৎসাহ হওয়া, শক্তিহীন বোধ করা। [ঃ ব্যাপার দেখে 'দমে' গেছে।] ছাদ গদি ইত্যাদি বসিয়া যাওয়া।

দমাদম — সজোরে বার বার কিল ইত্যাদি মারার বা বিস্ফোরণের শব্দের অনুকার।

দমানো — ক্রি. দমন করা। উৎসাহ ভঙ্গ করা, নিরুৎসাহ করা। নামাইয়া দেওয়া, বসানো।

দমিত — শাসিত, বশীভূত, নিয়ন্ত্রিত। [ঃ বিদ্রোহ 'দমিত' হইল।]

দম্পতি — স্বামী-স্ত্রী, জায়া-পতি।

দম্বল — দই বসাইবার জন্য রক্ষিত টক দই, সাজা। [সং. দধ্যম্ল।]

দম্ভ — অহংকার, দর্প। [ঃ 'দম্ভ' থাকা।] আস্ফালন। [ঃ 'দম্ভ' করা।] **দম্ভী** — যে দম্ভ করে, গর্বী। **দম্ভোক্তি** — দম্ভের সহিত কিছু বলা, সগর্ব উক্তি।

দম্ভোলি — বজ্র, বাজ।

দম্য — দমানো যায় বা দমানো উচিত এমন, দমনীয়।

দয়া — অপরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, করুণা, কৃপা, সহানুভূতি, অনুকম্পা। **দয়ানিধি** — দয়ার সাগর, দয়াময়। **দয়াপরবশ** — দয়ার বশীভূত, করুণার দ্বারা চালিত। **দয়াবান্** — দয়া করেন এমন, দয়ালু। স্ত্রী. — **দয়াবতী**। **দয়াময়** — দয়ায় পরিপূর্ণ। স্ত্রী. — **দয়াময়ী**। **দয়ার্দ্র** — যাহার মন দয়ায় কোমল হইয়াছে, দয়াপরবশ। **দয়াল** — যাহার দয়া আছে, দয়ালু। **দয়ালু** — দয়ায় অভিভূত, যাহার দয়া আছে, দয়াল। **দয়াশীল** — যাহার দয়া আছে, সদয়, দয়ালু। স্ত্রী. — **দয়াশীলা**। **দয়াহীন** — যেখানে বা যাহার দয়া নাই, নিষ্ঠুর, নির্দয়। স্ত্রী. — **দয়াহীনা**।

দয়িত — স্বামী। প্রিয়। স্ত্রী. **দয়িতা** —

স্ত্রী, পত্নী। প্রিয়া।

দর — (প্রাচীন কবিতায়) গর্ত। ভয়, ডর, আতঙ্ক। কম্প। প্রবাহ। ক্ষরণ। **দরবিগলিত** — তরল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে এমন।

দর — দাম, মূল্য। মর্যাদা। [ঃ উঁচু 'দরের' সাহিত্যিক।] মূল্যনির্ধারণ, মূল্য লইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আলাপ। [ঃ 'দর' করা।] **দরকষাকষি** — দর লইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে জেদাজেদি।

দর- — 'অল্প' বা 'অসম্পূর্ণ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দর-পোড়া'।]

দর-ইজারাদার — ইজারাদারের নিকট হইতে ইজারা গ্রহণকারী, কর্টকিনাদার।

দরওয়াজা — ('দরজা' দেখ।)

দরওয়ান — ('দরোয়ান' দেখ।)

দরকচা — পাকা অথচ ভিতরে শক্ত। [ঃ 'দরকচা' ফল; ঃ 'দরকচা' মারা।]

দরকার — প্রয়োজন। [ফা.] ণ. **দরকারী** — প্রয়োজনীয়।

দরখাস্ত — আবেদন। আবেদনপত্র। [ফা. দরখোয়াস্ত্।] **দরখাস্তকারী** — আবেদনকারী। স্ত্রী. — **দরখাস্তকারিণী**।

দরগা — পীরের পবিত্র সমাধি-স্থান। [ফা. দরগাহ্।]

দরজা — দ্বার, দোর। [ফা. দর্‌বা.জহ্।]

দরজী — পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ার করা যাহার পেশা, খলিফা। [ফা. দর্‌জী।]

দরদ — সহানুভূতি, সমবেদনা। [ঃ 'দরদ' দেখানো।] আন্তরিক অনুভূতি। [ঃ 'দরদ' দিয়ে গাওয়া।] বেদনা, ব্যথা, চোট। [ফা. দর্দ্।] **দরদী** — সহানুভূতিশীল, হৃদয়বান্, মরমী।

দরদর — ঘাম ইত্যাদির ক্ষরণ ও প্রবাহ সূচক অনুকার। ণ. — **দরদরিত**। [ঃ 'দরদরিত' ধারা।]

দরদালান — ঘরের মতো প্রশস্ত বারান্দা।

দরপত্তনি — পত্তনিদারের অধীনে পত্তনি।

দরবা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) দ্রব হওয়া। [ঃ পাষাণ 'দরবে'; ঃ 'দরবয়ে' চিত।]

দরবার — রাজসভা। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মিলনসভা। বিচারসভা। পক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিপ্রদর্শন। [ঃ কাহারও জন্য 'দরবার' করা।] [ফা.] ণ. **দরবারী** — দরবার সংক্রান্ত, দরবারের উপযুক্ত। [ঃ 'দরবারী' কায়দা।] বাক্‌পটু।

দরবেশ — মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির। একরকম মিঠাই। [ফা.]

দরমা — বাঁশ ইত্যাদি হইতে তৈয়ারী আবরণ, চাঁচ।

দরশ, দরশন — (কবিতায়) দর্শন।

দরশা — ক্রি. (কবিতায়) দর্শন করা।

দরাজ — প্রশস্ত। উন্মুক্ত। উদার। [ঃ 'দরাজ' মন।] [ফা.] **দরাজদস্ত** — মুক্তহস্ত, দানশীল। [ঃ "'দরাজদস্ত' এই দীন দুনিয়ায়।"]

দরি — গুহা, কন্দর, গহ্বর। সংকীর্ণ উপত্যকা। [ঃ গিরি-'দরি'।] শতরঞ্জি, সুজনি।

দরিদ্র — গরীব, অভাবগ্রস্ত, দীন। বি. **দরিদ্রতা** — গরীব অবস্থা, দীনতা। অভাব। [ঃ কল্পনার 'দরিদ্রতা'।] স্ত্রী. — **দরিদ্রা**।

দরিয়া — নদী। সমুদ্র। [ফা.]

দরী — ('দরি' দেখ।)

দরুন — জন্য, কারণে। [ফা.]

দরোয়ান — দ্বাররক্ষী, দরজায় প্রহরী। [ফা. দরবান বা সং. দ্বারবান্।]

দর্দুর — ব্যাং, ভেক, দাদুরি।

দর্প — দম্ভ, গর্ব, অহঙ্কার, দেমাক। **দর্প চূর্ণ করা** — অহংকার দূর বা নাশ করা। **দর্পনাশ** — অহংকার বা দম্ভ দূরীকরণ। **দর্পহারী** — যিনি অহংকার

দূর করেন, দর্পচূর্ণকারী।
দর্পণ — আয়না, আরশি, মুকুর।
দর্পিত — গর্বিত, দাম্ভিক। স্ত্রী. — **দর্পিতা**।
দর্পী — যাহার দর্প আছে, অহংকারী। স্ত্রী. **দর্পিণী** — গর্বিতা, দাম্ভিকা।
দর্বি, দর্বী — হাতা, তাড়ু। **দর্বিকা** — ছোট হাতা। [সং.]
দর্ভ — কুশ। **দর্ভাসন** — কুশাসন।
দর্শক — যে দেখে, দর্শনকারী।
দর্শন — বি. দেখা, দেখার কাজ। তত্ত্ববিদ্যা, philosophy. [ঃ ষড়্-'দর্শন'।] চক্ষু। চেহারা। [ঃ অনিন্দ্য-'দর্শন'।] **দর্শনকারী** — যে দেখে, দর্শক। **দর্শনদারি** — বাহ্য আকৃতি। **দর্শনশাস্ত্র** — তত্ত্ববিদ্যা, philosophy.
দর্শনী — দর্শন উপদেশ বা সাহায্য পাইবার জন্য দেয় অর্থ।
দর্শনীয় — দেখিবার যোগ্য, দর্শনযোগ্য।
দর্শনেন্দ্রিয় — চক্ষু, চোখ।
দর্শয়িতা — যে দেখায়, প্রদর্শক। [সং. দর্শয়িতৃ।] স্ত্রী. — **দর্শয়িত্রী**।
দর্শা — ক্রি. দেখা যাওয়া, লক্ষিত হওয়া। [ঃ উপকার 'দর্শে'।] **দর্শানো** — ক্রি. দেখানো। [ঃ কারণ 'দর্শাও'।]
দর্শিত — দেখানো হইয়াছে এমন, প্রদর্শিত। স্ত্রী. — **দর্শিতা**।
-দর্শী — যে দেখে বা যাহার জ্ঞান আছে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [সং. দর্শিন্।] স্ত্রী. — **-দর্শিনী**।
দল — একত্র অনেকগুলির সমাবেশ। জোট, সংঘ। [ঃ রাজনৈতিক 'দল'।] পক্ষ। [ঃ কোন্ 'দলে'।] **দল বাঁধা** — সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। **দলচ্যুত, দলছাড়া** — দল হইতে বিতাড়িত, দল হইতে বিচ্ছিন্ন।
দল — ফুলের পাপড়ি। [ঃ 'সহস্রদল' পদ্ম।] পাতা। [ঃ 'বিল্বদল'।] জলজ তৃণ, দাম।
দল — বেধ, স্তর। [ঃ 'দলে' পুরু।]
দলদলে — কোমল, কাদার মতো নরম।
দলন — মর্দন, পেষণ, চাপ দিয়া সজোরে ঘর্ষণ। বিনাশ, দমন। দলনকারী, বিনাশকারী। স্ত্রী. **দলনী** — দমনকারিণী, বিনাশকারিণী। [ঃ দনুজ-'দলনী' দুর্গা।]
দলপতি — দলের সর্দার, সম্প্রদায়ের নেতা।
দলবদ্ধ — সংঘবদ্ধ, একত্র মিলিত।
দলবল — দলের বা পক্ষের লোকজন।
দলা — পিণ্ডাকার রূপ, ডেলা। [ঃ 'দলা' বাঁধা।] [সং. দল।]
দলা — ক্রি. দলন বা মর্দন করা। মাড়ানো। ণ. দলন করা হইয়াছে এমন, দলিত। [ঃ পায়ে 'দলা' ধানের শিষ।] **দলানো** — ক্রি. অপরকে দিয়া দলা।
দলাদলি — বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ
দলিজ — সদর দরজার পার্শ্ববর্তী বসিবার স্থান।
দলিত — মর্দিত, দলা হইয়াছে এমন পিষ্ট। [ঃ 'দলিত' ভুজঙ্গ।] স্ত্রী. — **দলিতা**।
দলিল — লিখিত প্রমাণ। [আ.] **দলিল দস্তাবেজ** — প্রমাণস্বরূপ লিখিত কাগজপত্র।
দলুজ — (প্রাচীন কবিতায়) দলিজ।
দলো — গুড় হইতে রস ঝরাইয়া প্রস্তুত একরকম ময়লা চিনি।
দশ — ১০ সংখ্যা। [সং. দশন্।] **দশক** — একত্র দশ, দশসংখ্যক। সংখ্যা দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় অঙ্ক। দশ বৎসর কাল, decade. [ঃ তৃতীয় 'দশক'।] **দশগ্রীব** — রাবণ। **দশকর্ম** — গর্ভাধান ইত্যাদি হিন্দুদের দশরকম মাঙ্গলিক

অনুষ্ঠান। **দশকোশী** — কীর্তনগানের একরকম তাল। **দশচক্র** — দশজনের মন্ত্রণা। **দশদশা** — জীবনের দশবিধ অবস্থা। **দশদিক্** — উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অগ্নি বায়ু ঈশান নৈর্ঋত ঊর্ধ্ব ও অধঃ। সকল দিক। **দশদিশ, দশদিশি** — (কবিতায়) দশ দিক, সকল দিক। **দশধা** — দশ ভাগে। দশ দিকে। দশ ভাবে।

দশন — দাঁত, দন্ত। **দশনবিকাশ** — দাঁত বাহির করিয়া হাসি।

দশপঁচিশ — কড়ি লইয়া একরকম খেলা।

দশপ্রহরণ — দুর্গার দশ হাতের দশরকম অস্ত্র বা প্রহরণ। **দশপ্রহরণধারিণী** — দশবিধ অস্ত্রধারিণী, দুর্গা।

দশবিধ — দশরকম।

দশভুজা — দশ হাত আছে এমন দেবী, দুর্গা।

দশম — ১০ সংখ্যার পূরক, দশের। স্ত্রী. **দশমী** — ণ. দশমস্থানীয়া। [ঃ 'দশমী' কন্যা।] বি. নবমীর পরবর্তী তিথি।

দশমহাবিদ্যা — ভগবতীর দশ রূপ (কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা)।

দশমিক — একের অপেক্ষা কম এমন রাশি সংক্রান্ত গাণিতিক পদ্ধতি, decimal. ণ. দশমাংশ সংক্রান্ত। **দশমিক চিহ্ন** — দশমিক অঙ্কে ব্যবহার্য ফুটকি, '.'।

দশমুখ — দশটি মুখ যাহার, রাবণ। একত্র দশটি মুখ। [ঃ 'দশমুখে' বর্ণনা করা যায় না।]

দশমূল — কবিরাজী ঔষধে ব্যবহার্য দশ রকমের শিকড়।

দশমেসে — দশ মাসে হয় এমন।

দশরথ — রামায়ণে বর্ণিত রামের পিতা।

দশহরা — দশবিধ পাপ যিনি হরণ করেন সেই গঙ্গা। পুরাণে বর্ণিত গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের দিন। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী। বিজয়াদশমী।

দশা — অবস্থা। দুরবস্থা। বাল্যযৌবনাদি অবস্থা। [ঃ দশ 'দশা'।] (হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে) গ্রহের প্রভাবকাল। [ঃ রবির 'দশা'।] ভাবাবেশ, সমাধিস্থ অবস্থা। [ঃ 'দশা' পাওয়া।] **শনির দশা** — দুঃসময়। **শেষ দশা** — বার্ধক্য। মৃত্যুকাল।

দশানন — (যাহার দশটি মুখ আছে) রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসরাজ রাবণ।

দশাবতার — বিষ্ণুর দশ রূপ (মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র বলরাম বুদ্ধ কল্কি)।

দশাশ্ব — যিনি দশ ঘোড়ার রথে চড়েন, পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রদেব। **দশাশ্বমেধ** — দশটি ঘোড়া বলি দেওয়া হয় এমন যজ্ঞ। **দশাশ্বমেধ ঘাট** — কাশীর বিখ্যাত ঘাট (ব্রহ্মা এখানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এই অর্থে)।

দশাসই — লম্বাচওড়া চেহারা আছে এমন।

দশাস্য — দশানন, রাবণ।

দশাহ — দশ দিন। ণ. দশদিনব্যাপী।

দশি — কাপড়ের পাশের দিকের আলগা সুতা, কাপড়ের ছিলা বা আঁচলা।

দষ্ট — যাহাকে বা যেখানে দংশন করা হইয়াছে এমন, দাঁতের দ্বারা ছিন্ন। [ঃ 'দষ্ট' স্থান।]

দস্তখত — হাতের সই, স্বাক্ষর। [ঃ 'দস্তখত' করা।] [ফা.]

দস্তা — রাংজাতীয় ধাতু, zinc. [সং. যশদ।]

দস্তানা — হাতের আঙুল হইতে কব্জি পর্যন্ত একরকম আবরণ, হাতমোজা, gloves. [ফা.]

দস্তাবেজ — দলিল, প্রমাণমূলক কাগজপত্র। [ফা.]

দস্তুর — রীতি, প্রথা, নিয়ম। [ফা.] **দস্তুরমত, দস্তুরমতো** — রীতিমত। প্রচুর, খুব।

দস্তুরি — ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইবার জন্য দ্রব্যমূল্যে অনুসারে প্রাপ্য অর্থ, দালালি।

দস্যি — (দস্যুর মতো) দুরন্ত। [ঃ 'দস্যি' ছেলে।] [সং. দস্যু।] **দস্যিপনা** — দুরন্তপনা, দুষ্টামি।

দস্যু — ডাকাত। প্রাচীন অনার্যদের নাম (এই নামে প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ প্রাচীন ভারতীয় অনার্যগণকে অভিহিত করিতেন)। **দস্যুতা, দস্যুবৃত্তি** — ডাকাতি, দস্যুর কাজ।

দহ — অগাধ ঘূর্ণিজল, দ।

দহন — জ্বলন, পোড়া, দাহ। আগুন। **দহনীয়** — পুড়ে বা পোড়ানো যায় এমন, দাহ্য, দহনযোগ্য।

দহরম — (নিন্দার্থে) ঘনিষ্ঠতা বা মেলামেশা। [ফা. দহ্‌র্ম।] **দহরম-মহরম** — মাখামাখি ও ফুর্তি।

দহলা — দশ ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

দহা — ক্রি. (কবিতায়) পোড়া, দহন করা। দগ্ধ হওয়া। [ঃ 'দহিবে' অনলে।]

দহ্যমান — পুড়িতেছে এমন।

দা — কাটিবার অস্ত্র, কাটারি। [সং. দাত্র।]

-দা — সংক্ষেপে দাদা বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বড়দা'।]

-দা — (-'দ' দেখ।)

দাই — ধাই, ধাত্রী। দাসী। [সং. ধাত্রী।]

দাইল — ('দাল' দেখ।)

দাউদ — বাইবেলে বর্ণিত বিখ্যাত রাজর্ষি, ডেভিড।

দাউদাউ — আগুনের জোর জ্বলন সূচক অনুকার।

দাঁও — লাভজনক সুযোগ।

দাওনা — (প্রাচীন কবিতায়) পাগল। [ঃ 'দাওনা' গাজী।]

দাওয়া — বারান্দা, রোয়াক। [সং. দার্বট।]

দাওয়া — পাওনা, দাবি। [ঃ দাবি-'দাওয়া'।] [আ.]

দাওয়াই — ঔষধ। [আ. দবা।] **দাওয়াই-খানা** — ঔষধালয়, ডিসপেনসারি।

দাওয়াদ — নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ। [ফা.]

দাক্ষায়ণী — প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, সতী, দুর্গা।

দাক্ষিণাত্য — বি. বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার উত্তরে অবস্থিত ভারত। দক্ষিণ ভারত। ণ. দক্ষিণ ভারতীয়। [ঃ 'দাক্ষিণাত্য' ব্রাহ্মণ।]

দাক্ষিণ্য — দয়া, দানশীলতা। উদারতা।

দাখিল — পেশ, যথাস্থানে অর্পণ। [ঃ খাজনা 'দাখিল' করা।] উপনীত, হাজির। সমান। [ঃ মরার 'দাখিল'।] [আ.] **দাখিলী** — দাখিল করা হইয়াছে এমন। দাখিল সংক্রান্ত।

দাখিলা — দাখিল করা হইয়াছে এইরূপ স্বীকৃতিসূচক পত্র, রসিদ। [আ.]

দাগ — চিহ্ন, রেখা। ছাপ, আঁচড়। কলঙ্ক, কালিমা। [ফা.]

দাগড়া — প্রহার বা ঘর্ষণের ফলে চিহ্ন ও স্ফীতি।

দাগা — মনে আঘাত, বেদনা। [ঃ 'দাগা' দেওয়া।] প্রতারণা। লেখা শিখিবার জন্য আদর্শ। [ঃ 'দাগা' বুলানো।] [ফা. দগা।]

দাগা — ক্রি. দাগ কাটা, চিহ্নিত করা। গোলা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা। [ঃ কামান 'দাগা'।] গরম লোহা দিয়া চিহ্নিত করা। [ঃ ষাঁড় 'দাগা'।]

দাগাবাজ — প্রতারক, ধূর্ত। **দাগাবাজি**

— প্রতারণা, ধূর্ততা।

দাগাদার — কলঙ্কদাতা। প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। **দাগাদারি** — কলঙ্কদান, অনিষ্টসাধন। বিশ্বাসঘাতকতা।

দাগী — দাগযুক্ত। ঈষৎ পচা। [ঃ 'দাগী' ফল।] পূর্বে দণ্ডিত। [ঃ 'দাগী' আসামী।]

দাঙ্গা—(প্রায়ই বহুলোকের মধ্যে) পরস্পর আক্রমণ, খুনজখম ও মারামারি। [ঃ [ঃ 'দাঙ্গা' বাধা।] [হি.] **দাঙ্গাকারী** — যে দাঙ্গা করে, দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করে এমন। **দাঙ্গাবাজ** — যে দাঙ্গা করিতে ভালোবাসে, মারামারি ও খুনজখমে অভ্যস্ত। **দাঙ্গাহাঙ্গামা** — মারামারি খুনজখম ইত্যাদি গোলযোগ।

দাঁড় — নৌকা চালাইবার জন্য জলে বার বার ফেলিয়া টানিবার উপযুক্ত একরকম কাঠের দণ্ড। [ঃ 'দাঁড়' টানা; ঃ 'দাঁড়' ফেলা।] পাখি ইত্যাদির বসিবার উপযোগী দণ্ড। [ঃ 'দাঁড়ে' বসা।] [সং. দণ্ড।]

দাঁড় — ণ. দণ্ডায়মান, খাড়া। [ঃ 'দাঁড়' করানো।] অপেক্ষিত, থামানো হইয়াছে এমন। [ঃ গাড়ি 'দাঁড়' করাও।]

দাঁড়কাক — একরকম ঘোর কালো রঙের কাক। [সং. দণ্ড।]

দাড়া — কাঁকড়া চিংড়ি ইত্যাদির শক্ত দাঁতালো চিমটের মতো অঙ্গ। [সং. দংষ্ট্রা।]

দাঁড়ানো — ক্রি. খাড়া বা দণ্ডায়মান হওয়া। অপেক্ষা করা, থামা। [ঃ গাড়ি 'দাঁড়ায়'।] জল ইত্যাদি জমা হওয়া। [ঃ জল 'দাঁড়ানো'।] সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। [ঃ কারবার 'দাঁড়ানো'।] অবস্থা বা পরিণতি লাভ করা। [ঃ লেখাটা মন্দ 'দাঁড়াবে' না।]

দাড়ি — গণ্ড ও চিবুকের লোম, শ্মশ্রু। চিবুক, থুতনি। [সং. দাঢ়িকা।]

দাঁড়ি — পাল্লা, নিক্তি। লিখিত বাক্যের শেষে ছেদ চিহ্ন, পূর্ণচ্ছেদ, '।' **দাঁড়িপাল্লা** — নিক্তি, তুলাদণ্ড।

দাড়িম, দাড়িম্ব — ডালিম, বেদানা জাতীয় একরকম ফল। [স.] **দাড়িম্বপুষ্প** — ডালিমের ফুল। **দাড়িম্বপুষ্পবর্ণা** — ডালিম ফুলের মতো রং যাহার (স্ত্রী.)।

দাঁড়ী—যে নৌকার দাঁড় টানে। [ঃ 'দাঁড়ী'-মাঝী।]

দাঁত — চিবাইবার অঙ্গ, দন্ত। কাস্তে ইত্যাদির খাঁজ। [সং. দন্ত।] **দাঁত ওঠা** — মাড়ি ভেদ করিয়া দাঁত বাহির হওয়া। **দাঁতকড়া** — দাঁতের কনকনানি, দন্তশূল। **দাঁতকপাটি** — দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসা, মূর্ছা। **দাঁত খিচানো** — বিরক্তি প্রকাশ করা। **দাঁতখিঁচুনি** — বিরক্তি প্রকাশ, তিরস্কার। **দাঁতের গোড়া** — দাঁতের মাড়ি, দন্তমূল। **দাঁত তোলা** — দাঁত উপড়াইয়া ফেলা। **দাঁত ফোটানো** — বুঝিতে সমর্থ হওয়া, দন্তস্ফুট করা। **দাঁত বসানো** — কামড় দিয়া ক্ষত করা, দাঁতের দাগ বসানো। **দাঁত বাঁধানো** — কৃত্রিম দাঁত লাগানো। **দাঁত বাহির করা, দাঁত বের করা** — (নিন্দায়) হাসা। **দাঁতভাঙা** — কঠিন, শক্ত। দুর্বোধ্য। **দাঁত মাজা** — কাঠি ইত্যাদি দিয়া ঘষিয়া দাঁত পরিষ্কার করা। **আক্কেল দাঁত** — অধিক বয়সে বাহির হয় এমন কশের দাঁত। **চিরুন দাঁত** — চিরুনির মতো সরু উঁচু দাঁত। **দুধে দাঁত** — দুগ্ধপোষ্য শিশুর দাঁত।

দাঁতন — দাঁত মাজিবার কাঠি। ঐরূপ কাঠি ইত্যাদি দিয়া দাঁত পরিষ্কার করণ। [ঃ 'দাঁতন' করা।]

দাতব্য — ণ. দানের যোগ্য। যাহা বা

যেখানে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। [ঃ [ঃ 'দাতব্য' চিকিৎসালয়।]

দাতা — যে দান করে, দানশীল। যে দেয়। [ঃ মূল্য-'দাতা'; ঃ কর-'দাতা'।] [সং. দাতৃ।] স্ত্রী. — **দাত্রী**।

দাঁতানো — ক্রি. দা ইত্যাদির ধারে খাঁজ কাটিয়া দাঁতের মতো করা। দাঁত ওঠা।

দাঁতাল, দাঁতালো — দাঁত আছে এমন। বড় বড় দাঁত আছে এমন। (দা ইত্যাদি) খাঁজ-কাটা।

দাত্র — দা, কাটারী। [সং.]

দাদ — একরকম চর্মরোগ, দদ্রু। [সং. দদ্রু।]

দাদ — প্রতিশোধ। [ঃ 'দাদ' তোলা।]

দাদখানি, দাদখানী — ('দাউদ খানী' এই মূল অর্থে) একরকম সরু চাউল।

দাদন — অগ্রিম দাম, বায়না। [ফা.]

দাদরা — (সংগীতে) একরকম তাল।

দাদা — বড় ভাই। পিতামহ মাতামহ বা তাঁহাদের তুল্য ব্যক্তিদের প্রতি সম্বোধন। নাতী বা নাতীর মতো ব্যক্তিদের প্রতি স্নেহসম্বোধন। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ। **দাদাঠাকুর** — গ্রাম সম্পর্কে অব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন সূচক শব্দ। **দাদাবাবু** — বাড়ির বয়স্ক ছেলের প্রতি ঝি-চাকর প্রভৃতির সাদর সম্ভাষণ। (তুঃ 'দিদিমণি'।) বয়োজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি। **দাদামশায়, দাদামহাশয়** — ('দাদু' দেখ।) **দাদাশ্বশুর** — স্বামীর বা স্ত্রীর পিতামহ বা মাতামহ বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি।

দাদী — পিতামহী, বাবার মা। [ঃ "এই-খানে তোর 'দাদীর' কবর।"] [হি.]

দাদু — বাবার মা, মায়ের বাবা কাকা-জ্যেঠা বা তত্তুল্য ব্যক্তি।

দাদু — ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক। **দাদুপন্থী** — দাদু-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী বা ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

দাদুর — (কবিতায়) ব্যাং, ভেক। [সং. দর্দুর।] স্ত্রী. — **দাদুরী**।

দান — বিনিময়ে কিছু গ্রহণ না করিয়া অর্পণ বা বিতরণ। [ঃ দরিদ্রকে ধন 'দান' কর।] বিনামূল্যে দত্ত বা প্রাপ্ত বস্তু। [ঃ দেবতার 'দান'।] **দানধর্ম** — দানরূপ পুণ্য কাজ। **দানধ্যান** — দান ও উপাসনা, দান ও ধর্মাচরণ। **দানপত্র** — দান সম্পর্কে লিখিত দলিল। **দানবীর** — অত্যন্ত দানশীল। **দানব্রত** — ধর্মসাধনের জন্য দানকে ব্রতরূপে গ্রহণ। ণ. ধর্মাচরণের জন্য যিনি দান করেন। **দানশীল** — যে প্রায়ই দান করে, দান করা যাহার স্বভাব। স্ত্রী. — **দানশীলা**। **দানশৌণ্ড** — দানবীর, অতিশয় বদান্য। **দানসজ্জা** — দানের জন্য সজ্জিত বস্তুসমূহ। **দানসত্র** — ঢালাও বিতরণ ব্যবস্থা। **দানসাগর** — শ্রাদ্ধে ষোলটি ষোড়শ দান। **দানসামগ্রী** — দানের জিনিস।

দান — খেলায় বার বা পালা।

-দান — রাখিবার ফেলিবার বা দিবার উপযোগী পাত্র অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিক-'দান'; ঃ বাতি-'দান'।] [ফা. দান্।]

দানব — দৈত্য, দনুর পুত্র, দনুজ। স্ত্রী. — **দানবী**। **দানবারি** — দানবের শত্রু, দানবদলনকারী। **দানবিক** — দানব সংক্রান্ত। দানবের মতো। [ঃ 'দানবিক' শক্তি।] **দানবীয়** — ('দানবিক' দেখ।)

দানা — শস্যাদির বীজ। ঘোড়ার ছোলা। ছোট গোলাকার বীজ বা বস্তু, গোলাকার কণা। [ঃ চিনির 'দানা'।] খাদ্য। [ঃ 'দানা'-পানি।] [ফা.] **দানাপানি** — অন্নজল, খাদ্য ও পানীয়।

দানা — দৈত্য। অপদেবতা, ভূতপ্রেত।

দানাদার — ছানা ও চিনি যোগে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন।

দানাদার — জ্ঞানী। অন্নদাতা। [ঃ "তুই 'দানাদার', দরাজদস্ত, এই দীন দুনিয়ায়।" [ফা. দানা=জ্ঞানী।]

-দানি — ফেলিবার বা রাখিবার স্থান বা পাত্র বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিক-'দানি'; ঃ পা-'দানি'।]

দানিশবন্দ্ — পুণ্যবান্, ধার্মিক। [ফা. দানিশমন্দ্।]

দানী — যে দান করে। দানশীল।

দানী — (প্রাচীন কবিতায়) শুল্ক আদায়-কারী।

দানীয় — দানের যোগ্য। দান গ্রহণের উপযুক্ত।

দানো — দানব। অপদেবতা, ভূতপ্রেত।

দান্ত — ণ. ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছে এমন। [ঃ শান্ত-'দান্ত'।] বি. **দান্তি** — সংযম, ইন্দ্রিয়দমন।

দাপ — দর্প, অহংকার। প্রতাপ, দাপট। সজোরে আঘাত। [ঃ পদ-'দাপে' কম্পিত মেদিনী।] [সং. দর্প।]

দাপট — দুর্দম প্রতাপ, তেজ। [ঃ ঝড়ের 'দাপট'।]

দাপনা — ('দাবনা' দেখ।)

দাপাদাপি — সদর্পে বা সশব্দে চলাফেরা, দৌড়ঝাঁপ। [ঃ 'দাপাদাপি' করা।]

দাপানো — ক্রি. দর্প প্রকাশ করা, আস্ফালন করা। দাপাদাপি করা।

দাব — বন। [ঃ 'দাব'-দাহ।] দাবানল। [ঃ 'দাব'-দগ্ধ।]

দাব — (প্রাচীন কবিতায়) শাসন, ধমক।

দাবড়ানি — দাবড়ি, ধমক, তিরস্কার।

দাবড়ানো — ক্রি. দাবড়ি দেওয়া, ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা।

দাবড়ি — ধমক, তিরস্কার, দাবড়ানি।

দাবদাহ — বনে অগ্নিকাণ্ড।

দাবনা — উরুর মাংসল অংশ।

দাবা — শতরঞ্জ খেলা। শতরঞ্জ খেলার মন্ত্রী নামক ঘুঁটি। **দাবাবোড়ে** — ঐ খেলার সমস্ত ঘুঁটি।

দাবা — দাওয়া, রোয়াক, দরজার পার্শ্বস্থ উঁচু বারান্দা।

দাবা — ক্রি. বসিয়া যাওয়া, নিচু হওয়া। [ঃ মাটির দেওয়াল 'দাবা'।] নত হওয়া। চাপা, মর্দন করা, ঘর্ষণ করা, ডাবা। [মালিশ 'দেবে' লাগানো।] **বগলদাবা** — বগলে চাপা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বগলদাবা' করা।]

দাবাই — ('দাওয়াই' দেখ।)

দাবাগ্নি, দাবানল — বনে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে যে আগুন জ্বলিয়া ওঠে তাহা।

দাবানো — ক্রি. শাসন করা, দমন করা, চাপিয়া রাখা। নিচু করা, বসাইয়া দেওয়া।

দাবি, দাবী — অধিকার বা স্বত্ব ঘোষণা, অধিকার বলে পাইতে ইচ্ছা। [ঃ 'দাবী' করা।] **দাবি-দাওয়া** — দাবি, প্রাপ্তির ইচ্ছা। [ঃ 'দাবি-দাওয়া' নাই।] **দাবিদার, দাবীদার** — যে দাবি করে।

দাম — মূল্য, দর। [গ্রীক drachma. সং. দ্রম্ম।] **দাম করা** — দাম জিজ্ঞাসা করা। দাম লইয়া তর্ক করা।

দাম — রজ্জু, সূত্র। [ঃ 'দামোদর'।] একরকম জলজ তৃণ, দল। গুচ্ছ, সমূহ। [ঃ কেশ-'দাম'।] [সং. দামন্।]

দামড়া — ছিন্নমুষ্ক ষণ্ড। অপদার্থ যুবক।

দামামা — একরকম ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

দামাল — দুরন্ত, অশান্ত। [ঃ 'দামাল' ছেলে।] [সং. দুর্দম।]

দামিনী — বিদ্যুৎ।

দামী — মূল্যবান্। যাহার দাম বেশী

এমন।

দামোদর — কৃষ্ণ (যাঁহার কটিতে দড়ি বা সুতা আছে এই মূল অর্থে)। পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত নদ।

দাম্পত্য — ণ. দম্পতি বা স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত। [ঃ 'দাম্পত্য' কলহ।] বি. বিবাহিত অবস্থা। স্বামীস্ত্রীর প্রেম।

দাম্ভিক — অহংকারী, দর্পিত। বি. — **দাম্ভিকতা**।

দায় — কর্তব্য পালনের দায়িত্ব। [ঃ কন্যা-'দায়'; ঃ পিতৃ-'দায়'।] প্রয়োজন, গরজ, ঠেকা। [ঃ 'দায়ে' পড়া; ঃ পেটের 'দায়ে'।] অপরাধ, অভিযুক্ত অবস্থা। [ঃ চুরির 'দায়ে' জেল; ঃ খুনের 'দায়ে' পড়া।] **দায়গ্রস্ত** — কর্তব্যভারে জর্জরিত। সংকটে পতিত। **কন্যাদায়** — মেয়ের বিবাহ দেওয়ার কঠোর কর্তব্য। **পিতৃদায়** — পিতার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের কঠোর কর্তব্য। **মাতৃদায়** — মাতার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের কঠোর দায়িত্ব।

দায় — উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি। **দায়ভাগ** — জীমূতবাহন-রচিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।

-দায়ক — 'দেয়' বা 'ঘটায়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পীড়া-'দায়ক'; ঃ ক্লান্তি-'দায়ক'।] স্ত্রী. — **-দায়িকা**।

দায়রা — ফৌজদারী মামলার উচ্চ আদালত, সেসন্‌স্‌ কোর্ট। [আ. দাইরহ্‌।] **দায়রাসোপরদ্দ** — বিচারের জন্য দায়রায় প্রেরিত।

দায়াদ — উত্তরাধিকারী। পুত্র। জ্ঞাতি। **দায়াদী** — উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

দায়িক — দায়ী। দায়যুক্ত, বাধ্য।

দায়িত্ব — ঝুঁকি, কর্তব্যপালনের ভার। [ঃ 'দায়িত্ব' লওয়া।] **দায়িত্বজ্ঞান, দায়িত্ববোধ** — কোনও কাজ সম্পর্কে গুরুত্ববোধ বা চেতনা।

-দায়িনী — স্ত্রী. 'যে দেয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বাণী বিদ্যা-'দায়িনী।']

দায়ী — যাহার উপর কর্তব্যের ভার থাকে, যে দায়িত্ব লয়। (নিন্দার্থে) যে কোনও কাজ করে বা ঘটায়। [ঃ মৃত্যুর জন্য 'দায়ী'।] অপরাধী। [সং. দায়িন্‌।]

দায়ের — রুজু, বিচারার্থ উত্থাপিত। [ঃ মামলা 'দায়ের' করা।] [ফা.]

দার — পত্নী। [সং.] **দারকর্ম, দারগ্রহণ, দারপরিগ্রহ** — বিবাহ। [ঃ 'দারগ্রহণ' করা।]

-দার — 'আছে', 'বিশিষ্ট', 'মালিক', 'কর্তা' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়, -ওয়ালা। [ঃ পাওনা-'দার'; ঃ চুড়ি-'দার'; ঃ জমি-'দার'; ঃ দোকান-'দার'।] [ফা.] বি. — **-দারি**। [ঃ দোকান-'দারি' করা।] ণ. — **-দারী**। [ঃ দোকান-'দারী' কথা।]

দারক — বি. পুত্র। ণ. বিদারক। স্ত্রী. **দারিকা**—কন্যা। [ঃ ভর্তৃ-'দারিকা'।]

দারা — 'দার' শব্দের বাংলা প্রচলিত রূপ। [ঃ 'দারা'-পুত্র-পরিবার।]

দারিদ্র, দারিদ্র্য — গরীবের অবস্থা, অর্থ-হীনতা, দরিদ্রতা, দৈন্য। অপ্রাচুর্য, অভাব। [ঃ কল্পনার 'দারিদ্র্য'।]

দারী — (প্রাচীন কবিতায়) গণিকা, বেশ্যা।

দারু — কাঠ। [ঃ 'দারু'-নির্মিত বিগ্রহ।] **দারুচিনি**—একরকম গাছের মিষ্ট সুগন্ধ ছাল। **দারুব্রহ্ম** — পুরীর জগন্নাথের কাঠের মূর্তি। **দারুময়** — কাষ্ঠনির্মিত। [ঃ 'দারুময়' মূর্তি।] বি.—**দারুময়তা**। স্ত্রী. — **দারুময়ী**।

দারু — মদ। [ফা.]

দারুণ — ভয়ানক, অতিশয়, উগ্র, দুঃসহ।

নিষ্ঠুর। মর্মান্তিক।

দারোগা — পুলিশ বিভাগের অধস্তন কর্মচারী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর। [তু.]

দারোয়ান — ('দরোয়ান' দেখ।)

দার্ঢ্য — দৃঢ়তা। কাঠিন্য।

দার্শনিক — ণ. দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত। [ঃ 'দার্শনিক' তত্ত্ব।] দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত। বি. দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। **দার্শনিকতা** — বি. দার্শনিকের ভাব, চিন্তাশীলতা। দার্শনিকের মতো মতিগতি।

দাল — মুগ মসুর ইত্যাদি শস্য। মুগ মসুর ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত তরল খাদ্যদ্রব্য। [সং. দ্বিদল।]

দালান — পাকা বাড়ি। মণ্ডপতুল্য বিস্তৃত ঘর, হলঘর। [ঃ ঠাকুর-'দালান'।] বারান্দা। [ফা.]

দালাল — যে ব্যক্তি ক্রেতার সহিত বিক্রেতার যোগাযোগ ঘটায়। (নিন্দার্থে) প্রচারক, নিযুক্ত কর্মী। ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটে যোগদান করে না এমন শ্রমিক। [আ. দাল্লাল।] **দালালি** — দালালের কাজ। দালালের পারিশ্রমিক। **দালালী** — ণ. দালালের যোগ্য। [ঃ 'দালালী' মনোভাব।]

দাশ — বৈদ্য জাতির উপাধি বিশেষ। ধীবর, জেলে।

দাশরথ, দাশরথি — দশরথের পুত্র, রাম।

দাস — চাকর, ভৃত্য। ক্রীতদাস, গোলাম। প্রাচীন অনার্য জাতি, দস্যু। ধীবর। হিন্দুর উপাধি বিশেষ। স্ত্রী. — **দাসী**। **দাসখত** — দাসত্ব করিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি। **দাসত্ব** — চাকরের কাজ বা অবস্থা। ক্রীতদাসের অবস্থা, গোলামি। **দাসত্বপ্রথা** — মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের এবং ক্রীতদাসদিগকে খাটাইবার প্রথা। **দাসব্যবসায়** — মানুষ বেচা-কেনা, দাস-দাসীর ক্রয়-বিক্রয়। **দাসব্যবসায়ী** — যে দাস ব্যবসায় করে। **দাসমনোভাব** — নিজেকে অপরের বশীভূত এবং অপর হইতে নিকৃষ্ট মনে করিবার কদভ্যাস। **দাসানুদাস** — ভৃত্যেরও ভৃত্য, দাসেরও দাস। অতি দীন ও বশীভূত।

দাস্ত — মলত্যাগ। [ঃ 'দাস্ত' হওয়া।] মল। [ঃ জলের মতো 'দাস্ত'।] [ফা. দস্ত্।]

দাস্য — দাসত্ব, দাসের ভাব। দীনতা, পরম বিনয়। **দাস্যবৃত্তি** — দাসের কাজ বা পেশা। চাকরির দ্বারা জীবিকা অর্জন।

দাহ — পোড়া, দহন, জ্বলন। [ঃ শব-'দাহ'।] দুঃসহ যন্ত্রণা। [ঃ সর্বাঙ্গে 'দাহ'।] সন্তাপ, দুঃসহ শোক।

দাহক — যে বা যাহা পোড়ায়, দহনকারী। স্ত্রী. — **দাহিকা**। [ঃ 'দাহিকা' শক্তি।]

দাহন — পোড়ানো, দগ্ধকরণ। দুঃসহ যন্ত্রণা প্রদান। ণ. — **দাহিত**।

দাহ্য — যাহা পুড়িতে পারে, পুড়িবার যোগ্য। [ঃ 'দাহ্য' বস্তু।] বি. — **দাহ্যতা**।

-দি — (সংক্ষেপে) দিদি। [ঃ 'বড়দি'।]

দিক্, দিক — উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ইত্যাদি। অভিমুখ। [ঃ আমার 'দিকে'।] পার্শ্ববর্তী স্থান। [ঃ বাম 'দিক্'।] অঞ্চল, স্থান। [ঃ সে 'দিকে'।] পক্ষ, তরফ। বিষয়। [ঃ সে দিকে 'খেয়াল' নাই।] [সং. দিশ্।] **দিক্‌চক্র, দিক্‌চক্রবাল** — দূরে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিশিয়াছে মনে হয় এমন বৃত্তাকার রেখা। **দিক্-দিগন্ত** — বহু দিক ও বহু দূরবর্তী স্থান। [ঃ 'দিক্-দিগন্তে' ছড়াইয়া পড়িল।] **দিক্-দিগন্তর** —

বহু দিক, নানা দিক। **দিক্-নির্ণয়** — কোন্‌টি কোন্ দিক তাহা স্থির করণ। **দিক্-নির্ণয় যন্ত্র** — দিক্ স্থির করিবার উপযোগী যন্ত্র, কম্পাস। **দিক্‌পাল** — ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি অষ্টদিকের অধিষ্ঠাতা দেবতা। প্রভাব-প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি। **দিক্‌শূল** — হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে যেদিন কোন দিকে যাত্রা নিষিদ্ধ। **দিক্‌সীমা** — দিগন্ত, চক্রবাল। **দিক্-হস্তী** — পুরাণে বর্ণিত ঐরাবতাদি অষ্ট দিক্‌রক্ষী হস্তী।

দিক — বিরক্ত, উত্যক্ত। [ঃ 'দিক' করা।] [আ.] **দিকদারি** — বিরক্তিকর কাজ। [ঃ একি 'দিকদারি'!]

দিগঙ্গনা — অষ্টদিকের অধিবাসিনী দিব্যাঙ্গনা। নারীরূপে কল্পিতা চতুর্দিক।

দিগন্ত — যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিলিয়াছে মনে হয়, চক্রবাল। **দিগন্ত-প্রসারী, দিগন্তবিস্তৃত, দিগন্তবিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী**—চক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত। বহুদূরে পর্যন্ত প্রসারিত। [ঃ 'দিগন্ত-বিস্তৃত' মরুভূমি।]

দিগন্তর — অন্য দিক্। [ঃ দিক্-'দিগন্তর'।]

দিগম্বর — ণ. উলঙ্গ, বস্ত্রহীন। বি. শিব, মহাদেব। জৈনদের একটি সম্প্রদায়। স্ত্রী. **দিগম্বরী** — ণ. বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। বি. কালী।

দিগর — (ব্যক্তি সম্পর্কে আদালতী ভাষায়) ইত্যাদি, প্রভৃতি, গণ। [ফা.]

দিগ্‌গজ—('দিক্‌হস্তী' দেখ।) পণ্ডিতের উপাধি। মহা পণ্ডিত। (ব্যঙ্গে) মূর্খ।

দিগ্‌দর্শন—কোনও বিষয় সম্পর্কে মোটা-মুটি আলোচনা ও নির্দেশ। দিক্ নির্ণয় বা প্রদর্শন। **দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র** — দিক্ নিরূপণের যন্ত্র, কম্পাস।

দিগ্‌দর্শী — কোনও বিষয় সম্পর্কে যিনি নির্দেশ দিতে পারেন, জ্ঞানী।

দিগ্‌দিগন্ত — ('দিক্-দিগন্ত' দেখ।)

দিগ্‌দিগন্তর — ('দিক্-দিগন্তর' দেখ।)

দিগ্ধ — ণ. মাখানো, লিপ্ত, মিশ্রিত। [ঃ বিষ-'দিগ্ধ' বাণ।]

দিগ্‌নির্ণয় — ('দিক্-নির্ণয়' দেখ।)

দিগ্‌বধূ — ('দিগঙ্গনা' দেখ।)

দিগ্‌বলয় — ('দিক্‌চক্র' দেখ।)

দিগ্‌বসন — ণ. দিগম্বর, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। বি. শিব, মহাদেব। স্ত্রী. **দিগ্‌বসনা** — ণ. নগ্না, বস্ত্রহীনা। বি. কালী।

দিগ্‌বিজয় — বহু দিক্ বা নানা দেশ জয়। **দিগ্‌বিজয়ী** — দিগ্‌বিজয় করিয়াছে এমন। [ঃ 'দিগ্‌বিজয়ী' বীর; ঃ 'দিগ্‌বিজয়ী' পণ্ডিত।]

দিগ্‌বিদিক্ — দিক্ ও তাহার বিপরীত দিক্। সকল দিক্। **দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞান** — ভালোমন্দ হিতাহিত ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিবেচনা শক্তি। **দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য** — অতিশয় উত্তেজনা বা আতঙ্কের ফলে বুদ্ধি-বিবেচনাহীন।

দিগ্‌ভ্রম — এক দিক্‌কে অন্য দিক্ বলিয়া ভাবা, দিক্ নির্ণয়ে ভুল। ণ. **দিগ্‌ভ্রান্ত** — দিক্ নির্ণয়ে যাহার ভুল হইয়াছে, দিশেহারা। **দিগ্‌ভ্রান্তি** — ('দিগ্‌ভ্রম' দেখ।)

দিঘল — ণ. দীর্ঘ, লম্বা। [ঃ 'দিঘল' চেহারা।] [সং. দীর্ঘ।]

দিঘি — লম্বা বড় পুকুর। [সং. দীর্ঘিকা।]

দিঙ্‌নাগ — ('দিক্‌হস্তী' দেখ।)

দিঙ্‌মণ্ডল — ('দিক্‌চক্র' দেখ।)

দিঙ্‌মূঢ় — দিগ্‌ভ্রান্ত।

দিঠি — (কবিতায়) দৃষ্টি।

দিতি — পুরাণে বর্ণিতা দৈত্যগণের মাতা,

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও **কশ্যপের পত্নী,** দনু। **দিতিসুত** — দৈত্য, অসুর, দনুজ। স্ত্রী. **দিতিসুতা** — দানবী।

দিৎসা — বি. দান করিবার ইচ্ছা, দেওয়ার ইচ্ছা। ণ. **দিৎসু** — দিতে বা দান করিতে ইচ্ছুক।

দিদি — জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সম্মানার্থে বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর প্রতি সম্বোধন। নাতিনী বা তৎসম্পর্কীয়াদের প্রতি সম্বোধন। পিতামহী মাতামহী বা তৎসম্পর্কীয়াদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্বোধন। **দিদিমণি** — ঝি-চাকর প্রভৃতি কর্তৃক মনিবকন্যার প্রতি সম্বোধন। শিক্ষিকা। **দিদিমা** — মাতামহী। মায়ের মা।

দিদৃক্ষমাণ — ('দিদৃক্ষু' দেখ।)

দিদৃক্ষা — দেখিবার ইচ্ছা, দর্শনেচ্ছা। **দিদৃক্ষু** — দেখিতে ইচ্ছুক, দর্শনেচ্ছু।

দিন্ — ধর্ম। [ঃ 'দিন্'-দুনিয়ার মালিক; ঃ মোগল সৈন্য 'দিন্' 'দিন্' রবে ঝাঁপাইয়া পড়িল।] [আ.] **দিন্-ই-ইলাহি** — ভগবৎ-ধর্ম। আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত উদার ধর্মমত।

দিন — দিবস, দিবা, রাত্রির বিপরীত সময়, সূর্যের উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত কাল। [ঃ 'দিন'-রাত।] দিন ও রাত্রি, সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়, ২৪ ঘণ্টা। [সং.] **দিন করা** — দিন স্থির করা। **দিন কাটানো** — কোনও-রকমে জীবিকানির্বাহ করা। **দিন গুজরানো** — ('দিন কাটানো' দেখ।) **দিন গোনা** — দীর্ঘকাল ধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করা। **দিন চলা** — কোনও-রূপে সংসারের ব্যয় নির্বাহিত হওয়া। **দিনে ডাকাতি** — ('দিন-দুপুরে ডাকাতি' দেখ।) **দিন-দিন** — যতই দিন যাইতেছে তত। [ঃ 'দিন-দিন' তোমার একি চেহারা হইতেছে!] **দিন-দুপুরে ডাকাতি** — সহজেই ধরা পড়ে এমন নির্লজ্জ প্রতারণা ও মিথ্যাভাষণ। **দিনের দিন** — নির্দিষ্ট দিন। **দিনের বেলা** — দিবা ভাগ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। **দিন ফুরানো** — আয়ু শেষ হওয়া, মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসা। **দিনকর** — সূর্য। **দিনকানা** — দিনে দেখিতে পায় না এমন, দিবান্ধ। **দিন-কাল** — সময়, সাময়িক অবস্থা। [ঃ 'দিনকাল' বড় খারাপ।] **দিনক্ষণ** — জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে দিনের শুভা-শুভ ভাব। [ঃ 'দিনক্ষণ' দেখা।] **দিনক্ষয়** — দিনযাপন। **দিনগত** — দৈনিক, প্রাত্যহিক। **দিনগত পাপক্ষয়** — দৈনিক কৃত্য বা কাজ কোনও রকমে সমাপন। **দিননাথ, দিনপতি** — সূর্য। **দিনমজুর** — রোজ হিসাবে পারিশ্রমিক লয় এমন শ্রমিক। **দিনমজুরি** — দিনমজুরের কাজ। **দিনমণি** — সূর্য। **দিনমান** — দিবাভাগ, দিনের বেলা, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।

দিনান্ত — দিনের শেষ, সায়ংকাল। সারা-দিন। [ঃ 'দিনান্ত' পরিশ্রম; ঃ 'দিনান্তে' একবার।]

দিনেমার — ডেনমার্ক দেশের লোক, ডেনিশ। [ফ. Danemark]

দিনেশ — সূর্য, দিননাথ।

দিবস — দিন, দিনমান। অহোরাত্র। পবিত্র স্মরণীয় দিন। [ঃ স্বাধীনতা 'দিবস'।] [সং.]

দিবা — দিনের বেলা, দিনমান। **দিবাকর** — সূর্য। **দিবানিদ্রা** — দিনে ঘুম। **দিবানিশি** — দিন ও রাত্রি। সর্বদা, সকল সময়। **দিবাভাগ** — সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, দিনের বেলা। **দিবান্ধ** — দিবসে দেখিতে পায় না এমন, দিনকানা। **দিবারাত্র** —

দিনরাত, সর্বদা। **দিবাস্বপ্ন** — অলীক কল্পনা, আকাশকুসুম রচনা।

দিব্বি — ('দিব্যি' দেখ।)

দিব্য — ণ. স্বর্গীয়। অলৌকিক। [ঃ 'দিব্য' দৃষ্টি।] সুন্দর। [ঃ 'দিব্য' চেহারা; ঃ 'দিব্য' কণ্ঠস্বর।] বি. শপথ, অঙ্গীকার। [ঃ 'দিব্য' করা।] **দিব্যচক্ষু** — জ্ঞানচক্ষু, অলৌকিক জ্ঞান। **দিব্যজ্ঞান** — অলৌকিক জ্ঞান। **দিব্য-দর্শী** — যাহার অলৌকিক জ্ঞান বা দৃষ্টি রহিয়াছে। **দিব্যদৃষ্টি** — অতীন্দ্রিয় অলৌকিক দৃষ্টি। **দিব্যনারী** — স্বর্গবাসিনী নারী। অপ্সরা। **দিব্যনেত্র** — অলৌকিক দৃষ্টি, অলৌকিক জ্ঞান। **দিব্যরথ** — পুরাণে বর্ণিত শূন্যে গমনকারী স্বর্গীয় যান।

দিব্যাঙ্গনা — ('দিব্যনারী' দেখ।)

দিব্যাস্ত্র — স্বর্গীয় অস্ত্র, দেবদত্ত অস্ত্র।

দিব্যি — ণ. সুন্দর। [ঃ 'দিব্যি' চেহারা।] বেশ। [ঃ 'দিব্যি' আরামে আছ।] বি. শপথ। [ঃ 'দিব্যি' ক'রে বলছি।] **দিব্যি গালা** — শপথ করা। **দিব্যি দেওয়া** — অন্যের উপর শপথ আরোপ করা। **দিব্যি-দিলেশা** — শপথ সান্ত্বনা ইত্যাদি।

দিয়া — দান করিয়া। দ্বারা। [ঃ ছুরি 'দিয়া'।] সহিত। [ঃ চিনি 'দিয়া' দুধ।] ফাঁকে, ছিদ্রপথে। [ঃ জানালা 'দিয়া'।] অনুসরণ বা গমন করিয়া। [ঃ পথ 'দিয়া'।]

দিয়ালা — নিদ্রিত শিশুর হাসি কান্না।

দিয়াশলাই — বারুদ লাগানো কাঠি যাহা ঠুকিলে আগুন জ্বলে, দেশলাই। [সং. দীপশলাকা।]

দিয়ে — ('দিয়া' দেখ।)

দিল — হৃদয়, মন। [ফা.] **দিলখোশ** — প্রফুল্লচিত্ত। যাহা মন প্রফুল্ল করে।

দিলদরিয়া — ণ. সমুদ্রের মতো মহান্ ও উদার হৃদয় যাহার। উদার, অকৃপণ। [ঃ 'দিলদরিয়া' ভাব।] **দিলদার** — ণ. হৃদয়বান, মহানুভব।

দিলীপ — পুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় জনৈক রাজা।

দিলেশা—সান্ত্বনা, ভরসা। [ফা. দিলাশা।]

দিল্লী — ভারতের রাজধানী। **দিল্লীকা লাড্ডু** — লোভনীয় কল্পিত বস্তু।

দিশ — (কবিতায়) দিক্। [সং. দিশ্।]

দিশপাশ — শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'দিশপাশ' নাই।] কূলকিনারা।

দিশা — দিক্। দিকের সন্ধান। সন্ধান, হদিস। (প্রাচীন কবিতায়) দিগ্‌ভ্রম। **দিশাহারা** — দিগ্‌ভ্রান্ত। দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দিশি — (কবিতায়) দিকে।

দিশী — দেশীয়। [ঃ 'দিশী' কাপড়।]

দিশে — ('দিশা' দেখ।)

দিশেহারা — ('দিশাহারা' দেখ।)

দিসি — (কবিতায়) দিবস। [ঃ 'নিশি-দিসি'।]

দিস্তা — মুষল, নোড়া। [ঃ হামান-'দিস্তা'।] [ফা.]

দিস্তা, দিস্তে — একত্র চব্বিশ তা (কাগজ)। ২৪ খানা। [ঃ এক 'দিস্তা' লুচি।]

দিস্তাপড়া — গাঁটরিবাঁধা অবস্থায় থাকা ফলে খারাপ হইয়া গিয়াছে এমন। ['দিস্তাপড়া' কাপড়।]

দীক্ষণীয় — দীক্ষার যোগ্য।

দীক্ষা — গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ, ব্র বা পবিত্র কার্য সাধনে নিয়োগ **দীক্ষাগুরু** — মন্ত্রদাতা, ব্রত বা পবি কার্যসাধনে নিয়োগকর্তা। ণ. **দীক্ষি** — দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এমন। ব্র বা পবিত্র কার্যসাধনে নিযুক্ত।

দীঘল — ('দিঘল' দেখ।)

দীঘি, দীঘী — ('দিঘি' দেখ।)

দীধিতি — কিরণ, আলোক।

দীন্ — ('দিন্' দেখ।) ।

দীন — ণ. দরিদ্র, গরীব। করুণ, ব্যথিত। [ঃ 'দীন' নয়নে।] অতিশয় বিনীত। স্ত্রী. — **দীনা**। বি. **দীনতা** — দারিদ্র্য। অভাব। বিনয়। **দীননাথ, দীনবন্ধু, দীনশরণ** — দীনের আশ্রয়। ভগবান্।

দীনার — প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা। [আ.]

দীনেশ — ('দীননাথ' দেখ।)

দীপ — সলিতা দিয়া জ্বালিবার উপযুক্ত তৈলাধার, প্রদীপ। উজ্জ্বলকারী, গৌরববর্ধনকারী। [ঃ কুল-'দীপ'।] **দীপবর্তিকা** — প্রদীপের বাতি। **দীপময়** — ণ. বহু দীপে সজ্জিত। স্ত্রী. — **দীপময়ী**। **দীপমালা** — সারি সারি বহু দীপ। **দীপশলাকা** — দিয়াশলাই। **দীপশিখা** — প্রদীপের শিষ।

দীপক — বি. সঙ্গীতের রাগ বিশেষ। ণ. উজ্জ্বলকারী।

দীপন — বি. উত্তেজন। প্রজ্বলন।

দীপাধার — প্রদীপ রাখিবার পাত্র, পিলসুজ।

দীপান্বিতা — বি. দেওয়ালির রাত্রি, দীপালী। ণ. বহু দীপে সজ্জিতা। [ঃ 'দীপান্বিতা' মহানগরী।]

দীপাবলী — দেওয়ালি, দীপালি। একত্র দীপ, দীপমালা।

দীপালি, দীপালী — দেওয়ালি।

দীপালোক — প্রদীপের আলো। ণ. **দীপালোকিত** — প্রদীপের আলোয়

দীপিকা — ছোট দীপ। দীপ। গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা টীকা।

দীপিত — ণ. আলোকিত। প্রজ্বলিত। উত্তেজিত।

দীপ্ত — ণ. উজ্জ্বল, ভাস্বর, জ্যোতির্ময়। বি. — **দীপ্ততা**।

দীপ্তি — উজ্জ্বলতা, জ্যোতি, দ্যুতি। **দীপ্তি পাওয়া** — উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হওয়া, ঝকমক করা। **দীপ্তিময়, দীপ্তিমান্** — উজ্জ্বল, ভাস্বর, দীপ্ত।

দীপ্যমান — উজ্জ্বল, ভাস্বর। প্রকাশমান।

দীপ্র — উজ্জ্বল। তীক্ষ্ণ। [সং.]

দীর্ঘ — ণ. লম্বা। বহুদূরব্যাপী। বহুক্ষণব্যাপী। (ব্যাকরণে) আ ঈ এ ইত্যাদি দুই মাত্রাবিশিষ্ট স্বর। বি. — **দীর্ঘতা**। **দীর্ঘকায়** — লম্বা শরীর আছে এমন। স্ত্রী. — **দীর্ঘকায়া**। **দীর্ঘকাল** — অনেক কাল, বহুদিন। **দীর্ঘকেশ** — লম্বা চুল আছে এমন। স্ত্রী. — **দীর্ঘকেশা, দীর্ঘকেশী**। **দীর্ঘচঞ্চু** — লম্বা ঠোঁট আছে এমন। **দীর্ঘজীবী** — বহুকাল বাঁচে এমন। স্ত্রী. — **দীর্ঘজীবিনী**। **দীর্ঘতনু** — লম্বা শরীর যাহার, দীর্ঘকায়। **দীর্ঘতম** — সবচেয়ে লম্বা। সর্বাপেক্ষা অধিকক্ষণব্যাপী। স্ত্রী. — **দীর্ঘতমা**। **দীর্ঘত্রিপদী** — ছাব্বিশ অক্ষরবিশিষ্ট একরকম বাংলা ত্রিপদী কবিতা। **দীর্ঘনাস** — লম্বা নাক আছে এমন। **দীর্ঘনিঃশ্বাস** — হতাশা বেদনা খেদ ইত্যাদি সূচক জোরে ফেলা শ্বাস। **দীর্ঘপদ, দীর্ঘপাদ** — লম্বা পা আছে এমন। **দীর্ঘসূত্র** — যে কাজ করিতে অকারণ বিলম্ব করে, যে অকারণে শীঘ্র কাজ শেষ করিতে চাহে না বা গড়িমসি করে। **দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা** — গড়িমসি। কাজ সম্পন্ন করিতে অকারণ বিলম্ব। **দীর্ঘসূত্রী** — ('দীর্ঘসূত্র' দেখ।)

দীর্ঘাকার, দীর্ঘাকৃতি — ণ. যাহার লম্বা চেহারা আছে এমন। বি. লম্বা চেহারা।

দীর্ঘায়ু — ণ. দীর্ঘকাল বাঁচে এমন, দীর্ঘ-

জীবী।

দীর্ঘিকা — দিঘি, লম্বা বড় পুকুর।

দীর্ণ — ফাড়া হইয়াছে এমন, ফাটিয়া গিয়াছে এমন, বিদারিত। ভগ্ন। ভীত।

দু — (সংক্ষেপে) দুই। **দু কথা** — কঠিন কথা। [ঃ 'দু কথা' শোনালো।] **দু দিন** — অল্প কয়েক দিন [ঃ 'দু দিন' থাক।] **দু মুঠো** — অল্প পরিমাণ। [ঃ 'দু মুঠো' অন্ন।] **দুআনি** — দুই আনা মূল্যের মুদ্রা।

দুই — একের পরবর্তী সংখ্যা, ২। উভয়। [ঃ 'দুই' জনে বলল।] [সং. দ্বি।]

দুও — ('দুয়ো' দেখ।)

দুঃ- — 'মন্দ' 'অশুভ' 'কষ্টসাধ্য' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'দুঃসময়'।]

দুঃখ — মনোবেদনা, মানসিক কষ্ট। **দুঃখময়** — দুঃখে পূর্ণ। **দুঃখহারী** — যিনি দুঃখ দূর করেন। ণ. **দুঃখিত** — দুঃখ বা মানসিক কষ্ট পাইয়াছে এমন। **দুঃখী** — যাহার জীবন দুঃখে পূর্ণ। স্ত্রী. — **দুঃখিনী**।

দুঃশলা — মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা।

দুঃশাসন — ণ. যাহাকে সহজে শাসন করা যায় না এমন। বি. মন্দ শাসন। মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র। ণ. **দুঃশাসিত** — মন্দভাবে শাসিত। সহজে শাসিত নহে এমন।

দুঃশীল — ণ. যাহার স্বভাব ভালো নহে এমন, দুশ্চরিত্র। স্ত্রী. — **দুঃশীলা**।

দুঃসংবাদ — খারাপ সংবাদ, বেদনাদায়ক বা অশুভ সংবাদ।

দুঃসময় — খারাপ সময়, দুর্দিন। অভাবের সময়।

দুঃসহ — সহ্য করা কঠিন এমন, অসহ্য।

দুঃসাধ্য — করা কঠিন এমন, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর। সহজে সারানো যায় না এমন। [ঃ 'দুঃসাধ্য' ব্যাধি।]

দুঃসাহস — বিপজ্জনক সাহস। অতিশয় সাহস, নির্ভীকতা। ণ. **দুঃসাহসিক** — দুঃসাহসের দ্বারা করা যায় এমন। দুঃসাহসে পূর্ণ। [ঃ 'দুঃসাহসিক' অভিযান।] বি. — **দুঃসাহসিকতা**। **দুঃসাহসী** — যে দুঃসাহস করে, যাহার দুঃসাহস আছে, নির্ভীক।

দুঃস্থ — দুঃখে আছে এমন। দরিদ্র। বি. — **দুঃস্থতা**। স্ত্রী. — **দুঃস্থা**।

দুঃস্বপ্ন — বেদনাদায়ক বা ভীতিপ্রদ স্বপ্ন।

দুকূল — রেশমী কাপড়। সূক্ষ্ম কাপড়। সাদা কাপড়।

দুখ — ('দুঃখ' দেখ।)

দুখান — দুইটা। দুই টুকরা। **দুখানি** — দুইটি।

দুখিনী, দুখী — (যথাক্রমে 'দুঃখিনী' ও 'দুঃখী' দেখ।)

দুগুন — দুই গুণ, দ্বিগুণ।

দুগ্ধ — দুধ। [সং.] **দুগ্ধদোহন** — গোরু ইত্যাদির বাঁট টানিয়া দুধ বাহির করণ। **দুগ্ধপোষ্য** — দুধ খায় এমন (শিশু), অতি অল্পবয়স্ক। **দুগ্ধফেন** — দুধের ফেনা। **দুগ্ধফেননিভ** — দুধের ফেনার মতো কোমল ও সাদা ধবধবে। [ঃ 'দুগ্ধফেননিভ' শয্যা।] **দুগ্ধবতী** — দুধ দেয় এমন, দুধালো। [ঃ 'দুগ্ধবতী' গাভী।]

দুটানা — ('দোটানা' দেখ।)

দুটি, দুটো — দুখানা। অতি অল্প পরিমাণ, অত্যল্প।

দুড়দাড় — সজোরে দ্রুত পা ফেলার শব্দ সূচক অনুকার।

দুড়দুড় — তাড়াতাড়ি পা ফেলার শব্দ।

মেঘের শব্দ। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ।

দুড়ুম — ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ। বন্দুক ইত্যাদি ছুঁড়িবার বা বিস্ফোরণের শব্দ।

দুত্তোর — বিরক্তিসূচক শব্দ।

দুঁদে — দুরন্ত, অতিশয় চতুর। [ঃ 'দুঁদে' ছেলে।]

দুদ্দাড় — ('দুড়দাড়' দেখ।)

দুধ — দুগ্ধ। **দুধ কাটা, দুধ ছেঁড়া**— দুধের ছানা ও জলীয় অংশ পৃথক হওয়া। **দুধ তোলা** — শিশুর দুধ বমি করা।

দুধারী — দুই দিকে ধার আছে এমন।

দুধালো — দুধ দেয় এমন, দুগ্ধবতী। [ঃ 'দুধালো' গাই।]

দুধে — দুধের মতো। [ঃ 'দুধে' রং।] **দুধে-আলতা** — দুধে আলতা মিশাইলে যেরূপ রং হয়, ফিকে লাল, গোলাপী। [ঃ 'দুধে-আলতা' রং।] **দুধে দাঁত** — দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রথম উদ্‌গত দাঁত।

দুন — দ্রুততালে বাদ্য, এক মাত্রার কালে দুই মাত্রা বাজানো।

দুনা, দুনো — দ্বিগুণ। [ঃ উনো ভাতে 'দুনো' বল।]

দুনি — ডোঙা। জল সেচনের ডোঙার মতো যন্ত্র। [সং. দ্রোণী।]

দুনিয়া — পৃথিবী। সংসার। [আ.] **দুনিয়াদার** — পৃথিবীর মালিক। সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ। **দুনিয়াদারি** — পৃথিবীর মালিকানা। সংসার-বুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি।

দুন্দুভি — বৃহৎ ঢাক, দামামা জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। [সং.]

দুপ্‌ — পতনের মৃদু শব্দ।

দুপদুপ — বার বার মৃদু পতনের শব্দ। স্পন্দনের শব্দ। **দুপদাপ** — সজোরে দুপদুপ।

দুপুর — দিবা বা রাত্রিকালের মধ্যভাগ, দ্বিপ্রহর। [ঃ 'দুপুর' বেলা; ঃ 'দুপুর' রাত।] [সং. দ্বিপ্রহর।]

দুম — পতনের বা বিস্ফোরণের শব্দ। কিল ইত্যাদি মারিবার শব্দ। **দুমদাম, দুমদুম** — বারবার দুম শব্দ।

দুমড়া — ক্রি. বাঁকা, বাঁকিয়া যাওয়া, আঘাতের ফলে টোল খাওয়া। ণ. বক্র, আঘাতের ফলে টোল খাইয়াছে এমন। **দুমড়ানো** — ক্রি. বাঁকানো, আঘাত দিয়া টোল খাওয়ানো। ণ. বাঁকানো বা আঘাত দিয়া টোল খাওয়ানো হইয়াছে এমন।

দুমনা ('দোমনা' দেখ।)

দুমুখো — দুইটি মুখ আছে এমন।

দুম্বা — চর্বিযুক্ত মোটা লেজ আছে এমন একজাতীয় ভেড়া।

দুয়ানি — ('দুআনি' দেখ।)

দুয়াভুয়া — সন্দেহ, অনিশ্চয়তা।

দুয়ার—দরজা, দ্বার, দোর। [সং. দ্বার।]

দুয়েক — অল্প কয়েক, অল্প কিছু-সংখ্যক। [ঃ 'দুয়েক' জন লোক।]

দুয়ো — ণ. দুখিনী, স্বামীর অপ্রিয়া। [ঃ 'দুয়ো' রানী।] নিন্দাসূচক শব্দ। [ঃ পারে না! 'দুয়ো!'] (তুঃ 'সুয়ো'।)

দুর্ — ('দুঃ-' দেখ।)

দুরতিক্রমণ — বি. কষ্টে পার হওয়া, কষ্টে উত্তরণ। ণ. **দুরতিক্রমণীয়, দুরতিক্রম্য** — যাহা অতি কষ্টে পার হওয়া যায় এমন, দুর্লঙ্ঘ, দুস্তর।

দুরত্যয় — ণ. দুস্তর, দুর্গম।

দুরদুর — ভীতি ইত্যাদির ফলে কম্পন বা দ্রুত স্পন্দন সূচক অনুকার। [ঃ বুক 'দুরদুর' করা।]

দুরদৃষ্ট — বি. মন্দ ভাগ্য। ণ. মন্দ ভাগ্য যাহার এমন, হতভাগ্য।

দুরধিগম্য — কষ্টে লাভ করা যায় এমন,

অতি কষ্টে বোঝা বা জানা যায় এমন, দুর্জ্ঞেয়। দুর্গম। বি. — **দুরধিগম্যতা।**

দুরধ্যয় — ণ. পড়া কঠিন এমন, দুষ্পাঠ্য।

দুরন্ত—দুষ্ট, দুর্বৃত্ত। অশান্ত। দুর্দান্ত, দুর্দম। ভয়ংকর, ভীষণ, বিপজ্জনক। **দুরন্তপনা** — দুষ্টামি, অস্থিরতা। [ঃ শিশুর 'দুরন্তপনা'।]

দুরন্বয় — বাক্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া ইত্যাদির যথেচ্ছ সমাবেশ।

দুরপনেয় — সহজে দূর বা অপসারিত করা যায় না এমন। [ঃ 'দুরপনেয়' কলঙ্ক।] বি. — **দুরপনেয়তা।**

দুরবগম্য — দুর্গম। দুর্জ্ঞেয়।

দুরবগাহ — যাহাতে সহজে অবতরণ বা অবগাহন করা যায় না এমন। দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য। দুর্গম।

দুরবস্থ — যাহার অবস্থা মন্দ এমন, দুর্দশাপন্ন। **দুরবস্থা** — দুর্দশা, মন্দ অবস্থা।

দুরভিসন্ধি — খারাপ মতলব, অসৎ উদ্দেশ্য।

দুরমুশ — রাস্তা ইত্যাদি পিটিবার মুষল বা মুগুর। দুরমুশ দ্বারা পেটাই বা পেষণ। [ঃ 'দুরমুশ' করা।]

দুরস্ত — ঠিক, নির্ভুল। [ঃ কেতা-'দুরস্ত'।] সুঅভ্যস্ত। [ঃ লেফাফা-'দুরস্ত'।] উপযুক্তরূপে সংশোধিত, সুসংযত। [ফা. দুরুস্ত্।]

দুরাকাঙ্ক্ষ — ('দুরাকাঙ্ক্ষী' দেখ।) **দুরাকাঙ্ক্ষা** — দুষ্প্রাপ্য বিষয় বা বস্তু লাভের ইচ্ছা, অসম্ভব উচ্চাশা। **দুরাকাঙ্ক্ষী** — যাহার দুরাকাঙ্ক্ষা বা অসম্ভব উচ্চাশা আছে এমন। স্ত্রী. — **দুরাকাঙ্ক্ষিণী।**

দুরাক্রম, দুরাক্রম্য — ণ. যাহা আক্রমণ করা সহজ নহে এমন।

দুরাগ্রহ — নিন্দনীয় বা দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বা আসক্তি।

দুরাচরণীয় — যাহার অনুষ্ঠান বা পালন সহজ নহে এমন। যাহা করা নিন্দনীয় এমন।

দুরাচার — ণ. মন্দ কার্যে লিপ্ত, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট। বি. অসৎ কার্য। স্ত্রী. **দুরাচারিণী** — অসৎ কার্যে রতা, পাপিষ্ঠা।

দুরাত্মা — দুষ্টস্বভাব, দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা।

দুরারোগ্য — সহজে সারানো বা নিরাময় করা যায় না এমন। [ঃ 'দুরারোগ্য ব্যাধি।] বি. — **দুরারোগ্যতা।**

দুরারোহ — যেখানে বা যাহাতে আরোহণ করা কঠিন এমন। [ঃ 'দুরারোহ পর্বত।]

দুরাশয় — ণ. মন্দ অভিপ্রায় বা ইচ্ছা পোষণ করে এমন, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট পাপাত্মা। বি. দুরভিসন্ধি, কুমতলব।

দুরাশা — দুষ্প্রাপ্য বিষয় বা বস্তু লাভের আশা, দুরাকাঙ্ক্ষা।

দুরি — দুই ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

দুরিত — বি. পাপ। [ঃ 'দুরিত'-নাশিনী।] ণ. পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত। [ঃ 'দুরিত'-দমনী।]

দুরুক্তি — কটূক্তি, মন্দ বাক্য।

দুরুদুরু — দুরদুর। [ঃ বুক 'দুরুদুরু' করা।] ণ. দুরদুর করে এমন, কম্পিত। [ঃ 'দুরুদুরু' বক্ষে।]

দুরূহ — দুঃসাধ্য। দুর্বোধ্য।

দুর্গ — কেল্লা, গড় (শত্রুসৈন্য সহজে আসিতে পারে না এই অর্থ হইতে)। **দুর্গপতি** — দুর্গের অধ্যক্ষ বা কর্তা।

দুর্গত — ণ. দুরবস্থ, বিপন্ন, দুর্দশাগ্রস্ত। বি. **দুর্গতি** — দুর্দশা, দুরবস্থা।

দুর্গন্ধ — বি. খারাপ গন্ধ। ণ. খারাপ গন্ধযুক্ত। **দুর্গন্ধী** — খারাপ গন্ধযুক্ত।

দুর্গম — যেখানে সহজে যাওয়া যায় না

এমন। দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। বি. — **দুর্গমতা।**

দুর্গা — ভগবতী, শিবপত্নী।

দুর্গাধিপতি, দুর্গাধীশ, দুর্গাধ্যক্ষ, দুর্গেশ — দুর্গের কর্তা বা অধ্যক্ষ। **দুর্গেশ-নন্দিনী** — দুর্গের মালিক বা অধ্যক্ষের কন্যা।

দুর্গোৎসব — দুর্গার পূজা ও তৎসংক্রান্ত আনন্দ অনুষ্ঠান।

দুর্গ্রহ — বি. দুষ্ট গ্রহ। দুর্দৈব। ণ. গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য এমন।

দুর্ঘট — সহজে ঘটে না এমন।

দুর্ঘটনা — অপ্রত্যাশিত অশুভ ঘটনা, আকস্মিক বিপদ্।

দুর্জন — খারাপ লোক, দুষ্ট ব্যক্তি।

দুর্জয় — যাহাকে সহজে জয় বা দমন করা যায় না এমন, অজেয়, দুর্দম।

দুর্জ্ঞেয় — জানা কঠিন এমন। দুর্বোধ্য।

দুর্দম, দুর্দমনীয়, দুর্দম্য — যাহাকে সহজে দমন বা প্রতিরোধ করা যায় না এমন, দুর্বার, দুর্জয়।

দুর্দশা — দুরবস্থা, দুর্গতি। **দুর্দশা-গ্রস্ত** — দুরবস্থায় পড়িয়াছে এমন।

দুর্দান্ত — দুরন্ত, অশান্ত। দুর্দম, অতিশয় শক্তিমান্।

দুর্দিন — দুঃসময়। দুর্যোগ।

দুর্দৈব — মন্দ ভাগ্য। আকস্মিক বিপদ্ বা দুর্যোগ।

দুর্ধর্ষ — সহজে দমন করা যায় না এমন, অতি-পরাক্রান্ত, দুরন্ত।

দুর্নাম — বদনাম, নিন্দা, অখ্যাতি।

দুর্নিবার — সহজে নিবারণ বা প্রতিরোধ করা যায় না এমন, দুর্বার।

দুর্নিমিত্ত — বি. অশুভ লক্ষণ।

দুর্নিরীক্ষ্য — ণ. সহজে দেখা বা লক্ষ্য করা যায় না এমন।

দুর্নীতি — নৈতিক অবনতি, নীতিহীনতা, অন্যায় আচরণ। ণ. **দুর্নীতিপরায়ণ** — অন্যায় কার্যে আসক্ত। যে প্রায়ই অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। বি. — **দুর্নীতিপরায়ণতা।** স্ত্রী. — **দুর্নীতি-পরায়ণা।**

দুর্বৎসর — অভাবের বৎসর, শস্যাদি ভালো হয় না এমন বৎসর, অশুভ বৎসর।

দুর্বল — ণ. শক্তিহীন, অল্পশক্তি। ক্ষীণ। রোগা। বি. — **দুর্বলতা।** স্ত্রী. — **দুর্বলা।**

দুর্বহ — সহজে বহন করা বা সহ্য যায় না এমন। বি. — **দুর্বহতা।**

দুর্বাক্ — ণ. কটুভাষী।

দুর্বাক্য — কটু কথা, গালি।

দুর্বার — সহজে যাহার প্রতিরোধ করা যায় না এমন, দুর্দম, দুর্নিবার। বি. — **দুর্বারতা।**

দুর্বাসা — পুরাণে বর্ণিত জনৈক কোপন-স্বভাব মুনি। ণ. মন্দ বাস পরিধান-কারী। [সং. দুর্বাসস্।]

দুর্বিনীত — অবিনয়ী, উদ্ধত। স্ত্রী. — **দুর্বিনীতা।**

দুর্বিপাক — দুর্যোগ। অশুভ ঘটনা, বিপদ্।

দুর্বিষহ — দুঃসহ, অসহনীয়।

দুর্বুদ্ধি — বি. অসৎ বুদ্ধি, মন্দ বুদ্ধি, অনিষ্টকর বুদ্ধি। ণ. মন্দবুদ্ধি আছে এমন।

দুর্বৃত্ত — ণ. দুষ্ট, দুর্জন, দুষ্টস্বভাব, দুরাত্মা। বি. — **দুর্বৃত্ততা।**

দুর্বোধ, দুর্বোধ্য — যাহা সহজে বোঝা যায় না এমন। বি. — **দুর্বোধতা, দুর্বোধ্যতা।**

দুর্ব্যবহার — অসৌজন্য, অভদ্র আচরণ, কঠোর আচরণ।

দুর্ভক্ষ্য — সহজে খাওয়া যায় না এমন।

দুর্ভগ — ভাগ্যহীন। স্ত্রী. — **দুর্ভগা।**

দুর্ভর — দুর্বহ, গুরুভার, দুঃসহ।
দুর্ভাগা—অভাগা, মন্দভাগ্য। [ঃ 'দুর্ভাগা' দেশ।] স্ত্রী. — **দুর্ভাগিনী।**
দুর্ভাগ্য — বি. মন্দ ভাগ্য। ণ. যাহার ভাগ্য মন্দ এমন, অভাগা।
দুর্ভাবনা — দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ।
দুর্ভিক্ষ — দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, আকাল।
দুর্ভেদ্য — সহজে ভেদ করা যায় না এমন। যাহার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াও প্রবেশ করা যায় না এমন। [ঃ 'দুর্ভেদ্য' দুর্গ।] বি. — **দুর্ভেদ্যতা।**
দুর্ভোগ — ক্লেশ, লাঞ্ছনা।
দুর্মতি — বি. মন্দ বুদ্ধি। ণ. যাহার বুদ্ধি মন্দ এমন। [ঃ রে 'দুর্মতি' !]
দুর্মদ — দুর্ধর্ষ, দুরন্ত, দুর্দম।
দুর্মুখ — ণ. কটুভাষী। অপ্রিয়-সত্য-বাদী। বি. রামের গুপ্তচর।
দুর্মূল্য — যাহার দাম অত্যন্ত বেশী এমন, আক্রা, মহার্ঘ। বি. — **দুর্মূল্যতা।**
দুর্মেধা — যাহার মেধা বা স্মৃতিশক্তি অল্প এমন। [সং. দুর্মেধস্।]
দুর্যোগ — দুঃসময়, অশুভ সময়। ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়।
দুর্যোধন — মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। (যাহার সহিত যোধন বা যুদ্ধ করা কঠিন। মন্দ যোদ্ধা।)
দুর্লক্ষণ — বি. অশুভ লক্ষণ। ণ. অশুভ লক্ষণযুক্ত। স্ত্রী. — **দুর্লক্ষণা।**
দুর্লক্ষ্য — যাহা সহজে দেখা বা লক্ষ্য করা যায় না এমন, দুর্নিরীক্ষ্য।
দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য — যাহা লঙ্ঘন করা বা ডিঙানো সহজ নহে এমন। [ঃ 'দুর্লঙ্ঘ্য' পর্বত।] যাহা অমান্য করা কঠিন। [ঃ 'দুর্লঙ্ঘ্য' আদেশ।] বি. — **দুর্লঙ্ঘতা, দুর্লঙ্ঘ্যতা।**
দুর্লভ — যাহা সহজে পাওয়া যায় না এমন। কদাচিৎ-দৃষ্ট। মহার্ঘ। (তুঃ 'সুলভ'।) বি. — **দুর্লভতা।**
দুর্লেখ্য — যাহা লেখা বা লিপিবদ্ধ করা কঠিন এমন।
দুল — কানে দোলে এমন একরকম গহনা।
দুলকি — ঘোড়া পালকি প্রভৃতির একরকম চলনভঙ্গী যাহাতে সওয়ারীর সর্বাঙ্গ দোলে। [ঃ 'দুলকি' চাল।]
দুলদুল — মহম্মদের জামাতা আলির ঘোড়া। ঐ ঘোড়ার প্রতিমা যাহা মহরমে বাহির করা হয়।
দুলা — ক্রি. শূন্যে এদিক্-ওদিক্ হওয়া, দোল খাওয়া, ঝুলা। আন্দোলিত হওয়া, স্ফীত বা কম্পিত হওয়া। [ঃ সমুদ্র 'দুলে' উঠল।] এদিক্-ওদিক্ নড়া। [ঃ ফণা 'দুলছে'।] ('দোলা' দেখ।)
দুলানো — ক্রি. দোল দেওয়া, শূন্যে এদিক্-ওদিক্ নাড়া, ঝুলানো। কম্পিত করা, এদিক্-ওদিক্ নাড়া। [ঃ 'পা' দুলানো।] ('দোলানো' দেখ।)
দুলারী — (প্রাচীন কবিতায়) দুলালী, প্রিয়া।
দুলাল — অত্যন্ত আদরের পাত্র। আদুরে ছেলে। স্ত্রী. **দুলালী** — অত্যন্ত আদরের পাত্রী। আদুরে মেয়ে।
দুলি — ('ডুলি' দেখ।)
দুলিচা — ছোট গালিচা বা আসন।
দুলে — ডুলি ও পালকি ইত্যাদির বাহক। ডুলি ও পালকি বহনের কাজ করে হিন্দু সমাজের এমন এক জাতি।
দুলাল — (প্রাচীন কবিতায়) আদর। আবদার।
দুশমন — দুর্বৃত্ত, শয়তান। শত্রু। [ফা.] **দুশমনি** — দুর্বৃত্তের কাজ, শয়তানি। শত্রুতা।
দুশ্চর — যেখানে গমন বা বিচরণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এমন। [ঃ 'দুশ্চর' মরুদেশ।] যাহার অনুষ্ঠান বা সাধন অত্যন্ত কঠিন

এমন। [ঃ 'দুশ্চর' তপস্যা।]

দুশ্চরিত্র — বি. মন্দ স্বভাব। ণ. যাহার স্বভাব বা চরিত্র মন্দ এমন, লম্পট, ব্যভিচারী, চরিত্রহীন। স্ত্রী.—**দুশ্চরিত্রা।** বি. — **দুশ্চরিত্রতা।**

দুশ্চিকিৎস্য — সহজে যে রোগের চিকিৎসা বা প্রতিকার করা যায় না এমন। [ঃ 'দুশ্চিকিৎস্য' ব্যাধি।]

দুশ্চিন্তা — মন্দ চিন্তা। উদ্বেগ, মানসিক অশান্তি। **দুশ্চিন্তাগ্রস্ত** — উদ্বিগ্ন।

দুশ্চেষ্টা — অসাধ্য কর্ম সাধনে চেষ্টা। অনুচিত চেষ্টা। ব. — **দুশ্চেষ্টিত।**

দুশ্ছেদ্য — সহজে ছেদন করা বা কাটা যায় না এমন। বি. — **দুশ্ছেদ্যতা।**

দুষা — ক্রি. দোষ দেওয়া, দোষারোপ করা।

দুষ্কর — যাহা করা অত্যন্ত কঠিন এমন, দুঃসাধ্য। বি. — **দুষ্করতা।**

দুষ্কর্ম — খারাপ কাজ, কুকাজ। অন্যায় কাজ। **দুষ্কর্মা** — যে প্রায়ই দুষ্কর্ম করে, কদাচারী। কুকর্মকারী। [সং. দুষ্কর্মন্।]

দুষ্কার্য — মন্দ কাজ, কুকাজ, দুষ্কর্ম।

দুষ্কৃত — যে দুষ্কার্য বা কুকাজ করিয়াছে এমন। [ঃ 'দুষ্কৃতের' দমন।] অন্যায়ভাবে বা মন্দভাবে করা হইয়াছে এমন। বি. **দুষ্কৃতি** — মন্দ কাজ, কুকাজ, অন্যায় কাজ। ণ. **দুষ্কৃতী**—অন্যায়কারী, দুষ্কর্মা। পাপী।

দুষ্ক্রিয় — মন্দ কাজে আসক্ত বা লিপ্ত। বি. **দুষ্ক্রিয়া** — মন্দ কাজ, কুকাজ। [ঃ 'দুষ্ক্রিয়াসক্ত'।] ণ. **দুষ্ক্রিয়াসক্ত** — প্রায়ই খারাপ কাজ করে বা কুকর্মে লিপ্ত থাকে এমন, কুকর্মপরায়ণ। বি. — **দুষ্ক্রিয়াসক্তি।**

দুষ্ট — দোষযুক্ত, দূষিত। [ঃ জীবাণু-'দুষ্ট' পানীয়।] অসৎ, নিন্দনীয়, মন্দ। [ঃ 'দুষ্ট' অভিপ্রায়।] অশান্ত, দুরন্ত। [ঃ 'দুষ্ট' ছেলে।] দুর্বৃত্ত, খল। [ঃ 'দুষ্ট' লোক।] সহজে সারে না এমন, দুশ্চিকিৎস্য। [ঃ 'দুষ্ট' ব্যাধি।] স্ত্রী. **দুষ্টা** — চরিত্রহীনা, ব্যভিচারিণী, অসৎচরিত্রা। [ঃ 'দুষ্টা' নারী।] **দুষ্টামি** — দুরন্তপনা।

দুষ্টাশয় — যাহার মন্দ অভিপ্রায় আছে, দুর্বৃত্ত। **দুষ্টি** — দূষিত অবস্থা। [ঃ রক্ত-'দুষ্টি'।] **দুষ্টু** — (আদরে) দুষ্ট, দুরন্ত। [ঃ 'দুষ্টু' ছেলে।] **দুষ্টুমি** — (আদরে) দুরন্তপনা, দুষ্টামি।

দুষ্পর্শ্য — যাহাকে সহজে স্পর্শ করা যায় না এমন। বি. — **দুষ্পর্শ্যতা।**

দুষ্পাচ্য — সহজে হজম হয় না এমন, অত্যন্ত গুরুপাক। বি. — **দুষ্পাচ্যতা।**

দুষ্প্রবৃত্তি — মন্দ ইচ্ছা, মন্দ প্রবৃত্তি।

দুষ্প্রবেশ্য — যেখানে সহজে প্রবেশ করা যায় না এমন। সহজবোধ্য নহে এমন, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য। বি. — **দুষ্প্রবেশ্যতা।**

দুষ্প্রাপ্য — যাহা সহজে পাওয়া যায় না এমন, দুর্লভ। বি. — **দুষ্প্রাপ্যতা।**

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত — পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় রাজা, শকুন্তলার স্বামী ও ভরতের পিতা।

দুসরা — অন্য, অপর, দোসরা। [ঃ 'দুসরা' জিনিস।] [হি.]

দুস্তর — যাহা সহজে পার হওয়া বা পাড়ি দেওয়া যায় না এমন, দুর্লঙ্ঘ্য। [ঃ 'দুস্তর' সমুদ্র।] বি. — **দুস্তরতা।**

দুহি — (প্রাচীন কবিতায়) দুই।

দুহিতা — মেয়ে, কন্যা, পুত্রী। (মূল অর্থ — 'দোহনকারিণী'।) [সং. দুহিতৃ।]

দুঁহু — (প্রাচীন কবিতায়) দুজনে।

দুহ্য — দোহনের উপযুক্ত, দোহনীয়।

দুহ্যমানা — স্ত্রী. যাহাকে দোহন করা

হইতেছে।

দূত — দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। সংবাদ আনয়নকারী।

দূতাবাস — যেখানে রাষ্ট্র-দূত থাকেন, দূতের কার্যালয়। [ঃ ভারতীয় 'দূতাবাস'।]

দূতী — প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে যোগাযোগ সাধনকারিণী, কুটনী। **দূতিয়ালি** — দূতীর কাজ। **দূতীগিরি** — দূতীর কাজ, দূতিয়ালি।

দূর — ণ. নিকট নহে এমন, মধ্যে ব্যবধান আছে এমন। [ঃ 'দূর' দেশ; ঃ 'দূর' সম্পর্ক।] বিতাড়িত, অপসারিত। [ঃ 'দূর' করা।] ভবিষ্যৎ। [ঃ 'দূর'-দৃষ্টি।] বি. নিকট নহে এমন স্থান। [ঃ বহু 'দূরে'।] ব্যবধান। [ঃ এক হাত 'দূর'।] লজ্জা আপত্তি অবজ্ঞা বিরক্তি ইত্যাদি সূচক মৃদু তিরস্কার। [ঃ 'দূর'! কি বকছ!] **দূরে থাক্, দূরের কথা** — তাহা তো নহেই অধিকন্তু। [ঃ মারা 'দূরের কথা', বকি না।] **দূরগত** — দূরে গিয়াছে এমন। **দূরগামী** — যাহা দূরে বা দূরবর্তী স্থানে যায়। [ঃ 'দূরগামী' জাহাজ।] **দূরত্ব** — ব্যবধান, মধ্যবর্তী স্থানের দৈর্ঘ্য। **দূরদর্শিতা** — ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিবার শক্তি, দূরদৃষ্টি। **দূরদর্শী** — যে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করে, পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক। **দূর দূর** — বিতাড়িত করিবার জন্য অবজ্ঞাসূচক তিরস্কার। [ঃ 'দূর দূর' করা।] **দূরদূরান্ত** — বহু দূরবর্তী স্থান বা সীমা। [ঃ 'দূরদূরান্তে' ছড়াইয়া পড়িল।] **দূরদৃষ্টি** — ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান, পরিণাম সম্পর্কে সতর্কতা, দূরদর্শিতা। **দূরদৃষ্টিশক্তি** — দূরের জিনিস দেখিবার উপযুক্ত চোখের ক্ষমতা। **দূরবর্তী** — দূরে আছে এমন। বি. —দূরবর্তিতা। স্ত্রী.—**দূরবর্তিনী**। **দূরবীক্ষণ, দূরবীন** — যাহাতে খুব দূরের জিনিসও দেখা যায় এমন যন্ত্র, telescope. **দূরভাষ** — দুই দূরবর্তী স্থানের মধ্যে আলাপ করা যায় এমন যন্ত্র, telephone. **দূরভাষিণী** — টেলিফোনে কাজ করে এমন মেয়ে। **দূরস্থ, দূরস্থিত** — দূরে আছে এমন, দূরবর্তী।

দূরাগত — দূর হইতে আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **দূরাগতা**। বি. — **দূরাগমন**।

দূরীকরণ — বিতাড়ন। অপসারণ। বিনষ্ট করণ। [ঃ দোষ 'দূরীকরণ'।] ণ. **দূরীকৃত** — দূর করা হইয়াছে এমন. বিতাড়িত, অপসারিত, বিনষ্ট।

দূরীভবন — বি. বিতাড়িত হওয়া, অপসরণ। ণ. **দূরীভূত** — দূর হইয়াছে এমন, অপসারিত, বিনষ্ট, বিতাড়িত।

দূর্বা — একরকম ঘাস। **দূর্বাদল** — দূর্বার পাতা। [ঃ 'দূর্বাদল'-শ্যাম।]

দূষণ — নিন্দা করণ, দোষারোপ। রামায়ণে বর্ণিত এক রাক্ষস, খরের ভাই। [খর-'দূষণ'।] ণ. **দূষণীয়** — দোষ দিবার যোগ্য, নিন্দনীয়। **দূষিত** — নোংরা, কলুষিত। জীবাণু বা অনিষ্টকর বস্তু মিশ্রিত। [ঃ 'দূষিত' জল।]

দূষ্য — নিন্দনীয়, দূষণীয়।

দৃক্‌পাত — দৃষ্টিপাত, দেখা। গ্রাহ্য বলিয়া বোধ, ভ্রূক্ষেপ। [ঃ আদেশ উপদেশ কিছুতেই 'দৃক্‌পাত' করে না।]

দৃঢ় — শক্ত, কঠিন, মজবুত। [ঃ 'দৃঢ়' মুষ্টি।] অবিচলিত, অটল, স্থির। [ঃ 'দৃঢ়' প্রতিজ্ঞা।] **দৃঢ়কায়** — যাহার শরীর শক্ত ও সবল এমন। [ঃ 'দৃঢ়কায়' ব্যক্তি।] বি. **দৃঢ়তা** —

মজবুত ও শক্ত ভাব, কাঠিন্য। অটল ভাব, অবিচল ভাব, স্থিরতা। [: সংকল্পের 'দৃঢ়তা'।] ণ. **দৃঢ়নিশ্চয়** — সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ। **দৃঢ়পদ** — যাহার পা টলে না বা স্খলিত হয় না। অটল, অবিচল, নির্ভয়। **দৃঢ়পদে** — নির্ভীকভাবে, অটল থাকিয়া। **দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ** — নিজের প্রতিজ্ঞা বা শপথ সম্পর্কে অটল থাকে এমন। **দৃঢ়মুষ্টি** — বি. হাতের কঠিন মুঠি, শক্ত মুঠি। ণ. হাতের মুঠি শক্ত করিয়াছে এমন। যাহার মুঠি সবল ও কঠিন। **দৃঢ়মূল** — বদ্ধমূল, অটল, অবিচল। **দৃঢ়সংকল্প** — কার্যসাধনের ইচ্ছায় অটল। বি. — **দৃঢ়সংকল্পতা**। **দৃঢ়স্বর** — নিশ্চয়তা-সূচক অকম্পিত কণ্ঠস্বর।

দৃঢ়ীকরণ — অটল বা কঠিন করণ, দৃঢ় করণ। **দৃঢ়ীকৃত** — কঠিন বা অটল করা হইয়াছে এমন।

দৃঢ়ীভবন — শক্ত বা অটল হওয়া, দৃঢ় অবস্থাপ্রাপ্তি। ণ. **দৃঢ়ীভূত** — দৃঢ় হইয়াছে এমন।

দৃপ্ত — সতেজ, তেজোময়, সবল। গর্বিত। বি. — **দৃপ্ততা**।

দৃশদ্বতী — উত্তর ভারতের একটি প্রাচীন নদীর নাম।

দৃশ্য — ণ. দেখা যায় বা যাইতেছে এমন। বি. দেখা যায় বা যাইতেছে এমন বস্তু। [: প্রাকৃতিক 'দৃশ্য'।] মঞ্চসজ্জার উপযোগী অঙ্কিত পট। নাটকের গর্ভাঙ্ক। **দৃশ্যকাব্য** — অভিনয়োপ-যোগী নাটক। **দৃশ্যপট** — রঙ্গমঞ্চের সজ্জার উপযোগী অঙ্কিত দৃশ্য, থিয়েটারের সীন। ণ. **দৃশ্যমান** — দেখা যাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **দৃশ্যমানা**।

— দেখা গিয়াছে এমন, লক্ষিত।

দৃষ্টপূর্ব — আগে দেখা গিয়াছে এমন।

দৃষ্টান্ত — উদাহরণ, নিদর্শন। **দৃষ্টান্ত-স্থল** — উদাহরণের যোগ্য, উদাহরণের বিষয়।

দৃষ্টি — দর্শনের শক্তি। [: 'দৃষ্টি'-লোপ।] দর্শনের অঙ্গ, চক্ষু। [: 'দৃষ্টি'-পাত।] বিচার-বিবেচনা। [: তোমার 'দৃষ্টিতে'।] ঈর্ষান্বিত বা লুব্ধ ভাব, নজর। [: 'দৃষ্টি' দেওয়া।] অশুভ দৃষ্টিপাত। [: শনির 'দৃষ্টি'।] **একদৃষ্টি** — চোখের অপলক ভাব। [: 'একদৃষ্টিতে' তাকানো।] **দৃষ্টিগোচর**— লক্ষিত হইয়াছে বা দৃষ্টিতে আসিয়াছে এমন। **দৃষ্টিনিক্ষেপ** — তাকানো, দৃষ্টিপাত। **দৃষ্টিপথ** — চোখের সম্মুখ-বর্তী স্থান, নজরে পড়ে এমন জায়গা। **দৃষ্টিপাত** — চোখ দেওয়া, নজর পড়া, তাকানো, দৃষ্টিনিক্ষেপ। **দৃষ্টে** — দেখিয়া, বিচার করিয়া। [: প্রমাণ-'দৃষ্টে'।] দৃষ্টিতে। [: এক 'দৃষ্টে' তাকানো।]

দে — হিন্দু বাঙালীর উপাধি বিশেষ।

দে — (প্রাচীন কবিতায়) দেহ।

দেই — (প্রাচীন কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) দেবী।

দেউটি — প্রদীপ, দীপ। [: নিবিছে 'দেউটি'।] [সং. দীপবর্তিকা।]

দেউড়ি — প্রধান প্রবেশদ্বার, তোরণ, ফটক। [সং. দেহলী।]

দেউল — দেবতার মন্দির। [সং. দেব-কুল।]

দেউলিয়া, দেউল — নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। ঋণশোধের ক্ষমতা নাই বলিয়া ঘোষিত। [সং. দেবকুলিকা।]

দেওয়া — ক্রি. প্রদান করা। [: টাকা 'দেওয়া'।] দান করা। [: মেয়ে 'দেওয়া'।] ত্যাগ করা। [: প্রাণ 'দেওয়া'; : জাত 'দেওয়া'।] যোগানো, সরবরাহ করা।

[ঃ জল 'দেওয়া'; ঃ দুধ 'দেওয়া'।] ব্যবস্থা করা। [ঃ পাঠিয়ে 'দেওয়া'; চেপে 'দেওয়া'।] প্রয়োগ করা। [ঃ মন 'দেওয়া'; ঃ নজর 'দেওয়া'।] উপযুক্ত করিয়া রচনা করা। [ঃ সুর 'দেওয়া'।] ন্যস্ত করা। [ঃ ভার 'দেওয়া'।] উত্থাপন করা। [ঃ 'দৃষ্টান্ত' দেওয়া।] বাধার সৃষ্টি না করা। [ঃ করিতে 'দেওয়া'; ঃ যাইতে 'দেওয়া'।] স্থাপন করা, রাখা। [ঃ রোদে 'দেওয়া'।] করা, তৈয়ারী করা। [ঃ বেড়া 'দেওয়া'; ঃ দালান 'দেওয়া'; ঃ দোকান 'দেওয়া'।] ভর্তি করানো, কাজে নিযুক্ত করা। [ঃ স্কুলে 'দেওয়া'; ঃ আপিসে 'দেওয়া'।] ফেলা, নিক্ষেপ করা। [ঃ জলে 'দেওয়া'।] লাগানো, আটকানো, সংলগ্ন করা। [ঃ ছিপি 'দেওয়া'; ঃ হুকে 'দেওয়া'।] স্পর্শ করা। [ঃ হাত 'দেওয়া'।] বলা, ঘোষণা করা। [ঃ গালি 'দেওয়া'; ধন্যবাদ 'দেওয়া'।] সামর্থ্য বা শক্তি দেখানো। [ঃ পাল্লা 'দেওয়া'; ঃ পরীক্ষা 'দেওয়া'।] নিষ্পন্ন করা বা চুকাইয়া ফেলা অর্থে অন্য ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ফেলিয়া 'দেওয়া'; ঃ হারিয়ে 'দেওয়া'।] পাঠানো, আটক করা। [ঃ জেলে 'দেওয়া'।] অনুষ্ঠান করা। [ঃ ভোজ 'দেওয়া'।] অপ্রত্যাশিত-ভাবে বা হঠাৎ করা হইয়াছে বুঝাইতে অন্য ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কেঁদে 'দেওয়া'।] সংযোগ করা। [ঃ আগুন দেওয়া।] ণ. দেওয়া হইয়াছে এমন, দত্ত, প্রদত্ত। [ঃ 'দেওয়া' জিনিস।] বি. দান, প্রদান।

দেওয়ান — খাজনা ইত্যাদি সংগ্রহের প্রধান কর্মচারী। মুসলমান আমলের রাজস্ব-মন্ত্রী। রাজসভা, মন্ত্রণাসভা। [ঃ 'দেওয়ান'-ই-খাস; ঃ 'দেওয়ান'-ই-আম।] [ফা. দীবান্।] **দেওয়ানি** — দেওয়ানের কাজ বা পদ। ণ. **দেওয়ানী** — রাজস্ব সংক্রান্ত। জমিজমা ও অর্থাদি সংক্রান্ত। [ঃ 'দেওয়ানী' আদালত; ঃ 'দেওয়ানী' মামলা।]

দেওয়ানা — উদাসী, বিবাগী। [ফা দিবানা।]

দেওয়ানো — ক্রি. দেওয়ার জন্য অপরকে বাধ্য বা উৎসাহিত করা।

দেওয়াল—প্রাচীর। [ঃ ঘরের 'দেওয়াল'।] [ফা. দীবার।] **দেওয়ালগিরি** — দেওয়ালে লাগানো দীপ। **দেওয়াল-পাঞ্জি, দেওয়ালপঞ্জী**—দেওয়ালে ঝুলানো থাকে এমন মাস বার ও তারিখের তালিকা, ক্যালেন্ডার।

দেওয়ালি, দেওয়ালী — দীপ জ্বালাইবার উৎসব, দীপালী, দীপান্বিতা। [সং দীপাবলী।]

দেওর — স্বামীর ছোট ভাই, ঠাকুরপো। [সং. দেবর।]

দেখ — মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সম্বোধন।

দেখতা — দেখা সময়ে, জীবদ্দশায়। [ঃ আমাদের 'দেখতা'।]

দেখতে দেখতে — ('দেখিতে দেখিতে' দেখ।)

দেখন — দর্শন, দেখা। **দেখনহাসি** — যাহাকে দেখিলে আনন্দ হয়। যে দেখিলেই আনন্দে হাসে।

দেখা — ক্রি. দর্শন করা, লক্ষ্য করা দৃষ্টিপাত করা, চাওয়া, তাকানো। [এদিকে 'দেখ।'] দেখিয়া উপভোগ করা [ঃ থিয়েটার 'দেখা'।] তত্ত্বাবধান করা [ঃ কাজকর্ম 'দেখা'।] অভিজ্ঞতা লাভ করা, প্রত্যক্ষ করা। [ঃ অনেক 'দেখেছি'।] পরীক্ষা করা। [ঃ খাতা 'দেখা'; ঃ রোগী 'দেখা'।] লক্ষ

রাখা। [ঃ রোগীকে 'দেখো'।] **জব্দ** করা। [ঃ তাকে 'দেখব'।] সতর্ক হওয়া, সাবধান থাকা। [ঃ 'দেখো', ওদিকে যেওনা।] বিবেচনা করা, বিচার করা। [ঃ ভেবে 'দেখা'।] যাচাই করা, পরীক্ষা করা। [ঃ জিজ্ঞাসা করে 'দেখা'; ঃ খেয়ে 'দেখা'।] অপেক্ষা করা। [ঃ ঘণ্টাখানেক 'দেখে' যাব।] খুঁজিয়া বাহির করা বা সংগ্রহ করা। [ঃ গাড়ি 'দেখ'।] ণ. দৃষ্ট। [ঃ 'দেখা' ছবি।] বি. সাক্ষাৎ। [ঃ 'দেখা' হওয়া; ঃ 'দেখা' পাওয়া।] দর্শন। [ঃ [ঃ 'দেখা' দেওয়া; ঃ 'দেখার' জন্য।] **দেখা দেওয়া** — দর্শন দেওয়া, দৃষ্টিপথে আসা। **দেখা যাওয়া** — নজরে পড়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া। **দেখাদেখি** — পরস্পর দেখা। [ঃ পরীক্ষার সময় 'দেখাদেখি' করা।] অপরের বা পরস্পরের দৃষ্টান্ত অনুসারে। [ঃ ওদের 'দেখাদেখি' সেও করেছে।] **দেখাশুনা, দেখাশোনা**—তত্ত্বাবধান, পরিচালন। [ঃ কাজ 'দেখাশুনা' করা।] দেখাসাক্ষাৎ। [ঃ 'দেখাশুনা' হ'ল।] **দেখাসাক্ষাৎ** — দেখা করিয়া আলাপ। **দেখিতে দেখিতে** — প্রায় পলক না ফেলিতে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে। [ঃ 'দেখিতে দেখিতে' মিলাইয়া গেল।]

দেখানো—ক্রি. অপরের দেখার ব্যবস্থা করা। [ঃ সিনেমা 'দেখানো'।] জব্দ করা। প্রদর্শন করানো। প্রকাশ করা। [ঃ জোর 'দেখানো'।] প্রমাণ করা। [ঃ ক'রে 'দেখানো'; ঃ ক'ষে 'দেখানো'।]

দেড় — এক ও আধ, ১½ সংখ্যা বা পরিমাণ, সার্ধ এক। **দেড়া** — দেড়গুণ। [ঃ 'দেড়া' ভাড়া।]

দেড়ে, দেড়েল — যাহার দাড়ি আছে এমন।

দেদার — প্রচুর, বিস্তর। [ফা. দীদার।]

দেদীপ্যমান — দীপ্তি পাইতেছে এমন, জাজ্বল্যমান, দীপ্ত।

দেদো — দাদ রোগে আক্রান্ত।

দেধান — সরু আখ বা ভুট্টা গাছের মতো দেখিতে একরকম গাছের শস্য, জোয়ার জাতীয় শস্য। [সং. দেবধান্য।]

দেন — দেনা, ঋণ। দেওয়া, প্রদান। [ঃ লেন-'দেন'।] [আ. দয়েন্।] **দেনদার** — যাহার দেনা আছে, ঋণী, খাতক। **দেনমোহর** — মুসলমান সমাজে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় বিবাহকালীন যৌতুক। [আ. দয়ন্মোহর।] **দেনা** — দেন, ঋণ, কর্জ। যাহা দিতে হইবে, দেয় বিষয় বা বস্তু। [ঃ 'দেনা'-পাওনা।] **দেনাদার** — ('দেনদার' দেখ।) **দেনাপাওনা** — ঋণ ও অপরের নিকট প্রাপ্য, যাহা দিতে হইবে এবং যাহা পাওয়া যাইবে।

দেনো — দানের উপযুক্ত, ক্রিয়াকর্মের সময় দান করা হয় এমন। [ঃ 'দেনো' খাট।]

দেব — পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের অধিবাসী দেবতা। ঈশ্বর। আরাধ্য বা দেবতুল্য ব্যক্তি। [ঃ পিতৃ-'দেব'।] ব্রাহ্মণ ইত্যাদির উপাধি। স্ত্রী. — **দেবী**। **দেবকন্যা** — দেবতার মেয়ে, স্বর্গের অধিবাসিনী। **দেবকল্প** — দেবতার মতো। পরম শ্রদ্ধেয়। স্ত্রী. — **দেবীকল্পা**। **দেবকুল** — মন্দির, দেউল। দেবগণ। **দেবকুলপ্রিয়** — দেবতাদের প্রীতিভাজন। [ঃ 'দেবকুল-প্রিয়' তুমি রঘুকুলমণি।"] **দেবগণিকা** — অপ্সরা, স্বর্গের বেশ্যা। **দেবগুরু** — দেবতাদের গুরু বা শিক্ষক, বৃহস্পতি। **দেবগৃহ** — দেবতার ঘর, মন্দির। **দেবতরু** — মন্দার পারিজাত ইত্যাদি স্বর্গের গাছ। **দেবতা** — দেব বা দেবী। **দেবতাত্মা** — দেবতুল্য।

দেবত্বময়। **দেবত্র** — দেবদেবীর পূজার ব্যয়ের জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন ধনসম্পত্তি। **দেবত্ব** — দেবতার গুণ বা ভাব। [ঃ 'দেবত্ব' লাভ।] **দেবদত্ত** — দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত, দেবতা দিয়াছেন এমন। [ঃ 'দেবদত্ত' ধনু।] বি. অর্জুনের বিখ্যাত শঙ্খের নাম। **দেবদর্শন** — ঠাকুর দেখা, দেবতার মূর্তি দর্শন। **দেবদারু** — একরকম সুউচ্চ বৃক্ষ, দেওদার। **দেবদাসী** — মন্দিরের নর্তকী বা গায়িকা। **দেবদুর্লভ** — দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। **দেবদূত** — স্বর্গীয় সংবাদ-বাহক। দেবতা কর্তৃক প্রেরিত দূত। ভগবানের দূত। মহাপুরুষ। **দেবদেব** — দেবতাদের দেবতা। মহাদেব, শিব। **দেবদ্বিজ** — দেবতা ও ব্রাহ্মণ। **দেবদ্বেষী** — দেবতার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। দেবতায় অবিশ্বাসী। **দেবধান্য** — দেধান, জোয়ার। **দেবধূপ** — গুগ্‌গুল। **দেবনাগর, দেবনাগরী** — যে হরফে সংস্কৃত হিন্দী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা লিখিত হয়। **দেবপতি** — দেবরাজ, ইন্দ্র। **দেবপথ** — আকাশ। **দেবপশু** — দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পশু, বলির পশু। **দেবপুরী** — অমরাবতী, ইন্দ্রালয়। **দেবপূজ্য** — দেবতাদেরও পূজার বা শ্রদ্ধার যোগ্য। **দেবপ্রতিষ্ঠা** — দেবতার মূর্তি স্থাপন। **দেববাক্য, দেববাণী** — দেবতার উক্তি, দৈববাণী। পবিত্র বাণী। **দেবব্রত** — বর্ণিত ভীষ্মের নাম। **দেবভক্ত** — দেবতায় ভক্তি আছে এমন। **দেবভাষা** — সংস্কৃত। **দেবভূমি** — স্বর্গ, দেবতাদের বাসস্থান। পবিত্র দেশ। **দেবমাতা** — দেবতাদের জননী, কশ্যপ-পত্নী অদিতি। **দেবমাতৃক** — দেবতাদের স্নেহে লালিত। **দেবযান** — যে পথে জ্ঞানীরা স্বর্গে গমন করেন। দেবতাদের যানবাহন। **দেবযানী** — পুরাণে বর্ণিত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা ও যযাতির পত্নী। **দেবযোনি** — উপদেবতা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি। **দেবরাজ** — দেবতাদের রাজা, ইন্দ্র। **দেবর্ষি** — স্বর্গের ঋষি। [ঃ 'দেবর্ষি' নারদ।] **দেবল** — পূজারী ব্রাহ্মণ। **দেবলোক** — দেবতাদের বাস-স্থান, স্বর্গ। **দেবশর্মা** — ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি। [ঃ সং. দেবশর্মন্।] **দেবশিল্পী** — দেবতাদের কারিকর, বিশ্বকর্মা। **দেবসভা** — দেবতাদের সভা, ইন্দ্রের রাজসভা। **দেবসেনা** — সৈন্য। ইন্দ্রের কন্যা ও পত্নী। **দেবসেনাপতি** — কার্তিকের (দেবসৈন্যগণের অধিনায়ক ও দেবসেনার স্বামী এই উভয় অর্থে)।

দেবকী — বসুদেবের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের জননী।

দেবর — স্বামীর ছোট ভাই, দেওর, ঠাকুরপো। [সং.]

দেবা — (ব্যঙ্গার্থে) দেব। ব্রাহ্মণ। [ঃ যেমন 'দেবা', তেমন দেবী।]

দেবাঙ্গনা — দেবপত্নী, দেবী। অপ্সরা।

দেবাত্মজ —দেবতার পুত্র।

দেবাত্মজা — দেবতার কন্যা।

দেবাত্মা — দেবস্বরূপ, দেবতুল্য, দেবতার গুণ আছে এমন।

দেবাদিদেব — সকল দেবের প্রধান। শিব, মহাদেব। বিষ্ণু।

দেবাদেশ — দেবতার আদেশ, দৈববাণী।

দেবানুচর — দেবতার সেবক বা অনুসরণ-কারী, বিদ্যাধর গন্ধর্ব যক্ষ ইত্যাদি।

দেবান্তক — দেবতার নিধনকারী।

দেবায়তন — দেবমন্দির।

দেবারি — দেবতার শত্রু, অসুর, দৈত্য।

দেবালয় — দেবমন্দির।

দেবাশ্রিত — দেবতার আশ্রিত, দেবতা যাহার সহায়। স্ত্রী. — **দেবাশ্রিতা**।
দেবিকা — সরযূ নদী। দেবী।
দেবী — স্ত্রী দেবতা। দুর্গা, ভগবতী। পরমারাধ্যা বা পরম পূজনীয়া নারী। [ঃ মাতৃ-'দেবী'।] উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের নামের শেষ অংশ। [ঃ রমা 'দেবী'।] ('দেব' দেখ।)
দেবেন্দ্র—দেবরাজ, ইন্দ্র। স্ত্রী. **দেবেন্দ্রাণী** — দেবতাদের রানী, ইন্দ্রাণী, শচী।
দেবোচিত — দেবতার উপযুক্ত। দেবতার মতো।
দেবোত্তর — ('দেবত্র' দেখ।)
দেবোপম — দেবতার মতো, দেবতুল্য।
দেব্যা — (গ্রাম্য ব্যবহার) উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার উপাধি।
দেমাক — গর্ব, দম্ভ, অহংকার।
দেয় — যাহা দিতে হইবে, অপরের প্রাপ্য। যাহা দেওয়া উচিত।
দেয়া — (কবিতায়) মেঘ। [সং. দেবতা।]
দেয়া — দেওয়া। [ঃ মন 'দেয়া'-নেয়া।]
দেয়ান — (প্রাচীন কবিতায়) দেওয়ান।
দেয়াল — ('দেওয়াল' দেখ।)
দেয়ালা — স্বপ্নঘোরে শিশুর হাসিকান্না। [ঃ সং. দেবলীলা।]
দেয়ালি, দেয়ালী — ('দেওয়ালি' দেখ।)
দেয়াসিনী — সিদ্ধা নারী, সন্ন্যাসিনী। পূজারিনী। দেবকন্যা। [সং. দেব-দাসিনী।]
দেয়াসী, দেয়াশী — মনসা শীতলা ধর্মরাজ ইত্যাদির পূজক। [সং. দেববাসী।]
দেরকো — দীপ রাখিবার কাঠের দণ্ড, কাঠের পিলসুজ। [সং. দীপবৃক্ষ।]
দেরাজ — টেবিল ইত্যাদির গায়ে লাগানো বাক্সের মতো জিনিস, ড্রয়ার। [ফা. দরাজ্।]
দেরি — বিলম্ব। [ঃ 'দেরি' করা; ঃ 'দেরি' হাওয়া।] [ফা. দের্।]
দেল — ('দিল্' দেখ।)
দেলকো — ('দেরকো' দেখ।)
দেলখোশ — ('দিলখোশ' দেখ।)
দেলদরিয়া — ('দিলদরিয়া' দেখ।)
দেশ — পৃথিবীর বিশেষ কোনও সুবৃহৎ অংশ বা অঞ্চল। জন্মভূমি। স্বদেশ। প্রদেশ। রাজ্য, রাষ্ট্র। নিজের গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। [ঃ 'দেশে' যাওয়া।] দিক্, অংশ। [ঃ 'অধো-দেশ'।] স্থান। (সঙ্গীতে) রাগ-বিশেষ। [সং.] **দেশকাল** — স্থান ও সময়, অবস্থা ও সুযোগ, পরিপার্শ্ব। **দেশকালপাত্র** — স্থান সময় ও লোকজন। **দেশজ** — দেশে জন্মিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এমন, দেশী। [ঃ 'দেশজ' শিল্প।] (ভাষাতত্ত্বে) সংস্কৃত প্রাকৃত বা বিদেশী কোনও ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে এমন এই-দেশীয় (শব্দ)। **দেশজোড়া** — সারা দেশে প্রচারিত বা প্রচলিত এমন, দেশময়। [ঃ 'দেশজোড়া' নাম।] **দেশত্যাগ** — নিজের দেশ বা জন্মস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন। **দেশত্যাগী** — দেশত্যাগ করিয়াছে এমন। স্ত্রী — **দেশত্যাগিনী**। **দেশদেশান্তর** — স্বদেশ ও অন্য দেশ। এক দেশ হইতে অন্য দেশ। **দেশদ্রোহ** — ('দেশদ্রোহিতা' দেখ।) **দেশদ্রোহিতা** — স্বদেশের অনিষ্টসাধন, নিজের দেশের প্রতি শত্রুতা। **দেশদ্রোহী** — দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। স্ত্রী. — **দেশদ্রোহিণী**। **দেশবিখ্যাত** — সারা দেশের লোকে জানে এমন, সারা দেশে পরিচিত। **দেশবিদেশ** — নিজের দেশ ও অন্য দেশ। নানা দেশ। **দেশবিশ্রুত** — সারা দেশের লোকে যাহার কথা বা নাম শুনিয়াছে এমন, দেশবিখ্যাত। **দেশব্যাপী** —

সারা দেশ জুড়িয়া, দেশময়, দেশজোড়া। [ঃ 'দেশব্যাপী' দুর্ভিক্ষ।] **দেশময়** — দেশব্যাপী, দেশজোড়া, সারা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে এমন। [ঃ 'দেশময়' হাহাকার।] **দেশমাতৃকা** — মায়ের মতো স্বদেশ, দেশ-জননী। **দেশহিত** — দেশের মঙ্গল, দেশের কল্যাণ, দেশের উপকার। **দেশ-হিতকর** — যাহাতে দেশের উপকার বা মঙ্গল হয় এমন। [ঃ 'দেশহিতকর' কাজ।] **দেশহিতকামী** — স্বদেশের মঙ্গল চায় এমন। **দেশহিতকারী** — স্বদেশের মঙ্গল করে এমন। বি. — **দেশহিতকারিতা**। **দেশহিতৈষণা** — স্বদেশের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা। **দেশ-হিতৈষী** — যে দেশের মঙ্গল চায়, দেশের কল্যাণকামী। স্ত্রী. — **দেশহিতৈষিণী**।

দেশলাই — ('দিয়াশলাই' দেখ।)

দেশাচার — দেশে প্রচলিত রীতি-নীতি বা আচার-ব্যবহার।

দেশাত্মবোধ — দেশের মঙ্গলেই আপনার মঙ্গল এই চেতনা।

দেশান্তর — অন্য দেশ, দূর দেশ। (ভূগোলে) কোনও স্থানের মধ্যরেখা হইতে অন্য কোনও স্থানের মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব, দ্রাঘিমা। ণ. **দেশান্তরিত** — অন্য দেশে প্রেরিত। অন্য দেশে গিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **দেশান্তরিতা**। **দেশান্তরী** — দেশত্যাগী।

দেশী — নিজের দেশে উৎপন্ন। [ঃ 'দেশী' জিনিস।] দেশবাসী। [ঃ পর-'দেশী'।]

দেশীয় — দেশ সংক্রান্ত। দেশের। দেশে জাত বা উৎপন্ন। [ঃ এ 'দেশীয়'।] স্ত্রী. — **দেশীয়া**।

দেহ — ক্রি. (কবিতায়) দাও।

দেহ — শরীর। **দেহ রাখা** — মরা। **দেহজ** — শরীর হইতে জাত। **দেহতত্ত্ব** — শরীর সংক্রান্ত বিজ্ঞান। দেহ আত্মা ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে গান। **দেহ-ত্যাগ** — প্রাণত্যাগ, মৃত্যু। **দেহধারণ** — জীবনধারণ, বাঁচিয়া থাকা। মূর্তিলাভ, রূপ গ্রহণ। **দেহধারী** — যাহার শরীর আছে, অশরীরী নহে। দৈহিক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এমন। [ঃ 'দেহ-ধারী' ভগবান্।] **দেহপাত** — কঠিন পরিশ্রম ইত্যাদির জন্য শরীরের ক্ষয়। জীবননাশ, মৃত্যু। **দেহযষ্টি** — লাঠির মতো শরীর। দেহরূপ লাঠি। **দেহরক্ষা** — দেহত্যাগ, মৃত্যু।

দেহলি, দেহলী — দরজার পাশে বা সামনে বেদীর মতো স্থান, দাওয়া। চৌকাঠের নিচের কাঠ। [সং.]

দেহা — (প্রাচীন কবিতায়) দেহ।

দেহাত — গ্রাম, পাড়াগাঁ। [ফা.] **দেহাতী** — গ্রাম্য, গেঁয়ো। [ঃ 'দেহাতী' ভাষা।]

দেহাতীত — কেবল দেহে সীমাবদ্ধ নহে এমন, কেবল দৈহিক নহে এমন। [ঃ 'দেহাতীত' প্রেম।]

দেহাত্মপ্রত্যয় — দেহ ও আত্মা অভিন্ন এই বিশ্বাস। **দেহাত্মবাদ** — দেহ হইতে আত্মা পৃথক নহে এই মতবাদ, দার্শনিক চার্বাকের মত। **দেহাত্মবাদী** — দেহাত্ম-বাদে বিশ্বাসী।

দেহান্ত — শরীরের শেষ, মৃত্যু।

দেহান্তর — অন্য দেহ। পুনর্জন্ম। [ঃ 'দেহান্তর' গ্রহণ।]

দেহাবশেষ—বিনষ্ট দেহের অবশিষ্ট অংশ। [ঃ মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত 'দেহাবশেষ'।] প্রাণহীন দেহ, মৃত দেহ।

দেহাবসান — দেহান্ত, মৃত্যু।

দেহারা — (প্রাচীন কবিতায়) দেউল, মন্দির।

দোঁহি — ক্রি. দাও। [সং.] **দোঁহি দোঁহি রব** — দাও দাও চিৎকার।

দেহী — যাহার দেহ আছে। [সং. দেহিন্।]
দৈতেয় — দিতির পুত্র, দৈত্য।
দৈত্য — কশ্যপ-পত্নী দিতির পুত্র, অসুর, দেব, শুক্রাচার্য। **দৈত্যনিসূদন** — অসুর-দমব। **দৈত্যকুল** — দৈত্যগণ। অসুর-দেব, শুক্রাচার্য। **দৈত্যনিসূদন** — অসুর-নিধনকারী, বিষ্ণু। **দৈত্যপতি** — দৈত্য-গণের রাজা।
দৈত্যারি — অসুরগণের নিধনকর্তা, বিষ্ণু।
দৈন — দৈনিক, দিন সংক্রান্ত। ('দৈন্য' দেখ।)
দৈনন্দিন—দৈনিক, প্রতিদিনের, প্রাত্যহিক। যাহা প্রায় রোজই হয়, সাধারণ। [ঃ 'দৈনন্দিন' ঘটনা।]
দৈনিক — ণ. রোজ করিতে হয় বা ঘটে এমন, প্রাত্যহিক। বি. রোজ প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র।
দৈন্য — টাকা পয়সার অভাব, দারিদ্র্য। অভাব। [ঃ ভাবের 'দৈন্য'।] হীনতা। [ঃ মনের 'দৈন্য'।] **দৈন্যদশা** — গরীব অবস্থা, দুঃখ-দারিদ্র্যময় অবস্থা।
দৈব — ণ. দেবতা সংক্রান্ত। [ঃ 'দৈব'-অস্ত্র।] অলৌকিক। [ঃ 'দৈব' শক্তি।] অদৃষ্ট, ভাগ্য। [ঃ 'দৈবের' বশে।] স্ত্রী. — **দৈবী**। [ঃ 'দৈবী' শক্তি।] **দৈব-কর্ম** — দেবতার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান। **দৈবক্রমে, দৈবগতিকে** — হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ। **দৈবদুর্বিপাক** — ভাগ্যদোষে বিপদ। দুর্ভাগ্যের ফলে প্রতিকূল অবস্থা। **দৈবদোষ** — ভাগ্যের দোষ, অদৃষ্টের দোষ। **দৈববশে** — হঠাৎ, ভাগ্যক্রমে, দৈবাৎ। **দৈববাণী** — অন্তরীক্ষ হইতে দেবতাদের আদেশ, আকাশবাণী। **দৈববিড়ম্বনা** — ভাগ্যের প্রতিকূলতা, দুর্ভাগ্য। **দৈবযোগ** — আকস্মিক ঘটনা।
দৈবকী — ('দেবকী' দেখ।)
দৈবাৎ — হঠাৎ, আকস্মিকভাবে, ভাগ্যক্রমে।
দৈবাদেশ — দেবতার নির্দেশ, প্রত্যাদেশ।
দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত — যাহা দেবতার বা ভাগ্যের অধীন, যাহা মানুষের ইচ্ছার বাহিরে। [ঃ 'দৈবায়ত্ত' কুলে জন্ম।]
দৈবী — ('দৈব' দেখ।)
দৈর্ঘ্য — দীর্ঘতা, লম্বা দিকের মাপ।
দৈহিক — দেহ সংক্রান্ত, শারীরিক। [ঃ 'দৈহিক' শক্তি।]
দো- — 'দুইটি' 'দুইটি আছে' 'দুইবার হয়' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দো-নলা' বন্দুক; ঃ 'দো-ফলা' গাছ।]
দোআনি — ('দুআনি' দেখ।)
দোআব — দুই নদীর মধ্যবর্তী বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। [ঃ গঙ্গা-যমুনা 'দোআব'।]
দোআঁশ — বেলে ও এঁটেল মাটির মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন। [ঃ 'দোআঁশ' মাটি।]
দোআঁশলা — দুই শ্রেণীর বস্তুর মিশ্রণের ফলে জাত। দুই জাতির প্রাণীর যৌন-মিলনের ফলে জাত। [ঃ 'দোআঁশলা' কুকুর।]
দোকর — দুইবার, দ্বিতীয়বার। [ঃ 'দোকর' খাটা; ঃ 'দোকর' দেওয়া।]
দোকলা — দুইজন। [ঃ একলা-'দোকলা'।]
দোকা — দুইজন। [ঃ একা-'দোকা'।]
দোকান — জিনিসপত্র বিক্রয়ের স্থান বা ঘর, পণ্যশালা। [ফা. দুকান্।] **দোকানদার** — দোকানের মালিক। যে দোকানে কেনাবেচা করে। **দোকানদারি** — দোকানদারের কাজ বা পেশা। দোকানদারের মতো স্বার্থপর আচরণ। ণ. **দোকানদারী** — দোকানদার সংক্রান্ত। দোকানদারের মতো। [ঃ 'দোকানদারী' কথাবার্তা।] **দোকান-পাট** — দোকান ও দোকানের জিনিস-পত্র। **দোকানী** —

দোকানের মালিক, দোকানদার।

দোক্তা — পানের সহিত খাইবার উপযোগী তামাকের শুকনা গুঁড়া পাতা। **দোক্তাখোর** — দোক্তা খাওয়া যাহার অভ্যাস, দোক্তা খাইতে অভ্যস্ত।

দোখ — (প্রাচীন কবিতায়) দোষ।

দোগ্ধা — যে দোহন করে, যে দুধ দোয়, দোহনকারী। [সং. দোগ্ধৃ।]

দোচালা — দুই দিকে চাল আছে এমন ঘর।

দোছুট, দোছোট — উড়ানি, ছোট চাদর, উত্তরীয়।

দোজবরে — ণ. দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক বা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতেছে এমন। [ঃ 'দোজবরে' বর।] বি. দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চায় বা বিবাহ করিতেছে এমন ব্যক্তি। [ঃ 'দোজবরেকে' মেয়ে দেওয়া।]

দোটানা — দুই দিকে মনের আকর্ষণ, দ্বিধা, সংশয়। [ঃ 'দোটানায়' পড়া।]

দোতরফা — উভয় পক্ষ সংক্রান্ত। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত। (তুঃ 'একতরফা'।)

দোতলা — ণ. দুইতলা আছে এমন, দ্বিতল। [ঃ 'দোতলা' বাড়ি।] বি. দ্বিতীয় তলা। [ঃ 'দোতলায়' থাকে।]

দোতারা — দুই তার আছে এমন এক-রকম বাদ্যযন্ত্র।

দোথরী — (প্রাচীন কবিতায়) দুই থর বা স্তর আছে এমন। [ঃ 'দোথরী' মুকুতা মালা।]

দোদুল — দুলিতেছে এমন। দোলন সূচক অনুকার। [ঃ 'দোদুল' দোলে দোলে।]

দোদুল্যমান — ক্রমাগত দুলিতেছে এমন, দোলায়মান।

দোনরী — দুইটি সারি বা পঙ্‌ক্তি আছে এমন (হার)। [ঃ একনরী-'দোনরী'।]

দোনলা — দুইটি নল আছে এমন। [ঃ 'দোনলা' বন্দুক।]

দোনা — পান রাখিবার ঠোঙা।

দোনী — ('দুনী' দেখ।)

দোপড়া — দ্বিতীয় পাত্রে বিবাহিতা, গায়ে-হলুদের পর নির্দিষ্ট বরের সহিত বিবাহ না হওয়ায় অন্য বরের সহিত বিবাহিতা।

দোপাটা — উড়ানি, উত্তরীয়।

দোপাটি — রংবেরঙের একরকম ফুল।

দোপাট্টা — মাঝে লম্বালম্বি সেলাই করিয়া জোড়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'দোপাট্টা' চাদর।]

দোপিয়াজি, দোপেয়াজা — মাংসের এক-রকম পেঁয়াজবহুল ব্যঞ্জন। [ফা. দোপিয়াজা।]

দোপেয়ে — দুই পা আছে এমন। [ঃ 'দোপেয়ে' জানোয়ার।]

দোফলা — বছরে দুইবার ফলে এমন। [ঃ 'দোফলা' আমগাছ।]

দোবজা — একরকম মোটা চাদর। উড়ানি।

দোবরা, দোবারা — (দুইবার পরিষ্কার করা হইয়াছে এই অর্থে) দানাদার সাদা (চিনি)। [হি.]

দোভাষী — যে দুই ভাষায় কথা বলে, যে একজনের ভাষা অনুবাদ করিয়া অন্যকে বুঝাইয়া দেয়, interpreter.

দোমড়ানো — ('দুমড়ানো' দেখ।)

দোমনা — ('দুমনা' দেখ।)

দোমালা — আধ পাকা (নারিকেল)।

দোমুখো — দুইমুখ বিশিষ্ট।

দোমেটে — ('দুমেটে' দেখ।)

দোয়া — ক্রি. দোহন করা, বাঁট টানিয়া দুধ বাহির করা। [ঃ 'দুধ' দোয়া; ঃ'গাই' দোয়া।]

দোয়া — আশীর্বাদ। [ঃ খোদার 'দোয়া'।]

ভগবানের নিকট আশীর্বাদভিক্ষা। [ঃ মুখে 'দোয়া' করে কাজী।] [ফা.]
দোয়া — (প্রাচীন কবিতায়) দ্বাপর।
দোয়াজ — (প্রাচীন কবিতায়) দ্বিতীয়। [ঃ 'দোয়াজ' বনিতা তার হবে সুলক্ষণা।]
দোয়াত — লিখিবার কালি রাখিবার পাত্র। [ঃ আ. দবাত্।]
দোয়ানো — ('দোহানো' দেখ।)
দোয়াবর — (মুসলমানগণের পত্রের পাঠে ব্যবহৃত হয়) আশীর্বাদভাজন, কল্যাণীয়।
দোয়ার — প্রধান গায়কের উক্তি আবার গায় এমন গায়ক, সহকারী গায়ক, জুড়িদার। **দোয়ারকি** — দোয়ারের কাজ, ধুয়া ধরিয়া গান।
দোয়ারী — (প্রাচীন কবিতায়) দ্বারী, দ্বাররক্ষক।
দোয়াস্তা — দুইবার চোয়ানো হইয়াছে এমন মদ।
দোয়েল — একরকম সুকণ্ঠ পাখী।
দোর — দরজা, দুয়ার। **দোরগোড়া** — দরজার নিকটস্থ স্থান।
দোরসা — অল্প পচা [ঃ 'দোরসা' মাছ।] ঈষৎ রস বা জল আছে এমন। [ঃ 'দোরসা' মাটি।]
দোরোখা — ণ. যে কাপড়ের দুই পিঠ একই রকম।
দোর্দণ্ড — প্রবল, দুর্দম। [ঃ 'দোর্দণ্ড' প্রতাপ।] (সং. মূল অর্থ—দোস্ দণ্ড বা বাহুরূপ দণ্ড!) **দোর্দণ্ড-প্রতাপ** — প্রবল শক্তিমান, দুর্ধর্ষ।
দোল — দুলিবার ফলে একদিক হইতে অন্য দিকে গমন, দোলন। [ঃ 'দোল' খাওয়া।] ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসব, হোলি।
দোলক — যাহা দোলে। দেওয়াল ঘড়ির দোদুল্যমান যন্ত্র, pendulum. **দোলন** — দোলা, দোদুল্যমান অবস্থা। কম্পন।
দোলনা — ঝুলিবার জন্য দড়ি বাঁধা কাঠের পিঁড়ি বা চুপড়ির মতো জিনিস, দোলা।
দোলমঞ্চ — দোলযাত্রার জন্য রচিত চত্বর।
দোলমা — মাছ ইত্যাদির পুর দেওয়া পটোলের একরকম ব্যঞ্জন।
দোলযাত্রা — শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন ও তৎসংক্রান্ত উৎসব, হোলি।
দোলা — দুলিবার ফলে কম্পন। [ঃ 'দোলা' লাগা।]
দোলা — একরকম পালকি, ডুলি। দোলনা। মড়ার খাট।
দোলা — ('দুলা' দেখ।)
দোলাই — দুই স্তর কাপড় দিয়া সেলাই করিয়া তৈয়ারী শীতের চাদর।
দোলানো — ('দুলানো' দেখ।)
দোলায়মান — দুলিতেছে এমন, দোদুল্যমান। সংশয়ে অস্থির।
দোলায়িত — দোলানো হইয়াছে এমন, ঝুলানো হইয়াছে এমন, আন্দোলিত।
দোলিকা — ছোট দোলা, ডুলি।
দোশালা — দুই ফর্দ শাল, শালের জোড়া।
দোষ — অপরাধ, ত্রুটি, অন্যায়। [ঃ 'দোষ' করা।] অপকর্ষ, গুণের অভাব। খুঁত, ত্রুটি। [ঃ লেখায় অনেক 'দোষ' আছে।] রোগ, অসুস্থতা। [ঃ মাথার 'দোষ'; ঃ চোখের 'দোষ'।] অপবাদ, কলঙ্ক। [ঃ 'দোষ' দেওয়া।] **ইন্দ্রিয়দোষ, চরিত্র-দোষ** — চরিত্রহীনতা, লাম্পট্য। **মাথার দোষ** — পাগলামি, ছিট। **দোষক্ষালন** — নির্দোষ প্রমাণ করণ, অপরাধ মোচন।
দোষগ্রাহী — যে কেবল দোষ ধরে, সহজে মন্দ দিক যাহার চোখে পড়ে, নিন্দুক, ছিদ্রান্বেষী। বি. — **দোষ-গ্রাহিতা**। **দোষদর্শী** — যে সহজে দোষ দেখে, ছিদ্রান্বেষী, নিন্দুক। বি. — **দোষদর্শিতা**। **দোষজ্ঞ** — যে দোষগুণ

বোঝে। চিকিৎসক, বৈদ্য।
দোষা — ('দুষা' দেখ।)
দোষাদোষ — দোষগুণ, ভালোমন্দ।
দোষাবহ — যাহাতে দোষ হয় এমন। নিন্দনীয়।
দোষারোপ — অপরের উপর কোনও অপরাধ বা অন্যায় কার্যের দায়িত্ব আরোপ, দোষ দেওয়া।
দোষাশ্রিত — দোষযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ।
দোষী — যে দোষ করিয়াছে, অপরাধী। স্ত্রী. — **দোষিণী**।
দোষৈকদর্শী — যে কেবল দোষ দেখে, দোষগ্রাহী। বি. — **দোষৈকদর্শিতা**।
দোসর — অনুরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি। সহচর। [ঃ যমের 'দোসর'।] ভাগী, অংশীদার। [ঃ দুঃখের 'দোসর'।] [হি. দুস্‌রা।]
দোসরা — দ্বিতীয়, অন্য। [ঃ 'দোসরা' লোক।] মাসের দুই তারিখ বা তারিখে। [হি. দুস্‌রা।]
দোসীমানা — দুই জমির মধ্যবর্তী সীমা-রেখা।
দোসূতি — ডবল সুতায় বোনা কাপড়।
দোস্ত — বন্ধু, মিত্র, সাথী। [ফা. দোস্‌ত্‌।] **দোস্তি** — বন্ধুত্ব, মিত্রতা।
দোহক — যে দোহন করে, যে দোয়, দোগ্ধা।
দোহদ — গর্ভবতীর সাধ। গর্ভ। **দোহদ-দান** — গর্ভবতীকে তাহার বাঞ্ছিত বস্তু ও খাদ্যাদি দান, সাধ দেওয়া।
দোহন — বাঁট হইতে দুধ টানিয়া বাহির করণ, দোয়া। (ব্যঙ্গার্থে) শোষণ। **দোহনী** — দোহনের পাত্র। (প্রাচীন কবিতায়) দোহনকারিণী। [ঃ রতি রস কাম 'দোহনী'।] **দোহনীয়** — দোহনের যোগ্য, দুহ্য। স্ত্রী. — **দোহনীয়া**।
দোহা — ক্রি. দোহন করা, দোয়া। ণ. দোহন করা হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।
দোঁহা — হিন্দী কবিতার দুইচরণযুক্ত এক-রকম ছন্দ। ঐরূপ ছন্দে লিখিত কবিতা। [ঃ কবীরের 'দোঁহা'।] **দোঁহাবলী** — দোঁহার সমষ্টি।
দোঁহা — (কবিতায়) দুই জন। **দোঁহাকার**, **দোঁহার** — দুইজনের।
দোহাই — দিব্য, শপথ। [ঃ মা কালীর 'দোহাই'।] সুবিচার বা অনুরোধ রক্ষার জন্য মিনতি। [ঃ তোমার 'দোহাই'; ঃ 'দোহাই' হুজুর।] মিথ্যা কারণ, ছুতা, অছিলা। [ঃ অসুখের 'দোহাই'।] দায়িত্ব বা প্রামাণিকতা আরোপ। [ঃ বিজ্ঞানের 'দোহাই'।]
দোহানো — ক্রি. অপরের দ্বারা দোহন করা, দোহন করানো। ণ. অপরের দ্বারা দোহা হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।
দোহার — সহকারী গায়ক, যে ধুয়া ধরে, দোয়ার।
দোহারা — দুই ভাঁজ বা থেই আছে এমন। [ঃ 'দোহারা' কাপড়।] রোগাও নহে মোটাও নহে এমন, স্থূল ও কৃশের মাঝামাঝি। [ঃ 'দোহারা' চেহারা।]
দোহারা — (প্রাচীন কবিতায়) মন্দির, দেউল।
দোহাল — যে গাই দোয়, দোহনকারী।
দোহ্য — দোহনীয়, দোহনযোগ্য, দুহ্য।
দৌড় — বেগে গমন, ছুট। বেগে পলায়ন, চম্পট। ছুটিবার প্রতিযোগিতা। [ঃ ঘোড়-'দৌড়'।] চরম শক্তি বা সামর্থ্য। [ঃ বুদ্ধির 'দৌড়'।] **দৌড়ঝাঁপ, দৌড়-ধাপ** — দৌড় ও লাফ, দৌড়াদৌড়ি. অনেক যাতায়াত, ক্লান্তিকর ঘোরাফেরা।
দৌড়া — ক্রি. ছুটা, দৌড় দেওয়া, সবেগে যাওয়া। **দৌড়াদৌড়ি** — অনেকবার দৌড়, ছুটোছুটি। ক্লান্তিকর যাতায়াত বা ঘোরাঘুরি।
দৌড়ানো — ক্রি. ছুটা, দৌড় দেওয়া,

সবেগে চলা। দৌড় করানো, ছুটানো, সবেগে চালানো। [ঃ গাড়ি 'দৌড়ানো'।]
দৌত্য — দূতের কাজ। [সং.]
দৌবারিক — দ্বাররক্ষক, দ্বারের প্রহরী, দারোয়ান। [সং.]
দৌরাত্ম্য — উপদ্রব, উৎপাত, দুরন্তপনা। উৎপীড়ন। দুর্বৃত্ততা।
দৌর্গন্ধ্য — দুর্গন্ধ ভাব, দুর্গন্ধতা।
দৌর্জন্য — দুর্জনের ভাব, দুর্ব্যবহার। [তুঃ 'সৌজন্য'।]
দৌর্বল্য — দুর্বলতা, শক্তিহীনতা, বলের অভাব। স্নেহ বা নিজের ত্রুটি থাকার জন্য কঠোরতার অভাব, দুর্বলতা, চারিত্রিক অক্ষমতা।
দৌলত — সম্পদ্, ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য। অনুগ্রহ, সাহায্য। [ঃ তোমার 'দৌলতে'।] [আ. দওলত্।] **দৌলতখানা** — ধনীর প্রাসাদ।
দৌহিত্র — দুহিতার পুত্র, মেয়ের ছেলে। স্ত্রী. **দৌহিত্রী** — দুহিতার কন্যা, মেয়ের মেয়ে। [সং.]
দ্যাখা — 'দেখা' শব্দের উচ্চারণ অনুসারে বানান।
দ্যাবাপৃথিবী — স্বর্গ ও পৃথিবী।
দ্যু, **দ্যুলোক** — স্বর্গ, দেবলোক। [সং.]
দ্যুতি — প্রভা, ঔজ্জ্বল্য। **দ্যুতিমান্** — উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। স্ত্রী. — **দ্যুতিমতী**।
দ্যূত — বাজি রাখিয়া পাশা খেলা। জুয়া-খেলা। **দ্যূতকর, দ্যূতকার** — জুয়াড়ী।
দ্যোতক — সূচক, প্রকাশক, ব্যঞ্জক। **দ্যোতনা** — প্রকাশ, ব্যঞ্জনা, ভাবের সূচনা।
দ্রঢ়িষ্ঠ — অতিশয় দৃঢ়। স্ত্রী. — **দ্রঢ়িষ্ঠা**।
দ্রঢ়ীয়ান্ — দুইয়ের মধ্যে অধিকতর দৃঢ়। স্ত্রী. — **দ্রঢ়ীয়সী**।
দ্রব — ণ. তরল, গলিত। দয়ায় কোমল। [ঃ হৃদয় 'দ্রব' হওয়া।] বি. জল ইত্যাদির দ্বারা তরলীকৃত পদার্থ, solution. তরল বস্তু। **দ্রবণ** — তরল হওয়া, গলন। **দ্রবণীয়** — তরল হইবার যোগ্য। **দ্রবত্ব** — তরলতা, গলিত অবস্থা। **দ্রবীকরণ** — দ্রব বা তরল করণ, গালানো। **দ্রবীকৃত** — দ্রব বা তরল করা হইয়াছে এমন, গালানো হইয়াছে এমন। **দ্রবীভবন** — দ্রব বা তরল হওয়া, গলন। **দ্রবীভূত** — দ্রব বা তরল হইয়াছে এমন, গলিত। করুণায় কোমল, বিগলিত।
দ্রবিড় — ('দ্রাবিড়' দেখ।)
দ্রব্য — বি. বস্তু, জিনিস, পদার্থ। **দ্রব্যগুণ** — কোনও বস্তুর বিশেষ ক্রিয়াশক্তি।
দ্রষ্টব্য — ণ. দর্শনীয়, যাহা দেখা উচিত এমন, দেখার যোগ্য। যাহা প্রমাণ হিসাবে দেখা যাইতে পারে এমন। [ঃ অমুক পুস্তক 'দ্রষ্টব্য'।]
দ্রষ্টা — যে দেখে, দর্শক। যে ভবিষ্যৎ দেখে, ভবিষ্যৎদর্শী, ঋষি। [সং. দ্রষ্টৃ।]
দ্রাক্ষা — আঙুর।
দ্রাঘিমা — দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা। উভয় মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কাল্পনিক ভৌগোলিক রেখা, দেশান্তর, longitude. **দ্রাঘিমান্তর** — দুই দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী ব্যবধান ও তাহার মাপ।
দ্রাবক — যাহা দ্রব বা তরল করে, যাহা গলায়। **দ্রাবণ** — দ্রব বা তরল করণ, গালানো।
দ্রাবিড় — ভারতের প্রাচীন একটি জাতি যাহা আর্যগণের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। দ্রাবিড়গণের বর্তমান বাসভূমি দক্ষিণ ভারত। **দ্রাবিড়দেশ, দ্রাবিড়ভূমি** — দক্ষিণ ভারত, মাদ্রাজ অন্ধ্র কর্ণাট

ইত্যাদি অঞ্চল।

দ্রাব্য — গালানো যায় এমন, দ্রবণীয়।

দ্রুত — ত্বরিত, তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। বি. — **দ্রুততা**। [সং.] **দ্রুতগতি** — শীঘ্র গমনশক্তি, ত্বরিত বেগ। তাড়াতাড়ি যায় এমন, ক্ষিপ্রগতি। **দ্রুতগামী** — তাড়াতাড়ি যায় এমন, ক্ষিপ্রগতি, ক্ষিপ্রগামী। স্ত্রী. — **দ্রুতগামিনী**। **দ্রুতপদ** — তাড়াতাড়ি পা ফেলে এমন। **দ্রুতপদে** — তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া, জোরে হাঁটিয়া। **দ্রুতবেগ** — ('দ্রুতগতি' দেখ।) **দ্রুতবেগে** — তাড়াতাড়ি, দ্রুত।

দ্রুপদ — মহাভারতে বর্ণিত পাঞ্চাল দেশের রাজা, দ্রৌপদীর পিতা। **দ্রুপদকন্যা, দ্রুপদদুহিতা, দ্রুপদনন্দিনী, দ্রুপদসুতা** — দ্রুপদের মেয়ে, পান্ডবগণের পত্নী দ্রৌপদী।

দ্রুম — গাছ, বৃক্ষ। [সং.]

দ্রোণ — মহাভারতে বর্ণিত কুরুকুলের অস্ত্রগুরু, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, দ্রোণাচার্য। শস্যাদির পরিমাপক পাত্র। শস্যাদির পরিমাণ। দাঁড়কাক।

দ্রোণি, দ্রোণী — ডোঙা, জল সেঁচিবার উপযোগী কাঠের পাত্র, দুনি। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি। [সং.]

-দ্রোহ, -দ্রোহিতা — অনিষ্টাচরণ শত্রুতা বা বিরুদ্ধতা বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ রাজ-'দ্রোহ'; ঃ দেশ-'দ্রোহিতা'।]

-দ্রোহী — অনিষ্টাচরণ শত্রুতা বা বিরুদ্ধতা করে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দেশ-'দ্রোহী'।] স্ত্রী. — **-দ্রোহিণী**। [সং. দ্রোহিন্।]

দ্রৌণি — দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা।

দ্রৌপদী — মহাভারতে বর্ণিত দ্রুপদের কন্যা ও পান্ডবগণের পত্নী, পাঞ্চালী।

দ্বন্দ্ব — বি. কলহ, ঝগড়া। [ঃ 'দ্বন্দ্ব' বাধা।] বিরোধ, বৈপরীত্য। দুইজনের দ্বারা অনুষ্ঠান। [ঃ নৃত্য-'দ্বন্দ্ব'।] (ব্যাকরণে) একরকম সমাস। [ঃ 'অন্ন-জল'; ঃ 'পশুপাখী' ইত্যাদি।] ণ. দুইজনের দ্বারা সম্পন্ন বা অনুষ্ঠিত [ঃ 'দ্বন্দ্ব' নৃত্য; ঃ 'দ্বন্দ্ব' যুদ্ধ।] **দ্বন্দ্বযুদ্ধ** — দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ।

-দ্বয় — দুইটি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ব্যক্তি-'দ্বয়'।]

দ্বাচত্বারিংশ — ৪২ সংখ্যার পূরক বিয়াল্লিশের, বিয়াল্লিশতম। [ঃ 'দ্বাচত্বারিংশ' অধিবেশন।] **দ্বাচত্বারিংশৎ** — ৪২ সংখ্যা, বিয়াল্লিশ। **দ্বাচত্বারিংশত্তম** — ('দ্বাচত্বারিংশ' দেখ।)

দ্বাত্রিংশ — ৩২ সংখ্যার পূরক, বত্রিশের, বত্রিশতম। **দ্বাত্রিংশৎ** — ৩২ সংখ্যা, বত্রিশ। **দ্বাত্রিংশত্তম** — ('দ্বাত্রিংশ' দেখ।)

দ্বাদশ — ১২ সংখ্যার পূরক, বারোর [ঃ 'দ্বাদশ' অধিবেশন।] বারো, ১২। ['দ্বাদশ' বৎসর।] [সং. দ্বাদশন্।] স্ত্রী. **দ্বাদশী** — বি. একাদশীর পরবর্তী তিথি। ণ. বারো বৎসর বয়স্কা দ্বাদশস্থানীয়া।

দ্বাপর — পুরাণোক্ত তৃতীয় যুগ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বাবিংশ — ২২ সংখ্যার পূরক, বাইশের [ঃ 'দ্বাবিংশ' অধ্যায়।] **দ্বাবিংশতি** — বাইশ, ২২। **দ্বাবিংশতিতম** ('দ্বাবিংশ' দেখ।)

দ্বার — দরজা, দোর, প্রবেশপথ। **দ্বারদেশ** — দরজার নিকটবর্তী স্থান। দরজার সম্মুখ। **দ্বারপাল, দ্বারবান্, দ্বাররক্ষক, দ্বাররক্ষী** — দারোয়ান, দ্বারী **দ্বারস্থ** — ণ. দরজায় আছে এমন প্রার্থিরূপে দ্বারে আসিয়াছে এমন প্রার্থিরূপে উপস্থিত। [ঃ 'দ্বারস্থ

হওয়া।] **দ্বারস্থিত** — দরজায় অবস্থিত।

দ্বারকা — বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ে অবস্থিত প্রাচীন কালের বিখ্যাত নগরী শ্রীকৃষ্ণ যাহার রাজা ছিলেন। **দ্বারকানাথ, দ্বারকাপতি, দ্বারকেশ** — দ্বারকার রাজা, শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বারবতী — দ্বারকা।

দ্বারা — সাহায্যে, দিয়া, কর্তৃক, মারফত, সহিত।

দ্বারাধ্যক্ষ — দ্বাররক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, দ্বারপাল, দারোয়ান।

দ্বারাবতী — ('দ্বারবতী' দেখ।)

দ্বারিক — দারোয়ান, দ্বারী।

দ্বারিকা, **দ্বারিকানাথ, দ্বারিকাপতি, দ্বারিকেশ** — (যথাক্রমে 'দ্বারকা', 'দ্বারকানাথ', 'দ্বারকাপতি' ও 'দ্বারকেশ' দেখ।)

দ্বাষষ্টি — ৬২ সংখ্যা, বাষট্টি। **দ্বাষষ্টিতম** — ৬২ সংখ্যার পূরক, বাষট্টির, বাষট্টিতম।

দ্বাসপ্ততি — বাহাত্তর, ৭২ সংখ্যা। **দ্বাসপ্ততিতম** — ৭২ সংখ্যার পূরক, বাহাত্তরের, বাহাত্তরতম।

দ্বি — দুই। দুই বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দ্বি'-গুণ।] **দ্বিকর্মক** — (ব্যাকরণে) দুইটি কর্ম আছে এমন (ক্রিয়া)। **দ্বিখণ্ডক** — (জ্যামিতিতে) দুই সমানভাগে ভাগ করে এমন। **দ্বিখণ্ডন** — দুই টুকরায় বা ভাগে ভাগ করণ। ণ. **দ্বিখণ্ডিত** — দুই টুকরা করা হইয়াছে এমন, দুই ভাগে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন।

দ্বিগুণ — দুইগুণ, ডবল। ণ. **দ্বিগুণিত** — যাহা দ্বিগুণ বা ডবল হইয়াছে। **দ্বিগুণীকৃত** — যাহাকে দ্বিগুণ বা ডবল করা হইয়াছে।

দ্বিঘাত — গণিতের একরকম পদ্ধতি, quadratic.

দ্বিচারিণী — দুই জন পুরুষের সহিত যৌন সম্পর্ক আছে এমন নারী, অসতী।

দ্বিজ — ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যাহাদের জন্মগ্রহণ ও উপনয়ন রূপ দুই জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ। পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী যাহারা ডিম হইতে জন্মে। বি. — **দ্বিজত্ব**। **দ্বিজবর** — ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। **দ্বিজেন্দ্র, দ্বিজোত্তম** — দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজিহ্ব — যে প্রাণীর জিব দ্বিধা বিভক্ত, সর্প।

দ্বিতল — দুই তল আছে এমন, দোতলা। [ঃ 'দ্বিতল' গৃহ।] দ্বিতীয় তল, বাড়ির দ্বিতীয় তলা। [ঃ 'দ্বিতলে' থাকা।]

দ্বিগু — (ব্যাকরণে) সংখ্যানির্দেশক একরকম সমাস। [ঃ 'ত্রিরাত্র'; ঃ'পঞ্চপুষ্প'।]

দ্বিতীয় — ২ সংখ্যার পূরক, দুয়ের, দোসরা। [ঃ 'দ্বিতীয়' পুত্র।] স্ত্রী. **দ্বিতীয়া** — ণ. দ্বিতীয়স্থানীয়া। [ঃ 'দ্বিতীয়া' কন্যা।] বি. প্রতিপদের পরবর্তী তিথি।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয়তঃ — দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে।

দ্বিতীয়াশ্রম — প্রাচীন আর্যদের জীবনযাত্রার দ্বিতীয় পর্ব, গার্হস্থ্য আশ্রম।

দ্বিত্ব — দুয়ের ভাব, দ্বিগুণিত অবস্থা।

দ্বিদল — দুইটি পাপড়ি আছে এমন। [ঃ 'দ্বিদল' পুষ্প।] দাল, মুগ মসুর ইত্যাদি।

দ্বিধা — দুই ভাবে, দুই ভাগে, দুই দিকে। [ঃ 'দ্বিধা' বিভক্ত।] দুইভাগে বিভক্ত, দ্বিখণ্ডিত। [ঃ'দ্বিধা' হও।] সংশয়, দোটানা। সংকোচ, কুণ্ঠা। [ঃ 'দ্বিধা'-বোধ।] **দ্বিধাকরণ** — দুই ভাগে বিভক্ত

করণ, দ্বিখণ্ডন। ইতস্ততবোধ, সংকোচ।
দ্বিপ — হস্তী। **দ্বিপেন্দ্র** — ঐরাবত, গজেন্দ্র।
দ্বিপঞ্চাশৎ — ৫২ সংখ্যা, বাহান্ন। **দ্বিপঞ্চাশত্তম** — ৫২ সংখ্যার পূরক, বাহান্নর, বাহান্নতম।
দ্বিপদ — দুই পা আছে এমন, দোপেয়ে। [ঃ 'দ্বিপদ' প্রাণী।] **দ্বিপদী** — দুই চরণ আছে এমন কবিতার ছন্দ বিশেষ।
দ্বিপ্রহর — দিন বা রাত্রির মধ্যভাগ, দুপুর। [ঃ রাত্রি 'দ্বিপ্রহর'; ঃ দিবা 'দ্বিপ্রহর'।]
দ্বিবচন — (ব্যাকরণে) শব্দের দুই সংখ্যা প্রকাশক রূপ।
দ্বিপাদ — দুই পা আছে এমন, দ্বিপদ। দুই পা পরিমিত। [ঃ 'দ্বিপাদ' ভূমি।]
দ্বিবার্ষিক — ('দ্বৈবার্ষিক' দেখ।) **দ্বিবার্ষিকী** — ('দ্বৈবার্ষিকী' দেখ।)
দ্বিবিধ — দুইরকম, দুই প্রকার।
দ্বিভাষী — দুই ভাষায় কথা বলে এমন, দোভাষী।
দ্বিভুজ — যাহার দুই হাত আছে। স্ত্রী. — **দ্বিভুজা**। [ঃ 'দ্বিভুজা' মূর্তি।]
দ্বিরদ — (যাহার দুইটি দাঁত আছে) হাতী। **দ্বিরদরদ** — হাতীর দাঁত, হস্তিদন্ত।
দ্বিরাগমন — নববধূর স্বামীর গৃহে দ্বিতীয়বার গমনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
দ্বিরুক্তি — দ্বিতীয়বার বলা, পুনরুক্তি। আপত্তি, প্রতিবাদ। [ঃ 'দ্বিরুক্তি' না করা।]
দ্বিরেফ — ভোমরা, ভ্রমর।
দ্বিষ্ট — ণ. যাহার প্রতি দ্বেষ করা হইয়াছে এমন।
দ্বীপ — স্বাভাবিকভাবে জলদ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ। **দ্বীপপুঞ্জ** — একত্র বহু দ্বীপ, দ্বীপের সমষ্টি। **দ্বীপময়** — দ্বীপে পূর্ণ, বহু দ্বীপ আছে এমন, দ্বীপবহুল। [ঃ 'দ্বীপময়' ভারত।] **দ্বীপান্তর** — দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসন। **দ্বীপী** — দ্বীপের অধিবাসী। [ঃ শাক-'দ্বীপী'।] চিতাবাঘ।
দ্বেষ — অপরের অনিষ্ট করার ইচ্ছা বা চিন্তা, শত্রুতা। অপরের উন্নতিতে বেদনাবোধ, ঈর্ষা, হিংসা। ণ. **দ্বেষী** — হিংসুটে, ঈর্ষাপরায়ণ। শত্রুভাবাপন্ন। [সং. দ্বেষিন্।]
দ্বৈত — বি. দুইয়ের অবস্থা, দ্বিত্ব। ণ. দুইয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠেয়। [ঃ 'দ্বৈত' সংগীত; ঃ 'দ্বৈত' নৃত্য।] দুইয়ের দ্বারা কৃত বা পরিচালিত। [ঃ 'দ্বৈত' শাসন।] **দ্বৈতবাদ** — ব্রহ্ম ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ পৃথক বা ভিন্ন এই মতবাদ। **দ্বৈতবাদী** — দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। **দ্বৈতশাসন** — একই সঙ্গে প্রচলিত দুইরূপ শাসন, দ্বিধাবিভক্ত শাসনব্যবস্থা, diarchy.
দ্বৈধ — অনৈক্য, গরমিল। [ঃ মত-'দ্বৈধ'।]
দ্বৈপ — দ্বীপ সংক্রান্ত। [ঃ 'দ্বৈপ' সংকীর্ণতা।]
দ্বৈপায়ন — (দ্বীপে জাত) ব্যাসদেব। **দ্বৈপায়নতা** — দ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে জাতীয় সংকীর্ণতা। [ঃ ইংলণ্ডের 'দ্বৈপায়নতা'।] **দ্বৈপায়নী** — দ্বীপে জাতা, দ্বীপে উৎপন্না। [ঃ 'দ্বৈপায়নী' সভ্যতা।]
দ্বৈবার্ষিক — দুই বৎসরে হয় বা দুই বৎসর বাদে হয় এমন। [ঃ 'দ্বৈবার্ষিক' পরীক্ষা।] দুই বৎসর স্থায়ী। [ঃ 'দ্বৈবার্ষিক' পরিকল্পনা।] **দ্বৈবার্ষিকী** — দুই বৎসর উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান।
দ্বৈরথ — ণ. দুই রথীর মধ্যে ঘটিত। [ঃ 'দ্বৈরথ' সমর।] বি. দুই রথীর

...ধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ।

দ্ব্যক্ষর — দুই অক্ষর আছে এমন, দুই অক্ষর বিশিষ্ট। [ঃ 'দ্ব্যক্ষর' শব্দ।]

দ্ব্যর্থ — দুইরকম অর্থ। **দ্ব্যর্থক** — দুইরকম অর্থ প্রকাশ করে এমন। বি. — **দ্ব্যর্থকতা**।

দ্ব্যশীতি — ৮২ সংখ্যা, বিরাশি। **দ্ব্যশীতিতম** — ৮২ সংখ্যার পূরক, বিরাশির। বিরাশিতম।

দ্ব্যহ — দুই দিন। **দ্ব্যাহিক** — দুইদিন ধরিয়া চলে এমন, দুইদিনব্যাপী। দুই-দিন অন্তর ঘটে এমন।

ধক্ — অকস্মাৎ জ্বলন বা স্পন্দন সূচক অনুকার। [ঃ 'ধক্' ক'রে জ্বলা; ঃ বুকের ভিতর 'ধক্' ক'রে ওঠা।] **ধকধক** — ক্রমাগত জ্বলন বা স্পন্দন সূচক অনুকার। **ধকধকানি** — সংশয় আশঙ্কা ইত্যাদির ফলে বুকের কম্পন বা স্পন্দন। সংশয়, আশঙ্কা। [ঃ [ঃ 'ধকধকানি' থাকা।]

ধকল — কাজের চাপে পরিশ্রম, ক্লান্তিকর দায়িত্ব। [ঃ যে 'ধকলের' মধ্যে ক'দিন কেটেছে!] ধাক্কা, নাড়ানাড়ি, টানাটানি। [ঃ গাড়ির 'ধকল'।] উৎপাত, উপদ্রব। [ঃ ছেলেদের 'ধকল' সওয়া সহজ নয়।]

ধঞ্চে — ('ধনিচা' দেখ।)

ধটি, **ধটী** — কোমরে জড়াইবার উপযোগী কাপড় বা ন্যাকড়া, কৌপীন, ধড়া। [ঃ পীত 'ধটি'।] [সং. ধটী।]

ধড় — ঘাড় হইতে কোমর পর্যন্ত শরীর, মস্তকহীন দেহ। শরীর, দেহ। [ঃ 'ধড়ে' প্রাণ আসা।]

ধড়ফড় — দ্রুত স্পন্দন সূচক অনুকার। [ঃ বুক 'ধড়ফড়' করা।] অস্থিরতা প্রকাশ, ছটফট। [ঃ মাছটা 'ধড়ফড়' করছে।] **ধড়ফড়ানি** — দ্রুত স্পন্দন। [ঃ বুকের 'ধড়ফড়ানি'।] অস্থির ভাব,

ধড়মড় — আকস্মিক দ্রুত চঞ্চলতা প্রকাশ সূচক অনুকার। [ঃ বিছানা থেকে 'ধড়মড়' ক'রে ওঠা।]

ধড়া — কোমরে জড়াইবার উপযোগী কাপড় বা ন্যাকড়া, ধটী। কোমরে পরিবার উপযোগী খাটো পোশাক। [সং. ধটী।] **ধড়াচূড়া** — কটিবাস ও মুকুট, কৃষ্ণের সাজ। (ব্যঙ্গে) কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা। [ঃ আপিসের 'ধড়াচূড়া'।]

ধড়াস — জোরে স্পন্দন বা জোরে পতন সূচক অনুকার। [ঃ বুকের ভিতর 'ধড়াস' ক'রে উঠলো।] **ধড়াস-ধড়াস** — বারবার ধড়াস, বারবার জোরে স্পন্দন।

ধড়ি — ('ধটি' দেখ।)

ধড়িবাজ — ধূর্ত, ফন্দিবাজ, প্রতারক। **ধড়িবাজি** — ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, প্রতারণা।

ধন — টাকাকড়ি, অর্থ, ঐশ্বর্য, সম্পদ। অতি প্রিয় বস্তু। অতি মূল্যবান বস্তু। [সং.] **ধনকুবের** — পুরাণে বর্ণিত কুবেরের মতো ধনী। **ধনক্ষয়** — টাকা-পয়সা খরচ, অকারণ বুদ্ধিহীন ব্যয়। [ঃ বর্বরের 'ধনক্ষয়'।] **ধনগর্ব** — টাকাপয়সা থাকায় অহংকার, টাকার দেমাক। **ধনগর্বিত, ধনগর্বী** — টাকা-পয়সা আছে বলিয়া অহংকারী। **ধনজন** — টাকাপয়সা ও লোকজন, অর্থবল ও লোকবল। **ধনঞ্জয়** — অর্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব। **ধনদ** — যে টাকাপয়সা দেয়, পুরাণে বর্ণিত অলকাপতি কুবের। **ধনতন্ত্র** — ('ধনিকতন্ত্র' দেখ।) **ধনতন্ত্রীয়** — ('ধনতান্ত্রিক' দেখ।) **ধনতান্ত্রিক** — ধনতন্ত্র সংক্রান্ত। ধনতন্ত্রসম্মত। অর্থের

দ্বারা শাসিত (সমাজ)। **ধনদা, ধনদাত্রী, ধনদায়িনী** — লক্ষ্মী। **ধনদেবতা** — টাকাপয়সার দেবতা, কুবের। **ধনদৌলত** — টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য। **ধনধান্য** — টাকাপয়সা ও ধান। **ধননাশ** — ('ধনক্ষয়' দেখ।) **ধননিয়োগ** — ব্যবসায় ইত্যাদিতে টাকা খাটানো, লাভের উদ্দেশ্যে টাকাপয়সার ব্যবহার। **ধনপতি** — কুবের। মহাধনী। চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত শ্রীমন্তের পিতা। **ধনপাল** — টাকাপয়সার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী। **ধনপিশাচ** — টাকাপয়সার জন্য মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়াছে এমন ব্যক্তি, ঘৃণ্য অর্থলোভী ব্যক্তি। অতিশয় কৃপণ। **ধনপ্রাণ** — টাকাপয়সা ও জীবন। [ঃ 'ধনপ্রাণ' রক্ষার দায়িত্ব।] **ধনবতী** — টাকাপয়সার অধিকারিণী। **ধনবত্তা** — ধনবানের অবস্থা। **ধনবান্, ধনবান** — যাহার টাকাপয়সা আছে, ধনী, বড়লোক। **ধনবিজ্ঞান** — টাকাপয়সার বৃদ্ধি ব্যয় বা ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যা, অর্থনীতি, economics. **ধনবিজ্ঞানী** — ধনবিজ্ঞানে পণ্ডিত, অর্থনীতিজ্ঞ। **ধনভাণ্ডার** — টাকাপয়সা যেখানে রাখা হয়, ধনাগার, ট্রেজারি। **ধনমদ** — টাকার দেমাক, ধনগর্ব। **ধনলিপ্সা** — টাকাপয়সা সম্পর্কে লোভ, অর্থলোভ। ণ. **ধনলিপ্সু** — টাকাপয়সা সম্পর্কে যাহার লোভ আছে, অর্থলোভী। **ধনলুব্ধ** — — ('ধনলোভী' দেখ।) **ধনলোভ** — টাকাপয়সা পাইবার তীব্র ইচ্ছা, অর্থলোভ। ণ. **ধনলোভী** — টাকাপয়সা পাইবার তীব্র ইচ্ছা আছে এমন। **ধনশালী** — যাহার টাকাপয়সা আছে, ধনী। স্ত্রী. — **ধনশালিনী**। **ধনসম্পত্তি, ধনসম্পদ্** — টাকাপয়সা ও জমিজমা। **ধনস্থান** — (হিন্দু জ্যোতিষে) গ্রহনক্ষত্রাদির দ্বারা প্রভাবিত টাকাপয়সা সংক্রান্ত ভাগ্য। **ধনস্বামী** — টাকাপয়সার অধিকারী। **ধনহীন** — যাহার টাকাপয়সা নাই, দরিদ্র, নির্ধন। স্ত্রী. — **ধনহীনা**। **ধনহীনতা** — দারিদ্র্য।

ধনাকাঙ্ক্ষা — টাকাপয়সা পাইবার ইচ্ছা **ধনাকাঙ্ক্ষী** — টাকাপয়সা পাইতে ইচ্ছুক। স্ত্রী. — **ধনাকাঙ্ক্ষিণী**।

ধনাগম — টাকাপয়সা আসা, আয়, অর্থাগম।

ধনাগার — যেখানে টাকাপয়সা থাকে, ধনভাণ্ডার, ট্রেজারি।

ধনাঢ্য — ধনী, বড়লোক। স্ত্রী. — **ধনাঢ্যা**

ধনাত্মক — অস্তিত্বসূচক, আছে এই ভাব প্রকাশ করে এমন, positive. (তু: 'ঋণাত্মক'।)

ধনাধিকার — টাকাপয়সা সংক্রান্ত স্বত্ব। ধনপ্রাপ্তি। **ধনাধিকারী** — টাকাপয়সার মালিক। স্ত্রী. — **ধনাধিকারিণী**

ধনাধিপ, ধনাধিপতি — কুবের, ধনপতি। (হিন্দু জ্যোতিষে)। অর্থভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী (গ্রহ)।

ধনাধ্যক্ষ — টাকাপয়সা রাখিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি।

ধনাপহারী — যে টাকাপয়সা চুরি করে, চোর। [সং. ধনাপহারিন্।]

ধনার্জন — টাকাপয়সা রোজগার।

ধনার্থী — যে টাকাপয়সা চায়, ধনাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী. — **ধনার্থিনী**। [সং. ধনার্থিন্।]

ধনি — (সম্বোধনে) ধনবতী রমণী, সুন্দরী যুবতী।

ধনিক — ধনের অধিকারী। পুঁজিপতি capitalist. [ঃ 'ধনিক' ও শ্রমিক ধনের দ্বারা চালিত। [ঃ 'ধনিক' সভ্যতা।] **ধনিকতন্ত্র** — ধনিকদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, capitalism. **ধনিকতন্ত্রীয়** — ('ধনতান্ত্রিক' দেখ।)

ধনিকা — ধনীর বধূ। সুন্দরী যুবতী।

ধনিকা — একরকম মসলা, ধনিয়া, ধনে।

ধনিচা — একরকম ছোট গাছ।

ধনিয়া — একরকম মসলা, ধনে।

ধনিষ্ঠ — ধনাঢ্য, ধনী। স্ত্রী. — **ধনিষ্ঠা**। [ঃ কনিষ্ঠা হ'লেও 'ধনিষ্ঠা'।]

ধনিষ্ঠা — নক্ষত্রের নাম।

ধনী — (কবিতায়) যুবতী নারী, ধনবতী রমণী, ধনিকা।

ধনী — বড়লোক, ধনবান্। [সং. ধনিন্।] স্ত্রী. — **ধনিনী**।

ধনু — যাহা হইতে তীর ছোঁড়া হয়, তীর-নিক্ষেপের যন্ত্র। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের নবম রাশি। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ (চার হাত বা দুই গজ)। [সং. ধনুস্।]

ধনুক — ধনু, তীরনিক্ষেপক যন্ত্র। **ধনুকভাঙা পণ, ধনুকভাংগা পণ** — দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা (রাম কর্তৃক হরধনু ভাঙিবার মতো কঠিন কাজ)।

ধনুর্গুণ — ধনুকের ছিলা, জ্যা।

ধনুর্ধর — ধনুকধারী। ধনু লইয়া যুদ্ধে সুনিপুণ। (ব্যঙ্গে) যে বাহাদুরি বা কেরামতি দেখাইতে চায়।

ধনুর্বাণ — তীর ও ধনু, তীর-ধনুক।

ধনুর্বিদ্যা, ধনুর্বেদ — তীরনিক্ষেপের কৌশল সংক্রান্ত বিদ্যা।

ধনুর্ভঙ্গ — বি. ধনু ভাঙিয়া ফেলা। **ধনুর্ভঙ্গ পণ** — ('ধনুকভাঙা পণ' দেখ।)

ধনুষ্কোটি — ধনুকের ডগা।

ধনুষ্টংকার, ধনুষ্টঙ্কার — ধনুকের ছিলা টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার শব্দ। যে রোগে শরীর ধনুকের মতো বাঁকিয়া যায়, tetanus.

ধনে, ধ'নে — ('ধনিয়া' দেখ।)

ধনেশ — শক্ত ও লম্বা ঠোঁট আছে এমন একরকম পাখী।

ধনেশ, ধনেশ্বর — কুবের। মহাধনী।

ধন্দ, ধন্ধ — সন্দেহ, সংশয়, ধাঁধা। [ঃ 'ধন্ধ' লাগে।] [সং. দ্বন্দ্ব।]

ধন্না — ('ধরনা' দেখ।)

ধন্য — ভাগ্যবান্, কৃতার্থ। [ঃ 'ধন্য' হ'লাম।] **ধন্য ধন্য** — প্রশংসা ঘোষণা। **ধন্য ধন্য করা** — সুখ্যাতি করা। **ধন্য ধন্য রব** — চারিদিকে প্রশংসা। **ধন্যবাদ** — কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য সূচক শব্দ। সাধুবাদ, প্রশংসা। স্ত্রী. **ধন্যা** — ভাগ্যবতী, প্রশংসনীয়া।

ধন্যা, ধন্যাক — ধনিয়া, ধনে।

ধন্বন্তরি — দেবতাদের চিকিৎসক।

-ধন্বা — 'ধনুকধারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'পুষ্পধন্বা'।]

ধপ্ — কোমল জিনিস আস্তে পড়িবার শব্দ।

ধপধপ — শুভ্রতা সূচক অনুকার। [ঃ 'ধপধপ' করা।] গ. **ধপধপে** — শুভ্র, অত্যন্ত সাদা ও পরিষ্কার। [ঃ 'ধপধপে' কাপড়।]

ধপাৎ, ধপাস — নরম জিনিসের জোরে পতনের শব্দ। [ঃ 'ধপাস' করিয়া পড়া।]

ধবধব, ধবধবে — (যথাক্রমে 'ধপধপ' ও 'ধপধপে' দেখ।)

ধবল — সাদা, শ্বেত। স্ত্রী. — **ধবলা**। **ধবলগিরি** — হিমালয়ের একটি বিখ্যাত চূড়া ও অংশ। **ধবলিত** — সাদা হইয়াছে এমন। **ধবলিমা** — শুভ্রতা, সাদা ভাব। [সং. ধবলিমন্।] **ধবলী** — সাদা রঙের গাইয়ের নাম। [ঃ শ্যামলী-'ধবলী'।]

ধমক — তিরস্কার, গালি, শাসানি। [ঃ 'ধমক' দেওয়া।] প্রাবল্য, তাড়স। [ঃ জ্বরের 'ধমকে'।] **ধমকানি** — ধমক, তিরস্কার, শাসানি। [ঃ 'ধমকানি'

দেওয়া।] **ধমকানো** — ক্রি. ধমক দেওয়া, শাসানো, তিরস্কার করা।

ধমনি, ধমনী — যে নাড়ী দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চারিত হয়, artery. (তুঃ 'শিরা'।) রক্তবাহী নাড়ী, শিরা।

ধম্বল — সঙ্গীত যাত্রাভিনয় ইত্যাদি শুরু হইবার ঠিক আগে সাধারণ বাদ্য। ঢেঁড়া।

ধম্ম — ধর্ম। [ঃ 'ধম্ম-কম্ম'।] **ধম্ম-পুত্তুর** — (ব্যঙ্গে) সাধু। [ঃ ব্যাটা-'ধম্মপুত্তুর' যুধিষ্ঠির।]

ধর — (প্রাচীন কবিতায়) ধড়।

ধর — হিন্দু বাঙ্গালীর উপাধি বিশেষ।

-ধর — 'ধারণ করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বংশীধর'; ঃ 'বজ্রধর'।]

ধরণ — ('ধরন' দেখ।)

ধরণী — পৃথিবী, ধরিত্রী। **ধরণীতল** — ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। **ধরণীধর** — পর্বত। পুরাণে বর্ণিত সর্পরাজ বাসুকি। **ধরণীপতি** — রাজা, পৃথিবী-পতি। **ধরণীশ্বর** — রাজা, পৃথিবীর

ধরতি — (কেনাবেচার সময়ে) কম মনে হইলে যাহা পূরণস্বরূপ মনে করিয়া দেওয়া হয়।

ধরন — রকম, প্রকার, আকৃতি। রীতি, পদ্ধতি। **ধরন-ধারণ** — চালচলন, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার।

ধরন — (কবিতায়) ধারণ। সংকুলান। [ঃ 'ধরনে' না যায়।]

ধরনা — কাহারও দ্বারে অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া থাকিয়া অভীষ্ট ভিক্ষা। [ঃ 'ধরনা' দেওয়া।] অনুরোধপূরণের আশায় নাছোড়বান্দা ভাব।

ধরনা — ঢেঁকিতে পায়ের চাপ দেওয়ার বা সাঁকো পার হইবার সময়ে ধরিবার উপযোগী বাঁশ। চাল ঠেলিয়া রাখিবার উপযোগী খুঁটি।

ধরপাকড় — বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তির গ্রেপ্তার।

ধরম — (কবিতায়) ধর্ম। **ধরমশালা** — ('ধর্মশালা' দেখ।)

ধরা — পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী।

ধরা — ক্রি. হাত দিয়া ধারণ করা বা গ্রহণ করা। ধারণ করা, গ্রহণ করা। [ঃ রূপ 'ধরা'।] পরা। [ঃ বেশ 'ধরা'।] আটকানো, পাকড়ানো। [ঃ চোর 'ধরা'।] বন্দী করা। [ঃ পুলিসে 'ধরা'।] স্থান সংকুলান হওয়া, আঁটা। [ঃ বালিশে তুলো 'ধরা'।] কেনা। [ঃ বেশী দামে 'ধরা'; ঃ নিলামে 'ধরা'।] আরম্ভ হওয়া। [ঃ কাঁপুনি 'ধরা'।] বদ অভ্যাস শুরু করা। [ঃ মদ 'ধরেছে'।] আরম্ভ করা। [ঃ গান 'ধরা'।] বদ্ধ ভাব হওয়া, জড়তা আসা। [ঃ গলা 'ধরা'; ঃ পা 'ধরা'।] ব্যথা করা, যন্ত্রণা হওয়া। [ঃ মাথা 'ধরা'।] আক্রমণ করা। [ঃ রোগে 'ধরা'।] কাতর ভাবে অনুরোধ করা। [ঃ চাকরির দেওয়ার জন্য 'ধরেছে'।] ক্রিয়া শুরু হওয়া। [ঃ ঔষধ 'ধরেছে'।] অবলম্বন করা [ঃ সোজা পথ 'ধরা'।] আন্দাজে স্থির করা। [ঃ দাম 'ধরা'।] লক্ষ্য বা সন্ধান করিয়া বাহির করা। [ঃ ভুল 'ধরা'; চুরি 'ধরা'; ঃ রোগ 'ধরা'।] নির্দিষ্ট সময়ে গিয়া পাওয়া। [ঃ ট্রেন 'ধরা'।] গণ্য করা। [ঃ তার কথা 'ধ'রো' না।] যুক্ত হওয়া। [ঃ রং 'ধরা'; ঃ মরচে 'ধরা'।] বন্ধ হওয়া। [ঃ বৃষ্টি 'ধরা'।] জ্বলিয়া ওঠা। [ঃ উনোন 'ধরা'; ঃ বিড়ি 'ধরা'।] ঈষৎ পুড়িয়া যাওয়া। [ঃ ভাত 'ধরে' যাওয়া।] ধরতি হিসাবে দেওয়া অনুমানে পূরণস্বরূপ দেওয়া। [ঃ পাঁচ

টাকা 'ধরে' দিলাম।] কল্পনা করা, অনুমান করা। [ঃ 'ধর', আমি নাই।] ণ. ধরা হইয়াছে এমন। ধরা পড়িয়াছে এমন। ধরিয়া গিয়াছে এমন। ধৃত। নির্দিষ্ট। স্থির। লক্ষিত। বদ্ধ। দগ্ধ। আনুমানিক। **ধরা দেওয়া** — স্বেচ্ছায় ধৃত হওয়া। স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হওয়া। **ধরা পড়া** — গ্রেপ্তার হওয়া। নির্ণীত হওয়া। আবিষ্কৃত হওয়া। **পায়ে ধরা** — ক্ষমা বা করুণা ভিক্ষার জন্য পা জড়াইয়া ধরা। **মনে ধরা** — ভালো লাগা; পছন্দ হওয়া।

ধরা — 'যে ধরে' এই অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ ছেলে-'ধরা'।]

ধরাকাট — সতর্ক ভাবে নিয়ম পালন, বাঁধাবাঁধি।

ধরাছোঁয়া — নাগাল। [ঃ 'ধরাছোঁয়া' ওয়া।]

ধরাটি — ('ধরাতি' দেখ।)

ধরাতল — ভূপৃষ্ঠ, মাটি।

ধরাধর — পর্বত। বিষ্ণু।

ধরাধরি — কয়েকজন কর্তৃক ধারণ। [ঃ 'ধরাধরি' করিয়া আনা।] অনুরোধ-উপরোধ। [ঃ অনেক 'ধরাধরির' পর।]

ধরাধাম — পৃথিবীরূপ বাসস্থান, ইহলোক। **ধরাধাম ত্যাগ করা** — মৃত্যু হওয়া, মরা।

ধরানো — ক্রি. ধৃত করানো। বন্দী করানো। আগুন জ্বালানো। স্থান সংকুলান করানো, ভরা। অভ্যাস করানো। লাগানো, যুক্ত করানো।

ধরাপৃষ্ঠ — ('ধরাতল' দেখ।)

ধরাবাঁধা — ণ. সুনির্দিষ্ট। বি. সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন। [ঃ 'ধরাবাঁধার' মধ্যে।]

ধরাশায়ী — মাটিতে লুটাইয়া বা শুইয়া পড়িয়াছে এমন, ভূপতিত। [সং. ধরাশায়িন্।] স্ত্রী. — **ধরাশায়িনী**।

ধরিত্রী — ধরা ,পৃথিবী, ধরণী।

ধরিয়া, ধ'রে — ব্যাপিয়া, যাবৎ। [ঃ সপ্তাহকাল 'ধরিয়া'।]

ধর্তব্য — গণ্য করার যোগ্য, বিবেচ্য।

ধর্ম — ঈশ্বরাদি সম্পর্কে মতবাদ। [ঃ হিন্দু 'ধর্ম'।] পবিত্র কর্ম, দেবার্চনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। [ঃ 'ধর্ম' করা।] উপযুক্ত কর্ম। [ঃ রাজ-'ধর্ম'।] ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের অপরিহার্য গুণ বা ক্রিয়া। [ঃ চুম্বকের 'ধর্ম'; ঃ চোরের 'ধর্ম'।] নারীর সতীত্ব। [ঃ 'ধর্ম'-নাশ।] উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য, শক্তি, গুণ। [ঃ যুগ-'ধর্ম'।] যম। [ঃ 'ধর্ম'-পুত্র।] ন্যায়। **ধর্মকর্ম** — ধর্মবিহিত কাজ ও ঈশ্বরচিন্তা। ধর্মানুষ্ঠান। **ধর্মক্ষেত্র** — পুণ্য স্থান। [ঃ 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র।] **ধর্মগ্রন্থ** — ধর্ম সংক্রান্ত বই। **ধর্মঘট** — সংঘবদ্ধভাবে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ। দাবী জানাইয়া কাজ বন্ধ রাখা, হরতাল, strike. **ধর্মঘটী** — ধর্মঘট-কারী। [ঃ 'ধর্মঘটী' শ্রমিক।] **ধর্মচক্র** — বুদ্ধের চারিটি উপদেশ যাহাতে দুঃখের কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। **ধর্মচর্যা** — ধর্ম সংক্রান্ত রীতিনীতি পালন। **ধর্মচিন্তা** — ধর্ম সম্পর্কে ভাবা, ঈশ্বরচিন্তা। **ধর্মজীবন** — ধর্মাচরণে জীবনের যে অংশ ব্যয়িত হয়, ধর্মাচরণে ব্যয়িত জীবনকাল। **ধর্মজ্ঞ** — যে ধর্মের তত্ত্ব জানে, যাহার ধর্মবিষয়ক জ্ঞান আছে। **ধর্মজ্ঞান** — পাপপুণ্যবোধ। **ধর্মঠাকুর** — শূন্য পুরাণ ধর্মমঙ্গল ইত্যাদিতে বর্ণিত বৌদ্ধ দেবতা, নিরঞ্জন। **ধর্মত** — ধর্মের দিক হইতে, ধর্মানুসারে। ধর্মের নামে দিব্যগ্রহণ করিয়া। **ধর্মতত্ত্ব** — ধর্ম বিষয়ক বিদ্যা, ধর্মের নিগূঢ় মর্ম। **ধর্মত্যাগ** — নিজের ধর্ম ও পাপপুণ্য-

বোধ বিসর্জন। **ধর্মত্যাগী** — যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। [ঃ 'ধর্মত্যাগী' কুলত্যাগী।] স্ত্রী. — **ধর্মত্যাগিনী**। **ধর্মদ্বেষ** — ধর্মে অবিশ্বাস, ধর্মের প্রতি ঘৃণা। **ধর্মদ্বেষী** — যে ধর্মকে ঘৃণা করে, যে ধর্মে বিশ্বাস করে না, অধার্মিক। **ধর্মদ্রোহী** — ধর্মসংগত আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের বিরোধী। বি. — **ধর্মদ্রোহ, ধর্মদ্রোহিতা**। **ধর্মধ্বজী** — যে রোজগারের জন্য ধর্মের বুলি আওড়ায়, কপট ধার্মিক, ধর্মের ভানকারী। **ধর্মনাশ** — ধর্মসংগত নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে স্বধর্ম হইতে বিচ্যুতি। নারীর সতীত্ব নাশ। **ধর্মনিষ্ঠ** — যে ধর্মসংগত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মানিয়া চলে, ধর্মপরায়ণ। **ধর্মনিষ্ঠা** — নিয়মিত ভাবে ধর্মপালন, ধর্মপরায়ণতা। **ধর্মপত্নী** — ধর্মাচরণের সহযোগিনী স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রী। স্ত্রী। **ধর্মপথ** — ন্যায়-পথ। জীবনযাত্রার ধর্মবিহিত পদ্ধতি। **ধর্মপরায়ণ** — ধর্মনিষ্ঠ, ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, ধর্মীয় রীতিনীতি মানিয়া চলে এমন। বি. — **ধর্মপরায়ণতা**। স্ত্রী. — **ধর্মপরায়ণা**। **ধর্মপাল** — ধর্মের রক্ষাকর্তা। বাংলা দেশের বিখ্যাত পালবংশীয় রাজা। **ধর্মপিতা** — ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত পিতৃসম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে। **ধর্মপিপাসা** — ধর্ম সাধনার তীব্র ইচ্ছা। **ধর্মপিপাসু** — ধর্মাচরণে আগ্রহান্বিত, পুণ্যলাভের জন্য অতিশয় ইচ্ছুক। **ধর্মপুত্র** — যমের ছেলে, যুধিষ্ঠির, (কুন্তির গর্ভে ও যমের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয় এই অর্থে)। ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত পুত্রসম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, ধরম ছেলে। **ধর্মপুস্তক** — ধর্মসংক্রান্ত বই, ধর্মগ্রন্থ। **ধর্মপ্রচার** — কোনও ধর্মমত সম্পর্কে বক্তৃতাদির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা। **ধর্মপ্রচারক** — যিনি ধর্মমত প্রচার করেন, ধর্মের প্রচারকারী। **ধর্মপ্রবণ** — ধর্মের নামে বা ধর্মাচরণে সহজে উৎসাহিত হয় এমন। [ঃ 'ধর্মপ্রবণ' জাতি।] বি. — **ধর্মপ্রবণতা**। **ধর্মপ্রবক্তা** — ধর্মের ব্যাখ্যাকারী। ধর্মব্যাখ্যার জন্য নিযুক্ত রাজকর্মচারী। **ধর্মপ্রাণ** — যাহার নিকট ধর্ম জীবনের মতো প্রিয়, ধর্মনিষ্ঠ, ধার্মিক। [ঃ 'ধর্মপ্রাণ' ব্যক্তি।] বি. — **ধর্মপ্রাণতা**। **ধর্মবিদ্** — ধর্মজ্ঞ, ধর্মবিষয়ে জ্ঞানী। **ধর্মবুদ্ধি** — পাপপুণ্যবোধ, ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে বিবেচনাশক্তি। **ধর্মভয়** — ধর্মহানি বা ধর্ম হইতে বিচ্যুতির ভয়, পাপের ভয়। **ধর্মভাই** — ('ধর্মভ্রাতা' দেখ।) **ধর্মভীরু** — ধর্মবিহিত কাজ না করিলে পাছে ধর্মহানি পরলোকে শাস্তি পাইতে হয় যাহার এইরূপ ভয় আছে। বি. — **ধর্মভীরুতা**। **ধর্মভ্রষ্ট** — নিজের ধর্ম হইতে বিচ্যুত ন্যায়ের পথ হইতে বিচলিত। **ধর্মভ্রাতা** — ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, ধর্মভাই একই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় ভ্রাতৃ-স্থানীয়। **ধর্মমন্দির** — ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত গৃহ, মঠ, গির্জা, মসজিদ ঠাকুরমন্দির ইত্যাদি। **ধর্মমহামাত্র** — অশোকের আমলে নিযুক্ত ধর্ম সংক্রান্ত রাজকর্মচারী। **ধর্মমা, ধর্মমাতা** — ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাঁহাকে মা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। **ধর্মযুদ্ধ** — ধর্মের জন্য যুদ্ধ, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। ধর্মবিহিত যুদ্ধ, ন্যায়যুদ্ধ। **ধর্মযোদ্ধা** — ধর্ম রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করে। ধর্মবিহিত ভাবে যে যুদ্ধ করে, ন্যায়যোদ্ধা। **ধর্মরক্ষা** — যাহাতে ধর্মের হানি না হ

তাহার ব্যবস্থা। ধর্ম হইতে বিচ্যুত না হইবার মতো কাজ বা ব্যবস্থা। নারীর সতীত্ব রক্ষা। **ধর্মরাজ** — যম। যুধিষ্ঠির। বুদ্ধ। ধর্মঠাকুর। **ধর্মরাজ্য** — ধর্মবিহিত ভাবে শাসিত রাজ্য। ন্যায়ের শাসন, ন্যায়ের রাজ্য। **ধর্মলোপ** — ধর্মের বিনাশ, ধর্মের ধ্বংস। **ধর্মশালা** — ধর্মার্থীদের বা তীর্থযাত্রীদের থাকিবার গৃহ। **ধর্মশাসন** — ধর্মের উপদেশ। ধর্মবিহিত নিয়ম-কানুন। **ধর্মশাস্ত্র** — ধর্ম সংক্রান্ত বিধিনিষেধ লেখা আছে এমন বই। স্মৃতিশাস্ত্র। ধর্ম সংক্রান্ত বই। **ধর্মশাস্ত্রকার** — ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা। **ধর্মশীল** — ধর্মপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ। বি. — **ধর্মশীলতা**। স্ত্রী. — **ধর্মশীলা**। **ধর্মসংস্কার** — প্রচলিত ধর্মের উন্নতি সাধন, প্রচলিত ধর্মের দোষ-ত্রুটি দূরীকরণ। **ধর্মসংস্কারক** — যে ধর্ম সংস্কার করে, যে প্রচলিত ধর্মের দোষ-ত্রুটি দূর করে। **ধর্মসংগত, ধর্মসঙ্গত** — ধর্ম অনুসারে উচিত, ধর্মবিহিত। **ধর্মসংস্থাপন** — ধর্মের প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। **ধর্মসংহিতা** — ধর্ম সংক্রান্ত বিধিনিষেধের সংকলন। **ধর্মসংগীতি, ধর্মসঙ্গীতি** — ধর্ম সম্পর্কে সম্মেলন, ধর্মমহাসভা। **ধর্মসভা** — ধর্ম আলোচনার জন্য সভা, সঙ্গীতি। **ধর্মসম্মত** — ধর্মের বিধিনিষেধ অনুসারে উচিত, ধর্মবিহিত, ধর্মসংগত। **ধর্মসাক্ষী** — ধর্মকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ। ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। [ঃ 'ধর্মসাক্ষী' করিয়া।] [সং. ধর্মসাক্ষিন্।] **ধর্মসাধন** — ধর্মবিহিত আচার-অনুষ্ঠানের কঠোরভাবে পালন। **ধর্মসূত্র** — অতি সংক্ষেপে লিখিত ধর্মসংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থ। **ধর্মহানি** — ধর্মাচরণে ত্রুটি, ধর্মবিহিত নিয়ম লঙ্ঘন। **ধর্মহীন** — যাহার ধর্মবিশ্বাস নাই। অধর্মী, ন্যায়-অন্যায়-বোধশূন্য। বি. — **ধর্মহীনতা**। স্ত্রী. — **ধর্মহীনা**।

ধর্মাচরণ — ধর্মবিহিত নিয়ম পালন। ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান।

ধর্মাত্মা — ধর্মই যাহার প্রাণ স্বরূপ, ধর্মে একান্ত অনুরক্ত, ধর্মপ্রাণ। [সং. ধর্মাত্মন্।]

ধর্মাধর্ম — ধর্ম ও অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়।

ধর্মাধিকরণ — বিচারালয়, আদালত।

ধর্মাধিকার — বিচারালয়, আদালত, ধর্মাধিকরণ। ধর্ম পালনের অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার।

ধর্মাধিকারী — বিচারক, বিচারপতি, জজ। [সং. ধর্মাধিকারিন্।]

ধর্মাধ্যক্ষ — ধর্মবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী।

ধর্মানুষ্ঠান — ধর্মবিহিত কাজ। ক্রিয়াকাণ্ড।

ধর্মান্তর — অন্য ধর্ম। [ঃ 'ধর্মান্তর' গ্রহণ।] ণ. **ধর্মান্তরিত** — নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন।

ধর্মান্ধ — ধর্মের নামে বিচারবুদ্ধিহীন, নিজের ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস এবং পরের ধর্মের প্রতি যুক্তিহীন বিদ্বেষ আছে এমন। বি. — **ধর্মান্ধতা**।

ধর্মাবতার — ধর্মের বা ন্যায়ের মূর্তিমান্ রূপ, বিচারক।

ধর্মাবলম্বী — ধর্মমতে বিশ্বাসী, ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। [ঃ হিন্দু 'ধর্মাবলম্বী'।] স্ত্রী. — **ধর্মাবলম্বিনী**।

ধর্মার্থ — ধর্ম ও টাকাপয়সা। **ধর্মার্থে** — ধর্মের উদ্দেশ্যে, ধর্মসাধনের ইচ্ছায়।

ধর্মাসন — বিচারকের বসিবার স্থান, বিচারকের আসন।

ধর্মিষ্ঠ — ণ. ধর্মপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ। স্ত্রী. — **ধর্মিষ্ঠা**। **ধর্মিষ্ঠতা** — বি. ধর্মে নিষ্ঠা, ধর্মপরায়ণতা।

-ধর্মী — স্বভাব বা গুণ আছে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'চুম্বক-ধর্মী'।] [সং. ধর্মিন্।]

ধর্মীয় — ধর্ম সংক্রান্ত, ধর্মগত। [ঃ 'ধর্মীয়' রীতিনীতি।]

ধর্মোন্মাদ — ধর্ম সম্পর্কে বিচারবুদ্ধিহীন উৎসাহ আছে এমন, ধর্মান্ধ।

ধর্মোপদেষ্টা — যে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেয়।

ধর্ম্য — ধর্মসংগত, ধর্মীয়।

ধর্ষণ — উৎপীড়ন, অত্যাচার। যৌন পীড়ন, বলাৎকার। **ধর্ষণীয়** — ণ. ধর্ষণের যোগ্য। স্ত্রী. — **ধর্ষণীয়া**।

ধর্ষিত — উৎপীড়িত, অত্যাচারিত। স্ত্রী. **ধর্ষিতা** — উৎপীড়িতা, অত্যাচারিতা। [ঃ 'ধর্ষিতা' ধরণী।] যে নারীর উপর বলাৎকার করা হইয়াছে। [ঃ 'ধর্ষিতা' রমণী।]

ধলা — সাদা, ফরসা। [সং. ধবল।]

ধস — স্থানচ্যুত মাটির বড় চাপ। [ঃ 'ধস' নামা।] খসিয়া পড়ার শব্দ।

ধসকা — ধসিয়া পড়িবার মতো, শিথিল। কমজোর, দুর্বল। [ঃ 'ধসকা' চেহারা।]

ধসকানো — ক্রি. শিথিল হওয়া, শীর্ণ হওয়া। [ঃ শরীর 'ধসকে' গেছে।]

ধসধস — ধসিবার ভাঙিবার বা সহজে গুঁড়া হইবার শব্দ সূচক অনুকার। [ঃ 'ধসধস' করা।] ণ. **ধসধসে** — নরম, সহজে ভাঙে বা গুঁড়া হয় এমন।

ধসা — ক্রি. ধস নামা, মাটির চাপ স্থানচ্যুত হওয়া। ণ. ধসিয়াছে এমন। **ধসানো** — ক্রি. মাটির চাপকে স্থানচ্যুত করা। ধ্বংস করা, নষ্ট করা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

ধস্তাধস্তি — জোরে ঠেলাঠেলি, পরস্পরের উপর বলপ্রয়োগ। ভারী জিনিস ইত্যাদি তুলিবার জন্য বার বার বলপ্রয়োগ।

ধা — (সংগীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর, ধৈবতের সংকেত।

ধাঁ — শীঘ্র, দ্রুত। [ঃ 'ধাঁ' ক'রে আসা।]

ধাই — যে নারী অপরের শিশুকে মায়ের মতো পালন করে। প্রসব করানো ও প্রসূতি ও শিশুর সেবা করা যে স্ত্রীলোকের পেশা। [সং. ধাত্রী।] **ধাইমা** — মাতৃতুল্য ধাই।

ধাঁই — দ্রুত ও জোরে চড় ইত্যাদি মারার শব্দ সূচক অনুকার।

ধাউড় — (প্রাচীন কবিতায়) শঠ, ধূর্ত।

ধাউস — বড়। [ঃ 'ধাউস' ঘুড়ি।]

ধাওড়া — সাঁওতালদের কুঁড়ে ঘর বা বস্তি।

ধাওয়া — ক্রি. ধাবিত হওয়া, ছুটা। বি. ধাবন, দৌড়ানো। [ঃ 'ধাওয়া' করা।]

ধাক্কা — হঠাৎ জোরে ঠেলা। [ঃ 'ধাক্কা' লাগা।] আকস্মিক আঘাত বা বিপদ। [ঃ 'ধাক্কা' সামলানো।]

ধাঙড়, ধাঙ্গড় — হিন্দু জাতির একটি অনুন্নত শ্রেণী। ঝাড়ুদার।

ধাঁচ, ধাঁচা, ধাঁজ — রকম, প্রকার। কড়া 'ধাঁচের' মেজাজ।] আদল, ভঙ্গি। [ঃ মুখের 'ধাঁচ' অন্যরকম।]

ধাড়ী — ণ. যাহার বাচ্চা হইয়াছে এমন। বয়স্ক। [ঃ বাচ্চা ও 'ধাড়ী'।] বি. সর্দার। [ঃ দলের 'ধাড়ী'।] [সং. ধাত্রী।]

ধাত — স্বভাব, স্বাভাবিক ঝোঁক, মেজাজ। [ঃ কড়া 'ধাত'; কফের 'ধাত'।] শুক্র। [ঃ 'ধাতের' দোষ।] [সং. ধাতু।]

ধাতব — ধাতু সংক্রান্ত। ধাতুনির্মিত।

ধাতস্থ — প্রকৃতিস্থ, সুস্থ। ধাতে সহ্য হয় এমন।

ধাতা — বিধাতা, ভগবান্। ধারণকর্তা। পিতা। [সং. ধাতৃ।] স্ত্রী. — ধাত্রী।

ধাতানো — ক্রি. শাসন করা, কড়া ধমক দেওয়া।

ধাতু — সোনা রূপা লোহা ইত্যাদি খনিজ বস্তু। (আয়ুর্বেদে) পিত্ত কফ বায়ু ইত্যাদি শারীরিক উপাদান। শুক্র, বীর্য। (ব্যাকরণে) ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল। **ধাতুক্ষয়** — শুক্রক্ষয়। **ধাতুগত** — স্বভাবগত, প্রকৃতিগত, শরীরগত। ধাতুগর্ভ — যাহার মধ্যে বুদ্ধ প্রভৃতির ধাতু অর্থাৎ অস্থি দন্ত ইত্যাদি দেহাবশেষ রক্ষিত আছে, চৈত্য মঠ ইত্যাদি। **ধাতুঘটিত** — ধাতু বা খনিজ দ্রব্য দিয়া প্রস্তুত। [ঃ 'ধাতুঘটিত' ঔষধ।]

ধাত্রী — গর্ভধারিণী, জননী। ধাই, পালিকা। প্রসবে সাহায্যকারিণী, শুশ্রূষাকারিণী। পৃথিবী। ধারণকারিণী। আমলকী। **ধাত্রীবিদ্যা** — প্রসব করানো ও শিশুপালন সংক্রান্ত জ্ঞান।

ধাঁধা — ক্রি. দৃষ্টিভ্রম ঘটা। [ঃ চোখ 'ধাঁধা'।] বি. দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায় এমন বিষয় বা জটিল সমস্যা, ধোঁকা। দৃষ্টিভ্রম। [ঃ 'ধাঁধা' লাগা।] **ধাঁধানো** — ক্রি. দৃষ্টিভ্রম ঘটানো। ণ. দৃষ্টিভ্রম ঘটায় এমন। বি. ঐ অর্থে।

ধান — যে শস্য হইতে চাউল হয়, ধান্য। ঐ শস্যের তৃণজাতীয় গাছ। [ঃ 'ধান' রোয়া।] সিকি রতি বা প্রায় এক গ্রেন পরিমাণ। [সং. ধান্য।] **ধান কাটা** — ফসল তুলিবার জন্য ধানের গাছ কাটা। ধান কাঁড়া, **ধান কুটা, ধান কোটা** — ধান হইতে তুষ পৃথক করিয়া চাউল বাহির করা। **ধান ঝাড়া** — ধানের গাছ আছড়াইয়া ধানকে পৃথক করা। **ধান বুনা, ধান বোনা** — চাষের জন্য ধান ছড়ানো। **ধান ভানা** — ধান কুটা, ধান হইতে চাউল বাহির করা। **ধান রোয়া** — ধান গাছের চারা রোপণ করা, ধানের চারা পোঁতা। **ধান মাড়া** — শীষ হইতে ধান পৃথক করার জন্য গোরু ইত্যাদির পায়ে ধানের গাছ দলিত করা। **ধান ভানতে শিবের গীত** — অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা। **কতো ধানে কতো চাল** — লাভ লোকসান বা ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান বা বুদ্ধি। **আউশ ধান** — বর্ষাকালে পাকে এমন ধান। **আমন ধান** — হেমন্তকালে পাকে এমন ধান। **বীজ ধান** — চাষ করিবার উদ্দেশ্যে বপনের উপযোগী ধান।

ধানশী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী। [সং. ধনাশ্রী।]

ধানাই-পানাই — নানা অপ্রাসঙ্গিক উক্তি। [ঃ 'ধানাই-পানাই' করা।]

ধানী — ণ. কাঁচা ধানের মতো রংবিশিষ্ট। ধানের মতো। [ঃ 'ধানী' লঙ্কা।] বি. স্থান। [ঃ 'রাজধানী'।]

ধানুকী — ধনুকধারী। তীরনিক্ষেপে পটু, ধনুর্ধর। [সং. ধানুষ্ক।]

ধান্দা — কাজকর্মের খোঁজ। [ঃ পেটের 'ধান্দা'।] ফিকির। সন্ধান। [ঃ কাজের 'ধান্দা'।] সন্দেহ, ধাঁধা। [সং. দ্বন্দ্ব।]

ধান্য — যে শস্য হইতে চাউল হয়, ধান। ধানের গাছ [ঃ 'ধান্য' রোপণ।] **ধান্যকর্তন, ধান্যচ্ছেদন** — ধানের গাছ কাটা। **ধান্যবীজ** — বীজ ধান, বীজরূপে রক্ষিত ধান।

ধান্যক — ধনিয়া, ধনে। [সং.]

ধান্যেশ্বরী — (ব্যঙ্গে) ধেনো মদ।

ধাপ — সিঁড়ির পইঠা, সোপান।

ধাপা — বৃহৎ মাঠ বা জলাভূমি যেখানে জল জমে বা অন্যান্য জিনিস স্তূপীকৃত হয়। **ধাপার মাঠ** — কলিকাতার পার্শ্ববর্তী মাঠ যেখানে জঞ্জাল জমা করা হয়।

ধাপ্পা — মিথ্যা আশ্বাস উপদেশ ভয় দেখানো ইত্যাদি। প্রতারণা, ফাঁকি, গুল। **ধাপ্পাবাজ** — যে প্রায়ই ধাপ্পা দেয়, প্রতারক। **ধাপ্পাবাজি** — ধাপ্পাবাজের কাজ। ধাপ্পা, প্রতারণা।

ধাবড়া — অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে এমন ময়লা বা ময়লার চিহ্ন। [ঃ এক 'ধাবড়া' কালি।] ণ. ময়লার দ্বারা অনেকখানি জায়গা চিহ্নিত। **ধাবড়ানো** — ক্রি. ময়লা কালি ইত্যাদি দিয়া অনেকখানি জায়গা চিহ্নিত করা বা নোংরা করা। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

ধাবক — যে ধাবন করে, ধাবনকারী।

ধাবন — বেগে গমন, ছোটা। ধৌতকরণ, ধোয়া। [ঃ দন্ত-'ধাবন'।]

ধাবমান — দৌড়িতেছে এমন, বেগে গমনশীল। স্ত্রী. — **ধাবমানা**।

ধাবাড়ে — (প্রাচীন কবিতায়) দ্রুতগমনশীল।

ধাবিত — বেগে দৌড়িয়াছে বা দৌড়িতেছে এমন। [ঃ 'ধাবিত' হওয়া।] যাহার পেছনে দৌড়া হইয়াছে বা হইতেছে এমন। [ঃ পশ্চাদ্-'ধাবিত'।] স্ত্রী.—**ধাবিতা**।

ধাম — আবাস। বাড়ির ঠিকানা। [নাম-'ধাম'।] পবিত্র স্থান। [ঃ কাশী-'ধাম'।] দেবতাদের বাসস্থান, পবিত্র বাসস্থান। [ঃ স্বর্গ-'ধাম'।] [সং. ধামন্।]

ধামনিক — ধমনী সংক্রান্ত।

ধামসা — ঢাক ঢোল জাতীয় বাদ্য যাহা জোরে পিটাইয়া বাজাইতে হয়।

ধামসানো — ক্রি. দলন করা, মর্দন করা। জোরে প্রহার করা। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

ধামা — শস্যাদি রাখিবার বা মাপিবার উপযোগী বেতের ঝুড়ি। **ধামা চাপা দেওয়া** — কোনও বিষয় গোপন করা বা চাপিয়া দেওয়া। **ধামাধরা** — অত্যন্ত খোশামুদে।

ধামাই — মন্দিরের অধ্যক্ষ বা পুরোহিত।

ধামার — (সংগীতে) একরকম তাল। [ঃ ধ্রুপদ-'ধামার'।]

ধামাল — (প্রাচীন কবিতায়) দুরন্ত, দামাল। **ধামালী** — রসিকতা, চতুরালী।

ধামি — ছোট ধামা।

-ধার — যে ধারণ করে বা যে ধরে অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কর্ণ-'ধার'; ঃ সূত্র-'ধার'।]

ধার — প্রান্ত ভাগ, শেষ অংশ, সীমা। [ঃ নদীর 'ধার'; ঃ পুকুরের 'ধার'; ঃ 'ধারে'-কাছে।] সংস্রব। [ঃ 'ধার' ধারা।] তীক্ষ্ণতা। [ঃ ছুরির 'ধার'।] [সং.] ঋণ, হাওলাত। [ঃ টাকা 'ধার' করা।]

ধার — ধারা। [ঃ অশ্রু-'ধার'।]

ধারক — যে ধরে। [ঃ তন্ত্র-'ধারক'।] মল কঠিন হয় বা ভেদ বন্ধ করে এমন। [ঃ 'ধারক' ঔষধ।] (তুঃ 'রেচক')।

ধারণ — হাতে বা দেহে স্থাপন বা গ্রহণ। [ঃ মাদুলি 'ধারণ'; ঃ মস্তকে 'ধারণ'।] গ্রহণ, পরিগ্রহ। [ঃ রূপ-'ধারণ'; ঃ মূর্তি-'ধারণ'।] সংবরণ। [ঃ মলমূত্রের বেগ 'ধারণ'।] বহন বা উত্তোলন। [ঃ গোবর্ধন-'ধারণ'।] ধরিয়া রাখা, আটক রাখা, রক্ষণ। [ঃ জল-'ধারণ'।] অধিকারী হওয়া, আয়ত্ত করণ। [ঃ শক্তি-'ধারণ'।] মান্য করণ। [ঃ উপদেশ 'ধারণ'।] **ধারণকারী** — যে ধারণ করে। স্ত্রী. — **ধারণকারিণী**।

ধারণা — মানসিক বোধ, ভাব। [ঃ 'ধারণা' হওয়া।] বিশ্বাস, সংস্কার। [ঃ ভুল 'ধারণা'।] স্মৃতিশক্তি, ধৃতি। মানসিক একাগ্রতা, কল্পনা, চিন্তা। [ঃ 'ধারণা' করা; ঃ 'ধারণার' অতীত।]

ধারণীয় — ধারণ করিবার উপযুক্ত, যাহা ধারণ করা যায় বা উচিত।

ধারয়িতা — যে ধারণ করে, ধারণকারী।

[সং. ধারয়িতৃ।] স্ত্রী. — **ধারয়িত্রী।**

ারয়িষ্ণু — ধারণ করিয়া থাকে বা আছে এমন।

ারা — নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বা স্রোত। [ঃ জল-'ধারা'।] তরল বস্তুর অবিরাম বর্ষণ বা পতন। [ঃ বৃষ্টি-'ধারা'; ঃ অশ্রু-'ধারা'।] বৃষ্টি। ঝরনা, ফোয়ারা। ছেদহীন গতি। [ঃ সাহিত্যের 'ধারা'।] রীতি, রকম, ধরন। [ঃ এ কেমন 'ধারা'।] আইনের অংশ, section. [ঃ ১২০ 'ধারা'।]

ারা — ক্রি. ঋণী থাকা। [ঃ পাঁচ টাকা 'ধারি'।] **ধার ধারা** — তোয়াক্কা রাখা, ভয় করা, গণ্য করা। [ঃ কারও কথার 'ধার ধারি' না।] সংস্রব রাখা। [ঃ লেখা-পড়ার 'ধার ধারে' না।]

ারাক্রমে — ধারা অনুসারে। রীতি ঐতিহ্য া আইনের অংশ অনুসারে।

ারাগৃহ — ফোয়ারা আছে এমন ঘর।

ারাধর — মেঘ।

ারাপাত — গণিত-শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক।

ারাবাহিক — অবিচ্ছিন্নভাবে পর পর, নিয়মিতভাবে পর পর, ক্রমিক। [ঃ 'ধারাবাহিক' প্রকাশ।] নিয়মিতভাবে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পর পর প্রকাশিত হয় এমন। [ঃ 'ধারাবাহিক' উপন্যাস।] বি. **ধারাবাহিকতা** — অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কযুক্ত ক্রম।

ারাযন্ত্র — ফোয়ারা। বহুছিদ্রবিশিষ্ট পিচকারি বা পাত্র যাহা হইতে জল দেওয়া যায়।

ারাল, ধারালো — ধার বা তীক্ষ্ণতা আছে এমন। [ঃ 'ধারালো' ছুরি।]

ারাসম্পাত — বৃষ্টিপাত।

ারাসার — অবিরাম প্রবল বৃষ্টিপাত।

ারী — 'ধারণকারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বেশ-'ধারী'; ঃ জটাজুট-'ধারী'।] [সং. ধারিন্।] স্ত্রী. **-ধারিণী** — 'ধারণকারিণী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গর্ভ-'ধারিণী'; ঃ বেশ-'ধারিণী'।]

ধারোষ্ণ — সদ্য দোহনের ফলে ঈষৎ গরম। [ঃ 'ধারোষ্ণ' দুগ্ধ।]

ধার্তরাষ্ট্র — ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, দুর্যোধনাদি।

ধার্মিক — যে ধর্ম পালন করে, যে ধর্ম-সংগতভাবে জীবন যাপন করে, ধর্মনিষ্ঠ। ধর্মীয়, ধর্মগত। বি. — **ধার্মিকতা।**

ধার্য — স্থিরীকৃত, নির্দিষ্ট। [ঃ দিন 'ধার্য' করা; ঃ খাজনা 'ধার্য' করা।]

ধার্ষ্টামি, ধার্ষ্টামো — ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য। অশোভন ব্যবহার বা কাজ।

ধার্ষ্ট্য — ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য।

ধিক্ — নিন্দা ও ঘৃণাসূচক শব্দ। [ঃ 'ধিক্' তাকে।]

ধিকিধিকি — মৃদু বা ক্ষীণ জ্বলন সূচক অনুকার।

ধিক্কার — নিন্দা বা ঘৃণাসূচক ঘোষণা, ধিক্ ধিক্ উক্তি। [ঃ 'ধিক্কার' দেওয়া।] ঘৃণা বা অতিশয় বিরক্তি। [ঃ জীবনে 'ধিক্কার' আসা।] ণ. **ধিক্কৃত** — ধিক্ ধিক্ ঘোষিত, নিন্দিত। [ঃ 'ধিক্কৃত' জীবন।]

ধিঙ্গী — (নিন্দায়) দুরন্ত, চঞ্চলস্বভাব, উদ্দাম। [ঃ 'ধিঙ্গী' মেয়ে; ঃ 'ধিঙ্গী' নাচ।] (প্রাচীন কবিতায়) দলের সর্দার, দলপতি। **ধিঙ্গীপনা** — দুরন্তপনা, উদ্দাম স্বভাব, অসংযত আচরণ।

ধিনধিন — নৃত্যের ভাব ও ছন্দ সূচক অনুকার। বাজনার বোল।

ধিমা — ('ঢিমা' দেখ।)

ধী — বুদ্ধি, জ্ঞান। **ধীমান্** — জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান। স্ত্রী. — **ধীমতী। ধীশক্তি** — মননশক্তি, চিন্তাশক্তি।

ধীবর — মাছ ধরা ও বিক্রয় করা যাহার পেশা, জেলে।

ধীর — মৃদু, মন্থর। [ঃ 'ধীর' গতি।] শান্ত, চঞ্চল নহে এমন। [ঃ 'ধীর' স্বভাব।] ধৈর্যশালী। স্ত্রী. — **ধীরা**। বি. **ধীরতা, ধীরত্ব** — মৃদু ভাব, মন্থরতা, গতিবেগের অল্পতা, চাঞ্চল্যের অভাব। ধৈর্য। **ধীরপ্রশান্ত** — অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত নায়কের গুণবিশিষ্ট। বহুবিধ সামান্য গুণবিশিষ্ট (নায়ক)। **ধীরললিত** — অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত ধীর, নম্র ও নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত (নায়ক)। **ধীরা** — ১৬ অক্ষরের কবিতার একরকম ছন্দ। অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিতা নায়িকা যে স্পষ্ট ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বক্রোক্তি করে। **ধীরে** — আস্তে, মৃদু-ভাবে। **ধীরে ধীরে** — আস্তে। নিচু গলায়, মৃদু-কণ্ঠে। [ঃ 'ধীরে ধীরে' বলল।] একটু একটু করিয়া ক্রমে। [ঃ 'ধীরে ধীরে' জানতে পারবে।] **ধীরেসুস্থে** — তড়বড় না করিয়া, আস্তে আস্তে, র'য়ে-ব'সে, আরাম করিয়া। [ঃ 'ধীরেসুস্থে' করা; ঃ 'ধীরেসুস্থে' আসা।]

ধীরোদাত্ত — অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত ধীর বিনয়ী ও নিরহংকার (নায়ক)।

ধীরোদ্ধত — অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক যে কখনও ধীর কখনও বা উদ্ধত, অহংকারী ও কৌশলী।

ধুকড়ি — অত্যন্ত মোটা সুতার ময়লা কাপড়।

ধুকধুক — স্পন্দন বা জ্বলনের মৃদুতা সূচক অনুকার।

ধুকধুকি — কণ্ঠহারের সহিত লাগানো গহনা যাহা বুকের উপর দোলে, হারের 'পেন্ডেন্ট'।

ধুকনি — ('ধুঁকুনি' দেখ।)

ধুকপুক — ভয়ে বা আশঙ্কায় হৃৎস্পন্দনের দ্রুততা সূচক অনুকার। [ঃ বুক 'ধুক-পুক' করা।] **ধুকপুকানি, ধুক-পুকুনি** — আশঙ্কায় দ্রুত হৃৎস্পন্দন। আশঙ্কাপূর্ণ সংশয়।

ধুঁকা — ক্রি. কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করা, হাঁপানো। [ঃ লোকটা গরমে 'ধুঁকছে'।]

ধুকুড়ি — ('ধুকড়ি' দেখ।)

ধুঁকুনি — শ্বাসকষ্টের জন্য বুকের ওঠা-পড়া, দুর্বলতার ফলে শ্বাসকষ্ট।

ধুচনি, ধুচুনি — চাল ইত্যাদি ধুইবার বহু ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র।

ধুৎ — উপেক্ষা বিরক্তি অগ্রাহ্যতা ইত্যাদি সূচক অনুকার। [ঃ 'ধুৎ', কী যে বলিস।]

ধুতরা, ধুতরো — ('ধুতুরা' দেখ।)

ধুতি — পুরুষের পরিবার কাপড়। (প্রাচীন কবিতায়) ঘুষ। [হি. ধোতি।]

ধুতুরা — একরকম ছোট গাছ। ঐ গাছের ফুল ও ফল। [সং. ধুস্তুর।]

ধুঁদুল — ঝিঙ্গাজাতীয় একরকম ফল।

ধু ধু — আগুনের প্রচণ্ড জ্বলন সূচক অনুকার, দাউ দাউ। [ঃ 'ধু ধু' ক'রে জ্বলা।] বহুদূর পর্যন্ত অবারিত বিস্তৃতি শূন্যতা উত্তাপ ইত্যাদি সূচক অনুকার। [ঃ মরুভূমি 'ধু ধু' করছে।]

ধুনচি, ধুনাচি, ধুনুচি — ধুনা পোড়াইবার পাত্র।

ধুনন — কম্পন। তুলা পরিষ্কার করণ ও ফাঁপানোর কাজ। (ব্যঙ্গে) অতিশয় প্রহার বা মর্দন।

ধুনা — ক্রি. ধনুকের মতো যন্ত্রের সাহায্যে তুলাকে পিঁজিয়া ফাঁপানো ও পরিষ্কার করা। বেদম প্রহার করা।

ধুনা, ধুনো — বি. শাল গাছের আঠা যাহা পুড়াইলে সুগন্ধ বাহির হয়। [সং. ধুনক।] **ধুনা দেওয়া** — ধুনা

পুড়াইয়া তাহার ধোঁয়া দেওয়া। দোকান ইত্যাদি খুলিবার বা বন্ধ করিবার সময়ে ধুনা পুড়াইয়া ধোঁয়া দেওয়ার নিয়মিত কাজ।

ধুনারী, **ধুনুরী** — যে তুলা ধুনে।

ধুনি — সন্ন্যাসীদের অগ্নিকুণ্ড। [ঃ 'ধুনি' জ্বালা।]

ধুনী — নদী। [ঃ সুর-'ধুনী'। [সং.]

ধুনো — ('ধুনা' দেখ।)

ধুন্ধুমার — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা। ঝুল। তুমুল কোলাহল।

ধুন্দুল — ('ধুঁদুল' দেখ।)

ধুপ্ — ছোট কোমল জিনিস পড়িবার শব্দ। **ধুপধাপ** — ক্রমাগত ধুপ্ শব্দ।

ধুপ — রোদ, রৌদ্র। [হি.] **ধুপছায়া** — ময়ূরকণ্ঠী রং বা রঙের। [ঃ 'ধুপছায়া' শাড়ি।]

ধুম — আড়ম্বর, সমারোহ, জাঁকজমক। বহু লোকের সমাবেশ বা আগ্রহ। **ধুম-ধড়াক্কা** — উৎসবাদির আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন। সমারোহ, ধুমধাম। **ধুম-ধাম** — উৎসবাদির আড়ম্বর, সমারোহ।

ধুমড়ী — মোটা বয়স্কা মেয়ে, ধুমসী।

ধুমসা — মোটা। [ঃ 'ধুমসা' চেহারা; ঃ 'ধুমসা' লোক।] স্ত্রী. — **ধুমসী**।

ধুমসানো — ক্রি. জোরে কিল মারা, মুষ্ট্যাদির দ্বারা প্রহার করা।

ধুমসো — ('ধুমসা' দেখ।)

ধুম্ব — লম্বা ও মোটা, স্থূলকায়, ধুমসা। [ঃ 'ধুম্ব' মিনসে।] স্ত্রী. — **ধুম্বী**।

ধুয়া — গানের যে পদ দোহারগণ বার বার গায়। একঘেয়ে উক্তি। [সং. ধ্রুবা।]

ধুয়া — ('ধোয়া' দেখ।)

ধুঁয়া — কোনও কিছু পুড়িবার ফলে উত্থিত বাষ্প, ধূম।

ধুয়ো — ('ধুয়া' দেখ।)

ধুর — অগ্রভাগ, সম্মুখ। [ঃ 'ধুরন্ধর'।] রথ গাড়ি ইত্যাদির অগ্রভাগ যাহা ঘোড়া বলদ ইত্যাদির কাঁধে থাকে। [সং. ধুর্।]

ধুরন্ধর — অগ্রণী। দক্ষ, নিপুণ। কৌশলী। ধড়িবাজ।

ধুরা — ('ধুর' দেখ।)

ধুল — ধূলি। (গণিতে) কড়ার অংশ। ১/২০ কাঠা।

ধুলট — কীর্তনাদির পর ধুলায় গড়াগড়ি।

ধুলা, **ধুলো** — মাটির গুঁড়া, মাটির কণা, ধূলি। **ধুলাখেলা, ধুলোখেলা** — ধুলা লইয়া শিশুদের খেলা। [ঃ শৈশবের 'ধুলাখেলা'।] **ধুলা-পা, ধুলো-পা** — বিবাহের আটদিনের মধ্যে স্বামীর গৃহে নববধূর দ্বিতীয়বার আগমনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। **চক্ষে বা চোখে ধুলা দেওয়া** — ফাঁকি দেওয়া।

ধুস্তুর, **ধুস্তূর** — ('ধুতুরা' দেখ।)

ধূপ — পুড়াইলে সুগন্ধ ধোঁয়া উঠে এমন একরকম কাঠির মতো সরু বাতি। [সং.]

ধূম — ধোঁয়া। **ধূমকেতু** — ঝাঁটার মতো দেখিতে একরকম আকাশচারী জ্যোতিষ্ক যাহাকে অশুভ মনে করা হয়, comet. সর্বনাশা ব্যক্তি বা বস্তু। [ঃ জীবনের 'ধূমকেতু'।] **ধূমপান** — তামাক বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি খাওয়া। **ধূমপায়ী** —যে ধূমপান করে। স্ত্রী. — **ধূম-পায়িনী**। **ধূমযোনি** — মেঘ। আগুন। **ধূমসেবন** — ('ধূমপান' দেখ।) **ধূম-সেবী** — ('ধূমপায়ী' দেখ।)

ধূমল — ('ধূম্র' দেখ।)

ধূমাবতী — দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

ধূমাভ — যাহার রং ধোঁয়ার মতো এমন।

ধূমায়মান — যাহা হইতে ধুঁয়া উঠিতেছে। যাহা ধুঁয়ায় পরিণত হইতেছে। ঘটিতে বা প্রকাশ পাইতে যাইতেছে এমন, ঘনায়-

মান। [ঃ 'ধূমায়মান' ক্রোধ।]
ধূমায়িত — ধূঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধূঁয়ায় পরিণত। অনিষ্টকর ঘটনার সম্ভাবনায় পূর্ণ।
ধূমোদ্গার — সজোরে ধোঁয়া ছাড়া। [ঃ ইঞ্জিনের 'ধূমোদ্গার'।]
ধূম্র — ধোঁয়া রঙের, ধোঁয়াটে রঙের। **ধূম্রকেশী** — ধোঁয়ার মতো রঙের চুল আছে যাহার। **ধূম্রলোচন** — পুরাণে বর্ণিত দৈত্যরাজ শুম্ভনিশুম্ভের সেনা-

ধূর্জটি — শিব, মহাদেব।
ধূর্ত — (নিন্দায়) চালাক, অতিশয় চতুর, ধড়িবাজ। বি. — **ধূর্ততা**।
ধূল — ('ধুল' দেখ।)
ধূলা — ('ধুলা' দেখ।)
ধূলি — মাটির গুঁড়া, মৃত্তিকাচূর্ণ, ধুলো। [সং.] **ধূলিকণা** — ধূলির অতিসূক্ষ্ম অংশ। **ধূলিধূসর** — ধূলায় মলিন, ধূলিমাখা, ধূলায় ধূসরবর্ণ। **ধূলি-ধূসরিত** — ধূলায় ধূসরবর্ণ বা মলিন হইয়াছে এমন, ধূলামাখা। [ঃ 'ধূলি-ধূসরিত' দেহ।] **ধূলিপটল**—উড়িতেছে এমন ধূলিরাশি। **ধূলিময়** — ধূলায় পূর্ণ। ধূলায় আচ্ছন্ন। **ধূলিরাশি** — বহু পরিমাণ ধূলা। **ধূলিশয্যা** — মাটিরূপ বিছানা, মৃত্তিকাতল। **ধূলি-সাৎ** — ধূলায় পরিণত, চূর্ণবিচূর্ণ।
ধূল্যবলুণ্ঠিত — ধূলায় পতিত, ধূলায় লুণ্ঠিত। স্ত্রী. — **ধূল্যবলুণ্ঠিতা**।
ধূসর — ছাই রঙের, মেটে রঙের। পাংশু-বর্ণ। **ধূসরিত** — ধূসর রঙে পরিণত। মলিন। [ঃ ধূলি-'ধূসরিত'।] **ধূসরিমা** —ধূসর রঙ। পাণ্ডুরতা। [সং. ধূসরি-মন্।]
ধৃত — ধরা বা ধারণ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ধৃত' যষ্টি; ঃ 'ধৃত' তস্কর।]

ধৃতরাষ্ট্র — মহাভারতে বর্ণিত বিচিত্র-বীর্যের পুত্র, দুর্যোধনাদির পিতা।
ধৃতি — ধারণ। ধারণা। ধৈর্য।
ধৃষ্ট — উদ্ধত, নির্লজ্জ। অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত মিথ্যাবাদী নির্লজ্জ (নায়ক)। বি. — **ধৃষ্টতা**। স্ত্রী. — **ধৃষ্টা**।
ধৃষ্টদ্যুম্ন — মহাভারতে বর্ণিত দ্রৌপদীর ভাই, দ্রুপদ রাজার পুত্র।
ধেআই — (প্রাচীন কবিতায়) ধ্যান করি।
ধেআন — (প্রাচীন কবিতায়) ধ্যান।
ধেই ধেই — উদ্দাম নৃত্যের ভংগী ও ছন্দ সূচক অনুকার।
ধেড়ে — ণ. (নিন্দায়) বয়স্ক, ধাড়ী। বি. উদবিড়াল, ভোঁদড়।
ধেৎ — ('ধুৎ' দেখ।)
ধেনু — নবপ্রসূতা গাভী। গাভী।
ধেনো — ণ. যাহাতে ধান উৎপন্ন হয় এমন। [ঃ 'ধেনো' জমি।] ধান বিক্রয় করে এমন। [ঃ 'ধেনো' কারবারী; ঃ 'ধেনো' বড়লোক।] ধান হইতে প্রস্তুত। [ঃ 'ধেনো' মদ।] বি. ধান হইতে প্রস্তুত মদ।
ধেবড়া — ণ. মোটা ও নোংরা (লেখা)। বি. তরল বা নরম জিনিসের বিশ্রী দাগ বা দলা। [ঃ এক 'ধেবড়া' কালি।]
ধেবড়ানো — ক্রি. মোটা ও নোংরা করিয়া লেখা। নোংরা করিয়া অনেকখানি তরল বা নরম জিনিস লাগানো।
ধেয় — গ্রহণীয়, ধারণীয়, গ্রাহ্য। জ্ঞেয়।
ধেয়ান — (কবিতায়) ধ্যান। **ধেয়ানী** — (কবিতায়) ধ্যানী। **ধৈবত** — (সংগীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর যাহার সংক্ষিপ্ত রূপ 'ধা'।
ধৈরজ, ধৈরয — (কবিতায়) ধৈর্য।
ধৈর্য — শান্তভাবে সহ্য বা অপেক্ষা করিবার শক্তি, সহিষ্ণুতা, ধীরতা। **ধৈর্যচ্যুত** — যাহার শান্তভাবে সহ্য বা

অপেক্ষা করিবার শক্তি নষ্ট হইয়াছে, অধীর, অশান্ত, অসহিষ্ণু। বি. — **ধৈর্য-চ্যুতি। ধৈর্যধারণ** — ধীর ও সহিষ্ণু ভাব অবলম্বন। [ঃ 'ধৈর্যধারণ' করা।] **ধৈর্যবান্** — যাহার ধৈর্য আছে, ধীর ও সহিষ্ণু। বি. — **ধৈর্যবত্তা। ধৈর্যশালী** — ধৈর্যবান্, ধীর ও সহিষ্ণু প্রকৃতির। বি. — **ধৈর্যশীলতা**। স্ত্রী. — **ধৈর্য-শীলা। ধৈর্যহারা** — শান্তভাবে সহ্য বা অপেক্ষা করিবার শক্তি হারাইয়াছে এমন। **ধৈর্যহীন** — যাহার ধৈর্য নাই, অধীর ও অসহিষ্ণু। বি. — **ধৈর্যহীনতা**। স্ত্রী. — **ধৈর্যহীনা**।

ধোওয়া — ('ধোয়া' দেখ।)

ধোওয়ানো — ('ধোয়ানো' দেখ।)

ধোকড়া — খুব মোটা কাপড়। ছেঁড়া কাঁথা। মোটা কাপড় ইত্যাদির থলি। **ধোকড়া সুচ** — কাঁথা থলে ইত্যাদি সেলাই করার উপযোগী মোটা সুচ। **কথার ধোকড়** — বাচাল, বাক্যবাগীশ।

ধোঁকা — সন্দেহ, সংশয়, ধন্দ। [ঃ 'ধোঁকা' লাগা।] ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা। [ঃ 'ধোঁকা' দেওয়া।] দাল-বাটা দিয়া রাঁধা এক-রকম ব্যঞ্জন। **ধোঁকাবাজ** — ধাপ্পাবাজ, প্রতারণা করা যাহার স্বভাব বা পেশা। **ধোঁকাবাজি** — ধোঁকাবাজের কাজ। ধাপ্পা, প্রতারণা।

ধোনা — ক্রি. ধনুকের মতো যন্ত্র দিয়া তুলা সাফ করা ও ফাঁপানো। ণ. ঐরূপ যন্ত্র দিয়া সাফ করা ও ফাঁপানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'ধোনা' তুলো।] বি. ঐ অর্থে।

ধোপ — ধোপা দিয়া পরিষ্কার করণ, ধোলাই। [ঃ দু' 'ধোপ'।] **ধোপদস্ত, ধোপদুরস্ত** — ভালোভাবে ধোলাই করা বা কাচা হইয়াছে এমন।

ধোপা — কাপড় কাচা যাহার পেশা, রজক। স্ত্রী. — **ধোপানী**।

ধোবা, ধোবানী — ('ধোপা' ও 'ধোপানী' দেখ।)

ধোয়া — ক্রি. জল ইত্যাদি দিয়া পরিষ্কার করা, ধৌত করা। ণ. জল ইত্যাদি দিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন, ধৌত, কাচা। [ঃ 'ধোয়া' কাপড়।] বি. ধৌত করণ, পরিষ্কার করণ। [ঃ 'ধোয়ার' আগে।] **ধোয়ানি** — যাহা দিয়া ধোয়া হইয়াছে। [ঃ চাল-'ধোয়ানি' জল।] ধোয়ার জন্য মজুরি, ধোপার পারিশ্রমিক। [ঃ 'ধোয়ানি' খরচ।] **ধোয়ানো** — ক্রি. অপরকে দিয়া ধোয়া, ধৌত করানো। ণ. অপরকে দিয়া কাচা বা পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ধোয়ানো' কাপড়।] বি. অপরকে দিয়া ধৌত করণ। [ঃ ঘা 'ধোয়ানো'র পর।]

ধোঁয়া — ('ধুঁয়া' দেখ।)

ধোঁয়াটে — ধোঁয়ার মতো। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়ার মতো রঙের। অস্পষ্ট।

ধোলাই — বি. ধোয়ার কাজ, ধোপ, ধৌত করণ। খুব প্রহার। [ঃ 'ধোলাই' দেওয়া।] ণ. ধৌত। [হি. ধুলাই।]

ধোসা — একরকম মোটা পশমী শীতের কাপড়। [হি. ধুস্‌সা।]

ধৌত — ধোয়া হইয়াছে এমন, জল ইত্যাদির দ্বারা পরিষ্কৃত, ধোয়া। কাচা। বি. **ধৌতি** — ধৌত করণ, প্রক্ষালন। হঠযোগে জল দিয়া অন্ত্রাদি ধুইবার একরকম প্রক্রিয়া।

ধৌম্য — মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের পুরোহিত।

ধ্যাত — যে বিষয়ে ধ্যান করা হইয়াছে এমন। **ধ্যাতব্য** — ধ্যানের যোগ্য, ধ্যেয়।

ধ্যান — গভীর চিন্তা, অভিনিবেশ। গভীর

মনোযোগের সহিত দেবতাদির মূর্তি চিন্তা বা কল্পনা। **ধ্যানগম্য** — ধ্যানের দ্বারা জানা যায় এমন। **ধ্যানমগ্ন** — ধ্যানে তন্ময়, সমাহিত। **ধ্যানযোগ** — ধ্যানের সাহায্য। [ঃ 'ধ্যানযোগে' জানিলেন।] **ধ্যানরত** — ধ্যান করিতেছে এমন। **ধ্যানস্থ** — ধ্যানে নিবিষ্ট, ধ্যানে রত। **ধ্যানী** — যে ধ্যান করে। ধ্যান-মগ্ন। [ঃ 'ধ্যানী' বুদ্ধের মূর্তি।] [সং. ধ্যানিন্।]

ধ্যাবড়া — ('ধেবড়া' দেখ।)

ধ্যাবড়ানো — ('ধেবড়ানো' দেখ।)

ধ্যেয় — ধ্যানের যোগ্য, ধ্যাতব্য। গভীর-ভাবে চিন্তনীয়।

ধেয়ানো — ক্রি. (কবিতায়) ধ্যান করা।

ধ্রুপদ — একরকম উচ্চাঙ্গ সংগীত, ধ্রুবপদ। **ধ্রুপদী** — ণ. ধ্রুপদ সংগীতে নিপুণ। বি. নিপুণ ধ্রুপদগায়ক।

ধ্রুব — ণ. স্থির, অটল, সুনিশ্চিত। বি. স্থির বলিয়া মনে করা হয় এমন উত্তর আকাশের এক নক্ষত্র। পুরাণে বর্ণিত উত্তানপাদ রাজার হরিভক্ত পুত্র। **ধ্রুবতা** —বি. স্থিরতা, সুনিশ্চয়তা। অবিচলিত ভাব। **ধ্রুবতারা** — স্থির বলিয়া মনে করা হয় উত্তরাকাশের এমন একটি নক্ষত্র, Pole-star. স্থির লক্ষ্য, সুনিশ্চিত আদর্শ। [ঃ জীবনের 'ধ্রুবতারা'।] **ধ্রুবপদ** — ধ্রুপদ। **ধ্রুবলোক** — পুরাণে বর্ণিত হরিভক্ত ধ্রুবের অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

ধ্রুবা — গানের ধুয়া।

ধ্বংস — বি. নাশ, বিনাশ, উচ্ছেদ। বধ। ব্যাপকভাবে বিনাশ। ক্ষয়, অপচয়। [ঃ অন্ন 'ধ্বংস' করা।] ণ. বিধ্বস্ত, বিনষ্ট, উচ্ছন্ন। [ঃ 'ধ্বংস' হওয়া।] **ধ্বংসক** — ধ্বংসকারী, বিনাশকারী। **ধ্বংসকার্য** — ধ্বংস করিবার কাজ। ধ্বংসসাধন। **ধ্বংসন** — ধ্বংসসাধন, বিনষ্ট করণ। **ধ্বংসনীয়** — ধ্বংসের যোগ্য। **ধ্বংসলীলা** — উল্লাসের সহিত অনুষ্ঠিত ব্যাপক ধ্বংসকার্য। **ধ্বংসসাধন** — ধ্বংস ঘটানো, বিনাশসাধন।

ধ্বংসা — ক্রি. (কবিতায়) ধ্বংস করা। [ঃ 'ধ্বংসিল'।] **ধ্বংসানো** — ক্রি. ধ্বংস করা। [ঃ অন্ন 'ধ্বংসানো'।]

ধ্বংসাবশিষ্ট — ণ. ধ্বংসের পর অবশিষ্ট আছে এমন। **ধ্বংসাবশেষ** — বি. বিনষ্ট বা বিধ্বস্ত হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। [ঃ প্রাচীন নগরের 'ধ্বংসাবশেষ'।]

ধ্বংসিত — বিনষ্ট, বিধ্বস্ত।

ধ্বংসী — যাহা ধ্বংস করে। [ঃ বিমান-'ধ্বংসী' কামান।] যাহা সহজে ধ্বংস হয় এমন, নশ্বর। [সং. ধ্বংসিন্।]

ধ্বজ — পতাকা, নিশান। পুরুষের জননেন্দ্রিয়। [ঃ 'ধ্বজ'-ভঙ্গ।] **ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ** — বিষ্ণুর পায়ের পতাকা ও বজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন। **ধ্বজভঙ্গ** — বি. পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য। ণ. যাহার ঐরূপ দুর্বলতা আছে।

ধ্বজা — পতাকা, নিশান। ধর্ম আদর্শ ইত্যাদির প্রচার সম্পর্কে ভণ্ডামি, ভেক। [ঃ ধর্মের 'ধ্বজা'।] **ধ্বজাধারী** — পতাকাধারী, নিশান বহনকারী। ধর্ম আদর্শ ইত্যাদির প্রচার সম্পর্কে যে ভণ্ডামি করে। [ঃ ধর্মের 'ধ্বজাধারী'।]

ধ্বজী — ('ধ্বজাধারী' দেখ।)

ধ্বনা — ক্রি. (কবিতায়) ধ্বনিত করা। ধ্বনিত হওয়া। [ঃ 'ধ্বনিব'; ঃ 'ধ্বনিল শূন্যে'।]

ধ্বনি — শব্দ, রব, আওয়াজ, নাদ, নিনাদ। **ধ্বনিত** — ধ্বনিতে পূর্ণ, শব্দে মুখরিত, শব্দিত, নিনাদিত।

ধ্বন্যাত্মক — ধ্বনিমূলক, ধ্বনি অনুসারে

-ভূত, onomatopoetic.

; — বিনষ্ট, ধ্বংস হইয়াছে এমন। ঃ 'ধ্বস্ত'-বিধ্বস্ত।]

ান্ত — অন্ধকার, আঁধার।

ান্তারি — অন্ধকারনাশকারী, সূর্য।

ন

— নয় নাই বিপরীত ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। ঃ 'নগণ্য'।] [সং. নঞ্।]

ন' — (সংক্ষেপে) নয়। [সং. নব।]

— নূতন। সেজোর পরবর্তী। [ঃ 'ন'-দিদি 'ন'-দাদা।] [সং. নব।]

— বকনা বা মাদী (বাছুর)। [সং. ...বী।] (প্রাচীন কবিতায়) নদী।

...লে — নাহিলে, অন্যথায়, না হইলে,

...ই — মাসের নয় তারিখ বা তারিখে।

...- — 'নূতন ও 'নবীন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'নও'-জোয়ান; ঃ 'নও'- রোজ।] **নওজোয়ান** — নবীন যুবক, যুবক। **নওরোজ** — নূতন দিন। বৎসরের প্রথম দিন (পারসীক দিনপঞ্জী অনুসারে ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকে পড়ে)।

...বত — ('নহবত' দেখ।)

...বতখানা — ('নহবতখানা' দেখ।)

— (সংক্ষেপে) নম্বর। [ঃ ৬৬ 'নং'।]

...ল — বি. অনুকরণ। প্রতিলিপি, কপি। [ঃ দলিলের 'নকল'।] ণ. অনুকরণে প্রস্তুত, কৃত্রিম, জাল, খাঁটী নহে। ভণ্ড, কপট। [ঃ 'নকল' সন্ন্যাসী।] [আ. নক্ল্।] **নকলনবিশ, নকলনবিশি** — ('নকলনবিস' ও 'নকলনবিসি' দেখ।)

নকলনবিস — যে প্রতিলিপি করে, যে লেখা নকল করে। অনুকরণে পটু। ভান করিতে ওস্তাদ। **নকলনবিসি** — নকলনবিসের কাজ বা পদ। **নকলে'** — নকল করিতে পটু, অভিনয় বা ভান করিতে পটু।

নকশা — রেখাচিত্র। মানচিত্র। গৃহ-নির্মাণ ও অংকনাদির প্রাথমিক খসড়া। হালকা সরস রচনা। অলংকার ইত্যাদির কারুকার্য। কাপড় ইত্যাদির বিচিত্র শিল্পকাজ। [আ. নক্শ্।] **নকশি** — ণ. নকশা আছে এমন। [ঃ 'নকশি' কাঁথা।] বি. সোনা রূপা ইত্যাদির পাতের উপর খোদাইয়ের কাজ।

নকিব, নকীব — রাজদরবারে রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তির পরিচয় ও মর্যাদা ঘোষণা করার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, ঘোষক। [আ. নকীব্।]

নকুল — নেউল, বেজি। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডু ও মাদ্রীর পুত্র, চতুর্থ পাণ্ডব। **নকুলেশ, নকুলেশ্বর**—শিববিগ্রহ বিশেষ।

নক্ত — রাত্রি, নিশা, রজনী। [সং.] **নক্তচারী** — নিশাচর। [সং. নক্তচারিন্] স্ত্রী. — **নক্তচারিণী**।

নক্র — কুমির, কুম্ভীর।

নক্ষত্র — তারকা, তারা। বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত তারকাপুঞ্জ। উল্কা। [ঃ 'নক্ষত্র'-গতি; ঃ 'নক্ষত্র'-বেগ।] **নক্ষত্রপতি** — চন্দ্র। **নক্ষত্রপাত** — উল্কাপাত। সুবিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু। **নক্ষত্ররাজ** — চন্দ্র। **নক্ষত্রলোক** — পুরাণে বর্ণিত তারার দেশ।

নক্ষত্রালোক — তারার আলো, নক্ষত্রের কিরণ।

নক্সা — ('নকশা' দেখ।)

নখ — আঙুলের ডগার পাতলা হাড়ের মতো শক্ত অংশ। **নখকুনি** — নখের কোণে পুঁজ জমার একরকম রোগ। **নখদর্পণ** — কোনও বিষয়ে পুঙখানু-

পুঙ্খ জ্ঞান। [ঃ 'নখদর্পণে' থাকা।]

নখর — (প্রধানত পশুপাখীর) তীক্ষ্ণধার নখ।

নখাগ্র — নখের ডগা।

নখাঘাত — নখের আঘাত, আঁচড়।

নখী — তীক্ষ্ণ নখ আছে এমন প্রাণী। [ঃ 'নখী'-দন্তী।] [সং. নখিন্।]

নগ — পর্বত। বৃক্ষ, গাছ। **নগনন্দিনী** — পর্বতকন্যা, হিমালয়ের কন্যা পার্বতী, দুর্গা। **নগপতি, নগরাজ** — পর্বতের রাজা, হিমালয়।

নগণ্য — গণনার অযোগ্য, অতি অল্প-সংখ্যক। তুচ্ছ, গণ্য করার অযোগ্য।

নগদ — সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেওয়া হয় বা হইয়াছে এমন। [ঃ 'নগদ' বিক্রয়।] দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে নহে, cash. [ঃ 'নগদ' পঞ্চাশ টাকা।] [আ. নক্দ্।] **নগদা** — সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বা মূল্য মিটাইয়া দিতে হয় এমন। [ঃ 'নগদা' কারবার; ঃ 'নগদা' মজুর।]

নগর — (নগ বা পর্বতের মতো উচ্চ গৃহে শোভিত স্থান) শহর। **নগরপাল** — শহরের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী। মেয়র। **নগরবাসী** — শহরের অধিবাসী। স্ত্রী. — **নগরবাসিনী**। **নগররক্ষী** — শহরের রক্ষায় নিযুক্ত কর্মী। **নগরস্থ** — শহরে অবস্থিত। **নগরস্থাপন** — শহর প্রতিষ্ঠা, নূতন শহর নির্মাণ।

নগরাধ্যক্ষ — ('নগরপাল' দেখ।)

নগরী — নগর, শহর।

নগরীয় — শহর সংক্রান্ত।

নগরোপান্ত — শহরের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, শহরতলি।

নগাধিরাজ, নগেন্দ্র, নগেশ — পর্বতের রাজা, নগরাজ, হিমালয়।

নগ্ন — অনাবৃত, ঢাকা নাই এমন। [ঃ 'নগ্ন' পদ।] উলঙ্গ, বিবস্ত্র, ল্যাংটা। গোপন বা লুকানো নহে এমন। সত্যের 'নগ্ন' প্রকাশ।] বি. নগ্নতা। স্ত্রী. — **নগ্না**।

নগ্নক — ণ. উলঙ্গ। বি. বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। স্ত্রী. **নগ্নিকা** — বস্ত্রহীনা অল্পবয়স্কা বালিকা।

নঙ্গর — ('নোঙর' দেখ।)

নচিকেতা — বেদে বর্ণিত ঋষি। আ... দেব। বাজশ্রবার পুত্র যিনি যমের নি... হইতে অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করেন।

নচেৎ — নইলে, নতুবা, অন্যথা।

নচ্ছার — অতি নীচ ও নির্লজ্জ, লম্প... পাজী।

নছিব — ('নসিব' দেখ।)

নজর — দৃষ্টি। [ঃ 'নজরে' পড়া।] ল... দৃষ্টি। [ঃ 'নজর' দেওয়া।] সত... দৃষ্টি। [ঃ 'নজর' রাখা।] দেও... নেওয়া সম্পর্কে মনোভাব। [... 'নজর'; ঃ ছোট 'নজর'।] ভেট, ... ঢৌকন, নজরানা। [ফা. নজ্র্। **নজর লাগা** — ডাইন ও অপদে... ইত্যাদির কুদৃষ্টিতে পড়া। **নজরে ...** — পছন্দ হওয়া। **নজরে পড়া** সুদৃষ্টিতে পড়া। দৃষ্ট হওয়া, চো... পড়া। **নেকনজর, সুনজর** — ম... ইত্যাদির ভালো ধারণা ও প্রসন্নতা। 'সুনজরে' পড়া।] **কুনজর** — ম... ইত্যাদির মন্দ ধারণা ও অপ্রসন্নতা, ... দৃষ্টি। [ঃ 'কুনজরে' পড়া।] **নজ... বন্দী** — চোখে চোখে রাখা হইয়া... এমন। কারাগারের বাহিরে কো... নির্দিষ্ট স্থানে প্রহরাধীন অবস্থা... আটক। বি. ঐরূপ আটক ব্যক্তি।

নজরানা — রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি... প্রদত্ত সাক্ষাৎকালীন উপহার, সেলামী, ভেট, উপঢৌকন, দর্শনী। [ফা.]

নজর, **নজীর** — দৃষ্টান্ত। পূর্বে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এইরূপ প্রমাণ। [আ. নজীর্।]

নঞর্থ — 'নহে' এই অর্থ। **নঞর্থক** — না বা বিপরীত অর্থসূচক, ঋণাত্মক, negative. (তুঃ 'সদর্থক'।)

নট — যে নাচে, নর্তক, নাচিয়ে। অভিনেতা। লম্পট। স্ত্রী. — **নটী**।

নটখট, **নটখটি** — শ্রমসাধ্য ও বিরক্তিকর কাজ। ণ. — **নটখটে**।

নটঘট, **নটঘটি** — অবৈধ প্রণয় ও কেলেংকারি। ণ. — **নটঘটে**।

নটবর — নর্তকশ্রেষ্ঠ, লম্পটশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ।

নটরাজ — নর্তকশ্রেষ্ঠ। নৃত্য ও অভিনয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা, শিব। নৃত্যরত শিবের মূর্তি।

নটিনী — (কবিতায়) নর্তকী, নটী। [ঃ চলে যেন 'নটিনী'।]

নটী — নর্তকী। বারাঙ্গনা, বেশ্যা। ('নট' দেখ।)

নটে — একরকম শাক।

নড়চড় — খেলাপ, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, অন্যথাকরণ। [ঃ কথার 'নড়চড়' হওয়া।]

নড়ন — নড়াচড়া, টলন। **নড়নচড়ন** — নড়াচড়া, নড়িবার ভাব। নড়চড়, ব্যতিক্রম, খেলাপ। প্রাণ বা চলন শক্তিসূচক স্পন্দন, হাত পা সঞ্চালন ইত্যাদি। **নড়নচড়নরহিত** — নড়াচড়া নাই এমন, স্থির, অসাড়।

নড়নড় — সহজে নড়ে এমন আলগা ভাব ও শৈথিল্য সূচক অনুকার। [ঃ 'নড়নড়' করা।] ণ. **নড়নড়ে** — আলগা ও শিথিল, যাহা সহজে নড়ে বা দোলে এমন।

নড়বড় — ('নড়নড়' দেখ।)

নড়বড়ে — ('নড়নড়ে' দেখ।)

নড়া — ক্রি. দুলা, সঞ্চালিত হওয়া। [ঃ পাতা 'নড়ে'।] অন্যত্র যাওয়া, সরা, যাওয়া। [ঃ 'নড়তে' চায় না।] আলগা বা শিথিল হওয়া। [ঃ দাঁত 'নড়া'; ঃ খুঁটি 'নড়া'।] অন্যথা হওয়া, খেলাপ হওয়া। [ঃ কথা 'নড়া'; ঃ হুকুম 'নড়া'।] ণ. নড়িয়াছে এমন, আলগা বা শিথিল হইয়াছে এমন। [ঃ 'নড়া' দাঁত।] **নড়ানো** — ক্রি. আন্দোলিত করা, নাড়া। স্থানান্তরিত করা। অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা। অন্যথা করানো। [ঃ হুকুম 'নড়ানো'।]

নড়ি — লাঠি, যষ্টি। [ঃ অন্ধের 'নড়ি'।]

নড়ি — (প্রাচীন কবিতায়) মজুর, জন।

নত — নিচের দিকে হেলিয়াছে বা ঝুঁকিয়াছে এমন। [ঃ মাথা 'নত' করা।] বিনীত, নত। [ঃ 'নত' হওয়া।] স্ত্রী. — **নতা**। বি. — **নতি**। **নতচক্ষু** — নিচের দিকে আবদ্ধদৃষ্টি, মাটির দিকে তাকাইয়া আছে এমন। **নতজানু** — জানুর উপর ভর করিয়া বসিয়াছে এমন। [ঃ 'নতজানু' হওয়া।] **নতমস্তক** — হেঁটমাথা, যে মাথা নিচু করিয়াছে, যে বিনয় বা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। বিনীত। লজ্জিত। **নতমস্তকে** — মাথা হেঁট করিয়া। বিনীতভাবে। পরাজয় স্বীকার করিয়া। লজ্জিত হইয়া। বিনা প্রতিবাদে। **নতশির** — ('নতমস্তক' দেখ।) **নতশিরে** — ('নতমস্তকে' দেখ।)

নতি — অবনত ভাব। পরাজয়। [ঃ 'নতি' স্বীকার।] ঝুঁকিয়া বা হেলিয়া পড়ার ভাব। (কবিতায়) বিনীত প্রার্থনা। [ঃ এই করি 'নতি'।] প্রণাম, নমস্কার।

নতুন — ('নূতন' দেখ।)

নতুবা — নচেৎ, নইলে, না হইলে।

নতোন্নত — উঁচুনিচু, বন্ধুর।

নথ — বালার মতো নাকের একরকম গহনা।

ইত্যাদির তাড়া। [ঃ মকদ্দমার 'নথি'।] কোনও বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র, file. [হি. নথ্থী]

নদ — নদীর পুংলিঙ্গ। [ঃ ব্রহ্মপুত্র 'নদ'; ঃ সিন্ধু 'নদ'; ঃ নীল 'নদ'।] স্ত্রী. **নদী** — স্বাভাবিক সুবিস্তৃত জলপ্রবাহ। [ঃ গঙ্গা-'নদী'।] **নদীকূল** — নদীর পাড়, নদীর তীর। **নদীগর্ভ** — নদীর তলদেশ, নদীর খাত। **নদীবক্ষ** — নদীর জলের উপরিভাগ। **নদীবহুল** — যেখানে অনেক নদ-নদী আছে এমন। **নদীমাতৃক** — বহু নদ-নদী আছে এমন, বহু নদ-নদী থাকার ফলে উর্বর ও সমৃদ্ধ। [ঃ 'নদীমাতৃক' ভারতবর্ষ।] বি. — **নদীমাতৃকতা**। **নদীমুখ** — নদীর মোহানা।

নদীয়া — বাংলা দেশের বিখ্যাত জেলা (শ্রীচৈতন্যের জন্মের জন্য সুপরিচিত)।

নদে, নদে' — নদীয়া। [ঃ 'নদে'র নিমাই।] **নদের চাঁদ** — নদীয়ার গৌরববর্ধনকারী, চৈতন্যদেব।

নধর — পুষ্ট ও সুকোমল। [ঃ 'নধর' দেহ।] সুপুষ্ট ও কোমলতার ভাব আছে এমন। [ঃ 'নধর' কান্তি।] তাজা। [সং. নবধর।]

নন — (সংক্ষেপে) নহেন। [ঃ তিনি 'নন'।]

ননদ — স্বামীর বোন। [সং. ননন্দৃ।]

ননদিনী, ননদী — (কবিতায়) ননদ।

ননন্দা — ননদ (মূল অর্থ যে আনন্দিতা বা ভ্রাতৃজায়ার প্রতি প্রসন্না হয় না)। [সং. ননন্দৃ।]

ননি, ননী — মাখন। [সং. নবনীত।] **ননীর পুতুল** — (নিন্দায়) সামান্য ক্লেশে কাতর হইয়া পড়ে এমন। **ননীগোপাল** — ননী যাঁহার প্রিয় সেই বালক কৃষ্ণ।

ননীচোরা — যে ননী চুরি করে, শ্রীকৃষ্ণ

নন্দ — কৃষ্ণের পালক পিতা, যশো[দার] স্বামী। আনন্দ। আনন্দের কার[ণ]

নন্দকুমার, নন্দদুলাল, নন্দলাল — ন[ন্দের] আদরের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ।

নন্দন — পুত্র। যে বা যাহা আনন্দ দে[য়]। পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের বিখ্যাত বাগা[ন]। [ঃ 'নন্দন' কানন।] **নন্দনকান[ন]**, **নন্দনবন** — ইন্দ্রের বাগান। **নন্দনত[ত্ত্ব]**, **নন্দনবিদ্যা** — সৌন্দর্যতত্ত্ব, শিল্প সাহিত্যাদির সৌন্দর্য বিষয়ক আলো[চনা] ও জ্ঞান, esthetics.

নন্দা — বি. ননদ। দুর্গা। (জ্যোতি[ষে]) প্রতিপদ ষষ্ঠী ও একাদশী এই তি[ন] তিথি। ণ. আনন্দদায়িনী। আন[ন্দ]রূপিণী।

নন্দাই — ননদের স্বামী, স্বামীর ভগি[নী]পতি। [সং. ননন্দৃপতি।]

নন্দি, নন্দিকেশ্বর — শিবানুচর নন্দী।

নন্দিগ্রাম — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত স্থা[ন] যেখানে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা স্থা[পন] করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

নন্দিত — আনন্দিত। অভিনন্দিত। [দেশ দেশ 'নন্দিত' করি'।] স্ত্রী. **নন্দিতা**।

নন্দিনী — বি. কন্যা, দুহিতা। বশিষ্ঠে[র] বিখ্যাত ধেনু, কামধেনু, সুরভি[র] কন্যা। ণ. আনন্দদায়িনী।

নন্দী — বি. শিবের বিখ্যাত অনুচর। আনন্দদায়ক। আনন্দিত। আনন্দ[ের] অধিকারী। [সং. নন্দিন্।]

নন্দ্য — আনন্দের যোগ্য।

নপুংসক — ক্লীব, হিজড়ে, পুরুষও ন[হে] স্ত্রীও নহে এমন। খোজা, ছিন্নমু[ষ্ক]

নফর — চাকর, ভৃত্য। [আ.]

নব — নূতন, আগে ছিল না এমন। [

...যুগ।] সদ্য। [ঃ 'নব'-জাত।] ...উদিত। [ঃ 'নবারুণ'।] [সং.] **নবকলিকা** — নূতন কুঁড়ি। **নবকার্তিক** সদ্যোজাত কার্তিকের মতো সুন্দর। **নবকুমার** — নবজাত বালক। **নবঘন** — ...মেঘ। **নবঘনশ্যাম** — নূতন ...মতো কালো। **নবজন্ম** — ...জীবন লাভ। পূর্ব অবস্থার পূর্ণ পরিবর্তন। **নবজাত** —মাত্র ...ক্ষণ আগে জন্মলাভ করিয়াছে এমন, ...জাত। স্ত্রী. — **নবজাতা**। **নবজাতক** — সদ্যোজাত শিশু। **নবজীবন** - নূতন জীবন, পূর্ব অবস্থার আমূল পরিবর্তন। নূতনভাবে জীবনীশক্তির সঞ্চার। **নবজ্বর** — সদ্য আরম্ভ হইয়াছে ...জ্বর, নূতন জ্বর। **নবডঙ্কা** — ...কিছুই নয়, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সূচক ...। [ঃ দেবে 'নবডঙ্কা'।] **নবতম** — সর্বাপেক্ষা নূতন, সর্বাপেক্ষা ...তিক। স্ত্রী. — **নবতমা**। **নবদম্পতি** — নববিবাহিত স্বামীস্ত্রী। **নববধূ** — নূতন বউ, সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী। **নববর্ষ** — নূতন বৎসরের প্রথম দিন। নূতন বৎসর। **নববিধান** — নূতন নিয়ম। কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের শাখা। **নববিবাহিত** — সম্প্রতি বিবাহিত, সদ্যবিবাহিত। স্ত্রী. — **নববিবাহিতা**। **নবমল্লিকা** — মল্লিকা জাতীয় একরকম ফুল ও তাহার ...ছ। **নবযুবক** — সবেমাত্র যৌবন লাভ করিয়াছে এমন পুরুষ, তরুণ। ...ী **নবযুবতী** — সবেমাত্র যৌবন লাভ করিয়াছে এমন নারী। **নবযৌবন** বি. যৌবনকালের প্রথম ভাগ, সবেমাত্র আসিয়াছে এমন যৌবন, তারুণ্য। ণ. নবযুবক, তরুণ। **নবযৌবনা** — ('নব-যুবতী' দেখ।)

নব — নয় সংখ্যা বা নয়সংখ্যক। [সং. নবন্।] **নবগ্রহ**—নয়টি গ্রহ, (হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে) রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু। **নবদুর্গা**—দুর্গার নয় রূপ বা মূর্তি। **নবদ্বার**—দুই চক্ষু দুই কর্ণ দুই নাসা মুখ পায়ু ও উপস্থ, দেহের এই নয়টি ছিদ্র। **নবধা**—নয় খণ্ডে। নয় ভাবে। নয় দিকে। **নবধাতু**—সোনা রুপা সীসা তামা ইত্যাদি নয়টি ধাতু। **নবনবতি**—নিরানব্বই, ৯৯ সংখ্যা। **নবনবতিতম**—৯৯ সংখ্যার পূরক, নিরানব্বইয়ের। **নবপত্রিকা**—কলা বেল অশোক কচু মান ডালিম ইত্যাদি নয় রকমের পাতা দিয়া নির্মিত দেবীমূর্তি, কলাবউ। **নবরত্ন**—মাণিক্যাদি নয়টি বহুমূল্য বস্তু। কিংবদন্তী অনুসারে বিক্রমাদিত্যের নয়জন সভাপণ্ডিত। নয়জন মহাপণ্ডিত। **নবরস** —অলংকারশাস্ত্র বর্ণিত শৃঙ্গার হাস্য করুণ ইত্যাদি নয়টি রস বা শিল্পগত প্রধান গুণ। **নবশাক, নবশাখ, নবশায়ক** —বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের ময়রা তাঁতী তিলী মালী কামার কুমার বারুই সদ্‌গোপ নাপিত এই নয়টি শ্রেণী।

নবত—('নহবত' দেখ।)

নবতি — ৯০ সংখ্যা বা ৯০ সংখ্যক। [সং.] **নবতিতম** — নব্বই সংখ্যার পূরক, নব্বইয়ের।

নবনী, নবনীত — ননি, মাখন। [সং.] **নবনীতক** — ননি, ঘি।

নবনীত — ণ. সদ্য আনা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **নবনীতা**।

নবম — নয় সংখ্যার পূরক, নয়ের। [সং.] স্ত্রী. **নবমী** — ণ. নবম-স্থানীয়া, নয়সংখ্যার পূরণকারিণী। [ঃ 'নবমী' কন্যা।] বি. দশমীর পূর্ববর্তী ও অষ্টমীর পরবর্তী তিথি।

নবাগত — নূতন আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **নবাগতা**।

নবান্ন — ধান কাটার পর নূতন ধান হইতে জাত অন্নগ্রহণের উৎসব যাহাতে দুধ গুড় নারিকেল ইত্যাদি সহ আতপ চাউল খাওয়া হয়। নূতন অন্ন।

নবাব — মুসলমান আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সামন্তরাজা। (ব্যঙ্গে) নবাবের তুল্য বিলাসী। **নবাবজাদা** — নবাবের পুত্র। **নবাবজাদী** — নবাবের কন্যা। **নবাবপুত্তুর, নবাবপুত্র** — (ব্যঙ্গে) অতিশয় বিলাসী ও অকর্মণ্য ব্যক্তি। **নবাবি** — নবাবের পদ। (ব্যঙ্গে) অতিশয় বিলাস বা দাম্ভিক আচরণ। [ঃ 'নবাবি' করা।] **নবাবী** — ণ. নবাব সংক্রান্ত। [ঃ 'নবাবী' আমল।]

নবারুণ — সবেমাত্র উঠিয়াছে এমন সূর্য।

নবাশীতি — ঊননব্বই, ৮৯। **নবাশীতিতম** — ঊননব্বই সংখ্যার পূরক।

-নবিস, -নবিশ, -নবীস, -নবীশ—'লেখে' বা 'করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নকল-'নবিস'; ঃ শিক্ষা-'নবিস'।] [ফা.] **-নবিসি, -নবিশি, -নবীসি, -নবীশি** — 'লেখা' বা 'কাজ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নকল-'নবিসি'; ঃ শিক্ষা-'নবিসি'।]

নবিস — নূতন শিক্ষার্থী। আনাড়ী। [ই. novice.]

নবী — ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর। বাণী-বাহক। [আ. নবীহ্।]

নবীকরণ — নূতন করিয়া গঠন, জীর্ণ-সংস্কার। ণ. — **নবীকৃত**।

নবীন — নূতন। তরুণ। বি. — **নবীনতা, নবীনত্ব**। স্ত্রী. **নবীনা** — তরুণী। (তুঃ 'প্রবীণা'।)

নবীভবন, নবীভাব — বি. নূতন হওয়া, নবরূপপ্রাপ্তি। ণ. — **নবীভূত**।

নবেল — ('নভেল' দেখ।)

নবোঢ় — নববিবাহিত। স্ত্রী. — **নবোঢ়া**। [সং.]

নবোদয় — নূতন উদয়, সবেমাত্র উদয় **নবোদিত** — সবেমাত্র উদিত হইয়াছে বা উঠিয়াছে এমন।

নবোদ্গত — সবেমাত্র উদ্গত বা বাহির হইয়াছে এমন। [ঃ 'নবোদ্গত' অঙ্কুর।] বি. **নবোদ্গম** — সবেমাত্র বাহির হওয়ন।

নবোদ্যম — নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ।

নবোদ্যোগ — নূতন উদ্যোগ, নূতন প্রয়াস।

নব্বই, নব্বুই—৯০ সংখ্যা। [সং. নবতি।]

নব্য — নূতন, নবীন। আধুনিক স্ত্রী. — **নব্যা**।

নভ, নভঃ — আকাশ। [সং. নভস্। **নভচারী**—আকাশে বিচরণকারী, আকাশগামী, গগনচর। **নভতল** — আকাশতল, গগনতল, আকাশের গা। **নভশ্চর** — ('নভচারী' দেখ।) **নভস্তল** — ('নভ-তল' দেখ।) **নভস্থল, নভঃস্থল** — আকাশ, শূন্য, আকাশের অন্তর্ভুক্ত স্থান। **নভস্পর্শী, নভস্পৃক্** — আকাশ ছুঁইয়াছে এমন, গগনচুম্বী **নভস্বান্** — বায়ু, বাতাস।

নভেম্বর — ইংরেজী বৎসরের একাদশ মাস, November. [ই.]

নভেল — উপন্যাস। [ঃ নাটক-'নভেল'। [ইং. novel.] **নভেলী** — নভেলে যেমন ঘটে সেইরকম। [ঃ 'নভেলী' কায়দা; ঃ 'নভেলী' ঢং।]

নভোদেশ — আকাশ, আকাশবর্তী স্থান

নভোমণ্ডল — বৃত্তাকার আকাশ, আকাশ

নম, নমঃ — নমস্কার। [ঃ 'নম' হে 'নম'। [সং. নমস্।]

নমন — নতি, নত করণ বা হওয়ন। নই

ঝ্ঁকিয়া পড়ার ভাব। ণ. **নমনীয়** — যাহাকে সহজে নোয়ানো বা বাঁকানো যায়, কোমল, অকঠিন। বি. — **নমনীয়তা**।

নমশূদ্র — বাঙালী হিন্দুর একটি জাতি।

নমস্কার — করজোড়ে অভিবাদন। প্রণাম। **নমস্কারী** — বিবাহ ইত্যাদিতে নমস্য ব্যক্তিকে দেয়। [ঃ 'নমস্কারী' কাপড়।] ঐরূপ দেয় বস্তু। [ঃ 'নমস্কারী' পাওয়া।] **নমস্কৃত** — যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে। **নমস্কৃত্য** — নমস্কারের যোগ্য, পূজনীয়, পরম শ্রদ্ধেয়।

নমস্য — প্রণামের বা নমস্কারের যোগ্য, প্রণম্য। [ঃ তিনি 'নমস্য' ব্যক্তি।] স্ত্রী — **নমস্যা**।

নমি — ক্রি. (কবিতায়) নমস্কার করা। [ঃ তোমারে 'নমি'।]

নমাজ — মুসলমানধর্ম অনুসারে উপাসনা।

নমিত — যাহাকে নোয়ানো বা নত করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. **নমিতা**।

নমুচি — পুরাণে বর্ণিত জনৈক দৈত্য। **নমুচিসূদন** — নমুচির বিনাশকারী, ইন্দ্র।

নমুনা — পদার্থের পরিচয়সূচক অংশ, [illegible] নিদর্শন, sample. [ঃ কাপড়ের 'নমুনা'।] যাহা অনুযায়ী করা যায় বা [illegible] হয়, আদর্শ, pattern. [ফা. [illegible]।]

নম্র — ('নম' দেখ।)

[illegible] — ('নমশূদ্র' দেখ।)

নম্বর — ক্রম বা উৎকর্ষ সূচক অঙ্ক। [ঃ তিন 'নম্বর' গুদাম।] সংখ্যা। [ঃ ক্রমিক 'নম্বর'।] পরীক্ষার উৎকর্ষ-অপকর্ষ সূচক সংখ্যা। [ই. number.] **নম্বর লাগানো** — [illegible] ক্রম অনুসারে দাঁড়ানো, 'কিউ' [illegible]। চিহ্নিত করা। **এক নম্বর, পয়লা নম্বর** — (নিন্দার্থে) প্রথম শ্রেণীর। [ঃ এক'নম্বর' চোর।] **নম্বরী** — চিহ্নিত। ক্রম অনুসারে চিহ্নিত পয়লা-নম্বর। [ঃ 'নম্বরী' ফোক্কড়।]

নম্য — নমস্কারের যোগ্য, নমস্য, প্রণম্য। নমনীয়, নোয়ানো যায় এমন। স্ত্রী. — **নম্যা**।

নম্র — বিনীত, উদ্ধত নয়, শান্ত। বি. — **নম্রতা**।

নয় — ৯ সংখ্যা। [সং. নবন্।] **নয়-ছয়** — নষ্ট, তছনছ, অপব্যয়িত।

নয় — নীতি। [ঃ 'নয়জ্ঞ'।] **নয়জ্ঞ, নয়বিদ্** — যে নীতি জানে, নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন। **নয়জ্ঞান** — নীতিজ্ঞান।

নয় — ক্রি. নহে, হয় না। অ. না হয়, দুইটির একটি। [ঃ বৃষ্টি হবে, 'নয়' ঝড় উঠবে; ঃ হয় ছেলে, 'নয়' মেয়ে।] **নয় ত, নয়তো** — নতুবা। [ঃ তুমি আসবে, 'নয়তো' যাব না।]

নয়ই — ('নউই' দেখ।)

নয়ন — চোখ। **নয়নকোণ** — চোখের পার্শ্বদেশ, চোখের কোণ। **নয়নগোচর** — দেখা গিয়াছে এমন, দৃষ্ট। **নয়ন-জল** — চোখের জল, অশ্রু। **নয়নবাণ** — দৃষ্টিরূপ তীর, হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনে এমন দৃষ্টি, ক্ষিপ্র অপাঙ্গদৃষ্টি। **নয়নমণি** — চোখের তারা। অতি প্রিয় জন।

নয়নজুলি — ছোট নালা।

নয়নসুক — একরকম মিহি সুতী কাপড়।

নয়না — (কবিতায়) অপাঙ্গদৃষ্টি। [ঃ 'নয়না' হানা।]

নয়নানন্দ, নয়নাভিরাম — দেখিলে আনন্দ হয় এমন, প্রিয়দর্শন।

নয়নোপান্ত — চোখের পার্শ্বদেশ, নয়ন-কোণ, অপাঙ্গ।

নয়া — নূতন। [ঃ 'নয়া' দিল্লী।]

[হি.]

নয়ান — (কবিতায়) নয়ন, চোখ।

নয়ানজুলি — ('নয়নজুলি' দেখ।)

নর — মানুষ। জনৈক প্রাচীন ঋষির নাম। অর্জুন। পুরুষ, মর্দা। **নরকংকাল** — মড়ার চর্মহীন মাংসহীন অস্থিময় দেহ। **নরকপাল** — মড়ার মাথার খুলি। **নরকেশরী** — মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, বীর পুরুষ। **নরখাদক** — মানুষ খায় এমন। বি. — **নরখাদকতা**। **নরঘাতী** — যে মানুষ হত্যা করে। **নরদেব** — রাজা। দেবতুল্য মানুষ। **নরদেবতা** — মনুষ্যরূপী দেবতা। **নরনারায়ণ** — অর্জুন ও কৃষ্ণ। পুরাণে বর্ণিত দুইজন ঋষি। মানুষরূপী ভগবান্। **নরপতি** — রাজা। **নরপশু** — পশুর মতো স্বভাববিশিষ্ট মানুষ, কদাচারী মানুষ। **নরপিশাচ** — পিশাচ প্রকৃতির মানুষ, অতি হৃদয়হীন মানুষ। **নরপুংগব** — মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। **নরবর** — শ্রেষ্ঠ মানব। রাজা। **নরবলি** — দেবতাদির উদ্দেশে মানুষ বধ। **নরবাহন** — কুবের। পালকি, ডুলি। **নরমাংস** — মানুষের মাংস। **নরমাংসাশী** — মানুষের মাংস খায় এমন, নরখাদক। **নরমুণ্ড** — মানুষের মাথা। **নরমুণ্ডমালা** — মানুষের মাথা দিয়া গাঁথা মালা। **নরমুণ্ডমালিনী** — যিনি নরমুণ্ডের মালা পরেন, কালী। **নরমেধ** — মানুষ বলি দেওয়া হয় এমন যজ্ঞ। **নরযান** — শিবিকা, পালকি। **নরলীলা** — মানব জীবন। **নরলীলা সংবরণ করা** — (মানুষ) মারা যাওয়া। **নরলোক** — মনুষ্যদের আবাসস্থান, পৃথিবী। **নরসিংহ** — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর এক অবতার যিনি প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করিয়াছিলেন, ইঁহার দেহের অর্ধেক সিংহের মতো ও অর্ধেক মানুষের মতো ছিল নরশ্রেষ্ঠ। **নরসুন্দর** — (ব্যঙ্গার্থে নাপিত। **নরহত্যা** — মানুষ বধ, খু **নরহন্তা** — যে মানুষকে হত্যা করিয়া নরঘাতী। **নরহরি** — মানুষের মূর্তি নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ। নরসিংহ অবতার।

নরক — পুরাণে বর্ণিত পাপীদের শা ভোগের জন্য নির্দিষ্ট ভয়ংকর স্থা পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর, কৃ যাহাকে বধ করেন। **নরককুণ্ড** নরকের কদর্য ঘৃণ্য চৌবাচ্চা। ঘৃণ্য ও নোংরা স্থান। **নরকগামী** নরকে যাইবে বা যায় এমন।

নরদমা — ('নর্দমা' দেখ।)

নরম — কোমল, কঠিন নয় এমন। কি বা দয়া প্রকাশ করে এমন। [ঃ 'নর হওয়া; ঃ 'নরম' সুর।] তেজী নয় এ [ঃ বাজার 'নরম'।] **নরম-গরম** ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তিরস্কার। [ঃ 'নর গরম' শোনানো।]

নরমা, নরমানো — ক্রি. নরম হওয়া

নরাকার — মানুষের আকৃতিবিশি [ঃ 'নরাকার' পশু।] মানুষের চেহার [ঃ 'নরাকারে' পশু তুই।] — মানুষের মতো আকারবিশিষ্ট।

নরাজ — তাঁতের কাষ্ঠনির্মিত এক অ যাহাতে টানা বা বোনা কাপড় জড়া থাকে।

নরাধম — অতিশয় নীচ ব্যক্তি, পা দুরাত্মা।

নরাধিপ — রাজা, নরপতি।

নরান্তক — নরঘাতী, নরহত্যাকারী।

নরী — নহর আছে এমন। [ঃ সাত মুক্তার মালা।]

নরুন — নখ কাটিবার অস্ত্র। **পেড়ে** — সরু পাড় আছে এমন। 'নরুন-পেড়ে' কাপড়।]

রেন্দ্র — নরপতি, রাজা। স্ত্রী. — নরেন্দ্রাণী।

রেশ, নরেশ্বর — রাজা, নরেন্দ্র, নরপতি।

— মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ।

— যে নাচে, নৃত্য যাহার পেশা।

— নর্তকী। নর্তন — নাচ, নাচন, নৃত্য। নর্তন-কুর্দন — নাচাকুদা, ফূর্তি, প্রমোদ। নর্তনপ্রিয় — ণ. যে নাচিতে ভালোবাসে। বি. শিব, ময়ূর। নর্তনশালা—নাচের জন্য নির্দিষ্ট ঘর, নাচঘর।

নর্তিত — ণ. যাহাকে নাচানো হইয়াছে হইতেছে। নর্তিনী — (কবিতায়) নর্তকী, নটী।

র্দমা — জল নিকাশের উপযোগী ছোট নালা, ড্রেন।

র্দন — উচ্চনাদ, গর্জন। ণ. নর্দিত — উচ্চ শব্দে পূর্ণ, গর্জিত।

র্ম — কৌতুকপূর্ণ খেলা, লীলা।

নর্মদা— মধ্যভারতের অন্যতম বিখ্যাত নদী, রেবা (ইহা হিন্দুদের নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়)। নর্মসখা — খেলার সাথী। স্ত্রী. — নর্মসখী। নর্মসচিব — বিদূষক, পরিহাসপটু পারিষদ। নর্মসহচর — খেলার সংগী। স্ত্রী. — নর্মসহচরী।

ল — ফাঁপা লম্বা চোঙ, পাইপ, টিউব। নলকূপ — মাটির তলায় গাড়িয়া জল তুলিবার যন্ত্র, tube well.

— একরকম তৃণজাতীয় গাছ, খাগড়া।

— মহাভারতে বর্ণিত দময়ন্তীর স্বামী। রামায়ণে বর্ণিত বানর বীর।

লচে — হুঁকার কাঠের নল যাহার উপর কলিকা বসানো হয়। খোল-নলচে বদলানো — আগাগোড়া সমস্তই পরিবর্তন করা।

নলা — 'নল আছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দো-'নলা' বন্দুক।]

নলি — ('নলী' দেখ।)

নলিচা — ('নলচে' দেখ।)

নলিন — পদ্ম। [ঃ 'নলিনাক্ষ'।] নলিনী — পদ্ম। নলিনীদল — পদ্মের পাপড়ি। নলিনীদলগত — পদ্মের পাপড়িতে পড়িয়াছে বা আছে এমন।

নলী — ছোট নল।

-নলী — ছোট নলযুক্ত।

নলেন — নল হইতে উৎপন্ন। নলেন গুড় — নূতন খেজুর গুড়।

নশ্বর — নষ্ট হয় এমন, অস্থায়ী, ধ্বংসশীল। [ঃ 'নশ্বর' দেহ।] নাশকারক, সংহারক। [ঃ 'নশ্বর' সংগ্রাম।] বি. — নশ্বরতা।

নষ্ট — ণ. নাশ বা ক্ষয় পাইয়াছে এমন। [ঃ জীবন 'নষ্ট'।] দোষযুক্ত, বিকৃত। [ঃ খাবার 'নষ্ট'।] ব্যর্থ, পন্ড। [ঃ কাজ 'নষ্ট'।] শুচিতা বা পবিত্রতা গিয়াছে এমন। [ঃ 'নষ্ট' চরিত্র; ঃ পূজার ফুল 'নষ্ট'।] অপহৃত হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'নষ্ট' ধন।] বি. অনিষ্ট, নষ্টামি। [ঃ যতো 'নষ্টের' গোড়া।] নষ্টকোষ্ঠী—নষ্ট হইয়াছে বা যথাসময়ে রচিত হয় নাই এমন কোষ্ঠী। নষ্টচন্দ্র — ভাদ্র মাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদ যাহা দেখিলে মিথ্যা দুর্নাম রটে মনে করা হয়। নষ্টচেতন — মূর্ছিত, সংজ্ঞাহীন। নষ্টমতি — দুষ্টবুদ্ধি। নষ্টস্মৃতি — যাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. নষ্টা — দুশ্চরিত্রা। [ঃ 'নষ্টা' নারী।] নষ্টামি, নষ্টামো — অসৎ কাজ, দুষ্টামি।

নষ্টোদ্ধার — হারাইয়া গিয়াছে বা গুপ্ত হইয়াছে এমন বস্তুর পুনরায় প্রাপ্তি বা উদ্ধার।

নসিব, নসীব — অদৃষ্ট, ভাগ্য। [আ.]

নস্য — তামাকের গুঁড়া যাহা নাকে দেয়।

(ব্যঙ্গে) কোনও লোভনীয় বস্তুর অত্যল্প পরিমাণ। **নস্যদানী, নস্যধানী** — নস্য রাখিবার ছোট পাত্র বা ডিবা।

নস্যাৎ — (যুক্তি ইত্যাদিকে) সম্পূর্ণরূপে ভুল বা অস্তিত্বহীন প্রমাণ বা খণ্ডিত করা। [সং. ন স্যাৎ = যদি না থাকে।]

নস্যি — ('নস্য' দেখ।)

নহবৎ, নহবত — সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য। [ফা. নওবৎ।] **নহবৎখানা, নহবতখানা** — নহবতের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ মঞ্চ বা স্থান।

নহর — সংকীর্ণ জলধারা। খাল। [আ.]

নহলা — নয় ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

নহা — ক্রি. না হওয়া। [ঃ আমি 'নহি'; ঃ তুমি 'নহ'। **নহিলে** — অ. নইলে, নতুবা। [ঃ 'নহিলে' বিপদ বাড়ে।] **নহে** — 'না' অর্থ-বাচক ক্রিয়া। [ঃ ভালো 'নহে'।] **নহেন** — (সম্মানার্থে) নহে।

নহুষ — পুরাণে বর্ণিত যযাতির পিতা।

না — ক্রিয়ার অঘটন বা নিষেধ বাচক অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। [ঃ খায় 'না'; ঃ যাইও 'না'।] প্রশ্নের উত্তরে বৈপরীত্য অস্বীকার অভাব অসম্মতি ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ তুমি যাবে, 'না' আমি যাব?] অনুরোধ সূচক শব্দ। [ঃ গাও 'না' ভাই!] কোনটাই নয় অর্থে। [ঃ 'না' মানুষ 'না' জানোয়ার।] বৈপরীত্য সূচক অর্থে। [ঃ এখানে বসবে, 'না' ওখানে দাঁড়িয়ে আছ।] প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝাইতে। [ঃ ঘরে কে? 'না' কলা খাইনি।] অস্বীকার ও অবজ্ঞা বুঝাইতে। [ঃ মারবে 'না' কচু করবে।] আধিক্য বুঝাইতে। [ঃ কতোই 'না' বলেছি!] বিরক্তি বুঝাইতে। [ঃ 'না', এখানে থাকা চলবে না।] যুক্তি বুঝাইতে। [ঃ তাই 'না' কথায় ব'লে। **না জানি** — অনিশ্চয়তা সূচক অ... জানি না। [ঃ 'না জানি' কি হ'তো। **না-হয়** — অন্যথায়, নতুবা। [ঃ সে ক... ভালো, 'না-হয়' তুমিই ক'রো।] বরং [ঃ তুমি 'না-হয়' আজ থাকে... পক্ষান্তরে বড় জোর। [ঃ 'না-হয়' মা... দেবে না।] নয়, কিংবা। [ঃ হয় রে... সারবে, 'না-হয়' রোগী মরবে।] তর্কে... খাতিরে স্বীকার। [ঃ সে ... গেল।]

না — (কবিতায়) নৌকা। [সং. নৌ।]

না- — অভাব বৈপরীত্য বুঝাইতে শব্দে... আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'নারাজ'।] [ফা...

নাই — অতীতবাচক না। [ঃ করি 'নাই' ঃ মারে 'নাই'।] কাহারও কাছে ... অধিকারে না থাকা বুঝাইতে ব্যবহৃ... হয়। [ঃ আমার 'নাই'; ঃ আমার কা... 'নাই'।] অনস্তিত্ব বুঝাইতে ব্যবহৃ... হয়। [ঃ ভগবান আছেন কি 'নাই'।] অনুপস্থিতি বুঝাইতে। [ঃ তিনি এখ... 'নাই'।] ণ. নাই এমন, অস্তিত্বহী... [ঃ 'নাই' মামার চেয়ে কানা ভালো।] অ. পার্থক্য না কা... [ঃ দিন 'নাই' রাত 'নাই' ঝ... লাগিয়াই আছে।]

নাই — প্রশ্রয়, আশকারা। [ঃ 'নাই' দেও... ঃ 'নাই' পাওয়া।] [সং. স্নেহ।]

নাই — নাভি। চাকার কেন্দ্রস্থ অং... [সং. নাভি।]

নাইট্রোজেন — একরকম মৌলিক গ... যবক্ষারযান। [ই. nitrogen.]

নাইয়া — (কবিতায়) নৌকার চাল... নাবিক।

নাও — নৌকা। [সং. নৌ।]

নাওয়া — ক্রি. স্নান করা। সম্পূর্ণরূ... সিক্ত হওয়া। **নাওয়ানো** — ক্রি. স্না...

করানো। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।
নওয়ারা — নৌবহর।
— অবজ্ঞা বিরক্তি সংকল্পের পরিবর্তন ইত্যাদি বুঝাইতে 'না' শব্দের সংক্ষিপ্ত ও জোর উচ্চারণ। [ঃ 'নাঃ', যেতেই হবে; ঃ 'নাঃ' তোমাকে দিয়ে হবে না।]
— স্বর্গ, আকাশ। [ঃ 'নাকেতে' দেবগণ করে হাহাকার।] [সং.]
— ঘ্রাণ ও শ্বাস লইবার অঙ্গ, নাসিকা। [সং. নক্র।] **নাককাটা** — নির্লজ্জ, বেহায়া। **নাকছাবি** — নাকের অংশে পরিবার উপযোগী একরকম গহনা। **নাকে কাঁদা** — বিরক্তিকর ভঙ্গীতে কৃত্রিমভাবে দুঃখ প্রকাশ করা। **নাকের জলে চোখের জলে (এক) করা** — দারুণ লাঞ্ছনা করা বা কষ্ট দেওয়া। **নাকের জলে চোখের জলে (এক) হওয়া** — অতিশয় দুঃখ-লাঞ্ছনা পাওয়া। **নাককান বুজা** — প্রতিবাদ বা অভিযোগ-অনুযোগ না করা। **নাকখত, নাকে খত** — মাটিতে নাক ঘসিয়া অপরাধ স্বীকার ও ভবিষ্যতে ঐরূপ অপরাধ আর না করিবার প্রতিশ্রুতি। [ঃ 'নাকখত' দেওয়া; ঃ 'নাকে খত' দেওয়া।] **নাক ঝাড়া** — নাক হইতে শিকনি বাহির করা। **নাক ডাকা** — ঘুমন্ত অবস্থায় নাক হইতে শব্দ বাহির হওয়া। **নাক তোলা** — অবজ্ঞার ভাব দেখানো। **নাকের পাতা** — নাকের সম্মুখ ভাগের দুই পাশ। **নাক ফোঁড়ানো** — গহনা পরিবার জন্য নাকে ছিদ্র করা। **নাক বাঁকানো** — অবজ্ঞার ভাব দেখানো। **নাক বিঁধানো** — নাক ফোঁড়ানো। **নাকমলা, নাককান মলা** —অপরাধ স্বীকার ও ঐরূপ অপরাধ ভবিষ্যতে না করিবার জন্য হীনভাবে অঙ্গীকার করা। **নাক সিটকানো** — অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব দেখানো, নাক তোলা। **নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা** — পরের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায় নিজের অধিকতর অনিষ্ট করা।
নাকচ — বাতিল, রহিত, রদ। [ঃ হুকুম 'নাকচ' করা।] [আ. নাকিস্।]
নাকানিচোবানি — বারে বারে ডুবিবার ফলে নাকে মুখে জল ঢোকার অবস্থা। অসহায় অবস্থায় লাঞ্ছনা, নাকাল। [ঃ 'নাকানি-চোবানি' খাওয়া।]
নাকাড়া, নাকারা — ঢাকজাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র। [আ. নক্কারহ্।]
নাকাল — ণ. হয়রান, জব্দ। [ঃ 'নাকাল' করা।] বি. ধকল, নাকানিচোবানি, কষ্ট। [ঃ কেমন 'নাকালটা' হ'ল।] (প্রাচীন কবিতায়) মতো, সদৃশ। [ঃ তোমার 'নাকাল' ডোর-কৌপীন বান্ধিমু।] [আ. নকাল্।]
নাকি — সংশয়সূচক প্রশ্ন বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ তুমি কালা 'নাকি'? ঃ তুমি যাবে 'নাকি'?] অনিশ্চয়তা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ সে 'নাকি' এসেছিল।]
নাকী — নাকে উচ্চারিত হয় এমন, খোনা, অনুনাসিক। [ঃ 'নাকী' সুরের গান।]
নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক — নক্ষত্র সংক্রান্ত।
নাখেরাজ — নিষ্কর জমি। ণ. — **নাখেরাজী**। [আ. লাখিরাজ।]
নাখোদা — জাহাজের ক্যাপ্তেন। জাহাজে আনীত মাল লইয়া যে কারবার করে। [আ. নাখুদা।]
নাগ — সাপ। হাতী। [ঃ দিঙ্নাগ।] স্ত্রী. — **নাগিনী, নাগী**। **নাগকন্যা** — নাগবংশীয়া মেয়ে। সর্পকন্যা। **নাগকেশর** — একরকম গাছ ও তাহার ফুল। **নাগপঞ্চমী** — আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী। **নাগপাশ** — বন্ধন করিবার জন্য পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ। বরুণের

অস্ত্র। **নাগমাতা** — সর্পদের জননী, কদ্রু। মনসা। **নাগরাজ** — সর্পরাজ, পুরাণে বর্ণিত বাসুকি। নাগবংশীয় রাজা। **নাগরাজকন্যা** — নাগবংশীয় রাজার মেয়ে। **নাগলোক** — সর্পদের জগৎ। পাতাল।

নাগর — ভালোবাসার লোক, প্রণয়ী। স্ত্রী. — **নাগরী**। **নাগরদোলা** — এক-সারিবন্ধ কতকগুলি দোলা যাহাতে অনেক লোক একসঙ্গে চারিদিকে বা উপর-নিচে ঘোরে।

নাগরা — একরকম শৌখীন জুতা।

নাগরালি — নাগরের মতো ব্যবহার, প্রণয়-চাতুর্য, লাম্পট্য।

নাগরিক—ণ. শহর সংক্রান্ত। [ঃ 'নাগরিক' সভ্যতা।] (তুঃ 'গ্রাম্য'।) বি. নগরবাসী। রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারী ব্যক্তি। [ঃ ভারতের 'নাগরিক'।] বি. **নাগরিকতা, নাগরিকত্ব** — রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকার ও যোগ্যতা।

নাগরী — একরকম লিপি বা হরফ যাহাতে সংস্কৃত হিন্দী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা লেখা হয়, দেবনাগর। প্রণয়িনী।

নাগা — উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়।

নাগা — আসামের একটি পর্বত। ঐ পর্বতের অধিবাসী আদিম জাতি বিশেষ।

নাগাড় — অবিরাম ছেদহীন ভাব। [ঃ 'এক-নাগাড়ে' দশ দিন।]

নাগাত — (সংশয়ে) পর্যন্ত, অবধি। [ঃ দশই আশ্বিন 'নাগাত' আসবে।] [আ. লিগাইত্।]

নাগাধিপ — নাগরাজ, বাসুকি, ঐরাবত।

নাগাল — ধরা যায় আয়ত্ত করা যায় বা পেঁছা যায় এমন অবস্থা বা স্থান। [ঃ 'নাগালের' বাইরে।] দেখাসাক্ষাৎ। [ঃ তোমার 'নাগাল' পাওয়া দায়।]

নাগিনী — সাপিনী, স্ত্রী সাপ।

নাঙ্গা — উলঙ্গ, নগ্ন, অনাবৃত।

নাচ — ছন্দোবন্ধ অঙ্গভঙ্গী ও পদক্ষেপ, নৃত্য। [সং. নৃত্য।] **নাচওয়ালী** — নৃত্য করা যে মেয়ের পেশা, নর্তকী। **নাচঘর** — নৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট ঘর বা বাড়ি, নৃত্যশালা। **নাচন** — নৃত্য। [ঃ খোকার 'নাচন'।] **নাচন-কোদন** — নাচাকুদা, আনন্দে লাফালাফি। **নাচনি** — (নিন্দার্থে) নাচ, নৃত্য, নাচন। **নাচনী** — নর্তকী। [ঃ বেহুলা 'নাচনী'।]

নাচা — ক্রি. নৃত্য করা। স্পন্দিত কম্পিত হওয়া। [ঃ ডান চোখ 'নাচা'।] (নিন্দার্থে) অতিশয় উৎসাহিত আনন্দিত হওয়া। **নাচানাচি**—(নিন্দার্থে) অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের প্রকাশ। [ঃ বেশী 'নাচানাচি' ভালো নয়।] **নাচানো** — ক্রি. নৃত্য করানো। উশকে দেওয়া, মন্দ কাজে উৎসাহিত করা।

নাচাড়ী — ('লাচাড়ী' দেখ।)

নাচার — নিরুপায়, অক্ষম, অসহায়। [ফা.]

নাচিয়ে — যে নাচে নৃত্য করা পেশা, নর্তক।

নাচুনি — ('নাচনি' দেখ।)

নাচুনী — ('নাচনী' দেখ।)

নাচুনে — যে সহজে নাচে বা আনন্দে উৎসাহে মাতে। [ঃ 'নাচুনে' লোক।]

নাছ — সদর রাস্তা। **নাছ দুয়ার** — খিড়কির দরজা।

নাছি — ধাতুর পাত ইত্যাদি জুড়িবার পেরেক বা খিল, rivet.

নাছোড়, নাছোড়বান্দা — সহজে ছাড়ে না এমন, যাহার অনুরোধ-উপরোধের এড়ানো কঠিন এমন, জিদী।

নাজিম — বাদশাহী আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা। [ঃ নবাব-'নাজিম'।]

[আ.]

নাজির — আদালতের কেরানী বিশেষ। [আ.] **নাজিরি** — নাজিরের পদ বা কাজ।

নাজেহাল — হয়রান, নাকাল, লাঞ্ছিত। [আ. নজ.হাল।]

নাঞি — (প্রাচীন কবিতায়) নাই, নাহি।

নাট — নৃত্য। অভিনয়। রঙ্গমঞ্চ। [ঃ ভবের 'নাটে'।] রঙ্গ, মন্দকার্য। [ঃ 'নাটের' গুরু।] **নাটমন্দির** — মন্দির-সংলগ্ন মণ্ডপ যেখানে নৃত্যগীত অভিনয় ইত্যাদি হয়।

নাট — স্ক্রু আঁট করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ছোট সচ্ছিদ্র চাকতি, nut. [ঃ 'নাট'-বলটু।]

নাটক — অভিনয়ের জন্য সংলাপে রচিত কাহিনী, পালা। ণ. **নাটকীয়** — নাটক সংক্রান্ত। নাটকের মতো চমকপ্রদ। [ঃ 'নাটকীয়' ভঙ্গী।]

নাটা — একরকম তিক্ত ফল ও তাহার গাছ।

নাটাই — সুতা গুটাইবার জন্য কাঠ বা কাঠি দিয়া তৈয়ারী বেলন বা পিঁজরার মতো জিনিস।

নাটিকা — ছোট নাটক।

নাটুকে — নাটকীয়, কৃত্রিমতাপূর্ণ। **নাটুকেপনা** — কৃত্রিমতাপূর্ণ হাবভাব ও ব্যবহার।

নাট্য — নট যাহা করে, অভিনয়, নৃত্য-গীতবাদ্য। নাটক। **নাট্যকলা** — নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত শিল্প। **নাট্যশালা** — রঙ্গালয়, থিয়েটার। **নাট্যসাহিত্য** — অভিনয়ের উপযোগী সাহিত্য, নাটকাবলী লইয়া গঠিত সাহিত্যের অংশ। **নাট্যসূত্র** — নাট্যরীতি সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ। — অভিনয় ও নাটক সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি শিক্ষাদান করেন।

নাট্যাভিনয় — নাটকের অভিনয়।

নাড়া — ক্রি. দোলানো, একদিক হইতে অন্যদিকে ঠেলা আনা বা হেলানো। [ঃ মাথা 'নাড়া'।] সঞ্চালিত করা, কাঁপানো। [ঃ হাত-পা 'নাড়া'।] স্থানান্তরিত করা, সরানো। [ঃ জিনিস-পত্র 'নাড়া'; ঃ পা-'নাড়া'।] ঘাঁটা, ঘুলানো। [ঃ কাঠি দিয়ে 'নাড়া'।] দোলা। [ঃ মনে 'নাড়া' দিয়েছে।]

নাড়া — ধানের গাছ কাটিয়া লইবার পরে গোড়ার যে অংশ মাটিতে লাগিয়া থাকে।

নাড়াচাড়া — অল্প ব্যবহার, ঈষৎ চর্চা। [ঃ শাস্ত্র নিয়ে 'নাড়াচাড়া' করা।] এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন, সঞ্চালন। [ঃ পা 'নাড়াচাড়া' করতে পারছি না।]

নাড়ানাড়ি — বারবার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন, নাড়াচাড়া।

নাড়ানো — ক্রি. দোলানো, সঞ্চালিত করা। স্থানচ্যুত করা।

নাড়ি, নাড়ী — ধমনী। হাতের শিরা যাহার স্পন্দন গনিয়া রোগ নির্ণয় করা হয়। [ঃ 'নাড়ী' দেখা; ঃ 'নাড়ী' জ্ঞান।] সদ্যোজাত শিশুর নাভি-সংলগ্ন শিরা। [ঃ 'নাড়ী' কাটা।] [সং.] **নাড়ীছেঁড়া ধন** — গর্ভজাত সন্তান। **নাড়ীর টান** — সন্তানের প্রতি মাতার ও মাতার প্রতি সন্তানের মমত্ববোধ। **নাড়ীনক্ষত্র** — খুঁটিনাটি খবর, আমূল বৃত্তান্ত। [ঃ 'নাড়ীনক্ষত্র' জানা।] **নাড়ীভুঁড়ি** — পেটের ভিতর-কার অন্ত্র ইত্যাদি।

নাড়ু — নারিকেল ক্ষীর ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী গোলাকার মিষ্টান্ন, লাড্ডু। **নাড়ুগোপাল** — নাড়ু ভোজনে রত শিশু শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। (ব্যঙ্গে) আদুরে ও অকর্মণ্য বালক বা ব্যক্তি।

নাতজামাই — নাতনীর স্বামী।
নাতনী — ছেলের মেয়ে। মেয়ের মেয়ে।
নাতবউ, নাতবৌ — নাতির স্ত্রী।
নাতি — ছেলের বা মেয়ের ছেলে, পৌত্র বা দৌহিত্র। স্ত্রী. — **নাতনী, নাতিনী**।
নাতি- — 'বেশী নয়' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'নাতি'-দীর্ঘ।] **নাতিদীর্ঘ** — খুব লম্বা বা দূর নহে এমন। [ঃ 'নাতিদীর্ঘ' দেহ; ঃ 'নাতিদীর্ঘ' পথ।] **নাতিশীতোষ্ণ** — খুব গরম নয় খুব ঠাণ্ডাও নয় এমন। বি. — **নাতিশীতোষ্ণতা**। **নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল** — উত্তর বা দক্ষিণ হিমমণ্ডল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্তী ভূভাগ, temperate zone. **নাতিস্থূল** — খুব মোটা নহে এমন। বি. — **নাতিস্থূলতা**।
নাৎসী — হিটলার-প্রবর্তিত একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। [জা. Nazi.] **নাৎসীবাদ** —হিটলার-প্রবর্তিত তথাকথিত জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ।
নাথ — প্রভু। স্বামী। রক্ষক। তান্ত্রিক ও শৈব সম্প্রদায়। বাঙ্গালীর উপাধিবিশেষ। [সং.]
নাদ — শব্দ। [ঃ শঙ্খ-'নাদ'।] গর্জন। [ঃ সিংহ-'নাদ'।] [সং.]
নাদ — বৃহৎকায় জন্তুর বিষ্ঠা।
নাদন, নাদনা — বড় খুঁটি বা লাঠি।
নাদা — ক্রি. (পদ্যে) গর্জন করা। [ঃ 'নাদিল' শঙ্খ।]
নাদা — ক্রি. (গবাদি পশু) মলত্যাগ করা।
নাদা — বড় জালা বা গামলা। **নাদাপেটা** — যাহার পেট জালার মতো উঁচু।
নাদি — ছোট জন্তুর বিষ্ঠা।
নাদিত — শব্দিত, শব্দময়, শব্দে পূর্ণ।
-নাদী — 'শব্দ করে' বা 'গর্জন করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বজ্র-'নাদী' কামানশ্রেণী।] স্ত্রী. — **-নাদিনী**। [ঃ কল-'নাদিনী' গঙ্গা।]
নাদুসনুদুস — মোটা মাংসল ও গোল গাল। [ঃ 'নাদুসনুদুস' চেহারা।]
নাদেয়, নাদ্য — নদী সংক্রান্ত। নদীজাত [ঃ 'নাদেয়' সভ্যতা।] [সং.]
নানক — বিখ্যাত ধর্মগুরু, শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। **নানকপন্থী** — নানকের ধর্মমতে বিশ্বাসী।
নানকর — ভৃত্যকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি [ফা. নান্‌কার।]
নানবাই — যে রুটি তৈয়ারী করে, রুটিওয়ালা। [ফা.]
নানা — মায়ের বাবা, মাতামহ। [হি.]
নানা — অনেক, বিভিন্ন, বিবিধ। [ঃ 'নানা'-রকম।] **নানাজাতীয়** — বিভিন্ন রকমের। বিভিন্ন জাতির। **নানান** — বিভিন্ন, নানাবিধ। **নানাপ্রকার** — নানারকম, অনেকরকম। **নানাবিধ** — অনেকরকম, বিভিন্নরকম। **নানাভাবে** — অনেক রকমে, নানা প্রকারে। **নানামতে** — অনেক রকমে, নানাভাবে **নানারূপ** — অনেকরকম, বহুরকম, বিভিন্ন ধরনের।
নানার্থক — বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এমন। [ঃ 'নানার্থক' শব্দ।]
নানী — মায়ের মা, মাতামহী। [হি.]
নান্ত — সীমাহীন, অন্তহীন। (তুল. 'সান্ত'।)
নান্দী — নাটকাদির আরম্ভে দেবতাদির স্তুতি বা মঙ্গলাচরণ। **নান্দীমুখ** — বিবাহ ইত্যাদি শুভকর্মের আগে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ।
নাপতে — (তুচ্ছার্থে) নাপিত। স্ত্রী. — **নাপতেনী**।
নাপাক — অপবিত্র, অশুচি। [ফা.]
নাপিত — চুল ছাঁটা ও দাড়ি কামানো যাহার পেশা, ক্ষৌরকার। হিন্দু সমাজে উ

জন্য নির্দিষ্ট জাতি। স্ত্রী. —
নী, নাপিতানী।
লাভ, মুনফা। [আ. নফ্অ।]
('নামা' দেখ।)
— ('নামানো' দেখ।)
· ক্রমে নিচু হইয়া আসিয়াছে এমন,
নাবো।
— অপ্রাপ্তবয়স্ক। [ফা.
লিগ।] (তুঃ 'সাবালক'।)
ক — নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদির
ক। [সং.]
ী — দেরীতে উৎপন্ন। [ঃ 'নাবী'
ল।] যথাসময়ের পরে সংঘটিত।
ঃ 'নাবী' বর্ষা।]
া — ('নাবাল' দেখ।)
— নৌকা জাহাজ ইত্যাদি চলাচলের
া। নৌকা বা জাহাজের দ্বারা
র হওয়া যায় এমন। [সং.]
চ — পেটে যেখানে নাড়ী কাটার চিহ্ন
ক, নাই। চাকার কেন্দ্রস্থল।
সং.] **নাভিকুণ্ড** — নাইয়ের গর্ত।
াভিচ্ছেদ — সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী
টার কাজ। **নাভিদেশ** — নাই ও
পার্শ্ববর্তী স্থান। **নাভিশ্বাস** —
ত্যুকালীন শ্বাসকষ্ট।
— কোনও বস্তু বিষয় বা ব্যক্তিকে
ব দ্বারা ডাকা বা অভিহিত করা
সংজ্ঞা, আখ্যা। খ্যাতি, সুনাম।
'নাম' হয়েছে এই লেখকের।] নাম
স্মরণ বা কীর্তন। [ঃ ভগবানের 'নাম'
।] [সং. নামন্।] **নামকরণ** —
শু ইত্যাদির নাম রাখিবার মাঙ্গলিক
নুষ্ঠান। কোন বস্তু বা বিষয়ের নাম
নির্ধারণ, নাম প্রদান। **নাম করা** —
খ্যাত হওয়া। [ঃ খুব 'নাম করেছে'।]
ামকরা — বিখ্যাত। [ঃ 'নামকরা'
লেখক।] **নামগন্ধ** — সামান্যতম চিহ্ন

সংখ্যা পরিমাণ সংস্রব বা আভাস।
[ঃ কাজের 'নামগন্ধ' নাই।] **নামজাদা**—
বিখ্যাত, নামকরা। **নামডাক** — সুখ্যাতি।
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। **নাম ডুবানো** —
সুনাম নষ্ট করা। **নামধাতু** — বিশেষ্যের
ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ। **নামধারী** —
যাহার ঐ নাম আছে, নামক। **নামধেয়**
— নাম, সংজ্ঞা। **নামমুদ্রা** — নামাঙ্কিত
সীলমোহর। **নামমাত্র** — বলা হয় অথচ
প্রকৃতপক্ষে নহে এমন। [ঃ 'নামমাত্র'
চিকিৎসা।] **নাম লেখানো** — পেশা
গ্রহণ করা। পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করা।
নামে — নামমাত্র। [ঃ 'নামে' জমিদার।]
নাম লওয়া — নাম স্মরণ করা।
নামক — নামধারী, নামবিশিষ্ট।
নামঞ্জুর — অগ্রাহ্য, অনুমোদিত হয় নাই
এমন। [ঃ দরখাস্ত বা ছুটি 'নামঞ্জুর'
হওয়া।] বি. — **নামঞ্জুরি**।
নামতঃ — নামে, নামমাত্র।
নামতা — প্রাথমিক গণনের ধারাবাহিক
তালিকা। **নামতা ডাকা** — সমবেতভাবে
নামতা উচ্চারণ করা। **নামতা ডাকানো**
— সমবেতভাবে নামতা উচ্চারণ করানো।
নামদা — ঘোড়ার জিনের নিচেকার লোমের
গদি। উটের লোমে তৈয়ারী একরকম
কম্বল। [ফা. নম্দা।]
নামা — ক্রি. নিচে যাওয়া বা আসা,
অবতরণ করা। [ঃ নদীতে 'নামা'।]
নিচু হওয়া। [ঃ ছাদ 'নামা'।] হ্রাস
পাওয়া, কমা। [ঃ জ্বর 'নামা'।]
অধঃপতিত বা হীন হওয়া। [ঃ অনেক
'নেমেছে'।] প্রবলভাবে শুরু হওয়া।
[ঃ বর্ষা 'নামা'।] প্রবলভাবে পতিত
হওয়া। [ঃ ধস 'নামা'।] সবেগে
প্রবাহিত হওয়া। [ঃ ঢল 'নামা'।]
মূল্য হ্রাস পাওয়া। [ঃ বাজার 'নামা';
দর 'নামা'।]

-নামা — 'নামবিশিষ্ট' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ খ্যাত-'নামা'; ঃ অজ্ঞাত-'নামা'।] স্ত্রী. — **নাম্নী**।

-নামা — বিবরণ গ্রন্থ পত্র দলিল ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ শাহ্-'নামা'; ঃ ওকালত-'নামা'।] [ফা. নামহ্।]

নামাঙ্কিত — নামের চিহ্ন আছে এমন, সীলমোহরযুক্ত। [ঃ নামাঙ্কিত 'মুদ্রা'।]

নামাজ — ('নমাজ' দেখ।)

নামাবলী — নামসমূহ। দেবতার নামের ছাপ দেওয়া চাদর।

নামানো — ক্রি. নিচে আনা। নিচে আসিতে বাধ্য বা প্ররোচিত করা। নিচে রাখা। [ঃ মোট 'নামাও'।] কমানো, হ্রাস করা। [ঃ জ্বর 'নামানো'।] মূল্য হ্রাস করা। [ঃ বাজার 'নামানো'।] প্রভাবমুক্ত করা। [ঃ ভূত 'নামানো'।] খাটো বা অনুচ্চ করা। [ঃ গলা 'নামানো'।] উৎসাহ বা প্ররোচনার দ্বারা কাজে নিযুক্ত করা। [ঃ যুদ্ধে 'নামানো'।] অধঃপাতে যাইতে সাহায্য করা। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

নামামৃত — দেবতার নাম রূপ অমৃত।

নামী — প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। [ঃ 'নামী' লোক।] নামধারী, নামবিশিষ্ট। [ঃ নাম-'নামী' অভেদত্ব।]

নামী — ('নাবী' দেখ।)

নামোচ্চারণ — নাম উচ্চারণ বা মুখে আনয়ন।

নামোৎসব — ভগবানের নাম সংকীর্তন ও তৎসংক্রান্ত উৎসব।

নামোল্লেখ — নাম প্রকাশ বা উচ্চারণ। কোনও কিছু সম্বন্ধে সামান্যতম উক্তি। [ঃ উহার 'নামোল্লেখ' নাই।]

-নাম্নী — 'নামধারী' এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গোপা-'নাম্নী' এক রাজকন্যা।]

নায় — (কবিতায়) নৌকা, না, নাও।

নায়ক — নেতা, চালক, সর্দার। [ঃ সেন 'নায়ক'।] কাহিনী বা আখ্যায়িক প্রধান ব্যক্তি, hero. ভারতীয় সাহি সূত্র অনুসারে কাব্য ইত্যাদিতে বর্ণি বিভিন্ন প্রকৃতির পুরুষ বা প্রণয়ী **নায়িকা** — নাটক উপন্যাস ইত্যাদি বর্ণিতা প্রধানা নারী, heroin ভারতীয় সাহিত্যসূত্র অনুসারে ক ইত্যাদিতে বর্ণিতা বিভিন্ন প্রকৃতির না বা প্রণয়িনী। ভগবতীর অষ্ট শ [সং.]

নায়েব — জমিদারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচার [আ. নায়িব।] **নায়েবতন্ত্র** — নায়ে শাসন। আমলাতন্ত্র। **নায়েবি** নায়েবের কাজ বা পদ। **নায়েবী** নায়েবের উপযুক্ত। [ঃ 'নায়েবী' কায়দা

নারকী — নরকের প্রাণী, নরকে অবস্থা কারী। [সং. নারকিন্।] স্ত্রী. **নারকিনী**।

নারকীয় — নরক সংক্রান্ত। ঘৃণ বীভৎস। বি. — **নারকীয়তা**।

নারকুলে — ('নারিকেলী' দেখ।)।

নারকেল — '[illegible]' দেখ।)

নারকেলী - [illegible]লী' দেখ।)

নারকোল — [illegible] দেখ।)

নারঙ্গ, নার[illegible] — কমলা ব জাতীয় [illegible]. নারঙ্গ।]

নারদ — [illegible] দেবর্ষি (প্র অনুসারে [illegible]বতা)। ণ. **নারদীয়**।

নারা — ক্রি [illegible] গ্রাম্য প্রয়োগে) পারা। [illegible] নারি'; ঃ 'নারি জিনিতে।

নারাচ — [illegible]ব। [সং

নারাজ — [illegible]বীকৃত, গররাজ অসন্তুষ্ট

নারায়ণ — বিষ্ণু। স্ত্রী. **নারায়ণী** — — বি. বিষ্ণুর পত্নী, লক্ষ্মী। ভগবতী, দুর্গা। ণ. নারায়ণ হইতে জাতা। [ঃ 'নারায়ণী' সেনা।]

নারিকেল — একরকম সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখাহীন গাছ ও তাহার ফল। **নারিকেল মালা**—নারিকেলের বর্তুলাকার শক্ত খোলা। **নারিকেলের ফোপল** — অঙ্কুরিত নারিকেলের ভিতরকার ফাঁপা সুস্বাদু অংশ। **ঝুনা নারিকেল** — খুব পাকা নারিকেল। **নারিকেলী** — নারিকেলের মতো দুই দিক সরু ও মাঝখান মোটা এমন আকৃতির। [ঃ 'নারিকেলী' কুল।]

নারী — স্ত্রীলোক। পত্নী, স্ত্রী। [ঃ পর-'নারী'।] **নারীজন্ম** — স্ত্রীলোকরূপে জন্ম। **নারীত্ব** — স্ত্রীলোকের বিশেষ গুণ বা ধর্ম। **নারীনিগ্রহ** — স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার। **নারীনিপীড়ন** — ('নারীনিগ্রহ' দেখ।) **নারীরত্ন** — শ্রেষ্ঠা নারী, দুর্লভা রমণী।

নার্ভ — দেহস্থ তন্তুবিশেষ, স্নায়ু। [ই. nerve.]

নার্ভাস — ভয়ে দুর্বল ও শিথিল। [ঃ 'নার্ভাস' হওয়া।] যে সহজেই ভয়ে দুর্বল ও শিথিল হয় এমন। [ঃ 'নার্ভাস' লোক।] [ই. nervous.]

নার্সারি — চারা গাছ ও বীজ ইত্যাদির দোকান। শিশুদের লালন ও শিক্ষার স্থান। [ই. nursery.]

নাল — নলের মতো জিনিস। পদ্ম ইত্যাদির ডাঁটা। শিরা। [সং.]

নাল — ঘোড়া ইত্যাদির খুরের তলায় লাগাইবার বাঁকানো লোহা। [আ.]

নালতে — ('নালিতা' দেখ।)

নালা — জলনিকাশের সরু খাত, নর্দমা, ড্রেন। [সং. নালক।]

নালি — ('নালী' দেখ।)

নালিতা — পাটশাক।

নালিশ — অভিযোগ। অভিযোগ বা দাবী জানাইয়া আবেদন। [ফা. নালিশ্।] **নালিশী** — নালিশ সংক্রান্ত।

নালী — বি. ছোট নালা। ণ. গভীর বা ভিতরে অনেক দূর গিয়াছে এমন (ক্ষত)। [ঃ 'নালী' ঘা।]

নাশ — ধ্বংস, উচ্ছেদ। [ঃ শত্রু-'নাশ'।] বিনষ্টি, লোপ। [ঃ বংশ-'নাশ'; ঃ ধর্ম-'নাশ'।] ক্ষয়। [ঃ অর্থ-'নাশ'।] [সং.] **নাশক** — যাহা নাশ বা ধ্বংস করে। **নাশকতা** — ধ্বংসমূলক কার্য। **নাশকারী** — যে বা যাহা নাশ করে। **নাশন** — নাশ করণ, ধ্বংসকরণ। উচ্ছেদ। যাহা বা যে নাশ করে। [ঃ দানব-'নাশন'।]

নাশপাতি — আপেল জাতীয় একরকম ফল। [ফা. নাশ্পাতি।]

নাশা — ক্রি. (কবিতায়) নাশ করা। [ঃ সবংশে তোমারে 'নাশিবে'।]

-নাশা — 'যাহা নাশ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কর্ম-'নাশা'; ঃ 'সর্বনাশা'।]

-নাশী — 'নাশকারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বিশ্ব-'নাশী'।] স্ত্রী. — **-নাশিনী**।

নাশ্তা — জলযোগ। সকালবেলার অল্প খাবার। [ফা.]

নাস — নস্য। নস্যের মতো টানিয়া লওয়া বস্তু। [ঃ জলের 'নাস'।] [সং. নস্য।]

নাসত্য — পুরাণে বর্ণিত অশ্বিনীকুমার-দ্বয়। [সং.]

নাসা — নাক। [সং.] **নাসারন্ধ্র** — নাকের ছিদ্র যাহার মধ্য দিয়া শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে।

নাসিকা — নাসা, নাক। [সং.]

নাস্তা — ('নাশ্‌তা' দেখ।)
নাস্তানাবুদ — অত্যন্ত লাঞ্ছিত, নাজেহাল। [ফা. নিস্ত্‌নাবুদ।]
নাস্তি — নাই। [সং.] (তুঃ 'অস্তি'।)
নাস্তিক — ঈশ্বর নাই এই মতবাদে বিশ্বাসী। বেদের অপৌরুষেয়তায় বা শাস্ত্রোক্ত ধর্মে অবিশ্বাসী। **নাস্তিকতা, নাস্তিক্য** — ঈশ্বর নাই এই মতবাদে বিশ্বাস। নাস্তিকের মতো আচরণ।
নাহক — অকারণ, শুধু শুধু। [ঃ 'নাহক' দু' কথা শোনালো।] [ফা. না + আ. হক্‌।]
নাহি — (কবিতায়) নাই।
নি — অতীতকালবাচক 'নাই' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। [ঃ করি-'নি'।] (তুঃ 'নেই'।]
নি — স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর নিষাদের সংকেত।
নি — (কবিতায় ও পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য প্রয়োগে) কথার মাত্রা ও প্রশ্নসূচক 'না'। [ঃ তুমি 'নি' আমার বন্ধু; ঃ তুমি 'নি' কইতে পারো?]
নিউমোনিয়া — ফুসফুসের প্রদাহ বা প্রদাহযুক্ত জ্বর। [ই. pneumonia.]
নিংড়ানো — ক্রি. পাক দিয়া বা চাপিয়া কিছু হইতে তরল পদার্থ বাহির করা।
নিঃ—অভাব নিশ্চয়তা আতিশয্য বহিষ্করণ ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।
নিঃক্ষত্র, নিঃক্ষত্রিয় — ক্ষত্রিয়হীন। যোদ্ধাহীন। [ঃ পরশুরাম পৃথিবীকে 'নিঃক্ষত্র' করিলেন; ঃ 'নিঃক্ষত্রিয়' করিব বিশ্ব।]
নিঃশক্তি — শক্তিহীন, দুর্বল।
নিঃশঙ্ক — নির্ভয়, শঙ্কাহীন। **নিঃশঙ্কচিত্ত** — যাহার মনে ভয় নাই এমন। **নিঃশঙ্কচিত্তে** — নির্ভয়ে।
নিঃশব্দ — নীরব, শব্দহীন, চুপচাপ। বি. — **নিঃশব্দতা**। **নিঃশব্দে** — নীরবে, সাড়া না দিয়া, শব্দ না করিয়া, চুপিচুপি।
নিঃশেষ — ণ. সম্পূর্ণরূপে শেষ, যাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। [ঃ সব টাকা 'নিঃশেষ' করিয়াছে।] **নিঃশেষে** — সম্পূর্ণরূপে শেষ করিয়া, অবশিষ্ট না রাখিয়া। [ঃ 'নিঃশেষে' পান করা।]
নিঃশেষিত — যাহা সম্পূর্ণরূপে শেষ করা হইয়াছে এমন।
নিঃশ্বাস — নাক হইতে নির্গত বায়ু। (তুঃ 'প্রশ্বাস'।) নাক হইতে নির্গত বা ফুসফুসে গৃহীত বায়ু বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'নিঃশ্বাস' লওয়া; ঃ 'নিঃশ্বাস' ফেলা।] যতক্ষণ শ্বাস রাখা যায় সেই সময়, দম। [ঃ এক 'নিঃশ্বাসে' পড়া] **শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা** — মারা যাওয়া।
নিঃসংকোচ — সংকোচ বা দ্বিধা নাই এমন, অসংকোচ। **নিঃসংকোচে** — দ্বিধা বা সংকোচ নাই এমনভাবে।
নিঃসংজ্ঞ — সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত।
নিঃসংশয় — নিশ্চিত, সন্দেহহীন, সংশয়হীন। বি. — **নিঃসংশয়তা**। **নিঃসংশয়ে** —সন্দেহ নাই এমনভাবে, নিশ্চিতভাবে, নিঃসন্দেহে।
নিঃসঙ্কোচ — ('নিঃসংকোচ' দেখ।)
নিঃসঙ্গ — সঙ্গীহীন, একা। বি. — **নিঃসঙ্গতা**।
নিঃসন্তান — যাহার পুত্রকন্যা নাই এমন, সন্তানহীন। স্ত্রী. — **নিঃসন্তানা**।
নিঃসন্দেহ — সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন, সুনিশ্চিত। **নিঃসন্দেহে** — বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই এমনভাবে, নিঃসংশয়ে।
নিঃসম্পর্ক — সম্বন্ধহীন। যাহার কোনও আত্মীয় নাই এমন।
নিঃসম্বল — যাহার সামান্য টাকাকড়িও নাই, নিঃস্ব।
নিঃসরণ — বাহির হওয়ন, নির্গমন।

[ঃ বাক্য-'নিঃসরণ'।] ণ. — **নিঃসৃত।**

নিঃসহায় — সম্পূর্ণরূপে অসহায়। স্ত্রী. **নিঃসহায়া।** বি. — **নিঃসহায়তা।**

নিঃসাড় — সম্পূর্ণরূপে শব্দহীন। **নিঃসাড়ে** — সম্পূর্ণরূপে নিঃশব্দে।

নিঃসারণ — বাহির করণ, বহিষ্করণ, নিষ্কাশন। ণ. — **নিঃসারিত।**

নিঃসীম — অসীম, সীমাহীন। বি. — **নিঃসীমতা।**

নিঃসৃত — বাহির হইয়াছে এমন, নির্গত।

নিঃস্পন্দ — স্পন্দনহীন। নিঃসাড়।

নিঃস্পৃহ — বাসনাশূন্য, নিরাসক্ত। বি. — **নিঃস্পৃহতা।**

নিঃস্ব — যাহার সামান্য ধনসম্পত্তিও নাই, নির্ধন, দরিদ্র। বি. — **নিঃস্বতা।**

নিঃস্রাব — তরল পদার্থের বেগে নির্গমন। [ঃ আগ্নেয়গিরির ধাতু-'নিঃস্রাব'।]

নিঃস্রাবী — 'যাহা হইতে বেগে বাহির হয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ অগ্নি-'নিঃস্রাবী' গিরিমালা।]

নিকট — বি. কাছ, অদূরবর্তী স্থান। [ঃ শহরের 'নিকট'।] আশপাশে, কাছে, অদূরে, সমীপে। [ঃ কা[illegible] 'নিকট'।] কাছে, কাছ হইতে। [ঃ তাহার 'নিকট' টাকা পাইব।] ণ. শীঘ্রই ঘটিবে এমন, আসন্ন। [ঃ মৃত্যু 'নিকট'।] ঘনিষ্ঠ। [ঃ 'নিকট' আত্মীয়।] বি. — **নৈকট্য।** [সং.]

নিকটবর্তী — কাছে আছে এমন, পার্শ্ববর্তী। [ঃ 'নিকটবর্তী' হাসপাতাল।] কাছে আসিয়াছে বা পোঁছিয়াছে এমন। [ঃ 'নিকটবর্তী' হইয়া।] যাহা শীঘ্রই ঘটিবে, আসন্ন। বি. — **নিকটবর্তিতা।** স্ত্রী. — **নিকটবর্তিনী।** **নিকটস্থ** — পার্শ্ববর্তী, কাছে আছে এমন। [ঃ 'নিকটস্থ' গ্রাম।] কাছে আসিয়াছে বা পোঁছিয়াছে এমন। [ঃ 'নিকটস্থ' হইয়া।] যাহা শীঘ্রই ঘটিবে, আসন্ন।

-নিকর — সমূহ -গুলি ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ তারকা-'নিকর'।] [সং.]

নিকষ — কষ্টিপাথর, যাহাতে সোনা কষে। ণ. বিশুদ্ধ। [সং.] ণ. **নিকষিত** — কষ্টিপাথরে ঘষিয়া পরীক্ষিত।

নিকষা — রাবণের মা।

নিকা — মুসলমান সমাজে বিধবার বা তালাক-দেওয়া স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ। **নিকা করা** — ঐরূপ বিবাহ করা। **নিকা-করা** — যাহাকে নিকা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'নিকা-করা' বউ।] [আ. নিকাহ্‌।]

নিকানো — ক্রি. মাটি গোবর ইত্যাদি লেপিয়া বা ভিজা ন্যাতা দিয়া ঘরের মেঝে দাবা ইত্যাদি পরিষ্কার করা। ণ. ঐভাবে পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'নিকানো' ঘর।] বি. ঐ অর্থে।

নিকায় — আবাস, গৃহ। সমূহ, সমধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহ, body. লক্ষ্য। ব্রহ্ম।

[illegible]ার — (বাংলায় প্রচলিত অর্থে) একত্র ছোট প্যাণ্ট ও জামা। [ই. knickerbockers.]

নিকারী — মুসলমান জেলে।

নিকাল — বহিষ্কার। [ঃ 'নিকাল' যাও; ঃ 'নিকাল' দাও। [হি.] **নিকালো** — দূর হও।

নিকাশ — বাহির করণ, নিষ্কাশন। [ঃ জল-'নিকাশ'।] খতম, নাশ, ধ্বংস। [ঃ কচুরিপানা 'নিকাশ' করা; ঃ দফা 'নিকাশ' করা।] শেষ, সমাপ্তি, সমাপন। [ঃ হিসাব-'নিকাশ' করা।] হিসাবের সহিত সহকারী শব্দ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। [ঃ হিসাব-'নিকাশ' দেখা।] [সং. নিষ্কাশ।] ণ. — **নিকাশী।**

নিকুচি — (রাগ ও বিরক্তি প্রকাশক গালি) শেষ, খতম। [ঃ কাজের 'নিকুচি' করি।]

নিকুঞ্জ — লতায় ঘেরা মণ্ডপ, লতাগৃহ। **নিকুঞ্জকানন** — নিকুঞ্জ আছে এমন বাগান। **নিকুঞ্জবিহারী** — যিনি নিকুঞ্জে বিহার বা ভ্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ।

নিকুম্ভিলা — রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কার যজ্ঞস্থান ও দেবালয়। দেবীবিশেষ।

নিকৃষ্ট — উৎকৃষ্টের বিপরীত, অত্যন্ত মন্দ, খেলো, ওঁছা। বি. — **নিকৃষ্টতা**।

নিকেতন — গৃহ, আবাস।

নিকেশ — ('নিকাশ' দেখ।)

নিক্তি — ছোট পাল্লা বা তুলাদণ্ড।

নিক্বণ — সুমিষ্ট ঝনঝন শব্দ, ঝংকার। [ঃ নূপুর-'নিক্বণ'।]

নিক্ষিপ্ত — যাহা ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। [ঃ 'নিক্ষিপ্ত' তীর; ঃ 'নিক্ষিপ্ত' জঞ্জাল।] বি. **নিক্ষেপ, নিক্ষেপণ** — ছুঁড়িয়া ফেলার কাজ, জোরে ক্ষেপণ। [ঃ তীর 'নিক্ষেপ' করা; ঃ শর-'নিক্ষেপণ'।] **নিক্ষেপক** — যাহা বা যে নিক্ষেপ করে। [ঃ তীর-'নিক্ষেপক' যন্ত্র।] **নিক্ষেপা** — ক্রি. (পদ্যে) নিক্ষেপ করা। **নিক্ষেপিত** — কাহারও দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এমন।

নিখরচা — বিনা খরচে, বিনা ব্যয়ে।

নিখর্ব — দশ হাজার কোটি। [সং.]

নিখাত — খনন করা হইয়াছে এমন। পোঁতা হইয়াছে এমন, প্রোথিত।

নিখাদ — যাহাতে খাদ নাই এমন। [ঃ 'নিখাদ' সোনা।] ('নিষাদ' দেখ।)

নিখিল — ণ. সমগ্র, সারা। [ঃ 'নিখিল' ভুবন।] বি. সমস্ত জগৎ, বিশ্ব। **নিখিলনাথ, নিখিলেশ** — বিশ্বের প্রভু, জগদীশ্বর।

নিখুঁত — খুঁত নাই এমন, ত্রুটিহীন, সর্বাঙ্গসুন্দর।

নিখোঁজ — যাহার খোঁজ নাই, নিরুদ্দেশ। [ঃ 'নিখোঁজ' হওয়া।]

নিগড় — শৃঙ্খল। পায়ের বেড়ি [সং.] ণ. **নিগড়িত** — শৃঙ্খলিত, নিগড়ে বন্ধ।

নিগম — বেদাদি শাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ প্রাচীন কালের বণিক ও শ্রমিকদের সংঘ, guild.

নিগূঢ় — প্রচ্ছন্ন, রহস্যময়, সহজে বোধ গম্য নয় এমন। [ঃ 'নিগূঢ়' অর্থ।

নিগৃহীত — উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, অত্যা চারিত। স্ত্রী. — **নিগৃহীতা**।

নিগ্রহ — পীড়ন, কঠোর শাসন। [পুলিশের 'নিগ্রহ'।] দমন ও সংযম [ঃ ইন্দ্রিয়-'নিগ্রহ'।]

নিগ্রো — আফ্রিকা বা আমেরিকার বলিষ্ঠ ও কালো একজাতীয় অধিবাসী **নিগ্রোবটু** — (জাতিতত্ত্বে) নিগ্রোদের ন্যায় দেখিতে একজাতীয় লোক, ইহাদের ঠোঁট পুরু, মাথার চুল খুব কোঁকড়া এবং গায়ের রং কালো। [ই. nigreto.

নিঙাড়া — ক্রি. (পদ্যে) নিংড়ানো। [চলে নীল শাড়ি 'নিঙাড়ি নিঙাড়ি'।

নিচ — নিম্নবর্তী স্থান, নিম্নস্থান **নিচেকার** — নিচের, নিম্নবর্তী স্থানের [সং. নীচ।]

-নিচয় — সমূহ বা -গুলি অর্থে শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পুষ্প 'নিচয়'।] [সং.]

নিচু — বি. নিচ, নিম্নবর্তী স্থান, নিম্ন স্থান। ণ. নিম্ন, অনুন্নত। নীচ।]

নিচুল — বেতগাছ। উত্তরীয়। [সং

নিচোল — আবরণবস্ত্র, উত্তরীয়। ঘাগরা বর্ম। [সং.]

নিছক — কেবল, অবিমিশ্র। [ঃ নিছক গালাগালি।]

নিছনি — (প্রাচীন কবিতায়) দেহের কোমলতা ও লাবণ্য। অর্ঘ্য, নৈবেদ্য। তুলনা। [সং. নির্মঞ্ছনিকা।]

নিজ — অপর কেহ নহে, স্বয়ং বা স্বদলীয় ব্যক্তি। [ঃ 'নিজে', 'নিজেকে', 'নিজেদিগকে' ইত্যাদি।] আপন, স্বীয়, অপরের নহে এমন। [ঃ 'নিজ' হাতে।] **নিজ থেকে** — অপরের অনুরোধ আদেশ বা নির্দেশ অনুসারে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। **নিজে** — আপনি, অপরে নহে। [ঃ 'নিজে' করেছি।] **নিজে নিজে** — অপরের সাহায্য না লইয়া। [ঃ 'নিজে নিজে' করা।] আপনার মনে, স্বগত-ভাবে। [ঃ 'নিজে নিজে' বকছে।] **নিজের** — স্বকীয়, অপরের নহে, আপনার। [ঃ 'নিজের' জিনিস।] **নিজস্ব** — অপরের নহে, আপনার ব্যক্তি-গত। [ঃ 'নিজস্ব' সম্পত্তি।]

নিজাম — প্রধান শাসনকর্তা। হায়দরা-বাদের রাজার উপাধি। [আ.] **নিজামত** — নিজামের পদ বা অধিকার। ফৌজদারী বিচারবিভাগ। [ঃ সদর 'নিজামত'।] ণ. — **নিজামতী**।

নিঝুম, নিঝ্‌ঝুম — সম্পূর্ণরূপে নীরব। ঃ 'নিঝুম' রাত।]

নিট — খরচ-খরচা বাদে যাহা থাকে এমন। [ঃ 'নিট' লাভ।] [ই. nett.]

নিটোল—যাহাতে টোল পড়ে নাই এমন, সুন্দরভাবে পরিপুষ্ট। [ঃ 'নিটোল' দেহ।]

নিঠুর — (পদ্যে) নিষ্ঠুর। [ঃ ওগো 'নিঠুর'।]

নিড়বিড় — অপটুতার জন্যে কাজে বিলম্ব। [ঃ 'নিড়বিড়' করা।] ণ. **নিড়বিড়ে** — নিড়বিড় করে এমন।

নিড়ান — শস্যক্ষেত্রের ঘাস আগাছা ইত্যাদি উৎপাটন। [ঃ জমিতে 'নিড়ান' দেওয়া।] **নিড়ানি** — নিড়ানের উপযোগী যন্ত্র, একরকম খুরপি। **নিড়ানো** — ক্রি. শস্যক্ষেত্র হইতে ঘাস আগাছা ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা।

নিতম্ব — পাছা। স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাদ্‌ভাগ। (পর্বতের) পার্শ্বদেশ। **নিতম্বিনী** — যে নারীর নিতম্ব সুন্দর ও সুগঠিত।

নিতাই — ('নিত্যানন্দ' দেখ।)

নিতান্ত—অতিশয়, অত্যন্ত। [ঃ 'নিতান্ত' দুর্ভাগ্য।] উপায়ান্তর নাই এই অর্থে, নেহাত, অবশ্যই। [ঃ 'নিতান্তই' যদি যাও; ঃ 'নিতান্ত' না দিলে নয়।]

নিতি, নিতিনিতি — (কবিতায়) নিত্য, সকল সময়ে, রোজ রোজ। [সং. নিত্য।]

নিতুই — (কবিতায়) নিত্যই। **নিতুইনব** — (কবিতায়) সকল সময়ে নূতন, নিত্য-নূতন।

নিত্তি — (কথ্য প্রয়োগ) নিত্য, সকল সময়, রোজ রোজ।

নিত্য — সর্বদা, সকল সময়। [ঃ ইহা 'নিত্য' ঘটিতেছে।] নিয়মিত, প্রাত্যহিক। [ঃ 'নিত্য'কর্ম।] সনাতন, চিরকালীন। [ঃ 'নিত্য'-ধর্ম।] [সং.] **নিত্যকর্ম** — প্রত্যহ নিয়মিতভাবে করা হয় এমন কাজ। দৈনিক পূজা-আহ্নিক ইত্যাদি। **নিত্যকাল** — চিরকাল। **নিত্যনৈমিত্তিক** — দৈনিক করণীয় বা দৈনিক ঘটনীয়। [ঃ 'নিত্যনৈমিত্তিক' ব্যাপার।] **নিত্য-সঙ্গী** — যে সকল সময়ে সঙ্গে থাকে। স্ত্রী. — **নিত্যসঙ্গিনী**। **নিত্যসমাস** — (ব্যাকরণে) একরকম সমাস যাহাতে সমস্যমান পদ দিয়া ব্যাসবাক্য হয় না। **নিত্যসহচর** — ('নিত্যসঙ্গী' দেখ।) **নিত্যসেবা** — দৈনিক নিয়মিত পূজা ও

সেবা।

নিত্যানন্দ — ণ. সর্বদা আনন্দিত। বি. চৈতন্যদেবের ভক্ত ও সহচর, নিতাই।

নিত্যি — ('নিত্তি' দেখ।)

নিথর — স্থির, নিঃস্পন্দ, নিশ্চল।

নিদ — (কবিতায়) নিদ্রা, ঘুম।

নিদয় — (কবিতায়) নির্দয়। স্ত্রী. — **নিদয়া**।

নিদর্শন — প্রমাণস্বরূপ যাহা দেখানো যায়। দৃষ্টান্ত। অভিজ্ঞান।

নিদাঘ — গ্রীষ্মকাল। [সং.]

নিদান — (রোগের) মূল কারণ। রোগের মূল কারণ নির্ণয় ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র। **নিদান কাল** — শেষ সময়, মৃত্যুকাল। **নিদানপক্ষে** — অন্ততঃ, নিদেন।

নিদারুণ — অতি দারুণ, অত্যন্ত কঠোর, খুব নিষ্ঠুর। [ঃ 'নিদারুণ' দুঃখ।]

নিদিধ্যাস, নিদিধ্যাসন — একাগ্রভাবে ধ্যান। শ্রুত বিষয় চিন্তন।

নিদিষ্ট — আদিষ্ট, নির্দিষ্ট।

নিদেন — অন্ততঃপক্ষে। [ঃ 'নিদেন' দুটো টাকা দাও।] **নিদেন কাল** — মৃত্যুকাল, শেষ সময়।

নিদেশ — আদেশ, হুকুম, নির্দেশ। **নিদেশপত্র** — নির্দেশপূর্ণ পত্র, directive. **নিদেষ্টা** — আদেশকারী, নির্দেশকারী।

নিদ্রা — ঘুম। [সং.] **নিদ্রা যাওয়া** — ঘুমানো। **নিদ্রা দেওয়া** — (ব্যঙ্গার্থে) ঘুমানো। **নিদ্রা পাওয়া** — ঘুম আসা। **নিদ্রাকর্ষণ** — ঘুম আসার ভাব, ঘুমের আবেশ। **নিদ্রাগত** — নিদ্রিত, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এমন। **নিদ্রাতুর** — ঘুমে কাতর, অত্যন্ত ঘুম পাইয়াছে এমন। **নিদ্রাবিষ্ট** — ঘুমে মগ্ন, নিদ্রিত। **নিদ্রাবিহীন** — যাহার ঘুম আসে না। ঘুম আসে নাই এমন। [ঃ 'নিদ্রাবিহীন' রাত্রি।] **নিদ্রাবেশ** — ঘুমের আবেশ ঘুম আসার ভাব। **নিদ্রাভঙ্গ** — ঘুম ভাঙা, জাগিয়া ওঠা, জাগরণ। **নিদ্রাভিভূত** — ঘুমে মগ্ন, নিদ্রাবিষ্ট **নিদ্রালস** — ঘুমে জড়িত, ঘুমে শিথিল [ঃ 'নিদ্রালস' চক্ষু।] **নিদ্রালু** — ঘুম পাইয়াছে এমন, তন্দ্রালু। ['নিদ্রালু' আঁখি।] যাহার সহজে ঘুম পায় বা যে ঘুমাইতে ভালোবাসে **নিদ্রাহীন** — ('নিদ্রাবিহীন' দেখ।)

নিদ্রিত — যে ঘুমাইতেছে, ঘুমন্ত। স্ত্রী — **নিদ্রিতা**।

নিদ্রোত্থিত — ঘুম হইতে সদ্য উঠিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **নিদ্রোত্থিতা**।

নিধন — নাশ, বধ। [ঃ শত্রু-'নিধন'।] মৃত্যু। [ঃ স্বধর্মে 'নিধন' শ্রেয়।] [সং.]

নিধান — আধার, পাত্র, ভাণ্ডার। [ঃ করুণা-'নিধান'।] (গণিতে) লগারিদমের ঘাতাঙ্ক গণনের প্রথম রাশি, base of logarithm. [সং.]

নিধি — নিধান, আধার। গচ্ছিত ধন। বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষিত ধন, fund. বহুমূল্য রত্নসদৃশ আদরের বস্তু। [সং.] **নিধিনাথ, নিধিপতি, নিধীশ** — ধনপতি কুবের।

নিধুবন — মৈথুন, রতিক্রিয়া।

নিধুবন — নিধু নামে প্রমোদকানন।

নিধেয় — গচ্ছিত রাখার যোগ্য। [সং]

নিনাদ — উচ্চ শব্দ, গর্জন। [ঃ বজ্র-'নিনাদ'।] ণ. **নিনাদিত** — উচ্চ শব্দে ধ্বনিত, গর্জনে পূর্ণ, গর্জিত।

নিন্দক — যে নিন্দা করে, নিন্দুক **নিন্দন** — নিন্দা করণ। ণ. **নিন্দনীয়** — নিন্দার যোগ্য, গর্হিত।

নিন্দা — অপযশ, অপ্রশংসা, দুর্নাম। [ঃ 'নিন্দা' করা; ঃ 'নিন্দা' পাওয়া।]

ক্রি. (কবিতায়) নিন্দা করা। [ঃ 'নিন্দিবে' ত্রিভুবন।] **নিন্দাবাদ** — দুর্নাম বা অপযশ সূচক উক্তি। **নিন্দা-স্তুতি** — দুর্নাম ও অতিশয় প্রশংসা। [ঃ তিনি 'নিন্দাস্তুতির' ঊর্ধ্বে।] **লোকনিন্দা** — লোকমুখে প্রচারিত দুর্নাম।

নিন্দার্হ — নিন্দার যোগ্য, নিন্দনীয়।

নিন্দিত — যাহার নিন্দা করা হইয়াছে, গর্হিত। স্ত্রী. — **নিন্দিতা।**

-নিন্দিত — তুলনায় উহার অপেক্ষা ভালো বা মন্দ এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মৃণাল-'নিন্দিত' বাহু; ঃ বৃষভ-'নিন্দিত' কণ্ঠস্বর।]

নিন্দুক — যে নিন্দা করিতে ভালোবাসে। **বিশ্বনিন্দুক** — যে সকলের বা সকল কিছুর নিন্দা করে।

নিন্দ্য — নিন্দার যোগ্য, নিন্দনীয়।

নিপট — (প্রাচীন কবিতায়) খুব, অত্যন্ত। [ঃ 'নিপট' কপট।]

নিপতন — নিচে পতন। ণ. **নিপতিত** — নিচে পড়িয়াছে এমন।

নিপাত — ধ্বংস, বিনাশ, বধ। [ঃ শত্রু-'নিপাত'।] [সং.] **নিপাত যাও** — মরো, তোমার মৃত্যু হোক।

নিপাতন — বিনাশন, ধ্বংসসাধন। (ব্যাকরণে) সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। [ঃ 'নিপাতনে' সিদ্ধ।] ণ. **নিপাতিত** — নিহত, অস্ত্রাদির আঘাতে মৃত, বিনাশপ্রাপ্ত।

নিপীড়ক — যে উৎপীড়ন করে, অত্যাচারী। **নিপীড়ন** — অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন। ণ. **নিপীড়িত** — যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **নিপীড়িতা।**

নিপুণ — যে কোনও কাজ ভালোভাবে করিতে পারে, পটু, দক্ষ। স্ত্রী. — **নিপুণা।** বি. — **নিপুণতা, নৈপুণ্য।**

নিপ্পন — জাপান। জাপানী, জাপ। [ঃ 'নিপ্পন' সভ্যতা।]

নিব — কলমের ধাতুনির্মিত মুখ যাহাতে লেখা হয়। [ই. nib.]

নিবদ্ধ — শক্তভাবে বাঁধা আঁটা বা যুক্ত হইয়াছে এমন। [ঃ দৃঢ়-'নিবদ্ধ' মুষ্টি; ঃ শৃঙ্খল-'নিবদ্ধ'।] স্থিরভাবে স্থাপিত, অবিচলিতভাবে যুক্ত। [ঃ দৃষ্টি 'নিবদ্ধ' করা।] বি. — **নিবদ্ধতা।**

নিবদ্ধীকরণ — রেজিস্টারভুক্ত করণ, registration.

নিবনিব — ('নিবুনিবু' দেখ।)

নিবন্ত—নিবিতেছে এমন, নির্বাপিতপ্রায়। নিবিয়াছে এমন, নির্বাপিত। [ঃ 'নিবন্ত' উনান।] **নিবন্তপ্রায়** — নিবিবার উপক্রম করিতেছে এমন, নিবিয়া আসিয়াছে এমন।

নিবন্ধ — রচনা, প্রবন্ধ। ক্ষুদ্র পুস্তক। নিয়ম, ব্যবস্থা। বন্ধন। [সং.]

-নিবন্ধন — কারণ বা হেতু বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ অসুস্থতা-'নিবন্ধন'।]

নিবর্তক — যাহা নিবারণ বা নিবৃত্তি করে, নিবৃত্তিমূলক। **নিবর্তন** — কোনও কিছু হইতে বিরতি, ক্ষান্তি। প্রত্যাবর্তন, ঘুরিয়া পুনরায় আগমন। ণ. — **নিবর্তিত। নিবর্তনমূলক** — নিবারণমূলক, কোনও কিছু হইতে বিরত বা ক্ষান্ত করা সংক্রান্ত। [ঃ 'নিবর্তনমূলক' আটক আইন।]

-নিবহ — সকল, সমূহ, -গুলি। [সং.]

নিবা — ক্রি. নির্বাপিত হওয়া, জ্বলন্ত অবস্থার অবসান হওয়া। [ঃ দীপ 'নিবিল'।] ণ. নিবিয়াছে এমন। [ঃ 'নিবা' দীপ।] **নিবানো** — ক্রি. নির্বাপিত করা। ণ. নির্বাপিত করা

হইয়াছে এমন। [ঃ 'নিবানো' বিড়ি।]

নিবাত — যেখানে বাতাস নাই, বায়ুহীন, নির্বাত। [সং.] **নিবাতকবচ** — মহাভারতে বর্ণিত একদল পরাক্রান্ত অসুর, ইন্দ্রের আদেশে অর্জুন ইহা-দিগকে বধ করেন। **নিবাতনিষ্কম্প** — বায়ুহীনতার জন্য অকম্পিত। [ঃ 'নিবাতনিষ্কম্প' দীপশিখা।]

নিবারক — যে যা যাহা নিবারণ করে। [ঃ রোগ-'নিবারক' ঔষধ।] **নিবারণ** — কোনও কিছু হইতে বিরতির ব্যবস্থা। [ঃ কলহ-'নিবারণ'।] রোধ, দূরীকরণ। [ঃ রোগ-'নিবারণ'।] বি. — **নিবারিত**। **নিবারণী** — যাহা নিবারণ করে। [ঃ পশুক্লেশ-'নিবারণী' সভা।] **নিবারণীয়, নিবার্য** — যাহা নিবারণ করা যায় এমন।

নিবারা — ক্রি. (কবিতায়) নিবারণ করা। [ঃ আশু 'নিবারিব' শোক তব।]

নিবাস — ক্রি. বাসস্থান, গ্রাম ইত্যাদি। [ঃ আপনার 'নিবাস' কোথায়?] আবাস, গৃহ। [ঃ পান্থ-'নিবাস'।]

নিবাসী — যে বাস করে, বাসকারী, অধিবাসী। [ঃ তাম্রলিপ্ত-'নিবাসী'।]

নিবিড় — ঘন, গভীর, গাঢ়। [ঃ 'নিবিড়' অন্ধকার।] মধ্যে ফাঁক নাই এমন, ঘন। [ঃ 'নিবিড়' কেশ।] দুর্গম। [ঃ 'নিবিড়' অরণ্য।] অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ['নিবিড়' বন্ধুত্ব।] ঘননিবদ্ধ। [ঃ [ঃ 'নিবিড়' আলিঙ্গন।] সুগঠিত, স্থূল। [ঃ 'নিবিড়' নিতম্ব।] বি. — **নিবিড়তা**।

নিবিষ্ট — একাগ্রভাবে নিযুক্ত। [ঃ পাঠে 'নিবিষ্ট'।] বি. — **নিবিষ্টতা**। **নিবিষ্টচিত্ত** — একান্তভাবে মনোযোগ দিয়াছে এমন, অনন্যমনা। **নিবিষ্টচিত্তে** — একান্ত মনোযোগের সহিত।

নিবীত — উত্তরীয়। যজ্ঞসূত্র, পইতা।

নিবুনিবু — নিবন্তপ্রায়, নিবিবার উপক্র করিতেছে অথচ নিবিতেছে না এমন।

নিবৃত্ত — বিরত, ক্ষান্ত। (তুঃ 'প্রবৃত্ত'। বি. **নিবৃত্তি** — বিরতি, ক্ষান্তি। ক হওয়া, বিরাম। [ঃ রোগ-'নিবৃত্তি'। নির্লিপ্তি, বৈরাগ্য, ভোগ-লালসা ইত্যা হইতে মুক্তি।

নিবেদক — যে নিবেদন করে। যে বিনী প্রস্তাব বা আবেদন করে। **নিবেদ** — বিনীতভাবে বক্তব্য উত্থাপন, জ্ঞাপন [ঃ সবিনয় 'নিবেদন' এই—। আবেদন। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসগ বা দান। ণ. **নিবেদিত** — নিবেদন কর হইয়াছে এমন। অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গীকৃত স্ত্রী. — **নিবেদিতা**। **নিবেদ্য** - নিবেদনের যোগ্য।

নিবেশ — স্থাপন, সন্নিবেশ। [ঃ মনো 'নিবেশ'।] শিবির। [ঃ সেনা 'নিবেশ'।]

নিবোনিবো — ('নিবুনিবু' দেখ।)

-নিভ — 'মতো' বুঝাইতে অন্য শব্দে সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ইন্দু-'নিভ'। স্ত্রী. — **-নিভা**।

নিভা — ('নিবা' দেখ।)

নিভানো — ('নিবানো' দেখ।)

নিভাঁজ — যাহাতে ভাঁজ নাই, মসৃণ, ভাঁজ হীন। ভেজালশূন্য, খাঁটী।

নিভৃত — ণ. গোপন, অপ্রকাশিত, নির্জন [ঃ 'নিভৃত' চিন্তা।] বি. নির্জন স্থান গোপন স্থান। [একাকী 'নিভৃতে'। [সং.]

নিম—একরকম তিক্ত ফল ও গাছ। [স নিম্ব।] **নিমঝোল** — নিমের পাতা দিয় রাঁধা একরকম ঝোল। **নিমতিতা** অত্যন্ত তেতো, নিমের মতো তিক্ত।

নিম- — অর্ধ, প্রায়, কতকটা

বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'নিম'-রাজী।] [ফা. নীম।]

নিমক — লবণ, নুন। [ফা. নমক্।] **নিমক খাওয়া** — অন্নদাতার নিকট অন্ন গ্রহণ করা। [ঃ তোমার 'নিমক খেয়েছি'।] **নিমকহারাম** — অকৃতজ্ঞ। অপরের নুন খাইয়াও অর্থাৎ অপরের নিকট অন্ন গ্রহণ করিয়াও যে অন্নদাতার অনিষ্ট করে বা করিতে চায়। **নিমক-হারামি** — অকৃতজ্ঞতা, অন্নদাতার বা উপকারীর অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা বা চেষ্টা।

নিমকি — ঘিয়ে ভাজা ময়দার একরকম নোনতা খাবার।

নিমখুন — আধমরা, প্রায় খুন।

নিমগ্ন — ডুবিয়া আছে বা ডুবিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ জলে 'নিমগ্ন'; ঃ তরী 'নিমগ্ন'।] আবিষ্ট, একান্তভাবে নিবিষ্ট, তন্ময়। [ঃ ধ্যানে 'নিমগ্ন'।] স্ত্রী. — **নিমগ্না**। বি. **নিমগ্নতা** — নিমজ্জিত অবস্থা। তন্ময়তা।

নিমজ্জন — বি. ডুবানো, নিমগ্ন করণ। অবগাহন, ডুবন। ণ. **নিমজ্জিত** — ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **নিমজ্জিতা**। **নিমজ্জমান** — ডুবিতেছে এমন, নিমজ্জিত হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **নিমজ্জমানা**।

নিমন্ত্রণ — ভোজে বা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহবান। ভোজ। [ঃ 'নিমন্ত্রণ' বাড়ি; ঃ 'নিমন্ত্রণ' খাওয়া।] ণ. **নিমন্ত্রিত** — যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। স্ত্রী. — **নিমন্ত্রিতা**।

নিমন্ত্রয়িতা — যে নিমন্ত্রণ করে, নিমন্ত্রণ-কারী। [সং. নিমন্ত্রয়িতৃ।] স্ত্রী. — **নিমন্ত্রয়িত্রী**।

নিমরাজী — আধা-রাজী, প্রায় রাজী।

নিমা — ছোট হাতাওয়ালা একরকম খাটো জামা।

নিমাই — চৈতন্যদেবের মায়ের দেওয়া আদরের নাম।

নিমিখ — (কবিতায়) নিমেষ, পলক।

নিমিত্ত — হেতু, কারণ। [ঃ 'তন্নিমিত্ত'।] যাহার দ্বারা কার্য সাধিত হয় কিন্তু কার্যের উপর যাহার কর্তৃত্ব থাকে না। [ঃ 'নিমিত্ত' মাত্র হও, সব্যসাচী।] শুভ বা অশুভ লক্ষণ। [ঃ 'দুর্নিমিত্ত'।] জন্য, কারণে। [ঃ জাতির 'নিমিত্ত' প্রাণ-দান।] **নিমিত্তের ভাগী** — নিজের কাজের ফলে নহে অথচ ঘটনাচক্রে কোনও ব্যাপারের জন্য দায়ী।

নিমিষ — চোখের পাতা বোজা, পলক। [ঃ অ-'নিমিষ'।] চোখের পাতা পড়িতে যতো সময় লাগে তাহা, পলক, মুহূর্ত। অতি অল্প সময়। [ঃ 'নিমিষের' জন্য।] **এক নিমিষ** — অতি সামান্য সময়, এক-মুহূর্ত। [ঃ এক 'নিমিষে' ঘটলো।]

নিমীলন — (চোখ) বন্ধ বা মুদ্রিত করণ। (তুঃ 'উন্মীলন'।) ণ. — **নিমীলিত**।

নিমেষ — ('নিমিষ' দেখ।)

নিম্ন — ণ. উচ্চ নয়, নিচু। [ঃ 'নিম্ন' শ্রেণী।] বি. উপরের বিপরীত, নিচ, নিম্নবর্তী স্থান। [ঃ 'নিম্নে' লিখিত।] **নিম্নগ** — নিচের দিকে যায় এমন। অধঃপতিত। স্ত্রী. — **নিম্নগা**। **নিম্ন-গামী** — নিচের দিকে যায় বা যাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **নিম্নগামিনী**। বি. — **নিম্নগামিতা**। **নিম্নতন** — নিচে আছে এমন, অধীন। [ঃ 'নিম্নতন' কর্মচারী।] **নিম্ন-প্রাথমিক** — (শিক্ষাবিষয়ে) আরম্ভিক, প্রথম দুই শ্রেণীবিশিষ্ট (বিদ্যালয়), lower primary. **নিম্ন-বর্তী** — নিচে আছে এমন। [ঃ 'নিম্ন-বর্তী' স্থান।] **নিম্নলিখিত** —

নিচে লেখা রহিয়াছে এমন, রচনার পরবর্তী অংশে আছে এমন।
নিম্নোক্ত — নিচে বলা হইয়াছে এমন।
নিম্নোদ্ধৃত — নিচে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এমন।
নিম্নোন্নত — উঁচুনিচু, বন্ধুর, উচ্চাবনত।
নিম্ব, নিম্বক — নিম। [সং.]
নিম্বু, নিম্বুক — নেবু, কাগজী লেবু। লেবুর গাছ। [সং.]
নিয়ত — সকল সময়ে, সর্বদা, সতত। নিয়মিত। স্থির। সংযত। [সং.]
নিয়তি — বিধাতার নিয়ম, ভাগ্য, অদৃষ্ট, নসিব। [সং.]
নিয়ন্তা — যে নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ামক। [ঃ ভাগ্য-'নিয়ন্তা'।] [সং. নিয়ন্তৃ।] স্ত্রী. — **নিয়ন্ত্রী।**
নিয়ন্ত্রক — যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা করে, controller.
নিয়ন্ত্রণ — নিয়মিত বা সংযত করণ। দ্রব্যাদির নিয়মিত মূল্যে ও পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যবস্থা। [ঃ বস্ত্র 'নিয়ন্ত্রণ'।] বি. — **নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা** — খাদ্যাদির নিয়মিত মূল্যে ও পরিমাণে বিক্রয় ব্যবস্থা, control.
নিয়ম — পালনীয় ব্যবস্থা বা নির্দেশ। [ঃ সামাজিক 'নিয়ম'; ঃ সংঘের 'নিয়ম'।] যাহা অনুসারে ঘটনা বা কার্যাদি ঘটে। [ঃ প্রাকৃতিক 'নিয়ম'।] শৃঙ্খলা, বাঁধাধরা পদ্ধতি। [ঃ কাজের 'নিয়ম'; ঃ খেলার 'নিয়ম'।] নির্দিষ্ট আচার বা অভ্যাস। [ঃ 'অনিয়ম'।] ব্রতাদি সংযম। [ঃ 'নিয়ম'-ভঙ্গ।] নির্দিষ্ট রীতি। [ঃ ব্যাকরণের 'নিয়ম'।] [সং.] **নিয়মতন্ত্র** — নিয়মের সমষ্টি। কতিপয় নিয়মের দ্বারা পরিচালন বা শাসন। ণ. **নিয়মতন্ত্রী, নিয়মতান্ত্রিক** — নিয়ম বা বিধান অনুযায়ী চলে এমন। [ঃ 'নিয়মতান্ত্রিক' শাসন।] **নিয়মনিষ্ঠ** — সর্বদা সতর্কভাবে নিয়ম মানিয়া চলে এমন। বি. — **নিয়মনিষ্ঠতা, নিয়মনিষ্ঠা।**
নিয়মপালন — নিয়ম মানিয়া চলা, নিয়ম অনুসরণ। **নিয়মবিরুদ্ধ** — প্রচলিত বিধিব্যবস্থা অনুসারে নহে এমন। বি — **নিয়মবিরুদ্ধতা। নিয়মভঙ্গ** — নিয়ম মানিয়া না চলা, নিয়মলঙ্ঘন। ব্রত পরিত্যাগ। ব্রত সমাপন। **নিয়মলঙ্ঘন** — নিয়ম মানিয়া না চলা, নিয়মের ব্যতিক্রম করণ।
নিয়মাধীন — নিয়ম অনুসারে চলে এমন, নিয়মের বশীভূত।
নিয়মানুবর্তী — যে সতর্কতার সহিত বিধি-ব্যবস্থা ও নির্দেশ মানিয়া চলে। বি. — **নিয়মানুবর্তিতা।**
নিয়মানুযায়ী, নিয়মানুসারে — নিয়ম মতো, বিধিব্যবস্থা বা নির্দেশ লঙ্ঘন না করিয়া।
নিয়মিত — নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট, যাহাতে নিয়ম লঙ্ঘন বা নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয় নাই এমন।
নিয়ম্য — নিয়মের অধীন করার যোগ্য। নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
নিয়ামক — যে বা যাহা নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মের প্রবর্তক। (জ্যামিতিতে বক্রাদি অঙ্কনের জন্য স্থির রেখা directrix. **নিয়ামক আইন** — নর্থ-প্রবর্তিত ভারত শাসন সংক্রান্ত বিখ্যাত আইন, Regulating Act.
নিযুক্ত — ণ. ব্যাপৃত, রত। [ঃ পাঠে 'নিযুক্ত'।] কাজ করিবার ভারপ্রাপ্ত [ঃ চাকরিতে 'নিযুক্ত'।] বি. — **নিযুক্তি।**
নিযুত — দশ লক্ষ, এক কোটির দশ ভাগের এক ভাগ, million.
নিযোক্তা—নিয়োগকর্তা। [সং. নিযোক্তৃ।

নিয়োগ — কাজের ভার প্রদান। চাকরিতে নিযুক্ত করণ। প্রয়োগ। অর্থাদির লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার। [ঃ ধন-'নিয়োগ'।]

নিয়োগাধিকার — নিয়োগ করিবার অধিকার। নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী কার্যালয়।

নিয়োগী — নিয়োগকর্তা। বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ।

নিয়োজন — নিয়োগ করণ। ণ. **নিয়োজিত** — নিযুক্ত করা হইয়াছে এমন। সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যবহৃত। [ঃ সৎকার্যে 'নিয়োজিত' অর্থ।] **নিয়োজ্য** — নিয়োজনের যোগ্য।

নির্ — অভাব নিশ্চয় অতিশয় ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

নিরংশ — (জ্যোতিষে) রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন।

নিরংশী — যে অংশ পায় নাই বা পাইবার অধিকারী নয়।

নিরংশু — যাহার অংশু বা কিরণ নাই, নিষ্প্রভ, জ্যোতিহীন।

নিরক্ষদেশ — নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত স্থানসমূহ। **নিরক্ষবৃত্ত, নিরক্ষমণ্ডল** - ('নিরক্ষরেখা' দেখ।) **নিরক্ষরেখা** — উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমান দূরে পৃথিবীর উপর দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কাল্পনিক বৃত্ত বা রেখা, বিষুব রেখা, equator.

নিরক্ষর — যাহার অক্ষরজ্ঞান নাই, যে লিখিতে বা পড়িতে পারে না। বি. — **নিরক্ষরতা**।

নিরক্ষান্তর — বিষুব রেখা হইতে কোনও নির্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব।

— ক্রি. (কবিতায়) দেখা, নিরীক্ষণ রা। [ঃ 'নিরখিল'; ঃ 'নিরখিব'।]

— যে অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান াগ করিয়াছে। (তুঃ 'সাগ্নিক'।)

যাহাতে বা যাহার আগুন নাই।

নিরঙ্কুশ — প্রতিরোধহীন, অবাধ। স্বেচ্ছাচারী। [ঃ 'নিরঙ্কুশ' স্বাধীনতা।]

নিরজন — ণ. (কবিতায়) নির্জন। **বি.** নির্জন স্থান। [ঃ বসি 'নিরজনে'।]

নিরঞ্জন — যাহাতে অঞ্জন বা কালিমা নাই, নিষ্কলঙ্ক। পরমাত্মা। শূন্য পুরাণে বর্ণিত ধর্মঠাকুর। জলে প্রতিমা বিসর্জন।

নিরত — নিযুক্ত, ব্যাপৃত, রত। [ঃ পাঠ-'নিরত'।] স্ত্রী. — **নিরতা**।

নিরতিশয় — খুব বেশী, অত্যধিক, অত্যন্ত।

নিরদয় — (কবিতায়) নির্দয়।

নিরন্তর — সর্বদা, অবিরাম।

নিরন্ন — খাদ্যহীন, অন্নহীন।

নিরপত্য — যাহার ছেলেমেয়ে নাই, সন্তানহীন। স্ত্রী. — **নিরপত্যা**।

নিরপরাধ — নির্দোষ, অপরাধশূন্য। **স্ত্রী.** — **নিরপরাধা**। **নিরপরাধী** — (অশুদ্ধ হইলেও বাংলায় প্রচলিত) নির্দোষ, নিরপরাধ। স্ত্রী. — **নিরপরাধিনী**।

নিরপেক্ষ — কোনও পক্ষে যোগ দেয় নাই এমন। [ঃ যুদ্ধে 'নিরপেক্ষ' থাকা।] পক্ষপাতদোষশূন্য। [ঃ 'নিরপেক্ষ' বিচারক।] অপরের উপর নির্ভর করে না এমন, স্বতন্ত্র। (দর্শনে) শর্তাদির অধীন নহে এমন, categorical. বি. — **নিরপেক্ষতা**।

নিরবকাশ — অবকাশহীন। ফাঁক বা ছেদ নাই এমন। বিশ্রাম নাই এমন।

নিরবচ্ছিন্ন — ছেদহীন, ক্রমাগত, বিরামহীন, নিরন্তর। [ঃ 'নিরবচ্ছিন্ন' বেদনা।] বি. — **নিরবচ্ছিন্নতা**।

নিরবধি — যাহার অবধি বা শেষ নাই। সর্বদা, নিরন্তর।

নিরবয়ব — অবয়বশূন্য, নিরাকার।

নিরবলম্ব, নিরবলম্বন — অবলম্বনহীন,

কিছুকে আশ্রয় করিয়া নাই এমন। [ঃ 'নিরবলম্ব' অবস্থা।] অসহায়।

নিরবশেষ — অবশিষ্ট কিছু নাই এমন, নিঃশেষ।

নিরভিমান — অভিমান নাই এমন, দম্ভহীন, নিরহংকার। স্ত্রী. — **নিরভিমানা**। **নিরভিমানী** — গর্বশূন্য, নিরহংকার। স্ত্রী. — **নিরভিমানিনী**।

নিরমল — (কবিতায়) নির্মল।

নিরমা — ক্রি. (কবিতায়) নির্মাণ করা। [ঃ 'নিরমিল' বিধি।]

নিরমাণ — (কবিতায়) নির্মাণ।

নিরম্বু — জল নাই এমন, জলহীন। [ঃ 'নিরম্বু' আকাশ।] জল পর্যন্ত পান করা হয় নাই এমন, নির্জলা। [ঃ 'নিরম্বু' উপবাস।]

নিরয় — নরক। **নিরয়গামী** — নরকে গিয়াছে যাইবে বা যাইতেছে এমন।

নিরর্থক — অর্থহীন। অকারণ। বৃথা।

নিরলংকার — অলংকারহীন, আভরণহীন। স্ত্রী. — **নিরলংকারা**।

নিরলস — আলস্যহীন, অনলস। আলস্য আসে না এমন। [ঃ 'নিরলস' শীতের মধ্যাহ্ন।]

নিরসন — মোচন, দূরীকরণ। [ঃ ভ্রম 'নিরসন'; ঃ সংশয় 'নিরসন'।]

নিরস্ত — ক্ষান্ত, বিরত, নিবৃত্ত।

নিরস্ত্র — অস্ত্রহীন। **নিরস্ত্রীকরণ** — অস্ত্রহীন করণ। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ত্যাগ বা হ্রাস করণ, disarmament.

নিরহংকার, নিরহঙ্কার — যাহার অহঙ্কার নাই, বিনীত, দম্ভহীন। স্ত্রী. — **নিরহংকারা, নিরহঙ্কারা**।

নিরাকরণ — দূরীকরণ, নিবারণ, খণ্ডন। নির্ণয়, অবধারণ।

নিরাকাঙ্ক্ষ — আকাঙ্ক্ষাহীন, নিস্পৃহ।

নিরাকার — যাহার আকার নাই, আকারহীন। [ঃ 'নিরাকার' ব্রহ্ম।]

নিরাকৃতি — নিরাকরণ। নিরাকার।

নিরাতঙ্ক — ভয়হীন, আতঙ্কশূন্য।

নিরাতপ — রৌদ্রহীন।

নিরাধার — আধারহীন, আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন।

নিরানন্দ — আনন্দহীন। আনন্দের অভাব। [ঃ 'নিরানন্দের' মধ্যে।]

নিরানব্বই, নিরানব্বুই — ৯৯ সংখ্যা। **নিরানব্বইয়ের ধাক্কা** — কর্মসমাপনের কঠিন শেষ অংশ।

নিরাপৎসু — যাহার বা যাহাদের নিরাপত্তা কামনা করা হয় তাহার বা তাহাদের সমীপে অর্থে পত্রের সম্বোধন।

নিরাপত্তা — নিরাপদ অবস্থা, বিপদ্‌হীনতা, নির্বিঘ্নতা।

নিরাপদ — বিপদশূন্য, নির্বিঘ্ন, যাহার বা যাহাতে বিপদ নাই। [ঃ 'নিরাপদ' হওয়া; ঃ 'নিরাপদ' যাত্রা।] **নিরাপদে** — বিনা বিপদে। [ঃ 'নিরাপদে' পৌঁছিয়াছি।] **নিরাপদেষু** — ('নিরাপৎসু' দেখ।)

নিরাবরণ — আবরণহীন, খোলা, অনাবৃত

নিরাভরণ — অলংকারহীন, সাজসজ্জাহীন। স্ত্রী. — **নিরাভরণা**

নিরাময় — ব্যাধিহীন, সুস্থ। [ঃ 'নিরাময়' করা; ঃ 'নিরাময়' হওয়া।]

নিরামিষ — আমিষহীন খাদ্য, মৎস্য মাংস ইত্যাদি নহে এমন খাদ্য। **নিরামিষাশী** —যে আমিষজাতীয় খাদ্য খায় না যে নিরামিষ খায়।

নিরাবলম্ব — যাহা অবলম্বন বা আশ্রয় ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। [ঃ 'নিরাবলম্ব' মহাকাশ।]

নিরালস্য — নিরলস, আলস্যহীন।

নিরালা — নির্জন স্থান। নিঃসঙ্গ, একক

[সং. নিরালয়।]

নিরাশ — ণ. হতাশ, আশাহীন। বি. **নিরাশা** — আশাহীন অবস্থা, হতাশা, নৈরাশ্য।

নিরাশ্রয় — যাহার বাসস্থান নাই, গৃহহীন। অসহায়। স্ত্রী. — **নিরাশ্রয়া**। বি. — **নিরাশ্রয়তা**।

নিরাশ্বাস — ণ. যাহার আশা-ভরসা নাই। বি. আশাহীনতা। [ঃ 'নিরাশ্বাসে' দিন কাটে।]

নিরাসক্ত—আসক্তিহীন, অনাসক্ত, উদাসীন। বি. — **নিরাসক্তি**।

নিরাহার — ণ. অনাহারী, উপবাসী। বি. অনাহার, উপবাস।

নিরিখ — খাজনা বা মূল্যের হার। মূল্যের মান। [ফা. নির্‌খ্‌।]

নিরিবিলি — নির্জন, নিরালা। নির্জন স্থান।

নিরীক্ষক — যে মনোযোগের সহিত দেখে, নিরীক্ষণকারী। **নিরীক্ষণ** — মনোযোগের সহিত দর্শন। **নিরীক্ষমাণ** — মনোযোগের সহিত দেখিতেছে এমন। স্ত্রী. — **নিরীক্ষমাণা**। **নিরীক্ষা** — মনোযোগের সহিত দর্শন, নিরীক্ষণ। **নিরীক্ষিত** — মনোযোগের সহিত দেখা হইয়াছে এমন। **নিরীক্ষ্যমাণ** — মনোযোগের সহিত যাহাকে দেখা হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **নিরীক্ষ্যমাণা**।

নিরীশ্বর — ঈশ্বরহীন, যে ঈশ্বর মানে না, নাস্তিক। **নিরীশ্বরবাদ** — ঈশ্বর নাই এই মতবাদ, atheism. **নিরীশ্বরবাদী** — নিরীশ্বরবাদে বিশ্বাসী। নিরীশ্বরবাদ সংক্রান্ত।

নিরীহ — নিস্পৃহ। সরল ও শান্ত, ভালো মানুষ, গোবেচারা। [সং.]

নিরুক্ত — ণ. নিশ্চয়রূপে কথিত। বি. যাস্ক-রচিত শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিখ্যাত পুস্তক। **নিরুক্তি** — নিশ্চয়োক্তি। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নির্দেশ। মীমাংসা, নির্ণয়।

নিরুত্তর — উত্তর দিতেছে না বা দেয় নাই এমন। [ঃ 'নিরুত্তর' থাকা।]

নিরুত্তাপ — ণ. তাপহীন। উৎসাহহীন। বি. তাপহীনতা। উৎসাহহীনতা।

নিরুৎসাহ — উৎসাহহীন। বি. — **নিরুৎসাহতা**।

নিরুৎসুক — আগ্রহহীন, ঔৎসুক্যহীন।

নিরুদ — জলহীন।

নিরুদ্দিষ্ট — যাহার উদ্দেশ বা খোঁজ-খবর নাই। [ঃ 'নিরুদ্দিষ্ট' ব্যক্তি।]

নিরুদ্দেশ — ণ. যাহার খোঁজখবর নাই, যে কোথায় গিয়াছে বা কোথায় আছে জানা যায় না, নিরুদ্দিষ্ট। [ঃ 'নিরুদ্দেশ' হওয়া।] উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন। [ঃ 'নিরুদ্দেশ' যাত্রা।] বি. পূর্ব হইতে স্থির বা উদ্দেশ্য না করিয়া আকস্মিক ভাবে পৌঁছা যায় এমন স্থান। [ঃ 'নিরুদ্দেশের' যাত্রী।]

নিরুদ্ধ — অবরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত। বাহির বা প্রকাশ হইতে পারে নাই এমন।

নিরুদ্যম — উদ্যমহীন, উৎসাহহীন।

নিরুদ্‌বিগ্ন — উদ্‌বেগহীন, নিরুদ্‌বেগ। স্ত্রী. — **নিরুদ্‌বিগ্না**। বি. — **নিরুদ্‌বিগ্নতা**।

নিরুদ্‌বেগ — ণ. উদ্‌বেগশূন্য। বি. উদ্‌বেগহীনতা। **নিরুদ্‌বেগে** — উদ্‌বেগহীনভাবে।

নিরুপদ্রব — উপদ্রব বা উৎপাত নাই এমন। **নিরুপদ্রবে** — উৎপাতহীনভাবে, শান্তিতে ও নিরাপদে।

নিরুপম — যাহার উপমা নাই, যাহার তুলনা হয় না, অনুপম, অতুলনীয়। স্ত্রী. — **নিরুপমা**।

নিরুপায় — উপায়হীন, প্রতিরোধ বা

প্রতিকার করিতে অক্ষম, অসহায়।

নিরূপক — যে নিরূপণ বা নির্ণয় করে। **নিরূপণ** — স্থিরকরণ, নির্ধারণ, নির্ণয়। [ঃ মূল্য 'নিরূপণ'।] ণ. — **নিরূপিত**।

নিরেট — ফাঁপা নয়, কঠিন, দৃঢ়, জমাট। **নিরেট মূর্খ** — যাহার মস্তিষ্কে বিদ্যা-বুদ্ধি থাকিবার মতো ফাঁক নাই, অতিশয় মূর্খ।

নিরেস — নিকৃষ্ট, ওঁছা। [ঃ 'নিরেস' মাল।] (তুঃ 'সরেস'।) [সং. নীরস।]

নিরোধ — দমন, রোধ, নিগ্রহ। [ঃ ইন্দ্রিয়-'নিরোধ'।] **নিরোধক** — যে বা যাহা নিরোধ করে, নিরোধকারী। **নিরোধন** — রুদ্ধ করণ, রোধ করণ।

নির্গত — বাহির হইয়াছে এমন, বাহিরে আগত। স্ত্রী. — **নির্গতা**।

নির্গন্ধ — গন্ধহীন, গন্ধশূন্য। [সং.]

নির্গম, নির্গমন — বাহিরে গমন, বহির্গমন।

নির্গলন — বি. গলিত করণ। চোয়ানো, ক্ষরণ। ণ. **নির্গলিত** — তরল করিয়া সারবস্তু রূপে বাহির করা হইয়াছে এমন। সার। [ঃ 'নির্গলিত' অর্থ।] **নির্গলিতার্থ** — সারমর্ম।

নির্গুণ — ণ. যাহার গুণ নাই, গুণহীন। (হিন্দুশাস্ত্রে) সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এমন। [ঃ 'নির্গুণ' ব্রহ্ম।] (তুঃ 'সগুণ'।) বি. ব্রহ্ম, পরমাত্মা।

নির্গ্রন্থ — ণ. যাহার গ্রন্থি বা বন্ধন নাই, সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত। পুস্তক-হীন। বি. জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী।

নির্ঘণ্ট — নাম ও বিষয় ইত্যাদির সূচী যাহা পুস্তকের শেষে থাকে, অনুক্র-মণিকা, index.

নির্ঘাত—ক্রি.-ণ. অব্যর্থ, মোক্ষম, নিশ্চিত। [ঃ 'নির্ঘাত' মরবে।] বি. প্রচণ্ড আঘাত। প্রচণ্ড আঘাত জনিত শব্দ।

নির্ঘৃণ — ঘৃণাশূন্য। [ঃ 'নির্ঘৃণ' অঘোর-পন্থী।] নির্লজ্জ, বেহায়া।

নির্ঘোষ — উচ্চ শব্দ, প্রচণ্ড নিনাদ [ঃ বজ্র-'নির্ঘোষ'।]

নির্জন — জনশূন্য, নিরিবিলি, নিরালা। [ঃ 'নির্জন' অরণ্য।] জনশূন্য স্থান। [ঃ 'নির্জনে' বসি।] বি. **নির্জনতা** — জনশূন্য অবস্থা। নিঃসঙ্গ পরিবেশ।

নির্জর — ণ. যাহার বার্ধক্য বা জরা নাই। বি. দেবতা।

নির্জল — জলহীন। [ঃ শরতের 'নির্জল' মেঘ।] যাহাতে জলপান নিষেধ এমন। [ঃ 'নির্জল' উপবাস।]

নির্জলা — জল পর্যন্ত খাওয়া হয় না এমন। [ঃ 'নির্জলা' উপবাস।] ভেজালহীন। [ঃ 'নির্জলা' মিথ্যা।]

নির্জিত — পরাজিত, বিজিত।

নির্জীব — ণ. প্রাণহীন। [ঃ 'নির্জীব' পদার্থ।] অতিশয় দুর্বল। [ঃ 'নির্জীব' হয়ে পড়া।] বি. — **নির্জীবতা**।

নির্ঝঞ্ঝাট — ঝঞ্ঝাটশূন্য, ঝক্কি-ঝামেলা নাই এমন, নির্বিবাদ। **নির্ঝঞ্ঝাটে** — নির্বিবাদে, বিনা ঝামেলায়।

নির্ঝর — ঝরনা, উৎস, অবিরাম ঝরিতেছে এমন জলধারা। **নির্ঝরিণী** — নদী।

নির্ণয় — স্থির করণ, নিরূপণ, নির্ধারণ। **নির্ণয়ন** — নির্ণয় করার কাজ। **নির্ণায়ক** — যে বা যাহা নির্ণয় করে। নির্ণয়ের আদর্শ বা মান। **নির্ণীত** — নির্ণয় করা হইয়াছে এমন। **নির্ণেয়** — নির্ণয়ের যোগ্য। নির্ণয় করিতে হইবে এমন। বি. — **নির্ণেয়তা**।

নির্দয় — দয়াহীন, নিষ্ঠুর। স্ত্রী. — **নির্দয়া**। বি. — **নির্দয়তা**।

নির্দিষ্ট — বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থির করা

হইয়াছে এমন। [ঃ 'নির্দিষ্ট' দিন।] বি. — **নির্দিষ্টতা**।
নির্দেশ — বাতলানো, দেখানো, প্রদর্শন। [ঃ পথ-'নির্দেশ'।] কর্তব্য সূচক আদেশ। [ঃ আপনার 'নির্দেশ' অনুসারে।] বিধান। [ঃ শাস্ত্রের 'নির্দেশ'।] **নির্দেশক** — যে নির্দেশ করে। যাহা হইতে নির্দেশ পাওয়া যায়। **নির্দেশন** — নির্দেশ করণ। **নির্দেশনী** — যাহার দ্বারা নির্দেশ করা হয়।
নির্দোষ — দোষহীন, নিরপরাধ। ত্রুটিহীন, নিখুঁত। ক্ষতিকর নহে এমন। [ঃ 'নির্দোষ' আনন্দ।] **নির্দোষী** — নিরপরাধ। [ঃ 'নির্দোষীকে' শাস্তি দেওয়া।]
নির্দ্বন্দ্ব — দ্বন্দ্বহীন, বিরোধভাবরহিত।
নির্ধন — ধনহীন, দরিদ্র। বি—**নির্ধনতা**।
নির্ধারক — যে বা যাহা নির্ধারণ করে। **নির্ধারণ** — নির্ণয়, নিরূপণ। [ঃ সত্য 'নির্ধারণ'।] নির্দিষ্ট করণ। ণ. **নির্ধারিত**। নির্ধারণ করা হইয়াছে এমন। **নির্ধার্য** — নির্ধারণের যোগ্য। নির্ধারণ করিতে হইবে এমন।
নির্ধূম — ধোঁয়া নাই এমন, ধূমহীন। বি. — **নির্ধূমতা**।
নির্নিমিখ — (কবিতায়) নির্নিমেষ।
নির্নিমেষ — ণ. চোখের পাতা পড়ে না এমন, অপলক, পলকশূন্য। [ঃ 'নির্নিমেষ' দৃষ্টি।] **নির্নিমেষে** — চোখের পাতা পড়ে না এমনভাবে, অপলক দৃষ্টিতে। [ঃ 'নির্নিমেষে' তাকিয়ে রইল।]
নির্বংশ — যাহার পুত্র-পৌত্রাদি কেহ নাই, যাহার বংশ লোপ পাইয়াছে এমন।
নির্বচন — বি. নিশ্চিতরূপে কথন। সূত্র, definition. জ্যামিতির উপপাদ্যের সূত্রাকারে বিষয়নির্দেশ, enunciation. ণ. বচনহীন, নির্বাক্। ণ. **নির্বচনীয়** — নিশ্চিতভাবে বলার যোগ্য।
নির্বন্ধ — আগ্রহ, জিদ। [ঃ 'সনির্বন্ধ' অনুরোধ।] অনিবার্য বিধান। [ঃ দৈবের 'নির্বন্ধ'।]
নির্বল — বলহীন।
নির্বর্ষ — বর্ষণহীন, বৃষ্টিশূন্য।
নির্বাক্ — বাক্যহীন, নীরব।
নির্বাচক — যে নির্বাচন করে। ভোটদাতা। **নির্বাচকমণ্ডলী** — ভোটদাতাদের সমষ্টি, নির্বাচকবৃন্দ, electorate.
নির্বাচন — অনেকগুলির মধ্য হইতে বাছাই। [ঃ বিষয়-বস্তু 'নির্বাচন'।] বিভিন্ন পদপ্রার্থীর মধ্য হইতে ভোটের দ্বারা বাছাই, election. **উপনির্বাচন** — কোনও সদস্যের পদ শূন্য হইলে কেবল সেই সদস্যের পদের জন্য প্রার্থীদের মধ্য হইতে নির্বাচন, bye-election. **সাধারণ নির্বাচন** — একই সময়ে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী নির্বাচন, general election. **নির্বাচনকেন্দ্র**, **নির্বাচনক্ষেত্র** — সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট যে স্থান বা ক্ষেত্র হইতে নির্বাচকরা তাঁহাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করেন, constituency. **নির্বাচনী** — নির্বাচন সংক্রান্ত। ণ. **নির্বাচিত** — বাছাই করা হইয়াছে এমন। ভোটের দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত। স্ত্রী. — **নির্বাচিতা**।
নির্বাণ — বি. নিভিয়া যাওয়া, জ্বলন শেষ। [ঃ দীপ-'নির্বাণ'।] বৌদ্ধধর্ম অনুসারে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি, মোক্ষ। ণ. নিবিয়া গিয়াছে এমন, নির্বাপিত। মুক্ত। **নির্বাণহীন** — যাহা নিবে না, অনির্বাণ। **মহাপরিনির্বাণ** — (বৌদ্ধদের নিকট) বুদ্ধদেবের মৃত্যু, মহামুক্তি।

নির্বাণোন্মুখ — নিবু নিবু, নিবিতেছে এমন।
নির্বাত — যেখানে বায়ু নাই। যেখানে ঝড় নাই।
নির্বাপক — যে বা যাহা নিবায়। **নির্বাপণ** — নিবানো, জ্বলন শেষ করণ। [ঃ দীপ-'নির্বাপণ'।] ণ. **নির্বাপিত** — নিবানো হইয়াছে এমন। নিবিয়াছে এমন। [ঃ অগ্নি 'নির্বাপিত' হইল।]
নির্বার — অবাধ, বাধাহীন।
নির্বারিত — যাহা নিবারিত হয় নাই। অবারিত। [ঃ 'নির্বারিত' স্রোত।]
নির্বাসন — অপরাধের শাস্তিরূপে বাসস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ। ণ. **নির্বাসিত** — নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত, অপরাধের জন্য অন্য স্থানে প্রেরিত। স্ত্রী. — **নির্বাসিতা**।
নির্বাহ — সম্পাদন, সম্পন্ন করণ। [ঃ কার্য-'নির্বাহ'।] চালানো, ব্যবস্থা করণ। [ঃ সংসার 'নির্বাহ'।] ণ. **নির্বাহিত**। **নির্বাহক** — যে বা যাহা নির্বাহ করে। [ঃ কার্য-'নির্বাহক' সমিতি।]
নির্বিকল্প — একমাত্র, বিকল্প বা অন্য রূপ নাই এমন। যাহাতে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ হয় এমন। [ঃ 'নির্বিকল্প' সমাধি।]
নির্বিকার — বিকার বা রূপান্তর ঘটে না এমন। অবিচলিত, উদাসীন, নির্লিপ্ত। [ঃ দুঃখে-শোকে 'নির্বিকার' থাকা।]
নির্বিঘ্ন — যাহাতে বাধা-বিপত্তি ঘটে নাই এমন, বিঘ্নহীন, নিরাপদ। বি. — **নির্বিঘ্নতা**। **নির্বিঘ্নে** — নিরাপদে, বাধা-বিপত্তি ঘটে নাই এমন ভাবে।
নির্বিচার — বিচারশূন্য। **নির্বিচারে** — বিচার না করিয়া, ভেদাভেদ বা পার্থক্য না করিয়া। [ঃ স্ত্রী-পুরুষ 'নির্বিচারে'।]
নির্বিবাদ — ণ. যাহার কাহারও সহিত ঝগড়াঝাটি নাই। **নির্বিবাদে** — বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া, শান্তিতে অবাধে। অসংকোচে। **নির্বিবাদী** — নিরীহ, যে ঝগড়াঝাটি করে না, শান্তিপ্রিয়। [ঃ 'নির্বিবাদী' লোক।]
নির্বিবেক — বিবেকহীন।
নির্বিরোধ — বিরোধহীন। বিবাদহীন। **নির্বিরোধে** — বাধা না পাইয়া, অবাধে। **নির্বিরোধী** — নির্বিবাদী, নিরীহ, যে বিরোধ বিবাদ করে না। বি. — **নির্বিরোধিতা**।
নির্বিশঙ্ক — ভয়হীন, নির্ভীক। [সং.
নির্বিশেষ — পার্থক্য করা হয় নাই এমন। **নির্বিশেষে** — পার্থক্য না করিয়া, সদৃশ্য, তুল্য। [ঃ পুত্র-'নির্বিশেষে'।]
নির্বিষ — বিষহীন। [ঃ 'নির্বিষ' ভুজঙ্গ।]
নির্বীজ — বীজশূন্য।
নির্বীর — বীরশূন্য। স্ত্রী. **নির্বীরা** — বীরহীনা। পতিপুত্রহীনা, অবীরা।
নির্বীরা — ক্রি. (কবিতায়) বীরশূন্য করা। [ঃ 'নির্বীরিবে' লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী।]
নির্বীর্য — শক্তিহীন, দুর্বল। বি. **নির্বীর্যতা**।
নির্বুদ্ধি — বুদ্ধিহীন, বোকা। বি. **নির্বুদ্ধিতা**।
নির্বেদ — বৈরাগ্য। নৈরাশ্য।
নির্বোধ — বোধহীন, বুদ্ধিহীন।
নির্ব্যূঢ় — প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত। ইচ্ছামতো ব্যবহারের অধিকারযুক্ত। ['নির্ব্যূঢ়' স্বত্ব।]
নির্ভয় — ভয়হীন, নিঃশঙ্ক। **নির্ভয়ে** — ভয় না করিয়া সাহসের সহিত।

নির্ভর — আস্থা, বিশ্বাস। ভরসা, আশ্রয়। **নির্ভরযোগ্য** — যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় এমন। বি. — **নির্ভরযোগ্যতা।**

নির্ভাবনা — বি. উদ্‌বেগহীনতা, নিশ্চিন্ত অবস্থা। [ঃ 'নির্ভাবনায়' আছি।] ণ. নিশ্চিন্ত।

নির্ভীক — ভয়হীন সাহসী। বি. — **নির্ভীকতা।**

নির্ভুল — যাহাতে ভুল নাই এমন। যে ভুল করে নাই এমন।

নির্মক্ষিক — মক্ষিকাশূন্য, যেখানে মাছি নাই এমন।

নির্মঞ্ছন — আরতি। দেবতার অর্ঘ্য।

নির্মম — হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, নির্দয়। বি. — **নির্মমতা।**

নির্মল — ময়লা বা মলিনতা নাই এমন। [ঃ 'নির্মল' আকাশ।] স্বচ্ছ, পরিষ্কার। [ঃ 'নির্মল' জল।] নির্দোষ, ত্রুটিহীন। [ঃ 'নির্মল' চরিত্র।] স্ত্রী. — **নির্মলা।** বি. — **নির্মলতা।**

নির্মলি, নির্মলী — জল পরিষ্কার করার জন্য একরকম বীজ।

নির্মা — ক্রি. (কবিতায়) নির্মাণ করা।

নির্মাণ — তৈয়ারি, গঠন, প্রস্তুত করণ। [ঃ গৃহ-'নির্মাণ'।] **নির্মাতা** — যে নির্মাণ করে। [সং. নির্মাতৃ।] **নির্মিত** — তৈয়ার, গঠিত, প্রস্তুত। **নির্মীয়মান** — নির্মিত হইতেছে এমন।

নির্মাল্য — দেবতাকে নিবেদন করা হইয়াছে এমন মাল্য ইত্যাদি।

নির্মুক্ত — বিমুক্ত, সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

নির্মূল — সমূলে বিনষ্ট, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস। মূল্যহীন। **নির্মূলন** — সমূলে উৎপাটন। উৎসাদন। ণ.—**নির্মূলিত।**

নির্মোক — সাপের খোলস। বর্ম।

নির্মোচন — বি. সম্পূর্ণরূপে মোচন। সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করণ। পালক খোলস ইত্যাদি ত্যাগ করণ।

নির্যাতক — নির্যাতনকারী। [ঃ নির্যাতিত ও 'নির্যাতক'।] **নির্যাতন** — অত্যাচার, উৎপীড়ন। ণ. **নির্যাতিত** — যাহাকে নির্যাতন করা হইয়াছে, উৎপীড়িত, অত্যাচারিত। স্ত্রী. — **নির্যাতিতা।**

নির্যাস — রস, সার। [ঃ গোলাপ 'নির্যাস'।] গাছ হইতে নিঃসৃত আঠা। [ঃ শাল-'নির্যাস'।]

নির্লজ্জ — লজ্জাহীন, বেহায়া। স্ত্রী. — **নির্লজ্জা।** বি. — **নির্লজ্জতা।**

নির্লিপ্ত — অনাসক্ত, উদাসীন, নির্বিকার। সংস্রবরহিত। বি. — **নির্লিপ্ততা।** **নির্লিপ্তি** — ঔদাসীন্য, নির্বিকার ভাব, অনাসক্তি।

নির্লেপ — প্রলেপহীন। সম্পর্কহীন, স্বতন্ত্র।

নির্লোভ — লোভশূন্য।

নির্লোম — লোমহীন।

নিলম্বন — বি. কোনও বিষয় বা ব্যক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা। অস্থায়িভাবে পদচ্যুতি, suspension. ণ. — **নিলম্বিত।**

নিলয় — গৃহ, আলয়। আশ্রয়, আধার। [ঃ প্রীতি-'নিলয়'।]

নিলাজ — (কবিতায়) নির্লজ্জ।

নিলাম — সমবেত ক্রেতাদের প্রতিযোগিতার ফলে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা। [পো. leilam.] **নিলাম করা** — নিলামে বিক্রয় করা। **নিলাম জারী** — নিলাম করা হইবে এই ঘোষণা। **নিলামে ডাকা** — নিলামে প্রতিযোগিতা করা। **নিলামে ধরা** — নিলামে কেনা। **নিলাম রদ** — নিলামের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ। ণ. **নিলামী** — নিলাম সংক্রান্ত। নিলামে ক্রীত।

[ঃ 'নিলামী' মাল।]
নিলীন — লয়প্রাপ্ত, অন্তর্হিত, বিলীন।
নিশঙ্ক — ('নিঃশঙ্ক' দেখ।)
নিশপিশ — অস্থিরতা বোধ। [ঃ মারিবার জন্য হাত 'নিশপিশ' করা।]
নিশা — রাত্রি। [সং.] **নিশাকর** — রাত্রিতে যাহা কিরণ দেয়, চাঁদ। **নিশাগম** — রাত্রির শুরু, সন্ধ্যা। **নিশাচর** — রাত্রিকালে বিচরণ করে এমন। [ঃ 'নিশাচর' প্রাণী।] স্ত্রী. — **নিশাচরী**। **নিশাত্যয়** — রাত্রির অবসান। **নিশানাথ, নিশাপতি** — চাঁদ। **নিশান্ত** — রাত্রিশেষ। **নিশাভাগ** — রাত্রিকাল। **নিশার্ধ** — মধ্যরাত্রি। অর্ধেক রাত্রি।
নিশাদল — লবণজাতীয় একরকম জিনিস।
নিশান — পতাকা। চিহ্ন। [ফা.] **নিশানদার** — সনাক্তকারী, যে চিনাইয়া দেয়। **নিশানদিহি** — সনাক্তকরণ। **নিশানবরদার** — পতাকাবাহী। **নিশানা, নিশানি** — নির্দেশক চিহ্ন।
নিশি — রাত্রি। [সং. নিশা।] **নিশির ডাক**—কল্পিত প্রেতাদির নৈশ আহবান। **নিশিগন্ধা** — ('রজনীগন্ধা' দেখ।) **নিশিদিন** — দিনরাত, সর্বদা। **নিশিদিসি** — (কবিতায়) দিবানিশি, দিনরাত। **নিশিপালন** — পূর্ণিমা অমাবস্যা ইত্যাদি তিথিতে রাত্রিকালে উপবাস বা লঘু ভোজন।
নিশিত — শাণিত, অত্যন্ত ধারালো, সুতীক্ষ্ণ। [সং.]
নিশীথ — মাঝ রাত্রি, গভীর রাত। স্ত্রী. **নিশীথিনী** — রাত্রি।
নিশুতি — গভীর নিদ্রামগ্ন, স্তব্ধ। [ঃ 'নিশুতি' রাত।] [সং. নিষুপ্তি।]
নিশুম্ভ — পুরাণে বর্ণিত দৈত্য, দুর্গা ইহাকে বধ করেন।
নিশ্চয় — নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ। [ঃ ইহা 'নিশ্চয়'।] নিঃসন্দেহে, নিঃসংশয়ে সুনিশ্চিত ভাবে। [ঃ সে 'নিশ্চয়' আসবে।] নিঃসংশয় ও দৃঢ়তাসূচক হ্যাঁ। [ঃ তুমি যাবে?—'নিশ্চয়'। বি. — **নিশ্চয়তা**। [ঃ ইহার 'নিশ্চয়তা' কি?]
নিশ্চল — অচল, স্থির। বি.—**নিশ্চলতা**।
নিশ্চিত — নিঃসন্দেহ, অবধারিত। মৃত্যু 'নিশ্চিত'।]
নিষ্প্রভ — দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল। — **নিষ্প্রভতা**।
নিশ্চিন্ত — উদ্‌বেগশূন্য, দুর্ভাবনা নাই এমন। **নিশ্চিন্তে** — নিশ্চিন্তভাবে নিরুদ্‌বেগে। [ঃ 'নিশ্চিন্তে' কাল কাটানো।]
নিশ্চিন্দি — (কথ্য) নিশ্চিন্ত।
নিশ্চেষ্ট — চেষ্টাহীন, অলস। বি. **নিশ্চেষ্টতা**।
নিশ্ছিদ্র — যাহাতে ছিদ্র নাই, ছিদ্রহীন
নিশ্বাস — ('নিঃশ্বাস' দেখ।)
নিষঙ্গ — বাণ রাখিবার পাত্র, তূণীর। **নিষঙ্গী** — তূণীরধারী।
নিষণ্ণ — অবস্থিত। উপবিষ্ট। শয়িত
নিষাদ — প্রাচীন বন্য জাতি, ব্যাধ, চণ্ডাল। স্ত্রী. — **নিষাদী**।
নিষাদ — (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর, নিখাদ, 'নি'।
নিষাদী — মাহুত। গজারোহী।
নিষিক্ত—অত্যন্ত ভিজা। নিঃসৃত, ক্ষরিত
নিষিদ্ধ — যাহার সম্পর্কে নিষেধ করা হইয়াছে এমন। বিধিবহির্ভূত। ['নিষিদ্ধ' কাজ।] নিবারিত, বাধাপ্রাপ্ত
নিষুতি — ('নিশুতি' দেখ।)
নিষুপ্ত — নিদ্রিত, ঘুমন্ত। বি. **নিষুপ্তি**।
নিষেক — সেচন। বর্ষণ। ক্ষরণ।
নিষেধ — বারণ, মানা। **নিবারণ**।

নিষেবণ — সেবা, পূজা। ণ. — **নিষেবিত**।

নিষ্ক — প্রাচীনকালের ভারতীয় সুবর্ণ মুদ্রা। স্ত্রীলোকের কণ্ঠহার। স্বর্ণের পরিমাণ বিশেষ।

নিষ্কণ্টক — কণ্টকহীন। শত্রুহীন। বাধা-হীন।

নিষ্কম্প — কম্পনশূন্য, অকম্পিত।

নিষ্কর — খাজনা দিতে হয় না এমন (ভূমি), লাখেরাজ।

নিষ্করুণ — নির্দয়, করুণাহীন, অকরুণ।

নিষ্কর্মা — যাহার কাজকর্ম নাই। অলস, অকর্মণ্য।

নিষ্কল — কলা বা অংশহীন, অখণ্ড। বৃদ্ধ, শক্তিহীন। স্ত্রী. **নিষ্কলা** — ঋতু বন্ধ হইয়াছে এমন।

নিষ্কলঙ্ক — নির্দোষ, কলঙ্কহীন, পবিত্র।

নিষ্কলুষ—কলঙ্কহীন, নির্দোষ, নিষ্পাপ।

নিষ্কাম — ফললাভের আশা করা হয় নাই এমন। [ঃ 'নিষ্কাম' কর্ম।] কাম বা ভোগেচ্ছা নাই এমন। [ঃ 'নিষ্কাম' প্রেম।]

নিষ্কাশ — বাহিরে আগমন, নিঃসরণ। **নিষ্কাশন** — বাহির করণ, টানিয়া বা চাপ দিয়া বাহিরে আনয়ন। ণ. — **নিষ্কাশিত**।

নিষ্কৃতি — নিস্তার, রক্ষা, অব্যাহতি। [ঃ 'নিষ্কৃতি' পাওয়া।] ণ. — **নিষ্কৃত**।

নিষ্ক্রমণ — বাহিরে আগমন, বহির্গমন। সন্ন্যাস লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ। ণ. **নিষ্ক্রান্ত** — বাহিরে গিয়াছে বা বাহির হইয়াছে এমন, বহির্গত। [ঃ 'নিষ্ক্রান্ত' হইলেন।]

নিষ্ক্রিয় — ক্রিয়াহীন। কর্মশক্তিহীন। **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ** — স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া অশুভ কার্যে বাধাসৃষ্টি, টলস্টয় ও গান্ধী অনুসৃত সংগ্রাম-রীতি, passive resistance. বি. — **নিষ্ক্রিয়তা**।

-নিষ্ঠ — 'কঠোরভাবে পালন করে' বা 'অত্যন্ত অনুরক্ত' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কর্তব্য-'নিষ্ঠ'; ঃ সত্য-'নিষ্ঠ'।]

নিষ্ঠা — দৃঢ়তার সহিত পালন, একান্ত-ভাবে অনুসরণ। [ঃ কর্তব্য-'নিষ্ঠা'।] গভীর অনুরাগ। [ঃ ভগবৎ-'নিষ্ঠা'।] **নিষ্ঠাবান্** — যাহার নিষ্ঠা আছে। যে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে মানে। [ঃ 'নিষ্ঠাবান্' ব্রাহ্মণ।]

নিষ্ঠীবন — থুতু। **নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা**— থুতু ফেলা।

নিষ্ঠুর — নির্মম, নির্দয়, কঠিন। বি.— **নিষ্ঠুরতা**।

নিষ্পত্তি — মীমাংসা, ফয়সালা, মিটমাট। সমাপন। উৎপত্তি। [ঃ বাঙ্-'নিষ্পত্তি'।]

নিষ্পন্ন — করা হইয়াছে এমন সম্পন্ন, সমাপ্ত। উৎপন্ন। [ঃ সমাস-'নিষ্পন্ন' পদ।]

নিষ্পাদক — যে নিষ্পন্ন করে। **নিষ্পাদন** — সমাপন, সম্পাদন। সমাধান। ণ. **নিষ্পাদনীয়, নিষ্পাদ্য** — নিষ্পাদনের যোগ্য। **নিষ্পাদিত** — নিষ্পন্ন করা হইয়াছে এমন।

নিষ্পাদপ — বৃক্ষহীন, পাদপহীন।

নিষ্পাপ — পাপশূন্য, যে পাপ করে নাই।

নিষ্পিষ্ট—অত্যন্ত পিষ্ট, অতিশয় দলিত।

নিষ্পীড়ন — অতিশয় পীড়ন, নিপীড়ন। ণ. — **নিষ্পীড়িত**।

নিষ্পেষক — যে নিষ্পেষণ করে, নিষ্পেষণ-কারী। **নিষ্পেষণ** — অতিশয় পেষণ, অতিশয় দলন। অত্যন্ত অত্যাচার। ণ. **নিষ্পেষিত** — নিষ্পেষণ করা হইয়াছে এমন। অত্যন্ত অত্যাচারিত।

নিষ্প্রতিভ — প্রতিভাশূন্য। অনুজ্জ্বল। ম্লান।

নিষ্প্রদীপ — দীপহীন। সমস্ত বাতি

নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন।
নিষ্প্রভ — দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল। বি. — **নিষ্প্রভতা।**
নিষ্প্রয়োজন — অনাবশ্যক।
নিষ্প্রাণ — প্রাণহীন, মৃত। উদ্যমহীন, প্রাণশক্তিহীন। বি. — **নিষ্প্রাণতা।**
নিষ্ফল — বিফল, ব্যর্থ। বি.—**নিষ্ফলতা।**
নিষ্ফলা — ফল ধরে না এমন। [ঃ 'নিষ্ফলা' গাছ।]
নিষ্যন্দ — ('নিস্যন্দ' দেখ।)
নিষ্যন্দিত — ('নিস্যন্দিত' দেখ।)
নিষ্যন্দী — ('নিস্যন্দী' দেখ।)
নিসর্গ — প্রকৃতি। [ঃ 'নিসর্গ' শোভা।]
নিসাড় — সাড়াশব্দহীন। অসাড়।
নিসিন্দা — একরকম তিক্ত গাছ।
নিসূদন—হত্যা, বধ। বধকারী, নাশকারী। [ঃ দৈত্য-'নিসূদন'।]
নিসৃষ্ট — অর্পিত, ন্যস্ত। অধিকার বা কার্যভার সহ প্রেরিত, accredited.
নিস্তব্ধ — নীরব ও নিশ্চল। বি. — **নিস্তব্ধতা।**
নিস্তরঙ্গ — তরঙ্গহীন, ঢেউ নাই এমন।
নিস্তল — তলশূন্য। গোলাকার। অতল। সুগভীর।
নিস্তার — নিষ্কৃতি, অব্যাহতি। উদ্ধার। **নিস্তারক** — উদ্ধারকারী, ত্রাণকারী।
নিস্তারিণী — ত্রাণকারিণী, দুর্গা। [ঃ 'নিস্তারিণী'র ব্রত।]
নিস্তেজ — শক্তিহীন, দুর্বল। অনুজ্জ্বল, ম্লান। তেজ বা সক্রিয়তা নাই এমন।
নিস্পন্দ — কম্পনহীন, স্পন্দনহীন, স্থির।
নিস্পৃহ — স্পৃহাহীন, উদাসীন, অনাসক্ত। বি. — **নিস্পৃহতা।**
নিস্যন্দ — নির্যাস, রস। ক্ষরণ। ণ. **নিস্যন্দিত** — ক্ষরিত। **নিস্যন্দী** — যাহা হইতে ক্ষরিত হয়, যাহা ক্ষরণ করে। [ঃ মধু-'নিস্যন্দী'।] স্ত্রী. — **নিস্যন্দিনী।**
নিস্বন — শব্দ, ধ্বনি, আওয়াজ
নিহত — আঘাতের ফলে মৃত, বিনাশিত স্ত্রী. — **নিহতা।** **নিহন্তা** — বধকার বিনাশকারী। [সং. নিহন্তৃ।] স্ত্রী — **নিহন্ত্রী।**
নিহারা — ক্রি. (কবিতায়) দেখা।
নিহিত — প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত, গুপ্ত। অর্থ 'নিহিত' থাকা।]
নিহিলিজ্‌ম্—নৈতিবাদ, সকল কিছুতে অবিশ্বাস। বিপ্লবপূর্ণ রাশিয়ার এক ব্যক্তিপ্রধান রাজনৈতিক মতবাদ। [nihilism.] **নিহিলিস্ট** — নিহি লিজ্‌মে বিশ্বাসী।
-নী — স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইতে অন্য শব্দে সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মাস্টার-'নী'
নীচ — ণ. হীন, নিকৃষ্ট। অনুদার [ঃ 'নীচ' মন।] নিম্ন, নিচু নিম্নবর্তী স্থান। [ঃ 'নীচে' নামা। অধঃপাত, নৈতিক অবনতি। [ঃ অনে 'নীচে' নেমেছে।] বি. — **নীচতা,** **নীচত্ব।** **নীচকুল** — সম্মান প্রতিপত্তি নাই এমন বংশ। নীচ জাতি। **নীচকুলোদ্ভব** — নীচকুলে জাত। **নীচগামিনী** — নীচজাতীয় পুরুষের সহিত যৌনসম্পর্কে লিপ্তা। **নীচগামী** নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত। **নীচজাতীয়** — জাতিতে জাত। স্ত্রী. — **নীচজাতীয়া।** **নীচপ্রকৃতি** — যাহার স্বভাব জঘন্য **নীচমনা** — যাহার মন ছোট, হীনমনা অনুদার। **নীচযোনি** — মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণিরূপে জন্ম। নীচ জাতিতে বা নীচকুলে জন্ম।
নীচাসক্ত — হীন বিষয় বা হীন কাজ যাহার ভালো লাগে এমন। স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত।

— ('নিচু' দেখ।)

[নী]ট — ('নিট' দেখ।)

নীড় — পাখীর বাসা, কুলায়। ছোট শান্তিতে ভরা গৃহ বা আশ্রয়। [ঃ স্নেহ-'নীড়'।]

[নী]ত — লইয়া যাওয়া বা লইয়া আসা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **নীতা।**

[নী]তি — সমাজ বা ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর নির্দেশ, হিতাহিত বিবেচনা, কর্তব্য সংক্রান্ত সূত্র। [ঃ 'নীতি'-জ্ঞান; ঃ 'নীতি'-বোধ।] কর্মপন্থায় অনুসৃত মূল সূত্র, policy. [ঃ রীতি-'নীতি'; ঃ সরকারী 'নীতি'।] বিদ্যা বা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। [ঃ রাজ-'নীতি'; ঃ অর্থ-'নীতি'; ঃ মার্ক্সীয় 'নীতি'।] **নীতিকথা** — হিতকর উপদেশপূর্ণ কাহিনী। **নীতিকুশল** — হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ। **নীতিজ্ঞ** — নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। **নীতিজ্ঞান** — হিতাহিত বিষয়ক জ্ঞান। **নীতিবাক্য** — হিতকর উপদেশপূর্ণ কথা। **নীতিবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা** — হিতাহিত বিষয়ক বিদ্যা। **নীতিবিরুদ্ধ** — গৃহীত বা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে নহে এমন। বি. — **নীতিবিরুদ্ধতা।** **নীতিবোধ** — হিতাহিত সম্পর্কে চেতনা বা জ্ঞান। **নীতিবিষয়ক** — নীতি সংক্রান্ত। **নীতিমূলক** — হিতকর উপদেশ সংক্রান্ত, নীতি সংক্রান্ত। **নীতিশাস্ত্র** — হিতাহিত ও কর্তব্য-অকর্তব্য সংক্রান্ত মূলসূত্র যাহাতে লিপিবদ্ধ আছে এমন পুস্তক।

[নী]প — কদম গাছ বা তাহার ফুল। [সং.]

[নীবার] — উড়ি ধান, তৃণধান্য। [সং.]

[নীবি], **নীবিবন্ধ, নীবিবন্ধন** — কোমরের কাপড়ে দেওয়া গাঁট বা বাঁধন। [ঃ রক্তাম্বর 'নীবিবন্ধে' বাঁধা।]

নীবী, নীবীবন্ধ, নীবীবন্ধন — ('নীবি', 'নীবিবন্ধ' ও 'নীবিবন্ধন' দেখ।)

নীয়মান — লওয়া বা লইয়া যাওয়া হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **নীয়মানা।**

নীর — জল, বারি। **নীরজ** — জলজ। পদ্ম। স্ত্রী. — **নীরজা।** **নীরদ** — মেঘ। স্ত্রী. — **নীরদা।** **নীরধি** — সমুদ্র।

নীরন্ধ্র — ছিদ্রহীন, নিশ্ছিদ্র।

নীরব — নিঃশব্দ, চুপ। বাক্যহীন। বি. — **নীরবতা।**

নীরস — যাহাতে রস নাই এমন, শুষ্ক। যাহাতে মন আকৃষ্ট হয় না এমন। [ঃ [ঃ 'নীরস' তথ্য।] অরসিক, কাট-খোট্টা। [ঃ 'নীরস' লোক।] বি. — **নীরসতা।**

নীরাজন, নীরাজনা — যুদ্ধযাত্রার আগে অস্ত্রশস্ত্রাদির শুদ্ধীকরণের অনুষ্ঠান। আরতি। শান্তিকরণার্থে জলসেচন। [সং.]

নীরেন্দ্র — সমুদ্র। বরুণ।

নীরোগ — রোগহীন, সুস্থ।

নীল — ণ. আকাশের মতো রঙের। [ঃ 'নীল' শাড়ি।] বি. একরকম রং। ঐ রং তৈয়ারী করিবার উপযোগী এক-রকম গাছ। ['নীলে'র চাষ।] কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার সময়ে ব্যবহার্য একরকম রঞ্জক দ্রব্য। [ঃ কাপড়ে 'নীল' দেওয়া।] রামায়ণে বর্ণিত বানর-সেনাপতি। **নীলকণ্ঠ** — শিব। একরকম পাখী। ময়ূর। **নীলকর** — নীলের আবাদ ও ব্যবসায় করিত এমন একশ্রেণীর ইউরোপীয় বণিক। **নীলকান্ত** — একরকম মণি বা বহুমূল্য প্রস্তর, নীলা। **নীলকুঠি** — নীল প্রস্তুত ও ক্রয়-বিক্রয়ের কারখানা।

নীলগাই — নীল রঙের হরিণজাতীয় একরকম পশু (গোরুর মতো দেখিতে কিন্তু গোরু নহে)। **নীলগিরি** — দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত পর্বত। **নীল-গ্রীব** — শিব। **নীলবর্ণ** — নীল রঙের। স্ত্রী. — **নীলবর্ণা**। **নীলমণি** — নীলকান্ত মণি, নীলা। শ্রীকৃষ্ণের আদরের নাম। **সবে ধন নীলমণি** — অত্যন্ত আদরের একমাত্র পুত্র। **নীল-মাধব** — বিষ্ণু, কৃষ্ণ। **নীলরক্ত** — অভিজাত, blue-blood. **নীললোহিত** — নীল ও লাল। বেগনী রং। শিব।

নীলা — বি. নীলকান্ত মণি। ণ. নীলবর্ণা।

নীলাঞ্জন — তুঁতে। নীল রঙের কাজল বা প্রলেপ।

নীলাব্জ — নীলপদ্ম।

নীলাব্ধি — নীল সাগর। **নীলাব্ধিতনয়া** — নীল সমুদ্র হইতে জাতা, লক্ষ্মী, উর্বশী।

নীলাভ — নীলবর্ণ। ঈষৎ নীলবর্ণ।

নীলাম্বর — নীল আকাশ। নীল কাপড়।

নীলাম্বরি — নীল শাড়ি।

নীলাম্বু — সমুদ্র। **নীলাম্বুধি** — নীল সমুদ্র।

নীলাম্বুজ — নীল পদ্ম।

নীলিমা — নীলত্ব, নীল ভাব, নীল রং। [সং. নীলিমন্।]

নীলোৎপল — নীল পদ্ম। নীল শালুক।

নীলোপল — নীল রঙের পাথর, নীলা, নীলকান্ত মণি।

নীহার — বরফ, তুষার। **নীহারকণা** — বরফের গুঁড়া, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ।

নীহারিকা — আকাশে বহু দূরে দেখা যায় এমন অস্পষ্ট বাষ্পীয় জ্যোতির্ময় পদার্থ বা নক্ষত্রাবলী, nebula.

নুটি — গুটানো সুতো ইত্যাদির তাল।

নুড়া, নুড়ো — শুকনো ঘাস বা খড়ের আঁটি। **মুখে নুড়ো জ্বালা** — (মরণ কামনা করিয়া গালি) মুখাগ্নি করা। [ঃ তোর 'মুখে নুড়ো জ্বালব'।]

নুড়ি — পাথরের ছোট টুকরা। ছোট পাথর।

নুদো — ভুঁড়িওয়ালা।

নুন — লবণ। **নুন খাওয়া** — অভাবের সময়ে অন্নাদি গ্রহণ করা ও সেজন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করা। **নুন-মাটি দেওয়া** — বৈষ্ণব-বৈরাগীকে কবর দেওয়া। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা** — ব্যথিতকে আরও ব্যথা দান।

নুনিয়া — নুন তৈয়ার করা যাহাদের পেশা এমন একটি জাতি বা ঐ জাতির লোক। সমুদ্রে সাঁতার দিতে পটু এমন এক শ্রেণীর মাদ্রাজী।

নুনুড়ি — ছাগলের গলার লম্বা চুল। ছোট ঘণ্টা, ঘুণ্টি।

নুয়া — ক্রি. অবনত হওয়া, ঝুঁকা, হেলিয়া পড়া। [ঃ 'নুয়ে' পড়েছে।]

নুয়ানো — ক্রি. নত করা, ঝুঁকানো, হেলানো। [ঃ মাথা 'নুইয়েছে'।]

নুর — আলোক। [ঃ 'নুর'-জাহান; ঃ কোহি-'নুর'।] চিবুকে রাখা ছোট দাড়ি। [আ. নুর।]

নুরি — মালয়ের টিয়াজাতীয় একরকম পাখী। [মালয়ী।]

নুলা, নুলো — ণ. যাহার হাত নাই বা বিকল এমন। বি. বিড়াল ইত্যাদির থাবা।

নুতন — আগে ছিল না এখন হইয়াছে এমন। [ঃ 'নুতন' রোগ।] পুরাতন নহে এমন। [ঃ 'নুতন' কাপড়।] অজানা, অপরিচিত। [ঃ 'নুতন' লোক।] পরিবর্তিত। [ঃ একেবারে 'নুতন' মানুষ।] সদ্যোজাত। [

'নূতন' পাতা।] বি. — **নূতনত্ব।** স্ত্রী. — **নূতনা। নূতন খাতা** — দোকান ইত্যাদিতে নববর্ষে নূতন খাতা করিবার অনুষ্ঠান। **নূতন বছর** — নববর্ষ।

নূপুর — ঝুমঝুম করিয়া বাজে এমন একরকম পায়ের গহনা, মঞ্জীর, শিঞ্জিনী। [সং.] **নূপুরনিক্বণ, নূপুরশিঞ্জন** — নূপুরের শব্দ। ণ. **নূপুরশিঞ্জিত** — নূপুরের শব্দে মুখরিত।

নূর — ('নুর' দেখ।)

নৃ — মানুষ, নর। **নৃকুলবিদ্যা** — বিভিন্ন মানব জাতি সংক্রান্ত বিদ্যা বা বিজ্ঞান, ethnology. **নৃতত্ত্ব**— মানববিষয়ক বিজ্ঞান, anthropology.

নৃতাত্ত্বিক — নৃতত্ত্বে পণ্ডিত। নৃতত্ত্ব সংক্রান্ত।

নৃত্য — নাচ, নর্তন। [সং.] **নৃত্যকলা** — নাচের শিল্প, নৃত্যকৌশল। **নৃত্যকলাবিদ্** — যে নাচের শিল্প বা কৌশল জানে। **নৃত্যগীত** — নাচ-গান। **নৃত্যপটু** — নাচে নিপুণ। স্ত্রী. — **নৃত্যপটীয়সী। নৃত্যপর** — নাচে রত, নাচিতেছে এমন। স্ত্রী. — **নৃত্যপরা। নৃত্যপ্রিয়** — নাচ বা নাচিতে যাহার ভালো লাগে এমন। **নৃত্যশালা** — নাচিবার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা গৃহ। **নৃত্যশিল্প** — ('নৃত্যকলা' দেখ।) **নৃত্যশিল্পী** — ('নৃত্যকলাবিদ্' দেখ।)

নৃপ — রাজা, নরপতি, নৃপতি। [সং.] **নৃপজা** — রাজকন্যা। **নৃপজায়া** — রাজার স্ত্রী, রানী। **নৃপবর, নৃপমণি** — শ্রেষ্ঠ রাজা, ভূপতিশ্রেষ্ঠ।

নৃপতি — রাজা, নৃপ।

নৃপাত্মজ — রাজপুত্র। স্ত্রী. **নৃপাত্মজা** — রাজকন্যা।

নৃপাসন — রাজার আসন, সিংহাসন।

নৃপেন্দ্র — মহারাজ, সম্রাট। স্ত্রী. **নৃপেন্দ্রাণী** — সম্রাজ্ঞী, মহারানী।

নৃপেশ — নৃপেন্দ্র, মহারাজ।

নৃপোচিত — রাজার যোগ্য।

নৃবিদ্যা — ('নৃতত্ত্ব' দেখ।)

নৃমুণ্ড — মানুষের মাথা। **নৃমুণ্ডমালা** — মানুষের মাথার মালা। **নৃমুণ্ডমালিনী** — মানুষের মাথার মালা পরেন যে দেবী, কালী।

নৃলোক — নরলোক, পৃথিবী, মর্ত্যভূমি।

নৃশংস — অতিশয় নিষ্ঠুর, অতীব নির্মম। বি. -- **নৃশংসতা।**

নৃসিংহ — ('নরসিংহ' দেখ।)

নে — (কথ্য ভাষায় তাচ্ছিল্য বা ঘনিষ্ঠতা অর্থে) লও।

নেই — বর্তমান কালবাচক 'নাই' শব্দের কথ্য রূপ। (তুঃ 'নি'।)

নেই — ('নেহাই' দেখ।)

নেইআঁকড়া, নেইআঁকড়ে — নাছোড়বান্দা।

নেউল — বেজি। [সং. নকুল।]

নেওটা — আদুরে, স্নেহবশ্য। [সং. স্নেহবৃত্ত।]

নেওয়া — পাতলা প্রলেপ। পাতলা শাঁস। [ঃ ডাবের 'নেওয়া'।] **নেওয়াপাতি** — পাতলা শাঁস হইয়াছে এমন। [ঃ 'নেওয়াপাতি' ডাব।]

নেওয়া — ক্রি. লওয়া, গ্রহণ করা। দলভুক্ত করা। [ঃ সৈন্যদলে 'নেওয়া'।] ণ. লওয়া হইয়াছে এমন, গৃহীত। বি. গ্রহণ। **একহাত নেওয়া** — একচোট তিরস্কার করা।

নেওয়ানো — ক্রি. লইতে বাধ্য করা, গ্রহণ করানো। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

নেংচানো — ('লেংচানো' দেখ।)

নেংটা, নেংটো — উলঙ্গ, বিবস্ত্র। [সং. নগ্নবৃত্ত।]

নেংটি — লেংটি, কৌপীন। **নেংটি ইঁদুর**

—ছোট একরকম ই'দ্রে।

নেংড়া — ('লেংড়া' দেখ।)

নেকড়া — ('ন্যাকড়া' দেখ।)

নেকড়ে, নেকড়ে বাঘ — একরকম জাতীয় হিংস্র বন্য জন্তু, wolf.

নেকনজর — সুনজর, অনুগ্রহদৃষ্টি। [ঃ মনিবের 'নেকনজরে' পড়া।] [ফা.]

নেকরা — কৌতুক. ন্যাকামি। [ফা. নখ্রা।]

নেকলেস — গলার একরকম গহনা, হার। [ই. necklace.]

নেকা — ('ন্যাকা' দেখ।) **নেকাপনা, নেকামি, নেকামো** — ('ন্যাকাপনা' দেখ।)

নেগেটিভ — যাহা নাই এমন, যাহা অস্বীকার করে এমন, নঞর্থক। (ফটোগ্রাফিতে) ছবির বিপরীত রূপ যাহাতে আলোককে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলোক রূপে দেখা যায়। (পদার্থবিদ্যায়) একরকম অল্পতর তেজের বৈদ্যুতিক শক্তি। [ই. negative.]

নেজ, নেজা — ('লেজ' ও 'লেজা' দেখ।)

নেজুড় — ('লেজুড়' দেখ।)

নেট — জাল বা জালের মতো বোনা জিনিস। [ঃ ভলিখেলার 'নেট'; ঃ 'নেটের' মশারি।] [ই. net.]

নেটা — যে ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে কাজ করে।

নেড়া — চুল কামানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'নেড়া' মাথা।] যাহার মাথার চুল কামানো হইয়াছে। সজ্জাহীন, নিরাভরণ। নিষ্পত্র। [ঃ 'নেড়া' গাছ।] বৃক্ষাদিশূন্য, ফাঁকা। [ঃ 'নেড়া' মাঠ।] স্ত্রী. — **নেড়ী**। **নেড়ানেড়ী** — একরকম বৈষ্ণব সম্প্রদায়। [ঃ 'নেড়ানেড়ী'র দল।]

নেড়াপোড়া — চাঁচর।

নেড়ামুড়া, নেড়ামুড়ো — ডালপালা নাই বা সাজসজ্জা নাই এমন।

নেড়িকুকুর, নেড়িকুত্তা — পোষা নয় এমন কুকুর (অনাহার ও রুগ্ণতার জন্য গায়ে চুল নাই এই অর্থ হইতে)।

নেড়ে — (ব্যঙ্গে ও অবজ্ঞায়) মুসলমান। **পাতি নেড়ে** — (ব্যঙ্গে ও অবজ্ঞায়) গরীব ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমান।

নেত — প্রাচীন কালের পাটের একরকম সূক্ষ্ম কাপড়। [সং. নেত্র।]

নেত — সামান্যতম সম্পর্ক।

নেতা — যিনি পথপ্রদর্শন বা পরিচালনা করেন, নায়ক, দলপতি সর্দার। [সং. নেতৃ।] স্ত্রী. — **নেত্রী**। বি. — **নেতৃত্ব**।

নেতা — ('ন্যাতা' দেখ।)

নেতি — ইহা নহে। [সং.] **নেতিবাচক** — 'ইহা নহে' এই ভাব প্রকাশক। **নেতিবাদ** — সকল কিছুতে অবিশ্বাস, nihilism. **নেতিবাদী** — নেতিবাদ সংক্রান্ত। নেতিবাদে বিশ্বাসী।

নেতৃত্ব — নেতার কাজ বা পদ। **নেতৃস্থানীয়** — নেতার ন্যায় মর্যাদাশালী, নেতার মতো। [ঃ 'নেতৃস্থানীয়' ব্যক্তি।]

নেত্র — চোখ, নয়ন। [সং.] **নেত্রকোণ** — চোখের কোণ। **নেত্রগোচর** — চোখে পড়িয়াছে এমন, দৃষ্ট। **নেত্রচ্ছদ** — চোখের পাতা। **নেত্রজল** — চোখের জল, অশ্রু। **নেত্রপক্ষ্ম, নেত্রপল্লব** — চোখের পাতা। **নেত্রপাত** — দৃষ্টিপাত। **নেত্রমল** — চোখের ময়লা, পিচুটি।

নেপটানো — ('লেপটানো' দেখ।)

নেপথ্য — রঙ্গালয়ের সাজঘর যাহা অভিনয় মঞ্চের বাহিরে থাকে। অন্তরাল, ঘটনাস্থল হইতে অন্যত্র। [ঃ 'নেপথ্যে' থাকিয়া।] **নেপথ্যবিধান** — অভিনয়ের জন্য সাজসজ্জাদির ব্যবস্থা। **অন্তরালে**

থাকিয়া ঘটনা সংগঠনের ব্যবস্থা। **নেপথ্যলোক** — অন্তরালবর্তী জগৎ, অন্তরালবর্তী স্থান।

নেপাল — ভারতের উত্তর সীমায় অবস্থিত একটি রাজ্য। বাংগালী হিন্দুর নাম (সম্ভবত নৃপাল শব্দের অপভ্রংশ)। **নেপালী** — নেপালের অধিবাসী। নেপাল সংক্রান্ত।

নেবা — ('ন্যাবা' দেখ।)

নেবা — ('নিবা' দেখ।) বি. নির্বাপিত হওয়ন। ণ. নির্বাপিত।

নেবানো—('নিবানো' দেখ।) বি. নির্বাপিত করণ। ণ. নির্বাপিত।

নেবু — ('লেবু' দেখ।)

নেমক — ('নিমক' দেখ।)

নেমন্তন্ন — ('নিমন্ত্রণ' দেখ।)

নেমকহারাম, নেমকহারামি — ('নিমক-হারাম' দেখ।)

নেমাজ — ('নমাজ' দেখ।)

নেমি, নেমী — চাকার পরিধি চাকার বেড়। [ঃ চক্র-'নেমি'র ঘর্ঘর রবে।] [সং.]

নেয়া — ('নেওয়া' দেখ।)

নেয়ানো — ('নেওয়ানো' দেখ।)

নেয়াই — ('নেহাই' দেখ।)

নেয়ামত — স্বর্গীয় দান, অনুগ্রহ। [আ.]

নেয়ে — যে নৌকা চালায়, মাঝী।

নেয়ে — (কথ্য রূপ) নাহিয়া। স্নান করিয়া।

নেলাক্ষেপা — সরল ও পাগলাটে।

নেশন — জাতি, মহাজাতি। [ই. nation.] **নেশন্যাল** — জাতীয়। [ই.] **নেশন্যালিজ্‌ম্‌** — জাতীয়তাবাদ। জাতিদর্প। [ই.] **নেশন্যালিস্ট** — জাতীয়তাবাদী। জাতিদর্পী। [ই.]

নেশা — মাদক দ্রব্য। মাদক দ্রব্য সেবন। [ঃ 'নেশা' করা।] মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মত্ত অবস্থা। [ঃ 'নেশা' হওয়া।] প্রবল আসক্তি। [ঃ গল্পের 'নেশা'।] [আ. নশা।] **নেশা করা** — মাদক দ্রব্য সেবন করা। **নেশাখোর** — যে মাদকদ্রব্য খায় বা ব্যবহার করে।

নেহ, নেহা — (প্রাচীন কবিতায়) স্নেহ।

নেহাই — মজবুত লৌহখণ্ড যাহার উপর রাখিয়া কামার লোহা পিটে। [সং. নিধাপিকা।]

নেহাত — নিতান্ত, একান্তই। [ঃ 'নেহাত' যদি না পারো।] অত্যন্ত, খুব। [ঃ 'নেহাত' কাঁচ।] [আ. নিহায়ৎ।]

নেহারা — ক্রি. (কবিতায়) দেখা, নিরীক্ষণ করা। [ঃ 'নেহারিনু'।] **নেহারই** — (প্রাচীন কবিতায়) দেখে। **নেহারনু** — (প্রাচীন কবিতায়) দেখিলাম। **নেহারল** — (প্রাচীন কবিতায়) দেখিল।

নৈকট্য — নিকটতা, নিকটত্ব। সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা।

নৈকষেয় — নিকষার পুত্র, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ।

নৈকষ্য — নিকষে পরীক্ষিত। বিশুদ্ধ, খাঁটী। [ঃ 'নৈকষ্য' কুলীন।]

নৈতিক — নীতিসম্মত। নীতি সংক্রান্ত।

নৈদাঘ — গ্রীষ্মকালীন, নিদাঘের।

নৈপুণ্য — দক্ষতা, পটুতা, নিপুণতা।

নৈবচ — ইহা নহে, এইরূপ হইতে পারে না। [সং. ন এব চ।]

নৈবিদ্দি — (কথ্যরূপ) নৈবেদ্য।

নৈবেদ্য — বি. দেবতাকে নিবেদন করিবার উপযুক্ত বস্তু, অর্ঘ্য।

নৈমিত্তিক—ণ. কারণ বা উদ্দেশ্য সংক্রান্ত। নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয়। [ঃ নিত্য-'নৈমিত্তিক'।]

নৈমিষকানন, নৈমিষারণ্য — প্রাচীন কালের

বিখ্যাত তপোবন।

নৈয়মিক — ণ. নিয়ম সংক্রান্ত।

নৈয়ায়িক — ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত।

নৈরপেক্ষ, নৈরপেক্ষ্য — নিরপেক্ষতা।

নৈরঞ্জনা — বিহারের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নদী যাহার তীরে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়াছিলেন, বর্তমান লীলাজন।

নৈরাশ্য — হতাশা, আশাহীনতা, নিরাশ ভাব।

নৈর্ঋত — রাক্ষস। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

নৈর্গুণ্য — নির্গুণ ভাব, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অভাব।

নৈর্ব্যক্তিক — ব্যক্তি সংক্রান্ত নহে এমন, ব্যক্তির ঊর্ধ্বে এমন। অপৌরুষেয়। বি. — **নৈর্ব্যক্তিকতা।**

নৈশ — রাত্রিকালীন, নিশাকালীন।

নৈষধ — ণ. নিষধদেশীয়। নিষধ রাজ্য সংক্রান্ত। বি. নিষধ রাজ্যের রাজা নল। **নৈষধ-চরিত**—নিষধরাজ নলের জীবনী। **নৈষধীয়** — নিষধরাজ নল সংক্রান্ত।

নৈষাধ — নিষাধের পুত্র, ব্যাধের ছেলে।

নৈষ্কর্ম্য — নিষ্ক্রিয়তা। কর্মে বীত-স্পৃহা। কর্মহীন অবস্থা।

নৈষ্ঠিক — নিষ্ঠাবান্, যিনি শাস্ত্রসঙ্গত রীতিনীতি কঠোরভাবে মানিয়া চলেন এমন। [ঃ 'নৈষ্ঠিক' ব্রাহ্মণ।]

নৈসর্গিক — প্রাকৃতিক, নিসর্গের, স্বাভাবিক। [ঃ 'নৈসর্গিক' শোভা।]

নোংরা — ণ. অপরিষ্কার। [ঃ ঘর 'নোংরা' করা।] অশ্লীল। [ঃ 'নোংরা' কথা।] বি. ময়লা, জঞ্জাল। [ঃ 'নোংরা' ফেলা।] **নোংরামি, নোংরাম্রো** — অপরিষ্কার ভাব। অশুভ আচরণ, অশ্লীল কথা বা কাজ।

নোক্তা — বিন্দু চিহ্ন যাহা আরবী বা ফারসী অক্ষরে লাগানো হয়। [আ. নুক্তা।]

নোকর — চাকর, ভৃত্য। [হি. নওকর।] **নোকরি** — চাকরের কাজ। চাকরি।

নোকসান — ('লোকসান' দেখ।)

নোঙর, নোঙ্গর — শিকল বা কাছিতে বাঁধা মোটা ও বড় একরকম লোহার কাঁটা যাহা মাটিতে আটকাইয়া নৌকা বা জাহাজ বাঁধা হয়। [ফা. লঙ্গর।] **নোঙর-ছেঁড়া** — বাঁধনহারা, দিশাহারা। **নোঙর তোলা** — (নৌকা জাহাজাদির) যাত্রা শুরু করা। **নোঙর ফেলা** — নৌকা জাহাজাদির যাত্রা বন্ধ করা।

নোট — সংক্ষিপ্ত লেখন। [ঃ 'নোট' করা।] ব্যাখ্যা পুস্তক। [ঃ 'নোট' বই।] টাকার পরিবর্তে ব্যবহার্য কাগজের মুদ্রিত টুকরা। [ঃ দশ টাকার 'নোট'।] সংক্ষিপ্ত বিবরণ। [ঃ উপরওয়ালার কাছে 'নোট' পাঠানো।] [ই. note.]

নোটিশ — অবগতির জন্য ঘোষণা বা পত্র। [সরকারী 'নোটিশ'; ঃ চাকরি যাওয়ার 'নোটিশ'।] চাকরি ছাড়িবার বা কিছু করিবার জন্য প্রদত্ত সময়। [ঃ এক মাসের 'নোটিশ' চাই।] [ই. notice.] **নোটিশ দেওয়া** — কিছু করিবার জন্য পত্রে অভিপ্রায় জানাইয়া সময় দেওয়া। **নোটিশ পাওয়া** — ঐরূপ চিঠি পাওয়া।

নোড়া — পাথরের টুকরা যাহার চাপে ও ঘর্ষণে জিনিস বাটা হয়। [ঃ শিল-'নোড়া'।] [সং. লোষ্ট্র।]

নোতুন — 'নূতন' শব্দের কথ্য রূপ।

নোদন — নিবারণ, দূর করণ।

নোনতা — লবণস্বাদ, লবণাক্ত, নুন দিয়া তৈয়ারী। [ঃ 'নোনতা' খাবার।]

নোনা — ('লোনা' দেখ।)

নোনা — আতা জাতীয় একরকম ফল। [পো. anona.]

নোয়া — লোহার চুড়ি যাহা হিন্দু সধবারা

পরে। [সং. লৌহ।]

নোয়া — ('নুয়া' দেখ।)

নোয়ানো — ('নুয়ানো' দেখ।)

নোলক — মুক্তা ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী নাকের গহনা যাহা ঠোঁটের উপরে দুলিতে থাকে। [সং. লোলক।]

নোলা — জিব, জিহ্বা। [ঃ 'নোলায়' জল আসা।] খাইবার লোভ। [ঃ 'নোলা' বেড়েছে।] [সং. লোলা।]

নৌ — নৌকা, জাহাজ, জলযান। **নৌজীবী** — নৌকা জাহাজ ইত্যাদির দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে। [সং.] **নৌবল**— — জলযুদ্ধের উপযুক্ত জাহাজ ও সৈন্যাদি। **নৌবহর** — দলবদ্ধ যুদ্ধ-জাহাজ, navy. **নৌবাহ** — নৌকা-বাহক, দাঁড়ী। জাহাজ চালনা, navigation. **নৌবাহিনী** — জল-যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল। **নৌবাহী** — ণ. নৌকাদি চলাচলের উপযুক্ত। বি. যে নৌকা বহে বা টানে। **নৌবাহ্য** — জাহাজাদি চালাইবার উপযুক্ত, naviga-ble. **নৌবিদ্যা** — নৌকা জাহাজ ইত্যাদি নির্মাণ ও চালনার বিদ্যা। **নৌবিভাগ**—জলযান ও জলযুদ্ধ সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ। **নৌবিমান** — আকাশে ও সমুদ্রে চলিবার উপযোগী যান, sea-plane. **নৌযুদ্ধ** — জলযুদ্ধ। **নৌশক্তি** — ('নৌবল' দেখ।) **নৌসেতু** —নৌকা দিয়া তৈয়ারী সেতু, পণ্টুন-ব্রীজ। **নৌসেনা** — জলযুদ্ধের জন্য নিযুক্ত সেনা। **নৌসেনানী**, **নৌসেনাপতি**, **নৌসেনাধ্যক্ষ** — জলযুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি। **নৌসৈন্য** — জলযুদ্ধের জন্য সেনা বা সেনাবাহিনী।

নৌকতা—(কথ্য বা গ্রাম্য রূপ) লৌকিকতা, সামাজিক আদান-প্রদান। [ঃ 'নৌকতা' করেছে।]

নৌকা — খাল নদী ইত্যাদিতে যাতায়াতের উপযোগী একরকম ছোট জলযান। [সং.] **নৌকাজীবী** — নৌকা চালাইয়া যে জীবিকা অর্জন করে। **নৌকা-ডুবি** — নৌকা ডুবিয়া যাওয়ার দুর্ঘটনা। **নৌকাপথ** — নৌকা দিয়া যাতায়াত করিতে হয় এমন পথ। **নৌকাবিহার** — নৌকায় চড়িয়া প্রমোদ-ভ্রমণ। **নৌকাযাত্রা** — নৌকায় চড়িয়া গমন। **নৌকাযাত্রী** — নৌকার আরোহী। **নৌকাযোগে** — নৌকার সাহায্যে, নৌকায় চড়িয়া।

ন্যক্কার — বমি। অত্যন্ত ঘৃণা। [সং.] **ন্যক্কারজনক** — যাহাতে বমির উদ্রেক হয় এমন। ঘৃণ্য, জঘন্য।

ন্যগ্রোধ — বটগাছ। [সং.]

ন্যস্ত — অর্পিত। স্থাপিত।

ন্যাওটা — ('নেওটা' দেখ।)

ন্যাংটা, ন্যাংটো — ('নেংটা' দেখ।)

ন্যাকড়া — কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা, জীর্ণ-বস্ত্র। [সং. নক্তক।]

ন্যাকা — সরলতা সাধুতা ও অজ্ঞতার ভান করে এমন। [ফা. নেক।] **ন্যাকাপনা, ন্যাকামি, ন্যাকামো** — ন্যাকার মতো ভাব ও আচরণ।

ন্যাকার — বমি, বমন। [সং. ন্যক্কার।]

ন্যাজা — ('লেজা' দেখ।)

ন্যাড়া — ('নেড়া' দেখ।)

ন্যাতা — ঘর লেপামুছার জন্য ব্যবহার্য ন্যাকড়া।

ন্যাবা — একরকম রোগ যাহাতে চোখ প্রস্রাব ইত্যাদি হলদে হয়, কামলা, jaundice.

ন্যায় — যুক্তি, ঔচিত্য, সুবিচার। [ঃ 'ন্যায়'-সংগত।] তর্কশাস্ত্র। গোতম প্রবর্তিত দর্শন। **ন্যায়ত, ন্যায়তঃ** — যুক্তি ও সুবিচার অনুসারে।

ন্যায়নিষ্ঠ — সুবিচার ও যুক্তিপূর্ণতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। বি. — **ন্যায়নিষ্ঠতা**। **ন্যায়নিষ্ঠা** — সুবিচার ও সুযুক্তির প্রতি অনুরাগ, ন্যায়পরায়ণতা। **ন্যায়পথ** — সুবিচার ও যুক্তিসংগত পথ, ধর্মপথ। **ন্যায়পরায়ণ** — ('ন্যায়নিষ্ঠ' দেখ।) **ন্যায়পরায়ণতা** — ('ন্যায়নিষ্ঠা' দেখ।) **ন্যায়বান্** — সুবিবেচক, ন্যায়পথে চলে এমন, সং। **ন্যায়বিচার** — পক্ষপাতিত্বহীন সুবিচার। **ন্যায়বিরুদ্ধ** — অন্যায়, সুবিচারসংগত নহে এমন। বি. — **ন্যায়বিরুদ্ধতা**। **ন্যায়রত্ন** — ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তির উপাধিবিশেষ। **ন্যায়শাস্ত্র** — তর্কশাস্ত্র। **ন্যায়সংগত**, **ন্যায়সঙ্গত** — উচিত, সুবিচারসংগত।

ন্যায় — অ. মতো, সদৃশ। [ঃ পুষ্পের 'ন্যায়'।]

ন্যায়াধীশ — বিচারক, বিচারপতি।

ন্যায্য — ণ. ন্যায়সংগত, উচিত। বি. — **ন্যায্যতা**।

ন্যালনেলে — লালার মতো।

ন্যাশন্যাল — ('নেশন্যাল' দেখ।)

ন্যাস — গচ্ছিত বস্তু। গচ্ছিত বিষয় রক্ষার ভার ও দায়িত্ব, trust. [সং.] **ন্যাসপাল**, **ন্যাসরক্ষক** — ন্যাসরক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, trustee.

ন্যুব্জ — ণ. বাঁকিয়া গিয়াছে এমন, কুঁজ আছে এমন। [ঃ 'ন্যুব্জ' দেহ।] বি. — **ন্যুব্জতা**। স্ত্রী. — **ন্যুব্জা**। **ন্যুব্জদেহ** — যাহার দেহ বাঁকিয়া গিয়াছে এমন। **ন্যুব্জপৃষ্ঠ** — যাহার পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে এমন।

ন্যূন — অপেক্ষাকৃত কম বা অল্প। **ন্যূনতম** — সবচেয়ে কম। বি. **ন্যূনতা** — অল্পতা। **ন্যূনপক্ষে** — কমপক্ষে, কম করিয়া ধরিলে।

ন্যূনাধিক — কমবেশী, প্রায়, আনুমানিক।

ন্যূনাধিক্য — অল্পতা ও আধিক্য, সংখ্যার বা পরিমাণের তারতম্য।

-প — 'পান করে' ও 'পালন করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'মদ্যপ'; ঃ 'গোপ'।]

পইছা, **পঁইছা** — বালার মতো একরকম গহনা। [হি. পৌছী।]

পইঠা — সিঁড়ির ধাপ। [সং. প্রতিষ্ঠা।]

পইতা — উপবীত। [ঃ গলার 'পইতা'।] উপনয়ন। [ঃ 'পইতার' সময়ে।] [সং. পবিত্র।] **পইতা কাটা** — পইতার জন্য সুতা কাটা। **পইতাধারী** — যাহার পইতা আছে, উপবীতধারী।

পইপই, **পঁইপঁই**, **পয়পয়** — পদে পদে, পুনঃ পুনঃ, বার বার। [ঃ 'পইপই' ক'রে বলেছি।] [সং. পদে পদে।]

পঁইত্রিশ — ৩৫ সংখ্যা। [সং. পঞ্চত্রিংশৎ।]

পকেট — জামায় লাগানো থলে, জেব। [ই. pocket.] **পকেট কাটা** — ('পকেট মারা' দেখ।) **পকেটমার** — পকেট হইতে যে চুরি করে। **পকেট মারা** — পকেট হইতে চুরি করা। **পকেটস্থ** — পকেটে রক্ষিত, পকেটে আছে বা রাখা হইয়াছে এমন। **পকেটস্থ করা** — পকেটে রাখা। **পকেটে হাত পড়া** — ব্যয় করিবার প্রয়োজন হওয়া, খরচের দায়ে পড়া।

পক্ব — ণ. পাকা। [ঃ 'পক্ব' কদলী।] সাদা। [ঃ 'পক্ব' কেশ।] রাঁধা, সিদ্ধ। [ঃ ঘৃত-'পক্ব'।] হজম। [ঃ 'পক্বাশয়'।] বি. — **পক্বতা**। **পক্বকেশ** — বি. সাদা চুল। ণ. যাহার চুল পাকিয়াছে, পলিতকেশ। স্ত্রী. — **পক্বকেশা**, **পক্বকেশিনী**।

পক্বাশয় — পাকস্থলী।

পক্ষ — পাখা, পাখীর ডানা। [সং.] **পক্ষচ্ছেদ** — বি. ডানা কাটিয়া ফেলা, পক্ষ কর্তন। **পক্ষপুট** — ডানার আশ্রয়। **পক্ষসঞ্চালন** — বি. ডানা নাড়া, পাখা ঝাপটানো। **পক্ষহীন** — যাহার পাখা নাই এমন। স্ত্রী. — **পক্ষহীনা**।

পক্ষ — দৃশ্যমান চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধির কাল, প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা ও প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা। **পক্ষকাল** — প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা বা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেরো দিন সময়। পনেরো দিন। [ঃ 'পক্ষকাল' অপেক্ষা করব।] **পক্ষশেষ** — ('পক্ষান্ত' দেখ।) **কৃষ্ণপক্ষ** — প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিন। **শুক্লপক্ষ** — প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেরো দিন।

পক্ষ — পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি বা বিষয়ের একটি। [ঃ দুই 'পক্ষ' থেকে বিচার চায়।] দলের লোক। [ঃ 'পক্ষ'-বিপক্ষ ভেদ নাই।] **পক্ষগ্রহণ** — পরস্পরবিরোধী দলগুলির একটিতে যোগদান। **পক্ষপাত, পক্ষপাতিত্ব** — বিরোধী দলগুলির একটির প্রতি অযথা টান বা অনুগ্রহ। **পক্ষপাতী** — যে পরস্পরবিরোধী দলগুলির একটির প্রতি অযথা টান বা অনুগ্রহ দেখায়। [সং. পক্ষপাতিন্।] **পক্ষসমর্থক** — যে পক্ষ সমর্থন করে। **পক্ষসমর্থন** — পরস্পরবিরোধী দলগুলির একটিকে সাহায্য বা অনুমোদন।

পক্ষ — একাধিক পত্নীর একটি। [ঃ প্রথম 'পক্ষ'।]

পক্ষ — পার্শ্বদেশ। [ঃ 'পক্ষাঘাত'।]

পক্ষাঘাত — একরকম ব্যাধি যাহাতে শরীরের এক দিক অবশ হইয়া যায়, paralysis.

পক্ষান্ত — পূর্ণিমা বা অমাবস্যা যখন এক পক্ষ শেষ হয়। পনেরো দিন। [ঃ 'পক্ষান্তে' একবার।]

পক্ষান্তর — অন্য পক্ষ। পনেরো দিন বাদ। বিচার্য বিষয়ের অপর দিক। **পক্ষান্তরে** — অপর দিক হইতে বিচার করিলে, অপর ক্ষেত্রে। পক্ষকাল পরে।

পক্ষাপক্ষ — নিজের দল ও বিরোধী দল। [ঃ 'পক্ষাপক্ষ' বিচার না করিয়া।]

পক্ষিনীড় — পাখীর বাসা।

পক্ষিরাজ — একরকম কাল্পনিক পাখা-ওয়ালা ঘোড়া যাহা পাখীর মতো উড়িয়া চলে। পাখীদের রাজা, গরুড়।

পক্ষিশালা — যেখানে বহু পাখী রাখা হয়, চিড়িয়াখানা।

পক্ষী — পাখী। [সং. পক্ষিন্।] স্ত্রী. — **পক্ষিণী**।

পক্ষীয় — দলীয়, স্বদলভুক্ত।

পক্ষোচ্ছেদ — ডানা কর্তন।

পক্ষোদ্গম, পক্ষোদ্ভেদ — ডানা গজানো, ডানার উৎপত্তি। পালক ওঠা, পালকের উৎপত্তি।

পক্ষ্ম — চোখের পাতার লোম। [ঃ আঁখি-'পক্ষ্ম'।] [সং.]

পগার — সংকীর্ণ অগভীর খাত। [সং. প্রাকার।] **পগার পার** — আয়ত্তের বাহিরে পলায়িত। [ঃ চোর তখন 'পগার পার'।]

পগ্গ — পাগড়ি। ['পগ্গ'-বাঁধা।] [সং. প্রগ্রহ।]

পঙ্ক — পাঁক, পুকুর ইত্যাদির কাদা। চুনের মসৃণ লেপ। [ঃ 'পঙ্কের' কাজ।] [সং.] **পঙ্কজ** — পদ্ম। যাহা পঙ্কে জন্মে। স্ত্রী. — **পঙ্কজা**। **পঙ্করুহ** — পদ্ম।

পঙ্কজিনী — যে পুকুরে পদ্ম আছে।

পঙ্কের ঝাড়।

পঙ্কিল — ণ. পাঁকে লিপ্ত, পঙ্কময়, কাদাটে। কদর্য। বি. — **পঙ্কিলতা**।

পঙ্কোদ্ধার — পুকুরের পাঁক তুলিয়া গভীর করণ।

পঙ্ক্তি — সারি, শ্রেণী। [সং.] **পঙ্ক্তিভোজন** — এক সারিতে বসিয়া আহার।

পঙ্খ — বাড়ির দেওয়াল ইত্যাদিতে চুনের প্রলেপ দ্বারা কারুকার্য। [সং. পঙ্ক।]

পঙ্খিরাজ — ('পক্ষিরাজ' দেখ।)

পঙ্খী — পক্ষী, পাখী। **ময়ূরপঙ্খী** — ময়ূরের আকৃতিতে গঠিত বজরা জাতীয় শৌখীন নৌকা।

পঙ্গপাল — ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ যাহারা সদলে আসিয়া শস্যাদি নষ্ট করে। [সং. পতঙ্গপালি।]

পঙ্গু — যাহার উত্থান বা চলন শক্তি নাই, খোঁড়া। বি. — **পঙ্গুতা, পঙ্গুত্ব**।

পচ — পচনক্রিয়া। [ঃ আলুতে 'পচ' ধরা।]

পচন — হজমের কাজ, পরিপাক। পচিয়া ওঠা, পচিবার ক্রিয়া, পচা অবস্থা। গাঁজিয়া ওঠা। [ঃ 'পচন'-ক্রিয়া।] **পচনশীল** — যাহা পচে। বি. — **পচনশীলতা**।

পচপচ — কাদা বা পচা লতাপাতার উপর দিয়া চলার শব্দ। কাদার মতো ভাব বা অবস্থা প্রকাশ।

পচপচে — পচপচ করে এমন। [ঃ 'পচপচে' কাদা।]

পচা — ক্রি. গলিত ও দুর্গন্ধ হওয়া। [ঃ পান্তা 'পচা'; ঃ ফল 'পচা'।] ণ. পচিয়াছে এমন, গলিত ও বিকৃত, শড়া। [ঃ 'পচা' আম।] যখন বা যাহার ফলে সবকিছু পচিয়া যায় এমন। [ঃ 'পচা' ভাদ্র; ঃ 'পচা' গরম।] অতি পুরাতন ও অশ্লীল। [ঃ 'পচা' খেউড়।]

পচাই — চাউল জোয়ার ইত্যাদি পচাইয়া প্রস্তুত একরকম মদ। **পচাইখানা** — পচাই তৈয়ারির বা বিক্রয়ের স্থান।

পচানি — পচন। [ঃ পাট-'পচানি'।] পচা বস্তু হইতে নির্গত রস। গলিত অবস্থা।

পচানো — ক্রি. বিকৃত ও গলিত করা। পচিবার ব্যবস্থা করা। গাঁজানো। ণ. বিকৃত বা গলিত করা হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।

পচাল — ক্রমাগত বকবক করণ। [ঃ 'পচাল' পাড়া।]

পছন্দ — ণ. মনের মতন, নির্বাচনের উপযুক্ত, রুচিমতো। [ঃ 'পছন্দ' হওয়া।] বি. রুচিমতো বা উপযুক্ত বিবেচনা, মনের মতন করিয়া নির্বাচন। [ঃ 'পছন্দ' করা।] নির্বাচনের উপযোগী রুচি। [ঃ তোমার যেমন 'পছন্দ'।] [ফা. পসন্দ্।] **পছন্দসই** — মনের মতন, যেমনটি ইচ্ছা করা গিয়াছিল তেমনটি। [ঃ শাড়িটা 'পছন্দসই' হয়নি।]

পজ্ঝটিকা — বি. একরকম ছন্দ। [সং.]

পঞ্চ — ৫, পাঁচ। পাঁচটি। [ঃ 'পঞ্চ'-বট।] [সং. পঞ্চন্।] **পঞ্চক** — একত্র পাঁচটি। [ঃ গীতি-'পঞ্চক'।] **পঞ্চগব্য** — দুধ দই ঘি গোময় ও গোমূত্র এই পাঁচটি গোজাত দ্রব্য। **পঞ্চগুণ** — রূপ রস শব্দ স্পর্শ ও গন্ধ। পাঁচ দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা বা পরিমাণ হয়, পাঁচগুণ। **পঞ্চগৌড়** — সরস্বতী নদীর তীরবর্তী ভূভাগ ও কনৌজ উৎকল মিথিলা গৌড়—এই পাঁচটি অঞ্চল। **পঞ্চতন্ত্র** — সংস্কৃত ভাষায়

রচিত বিখ্যাত নীতিমূলক গল্পগ্রন্থ। **পঞ্চতপা, পঞ্চতপাঃ** — চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড ও মাথার উপর সূর্য এই পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া যিনি তপস্যা করেন। [সং. পঞ্চতপস্।] **পঞ্চতিক্ত** — নিম গুলঞ্চ ইত্যাদি পাঁচটি তিক্ত দ্রব্য। **পঞ্চত্রিংশ** — ৩৫-এর, পঁয়ত্রিশের। **পঞ্চত্রিংশৎ** — ৩৫ সংখ্যা, পঁয়ত্রিশ। **পঞ্চত্রিংশত্তম** — পঁয়ত্রিশের, পঞ্চত্রিংশ। **পঞ্চত্ব** — (প্রাচীন মত অনুসারে) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানের অবস্থা। **পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত** — (মূল পাঁচটি উপাদানের সহিত মিলিত হইয়াছে অর্থে) মৃত। [ঃ 'পঞ্চত্বপ্রাপ্ত' হওয়া।] **পঞ্চত্বপ্রাপ্তি** — মৃত্যু। [ঃ 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি' ঘটা।] **পঞ্চদশ** — পনেরো। পনেরোর। [সং. পঞ্চদশন্।] স্ত্রী. **পঞ্চদশী** — পঞ্চদশস্থানীয়া। পনেরো বৎসর বয়স্কা। **পঞ্চধা** — পাঁচ ভাগে। পাঁচ ভাবে। পাঁচ দিকে। **পঞ্চনদ** — শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটি নদ-নদী। [ঃ 'পঞ্চনদের' তীরে।] এই পাঁচটি নদ-নদী-ধৌত অঞ্চল, পাঞ্জাব। **পঞ্চপিতা** — জন্মদাতা কন্যাদাতা আশ্রয়-দাতা অন্নদাতা ও শিক্ষাদাতা। **পঞ্চ-পুষ্প** — পাঁচ রকমের ফুল। **পঞ্চ-প্রদীপ** — পাঁচটি মুখ আছে এমন আরতির উপযোগী একরকম প্রদীপ। **পঞ্চবট** — অশ্বত্থ বট বিল্ব অশোক ও আমলকী এই পাঁচরকম গাছ আছে এমন স্থান। **পঞ্চবাণ** — মদনের পঞ্চ শর (সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন স্তম্ভন।) পঞ্চশর, মদন। **পঞ্চবাত, পঞ্চবায়ু** — (আয়ুর্বেদে) প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—শরীরস্থ এই পাঁচটি বায়ু। **পঞ্চবিংশ**—পঁচিশের, ২৫-এর। **পঞ্চবিংশতি** — পঁচিশ, ২৫। **পঞ্চ-বিংশতিতম** — পঁচিশের, পঞ্চবিংশ। **পঞ্চভুজ** — পাঁচটি সরলরেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, pentagon. **পঞ্চভূত** — (প্রাচীন ধারণা অনুসারে) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি জাগতিক মূল উপাদান। **পঞ্চমকার** — তন্ত্রোক্ত পাঁচটি বিষয় সংক্রান্ত সাধন (মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন)। **পঞ্চমুখ** — যাঁহার পাঁচটি মুখ, শিব, পঞ্চানন। পাঁচটি মুখ। **পঞ্চশর** — মদন, প্রেমের দেবতা। ('পঞ্চবাণ' দেখ।) **পঞ্চষষ্টি** — ৬৫, পঁয়ষট্টি। **পঞ্চষষ্টি-তম** — ৬৫-র পূরক, পঁয়ষট্টির। **পঞ্চসপ্ততি** — ৭৫, পঁচাত্তর। **পঞ্চ-সপ্ততিতম**—৭৫-এর পূরক, পঁচাত্তরের।

পঞ্চম — ণ. ৫ সংখ্যার পূরক, পাঁচের। ['পঞ্চম' পুত্র।] বি. স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর, পা। কোকিলের ধ্বনি। মাদ্রাজ প্রদেশের অস্পৃশ্য জাতি। **পঞ্চমবাহিনী** — বহিঃশত্রুকে সাহায্য করে এমন দেশীয় বিশ্বাসঘাতকের দল। স্ত্রী. **পঞ্চমী** — ণ. পঞ্চমস্থানীয়া। [ঃ 'পঞ্চমী' কন্যা। বি. তিথি বিশেষ, অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরবর্তী পঞ্চম তিথি।

পঞ্চাঙ্ক — পাঁচটি অঙ্ক বা ভাগ আছে এমন। [ঃ 'পঞ্চাঙ্ক' নাটক।]

পঞ্চানন — পাঁচ মুখ যাঁহার, শিব।

পঞ্চানন্দ — শিশুর অপকারক অপদেবতা-বিশেষ।

পঞ্চান্ন — ৫৫ সংখ্যা।

পঞ্চামৃত — দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ও চিনি —এই পাঁচটি অমৃততুল্য বস্তু। গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে তাহাকে উক্ত দ্রব্য-সমূহ ভোজন করাইবার অনুষ্ঠান।

পঞ্চায়েত — ভারতীয় গ্রাম্য বিচারসভা।

পঞ্চায়েতি — পঞ্চায়েতের কাজ। [হি. পঞ্চায়ৎ।] **পঞ্চায়েতী** — গ. পঞ্চায়েত সংক্রান্ত। [ঃ 'পঞ্চায়েতী' বিচার।]

পঞ্চাল — গঙ্গা ও যমুনার নিকটবর্তী প্রাচীন রাজ্য।

পঞ্চাশ — ৫০ সংখ্যা। ৫০ সংখ্যার পূরক। [সং. পঞ্চাশৎ।] **পঞ্চাশ বার** — বহুবার।

পঞ্চাশৎ — পঞ্চাশ সংখ্যা, ৫০। **পঞ্চাশত্তম** — ৫০ সংখ্যার পূরক। [সং.] **পঞ্চাশত্তম** —পঞ্চাশের পূরক, ৫০তম।

পঞ্চাশিকা — স্ত্রী. (কবিতা ইত্যাদি) একত্র পঞ্চাশটি। [ঃ চৌর-'পঞ্চাশিকা'।]

পঞ্চাশীতি — ৮৫, পঁচাশি। **পঞ্চাশীতিতম** — ৮৫ সংখ্যার পূরক, পঁচাশির। [সং.]

পঞ্চাস্য — পাঁচ আস্য বা মুখ যাঁহার, শিব।

পঞ্চেন্দ্রিয় — চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়।

পঞ্চেষু — পাঁচটি ইষু বা শর যাঁহার, পঞ্চশর, মদন।

পঞ্জর — পাঁজরা। পিঁজরা। **পঞ্জরাস্থি** — পাঁজরার হাড়।

পঞ্জা — পাঁচ ফোঁটা চিহ্নিত তাস। [ঃ হরতনের 'পঞ্জা'।]

পঞ্জাব — ('পাঞ্জাব' দেখ।)

পঞ্জি, পঞ্জী — তারিখ ইত্যাদির তালিকা। [ঃ দেওয়াল-'পঞ্জি'।] তারিখ অনুসারে লিখিত বিবরণী। [ঃ দিনু-'পঞ্জি'।] **পঞ্জিকা** — তারিখ তিথি শুভক্ষণ বার-ব্রত ইত্যাদির তালিকা থাকে এমন বই, পাঁজী। [সং.]

পট্ — ভাঙিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ। [ঃ 'পট্' ক'রে আওয়াজ হ'ল।] অকস্মাৎ দ্রুত ঘটনসূচক অনুকার। [ঃ 'পট্' ক'রে মারা গেল।]

পট — কাপড়। [ঃ 'পট'-মণ্ডপ।] ছবি আঁকার উপযোগী কাপড় বা কাগজ, canvas. [ঃ 'পটে' আঁকা ছবি।] চিত্র, ছবি। [ঃ লক্ষ্মীর 'পট'।] দৃশ্য-পট, থিয়েটারের সীন। [ঃ 'পট'-পরিবর্তন।] **পটগৃহ** — বস্ত্রনির্মিত গৃহ, শিবির, তাঁবু। **পটপরিবর্তন** — নাটকের অভিনয়কালে দৃশ্যান্তর। ঘটনাদির সম্পূর্ণ পরিবর্তন। **পটভূমি, পটভূমিকা** — যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় হয়। পূর্ববর্তী ঘটনা ও পরিবেশ, background. [ঃ রুশ বিপ্লবের 'পটভূমিকা'।]

পটকা — একরকম আতশবাজি যাহা ফাটিলে শব্দ হয়। মাছের পেটের বায়ুপূর্ণ থলি।

পটকা — দুর্বল, ক্ষীণজীবী। [ঃ রোগা 'পটকা' চেহারা।]

পটকান — আছাড়। **পটকান মারা** — (কুস্তির সময়ে) আছাড় দিয়ে ফেলা।

পটকানো — ক্রি. ফেলা, আছাড় দেওয়া। পরাজিত করা। খুব রোগ হওয়া। [ঃ 'পটকে' গেছে।]

পটপট — বার বার পট্ শব্দ। বার বার দ্রুত ও অকস্মাৎ ঘটনসূচক অনুকার। [ঃ ছেলে দুটো 'পটপট' ক'রে মরে গেল।]

পটল — ('পটোল' দেখ।)

পটল — সমূহ, রাশি। [ঃ জলধর-'পটলে' আকাশ সমাবৃত।] পরিচ্ছেদ, অধ্যায়। চোখের একরকম রোগ, ছানি। ছাদ।

পটহ — ঢাক। **কর্ণপটহ** — কানের ভিতরের ঝিল্লী।

পটা — ক্রি. বনিবনাও হওয়া, মনের মিল হওয়া। রাজী হওয়া। খাপ খাওয়া।

পটাৎ — হঠাৎ ভাঙিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার শব্দসূচক অনুকার।

পটানো — ক্রি. প্রলোভনাদির দ্বারা রাজী বা বশীভূত করা।

পটাপট — বার বার দ্রুত। [ঃ 'পটাপট' গিলিয়া ফেলিল।] বার বার পট্ শব্দ।
পটাবাস — ('পটগৃহ' দেখ।)
পটাস্ — ('পটাং' দেখ।)
পটাশ — একরকম রাসায়নিক পদার্থ। [ই. potash.]
পটি — কাপড়ের লম্বা ফালি। [ঃ 'পটি'-বাঁধা।] **জলপটি** — রোগীর কপালে দেওয়ার জন্য ভেজা ন্যাকড়া।
পটি — বাজারের অংশ। [ঃ লোহা-'পটি'।]
পটীয়ান্ — বিশেষ পটু, খুব নিপুণ। স্ত্রী. — **পটীয়সী**।
পটু — নিপুণ, দক্ষ। বি. — **পটুতা, পটুত্ব**।
পটুয়া — যে পট আঁকে, চিত্রকর।
পটোল — একরকম সুপরিচিত সবজি ও তাহার গাছ। **পটোলচেরা** — (চোখের সৌন্দর্য বর্ণনায়) পটোল চিরিলে যেমন দেখায় সেইরূপ, টানা-টানা। [ঃ 'পটোল-চেরা' চোখ।] **পটোল তোলা** — (ব্যঙ্গে) মরা। [ঃ লোকটা 'পটোল' তুলেছে।]
পট্ট — পাটা, তক্তি, ফলক। [ঃ তাম্র-'পট্ট'।] সিংহাসন। [ঃ 'পট্ট'-মহিষী।] পাট। রেশম। [ঃ 'পট্ট'-বাস।] [সং.] **পট্টজ** — পাট হইতে উৎপন্ন। [ঃ 'পট্টজ' দ্রব্য।] **পট্টবস্ত্র, পট্টবাস** — পাট বা রেশমের কাপড়। **পট্টমহিষী** — সিংহাসনে বসিবার অধিকারিণী রানী, পাটরানী।
পট্টন — পত্তন, নগর। [সং.]
পট্টনায়ক — উপাধি বিশেষ।
পট্টাম্বর — ('পট্টবস্ত্র' দেখ।)
পট্টি — প্রলোভনসূচক ধাপ্পা। [ঃ 'পট্টি' দেওয়া।] **পট্টি মারা** — প্রলোভনসূচক ধাপ্পা দেওয়া।
পট্টিশ, পট্টিস — প্রাচীন একরকম খড়্গ।
পট্টু — মোটা একরকম পশমী কাপড়।
পঠদ্দশা — ছাত্রাবস্থা।

পঠন — পাঠ, পড়া, অধ্যয়ন। ণ. **পঠনীয়** — পড়ার যোগ্য। পড়িতে হইবে এমন। **পঠিত** — পড়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'পঠিত' বিদ্যা।] **পঠিতব্য** — (প্রায়ই ব্যঙ্গে) পড়িতে হইবে এমন। পড়ার যোগ্য। [ঃ 'পঠিতব্য' নহে।]
পড়তা — বি. খেলার দান যাহাতে ক্রমাগত জিত হয়। উন্নতির মুখ। ভাগ্য। [ঃ 'পড়তা' খারাপ।] হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যা। [ঃ গড়-'পড়তা'।] দ্রব্য উৎপন্ন ক্রয় ও সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় হয় তাহা। **পড়তা পড়া** — সুসময় আসা। ব্যয় উসুল হওয়া।
পড়তি — বি. পড়িতেছে এমন অবস্থা, অবনতি। [ঃ বাজারের উঠতি-'পড়তি'।] পড়িয়াছে এমন বস্তু বা বস্তুর অংশ। [ঃ ঝরতি-'পড়তি'।] ণ. পড়িতেছে বা অবনতি হইতেছে এমন। [ঃ 'পড়তি' বাজার।] শেষ হইয়া আসিতেছে এমন। [ঃ 'পড়তি' বেলা।]
পড়ন — বি. পড়া, পাঠ, পঠন।
পড়ন — বি. পড়া, পতন। পড়তা। গড়-খরচ।
পড়ন্ত — পড়িতেছে এমন। [ঃ 'পড়ন্ত' ফল।] তেজ কমিয়া আসিতেছে এমন। [ঃ 'পড়ন্ত' রোদ।] শেষ হইয়া আসিতেছে এমন। [ঃ 'পড়ন্ত' বেলা।] অবনতি হইতেছে এমন। [ঃ 'পড়ন্ত' ঘর।]
পড়পড় — কাপড় ইত্যাদি ছেঁড়ার শব্দ। ('পড়ো পড়ো' দেখ।)
পড়শী, পড়সী — পাড়ার লোক, প্রতিবেশী। [সং. প্রতিবেশী।]
পড়া — ক্রি. পতিত হওয়া, উপর হইতে নিচে চ্যুত হওয়া। [ঃ মাটিতে 'পড়ল'; ঃ বৃষ্টি 'পড়ছে'।] গড়ানো, ঝরা। [ঃ চোখের জল 'পড়ল'; ঃ লাল 'পড়ছে';

ঃ পুঁজ 'পড়ছে'।] অবনতি হওয়া। [ঃ বাজার 'পড়া'।] শেষ বা মন্দীভূত হইয়া আসা। [ঃ বেলা 'পড়া'।] বাহির হওয়া। [ঃ রক্ত 'পড়া'; ঃ নিঃশ্বাস 'পড়া'।] আরম্ভ হওয়া। [ঃ শীত 'পড়া'।] কোনও অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকা। [ঃ বন্ধ 'পড়ে' আছে; ঃ অব্যবহৃত 'পড়ে' আছে।] থাকা, রহা। [ঃ পেছনে 'পড়া'।] খরচ হওয়া, দাম লাগা। [ঃ শাড়িতে কত 'পড়বে'?] শয্যাশায়ী হওয়া। [ঃ জ্বরে 'পড়া'।] বিবাহিতা হওয়া। [ঃ ভালো ঘরে 'পড়া'।] মিলিত হওয়া। [ঃ 'নদীতে' পড়েছে।] অনাদায় থাকা। [ঃ অনেক টাকা 'পড়ে' আছে।] আক্রমণ করা, হানা দেওয়া। [ঃ বাঘ 'পড়া'; ঃ ডাকাত 'পড়া'।] লাগা, ধরা, যুক্ত হওয়া। [ঃ ছাতা 'পড়া'; ঃ টোল 'পড়া'; ঃ মরিচা 'পড়া'।] প্রযুক্ত হওয়া। [ঃ তরকারিতে ঘি 'পড়া'।] অকস্মাৎ কোনও অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যে আসা। [ঃ বিপদে 'পড়া'; ঃ ভীড়ে 'পড়া'।] অকস্মাৎ ঘটা। [ঃ ডাক 'পড়া'।] ধীরে ধীরে জমা। [ঃ তলায় 'পড়ছে'; ঃ চর 'পড়ছে'।] অনুভূত বা প্রযুক্ত হওয়া। [ঃ টান 'পড়া'।] খসা, চ্যুত হওয়া। [ঃ দাঁত 'পড়া'; ঃ চুল 'পড়া'।] প্রচণ্ড শব্দ হওয়া। [ঃ তোপ 'পড়া'; ঃ বাজ 'পড়া'।] আকস্মিকতা বুঝাইতে ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ আসিয়া 'পড়া'; ঃ গিয়া 'পড়া'।] ণ. পতিত হইয়াছে এমন। [ঃ 'পড়া' আম।] বি. পতন। **কালসিটা পড়া** — প্রহারের ফলে কালো দাগ হওয়া। **কালি পড়া** — শিষ লাগিয়া কালো হওয়া। **কালো পড়া** — রং কালো হওয়া। **জল পড়া** — বৃষ্টি হওয়া। **জলে পড়া** — নষ্ট হওয়া, দুঃখে ব্যয়িত হওয়া। [ঃ টাকা জলে 'পড়লো'।] **চোখ পড়া** — নজরে আসা। নজরে ধরা। **টান পড়া** — অভাব হওয়া। আকর্ষণ অনুভূত হওয়া। **টোল পড়া** — ছোট গর্ত হওয়া। **ডাক পড়া** — অকস্মাৎ ডাক আসা। **দাগ পড়া** — দাগ ধরা। **দাম পড়া** — দর কমা। দাম লাগা, মূল্য দিতে হওয়া। **ধার পড়া** — প্রাপ্য টাকা উসুল না হওয়া। ধার নষ্ট হওয়া, ধার কমিয়া যাওয়া। **পাত পড়া** — অন্নাদি পরিবেশনের জন্য পাতা মেলা। আহারের সংস্থান বা ব্যবস্থা হওয়া। [ঃ দুবেলা বাড়িতে ত্রিশজনের 'পাত' পড়ে।] **পিঠে পড়া** — প্রহৃত হওয়া। **পেট পড়া** — অনাহারের ফলে পেট উঁচু না থাকা। **পেটে পড়া** — ভুক্ত হওয়া। **পকেটে হাত পড়া** — টাকাপয়সা খরচের প্রয়োজন ঘটা। **পেটে হাত পড়া** — উদরান্নের ব্যবস্থা বা জীবিকা সম্পর্কে ক্ষতিকর কিছু ঘটা। **ফুল পড়া** — প্রসবের পর গর্ভপুষ্প পতিত হওয়া। **বেলা পড়া** — বেলা ফুরাইয়া আসা। **মন পড়া** — আসক্ত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া। **মনে পড়া** — স্মরণে আসা। **রাগ পড়া** — ক্রোধ প্রশমিত হওয়া, রাগ কমা। **রোদ পড়া** — রোদ কমিয়া আসা। **লাল পড়া** — লালা ঝরা, লুব্ধ হওয়া। **হাত পড়া** — ব্যবহারের জন্য গৃহীত হওয়া। **হাতে পড়া** — কবলিত হওয়া, বশীভূত হওয়া। [ঃ ডাকাতের 'হাতে পড়া'।]

পড়া — ক্রি. পাঠ করা। উচ্চস্বরে পাঠ করা। পড়াশুনা করার জন্য যাওয়া। [ঃ কলেজে 'পড়ি'।] মন্ত্রপূত করা। [ঃ জল 'পড়া'।] বি. পাঠ। উচ্চস্বরে পাঠ। পাঠ্য বিষয়। [ঃ 'পড়া' মুখস্থ করা; ঃ 'পড়ার' বই।] **পড়া করা**— নির্দিষ্ট পাঠ তৈয়ার করা। **পড়া দেওয়া** — পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

পড়া ধরা, পড়া নেওয়া বা লওয়া — পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। **জল-পড়া** — মন্ত্রপূত জল। ঐরূপ জল দিয়া চিকিৎসা।

পড়ানো — ক্রি. পড়িতে সাহায্য করা, পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। [ঃ শিক্ষক মহাশয় 'পড়াইতেছেন'।] অধ্যাপনা বা শিক্ষকতা করা। [ঃ কলেজে 'পড়াই'।] পড়িবার জন্য খরচ দেওয়া। [ঃ বি.এ.-এম.এ. 'পড়াতে' পারব না।] বুলি ধরানো। [ঃ পাখীকে 'পড়ানো'।] আবৃত্তি করানো, উচ্চারণ করানো। [ঃ মন্ত্র 'পড়ানো'।]

পড়াশুনা, পড়াশুনো — লেখাপড়া, বিদ্যার্জন। পুস্তক হইতে অর্জিত জ্ঞান। [ঃ অনেক 'পড়াশুনা' আছে।]

পড়াং — বেত বা চাবুক মারার শব্দ। **পড়াং পড়াং** — বার বার পড়াং শব্দ।

পড়িছা — (প্রাচীন কবিতায়) পারিষদ। জগন্নাথদেবের মন্দিররক্ষক ছড়িদার।

পড়িয়ান — কাপড়ের প্রস্থের দিকের সুতা, পড়েন। ওজন করিবার বাটখারা।

পড়ুয়া — বি. যে পাঠ করে, ছাত্র। ণ. খুব পড়ে এমন। [ঃ 'পড়ুয়া' ছেলে।]

পড়েন — বাটখারা। ওজন। [ঃ 'পড়েন' করা।]

প'ড়ো — ('পড়ুয়া' দেখ।)

পড়ো, প'ড়ো — ভাঙিয়া পড়িয়াছে বা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে এমন। [ঃ 'প'ড়ো' বাড়ি; ঃ 'প'ড়ো' জমি।]

পড়োপড়ো — পড়ে পড়ে এমন, পতনোম্মুখ।

পণ — প্রতিজ্ঞা, সংকল্প। [ঃ মরণ 'পণ'।] বাজি, শর্ত। মূল্য। বিবাহে বর বা কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ। বিশ গণ্ডা, ৮০টা, কাহনের ষোল ভাগের এক ভাগ, ৴৹। **কন্যাপণ** — পাত্রীকে পাইবার মূল্যস্বরূপ কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ। **জীবন পণ** — জীবন দিয়াও কর্তব্য-সাধনের সংকল্প। **ধনুকভাঙা পণ** — খুব কঠিন বা প্রায় অসম্ভব কাজ করার সংকল্প। **বরপণ** — পাত্রীকে গ্রহণের জন্য বরকে দেয় অর্থ। **মরণ পণ, মৃত্যু পণ** — মৃত্যুকে বরণ করিয়াও কর্তব্য-সাধনের সংকল্প।

পণকিয়া — (ধারাপাতে) পণ সংক্রান্ত ক্রমিক গণনা।

পণফর — (জ্যোতিষে) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে দ্বিতীয় পঞ্চম অষ্টম ও একাদশ স্থান। [সং.]

পণব — ঢোল জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র, পাখোয়াজ। [সং]

পণ্ড — (আয়োজনাদি) ব্যর্থ, বিফল। [ঃ শ্রম 'পণ্ড' হওয়া।] বিনষ্ট। [ঃ যজ্ঞ 'পণ্ড' করা।] [সং.] **পণ্ডশ্রম** — বৃথা চেষ্টা, নিষ্ফল শ্রম। যাহার শ্রম পণ্ড হইয়াছে এমন।

পণ্ডিত — বিদ্বান্, জ্ঞানী। [ঃ 'পণ্ডিত' লোক।] টোল পাঠশালা ইত্যাদির শিক্ষক। ব্রাহ্মণের উপাধি। [সং.] স্ত্রী. — **পণ্ডিতা। পণ্ডিতপ্রবর, পণ্ডিতবর** — পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ। **পণ্ডিতমূর্খ** — লেখাপড়া শিখিয়াও নির্বোধ। বি. — **পণ্ডিতমূর্খতা। পণ্ডিতম্মন্য** — যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। বি. — **পণ্ডিতম্মন্যতা। পণ্ডিতি** — টোল পাঠশালা ইত্যাদিতে শিক্ষকতা। [ঃ 'পণ্ডিতি' করা।] (প্রায়ই ব্যঙ্গে) পাণ্ডিত্য। **পণ্ডিতী** — (নিন্দার্থে) পণ্ডিতের যোগ্য। [ঃ 'পণ্ডিতী' বাংলা।]

পণ্য — ণ. বিক্রয়যোগ্য। বি. বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য। [সং.] **পণ্যজীবী** — ব্যবসায়ী, বেচাকেনার দ্বারা যে জীবিকা অর্জন করে। **পণ্যবীথি, পণ্যবীথিকা**—দোকানের

সারি। **পণ্যশালা** — দোকান। স্ত্রী. — **পণ্যা** — বিক্রয়যোগ্যা। **পণ্যাঙ্গনা** — বেশ্যা, গণিকা।

পতগ — পতঙ্গ। পক্ষী। [সং.]

পতঙ্গ, পতঙ্গম — (যে পত বা পক্ষ দ্বারা যায়) উড়িতে পারে এমন কীট। ফড়িং। তিনজোড়া পা আছে এমন কীট, insect. **পতঙ্গবৃত্ত** — পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে সেইভাবে সুন্দর বস্তুর দ্বারা মুগ্ধ হইয়া আত্মনাশ করে এমন। বি. — **পতঙ্গবৃত্তি**।

পতঞ্জলি — যোগসূত্র ও পাণিনিভাষ্য রচয়িতা বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি।

পতৎ — ণ. পতনশীল, পড়িতেছে এমন।

পতত্র — পাখীর ডানা, পাখা। **পতত্রী** — পাখী। [সং. পতত্রিন্।]

পতন — পড়া, উপর হইতে নিম্নে চ্যুতি। নিম্নগতি। [ঃ 'পতন'-কাল।] অধোগতি, অবনতি। ধ্বংস, বিনষ্টি। [ঃ মহেন-জো-দড়োর 'পতন'।] নিধন, মৃত্যু। [ঃ প্রবীর-'পতন'।] ক্ষমতা হইতে বিচ্যুতি। [ঃ মন্ত্রিসভার 'পতন'।] সৈন্যদল কর্তৃক অধিকার। [ঃ দুর্গের 'পতন'।] ণ. **পতনীয়** — পতনের যোগ্য। **পতনোন্মুখ** — পড়িতে উদ্যত।

পত্পত্ — পতাকা উড়িবার শব্দ।

পত্তর — ধাতুনির্মিত পাত। [সং. পত্র।]

পতাকা — নিশান কেতন, ধ্বজা। [সং.] **পতাকাদণ্ড** — যে দণ্ড বা লাঠির ডগায় পতাকা ঝুলানো হয়। **পতাকাধারী, পতাকাবাহী** — যে পতাকা বহন করে। **পতাকী** — ণ. পতাকা-ধারী। বি. (জ্যোতিষে) শুভাশুভ-সূচক একপ্রকার চক্র।

পতি — স্বামী। প্রভু, মালিক। শাসক, পরিচালক। প্রধান ব্যক্তি। [ঃ নর-'পতি'; ঃ রাষ্ট্র-'পতি'; ঃ জগৎ-'পতি'; সেনা-'পতি'।] **পতিকুল** — স্বামীর বংশ। **পতিগৃহ** — স্বামীর ঘর। **পতিঘাতিনী** — স্বামীর হত্যাকারিণী। **পতিদেবতা** — স্বামীরূপ দেবতা। **পতিপ্রাণা** — স্বামীতে একান্তভাবে অনুরক্তা, যে স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী প্রাণের মতো প্রিয়। **পতিব্রতা** — স্বামীর সেবাই যে স্ত্রীর একমাত্র ব্রত, পতিপ্রাণা।

পতিত — ণ. পড়িয়া গিয়াছে এমন। ভ্রষ্ট, চ্যুত। সমাজ হইতে বিচ্যুত। পাপী। [ঃ 'পতিতের' উদ্ধার; ঃ 'পতিত'-পাবন।] উপস্থিত, উদিত। [ঃ নয়ন-পথে 'পতিত'।] প'ড়ো, অনাবাদী। [ঃ 'পতিত' জমি।] **পতিতপাবন** — যিনি পাপীকে উদ্ধার করেন। স্ত্রী. — **পতিতপাবনী**। স্ত্রী. **পতিতা** — ভ্রষ্টা, কুলটা, বেশ্যা।

পত্তন — আরম্ভ। স্থাপন। নির্মাণ আরম্ভ। নগর, শহর।

পত্তনি — নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হয় এমন ভূসম্পত্তি। **পত্তনিদার** — ঐরূপ ভূসম্পত্তির অধিকারী। **দরপত্তনি** — পত্তনিদারের নিকট গৃহীত পত্তনি।

পত্তর — (কথ্যরূপ) পত্র। [ঃ কাগজ-'পত্তর'।]

পত্নী — স্ত্রী, জায়া, ভার্যা। [সং.] **পত্নীঘাতী** — স্ত্রীহত্যাকারী। **পত্নীবৎসল** — স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত।

পত্র — পাতা, পল্লব। [ঃ পদ্ম-'পত্র'।] চিঠি। [ঃ 'পত্র' দেওয়া।] মুদ্রিত বা লিখিত কাগজ। [ঃ দলিল-'পত্র'; ঃ অনুমতি-'পত্র'; ঃ মান-'পত্র'; ঃ সংবাদ-'পত্র'।] পাত, ফলক। [ঃ স্বর্ণ-'পত্রে' লেখা।] **পত্রপাঠ** — চিঠি

পড়িয়াই, সঙ্গে সঙ্গে। [ঃ 'পত্রপাঠ' বিদায়।] **পত্রপুট** — পাতা দিয়া তৈয়ারী পাত্র। **পত্রবাহক** — যে চিঠি লইয়া যায়। **পত্রব্যবহার** — চিঠিতে আলাপ, চিঠি দেওয়া-নেওয়া, পত্রালাপ। **পত্ররচনা, পত্রলেখা** — গালে কপালে চন্দনাদি দিয়া চিত্র রচনা। উলকি। চিঠি লেখন।

-পত্র — ইত্যাদি বুঝাইতে কোনও কোনও শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কাগজ-'পত্র'; ঃ জিনিস-'পত্র'; ঃ আসবাব-'পত্র'।]

পত্রাঙ্ক — বইয়ের পাতা বা পৃষ্ঠা সূচক সংখ্যা।

পত্রাবলী — চিঠিসমূহ, চিঠিপত্রের সংকলন।

পত্রালাপ — চিঠির আদান-প্রদান, পত্র-ব্যবহার।

পত্রিকা — নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে সংবাদ ও রচনাদির এমন সংকলন। [ঃ দৈনিক 'পত্রিকা'; ঃ মাসিক 'পত্রিকা'; ঃ সাপ্তাহিক 'পত্রিকা'; ঃ ত্রৈমাসিক 'পত্রিকা'।] লিখিত কাগজ ইত্যাদি। [ঃ জন্ম-'পত্রিকা'।] ছোট চিঠি, ক্ষুদ্র পত্র, লিপিকা। লিখিত কাগজ।

পত্রোদ্গম — বি. পাতা বাহির হওয়া।

পত্রী — ণ. পত্রযুক্ত। পক্ষযুক্ত। বি. গাছ। পাখী। বাণ।

পথ — যাতায়াত করিবার নির্দিষ্ট স্থান, রাস্তা, সড়ক। ফাঁক অবকাশ বা স্বচ্ছতা যাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টি বায়ু আলো জল ইত্যাদি গমনাগমন করিতে পারে। [ঃ বাতায়ন-'পথ'; ঃ জলনিকাশের 'পথ'।] উপায়, ব্যবস্থা, পন্থা। [ঃ 'পথ' বাতলানো।] সম্মুখবর্তী স্থান। [ঃ নয়ন-'পথ'।] [সং.] **পথ চলা** — রাস্তা দিয়া হাঁটা। **পথ চাওয়া** — পথের দিকে তাকাইয়া থাকা, অধীরভাবে অপেক্ষা করা, আশা লইয়া প্রতীক্ষা করা। **পথ দেখা** — (ব্যঙ্গে) অন্য উপায় বাহির করা, অন্যত্র যাওয়া, সরিয়া পড়া। **পথ দেখানো** — দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। **পথ ধরা**—উপায় অবলম্বন করা। **পথে বসানো** — সর্বস্বান্ত করা। বিপন্ন ও নিরুপায় অবস্থায় ফেলা। **পথের ভিখারী** — নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। **পথ হারানো** — ভুল পথে যাওয়া, রাস্তা ভুল করা। দিশাহারা হওয়া। কুপথে যাওয়া। **পথের কাঁটা** — বিঘ্ন, কোনও কাজের বা লাভের অন্তরায়। **পথকর** —রাস্তা তৈয়ারি ও মেরামতের জন্য সরকারকে দেয় অর্থ। **পথকার** — যে পথ করে। যে নূতন পথ বা উপায় দেখায়, পথিকৃৎ। **পথখরচ** — যাতায়াত-কালীন খরচ, পাথেয়। **পথঘাট** — যাতায়াতের ব্যবস্থা, রাস্তা খেয়া ইত্যাদি। **পথচারী** — যে রাস্তায় চলে, পথিক। [ঃ 'পথচারীদের' ভিড়।] [সং. পথচারিন্।] স্ত্রী. — **পথ-চারিণী**। **পথপ্রদর্শক** — যে রাস্তাঘাট দেখাইয়া লইয়া চলে, guide. নূতন পন্থার নির্দেশক। যে কোনও কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। **পথপ্রান্ত** — পথের শেষ। পথের ধার বা পার্শ্ববর্তী স্থান। **পথবিপথ** — ভাল পথ ও মন্দ পথ। ঠিক পথ ও ভুল পথ। **পথভ্রান্ত** — যে পথ ভুল করিয়াছে, যে ভুল পথে গিয়াছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দিশাহারা। **পথরোধ** — যাইতে না দেওয়ার জন্য পথ আগলানো, পথে বাধা সৃষ্টি। **পথহারা** — যে পথ ভুলিয়াছে। দিশাহারা। বিপথগামী। **পথেঘাটে** — যেখানে-সেখানে, অপরিচিত স্থানে। [ঃ 'পথেঘাটে' প'ড়ে মরা।]

পথিক — পথ দিয়া যে চলে, পান্থ, পথচারী। [সং.]
পথিকৃৎ — পথনির্মাণকারী। যে কোনও কাজ সর্বপ্রথম করিয়া দৃষ্টান্ত দেখায়। [ঃ বাংলা উপন্যাসের 'পথিকৃৎ'।]
পথিমধ্যে — রাস্তার মাঝে, পথে।
পথিপার্শ্বে — রাস্তার ধারে, পথপ্রান্তে।
পথ্য — রোগীর খাদ্য। **পথ্য করা** — রোগ সারিবার পর ভাত ইত্যাদি খাওয়া। **পথ্যাপথ্য** — শরীরের পক্ষে উপকারী খাদ্য ও অনিষ্টকারী খাদ্য, পথ্য ও অপথ্য। [ঃ 'পথ্যাপথ্য' বিচার নাই।]
পদ — পা, চরণ। [ঃ নগ্ন 'পদ'।] পদপাত, পদক্ষেপ, পা ফেলা। [ঃ প্রতি 'পদে'।] হাঁটিবার সময় একবার পা ফেলিলে যতোখানি স্থান অতিক্রম করা যায়। [ঃ কয়েক 'পদ' অগ্রসর হইয়া।] কাজের ভার, চাকরি। [ঃ সম্পাদকের 'পদ' গ্রহণ।] কর্ম বা নিয়োগ অনুসারে অধিকার। [ঃ কেশিয়ারের 'পদ'; ঃ রাজ-'পদ'।] স্থল বা নিয়োগ ক্ষেত্র। [ঃ 'পদ' শূন্য হওয়া।] (ব্যাকরণে) বিভক্তি যুক্ত শব্দ। কবিতার পঙ্‌ক্তি, চরণ। কবিতা। বিভিন্ন বস্তু বা অঙ্গ। [ঃ ভোজে 'পদের' সংখ্যা কম ছিল না।] [সং.] **পদকর্তা** — পদাবলীর রচয়িতা, বৈষ্ণব কবিতার লেখক। **পদকার** — ('পদকর্তা' দেখ।) **পদক্ষেপ** — পা ফেলা, পদপাত। **পদগৌরব** — কর্মভার গ্রহণ বা কাজে নিয়োগের ফলে মর্যাদা, পদমর্যাদা। **পদচারণ** — পায়চারি। **পদচিহ্ন** — পায়ের ছাপ বা দাগ। **পদচ্যুত** — চাকরি ইত্যাদি হইতে বিতাড়িত, বরখাস্ত। **পদচ্যুতি** — চাকরি ইত্যাদি হইতে বিতাড়ন, বরখাস্ত হওয়ন। **পদচ্ছায়া, পদছায়া** — পদতলে আশ্রয়, শরণ, পদাশ্রয়। **পদত্যাগ** — চাকরি বা কর্মভার ত্যাগ, ইস্তফা। **পদদলিত** — পা দিয়া মাড়ানো হইয়াছে এমন। নির্মমভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত। স্ত্রী. — **পদদলিতা।** **পদধূলি** — পায়ের ধুলো। **পদপল্লব**— পাতার মতো সুকোমল চরণ। **পদপাত** — পা ফেলা, পদক্ষেপ, চরণপাত। **পদপ্রান্ত** — পায়ের পাশ, পায়ের তলা, পায়ের কাছ। [ঃ 'পদপ্রান্তে' আশ্রয়।] **পদপ্রার্থী** — চাকরি কর্মভার ইত্যাদি যে চায়, উমেদার। স্ত্রী. — **পদপ্রার্থিনী।** **পদব্রজে** — পায়ে হাঁটিয়া। **পদমর্যাদা** — চাকরি বা কর্মভার গ্রহণের জন্য সম্মান, পদগৌরব। **পদরজঃ, পদরেণু** —পায়ের ধুলো, পদধূলি। **পদলেহন**— পা চাটা, হীন তোষামোদ, হীন চাটু। **পদলেহী** — যে পদলেহন করে, হীন চাটুকার, হীন ও নির্লজ্জ খোশামুদে। **পদসেবা** — পা টেপা, পা ডলন। **পদস্খলন** — পা পিছলাইয়া পতন। সৎপথ বা কর্তব্য হইতে চ্যুতি। ণ. — **পদস্খলিত।** **পদস্থ** — উচ্চ পদে নিযুক্ত। **পদে পদে** — প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কাজে।
পদক — হারের দোলক। প্রশংসাসূচক ধাতুনির্মিত অলঙ্কার, medal. **পদকপ্রাপ্ত** — যে পদক বা মেডেল পাইয়াছে। বি. — **পদকপ্রাপ্তি।** **সুবর্ণপদক, স্বর্ণপদক** — সোনার মেডেল। **সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত**—পরীক্ষায় বা প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকারকারী।
পদবি, পদবী — উপাধি। বংশীয় নাম।
পদাংশ — শব্দের বা পদের অংশ, syllable. কবিতার অংশ। কবিতার চরণের অংশ।
পদাঘাত — পা দিয়া আঘাত, লাথি।
— পায়ের দাগ, পায়ের চিহ্ন।

পদাঙ্ক অনুসরণ — অপরের দৃষ্টান্ত বা কার্যপন্থার অনুকরণ।

পদাতি, পদাতিক — পায়ে হাঁটিয়া চলে এমন সৈন্য, পাইক।

পদানত — পায়ে পড়িয়াছে এমন, পদতলে পতিত। অপরের বশীভূত, হীনভাবে অনুগত, স্বাতন্ত্র্যহীন। [ঃ বৃটিশের 'পদানত'।]

পদানুবর্তী — অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণকারী।

পদাবনত — উচ্চতন পদ হইতে নিম্নতন পদে নিযুক্ত। পদানত। বি. **পদাবনতি** — উচ্চ পদ হইতে নিম্নতর পদে নিয়োগ। (তুঃ পদোন্নতি।)

পদাবলী — পদসমূহ। বৈষ্ণব গীতি-কবিতাসমূহ।

পদাম্বুজ, পদারবিন্দ — পা রূপ পদ্ম, পাদপদ্ম, চরণপদ্ম।

পদার্থ — দ্রব্য, বস্তু, জিনিস। সার বস্তু। [ঃ শরীরে 'পদার্থ' নেই।] **পদার্থবিৎ, পদার্থবিদ্** — ('পদার্থবিজ্ঞানী' দেখ।) **পদার্থবিজ্ঞান** — পদার্থবিদ্যা, বস্তুর সাধারণ ধর্ম বা গুণ সম্পর্কে জ্ঞান, বল শব্দ তাপ আলোক তাড়িৎ ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান, physics. **পদার্থবিজ্ঞানী** — পদার্থবিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি। **পদার্থবিদ্যা** — ('পদার্থবিজ্ঞান' দেখ।)

পদার্পণ — বি. পা দেওয়া, আগমন। সবেমাত্র উপস্থিত হওয়া।

পদাশ্রয় — চরণরূপ আশ্রয়, পদছায়া। ণ. **পদাশ্রয়ী** — পায়ে আশ্রয় লইয়াছে এমন। **পদাশ্রিত** — চরণতলে আশ্রয় পাইয়াছে এমন, দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পদাশ্রিতা**।

পদাহত — যাহাকে লাথি মারা হইয়াছে, যাহাকে পা দিয়া আঘাত করা হইয়াছে।

পদিনা — একরকম শাক যাহা চাটনিতে ব্যবহৃত হয়।

পদোন্নত — উচ্চতর পদে নিযুক্ত। বি. **পদোন্নতি** — চাকরি ইত্যাদিতে উন্নতি, উচ্চতর পদে নিয়োগ।

পদ্ধতি — রীতি, প্রণালী। চিরাচরিত নিয়ম, আচার।

পদ্ম — একরকম জলজ সুবিখ্যাত ফুল, কমল, পঙ্কজ। **পদ্মনাভ** — বিষ্ণু। **পদ্মপলাশ** — পদ্মের পাপড়ি। **পদ্মপলাশলোচন** — পদ্মের পাপড়ির মতো দেখিতে যাহার চোখ। শ্রীকৃষ্ণ। রামচন্দ্র। **পদ্মযোনি** — ব্রহ্মা। **পদ্মলোচন** — পদ্মের বা পদ্মের পাপড়ির মতো যাহার চোখ। শ্রীকৃষ্ণ। রামচন্দ্র। **পদ্মহস্ত** — পদ্মের মতো সুন্দর ও সুকোমল হাত, করকমল। ঐরূপ হাত যাহার। স্ত্রী. **পদ্মা** — লক্ষ্মী, কমলা। বাংলাদেশের সুবিখ্যাত নদী। মনসা। [ঃ 'পদ্মা'-পুরাণ।]

পদ্মাক্ষ — পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ যাহার এমন। স্ত্রী. — **পদ্মাক্ষী**।

পদ্মাবতী — মনসা। মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের স্ত্রী। পদ্মা নদী।

পদ্মালয়া — লক্ষ্মী।

পদ্মাসন — দুই পা মুড়িয়া বসিবার একরকম ভঙ্গি। ব্রহ্মা। পদ্মের আসন। স্ত্রী. **পদ্মাসনা** — লক্ষ্মী।

পদ্মাসীন — পদ্মে বসিয়া আছে এমন।

পদ্মিনী — বহু পদ্ম আছে এমন পুষ্করিণী। পদ্মের ঝাড়। সুলক্ষণা নারী। **পদ্মিনীনাথ, পদ্মিনীবল্লভ** — পদ্মের যিনি প্রিয়, সূর্য।

পদ্য — পদে বা চরণে সজ্জিত ছন্দোবদ্ধ রচনা। (তু ঃ 'গদ্য'।) **পদ্যাংশ** — কবিতার অংশ।

পনর — ১৫ সংখ্যা, পঞ্চদশ। **পনরই** — মাসের পনেরো তারিখ বা তারিখে।

পনরো, পনরোই — ('পনর' ও 'পনরই' দেখ।)

পনস — কাঁটাল। কাঁটাল গাছ। [সং.]

-পনা — আচরণ বা ভাব বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গিন্নী-'পনা'; ঃ ন্যাকা-'পনা'।]

পনির, পনীর — লবণযুক্ত একরকম জমাট ছানা, cheese.

পনেরো — ('পনর' দেখ।)

পনেরোই — ('পনরই' দেখ।)

পন্থ — (প্রাচীন কবিতায়) পন্থা, পথ।

পন্থা — পথ, উপায়। রীতি।

পন্থী — পথিক। পথ অনুসরণকারী। [ঃ চলতি হাওয়ার 'পন্থী'।] মতে বা ধর্মমতে বিশ্বাসী। [ঃ প্রাচীন-'পন্থী'; ঃ কবীর-'পন্থী'।]

পপাত — (ব্যঙ্গে) পতিত। [সং.]

পবন — বাতাস, বায়ু। বাতাসের দেবতা। **পবননন্দন** — রামায়ণে বর্ণিত হনুমান। **পবনহিল্লোল** — বাতাসের ঢেউ, বাতাসের দোলা।

পবিত্র — ণ. নিষ্পাপ, পূত, পুণ্যময়। [ঃ 'পবিত্র' চরিত্র; ঃ 'পবিত্র' জল।] বি. — **পবিত্রতা**। স্ত্রী. — **পবিত্রা**। **পবিত্রাত্মা** — পূতচরিত্র, পূতাত্মা।

পমেটম — কেশসজ্জায় ব্যবহার্য একরকম জিনিস। [ই. pometum.]

পম্পা — বিন্ধ্যাচলের নিকটে অবস্থিত প্রাচীন কালের বিখ্যাত সরোবর। ঋষ্যমূক পর্বত হইতে প্রবাহিত একটি প্রাচীন নদী।

পয় — সুলক্ষণ। সৌভাগ্য। লাভজনক ব্যাপার। [ঃ 'পয়' পড়া।] **পয়মন্ত** — পয়া, ভাগ্যবান্। কার্যাদি সিদ্ধির পক্ষে শুভকর।

পয়ঃ — দুগ্ধ। জল। [ঃ 'পয়ঃ'-প্রণালী।] [সং. পয়স্।] **পয়ঃপ্রণালী** — জল-নিকাশের পথ, নর্দমা।

পয়গম্বর—ঈশ্বরের বাণীবাহক, ভগবানের দূত। [ফা.]

পয়জার — চটিজুতা। [ফা.]

পয়দা — জন্মিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এমন, জাত, উৎপন্ন। [ঃ 'পয়দা' করা; ঃ 'পয়দা' হওয়া।] [ফা.]

পয়নালা, পয়নালী — নর্দমা, জলনিকাশের পথ।

পয়মাল — নষ্ট, তছনছ। [ফা. পায়্মাল্।]

পয়লা — প্রথম। [ঃ 'পয়লা' নম্বর।] মাসের প্রথম দিন। [হি. পহেলা।] **পয়লা নম্বর** — ('নম্বর' দেখ।)

পয়সা — তামার একরকম মুদ্রা, এক আনার চার ভাগের এক ভাগ। ধন, অর্থ। [ঃ খুব 'পয়সা' করেছে।] **পয়সা উড়ানো** — যথেচ্ছভাবে টাকা ব্যয় করা। **পয়সা করা** — টাকা উপার্জন ও সঞ্চয় করা। **পয়সা কামানো** — বহু টাকা রোজগার করা। **পয়সার মুখ দেখা** — অর্থাগম শুরু হওয়া। **কাঁচা পয়সা** — বিনা শ্রমে বা স্বল্প শ্রমে প্রাপ্ত অর্থ। নগদ টাকা। **দুপয়সা** — কিছু টাকাকড়ি। **নয়া পয়সা** — নব-প্রবর্তিত মুদ্রা-ব্যবস্থায় চালু পয়সা, টাকার এক-শতাংশ। **বেশ দুপয়সা** — অনেক টাকা, প্রচুর টাকা।

পয়স্বিনী — ণ. স্ত্রী. দুগ্ধবতী, দুধালো। [ঃ 'পয়স্বিনী' গাভী।]

পয়া — ('পয়মন্ত' দেখ।)

পয়ার — চৌদ্দ অক্ষরে রচিত দুই চরণ-বিশিষ্ট বাংলা পদ্য ও উহার ছন্দ। [সং. পদকার।]

পয়োদ — মেঘ।

পয়োধর — স্তন। মেঘ।

পয়োধি, পয়োনিধি — সমুদ্র, সাগর।

পয়োরাশি — জলরাশি। সমুদ্র।

পর — ণ. অন্য, অপর। অনাত্মীয়। [ঃ তুমি কি 'পর'!] পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ। [ঃ 'পর'-ব্রহ্ম।] স্ত্রী. — **পরা**। [ঃ 'পরা'-বিদ্যা।] বি. অন্য লোক। [ঃ 'পর'-হস্ত।] ভবিষ্যৎ কাল। [ঃ 'পরে'।] পশ্চাৎ, অন্তর, বাদ। [ঃ একের 'পর'; ঃ তার 'পর'।]

-পর — আসক্ত, পরায়ণ। ব্যস্ত, ব্যাপৃত। [ঃ তৎ-'পর'; ঃ স্বার্থ-'পর'।] স্ত্রী. — **-পরা**। বি. — **-পরতা**। [ঃ স্বার্থ-পরতা।]

'পর — (কবিতায় ও সংক্ষেপে) উপর।

পরক — অন্যদেশীয়, alien.

পরকলা — কাচ। লেন্স। আরশি।

পরকাল — মৃত্যুর পরের অবস্থা, পরলোক। ভবিষ্যৎ। [ঃ ছেলেটার 'পরকাল' ঝরঝরে।]

পরকাশ — (কবিতায়) প্রকাশ।

পরকাশা — (কবিতায়) প্রকাশ করা।

পরকীয় — অপরের, অন্যের। স্ত্রী. **পরকীয়া** — অপরের স্ত্রী, পরপত্নী। ঐরূপ নারী সংক্রান্ত। [ঃ 'পরকীয়া' প্রেম।] **পরকীয়া তত্ত্ব** — ঐরূপ নায়িকার সহিত প্রেমসাধনা সংক্রান্ত মত বা বিদ্যা।

পরখ — পরীক্ষা, যাচাই। [ঃ 'পরখ' করা।] [সং. পরীক্ষা।]

পরগনা — একত্র কতকগুলি গ্রাম, জেলার অংশ। [ফা.]

পরগাছা — অন্য গাছের উপর জন্মে এমন গাছ। (ব্যঙ্গে) হীন পরাশ্রিত ব্যক্তি।

পরচর্চা — অন্যের সম্বন্ধে আলোচনা। **পরচর্চাকারী** — যে পরচর্চা করে। স্ত্রী. — **পরচর্চাকারিণী**।

পরচা — জমির মাপ খাজনা ইত্যাদির বিবরণপত্র। [সং. পরিচয়।]

পরচালা — চালের সঙ্গে সংলগ্ন ছোট চাল।

পরচুল, পরচুলা — অপরের চুল বা শণাদি দিয়া প্রস্তুত কৃত্রিম চুল দাড়ি ইত্যাদি।

পরচ্ছিদ্র — অপরের দোষ-ত্রুটি। **পরচ্ছিদ্রান্বেষণ** — অপরের দোষ-ত্রুটির সন্ধান। **পরচ্ছিদ্রান্বেষী** — যে অপরের দোষ-ত্রুটির সন্ধান করে। স্ত্রী. — **পরচ্ছিদ্রান্বেষিণী**।

পরজ — (সংগীতে) রাগ বিশেষ।

পরজীবী — যে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচে। যে জীব অন্য জীবের দেহে বাস করে, জীবাণু parasite.

পরটা — ('পরোটা' দেখ।)

পরত — (কবিতায়) স্তর, ভাঁজ। [ঃ 'পরতে পরতে'।] [আ. ফর্‌দ্‌।]

পরতঃ — অপর হইতে, স্বতঃ নহে। [সং. পরতস্‌।]

পরতন্ত্র — পরের বশ, পরাধীন। (তুঃ স্বতন্ত্র'।) বি. — **পরতন্ত্রতা, পারতন্ত্র্য**।

পরত্র — মৃত্যুর পরবর্তী স্থান, পরলোক।

পরদা — যবনিকা, কাপড়ের আবরণ। (সংগীতে) স্তর। **চোখের পরদা** — লজ্জা। **পরদানশীন** — পরদার আড়ালে থাকে এমন নারী, অন্তঃপুরবাসিনী।

পরদার — অন্যের স্ত্রী। **পরদারগামী, পরদারিক** — অন্যের স্ত্রীর সহিত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত।

পরদেশ — অন্যের দেশ, বিদেশ। **পরদেশী** — বিদেশী। স্ত্রী. — **পরদেশিনী**।

পরধন — অপরের টাকাকড়ি, অন্যের ঐশ্বর্য।

পরধর্ম — নিজের জাতি সমাজ বা প্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম। (তুঃ 'স্বধর্ম'।) [ঃ 'পরধর্ম' ভয়াবহ।] **পরধর্মদ্বেষ** —

অন্যের ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ। **পরধর্মদ্বেষী** — যে অন্যের ধর্মের প্রতি ঘৃণা বা বিরূপ ভাব পোষণ করে। স্ত্রী. — **পরধর্মদ্বেষিণী।**

পরন — পরিধান করণ। পরিধান। [ঃ 'পরনে' কাপড় নাই।]

পরনারী — পরস্ত্রী, অন্যের পত্নী।

পরনিন্দা — অন্যের কুৎসা।

পরন্তপ — শত্রুকে যিনি ক্লেশ দেন, শত্রুজয়ী, অরিন্দম। [সং.]

পরন্তু — কিন্তু। পক্ষান্তরে। বরং।

পরপতি — অপরের স্বামী। উপপতি।

পরপর — ক্রমান্বয়ে, একের পর অন্যে।

পরপীড়ক — যে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে। **পরপীড়ন** — অপরের প্রতি অত্যাচার। **পরপুরুষ** — স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ। স্ত্রীলোকের অনাত্মীয় ব্যক্তি।

পরপুষ্ট — ণ. অন্যের দ্বারা লালিত। বি. কোকিল। (কাক উহাকে লালন করে এই অর্থে)।

পরপূর্বা — ণ. স্ত্রী. পূর্বে অপরের স্ত্রী বা বাগ্‌দত্তা ছিল এমন।

পরব — চিরাচরিত উৎসব। [সং. পর্বন্।]

পরবর্তী — পরে আছে বা আসিতেছে এমন। ভাবী, ভবিষ্যৎ। স্ত্রী. — **পরবর্তিনী।**

পরবশ — অন্যের বশীভূত, পরাধীন। [ঃ শত্রুর 'পরবশ' হওয়া।]

পরবাদ — নিন্দা। প্রত্যুত্তর।

পরবাস — প্রবাস। অন্যের গৃহ। **পরবাসী** —প্রবাসী। অন্যের গৃহে থাকে এমন।

পরব্রহ্ম — পরম ব্রহ্ম, সর্বাতীত ব্রহ্ম।

পরভাগ্যোপজীবী — যে অন্যের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জন করে। স্ত্রী. — **পরভাগ্যোপজীবিনী।**

পরভৃৎ — অপরকে যে পালন করে। কাক (কাক কোকিলের ডিমে তা দেয় ও কোকিলের বাচ্চাকে লালন করে এই অর্থে)। [সং.]

পরভৃত — ণ. অপরের দ্বারা পালিত। বি. কোকিল। স্ত্রী. — **পরভৃতা।** **পরভৃতিকা** — দাসী, ঝি।

পরম — শ্রেষ্ঠ, মহান্। [ঃ 'পরম' বাণী।] অত্যন্ত, খুব। [ঃ 'পরম' আনন্দ।] সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাতীত। [ঃ 'পরম' ব্রহ্ম।] স্ত্রী. — **পরমা।** [ঃ 'পরমা' সুন্দরী।] **পরমগতি** — মোক্ষ, মুক্তি। **পরমপিতা** — ভগবান্। **পরমপুরুষ** — ভগবান্, আদি স্রষ্টা। **পরমহংস** — মহাযোগী, বিকারবিহীন যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী।

পরমত — অন্যের মতামত। **পরমতসহিষ্ণু** — যে অন্যের মতামত সহ্য করে। বি. — **পরমতসহিষ্ণুতা।**

পরমর্ষি — শ্রেষ্ঠ ঋষি।

পরমাণবিক — পরমাণু হইতে জাত। পরমাণু সংক্রান্ত।

পরমাণু — পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ, atom. **পরমাণুতত্ত্ব** — পরমাণু সংক্রান্ত বিদ্যা বা বিজ্ঞান। **পরমাণুবাদ** — পরমাণু হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে এই মতবাদ। ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ।

পরমাত্মা — ঈশ্বর, ভগবান, পরম ব্রহ্ম। [সং. পরমাত্মন্।]

পরমাত্মীয় — অত্যন্ত নিকট আত্মীয়। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। স্ত্রী. — **পরমাত্মীয়া।** বি. — **পরমাত্মীয়তা।**

পরমাদ — (কবিতায়) প্রমাদ।

পরমাদর — অত্যন্ত প্রীতি ও আপ্যায়ন।

পরমানন্দ — গভীর আনন্দ, অতিশয় আনন্দ। [ঃ 'পরমানন্দে' থাকা।]

সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দময় সত্তা, ব্রহ্ম।

পরমান্ন — দুধ চিনি ইত্যাদি যোগে সিদ্ধ করা ভাত, পায়সান্ন। [সং.]

পরমায়ু — আয়ু, জীবনের স্থায়িত্বকাল।

পরমার্থ — শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। পরম সত্য।

পরমুখাপেক্ষী — যে অপরের সাহায্যের আশায় থাকে। [সং. পরমুখাপেক্ষিন্।] বি. — **পরমুখাপেক্ষিতা**। স্ত্রী. — **পরমুখাপেক্ষিণী**।

পরমেশ, পরমেশ্বর—জগদীশ্বর, ভগবান্। শিব, মহাদেব। স্ত্রী. **পরমেশ্বরী** — জগদীশ্বরী, ভগবতী, দুর্গা।

পরম্পরা — পর পর বা একের পর এক, ধারা, অনুক্রম। [ঃ বংশ-'পরম্পরা'।] **পরম্পরায়** — পর পর, ধারানুসারে। [ঃ লোক-'পরম্পরায়' শোনা গেল।] **পরম্পরাগত** — পরম্পরায় আসিয়াছে এমন।

পরলোক — মৃত্যুর পরবর্তী স্থান বা অবস্থা। (তু ঃ 'ইহলোক'।) **পরলোক-গমন** — মৃত্যু, মরণ। **পরলোক গমন করা** — মারা যাওয়া। **পরলোকগত** — পরলোকে গিয়াছে এমন, মৃত। স্ত্রী. — **পরলোকগতা**।

পরশ — (কবিতায়) স্পর্শ। **পরশন** — (কবিতায়) স্পর্শ, স্পর্শন। **পরশপাথর, পরশমণি** — কল্পিত পাথর যাহার স্পর্শে অন্য ধাতু সোনায় পরিণত হয়। **পরশা** — ক্রি. (কবিতায়) স্পর্শ করা।

পরশু — ('পরশ্ব' দেখ।)

পরশু — কুঠার, কুড়ুল, টাঙ্গি। [সং.] **পরশুরাম** — পুরাণে বর্ণিত কুঠারধারী বিখ্যাত ব্রাহ্মণ যোদ্ধা যিনি ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছিলেন এবং পিতা জমদগ্নির আদেশে মাতৃহত্যা করিয়া-ছিলেন।

পরশ্রী — অপরের ধনসম্পদ্ ও সৌভাগ্য।

পরশ্রীকাতর — অপরের ধনসম্পদ্ ও সৌভাগ্য দেখিয়া যে দুঃখ বোধ করে। বি. — **পরশ্রীকাতরতা**।

পরশ্ব — আগামী কল্যের পরের বা গত-কল্যের আগের দিন, পরশু। [সং. পরশ্বম্।]

পরসাদ — (কবিতায়) প্রসাদ।

পরস্ত্রী — অন্যের স্ত্রী, অপরের পত্নী।

পরস্পর — একের প্রতি বা সম্পর্কে অন্য। [ঃ 'পরস্পর'কে প্রশংসা করা; ঃ 'পরস্পরের' ভালোবাসা।] উভয়ের মধ্যে বা প্রতি ঘটে এমন। [ঃ 'পরস্পর' বিরোধ; ঃ 'পরস্পর' সংঘাত।]

পরস্ব — পরের সম্পদ্, পরধন। **পরস্বাপহরণ** — অপরের ধন চুরি করণ। **পরস্বাপহারী** — যে অপরের ধন চুরি করে। স্ত্রী. — **পরস্বাপহারিণী**।

পরহস্তগত — অন্যের হাতে বা অধিকারে আছে এমন। স্ত্রী. — **পরহস্তগতা**।

পরহিত — অন্যের মঙ্গল, অন্যের উপকার। **পরহিতকর** — যাহাতে অপরের মঙ্গল হয় এমন। **পরহিতব্রত** — অন্যের মঙ্গলসাধন রূপ ব্রত। ণ. অপরের হিতসাধন যাঁহার জীবনের লক্ষ্য। **পরহিতব্রতী** — অপরের উপকার করা যাঁহার ব্রত। স্ত্রী. — **পরহিতব্রতিনী**।

পরহিতৈষণা — অপরের মঙ্গল কামনা। **পরহিতৈষী** — যে অপরের মঙ্গল কামনা করে। স্ত্রী. — **পরহিতৈষিণী**। বি. — **পরহিতৈষিতা**।

পরা — ণ. স্ত্রী. পরমা, শ্রেষ্ঠা। [ঃ 'পরা' প্রকৃতি; ঃ 'পরা' বিদ্যা।]

পরা — ক্রি. পরিধান করা, দেহে ধারণ করা। [ঃ কাপড় 'পরা'; ঃ গহনা 'পরা'; ঃ উলকি 'পরা'।] ণ. পরা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পরা' কাপড়।] বি. পরন, পরিধান করণ। [ঃ শাড়ি

'পরাটি' সুন্দর হয়েছে।]

পরা- — উপসর্গ বিশেষ, আতিশয্য বৈপরীত্য প্রতিকূলতা প্রাধান্য ইত্যাদি প্রকাশ করিতে শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পরাক্রম'; ঃ 'পরাধীন'; ঃ 'পরাজয়'।]

-পরা — ('-পর' দেখ।)

পরাকাষ্ঠা — চরম উৎকর্ষ, উৎকর্ষের শেষ সীমা।

পরাক্রম — বিপুল শক্তি, বীরত্ব, বিক্রম। ণ. **পরাক্রমশালী, পরাক্রান্ত** — যাহার পরাক্রম আছে, বীর, ক্ষমতাশালী।

পরাগ — ফুলের রেণু, ফুলের ভিতরকার ধুলার মতো জিনিস। **পরাগকেশর** — ফুলের ভিতরকার চুলের মতো জিনিস যাহাতে পরাগ থাকে। **পরাগকোষ** — ফুলের ভিতরের পরাগ থাকিবার ক্ষুদ্র আধার।

পরাগত — প্রত্যাগত, ফিরিয়া আসিয়াছে এমন।

পরাঙ্মুখ — মুখ ফিরাইয়া আছে এমন, বিমুখ। বিরত।

পরাজয় — হার, পরাভব, জয়ের বিপরীত অবস্থা। ণ. **পরাজিত** — হারিয়াছে এমন, পরাভূত। স্ত্রী. — **পরাজিতা**।

পরাণ — ('পরান' দেখ।)

পরাত — বড় থালা। [পো. prato.]

পরাৎপর — ণ. পরম হইতেও পরম, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বি. পরমেশ্বর। স্ত্রী. **পরাৎপরা** — ণ. পরমা হইতেও পরমা, শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা। বি. পরমেশ্বরী, ভগবতী।

পরাধীন — অন্যের অধীন, স্বাধীন নহে এমন, পরবশ। স্ত্রী. — **পরাধীনা**। বি. — **পরাধীনতা**।

পরান — (পদ্যে) প্রাণ।

পরানো — ক্রি. পরিধান করানো। [ঃ 'পোশাক' পরানো।] অন্যের অঙ্গে স্থাপন করা। [ঃ মালা 'পরানো'; ঃ গহনা 'পরানো'।] সংলগ্ন করা। [ঃ ছুঁচে সুতা 'পরানো'।]

পরান্ন — অপরের দেওয়া খাদ্য। **পরান্নজীবী, পরান্নভোজী** — যে অন্যের দেওয়া খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করে।

পরাবৃত্ত—(জ্যামিতিতে) শঙ্কু ও সমতলের পরস্পর ছেদন হইতে জাত বক্ররেখাগুলির একটি, hyperbola.

পরাভব — হার, পরাজয়। [সং.] ণ. **পরাভূত** — যে হারিয়াছে, পরাজিত। স্ত্রী. — **পরাভূতা**।

পরামর্শ — কর্তব্য সম্পর্কে যুক্তি বা আলোচনা, মন্ত্রণা। **পরামর্শদাতা** — যে যুক্তি বা মন্ত্রণা দেয়। **পরামর্শসভা** — কর্তব্য নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভা, মন্ত্রণাসভা।

পরামর্ষ — সহন। ক্ষমা।

পরামানিক — নাপিত। [সং. প্রামাণিক।]

-পরায়ণ — নিষ্ঠ আসক্ত বা অভ্যস্ত অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ কর্তব্য-'পরায়ণ'; ধর্ম-'পরায়ণ'।] বি. — **-পরায়ণতা**। স্ত্রী. — **-পরায়ণা**।

পরায়ত্ত — অপরের আয়ত্তে বা বশে আছে এমন। [ঃ 'পরায়ত্ত' ধন।]

পরার্থ — অপরের হিত, পরোপকার। **পরার্থপর** — যে অপরের হিত করিতে ভালোবাসে, পরোপকারী। বি. — **পরার্থপরতা**।

পরার্ধ — অপর অর্ধ। একের পিঠে সতেরোটি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয়।

পরাশর—বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা। **পরাশরসংহিতা** — পরাশর-রচিত সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।

পরাশ্রয়ী — অপরকে অবলম্বন করিয়া থাকে এমন। বি. — **পরাশ্রয়িতা**।

পরাশ্রিত — অপরের আশ্রয়ে আছে এমন। স্ত্রী. — **পরাশ্রিতা।**

পরাস্ত — পরাভূত, পরাজিত। [সং.]

পরাহ — পরের দিন।

পরাহত — ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত। পরাজিত। **সুদূর পরাহত** — যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প, যাহা দূর ভবিষ্যতেও ঘটিবার আশা নাই এমন।

পরাহ্ণ — অপরাহ্ণ, বিকাল।

পরি- — সম্যক্ ভাব, আধিক্য, নিন্দা, ব্যাপ্তি, বিরোধ ইত্যাদি সূচক উপসর্গ। [ঃ 'পরিপূর্ণ'; ঃ 'পরিগ্রহ'; ঃ 'পরিত্যাগ'।

পরিকর — সহচর। কটিবন্ধ। **বদ্ধপরিকর** — দলবদ্ধ। কোমর বাঁধিয়াছে এমন।

পরিকল্পনা — কর্ম বা কর্মপ্রণালীর উদ্ভাবন। [ঃ 'পরিকল্পনা' করা।] উদ্ভাবিত কর্ম বা কর্মপ্রণালী, plan. [ঃ পঞ্চবার্ষিক 'পরিকল্পনা'।] ণ. — **পরিকল্পিত।**

পরিকীর্ণ — ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত, ব্যাপ্ত। [ঃ কণ্টক-'পরিকীর্ণ'।]

পরিক্রম, পরিক্রমণ — ভ্রমণ, পর্যটন, প্রদক্ষিণ। [ঃ কক্ষ 'পরিক্রমণ'।] **পরিক্রমা** — তীর্থাদি প্রদক্ষিণ বা পরিভ্রমণ। ণ. **পরিক্রান্ত** — পরিক্রম করা হইয়াছে এমন। [ঃ দীর্ঘপথ 'পরিক্রান্ত' হইয়াছে।]

পরিক্লিষ্ট — অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছে এমন।

পরিক্ষিৎ — ('পরীক্ষিৎ' দেখ।)

পরিখা — গড়খাই, দুর্গাদির চারিদিকের গভীর খাত।

পরিগণিত — বিবেচিত, স্বীকৃত। [ঃ পণ্ডিত রূপে 'পরিগণিত'।] স্ত্রী. — **পরিগণিতা।**

পরিগ্রহ — গ্রহণ। [ঃ দার-'পরিগ্রহ'।] ণ. — **পরিগৃহীত।**

পরিঘ — মুগুর জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র।

পরিচয় — নামধাম পেশা গুণ ইত্যাদির বিবরণ। জানাশুনা। [ঃ 'পরিচয়' হ'ল।] স্বরূপ প্রকাশ, নিদর্শন। [ঃ পাণ্ডিত্যের 'পরিচয়'।]

পরিচর — ভৃত্য, অনুচর।

পরিচর্যা — সেবা, শুশ্রূষা।

পরিচায়ক — যাহা হইতে পরিচয় পাওয়া যায়। [ঃ জ্ঞানের 'পরিচায়ক'।]

পরিচারক — ভৃত্য, সেবক, শুশ্রূষাকারী। স্ত্রী. — **পরিচারিকা।**

পরিচালক — যিনি পরিচালনা করেন, অধ্যক্ষ, নির্দেশক। স্ত্রী. — **পরিচালিকা। পরিচালন, পরিচালনা** — কাজের দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান, অধ্যক্ষতা। [ঃ বিদ্যালয় 'পরিচালনা'।] ণ. **পরিচালিত** — পরিচালনা বা দেখাশোনা করা হইয়াছে এমন।

পরিচিত — যাহার সহিত পরিচয় আছে। [ঃ 'পরিচিত' লোক।] যাহার সম্পর্কে জানা আছে, জ্ঞাত। [ঃ 'পরিচিত' বিষয়।] স্ত্রী. — **পরিচিতা।** বি. **পরিচিতি** — কোনও বিষয় বা ব্যক্তির পরিচয়। [ঃ বিজ্ঞান-'পরিচিতি'; ঃ লেখক-'পরিচিতি'।]

পরিচিন্তন — বিশেষভাবে চিন্তাকরণ।

পরিচেয় — পরিচয়ের যোগ্য।

পরিচ্ছদ — পোশাক, জামাকাপড়।

পরিচ্ছন্ন — পরিষ্কৃত, সাফ, আবর্জনাহীন। গোছানো, ছিমছাম। বি. — **পরিচ্ছন্নতা।**

পরিচ্ছিন্ন — বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন। সীমাবদ্ধ।

পরিচ্ছেদ — পুস্তকের বিষয়বিভাগ বা অংশ। সীমা। [ঃ প্রাণান্ত-'পরিচ্ছেদ'।]

পরিজন — আত্মীয়স্বজন। **পরিজনবর্গ** — আত্মীয়স্বজনগণ।

পরিজ্ঞাত — সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত।

পরিণত — অবস্থান্তর-প্রাপ্ত। [ঃ বাষ্পে 'পরিণত'।] পূর্ণতাপ্রাপ্ত। [ঃ 'পরিণত' বুদ্ধি।] বি. **পরিণতি** — পরিণাম, শেষ অবস্থা, শেষ ফল। [ঃ পাপের 'পরিণতি'।] পূর্ণতা-প্রাপ্তি। [ঃ বয়সের 'পরিণতির' সঙ্গে সঙ্গে।]

পরিণয় — বিবাহ। **পরিণয়সূত্র** — বিবাহ-রূপ সম্পর্ক। **পরিণয়সূত্রে বন্ধ বা আবন্ধ** — বিবাহিত।

পরিণাম — শেষ ফল, শেষ অবস্থা। [ঃ মদ্যপানের 'পরিণাম'।] **পরিণাম-দর্শী** — পরে বা শেষে কি অবস্থা হইবে যে বুঝিতে পারে। বি. — **পরিণামদর্শিতা।** স্ত্রী. — **পরিণাম-দর্শিনী।**

পরিণীত — বিবাহিত। স্ত্রী.—**পরিণীতা।**

পরিতপ্ত — ব্যথিত, সন্তপ্ত। বি. **পরিতাপ** — গভীর বেদনা, খেদ। [ঃ 'পরিতাপের' বিষয়।]

পরিতুষ্ট — খুব খুশী, অতিশয় তুষ্ট। স্ত্রী. — **পরিতুষ্টা।** বি. — **পরিতুষ্টি।**

পরিতৃপ্ত — অতিশয় তৃপ্ত। বি. — **পরিতৃপ্তি।**

পরিতোষ — খুব খুশি, সন্তোষ, আনন্দ। [ঃ 'পরিতোষ'-বিধান।]

পরিত্যক্ত — যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। যাহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া হইয়াছে। [ঃ 'পরিত্যক্ত' গ্রাম।] স্ত্রী. — **পরিত্যক্তা।**

পরিত্যাগ — বর্জন, ত্যাগ। ছাড়িয়া অন্যত্র গমন। [ঃ নগর 'পরিত্যাগ'।] ণ. **পরিত্যাজ্য** — ত্যাগ করার যোগ্য, ছাড়িয়া ফেলার বা ছাড়িয়া যাওয়ার যোগ্য। স্ত্রী. — **পরিত্যাজ্যা।**

পরিত্রাণ — উদ্ধার, নিষ্কৃতি, রক্ষা।

পরিত্রাতা — ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা। [সং. পরিত্রাতৃ।] **পরিত্রাহি** — ত্রাণ কর, রক্ষা কর। **পরিত্রাহি ডাক ছাড়া** —রক্ষা কর বা ত্রাণ কর বলিয়া চীৎকার করা।

পরিদর্শক — যিনি পরিদর্শন করেন। **পরিদর্শন** — সম্যক্‌রূপে দর্শন, পর্য-বেক্ষণ। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দর্শন। [ঃ বিদ্যালয় 'পরিদর্শন'।] তত্ত্বাবধান। [ঃ কার্য 'পরিদর্শন'।]

পরিদৃশ্যমান — যাহা সম্পূর্ণরূপে বা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। স্ত্রী. — **পরিদৃশ্যমানা।**

পরিধান — অঙ্গে ধারণ। [ঃ 'পরিধান' করা।] অঙ্গে ধারণের উপযোগী বস্তু, বস্ত্র। বস্ত্র ধারণের উপযোগী অঙ্গ। [ঃ 'পরিধানে' বস্ত্র নাই।]

পরিধি — বৃত্তের বেষ্টনী, বৃত্তাকার স্থানের সীমারেখা।

পরিধেয় — ণ. পরনের যোগ্য। বি. পরিবার কাপড় ইত্যাদি।

পরিনির্বাণ — জন্মের হাত হইতে অব্যাহতি, মুক্তি। **মহাপরিনির্বাণ** — (বৌদ্ধদের নিকট) বুদ্ধদেবের মৃত্যু।

পরিপক্ব — সম্পূর্ণরূপে পক্ব, বেশ পাকা। পরিণত। [ঃ 'পরিপক্ব' বুদ্ধি।] বি. — **পরিপক্বতা।**

পরিপন্থী — বাধাসৃষ্টিকারী, প্রতিকূল। বি. — **পরিপন্থিতা।**

পরিপাক — হজম। **পরিপাকশক্তি** — হজম করার ক্ষমতা।

পরিপাটি, পরিপাটী — বি. শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'পরিপাটি' নাই।] উৎকর্ষ। ণ. শৃঙ্খলা আছে এমন, সুবিন্যস্ত। উৎকৃষ্ট।

পরিপার্শ্ব — চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাদি।

পরিপুষ্ট — বেশ পুষ্ট। পূর্ণতাপ্রাপ্ত। বি. — **পরিপুষ্টতা, পরিপুষ্টি।**
পরিপূরক — পরিপূরণ করে এরূপ সম্পর্কিত বিষয় বা বস্তু। **পরিপূরণ** — সম্পূর্ণরূপে পূরণ। কোনও বিষয় বা বস্তুর অভাব বা ত্রুটি দূরীকরণ।
পরিপূর্ণ — একেবারে ভরতি, একেবারে 'পূর্ণ'। [ঃ জলে 'পরিপূর্ণ'।] ভরা, ব্যাপ্ত। [ঃ অন্ধকারে 'পরিপূর্ণ'।] সম্পূর্ণরূপে সফল, সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ। [ঃ আশা 'পরিপূর্ণ' হওয়া।] বি. — **পরিপূর্ণতা।** স্ত্রী. — **পরিপূর্ণা।**
পরিপোষক — সাহায্যকারী, সমর্থক। [ঃ এই যুক্তির 'পরিপোষক'।]
পরিপ্রেক্ষিত — দৃশ্যমান বিষয়ের বিভিন্ন অংশের দূরত্ব নিকটত্ব ও ঘনত্ব ইত্যাদি যেরূপ বোধ হয় ছবিতে সেইরূপ প্রকাশ, perspective. **পরিপ্রেক্ষিতে** — বিশেষ দিক হইতে বিচার করিয়া। [ঃ ঘটনার 'পরিপ্রেক্ষিতে'।]
পরিপ্লাবন — প্রবল বন্যা। ণ. — **পরিপ্লাবিত।**
পরিপ্লুত — প্লাবিত, জল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ।
পরিবর্জন — সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ, পরিত্যাগ। ণ. — **পরিবর্জিত।**
পরিবর্তন — অবস্থান্তর। বদল। ণ. — **পরিবর্তিত। পরিবর্তনশীল** — যাহা বদলায় এমন, বদলানো যাহার স্বভাব এমন। [ঃ জগৎ 'পরিবর্তনশীল'।] বি. — **পরিবর্তনশীলতা।**
পরিবর্তমান — পরিবর্তিত হইতেছে এমন, যাহা বদলাইতেছে এমন।
পরিবর্ধক — যাহা খুব বাড়ায়। [ঃ পরিপাকশক্তি-'পরিবর্ধক'।] **পরিবর্ধন** — যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি। **যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করণ।** ণ. **পরিবর্ধমান** — যাহা বেশ বাড়িতেছে। **পরিবর্ধিত** — যাহা বেশ বাড়িয়াছে, যাহা বেশ বাড়ানো হইয়াছে।
পরিবহণ — মানুষ মাল ইত্যাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন, transport. (পদার্থবিদ্যায়) তাপ বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদির প্রবাহ, conduction.
পরিবাদিনী — একরকম তারযন্ত্র, সপ্ততন্ত্রী বীণা।
পরিবার—পোষ্য আত্মীয়বর্গ। **একান্নবর্তী** জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজন। **বংশ।** পত্নী।
পরিবাহী — যাহা পরিবহণ **করে।** যাহার মধ্য দিয়া তাপ ইত্যাদি **সঞ্চালিত** হইতে পারে, conductor.
পরিবৃত — ঘিরিয়া আছে এমন, **বেষ্টিত।** [ঃ বন্ধু-'পরিবৃত'; ঃ সৈন্য-'পরিবৃত'।]
পরিবেদনা — অতিশয় বেদনা, **পরিতাপ।**
পরিবেশ — পরিধি, মণ্ডল। চারিপাশের অবস্থা, পরিপার্শ্ব।
পরিবেশক, পরিবেষক — যে পরিবেশন করে। **পরিবেশন, পরিবেষণ** — আহারের সময়ে খাদ্য বণ্টন। উপভোগ্য শিল্পাদির মাধ্যমে আনন্দদান। [ঃ সংগীত 'পরিবেশন'।] ণ. — **পরিবেশিত, পরিবেষিত। পরিবেশনকারী, পরিবেষণকারী** — যে পরিবেশন **করে।** স্ত্রী. — **পরিবেশনকারিণী, পরিবেষণকারিণী।**
পরিবেষ্টন — চারিদিকের ঘের, **বেড়।** সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন। **চারিদিকের** অবস্থা। **পরিবেষ্টনী** — **যাহা** পরিবেষ্টন করিয়া বা চারিদিকে ঘিরিয়া আছে। ণ. **পরিবেষ্টিত** — **যাহাকে চারিদিকে ঘেরা হইয়াছে এমন, চতুর্দিকে বেষ্টিত। [ঃ শত্রু-'পরিবেষ্টিত' পল্লী।]**

স্ত্রী. — **পরিবেষ্টিতা**.

পরিব্যাপ্ত — চারিদিকে বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এমন, সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত। বি. — **পরিব্যাপ্তি**।

পরিব্রাজক — ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী। স্ত্রী. — **পরিব্রাজিকা**। **পরিব্রাজন** — পর্যটন, ভ্রমণ।

পরিভাষা — বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বা শব্দসমষ্টি।

পরিভ্রমণ — চারিদিকে ভ্রমণ, প্রদক্ষিণ। বহু স্থানে ভ্রমণ, পর্যটন। **পরিভ্রমণকারী** — যে পরিভ্রমণ করে। স্ত্রী. — **পরিভ্রমণকারিণী**।

পরিভ্রষ্ট — বিচ্যুত, পতিত। স্ত্রী. — **পরিভ্রষ্টা**।

পরিমণ্ডল — চারিদিকের বৃত্তাকার স্থান। [ঃ সূর্যের 'পরিমণ্ডল'।] পরিবেশ।

পরিমল — মিষ্ট গন্ধ, সৌরভ।

পরিমাণ — মাত্রা, মাপ, ওজন, সংখ্যা, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, দীর্ঘতা। **পরিমাণফল** — বর্গফল বা ঘনফল, কালি।

পরিমাপ — পরিমাণ নির্ধারণ। ওজন, মাপ। **পরিমাপক** — যাহার দ্বারা মাপা যায়। [ঃ বৃষ্টি-'পরিমাপক' যন্ত্র।]

পরিমার্জিত — (রুচি আচারব্যবহার ইত্যাদিতে) সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন। [ঃ 'পরিমার্জিত' রুচির পরিচয়।]

পরিমিত — প্রয়োজনের বেশী নহে এমন। [ঃ 'পরিমিত' ভোজন।] মাপের, পরিমাণবিশিষ্ট। [ঃ দুই হস্ত-'পরিমিত'।] বি. **পরিমিতি** — প্রয়োজনীয় পরিমাণ। মাপ। পরিমাপ-তত্ত্ব। ণ. **পরিমেয়** — মাপা যায় এমন, পরিমাপযোগ্য।

পরিম্লান — অত্যন্ত ম্লান।

পরিরক্ষণ — সংরক্ষণ, বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। ণ. — **পরিরক্ষিত**।

পরিযান — মাল ও যাত্রীর যাতায়াত, traffic.

পরিশিষ্ট — রচনার অংশ যাহা গ্রন্থাদির শেষে যুক্ত হয়। বি. **পরিশেষ** — বাকী অংশ। উপসংহার, অবশেষ। [ঃ 'পরিশেষে' বলিলেন।]

পরিশোধ — সম্পূর্ণরূপে শোধ। [ঃ ঋণ-'পরিশোধ'।] ণ. **পরিশোধিত** — সম্পূর্ণরূপে শোধ করা হইয়াছে এমন। **পরিশোধ্য** — সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা যায় এমন।

পরিশ্রম — খাটুনি, মেহনত, শ্রম। শ্রমের ফলে ক্লান্তি। **পরিশ্রমী** — যে খুব খাটে, খাটিয়ে।

পরিশ্রান্ত — খাটুনির ফলে ক্লান্ত। অতিশয় ক্লান্ত। বি. — **পরিশ্রান্তি**।

পরিষৎ, **পরিষদ্** — সভা, সমিতি, council.

পরিষ্করণ — বি. পরিষ্কার করণ।

পরিষ্কার—আবর্জনাহীন, সাফ, পরিষ্কৃত। [ঃ 'পরিষ্কার' কাপড়।] স্বচ্ছ, নির্মল। [ঃ আকাশ 'পরিষ্কার'।] স্পষ্ট। [ঃ 'পরিষ্কার' লেখা।] সহজ, সরল, অকপট। [ঃ 'পরিষ্কার' কথা।] ভালো, সুন্দর। [ঃ 'পরিষ্কার' বুদ্ধি; ঃ 'পরিষ্কার' মুখের গড়ন।] **পরিষ্কারক** — যাহা পরিষ্কার করে। ণ. **পরিষ্কৃত** — পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

পরিসংখ্যান — বি. তথ্যজ্ঞাপক সংখ্যা সংগ্রহ, statistics. ণ. — **পরিসংখ্যাত**। **পরিসংখ্যায়ক** — যে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করে, পরিসংখ্যানকারী, statistician.

পরিসমাপ্ত — সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে এমন। বি. — **পরিসমাপ্তি**।

পরিসর — বিস্তার, ব্যাপ্তি, আয়তন।

পরিসীমা — সীমা, অবধি, ইয়ত্তা। [ঃ দুঃখের 'পরিসীমা' নাই।]
পরিস্থিতি — চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাবলী।
পরিস্ফুট — স্পষ্ট, প্রকাশিত। বিকশিত।
পরিস্ফুটন — পরিস্ফুট করণ।
পরিস্ফুরণ — সম্পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্তি। কম্পন। ণ. — **পরিস্ফুরিত।**
পরিস্রাবণ — পরিস্রুত করণ, পরিস্রুতি।
পরিস্রুত — ছাঁকিয়া বা ঝরাইয়া শোধন করা হইয়াছে এমন (তরল পদার্থ)। [ঃ 'পরিস্রুত' জল।] বি.—**পরিস্রুতি।**
পরিহার — ত্যাগ, বর্জন। ণ. **পরিহার্য** — ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। যাহা ত্যাগ করা বা বাদ দেওয়া যায়। বি. — **পরিহার্যতা।**
পরিহারা — ক্রি. (কবিতায়) ত্যাগ করা। [ঃ নিদ্রা 'পরিহরি'।]
পরিহাস — ঠাট্টা, কৌতুক, তামাসা।
পরিহিত — যাহা পরিধান করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পরিহিত' বস্ত্র।] যে পরিয়াছে এমন। [ঃ রক্তাম্বর-'পরিহিত'।] স্ত্রী. — **পরিহিতা।**
পরিহৃত — পরিহার বা ত্যাগ করা হইয়াছে এমন, পরিত্যক্ত, বর্জিত।
পরী — রূপকথায় বর্ণিত অপরূপ সুন্দরী দেবকন্যা যাহাদের ডানা আছে। [ফা.] **পরীর দেশ** — কল্পিত স্থান যেখানে পরীরা থাকে। **ডানাকাটা পরী** — (ব্যঙ্গে) অতিশয় সুন্দরী মেয়ে।
পরীক্ষক — যে পরীক্ষা করে, পরীক্ষাকারী। **পরীক্ষকতা** — পরীক্ষকের কাজ বা পদ।
পরীক্ষণ — পরীক্ষা করণ। (বৈজ্ঞানিক বিষয়ে) বিশ্লেষণ ও বিচার করণ। **পরীক্ষণীয়** — পরীক্ষার যোগ্য। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এমন। পরীক্ষণ সাপেক্ষ।
পরীক্ষা — স্বরূপ সত্যতা যোগ্যতা ইত্যাদির বিশ্লেষণ ও বিচার, যাচাই। ছাত্রদের জ্ঞান ও যোগ্যতার যাচাই। **পরীক্ষা করা** — স্বরূপ সত্যতা ইত্যাদি যাচাই করা। [ঃ 'পরীক্ষা' করিয়া দেখা।] **পরীক্ষা দেওয়া**— ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগী প্রভৃতির যোগ্যতার যাচাইয়ে যোগ দেওয়া। **পরীক্ষায় বসা** — লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়া। **পরীক্ষা লওয়া** — প্রশ্নাদির সাহায্যে ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগী প্রভৃতির যোগ্যতা যাচাই করা। **অগ্নি-পরীক্ষা** — অগ্নির সাহায্যে অপরাধী কি নিরপরাধ সেই সম্পর্কে পরীক্ষা। কঠোর **পরীক্ষা।**
পরীক্ষাকারী — যে পরীক্ষা করে। **পরীক্ষাগার** — যে কক্ষে বা গৃহে পরীক্ষা করা বা পরীক্ষা লওয়া হয়। **পরীক্ষাধীন** — যাহার পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখার উপর নির্ভর করিতেছে এমন। **পরীক্ষার্থী — যে** পরীক্ষা দিতে চায়। **স্ত্রী.** — **পরীক্ষার্থিনী।**
পরীক্ষণাগার — বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পরীক্ষণের জন্য ব্যবহার্য কক্ষ বা গৃহ, laboratory.
পরীক্ষিৎ — মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের পৌত্র এবং অভিমন্যুর পুত্র, জনমেজয়ের পিতা।
পরীক্ষিত — যাহা যাহাকে বা যে বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। **স্ত্রী.** — **পরীক্ষিতা।**
পরীক্ষোত্তীর্ণ — পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত। স্ত্রী. — **পরীক্ষোত্তীর্ণা।**
পরুষ — ণ. কঠোর, কর্কশ, নিষ্ঠুর। [ঃ 'পরুষ' বাক্য; ঃ 'পরুষ' কণ্ঠ; ঃ 'পরুষ' ব্যবহার।] বি. — **পরুষতা।**

পরে — পশ্চাতে, বাদে, পরবর্তী সময়ে। [ঃ 'পরে' জানলাম।] অনন্তর, পর। [ঃ তার 'পরে'।] **পরে পরে** — ক্রমে পরবর্তী সময়ে। অন্যান্য লোকের দ্বারা। [ঃ যা 'শত্রু' পরে পরে।]

'পরে — (সংক্ষেপে) উপরে। [ঃ তোমার ''পরে' ভরসা রাখি।]

পরেশ — পরমেশ্বর, ভগবান্, শিব।

পরেশনাথ — ('পার্শ্বনাথ' দেখ।)

পরোক্ষ — নিজে চাক্ষুষ দেখা হয় নাই এমন। নিজে করা হয় নাই এমন, অপ্রত্যক্ষ। [ঃ 'পরোক্ষ' জ্ঞান; ঃ 'পরোক্ষ' প্রমাণ।] (তুঃ 'প্রত্যক্ষ'।)

পরোটা — অল্প ঘিয়ে ভাজা রুটি।

পরোপকার — অপরের উপকার, পরের মঙ্গলসাধন। **পরোপকারক, পরোপকারী** — যে অপরের উপকার বা মঙ্গলসাধন করে। **পরোপকারিতা** — অপরের মঙ্গলসাধন। অপরের মঙ্গলসাধনের অভ্যাস।

পরোপজীবী — যে অপরের সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করে, পরান্নভোজী। বি. — **পরোপজীবিতা**। স্ত্রী. — **পরোপজীবিনী**।

পরোয়া — ভয়, শঙ্কা, ভাবনা, তোয়াক্কা। [ঃ 'পরোয়া' করি না।] **কুছ্ পরোয়া নেই** — কোন ভয় নাই। [ফা. পরবা.।]

পরোয়ানা — আদেশপত্র, হুকুমনামা। [ফা. পরবা.না।]

পর্কটি, পর্কটী — পাকুড় গাছ।

পর্জন্য — মেঘ। মেঘের দেবতা, ইন্দ্র। [সং.]

পর্ণ — পাতা। পাপড়ি। **পর্ণকুটির, পর্ণকুটীর** — পাতায় ছাওয়া ছোট ঘর। **পর্ণকুটিরবাসী, পর্ণকুটীরবাসী** — পাতায় ছাওয়া ছোট ঘরে থাকে এমন। স্ত্রী. — **পর্ণকুটিরবাসিনী, পর্ণকুটীরবাসিনী**। **পর্ণশয্যা** — পাতার বিছানা। **পর্ণশালা** — পাতায় ছাওয়া ঘর। **পর্ণী** — ণ. পত্রযুক্ত। বি. বৃক্ষ। [সং. পর্ণিন্।]

পর্তুগাল — ইউরোপের একটি দেশ। **পর্তুগীজ** — বি. পর্তুগালের অধিবাসী। পর্তুগালবাসীদের ভাষা। ণ. পর্তুগাল সংক্রান্ত। [ঃ 'পর্তুগীজ' নৌবহর।]

পর্দা — ('পরদা' দেখ।)

পর্পট — ক্ষেতপাপড়ার গাছ। পাঁপর।

পর্ব—পূজা উৎসব ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট দিন। ঐ দিনে উৎসব সমারোহ। গাঁট, গ্রন্থি। দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ, পাব। ঘটনা অনুসারে গ্রন্থের বিভাগ, কাণ্ড। [ঃ সভা-'পর্ব'।] [সং. পর্বন্।]

পর্বত — স্বাভাবিকভাবে বহুদূরব্যাপী ও সুউচ্চ প্রস্তররাশি, পাহাড়। বড়ো পাহাড়। **পর্বতকন্দর** — পর্বতের গুহা। **পর্বতপ্রমাণ** — পর্বতের মতো বিরাট। স্তূপাকার, রাশীকৃত। **পর্বতবাসী** — যে পর্বতে বাস করে। স্ত্রী. — **পর্বতবাসিনী**। **পর্বতমালা** — শ্রেণীবদ্ধ বহু পর্বত, পর্বতের সারি। **পর্বতশিখর**—পর্বতের চূড়া। **পর্বত-শৃঙ্গ** — ('পর্বতশিখর' দেখ।) **পর্বতশ্রেণী** — ('পর্বতমালা' দেখ।)।

পর্বতাকার — বিরাট, সুবিশাল, প্রকাণ্ড।

পর্বতীয় — পর্বত সংক্রান্ত, পার্বত।

পর্বসন্ধি — দুই পাবের সংযোগস্থল, গাঁট।

পর্বাহ — পর্বদিন।

পর্যঙ্ক — পালঙ্ক, মূল্যবান্ খাট। (ভূগোলে) নদীর অববাহিকা. basin.

পর্যটক — ভ্রমণকারী। পরিভ্রমণ।

পর্যন্ত — সীমাসূচক

[ঃ পা 'পর্যন্ত'।] এমন কি। [ঃ একখানা রুটি 'পর্যন্ত' জোটে নাই; ঃ তিনি 'পর্যন্ত' বকলেন।]

পর্যবসান — পরিসমাপ্তি। পরিণাম। ণ. **পর্যবসিত** — অবশেষে পরিণত। [ঃ ব্যর্থতায় 'পর্যবসিত'।]

পর্যবেক্ষক — যে পর্যবেক্ষণ করে, যে বিশেষরূপে দেখে, পরিদর্শক। **পর্যবেক্ষণ** — বিশেষভাবে দর্শন, নিরীক্ষণ। ণ. — **পর্যবেক্ষিত**।

পর্যাপ্ত — যথেষ্ট। প্রচুর। বি. — **পর্যাপ্তি**।

পর্যায় — অনুক্রম, পৌর্বাপর্য, একের পর অন্য এইরূপ ভাব। [ঃ 'পর্যায়'-ক্রমে পাঠানো।] ক্রম। [ঃ নব-'পর্যায়'।] শ্রেণী। [ঃ একই 'পর্যায়'-ভুক্ত।] সমান অর্থবোধক শব্দ, synonym. (বিজ্ঞানে) নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল, গ্রহাদির আবর্তন কাল, period. **পর্যায়ক্রমে** — একের পর অন্য এইভাবে, পালাক্রমে।

পর্যাবৃত্ত — (বিজ্ঞানে) পর্যায় অনুসারে ঘটে এমন, periodic.

পর্যালোচন, পর্যালোচনা — বিশেষভাবে আলোচনা, আলোচনা ও বিচার। ণ. — **পর্যালোচিত**।

পর্যাস — উলটপালট, বিপর্যয়। বিনাশ। [সং.]

পর্যুদস্ত — সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

পর্যুসিত — আগের দিন রান্না করা হইয়াছে এমন, বাসী। [ঃ 'পর্যুসিত' অন্ন।] [সং.]

পর্ষৎ, পর্ষদ্ — পরিষদ্, সভা। [ঃ শিক্ষা 'পর্ষদ্'।]

পল — এক দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ, ২৪ সেকেণ্ড। চার তোলা পরিমাণ। মাংস। [ঃ 'পলান্ন'।] বিচালি, খড়। [সং.]

পল — পার্শ্বদেশ, পাশের দিক। [ঃ 'চৌপল' লণ্ঠন।] পাশের সূক্ষ্মাগ্র অংশ। [ঃ 'পল-কাটা' হীরা; ঃ 'পল'-তোলা।] [ফা. পহ্‌লু।]

পলক — চোখের পাতা। [ঃ দেখে আর 'পলক' পড়ে না।] চোখের পাতা বন্ধ-করণ। [ঃ 'অপলক'; ঃ 'পলক'-শূন্য।] চোখের পাতা ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে, অতি অল্প সময়। [ঃ 'পলকে' অদৃশ্য হওয়া।] [ফা.] **পলকহীন, পলকবিহীন, পলকরহিত** — চোখের পাতা পড়ে না এমনভাবে, অপলক, নির্নিমেষ।

পলকা — দৃঢ় নহে, সহজে ভাঙে এমন।

পলটন — ('পল্টন' দেখ।)

পলতা — পটোলের পাতা বা লতা।

পলতে — (কথ্যরূপ) পলিতা।

পলল — পঙ্ক। পলি। মাংস। [সং.]

পলস্তারা — চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট ইত্যাদির প্রলেপ। [ই. plaster.]

পলা — একরকম রত্ন, মুক্তা। [ঃ 'পলা'-র আংটি।] [সং. প্রবাল।]

পলা — তেল তুলিবার উপযোগী একরকম হাতলওয়ালা ছোট বাটি।

পলাগ্নি — পিত্ত। [সং.]

পলাণ্ডু — পেঁয়াজ। [সং.]

পলাতক — পলাইয়াছে এমন। আত্মগোপন করিয়াছে এমন। [ঃ 'পলাতক' আসামী।] স্ত্রী. — **পলাতকা**।

পলানিয়া, পলানে — যে প্রায়ই পালায়, পলায়ন করা যাহার স্বভাব। [ঃ 'পলানে' গোরু; ঃ 'পলানে' বউ।]

পলানো — ক্রি. পলায়ন করা, পালানো।

পলান্ন — ঘি ও মসলা যোগে মাছ-মাংস ইত্যাদি দিয়া রাঁধা ভাত, পোলাও। [সং.]

পলায়ন — ভয় লজ্জা ইত্যাদির কারণে অন্যত্র দ্রুত গমন। আত্মগোপন। ণ. **পলায়নপর** — পলায়ন করা যাহার স্বভাব এমন, যে পলায়ন করিতে ভালোবাসে এমন। পলাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **পলায়নপরা**। বি. — **পলায়নপরতা**। **পলায়মান** — পলাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **পলায়মানা**। **পলায়িত**— পলাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পলায়িতা**। **পলায়নী** — পলায়নপর। [ঃ 'পলায়নী' মনোবৃত্তি।] **পলায়নী মনোবৃত্তি, পলায়নী মনোভাব** — কোনও ঘটনা বা সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া তাহাকে এড়াইয়া যাইবার ইচ্ছা, escapism.

পলাশ — পাপড়ি। [ঃ পদ্ম-'পলাশ'।]

পলাশ — একরকম রক্তবর্ণ গন্ধহীন ফুল ও তাহার গাছ, কিংশুক।

পলাশী — মাংসাশী।

পলি — স্রোতের টানে আনীত মাটি যাহা থিতাইয়া জমা হয়। **পলি পড়া** — পলি জমা। **পলিজ** — পলি হইতে জন্মে এমন, পাললিক, alluvial.

পলিটিক্স্ — রাজনীতি। রাজনৈতিক ফন্দি-ফিকির ও কার্য। [ঃ 'পলিটিক্স্' করা।] (ব্যঙ্গে) ফন্দি-ফিকির। [ই. politics.]

পলিত — (চুল) পাকা, সাদা। [ঃ 'পলিত' কেশ।] [সং.] **পলিতকেশ** — যাহার চুল পাকা এমন। [ঃ 'পলিতকেশ' বৃদ্ধ।]

পলিতা — সলিতা, বাতি, পলতে। [ফা. পলীতাহ্।]

পলিসি — কার্যসিদ্ধির জন্য গৃহীত নীতি বা রীতি। [ঃ সরকারের বর্তমান 'পলিসি'।] কৌশল, অভিসন্ধি। [ঃ এর মধ্যে লোকটার কিছু 'পলিসি' আছে।] বীমার চুক্তি। [ঃ 'পলিসি' বাতিল হওয়া; ঃ দশ হাজার টাকার 'পলিসি'।] [ই. policy.] **পলিসিবাজ** — মতলববাজ।

পলু — তুঁতপোকা, রেশমকীট।

পলো — ('পোলো' দেখ।)

পল্টন — সৈন্যদল, ফৌজ। [ঃ গোরা 'পল্টন'।] [ই. platoon.]

পল্লব — গাছের পাতা। চোখের পাতা। [সং.] **পল্লবগ্রাহিতা** — বহু বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞান। ঐরূপ জ্ঞান সংগ্রহের ইচ্ছা বা স্বভাব। **পল্লবগ্রাহী** — যাহার বহু বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞান আছে। অনেক বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞান সংগ্রহ করা যাহার স্বভাব। ণ. **পল্লবিত** — পত্রযুক্ত, পাতায় আচ্ছাদিত। বিস্তারিত, অতিরঞ্জিত। [ঃ 'পল্লবিত' বর্ণনা।]

পল্লী — পাড়া। [ঃ ব্রাহ্মণ-'পল্লী'।] গ্রাম। [ঃ 'পল্লী'-উন্নয়ন; ঃ 'পল্লী'-বধূ।] [সং.] **পল্লীগীতি** — গ্রাম্য কবিদের রচিত গান। **পল্লীগ্রাম** — অনুন্নত ছোট গ্রাম, পাড়াগাঁ। **পল্লীবধূ** — গ্রামের বউ। **পল্লীবালা** — গ্রামের মেয়ে। **পল্লীবাসী** — পাড়ায় বাসকারী। গ্রামবাসী। স্ত্রী. — **পল্লীবাসিনী**।

পল্বল — ডোবা, ছোট পুকুর। [সং.]

পশ্তু, পশ্তো — আফগানিস্তানের অধিবাসীদের এবং আফ্রিদি প্রভৃতি উপজাতিগুলির ভাষা।

পশম — ভেড়া ইত্যাদি পশুর লোম, উল। **পশমিনা** — একরকম পশমী কাপড়। **পশমী** — পশম দিয়া তৈয়ারী।

পশরা, পশলা — (যথাক্রমে 'পসরা' ও 'পসলা' দেখ।)

পশা — ক্রি. (কবিতায়) প্রবেশ করা। [ঃ ব্যূহমাঝে কেমনে 'পশিব'।]

পশু — চারি পা লোম এবং লেজ আছে এমন জীব। (নিন্দায় বা তিরস্কারে) বিচার-বিবেকহীন মূর্খ ব্যভিচারী বা কামুক ব্যক্তি। **পশুত্ব** — পশুর ধর্ম, পশুর পক্ষে স্বাভাবিক কার্যকলাপ। ব্যভিচার, কামুকতা, হৃদয়হীনতা, বিচার-বিবেকহীনতা, মূর্খতা। [ঃ 'পশুত্বের' পরিচয় দেওয়া।] পশুজন্ম। [ঃ 'পশুত্ব' লাভ করা।] **পশুধর্ম** — পশুর মতো প্রবৃত্তি ও কার্যকলাপ, বিচারহীন যৌন লালসা, হৃদয়হীন হিংস্রতা। **পশুধর্মা** — পশুর মতো প্রকৃতি যাহার এমন। অত্যধিক যৌন-লালসা আছে এমন। [সং. পশুধর্মন্।] **পশুপতি** — শিব, মহাদেব। **পশুপাল** — পশুর দল। পশুর পালনকারী। **পশুপালক** — যে পশু পালন করে। **পশুপালন** — পশুদের খাদ্য আশ্রয় ইত্যাদি দিয়া রক্ষণাবেক্ষণ। **পশুপ্রবৃত্তি** — পশুদের পক্ষে স্বাভাবিক মনোভাব, বিচারহীন যৌনলালসা, উগ্র কামুকতা। [ঃ 'পশুপ্রবৃত্তি' চরিতার্থ করা।] **পশুভাব** — পশুর উপযুক্ত প্রবৃত্তি ও মনোভাব। **পশুরাজ** — পশুদের রাজা, সিংহ। **পশুশালা** — পশুদের রাখিবার জায়গা, পশুদের প্রদর্শনী গৃহ, চিড়িয়াখানা।

পশ্চাৎ — পিছন, পিছন দিক। [ঃ গৃহের 'পশ্চাতে'; ঃ 'পশ্চাৎ'-ভাগ।] পরবর্তী সময়। [ঃ 'পশ্চাতে' দুঃখ ও গ্লানি।] ক্রি.-ণ. পরে। [ঃ 'পশ্চাৎ' বলিব।] **পশ্চাৎপদ** — যে পিছনে হটে, পিছপা, ভয়ে সংকোচে বা অক্ষমতায় কার্যে বিরত। [ঃ 'পশ্চাৎপদ' হওয়া।] **পশ্চাদনুসরণ** — পিছনে পিছনে গমন। **পশ্চাদ্‌গতি** — পিছনের দিকে যাইতেছে এমন। পিছনের দিকে গমন বা গমন-বেগ। **পশ্চাদ্‌গামী** — পিছনের দিকে যাইতেছে বা যায় এমন। স্ত্রী. — **পশ্চাদ্‌গামিনী**। **পশ্চাদ্দেশ** — পিছনের অংশ, পাছা। [ঃ 'পশ্চাদ্দেশে' পদাঘাত।] **পশ্চাদ্ধাবন** — পিছনে দ্রুত অনুসরণ, পিছনে দৌড়। **পশ্চাদ্ধাবিত** — যে পিছনে দৌড়িতেছে। যাহার পিছনে দৌড়ানো হইতেছে। স্ত্রী. — **পশ্চাদ্ধাবিতা**। **পশ্চাদ্‌বর্তী** — পিছনে আছে এমন। স্ত্রী. — **পশ্চাদ্‌বর্তিনী**। **পশ্চাদ্‌ভাগ** — ('পশ্চাদ্দেশ' দেখ।) **পশ্চাদ্‌ভূমি** — চিত্রাদির পিছনের বা দূরের অংশ, background. নদীর বা সমুদ্রের তীরবর্তী বন্দরের পশ্চাতে অবস্থিত আমদানি-রপ্তানির উপযুক্ত স্থান, hinterland.

পশ্চিম — যে দিকে সূর্য অস্ত যায়, পূবের্র বিপরীত দিক্। **পশ্চিমা** — পশ্চিমদেশীয়। বিহারের অধিবাসী। [ঃ 'পশ্চিমা' দারোয়ান।] **পশ্চিমী** — পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্যদেশীয়, ইউরোপীয়। [ঃ 'পশ্চিমী' সভ্যতা।]

পশ্বাচার — পশুর মতো আচরণ। তান্ত্রিক আচার-বিশেষ। **পশ্বাচারী** — যে পশ্বাচার করে। [সং. পশ্বাচারিন্।]

পষ্ট — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) স্পষ্ট। [ঃ 'পষ্ট' কথায় কষ্ট কি।]

পসন্দ্ — পছন্দ। [হি.]

পসরা — বিক্রয়ের জন্য ঝুড়িতে বা ডালিতে সাজানো নানারকম সামগ্রী। [সং. পণ্যসম্ভার।]

পসলা — না থামিয়া একবারে যতোখানি বৃষ্টি হয়। [ঃ এক 'পসলা' বৃষ্টি।]

পসার — ব্যবসায়ে বা পেশায় প্রতিপত্তি ও নামডাক। [ঃ ডাক্তারিতে 'পসার' হওয়া।] [সং. প্রসার।]

পসারা — ক্রি. (কবিতায়) প্রসারিত করা।

পসারী — (কবিতায়) পসরা লইয়া যে দোকানদারি করে। স্ত্রী. — **পসারিনী।**

পসুরি — পাঁচ সের ওজন।

পস্তানি — বি. অনুশোচনা, খেদ, আপসোস। **পস্তানো** — ক্রি. আপসোস করা, নিজের কাজের জন্য পরে দুঃখবোধ করা, অনুতাপ করা। [ঃ পরে 'পস্তাবে'।]

পহর — (কবিতায় ও কথ্য প্রয়োগে) প্রহর।

পহিল — (প্রাচীন কবিতায়) প্রথম, নূতন। [হি. পহ্‌লা।] **পহিলহি** — (প্রাচীন কবিতায়) প্রথমেই।

পহু, পহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) বি. প্রভু। ক্রি.-ণ. পুনরায়, আবার।

পহেলা — পয়লা। [হি. পহিলা।]

পহ্লব — পারস্যদেশের প্রাচীন একটি জাতি, Parthian. **পহ্লবী** — ণ. পহ্লব জাতীয়। [ঃ 'পহ্লবী' বংশ।] পহ্লব জাতি সংক্রান্ত। বি. পহ্লবদের ভাষা।

পা — দাঁড়াইবার বা হাঁটিবার জন্য ব্যবহার্য অঙ্গ, পদ, চরণ। পায়া। একবার পা ফেলিয়া যতখানি যাওয়া যায়। [ঃ এক 'পা'ও নড়বে না।] [সং. পাদ।] **পা চালানো** — দ্রুত চলা। **পা না উঠা, পা না চলা** — ক্লান্তি ইত্যাদির ফলে চলিতে না পারা। **পায়ে ঠেলা** — অবজ্ঞা করা, উপেক্ষা করা। **পায়ে তেল দেওয়া** — তোশামোদ করা। **পায়ে ধরা, পায়ে পড়া** — হীনতা স্বীকার করিয়া অনুরোধ বা প্রার্থনা করা। **পায়ে — পায়ে** — পদে পদে। এক এক পা করিয়া, ধীরে সুস্থে হাঁটিয়া। **পায়ে রাখা** — দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া। **পায়ের উপর পা দেওয়া** — আরাম করিয়া থাকা, কোনও পরিশ্রম না করা। **পায়ের সুতা ছেঁড়া** — বহুবার হাঁটাহাঁটি করা। **নিজের পায়ে কুড়াল মারা** — নিজের অনিষ্ট করা।

পা — স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বরের সংকেত।

পাই — এক পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ। সিকি ভাগ। [সং. পাদ।] **পাইপয়সা** — স্বল্পতম অর্থ, স্বল্পতম টাকাপয়সার হিসাব। [ঃ 'পাইপয়সা' মিটানো; ঃ 'পাইপয়সা' বুঝাইয়া দেওয়া।]

পাইক — পদাতিক সৈনিক। পেয়াদা। লাঠিয়াল। [সং. পদাতিক।]

পাইকা — একরকম বিশেষ মাপের টাইপ বা হরফ। [ই. pica.]

পাইকার — যে একসঙ্গে অধিক পরিমাণে কিনিয়া খুচরা বিক্রয় করে। [ফা.] **পাইকারী** — একত্র অধিক পরিমাণে বেচিবার বা কিনিবার ফলে সস্তা। [ঃ 'পাইকারী' দর।] একসঙ্গে অধিক পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে এমন। [ঃ 'পাইকারী' খরিদ্দার।] সকলকে যৌথভাবে দিতে হয় এমন। [ঃ 'পাইকারী' জরিমানা।]

পাঁইজ — ('পাঁজ' দেখ।)

পাঁইট — তরল দ্রব্যের একরকম মাপ, বিশ আউন্স; প্রায় আড়াই পোয়া। [ঃ এক 'পাঁইট' মদ।] [ই. pint.]

পাইন — যে মিশ্র ধাতু দিয়া ধাতু জোড়া হয়, ঝাল। ইস্পাত ইত্যাদিকে প্রয়োজনমতো কঠিন করণ। [ঃ 'পাইন' কড়া; ঃ নরম 'পাইন'।] **পাইন-মরা** — সোনা রূপা গালাইলে তাহাতে পাইন থাকার জন্য ওজনে কম হয় এমন। বি. ঐরূপ কম হওয়া।

পাইন — একরকম সুদীর্ঘ পাহাড়ে গাছ। [ঃ 'পাইনের' বন।] [ই. pine.]

পাইপ — নল। [ঃ জলের 'পাইপ'।]

তামাক খাইবার উপযোগী চোঙ। [ই. pipe.] **পাইপ খাওয়া, পাইপ টানা** — ঐ চোঙে ভরিয়া তামাক খাওয়া।

পাইলট — কৌশলী চালক যে বিপজ্জনক পথে জাহাজ ইত্যাদি চালায়, আড়কাঠি। বিমানচালক। [ই. pilot.]

পাউডার — গুঁড়া। [ঃ 'পাউডার' দুধ।] মুখে বা গায়ে মাখিবার উপযোগী একরকম সুগন্ধি গুঁড়া। [ঃ স্নো-'পাউডার'।] ডাক্তারী গুঁড়া ঔষধ। [ই. powder.]

পাউণ্ড — ওজন বিশেষ, সাড়ে সাত ছটাক। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত মুদ্রা, বিশ শিলিং। [ই. pound.]

পাউরুটি, পাঁউরুটি — একরকম ফাঁপানো রুটি। [পো. pao.]

পাওনা — বি. প্রাপ্য অর্থ। ণ. প্রাপ্য। ঃ 'পাওনা' টাকা।] **পাওনাগণ্ডা** — প্রাপ্য অর্থ তাহার পরিমাণ যতই অল্প হউক, প্রাপ্য পাইপয়সা। [ঃ 'পাওনা-গণ্ডা' মিটাইয়া দাও।] **পাওনাদার** — যাহার পাওনা আছে, মহাজন।

পাওয়া — ক্রি. প্রাপ্ত হওয়া, হাতে আসা, মেলা। [ঃ চিঠি 'পেয়েছে'।] অধিকারী হওয়া। [ঃ টাকা 'পেয়েছে'; ঃ ডিগ্রী 'পেয়েছে'।] সমর্থ হওয়া, পারা। [ঃ সে দেখিতে 'পায় না; ঃ সে শুনিতে 'পায়' না।] সুযোগ মেলা। [ঃ যাইতে 'পাওয়া'; ঃ খাইতে 'পাওয়া'।] অনুভব করা, বোধ করা। [ঃ ভয় 'পাওয়া'; ঃ গন্ধ 'পাওয়া'।] ঠাওরানো, মনে করা, জানা। [ঃ আমাকে বোকা 'পেয়েছ?'] আয়ত্তের মধ্যে থাকা। [ঃ বাড়িতে 'পাইয়া' অপমান করা।] উদ্রেক হওয়া। [ঃ হাসি 'পাওয়া'; ঃ কান্না 'পাওয়া'; ঃ ক্ষুধা 'পাওয়া'।] ভোগ করা। [ঃ সুখ 'পাওয়া'; ঃ দুঃখ 'পাওয়া'।] ভর করা, ধরা। [ঃ ভূতে 'পাওয়া'।] বি. লাভ, প্রাপ্তি। [ঃ চাওয়া ও 'পাওয়ার' হিসাব করা।] ণ. প্রাপ্ত, যাহা পাওয়া গিয়াছে। যাহা কুড়াইয়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'পাওয়া' ছেলে।] **টের পাওয়া** — জানিতে পারা। [ঃ এখানে আছি ওরা 'টের পেয়েছে'।] **প্রকাশ পাওয়া** — গোপন বিষয় অপরের গোচর হওয়া। **মুঠোর মধ্যে পাওয়া, হাতে পাওয়া** — সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে পাওয়া। **ভাবিয়া না পাওয়া** — চিন্তা করিয়া স্থির করিতে না পারা। **যো পাওয়া** — সুযোগ বুঝিয়া সুবিধা লইবার চেষ্টা করা। **পাইয়া বসা** — সুযোগসুবিধা পাইবার পর আরও সুযোগসুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা।

পাওয়ানো — ক্রি. অপরকে পাইতে সাহায্য করা, লাভ করানো। ণ. যাহা পাইতে সাহায্য করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পাওয়ানো' টাকা।]

পাওয়ার — শক্তি, ক্ষমতা। বৈদ্যুতিক শক্তি। [ঃ অনেক 'পাওয়ারের' বাল্‌ব্‌।] [ই. power.] **পাওয়ার হাউস** — বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের গৃহ।

পাংশন — যে কলঙ্কিত বা দোষযুক্ত করে। [ঃ কুল-'পাংশন'।]

পাংশু — ছাই, পাঁশ। ধূলি। **পাংশুবর্ণ** — ছাইরঙা, পাঁশুটে। স্ত্রী. — **পাংশুবর্ণা**। **পাংশুল** — কলঙ্কিত, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ। যে কলঙ্কিত করে। [ঃ কুল-'পাংশুল'।] স্ত্রী. — **পাংশুলা**।

পাক — রন্ধন, উত্তাপের সাহায্যে প্রস্তুত করণ। [ঃ অন্নব্যঞ্জন 'পাক'; ঃ মিষ্টান্ন 'পাক'।] হজম, পরিপাক। [গুরু-

'পাক'; ঃ লঘু-'পাক'।] উত্তাপের বা উত্তাপদানের সময়ের পরিমাণ। [ঃ কড়া 'পাকের' সন্দেশ।] [সং.] **পাককর্ম, পাককার্য** — রাঁধার কাজ। **পাকগৃহ, পাকশালা** — রান্নাঘর, হেঁসেল। **গুরুপাক** — যাহা সহজে হজম হয় না। **লঘুপাক** — যাহা সহজে হজম হয়।

পাক — পক্বতা। [ঃ আমে 'পাক' ধরা; ঃ চুলে 'পাক' ধরা।] **পাক ধরা** — পাকিতে শুরু হওয়া।

পাক — মোচড়, প্যাঁচ। [ঃ দড়ির 'পাক'।] ঘূর্ণন। [ঃ 'পাক' খাওয়া।] প্রদক্ষিণ। [ঃ সাত 'পাক'।] আবর্ত। [ঃ 'পাক' জল।] **পাক খাওয়া** — ঘূর্ণিত হওয়া। **পাক দেওয়া** — ঘূর্ণিত করা। মোচড় দেওয়া। **পাক লাগা** — পাকাইয়া যাওয়া, পেঁচাইয়া যাওয়া। **সাত পাক** — বিবাহ।

পাক — চক্রান্ত, অপরের কৌশলের ফলে বিপজ্জনক অবস্থা। [ঃ 'পাকে' পড়া।] **পাকচক্র** — চক্রান্ত। ঘটনাচক্র।

পাক — পবিত্র। [ফা.]

পাঁক — পচা কাদা, পঙ্ক। [সং. পঙ্ক।]

পাকজল — আবর্ত, আওড়।

-পাকড় — 'ধৃত করণ' অর্থে 'ধর' শব্দের সহিত সহকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ধর-'পাকড়'।]

পাকড়াও — ধৃত। [ঃ 'পাকড়াও' করা।] **পাকড়ানো** — ক্রি. ধরা।

পাকযন্ত্র — পাকস্থলী ইত্যাদি হজমের যন্ত্র।

পাকলানো — ক্রি. দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবানো।

পাকসাট — ('পাখসাট' দেখ।)

পাকস্থলী — উদরে যে থলির মধ্যে ভুক্ত-দ্রব্য থাকে ও হজম হয়, stomach.

পাকস্থালী — রন্ধনপাত্র।

পাকস্পর্শ — নূতন বউয়ের ছোঁয়া রাঁধা জিনিস খাইবার আনুষ্ঠানিক ভোজন, বউভাত।

পাকা — ক্রি. পক্ব হওয়া। [ঃ ফল 'পেকেছে'।] পরিণত হওয়া। [ঃ বুদ্ধি 'পেকেছে'।] সাদা হওয়া। [ঃ চুল 'পাকা'।] নিপুণ হওয়া। [ঃ হাত 'পেকেছে'।] ণ. পাকিয়াছে এমন, পক্ব। [ঃ 'পাকা' ফল; ঃ 'পাকা' চুল।] পরিণত। [ঃ 'পাকা' বুদ্ধি।] নিপুণ, অভিজ্ঞ। [ঃ 'পাকা' হাত; ঃ 'পাকা' লোক।] স্থায়ী, পরিবর্তিত হইবে না এমন। [ঃ 'পাকা' রং; ঃ 'পাকা' কথা।] বিচক্ষণ। [ঃ 'পাকা' কাজ।] পোড়ানো। [ঃ 'পাকা' ইট।] ইট পাথর ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী। [ঃ 'পাকা' বাড়ি; ঃ 'পাকা' রাস্তা।] অকালপক্ব, ডেঁপো। [ঃ 'পাকা' ছেলে।] **পাকাকথা** — আলোচনাদির পর নিশ্চিত অঙ্গীকার। **পাকা করা** — দৃঢ় করা, সুনির্দিষ্ট করা। চুন সুরকি সিমেণ্ট ইত্যাদি দিয়া মজবুত করা। **পাকা খাতা** — হিসাবের যে খাতা পরিবর্তিত হয় না, স্থায়ী খাতা। **পাকা ঘুঁটি** — ছকের সর্বোচ্চ ঘরে উঠিয়াছে বা উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন ঘুঁটি। **পাকা দলিল** — আদালতের অনুমোদন পাইবার উপযুক্ত স্থায়ী দলিল। **পাকাদেখা** — বর-কন্যাকে শেষবার দেখিয়া আশীর্বাদ ও বিবাহ স্থির করণ। **পাকা ফলার** — লুচি মিষ্ট ইত্যাদি সহযোগে ফলার। **পাকা ধানে মই দেওয়া** — অনিষ্ট করা। **এঁচোড়ে পাকা** — অকালপক্ব, ডেঁপো। **কাঁচাপাকা** — আংশিকভাবে পাকা।

পাকাটি — পাটগাছের কাঠি।

পাকাটে — ণ. পাকামি সূচক, রোগা ও

শ্রীহীন। [ঃ 'পাকাটে' চেহারা।]
পাকানো — ক্রি. পক্ক করা। [ঃ 'কাঁটাল' পাকানো।] (ব্যঙ্গার্থে) রাঁধা। পরিণত করা। [ঃ ফোড়া 'পাকানো'।] ণ. পক্ক করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পাকানো' আম।] পাকাইতে পারে এমন। [ঃ কাঁটাল-'পাকানো' গরম।]
পাকানো — ক্রি. পাক দেওয়া। [ঃ 'দড়ি' পাকানো।] গোল করা। [ঃ গুলী 'পাকানো'।] জটিল করা। [ঃ 'জট' পাকানো।] একত্রিত হইয়া জটিল অবস্থা সৃষ্টি করা। [ঃ দল 'পাকানো'; ঃ জটলা 'পাকানো'।] ণ. পাক দেওয়া হইয়াছে এমন। গোল করা হইয়াছে এমন। জটিল করা হইয়াছে এমন।
পাকাপাকি — সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা হইয়াছে এমন।
পাকামি, পাকামো — জেঠামি, ডেঁপোমি।
পাঁকাল — পাঁকে থাকে এমন একরকম মাছ।
পাকাশয় — পাকস্থলী।
পাকিস্তান, পাকিস্থান — (মূল অর্থ—পবিত্রদের স্থান) ভারতবর্ষের মুসলমান-প্রধান অংশ যাহা পৃথক রাষ্ট্ররূপে গণ্য হইয়াছে। (পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান।) **পাকিস্তানী, পাকিস্থানী** — পাকিস্তান সংক্রান্ত। পাকিস্তানের অধিবাসী।
পাকী — যে ওজনে আশী তোলায় বা তাহার বেশীতে সের হয়।
পাঁকুই — আঙুলের হাজা রোগ।
পাকুড় — অশ্বত্থ জাতীয় একরকম গাছ।
পাক্কা — ঠিক, বেশীও নহে কমও নহে। [ঃ 'পাক্কা' এক ঘণ্টা।]
পাক্ষিক — পক্ষ সংক্রান্ত। যাহা মাসে দুইবার বা পনেরো দিনে একবার হয়। [ঃ 'পাক্ষিক' সভা; ঃ 'পাক্ষিক' পত্রিকা।]
পাখতুন — পাঠান। **পাখতুনিস্তান, পাখতুনিস্থান**—পাখতুনদের বাসস্থান।
পাখনা — পাখা, ডানা।
পাখলা — ক্রি. (গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রক্ষালন করা, ধোয়া।
পাখসাট — ডানার ঝাপটা।
পাখা — ডানা, পক্ষ। পালক। ব্যজনী, বাতাস করার যন্ত্র। [সং. পক্ষ।] **পাখা উঠা** — ডানা গজানো। **পিঁপড়ার পাখা উঠা** — ক্ষমতার অতিরিক্ত দম্ভ বা বাড়াবাড়ি করা যাহার ফলে ক্ষতি হয়। **পাখা করা** — পাখা দিয়া বাতাস করা।
পাখাল — ণ. (গ্রাম্য প্রয়োগ) ধোয়া, প্রক্ষালিত। [ঃ 'পাখাল' ভাত।]
পাখি, পাখী — ডানা ও পালক আছে এমন প্রাণী, পক্ষী। খড়খড়ির টুকরা কাঠ। চাকার শিক বা দণ্ড যাহা বেড় ও নাইয়ের মধ্যে সংযুক্ত থাকে, spoke. [সং. পক্ষিন্।]
পাখোয়াজ — একরকম ঢোলজাতীয় বাদ্য-যন্ত্র। ণ. (কথ্য প্রয়োগ) অকালপক্ক, ডেঁপো। [ঃ 'পাখোয়াজ' ছেলে।] [ফা. পখবাজ।] **পাখোয়াজী** — যে পাখোয়াজ বাজায়। পাখোয়াজের মতো। [ঃ 'পাখোয়াজী' গলা।]
পাগ, পাগড়ি — মাথায় জড়ানো কাপড়। [সং. প্রগ্রহ।] **পাগড়িওয়ালা** — যাহার মাথায় পাগড়ি আছে।
পাগল — উন্মাদ, খেপা, মাথা-খারাপ। আত্মহারা। অতিশয় উৎসাহিত। অস্থির। অবুঝ। [সং.] স্ত্রী. — **পাগলিনী**।
পাগলা — (তুচ্ছার্থে বা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে) পাগল। (আদরে) অবুঝ, অবোধ। স্ত্রী. — **পাগলী**। **পাগলাটে** — প্রায় পাগল, পাগলের মতো, ছিটি-

গ্রস্ত, খেপাটে। **পাগলামি, পাগলামো** — পাগলের মতো ভাব বা আচরণ, খেপামি।

পাঙ্‌ক্তেয় — এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য, এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া যাহার সহিত আহারাদি করা চলে এমন।

পাঙাশ, পাংগাশ — একরকম মাছ। ণ. ফ্যাকাশে, পাংশুবর্ণ।

পাঁচ — চারের পরবর্তী সংখ্যা, ৫। [সং. পঞ্চ।] **পাঁচকথা** — তিরস্কার, মন্দকথা। [ঃ 'পাঁচকথা' শোনাবে।] **পাঁচজন** — বিভিন্ন লোক। [ঃ যদি 'পাঁচজনে' বলে।] **পাঁচনরী** — পাঁচটি লহর আছে এমন হার। **পাঁচফোড়ন** — জিরা কালোজিরা মেথি মৌরী ও রাঁধনী, রান্নার এই পাঁচরকম মসলা। **পাঁচ-মিশালী** — যাহাতে নানারকম জিনিস মিশ্রিত হইয়াছে এমন। **পাঁচরকম** — — নানারকম। [ঃ 'পাঁচরকম' লোক।] **সাতপাঁচ** — নানারকম চিন্তা।

পাঁচই — মাসের পাঁচ তারিখ বা তারিখে।

পাচক — যে রাঁধে। যাহা হজম করায়, হজমী। **পাচকরস** — পাকস্থলীর ভিতরের একরকম রস যাহা হজম করায়, gastric juice.

পাঁচড়া — একরকম চর্মরোগ, খোস।

পাচন — হজমী, পাচক। পাঁচন। **পাচনযন্ত্র** — পরিপাক-যন্ত্র, digestive organ.

পাঁচন — পাঁচরকম গাছগাছড়া সিদ্ধ করিয়া তৈয়ারী ঔষধ।

পাচনবাড়ি, পাচনি, পাচনী — গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি।

পাঁচালি, পাঁচালী — একরকম গীতিকাব্য যাহাতে প্রধানতঃ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। [সং. পঞ্চালিকা।]

পাচার — গোপনে অপসারণ। [ঃ মাল 'পাচার' করা।] সাবাড়।

পাচিকা — স্ত্রী. পাচক, রন্ধনকারিণী। রন্ধন করা যে মেয়ের পেশা।

পাঁচিল — প্রাচীর।

পাচ্য — পরিপাকযোগ্য। রন্ধনযোগ্য।

পাছড়ানো — ক্রি. কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া। ণ. ঐভাবে ঝাড়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'পাছড়ানো' চাউল।]

পাছা — পশ্চাদ্দেশ, নিতম্ব। **পাছাপেড়ে** — যাহার তিনটি পাড়ের একটি পাড় পাছার উপর দিয়া যায় এমন। [ঃ 'পাছাপেড়ে' শাড়ি।]

পাছু — পশ্চাৎ, পিছন দিক। [ঃ 'পাছু' হাঁটা।] **পাছু ডাকা** — পিছন হইতে কাহাকেও ডাকা। **পাছু লওয়া বা নেওয়া** — অনুসরণ করা, পিছনে পিছনে যাওয়া। **পাছু লাগা** — বিরক্ত করা। **আগুপাছু** — অগ্রপশ্চাৎ।

পাছে — 'যদি' বা 'এই ভয়ে' অর্থে বাক্যের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'পাছে' সে আসে; ঃ 'পাছে' তুমি রাগ কর।]

পাঁজ — বাতির মতো করিয়া পাকানো তুলা যাহা হইতে সুতা কাটা হয়। [সং. পঞ্জি।]

পাঁজর, পাঁজরা — বুকের ও পাশের হাড়, পঞ্জর। [সং. পঞ্জর।]

পাঁজা — পুড়াইবার জন্য ইটের স্তূপ। ইট পুড়াইবার জায়গা। [ফা. পজাৱা।]

পাঁজা — দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন। [ফা. পঞ্জহ্‌।] **পাঁজা-কোলা** — কোনও লোককে তুলিবার জন্য তাহার কাঁধ বা পিঠ এবং উরুর নিচে হাত দিয়া ধরা হইয়াছে এমন, কোল ও পাঞ্জা বা করতলের সাহায্যে উত্তোলিত। [ঃ 'পাঁজাকোলা' করা।]

পাজামা — ('পায়জামা' দেখ।)

পাজি, পাজী — নচ্ছার, দুষ্ট। দুষ্ট ব্যক্তি।

[ফা.] **পাজির পা-ঝাড়া** — অতিশয় পাজী।

পাঁজি, পাঁজী — পঞ্জিকা, তারিখ তিথি ইত্যাদির বিবরণযুক্ত বই। [সং. পঞ্জী।]

পাঞ্চজন্য — (পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থি হইতে নির্মিত) শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত শংখ। **পাঞ্চজন্যধারী** — শ্রীকৃষ্ণ।

পাঞ্চভৌতিক — পঞ্চভূত সংক্রান্ত। পঞ্চভূত হইতে জাত বা উৎপন্ন।

পাঞ্চাল — পঞ্চাল। পঞ্চাল দেশ সংক্রান্ত। পঞ্চালদেশবাসী। **পাঞ্চালদুহিতা, পাঞ্চাল-নন্দিনী, পাঞ্চালী** — পঞ্চালদেশের রাজকন্যা দ্রৌপদী।

পাঞ্জা — করতল, থাবা। [ঃ 'পাঞ্জার' জোর।] সীলমোহর বা স্বাক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত করতলের ছাপ। [ঃ বাদশাহী 'পাঞ্জা'।] [ফা. পঞ্জহ্।] **পাঞ্জা কষা, পাঞ্জা লড়া** — পরস্পরের করতলে চাপ দিয়া শক্তি পরীক্ষা করা।

পাঞ্জা — ('পঞ্জা' দেখ।)

পাঞ্জাব—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্চনদ। **পূর্ব পাঞ্জাব** — ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে পাঞ্জাবের যে অংশ ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িয়াছে। **পশ্চিম পাঞ্জাব** — পাঞ্জাবের যে অংশ পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে।

পাঞ্জাবি — একরকম ঢিলা কলারহীন জামা।

পাঞ্জাবী — পাঞ্জাবের অধিবাসী।

পাট — একরকম গাছ যাহার আঁশ হইতে দড়ি চট ইত্যাদি হয়। [ঃ 'পাটের' চাষ।] ঐ গাছের চুলের মতো আঁশ। [ঃ 'পাটের' দড়ি।] পাটের বীজ। [ঃ 'পাট' বোনা।] রেশম, পট্ট। [ঃ 'পাটের' শাড়ি।] ভাঁজ, স্তর। [ঃ জামার 'পাট' খোলা।] ধাপ। পাটা, তক্তা। [ঃ ধোপার 'পাট'; ঃ কপাটের 'পাট'।] পিঁড়ি। বসিবার আসন। সিংহাসন। [ঃ রাজ-'পাট'; ঃ 'পাট'-রানী।] অস্তাচল। [ঃ সূর্য তখন 'পাটে' নামে।] তীর্থস্থান। [ঃ শ্রী-'পাট' নবদ্বীপ।] [সং. পট্ট।] **পাটরানী** — প্রধানা রানী, পট্টমহিষী (যাঁহার সিংহাসনে বসিবার অধিকার আছে)।

পাট — পারিপাট্যসাধন। ব্যবস্থা, চলন। [ঃ বাড়িতে চায়ের 'পাট' নাই; ঃ বাড়িতে পড়ার 'পাট' নাই; ঃ 'পাট' তোলা।] নিত্যকর্ম। [ঃ ঘরের 'পাট' সারা।] [সং. পাটি।]

পাট — পাতকুয়ার ভিতরের পোড়ামাটির ঘের। পাড়। [সং. পাটক।]

পাঁট — ('পাঁইট' দেখ।)

পাটকিলা, পাটকিলে — পাটকেল বা ইটের মতো রং বা রঙের, ফিকে লাল।

পাটকেল — ইটের টুকরা।

পাটন — নগর। জনবসতি। [সং. পট্টন।]

পাটনা — বিহারের প্রধান নগর ও জেলা। **পাটনাই** — পাটনায় উৎপন্ন। [ঃ 'পাটনাই' হলুদ।]

পাটনী, পাটুনী — খেয়াঘাটের মাঝী।

পাটল — ণ. পাটকিলে। গোলাপী। বি. পারুল ফুল ও গাছ।

পাটলিপুত্র — পাটনার প্রাচীন নাম, প্রাচীন মগধের বিখ্যাত রাজধানী।

পাটা — তক্তা, চওড়া শক্ত পিঁড়ির মতো জিনিস। [সং. পট্টক।] **বুকের পাটা** — বুকের বিস্তার ও দৃঢ়তা। সাহস।

পাটাতন — কাঠের মেঝে বা মঞ্চ। নৌকা বা জাহাজের কাঠের মেঝে, ডেক।

পাটালি — শুকনা শক্ত জমানো গুড়।

পাটি — সারি, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি। [ঃ

দাঁতের 'পাটি'।]
পাটি — জোড়ার একটি। [ঃ এক 'পাটি' জুতা।]
পাটি — মাদুর।
পাটিগণিত — ('পাটীগণিত' দেখ।)
পাটিসাপটা — ক্ষীরের পুর দেওয়া একরকম পিঠা।
পাটীগণিত — অঙ্ক দ্বারা সংখ্যানিরূপক গণিত, arithmetic.
পাটুনী — ('পাটনী' দেখ।)
পাটেশ্বরী — পাটরানী।
পাটোয়ার, পাটোয়ারী—বি. খাজনা আদায়কারী কর্মচারী। যে হার ইত্যাদি গহনা গাঁথে। ণ. **পাটোয়ারী** — খুব হিসাবী। পাটোয়ারের উপযুক্ত, কূটকৌশলী। [ঃ 'পাটোয়ারী' বুদ্ধি।]
পাট্টা — জমির অধিকার বিষয়ক দলিল। পাট, ভাঁজ, কাপড়ের জোড়। [ঃ দো-'পাট্টা'।] [সং. পট্টক।] **পাট্টা-কবুলিয়ত** — জমিদারের পক্ষ হইতে প্রদত্ত পাট্টা এবং প্রজার পক্ষ হইতে প্রদত্ত কবুলিয়ত বা স্বীকারপত্র। **পাট্টাদার** — যে পাট্টা করিয়া জমি খাজনায় লয়।
পাঠ — পড়া, পঠন। উচ্চস্বরে পড়া, আবৃত্তি। পড়ার বিষয় বা বিষয়ের ভাগ। [ঃ প্রথম 'পাঠ'।] রচনার বিভিন্ন রূপ। [ঃ 'পাঠান্তর'।] চিঠির আরম্ভিক সম্ভাষণ। [সং.] **পাঠক** — যে পড়ে। যে আবৃত্তি করে। পুরাণ-পাঠক। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ। স্ত্রী. — **পাঠিকা**। **পাঠগৃহ** — পড়ার ঘর। **পাঠগ্রহণ** — শিক্ষালাভ। [ঃ শিক্ষকের নিকট 'পাঠগ্রহণ'।] **পাঠচক্র** — পড়িবার জন্য মিলনসভা, পাঠকদের সঙ্ঘ। [ঃ রবীন্দ্র 'পাঠচক্র'।] **পাঠন** — পড়ানো, অধ্যাপনা, শিক্ষাদান। [ঃ পঠন-'পাঠন'।] **পাঠনিবিষ্ট** — পড়ায় মগ্ন। স্ত্রী. — **পাঠনিবিষ্টা**। **পাঠনিরত, পাঠরত** — পড়ায় নিযুক্ত। স্ত্রী. — **পাঠনিরতা, পাঠরতা**। **পাঠশালা** — যেখানে পড়ানো হয়, বিদ্যালয়। [ঃ মহাকালী 'পাঠশালা'।] প্রাথমিক বিদ্যালয়। [ঃ 'পাঠশালার' পড়া শেষ।] **পাঠসূচী** — বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়াইবার উপযোগী নির্দিষ্ট বিষয়, syllabus.
পাঁঠা — পুরুষ ছাগল। স্ত্রী. — **পাঁঠী**।
পাঠান — পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি মুসলমান জাতি। মোগলগণের আগমনের পূর্বে যে মুসলমানগণ ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তুর্কী আফগান ইত্যাদি। স্ত্রী. — **পাঠানী**।
পাঠানো — ক্রি. প্রেরণ করা। [ঃ চিঠি 'পাঠানো'।] লোক পাঠাইয়া করা। [ঃ ডাকিয়া 'পাঠানো'; ঃ 'বলিয়া' পাঠানো।] ণ. প্রেরিত। বি. প্রেরণ।
পাঠান্তর — লিখিত বিষয়ের ভিন্ন রূপ।
পাঠাভ্যাস — পড়িয়া আয়ত্ত করণ। মুখস্থ করণ।
পাঠার্থী — যে পড়িতে চায়, বিদ্যার্থী, ছাত্র। [সং. পাঠার্থিন্।] স্ত্রী. — **পাঠার্থিনী**।
পাঠিকা — স্ত্রী পাঠক।
পাঠী — যে পড়ে। [সং. পাঠিন্।] স্ত্রী. — **পাঠিনী**।
পাঁঠী — ('পাঁঠা' দেখ।)
পাঠ্য — পড়িবার যোগ্য। বিদ্যালয় ইত্যাদিতে পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট। [ঃ 'পাঠ্য' পুস্তক।] **পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী** — ('পাঠসূচী' দেখ।)
পাঠ্যাবস্থা — পঠদ্দশা, ছাত্রাবস্থা।
পাড় — নদী পুকুর খাল ইত্যাদির কিনারা। কাপড়ের রঙিন ধার বা কিনারা। [ঃ লাল 'পাড়'।] [সং.

পাটক।]

পাড় — খুঁটির মাথায় লম্বা কাঠ বাঁশ ইত্যাদি যাহার উপর ঘরের চাল থাকে।

পাড় — (ঢেঁকিতে) পায়ের প্রবল আঘাত বা চাপ। [ঃ 'পাড়' দেওয়া।] ঐরূপ আঘাত বা চাপের ফলে (ঢেঁকির) পতন। [ঃ 'পাড়' পড়া।] [সং. পাত।]

পাঁড় — (নিন্দার্থে) পাকা, ঘোর। [ঃ 'পাঁড়' মাতাল।] [সং. পণ্ড।]

পাড়া — পাশাপাশি বাস করে এমন কতকগুলি পরিবার, পল্লী, মহল্লা। [ঃ বামুন 'পাড়া'।] **পাড়াকুঁদুলী** — যে মেয়ে পাড়ায় ঘুরিয়া ঝগড়া করে। **পাড়াগাঁ** — অনুন্নত গ্রাম, পল্লীগ্রাম। ণ. **পাড়াগেঁয়ে** — পাড়াগাঁর, পাড়াগাঁর উপযুক্ত। **পাড়াপড়শী** — প্রতিবেশী, পাড়ার লোক। **পাড়া মাথায় করা** — চীৎকার বা কান্নার শব্দে পাড়ার লোককে বিরক্ত করা।

পাড়া — ক্রি. স্থানচ্যুত বা বৃন্তচ্যুত করিয়া নামানো, নিচে নামানো, পাতিত করা। [ঃ ফল 'পাড়া'।] ভূমিষ্ঠ করা। [ঃ 'ডিম' পাড়া।] পাতা, প্রসারিত করা। [ঃ বিছানা 'পাড়া'।] উত্থাপন করা। [ঃ কথা 'পাড়া'।] হাঁকিয়া বলা। [ঃ ডাক 'পাড়া'; ঃ হাঁক 'পাড়া'; ঃ গালি 'পাড়া'।] ক্রমাগত বকা। [ঃ পচাল 'পাড়া'।] ভূপাতিত করা। ণ. ও বি. ঐ অর্থে। **পাত পাড়া** — পাতা মেলিয়া খাইতে বসা, খাওয়া। [ঃ ওদের বাড়ি কেউ 'পাত পাড়ে' না।]

পাড়ানো — ক্রি. অপরকে দিয়া পাড়া। [ঃ আম 'পাড়ানো'; ঃ কথা 'পাড়ানো'।] ণ. ও বি. ঐ অর্থে। **ঘুম পাড়ানো** — ঘুমের উদ্রেক করানো, সুপ্ত করানো।

পাড়ি — এক পার হইতে অন্য পারে গমন। এক পার হইতে অন্য পারে গমন-পথ। [ঃ লম্বা 'পাড়ি'।] **পাড়ি জমানো** — পার হওয়া। **পাড়ি দেওয়া** — এক পার হইতে অন্য পারে যাওয়া।

পাঁড়ে — ('পাণ্ডে' দেখ।)

পাণি — হাত। [সং.] **পাণিগ্রহণ** — বিবাহ। **পাণিপীড়ন** — বিবাহ।

পাণিনি — 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের বিখ্যাত রচয়িতা।

পাণ্ডব — পাণ্ডুর পুত্র, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব। **পাণ্ডববর্জিত** — অত্যন্ত মন্দ স্থান বা অঞ্চল যাহা পাণ্ডবরা জয় করেন নাই বা যেখানে পাণ্ডবরা যান নাই। **পাণ্ডবসখ, পাণ্ডবসখা, পাণ্ডবসারথি** — শ্রীকৃষ্ণ। ণ. **পাণ্ডবীয়** — পাণ্ডবের, পাণ্ডব সংক্রান্ত।

পাণ্ডা — তীর্থস্থানের পুজারী ও তাহার অনুচর। (নিন্দায়) দলের কর্তা, প্রধান কর্মকর্তা, চাঁই।

পাণ্ডিত্য — পড়াশুনা, বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান।

পাণ্ডু — মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদির পিতা। [সং.]

পাণ্ডু — ফ্যাকাশে রং। একরকম রোগ যাহাতে গায়ের রং হলদে ফ্যাকাশে হয়, ন্যাবা, jaundice. **পাণ্ডুবর্ণ** — হলদে-সাদাটে রঙের বা রং। ফ্যাকাশে। **পাণ্ডুর** — বিবর্ণ, ফ্যাকাশে।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ — হাতে লেখা কাগজ, manuscript. [ঃ পুস্তকের 'পাণ্ডুলিপি'।] প্রাথমিক রচনা, খসড়া, মুসাবিদা। [ঃ আইনের 'পাণ্ডুলিপি'।] [সং.]

পাণ্ডে — হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। [সং. পণ্ডিত।]

পাণ্ড্য — দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন রাজ্য (বর্তমান মাদুরা ও তিনেভেল্লি)। ঐ রাজ্যের অধিবাসী।

পাত — পড়া, পতন। [ঃ বৃষ্টি-'পাত'।] স্রাব, ক্ষরণ। [ঃ রক্ত-'পাত'।] বিনাশ, ক্ষয়, নিপাত। [ঃ শত্রু-'পাত'; ঃ দেহ-'পাত'।] প্রয়োগ, স্থাপন। [ঃ দৃষ্টি-'পাত'; পদ-'পাত'।] স্খলন। [ঃ গর্ভ-'পাত'।] [সং.]

পাত — পাতা। [ঃ কলা-'পাত'।] আহারের সময়ে খাদ্য রাখিবার জন্য ব্যবহার্য পাতা থালা ইত্যাদি। [ঃ 'পাতে' দেওয়া।] আহারের জন্য ঠাঁই। [ঃ 'পাত' করা।] ধাতু ইত্যাদির পাতলা চওড়া টুকরা। [ঃ সোনার 'পাত'।] [সং. পত্র।] **পাত উঠা** — খাওয়া বন্ধ হওয়া, অন্ন উঠা। [ঃ এখানে তার 'পাত' উঠল।] **পাতচাটা** — উচ্ছিষ্ট-ভোজী, হীন পরান্নভোজী। **পাততাড়ি** — লিখিবার জন্য পাতার গোছা। **পাততাড়ি গুটানো** — চলিয়া যাইবার জন্য জিনিসপত্র গুছানো। পাট তোলা। **পাত পড়া** — আহারের ব্যবস্থা হওয়া। [ঃ দুবেলা ত্রিশজনের 'পাত পড়ে'।] **পাত পাড়া** — আহারের আশায় পাতা মেলা।

পাতক — পাপ। [সং.] **পাতকী** — পাপী। [সং. পাতকিন্।] স্ত্রী. — **পাতকিনী**।

পাতকুয়া, পাতকুয়ো, পাতকুয়া — ছোট কূপ।

পাতঞ্জল — পতঞ্জলি রচিত। [ঃ 'পাতঞ্জল' দর্শন।]

পাতন—পতিত করণ। চুয়ানো, ক্ষরিত করণ, পরিস্রুত করণ, distillation. **পাতন-যন্ত্র** — পরিস্রুত করিবার যন্ত্র, বকযন্ত্র।

পাতলা — পুরু নহে এমন। [ঃ 'পাতলা' কাগজ।] ঘন নহে এমন। [ঃ 'পাতলা' দুধ।] স্থূল বা মোটা নহে এমন, রোগা। [ঃ 'পাতলা' চেহারা।] অত্যন্ত পাশাপশি সন্নিবিষ্ট নহে এমন নিবিড় নহে এমন। [ঃ 'পাতলা' চুল।] ঈষৎ, লঘু। [ঃ 'পাতলা' ঘুম।] **কানপাতলা** — যে শোনা কথা সহজে বিশ্বাস করে। [ঃ 'কানপাতলা' লোক।]

পাতলুন — পায়জামা, পেণ্টুলুন। [ই pantaloons.]

পাতশা, পাতশাহ্ — ('বাদশাহ্' দেখ।)

পাতা — পত্র, পল্লব, পাত। [ঃ গাছের 'পাতা'।] চোখের উপরের আবরণ ত্বক্, পলক। [ঃ চোখের 'পাতা'।] বইয়ের দুই পৃষ্ঠা। [ঃ বইয়ের ছেঁড় 'পাতা'।] খাইবার জন্য পাতার পাত বা খাইবার ঠাঁই, পাত। [ঃ 'পাতা হওয়া।] [সং. পত্র।] **পাতা করা** **পাতা পাড়া** — ('পাত' দেখ।) **পাত কাটা** — কেশবিন্যাসের সময়ে পাতার মতো করিয়া চুল ফাঁপানো। **পায়ের পাতা** — পদতল। **পাতাচাপা কপাল** — যে ভাগ্যে দুঃখ স্বল্পস্থায়ী হয়। (তুঃ 'পাথরচাপা কপাল'।)

পাতা — ক্রি. মেলা, বিছানো, বিস্তৃত করা [ঃ বিছানা 'পাতা'; ঃ আসন 'পাতা'।] গ্রহণের জন্য প্রসারিত করা। [ঃ হাত 'পাতা'; ঃ কোঁচড় 'পাতা'।] স্থাপন করা, রাখা, গুছাইয়া রাখা। [ঃ দোকান 'পাতা'; ঃ সংসার 'পাতা'।] **আড়ি পাতা** — লুকাইয়া শোনা। **ওত পাতা** — লুকাইয়া প্রতীক্ষায় থাকা। **কান পাতা** — শুনিবার আগ্রহে বা চেষ্টায় কান সজাগ করা। **খড়ি পাতা** — অতীত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি গণিবার জন্য খড়ি দিয়া দাগ কাটা। **ঘাড় পাতা** — দায়িত্ব শাস্তি ইত্যাদি স্বেচ্ছায় লওয়া। **জানু পাতা** — দীনতা প্রকাশের জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসা। **জাল পাতা** — ফাঁদ পাতা, বিপদে ফেলিবার জন্য চক্রান্ত করা। **দই**

পাতা — জমাট করিবার জন্য দুধে দম্বল দিয়া রাখা। **পিঠ পাতা** — স্বেচ্ছায় বিনা প্রতিবাদে প্রহার বা লাঞ্ছনা সহ্য করা। **বুক পাতা** — সাহসের সহিত শোক দুঃখ বা আঘাত গ্রহণ করা। **মাথা পাতা** — সসম্মানে স্বীকার করা, শিরোধার্য করা। দায়িত্ব গ্রহণ করা। **সংসার পাতা** — বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য আয়োজন করা। **হাত পাতা** — চাওয়া। ভিক্ষা করা। সাহায্য চাওয়া।

পাতানো — ক্রি. অপরকে দিয়া পাতা। [ঃ বিছানা 'পাতানো'।] কুটুম্বিতা না করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করা। [ঃ 'বোন' পাতানো; ঃ সই 'পাতানো'।] ণ. যাহার সহিত ঐভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এমন। [ঃ 'পাতানো' ভাই।]

পাতাল — পুরাণে বর্ণিত ত্রিলোকের একটি যাহা পৃথিবীর নীচে আছে মনে করা হয়। [ঃ স্বর্গ-মর্ত্য-'পাতাল'।] ভূগর্ভ, মাটির নিচেকার স্থান। [ঃ সীতার 'পাতাল'-প্রবেশ।] [সং.] **পাতাল গঙ্গা** — পুরাণে বর্ণিত পাতালে প্রবাহিত নদী, ভোগবতী। **পাতালপুরী** — ভূগর্ভস্থিত কাল্পনিক নগর বা প্রাসাদ। **পাতালফোঁড়** — মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এমন।

পাতি- — ছোট বা নিকৃষ্ট শ্রেণী বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পাতি'-হাঁস; ঃ 'পাতি'-লেবু; ঃ 'পাতি'-নেড়ে।]

পাতি, পাঁতি — পঙ্‌তি, শ্রেণী, সারি। [ঃ মুক্তার 'পাঁতি'।] [সং. পঙ্‌ক্তি।] **পাতি পাতি** — তন্ন তন্ন। [ঃ 'পাতি পাতি' ক'রে খোঁজা।]

পাতিত — ণ. পতিত করা বা নিম্নে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এমন। (রসায়নে) পরিস্রুত, চুয়ানো, distilled. বি. পাতিত্য — পতিত বা সমাজচ্যুত অবস্থা।

পাতিব্রত্য — পতির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা, পতিব্রতার ভাব।

পাতিল — হাঁড়ি, তিজেল।

পাতী — পতনশীল, যাহা পড়ে। [ঃ অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃ-'পাতী'।] ভুক্ত, ভিতরে রহিয়াছে এমন। [ঃ অন্তঃ-'পাতী'।] শীতকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে এমন, deciduous. [সং. পাতিন্।]

পাত্তর — (কথ্যরূপ) পাত্র।

পাত্তা — খোঁজ, সন্ধান, উদ্দেশ। [ঃ [ঃ 'পাত্তা' পাওয়া।] আমল, গ্রাহ্য করার ভাব। [ঃ 'পাত্তা' দেয় না।] [হি. পতা।]

পাত্র — যাহাতে রাখা যায় এমন জিনিস, আধার। [ঃ ভোজন 'পাত্র'।] যাহার উপর স্থাপন করা যায় এমন ব্যক্তি। [ঃ প্রেমের 'পাত্র'; ঃ বিশ্বাসের 'পাত্র'; ঃ ঘৃণার 'পাত্র'।] ব্যক্তি। [ঃ যোগ্য 'পাত্র'; ঃ ছাড়িবার 'পাত্র'।] যোগ্য ব্যক্তি। [ঃ 'পাত্রাপাত্র'।] কন্যা দানের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি, বর। মন্ত্রী, পারিষদ। [ঃ 'পাত্র'-মিত্র।] নাটকে বা গল্পে বর্ণিত ব্যক্তি। [সং.] স্ত্রী. — **পাত্রী**। **পাত্রপক্ষ** — বরের তরফ, বরের পক্ষের লোক। **পাত্রস্থ, পাত্রস্থা** — বরের হস্তে সমর্পিতা, বিবাহ দেওয়া হইয়াছে এমন (কন্যা)। [ঃ মেয়ে 'পাত্রস্থ' করা।]

পাত্রাপাত্র — যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি। [ঃ 'পাত্রাপাত্র' বিচার।]

পাত্রী — ('পাত্র' দেখ।)

পাথর — পাষাণ, প্রস্তর, শিলা। মণি, রত্ন। [ঃ আংটির 'পাথর'।] **পাথরের** থালা বা বাটি। [সং. প্রস্তর।]

পাথরচাপা কপাল — যে ভাগ্য বা কপাল হইতে সহজে দুঃখ ঘোচে না। **পাথরকুচি** — একরকম অমসৃণ পাতাওয়ালা ছোট গাছ। পাথরের ছোট টুকরা।

পাথারি — ('পাথুরি' দেখ।)

পাথার — সমুদ্র, সাগর। [সং.]

পাথুরি — একরকম রোগ যাহাতে মূত্রাশয় বা পিত্তাশয়ে পাথরের মতো জিনিস জন্মে।

পাথেয়—বি. পথখরচ, পথের সম্বল, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। [ঃ 'পাথেয়' দশ টাকা; ঃ তোমার আশীর্বাদই আমার 'পাথেয়'।]

পাদ — পা, পদ, চরণ। শ্লোকের চরণ বা চতুর্থাংশ। [ঃ'পাদ'-পূরণ।] চতুর্থাংশ। [ঃশতাব্দীর শেষ 'পাদ'।] সম্মানসূচক শব্দ। [ঃ প্রভু-'পাদ'; ঃ শ্রী-'পাদ'।] নিম্নবর্তী স্থান। [ঃ 'পাদ'-টীকা।] [সং.] **পাদচারণ, পাদচারণা** — 'পদচারণ' দেখ।) **পাদচারী** — ('পদচারী' দেখ।) **পাদটীকা** — পুস্তকের বা রচনার নিচে দেওয়া মন্তব্যাদি। **পাদদেশ**—নিম্নবর্তী স্থান। [ঃ পর্বতের 'পাদ-দেশে'।] **পাদপদ্ম** — পা রূপ পদ্ম, চরণকমল। **পাদপীঠ** — পা রাখিবার সিঁড়ি বা স্থান। **পাদপূরণ** — অবশিষ্ট চরণ রচনা করিয়া বা বলিয়া শ্লোক সম্পূর্ণ করণ। **পাদমূল** — চরণের নিম্নবর্তী বা নিকটবর্তী স্থান। মূলের নিকটবর্তী স্থান। [ঃ বৃক্ষের 'পাদমূলে'।] **পাদলেহন** — পা চাটা, হীনভাবে তোশামোদ। **পাদলেহী** — যে পা চাটে, হীন তোশামোদকারী। **পাদশৈল** — পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছোট পাহাড়।

পাদ — (অশিষ্ট প্রয়োগে) পায়ুপথে নিঃসৃত বায়ু, বাতকর্ম।

পাদপ — (পা দিয়া যে পান করে) গাছ, বৃক্ষ। **পাদপহীন** — বৃক্ষশূন্য, গাছহীন।

পাদরি, পাদরী — খৃীষ্টান ধর্মযাজক। [পো. padre.]

পাদা — ক্রি. (অশিষ্ট প্রয়োগ) বাতকর্ম করা।

পাঁদাড় — বাড়ির পিছনের নোংরা জায়গা।

পাদান, পাদানি — যাহাতে পা দিয়া গাড়ি ইত্যাদিতে উঠিতে হয়।

পাদুকা — জুতা। [সং.]

পাদোদক — পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া বা পা-ছোঁয়া জল।

পাদোন — এক পাদ বা সিকি কম, পৌনে।

পাদ্য — পা ধুইবার জল। [ঃ 'পাদ্য'-অর্ঘ্য।]

পান—তরল বা বায়ব জিনিস গলাধঃকরণ। [ঃ দুগ্ধ-'পান'; ঃ ধূম-'পান'।] যাহা পান করা হয়, পানীয় দ্রব্য। [ঃ অন্ন-'পান'।] [সং.] **পান করা** — (জল দুধ ইত্যাদি) খাওয়া। ধূম গলাধঃকরণ করা। **পানদোষ** — মদ্যপানের কদভ্যাস। **পানপাত্র** — তরল জিনিস খাইবার পাত্র। মদের গেলাস।

পান — একরকম সুপরিচিত পাতা যাহা খয়ের সুপারি চুন ইত্যাদি দিয়া খাওয়া হয়। সুপারি চুন খয়ের ইত্যাদি দিয়া সাজা পান। [সং. পর্ণ।] **পান থেকে চুন খসা** — অতি সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া। **পান সাজা** — মসলাদি দিয়া পানের খিলি তৈয়ারি করা।

পান — ('পাইন' দেখ।) **পান-মরা** — ('পাইন-মরা' দেখ।)

পানই — (প্রাচীন প্রয়োগ) জুতা, খড়ম, পাদুকা। [সং. উপানহ্।]

পানকৌড়ি — একরকম পাখী যাহা জলে ডুবিয়া মাছ ধরে।

পানতুয়া — ঘিয়ে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া প্রস্তুত একরকম ছানার মিষ্টান্ন।

পানস — কাঁটাল সংক্রান্ত। কাঁটাল হইতে প্রস্তুত।

পানসি, পানশি — বেশী লম্বা ও কম চওড়া ছোট হালকা একরকম নৌকা। [ই. pinnace.]

পানসে — জ'লো, যাহার মিষ্টতা কম এমন।

পানা — শরবত। [ঃ মিছরির 'পানা'।] [সং. পানক।]

পানা — শেওলা জাতীয় একরকম জলজ উদ্ভিদ, একরকম জলজ গুল্ম। [সং. পর্ণ।]

-পানা — মতন, সদৃশ, তুল্য। [চাঁদ-'পানা' মুখ।]

পানাগার — যেখানে মদ বিক্রয় ও পান করা হয়, শুঁড়িখানা।

পানানো — ক্রি. গাভী ইত্যাদির বাঁট টানার ফলে দুধের উদ্রেক হওয়া।

পানালয় — ('পানাগার' দেখ।)

পানাসক্ত — মদ্যপানে আসক্ত, যে মদ খাইতে খুব ভালোবাসে। স্ত্রী. — **পানাসক্তা**। বি. — **পানাসক্তি**।

পানি — জল। [সং. পানীয়।] **পানি-তরাস** — নৌকার তলার প্রধান কাঠ। **পানিফল** — একরকম জলজ ফল ও তাহার গাছ। **পানিবসন্ত** — মারাত্মক নহে এমন একরকম বসন্ত, জলবসন্ত, chicken pox.

পানীয়—ণ. পানের উপযুক্ত। [ঃ 'পানীয়' জল।] বি. পান করা যায় এমন তরল জিনিস। [ঃ খাদ্য-'পানীয়'।]

পানে — অ. দিকে, প্রতি, অভিমুখে। [ঃ মুখের 'পানে' তাকাও; ঃ ওদিক 'পানে' যাও।]

পান্তা, পান্তাভাত — জলে ভিজানো বাসী ভাত। **পান্তা ভাতে ঘি** — অযথা উৎকৃষ্ট জিনিসের অপচয়।

পান্থ — পথিক। [সং.] **পান্থনিবাস** — পথিকদের থাকিবার স্থান, সরাই। **পান্থপাদপ** — একরকম গাছ যাহার গা কাটিলে পথিকদের পানের উপযোগী জল বাহির হয়। **পান্থশালা** — ('পান্থনিবাস' দেখ।)

পান্না — সবুজ রঙের একরকম মূল্যবান্ পাথর, মরকত।

পাপ — বি. ধর্মবিরুদ্ধ কাজ, ভগবানের নিকট অপরাধ। [ঃ 'পাপ'-পুণ্য।] অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বস্তু। [ঃ 'পাপ' জুটা; ঃ 'পাপ' বিদায় করা।] ণ. ধর্মবিরুদ্ধ, অন্যায়। [ঃ 'পাপ' কাজ।] ক্ষতিকর, দুষ্ট। [ঃ 'পাপ' বুদ্ধি।] অশুচি, অপবিত্র। [ঃ 'পাপ' দৃষ্টি; ঃ 'পাপ' চক্ষে।] [সং.] **পাপগ্রহ** — অশুভ গ্রহ, শনি মঙ্গল রাহু ইত্যাদি। **পাপঘ্ন** — পাপনাশক। **পাপনাশক** — যে বা যাহা পাপ দূর করে। **পাপহর** — যে বা যাহা পাপ হরণ করে, পাপ-নাশক।

পাপড়ি — ফুলের কোমল পাতার মতো অংশ, দল।

পাপর, পাঁপর — নিঃস্ব লোক যাহার মোকদ্দমা সরকারী খরচে হয়। [ই. pauper.]

পাঁপর — দালের সহিত ঈষৎ ক্ষার মিশাইয়া প্রস্তুত পাতলা রুটি যাহা ঘিয়ে বা তেলে ভাজিয়া খাইতে হয়।

পাপাচার — ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান, পাপ কাজ। যে ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করে, পাপাচারী। **পাপাচারী** — যে ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান বা কাজ করে। স্ত্রী. — **পাপাচারিণী**।

পাপাত্মা, পাপাশয় — অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি।

পাপাসক্ত — যে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বা অসৎ কাজ করিতে ভালোবাসে। স্ত্রী. — **পাপাসক্তা**। বি. — **পাপাসক্তি**।

পাপিয়া — কোকিলজাতীয় একরকম পাখী যাহা পিউ পিউ শব্দে ডাকে।

পাপিষ্ঠ — অত্যন্ত পাপী, মহাপাপী। স্ত্রী. — **পাপিষ্ঠা**।

পাপী — যে পাপ করে বা করিয়াছে। [সং. পাপিন্।] স্ত্রী. — **পাপিনী**।

পাপীয়সী — পাপিষ্ঠা, মহাপাপিনী।

পাপোশ — পায়ের ধুলো মুছিবার জন্য নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী খসখসে জিনিস। [ফা.]

পাব — দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ। [ঃ বাঁশের 'পাব'।] গাঁট। [সং. পর্ব।]

পাবক — যাহা পবিত্র করে, আগুন। [সং.]

পাবদা — একরকম ছোট আঁশহীন মাছ।

পাবন — বি. পবিত্র করণ, নিষ্পাপ করণ। ণ. যে পবিত্র বা নিষ্পাপ করে। [ঃ পতিত-'পাবন'।] স্ত্রী. **পাবনী** — পবিত্রকারিণী, নিষ্পাপকারিণী। [ঃ পতিত-'পাবনী' গঙ্গা।]

পাবনি — পবনের পুত্র, হনুমান।

পাবলিশার — পুস্তক-প্রকাশক। [ই. publisher.]

পাম — তাল জাতীয় গাছ। [ই. palm.]

পামর — পাপী, দুর্বৃত্ত। অধম, নীচ। [সং.] স্ত্রী. — **পামরী**।

পাম্প — জল তুলিবার বা হাওয়া ভরিবার যন্ত্র। [ই. pump.] **পাম্প করা** — যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস ভরা। যন্ত্রের সাহায্যে জল তোলা।

পায়খানা — মলত্যাগের ঘর। মলত্যাগ। [ঃ 'পায়খানা' করা।] [ফা.]

পায়চারি — ধীরে পা ফেলিয়া হা ভাবে ভ্রমণ, পদচারণ। [সং. পাদচারণ।]

পায়জামা — পাতলা কাপড়ের পাতলুন, পাজামা, ইজার। [ফা. পা-জামা।] **চুড়িদার পায়জামা** — যে পায়জামার পায়ের নিচের দিকের অংশ আঁটসাঁট থাকে।

পাঁয়তারা — কুস্তি ইত্যাদিতে পা ফেলিবার ভঙ্গী। কাজের আগে কৌশল প্রদর্শনের ভঙ্গীতে আস্ফালন।

পায়দল—পদব্রজে। পদব্রজ। [ঃ 'পায়দলে' যাব।] [হি. পৈদল।]

পায় পায়, পায়ে পায়ে — প্রতি পদে। [ঃ 'পায়ে পায়ে' বাধা।] এক এক পা করিয়া। [ঃ 'পায়ে পায়ে' চ'লে এলাম।]

পায়রা — পারাবত, কবুতর, কপোত। শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতীক। [সং. পারাবত।] **সুখের পায়রা** — বন্ধু-বান্ধব যাহারা সুখের দিনে আসিয়া জুটে এবং দুঃখের দিনে সরিয়া পড়ে। **পায়রাখোপ, পায়রাখুপী** — পায়রা থাকিবার জন্য খোপ বা ছোট ঘর। সংকীর্ণ আলোবাতাসহীন ঘর। **পায়রাটুঙি, পায়রাটুঙ্গী** — পায়রা থাকিবার জন্য তৈয়ারী উঁচু মাচা।

পায়স — দুধ চিনি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত চাউল সুজি ইত্যাদির তরল মিষ্ট খাদ্য, পরমান্ন। [সং.]

পায়া — চেয়ার টেবিল খাট ইত্যাদির নিচের খুঁটি। [সং. পাদ।]

পায়াভারি — উচ্চপদের জন্য দেমাক। ণ. **পায়াভারী** — উচ্চপদের জন্য গর্বিত।

-পায়ী — 'পান করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মদ্য-'পায়ী'।] [সং. পায়িন্।] স্ত্রী. — **-পায়িনী**।

পায়ু — মলদ্বার। [সং.]

পায়েস — ('পায়স' দেখ।)

পার — নদী ইত্যাদির তীর। [ঃ এ-'পার' থেকে ও-'পারে'।] এক তীর হইতে অন্য তীরে আগত। [ঃ নদী 'পার' হওয়া।] এক তীর হইতে অন্য তীরে নীত। [ঃ নদী 'পার' করা।] বিপদ হইতে নিষ্কৃতি। [ঃ 'পার' পাওয়া।] উদ্ধার। [ঃ দীনবন্ধু, 'পার' কর।] [সং.] **পারগামী** — অপর পারে যাইবে যাইতেছে বা যায় এমন। **পারঘাট, পারঘাটা** — এক পার হইতে অন্য পারে যাইবার জন্য ব্যবহার্য ঘাট।

পারংগম — পারদর্শী। [ঃ সর্বশাস্ত্র-'পারংগম'।] পারগামী।

পারক — যে পারে, সমর্থ। [ঃ অ-'পারক'।] [সং.] বি. — **পারকতা।**

পারঙ্গম — ('পারংগম' দেখ।)

পারণ — ব্রতের জন্য উপবাসের পর প্রথম ভোজন।

পারতন্ত্র্য — পরাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যের অভাব।

পারতপক্ষে — পারিলে, সাধ্য থাকিলে, ক্ষমতায় কুলাইলে, সম্ভবপর হইলে। [ঃ 'পারতপক্ষে' করি না।]

পারত্রিক — পরত্র বা পরলোক সংক্রান্ত, পারলৌকিক। [সং.]

পারদ — একরকম তরল ধাতু, পারা। **পারদঘটিত** — পারা হইতে উৎপন্ন, পারা সহযোগে প্রস্তুত।

পারদর্শিতা — বিচক্ষণতা, ভবিষ্যৎ বিবেচনার শক্তি। নৈপুণ্য, দক্ষতা। **পারদর্শী**—বিচক্ষণতা, ভবিষ্যৎ বিবেচনার শক্তি। নৈপুণ্য, দক্ষতা। **পারদর্শী** — বিচক্ষণ। নিপুণ। [সং. পারদর্শিন্।] স্ত্রী. — **পারদর্শিনী।**

পারদারিক — পরদার বা পরস্ত্রী সংক্রান্ত। বি. **পারদার্য** — পরস্ত্রীর সহিত যৌন মিলন।

পারমাণব, পারমাণবিক—পরমাণু সংক্রান্ত, atomic.

পারমার্থিক — পরমার্থ সংক্রান্ত, পারলৌকিক কল্যাণ বিষয়ক।

পারমিট — অনুমতিপত্র। [ই. permit.]

পারম্পর্য — ধারাবাহিকতা, ক্রমান্বয় ভাব। [ঃ 'পারম্পর্য' রক্ষা করা।] [সং.]

পারলৌকিক — ণ. পরলোক সংক্রান্ত, পারত্রিক। বি. — **পারলৌকিকতা।**

পারশ — পরিবেশনের জন্য ভাত ইত্যাদি বাহির করণ। পরিবেশন।

পারশীক — ('পারসিক' দেখ।)

পারশে — একরকম ছোট মাছ।

পারশ্য — ('পারস্য' দেখ।)

পারসিক — পারস্য দেশ সংক্রান্ত। পারস্য দেশবাসী, ইরানী। পারস্যের ভাষা।

পারসী — পারস্য দেশের ভাষা, **ফারসী।** ইরানী। পারস্য হইতে আগত জরথুস্ত্র-পন্থী ভারতবাসী।

পারসীক — ('পারসিক' দেখ।)

পারস্পরিক—পরস্পর সংক্রান্ত। পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত। [ঃ 'পারস্পরিক' চুক্তি।]

পারস্য—পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিমে ও আফগানিস্থনের দক্ষিণে অবস্থিত দেশ, ইরান।

পারা — একরকম তরল ধাতু, পারদ। [সং. পারদ।]

পারা — ক্রি. সমর্থ হওয়া, সক্ষম হওয়া। [ঃ পড়িতে 'পারা'।] অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া। [ঃ এখন যাইতে 'পার'।] প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হওয়া । [ঃ তোমার সংগে 'পারব' না।]

পারা — (কবিতায়) মতো, সদৃশ, ন্যায়। [ঃ পগল-'পারা'; ঃ পাগলের 'পারা'।]

[সং. প্রায়।]

পারানি — পার করিবার পারিশ্রমিক।

পারানো — ক্রি. পার হওয়া।

পারাবত — পায়রা, কপোত। [সং.]

পারাবার — সমুদ্র। [ঃ অকূল 'পারাবার'।]

পারাশর — পরাশরের পুত্র, ব্যাসদেব। পরাশর সংক্রান্ত। পরাশররচিত। [সং.]

পারিজাত — পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের বিখ্যাত ফুল ও তাহার গাছ। [সং.]

পারিতোষিক — পুরস্কার, বকশিশ। [সং.]

পারিপাট্য — সুশৃঙ্খলা, সুন্দর গোছালো ভাব। নৈপুণ্য। [সং.]

পারিপার্শ্বিক — পরিপার্শ্ব সংক্রান্ত, চারি-পাশের, চারিদিককার। [ঃ 'পারিপার্শ্বিক' অবস্থা।

পারিবেশিক — পরিবেশ সংক্রান্ত। [ঃ 'পারিবেশিক' প্রভাব।]

পারিভাষিক — পরিভাষা সংক্রান্ত।

পারিশ্রমিক — মজুরি, পরিশ্রমের মূল্য।

পারিষদ — বি. সভাসদ্, সভার সভ্য, সদস্য, অমাত্য। ণ. পরিষদ্ সংক্রান্ত।

পারুল — গোলাপী রঙের ঘণ্টার মতো দেখিতে একরকম সুগন্ধ ফুল ও তাহার গাছ।

পার্ট — অভিনয়ের ভূমিকা [ঃ রামচন্দ্রের 'পার্ট'।] ভূমিকায় অভিনয়। [ঃ রাম-চন্দ্রের 'পার্ট' করা।] [ই. part.]

পার্টি — দল। রাজনৈতিক দল। প্রীতি-ভোজ। [ঃ 'পার্টি' দেওয়া।] [ই. party.]

পার্টিশন — পৃথক করণ, বিভক্ত করণ। বিভক্ত করিবার জন্য বেড়া। [ঃ কাঠের 'পার্টিশন'।] [ই. partition.]

পার্ট্স্ — যন্ত্রাদির অংশ। [ঃ ঘড়ির 'পার্ট্স্'।] [ই. parts.]

পার্থ — (পৃথার বা কুন্তীর পুত্র) অর্জুন। **পার্থসারথি** — শ্রীকৃষ্ণ।

পার্থক্য — পৃথক অবস্থা, ভিন্নতা, প্রভেদ।

পার্থিব — পৃথিবী সংক্রান্ত, ইহলৌকিক, জাগতিক। [সং.] বি. — **পার্থিবতা।**

পার্বণ — চিরাচরিত উৎসব, পর্ব, পরব। অমাবস্যাদি পর্বদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ। **পার্বণী** — পর্ব উপলক্ষে দেয় বকশিশ।

পার্বত — ণ. পর্বত সংক্রান্ত। পর্বতময়। পর্বতে জাত। পর্বতবাসী। পর্বত হইতে উৎপন্ন। [সং.] স্ত্রী. — **পার্বতী**। বি. **পার্বতী** — পুরাণে বর্ণিত হিমালয় ও মেনকার কন্যা উমা।

পার্বত্য — পর্বতময়। [ঃ 'পার্বত্য' অঞ্চল।] পর্বতবাসী। [ঃ 'পার্বত্য' জাতি।] পর্বত হইতে উৎপন্ন। [ঃ 'পার্বত্য' নদী; ঃ 'পার্বত্য' ভেষজ।] ('পার্বত' দেখ।)

পার্লামেণ্ট — আইনসভা, সংসদ্। [ই. parliament.] **পার্লামেণ্টারী** — আইনসভা সংক্রান্ত। [ই. parliamentary.]

পার্শী — ('পারসী' দেখ।)

পার্শেল — ডাকযোগে প্রেরণের জন্য মোড়ক। ডাকযোগে মোড়ক প্রেরণ। [ঃ 'পার্শেল' করা।] [ই. parcel.]

পার্শ্ব — পাশ, দিক্। [ঃ দক্ষিণ 'পার্শ্ব'; ঃ বাম 'পার্শ্ব'।] নিকট, সমীপ। [ঃ 'পার্শ্ব'-স্থিত; ঃ 'পার্শ্ব'-বর্তী।] **পার্শ্ব-চর** — সহচর। সর্বদা পাশে থাকে এমন ভৃত্য। স্ত্রী. — **পার্শ্বচরী**। **পার্শ্বদেশ** — পাশের দিক, বগল। **পার্শ্বনাথ** — জৈন ধর্মের অন্যতম প্রধান তীর্থংকর। বিহারের বিখ্যাত পাহাড় ও জৈনদের তীর্থস্থান। **পার্শ্বপরিবর্তন** — পাশ ফিরিয়া শয়ন। **পার্শ্ববর্তী** — পাশে বা নিকটে আছে এমন। [সং. পার্শ্ববর্তিন্।] বি. — **পার্শ্ববর্তিতা**। স্ত্রী. — **পার্শ্ববর্তিনী**। **পার্শ্বস্থ** — পাশে আছে এমন, পার্শ্ব-

বর্তী। স্ত্রী. — **পার্শ্বস্থা**।

পার্ষদ — পারিষদ, সভ্য।

পার্সী — ('পারসী' দেখ।)

পাল — পালক। শাসনকর্তা। [ঃ রাজ্য-'পাল'।] বাংলার বিখ্যাত রাজবংশ। বাঙ্গালীর উপাধি।

পাল — (জন্তুজানোয়ারের) দল। পশুর সঙ্গম। **পালের গোদা** — দলের সর্দার।

পাল — নৌকাদির মাস্তুলে টাঙ্গাইবার উপযোগী কাপড় যাহাতে বাতাসের চাপ লাগিলে নৌকাদি চলে। চাঁদোয়া, **সামিয়ানা**। **পাল তোলা** — নৌকাদিতে পাল টাঙানো।

পালং — ('পালঙ' ও 'পালম' দেখ।)

পালক — যে পালন করে। স্ত্রী. — **পালিকা**। [সং.]

পালক — পাখীর গায়ের তুলার মতো জিনিস। পাখীর ডানা।

পালকি — মানুষে বহিয়া লইয়া যায় এমন গাড়ির মতো জিনিস। [সং. পল্যঙ্ককা।]

পালঙ — ('পালম' দেখ।)

পালঙ, পালঙ্ক — একরকম দামী খাট, পর্যঙ্ক। [সং. পল্যঙ্ক।]

পালটা — ণ. প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত। [ঃ 'পালটা' আক্রমণ; ঃ 'পালটা' জবাব; ঃ 'পালটা' হুকুম।] ('পালটি' দেখ।) **পালটানো** — ক্রি. বদলানো। উলটানো। **পালটাপালটি** —বদল, বিনিময়, একটির পরিবর্তে অপরটি। **পালটি** — যাহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলে এমন। [ঃ 'পালটি' ঘর।]

পালন — খাদ্য আশ্রয় ইত্যাদি দান ও রক্ষণ। মান্য করণ। অনুষ্ঠিত করণ, সম্পন্ন করণ। [ঃ আদেশ 'পালন'; ঃ নিয়ম 'পালন'; ঃ ব্রত 'পালন'।] ণ.

পালনীয় — পালনের যোগ্য। পালন করিতে হইবে এমন।

পালম, পালং, পালঙ — একরকম পুষ্টিকর শাক। [সং. পালঙ্ক।]

পালয়িতা — যে পালন করে, পালনকর্তা। [সং. পালয়িতৃ।] স্ত্রী. — **পালয়িত্রী**।

পাললিক — পলল বা পলিমাটি সংক্রান্ত। [ঃ 'পাললিক' শিলা।] [সং.]

পালা — গাছের ছোট ডাল, প্রশাখা। [ঃ ডাল-'পালা'।] [সং. পল্লব।]

পালা — বার, পর্যায়, অনুক্রম। [ঃ এবার তোমার 'পালা'।] [সং. পালি।]

পালা — নাটক, গীতাভিনয়, প্লে। [ঃ কীচকবধের 'পালা'।] [ই. play.]

পালা — ক্রি. পালন করা। [ঃ বার-ব্রত 'পালা'।] পোষা। [ঃ ছাগল 'পালা'।]

পালান — গাভীর স্তন। ঘোড়া ইত্যাদির পিঠের গদি, জিন।

পালানো — ক্রি. পলায়ন করা।

পালি — প্রাচীন মাগধী ভাষা।

পালি — শস্যাদি মাপিবার পাত্র ও পরিমাণ বিশেষ।

পালিকা — পালনকারিণী। ('পালক' দেখ।)

পালিত — ণ. পালন করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পালিত' আদেশ।] যাহাকে পালন করা হইয়াছে এমন, পোষা। [ঃ সন্তান-স্নেহে 'পালিত'।] স্ত্রী. — **পালিতা**। **পালিত পুত্র** — পালনের ফলে যে পুত্রবৎ হইয়াছে। **পালিতা কন্যা** — পালনের ফলে যে কন্যাসদৃশ হইয়াছে।

-পালিনী — পালনকারিণী, পালিকা। [ঃ জগৎ-'পালিনী'।]

পালিশ — মসৃণ ও উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রলেপ। [ঃ 'পালিশ' লাগানো।] [ই. polish.] **পালিশ করা** — ঘষিয়া মাজিয়া বা ঐরূপ প্রলেপ দিয়া মসৃণ

ও উজ্জ্বল করা। [ঃ জুতা 'পালিশ' করা; ঃ গহনা 'পালিশ' করা।]

পালো — শ্বেতসার চূর্ণ, গুঁড়া শটি পাণিফল ইত্যাদি।

পালোয়ান — কুস্তিগির। বি. **পালোয়ানি** — কুস্তিগিরের পেশা কাজ বা ভাব। [ঃ 'পালোয়ানি' করা।] ণ. **পালোয়ানী** — পালোয়ানের যোগ্য। [ঃ 'পালোয়ানী' চেহারা।]

পাল্য — পালনীয়, পালনযোগ্য।

পাল্টা — ('পালটা' দেখ।)

পাল্টানো — ('পালটানো' দেখ।)

পাল্লা — তৌলযন্ত্র, দাঁড়ি। তৌলযন্ত্রের দুই দিকের থালা বা পিঁড়ির মতো জিনিস যাহার উপর দ্রব্য রাখিয়া ওজন করা হয়। পরিমাণসূচক লৌহপিণ্ডাদি, বাটখারা। [ঃ 'পাল্লা' চড়ানো।] প্রতি-যোগিতা। [ঃ 'পাল্লা' দেওয়া।] দরজার একপাটি কপাট। যাইবার ক্ষমতা, দৌড়। [ঃ দূর-'পাল্লা'র কামান।] বশ, প্রভাব, প্রাধান্য। [ঃ ডাকাতের 'পাল্লায়'।] **পাল্লায় পড়া** — বশে বা হাতে পড়া।

পাশ — পার্শ্ব, নিকট। [ঃ আমার 'পাশ' থেকে; ঃ আমার 'পাশে'।] বগল, পার্শ্ব-দেশ। [ঃ 'পাশ' ফিরে শোয়া।] [সং. পার্শ্ব।] **পাশ কাটানো** — এড়াইয়া যাওয়া। **পাশ বালিশ** — পাশে রাখিবার উপযোগী বড় লম্বা বালিশ, কোল বালিশ। **পাশমোড়া** — পাশ ফিরিয়া শয়ন।

পাশ — দড়ি, রজ্জু। বন্ধনাস্ত্র বিশেষ, বাঁধন, ফাঁস। [ঃ নাগ-'পাশ'।] বরুণের অস্ত্র। চুলের গোছা। [ঃ কেশ-'পাশ'।] পাশা। [ঃ 'পাশ'-ক্রীড়া।] [সং.]

পাশ — জল ছিটাইবার একরকম পাত্র। [ঃ গুলাব-'পাশ'।] [ফা.]

পাশ — ('পাস' দেখ।)

পাশ, পাশক — খেলিবার পাশা। [সং.]

পাশপোর্ট — ('পাসপোর্ট' দেখ।)

পাংশু — ছাই, ভস্ম। **ছাই-পাঁশ** — মূল্যহীন দ্রব্য, অর্থহীন কথা। [সং. পাংশু।]

পাশব — পশু সংক্রান্ত। পশুসুলভ। [ঃ 'পাশব' বৃত্তি।] বি. — **পাশবতা**।

পাশবিক — পশুর তুল্য, নিষ্ঠুর, বিচার-বিবেচনাহীন। [ঃ 'পাশবিক' নির্যাতন।] বি. — **পাশবিকতা**। **পাশবিক অত্যাচার** —বলাৎকার, নারীধর্ষণ।

পাশা — একরকম খেলা, দ্যূতক্রীড়া। ঐ খেলায় নিক্ষেপের উপযোগী হাড়ের টুকরা। [সং. পাশক।]

পাশা — কানের একরকম গহনা।

পাশা — মিশরীয় ও তুর্কী সম্ভ্রান্তদের উপাধি বিশেষ। [তু.]

পাশা — কোদালের সচ্ছিদ্র অংশ যাহাতে বাঁট লাগানো হয়।

পাশাপাশি — পরস্পরের পার্শ্ববর্তী বা পার্শ্ববর্তী ভাবে, কাছাকাছি। [ঃ 'পাশা-পাশি' গ্রাম; ঃ 'পাশাপাশি' চলা।]

পাশী — পাশ অস্ত্রধারী। বরুণ। যম। ব্যাধ। [সং. পাশিন্।]

পাশুপত — পশুপতি বা শিব সংক্রান্ত, শৈব। [ঃ 'পাশুপত' অস্ত্র; ঃ 'পাশুপত' সম্প্রদায়।]

পাশ্চাত্য — ('পাশ্চাত্ত্য' দেখ।)

পাশ্চাত্ত্য — পশ্চিম দেশীয়, ইউরোপ ও আমেরিকা সংক্রান্ত। [ঃ 'পাশ্চাত্ত্য' সভ্যতা।] [সং.].

পাষণ্ড, পাষণ্ডী — ধর্মে অবিশ্বাসী। বিধর্মী। [ঃ 'পাষণ্ড'-দলন।] হৃদয়-হীন।

পাষাণ — পাথর, প্রস্তর, শিলা। কঠোর, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। দাঁড়ির দুই পাল্লার ওজন সমান করিবার জন্য দেয় পাথর ইত্যাদি। [সং.] **পাষাণ ভাঙানো** —

পাথর ইত্যাদি দিয়া দাঁড়ির দুই পাল্লার ওজন সমান করা। **পাষাণভেদী** — পাথর ভেদ করে এমন। কঠিন হৃদয়ও বিগলিত করে এমন, অতীব মর্মান্তিক। ণ. স্ত্রী. **পাষাণী** — প্রস্তরময়ী। [ঃ 'পাষাণী' অহল্যা।] হৃদয়হীনা, নিষ্ঠুরা।

পাস — বি. পরীক্ষায় সাফল্য। [ঃ 'পাস' করা; ঃ 'পাসে'র খবর।] প্রবেশ করিবার বা বাহিরে যাইবার জন্য অনুমতিপত্র। বিনামূল্যে প্রবেশের বা যাতায়াতের জন্য অনুমতিপত্র। অনুমতিপত্র। ণ. পরীক্ষায় সফল, উত্তীর্ণ। [ঃ 'পাস' হওয়া।] [ই. pass.]

পাসপোর্ট — এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইবার অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র। [ই. [passport.]

পাসরণ, পাসরন — (কবিতায়) বিস্মৃতি, বিস্মরণ।

পাসরা — ক্রি. (কবিতা) ভুলা, ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া।

পাহাড় — পর্বত। ছোট পর্বত। পাহাড়ের সদৃশ স্তূপ বা রাশি। [ঃ বালির 'পাহাড়'।] **পাহাড়তলি** — পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত অঞ্চল, তরাই।

পাহাড়িয়া, পাহাড়ে, পাহাড়ে' — পাহাড় সংক্রান্ত। পাহাড় হইতে জাত। পর্বতময়। পাহাড়ে বাস করে এমন।

পাহারা — প্রহরীর কাজ, প্রহরা, চৌকি। [সং. প্রহর।] **পাহারাওয়ালা** — যে পাহারা দেয়, প্রহরী, চৌকিদার। স্ত্রী. — **পাহারাওয়ালী**।

পাহুন — (প্রাচীন কবিতায়) প্রবাসী, বিদেশে গত। [ঃ কান্ত 'পাহুন' কাম দারুণ।] [সং. প্রাঘুণ।] নির্মম, নিষ্ঠুর। [ঃ পুরুষ 'পাহুন' জাতি।] [সং. পাষাণ।]

পিউ, পিউপিউ — পাপিয়ার ডাক।

পিউড়ি — একরকম হলদে রং।

পিক — কোকিল। [সং.] স্ত্রী. — **পিকী**। **পিককণ্ঠ** — কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর যাহার। স্ত্রী. — **পিককণ্ঠী**।

পিক — চিবানো পানের রস থুতু ইত্যাদি। **পিকদানি** — থুতু ফেলিবার পাত্র।

পিকনিক — চড়ুইভাতি, বনভোজন। [ই. picnic.]

পিকেট — পাহারায় নিযুক্ত ব্যক্তি। [ঃ পুলিশ-'পিকেট'।] [ই. picket.] **পিকেটিং** — ক্রয়-বিক্রয় বা কার্যে যোগদান হইতে বিরত করিবার জন্য অনুরোধ ও তজ্জন্য পাহারা। [ঃ 'পিকেটিং' করা।]

পিঙ্গল — ণ. কটা, কপিশ। [ঃ 'পিঙ্গল' চক্ষু।] স্ত্রী.—**পিঙ্গলা**। বি. **পিঙ্গলা**— শাস্ত্রোক্ত নাড়ি বিশেষ। **পিঙ্গলাক্ষ** — যাহার চোখ কটা এমন। স্ত্রী. — **পিঙ্গলাক্ষী**।

পিচ — আলকাতরা হইতে প্রস্তুত একরকম কালো ঘন জিনিস। [ই. pitch.] **পিচ-দেওয়া, পিচ-ঢালা** — পিচের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন।

পিচ — চিবানো পানের রস, পিক। **পিচদান, পিচদানি** — পিক ফেলিবার পাত্র।

পিচকারি — জল ছুঁড়িবার একরকম যন্ত্র।

পিচবোর্ড — জমানো পুরু কাগজ। [ই. pasteboard.]

পিচুটি, পিঁচুটি — চোখের পুঁজের মতো ময়লা। [সং. পিচ্চট।]

পিচ্ছল, পিচ্ছিল — ণ. অত্যন্ত মসৃণ যাহাতে পা পিছলায়, পিছল। লালাময়, হড়হড়ে। [সং.] বি. — **পিচ্ছলতা, পিচ্ছিলতা**।

পিছ — পশ্চাৎ, পিছন। [ঃ 'পিছ' হইতে; ঃ 'পিছে'।] **পিছটান** — পিছনের টান, ঘরের টান, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদির মায়া।

পিছন — পিছু, পশ্চাদ্‌বর্তী স্থান,

পশ্চাৎ। **পিছনে পড়া** — দ্রুত চলিতে না পারায় পিছনে থাকা। **পিছনে লাগা** —কাহাকেও ব্যস্ত বিরক্ত করা, কাহারও ক্ষতির চেষ্টা করা। **পিছপা** — ভয়ে পিছনে হটে বা সম্মুখে অগ্রসর হয় না এমন, পশ্চাৎপদ। **পিছমোড়া** — দুই হাত পিঠের পিছনে আনিয়া বন্ধন।

পিছল, পিছলা — ণ. পিচ্ছল, পা পিছলাইয়া যায় এমন।

পিছলানো — ক্রি. পিচ্ছল স্থানে ফসকানো বা স্খলিত হওয়া, হড়কানো। [ঃ পা 'পিছলানো'।]

পিছানো — ক্রি. পশ্চাৎপদ হওয়া। পশ্চাৎবর্তী স্থানে সরিয়া যাওয়া। পিছনে পড়া।

পিছিলা — (প্রাচীন কবিতায়) পশ্চাৎ-দিকের। [ঃ 'পিছিলা' ঘাটে সে নায়।]

পিছু — পিছনে, পিছে। [ঃ 'পিছু' আসা; ঃ 'পিছু' ডাকা।] প্রতি। [ঃ জন-'পিছু'; ঃ মাথা-'পিছু'।] **পিছু লওয়া** —অনুসরণ করা।

পিঁজরা — খাঁচা, পিঞ্জর। [সং. পিঞ্জর।] **পিঁজরাপোল** — অকর্মণ্য গোরু ঘোড়া ইত্যাদি রাখিবার স্থান।

পিঁজা — ক্রি. তুলার আঁশ টানিয়া আলগা করা। ঐরূপ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পিঁজা' তুলা।] **পিঁজানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা পিঁজা। ণ. অপরের দ্বারা পিঁজা হইয়াছে এমন।

পিঞ্জন — পেঁজা, পিঁজিবার কাজ। পিঁজিবার বা ধুনিবার যন্ত্র। [সং.]

পিঞ্জর — পিঁজরা, খাঁচা। [সং.]

পিট — তাসখেলায় এক দফায় নিক্ষিপ্ত তাস। ঐরূপ নিক্ষেপের দফা। [ঃ কয় 'পিট' খেলেছে?]

পিটক — পেঁটরা, চুপড়ি। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের এক একটি ভাগ।

পিটন — প্রহার। [ঃ 'পিটন' দেওয়া।] ছাদ ইত্যাদি পিটাইয়া সমান করিবার জন্য কাঠের যন্ত্র।

পিটনি — ('পিটন' দেখ।)

পিটপিট — (চোখ) ঘনঘন বন্ধ করণ, মিটমিট। [ঃ চোখ 'পিটপিট' করা।] শুচিবাইয়ের ভাব বা ঘন ঘন বিরক্তি প্রকাশ। ণ. **পিটপিটে** — পিটপিট করে এমন। শুচিবায়ুগ্রস্ত।

পিটা — ক্রি. প্রহার করা। আঘাত করা। আঘাতের দ্বারা শব্দ করা। [ঃ ঢাক 'পিটা'।] আঘাতের দ্বারা সমতল বা মসৃণ করা। [ঃ ছাদ 'পিটা'।] (নিন্দার্থে) তাস খেলা। [ঃ তাস 'পিটছে'।] ণ. পিটিয়া প্রস্তুত। [ঃ 'পিটা' লোহার কড়া।] **পিটাই** — পেটার কাজ, পেটা। (ব্যঙ্গে) প্রহার। [ঃ ছাটাই হ'লে 'পিটাই' হবে।] **পিটানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা পিটা। **ঢাক পিটানো** — সগর্বে প্রচার বা জাহির করা।

পিটানি — ('পিটন' দেখ।)

পিটালি — ভিজা বাটা চাল, ভিজানো চালের গুঁড়া, পিটুলি।

পিটিশন — দরখাস্ত, আবেদন। [ই. petition.]

পিটুনি — ('পিটন' দেখ।)

পিটুনী — শাস্তিমূলক। [ঃ 'পিটুনী' ট্যাক্সো।] [ই. punitive.]

পিটুলি — ('পিটালি' দেখ।)

পিট্‌টান — পলায়ন, চম্পট। [ঃ 'পিট্‌-টান' দেওয়া।]

পিট্টি — (প্রায় আদরে) প্রহার, মার।

পিঠ — বুকের বিপরীত দিক, পৃষ্ঠ। পরবর্তী স্থান [ঃ তিনের 'পিঠে' চার।] তল, দিক। [ঃ দুই 'পিঠ' সমান।] [সং. পৃষ্ঠ।]

পিঠটান — ('পিট্‌টান' দেখ।)

পিঠা, পিঠে — ক্ষীর ছানা নারিকেল চিনি ইত্যাদি দিয়া চাল বা দাল হইতে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্য, পিষ্টক। [সং. পিষ্টক।]

পিঠাপিঠি — ক্রি.-ণ. পিঠে পিঠ লাগিয়া আছে এমন ভাবে। [ঃ 'পিঠাপিঠি' বসা।] ণ. পর পর জন্মিয়াছে এমন। [ঃ 'পিঠাপিঠি' ভাই।]

পিঠালি — ('পিটালি' দেখ।)

পিঠে — ('পিঠা' দেখ।)

পিঠোপিঠি — ('পিঠাপিঠি' দেখ।)

পিঁড়া, পিঁড়ে — পিঁড়ি। দাওয়া। বাড়ির দরজার সম্মুখের নীচু জায়গা। [সং. পিণ্ড।]

পিঁড়ি — কাঠের চারকোনা টুকরা যাহা আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোট শিল। [ঃ চন্দন-'পিঁড়ি'।] [সং. পিণ্ডি।]

পিঁড়ে — ('পিঁড়া' দেখ।)

পিণ্ড — গোলাকার জমাট বস্তু। [ঃ মাংস-'পিণ্ড'।] শ্রাদ্ধে মৃতের উদ্দেশে দেয় চাউলের গোলাকার ডেলা। [সং.] **পিণ্ডদাতা** — যে পিণ্ডদান করে, শ্রাদ্ধের অধিকারী। **পিণ্ডদান**—শ্রাদ্ধ। **পিণ্ডলোপ** — বংশলোপ। **পিণ্ডাকার, পিণ্ডাকৃতি** — গোলাকার ও নিরেট **পিণ্ডিত** — পিণ্ডাকার করা হইয়াছে এমন।

পিণ্ডারি — মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কুখ্যাত দস্যুদল যাহাকে লর্ড হেস্টিংস দমন করেন।

পিতঃ — হে পিতা! [সং.]

পিতল — তামা ও দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন ধাতু। [সং. পিত্তল।]

পিতা — জনক, বাবা। [সং. পিতৃ।] **পিতামহ** — বাবার বাবা, ঠাকুরদাদা। স্ত্রী. **পিতামহী** — বাবার মা, ঠাকুরমা। **পিতৃঋণ** — বাবার দেনা, পিতার ঋণ। পিতার নিকটে ঋণ। **পিতৃকল্প** — বাবার মতো। স্ত্রী. — **মাতৃকল্পা**। **পিতৃকুল** — বাবার বংশ। **পিতৃগণ** — পূর্বপুরুষগণ। **পিতৃগৃহ** — বাবার বাড়ি। পিত্রালয়। **পিতৃঘাতী** — যে নিজের বাবাকে হত্যা করে। [সং. পিতৃঘাতিন্।] স্ত্রী. — **পিতৃঘাতিনী**। **পিতৃতন্ত্র**—যে ব্যবস্থায় পিতার শাসন ও প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, patriarchy. **পিতৃতান্ত্রিক** — পিতৃতন্ত্র সংক্রান্ত। পিতৃতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত, patriarchial. **পিতৃত্ব** — সন্তানের পিতা হইয়াছে এমন অবস্থা। সন্তানের প্রতি পিতার যোগ্য মনোভাব। **পিতৃদায়** — পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের কঠিন কর্তব্য। **পিতৃদেব** — দেবতুল্য পিতা। **পিতৃপক্ষ** — ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ যখন পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণাদি করিতে হয়। **পিতৃপরিচয়হীন** — যাহার পিতার নাম বা পরিচয় অজ্ঞাত এমন, জারজ। স্ত্রী. — **পিতৃপরিচয়হীনা**। **পিতৃপুরুষ** — পিতা পিতামহ ইত্যাদি পূর্বপুরুষ। **পিতৃপ্রধান** — ('পিতৃতান্ত্রিক' দেখ।) **পিতৃপ্রাধান্য** — ('পিতৃতন্ত্র' দেখ।) **পিতৃবৎ** — বাবার মতো, পিতার ন্যায়। **পিতৃবন্ধু** — বাবার বন্ধু। **পিতৃবিয়োগ** — পিতার মৃত্যু। **পিতৃব্য** — বাবার ভাই, জেঠা বা খুড়া। কাকা। স্ত্রী. **পিতৃব্যজায়া, পিতৃব্যপত্নী** — কাকার বা জ্যেঠার স্ত্রী। **পিতৃভক্ত** — যাহার পিতার প্রতি ভক্তি আছে এমন। [ঃ 'পিতৃভক্ত' পুত্র।] **পিতৃভক্তি** — বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। **পিতৃমাতৃহীন**— যাহার মা ও বাবা নাই। **পিতৃলোক** — পুরাণোক্ত ভুবন যেখানে মনুষ্যের পূর্বপুরুষগণ বাস করেন।

পিতৃষ্বসা — পিতার ভগিনী, পিসী। [সং. পিতৃষ্বসৃ।] **পিতৃষ্বস্রীয়, পিতৃ-ষ্বস্রেয়** — পিসতুতো ভাই। **পিতৃ-ষ্বস্রীয়া, পিতৃষ্বস্রেয়া** — পিসতুতো বোন। **পিতৃস্থানীয়** — পিতার মতো, পিতৃবৎ। স্ত্রী. — **মাতৃস্থানীয়া। পিতৃ-হত্যা, পিতৃহনন** — পিতাকে বধ করণ। **পিতৃহন্তা** — পিতাকে যে বধ করে বা করিয়াছে। [সং. পিতৃহন্তৃ।] স্ত্রী. — **পিতৃহন্ত্রী। পিতৃহীন** — যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রী. — **পিতৃহীনা।** বি. — **পিতৃহীনতা।**

পিত্ত — যকৃৎ হইতে নিঃসৃত তিক্ত রস। [সং.] **পিত্ত পড়া** — ক্ষুধার সময়ে না খাওয়ায় পিত্তের অনর্থক স্রাব হওয়া। **পিত্তকোষ** — যে থলিতে পিত্ত থাকে, পিত্তাশয়। **পিত্তঘ্ন** — যাহা পিত্তের প্রকোপ বা দোষ নষ্ট করে। **পিত্তদোষ** — ('পিত্তপ্রকোপ' দেখ।) **পিত্তপ্রকোপ, পিত্তবিকার** — পিত্তের দূষিত অবস্থা বা বৃদ্ধি যাহাতে শরীর অসুস্থ হয়। **পিত্তরক্ষা** — ক্ষুধার সময়ে অতি সামান্য পরিমাণে আহার। অতি সামান্য পরিমাণে প্রাপ্তি বা ভোগ।

পিত্তাশয় — যেখানে পিত্ত থাকে, পিত্ত-কোষ।

পিত্তল — পিতল। [সং.]

পিত্তি — (তাচ্ছিল্যে) পিত্ত।

পিত্রালয় — বাপের বাড়ি।

পিত্র্য — পিতা সংক্রান্ত, পৈতৃক। [সং.]

পিদিম — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রদীপ।

পিধান — আবরণ, খাপ। [সং.]

পিন — ধাতুনির্মিত কাঁটা। [ই. pin.]

পিনাক — শিবধনু। শিবের ধনুকাকার বাদ্যযন্ত্র। ত্রিশূল। তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। **পিনাকপাণি, পিনাকী** — শিব, মহাদেব। [সং. পিনাকিন্।]

পিনালকোড — ফৌজদারী আইন, দণ্ড-বিধি। [ই. penal code.]

পিনাস, পিনেস — নাকের একরকম দুষ্ট ক্ষত। [সং. পীনস।]

পিন্ধন — (প্রাচীন কবিতায়) পরিধান। ণ. পরিহিত। [ঃ দুঃশাসন হরিবেক 'পিন্ধন' বসন।]

পিন্ধা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) পরিধান করা, পরা।

পিঁপড়া, পিঁপড়ে — একরকম সুপরিচিত কীট। [সং. পিপীলিকা।]

পিপা — ঢাকের মতো দেখিতে সুবৃহৎ একরকম পাত্র। [পো. pipa.]

পিপাসা — জল পান করিবার ইচ্ছা। পাইবার বা লাভ করিবার জন্য গভীর আগ্রহ। [ঃ জ্ঞান-'পিপাসা'।] [সং.] ণ. **পিপাসিত** — যাহার পিপাসা হইয়াছে, তৃষিত। স্ত্রী. — **পিপাসিতা। পিপাসু** — যাহার পিপাসা বা গভীর আগ্রহ আছে। [ঃ জ্ঞান-'পিপাসু'।]

পিপীলিকা — পিঁপড়া। [সং.]

পিপুল, পিঁপুল — গোলমরিচ জাতীয় একরকম ফল যাহা ঔষধে ব্যবহৃত হয় [সং. পিপ্পলী।]

পিপ্পল — অশ্বত্থ গাছ। [সং.]

পিপ্পলি, পিপ্পলী — ('পিপুল' দেখ।) **পিপ্পলিবন** — প্রাচীন রাজ্য সম্ভবত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত যেখানকার রাজপুত্র ছিলেন।

পিয় — (কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রিয়।

পিয়ন — পেয়াদা, পত্রবাহক। [ই. peon.]

পিয়া — (কবিতায়) প্রিয়া।

পিয়া — ক্রি. (কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) পান করা, চুমুক দিয়া খাওয়া।

পিয়াজ, পিঁয়াজ — একরকম মূলজাতীয় সবজি, পলাণ্ডু। [ফা. পিয়াজ।] **পিয়াজ-**

কলি, পিঁয়াজকলি — পিঁয়াজের শীষ বা ফুল। পিয়াজী, পিঁয়াজী — পিঁয়াজের মতো ফিকে বেগনী (রঙ)। পিয়াজ ও দালবাটা দিয়া তৈয়ারী তেলে ভাজা একরকম খাদ্য।

পিয়াদা — পাইক। চাপরাশী। [ফা. পিয়াদহ্।]

পিয়ানো — ক্রি. (কবিতায়) পান করানো।

পিয়ানো — একরকম সুবৃহৎ ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র। [ই. piano.]

পিয়ার — প্রেম, ভালোবাসা, আদর। [সং. প্রিয়কার।]

পিয়ারা — সুপরিচিত একরকম ফল। প্রণয়ী, প্রেমপাত্র। স্ত্রী. **পিয়ারী** — প্রিয়-পাত্রী।

পিয়াল — একরকম গাছ ও তাহার ফল। [সং.]

পিয়ালা — পানপাত্র, কাপ, পেয়ালা। [ফা.]

পিয়াস — (কবিতায়) পিপাসা। **পিয়াসী** — (কবিতায়) পিপাসু।

পিরান — জামা, কামিজ। [ফা. পিরহান্।]

পিরামিড — মিশরের ফারাওদের সমাধির উপর নির্মিত প্রস্তরের স্তূপ। [ই. pyramid.]

পিরালী — বাংলা দেশের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাঁহারা মুসলমানের অন্নস্পর্শ-দোষে পতিত হইয়াছিলেন বলা হয়।

পিরিচ — রেকাবি, থালি, ডিশ। [পো. pires.]

পিরিত — (ব্যঙ্গে ও নিন্দায়) ভালোবাসা। অবৈধ প্রেম। (প্রাচীন কবিতায়) ভালো-বাসার দিব্যি, অনুরোধ। [ঃ ব্রহ্মার বচন রাখ আমার 'পিরিত'।] [সং. প্রীতি।] **পিরিতি, পিরীতি** — (কবিতায়) প্রীতি, প্রেম।

পিল — ঔষধের বড়ি। [ই. pill.]

পিল — হাতী, হস্তী। [ফা. পীল্হ্।] **পিলখানা** — হাতীশালা। **পিলপা, পিলপে** — হাতীর পায়ের মতো জিনিস, ছোট থাম। **পিলপাগাড়ি** — ছোট থাম গাড়িয়া বা গাঁথিয়া জমির সীমানা নির্দেশ।

পিলপিল — পিঁপড়া ইত্যাদির মতো একত্র সমাবেশ ও সঞ্চলন। অগণিত সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতাসূচক অনুকার। [ঃ 'পিলপিল' করিয়া বাহির হওয়া।]

পিলপে — ('পিলপা' দেখ।)

পিলসুজ — প্রদীপ রাখিবার উঁচু দাঁড়। [আ. ফতীলহ্ + ফা. সোজ্।]

পিলা, পিলে — পাকস্থলীর বাম দিকে অবস্থিত দৈহিক যন্ত্র, প্লীহা। [সং. প্লীহা।] **পিলা চমকানো** — আতঙ্ক-বোধ করা। আতঙ্কগ্রস্ত করা। **পিলা ফাটা** — পিলায় আঘাতের ফলে মৃত্যু হওয়া। **পিলা হওয়া** — প্লীহার রোগ হওয়া, পিলে ফুলিয়া ওঠা।

পিলু — রাগিণী বিশেষ।

-পিলে — 'ছেলে' শব্দের সহিত সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ছেলে-'পিলে'।]

পিলে — ('পিলা' দেখ।)

পিশাচ — বি. অপদেবতা, প্রেত। ণ. নিষ্ঠুর ও নীচাশয়, যে ঘৃণ্য ও নৃশংস কাজ করিতে ভালোবাসে। [সং.] স্ত্রী. — **পিশাচী**। **পিশাচসিদ্ধ** — যে সাধনার দ্বারা পিশাচ বা প্রেতকে বশ করিয়াছে।

পিশিত — মাংস। [সং.]

পিশুন — ক্রূর, খল। [সং.]

পিষণ — (আঞ্চলিক) পেষণ।

পিষা — ক্রি. পেষণ করা, দলিত করা, বাটা, গুঁড়া করা। ণ. যাহা বাটা বা গুঁড়া করা হইয়াছে, পিষ্ট। [ঃ 'পিষা' মসলা।]

পিষ্ট — পিষা হইয়াছে এমন, দলিত, মর্দিত, চূর্ণিত। [সং.]

পিষ্টক — পিঠা। [সং.]
পিসতুত, পিসতুতো — নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর পিসীর ছেলেমেয়ে এমন। [ঃ 'পিসতুতো' ভাই; ঃ 'পিসতুতো' শালী; ঃ 'পিসতুতো' ননদ।] **পিস-শাশুড়ী** — স্বামীর বা স্ত্রীর পিসী। **পিসশ্বশুর** — স্বামীর বা স্ত্রীর পিসা।
পিসা, পিসে — পিসীর স্বামী, বাবার ভগিনীপতি। স্ত্রী. **পিসি, পিসী** — বাবার বোন, পিতৃষ্বসা। [সং. পিতৃ-ষ্বসৃ।]
পিস্তল — একরকম খুব ছোট বন্দুক। [ই. pistol.]
পিহিত — পিধানে বা খাপে রক্ষিত।
পীচ — একরকম ফল। [ই. peach.]
পীঠ — বেদী, উচ্চ স্থান। [ঃ পাদ-'পীঠ'।] পিঁড়ি। তীর্থ, প্রাচীন দেবালয়। সুদর্শন চক্রে ছিন্ন সতীর দেহ যে যে স্থানে পড়িয়াছিল বলা হয়। [সং.]
পীড়ক — যে পীড়ন করে, নির্যাতনকারী। **পীড়ন** — অত্যাচার, ক্লেশদান, নির্যাতন। জোরে টেপা, মর্দন। সাদরে গ্রহণ। [ঃ পাণি-'পীড়ন'।] [সং.]
পীড়া — রোগ, ব্যাধি, ক্লেশকর শারীরিক অবস্থা। ক্লেশ, বেদনা। [ঃ মনঃ-'পীড়া'] [সং.] **পীড়াদায়ক** — বেদনাদায়ক, কষ্টকর। **পীড়াপীড়ি** — অতিশয় অনুরোধ-উপরোধ।
পীড়িত — রোগগ্রস্ত, রুগ্ণ। মর্দিত। ক্লেশপ্রাপ্ত। স্ত্রী. — **পীড়িতা**।
পীত — পান করা হইয়াছে এমন। যে পান করিয়াছে এমন।
পীত — হলদে, হরিদ্রাবর্ণ। **পীতবাস** — ('পীতাম্বর' দেখ।) **পীতাভ** — ঈষৎ পীত, ঈষৎ হলদে। **পীতাম্বর** — যিনি হলদে রঙের কাপড় পরেন, শ্রীকৃষ্ণ। হলদে কাপড়। [ঃ পরিধানে 'পীতাম্বর'।]
পীন — স্থূল, মোটা, পুষ্ট। [ঃ 'পীন' পয়োধর।]
পীনস — ('পিনাস' দেখ।)
পীনোন্নত — পীন ও উন্নত, স্থূল ও উঁচু। [ঃ 'পীনোন্নত' বক্ষ।]
পীবর — স্থূল, পুষ্ট, পীন। স্ত্রী. **পীবরা, পীবরী** — স্থূলাঙ্গী। [সং.]
পীযূষ — অমৃত, সুধা। [সং.]
পীর — মুসলমান সাধু। [ফা.] **পীরের দরগা** — পীরের সমাধি বেদী।
পীরালি — ('পিরালী' দেখ।)
পীরিতি — ('পিরিতি' দেখ।)
পুঁই — একরকম শাক। [সং. পূতিকা।] **পুঁইমেটুলি** — পুঁইয়ের ফল ও বীচি।
পুং — 'স্ত্রীজাতির বিপরীত' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পুংগব'; ঃ 'পুং'-লিঙ্গ।] **পুংকেশর** — ফুলের মধ্যকার পুরুষজাতীয় কেশর। **পুংগব** —পুরুষ গোরু, ষাঁড়, বৃষ। 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'পুংগব'; নর-'পুংগব'।] **পুংবৎস** — এঁড়ে বাছুর। **পুংবাচক** — পুরুষ অর্থ-সূচক। **পুংলিঙ্গ** — (ব্যাকরণে) পুরুষ-বাচক। [ঃ 'পুংলিঙ্গ' শব্দ।]
পুঃ — সংক্ষেপে 'পুনশ্চ'।
পুকুর — পুষ্করিণী, ছোট জলাশয়। [সং. পুষ্কর।]
পুংখ — বাণের গোড়ার দিক, বাণমূল। **পুংখানুপুংখ** — অতি সূক্ষ্ম, তন্নতন্ন। [ঃ 'পুংখানুপুংখ' বিচার।] **পুংখানুপুংখভাবে, পুংখানুপুংখরূপে** — তন্নতন্ন করিয়া, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া।
পুঙ্গব — ('পুংগব' দেখ।)
পুচকে, পুঁচকে — (নিন্দায়) অতি ছোট।

[ঃ 'পুচকে' ছোঁড়া।]

পুচ্ছ — লেজ, লাঙ্গুল। পশ্চাদ্ভাগ। [সং.]

পুছা — ক্রি. (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রশ্ন করা। গণ্য করা, গ্রাহ্য করা। [ঃ কেউ 'পুছে' না।]

পুঁছা — ক্রি. মোছা, ঘষিয়া পরিষ্কার করা।

পুঁছানো — ক্রি. অন্যের দ্বারা পুঁছা।

পুঁজ — ঘা ফোড়া ইত্যাদি হইতে নির্গত ক্লেদ বা পচা রক্তকণিকা। [সং. পুয।]

পুঁজি — সঞ্চিত অর্থ। মূলধন। সম্বল। [সং. পুঞ্জিত।] **পুঁজিতন্ত্র** — ('ধনতন্ত্র' দেখ।) **পুঁজিতন্ত্রী** — ('ধনতন্ত্রী' দেখ।) **পুঁজিপতি** — বহু পরিমাণ সঞ্চিত অর্থের মালিক, ধনিক, capitalist. **পুঁজিপাটা** — সঞ্চিত ধনসম্পত্তি। **পুঁজিবাদ** — সঞ্চিত অর্থের মালিকগণ পৃথিবীতে কল্যাণকর কর্তৃত্ব করিবে এই মতবাদ, capitalism. ণ. **পুঁজিবাদী** — পুঁজিবাদ সংক্রান্ত। পুঁজিবাদসম্মত। পুঁজিবাদে বিশ্বাসী। পুঁজির দ্বারা পরিচালিত।

পুঞ্জ — রাশি, স্তূপ। [ঃ মেঘ-'পুঞ্জ'।] [সং.] ণ. **পুঞ্জিত** — জমিয়া উঠিয়াছে এমন, স্তূপে বা পুঞ্জে পরিণত হইয়াছে এমন। **পুঞ্জীকৃত** — পুঞ্জ বা রাশি করা হইয়াছে এমন, রাশীকৃত, স্তূপীকৃত।

পুঞ্জীভূত — ('পুঞ্জিত' দেখ।)

পুট — পাত্র, আধার, ঠোঙা। [ঃ কর-'পুট' ঃ পত্র-'পুট'।] ঔষধের পাকপাত্র। [ঃ 'পুট'-পাক।] [সং.]

পুট — মেরুদণ্ড হইতে বগল পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ ও তাহার দৈর্ঘ্য। [ঃ জামার 'পুট'।]

পুঁটলি — ছোট পোঁটলা।

পুঁটি — ছোট একরকম মাছ। [সং. প্রোষ্ঠী।]

পুঁটি — (গ্রাম্য প্রয়োগ) ছোট মেয়ে। ছোট মেয়ের ডাকনাম। [সং. পুত্রিকা।]

পুটিং — খড়ির গুঁড়া তিসির তেল ইত্যাদি যোগে প্রস্তুত পলস্তারা যাহা কাঠ কাচ ইত্যাদি জুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। [ই. putty.]

পুঁটুলি — ('পুঁটলি' দেখ।)

পুঁটে — ণ. ছোট, পুঁটি মাছের মতো। [ঃ মাথায় 'পুঁটে'।] বি. বালা ইত্যাদির জোড়মুখ। ঘুণ্টি।

পুড়ন্ত — পুড়িতেছে এমন।

পুড়া — ক্রি. আগুনে জ্বলা, দগ্ধ হওয়া। গভীর দুঃখে কাতর হওয়া। [ঃ বুক 'পুড়া'।] যন্ত্রণা বা প্রদাহ হওয়া। **পুড়ানি, পুড়ুনি** — গভীর দুঃখ, অসহ্য বেদনা। জ্বালা, প্রদাহ।

পুডিং — ছানা ময়দা চিনি ডিম ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য। [ই. pudding.]

পুণ্ডরীক — শ্বেতপদ্ম। [সং.] **পুণ্ডরীকাক্ষ** — পুণ্ডরীকের মতো চোখ যাঁহার, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক — প্রাচীন জাতি বিশেষ। উক্ত জাতির আদিবাসস্থান, উত্তরবঙ্গ। [সং.]

পুণ্য — বি. পবিত্র কাজ। পবিত্র কাজের দ্বারা অর্জিত পারলৌকিক সম্পদ্। [ঃ 'পুণ্য'-সঞ্চয়।] ণ. শুভ, পুণ্যদায়ক, পবিত্র। [ঃ 'পুণ্য' তীর্থ; ঃ 'পুণ্য' দিন।] **পুণ্যক্ষয়** — সঞ্চিত পুণ্যের হ্রাস। **পুণ্যতোয়া** — যাহার জল পবিত্র বা পুণ্যদায়ক। [ঃ 'পুণ্যতোয়া' ভাগীরথী।] **পুণ্যবতী** — স্ত্রী. যিনি পুণ্য অর্জন করিয়াছেন। সৌভাগ্যবতী। পুং. **পুণ্যবান্** — যিনি পুণ্য অর্জন করিয়াছেন। সৌভাগ্যবান্। **পুণ্যফল** — ধর্মকর্মের ফল। **পুণ্যময়** — পবিত্র কার্যে

বা পুণ্যে পরিপূর্ণ। **পুণ্যশ্লোক** — পবিত্র কাজ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এমন।

পুণ্যাত্মা — যাঁহার আত্মা পুণ্যে পরিপূর্ণ, পূতস্বভাব, পরম ধার্মিক। [সং. পুণ্যাত্মন্।]

পুণ্যাহ — পবিত্র দিন, শুভ দিন।

পুত — (গ্রাম্য প্রয়োগ) ছেলে, পুত্র। [সং. পুত্র]

পুতলি — পুতুল। [ঃ স্নেহের 'পুতলি'।] চোখের তারা। [সং. পুত্তলি।]

পুঁতি — মুক্তার মতো দেখিতে কাচের ছোট গুলী। [হি. পোতী।]

পুতী — পৌত্রী, নাতনী। [ঃ নাতি-'পুতী'।] [সং. পৌত্রী।]

পুতুপুতু — অতিশয় যত্ন ও সাবধানতা। [ঃ 'পুতুপুতু' করা।]

পুতুল — মাটি পাথর ন্যাকড়া কাঠ ইত্যাদি দিয়া গড়া ছোট মূর্তি। [সং. পুত্তল।]

পুত্তল, পুত্তলক — শবের খড় পাতা ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী প্রতিমূর্তি। পুতুল। [সং.]

পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী — পুতুল।

পুত্তিকা — উইপোকা। [সং.]

পুত্তুর — (ব্যঙ্গে ও তাচ্ছিল্যে) পুত্র। [ঃ নবাব-'পুত্তুর'; ঃ ধর্ম-'পুত্তুর'।]

পুত্র — ছেলে, আত্মজ, তনয়। [সং.] **পুত্রকলত্র** — ছেলে ও স্ত্রী, ছেলে-বউ। **পুত্রকাম** — যে পুত্র কামনা করে। **পুত্র-বধূ** — ছেলের স্ত্রী, ছেলের বউ। **পুত্র-শোক** — ছেলের মৃত্যুতে দুঃসহ দুঃখ। স্ত্রী. **পুত্রকা, পুত্রিকা, পুত্রী** — মেয়ে, কন্যা, তনয়া। ণ. **পুত্রীয়** — পুত্র সংক্রান্ত।

পুত্রেষ্টি — পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ।

পুথি, পুঁথি — বই, কেতাব। প্রাচীন পুস্তক। শাস্ত্র। [সং. পুস্তিকা।]

পুথিগত, পুঁথিগত — পুস্তক হইতে প্রাপ্ত, কেতাবী। [ঃ 'পুথিগত' বিদ্যা।]

পুদিনা — একরকম সুগন্ধ শাক। [ফা পোদিনাহ্।]

পুনঃ — 'আবার' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পুনঃ'-প্রতিষ্ঠা।] [সং. পুনর্।] **পুনঃ পুনঃ** — বার বার বারংবার। **পুনরধিকার** — পুনরায় অধিকার, আবার দখল করণ। ণ. — **পুনরধিকৃত**। **পুনরপি** — আবার পুনর্বারও। পুনশ্চ। **পুনরভ্যুত্থান** — পুনরায় অভ্যুত্থান। আবার বিদ্রোহ আবার শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ। ণ. — **পুনরভ্যুত্থিত**। **পুনরাগত** — আবার আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পুনরাগতা** **পুনরাগমন** — আবার আসা বা আগমন **পুনরাবৃত্তি** — পুনরায় করণ ঘটন ব কথন। পুনরায় পাঠ। **পুনরায়** — আবার **পুনরুক্ত** — আবার বলা হইয়াছে এমন **পুনরুক্তি** — একই কথা বা বিষয় পুনরায় কথন বা বিবৃত করণ। **পুনরুক্তি দোষ** —রচনাদিতে একই কথা বা বিষয়ের আবার উল্লেখরূপ ত্রুটি। **পুনরুজ্জীবন** —পুনরায় জীবন বা জীবনীশক্তি লাভ ণ. **পুনরুজ্জীবিত** — আবার জীবন ব জীবনীশক্তি পাইয়াছে এমন। **পুনরুত্থান** —আবার ওঠা, পুনরায় উত্থান। পুনরায় নিদ্রাভঙ্গ। পুনরায় শক্তি ও সমৃদ্ধিলাভ [ঃ মগধের 'পুনরুত্থান'।] পুনরায় বিদ্রোহ। ণ. — **পুনরুত্থিত**। **পুনরুত্থাপন** — প্রসঙ্গাদি আবার তোলা, পুনরায় উত্থাপন। ণ. — **পুনরুত্থাপিত**। **পুনরুদ্দীপ্ত** — আবার উত্তেজিত। পুনরায় প্রজ্বালিত। **পুনরুল্লিখিত** — আবার উল্লেখ করা হইয়াছে এমন। বি. **পুনরুল্লেখ** — আবার উল্লেখ, পুনরায় কথন পুনরায় উত্থাপন। **পুনর্জন্ম** — মৃত্যুর

পর আবার জন্ম। **পুনর্জন্মবাদ** — মৃত্যুর পর জীব আবার জন্মগ্রহণ করে এই মত। **পুনর্জন্মবাদী** — পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। পুনর্জন্মবাদ সংক্রান্ত। **পুনর্জাত** — পুনরায় জন্মলাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পুনর্জাতা**। **পুনর্জীবন** — পুনরায় প্রাপ্ত প্রাণ। নূতন জীবন। **পুনর্জীবনলাভ** — আবার জীবন বা জীবনীশক্তি লাভ। ণ. **পুনর্জীবিত** — আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে বা প্রাণশক্তিলাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পুনর্জীবিতা**। **পুনর্নব** — ণ. পুনরায় নূতনত্ব লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পুনর্নবা**। বি. **পুনর্নবা**—ঔষধরূপে ব্যবহার্য এক-রকম শাক জাতীয় গাছ। **পুনর্বসতি**— একস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র নূতন করিয়া বসতি স্থাপন। **পুনর্বসু** — একটি নক্ষত্রের নাম। **পুনর্বার** — আবার, পুনরায়। **পুনর্বাসন** — পুনরায় বসবাসের ব্যবস্থা করণ, rehabilitation. ণ.—**পুনর্বাসিত**। **পুনর্বিচার** — নূতন করিয়া বিচার। **পুনর্বিবাহ** — আবার বিবাহ। ণ. **পুনর্বিবাহিত**—আবার বিবাহ হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পুনর্বিবাহিতা**। **পুনর্মিলন** — বিবাদ বা বিচ্ছেদের পর আবার মিলন। ণ. — **পুনর্মিলিত**। **পুনর্মূষিকত্ব** — পূর্বে যে হীন অবস্থা ছিল সেই অবস্থা। **পুনর্মূষিকত্বপ্রাপ্তি, পুনর্মূষিকত্বলাভ** — পুনরায় পূর্বের হীন অবস্থা প্রাপ্তি। **পুনর্মূষিকোভব** — আবার ইঁদুর হও, পূর্বের হীন অবস্থায় ফিরিয়া যাও। **পুনর্যাত্রা** — পুনরায় গমন। উলটা রথ। **পুনশ্চ** — আবার। [ঃ 'পুনশ্চ' বলিলেন।] পত্র শেষ করিবার পর পুনরায় কিছু লেখনসূচক শব্দ। (সংক্ষেপে — 'পুঃ'।)

পুন্নামনরক — পুৎ নামক নরক (পুত্র না হইলে যেখানে যাইতে হয় বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়)।

পুব — পূর্ব দিক্। পূর্বদিক্‌বর্তী স্থান।

পুবালি, পুবে — পূর্ব দিক্ হইতে আগত। [ঃ 'পুবালি' হাওয়া; ঃ 'পুবে' হাওয়া।]

পুর—বাড়ি, প্রাসাদ, নিকেতন। অন্তঃপুর। [ঃ 'পুর'-নারী।] শহর, নগর। [সং.] **পুরদ্বার**—নগরের দ্বার। প্রাসাদের প্রধান দরজা। **পুরনারী, পুরস্ত্রী** — অন্তঃপুর-বাসিনী নারী, বাড়ির বউ। নগরবাসিনী। **পুরপতি, পুরপাল** — ('নগরপাল' দেখ।) **পুরবাসী** — শহরবাসী, নগর-বাসী। স্ত্রী. — **পুরবাসিনী**।

পুর — যাহা খাদ্যাদির ভিতর ভরিয়া দেওয়া হয়। [ঃ ক্ষীরের 'পুর'।]

পুরঃসর — আগে করিয়া, পূর্বক। [ঃ প্রণাম-'পুরঃসর' নিবেদন।] [সং.]

পুরতঃ — অগ্রে, সম্মুখে। [সং. পুরতস্।]

পুরন্দর — (যিনি নগর ধ্বংস করেন) দেবরাজ ইন্দ্র।

পুরন্ধ্রী — গৃহিণী। পতিপুত্রবতী নারী। [সং.]

পুরব, পুরবী — ('পূরব' ও 'পূরবী' দেখ।)

পুরশ্চরণ — অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইষ্ট-দেবতার অর্চনাদি। [সং.]

পুরস্কার — পারিতোষিক, বকশিস। [সং.] ণ. **পুরস্কৃত** — পুরস্কার পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পুরস্কৃতা**।

পুরহর — শিব, ত্রিপুরাসুরনিধনকারী। [সং.]

পুরা — অ. পূর্বে। ণ. পূর্বেকার, প্রাচীন। 'প্রাচীন' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত

হয়। [ঃ 'পুরা'-কাল।] **পুরাকাল** — প্রাচীন যুগ, সেকাল। **পুরাকৃত** — পূর্বে করা হইয়াছে এমন।

পুরা — ক্রি. ভরা, ঢুকানো, ভিতরে প্রবেশ করানো। ণ. ঢুকানো হইয়াছে এমন।

পুরা, পুরো — পরিপূর্ণ। [ঃ 'পুরা' মাত্রায়।] কমও নহে বেশীও নহে এমন। [ঃ 'পুরা' এক হাত।]

পুরাঙ্গনা — ('পুরনারী' দেখ।)

পুরাণ — বি. প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তীমূলক গ্রন্থ। ণ. পুরাতন। প্রাচীন। স্ত্রী. — **পুরাণা, পুরাণী**। [সং.] **পুরাণকর্তা, পুরাণকার** — পুরাণের রচয়িতা।

পুরাতত্ত্ব — পুরাকালের ঘটনাদি সংক্রান্ত বিদ্যা, archaeology. **পুরাতত্ত্ববিৎ, পুরাতত্ত্ববিদ্** — পুরাতত্ত্বে পণ্ডিত। **পুরাতাত্ত্বিক** — পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত। পুরাতত্ত্বে পণ্ডিত।

পুরাতন — প্রাচীন, নূতন নহে, বহুদিনের। স্ত্রী. — **পুরাতনী**।

পুরাদমে, পুরোদমে — পূর্ণ উদ্যমে, পূর্ণ শক্তিতে।

পুরাদস্তুর, পুরোদস্তুর — সম্পূর্ণরূপে, পূর্ণমাত্রায়।

পুরাধ্যক্ষ — নগরপাল। প্রাসাদের বা অন্তঃপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

পুরানো — ('পুরানো' দেখ।)

পুরানো — পুরাতন, নূতন নহে, প্রাচীন। [সং. পুরাতন।]

পুরাপুরি, পুরোপুরি — সম্পূর্ণরূপে, পূর্ণমাত্রায়।

পুরাবিৎ, পুরাবিদ্ — প্রাচীন কাল সম্পর্কে পণ্ডিত। **পুরাবিদ্যা** — ('পুরাতত্ত্ব' দেখ।)

পুরাবৃত্ত — প্রাচীন কালের কাহিনী, ইতিহাস। **পুরাবৃত্তকার** — পুরাবৃত্তের রচয়িতা।

পুরি — আটার লুচি। [সং. পূরিকা।]

পুরিয়া — কাগজের ছোট মোড়ক যাহাতে গুঁড়া ঔষধ দেওয়া হয়। [হি. পুড়িয়া; সং. পুটিকা।]

পুরী — প্রাসাদ, সুবৃহৎ গৃহ। [ঃ রাজ-'পুরী'।] নগরী, শহর। [ঃ লঙ্কা-'পুরী'।] উড়িষ্যার বিখ্যাত শহর ও জেলা। সন্ন্যাসীর উপাধি বিশেষ। [ঃ তোতা 'পুরী'।]

পুরীষ — বিষ্ঠা, মল। **পুরীষোৎসর্গ** — মলত্যাগ।

পুরু — মোটা, স্থূল, পাতলা নহে এমন। ভাঁজবিশিষ্ট। [ঃ সাত-'পুরু'।]

পুরু — পুরাণে বর্ণিত রাজা, যযাতি ও শর্মিষ্ঠার পুত্র।

পুরুত — (কথ্য প্রয়োগ) পুরোহিত।

পুরুষ — স্ত্রীজাতীয় নহে, মরদ। [ঃ 'পুরুষ'-মানুষ।] লোক, ব্যক্তি। [ঃ মহা-'পুরুষ'।] কর্মচারী। [ঃ রাজ-'পুরুষ'।] ঈশ্বর, পরম শক্তি। [ঃ 'পুরুষ'-প্রকৃতি।] বংশের পর্যায় বা ক্রম। [ঃ তিন 'পুরুষ'।] (ব্যাকরণে) বিশেষ্য ও সর্বনামের প্রকারভেদ। [সং.] **পরম পুরুষ** — ভগবান্, ব্রহ্ম। **পুরুষকার** — ভাগ্যের বা দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া চেষ্টা বা আপন শক্তির প্রয়োগ। পৌরুষ। **পুরুষত্ব** — পুরুষের মতো শক্তি ও সাহস, পৌরুষ। পুরুষের যৌনশক্তি। [ঃ 'পুরুষত্ব'-হানি।] **পুরুষপুঙ্গব, পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষর্ষভ, পুরুষশার্দূল, পুরুষসিংহ** — সাহসী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষাঙ্গ — পুরুষের জননেন্দ্রিয় বা লিঙ্গ।

পুরুষানুক্রম — বংশের এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষ, বংশপরম্পরা। **পুরুষানু-**

ক্রমে — বংশপরম্পরায়, বংশের এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে।

পুরুষোচিত — পুরুষের উপযুক্ত, পুরুষের যোগ্য। —

পুরুষোত্তম — শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ, জগন্নাথদেব।

পুরুরবা — পুরাণে বর্ণিত রাজা যিনি উর্বশীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন।

পুরো — পরিপূর্ণ, পুরা, কম বা বেশী নহে এমন।

পুরোগামী — যে বা যাহা পুরোভাগে বা সম্মুখে যায়। [সং. পুরোগামিন্।] স্ত্রী. — **পুরোগামিনী**। বি. — **পুরোগামিতা**।

পুরোডাশ — রুটি জাতীয় খাদ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যরা যাহা খাইতেন।

পুরোদমে — ('পুরাদমে' দেখ।)

পুরোধা, পুরোধাঃ — পুরোহিত। অনুষ্ঠানের প্রধান কর্তা। [সং. পুরোধস্।]

পুরোপুরি — ('পুরাপুরি' দেখ।)

পুরোবর্তী — আগে আছে এমন, অগ্রবর্তী। [সং. পুরোবর্তিন্।] বি. — **পুরোবর্তিতা**। স্ত্রী. — **পুরোবর্তিনী**।

পুরোভাগ — সম্মুখবর্তী স্থান।

পুরোভূমি — সম্মুখবর্তী ভূমি বা স্থান। চিত্রাদির সম্মুখবর্তী অংশ। (তুঃ 'পশ্চাদ্ভূমি'।)

পুরোহিত — পূজা-অর্চনাদির জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, যাজক, পুরুত। [সং.]

পুল — সাঁকো, সেতু। [ফা.]

পুলক — আনন্দে রোমাঞ্চ। আনন্দ। [সং.] ণ. **পুলকিত** — আনন্দে রোমাঞ্চিত। আনন্দিত। স্ত্রী. — **পুলকিতা**। **পুলকোচ্ছ্বাস** — আনন্দের আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রকাশ।

পুলটিস — ফোড়া ইত্যাদিতে লাগাইবার জন্য গরম প্রলেপ। [ই. poultice.]

পুলস্ত্য — সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি নক্ষত্রের নাম।

পুলহ — সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি নক্ষত্রের নাম।

পুলি — একরকম পিঠা। [সং. পোলিকা।]

পুলি — ভারী জিনিস তুলিবার জন্য দাঁড় বা কাছি লাগানো থাকে এমন একরকম চাকা। [ই. pulley.]

পুলিন — নদী ইত্যাদির পাড়, তীর। [ঃ যমুনা-'পুলিনে'।] [সং.] **পুলিনবিহারী** — যিনি নদীতীরে (যমুনার তীরে) ভ্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ।

পুলিন্দ — বিন্ধ্য পর্বতের নিকটস্থ অঞ্চলবাসী প্রাচীন অনার্যজাতি।

পুলিন্দা — পুঁটলি, বাণ্ডিল, মোড়ক।

পুলিশ, পুলিস — শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারী বিভাগ। উক্ত বিভাগে নিযুক্ত লোক বা কর্মচারী। পুলিস সংক্রান্ত। [ই. police.] ণ. **পুলিসী, পুলিশী** — পুলিস সংক্রান্ত। পুলিসের দ্বারা পরিচালিত। [ঃ 'পুলিসী' শাসন।]

পুলোমজা — পুলোমার কন্যা, ইন্দ্রপত্নী শচী।

পুলোমা — পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রপত্নী শচীর পিতা।

পুশি — (আদরে) বিড়াল। [ই. pussy.]

পুষ্কর — পদ্ম। বিশেষ এক ধরনের মেঘ। আজমীড়ের নিকটবর্তী একটি হ্রদ ও তীর্থ। [সং.]

পুষ্করা — অপদেবতা বিশেষ। [ঃ 'পুষ্করা' লাগা।]

পুষ্করিণী — পুকুর, সরোবর। [সং.]

পুষ্ট — পরিণত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [ঃ হৃষ্ট-'পুষ্ট'।] লালিত। [ঃ পর-'পুষ্ট'।] ভক্ষণাদির ফলে সতেজ বা মোটাসোটা হইয়াছে এমন। [ঃ দুগ্ধ-'পুষ্ট'।] [সং.] বি. **পুষ্টি** — পুষ্টভাব, পরিণত

অবস্থা। [ঃ 'পুষ্টি' লাভ।] **পুষ্টিকর** — যাহাতে দেহ সবল ও মোটাসোটা হয় এমন। [ঃ 'পুষ্টিকর' খাদ্য।]

পুষ্প — ফুল। স্ত্রীরজ। একরকম চক্ষু-রোগ। **পুষ্পক** — পুরাণে বর্ণিত কুবেরের আকাশগামী রথ। **পুষ্পকেতন, পুষ্প-কেতু** — প্রেমের দেবতা, মদন। **পুষ্প-দাম** — ফুলের মালা, ফুলের সমষ্টি। **পুষ্পধনু, পুষ্পধন্বা** — প্রেমের দেবতা মদন, ফুলধনু। **পুষ্পপুর** — পাটলি-পুত্রের এক নাম, কুসুমপুর। **পুষ্প-বতী** — রজস্বলা, ঋতুমতী। **পুষ্প-বাটিকা** — বাগানবাড়ি। বাগান। **পুষ্প-বাণ** — ('পুষ্পধনু' দেখ।) **পুষ্পবৃষ্টি** — শূন্য হইতে ফুল ছড়ানো, পুষ্পবর্ষণ। **পুষ্পমাস** — চৈত্রমাস। বসন্তকাল। **পুষ্প-রজ** — পরাগ। **পুষ্পরথ** — ('পুষ্পক' দেখ।) **পুষ্পরেণু** — পরাগ। **পুষ্পশর** — ('পুষ্পধনু' দেখ।)

পুষ্পাঞ্জলি — অঞ্জলিভরা ফুলের অর্ঘ্য।

পুষ্পায়ুধ — ('পুষ্পধনু' দেখ।)

পুষ্পাসব — ফুলের মধু।

পুষ্পিকা — প্রাচীন গ্রন্থের শেষে বা অধ্যায়শেষে প্রদত্ত ভণিতা।

পুষ্পিত — ণ. যাহাতে ফুল ফুটিয়াছে এমন, কুসুমিত। [ঃ 'পুষ্পিত' কানন।] স্ত্রী. **পুষ্পিতা** — ফুলে পূর্ণা, পুষ্প-যুক্তা। [ঃ 'পুষ্পিতা' লতা।] ঋতুমতী, রজস্বলা।

পুষ্পেষু — ('পুষ্পধনু' দেখ।)

পুষ্পোৎসব — দ্বিতীয় বিবাহরূপ সংস্কার। ফুলের উৎসব।

পুষ্যভূতি — থানেশ্বরের প্রাচীন রাজবংশ।

পুষ্যা — একটি নক্ষত্রের নাম।

পুষ্যি — (কথ্য ও ব্যঙ্গার্থক রূপ) পোষ্য। **পুষ্যিপুত্তুর** — (ব্যঙ্গে) পোষ্যপুত্র।

পুস্তক — বই, কেতাব, গ্রন্থ। [সং.] **পুস্তকালয়** — বইয়ের দোকান।

পুস্তা — অবলম্বন, ঠেস। বই বাঁধিবার সময় উহার পিঠে আড়ভাবে রাখা মোটা সুতা। [ফা.] **পুস্তান, পুস্তানি** — বই ও বইয়ের মলাটের সংযোগস্থলে দেওয়া হয় এমন শক্ত কাগজ বা কাপড়।

পুগ — সুপারি। সমূহ, রাশি। [সং.]

পূজক — যে পূজা করে। পূজা করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, পুরুত। [সং.] **পূজন** — পূজা করণ, আরাধনা। [ঃ ভজন-'পূজন'।] **পূজনীয়** — পূজার যোগ্য। শ্রদ্ধার যোগ্য। বয়োজ্যেষ্ঠ। স্ত্রী. — **পূজনীয়া**। **পূজয়িতা** — পূজক, উপাসক। [সং. পূজয়িতৃ।] স্ত্রী. — **পূজয়িত্রী**।

পূজা — ফুল নৈবেদ্য ইত্যাদি যোগে আরাধনা। গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। [ঃ জাতির অন্তরের 'পূজা'।] দুর্গোৎ-সব ইত্যাদি শরৎকালীন বিভিন্ন পূজা। [ঃ 'পূজার' ছুটি।] **পূজাআচ্চা** — পূজা ও অর্চনা। **পূজা-আহ্নিক** — নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা উপাসনাদি। **পূজা-পার্বণ** — পূজা ও পরব।

পূজা — ক্রি. (কবিতায়) পূজা করা। [ঃ 'পূজিল' শঙ্করে।]

পূজারী — পূজক, পূজার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ পাচক। উপাসক, অনুরক্ত ভক্ত। স্ত্রী. — **পূজারিনী, পূজারিণী**।

পূজার্হ — পূজার যোগ্য, পূজ্য।

পূজিত — যাহাকে পূজা করা হইয়াছে এমন, পূজাপ্রাপ্ত। পরম সম্মানিত। স্ত্রী. — **পূজিতা**।

পূজ্য — পূজার যোগ্য, পূজনীয়। পরম শ্রদ্ধেয়। স্ত্রী. — **পূজ্যা**। **পূজ্যপাদ** — পরম পূজনীয়। **পূজ্যমান** — যাহাকে পূজা করা হইতেছে। স্ত্রী. — **পূজ্য-মানা**।

পূত — পবিত্র, বিশুদ্ধ। [সং.]
পূতনা — পুরাণে বর্ণিতা দানবী শিশু কৃষ্ণ যাহাকে বধ করেন। [সং.]
পূতাত্মা — পরম পুণ্যবান্ বা পবিত্র ব্যক্তি। [সং. **পূতাত্মন্**।]
পূতি — বি. দুর্গন্ধ। ণ. দুর্গন্ধময়। [সং.] **পূতিগন্ধ** — পচাগন্ধ। [ঃ নরকের 'পূতিগন্ধ'।] **পূতিগন্ধময়** — পূতিগন্ধে পূর্ণ।
পূতিকা — পুঁই শাক। [সং.]
পূপ — পিষ্টক, পিঠা। [সং.]
পূব — ('পুব' দেখ।)
পূবালি, পূবে — ('পুবালি' ও 'পুবে' দেখ।)
পূয — পচা রক্ত, পুঁজ। [সং.]
পূরক — যাহা পূরণ করে। (গণিতে) যাহার দ্বারা গুণ করা হয়, গুণক। (জ্যামিতিতে) কোণ যাহা অন্য কোণের সহিত যোগ করিলে সমকোণ হয়। (যোগসাধনে) বায়ুগ্রহণ। **পূরণ** — পূর্ণ করণ বা হওয়ন। [ঃ পাদ-'পূরণ'; ঃ ক্ষতি-'পূরণ'।] পালন। [ঃ প্রতিজ্ঞা-'পূরণ'।] গুণ করণ, গুণন। সমাধান। [ঃ সমস্যা-'পূরণ'।] পরিতৃপ্তি। [ঃ বাসনা-'পূরণ'।] ণ. **পূরণীয়** — পূরণ করা যায় এমন।
পূরব — (কবিতায়) পূর্ব দিক্।
পূরবী — বিখ্যাত রাগিণী যাহা সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগে গাওয়া বা বাজানো হয়।
পূরা — ক্রি. পূর্ণ হওয়া। [ঃ আশা 'পূরিল' না।] ঢুকানো। ভরা।
পূরানো — ক্রি. পূরণ করা। অপরের দ্বারা পূরণ করা। পূর্ণ করা, মিটানো।
পূর্ণ — ভরা, ভরতি। [ঃ 'পূর্ণ' কলস; ঃ দুগ্ধ-'পূর্ণ'।] সমগ্র, অখণ্ড। [ঃ 'পূর্ণ' চন্দ্র।] অক্ষুণ্ণ। [ঃ 'পূর্ণ' যৌবন।] সফল, তৃপ্ত। [ঃ বাসনা 'পূর্ণ' হওয়া।] বাকী নাই এমন, পূরা। [ঃ বৎসর 'পূর্ণ' হইল।] বি. — **পূর্ণতা**। স্ত্রী. — **পূর্ণা**। **পূর্ণকাম** — যাহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে। **পূর্ণকুম্ভ** — ভরতি কলসী। মাঙ্গলিক ঘট। **পূর্ণগর্ভ** — ভিতরের শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়াছে এমন। [ঃ 'পূর্ণগর্ভ' কলস।] স্ত্রী. **পূর্ণগর্ভা** — আসন্নপ্রসবা। **পূর্ণচন্দ্র** — পূর্ণিমার চাঁদ। **পূর্ণচ্ছেদ** — বাক্যের শেষে যে যতিচিহ্ন দেওয়া হয়, দাঁড়ি। **পূর্ণতা** — সমগ্রতা। অক্ষুণ্ণতা। অখণ্ডতা। বাকী নাই এমন অবস্থা। **পূর্ণবয়স্ক** — সাবালক। বি. — **পূর্ণবয়স্কতা**। স্ত্রী. — **পূর্ণবয়স্কা**। **পূর্ণব্রহ্ম** — অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। **পূর্ণমাত্রা** — পূরা মাত্রা।
পূর্ণমাসী—পূর্ণিমা। [সং.] **পূর্ণায়ু**— শতায়ু, দীর্ঘজীবী। **পূর্ণাহুতি** — শেষ আহুতি যাহার দ্বারা হোম সমাপ্ত হয়। [সং.]
পূর্ণিমা — যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, শুক্লপক্ষের শেষ তিথি। [সং.]
পূর্ণেন্দু — পূর্ণচন্দ্র।
পূর্ত — জনহিতের জন্য খাল পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি। [সং.] **পূর্তবিভাগ** — পূর্তের ভারপ্রাপ্ত সরকারী দপ্তর।
পূর্তি — পূরণ, ভরতি করণ। [ঃ উদর-'পূর্তি'।]
পূর্ব — পূর্বদিক্, পূব দিক্। অগ্র, অতীতকাল, গত সময়। [ঃ 'পূর্বে' ঘটিত; ঃ 'পূর্বের' ঘটনা।] ঠিক আগের। [ঃ 'পূর্ব' বৎসর; ঃ 'পূর্ব' দিন।] পূর্বদিকের, পূর্বদিক্‌বর্তী। [ঃ 'পূর্ব' অঞ্চল; ঃ 'পূর্ব' পাঞ্জাব।] অতীত, আগের। [ঃ 'পূর্ব' কাল; ঃ 'পূর্ব'-পুরুষ।] **-পূর্ব** — 'ইহার আগে ঘটিয়াছে' অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত

হয়। [ঃ যুদ্ধ-'পূর্ব' যুগ।] -**পূর্বক** — আগে করিয়া, পুরঃসর। [ঃ প্রণাম-'পূর্বক'।] করিয়া, সহিত, সহকারে। [ঃ অনুগ্রহ-'পূর্বক'।] **পূর্বকাল** — অতীতকাল। ণ. — **পূর্বকালিক, পূর্বকালীন। পূর্বকৃত** — আগে করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পূর্বকৃত' অপরাধ।] **পূর্বগামী** — পূর্বদিকে যাইতেছে বা যায় এমন। আগে গিয়াছে বা যায় এমন, অগ্রগামী। **পূর্বজন্ম** — আগের জন্ম। ণ. **পূর্বজন্মার্জিত** — আগের জন্মে অর্জন করা হইয়াছে এমন। **পূর্বতন** — আগে ছিল এমন, আগেকার। স্ত্রী. — **পূর্বতনী**। [ঃ 'পূর্বতনী' পত্নী।] **পূর্বদক্ষিণ** — পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী। **পূর্বদেশ** — পূর্বদিকে অবস্থিত দেশ, প্রাচ্য দেশ। ণ. — **পূর্বদেশীয়। পূর্বপুরুষ** — পিতা পিতামহ ইত্যাদি বংশের পুরুষ বা ব্যক্তি। **পূর্বফল্গুনী** — একটি নক্ষত্রের নাম। **পূর্ববঙ্গ** — বাংলাদেশের পূর্ব অংশ, বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান। ণ. **পূর্ববঙ্গীয়** — পূর্ববঙ্গ সংক্রান্ত। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। স্ত্রী. — **পূর্ববঙ্গীয়া। পূর্ববৎ** — আগের মতো। **পূর্ববর্তী** — আগের, আগে ঘটিয়াছে রহিয়াছে বা করিয়াছে এমন। [ঃ 'পূর্ববর্তী' বক্তা।] পূর্বদিকস্থ। **পূর্বমীমাংসা** — জৈমিনিকৃত প্রাচীন ভারতীয় দর্শন। **পূর্বরঙ্গ** — নাটকাদি অভিনয়ের আগে সংগীত ইত্যাদি, নান্দী, প্রস্তাবনা। **পূর্বরাগ** — বিবাহের আগে নায়ক-নায়িকার প্রেম। অনুরাগ সঞ্চার।

পূর্বাচল — পূর্বদিকের যে পর্বত হইতে সূর্যোদয় হয় বলিয়া প্রাচীনকালে মনে করা হইত। উদয়াচল।

পূর্বানুবৃত্তি — উত্থাপিত বিষয়ের ক্রমিক উত্থাপন বা আলোচনা।

পূর্বাপর — আগের ও পরের, আনুপূর্বিক। [ঃ 'পূর্বাপর' সামঞ্জস্য।]

পূর্বাপেক্ষা — আগের চেয়ে, আগেকার অপেক্ষা।

পূর্বাবধি — আগে হইতে, পূর্ব হইতে।

পূর্বাভাষ — সূচনা। ভূমিকা।

পূর্বাশা — পূর্ব দিক্, প্রাচী।

পূর্বাষাঢ়া — নক্ষত্র বিশেষ।

পূর্বাহ্ণ — দিবসের প্রথম ভাগ, দুপুরের আগের সময়।

পূর্বিতা — পূর্ববর্তিতা, পূর্বগণ্যতা, priority.

পূর্বোক্ত — আগে বলা হইয়াছে এমন। বি. — **পূর্বোক্তি**।

পূর্বোদ্ধৃত — আগে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এমন। বি. — **পূর্বোদ্ধৃতি**।

পূষন্, পূষা — সূর্য। [সং.]

পৃক্ত — যুক্ত, লিপ্ত, সংলগ্ন, মিশ্রিত।

পৃচ্ছা — জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। **পৃচ্ছু** — জিজ্ঞাসু, জানিতে ইচ্ছুক।

পৃথক্ — একত্র নহে, আলাদা, ভিন্ন, স্বতন্ত্র। **পৃথক্ পৃথক্** — ছাড়া ছাড়া, আলাদা করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে। **পৃথক্করণ, পৃথকীকরণ** — বি. আলাদা করা, বিযুক্ত করা। ণ. — **পৃথক্কৃত, পৃথকীকৃত**।

পৃথক — ('পৃথক্' দেখ।)

পৃথগন্ন — ণ. একান্নবর্তী নহে এমন। বি. ঐরূপ অবস্থা। [ঃ 'পৃথগন্নে' থাকা।]

পৃথগ্বিধ — অন্যরকম। বিভিন্ন রকম।

পৃথা — কুন্তী।

পৃথিবী — আমাদের এই গ্রহ, ভূমণ্ডল। **পৃথিবীপতি** — রাজা, ভূপতি। **পৃথিবীময়** — সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া, পৃথিবীর সর্বত্র।

পৃথু — ণ. স্থূল, বিশাল। বি. জনৈক

পৌরাণিক রাজার নাম। **পৃথুল** — ণ. স্থূল, বিশাল। স্ত্রী. — **পৃথুলা**। [ঃ 'পৃথুলা' পৃথ্বীর ভার।]

পৃথ্বী — পৃথিবী। **পৃথ্বীধর** — পর্বত, মহীধর। **পৃথ্বীপতি** — রাজা, পৃথিবী-পতি। **পৃথ্বীরাজ** — পৃথিবীর রাজা।

পৃষ্ট — যাহাকে বা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এমন, জিজ্ঞাসিত। [সং.]

পৃষ্ঠ — বুকের বিপরীত দিক, পিঠ। পিছন দিক্। উপরিভাগ, তল। [ঃ ভূ-পৃষ্ঠ'।] [সং.] **পৃষ্ঠদণ্ড** — মেরুদণ্ড, শিরদাঁড়া। **পৃষ্ঠপোষক** — যে পিছনে বা অন্তরালে থাকিয়া সাহায্য করে, সহায়ক, সাহায্যকারী, patron. **পৃষ্ঠ-পোষকতা** — পৃষ্ঠপোষকের কাজ, সাহায্য, সহায়তা। **পৃষ্ঠপোষণ** — পিছনে থাকিয়া সাহায্য দান। ণ. — **পৃষ্ঠপোষিত**। **পৃষ্ঠপ্রদর্শন** — পলায়ন, পিঠটান। [ঃ 'পৃষ্ঠপ্রদর্শন' করা।] **পৃষ্ঠবংশ** — ('পৃষ্ঠদণ্ড' দেখ।) **পৃষ্ঠ-ব্রণ** — পিঠে হয় এমন একরকম দুষ্ট ব্রণ। **পৃষ্ঠভঙ্গ** — যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন। **পৃষ্ঠরক্ষক** — পিছন দিক রক্ষায় নিযুক্ত। দেহরক্ষী। **পৃষ্ঠ-রক্ষণ, পৃষ্ঠরক্ষা** — দেহরক্ষীর কাজ। পশ্চাদ্ভাগ রক্ষণ। প্রহার হইতে আত্ম-রক্ষা। **পৃষ্ঠরক্ষী** — ('পৃষ্ঠরক্ষক' দেখ।)

পৃষ্ঠা — বইয়ের পাতার এক দিক। [সং.] **পৃষ্ঠাঙ্ক** — পৃষ্ঠার ক্রমসূচক সংখ্যা।

পৃষ্ঠোপরি — পিঠের উপর।

পেঁকো — ণ. খুব পাঁক আছে এমন। [ঃ 'পেঁকো' পুকুর।] পাঁকের মতো। [ঃ 'পেঁকো' গন্ধ।] পাঁকে থাকে বা জন্মে এমন।

পেখনু, পেখলুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) দেখিলাম।

পেখম — ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছ। **পেখম ধরা** — (ময়ূর) পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া মেলিয়া ধরা।

পেখা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) দেখা।

পেগ — মদের একরকম মিশ্রণ ও মাপ। [ই. peg.]

পেঁচ — ('প্যাঁচ' দেখ।)

পেচক — একরকম পাখী যাহারা রাত্রিতে জাগে ও দিনে ঘুমায়, প্যাঁচা। স্ত্রী. — **পেচকী**।

পেঁচা — ('প্যাঁচা' দেখ।)

পেঁচাও — প্যাঁচযুক্ত। জটিল। কুটিল।

পেঁচানো — ক্রি. প্যাঁচ দেওয়া, পাক দেওয়া, পাকানো, জটিল করা। ভোঁতা ছুরি ইত্যাদি দিয়া কাটিবার জন্য ঘষা। ণ. প্যাঁচ বা পাক দেওয়া হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।

পেঁচালো — ('প্যাঁচালো' দেখ।)

পেঁচী — স্ত্রী. প্যাঁচা, পেচকী।

পেঁচো — শিশুদের অনিষ্টকারী অপ-দেবতা, পঞ্চানন্দ। **পেঁচোয় পাওয়া** — শিশুর ধনুষ্টঙ্কার বা তড়কা হওয়া।

পেছু — ('পিছু' দেখ।)

পেঁজা — ('পিজা' দেখ।) বি. পিঁজার কাজ। ণ. পিঁজা হইয়াছে এমন।

পেজী — 'পৃষ্ঠা আছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ষোল-'পেজী' ফর্মা।] [ই. page.]

পেজোমি — পাজীর মতো আচরণ।

পেট — বুকের নিম্নবর্তী স্থান, উদর। পাকস্থলী। [ঃ 'পেট' ভরা।] গর্ভ। **পেট আঁটা** — কোষ্ঠবদ্ধতা হওয়া। **পেট ওঠা** — পেট ভরা, খাওয়ার ফলে পেট উঁচু হওয়া। **পেট কামড়ানো** — পেট ব্যথা করা। **পেট খসানো** — (গ্রাম্য) গর্ভপাত করা। **পেট খারাপ করা বা হওয়া** — পেটের অসুখ হওয়া। **পেট**

চলা — জীবিকা নির্বাহ হওয়া। **পেট ছাড়া** — তরল দাস্ত হওয়া। **পেট ডাকা** — অজীর্ণতা, বা খাদ্যহীনতার জন্য পেটে শব্দ হওয়া। **পেট নামা** — তরল দাস্ত হওয়া, পেটের অসুখ হওয়া। **পেট নামানো** — (গ্রাম্য) গর্ভপাত করা। **পেট পড়া** — ক্ষুধার ফলে উদরের স্ফীতি কমা। **পেট পালা** — কোনও রকমে খোরাক জুটানো। **পেট ফাঁপা** — পেটে বায়ু হওয়ায় পেট ফুলিয়া ওঠা। **পেট ভরা** — উদর পূর্ণ হওয়া বা করা। **পেটভাতা** — শুধু খাইতে পাইবে এই শর্ত। [ঃ 'পেটভাতায়' থাকা বা চাকরি করা।] **পেট মরা** — আহারের শক্তি কমিয়া যাওয়া। **পেটমোটা** — ভুঁড়ি-ওয়ালা। **পেট মোটা করা** — অবৈধভাবে প্রচুর অর্থাদি লাভ করা। **পেটরোগা** — যে প্রায়ই পেটের রোগে ভোগে। **পেট-সর্বস্ব** — পেটুক, কেবল খাওয়ার জন্যই যাহার সব ব্যয় হইয়া যায়, উদর-সর্বস্ব। **পেটে আসা** — গর্ভে জন্মলাভ করা। **পেটে থাকা** — গর্ভে থাকা। অপ্রকাশিত বা গোপন থাকা। **পেটে ধরা** — গর্ভে ধারণ করা। **পেটে পেটে** — গোপনে অপ্রকাশিতভাবে, তলে তলে। **পেটে রাখা** — গোপন বা অপ্রকাশিত রাখা। **পেটের কথা** — গোপন কথা। **পেটের ছেলে** — গর্ভ-জাত পুত্র। গর্ভস্থ সন্তান। **পেটের দায়** — উদরান্ন সংস্থানের প্রয়োজন।

পেটক — পেটরা। [সং.]

পেটরা — বাক্স তোরঙ্গ ইত্যাদি।

-পেটা — 'এইরূপ পেট আছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ রোগা-'পেটা'; ঃ নাদা-'পেটা'।]

পেটা — ('পিটা' দেখ।) ণ. পিটিয়া প্রস্তুত। [ঃ 'পেটা' লোহা।] বি. পিটন। আঘাত করণ। দুরমুশ করণ।

পেটানো — ('পিটানো' দেখ।)

পেটি — কোমরবন্ধ। মাছের পেটের টুকরা।

পেটিকা — ছোট পেটরা।

পেটিবুর্জোয়া — নিম্নশ্রেণীর ধনিক, মধ্য-বিত্ত। [ই. petty bourgeois.]

পেটিকোট — শেমিজ। [ই. petty-coat.]

পেটী — পেটিকা, ছোট পেটরা।

পেটুক — খুব খাইতে ভালোবাসে এমন।

পেটেণ্ট — আবিষ্কৃত যন্ত্র ঔষধাদির অধিকার রক্ষণের জন্য সরকারী অনুমতি। [ঃ 'পেটেণ্ট' নেওয়া।] ঐরূপ অনুমতিপ্রাপ্ত। [ঃ 'পেটেণ্ট' ঔষধ।] বাঁধাধরা, বৈচিত্র্যহীন। [ঃ 'পেটেণ্ট' বুলি; ঃ 'পেটেণ্ট' খাবার।] [ই. patent.]

পেটো — বি. পাট বা ভাঁজ করিয়া চুল বাঁধিবার ভঙ্গী, পাতা। [ঃ 'পেটো' পাড়িয়া চুল বাঁধা।] ণ. পাট সংক্রান্ত। [ঃ 'পেটো' কারবারী।] পাট হইতে প্রস্তুত। [ঃ 'পেটো' শাড়ি।]

পেটোয়া — অনুগত, প্রিয়, পৃষ্ঠপোষিত।

পেট্রল — পাহারা। [ঃ 'পেট্রল' দেওয়া।] প্রহরী বাহিনী। [ই. patrol.] কেরোসিন জাতীয় শক্তিশালী একরকম তেল যাহা ঘর্ষণের ফলে জ্বলে ও সহজে উবিয়া যায়। [ই. petrol.]

পেট্রোম্যাক্স — একরকম শক্তিশালী বাতি। (মূলতঃ ঐ বাতি প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানির নাম।)

পেড়া — একরকম ক্ষীরের মিষ্টান্ন।

পেড়া — পেটরা। [সং. পেটক।]

পেড়াপীড়ি — ('পীড়াপীড়ি' দেখ।)

পেণ্ট — তরল রং। রং। [ই. paint.] **পেণ্টার** — চিত্রকর। অভিনেতা ও অভি-নেত্রীদের যে ব্যক্তি রং মাখায়। [ই. painter.] **পেণ্টিং** — অঙ্কন। চিত্র।

অভিনয়ের জন্য রং মাখিয়া রূপসজ্জা। [ই. painting.]

পেণ্টলুন — শক্ত কাপড়ের একরকম পাজামা। [ই. pantaloons.]

পেণ্ডুলাম — ঘড়ির দোলক। [ই. pendulum.]

পেণ্ডেণ্ট — হারের দোলক, ধুকধুকি। [ই. pendant.]

পেতনী, পেত্নী — প্রেতিনী, স্ত্রী ভূত।

পেন — কলম, লেখনী। [ই. pen.]

পেনশন, পেনসন — চাকরি শেষে অবসর গ্রহণকালে প্রাপ্ত বৃত্তি। [ই. pension.] **পেনশন লওয়া** — চাকরি হইতে অবসর লওয়া।

পেনসিল — বিনা কালিতে লেখা যায় এমন সরু মুখওয়ালা একরকম জিনিস। [ই. pencil.] **লেড পেনসিল** — কাগজের উপর লেখার উপযোগী কাঠ ও গ্রাফাইট (সীসা নহে) দিয়া তৈয়ারী পেনসিল।

পেনাল্টি — শাস্তি। ফুটবল খেলায় নিয়মবিরুদ্ধ খেলার জন্য শাস্তি। [ই. penalty.]

পেনি — ইংলণ্ডে প্রচলিত ব্রোঞ্জের মুদ্রা, প্রায় এক আনার সমান। [ই. penny.]

পেনি — শিশুদের ফ্রক।

পেনিসিলিন — এডোয়ার্ড ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত বিখ্যাত ঔষধ। [ই penicilin.]

পেন্নাম — (কথ্য ও গ্রাম্য রূপ) প্রণাম।

পেন্স — একত্র কতকগুলি পেনি (ইংলণ্ডে প্রচলিত ব্রোঞ্জের মুদ্রা।) [ই. pence.]

পেপার — কাগজ। খবরের কাগজ। পরীক্ষাকালীন বিষয়ের বিভাগ। [ই. paper.]

পেঁপে — একরকম সুপরিচিত ফল। [পো. papaya.]

পেয় — পানের যোগ্য। পান করিতে হইবে এমন।

পেঁয়াজ — ('পিঁয়াজ' দেখ।)

পেয়ার — পীরিত, ভালোবাসা। [ঃ 'পেয়ারের' লোক।] [সং. প্রিয়কার।] জোড়া। তাস খেলায় সাহেব ও বিবি একত্র থাকা বা তৎসংক্রান্ত খেলা। [ই. pair.]

পেয়ারা — একরকম সুপরিচিত ফল। [পো. pera.]

পেয়ারী — প্রেমপাত্রী, প্রণয়িনী। শ্রীরাধিকা, প্যারী।

পেয়ালা — ('পিয়ালা' দেখ।)

-পেয়ে — পা বা পায়া আছে অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দো-'পেয়ে' জানোয়ার।]

পেয়ে — (কথ্য রূপ) পাইয়া।

পেরনো — ক্রি. পার হওয়া। [ঃ নদী-'পেরনো'।] কাটিয়া যাওয়া, অতিবাহিত হওয়া। [ঃ এক সপ্তাহ 'পেরলো'।]

পেরু — দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। এক জাতির মোরগ।

পেরুনো — ('পেরনো' দেখ।)

পেরেক — লোহার একরকম কাঁটা। [পো. prego.]

পেলব — কোমল। বি. — **পেলবতা**।

পেলা — যাত্রা পাঁচালী ইত্যাদির আসরে গায়ক-গায়িকাকে দেওয়া দর্শকদের পুরস্কার।

পেল্লায়—(গ্রাম্য ও কথ্য) প্রকাণ্ড, বিশাল। মহা। [সং. প্রলয়।]

পেশ —সম্মুখে স্থাপন, দাখিল। [ফা.] **পেশকার** — বিচারক প্রভৃতির নিকট দলিলপত্রাদি উত্থাপনের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। **পেশকারি** — পেশকারের কাজ বা পদ।

পেশল — সুন্দর। কোমল। নিপুণ।

(অশুদ্ধ প্রয়োগ) পেশীযুক্ত। [সং.]

পেশা — জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ, ব্যবসায়, বৃত্তি। [ফা.] **পেশাকর, পেশাকার** — বেশ্যা। **পেশাদার** — যে অর্থ উপার্জনের জন্য কোনও কাজ করে। ণ. — **পেশাদারী।**

পেশি, পেশী — দেহের শক্ত ও সবল মাংসপিণ্ড, muscle.

পেশিবহুল, পেশীবহুল — অধিক পরিমাণে পেশী আছে এমন। [ঃ 'পেশীবহুল' দেহ।] **পেশিময়, পেশীময়** — ('পেশিবহুল' দেখ।)

পেশোয়া — মারাঠা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও সর্বময় কর্তা। [ফা. পেশ্‌বা।]

পেশোয়াজ — মেয়েদের ও নর্তকীদের পরিধেয় একরকম পায়জামা। [ফা. পেশ্‌বাজ।]

পেষক — যে পেষণ করে, পেষণকারী।

পেষণ — দলন, চাপ দিয়া চূর্ণ করণ। অত্যাচার, নির্যাতন। **পেষণি, পেষণী** — পেষণ করার যন্ত্র।

পেষা — ('পিষা' দেখ।) ণ. পিষ্ট। বি. পেষণ।

পেষাই — পিষ্ট করার কাজ। পিষ্ট করার জন্য পারিশ্রমিক।

পেষানো — ('পিষানো' দেখ।) ণ. অপরের দ্বারা পিষ্ট। বি. অপরের দ্বারা পেষণ।

পেস্তা — বাদাম জাতীয় একরকম সবুজ বীজ। [ফা. পিস্তা।]

পৈছা, পৈঁছা — ('পইছা' দেখ।)

পৈঠা — ('পইঠা' দেখ।)

পৈতা — ('পইতা' দেখ।)

পৈতৃক — পিতা সংক্রান্ত। বাবার নিকট হইতে প্রাপ্ত। [ঃ 'পৈতৃক' সম্পত্তি।] [সং.]

পৈত্তিক — পিত্ত সংক্রান্ত। [সং.]

পৈশাচ, পৈশাচিক — ণ. পিশাচ সংক্রান্ত। পিশাচের তুল্য। অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ভয়ংকর। [ঃ 'পৈশাচিক' হত্যাকাণ্ড।] বি. — **পৈশাচিকতা।**

পৈশাচী — ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা (ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য ভাষার সংমিশ্রণে জাত।)

পৈশুন, পৈশুন্য — খলতা, ক্রূর আচরণ। [সং.]

পৈষ্টিক — ণ. পিষ্টদ্রব্য হইতে প্রস্তুত। পিষ্টদ্রব্য সংক্রান্ত। বি. একরকম মদ।

পো — (গ্রাম্য) ছেলে। [সং. পুত্র।]

পোঁ — বাঁশির একটানা সুর। **পোঁ ধরা** — বিচার বিবেচনা না করিয়া অন্যের সকল কথায় সায় দেওয়া।

পোকা — কীট। **পোকামাকড়** — কীটপতঙ্গ মাকড়সা ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র জীব। **বইয়ের পোকা** — যে সকল সময়ে বই পড়ে।

পোক্ত — শক্ত, মজবুত। দক্ষ, নিপুণ। অভিজ্ঞ। [ফা. পুখ্‌তহ্‌।]

পোখরাজ — একরকম মূল্যবান্ পাথর, পুষ্পরাগ মণি, topaz.

পোগণ্ড — বি. পাঁচ হইতে পনের বৎসর বয়সের ছেলেমেয়ে। ণ. বিকলাঙ্গ। [সং.]

পোচ — ঘিয়ে ঈষৎ ভাজা ডিম। [ই. poach.]

পোঁচ, পোঁছ — লেপ। [ঃ এক 'পোঁচ' রং।] মোছা। [ঃ 'ঝাড়-পোঁছ'।]

পোঁছা — ('পুঁছা' দেখ।) ণ. পুঁছা বা মোছা হইয়াছে এমন। বি মোছা, ঘষিয়া পরিষ্কার করণ।

পোঁছানো — ('পুঁছানো' দেখ।) ণ. অন্যের দ্বারা মোছানো হইয়াছে এমন। বি. মোছানো।

পোজ — দেখাইবার উদ্দেশ্যে দেহাদির

বিশেষ ভঙ্গী। [ই. pose.]

পোট — খাপ, সম্ভাব, মিল। [ঃ 'পোট' খাওয়া।]

পোঁটলা — গাঁটরি, বড় পুঁটলি, বোঁচকা।

পোঁটা — শিকনি। মাছের পেটের ভিতরের বায়ুপূর্ণ থলি ও নাড়িভুঁড়ি।

পোড় — দহন, পুড়ন। কঠিন অভিজ্ঞতা। [ঃ 'পোড়' খাওয়া।] **পোড়-খাওয়া** — পুড়িয়াছে বা পুড়িবার ফলে বিনষ্ট হয় নাই এমন। অভিজ্ঞ।

পোড়া — ('পুড়া' দেখ।) ণ. পুড়িয়াছে এমন, দগ্ধ। প্রতিকূল, বিমুখ। [ঃ 'পোড়া' বিধি।] মন্দ। [ঃ পোড়া 'কপাল'।] কলঙ্কিত, নিন্দিত। [ঃ 'পোড়া' মুখ।] **পোড়াকপালী** — অভাগিনী। **পোড়াকপালে** — হতভাগ্য, মন্দভাগ্য। **পোড়ানি** — দাহ, যন্ত্রণা। **পোড়ানো** — ('পুড়ানো' দেখ।) ণ. দগ্ধ করা হইয়াছে এমন। বি. দহন, দাহ, দগ্ধ করণ। [ঃ মড়া 'পোড়ানোর' পর।] ণ. **পোড়ানে** — যে জ্বালাতন করে, যে কষ্ট দেয় বা বিরক্ত করে। **পোড়ামাটির নীতি** — যুদ্ধের সময়ে বাসস্থান ও খাদ্যাদি জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া দিয়া পলায়ন করিবার নীতি। **পোড়ারমুখী** — (গালিতে বা মৃদু তিরস্কারে) কলঙ্কিনী, অভাগিনী। **পোড়ারমুখো** — (গালিতে) কলঙ্কিত। হতভাগ্য।

পোড়েন — ('পড়েন' দেখ।)

পোড়ো — যে খুব পড়ে বা পড়াশুনা করিতে ভালোবাসে। পড়ুয়া। [ঃ 'পোড়ো' ছেলে।]

পোড়ো — পতিত, অব্যবহৃত বা অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে এমন। [ঃ 'পোড়ো' জমি।] ভগ্নপ্রায়, পড়ে পড়ে এমন। [ঃ 'পোড়ো' বাড়ি।]

পোত — জাহাজ। [সং.]

পোতা — ভিটা ও তৎপার্শ্ববর্তী উঁচু জমি।

পোঁতা — ক্রি. প্রোথিত করা, গাড়া। মাটির নিচে খানিকটা ঢুকানো। রোপণ করা। বি. প্রোথিত করণ। রোপণ। ণ. প্রোথিত। রোপিত।

পোতাধ্যক্ষ — জাহাজের পরিচালক, জাহাজের কাপ্তেন।

পোতারোহী — জাহাজের যাত্রী। [সং. পোতারোহিন্।]

পোতাশ্রয় — জাহাজ আশ্রয় লয় এমন বন্দর, harbour.

পোদ — বাঙ্গালীর একটি জাতি বিশেষ, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়। [সং. পুণ্ড্র।]

পোঁদ — (অশিষ্ট প্রয়োগ) মলদ্বার। পাছা।

পোদ্দার — যে সোনারূপা যাচাই করে গচ্ছিত রাখে বন্ধক রাখে বা বাটা লইয়া নোট টাকা ইত্যাদি ভাঙাইয়া দেয়। [ফা. ফোত্‌হ্ + দার।] **পোদ্দারি** — পোদ্দারের কাজ বা পেশা।

পোনা — রুই কাতলা ইত্যাদি মাছের চারা বা বাচ্চা। [সং. পোতাধান।] **পোনামাছ** — রুই কাতলা কালবোস ও মৃগেল মাছ।

পোপ — রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান যাজক (মূল অর্থ—পিতা।) [ই. Pope.] **পোপতন্ত্র** — পোপের কর্তৃত্বে পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। ণ. — **পোপতন্ত্রীয়, পোপ-তান্ত্রিক।**

পোয়া — চারিভাগের এক ভাগ। সিকি সের, চারি ছটাক। [সং. পাদ।] **পোয়াবার, পোয়াবারো** — পাশা খেলায় খুব লোভনীয় দান। (ব্যঙ্গে বা রসিকতায়) পড়তা, সৌভাগ্য। [ঃ তোমার তো 'পোয়াবারো'।]

পোয়াতী — গর্ভবতী, গর্ভিণী। নবজাত সন্তানের জননী, প্রসূতি। [সং. পোতবতী।]

পোয়ানো — ('পোহানো' দেখ।)

পোয়াল — খড়, বিচুলি। [সং. পলাল।] **পোয়ালকুড়** — খড় বিচুলি ইত্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিবার জায়গা।

পোয়া — ('পুরা' দেখ।)

পোরানো — ('পুরানো' দেখ।)

পোর্ট — বন্দর। বিমানঘাঁটি। [ই. port.]

পোলা — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) পুত্র, ছেলে। **পোলাপান** — ছেলেমেয়ে।

পোলাও — ঘি ও মসলা সহযোগে মাছ-মাংস ইত্যাদি দিয়া রাঁধা ভাত, পলান্ন। [ফা. পলাও।]

পোলো — ঘোড়ায় চড়িয়া একরকম খেলা, চৌগন। জলে বল লইয়া একরকম খেলা। [ই. polo.]

পোশাক — জামাকাপড়, পরিচ্ছদ। সভ্য সমাজে বা বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার্য পরিচ্ছদ। [ঃ যুদ্ধের 'পোশাক'।] [ফা. পোশাক্।] ণ. **পোশাকী** — পোশাক সংক্রান্ত। কেবল পোশাকেই সীমাবদ্ধ। [ঃ 'পোশাকী' বাবু।] ভদ্র সমাজে বা বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার্য কিন্তু সকল সময়ে ব্যবহার্য নহে এমন, আটপৌরের বিপরীত। [ঃ 'পোশাকী' কাপড়।]

পোষ — পুষিবার ফলে বশ, পালনকারীর বশ্যতা। [ঃ 'পোষ' মানা।]

পোষক — পোষণকারী। পুষ্টিকর। [ঃ শরীরের 'পোষক'।] সহায়ক, সমর্থক। [ঃ মতের 'পোষক'।] বি. **পোষকতা** — সমর্থন, সাহায্য, সহায়তা। **পোষণ** — লালন, পালন। [ঃ আত্মীয় 'পোষণ'।] দীর্ঘদিন ধরিয়া সমর্থন ধারণা বা বিশ্বাস করণ। [ঃ মত-'পোষণ'; মনোভাব 'পোষণ'।] **পোষণীয়** — পোষণের যোগ্য। প্রতিপাল্য।

পোষা — ('পুষা' দেখ।) ণ. লালিত পালনের ফলে বশীভূত, গৃহপালিত [ঃ 'পোষা' কুকুর।] বি. লালন, প্রতিপালন।

পোষাক — ('পোশাক' দেখ।)

পোষানো — ক্রি. পরিশ্রম ব্যয় ইত্যাদির যোগ্য হওয়া। [ঃ এত কম টাকায় 'পোষাবে' না।] বনিবনাও হওয়া, খাপ খাওয়া। [ঃ তার সঙ্গে 'পোষাবে' না।] অন্যের দ্বারা পোষা।

পোষিত — পুষ্ট। পালিত। সমর্থিত সাহায্যপ্রাপ্ত। [সং.]

পোষ্ট — ('পোস্ট' দেখ।)

পোষ্টা — পোষক, প্রতিপালক। [সং পোষ্টৃ।]

পোষ্টাই — পুষ্টিকর।

পোষ্য — ণ. পালনীয়, যাহাদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা করিতে হয় এমন বি. দত্তক, সন্তানরূপে গৃহীত অপরের পুত্র। প্রতিপাল্য ব্যক্তি। [ঃ আমার 'পোষ্য' অনেক।] **পোষ্যপুত্র** — পুত্র রূপে গৃহীত অপরের পুত্র, দত্তক পালিত পুত্র। **পোষ্যবর্গ** — পরিবার ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি যাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হয়।

পোস্ট — ডাক, চিঠিপত্র গ্রহণ প্রেরণ ও বিতরণের জন্য সরকারী ব্যবস্থা। [ঃ 'পোস্টে' চিঠি আসা।] ঐরূপ ব্যবস্থা অনুসারে চিঠি প্রেরণ। [ঃ 'পোস্ট' করা।] ঐরূপ ব্যবস্থা সংক্রান্ত। [ঃ 'পোস্ট'-পিয়ন; ঃ 'পোস্ট-মাস্টার'; ঃ 'পোস্ট-অফিস'।] খুঁটি, থাম। [ঃ ল্যাম্প-'পোস্ট'।] স্থল, পদ। [ঃ কেশিয়ারের 'পোস্ট'; ঃ নূতন 'পোস্টে'।]

[ই. post.] **পোস্ট অফিস** — ('পোস্টাফিস' দেখ।) **পোস্টমাস্টার** — ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

পোস্টাফিস — ডাকঘর। [ই. post-office.]

পোস্টার — প্রাচীরপত্র, দেওয়ালের গায়ে আঁটা বিজ্ঞাপন। [ই. poster.]

পোস্ত — আফিম ফলের বীজ। [ফা.]

পোস্তা — হাট, গঞ্জ। [ঃ আম 'পোস্তা'।] দেওয়াল বাঁধ ইত্যাদি মজবুত করিবার জন্য মাটির চাপ ও গাঁথুনি। [ফা. পুশ্‌তাহ্‌।]

পোস্তানি — ('পুস্তানি' দেখ।)

পোহানো — ক্রি. শেষ হওয়া, অতিবাহিত হওয়া। [ঃ রাত 'পোহালো'।] রোদ তাপ ইত্যাদি ভোগ করা। [ঃ রোদ 'পোহানো'।] দুর্ভোগ সহ্য করা, সহা। [ঃ ঝামেলা 'পোহানো'।]

পৌঁছ — বি. উদ্দিষ্ট স্থানে গমন বা উপস্থিতি। [ঃ 'পৌঁছ' সংবাদ।]

পৌঁছা — ক্রি. উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া বা আসা। [ঃ বাড়ি 'পৌঁছা'।] নাগাল পাওয়া। [ঃ হাত 'পৌঁছে' না।] বি. উপস্থিতি, উদ্দিষ্ট স্থানে আগমন। **পৌঁছানো** — ক্রি. লইয়া যাওয়া, রাখিয়া আসা, উপস্থিত কবা। [ঃ চিঠি 'পৌঁছানো'; ঃ মেয়েটিকে বাড়ি 'পৌঁছানো'।] পৌঁছা, উপস্থিত হওয়া। নাগাল পাওয়া।

পৌণ্ড্র — পুণ্ড্রদেশ, উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন রাজ্য। ঐ রাজ্যের অধিবাসী। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়** — পোদ।

পৌত্তলিক — যে পুতুল বা প্রতিমা পূজা করে, মূর্তিপূজক। [সং.] বি. **পৌত্তলিকতা** — মূর্তিপূজা। পৌত্ত-লিকের ন্যায় কাজ ব্যবহার বা মনোভাব, idolatry.

পৌত্র — ছেলের ছেলে, পুত্রের পুত্র। স্ত্রী. **পৌত্রী** — ছেলের মেয়ে, পুত্রের কন্যা।

পৌনঃপুনিক — যাহা পুনঃপুনঃ বা বার বার ঘটে এমন। বি.—**পৌনঃপুনিকতা, পৌনঃপুন্য**।

পৌনে — এক পাদ ঊন, এক সিকি কম, ¾। [সং. পাদোন।]

পৌর — পুর বা নগর সংক্রান্ত। নগর-বাসী। **পৌরমুখ্য** — বিশেষভাবে নির্বাচিত পৌরসভার সদস্য, alder-man. **পৌরসভা, পৌরসংঘ, পৌর-সঙ্ঘ** — শহরের পথঘাট স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন।

পৌরন্দর — ণ. পুরন্দর সংক্রান্ত। বি. ইন্দ্রের পুত্র।

পৌরব — পুরু রাজার বংশে জাত।

পৌরাণিক — পুরাণ সংক্রান্ত। পুরাণে বর্ণিত। স্ত্রী. **পৌরাণিকী** — ণ. পুরাণ সংক্রান্ত। বি. পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির সংকলন।

পৌরুষ — পুরুষের মতো আচরণ বা ভাব, সাহস ও শক্তি। [সং.] ণ. **পৌরুষেয়** — পুরুষ সংক্রান্ত। মানুষের রচিত। [ঃ অ-'পৌরুষেয়'।]

পৌরোহিত্য — পুরোহিতের কাজ বা পেশা, যাজন। সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে প্রধান অংশ গ্রহণ। [সং.]

পৌর্ণমাসী — পূর্ণিমা তিথি। [সং.]

পৌর্ব — ণ. পূর্বকালীন, আগের। পূর্ব-দিকের। পূর্বাঞ্চলের। [সং.] স্ত্রী.—**পৌর্বী**।

পৌর্বাপর্য — আগে পরে থাকিবার বা ঘটিবার সম্পর্ক, অনুক্রম, পূর্বপরতা,

আনুপূর্ব্য। [ঃ কাহিনীর 'পৌর্বাপর্য'।] [সং.]

পৌর্বাহ্ণিক—পূর্বাহ্ণ সংক্রান্ত। দুপুরের আগের। [ঃ 'পৌর্বাহ্ণিক' আহার।] [সং.]

পৌর্বী — ('পৌর্ব' দেখ।)

পৌলস্ত্য — পুলস্তের পুত্র, কুবের রাবণ ইত্যাদি। [সং.]

পৌলোমী — পুলোমা দৈত্যের কন্যা, ইন্দ্রপত্নী শচী।

পৌষ — বাংলা বৎসরের নবম মাস। **পৌষপার্বণ** — পৌষ মাসের শেষ দিনে পিঠা খাইবার উৎসব।

পৌষালী — পৌষ মাস সংক্রান্ত। পৌষ মাসে উৎপন্ন।

পৌষ্টিক — ণ. পুষ্টিকর। বি. পুষ্ট করণ।

প্যাঁ — শিশুর কান্না বাঁশি ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার।

প্যাঁক — হাঁসের ডাক বা ঐরূপ শব্দ-সূচক অনুকার।

প্যাঁচ—পাক, মোচড়। [ঃ 'প্যাঁচ' দেওয়া।] পাক বা মোচড় দিয়া আঁটিবার উপযোগী দাগ বা স্থান, screw. [ঃ 'প্যাঁচ' আঁটা।] চক্রান্ত, জটিল অবস্থা। [ঃ 'প্যাঁচে' ফেলা।] অসরল ভাব, কুটিলতা। [ঃ কথার 'প্যাঁচ'।] কুস্তি ইত্যাদিতে আক্রমণের কৌশল। [ঃ 'প্যাঁচ' মারা।] দুইটি বা ততোধিক উড়ন্ত ঘুড়ির সুতা জড়াইয়া ও টানিয়া সুতা কাটিবার পরস্পর চেষ্টা। এইরূপ চেষ্টার ফলে সুতার সহিত সুতার সংযোগ। [ঃ 'প্যাঁচ' লাগা।] **প্যাঁচানো** — ('পেঁচানো' দেখ।) **প্যাঁচালো** — ণ. প্যাঁচ আছে এমন। কুটিল। জটিল।

প্যাক — বি. জড়াইয়া বাঁধা। [ঃ 'প্যাক' করা।] [ই. pack,] **প্যাকিং** — প্যাক-করা অবস্থা, মোড়ক। [ঃ 'প্যাকিং খোলা।] প্যাক করার জন্য বা উপ-যোগী। [ঃ 'প্যাকিং' কাগজ।] প্যাক করার মজুরি ইত্যাদি। [ই. packing.] **প্যাকেট** — মোড়ক, পুলিন্দা। [ই. packet.]

প্যাটার্ন — রকম, প্রকার, ঢং। ছক। [ঃ পশম বোনার 'প্যাটার্ন'।] [ই. pattern.]

প্যাডেল — যাহা পা দিয়া নাড়িলে বা ঘুরাইলে চাকা ঘুরে, গাড়ি সেলাইয়ের কল ইত্যাদির পাদানি। [ই. paddle.]

প্যান — গ্রীক পুরাণে বর্ণিত সংগীতে অনুরাগী বনদেবতা যাঁহার ছাগলের মতো পা ও ক্ষুর আছে। [ই. pan.]

প্যানপ্যান — ক্রমাগত বিরক্তিকর অনুযোগ বা ক্রন্দন। [ঃ 'প্যানপ্যান' করা।] **প্যানপ্যানানি** — প্যানপ্যান করণ, ক্রমাগত বিরক্তিকর অনুযোগ। [ঃ রাতদিন 'প্যানপ্যানানি' ভালো লাগে না।] ণ. **প্যানপেনে** — প্যানপ্যান করে এমন। [ঃ 'প্যানপেনে' স্বভাব।]

প্যানেল — পৌর্বাপর্য অনুসারে নামের তালিকা। তক্তার ফালি। [ই. panel.]

প্যান্ট — পাতলুন, পেণ্টুলুন। [ই. pantaloons.] **ফুল প্যান্ট** — গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা প্যান্ট। **হাফ প্যান্ট** — হাঁটু পর্যন্ত লম্বা প্যান্ট, জাঙিয়া।

প্যারা, প্যারাগ্রাফ — গদ্যরচনায় একত্র সন্নিবিষ্ট বাক্যসমষ্টি, অনুচ্ছেদ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। [ঃ 'প্যারা' লেখা।] [ই. paragraph.]

প্যারাস্যুট — উড়ন্ত বিমানপোত হইতে নিরাপদে ঝাঁপ দিবার বা মাল নামাইবার

জন্য ব্যবহার্য রেশমের তৈয়ারী এক-রকম ছাতার মতো জিনিস। [ই. parachute.] **প্যারাসুট বাহিনী** — প্যারাসুটের সাহায্যে নামে এমন সৈন্যদল।

প্যারিস — গ্রীক মহাকাব্যে বর্ণিত ট্রয়ের রাজপুত্র যে হেলেনকে অপহরণ করিয়াছিল। ফ্রান্সের রাজধানী, পারী।

প্যারী — পিয়ারী, প্রিয়া, আদরিনী। শ্রীকৃষ্ণের আদরিনী, রাধিকা।

প্যারেড — পুলিশ সৈন্য ইত্যাদির কুচ-কাওয়াজ প্রদর্শন। সগর্বে প্রদর্শন। [ঃ বিদ্যার 'প্যারেড'।] [ই. parade.]

প্যালা — ('পেলা' দেখ।)

প্যাসেঞ্জার — বি. গাড়ির যাত্রী। ণ. যাত্রীবাহী। [ঃ 'প্যাসেঞ্জার' ট্রেন।] [ই. passenger.]

প্র- — উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠতা সম্যক্‌ভাব গতিশীলতা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

প্রকট — স্পষ্ট, প্রকাশিত। **প্রকটন** — প্রকট করণ। প্রকাশ করণ। ণ. **প্রকটিত** — স্পষ্ট বা প্রকাশিত হইয়াছে এমন।

প্রকম্প, প্রকম্পন — অতিশয় কম্পন, প্রবল কাঁপুনি। ণ. — **প্রকম্পিত**।

প্রকরণ—পুস্তকে বিষয়ের প্রকার হিসাবে বিভাগ। [ঃ সন্ধি 'প্রকরণ'।]

প্রকর্ষ — উৎকর্ষ, প্রকৃষ্টতা। বৃদ্ধি, আধিক্য।

প্রকর্ষণ — বিশেষ বা সম্পূর্ণ ভাবে আকর্ষণ।

প্রকল্প—যুক্তির দ্বারা সমর্থিত অনুমান, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া গবেষণাদি করা চলে এমন অনুমান, hypothesis. **প্রকল্পিত** — সুন্দরভাবে কল্পিত, উদ্‌ভাবিত। প্রকল্পরূপে গৃহীত।

প্রকাণ্ড—ণ. বিশাল, অত্যন্ত বড়, বিরাট। বি. — **প্রকাণ্ডতা**।

প্রকার — জাতি, রকম, ধরন। [ঃ নানা 'প্রকার'। উপায়, রীতি। [ঃ কি 'প্রকারে'।] **প্রকারভেদ** — জাতি ধরন ইত্যাদির ভিন্নতা, পার্থক্য।

প্রকারান্তর — বি. অন্য প্রকার, প্রকার-ভেদ, পার্থক্য। **প্রকারান্তরে** — অন্য ভাবে, ভিন্ন কৌশলে। [ঃ তিনি 'প্রকারান্তরে' এই কথাই বুঝাইলেন।]

প্রকাশ — অগোপন অবস্থা। বাহিরে আগমন। পরিচয়। দৃশ্যমান অবস্থা। প্রচার। জানাজানি। জাহির। পুস্তকাদি ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা। **প্রকাশক** — যে প্রকাশ করে। যে বই ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, publisher. স্ত্রী. — **প্রকাশিকা**। **প্রকাশকাল** — প্রকাশের সময়। উদয়ের সময়। ণ. **প্রকাশকালীন** — প্রকাশের সময়কার। **প্রকাশন** — প্রকাশ করণ। ণ. **প্রকাশমান** — বাহির বা প্রকাশিত হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রকাশমানা**। **প্রকাশিত** — অপরের নিকট ব্যক্ত। [ঃ গোপন তথ্য 'প্রকাশিত' করা।] বহুলোকে জানিয়াছে এমন, অগোপন। (পুস্তকাদি) ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এমন। [ঃ পুস্তক 'প্রকাশিত' হওয়া।] বাহিরে আগত, দৃশ্যমান। **প্রকাশ্য** — গোপন নহে এমন, সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন। [ঃ 'প্রকাশ্য' স্থান।] খোলাখুলি। [ঃ 'প্রকাশ্য' ভাবে।] যাহা প্রকাশিত হইবে। [ঃ ক্রমশঃ 'প্রকাশ্য'।] প্রকাশের যোগ্য। [ঃ তাহা 'প্রকাশ্য' নহে।] **প্রকাশ্যে** — প্রকাশ্যভাবে বা স্থানে।

প্রকীর্ণ — ছড়ানো, বিকীর্ণ। বিবিধ। [সং.]

প্রকীর্তি — বিপুল খ্যাতি। ণ. **প্রকীর্তিত** — বিশেষভাবে খ্যাত, অতিশয় বিখ্যাত। সুপ্রচারিত।

প্রকুপিত — অত্যন্ত রুষ্ট, অতিশয় ক্রুদ্ধ, খুব রাগান্বিত। স্ত্রী. — **প্রকুপিতা।**

প্রকৃত — যথার্থ, সত্য, আসল। মিথ্যা বা কল্পিত নহে এমন। [ঃ 'প্রকৃত' ঘটনা।] **প্রকৃতপক্ষে** — আসলে, বস্তুতঃ। **প্রকৃতপ্রস্তাবে** — বাস্তবিক পক্ষে, সত্য বলিতে গেলে।

প্রকৃতার্থ — আসল মানে, সত্য অর্থ, গূঢ় মর্ম।

প্রকৃতি — স্বভাব, চরিত্র, স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম। [ঃ নারীর 'প্রকৃতি'।] বাহ্যজগৎ, মানুষে পরিবর্তিত করে নাই এমন জগৎ, স্বাভাবিক রূপে আছে এমন জগৎ, নিসর্গ। [ঃ 'প্রকৃতির' দান।] সৃষ্টির মূল শক্তি, আদ্যা শক্তি। [ঃ পুরুষ-'প্রকৃতি'।] গণশক্তি, প্রজা। [ঃ 'প্রকৃতি'পুঞ্জ।] **প্রকৃতিগত** — স্বভাবসিদ্ধ, চরিত্রগত। **প্রকৃতিবিরুদ্ধ** — স্বভাবের বিপরীত, অস্বাভাবিক। **প্রকৃতিস্থ** — স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এমন। উত্তেজিত বা উন্মত্ত নহে এমন, শান্ত। [ঃ 'প্রকৃতিস্থ' হওয়া।]

প্রকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট, সেরা, উত্তম। [ঃ 'প্রকৃষ্ট' পন্থা।] বি. — **প্রকৃষ্টতা।**

প্রকোপ — প্রাবল্য, উগ্রতা, উৎকট ভাব। [ঃ রোগের 'প্রকোপ'।] দোষ, কুপিত ভাব। [ঃ পিত্ত-'প্রকোপ'।] ণ. **প্রকোপিত** — উত্তেজিত। ক্রুদ্ধ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

প্রকোষ্ঠ — কুঠরি, কামরা। কনুই হইতে কব্জি পর্যন্ত হাতের অংশ। [সং.]

প্রক্রিয়া — কোনও কাজ করিবার বিশেষ রীতি বা প্রণালী।

প্রক্ষালন — ধৌত করণ। ণ. **প্রক্ষালিত** — ধোয়া হইয়াছে এমন, ধৌত।

প্রক্ষিপ্ত — সজোরে ছোঁড়া হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত। মূল রচনায় অন্য কর্তৃক যোজিত। [ঃ 'প্রক্ষিপ্ত' অংশ।]

প্রক্ষেপ — নিক্ষেপ, প্রক্ষিপ্ত করণ। মধ্যে স্থাপন। রচনার মধ্যে পরে সংযোজিত অংশ, interpolation. **প্রক্ষেপক** — যে প্রক্ষেপ করে, প্রক্ষেপ-কারী। **প্রক্ষেপণ** — প্রক্ষেপ করণ, নিক্ষেপণ। **প্রক্ষেপণীয়** — প্রক্ষেপের যোগ্য।

প্রক্ষোভ — ভাবাবেগ, emotion.

প্রক্ষেড়ন — লৌহময় অস্ত্র যাহা প্রক্ষেপ করা বা ছোঁড়া যায়।

প্রখর — উগ্র, তীব্র, তীক্ষ্ণ। বি. — **প্রখরতা।** স্ত্রী. — **প্রখরা।**

প্রখ্যাত — বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, নামজাদা। **প্রখ্যাতনামা** — বিখ্যাত, যশস্বী।

প্রখ্যাপক—ঘোষণাকারী, যে ঘোষণা করে। **প্রখ্যাপন** — ঘোষিত করণ, ঘোষণা। ণ. **প্রখ্যাপিত** — ঘোষিত।

প্রগণ্ড — কনুই হইতে কাঁধ পর্যন্ত হাতের অংশ। [সং.]

প্রগতি — উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তি, উন্নতি-সূচক অগ্রগতি, progress. **প্রগতি-বাদী** — প্রগতিতে বিশ্বাসী। **প্রগতি-শীল**—যাহার স্বভাব চিন্তা ইত্যাদিতে প্রগতির ভাব আছে, উন্নততর অবস্থা-প্রাপ্ত হওয়া যাহার স্বভাব। [ঃ 'প্রগতিশীল' লেখক।] স্ত্রী. — **প্রগতিশীলা।** বি. — **প্রগতিশীলতা।**

প্রগল্ভ — বাচাল। নির্লজ্জ, ধৃষ্ট। বি. — **প্রগল্ভতা।** স্ত্রী. — **প্রগল্ভা।**

প্রগাঢ় — অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, নিবিড়। [ঃ 'প্রগাঢ়' প্রেম।] অত্যন্ত গাঢ়। বি. — **প্রগাঢ়তা।**

প্রগ্রহ — বাঁধিবার দড়ি। লাগাম। [সং.]

প্রচণ্ড — অত্যন্ত বেগপূর্ণ, প্রবল, ভয়ংকর। [ঃ 'প্রচণ্ড' ঝটিকা; ঃ 'প্রচণ্ড' সূর্য; ঃ 'প্রচণ্ড' ক্রোধ।] বি. — **প্রচণ্ডতা**।

প্রচয় — সমূহ, নিচয়, সমষ্টি। [ঃ পাঠ-'প্রচয়'।]

প্রচলন — চলন, ব্যাপক ব্যবহার, চলিত অবস্থা। [ঃ অলংকারের 'প্রচলন'।] ণ. — **প্রচলিত**।

প্রচার — ব্যাপকভাবে ঘোষণা, সর্বসাধারণকে জানানো। [ঃ ধর্ম-'প্রচার'।] চলন, ব্যাপক ব্যবহার। [ঃ সংবাদপত্রের বহুল 'প্রচার'।] **প্রচারক** — যে প্রচার করে, প্রচারকারী। **প্রচারকার্য** — প্রচারের কাজ, সাধারণের মধ্যে ঘোষণার জন্য কাজ। **প্রচারণ, প্রচারণা** — প্রচারিত করণ, প্রচারের কাজ। **প্রচারপত্র** — ঘোষণা বা প্রচারের জন্য লিখিত বা মুদ্রিত কাগজ। **প্রচারমূলক** — কোনও বিশেষ মত প্রচারের উদ্দেশ্যে কৃত। [ঃ 'প্রচারমূলক' সাহিত্য।] **প্রচারা** — ক্রি. (কবিতায়) প্রচার করা। [ঃ 'প্রচারিল'।] **প্রচারিত** — ব্যাপকভাবে ঘোষিত, প্রকাশ্যভাবে জানানো হইয়াছে এমন।

প্রচুর — যথেষ্ট, পর্যাপ্ত। অনেক, ঢের। [সং.]

প্রচেতা, প্রচেতাঃ — উন্নতমনা, প্রকৃষ্টচিত্ত। সমুদ্রদেবতা, বরুণ। মুনি বিশেষ। [সং. প্রচেতস্।]

প্রচেষ্টা — প্রচুর চেষ্টা, অতিশয় চেষ্টা। মিলিত প্রয়াস।

প্রচ্ছদ — আবরণ। মলাট। **প্রচ্ছদপট**— মলাটে আঁকা ছবি। মলাটের কাপড় বা কাগজ।

প্রচ্ছন্ন — গোপন, গুপ্ত, লুক্কায়িত। আবৃত। বি. — **প্রচ্ছন্নতা**।

প্রচ্ছাদন — আবরণ, আচ্ছাদন। ণ. — **প্রচ্ছাদিত**।

প্রচ্ছায় — নিবিড় ছায়া। ছায়াময় স্থান। **প্রচ্ছায়া** — গ্রহণের সময় চন্দ্র ও পৃথিবী হইতে নিক্ষিপ্ত নিবিড় ছায়া, umbra.

প্রজনন — সন্তান উৎপাদন। গর্ভসঞ্চার করণ।

প্রজা — রাজা বা রাজ্যের অধীন জনসাধারণ। জমিদারকে কর দিয়া যে জমি ভোগ করে। প্রাণিসমূহ। সন্তান। **প্রজাতন্ত্র** — প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, republic. (তুঃ 'রাজতন্ত্র'।) **প্রজাতন্ত্রী** — প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী, republican. **প্রজাতন্ত্রীয়, প্রজাতান্ত্রিক** — প্রজাতন্ত্র সংক্রান্ত। প্রজাতন্ত্রসম্মত। প্রজাতন্ত্রের দ্বারা । **প্রজানুরঞ্জন** — প্রজার বধান। **প্রজাপতি** — ব্রহ্মা। মরীচি অত্রি দক্ষ ইত্যাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ। বিবাহের দেবতা। [ঃ 'প্রজাপতি'র নির্বন্ধ।] রং-বেরঙের সুন্দর পাখা আছে এমন একরকম পতঙ্গ। **প্রজাপীড়ক** — যে প্রজার উপর অত্যাচার করে। **প্রজাপীড়ন** — প্রজার উপর অত্যাচার। **প্রজাবিলি** — নির্দিষ্ট খাজনায় প্রজাদের মধ্যে জমি বণ্টন।

প্রজাত — উৎপন্ন। স্ত্রী. — **প্রজাতা**।

প্রজাতি — জীবজগতে জাতির অন্তর্গত বিভাগ, species.

প্রজেক্টর — চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য আলোকনিক্ষেপক যন্ত্র। [ই. projector.] **প্রজেকশন** — চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য আলোকনিক্ষেপণ। [ই. projection.]

প্রজ্ঞা — গভীর জ্ঞান। জ্ঞান। **প্রজ্ঞাবান্**

— যাঁহার গভীর জ্ঞান আছে। **প্রজ্ঞাপারমিতা** — বৌদ্ধ দেবীরূপে কল্পিতা পরমা বিদ্যা।

প্রজ্বলন — জোরে জ্বলন। ণ. **প্রজ্বলিত** — জ্বলিয়া উঠিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রজ্বলিতা।**

প্রজ্বালন — প্রজ্বলিত করণ। ণ. **প্রজ্বালিত** — প্রজ্বলিত করা হইয়াছে এমন, জ্বালানো হইয়াছে এমন।

প্রণত — প্রণাম করিয়াছে বা করিতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রণতা।** বি. **প্রণতি** — প্রণাম।

প্রণব — ওঁ, ওঙ্কার।

প্রণমা — ক্রি. (কবিতায়) প্রণাম করা। [ঃ 'প্রণমিল'।]

প্রণয় — প্রেম, ভালোবাসা। অবৈধ ভালো-বাসা। [সং.] **প্রণয়ঘটিত** — প্রেম সংক্রান্ত। **প্রণয় সম্ভাষণ** — প্রেমালাপ।

প্রণয়ন — পুস্তকাদি রচনা। আইন প্রবর্তন। [সং.] **প্রণয়নকারী** — প্রণেতা, রচয়িতা। স্ত্রী. — **প্রণয়ন-কারিণী।**

প্রণয়াকাঙ্ক্ষা — ভালোবাসা পাইবার বা ভালোবাসিবার ইচ্ছা। **প্রণয়াকাঙ্ক্ষী** — যে ভালোবাসিতে বা ভালোবাসা পাইতে চাহে। [সং. প্রণয়াকাঙ্ক্ষিন্।] স্ত্রী. — **প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী।**

প্রণয়াস্পদ — ভালোবাসার পাত্র। স্ত্রী. — **প্রণয়াস্পদা।**

প্রণয়ী — প্রেমিক। অবৈধভাবে ভালোবাসে এমন পুরুষ। [সং. প্রণয়িন্।] **প্রণয়িনী** — স্ত্রী. প্রেমিকা। অবৈধ-ভাবে ভালোবাসে এমন নারী।

প্রণাম — ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার। নমস্কার। (কথ্য বা গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রণত। [ঃ 'প্রণাম' হই।] **প্রণাম জানানো** — প্রণাম করিতেছি এই কথা বলা বা লেখা। **প্রণামী** — প্রণাম করিবার বা জানাইবার সময়ে দেয়। [ঃ 'প্রণামী' কাপড়।] ঐভাবে দেয় অর্থাদি। [ঃ 'প্রণামী' দেওয়া।]

প্রণালী — পদ্ধতি, রীতি। [ঃ কার্য-'প্রণালী'।] (ভূগোলে) দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে এমন সংকীর্ণ জলভাগ।

প্রণাশ — বিনাশ, মৃত্যু, লয়। **প্রণাশন** —বিনাশ সাধন, ধ্বংস সাধন।

প্রণিধান — অভিনিবেশ, অনুধাবন। [ঃ 'প্রণিধান' করুন।]

প্রণিপাত — প্রণাম। ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম।

প্রণিহিত — অভিনিবিষ্ট। সমাহিত। গভীরভাবে নিহিত।

প্রণীত — রচিত, কৃত।

প্রণেতা — রচয়িতা, প্রণয়নকারী। [ঃ পুস্তক-'প্রণেতা'; ঃ আইন-'প্রণেতা'।] [সং. প্রণেতৃ।] স্ত্রী. — **প্রণেত্রী।**

প্রণোদন — উৎসাহ দান, প্রেরণা দান। ণ. **প্রণোদিত** — উৎসাহিত, আগ্রহান্বিত, অনুপ্রেরিত। [ঃ স্বতঃ-'প্রণোদিত'।]

প্রতপ্ত — অতিশয় তপ্ত, অত্যন্ত গরম।

প্রতর্ক — সংশয়, অনুমান, বিচার। ণ. **প্রতর্ক্য** — বিচার বা অনুমান দ্বারা স্থির করা যায় এমন।

প্রতাপ — তেজ, পরাক্রম, শক্তি। **প্রতাপ-শালী** — যাহার প্রতাপ আছে, পরাক্রম-শালী, পরাক্রান্ত। স্ত্রী. — **প্রতাপ-শালিনী। প্রতাপান্বিত** — প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। স্ত্রী. — **প্রতাপান্বিতা।**

প্রতারক — যে প্রতারণা করে, জুয়াচোর, প্রবঞ্চক, ঠক। **প্রতারণা** — প্রবঞ্চনা, ঠকানো, জুয়াচুরি। ণ. **প্রতারিত** — — যাহাকে ঠকানো হইয়াছে, প্রবঞ্চিত। স্ত্রী. — **প্রতারিতা।**

প্রতি — অ. উদ্দেশে, দিকে, অভিমুখে। সম্পর্কে, সম্বন্ধে। প্রত্যেক, পিছু। [ঃ জন-'প্রতি'; ঃ 'প্রতি'-দিন।]

প্রতি- — বিরোধ বৈপরীত্য ব্যাপ্তি ইত্যাদি সূচক উপসর্গ। [ঃ প্রতি-'ক্রিয়া'; ঃ 'প্রতি'-ঘাত।]

প্রতিকল্প — বদলে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কোনও বিপরীত বস্তু বা বিষয়।

প্রতিকার—প্রতিবিধান, রোধ বা নিবারণের ব্যবস্থা। [ঃ রোগের 'প্রতিকার'।] **প্রতিকারক** — যাহা প্রতিকার করে, যাহা রোধ বা নিবারণ করে। [ঃ রোগের 'প্রতিকারক'।]

প্রতিকূল — বাধা সৃষ্টি করে এমন, বিরুদ্ধ, অনুকূল নহে এমন। [ঃ 'প্রতিকূল' মনোভাব; ঃ 'প্রতিকূল' অবস্থা।] বি. — **প্রতিকূলতা।**

প্রতিকৃতি—প্রতিমূর্তি। অনুরূপ অঙ্কিত মূর্তি, তসবির।

প্রতিক্রিয়া — কিছু প্রয়োগ বা ঘটনার ফলে ঘটিত ক্রিয়া। উত্তেজনাদির পরে তাহার বিপরীত অবস্থা বা ভাব। বিপরীত ক্রিয়া ভাব বা অবস্থা। **প্রতিক্রিয়াশীল** — (নিন্দায়) প্রগতির বিরোধী। বি. — **প্রতিক্রিয়াশীলতা।**

প্রতিক্ষণ — ক্ষণে ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে, সর্বদা।

প্রতিগ্রহ — দানগ্রহণ। দেয় বস্তু। **প্রতিগ্রহণ** — দান গ্রহণ। স্বীকার। ণ. **প্রতিগ্রহণীয়** — দানরূপে গ্রহণীয়।

প্রতিঘাত — আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত। [ঃ ঘাত-'প্রতিঘাত'।]

প্রতিচিত্র — ছবি বা নকশার হুবহু নকল।

প্রতিচ্ছায়া — প্রতিবিম্ব, অনুরূপ ভাব, সাদৃশ্য।

প্রতিজ্ঞা — শপথ, সংকল্প, অঙ্গীকার। (গণিতে) করিতে বা প্রমাণ করিতে হইবে এমন বিষয়, সম্পাদ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়। **প্রতিজ্ঞাপত্র** — শপথ গ্রহণ করিয়া লিখিত চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, একরারনামা। **প্রতিজ্ঞাবদ্ধ** — কিছু করিবার জন্য শপথ বা অঙ্গীকার করিয়াছে এমন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রতিদান — পরিবর্তে দান, বিনিময়ে দান, শোধ।

প্রতিদিন — রোজ, প্রত্যহ।

প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা — বিরোধ, প্রতিযোগিতা, অপরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা। **প্রতিদ্বন্দ্বী** — যে অপরকে পরাজিত করিতে চায়, প্রতিযোগী, বিরোধী। [সং. প্রতিদ্বন্দ্বিন্।] স্ত্রী. — **প্রতিদ্বন্দ্বিনী।**

প্রতিধ্বনি — শব্দের যে অংশ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। অনুরূপ ধ্বনি। ণ. **প্রতিধ্বনিত** — প্রতিধ্বনিতে মুখর।

প্রতিনমস্কার — নমস্কারের উত্তরে নমস্কার।

প্রতিনায়ক — গল্প নাটক ইত্যাদিতে নায়কের বিপরীত ব্যক্তি, villain.

প্রতিনিধি — অপরের হইয়া কাজ করে এমন ব্যক্তি। **প্রতিনিধিত্ব** — প্রতিনিধির কাজ অবস্থা অধিকার ইত্যাদি। **প্রতিনিধিত্বশীল** — প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত। [ঃ 'প্রতিনিধিত্বশীল' শাসন ব্যবস্থা।] **প্রতিনিধিমূলক** — ('প্রতিনিধিত্বশীল' দেখ।)

প্রতিনিবৃত্ত—বাধা পাইয়া বিরত। বিরত। বি. — **প্রতিনিবৃত্তি।**

প্রতিনিয়ত — সকল সময়ে, সর্বদা, প্রতি মুহূর্তে।

প্রতিপক্ষ — বিরোধী দল। প্রতিবাদী, বিবাদী। ণ. **প্রতিপক্ষীয়** — বিরোধী দলের। স্ত্রী. — **প্রতিপক্ষীয়া।**

প্রতিপত্তি — সম্মান, প্রভাব, প্রতিষ্ঠা। **প্রতিপত্তিশালী**—যাহার প্রভাব-প্রতিষ্ঠা আছে। স্ত্রী. — **প্রতিপত্তিশালিনী**।

প্রতিপদ্, প্রতিপদ — পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পরবর্তী তিথি।

প্রতিপদ — প্রত্যেক পদক্ষেপ। **প্রতিপদে** — পায়ে পায়ে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কাজে। [ঃ 'প্রতিপদে' বাধা।]

প্রতিপন্ন — প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত। [ঃ 'প্রতিপন্ন' সত্য।]

প্রতিপাদক — যে বা যাহা প্রতিপন্ন করে। **প্রতিপাদন** — প্রমাণিত করণ, প্রতিপন্ন করণ। মীমাংসা। ণ. — **প্রতিপাদিত**। **প্রতিপাদনীয়, প্রতিপাদ্য**—প্রতিপাদনের যোগ্য, প্রমাণিত করণের যোগ্য। যাহা প্রতিপন্ন বা প্রমাণিত করিতে হইবে। [ঃ 'প্রতিপাদ্য' বিষয়।]

প্রতিপালক—যে পালন করে, পালনকর্তা, রক্ষক। **প্রতিপালন** — খাদ্যাদি দিয়া রক্ষণ। [ঃ শিশুর 'প্রতিপালন'।] মান্য করণ, কার্যে পরিণত করণ। [ঃ আদেশ 'প্রতিপালন'।] ণ **প্রতি-পালনীয়**—পালনের যোগ্য, প্রতিপাল্য। স্ত্রী. — **প্রতিপালনীয়া**। **প্রতিপালিত** — প্রতিপালন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতিপালিতা**। **প্রতিপাল্য** — পালন করা উচিত এমন। পালন করিতে হইবে এমন।

প্রতিফল — মন্দ কাজের উপযুক্ত ফল।

প্রতিফলক — যাহাতে আলো ইত্যাদি পড়িয়া বিচ্ছুরিত হয়, যাহা প্রতিফলন ঘটায়, reflector. **প্রতিফলন** — আয়না বা আয়নার মতো জিনিসে পড়িবার ফলে আলোকের বিচ্ছুরণ। ঐরূপ আলোকপাতের ফলে চেহারা ইত্যাদির হুবহু প্রকাশ। ণ. **প্রতি-ফলিত** — যাহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে এমন,

প্রতিবন্ধ — বাধা, অন্তরায়। **প্রতিবন্ধক** — বাধা সৃষ্টি করে এমন, প্রতিকূল। বাধা, বিঘ্ন। বি. — **প্রতিবন্ধকতা**।

প্রতিবাত — যে দিক হইতে বায়ু বহিতেছে তাহার বিপরীত। [ঃ 'প্রতিবাত' গতি।]

প্রতিবাদ—উক্তির বিরুদ্ধে উক্তি। আপত্তি। আপত্তিজ্ঞাপন। **প্রতিবাদী** — যে প্রতিবাদ করে। বিরুদ্ধ পক্ষ, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। [ঃ বাদী-'প্রতিবাদী'।] [সং. প্রতি-বাদিন্] স্ত্রী. — **প্রতিবাদিনী**।

প্রতিবাসী — কাহারও বাসস্থানের নিকটে যে বাস করে, প্রতিবেশী, পড়শী। [সং. প্রতিবাসিন্।] স্ত্রী. — **প্রতিবাসিনী**।

প্রতিবিধান — প্রতিকারের ব্যবস্থা। প্রতিশোধ। ণ. — **প্রতিবিহিত**।

প্রতিবিধিৎসা — প্রতিবিধান করার ইচ্ছা। প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা। ণ. **প্রতি-বিধিৎসু** — প্রতিবিধান করিতে বা প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক।

প্রতিবিপ্লব — (নিন্দায়) বিপ্লবের সক্রিয় বিরোধিতা, বিপ্লবের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা, counter-revolution. ণ. **প্রতিবিপ্লবী**—যে প্রতিবিপ্লব করে। [ঃ বিপ্লবী-'প্রতিবিপ্লবী'।] প্রতি-বিপ্লব সংক্রান্ত। [ঃ 'প্রতিবিপ্লবী' শক্তি।] বি. — **প্রতিবিপ্লবিতা**।

প্রতিবিম্ব — জল আয়না ইত্যাদিতে প্রতিফলিত আকৃতি বা চেহারা। **প্রতিবিম্বন** — প্রতিফলন। ণ. **প্রতি-বিম্বিত** — প্রতিফলিত।

প্রতিবিহিত — প্রতিবিধান করা হইয়াছে এমন।

প্রতিবেদন — বিবরণী, রিপোর্ট। [ঃ

সভার 'প্রতিবেদন'।]

প্রতিবেশ — পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

প্রতিবেশী — প্রতিবাসী, পড়শী। [সং. প্রতিবেশিন্।] স্ত্রী. — **প্রতিবেশিনী**।

প্রতিভা — অসামান্য সৃজনী শক্তি, অসাধারণ বুদ্ধি বা কার্যক্ষমতা। ঐরূপ বুদ্ধি বা শক্তি আছে এমন ব্যক্তি, প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। [ঃ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 'প্রতিভা'।] **প্রতিভান্বিত** — প্রতিভাযুক্ত, প্রতিভা আছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতিভান্বিতা**। **প্রতিভাবান্** — যাহার প্রতিভা আছে, প্রতিভার অধিকারী। [ঃ 'প্রতিভাবান্' ব্যক্তি।] স্ত্রী. — **প্রতিভাবতী**। [ঃ 'প্রতিভাবতী' নারী।] **প্রতিভাশালী** — যাহার প্রতিভা আছে, প্রতিভাবান্। স্ত্রী. — **প্রতিভাশালিনী**। **প্রতিভাসম্পন্ন** — প্রতিভান্বিত, প্রতিভা-যুক্ত। স্ত্রী. — **প্রতিভাসম্পন্না**।

প্রতিভাত — উদ্ভাসিত, আলোকিত। প্রকাশিত। প্রতিফলিত।

প্রতিভাসিত — আলোকিত, উদ্ভাসিত।

প্রতিভূ — জামিন। প্রতিনিধি। [সং.]

-প্রতিম — তুল্য সদৃশ ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিতৃ-'-প্রতিম'।]

প্রতিমা — প্রতিমূর্তি। পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত মূর্তি। মূর্ত প্রকাশ। [ঃ প্রীতি-'প্রতিমা'।] [সং.] **প্রতিমা-বিসর্জন** — পূজা শেষে প্রতিমাকে জলে নিক্ষেপ, ভাসান।

প্রতিমূর্তি — অনুরূপ মূর্তি, প্রতিকৃতি।

প্রতিযোগ, প্রতিযোগিতা — প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ, অপরকে পরাজিত করিয়া সাফল্যলাভের চেষ্টা। **প্রতিযোগী** — প্রতিযোগিতা করিতেছে এমন, অপরকে পরাজিত করিয়া সাফল্য লাভের চেষ্টা করিতেছে এমন। [সং. প্রতিযোগিন্।] স্ত্রী. — **প্রতিযোগিনী**।

প্রতিযোদ্ধা — বিরোধী সমকক্ষ যোদ্ধা। [সং. প্রতিযোদ্ধৃ।]

প্রতিরক্ষা — শত্রুকে বাধা দিয়া আত্মরক্ষা, শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা। **প্রতিরক্ষা বিভাগ** — শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য সরকারী বিভাগ। **প্রতিরক্ষী** — শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে নিযুক্ত।

প্রতিরুদ্ধ — প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন, নিবারিত।

প্রতিরূপ — প্রতিমূর্তি। প্রতিবিম্ব। অনুরূপ বিষয় বা বস্তু।

প্রতিরোধ — বাধা দিয়া নিবারণ, ব্যাহত করণ, বাধাদান। **প্রতিরোধক** — যে বা যাহা প্রতিরোধ করে, নিবারক। **প্রতিরোধিত** — ণ. প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন, প্রতিরুদ্ধ। **প্রতিরোধী** — ('প্রতিরোধক' দেখ।)

প্রতিলিপি — ছবি লেখা ইত্যাদির নকল।

প্রতিলোম — বিপরীত, প্রতিকূল। **প্রতি-লোম বিবাহ** — নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহ। (তুঃ 'অনুলোম'।)

প্রতিশব্দ — একই রকম অর্থ বা ভাব প্রকাশ করে এমন শব্দ, সমার্থক শব্দ। [ঃ শ্বেতের 'প্রতিশব্দ' সাদা।]

প্রতিশয়, প্রতিশয়ন — দেবতার প্রত্যাদেশ কামনায় ধরনা দিয়া শয়ন।

প্রতিশোধ — অপকারীর প্রতি অপকার, অনিষ্টকারীর প্রতি অনিষ্ট, প্রতিহিংসা।

প্রতিশ্রুত — যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বি. **প্রতিশ্রুতি** — অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, অপরের জন্য কিছু করিবার সংকল্প প্রকাশ।

প্রতিষেধ—নিরোধ, নিবারণ। **প্রতিষেধক** —নিবারক। [ঃ রোগ-'প্রতিষেধক'।]

প্রতিষ্টম্ভ — বাধা, অন্তরায়।

প্রতিষ্ঠা — স্থাপন। [ঃ ঠাকুর-'প্রতিষ্ঠা'।] নির্মাণ। [ঃ নগর 'প্রতিষ্ঠা'।] দেবতার নামে উৎসর্গ। [ঃ পুকুর 'প্রতিষ্ঠা'।] সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রভাব। **প্রতিষ্ঠাতা** — যে প্রতিষ্ঠা করে। [সং. প্রতিষ্ঠাতৃ।] স্ত্রী. — **প্রতিষ্ঠাত্রী**। **প্রতিষ্ঠাবান্**, **প্রতিষ্ঠাশালী** — যাহার প্রতিষ্ঠা বা সম্মানপ্রতিপত্তি আছে। স্ত্রী. — **প্রতিষ্ঠাবতী, প্রতিষ্ঠাশালিনী**।

প্রতিষ্ঠান — প্রতিষ্ঠিত সংঘ সভা আশ্রম ব্যবসায় ইত্যাদি, সংস্থা, institution. অবস্থান। সংস্থাপন। দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন শহর, সাতবাহনদের রাজধানী, পৈঠান। ণ. **প্রতিষ্ঠিত** — স্থাপিত। [ঃ 'প্রতিষ্ঠিত' বিগ্রহ।] নির্মিত। [ঃ 'প্রতিষ্ঠিত' নগর।] উৎসর্গীকৃত। প্রভাবশালী, প্রতিপত্তি-শালী। [ঃ আপনাকে 'প্রতিষ্ঠিত' করা।]

প্রতিসংহার — সংবরণ। নিবারণ। ণ. — **প্রতিসংহৃত**।

প্রতিসরণ — (বিজ্ঞানে) এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে প্রবেশের ফলে আলোকের গতিপথের যে পরিবর্তন ঘটে তাহা, refraction. ণ. — **প্রতিসৃত**।

প্রতিহত — বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত।

প্রতিহনন — হত্যাকারীকে বধ করণ। **প্রতিহন্তা**—হত্যাকারীকে যে বধ করে। [সং. প্রতিহন্তৃ।] স্ত্রী.—**প্রতিহন্ত্রী**।।

প্রতিহার — দ্বাররক্ষী। একটি প্রাচীন ভারতীয় জাতি, গুর্জরগণের শাখা (কথিত আছে, ইঁহারা রাষ্ট্রকূট রাজ-দরবারে প্রতিহারের কাজ করিয়াছিলেন, তাই এই নাম)। **প্রতিহারী** — দ্বার-রক্ষী, দারোয়ান। স্ত্রী. — **প্রতিহারিণী**।

প্রতিহিংসা — অনিষ্টকারীর প্রতি অনিষ্ট সাধন, প্রতিশোধ। **প্রতিহিংসাপরায়ণ** — প্রতিহিংসা লওয়া যাহার স্বভাব, যে প্রতিহিংসা লইতে ভালোবাসে। স্ত্রী. — **প্রতিহিংসাপরায়ণা**। বি. — **প্রতিহিংসাপরায়ণতা**।

প্রতীক — সংকেত, চিহ্ন, symbol. [ঃ শান্তির 'প্রতীক'।] **প্রতীকবাদ** — সাহিত্য ইত্যাদিতে সংকেত বা রূপকের সাহায্যে কাহিনী বা বক্তব্যের প্রকাশ সংক্রান্ত মতবাদ, symbolism. **প্রতীকবাদী** — প্রতীক-বাদে বিশ্বাসী। প্রতীকবাদ সংক্রান্ত।

প্রতীকার — ('প্রতিকার' দেখ।)

প্রতীক্ষণীয় — ণ. প্রতীক্ষার যোগ্য। যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষণীয়া**। **প্রতীক্ষমাণ** — ণ. প্রতীক্ষা করিয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষমাণা**। **প্রতীক্ষা** — কাহারও আগমন বা কিছুর সংঘটন সম্পর্কে অপেক্ষা। [ঃ 'প্রতীক্ষায়' থাকা; ঃ 'প্রতীক্ষা' করা।] ণ. **প্রতীক্ষিত** — যাহার জন্য প্রতীক্ষা করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষিতা**।

প্রতীক্ষ্য — ('প্রতীক্ষণীয়' দেখ।)

প্রতীক্ষ্যমাণ — যাহার জন্য প্রতীক্ষা করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষ্যমাণা**।

প্রতীচী — পশ্চিম দিক্, পশ্চিম দেশ। ইউরোপ ও আমেরিকা। (তুঃ 'প্রাচী'।) ণ. **প্রতীচীন, প্রতীচ্য**—পশ্চিম দেশীয়, পাশ্চাত্ত্য। [ঃ প্রতীচ্য 'সভ্যতা'।] (তুঃ 'প্রাচ্য'।)

প্রতীত — ণ. বিশ্বাস করা হইয়াছে এমন। অনুভূত, জ্ঞাত। বি. **প্রতীতি** —

বিশ্বাস। অনুভূতি, বোধ।

প্রতীপ — বিপরীত। মহাভারতে বর্ণিত শান্তনুর পিতা, ভীষ্মের পিতামহ।

প্রতীয়মান — অনুভূত, বোধগম্য, মনে হইতেছে এমন।

প্রতীহার, প্রতীহারী — ('প্রতিহার' ও 'প্রতিহারী' দেখ।)

প্রতুল — বি. প্রাচুর্য। ণ. প্রচুর। [সং.] **প্রতুলতা** — প্রাচুর্য।

প্রত্ন — প্রাচীন, পুরা। **প্রত্নতত্ত্ব** — প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ লিপি মুদ্রা ইত্যাদি হইতে তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যা, archaelogy. ণ. — **প্রত্নতত্ত্বীয়**। **প্রত্নতত্ত্ববিৎ, প্রত্নতত্ত্ববিদ্** — ('প্রত্নবিৎ' দেখ।) ণ. **প্রত্নতাত্ত্বিক** — প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত। প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত। **প্রত্নবিৎ, প্রত্নবিদ্** — প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত। **প্রত্নবিদ্যা** — ('প্রত্নতত্ত্ব' দেখ।) **প্রত্নবেত্তা** — ('প্রত্নবিৎ' দেখ।)।

প্রত্যক্ষ — দৃষ্টিগোচর, ইন্দ্রিয়গোচর, যাহা নিজের চক্ষে দেখা বা নিজের জীবনে অনুভব করা হইয়াছে এমন, অভিজ্ঞতাজাত, সম্মুখে দৃষ্ট। [ঃ 'প্রত্যক্ষ' পরিচয়; ঃ 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ।] (তুঃ 'পরোক্ষ'।) **প্রত্যক্ষভাবে** — সরাসরিভাবে, সাক্ষাৎভাবে সম্মুখে। [ঃ 'প্রত্যক্ষভাবে' না বলিলেও —] **প্রত্যক্ষকারী, প্রত্যক্ষদর্শী** — যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, যে অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিয়াছে। **প্রত্যক্ষবাদ** — প্রত্যক্ষভাবে সকল সত্য জানা যায় এই মতবাদ। **প্রত্যক্ষবাদী** — প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী। প্রত্যক্ষবাদ সংক্রান্ত। **প্রত্যক্ষীভূত** — প্রত্যক্ষ হইয়াছে এমন। [ঃ 'প্রত্যক্ষীভূত' সত্য।]

প্রত্যঙ্গ — অঙ্গের অংশ, ক্ষুদ্র অঙ্গ। [ঃ অঙ্গ-'প্রত্যঙ্গ'।]

প্রত্যন্ত — ণ. প্রান্তবর্তী, সীমান্তবর্তী। [ঃ 'প্রত্যন্ত' দেশ।] বি. সীমান্ত অঞ্চল। প্রান্তদেশ।

প্রত্যবায় — পাপ, অনিষ্ট। [সং.]

প্রত্যভিনন্দন — অভিনন্দনের উত্তরে অভিনন্দন।

প্রত্যভিবাদন — অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন, প্রতিনমস্কার।

প্রত্যভিযোগ — অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পালটা নালিশ।

প্রত্যয় — বিশ্বাস, সত্য বলিয়া ধারণা, প্রতীতি। (ব্যাকরণে) বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দ বা ধাতুর উত্তর শব্দাংশ যোগ বা প্রয়োগ।

প্রত্যর্থী — আবেদনের বিরুদ্ধে যে আবেদন করে, বিপক্ষ, প্রতিবাদী। [সং. প্রত্যর্থিন্।]

প্রত্যর্পণ — বি. ফিরাইয়া দেওয়া, ফেরত। ণ. **প্রত্যর্পিত** — ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রত্যর্পিতা**।

প্রত্যহ — প্রতিদিন, রোজ।

প্রত্যাখ্যান — বি. গ্রহণ স্বীকার বা মঞ্জুর না করণ। উপেক্ষা। ণ. **প্রত্যাখ্যাত** — গ্রহণ স্বীকার বা মঞ্জুর করা হয় নাই এমন। উপেক্ষিত। স্ত্রী. — **প্রত্যাখ্যাতা**।

প্রত্যাগমন — বি. ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন। ণ. **প্রত্যাগত**—ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রত্যাগতা**।

প্রত্যাঘাত — আঘাতের বদলে আঘাত।

প্রত্যাদেশ — বি. দেবতার আদেশ। ণ. **প্রত্যাদিষ্ট** — দেবতার আদেশ পাইয়াছে এমন।

প্রত্যাবর্তন — বি. ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। ণ. — **প্রত্যাবৃত্ত**।

প্রত্যালীঢ় — বাম পদ প্রসারিত ও দক্ষিণ পদ সংকুচিত করিয়া উপবেশন।

প্রত্যাশা — বি. সুফল লাভের আশা, পাইবার আশায় প্রতীক্ষা। ণ. **প্রত্যাশিত** — যাহা পাইবার আশায় অপেক্ষা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'প্রত্যাশিত' বস্তু।] স্ত্রী. — **প্রত্যাশিতা**। **প্রত্যাশী** — যে প্রত্যাশা করে। [সং. প্রত্যাশিন্।] স্ত্রী. — **প্রত্যাশিনী**।

প্রত্যাসন্ন — আসিয়া পড়িয়াছে এমন, নিকটবর্তী, আসন্ন।

প্রত্যাহত — বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিঘাতপ্রাপ্ত।

প্রত্যাহরণ — প্রত্যাহার করণ।

প্রত্যাহার — বি. ফিরাইয়া লওয়া। [ঃ কথা 'প্রত্যাহার' করা।] ণ.—**প্রত্যাহৃত**।

প্রত্যুক্তি — উক্তির বিরুদ্ধে উক্তি, উত্তর, জবাব।

প্রত্যুত — অ. পরন্তু, বরং। [সং.]

প্রত্যুত্তর — উত্তরের উত্তর, জবাবের জবাব। উত্তর, জবাব।

প্রত্যুত্থান — আগত ব্যক্তির সম্মানার্থে উত্থান। ণ. — **প্রত্যুত্থিত**।

প্রত্যুৎপন্ন — ণ. সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, তৎক্ষণাৎ জাত। **প্রত্যুৎপন্নমতি** — বি. সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য নির্ধারণের বুদ্ধি, উপস্থিতবুদ্ধি। ণ. ঐরূপ বুদ্ধি আছে এমন। **প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব** — বি. উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা।

প্রত্যুদ্গত — ণ. যাহার প্রত্যুদ্গমন করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'প্রত্যুদ্গত' অতিথি।] স্ত্রী. — **প্রত্যুদ্গতা**। বি. **প্রত্যুদ্গমন** — মান্য ব্যক্তির আগমন কালে আগাইয়া গিয়া বা বিদায় কালে সঙ্গে গিয়া সংবর্ধনা।

প্রত্যুপকার — উপকারের বিনিময়ে উপকার। **প্রত্যুপকারী** — যে উপকারীর উপকার করে। [সং. প্রত্যুপকারিন্।] স্ত্রী. — **প্রত্যুপকারিণী**। বি. — **প্রত্যুপকারিতা**।

প্রত্যুষ, প্রত্যূষ — ভোর, প্রভাত, খুব সকাল। [সং.]

প্রত্যেক — এক এক করিয়া সকল, প্রতিটি, প্রতিজন।

প্রথম — একসংখ্যক। আরম্ভকালীন, গোড়ার, আদি। [ঃ 'প্রথম' যুগ।] সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ। [ঃ 'প্রথম' স্থান অধিকার করা।] স্ত্রী. — **প্রথমা**। **প্রথমত, প্রথমতঃ** — প্রথমে, গোড়ায়, অগ্রে। প্রধানতঃ। [সং. প্রথমতস্।] **প্রথম প্রথম** — গোড়ার দিকে, শুরুতে, আরম্ভকালে। [ঃ 'প্রথম প্রথম' ভয় করে।] **প্রথমে** — গোড়ায়, আগে শুরুতে।

প্রথা — প্রচলিত সামাজিক রীতি চিরাচরিত নিয়ম। ণ. **প্রথাগত** — প্রথা অনুসরণ করিয়া কৃত বা অনুষ্ঠিত conventional.

প্রথিতনামা, প্রথিতযশা — বিখ্যাত, খ্যাত নামা, যশস্বী। [সং. প্রথিতনামন্ প্রথিতযশস্।]

-প্রদ — 'দেয়' বা 'ঘটায়' অর্থে অন শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ভীতি 'প্রদ'; ঃ ফল-'প্রদ'।]

প্রদক্ষিণ — দক্ষিণে বা ডান দিকে রাখিয় চারিদিকে ভ্রমণ। [ঃ মন্দির 'প্রদক্ষিণ'। চারিদিকে ভ্রমণ। [ঃ সূর্য-'প্রদক্ষিণ'।

প্রদত্ত — যাহা দেওয়া হইয়াছে। যাহাবে দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী. — **প্রদত্তা**।

প্রদর — একরকম স্ত্রীরোগ।

প্রদর্শক — যে দেখায়। যে বাতলাইয় দেয়। **প্রদর্শন** — দেখানো, অপরে সমক্ষে প্রকাশ। ণ. — **প্রদর্শিত** **প্রদর্শনী** — নানারকম উৎকৃষ্ট জিনি দেখাইবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মেল exhibition.

প্রদর্শশালা — পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান কল

ইত্যাদি বিষয়ক বস্তুর সংগ্রহ ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গৃহ, জাদুঘর, museum.

প্রদান — দেওয়া, দান। সম্যক্‌রূপে দান। **প্রদানকারী** — যে দেয়, যে প্রদান করে। স্ত্রী. — **প্রদানকারিণী**। **প্রদায়ক** — যে বা যাহা দেয়। স্ত্রী. — **প্রদায়িকা**। **প্রদায়ী** — প্রদানকারী। [সং. প্রদায়িন্‌।] স্ত্রী. **প্রদায়িনী** — প্রদানকারিণী। [ঃ শক্তি-'প্রদায়িনী'।]

প্রদাহ — যন্ত্রণা, পুড়িয়া যাওয়ার মতো বোধ। [ঃ অন্ত্রের 'প্রদাহ'।] ণ. **প্রদাহী** — যন্ত্রণাদায়ক। প্রদাহদান-কারী। [সং. প্রদাহিন্‌।]

প্রদীপ — ছোট একরকম তৈলাধার যাহাতে সলিতা দিয়া আলো জ্বালানো হয়, পিদিম। গৌরববর্ধনকারী। [ঃ কুল-'প্রদীপ'।]

প্রদীপ্ত — অতিশয় উজ্জ্বল। উদ্দীপিত, উৎসাহিত। [ঃ 'প্রদীপ্ত' কণ্ঠে।]

প্রদেয় — প্রদানের যোগ্য। স্ত্রী. — **প্রদেয়া**।

প্রদেশ — দেশের অংশ, সুবা। স্থান, অঞ্চল।

প্রদোষ — সন্ধ্যা, রাত্রি শুরু হইবার সময়। রাত্রি। [সং.]

প্রদ্যুম্ন — কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র।

প্রদ্যোত — দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য। রশ্মি।

প্রধান — মূল, শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ। [ঃ 'প্রধান' ব্যক্তি; ঃ 'প্রধান' কাজ; ঃ 'প্রধান' গুণ।] দলপতি, সর্দার, মোড়ল। [ঃ গ্রামের 'প্রধান'।] অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'প্রধান'।] 'যেখানে প্রবল' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ শীত-'প্রধান'।] 'কর্তৃক বা প্রাধান্য আছে এমন' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিতৃ-'প্রধান'।] স্ত্রী. — **প্রধানা**। **প্রধানত, প্রধানতঃ** — মুখ্যতঃ, বিশেষতঃ, ছোটখাটো বিষয়গুলি বাদ দিয়া। [ঃ 'প্রধানতঃ' দুই প্রকার।] **প্রধানত্ব, প্রধানতা** — শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য।

প্রধূমিত — জ্বলনোন্মুখ, ধূমায়িত। [ঃ 'প্রধূমিত' বহ্নি।] স্ত্রী. — **প্রধূমিতা**।

প্রনষ্ট — ণ. বিনষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত। বি. — **প্রনাশ**।

প্রপঞ্চ — ভ্রম। বঞ্চনা। মায়া। **প্রপঞ্চময়** —মায়াময়। [ঃ 'প্রপঞ্চময়' এ সংসারে।] ণ. **প্রপঞ্চিত** — মোহগ্রস্ত, ভ্রান্তিযুক্ত।

প্রপন্ন — শরণাগত। প্রাপ্ত।

প্রপাত — উচ্চস্থান হইতে অবিরাম পতন। জলপ্রপাত। ঝরনার পতনস্থান।

প্রপিতামহ — পিতামহের পিতা, ঠাকুর-দাদার বাবা। স্ত্রী. **প্রপিতামহী** — পিতামহের মাতা, ঠাকুরদাদার মা।

প্রপীড়ন — বি. নির্যাতন, নিপীড়ন। ণ. **প্রপীড়িত** — নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত। স্ত্রী. — **প্রপীড়িতা**।

প্রপৌত্র — পৌত্রের পুত্র, নাতীর ছেলে। স্ত্রী. **প্রপৌত্রী** — পৌত্রের কন্যা, নাতীর মেয়ে।

প্রফুল্ল — প্রস্ফুটিত, ফোটা, বিকশিত। [ঃ 'প্রফুল্ল' প্রসূন।] আনন্দিত। [ঃ 'প্রফুল্ল' চিত্ত।] সহাস্য। [ঃ 'প্রফুল্ল' মুখ।] বি. **প্রফুল্লতা** — আনন্দিত ভাব। ণ. **প্রফুল্লিত** — আনন্দিত হইয়াছে এমন, প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছে এমন, আনন্দিত। স্ত্রী. — **প্রফুল্লিতা**।

প্রফেসর — কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। [ই. professor.] **প্রফেসরি** — প্রফেসরের কাজ বা পদ।

প্রবংশ — জাতি।

প্রবক্তা — ব্যাখ্যাকারী। বেদের ব্যাখ্যা-কারী। [সং. প্রবক্তৃ।]

প্রবচন — সুপ্রচলিত উক্তি, প্রবাদ।

প্রবঞ্চক — যে বঞ্চনা করে, প্রতারক। **প্রবঞ্চনা** — প্রতারণা, ঠকানো। ণ. **প্রবঞ্চিত** — প্রতারিত। স্ত্রী. — **প্রবঞ্চিতা**।

প্রবণ — ঝোঁক স্বাভাবিক টান বা আসক্তি আছে এমন, কোনও বিষয়ে সহজে অভিভূত হয় এমন, সহজে কোনও বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এমন। [ঃ স্নেহ-'প্রবণ'; ঃ ভাব-'প্রবণ'।] বি. — **প্রবণতা**। স্ত্রী. — **প্রবণা**।

প্রবন্ধ — নিবন্ধ, ছোট গদ্যরচনা (গল্পাদি নহে)। **প্রবন্ধকার** — প্রবন্ধের লেখক।

প্রবর — শ্রেষ্ঠ, প্রধান। [ঃ পণ্ডিত-'প্রবর'।] গোত্রের প্রবর্তক বা তদ্-বংশীয় ঋষি। গোত্র।

প্রবর্তক — যে প্রথম প্রচলিত করে। যে আরম্ভ করে। **প্রবর্তন** — প্রথম প্রচলন, প্রচলিত করণ। ণ. — **প্রবর্তিত**। **প্রবর্তনা** — প্রবর্তন, প্রচলিত করণ।

প্রবল — অতিশয় বলশালী। দুরন্ত। অত্যন্ত। বি. — **প্রবলতা**। স্ত্রী. — **প্রবলা**।

প্রবসন — বিদেশে গিয়া বাস করণ, emigration. ণ. — **প্রবসিত**।

প্রবহমান — ণ. বহিতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রবহমানা**।

প্রবাদ — লোকমুখে প্রচলিত কথা বা কাহিনী, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি।

প্রবাল — একরকম সামুদ্রিক জীব হইতে উৎপন্ন মূল্যবান্ রত্ন, পলা। **প্রবাল-দ্বীপ** — স্তূপীকৃত প্রবাল-কীটের দেহ হইতে জাত দ্বীপ।

প্রবাস — বিদেশে বাস। বিদেশে বাস-স্থান। **প্রবাসী** — বিদেশে বাস করিতেছে এমন। [সং. প্রবাসিন্।] স্ত্রী. — **প্রবাসিনী**।

প্রবাহ — বি. বেগবান্ স্রোত। বেগবান্ গতি। [ঃ বায়ু-'প্রবাহ'; ঃ রক্ত-'প্রবাহ'।] **প্রবাহা** — ক্রি. (কবিতায়) প্রবাহিত করা। প্রবাহিত হওয়া। ণ. **প্রবাহিত** — প্রবাহযুক্ত, বহিয়াছে বা বহিতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রবাহিতা**। **প্রবাহী** —যাহা বহে, প্রবহমান। [সং. প্রবাহিন্।] স্ত্রী. **প্রবাহিণী** — বি. নদী। ণ. বহিতেছে এমন (স্ত্রী)। [ঃ উত্তর-'প্রবাহিণী'।]

প্রবিষ্ট — ণ. প্রবেশ করিয়াছে এমন, ঢুকিয়াছে বা ভিতরে গিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রবিষ্টা**।

প্রবীণ — বৃদ্ধ, প্রাচীন। বিচক্ষণ, বহু-দর্শী। (তুঃ 'নবীন'।) স্ত্রী. — **প্রবীণা**। বি. — **প্রবীণতা, প্রবীণত্ব**।

প্রবীর — শ্রেষ্ঠ বীর। মহাভারতে বর্ণিত নীলধ্বজ ও জনার পুত্র।

প্রবুদ্ধ — জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত, অনুপ্রেরিত। [ঃ 'প্রবুদ্ধ' ভারত।]

প্রবৃত্ত — ণ. কাজে নিযুক্ত, রত হইয়াছে বা শুরু করিয়াছে এমন। [ঃ কাজে 'প্রবৃত্ত' হইলেন।] আরব্ধ।

প্রবৃত্তি — ইচ্ছা, অভিরুচি। [ঃ করিতে 'প্রবৃত্তি' হয় না।] আসক্তি।

প্রবৃদ্ধ — অতিশয় বৃদ্ধ। স্ত্রী. — **প্রবৃদ্ধা**। **প্রবৃদ্ধ কোণ** — দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চারি সমকোণ অপেক্ষা ছোট এমন কোণ, reflex angle.

প্রবেট — আদালতে অনুমোদিত উইলের নকল। [ই. probate.]

প্রবেশ — বি. ভিতরে গমন, ঢোকা। বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা। **প্রবেশক** — যে প্রবেশ করে। যে প্রবেশ করায়। যাহা বুঝিতে সাহায্য করে। **প্রবেশ-কারী** — যে প্রবেশ করে, যে ঢোকে। যে বুঝে। স্ত্রী. — **প্রবেশকারিণী**। **প্রবেশপত্র** — প্রবেশলাভের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র, টিকিট। **প্রবেশা** — ক্রি. (কবিতায়) প্রবেশ করা, ঢোকা। [ঃ 'প্রবেশিব' কেমনে।] **প্রবেশিকা** — যাহার দ্বারা প্রবেশ করা যায়, প্রবেশলাভের পক্ষে উপযুক্ত। [ঃ 'প্রবেশিকা' পরীক্ষা।] **প্রবেশিত** — প্রবেশ করানো হইয়াছে এমন। **প্রবেশ্য** — যেখানে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ-যোগ্য। বোধগম্য। **প্রবেষ্টা** — প্রবেশ-কারী। [সং. প্রবেষ্টৃ।]

প্রবেশনার — শিক্ষানবীশ। [ই. probationer.]

প্রবোধ — সান্ত্বনা, আশ্বাস। [ঃ 'প্রবোধ' দেওয়া।] **প্রবোধ মানা** — সান্ত্বনা বা আশ্বাস পাইয়া শান্ত হওয়া। [ঃ মন যে 'প্রবোধ মানে' না।]

প্রব্রজ্যা — সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরূপে ভ্রমণের ব্রত। [ঃ 'প্রব্রজ্যা' গ্রহণ।]

প্রভঞ্জন — ঝড়। ঝড়ের দেবতা।

প্রভা — দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য। কিরণ। **প্রভাকর** — সূর্য। **প্রভাবান্** — উজ্জ্বল, দীপ্ত। স্ত্রী. — **প্রভাবতী**।

প্রভাত — সকাল, প্রাতঃকাল। **প্রভাত-কাল** — সকালবেলা। **প্রভাতকালীন** — সকালবেলার। **প্রভাতফেরি** — প্রভাতে পাড়ায় পাড়ায় ফিরিয়া গান। ণ. **প্রভাতী** — প্রভাতকালের, সকাল-বেলার। [ঃ 'প্রভাতী' ফুল; ঃ 'প্রভাতী' গান।]

প্রভাব — প্রতিপত্তি, চালিত বা বশীভূত করিবার মতো শক্তি। **প্রভাবশালী** — যাহার প্রভাব আছে, প্রতিপত্তিশালী। [সং. প্রভাবশালিন্।] স্ত্রী. — **প্রভাবশালিনী**। **প্রভাবান্বিত** — প্রভাব আছে এমন, প্রভাবশালী। স্ত্রী. — **প্রভাবান্বিতা**। **প্রভাবাধীন**, **প্রভাবিত** — অপরের প্রভাবের দ্বারা বশীভূত।

প্রভাস — গুজরাটের সমুদ্রতীরে অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থস্থান যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

প্রভু — মনিব, মালিক, অধিপতি। ঈশ্বর, ভগবান। গুরু। **প্রভুত্ব** — আধিপত্য, প্রাধান্য, কর্তৃত্ব। [ঃ 'প্রভুত্ব' করা।] **প্রভুপাদ** — পরম পূজনীয় গুরুদেব। **প্রভুভক্ত** — মনিবের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। **প্রভুভক্তি** — মনিবের প্রতি একান্ত অনুরাগ।

প্রভূত — প্রচুর, খুব, যথেষ্ট। উৎপন্ন।

প্রভৃতি — ইত্যাদি, আদি, প্রমুখ।

প্রভেদ — পার্থক্য, ভিন্নতা, ভেদ।

প্রমত্ত — অতিশয় মত্ত। উন্মত্ত। অতিশয় গর্বিত। [ঃ স্বাধিকার-'প্রমত্ত'।] বি. — **প্রমত্ততা**। স্ত্রী. — **প্রমত্তা**।

প্রমথ — শিবের অনুচর বিশেষ। **প্রমথ-নাথ**, **প্রমথেশ** — শিব।

প্রমদা — আনন্দদায়িনী নারী।

প্রমা — পরম জ্ঞান। স্থির প্রতীতি।

প্রমাণ — কোনও কিছু সত্য বা নিশ্চিত বলিয়া ধারণা জন্মে এমন তথ্য ও বিষয়াদি। [ঃ 'প্রমাণ' দেখানো।] ঐরূপ তথ্য ও বিষয়াদির উত্থাপন ও প্রয়োগ। [ঃ 'প্রমাণ' করা।] তুল্য বা সমান পরিমাণের বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পর্বত-'প্রমাণ'।] পুরা মাপের, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপযুক্ত। [ঃ 'প্রমাণ' ধুতি।] পুরা মাপ। [ঃ 'প্রমাণ'সই।] **প্রমাণকারী**

— যে প্রমাণ করে। স্ত্রী. — **প্রমাণকারিণী**। **প্রমাণতঃ** — প্রমাণ অনুসারে। **প্রমাণপঞ্জী** — লেখকের বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত পুস্তকাদির তালিকা। **প্রমাণপত্র** — প্রমাণের পক্ষে উপযুক্ত লিখিত কাগজ। প্রমাণাদি, বিভিন্নরকমের প্রমাণ। **প্রমাণযোগ্য** — প্রমাণ করার উপযুক্ত। বি. — **প্রমাণযোগ্যতা**। **প্রমাণসই, প্রমাণসহি** — পুরা মাপের। **প্রমাণসাপেক্ষ** — যাহার নিশ্চয়তা বা সত্যতা প্রমাণের উপর নির্ভর করে। প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। বি. — **প্রমাণসাপেক্ষতা**। **প্রমাণসিদ্ধ** — প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয়তা বা সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে এমন। বি. — **প্রমাণসিদ্ধতা**।

প্রমাণাভাব — প্রমাণ না থাকা, প্রমাণের অভাব।

প্রমাণিত — প্রমাণ করা হইয়াছে এমন, নিশ্চয় বা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, প্রতিপন্ন।

প্রমাণীকৃত — প্রমাণ করা হইয়াছে এমন, প্রমাণিত।

প্রমাতা — প্রমাণকারী। [সং. প্রমাতৃ।]

প্রমাতামহ — মাতামহের পিতা, মায়ের ঠাকুরদাদা। স্ত্রী. **প্রমাতামহী** — মাতামহের মাতা, মায়ের ঠাকুরমা।

প্রমাদ — অসাবধানতার ফলে ভুল। [ঃ মুদ্রাকর-'প্রমাদ'।] বিপদ। [ঃ 'প্রমাদ' গণিল।]

প্রমারা — তাস লইয়া একরকম জুয়াখেলা। [পো. primeiro.]

প্রমীলা — তন্দ্রা। রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রজিতের পত্নী।

প্রমুক্ত — সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সম্পূর্ণরূপে বন্ধনহীন।

প্রমুখ — আদি, ইত্যাদি (ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়)। [ঃ ইন্দ্র 'প্রমুখ' দেবতাগণ।] প্রধান ব্যক্তি, নেতা। [ঃ রাজ-'প্রমুখ'।]

প্রমুখাৎ — মুখ হইতে, জবানিতে। [ঃ আপনার 'প্রমুখাৎ' জানিলাম।]

প্রমুদিত — অতিশয় আনন্দিত।

প্রমূর্ত — সম্পূর্ণরূপে বা সুস্পষ্টভাবে মূর্তি লাভ করিয়াছে এমন।

প্রমেয় — প্রমাণ করা যায় এমন। পরিমাণ করা যায় এমন, অল্প।

প্রমেহ — জননেন্দ্রিয়ের একরকম রোগ, গনোরিয়া। বহুমূত্ররোগ। [সং.]

প্রমোদ — আমোদ, আনন্দ, ফুর্তি, বিলাস। [ঃ আমোদ-'প্রমোদ'।] **প্রমোদ ভবন** — আমোদ-আহ্লাদের জন্য নির্ধারিত গৃহ। **প্রমোদশালা** — আমোদ-আহ্লাদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ। ণ. **প্রমোদিত** — আনন্দিত, আমোদিত।

প্রমোশন — উচ্চতর পদে বা শ্রেণীতে উন্নয়ন। [ই. promotion.]

প্রযত্ন — চেষ্টা, প্রয়াস, অধ্যবসায়।

প্রয়াগ — গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল, এলাহাবাদ।

প্রয়াণ — গমন, প্রস্থান। **মহাপ্রয়াণ** — শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যু। ণ. — **প্রয়াত**।

প্রয়াস — চেষ্টা, প্রযত্ন, সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম। ইচ্ছা, অভিলাষ। **প্রয়াসী** — ইচ্ছুক, অভিলাষী। সাফল্যলাভের ইচ্ছায় চেষ্টা বা পরিশ্রম করিতেছে এমন। [সং. প্রয়াসিন্।] স্ত্রী. — **প্রয়াসিনী**।

প্রযুক্ত — ণ. প্রয়োগ বা নিয়োগ করা হইয়াছে এমন। অ. জন্য, হেতু নিবন্ধন। [ঃ 'স্নেহপ্রযুক্ত'।]

প্রযুক্তি — প্রয়োগ। (শিল্পাদিতে) প্রয়োগকৌশল, technique. [সং.]

প্রযুক্তিবিদ্যা — শিল্পকৌশল সংক্রান্ত তত্ত্ব ও জ্ঞান, technology.

প্রযুজ্যমান — ণ. প্রয়োগ করা হইতেছে এমন।

প্রযোক্তা — প্রয়োগকর্তা। প্রযোজক। [সং. প্রযোক্তৃ।]

প্রয়োগ — কাজে লাগানো, ব্যবহার। [ঃ বুদ্ধির 'প্রয়োগ'।] কার্যতঃ পরীক্ষা। [ঃ 'প্রয়োগ' করিয়া দেখা।] **প্রয়োগ-মূলক** — যাহাতে হাতেকলমে বা কার্যতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় এমন, ব্যাবহারিক, practical. [ঃ 'প্রয়োগ-মূলক' বিজ্ঞান।]

প্রযোজক — প্রযোক্তা। অনুষ্ঠাতা, প্রবর্তনকারী। যিনি নাটকাভিনয়ের ও চলচ্চিত্রনির্মাণের ব্যবস্থা করেন, producer. **প্রযোজনা** — নাট্যাভিনয় চলচ্চিত্র নির্মাণ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, production.

প্রয়োজন—দরকার, আবশ্যকতা। দরকারী কাজ। **[illegible]** — ণ. প্রয়োজনের চেয়ে বেশী। ণ. **প্রয়োজনীয়** — দরকারী, আবশ্যক। বি. — **প্রয়োজনীয়তা।**

প্রযোজ্য — প্রয়োগযোগ্য। [ঃ এই যুক্তি 'প্রযোজ্য' নহে।] বি. — **প্রযোজ্যতা।**

প্ররোচক — যে প্ররোচনা দেয়, যে প্ররোচিত করে। **প্ররোচন, প্ররোচনা** — উস্কানি, কুকার্যে উৎসাহদান। ণ. **প্ররোচিত** — উস্কানি পাইয়াছে এমন, অন্যের দ্বারা কুকার্যে উৎসাহিত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্ররোচিতা।**

প্রলপন — বি. প্রলাপ। প্রলাপোক্তি করণ। **প্রলপিত** — ণ. বৃথা বা অর্থহীনভাবে উক্ত। বি. অর্থহীন উক্তি।

প্রলম্ব — লম্বমান বস্তু। গাছের ঝুরি বা শাখা। **প্রলম্বন** — বি. লম্বিত হওয়া। লম্বমান অবস্থা। ণ. **প্রলম্বিত** — লম্বমান অবস্থায় আছে এমন।

প্রলয় — বিশ্বের বিনাশ, সৃষ্টি ধ্বংস। ভয়ংকর কান্ড। ণ. অতি ভয়ংকর। [ঃ 'প্রলয়' কান্ড।] **প্রলয়ংকর, প্রলয়ঙ্কর** — ণ. প্রলয়কারী। ভয়ংকর, ধ্বংস-কারী। স্ত্রী.—**প্রলয়ংকরী, প্রলয়ঙ্করী।** [ঃ স্ত্রীবুদ্ধি 'প্রলয়ংকরী'।]

প্রলাপ — অর্থহীন উক্তি, আবোলতাবোল কথা। [ঃ পাগলের 'প্রলাপ'।] **প্রলাপী** — যে প্রলাপ বকে, যে অর্থ-হীন উক্তি করে। [সং. প্রলাপিন্।] স্ত্রী. — **প্রলাপিনী।**

প্রলুব্ধ — অতিশয় লুব্ধ, অতিশয় লোভ প্রকাশ করিতেছে এমন। [ঃ 'প্রলুব্ধ' দৃষ্টি।] স্ত্রী. — **প্রলুব্ধা।** বি. — **প্রলুব্ধতা।**

প্রলেপ — লেপিয়া লাগানো হইয়াছে এমন পাতলা স্তর। লেপন করিবার দ্রব্য, মলম। লেপন, মাখানো। **প্রলেপক** — যে প্রলেপ দেয়। **প্রলেপন** — উত্তমরূপে লেপন। ণ. — **প্রলেপিত।**

প্রলোভন — লোভ উৎপাদন, লুব্ধ করণ। লুব্ধ করে এমন বিষয় বা বস্তু, লোভের সামগ্রী। [ঃ 'প্রলোভন' এড়ানো।] লুব্ধ হইবার প্রবৃত্তি। [ঃ 'প্রলোভন' জয় করা।] ণ. **প্রলোভিত**—প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত।

প্রশংসন — বি. প্রশংসা করণ। ণ. **প্রশংসনীয়** — প্রশংসার যোগ্য। বি. — **প্রশংসনীয়তা।** স্ত্রী. — **প্রশংসনীয়া।**

প্রশংসা — ভালো বলিয়া উক্তি, সুখ্যাতি, সাধুবাদ। [ঃ 'প্রশংসা' করা; ঃ 'প্রশংসা' পাওয়া।] **[illegible]** — যে প্রশংসা করে। স্ত্রী. — **[illegible]-**

কারিণী। **প্রশংসাপত্র** — প্রশংসা সূচক চিঠি, লিখিত প্রশংসা, certificate. ণ. **প্রশংসিত** — প্রশংসা পাইয়াছে বা প্রশংসা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রশংসিতা।**

প্রশমন — শান্ত করণ, নিবারণ। ণ. **প্রশমিত** — শান্ত হইয়াছে বা শান্ত করা হইয়াছে এমন। নিবারিত। (রসায়নে) ক্ষার বা অম্ল নহে এমন, neutral.

প্রশস্ত—বিস্তৃত, চওড়া। শ্রেষ্ঠ, উপযুক্ত। [ঃ ভ্রমণের পক্ষে 'প্রশস্ত'।] উদার, অসংকীর্ণ। বি. — **প্রশস্ততা।**

প্রশস্তি — প্রশংসা। প্রশংসায় রচিত কবিতা ইত্যাদি। স্তুতি, স্তব।

প্রশাখা — শাখা হইতে বাহির হইয়াছে এমন ছোট শাখা।

প্রশান্ত — ণ. অচঞ্চল ধীর ও শান্ত, অক্ষুব্ধ, শান্তিপূর্ণ, অনুদ্বেলিত। **প্রশান্ত মহাসাগর** — এশিয়ার পূর্বে অবস্থিত মহাসাগর। **প্রশান্তচিত্ত** — যাহার মন শান্ত, শান্তহৃদয়। **প্রশান্তি** —বি. অতিশয় শান্তিপূর্ণ ভাব, ধীর শান্ত ভাব।

প্রশাসন—বি. শাসন। নিয়ন্ত্রণ। [ঃ জন্ম-'প্রশাসন'।] ণ. — **প্রশাসিত। প্রশাসনিক** — ণ. শাসন সংক্রান্ত, administrative.

প্রশিষ্য — শিষ্যের শিষ্য। স্ত্রী. **প্রশিষ্যা** — শিষ্যের বা শিষ্যার শিষ্যা।

প্রশ্ন — জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাস্য বিষয়। সমস্যা। **প্রশ্নকর্তা** — যে প্রশ্ন করে, প্রশ্নকারী। স্ত্রী. — **প্রশ্নকর্ত্রী। প্রশ্নকারী** — যে প্রশ্ন করে। স্ত্রী. — **কারিণী। প্রশ্নপত্র** — পরীক্ষার সময়ে প্রদত্ত লিখিত বা মুদ্রিত প্রশ্ন।

প্রশ্নোত্তর — প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্রয় — আশকারা, নাই। অহেতুক সুযোগ-সুবিধা। স্নেহের কারণে দোষত্রুটি উপেক্ষা।

প্রশ্বাস — ফুসফুসে বায়ুগ্রহণ। নাসিকার দ্বারা গৃহীত বায়ু। (তুঃ 'নিশ্বাস'।)

প্রসক্ত — আসক্ত, অনুরক্ত। বি. — **প্রসক্তি।**

প্রসঙ্গ — আলোচনার অঙ্গ, আলোচ্য বিষয়। সম্পর্কিত আলোচনা। [ঃ ইতিহাস-'প্রসঙ্গ'।] **প্রসঙ্গক্রমে, প্রসঙ্গত, প্রসঙ্গে** — আলোচনাকালে, আলোচনার অঙ্গরূপে।

প্রসন্ন — ণ. সন্তুষ্ট, খুশী। [ঃ 'প্রসন্ন' বদন।] সদয়। [ঃ দেবতা 'প্রসন্ন'।] স্বচ্ছ, নির্মল। [ঃ 'প্রসন্ন'-সলিলা।] বি. — **প্রসন্নতা।** স্ত্রী. — **প্রসন্না।**

প্রসব — গর্ভস্থ সন্তানের জন্মদান। [ঃ 'প্রসব' করা; ঃ 'প্রসব' করানো।] **প্রসবকারিণী** — স্ত্রী. যে প্রসব করে। যে স্ত্রীলোক প্রসব করায়। **প্রসববেদনা** — প্রসবকালীন যন্ত্রণা।

প্রসবা — ক্রি. (কবিতায়) প্রসব করা। [ঃ 'প্রসবিল'।]

প্রসবিত্রী, প্রসবিনী—স্ত্রী. প্রসবকারিণী। জন্মদাত্রী। [ঃ বীর-'প্রসবিনী' ধরিত্রী।]

প্রসাদ — প্রসন্নতা। কৃপা। অনুগ্রহ। [ঃ রাজ-'প্রসাদ' লাভ।] নিবেদিত বস্তু। পূজ্য ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট। **প্রসাদজীবী, প্রসাদভোজী** — অপরের অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভরশীল। **প্রসাদাৎ** — অনুগ্রহের ফলে। [ঃ ঈশ্বর-'প্রসাদাৎ'।] [সং.]

প্রসাদন, প্রসাদনা — সন্তুষ্ট করণ। ণ. — **প্রসাদিত।**

প্রসাদী — নিবেদিত। [ঃ 'প্রসাদী' ফুল।]

প্রসাধক — যে অঙ্গসজ্জা করে বা করিয়া

দেয়। স্ত্রী. — **প্রসাধিকা।**

প্রসাধন — অংগসজ্জা, বেশবিন্যাস। অংগসজ্জার উপকরণ। **প্রসাধনী** — প্রসাধন সংক্রান্ত দ্রব্য। চিরুনি, কাকুই। **প্রসাধিত** — ণ. প্রসাধন করিয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রসাধিতা।**

প্রসার — বিস্তার। প্রতিপত্তি। প্রচার। [ঃ 'প্রসার' লাভ করা।] **প্রসারণ** — প্রসারিত করণ, বিস্তৃত করণ। [ঃ হস্ত-'প্রসারণ'।] ণ. **প্রসারিত** — বিস্তৃত। [ঃ 'প্রসারিত' বক্ষ।] মেলিয়া বা বাড়াইয়া ধরা হইয়াছে এমন। [ঃ হস্ত 'প্রসারিত' করা।] **প্রসারী** — প্রসারিত, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। [ঃ দিগন্ত-'প্রসারী'।] [সং. প্রসারিন্।] স্ত্রী. — **প্রসারিণী।** **প্রসার্যমাণ** — ণ. প্রসারিত করা হইতেছে এমন।

প্রসিদ্ধ — ণ বিখ্যাত, নামজাদা। স্ত্রী — **প্রসিদ্ধা।** বি. **প্রসিদ্ধি** — খ্যাতি। জনশ্রুতি। [ঃ এইরূপ 'প্রসিদ্ধি' আছে যে —]

প্রসীদ — (কবিতায়) প্রসন্ন হও। [সং.]

-প্রসূ — 'প্রসবিনী' বা 'জন্মদাত্রী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'প্রসূ'; ঃ রত্ন-'প্রসূ'।]

প্রসূত — জাত, ভূমিষ্ঠ। উৎপন্ন। স্ত্রী. **প্রসূতা**—জাতা ভূমিষ্ঠা। **প্রসূতি** — নবজাত সন্তানের জননী, পোয়াতী। জননী।

প্রসূন — ফুল, পুষ্প, কুসুম। [সং.]

প্রস্থ — খানা, খণ্ড। [ঃ এক 'প্রস্থ' ধুতি।] একসংগে কাজে লাগে বা একত্র থাকে এমন সামগ্রীর সমষ্টি। [ঃ এক 'প্রস্থ' বাসন।]

প্রস্তর — পাথর। পাষাণ, শিলা। [সং.] **প্রস্তরখণ্ড** — পাথরের টুকরা। **প্রস্তরফলক** — পাথরের তক্তি, পাথরের শ্লেট। **প্রস্তরময়** — পাথরের তৈয়ারী। [ঃ 'প্রস্তরময়' মূর্তি।] পাথরে পরিণত। পাথরে পূর্ণ। স্ত্রী. — **প্রস্তরময়ী।** **প্রস্তর-যুগ** — সুপ্রাচীন যুগ যখন মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানিত না ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত। **নব প্রস্তরযুগ** — প্রস্তর যুগের শেষ ভাগ যখন মানুষ পাথরের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত, Neolithic Age. **পুরা প্রস্তরযুগ** — প্রস্তর যুগের প্রথম ভাগ যখন মানুষ পাথরের অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত Paleolithic Age.

প্রস্তরীভূত — পাথরে পরিণত। স্ত্রী.— **প্রস্তরীভূতা।** [ঃ অহল্যা 'প্রস্তরীভূতা' হইলেন।]

প্রস্তাব — বিবেচনা বা আলোচনার জন্য উত্থাপিত মত। [ঃ তাঁহার 'প্রস্তাব' এই যে —] বিবেচনা বা আলোচনার জন্য মত উত্থাপন। [ঃ 'প্রস্তাব' করা।] বিতর্কের জন্য উত্থাপিত বিষয়। [ঃ 'প্রস্তাব' পাস হওয়া।]

প্রস্তাবক — প্রস্তাবকারী। প্রস্তাব উত্থাপনকারী।

প্রস্তাবনা — আরম্ভ, সূচনা। নাটকের আরম্ভিক দৃশ্য যাহাতে দেবতাদির স্তব বা প্রসংগ থাকে। গ্রন্থাদির ভূমিকা।

প্রস্তাবিত — ণ. প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন, আলোচনার জন্য উত্থাপিত। [ঃ 'প্রস্তাবিত' আইন।]

প্রস্তুত — তৈয়ারী, নির্মিত। [ঃ লোহা দিয়া 'প্রস্তুত'।] সাজসজ্জা বা উদ্যোগ আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে এমন। [ঃ

যাইবার জন্য 'প্রস্তুত'।] বি. **প্রস্তুতি** — নির্মাণকার্য। সাজসজ্জা বা উদ্‌যোগ, আয়োজন। [ঃ যুদ্ধের 'প্রস্তুতি'।]

প্রস্থ — ('প্রস্ত' দেখ।)

প্রস্থ — চওড়ার দিক্‌ বা মাপ, ওসার। সমভূমি। [ঃ ইন্দ্র-'প্রস্থ'।] পর্বতের সানুদেশ।

প্রস্থান — চলিয়া যাওয়া, স্থানত্যাগ, প্রয়াণ। [ঃ 'প্রস্থান' করা।] **মহাপ্রস্থান** — মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণের জন্য যাত্রা। বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু। মহাপ্রয়াণ। ণ. **প্রস্থিত** — প্রস্থান করিয়াছে এমন।

প্রস্ফুট — ণ. বিকশিত, ফুটিয়াছে এমন। স্পষ্ট, প্রকাশিত। [ঃ 'প্রস্ফুট' দিবালোকে।]

প্রস্ফুটন — বি. প্রস্ফুটিত হওয়া, বিকশিত হওয়া। ণ. **প্রস্ফুটিত** — যাহা ফুটিয়াছে, বিকশিত। [ঃ 'প্রস্ফুটিত' পুষ্প।] স্ত্রী. — **প্রস্ফুটিতা**।

প্রস্ফুরণ — ঈষৎ কম্পন। ণ. **প্রস্ফুরিত** — ঈষৎ কম্পিত। [ঃ 'প্রস্ফুরিত' ওষ্ঠাধর।]

প্রস্রবণ — ঝরনা, নির্ঝর। [ঃ উষ্ণ 'প্রস্রবণ'।] [সং.]

প্রস্রাব — মূত্র। মূত্রত্যাগ। [ঃ 'প্রস্রাব' করা।] [সং.]

প্রস্রুত — ণ. ক্ষরিত, নিঃসৃত।

প্রহত — ণ. জোরে আঘাত করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রহতা**।

প্রহর — তিন ঘণ্টা সময়। **প্রহর গনা, প্রহর গণনা করা** — প্রতীক্ষায় থাকা। সময় কাটানো। **অষ্টপ্রহর** — দিনরাত, সর্বদা।

প্রহরণ — অস্ত্র। প্রহার।

প্রহরা — পাহারা।

প্রহরী — যে পাহারা দেয়, পাহারাওয়ালা। [সং. প্রহরিন্‌।] স্ত্রী. — **প্রহরিণী**।

প্রহর্তা — প্রহারকারী। [সং. প্রহর্তৃ।]

প্রহসন — হাস্যরসাত্মক হালকা নাটক, farce. পরিহাস। হাস্যকর ব্যাপার।

প্রহার — বি. হাত ছড়ি চাবুক ইত্যাদির আঘাত, মার। ণ. **প্রহৃত** — যাহাকে প্রহার করা হইয়াছে। স্ত্রী. — **প্রহৃতা**।

প্রহৃষ্ট — অতিশয় আনন্দিত। [ঃ 'প্রহৃষ্ট' চিত্তে।]

প্রহেলিকা — দুর্বোধ্য বিষয়, ধাঁধা, হেঁয়ালি। [সং.]

প্রহ্লাদ — পুরাণে বর্ণিত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর হরিভক্ত পুত্র।

প্রাইজ — পুরস্কার, পারিতোষিক। [ই. prize.]

প্রাইমারি, প্রাইমারী — প্রাথমিক, নিম্নতন। [ই. primary.] **প্রাইমারী ক্লাশ** — পাঠশালার বিভিন্ন শ্রেণী। **প্রাইমারী-পড়া** — পাঠশালায় পড়িয়াছে এমন। **প্রাইমারী-পাস** — পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন। **প্রাইমারী স্কুল** — প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠশালা।

প্রাংশু — উঁচু, লম্বা, দীর্ঘকায়। **প্রাংশু-লভ্য** — যাহা দীর্ঘকায় ব্যক্তি নাগাল পাইতে পারে। **শালপ্রাংশু** — শাল-গাছের মতো লম্বা বা উঁচু।

প্রাক্‌ — 'ইহার পূর্বে ঘটিয়াছে' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়। (তুঃ '-উত্তর'।) [ঃ 'প্রাক্‌'-যুদ্ধ।] পূর্ব-বর্তী, আগেকার। [সং. প্রাচ্‌।]

প্রাক্‌কলন — সম্ভাব্য ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব, estimate.

প্রাকার — প্রাচীর, বাহিরের দেওয়াল। [ঃ দুর্গ-'প্রাকার'।]

প্রাকৃত — ণ. প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। [ঃ

অতি-'প্রাকৃত'।] প্রজা বা জনসাধারণ সংক্রান্ত, লৌকিক। [ঃ 'প্রাকৃত' ভাষা।] অশিক্ষিত, অমার্জিত। [ঃ 'প্রাকৃত' জন।] বি. প্রাচীনকালের জনসাধারণের ব্যবহার্য আর্য ভাষা।

প্রাকৃতিক — প্রকৃতি সংক্রান্ত, স্বাভাবিক, নৈসর্গিক। মানুষের চেষ্টায় নির্মিত হয় নাই এমন, স্বাভাবিকভাবে জন্মিয়াছে বা গড়িয়া উঠিয়াছে এমন। **প্রাকৃতিক দৃশ্য** — স্বাভাবিকভাবে জাত দেখিবার মতো বস্তু, পাহাড়পর্বত গাছপালা নদ-নদী আকাশ সমুদ্র ইত্যাদি।

প্রাক্‌কাল, প্রাক্কাল — বি. ঠিক পূর্ববর্তী সময়। [ঃ যুদ্ধের 'প্রাক্কালে'।] ণ. **প্রাক্‌কালিক, প্রাক্কালিক, প্রাক্‌কালীন, প্রাক্কালীন** — ঠিক পূর্ববর্তী সময়কার। [ঃ যুদ্ধের 'প্রাক্‌কালীন' ইতিহাস।]

প্রাক্তন — পূর্বে ছিল এমন, ভূতপূর্ব। [ঃ 'প্রাক্তন' কর্মচারী।] স্ত্রী. — **প্রাক্তনী**।

প্রাখর্য — প্রখরতা। [সং.]

প্রাগল্‌ভ্য — প্রগল্‌ভতা, বাচালতা।

প্রাগিতিহাস — লিখিত তথ্যাদি হইতে যে যুগের ইতিহাস রচনা করা যায় না এমন কাল, pre-history.

প্রাগুক্ত — আগে বলা হইয়াছে এমন, পূর্বোক্ত।

প্রাগৈতিহাসিক — লিখিত বিষয় হইতে যে কালের ইতিহাস জানা যায় না এমন, pre-historic. [ঃ 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগ।]

প্রাগ্‌জ্যোতিষ, প্রাগ্‌[illegible]পুর — উত্তর আসামের একটি সুপ্রাচীন রাজ্যের নাম, কামরূপ।

প্রাগ্রসর — প্রগতিশীল, progressive. [ঃ 'প্রাগ্রসর' সাহিত্য।]

প্রাঙ্গণ — উঠান, আঙিনা। ময়দান, স্থান, ক্ষেত্র। [ঃ সমর-'প্রাঙ্গণ'।]

প্রাঙ্‌মুখ — পূর্বদিকে মুখ আছে এমন, পূর্বমুখ।

প্রাচী — পূর্বদিক্‌। পূর্বদেশ, এশিয়ার দেশসমূহ।

প্রাচীন — পুরাতন. সেকেলে। বৃদ্ধ। বি. — **প্রাচীনতা, প্রাচীনত্ব**। স্ত্রী. **প্রাচীনা** — বৃদ্ধা. প্রবীণা। পুরাতনী।

প্রাচীর — বাহিরের দেওয়াল, পাঁচিল, প্রাকার।

প্রাচুর্য — যথেষ্ট পরিমাণ, প্রচুরতা, পর্যাপ্তি।

প্রাচ্য — ণ. পূর্বদিকস্থ। পূর্বদেশ সংক্রান্ত, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত। [ঃ 'প্রাচ্য' সভ্যতা।] বি. পূর্ব দেশ, এশিয়া। [ঃ 'প্রাচ্যের' জনসাধারণ।] **প্রাচ্যামি** — (ব্যঙ্গে) প্রাচ্যপ্রীতি, orientalism.

প্রাজাপত্য — বি. আটরকম হিন্দু বিবাহের একটি। ণ. প্রজাপতি সংক্রান্ত।

[illegible] — যাঁহার প্রজ্ঞা আছে, পণ্ডিত, বি. — **প্রাজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **প্রাজ্ঞা**।

প্রাঞ্জল — খটমট নহে এমন, সহজে বোঝা যায় এমন, সরল। [ঃ 'প্রাঞ্জল' ভাষা।] বি. — **প্রাঞ্জলতা, প্রাঞ্জলত্ব**।

প্রাণ — বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি, জীবন। তেজ, জীবনী শক্তি। শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু। মন, অন্তর, হৃদয়। [ঃ 'প্রাণ' যা চায়; ঃ 'প্রাণে' সইলো না।] **প্রাণ উড়া** — ভয়ে হতভম্ব হওয়া, অত্যন্ত ভয় পাওয়া। **প্রাণ জুড়ানো** — জীবনে শান্তি আসা। জীবনে শান্তি আনা। ণ. জীবনে শান্তি আনে এমন। **প্রাণ দেওয়া** — কোনও উদ্দেশ্য সাধনে মৃত্যুবরণ করা। **প্রাণ ধরা** — বাঁচিয়া থাকা। [ঃ কেমনে 'প্রাণ ধরব'?] **প্রাণে**

বধ করা — মারিয়া ফেলা। **প্রাণ মাতানো** — মন মাতানো। **প্রাণ লওয়া** — বধ করা। **প্রাণে বাঁচা** — কোনও রকমে জীবনরক্ষা হওয়া। **প্রাণকান্ত** — জীবনের মতো প্রিয় যে ব্যক্তি, অতি প্রিয় জন। **প্রাণকৃষ্ণ** — প্রাণের মতো প্রিয় যে কৃষ্ণ। **প্রাণঘাতী** — মৃত্যু ঘটায় এমন। [সং. প্রাণঘাতিন্।] স্ত্রী. — **প্রাণঘাতিনী। প্রাণত্যাগ** — মৃত্যু। **প্রাণত্যাগ করা** — মরা। **প্রাণদণ্ড** — যে শাস্তিতে প্রাণ নাশ করা হয়, মৃত্যুদণ্ড। **প্রাণদাতা** — যে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করে, প্রাণরক্ষক। [সং. প্রাণদাতৃ।] স্ত্রী. — **প্রাণদাত্রী। প্রাণদান** — মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচানো, জীবনরক্ষা। কোনও কিছুর উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ। **প্রাণধন** — জীবনের মতো আদরের বস্তু। **প্রাণধারণ** — বাঁচিয়া থাকা, বাঁচন। **প্রাণনাথ** — জীবনের মালিক, জীবনের অধীশ্বর। নাটক কবিতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সম্বোধন। **প্রাণনাশ** — হত্যা, বধ। **প্রাণপণ** — (প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়াও করিতে হইবে এইরূপ সংকল্প করা হইয়াছে এমন) যথাসাধ্য। [ঃ 'প্রাণপণ' পরিশ্রম।] **প্রাণপণে** — সাধ্যমতো, যথা শক্তি। **প্রাণপতি** — — ('প্রাণনাথ' দেখ।) **প্রাণপাত** — জীবন বা দেহের ধ্বংসসাধন। জীবন বা শরীর নষ্ট হয় এমন। [ঃ 'প্রাণপাত' পরিশ্রম।] **প্রাণপ্রতিম** — প্রাণের তুল্য। স্ত্রী. — **প্রাণপ্রতিমা। প্রাণপ্রতিষ্ঠা** — প্রাণ সঞ্চার। **প্রাণপ্রদ** — জীবনীশক্তিদায়ক। **প্রাণপ্রিয়** — জীবনের মতো প্রিয়, প্রাণের তুল্য পরম আদরের। **প্রাণবন্ধু** — অতি প্রিয়জন, প্রাণসখা। ভালোবাসার জন। **প্রাণবল্লভ** — ('প্রাণনাথ' দেখ।) **প্রাণবন্ত, প্রাণবান্** — যাহার জীবনীশক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে, সতেজ। হৃদয়বান্, উদার, মহৎ। **প্রাণবায়ু** — জীবনরক্ষার জন্য গৃহীত বায়ু, প্রশ্বাস। **প্রাণবায়ু বহির্গত বা বাহির হওয়া** — মরা, মৃত্যু হওয়া। **প্রাণবিয়োগ** — মৃত্যু। **প্রাণশূন্য** — নিষ্প্রাণ. প্রাণহীন। মৃত। বি. — **প্রাণশূন্যতা। প্রাণসংশয়** — মৃত্যুর সম্ভাবনা, জীবিত থাকা সম্পর্কে সন্দেহ। **প্রাণসংহার** — বধ, হত্যা, প্রাণনাশ। **প্রাণসখা** — জীবনের তুল্য প্রিয় বন্ধু। স্ত্রী. — **প্রাণসখী। প্রাণসঞ্চার** — দেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার, প্রাণপ্রতিষ্ঠা। **প্রাণসম** — প্রাণতুল্য। স্ত্রী. — **প্রাণসমা। প্রাণহীন**— নিষ্প্রাণ, প্রাণশূন্য। মৃত। নিস্তেজ। স্ত্রী. — **প্রাণহীনা।**

প্রাণাত্যয় — মৃত্যু। জীবননাশ।

প্রাণাধিক — জীবনের অপেক্ষাও অধিক। [ঃ 'প্রাণাধিক' প্রিয়।] জীবনের অপেক্ষাও প্রিয়। [ঃ 'প্রাণাধিক' তুমি।] স্ত্রী — **প্রাণাধিকা। প্রাণাধিকে** — (সম্বোধনে) প্রাণাধিকা।

প্রাণান্ত — মৃত্যু। মৃত্যু ঘটিতে পারে এমন, প্রাণপণ। [ঃ 'প্রাণান্ত' পরিশ্রম।] **প্রাণান্তকর** — মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন, প্রাণপণ। [ঃ 'প্রাণান্তকর' সংগ্রাম; ঃ 'প্রাণান্তকর' পরিশ্রম।] **প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ** — মৃত্যুতে যাহার শেষ, প্রাণান্তকর পরিশ্রম বা দুঃখ। **প্রাণান্তিক** — প্রাণান্তকর। প্রাণঘাতী।

প্রাণায়াম — একরকম যৌগিক প্রক্রিয়া, পূরক (শ্বাসগ্রহণ) কুম্ভক (শ্বাসরক্ষণ) ও রেচক (শ্বাসত্যাগ)।

প্রাণী — (যাহার প্রাণ আছে) মানুষ পশু

পাখী কীট ইত্যাদি জীব। মানুষ। [ঃ খেতে মাত্র দুটি 'প্রাণী'—স্বামী আর স্ত্রী।] [সং. প্রাণিন্।] **প্রাণিজগৎ** — দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী, সকল প্রাণীর বাসস্থান জীবনযাত্রা ইত্যাদি। **প্রাণিতত্ত্ব** — প্রাণী সংক্রান্ত জ্ঞান বা বিদ্যা, zoology. **প্রাণিতাত্ত্বিক** — প্রাণিতত্ত্ব সংক্রান্ত। প্রাণিতত্ত্বে পণ্ডিত। **প্রাণিবিৎ, প্রাণিবিদ্** — প্রাণী সংক্রান্ত বিষয়ে পণ্ডিত। **প্রাণিবিদ্যা** — ('প্রাণিতত্ত্ব' দেখ।) **প্রাণিহিংসা** — জীবহিংসা, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি হত্যা।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর — জীবনের অধীশ্বর, প্রাণনাথ। স্বামী. পতি। প্রণয়ী। স্ত্রী. **প্রাণেশ্বরী** — প্রিয়তমা, প্রিয়া।

প্রাণোৎসর্গ — মহৎ উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ।

প্রাত, প্রাতঃ — সকাল, ভোরবেলা, প্রভাত। [সং. প্রাতর্।] **প্রাতঃকাল** — সকালবেলা, ভোরবেলা। **প্রাতঃকালীন** — সকালবেলাকার। **প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃক্রিয়া** — সকালের করণীয় কার্য। [ঃ 'প্রাতঃকৃত্য' সমাপন করিয়া।] **প্রাতঃপ্রণাম** — প্রাতঃকালে কৃত প্রণাম, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি প্রাতঃকালীন অভিবাদন। **প্রাতঃসূর্য** — প্রভাতের উদীয়মান সূর্য। **প্রাতঃস্নান** — সকালবেলায় স্নান, ভোরের স্নান। **প্রাতঃস্মরণীয়** — যাঁহার নাম প্রাতঃকালে স্মরণের উপযুক্ত. সুমহৎ, পুণ্যবান্। [ঃ 'প্রাতঃস্মরণীয়' ব্যক্তি।] স্ত্রী. — **প্রাতঃস্মরণীয়া**।

প্রাতরাশ — প্রাতঃকালীন আহার।

প্রাতরুত্থান — সকালে নিদ্রাশেষে শয্যা-ত্যাগ।

প্রাতর্ভোজন — প্রাতরাশ, সকালবেলার আহার।

প্রাতিকূল্য — প্রতিকূল ভাব, বিরুদ্ধতা, বিরোধিতা। (তুঃ আনুকূল্য।)

প্রাতিপদিক — (ব্যাকরণে) বিভক্তিহীন বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ। ণ. প্রতিপদ সংক্রান্ত।

প্রাতিভাসিক — বাস্তব নয় অথচ বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন। [ঃ 'প্রাতিভাসিক' জগৎ।]

প্রাত্যহিক — রোজকার, প্রত্যহের, দৈনিক।

প্রাথমিক — প্রথমকার, গোড়ার দিকের, আদ্য, আরম্ভকালীন। [ঃ 'প্রাথমিক' কর্তব্য।] **প্রাথমিক বিদ্যালয়** — পাঠশালা, শিশুদের বিদ্যালয়। **প্রাথমিক শিক্ষা** — গোড়ার শিক্ষা, আরম্ভিক শিক্ষা। পাঠশালার পড়া।

প্রাদি — প্র পরা ইত্যাদি বিশটি উপসর্গ। **প্রাদি সমাস** — প্র পরা ইত্যাদি যোগে নিষ্পন্ন সমাস।

প্রাদুর্ভাব — (রোগ ইত্যাদির) ব্যাপক ও প্রবল প্রকাশ। [ঃ কলেরার 'প্রাদুর্ভাব'।] আবির্ভাব, প্রকাশ, আগমন। ণ. — **প্রাদুর্ভূত**।

প্রাদেশিক — প্রদেশ সংক্রান্ত। প্রদেশগত, প্রদেশে নিবন্ধ। [ঃ 'প্রাদেশিক' ভাষা; ঃ 'প্রাদেশিক' সরকার।] **প্রাদেশিকতা** — প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য। নিজের প্রদেশের প্রতি পক্ষপাত ও অন্যের প্রদেশের প্রতি বিদ্বেষ, provincialism.

প্রাধান্য — প্রভুত্ব, আধিপত্য. কর্তৃত্ব, প্রতিপত্তি। প্রাবল্য, আধিক্য।

প্রান্ত — শেষ সীমা, কিনারা, ধার। [ঃ নগর-'প্রান্ত'; ঃ জীবন-'প্রান্ত'।] **প্রান্তবর্তী** — শেষ সীমায় আছে এমন। **প্রান্তপাল** — সীমান্তরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **প্রান্তস্থ** — প্রান্তে বা শেষ সীমায় আছে এমন, প্রান্তবর্তী।

প্রান্তর — বৃক্ষশূন্য সুবিস্তৃত মাঠ।

প্রান্তস্থ — প্রান্তে বা শেষ সীমায় আছে এমন, প্রান্তবর্তী।

প্রান্তিক, প্রান্তীয় — প্রান্ত সংক্রান্ত। প্রান্তে অবস্থিত।

প্রাপক — যে পায়, যে লাভ করে, যে গ্রহণ করে। যে পাওয়াইয়া দেয়।

প্রাপণ — পাওয়া, প্রাপ্তি। ণ. **প্রাপণীয়** — পাওয়ানো উচিত এমন। প্রাপ্য।

প্রাপ্ত — পাওয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'প্রাপ্ত' ধন।] পাইয়াছে এমন। [ঃ পুরস্কার 'প্রাপ্ত' হইয়াছে।] **প্রাপ্তকাল** — যাহার মৃত্যু আসন্ন এমন, মুমূর্ষু। **প্রাপ্তবয়স্ক** — সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত। স্ত্রী. — **প্রাপ্তবয়স্কা**। **প্রাপ্তব্য** — পাইবার যোগ্য, প্রাপ্য। পাইতে হইবে এমন। **প্রাপ্তব্যবহার** — বিষয়কর্ম করিবার বয়স হইয়াছে এমন, সাবালক, প্রাপ্তবয়স্ক। **প্রাপ্তযৌবন** — যৌবন-লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রাপ্তযৌবনা**।

প্রাপ্তি — বি. পাওয়া, লাভ। **প্রাপ্তি-যোগ** — (ব্যঙ্গে) পাইবার সম্ভাবনা, পাইবার সুযোগ। **প্রাপ্তিস্থান** — যেখানে পাওয়া যায়, পাইবার নির্দিষ্ট জায়গা।

প্রাপ্য — যাহা পাওয়া যাইবে, যাহা পাওয়া উচিত, পাওনা। [ঃ 'প্রাপ্য' টাকা।] বি. — **প্রাপ্যতা**।

প্রাবন্ধিক — ণ. প্রবন্ধ সংক্রান্ত। বি. প্রবন্ধের রচয়িতা।

প্রাবল্য—প্রবলতা, তেজ শক্তি বা আক্রমণের আধিক্য। [ঃ জ্বরের 'প্রাবল্য'।]

প্রাবাসিক — প্রবাস সংক্রান্ত। প্রবাস-কালীন।

প্রাবৃট্ — বর্ষাকাল। [সং. প্রাবৃষ্।] **প্রাবৃষিক, প্রাবৃষ্য** — ণ. বর্ষাকালীন। বর্ষা সংক্রান্ত।

প্রাভাতিক — প্রভাত সংক্রান্ত। সকাল-বেলাকার, প্রাতঃকালীন।

প্রামাণিক — ণ. প্রমাণসিদ্ধ, প্রমাণ হিসাবে গ্রহণীয়, প্রমাণ হিসাবে নির্ভরযোগ্য। [ঃ 'প্রামাণিক' গ্রন্থ।] বি. প্রধান, সমাজপতি। উপাধি বিশেষ। **প্রামাণিকতা** — বি. প্রমাণ হিসাবে নির্ভরযোগ্যতা।

প্রামাণ্য — ণ. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণীয়, প্রামাণিক। [ঃ 'প্রামাণ্য' গ্রন্থ।]

প্রায় — অনশনে মৃত্যু, মৃত্যু কামনায় উপবাস। [সং.]

প্রায় — আনুমানিক, কিছু কম বা বেশী। [ঃ 'প্রায়' এক মাইল।] তুল্য, সদৃশ। [ঃ মৃত-'প্রায়'।] সাধারণতঃ, যখন-তখন। [ঃ সে 'প্রায়' আসে।] [সং. প্রায়স্।] **প্রায়ই, প্রায়শঃ** — সাধারণতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যখন তখন। [ঃ 'প্রায়ই' দেখা যায়; ঃ 'প্রায়শঃ' এইরূপ ঘটিয়া থাকে।]

প্রায়শ্চিত্ত — পাপ হইতে শুদ্ধি লাভের জন্য অনুষ্ঠান। কৃত পাপ অন্যায় ইত্যাদির জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ।

প্রায়োপবিষ্ট — ণ. প্রায়োবেশন করিয়াছে এমন, স্বেচ্ছায় অনাহারে থাকিয়া মরণের অপেক্ষায় বসিয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **প্রায়োপবিষ্টা**। বি. **প্রায়োপবেশন** — স্বেচ্ছায় অনাহারে থাকিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় উপবেশন, আমরণ অনশন ব্রত।

প্রারব্ধ — ণ. আরম্ভ করা হইয়াছে এমন।

প্রারম্ভ — বি. আরম্ভ, শুরু, সূত্রপাত। ণ. **প্রারম্ভিক** — আরম্ভ সংক্রান্ত। আরম্ভকালীন। [ঃ 'প্রারম্ভিক' ভাষণ।]

প্রার্থন, প্রার্থনা — আবেদন, কামনা বা অভিলাষ পূরণের জন্য কাকুতি। কাতর অনুরোধ। উপাসনা। ণ. **প্রার্থনীয়** —

প্রার্থনার যোগ্য, যে বিষয়ে প্রার্থনা করা যায়। [ঃ পরীক্ষা 'প্রার্থনীয়'।] **প্রার্থিত** — যাহা বা যাহাকে চাওয়া বা প্রার্থনা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রার্থিতা।**

প্রার্থী — যে চাহে, আবেদনকারী, প্রার্থনা-কারী। [সং. প্রার্থিন্।] স্ত্রী — **প্রার্থিনী।**

প্রাশন — আহার, ভোজন। ভোজন অনুষ্ঠান। [ঃ অন্ন-'প্রাশন'।]

প্রাশস্ত্য — প্রশস্ততা। উৎকর্ষ।

প্রাশ্নিক — প্রশ্নকারী। প্রশ্ন শুনিয়া যে মীমাংসা করে। ণ. প্রশ্ন সংক্রান্ত।

প্রাস — বর্শার মতো ক্ষেপণীয় একরকম প্রাচীন অস্ত্র।

প্রাসঙ্গিক — প্রসঙ্গের সহিত সম্পর্ক আছে এমন, আলোচ্য-বিষয়ের বাহিরে নহে এমন। [ঃ 'প্রাসঙ্গিক' প্রশ্ন।] বি. — **প্রাসঙ্গিকতা।**

প্রাসাদ — বিরাট অট্টালিকা, সৌধ। [ঃ রাজ-'প্রাসাদ'।] **প্রাসাদকুক্কুট**—পায়রা, পারাবত।

প্রাস্থানিক — প্রস্থান সংক্রান্ত। প্রস্থান-কালীন। [ঃ 'প্রাস্থানিক' বক্তৃতা।]

প্রাহরিক — প্রহর সংক্রান্ত। [ঃ 'প্রাহরিক' ঘণ্টাধ্বনি।]

প্রিণ্ট — ছাপা, মুদ্রণ। [ই. print.] **প্রিণ্ট-করা** — ছাপ-লাগানো। [ঃ 'প্রিণ্ট-করা' শাড়ি।] মুদ্রিত, ছাপা। **প্রিণ্টার**—ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, মুদ্রাকর। [ই. printer.] **প্রিণ্টিং** — ছাপাই, ছাপার কাজ। [ই. printing.]

প্রিন্সিপাল—উচ্চতর বিদ্যালয় ও কলেজের পরিচালক, অধ্যক্ষ। [ই. principal.]

প্রিভি কাউন্সিল — ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত। [ই. Privy Council.]

প্রিমিয়াম — চুক্তি অনুসারে কিস্তিতে দেয় বীমার টাকা। [ঃ 'প্রিমিয়াম' বাকী পড়া।] [ই. premium.]

প্রিয় — ণ. যাহা বা যাহাকে ভালো লাগে এমন, আনন্দদায়ক। [ঃ 'প্রিয়' খাদ্য।] প্রীতিভাজন। [ঃ 'প্রিয়' জন।] বি. প্রিয়জন, ভালোবাসার পাত্র, প্রণয়ী, বন্ধু। স্ত্রী. — **প্রিয়া। প্রিয়ংবদা** — প্রিয়বাদিনী। শকুন্তলার এক সখী। **প্রিয়কার, প্রিয়কারক, প্রিয়-কারী** — যে প্রিয় কার্য করে। স্ত্রী. — **প্রিয়কারিণী। প্রিয়জন** — আত্মীয়-স্বজন, ভালোবাসার পাত্র। **প্রিয়তম** — সর্বাপেক্ষা প্রিয়। বি. স্বামী, প্রণয়ী, প্রেমের পাত্র। স্ত্রী — **প্রিয়তমা। প্রিয়তমে** — (সম্বোধনে) প্রিয়তমা। **প্রিয়দর্শন** — যাহাকে দেখিতে ভাল লাগে, সুন্দর, সুরূপ। স্ত্রী. — **প্রিয়দর্শনা। প্রিয়দর্শী** — যে সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখে। সম্রাট অশোকের উপাধি। [সং. প্রিয়দর্শিন্।] স্ত্রী. — **প্রিয়দর্শিনী। প্রিয়বচন** — মিষ্ট কথা, মধুর বাক্য। **প্রিয়বদনা** — যে নারীর মুখ দেখিলে আনন্দ হয়, যে নারীর মুখ সুন্দর। [ঃ 'প্রিয়বদনা' ললনা।] **প্রিয়বাদী** — যে মিষ্ট কথা বলে, মিষ্টভাষী, মধুরভাষী। [সং. প্রিয়বাদিন্।] স্ত্রী. — **প্রিয়বাদিনী। প্রিয়বিয়োগ** — প্রিয়জনের মৃত্যু। **প্রিয়বিরহ** — প্রিয়জনের সহিত একত্র না থাকার বা বিচ্ছেদের জন্য বেদনা। **প্রিয়ভাষী** — যে মিষ্ট কথা বলে। [সং. প্রিয়ভাষিন্।] স্ত্রী. — **প্রিয়ভাষিণী। প্রিয়সখা**—প্রিয় সহচর, আদরের বন্ধু, প্রিয় বন্ধু। স্ত্রী. — **প্রিয়সখী। প্রিয়সমাগম** — প্রিয়জনের আগমন। প্রিয়জনের সহিত মিলন। স্বামী বা

প্রণয়ীর সহিত মিলন।

প্রিয়ঙ্গু — বি. শ্যামা লতা। [সং.]

প্রিয়া — আদরের স্ত্রী। প্রণয়িনী, প্রেমের পাত্রী। **প্রিয়ে** — (সম্বোধনে) প্রিয়া।

প্রীণন — বি. প্রীতিসাধন, প্রীত করণ।

প্রীত — আনন্দিত, সন্তুষ্ট, খুশী। স্ত্রী. — **প্রীতা**। বি. **প্রীতি** — আনন্দ, সন্তোষ, খুশি। স্নেহ, ভালোবাসা। **প্রীতি-উপহার** — ভালোবাসা বা স্নেহ সূচক উপহার। **প্রীতিকর** — আনন্দ-জনক, যাহাতে আনন্দ হয় এমন। **প্রীতিনিলয়** — ভালেবাসার পাত্র। স্ত্রী. — **প্রীতিনিলয়া**। **প্রীতিপূর্ণ** — ভালোবাসায় পূর্ণ, সস্নেহ। [ঃ 'প্রীতিপূর্ণ' দৃষ্টিতে তাকাইলেন।] **প্রীতিপ্রতিমা** — প্রেম বা স্নেহের মূর্ত প্রকাশ যে নারী। **প্রীতিপ্রদ** — যাহা আনন্দ দেয় এমন আনন্দদায়ক, প্রীতি-কর। **প্রীতিভাজন** — ভালোবাসা পাইবার যোগ্য, স্নেহভাজন। **প্রীতি-ভোজ, প্রীতিভোজন** — প্রিয়জনদের লইয়া আনন্দের জন্য আহার, ভোজন-উৎসব। **প্রীতিময়** — প্রীতিপূর্ণ, সস্নেহ। **প্রীতিসম্ভাষণ** — ভালো-বাসাপূর্ণ বা সস্নেহ আলাপ। **প্রীতি-সূচক** — প্রীতি প্রকাশ করে এমন।

প্রুফ — পরীক্ষা বা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে তোলা সজ্জিত হরফের প্রতিলিপি। [ই. proof.] **প্রুফ দেখা** — ঐরূপ প্রতিলিপি পড়া ও সংশোধন করা।

প্রেক্ষক — যে দেখে, দর্শক। স্ত্রী. — **প্রেক্ষিকা**।

প্রেক্ষণ — চক্ষু, দৃষ্টি। দেখা, পর্যবেক্ষণ। [ঃ 'প্রেক্ষণাগার'।]

প্রেক্ষণা — 'যে নারীর চক্ষু এইরূপ' অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ মৃগ-'প্রেক্ষণা'।]

প্রেক্ষণাগার — কোন বিষয় লক্ষ্য বা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ।

প্রেক্ষণীয় — দেখিবার যোগ্য, দর্শনীয়। স্ত্রী. — **প্রেক্ষণীয়া**।

প্রেক্ষা — দেখা, দর্শন। পর্যবেক্ষণ। **প্রেক্ষাগার, প্রেক্ষাগৃহ** — থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদিতে দর্শকদের বসিবার ঘর। [ঃ পরিপূর্ণ 'প্রেক্ষাগৃহ'।] থিয়েটার ইত্যাদির বাড়ি। মানমন্দির।

প্রেক্ষিত — দেখা হইয়াছে এমন, দৃষ্ট, দর্শিত। স্ত্রী. — **প্রেক্ষিতা**।

প্রেত — মৃতের আত্মা, ভূত, অশরীরী মূর্তি। **প্রেতকর্ম, প্রেতকার্য, প্রেতক্রিয়া** — মৃতের দাহ ও শ্রাদ্ধাদি। **প্রেত-তর্পণ** — মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য জলদান। **প্রেতদেহ** — মৃত্যুর পরে জীবের সূক্ষ্ম শরীর। **প্রেতনদী** — বৈতরণী। **প্রেতপক্ষ** — আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ। **প্রেতপুরী** — প্রেতের আবাস, যমালয়। **প্রেতমূর্তি** — মূর্তিমান্ প্রেত, ছায়ামূর্তি। **প্রেত-লোক** — প্রেতপুরী, যমালয়, নরক। প্রেতযোনি — পিশাচ, ভূত।

প্রেতাত্মা — মৃতের আত্মা, অশরীরী আত্মা, ভূত। [সং. প্রেতাত্মন্।]

প্রেতিনী — স্ত্রী ভূত, পেতনী।

প্রেপ্সা — পাইতে ইচ্ছা। **প্রেপ্সু** — পাইতে ইচ্ছুক।

প্রেম — স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা, যৌন আকর্ষণ। স্নেহ। গভীর অনুরাগ। [সং. প্রেমন্।] **প্রেম করা** — (নিন্দার্থে) ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া। ভালোবাসার ভান করা। **প্রেমে পড়া** — (ব্যঙ্গে) ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া,

ভালোবাসার সঞ্চার হওয়া। **প্রেমপত্র** — যৌন আকর্ষণ বা ভালোবাসা জানাইয়া লিখিত পত্র, প্রণয়িনী ও প্রণয়ীর মধ্যে লিখিত চিঠি। **প্রেমপূর্ণ** — ভালোবাসাপূর্ণ। [ঃ 'প্রেমপূর্ণ' পত্র।] স্ত্রী. — **প্রেমপূর্ণা**। **প্রেমভক্তি** — ভগবানের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। **প্রেমময়** — ভালোবাসায় পূর্ণ। স্নেহময়। ভগবান্। স্ত্রী. — **প্রেমময়ী**। **প্রেমমুগ্ধ** — ভালোবাসার দ্বারা অভিভূত, ভালোবাসায় মোহিত। [ঃ তোমার 'প্রেমমুগ্ধ'।] স্ত্রী. — **প্রেমমুগ্ধা**।

প্রেমানন্দ — ভালোবাসায় বা ভগবৎ-প্রেমেই যাহার আনন্দ। ভালোবাসা বা ভগবৎ-প্রেমের আনন্দ।

প্রেমাবতার — ভালোবাসার মূর্ত প্রকাশ।

প্রেমামৃত — ভালোবাসারূপ অমৃত।

প্রেমালাপ — প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কথোপকথন, ভালোবাসার কথা।

প্রেমালিঙ্গন — ভালোবাসার সহিত বক্ষে গ্রহণ, কোলাকুলি। প্রেমিক প্রেমিকার আলিঙ্গন।

প্রেমাশ্রু — ভালোবাসায় ঝরা চোখের জল। ভগবৎ-প্রেমে অভিভূত হওয়ায় নির্গত অশ্রু।

প্রেমাসক্ত — ভালোবাসায় আকৃষ্ট, যৌন আকর্ষণে আকৃষ্ট। বি. — **প্রেমাসক্তি**। স্ত্রী. — **প্রেমাসক্তা**।

প্রেমিক — প্রণয়ী, ভালোবাসার পাত্র, যে পুরুষ প্রেম করে। অনুরাগী। [ঃ সাহিত্য-'প্রেমিক'।] স্ত্রী. **প্রেমিকা** — প্রণয়িনী, ভালোবাসার পাত্রী, প্রেম করে এমন মেয়ে।

প্রেমী — প্রেমযুক্ত. অনুরক্ত। [সং. প্রেমিন্।]

প্রেয় — বাঞ্ছিত, কাম্য। [সং. প্রেয়স্।] স্ত্রী. **প্রেয়সী** — প্রিয়া, প্রিয়তমা, ভালোবাসার পাত্রী।

প্রেরক — যে পাঠায়, প্রেরণকারী। স্ত্রী. — **প্রেরিকা**।

প্রেরণ — পাঠানো, স্থানান্তরিত করণ। **প্রেরণকারী** — যে পাঠায়, প্রেরক। স্ত্রী. — **প্রেরণকারিণী**।

প্রেরণা — কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুভূত শক্তি, উৎসাহ। [ঃ ভগবৎ-'প্রেরণা'; ঃ 'প্রেরণা' যোগানো।]

প্রেরয়িতা — যে পাঠায়, প্রেরক। [সং. প্রেরয়িতৃ।] স্ত্রী. — **প্রেরয়িত্রী**।

প্রেরা — (কবিতায়) প্রেরণ করা। [ঃ 'প্রেরিল'।]

প্রেরিত — যাহাকে বা যাহা পাঠানো হইয়াছে। [ঃ 'প্রেরিত' পত্র; ঃ 'প্রেরিত' লোক।] স্ত্রী. — **প্রেরিতা**।

প্রেষক — প্রেরক। স্ত্রী. — **প্রেষিকা**। **প্রেষণ, প্রেষণা** — প্রেরণ। মন্ত্রাদি পাঠের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ। **প্রেষিত** — প্রেরিত। নিয়োজিত। স্ত্রী. — **প্রেষিতা**। **প্রেষ্য** — ণ. প্রেরণীয়। বি. দূত। দাস, ভৃত্য। স্ত্রী. — **প্রেষ্যা**। **প্রেষণী** — (প্রাচীন কবিতায়) দূতী।

প্রেষ্ঠ — প্রিয়তম। স্ত্রী. — **প্রেষ্ঠী**।

প্রেস — ছাপাখানা। সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান। চাপ দিবার যন্ত্র। চাপ। [ই. press.]

প্রেসক্রিপশন — রোগীর জন্য প্রদত্ত ঔষধের তালিকা, ব্যবস্থাপত্র। [ই. prescription.]

প্রেসিডেন্ট — সভাপতি। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি। [ই. president.]

প্রোক্ত — বিশেষভাবে কথিত, উত্তমরূপে উক্ত। [ঃ ঋষি-'প্রোক্ত'।]

প্রোগ্রাম — কর্মসূচী, অনুষ্ঠানসূচী।

[ই. programme.]

প্রোটিন — খাদ্যের অন্তর্গত দেহগঠনের বা ক্ষয়পূরণের উপযোগী একটি প্রধান উপাদান। [ই. protein.] **প্রোটিন-জাতীয়** — অধিক পরিমাণে প্রোটিন আছে এমন। [ঃ 'প্রোটিনজাতীয়' খাদ্য।]

প্রোত — খচিত, গ্রথিত। [ঃ ওতঃ-'প্রোত'।]

প্রোৎসাহ — প্রবল উৎসাহ। ণ. — **প্রোৎসাহিত**।

প্রোথিত — পোঁতা আছে বা হইয়াছে এমন।

প্রোদ্ভিন্ন — প্রবলভাবে বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে এমন।

প্রোন্নত — অতিশয় উচ্চ, অতি উন্নত।

প্রোফেসর — ('প্রফেসর' দেখ।)

প্রোলেটারিয়েট — সর্বহারা, নিঃস্ব। শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষক। তৎসংক্রান্ত। [ই. proletariat.]

প্রোষিত — প্রবাসে আছে এমন, বিদেশ-গত। স্ত্রী. — **প্রোষিতা**। **প্রোষিত-পত্নীক** — যাহার স্ত্রী বিদেশে আছে এমন। **প্রোষিতভর্তৃকা** — যাহার স্বামী প্রবাসে আছে এমন।

প্রৌঢ় — যুবক ও বৃদ্ধের মাঝামাঝি বয়সী, মাঝবয়সী। স্ত্রী. — **প্রৌঢ়া**। বি. — **প্রৌঢ়তা**, **প্রৌঢ়ত্ব**।

প্র্যাক্‌টিক্যাল — ব্যাবহারিক, ফলিত, কার্যের বা প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষিত। অভিজ্ঞ। [ই. practical.] **প্র্যাক্‌টিশ** — অভ্যাস, অনুশীলন। ডাক্তারি ওকালতি ইত্যাদি কাজ বা তাহাতে পসার। [ঃ ভালো 'প্র্যাক্‌-টিশ'।] [ই. practice.]

প্লক্ষ — পাকুড় গছে। **প্লক্ষদ্বীপ** — পুরাণে বর্ণিত সপ্তদ্বীপের একটি।

প্লট — জমির টুকরা। গল্পাদির মোটা-মুটি কাঠামো। [ই. plot.]

প্লব — লম্ফন। সন্তরণ। ঝাঁপ ভেলা। ভেক। জলচর পক্ষী। [সং.] **প্লবগতি** — ব্যাং খরগোশ ইত্যাদি যেসকল জীব লাফাইয়া চলে।

প্লবমান — ভাসিতেছে এমন, ভাসমান স্ত্রী. — **প্লবমানা**।

প্লাগ — বৈদ্যুতিক শক্তি চালু করিবা[র] জন্য ছিদ্রে লাগানো যায় এমন একরক[ম] যন্ত্র। [ই. plug.]

প্লাটিনাম — একরকম বহুমূল্য কঠি[ন] ধাতু। [ই. platinum.]

প্লাবক — প্লাবনকারী। স্ত্রী. — **প্লাবক** **প্লাবিকা**।

প্লাবন — প্রবল জলধারার বিস্তার [ও] স্ফীতি, বন্যা। প্রবল ও ব্যাপ[ক] বিস্তার। [ঃ বৌদ্ধধর্মের "প্লাবন"। ণ. **প্লাবিত** — বন্যায় ডুবিয়াছে এম[ন] প্রবল জলধারায় ভাসিয়া গিয়াছে এম[ন] যেখানে প্রবল ও ব্যাপকভাবে বিস্তা[র] লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. - **প্লাবিতা**। **প্লাবী** — যাহা প্লাব[ন] করে। [সং. প্লাবিন্‌।] [ঃ বিশ[্ব]-'প্লাবী'।] স্ত্রী. — **প্লাবিনী**।

প্লাস — তার ইত্যাদি শক্ত করিয়া ধরিব[ার] ও বাঁকাইবার জন্য একরকম সাঁড়াশি [ই. pliers.]

প্লাস—(গণিতে) যোগচিহ্ন। [ই. plus.

প্লীডার — উকিল। [ই. pleader.

প্লীহা — পাকস্থলীর বামদিকে অবস্থি[ত] একটি দৈহিক যন্ত্র, পিলে। **প্লীহা**-**বৃদ্ধি** — প্লীহা ফুলিয়া ওঠার এ[ক] রকম রোগ।

প্লুটো — সম্প্রতি আবিষ্কৃত নবম গ্র[হ]

প্লুত — বি. তিনমাত্রার স্বর বিশে[ষ] যাহা গান কান্না বা জোরে ড[াকায়]

সময়ে ব্যবহৃত হয়। লম্ফ। ণ. প্লাবিত। সম্পূর্ণরূপে সিক্ত।

প্লে — পালা, নাটক। অভিনয়। [ঃ 'প্লে' করা।] খেলা। [ই. play.]

প্লেগ — একরকম মারাত্মক সংক্রামক রোগ। [ঃ 'প্লেগ' হওয়া।] ঐ রোগের ফলে মহামারী। [ঃ 'প্লেগের' সময়ে।] [ই. plague.]

প্লেট — রেকাবি, ডিশ, ছোট থালা। [ঃ কাপ-'প্লেট'।] তক্তি বা ফলক যাহাতে নাম ইত্যাদি লেখা থাকে। [ঃ দরজার পাশে লাগানো পিতলের 'প্লেট'।]

প্লেটো — বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। ণ. **প্লেটোনিক** — প্লেটো সংক্রান্ত। নিষ্কাম ও ভাবপ্রবণ। [ঃ 'প্লেটোনিক' প্রেম।]

প্লেন — ণ. সাদাসিদা, নকশাদার নহে। [ঃ কাপড়ের 'প্লেন' পাড়।] [ই. plain.] সমতল, মসৃণ। সমতল করিবার যন্ত্র। [ই. plane.]

প্লেন — বি. বিমান, এরোপ্লেন। [ঃ 'প্লেনে' চড়া।] [ই. plane.]

প্লেয়ার — অভিনেতা। খেলোয়াড়। [ই. player.]

প্ল্যাকার্ড—দেওয়াল ইত্যাদিতে লাগাইবার উপযোগী বড় বড় হরফে লেখা বা ছাপা বিজ্ঞাপন, পোস্টার। [ই. placard.]

প্ল্যাটফর্ম—বাঁধানো উঁচু জায়গা। বক্তৃতা-মঞ্চ। স্টেশনে রেললাইনের দুইদিকে বাঁধানো উঁচু জায়গা। [ই. platform.]

প্ল্যান—পরিকল্পনা। বাড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করার জন্য নকশা। থিয়েটার-সিনেমা ইত্যাদিতে আসনের স্থাননির্দেশক নকশা। [ই. plan.]

প্ল্যানচেট — একরকম যন্ত্র যাহার সাহায্যে প্রেতাত্মাকে ডাকা যায় বলা হয়। [ফ. planchette.]

প্ল্যাস্টার — প্রলেপ। প্রলেপ দেওয়ার উপযোগী জিনিস। [ই. plaster.] **প্ল্যাস্টারিং** — প্ল্যাস্টারের কাজ। [ঃ বাড়ির 'প্ল্যাস্টারিং'।] [ই. plastering.]

— কলঙ্ক, বদনাম। ঝগড়া, বিবাদ। [আ. ফজীহত্।]

ফকির — মুসলমান সাধু। নিঃস্ব। ভিক্ষুক। [আ.] বি. **ফকিরি** — ফকিরের কাজ বা অবস্থা। [ঃ আমীরি-'ফকিরি'।] ণ. **ফকিরী** — ফকিরের যোগ্য।

ফক্কড় — ণ. ফাজিল, বাচাল। ধাপ্পাবাজ। বি. **ফক্কড়ি** — ফক্কড়ের মতো কাজ বা আচরণ।

ফক্কা — ফাঁকা, ভুয়া, অর্থহীন। [সং. ফক্কিকা।]

ফক্কিকা — ফাঁকি। কূটপ্রশ্ন। [সং.]

ফক্কিকার, ফক্কিকারি — ফাঁকি।

ফক্কুড়ি — ('ফক্কড়ি' দেখ।)

ফঙ্গবেনে — ণ. ঠুনকো, ভঙ্গুর। [সং. ভঙ্গপ্রবণ।]

ফচ্কে — বাচাল, চটুল, ফাজিল। [ঃ 'ফচকে' ছোঁড়া।] বি. **ফচকেমি** — বাচালতা, ফাজলামি, হালকা কথাবার্তা।

ফজর — সকাল, ভোর। [আ. ফজ্র্।]

ফজলি — একরকম বড় চেহারার আম।

ফট্ — অকস্মাৎ ভাঙা বা কাটার শব্দ। সত্বর হঠাৎ। [ঃ ফট্ ক'রে বলল।]

ফটক — বাহিরের বড় দরজা, দেউড়ি। [হি. ফাটক।]

ফটকা — প্রধানতঃ বাজার দর লইয়া এক-রকম জুয়াখেলা। [হি. ফাট।] **ফটকাবাজ** — যে ঐরূপ জুয়া খেলে,

ঐরূপ জুয়াখেলা যাহার পেশা। বি. **ফটকাবাজি** — ফটকাবাজের মতো কাজ বা আচরণ।

ফটকিরি — লবণজাতীয় কষা জিনিস যাহা দিয়া জল পরিষ্কার করা হয়। [সং. স্ফটিকারি।]

ফটাফট — বার বার ফট্ শব্দ।

ফটিক — স্ফটিক, কাচ। স্বচ্ছ। [ঃ 'ফটিক' জল।] [সং. স্ফটিক।]

ফটো, ফটোগ্রাফ — যন্ত্রের সাহায্যে তোলা ছবি, আলোকচিত্র। [ই. photograph.] **ফটোগ্রাফার** — যে ফটো বা আলোকচিত্র তোলে। [ই. photographer.] **ফটোগ্রাফি** — ফটো তোলার কাজ, আলোকচিত্রণ। [ই. photography.]

ফড়নবীশ, ফড়নবীস — মারাঠারাজ্যের হিসাবরক্ষক কর্মচারী। ঐ চাকরি করার ফলে বংশগত উপাধি।

ফড়ফড় — কাপড় ইত্যাদি টানিয়া দ্রুত ছেঁড়ার শব্দ। বাচালতা বা দ্রুত ও অনর্গল ভাব সূচক অনুকার। [ঃ 'ফড়ফড়' ক'রে বলা।] বাচালতা, দম্ভসূচক বাচালতা। [ঃ 'ফড়ফড়' করা।] **ফড়ফড়ানো** — ক্রি. বাচালতা প্রকাশ করা, ফড়ফড় করা।

ফড়িং, ফড়িঙ — একরকম পতঙ্গ যাহা ঘাসের উপর লাফাইয়া চলে। [সং. পতঙ্গ।]

ফড়িয়া, ফড়ে — পাইকারী মূল্যে কিনিয়া যে খুচরা মূল্যে বিক্রয় করে। দালাল। **ফড়েলি** — (নিন্দায়) দালালি। [ঃ 'ফড়েলি' ক'রো না।]

ফণ, ফণা — সাপের চওড়া মাথা, চক্কর। **ফণাধর**—ফণাওয়ালা সাপ, বিষাক্ত সাপ। **ফণা ধরা** — দংশনোদ্যত সাপের মাথা চেপটা ও চওড়া হওয়া।

ফণী — সাপ সর্প। [সং. ফণিন্।] স্ত্রী. **ফণিনী** — সাপিনী, স্ত্রী সাপ। **ফণিভূষণ** — সাপ যাঁহার অলংকার, শিব, মহাদেব। **ফণিমনসা** — সাপের ফণার মতো দেখিতে কাঁটাওয়ালা একরকম গাছ। **ফণীন্দ্র** — সাপের রাজা. বাসুকি।

ফণ্ড — ('ফাণ্ড' দেখ।)

ফতুয়া — হাতকাটা একরকম ছোট জামা। [আ. ফতূহী।]

ফতুর — নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। [আ. ফুতূর।]

ফতে — সাফল্য, সিদ্ধি। জয়। [ঃ কেল্লা 'ফতে'।] [আ. ফতহ্।]

ফতো — ভুয়া, অন্তসারশূন্য। [ঃ 'ফতো' কাপ্তেন।] [আ. ফৌত্।]

ফতোয়া — মুসলমান ধর্মশাস্ত্রসম্মত রায়। হুকুম, কর্তব্য নির্দেশক ঘোষণা। [ঃ 'ফতোয়া' জারী করা।] [আ. ফত্ৱা.]

ফন্দি — কৌশল, ফিকির। মতলব। [ফা. ফন্দ্।] **ফন্দিবাজ** — কূটকৌশলী, মতলববাজ। বি. — **ফন্দিবাজি**।

ফপরদালাল — যে লোক গায়ে পড়িয়া কোন কাজে যোগ দেয় ও অকারণ বাচালতা বা কর্তৃত্বের ভান করে। [হি. ফপর + আ. দলিল।] বি. **ফপরদালালি** — ফপরদালালের মতো আচরণ।

ফয়তা — মুসলমান সমাজে মৃতের সদ্‌গতির জন্য উপাসনা। [ঃ বাপের 'ফয়তা'।] [আ. ফতিহা।]

ফয়দা — লাভ, উপকার, ফল। [ঃ কিছুই 'ফয়দা' হ'ল না।] [আ. ফাইদহ্।]

ফয়সালা — মীমাংসা, নিষ্পত্তি। [আ. ফয়স্লাহ্।]

ফরক — প্রভেদ। ফাঁক, ব্যবধান। [আ. ফর্ক্।] **ফরকানো** — ক্রি. ফাঁক করা। রাগে ঠিকরানো। অতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করা।

ফরজ — অবশ্যকরণীয়, কোরানে আল্লার নির্দেশ বলিয়া কথিত। [আ. ফর্জ্।]

ফরফর — পাতলা জিনিস বাতাসে উড়িবার বা নড়িবার শব্দ। অতিশয় চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা প্রকাশ। বি. **ফরফরানি** — ফরফর করার ভাব, চাঞ্চল্য। ণ. **ফরফরে** — ফরফর করে এমন, চঞ্চল।

ফরম — দরখাস্ত ইত্যাদি লিখিবার জন্য মুদ্রিত নির্দিষ্ট কাগজ। [ই. form.]

ফরমা — ছাঁচ। [ঃ ইটের 'ফরমা'।] বই ইত্যাদির যতোগুলি পৃষ্ঠা একসঙ্গে ছাপা হয় তাহা। [ফ. format.]

ফরমাইশ — ('ফরমায়েশ' দেখ।)

ফরমায়েশ, ফরমাশ — হুকুম, আদেশ। কিছু গড়িবার বা সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ, অর্ডার। [ঃ গহনার 'ফরমাশ' দেওয়া।] [ফা. ফরমায়শ্।] **ফরমাশ খাটা** — হুকুম অনুসারে কাজ করা। **ফরমাশ খাটানো** — হুকুম দিয়া কাজ করানো। ণ. **ফরমায়েশী, ফরমাশী** — ফরমাশ অনুসারে তৈয়ারী। [ঃ 'ফরমাশী' জামা।]

ফরসা, ফরশা — গৌর, সাদা। [ঃ 'ফরসা' রং।] মেঘমুক্ত। নির্মল। অন্ধকার-মুক্ত, ঈষৎ আলোকিত। [ঃ পূর্বাকাশ 'ফরসা' হয়েছে।] নিঃশেষ, শেষ, খতম, সাবাড়।

ফরাস, ফরশি — লম্বা নল লাগানো হুঁকা যাহা মাটিতে বসানো যায়, গুড়গুড়ি। [আ. ফর্শী।]

ফরাস, ফরাশ — ঢালাও বসিবার জায়গায় মেলিবার মতো বিস্তৃত চাদর। [ঃ 'ফরাশ' পাতা।] বিছানা পাতা আলো জ্বালা ইত্যাদি কাজের জন্য নিযুক্ত চাকর। [আ. ফর্‌শ্।]

ফরাসী — ফ্রান্সের লোক বা ভাষা। ফ্রান্স সংক্রান্ত। **ফরাসী দেশ** — ফ্রান্স। [পো. Francez.]

ফরিকার — (প্রাচীন প্রয়োগ) সৈন্যদল।

ফরিয়াদ — নালিশ, অভিযোগ। [ফা.] **ফরিয়াদী** — অভিযোগকারী, বাদী।

ফর্দ — তালিকা, ফিরিস্তি। কাপড় কাগজ ইত্যাদির খণ্ড। [আ. ফরদ্।]

ফর্দা — ফাঁকা, খোলা। খণ্ডিত। [আ. ফরদ্।] **ফর্দাফাই** — অত্যন্ত ছিন্ন, খুব বেশী ছেঁড়া।

ফর্ম — ('ফরম' দেখ।)

ফর্মা — ('ফরমা' দেখ।)

ফর্সা — ('ফরসা' দেখ।)

ফল — গাছের শস্য, ফুলের পরিণত রূপ যাহাতে বীজ থাকে। কারণ হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া, কাজ ও ঘটনাদির পরিণাম। [ঃ পাপের 'ফল'।] ক্রিয়া। [ঃ ঔষধে 'ফল' হচ্ছে না।] শাস্তি। [ঃ এর উচিত 'ফল' পাবে।] লাভ, উপকার। [ঃ 'ফল' কি হ'ল ?] হিসাব গণনা বিচার ইত্যাদির দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাণ সংখ্যা ও সিদ্ধান্ত। [ঃ অঙ্কের 'ফল'; ঃ কোষ্ঠীর 'ফল'; ঃ ক্ষেত্র-'ফল'।] [সং.] **ফল দেওয়া** — ক্রিয়া হওয়া, ব্যবহার করায় উপকার হওয়া। **ফল ধরা** — গাছে ফল হওয়া। **ফল পাওয়া** — উপকার পাওয়া। শাস্তি পাওয়া। **ফল ভোগা** — দুষ্কর্মের জন্য কষ্ট পাওয়া। **ফলওয়ালা** — ফলবিক্রেতা। ফলবিশিষ্ট। [ঃ 'ফলওয়ালা' গাছ।] স্ত্রী. **ফলওয়ালী** — যে মেয়ে ফল বিক্রয় করে। **ফলকথা** — সংক্ষেপে আসল কথা। **ফলকর** — ফল হয় এমন (গাছ)।

ফলের গাছের জন্য দেয় কর। **ফলত, ফলতঃ** — ফলে, পরিণামে। বস্তুতঃ। **ফলদ** — ফল দেয় এমন। হিতকর। **ফলন** — ফলের উৎপত্তি। [ঃ গাছে 'ফলন' নাই।] ফল ধরিবার পরিমাণ। [ঃ 'ফলন' খুব বেশী।] ফলিত হওয়ন, বাস্তবে পরিণতি। **ফলন্ত** — ফল ধরিয়াছে এমন। [ঃ 'ফলন্ত' গাছ।] **ফলপ্রদ, ফলপ্রসূ** — ফল দেয় এমন, ফলদায়ক। উপকারী। **ফলপ্রাপ্তি** — ফললাভ। **ফলবান্, ফলবান** — ফলযুক্ত, ফলন্ত। সফল, সার্থক। স্ত্রী. — **ফলবতী**। **ফলভাগী** — ফল পাইবার অধিকারী, পরিণামের অংশীদার। [সং. ফলভাগিন্।] স্ত্রী. — **ফলভাগিনী**। **ফলভোগ** — কাজের অনুরূপ ফল ভোগ, শাস্তিলাভ।

ফলাই — ('ফলুই' দেখ।)

ফলক — ছুরি ইত্যাদির ফলা। প্রশস্ত মসৃণ জিনিস, পাত, তক্তি। [ঃ তাম্র-'ফলক'।] হাড়, অস্থি। ঢাল। [সং.]

ফলনা — ('ফলানা' দেখ।)

ফলসা — একরকম টক-মিষ্টি ফল।

ফলা — ক্রি. ফল ধরা, ফলবান্ হওয়া। সত্য হওয়া, বাস্তবে পরিণত হওয়া।

ফলা—ধারালো অংশ। [ঃ ছুরির 'ফলা'।] ব্যঞ্জনবর্ণ সংযোগ সূচক চিহ্ন। [ঃ র-'ফলা'।] [সং. ফলক।]

-ফলা — 'বছরে এতবার ফল ধরে' বা 'এতগুলি ফলা আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দো-'ফলা' ছুরি; ঃ দো-'ফলা' গাছ।]

ফলাও — ('ফালাও' দেখ।)

ফলাগম — ফলের উৎপত্তি। ফল ধরিবার সময়।

ফলানা — অমুক, অনির্দিষ্ট ব্যক্তি। [আ.]

ফলানো — ক্রি. ফল বা ফসল উৎপাদন করা। প্রকাশ বা জাহির করা। [ঃ বিদ্যা 'ফলানো'।] সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তোলা। [ঃ রং 'ফলানো'।]

ফলান্বেষণ — ফলের খোঁজ। সাফল্যের প্রত্যাশা। **ফলান্বেষী** — যে ঐরূপ খোঁজ বা প্রত্যাশা করে।

ফলাফল — কাজের অনুরূপ ভালো-মন্দ পরিণাম।

ফলার — বি. ফলাহার, ফল খাওয়া। চিড়া দই ফল ইত্যাদি দ্রব্য ভক্ষণ। ঐরূপ দ্রব্যের ভোজ। [সং. ফলাহার।] ণ. **ফলারে** — ফলার করিতে ভালোবাসে এমন।

ফলাহার — ফল খাওয়া, ফল ভক্ষণ, কেবল ফল খাইয়া থাকা। **ফলাহারী** — যে কেবল ফল খাইয়া থাকে, ফল যাহার প্রধান খাদ্য। [সং. ফলহারিন্।]

ফলাসক্ত — কর্মের ফল সম্পর্কে উদাসীন নহে এমন, নিষ্কাম নহে এমন।

ফলিত — ফলযুক্ত। প্রতিফলিত। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত, ব্যবহারিক, applied, practical. [ঃ 'ফলিত' বিজ্ঞান।] **ফলিত জ্যোতিষ** — যে জ্যোতিষের দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ জানা যায় মনে করা হয়।

ফলুই — একরকম মাছ। [সং. ফলকী, ফলী।]

ফলে — কোনও কাজ বা ঘটনার পরিণতি রূপে, পরিণামে। ফলতঃ, আসলে।

ফলোৎপত্তি, ফলোদয় — ফলের উৎপত্তি, লাভ, উপকার।

ফলোন্মুখ — শীঘ্রই ফল ধরিবে বা ফলিবে এমন।

ফল্গু — গয়ার বিখ্যাত নদী যাহার জলধারা বালির নীচ দিয়া প্রবাহিত হয় (বালি খুঁড়িলে জল পাওয়া যায়)।

[সং.] **ফল্গুধারা, ফল্গুপ্রবাহ, ফল্গুস্রোত**—অপ্রকাশিত বা গোপন প্রবাহ। [ঃ বেদনার 'ফল্গুস্রোত'।]

ফল্গুনী — (হিন্দু জ্যোতিষে) যুগ্ম বা যমজ নক্ষত্রবিশেষ।

ফষ্টি, ফষ্টিনষ্টি — রসিকতা, ফাজলামি, লঘু পরিহাস।

ফস্ — অসাবধানতা ও দ্রুততা সূচক অনুকার। [ঃ 'ফস্' ক'রে ব'লে বসল।]

ফসকা — ণ. আলগা, ঢিলা, শিথিল। [ঃ 'ফসকা' গেরো।] **ফসকানো** — ক্রি. স্খলিত হওয়া, পিছলানো। [ঃ পা 'ফসকানো'।] হাতছাড়া হওয়া, প্রায় আয়ত্ত হইয়াও না হওয়া। [ঃ সুযোগটা 'ফস্‌কে' গেল।]

ফসফরস, ফসফরাস — একরকম সহজ-দাহ্য মৌলিক পদার্থ, জীবদেহের একটি উপাদান। [ই. phosphorus.]

ফসফস — শিথিলতা ও আলগা ভাব সূচক অনুকার। ণ. **ফসফসে** — ফসফস করে এমন, আলগা, শিথিল। [ঃ 'ফসফসে' মাটি।]

ফসল — উৎপন্ন শস্য। [আ. ফস্‌ল্।] **ফসলী** — ণ. ফসল সংক্রান্ত। [ঃ 'ফসলী' জমি।] ফসল তোলার সময় হইতে গণনা করা হইয়াছে এমন। বি. আকবর প্রবর্তিত সন (প্রায় বাংলা বৎসরের অনুরূপ)।

ফসিল — জীবাশ্ম। [ই. fossil.]

ফাইন — জরিমানা, অর্থদণ্ড। [ই. fine.]

ফাইফরমাশ — ছোটখাটো নানারকম হুকুম। **ফাইফরমাশ খাটা** — ঐরকম হুকুম তামিল করা।

ফাইল — একত্র গুছাইয়া বা গাঁথিয়া রাখা কাগজপত্র। ঐরকম গুছাইয়া বা গাঁথিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার্য জিনিস। উখা। [ই. file.] **ফাইল করা** — কাগজপত্র ফাইলে গুছাইয়া রাখা।

ফাউ — ন্যায্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত সামান্য পরিমাণ কিছু। [ঃ এক টাকা 'ফাউ' দিলাম।]

ফাউণ্টেন পেন — একরকম কলম যাহার ভিতরে কালি থাকে এবং লিখিবার সময়ে কালি ঝরিয়া পড়ে, ঝরনা কলম। [ই. fountain pen.]

ফাও — ('ফাউ' দেখ।)

ফাঁক — ফাঁকা শূন্য বা খালি জায়গা। [ঃ এতোটুকু 'ফাঁক' নাই।] বিরাম, অবকাশ। [ঃ 'ফাঁক' পাচ্ছি না।] তফাত, বিচ্ছিন্ন ও ঈষৎ দূরবর্তী স্থান। [ঃ 'ফাঁকে' দাঁড়াও।] লিপ্ত না হইবার অবস্থা। [ঃ 'ফাঁকে' থাকতে চাই।] অসতর্কতার ফলে সুযোগ। [ঃ এই 'ফাঁকে' পালাও।] ণ. খালি, শূন্য। [ঃ থলি 'ফাঁক' করা।] পৃথক বা তফাত করা হইয়াছে এমন। [ঃ পা 'ফাঁক' করা।] **ফাঁকে পড়া** — ফাঁকিতে পড়া, বঞ্চিত হওয়া। **ফাঁকতাল** — হঠাৎ বিনা চেষ্টায় পাওয়া সুযোগ। [ঃ 'ফাঁকতালে' জিনিসটা পেলাম।] (সংগীতে) তাল বিশেষ। **ফাঁক ফাঁক** — মাঝে ফাঁক রহিয়াছে এমনভাবে পর পর। [ঃ 'ফাঁক ফাঁক' হ'য়ে ব'সো।] **ফাঁকে ফাঁকে** — দূরে দূরে, সংস্রব না রাখিয়া। [ঃ 'ফাঁকে ফাঁকে' থাকি।] পর পর শূন্য স্থানে।

ফাঁকা — ণ. খোলা, উন্মুক্ত। [ঃ 'ফাঁকা' জায়গা।] খালি, শূন্য। [ঃ 'ফাঁকা' বাড়ি।] অর্থহীন, বাজে। [ঃ 'ফাঁকা' কথা।] বি. খোলা জায়গা, উন্মুক্ত স্থান। [ঃ 'ফাঁকায়' এসে বসেছি।] **ফাঁকা আওয়াজ করা** — গুলী না ভরিয়া বন্দুকের শব্দ করা। (ব্যঙ্গে) বৃথা

আস্ফালন করা, ধাপ্পা দেওয়া। **ফাঁকা কথা** — অর্থহীন বাজে কথা যাহাতে কাজ হয় না বা যাহার উপর নির্ভর করা চলে না। **ফাঁকা ফাঁকা** — নির্জনতার বা শূন্যতার ভাব প্রকাশ করে এমন। [ঃ 'ফাঁকা ফাঁকা' লাগা।]

ফাঁকি — বঞ্চনা, প্রতারণা, ঠকানো। প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করণ। কাজে অযত্ন। [ঃ পড়ায় 'ফাঁকি'।] ব্যাখ্যার ফলে এড়াইবার মতো সুযোগ। [ঃ আইনের 'ফাঁকি'।] কূটপ্রশ্ন। [সং. ফক্কিকা।] **ফাঁকিঝুঁকি, ফাঁকিফুঁকি** — ফাঁকি ও ঐ ধরনের জিনিস, প্রতারণা মিথ্যাকথা ইত্যাদি। **ফাঁকিবাজ** — যে ফাঁকি দেয়, যে প্রতারণা করে, যে কাজে অযত্ন করে। বি. — **ফাঁকিবাজি।**

ফাগ — আবীর। [সং. ফাল্গুন।]

ফাগুন — ফাল্গুন। [সং. ফাল্গুন।]

ফাগুয়া — ফাগ। ফাগ খেলার উৎসব, হোলি।

ফাজলামি, ফাজলামো — ফক্কুড়ি।

ফাজিল — বাচাল, ফক্কড়। জমার অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে এমন। **ফাজিলামি** — ('ফাজলামি' দেখ।)

ফাট — ফাটার ভাব, সামান্য ফাটল, চিড়। [ঃ 'ফাট' ধরা।]

ফাটক — কয়েদ, জেলখানা। [ঃ জেনানা 'ফাটক'।] দেউড়ি। [হি.]

ফাটকা — ('ফটকা' দেখ।)

ফাটকি-নাটকি — হালকা ঠাট্টা-তামাসা, ফষ্টিনষ্টি। ণ. আজে-বাজে।

ফাটল — ফাটিয়া যাইবার ফলে ফাঁক।

ফাটা — ক্রি. বিদীর্ণ হওয়া, চিড় খাওয়া, ফাটল ধরা। বিস্ফোরণ হওয়া, সশব্দে বিদীর্ণ হওয়া। [ঃ বোমা 'ফাটা'।] ণ. ফাটল ধরিয়াছে এমন। [ঃ 'ফাটা' মাঠ।] বিস্ফোরণ হইয়াছে এমন। [ঃ 'ফাটা' বোমা।] বি. বিদীর্ণ হওয়ন। বিস্ফোরণ। **ফাটা-ফুটা** — — ভাঙা-চোরা। [ঃ 'ফাটা-ফুটা' বাসন।] **ফুটি-ফাটা** — পাকা ফুটির মতো ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে এমন। [ঃ 'ফুটি-ফাটা' মাঠ।] **ছাতি ফাটা** — অসহ্য পিপাসা বোধ করা। **বুক-ফাটা** — বক্ষ বিদীর্ণ করে এমন. **বুক ফাটা** — দুঃসহ বেদনা প্রকাশ করিতে না পারায় ব্যাকুলতা বোধ করা।

ফাটানো — ক্রি. বিদীর্ণ করা, চৌচির করা, চিড় ধরানো। বিস্ফোরণ করা। ণ. বিদীর্ণ করা বা বিস্ফোরণ করা হইয়াছে এমন। বি. বিদারণ। বিস্ফোরিত করণ।

ফাটাফাটি — বি. পরস্পর ফাটানো। [ঃ মাথা 'ফাটাফাটি'।] তুমুল বিবাদ। [ঃ 'ফাটাফাটি' বাধানো।] ণ. মাথা ফাটাফাটি ঘটিতে পারে এমন। [ঃ 'ফাটাফাটি' কান্ড।]

ফাড়া — ক্রি. সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলা। বিদীর্ণ করা। ণ. সজোরে ছিন্ন বিদীর্ণ। বি. বিদারণ।

ফাড়ানো — ক্রি. অপরকে দিয়া ফাড়া। ণ. অপরের দ্বারা বিদীর্ণ। বি. অপরের দ্বারা বিদারণ।

ফাঁড়া — সংকট, মৃত্যু ইত্যাদি কঠিন বিপদের সম্ভাবনা। [ঃ 'ফাঁড়া' কাটল।]

ফাঁড়ি — পুলিশের ঘাঁটি, থানা। **ফাঁড়িদার** — ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

ফান্ড — সংগৃহীত বা সঞ্চিত অর্থাদির তহবিল। [ঃ বন্যা 'ফান্ড'।] [ই. fund.] **ফান্ড খোলা** — বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা।

ফাতনা — ছিপের সুতায় বাঁধা সোলা বা পালকের শক্ত অংশ।

ফাতরা — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ফাজিল, বাচাল, ধাপ্পাবাজ, বাজে। [ঃ 'ফাতরা' লোক।]

ফাঁদ — পশুপাখী ধরিবার জন্য জাল। চক্রান্ত। গোলাকার জিনিসের মাঝের ফাঁক। [ঃ চুড়ির 'ফাঁদ' ছোট।] প্রলোভন। **ফাঁদ পাতা** — ধরিবার বা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করা। **ফাঁদে পড়া** — প্রলোভনের ফলে চক্রান্তে পড়িয়া বিপন্ন হওয়া। **ফাঁদে পা দেওয়া** — প্রলুব্ধ হইয়া চক্রান্তে পড়া।

ফাঁদা — ক্রি. প্রাথমিকভাবে গড়িয়া তোলা। [ঃ ব্যবসায় 'ফাঁদা'; ঃ গল্প 'ফাঁদা'।]

ফাঁদালো, ফাঁদী — বড়ো ফাঁক আছে এমন। [ঃ 'ফাঁদী' নথ।]

ফানুস — কাগজের বেলুন যাহার তলায় আলো জ্বালিলে শূন্যে ভাসিয়া চলে। বাতির কাচের আবরণ। [ঃ হারিকেনের 'ফানুস'।] [আ. ফানুস।]

ফাঁপ — ফাঁকা জিনিসের ফোলা অবস্থা, ফাঁপিয়া ওঠার ভাব, স্ফীতি। [ঃ পেটে 'ফাঁপ' ধরা।] [সং. স্ফায়।]

ফাঁপর — হতবুদ্ধি অবস্থা। [ঃ 'ফাঁপরে' পড়া।] ণ. (প্রাচীন কবিতায়) স্ফীত, ফোলা। হতবুদ্ধি।

ফাঁপা — ক্রি. শূন্য জিনিস স্ফীত হওয়া। বায়ুপূর্ণ হওয়া। [ঃ পেট 'ফাঁপা'।] স্ফীত হওয়া। [ঃ জল 'ফাঁপা'।] দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। অল্পকালের মধ্যে খুব ধনী হওয়া। ণ. ভিতরে ফাঁকা এমন, শূন্যগর্ভ। [ঃ 'ফাঁপা' নল।] বি. স্ফীতি।

ফাঁপানো — ক্রি. বাতাস ভরিয়া ফুলানো। ণ. ভিতরে বাতাস ভরিবার ফলে ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন। স্ফীত। বি. স্ফীত করণ।

— ('ফয়দা' দেখ।)

ফায়ার — গুলীবর্ষণ। [ঃ 'ফায়ার' করা।] আগুন। [ঃ রেগে 'ফায়ার'।] [ই. fire.] **ফায়ারব্রিগেড** — আগুন নিবাইবার জন্য নিযুক্ত বাহিনী। [ই. fire-brigade.]

ফারখত, ফারখাতি — ত্যাগপত্র। তালাক-নামা। ত্যাগ, বিসর্জন। [আ. ফারিঘ্‌খতি।]

ফারম — ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। [ই. firm.]

ফারসী — ইরানের ভাষা, ফার্শী।

ফারাও — প্রাচীন মিশরের রাজা ('যে বড় বাড়িতে' থাকে' এই মূল অর্থ)।

ফারাক — পার্থক্য, প্রভেদ। [ঃ আশমান জমিন 'ফারাক'।] [আ. ফর্ক্‌।]

ফার্স্ট — প্রথম। [ঃ পরীক্ষায় 'ফার্স্ট' হয়েছে।] [ই. first.]

ফাল — লাঙগলের ফলা। বড় ফালি, ফালা। [সং.]

ফালতু, ফালতো — অনাবশ্যক, অতিরিক্ত। বাজে। [হি. ফালতু।]

ফালা — বড় ফালি, বড় লম্বা টুকরা।

ফালাও — বিস্তৃত। বিস্তারিত। সকলের নজরে পড়ে এইভাবে প্রকাশিত, ফলাও। [ঃ 'ফালাও' ক'রে সংবাদ ছাপা।] [আ. ফলাহ্‌।]

ফালি — সরু লম্বা টুকরা। ছোট ফালা।

ফাল্গুন — বাংলা সনের একাদশ মাস। [সং.] **ফাল্গুনি** — অর্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব। **ফাল্গুনী** — ণ. ফাল্গুন সংক্রান্ত, ফাল্গুন মাসের। [ঃ 'ফাল্গুনী' পূর্ণিমা।] বি. ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা।

ফাঁস — বি. দড়ি ইত্যাদির বাঁধন যাহা ইচ্ছামতো আঁট বা আলগা করা যায়। ণ. (গোপন বিষয়) প্রকাশিত। [ঃ খবর 'ফাঁস' ক'রে দেওয়া।]

আস্ফালন করা, ধাপ্পা দেওয়া। **ফাঁকা কথা** — অর্থহীন বাজে কথা যাহাতে কাজ হয় না বা যাহার উপর নির্ভর করা চলে না। **ফাঁকা ফাঁকা** — নির্জনতার বা শূন্যতার ভাব প্রকাশ করে এমন। [ঃ 'ফাঁকা ফাঁকা' লাগা।]

ফাঁকি — বঞ্চনা, প্রতারণা, ঠকানো। প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করণ। কাজে অযত্ন। [ঃ পড়ায় 'ফাঁকি'।] ব্যাখ্যার ফলে এড়াইবার মতো সুযোগ। [ঃ আইনের 'ফাঁকি'।] কূটপ্রশ্ন। [সং. ফক্কিকা।] **ফাঁকিঝুঁকি, ফাঁকিফুঁকি** — ফাঁকি ও ঐ ধরনের জিনিস, প্রতারণা মিথ্যাকথা ইত্যাদি। **ফাঁকিবাজ** — যে ফাঁকি দেয়, যে প্রতারণা করে, যে কাজে অযত্ন করে। বি. — **ফাঁকিবাজি**।

ফাগ — আবীর। [সং. ফাল্গুন।]

ফাগুন — ফাল্গুন। [সং. ফাল্গুন।]

ফাগুয়া — ফাগ। ফাগ খেলার উৎসব, হোলি।

ফাজলামি, ফাজলামো — ফক্কুড়ি।

ফাজিল — বাচাল, ফক্কড়। জমার অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে এমন। **ফাজিলামি** — ('ফাজলামি' দেখ।)

ফাট — ফাটার ভাব, সামান্য ফাটল, চিড়। [ঃ 'ফাট' ধরা।]

ফাটক — কয়েদ, জেলখানা। [ঃ জেনানা 'ফাটক'।] দেউড়ি। [হি.]

ফাটকা — ('ফটকা' দেখ।)

ফাটকি-নাটকি — হালকা ঠাট্টা-তামাসা, ফষ্টিনষ্টি। ণ. আজে-বাজে।

ফাটল — ফাটিয়া যাইবার ফলে ফাঁক।

ফাটা — ক্রি. বিদীর্ণ হওয়া, চিড় খাওয়া, ফাটল ধরা। বিস্ফোরণ হওয়া, সশব্দে বিদীর্ণ হওয়া। [ঃ বোমা 'ফাটা'।] ণ. ফাটল ধরিয়াছে এমন। [ঃ 'ফাটা' মাঠ।] বিস্ফোরণ হইয়াছে এমন। [ঃ 'ফাটা' বোমা।] বি. বিদীর্ণ হওয়ন। বিস্ফোরণ। **ফাটা-ফুটা** — ভাঙা-চোরা। [ঃ 'ফাটা-ফুটা' বাসন।] **ফুটি-ফাটা** — পাকা ফুটির মতো ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে এমন। [ঃ 'ফুটি-ফাটা' মাঠ।] **ছাতি ফাটা** — অসহ্য পিপাসা বোধ করা। **বুক-ফাটা** — বক্ষ বিদীর্ণ করে এমন। **বুক ফাটা** — দুঃসহ বেদনা প্রকাশ করিতে না পারায় ব্যাকুলতা বোধ করা।

ফাটানো — ক্রি. বিদীর্ণ করা, চৌচির করা, চিড় ধরানো। বিস্ফোরণ করা। ণ. বিদীর্ণ করা বা বিস্ফোরণ করা হইয়াছে এমন। বি. বিদারণ। বিস্ফোরিত করণ।

ফাটাফাটি — বি. পরস্পর ফাটানো। [ঃ মাথা 'ফাটাফাটি'।] তুমুল বিবাদ। [ঃ 'ফাটাফাটি' বাধানো।] ণ. মাথা ফাটাফাটি ঘটিতে পারে এমন। [ঃ 'ফাটাফাটি' কাণ্ড।]

ফাড়া — ক্রি. সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলা। বিদীর্ণ করা। ণ. সজোরে ছিন্ন। বিদীর্ণ। বি. বিদারণ।

ফাড়ানো — ক্রি. অপরকে দিয়া ফাড়া। ণ. অপরের দ্বারা বিদীর্ণ। বি. অপরের দ্বারা বিদারণ।

ফাঁড়া — সঙ্কট, মৃত্যু ইত্যাদি কঠিন বিপদের সম্ভাবনা। [ঃ 'ফাঁড়া' কাটল।]

ফাঁড়ি — পুলিশের ঘাঁটি, থানা। **ফাঁড়িদার** — ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

ফাণ্ড — সংগৃহীত বা সঞ্চিত অর্থাদির তহবিল। [ঃ বন্যা 'ফাণ্ড'।] [ই. fund.] **ফাণ্ড খোলা** — বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা।

ফাতনা — ছিপের সুতায় বাঁধা সোলা বা পালকের শক্ত অংশ।

ফাতরা — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ফাজিল, বাচাল, ধাপ্পাবাজ, বাজে। [ঃ 'ফাতরা' লোক।]

ফাঁদ — পশুপাখী ধরিবার জন্য জাল। চক্রান্ত। গোলাকার জিনিসের মাঝের ফাঁক। [ঃ চুড়ির 'ফাঁদ' ছোট।] প্রলোভন। **ফাঁদ পাতা** — ধরিবার বা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করা। **ফাঁদে পড়া** — প্রলোভনের ফলে চক্রান্তে পড়িয়া বিপন্ন হওয়া। **ফাঁদে পা দেওয়া** — প্রলুব্ধ হইয়া চক্রান্তে পড়া।

ফাঁদা — ক্রি. প্রাথমিকভাবে গড়িয়া তোলা। [ঃ ব্যবসায় 'ফাঁদা'; ঃ গল্প 'ফাঁদা'।]

ফাঁদালো, ফাঁদী — বড়ো ফাঁক আছে এমন। [ঃ 'ফাঁদী' নথ।]

ফানুস — কাগজের বেলুন যাহার তলায় আলো জ্বালিলে শূন্যে ভাসিয়া চলে। বাতির কাচের আবরণ। [ঃ হারিকেনের 'ফানুস'।] [আ. ফানুস।]

ফাঁপ — ফাঁকা জিনিসের ফোলা অবস্থা, ফাঁপিয়া ওঠার ভাব, স্ফীতি। [ঃ পেটে 'ফাঁপ' ধরা।] [সং. স্ফায়।]

ফাঁপর — হতবুদ্ধি অবস্থা। [ঃ 'ফাঁপরে' পড়া।] ণ. (প্রাচীন কবিতায়) স্ফীত, ফোলা। হতবুদ্ধি।

ফাঁপা — ক্রি. শূন্য জিনিস স্ফীত হওয়া। বায়ুপূর্ণ হওয়া। [ঃ পেট 'ফাঁপা'।] স্ফীত হওয়া। [ঃ জল 'ফাঁপা'।] দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। অল্পকালের মধ্যে খুব ধনী হওয়া। ণ. ভিতরে ফাঁকা এমন, শূন্যগর্ভ। [ঃ 'ফাঁপা' নল।] বি. স্ফীতি।

ফাঁপানো — ক্রি. বাতাস ভরিয়া ফুলানো। ণ. ভিতরে বাতাস ভরিবার ফলে ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন। স্ফীত। বি. স্ফীত করণ।

ফায়দা — ('ফয়দা' দেখ।)

ফায়ার — গুলীবর্ষণ। [ঃ 'ফায়ার' করা।] আগুন। [ঃ রেগে 'ফায়ার'।] [ই. fire.] **ফায়ারব্রিগেড** — আগুন নিবাইবার জন্য নিযুক্ত বাহিনী। [ই. fire-brigade.]

ফারখত, ফারখতি — ত্যাগপত্র। তালাক-নামা। ত্যাগ, বিসর্জন। [আ. ফারিঘ্‌খতি।]

ফার্ম — ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। [ই. firm.]

ফারসী — ইরানের ভাষা, ফার্শী।

ফারাও — প্রাচীন মিশরের রাজা ('যে বড় বাড়িতে' থাকে' এই মূল অর্থ)।

ফারাক — পার্থক্য, প্রভেদ। [ঃ আশমান জমিন 'ফারাক'।] [আ. ফর্ক্‌।]

ফার্স্ট — প্রথম। [ঃ পরীক্ষায় 'ফার্স্ট' হয়েছে।] [ই. first.]

ফাল — লাঙগলের ফলা। বড় ফালি, ফালা। [সং.]

ফালতু, ফালতো — অনাবশ্যক, অতিরিক্ত। বাজে। [হি. ফালতু।]

ফালা — বড় ফালি, বড় লম্বা টুকরা।

ফালাও — বিস্তৃত। বিস্তারিত। সকলের নজরে পড়ে এইভাবে প্রকাশিত, ফলাও। [ঃ 'ফালাও' ক'রে সংবাদ ছাপা।] [আ. ফলাহ্‌।]

ফালি — সরু লম্বা টুকরা। ছোট ফালা।

ফাল্গুন — বাংলা সনের একাদশ মাস। [সং.] **ফাল্গুনি** — অর্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব। **ফাল্গুনী** — ণ. ফাল্গুন সংক্রান্ত, ফাল্গুন মাসের। [ঃ 'ফাল্গুনী' পূর্ণিমা।] বি. ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা।

ফাঁস — বি. দড়ি ইত্যাদির বাঁধন যাহা ইচ্ছামতো আঁট বা আলগা করা যায়। ণ. (গোপন বিষয়) প্রকাশিত। [ঃ খবর 'ফাঁস' ক'রে দেওয়া।]

ফাঁসা — ক্রি. শিথিলতার ফলে খুলিয়া বা ধসিয়া যাওয়া। [ঃ হাঁড়ির তলা 'ফাঁসা'।] পণ্ড হওয়া, ব্যর্থ হওয়া।

ফাঁসানো — ক্রি. পণ্ড করা। বিপদে ফেলা। চেরা। [ঃ ভুঁড়ি 'ফাঁসানো'।]

ফাঁসি — শাস্তির ফলে গলায় ফাঁস লাগাইয়া বধ বা মৃত্যু। গলায় ফাঁস লাগাইয়া বধরূপ শাস্তি।

ফাসিজ্‌ম্‌ — মুসোলিনি-প্রবর্তিত সমাজ-তন্ত্রবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী মতবাদ যাহাতে জন-মতের অপেক্ষা জুলুমের উপর অধিক-তর জোর দেওয়া হয়। [ই. Fascism.] **ফাসিস্ট** — ফাসিজ্‌মে বিশ্বাসী। ফাসিজ্‌ম্‌ সংক্রান্ত। জনমত উপেক্ষা করিয়া জুলুমের উপর নির্ভর করে এমন। [ঃ 'ফাসিস্ট' মনোভাব।]

ফাস্ট — দ্রুত। দ্রুত চলে এমন। [ই. fast.] ('ফার্স্ট' দেখ।)

ফাঁসুড়ে — গলায় ফাঁস দিয়া বধ করে এমন। পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া বধ করিত এমন একরকম দস্যু, ঠগী।

ফি — প্রতি, প্রত্যেক। [ঃ 'ফি' বারে।] [আ. ফী.]

ফি, ফিস — পারিশ্রমিক। [ঃ ডাক্তারের 'ফি'।] বিদ্যালয়ের বেতন ইত্যাদি। মাশুল, কর। [ঃ কোর্ট-'ফি'।] [ই. fee.]

ফিক্‌, ফিক — (হাসি সম্পর্কে) হঠাৎ ও ঈষৎ ভাবসূচক অনুকার। অকস্মাৎ হয় এমন স্নায়বিক ব্যথা। [ঃ 'ফিক' ধরা।] ণ. অকস্মাৎ ও স্নায়বিক। [ঃ 'ফিক' ব্যথা।] **ফিকফিক** — বার বার ঈষৎ (হাসি)। [ঃ 'ফিকফিক' ক'রে হাসা]

ফিকা, ফিকে — ঔজ্জ্বল্য বা তীব্রতা নাই এমন, হালকা, কড়া নহে এমন। [ঃ 'ফিকা' রং; ঃ 'ফিকা' স্বাদ।] পানসে, জ'লো।

ফিকা — (গ্রাম্য প্রয়োগ) ছোঁড়া, নিক্ষেপ করা।

ফিকির — ফন্দি, মতলব। কার্যসিদ্ধির উপায়। [আ. ফিক্‌র্‌।] **ফিকির-বাজ** — ফন্দিবাজ, মতলববাজ। কার্য-সিদ্ধির জন্য উপায় উদ্‌ভাবনে পটু।

ফিকে — ('ফিকা' দেখ।)

ফিঙা, ফিঙে — ('ফিঙ্গা' দেখ।)

ফিঙ্গা, ফিঙ্গে — কালো রঙের একরকম পাখী।

ফিচলেমি — ফিচেলের মতো কাজ বা আচরণ।

ফিচেল — ধাপ্পাবাজ, বাচাল, নির্ভর বা বিশ্বাসের অযোগ্য।

ফিট — মূর্ছিত। [ঃ 'ফিট' হওয়া।] মূর্ছা। [ঃ 'ফিটের' ব্যামো।] [ই. (fainting) fit.]

ফিট — যথাস্থানে মানানসই বা মাপসই ভাবে সংযুক্ত। [ঃ চাকা 'ফিট' করা।] মাপসই বা মানানসই। [ঃ জামাটা 'ফিট' করেনি।] ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। [ঃ 'ফিট' বাবু।] ই. fit.]

ফিটকিরি — ('ফটকিরি' দেখ।)

ফিটন — চার চাকার একরকম ঘোড়ার গাড়ি যাহার ছাদ ইচ্ছামতো খোলা বা সংকুচিত করা যায়। [ই. phaeton.]

ফিটফাট — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উপযুক্ত-ভাবে সজ্জিত।

ফিটার — যে যন্ত্রাদি যথাস্থানে সংযুক্ত করিতে জানে। [ই. fitter.]

ফিটিং — বি. যন্ত্রাদি ফিট করার কাজ বা মজুরি। ণ. মাপসই। মানানসই। [ই. fitting.]

ফিতা, ফিতে — সরু লম্বা ফালি বা ফালির মতো জিনিস যাহা দিয়া কিছু বাঁধা বা মাপা যায়। [পো. fita.]

ফিনকি — স্ফুলিঙ্গ, ফুলকি। সজোরে নির্গত সূক্ষ্ম ধারা। [ঃ 'ফিনকি' দিয়া রক্ত পড়া।]

ফিনফিন — মিহি পাতলা ভাব বা সূক্ষ্মতাসূচক অনুকার। [ঃ শাড়িটা 'ফিনফিন' করছে।] ণ. **ফিনফিনে** — ফিনফিন করে এমন, খুব মিহি ও পাতলা, খুব সূক্ষ্ম। [ঃ 'ফিনফিনে' কাপড়।]

ফিনাইল — একরকম জীবাণুনাশক শোধন-দ্রব্য। [ই. phenyl.]

ফিনিক — ('ফিনকি' দেখ।) ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। [ঃ আলোর 'ফিনিক'।]

ফিনিক্স—উপকথায় বর্ণিত একরকম পাখী যে তাহার মৃত্যুর পর নিজের ভস্ম হইতে পুনরায় জন্মলাভ করে। [ই. phoenix.]

ফিনিসিয়া — ফিনিসীয় জাতির প্রাচীন বাসস্থান। ণ. **ফিনিসীয়** — ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক প্রাচীন জাতির লোক ও তৎসংক্রান্ত। [ঃ 'ফিনিসীয়' সভ্যতা।]

ফিরংগ — ইউরোপীয়। [ফা. ফিরাঙ্গী।] **ফিরংগরোগ** — জীবাণুজাত বিষাক্ত ক্ষত, উপদংশ, সিফিলিস।

ফিরাংগী — ইউরোপীয়, ফিরিংগী।

ফিরত — ('ফেরত' দেখ।) **ফিরতি** — ণ. ফেরত আসিয়াছে এমন। [ঃ 'ফিরতি' মাল।] বি. যাহা ফিরিয়াছে। প্রত্যাগমন।

ফিরা — ক্রি. প্রত্যাবর্তন করা, গিয়া আবার আসা। ঘুরিয়া তাকানো বা দাঁড়ানো, ঘুরানো। [ঃ পিছন 'ফিরা'।] পরিবর্তিত হওয়া। [ঃ ভাগ্য 'ফিরা'; ঃ পাশ 'ফিরা'।] ব্যর্থ হইয়া আসা, বিফল হইয়া যাওয়া। [ঃ অস্ত্র 'ফিরা'; ঃ ভিখারী 'ফিরা'; ঃ পাওনাদার 'ফিরা'।] বার বার যাওয়া, বহুস্থানে যাওয়া। [ঃ দেশে দেশে 'ফিরা'; ঃ দ্বারে দ্বারে 'ফিরা'।] **ফিরিয়া চাওয়া** — মুখ ফিরাইয়া দেখা, খোঁজখবর লওয়া। দয়া দেখানো। **পাশ ফিরা** — এক পাশের পরিবর্তে অন্য পাশের উপর ভর দিয়া শোওয়া।

ফিরানো — ক্রি. অন্য দিকে করা, ঘুরানো। [ঃ মুখ 'ফিরানো'।] ফিরাইয়া আনা। ফিরিতে বাধ্য করা। যে বা যাহা গিয়াছে তাহাকে আনা বা আসিতে বাধ্য করা। [ঃ তাহাকে 'ফিরাও'।] বিফল হইয়া যাইতে বাধ্য করা। [ঃ পাওনাদারকে 'ফিরানো'; ঃ অস্ত্র 'ফিরানো'।] বদলানো। [ঃ কলি 'ফিরানো'; ঃ হুঁকার জল 'ফিরানো'; ঃ হুকুম 'ফিরানো'।] প্রদত্ত বস্তু পুনরায় গ্রহণ করা, প্রত্যাহার করা। [ঃ প্রতিশ্রুতি 'ফিরানো'।] **কথা ফিরানো** — উক্তি বদল করা, কথা বদল করা। প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করা। **কলি ফিরানো** — বাড়ি ইত্যাদিতে নূতন করিয়া চুনকাম করা।

ফিরাফিরি — বার বার বদল বা ফেরত। পরস্পর বদল।

ফিরি, ফিরিওলা — ('ফেরি' ও 'ফেরিওয়ালা' দেখ।)

ফিরিংগ, ফিরিংগী — ইউরোপীয় ও ভারতীয় নরনারীর মিলনের ফলে উৎপন্ন জাতি। ইউরেশীয়। [ফা. ফিরাঙ্গী।]

ফিরিস্তি — ফর্দ, তালিকা। [ফা. ফেহ্‌রিস্ত্।]

ফিরে — পুনরায়। **ফিরে ফিরে** — বার

বার।

ফিরোজা — একরকম নীল রঙের দামী পাথর। ঐ পাথরের মতো। [ঃ 'ফিরোজা' রং।] [ফা. ফীরোজহ্।]

ফিলজফর, ফিলজফার — দার্শনিক। [ই. philosopher.] **ফিলজফি** — দর্শনশাস্ত্র। [ই. philosophy.]

ফিল্ড — মাঠ। সুযোগসুবিধার ক্ষেত্র। [ঃ ব্যবসায়ের 'ফিল্ড'।] [ই. field.] **ফিল্ড মার্শাল** — যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ সেনাপতি।

ফিল্ম — পাতলা একরকম পাতের মতো জিনিস যাহার উপর ছায়াছবি তোলা হয়। চলচ্চিত্র।

ফিসফিস — চাপা গলার ধ্বনি, চাপা গলায় উচ্চারণ।

ফিসফিসানি — ফিসফিস ধ্বনি, ফিসফিস করিয়া উক্তি।

ফিসফিসানো — ক্রি. ফিসফিস করা।

ফিসিরফিসির — ক্রমাগত ফিসফিস।

ফী — ('ফি' ও 'ফিস' দেখ।)

ফীডার, ফীডিং বোতল — ছোট ছেলে-মেয়েকে দুধ খাওয়াইবার জন্য একরকম বোতল। [ই.]

ফীস্ট — আনন্দপ্রকাশের জন্য ভোজ, প্রীতিভোজ। [ই. feast.]

ফুঁ — মুখ দিয়া বাহির করা বাতাস। [ঃ 'ফুঁ' দিয়া প্রদীপ নেবানো।] **ফুঁয়ে উড়ানো** — অতি সহজে পরাজিত বা ব্যর্থ করা। **গায়ে ফুঁ দেওয়া** — নিষ্কর্মা থাকিয়া আরাম করা।

ফুক্‌ — অতি দ্রুততা সূচক অনুকার।

ফুঁক — মুখ দিয়া জোরে নির্গত বাতাস, ফুৎকার। **ঝাড়-ফুঁক** — মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ও ফুঁ দিয়া চিকিৎসা।

ফুকরানো — ক্রি. চীৎকার করা, চেঁচানো। [ঃ 'ফুকরে' কাঁদা।]

ফুকা, ফুকো — দুগ্ধ নিঃসারণের জন্য গরুর যোনিতে ফুঁ। ঐরূপ ফুঁ দেওয়ার রীতি।

ফুঁকা — ক্রি. (নিন্দার্থে) ধূমপান করা। [ঃ বিড়ি 'ফুঁকা'।] অপব্যয় করিয়া অর্থাদি নষ্ট করা। [ঃ সব টাকা দু'দিনে 'ফুঁকে' দিল।] জোরে ফুঁ দেওয়া। **শিংগা ফুঁকা** — (ব্যংগে) মরা, পটোল তোলা।

ফুকারা — ক্রি. (কবিতায়) ফুকরানো, চীৎকার করা। [ঃ নকিব 'ফুকারিছে'।]

ফুক্কুড়ি — ('ফক্কড়ি' দেখ।)

ফুংগী — ব্রহ্মদেশীয় সন্ন্যাসী। [বর্মী।]

ফুচকে — (নিন্দার্থে) ছোট, পুচকে। [ঃ 'ফুচকে' ছোঁড়া।]

ফুট — উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন অবস্থা। [ঃ 'ফুট' ধরা।] **ফুট-কড়াই, ফুটকলাই** — ভাজিবার ফলে ফাটিয়া গিয়াছে এমন কলাই বা মটর।

ফুট — ১২ ইঞ্চি, এক গজের তিন ভাগের এক ভাগ। [ই. foot.]

ফুটকি — ছোট বিন্দু, ছোট ফোঁটা।

ফুটন — বিকশিত অবস্থা, ফোটা। উত্তাপে টগবগ করণ।

ফুটন্ত — ফুটিয়াছে বা ফুটিতেছে এমন। [ঃ 'ফুটন্ত' গোলাপ।] উত্তাপে ফুটিতেছে এমন। [ঃ 'ফুটন্ত' জল।]

ফুটপাথ — শহরের বড় রাস্তার দুই দিকে বাঁধানো জায়গা যেখান দিয়া লোকে পায়ে হাঁটিয়া চলে। [ই. foot-path.]

ফুটফুটে — ফরসা ও সুশ্রী। [ঃ 'ফুট-ফুটে' ছেলে।] উজ্জ্বল ও স্পষ্ট, পরিস্ফুট। [ঃ 'ফুটফুটে' জ্যোৎস্না।]

ফুটবল — পা দিয়া খেলিবার উপযোগী বাতাস-ভরা চামড়ার ভাঁটা। [ই. foot-ball.]

ফুটা, ফুটো — ছোট গর্ত, ছিদ্র। ণ. ছিদ্র আছে এমন, সচ্ছিদ্র। [ঃ 'ফুটা' কলসী।]

ফুটা — ক্রি. বিকশিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া। [ঃ ফুল 'ফুটিয়াছে'।] প্রকাশিত হওয়া, বাহির হওয়া। [ঃ তারা 'ফুটিয়াছে'।] আবরণ মুক্ত হওয়া, খোলা। [ঃ ডিম 'ফুটা'; ঃ বিড়ালছানার চোখ 'ফুটা'।] ঈষৎ উচ্চারিত হওয়া। [ঃ কথা 'ফুটা'।] উত্তাপে টগবগ করা। [ঃ জল 'ফুটা'।] উত্তাপে ফাটিয়া যাওয়া। [ঃ খই 'ফুটা'; ঃ কলাই 'ফুটা'।] গাঁথা, বিদ্ধ হওয়া। [ঃ কাঁটা 'ফুটা'।] **কথা ফুটা** — আধো-আধো কথা বলিতে শেখা। কোনও রকমে বলা। **চোখ ফুটা**—কুকুরছানা বিড়ালছানা ইত্যাদির চোখের জোড়া অবস্থা দূর হওয়া। চালাক হওয়া।

ফুটানি, ফুটুনি — (নিন্দায়) আস্ফালন, জাঁক, গর্বপ্রকাশ।

ফুটানো — ক্রি. বিকশিত করা। [ঃ ফুল 'ফুটানো'।] বিস্ফারিত করা, মেলিয়া ধরা। [ঃ ছাতা 'ফুটানো'।] তাপ দিয়া ফুটন্ত বা সিদ্ধ করানো। [ঃ জল 'ফুটানো'।] বিদ্ধ করানো। [ঃ সূচ 'ফুটানো'।] ণ. বিদ্ধ। ফুটন্ত, সিদ্ধ। বি. ঐ সকল অর্থে।

ফুট — কাঁকুড় জাতীয় একরকম ফল। **ফুটিফাটা** — পাকা ফুটির মতো ফাটা, চৌচির। [ঃ গ্রীষ্মের 'ফুটিফাটা' মাঠ।] অস্থির, কুটিকুটি। [ঃ আহ্লাদে 'ফুটিফাটা'।]

ফুটুনি — ('ফুটানি' দেখ।)

ফুটো — ('ফুটা' দেখ।)

ফুড়ুক, ফুড়ুত — ছোট পাখীর দ্রুত উড়ন সূচক অনুকার। হুঁকায় তামাক খাইবার শব্দ।

ফুৎকার — মুখ হইতে সজোরে বায়ু বাহির করণ, ফুঁ। **ফুৎকারে** — ফুঁ দিয়া, অতি সহজে।

ফুপা — পিসা, বাবার ভগ্নীপতি। [হি. ফুফা।] **ফুপু** — পিসী, বাবার বোন।

ফুফা, ফুফু — ('ফুপা' ও 'ফুপু' দেখ।)

ফুরতি — ('ফুর্তি' দেখ।)

ফুরন — কোন কাজ করিবার জন্য চুক্তি। ঐরূপ চুক্তি অনুসারে মজুরি। [সং. পূরণ।]

ফুরফুর — বাতাসের মৃদু গতি সূচক অনুকার। ণ. **ফুরফুরে** — ফুরফুর করে এমন, মৃদুগতি। [ঃ 'ফুরফুরে' হাওয়া।]

ফুরসত, ফুরসুত — অবকাশ, কাজের ফাঁক। [আ. ফুরসত্।]

ফুরান — ('ফুরন' দেখ।)

ফুরানো — ক্রি. শেষ হওয়া। নিঃশেষ হওয়া।

ফুর্তি — আনন্দ, আমোদ, হৈ-হল্লা। দায়িত্বহীন ও নিন্দনীয় আমোদ-প্রমোদ। [সং. স্ফূর্তি।]

ফুল — বিকশিত কুঁড়ি, পুষ্প, কুসুম। ফুলের মতো দেখিতে একরকম কানের গহনা। ফুলের মতো দেখায় এমন নকশা। সদ্যোজাত সন্তানের নাভির নাড়ীতে সংযুক্ত থাকে এমন মাংসপিণ্ড, গর্ভপুষ্প। [সং. ফুল্ল।] **ফুল তোলা** — ফুলের মতো নকশা করা। **ফুল পড়া** — সদ্যোজাত সন্তানের জননীর গর্ভ হইতে গর্ভপুষ্প বাহির হওয়া। **ফুলওয়ালা** — ফুল-বিক্রেতা। স্ত্রী. — **ফুলওয়ালী**। **ফুলকপি** — একরকম সুপরিচিত সবজি। **ফুলকাটা** — ফুলের নকশা-তোলা। **ফুলঝুরি** —একরকম আতশবাজি যাহা জ্বালাইলে

ফুলের মতো স্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া পড়িতে থাকে। **ফুলদান, ফুলদানি** — ফুল রাখিবার উপযোগী পাত্র। **ফুলদার** — ফুলের নকশা আছে এমন। **ফুলধনু** — মদনের পুষ্পবাণ। মদন, প্রেমের দেবতা। **ফুলন্ত** — ফুল ধরিয়াছে বা ফুল ফুটিতেছে এমন। **ফুলবড়ি** — দালবাটা দিয়া প্রস্তুত একরকম ছোট বড়ি। **ফুলবাবু** — অতি শৌখিন লোক, অতিশয় সাজসজ্জা করে এমন ব্যক্তি। **ফুলশর** — ('ফুলধনু' দেখ।) **ফুলশয্যা** — ফুলের বিছানা। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রথম একত্র শয়নের অনুষ্ঠান। [ঃ 'ফুলশয্যার' রাত।]

ফুলকা, ফুলকো — বি. মাছের কানকোর নিচেকার শ্বাসযন্ত্র। ণ. হালকা ও ফাঁপা। [ঃ 'ফুলকো' লুচি।]

ফুলকি — স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা।

ফুলকো — ('ফুলকা' দেখ।)

ফুল — পুরা, গোটা। [ই. full.] **ফুলহাতা** — পুরা হাতা আছে এমন। [ঃ 'ফুলহাতা' ব্লাউজ।]

ফুলিস্কাপ — একরকম মাপের কাগজ। (দৈর্ঘ্যে ১৬ই এবং প্রস্থে ১৩ই ইঞ্চি।) [ই. foolscap.]

ফুলা — ক্রি. স্ফীত হওয়া, হাওয়ায় উঁচু হওয়া, ফাঁপা। মোটা হওয়া। রোগে দেহের অংশ স্ফীত হওয়া। হঠাৎ ধনবান্ ও গর্বিত হওয়া। ণ. স্ফীত, ফাঁপা, উঁচু।

ফুলানো — ক্রি. স্ফীত করা, হাওয়া ভরিয়া উঁচু করা, ফাঁপানো। **বুক ফুলানো** — শক্তি বা গর্বের প্রকাশ ইচ্ছায় বুক উঁচু করা।

ফুলুরি — দালের ভাজা একরকম বড়া।

ফুলেল — ফুলের গন্ধযুক্ত। [ঃ 'ফুলেল' তেল।]

ফুল্ল — ফুটিয়াছে এমন, প্রস্ফুটিত, বিকশিত। [ঃ 'ফুল্ল' কুসুম।] ফুলময়, কুসুমিত। [ঃ 'ফুল্ল' কানন।] আনন্দিত, প্রফুল্ল। বি. — **ফুল্লতা।** [সং.]

ফুল্লরা — চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত কালকেতুর স্ত্রী ও শ্রীমন্তের জননী।

ফুস—ফিসফিস শব্দে উচ্চারিত, গোপন। [ঃ 'ফুস' মন্তর।] **ফুসফাস** — চক্রান্ত বা গোপনতাসূচক ফিসফিস করিয়া কথাবার্তা বা তাহার শব্দ। **ফুসুরফাসুর** — ক্রমাগত বা বার বার ফুসফাস।

ফুসকুড়ি — ছোট ব্রণ, খুব ছোট ফোড়া।

ফুসফুস — বুকের ভিতরের শ্বাসযন্ত্র যাহা দেহের রক্ত শোধনের কাজ করে, lungs.

ফুসফুস — ('ফিসফিস' দেখ।)

ফুসমন্তর — গোপন উপদেশ।

ফুসলানো — ক্রি. কোন নিন্দনীয় কাজ করার জন্য গোপনে পরামর্শ দেওয়া। স্ত্রীলোককে অসদুদ্দেশ্যে প্রলোভন দেখানো।

ফেউ — শৃগাল। (প্রবাদ অনুসারে ফেউ বাঘের পিছনে থাকিয়া চীৎকার করে।) পিছনে লাগিয়া বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করে এমন ব্যক্তি। [সং. ফেরু।] **ফেউ লাগা** — অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ব্যক্তি পিছনে লাগিয়া ক্রমাগত বিরক্ত করা।

ফেঁকড়া — প্রশাখা, ছোট ডাল। কোনও বিষয় হইতে উদ্ভূত আনুষঙ্গিক জটিল বিষয়। ফেসাদ, বাধা। **ফেঁকড়ি** — ছোট ডাল, ছোট ফেঁকড়া।

ফেকাশে — ('ফ্যাকাশে' দেখ।)

ফেঁচ — হাঁচির অনুচ্চ শব্দ।

ফেচাং — ফেঁকড়া, ফেসাদ, আনুষঙ্গিক ছোটখাটো জটিল বিষয়।

ফেটা — পটি, কাপড় ইত্যাদির লম্বা বড় ফালি।

ফেটানো — ক্রি. ক্রমাগত দলিয়া নাড়িয়া ফাঁপানো, ডাবা। [ঃ সর 'ফেটানো'।] ণ. দলিয়া নাড়িয়া ফাঁপানো হইয়াছে এমন।

ফেটি — ছোট ফেটা, ছোট পটি। সুতার গোছা।

ফেটিন — ('ফিটন' দেখ।)

ফেডারেশন — কতকগুলি রাজ্যের মিলিত ঐক্যবদ্ধ রূপ, যুক্তরাষ্ট্র। সংঘ। [ই. federation.]

ফেন — ফেনা, তরল বস্তুর উপরে জমা বুদবুদ, গাঁজলা। [ঃ দুগ্ধ-'ফেন'।] ভাতের মাড়। [সং.]

ফেনা — ফেন, বায়ুপূর্ণ তরল পদার্থ, জমিয়া-ওঠা বুদবুদ, গাঁজলা। [সং. ফেন।]

ফেনানো — ক্রি. ফেনযুক্ত করা, ডাবিয়া বা ফেটাইয়া ফেনা তোলা। অতিরঞ্জিত করা। [ঃ 'ফেনাইয়া' বলা।] ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে। **ফেনায়মান** — যাহাতে ফেনা উঠিতেছে এমন। **ফেনায়িত** — যাহাতে ফেনা তোলা হইয়াছে বা উঠিয়াছে এমন।

ফেনি — বড়ো একরকম বাতাসা।

ফেনিল — সফেন, ফেনযুক্ত, ফেনা আছে এমন। বি. — **ফেনিলতা**।

ফেব্রুআরি, ফেব্রুয়ারি—ইংরেজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস। [ই. February.]

ফের — আবার, পুনরায়। প্যাঁচ। [ঃ কথার 'ফের'।] ঘের, বেষ্টন। [ঃ সুতার 'ফের'।] বিপাক, বিপদ। [ঃ 'ফেরে' পড়া।] কুফল, অশুভ ফল। [ঃ গ্রহের 'ফের'।] পার্থক্য, ভেদ। [ঃ রকম-'ফের'।]

ফেরত — ('ফিরত' দেখ।)

ফেরতা — কোনও স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ জেল-'ফেরতা'; বিলাত-'ফেরতা'।] ফিরিবার কালে বা পথে। [ঃ আপিস-'ফেরতা'।] পুনরায় আসিয়াছে বা ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। [ঃ হাত-'ফেরতা'; ঃ তাল-'ফেরতা'।]

ফেরা — ক্রি. ('ফিরা' দেখ।) বি. প্রত্যাবর্তন। ণ. প্রত্যাগত, ফিরিয়া আসিয়াছে এমন।

ফেরাই — তাসখেলায় উচ্চ শ্রেণীর তাস যাহা দিয়া পিট লওয়া যায়।

ফেরানো — ক্রি. ('ফিরানো' দেখ।) ণ. প্রত্যাবৃত্ত করা হইয়াছে এমন। বি. বিফল করণ, ফিরাইয়া আনয়ন।

ফেরাফিরি — ('ফিরাফিরি' দেখ।)

ফেরার — পলায়িত, আত্মগোপন করিয়াছে এমন। [ঃ আসামী 'ফেরার' হওয়া।] [আ. ফিরার্।] **ফেরারী** — — পলায়নকারী, আত্মগোপনকারী। [ঃ 'ফেরারী' আসামী।]

ফেরি — পথে ফিরিয়া বা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বিক্রয়। [ঃ 'ফেরি' করা।] পথে বা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গান। [ঃ প্রভাত-'ফেরি'।] খেয়া। খেয়া নৌকা। **ফেরিওয়ালা, ফেরিওলা** — পথে বা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বিক্রয় করে এমন ব্যক্তি।

ফেরু — শৃগাল। [সং.] **ফেরুপাল** — শৃগালের দল।

ফেরেব — প্রতারণা, জুয়াচুরি। [আ. ফরেব্।] **ফেরেববাজ** — ধোকাবাজ, প্রবঞ্চক, ধাপ্পাবাজ। বি. **ফেরেববাজি** — ধোকাবাজি, প্রবঞ্চনা।

ফেরেশ্‌তা — স্বর্গীয় দূত, দেবদূত। [ফা. ফরিশ্‌তহ্।]

ফেল — পরীক্ষায় অকৃতকার্য, পাস

করিতে পারে নাই এমন। [ঃ 'ফেল' হওয়া।] ব্যবসায় ইত্যাদিতে অকৃতকার্য, দেউলিয়া। [ঃ দোকান 'ফেল'; ঃ ব্যাঙ্ক 'ফেল'।] যথাসময়ে উপস্থিত হইতে অক্ষম। [ই. fail.] **ফেল করা** — ফেল হওয়া। [ঃ পরীক্ষায় 'ফেল করা'।] দেউলিয়া করা। **ফেল করানো** — পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না দেওয়া। **ফেল পড়া** — দেউলিয়া হওয়া, ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হওয়া। [ঃ ব্যাঙ্ক 'ফেল পড়া'।] **ফেল মারা** — (অবজ্ঞায় বা বিদ্রূপে) ফেল হওয়া।

ফেলনা — ফেলার যোগ্য, উপেক্ষণীয়, তুচ্ছ। বি. তুচ্ছ জিনিস।

ফেলা — ক্রি. নিক্ষেপ করা। পাতিত করা। ত্যাগ করা। [ঃ নিঃশ্বাস 'ফেলা'।] তুচ্ছ হিসাবে ত্যাগ করা। [ঃ ছেলেটাকে তো 'ফেলে' দিতে পারি না।] ঘটনার সহিত জড়িত করা, বিশেষ অবস্থার মধ্যে স্থাপিত করা। [ঃ বিপদে 'ফেলা'।] হঠাৎ বা অনিচ্ছাক্রমে কিছু করা। [ঃ দেখিয়া 'ফেলা'।] সম্পূর্ণরূপে করা, সারা, শেষ করা, চুকানো। [ঃ করিয়া 'ফেলা'; ঃ খাইয়া 'ফেলা'।] নির্দিষ্ট করা। [ঃ মকদ্দমার দিন 'ফেলা'।] ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিয়োগ করা। [ঃ টাকা 'ফেলা'।] ণ. নিক্ষিপ্ত। যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এমন, ত্যক্ত। ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত। **ফেলা যাওয়া** — অপ্রয়োজনে নষ্ট হওয়া। বাদ যাওয়া, বাদ পড়া। **ফেলাছড়া** — অযত্নে ছড়ানো। **হেলা-ফেলা** — তুচ্ছ, উপেক্ষণীয়। অবহেলার যোগ্য।

ফেসাদ — ('ফ্যাসাদ' দেখ।)

ফেঁসো — সূক্ষ্ম অংশ, ছোট আঁশ। [ঃ পাটের 'ফেঁসো'।]

ফোকর — ছোট গর্ত। খোপ।

ফোকলা — দাঁত নাই এমন, দন্তহীন।

ফোঁকা — ('ফুঁকা' দেখ।)

ফোক্কা — ('ফক্কা' দেখ।)

ফোটা — ক্রি. ('ফুটা' দেখ।) বি. বিকশিত ভাব, বিকশিত অবস্থালাভ। প্রকাশলাভ। বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকাশলাভ। [ঃ চোখ 'ফোটা'।] ফুটন্ত অবস্থালাভ, ফুটন্ত ভাব। বেঁধা। ণ. বিকশিত। প্রকাশিত। ফুটন্ত।

ফোঁটা — বিন্দু। বিন্দুর মতো চিহ্ন। তাসের চিহ্ন। (ব্যঙ্গে) তিলক। **ফোঁটা কাটা** — তিলক কাটা। **একফোঁটা** — ক্ষুদ্র। খুব ছোট। **ছিটেফোঁটা** — সামান্যতম পরিমাণ। তিলক।

ফোটানো — ক্রি. ('ফুটানো' দেখ।) বি. বিকশিত করণ, মেলিয়া ধরা। উত্তপ্ত ও সিদ্ধকরণ। বিদ্ধকরণ। ণ. বিকশিত করা হইয়াছে এমন। অত্যন্ত গরম ও সিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

ফোটো, ফোটোগ্রাফ, ফোটোগ্রাফার, ফোটোগ্রাফি — ('ফটো' দেখ।)

ফোঁড় — বিদ্ধ করিবার ফলে ছিদ্র। সেলায়ের জন্য বিদ্ধ করণ। [ঃ 'ফোঁড়' তোলা।] **এফোঁড়-ওফোঁড়** — একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। **ভুঁইফোঁড়**—(নিন্দার্থে) হঠাৎ হইয়াছে বা গজাইয়াছে এমন।

ফোড়ন — গরম তেলে বা ঘিয়ে মসলা দিয়া ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রণ, সম্বরা। ঐজন্য ব্যবহৃত মসলা। [ঃ পাঁচ 'ফোড়ন'।] (নিন্দার্থে) কথাবার্তার মাঝে উক্তি বা মন্তব্য প্রকাশ। [সং. স্ফোটন।]

ফোড়া — পুঁজ হয় এমন বড় ব্রণ। [সং. স্ফোটক।]

ফোঁড়া — ক্রি. গাঁথা, বিন্ধ করা, বিঁধিয়া ছিদ্র করা। বি. ও গ. ঐ অর্থে।

ফো:তা — ('ফতো' দেখ।)

ফোন — বৈদ্যুতিক যন্ত্রযোগে আলাপ। [ঃ 'ফোন' করা।] ঐরূপ আলাপের যন্ত্র। [ই. phone.]

ফোঁপরদালাল — যে বাজে কথা বলিয়া মাতব্বরি করে বা বাজে পরামর্শ দেয়। বি. — **ফোঁপরদালালি** — অন্তঃসার-শূন্য মাতব্বরি, অযাচিতভাবে বাজে পরামর্শ দান।

ফোঁপরা — শূন্যগর্ভ, ঝাঁজরা, ফাঁপা, ছিদ্রবহুল।

ফোঁপল — নারিকেলের অঙ্কুরের ফাঁপা অংশ যাহা মালার মধ্যে থাকে।

ফোঁপানি — ফোঁস ফোঁস গর্জন ও দেহ স্ফীত করণ। [ঃ সাপের 'ফোঁপানি'।]

ফোঁপানো — ক্রি. ফোলা ও ফোঁস ফোঁস করা। [ঃ 'ফুঁপিয়ে' কাঁদা।]

ফোমেণ্ট — গরম জলের সেক। [ই. foment.]

ফোয়ারা — কৃত্রিম ঝরনা, কৃত্রিমভাবে উৎসারিত জলধারা। [ফা. ফওবা.রহ্।]

ফোরটুয়েণ্টি — (ব্যঙ্গে) ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় ব্যক্তি, জুয়াচোর, প্রতারক। [ই.]

ফোরম্যান — প্রধান কারিগর বা যন্ত্রচালক। শ্রমিকদের পরিচালক। মুখপাত্র। জুরির প্রধান ব্যক্তি। [ই. foreman.]

ফোর্ট — কেল্লা, দুর্গ। [ই. fort.]

ফোলা — ক্রি. ('ফুলা' দেখ।) বি. স্ফীতি। গ. স্ফীত।

ফোলানো—ক্রি. ('ফুলানো' দেখ।) বি. স্ফীত করণ। গ. স্ফীত করা হইয়াছে এমন।

ফোলিও — এক তা কাগজ একবার ভাঁজ করিলে যে সাইজ হয়। ঐরূপ সাইজের হিসাবের খাতার এক পৃষ্ঠা। [ই. folio.] **ফোলিও ব্যাগ** — ঐরূপ সাইজের কাগজ রাখিবার ব্যাগ।

ফোসকা — জলভরা গায়ের চামড়ার স্ফীতি। বায়ুভরা ঐরূপ স্ফীতি।

ফোঁসা — ক্রি. ফোঁস ফোঁস করা।

ফোস্কা — ('ফোসকা' দেখ।)

ফৌজ — সৈন্যদল। [আ.] **ফৌজদার** — সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। কোতোয়াল। বি. **ফৌজদারি** — মারপিট খুন জখম ইত্যাদি সম্পর্কে আদালতে অভিযোগ। [ঃ 'ফৌজদারি' করা।] ফৌজদারের কাজ বা পদ। গ. **ফৌজদারী** — ফৌজদার বা ফৌজদারি সংক্রান্ত। **ফৌজী** — ফৌজ সংক্রান্ত, সামরিক।

ফৌত — মৃত। নির্বংশ। ধ্বংসপ্রাপ্ত। [ফা.]

ফ্যাঁকড়া — ('ফেঁকড়া' দেখ।)

ফ্যাকাশে, ফ্যাকাসে — পাণ্ডুবর্ণ, বিবর্ণ। ফিকে।

ফ্যাকটরি, ফ্যাক্টরি — কলকারখানা। [ই. factory.]

ফ্যাচাং — ('ফেচাং' দেখ।)

ফ্যা ফ্যা — অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জীবিকা সংস্থানের চেষ্টায় দৌড়াদৌড়ি ও সেজন্য ক্লান্তি সূচক অনুকার। [ঃ 'ফ্যা ফ্যা' ক'রে বেড়ানো।]

ফ্যাচফ্যাচ — ক্রমাগত বকবক। [ঃ 'ফ্যাচ-ফ্যাচ' করা।] গ. **ফ্যাচফেচে** — ফ্যাচফ্যাচ করে এমন।

ফ্যালফ্যাল — চোখের বিমূঢ়তা বা নির্বুদ্ধিতা সূচক বিস্ফারিত ভাব। [ঃ 'ফ্যালফ্যাল' করিয়া তাকানো।]

ফ্যাশন, ফ্যাশান — সাময়িক শৌখীন চালচলন, রেওয়াজ। [ঃ হাল 'ফ্যাশন'।] [ই. fashion.]

ফ্যাশনেব্‌ল্‌ — সাময়িক শৌখীন চাল-চলনযুক্ত। [ই. fashionable.]

ফ্যাসাদ — ঝঞ্ঝাট, মুশকিল, প্রতিকূল অবস্থা, বিঘ্ন। ণ. **ফ্যাসাদে** — ফ্যাসাদ ঘটায় বা সহজে ফ্যাসাদে পড়ে এমন।

ফ্রক — ছোট মেয়েদের পরিবার উপযোগী একরকম জামা। [ই. frock.]

ফ্রাঁ — ফ্রান্সে প্রচলিত মুদ্রা। [ফ. franc.]

ফ্রান্স — ইউরোপের একটি দেশ, ফরাসী-দেশ। [ই. France.]

ফ্রী — বিনা খরচে পাওয়া যায় এমন। বিনা খরচে ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় এমন। [ঃ 'ফ্রী' স্কুল।] ঐরূপ সুযোগ পায় বা ব্যবহার করে এমন। [ঃ 'ফ্রী' ছাত্র।] [ই. free.]

ফ্রেম — লোহা কাঠ ইত্যাদি শক্ত বস্তু দিয়া তৈয়ারী কাঠামো বা বেষ্টনী। [ই. frame.]

ফ্লানেল — একরকম পশমী কাপড়। [ই. flannel.]

ফ্লার্ট — (মেয়েদের) ভালোবাসার অভিনয়, কপট প্রেম। [ঃ 'ফ্লার্ট' করা।] কপট প্রেমিকা। [ই. flirt.]

ফ্ল্যাট — বাড়ির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। ণ. ভূপাতিত। [ঃ মেরে 'ফ্ল্যাট' করা।] [ই. flat.]

ব — তাঁতের অংশ বিশেষ। **ব ছেঁড়া** — বুনিবার সময়ে ত্রুটির ফলে কাপড়ে ফাঁক ও সুতার জট। **ব তোলা** — টানার সুতা বয়ের ভিতর দিয়া লওয়া।

বই — পুস্তক, কেতাব, বহি, খাতা। [ঃ নোট-'বই'।] [আ. বহী।] **বইয়ের পোকা** — যে খুব বই পড়ে, গ্রন্থকীট।

বই, বইকি — ('বৈ' ও 'বৈকি' দেখ।)

বঁইচি — একরকম কাঁটাযুক্ত ছোট গাছ ও তাহার ছোট ফল।

বইঠা — নৌকার ছোট দাঁড়। [সং. বহিত্র।]

বউ — বধূ, স্ত্রী, পত্নী। [ছেলের 'বউ'।] ছেলের স্ত্রী, পুত্রবধূ। [ঃ শাশুড়ী-'বউ'।] [সং. বধূ।] **বউ-কথা-কও** — একরকম পাখী যাহার ডাক শুনিয়া মনে হয় যে সে বউ-কথা-কও বউ-কথা-কও বলিতেছে। **বউ-কাঁটকী** — বউয়ের পীড়ন করে এমন (শাশুড়ী)। **বউঠাকরুন, বউঠাকুরানী** — সম্মানযোগ্যা বধূ। বউদিদি। **বউড়ি, বউড়ী** — (গ্রাম্য প্রয়োগ) অল্প-বয়সী বধূ, বধূ। **বউদি, বউদিদি** — বড় ভাইয়ের স্ত্রী। **বউভাত** — বিবাহের পরবর্তী অনুষ্ঠান যাহাতে আত্মীয়স্বজনকে নববধূর ছোঁয়া ভাত খাইতে দেওয়া হয়, পাকস্পর্শ। **বউমা** — পুত্রবধূ, ছেলের বউ। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। পুত্রতুল্য বা অনুজতুল্য ব্যক্তির স্ত্রী। **বউমানুষ** — নববধূ, নূতন বউ, কুলবধূ।

বউনি — প্রথম দিনের বিক্রয়, বিক্রয়ারম্ভ। [সং. বর্ধনী।]

বউনি — বহিবার মজুরি বা খরচ।

বউল — আমের ফুল, মুকুল।

বওয়া — ক্রি. প্রবাহিত হওয়া, বহা। ব্যবহার না করায় সময় অতিক্রান্ত হওয়া। [ঃ লগ্ন 'বওয়া'; ঃ বেলা 'বওয়া'।]

বওয়া — ক্রি. বহন করা। [ঃ বোঝা 'বওয়া'।]

বওয়া — ক্রি. কুসঙ্গে পড়িয়া নষ্ট হওয়া, বখা।

বওয়াটে — কুসঙ্গে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ 'বওয়াটে' ছেলে।]

বওয়ানো — ক্রি. প্রবাহিত করা, বহানো। [ঃ ঝড় 'বইয়ে' দিল।] অতিক্রান্ত করা, ব্যবহার না করিয়া নির্দিষ্ট সময় কাটাইয়া দেওয়া। [ঃ লগ্ন 'বওয়ানো'।]

বওয়ানো — ক্রি. বহন করানো। [ঃ মোট 'বওয়ানো'।]

বওয়ানো — ক্রি. কুসংগে আনিয়া নষ্ট করা, বখানো। [ঃ ছেলেটাকে 'বইয়ে' দিয়েছে।]

বংশ — একই পূর্বপুরুষ হইতে জাত ব্যক্তির সমষ্টি, কুল। সন্তান। [ঃ 'নির্বংশ'।] [সং.] **বংশগত** — পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, বিশেষ বংশে জন্মের ফলে ঘটিয়াছে এমন। [ঃ 'বংশগত' দোষ।] **বংশগতি** — পুরুষানুক্রমে দৈহিক বা মানসিক দোষগুণের বিস্তার বা সংক্রমণ। **বংশ-গৌরব** — উচ্চবংশে জন্মের জন্য মর্যাদা, আভিজাত্য। **বংশজ** — বংশে জন্মিয়াছে এমন। কুলীন নহে, মৌলিক। উচ্চ-বংশে জাত। **বংশতালিকা** — বংশে জাত বিভিন্ন ব্যক্তির তালিকা। **বংশধর** — যে বংশরক্ষা করে, পুত্র-পৌত্রাদি। **বংশপাঞ্জি, বংশপঞ্জী** — ('বংশতালিকা' দেখ।) **বংশপরম্পরা** — পুরুষানুক্রম। পুরুষানুক্রমে। **বংশপরম্পরায়** — পুরুষানুক্রমে। **বংশবৃদ্ধি** — বহু পুত্রপৌত্রাদির জন্ম। **বংশমর্যাদা** — উচ্চ বংশে জন্মলাভের ফলে সম্মান, আভিজাত্য। **বংশলতা** — বংশে জাত ব্যক্তিদের বিশদ ও ধারাবাহিক তালিকা। **বংশলোপ** — বংশে কেহ জীবিত না থাকা, বংশের সকলের মৃত্যু।

বংশ — বাঁশ। পিঠের দাঁড়া। [সং.] **বংশদণ্ড** — বাঁশের লাঠি। **বংশপত্র** — বাঁশের পাতা। **বংশলোচন** — বাঁশের ভিতরে হয় এমন একরকম সাদা জিনিস যাহা ঔষধে লাগে। **বংশশলাকা** — বাঁশের কাঠি, বাখারি। **বংশাগ্র** — বাঁশের আগা। **বংশাঙ্কুর** — বাঁশের কোড়া, বাঁশের অঙ্কুর।

বংশানুক্রম — পুরুষানুক্রম, বংশপরম্পরা। ণ. — **বংশানুক্রমিক**। **বংশানুক্রমে** — বংশের বিভিন্ন পুরুষের মধ্য দিয়া পর পর।

বংশাবতংস — বংশের অলংকার স্বরূপ, বংশের গৌরববর্ধনকারী।

বংশাবলী — বংশের ব্যক্তিদের তালিকা, কুলজি।

বংশী — বাঁশি, মুরলী। [সং.] **বংশীধর, বংশীধারী** — বংশী ধারণ করেন যিনি, শ্রীকৃষ্ণ। **বংশীধ্বনি** — বাঁশির শব্দ। **বংশীবট** — যে বটগাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেন। **বংশী-বদন** — যাঁহার মুখে বাঁশি রহিয়াছে বা থাকে, শ্রীকৃষ্ণ। **বংশীবাদন** — বি. বাঁশি বাজানো।

বংশীয় — বংশে জাত। বংশ সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **বংশীয়া**।

বঃ — 'বকলম' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

বক — লম্বা পা ও উঁচু ঘাড়ওয়ালা এক-রকম সুপরিচিত পাখি। বিদ্রূপ প্রকাশের জন্য বকের ঘাড়ের মতো করিয়া হাতের ভঙ্গী। [ঃ 'বক' দেখানো।] মহাভারতে বর্ণিত একটি রাক্ষসের নাম ভীম যাহাকে বধ করেন। কংসের অনুচর। [সং.] **বকধর্ম** — ধর্মের নামে অধর্ম, কপট ধর্ম। ণ. **বকধার্মিক** — কপট ধার্মিক, মুখে ধর্মের কথা বলে ও গোপনে পাপাচরণ করে এমন। বি. — **বকধার্মিকতা**। **বকঠুঁটো** — বকের মতো লম্বা সরু ঠোঁট আছে এমন একরকম মাছ, গাংদাড়া।

বকনা — স্ত্রী গোরু যাহার এখনও বাছুর হয় নাই, অল্পবয়সী গাই। [সং. বষ্কয়নী।]

বকবক — ক্রমাগত উক্তি, অনর্গল কথন। [ঃ 'বকবক' করা।] **বকবকানি** — বিরক্তিকর বাচালতা।

বকবকম — পায়রার ডাক।

বকরবকর — ('বকবক' দেখ।)

বকযন্ত্র — বাষ্পীভূত বা চোলাই করিবার পক্ষে উপযোগী একরকম যন্ত্র।

বকর-ঈদ — ('বকরীদ' দেখ।)

বকরা — ছাগ। [আ. বক্‌র্‌।] স্ত্রী. — **বকরী**।

বকরীদ — মুসলমানদের পর্ববিশেষ, ঈদ্-উজ-জুহা। (ইব্রাহিম কর্তৃক ভগবানের উদ্দেশে পুত্র বলিদানের স্মরণদিবস উপলক্ষে উৎসব ও পশুবধ।) [আ. বক্‌র্‌ + ঈদ।]

বকলম — অপরের পরিবর্তে যে সহি করে। (সহির আগে 'বকলম' বা 'বঃ' লেখা হয়।) অপরের পরিবর্তে। [আ. বকল্‌ম্‌।]

বকলস — কোমরবন্ধ ইত্যাদি আটকাইবার উপযোগী খিল। ঐরূপ খিলওয়ালা চামড়া ইত্যাদির ফিতা। [ই. buckles.]

বকশিশ, বক্‌শিস — হইয়া চাকর [ফা. বখ্‌শীশ।]

বকশী — মুসলমান আমলের বেতন-বণ্টনকারী রাজকর্মচারী। উপাধি বিশেষ। [তু. বখ্‌শী।]

বকসিস — ('বকশিশ' দেখ।)

বকসী — ('বকশী' দেখ।)

বকা — ক্রি. বৃথা বা বেশী কথা বলা। তিরস্কার করা।

বকা — ('বখা' দেখ।)

বকাট — বাচাল, ফাজিল।

বকাটে — ('বখাটে' দেখ।)

বকানো — ক্রি. বেশী কথা বলিতে বাধ্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করা।

বকানো — ('বখানো' দেখ।)

বকাবকি — তিরস্কার। পরস্পর বকা, বচসা।

বকামি — ('বখামি' দেখ।)

বকাল — ঔষধাদির জন্য গাছগাছড়া। [আ. বক্‌কাল।]

বকুনি — অনর্গল কথা। বকবক করণ। তিরস্কার, বকাবকি।

বকুল — একরকম সুগন্ধ ছোট ফুল ও তাহার গাছ। **বকুলফুল** — বকুল। সখীত্বের নাম বিশেষ। [ঃ 'বকুলফুল' পাতানো।]

বকেয়া — বাকী প্রাপ্য। [ঃ 'বকেয়া' খাজনা।] [আ. বকীয়া।]

বক্তব্য — ণ. বলার যোগ্য, কথনীয়। বলিতে হইবে বা বলিতে চাওয়া হইয়াছে এমন। বি. বলিতে হইবে বা বলিতে চাওয়া হইয়াছে এমন বিষয়, প্রস্তাব।

বক্তা — বি. যে বলে। যে বক্তৃতা করে। ণ. বলিতে পটু, বাক্‌পটু। [সং. বক্তৃ।]

বক্তৃতা — সভাসমিতিতে উচ্চকণ্ঠে দীর্ঘ উক্তি। **বক্তৃতা দেওয়া** — ঐরূপ উক্তি করা।

বক্তু — মুখ। [সং.]

বক্র — বাঁকা। সরল নহে এমন, কুটিল। [সং.] বি. — **বক্রতা**।

বক্রী — (গ্রাম্য প্রয়োগ) বাকী। [ঃ 'বক্রী' টাকা।]

বক্রোক্তি — সহজে বোঝা যায় না এমন-ভাবে নিন্দা বা তিরস্কার, শ্লেষবাক্য। সাহিত্যে ঐ ধরনের বাচনভঙ্গি। [সং.]

বক্ষ — বুক। স্তন। হৃদয়। [সং.

বক্ষস্‌।] **বক্ষঃপঞ্জর** — বুকের পাঁজর, বুকের উপরের ও পাশের হাড়। **বক্ষঃপিঞ্জর** — হাড়ের বেষ্টনীতে ঢাকা বুক বা বুকের ভিতর। **বক্ষঃস্থল** — বুক, বুকের উপর বা ভিতরের অংশ। **বক্ষদেশ** — ('বক্ষঃস্থল' দেখ।) **বক্ষপঞ্জর, বক্ষপিঞ্জর, বক্ষস্থল** — ('বক্ষঃপঞ্জর,' 'বক্ষঃপিঞ্জর' ও 'বক্ষঃস্থল' দেখ।)

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ — স্তন। [সং.]

বক্ষ্যমাণ — ণ. বলা হইবে এমন, বক্তব্য। [সং.]

বক্সী — ('বকশী' দেখ।)

বখরা — অংশ, ভাগ। [ফা.] **বখরাদার** — ভাগী, অংশীদার।

বখা — ক্রি. কুসঙ্গে নষ্ট হওয়া। ণ. সঙ্গদোষে নষ্ট হইয়াছে এমন। **বখাটে**— কুসঙ্গে নষ্ট হইয়াছে এমন। **বখানো**— ক্রি. সঙ্গদোষে নষ্ট করা। বি. **বখামি, বখামো** — কুসঙ্গে নষ্ট হইয়াছে এমন ব্যক্তির মতো আচরণ।

বখিল — কৃপণ। [আ. বখীল্‌।]

বখেড়া — ঝঞ্ঝাট। বাধা। বিবাদ। [হি.]

বখেয়া — একরকম সেলাই। [ফা. বখিয়া।]

বগ — (কথ্য ও গ্রাম্য প্রয়োগ) বক।

বগয়রহ — (আদালতী প্রয়োগ) প্রভৃতি, ইত্যাদি। [আ. ব.গইরহ্‌।]

বগল — পার্শ্বদেশ। কাঁধ ও হাতের সংযোগস্থলে বুকের দিকের অংশ। [ফা.] **বগল বাজানো** — বিদ্রূপাত্মক উল্লাস প্রকাশের জন্য বুকের পার্শ্বদেশ ও বাহুর উপরের অংশ পরস্পর ঠুকিয়া শব্দ করা। **বগলদাবা** — বগলের মধ্যে চাপিয়া ধরা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বগলদাবা' করা।]

বগলা — দশমহাবিদ্যার একটি রূপ।

বগলি — ছোট থলি, বটুয়া। [ফা. বগ্‌লী।]

বগা — (ব্যঙ্গে) বক। স্ত্রী. — **বগী।**

বগি — চার চাকার হালগা একরকম গাড়ি। রেলগাড়ির কামরা। [ই. buggy.]

বঙ্কিম — বাঁকা। ঈষৎ বাঁকা। বি. — **বঙ্কিমতা, বঙ্কিমা।**

বঙ্গ — বর্তমান পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম বঙ্গ, বাংলাদেশ। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম। **বঙ্গজ** — বাংলাদেশে জাত বা উৎপন্ন। বাঙ্গালী কায়স্থের একটি শ্রেণী। **বঙ্গভাষা** — বাংলা দেশের ভাষা। **বঙ্গভাষাভাষী** — বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন লোক। **বঙ্গলিপি** — বাংলাদেশে প্রচলিত অক্ষর বা বর্ণমালার লিখিত রূপ। **বঙ্গসাহিত্য** — বাংলাভাষায় লিখিত সাহিত্য।

বঙ্গ — রাং, tin. [সং.]

বঙ্গীয় — বঙ্গদেশ সংক্রান্ত। বাংলাদেশে জাত। স্ত্রী. — **বঙ্গীয়া।**

বচ — একপ্রকার ঝাল কন্দ। [সং. বচা।]

বচন — কথা, বাক্য, উক্তি। (ব্যাকরণে) শব্দের এক বা একাধিক সংখ্যাসূচক রূপ। ণ. **বচনীয়** — বলিবার যোগ্য, বলা যায় এমন।

বচসা — তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি, কলহ।

বছর — (কথ্য রূপ) বৎসর।

বজবজ — পচিয়া বুদবুদ উঠিতেছে এমন ভাব সূচক অনুকার।

বজর — (প্রাচীন কবিতায়) বজ্র।

বজরা — একরকম বড় নৌকা যাহাতে বাসোপযোগী কাঠের কামরা থাকে, শৌখীন বড় নৌকা। [ই. barge.]

বজায় — অক্ষুণ্ণ, অটুট, রক্ষিত, অপরিবর্তিত। [ঃ জেদ 'বজায়' রাখা; ঃ

কথ্য 'বজায়' রাখা।] [ফা. বজাএ।]
বজ্জাত — বদমাশ, পাজী। [ফা. বদ্‌জাত্‌।] বি. **বজ্জাতি** — বদমাশি।
বজ্র — বাজ, মেঘে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শব্দ। পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রের অস্ত্র যাহা দধীচির অস্থি হইতে নির্মিত হইয়াছিল। (জ্যোতিষে) মানুষের করতল পদতল ইত্যাদিতে + চিহ্নিত রেখা। (বৌদ্ধশাস্ত্রে) শূন্যতা, অবিনাশী তত্ত্ব। ণ. বজ্রের ন্যায় প্রচণ্ড। অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত কঠোর। **বজ্রকীট** — একরকম পোকা যাহার দংশনে অতিশয় কষ্ট হয়। **বজ্রগম্ভীর** — বজ্রের শব্দের মতো গম্ভীর। [ঃ 'বজ্রগম্ভীর' কণ্ঠ।] **বজ্রধর** — দেবরাজ ইন্দ্র। মেঘ। **বজ্রধ্বনি, বজ্রনাদ, বজ্রনিনাদ, বজ্রনির্ঘোষ** — বজ্রের প্রচণ্ড শব্দ। **বজ্রপতন** — ('বজ্রপাত' দেখ।) **বজ্রপাণি** — ইন্দ্র। **বজ্রপাত** — মেঘে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি বা তাহার ফলে অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি, বাজ পড়া। অকস্মাৎ ভয়ানক বিপদ। **বিনামেঘে বজ্রপাত** — সহসা অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর বিপদ। **বজ্রমুষ্টি** — অতিশয় কঠিন ও দৃঢ় মুষ্টি। **বজ্রশলাকা** — বজ্রপাত নিবারণের জন্য গৃহের উপরে দেওয়া হয় এমন লোহার কাঠি।
বজ্রাগ্নি — বাজ পড়ার ফলে প্রজ্বলিত আগুন, বজ্রের আগুন। প্রচণ্ড বিদ্যুৎ।
বজ্রাঘাত — ('বজ্রপাত') দেখ।)
বজ্রানল — ('বজ্রাগ্নি' দেখ।)
বজ্রাসন — যোগসাধনার আসন বিশেষ।
বজ্রাহত — বজ্রপাতের ফলে আঘাত-প্রাপ্ত। অপ্রত্যাশিত ভয়ানক ঘটনার ফলে বা সংবাদে স্তম্ভিত। স্ত্রী. — **বজ্রাহতা**।
বঞ্চক — প্রতারক। **বঞ্চন, বঞ্চনা** — প্রতারণা, ঠকানো, শঠতা। ণ. **বঞ্চিত** — প্রাপ্য পায় নাই এমন। প্রতারিত। স্ত্রী. — **বঞ্চিতা**।
বট — একরকম সুপরিচিত বৃক্ষ। [সং.]
বটকিরে, বটকেরা — রসিকতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ।
বটা — ক্রি. হওয়া। [ঃ তুমি কে 'বট'? ঃ তুই কে 'বটিস'?] (এই ক্রিয়ার মাত্র কয়েকটি রূপ প্রচলিত আছে। যথা—**বট** = হও; **বটি** = হই; **বটিস্‌** = হ'স্‌; **বটে** = হয়; **বটেন** = হন।)
বঁটি — শাকসবজি মাছ ইত্যাদি কাটিবার অস্ত্র।
বটিকা, বটী — বড়ি, গুলী। [সং.]
বটু, বটুক — বামুনের ছেলে, ব্রাহ্মণ-বালক। [সং.]
বটুয়া — কাপড়ের ছোট থলি যাহার মুখ সুতা টানিয়া কুঁচকাইয়া বন্ধ করা যায়।
বটে — বিস্ময় ক্রোধ সন্দেহ স্বীকৃতি বিশ্বাস প্রশ্ন ইত্যাদি সূচক অব্যয়।
বট্‌ঠাকুর — (কথ্য রূপ) বড়ঠাকুর।
বড়, বড়ো — ণ. বৃহৎ, মস্ত। [ঃ 'বড়' চেহারা।] সুবিস্তৃত। [ঃ 'বড়' মাঠ।] দীর্ঘ। [ঃ 'বড়' গাছ।] বৃহত্তর। [ঃ লম্বায় 'বড়'।] খুব, অত্যন্ত। [ঃ 'বড়' ব্যথা।] বয়োজ্যেষ্ঠ। [ঃ 'বড়' ভাই।] জ্যেষ্ঠ। [ঃ 'বড়' দাদা।] বয়ঃপ্রাপ্ত, বয়স্ক। [ঃ এখন 'বড়' হয়েছ।] বনেদী, সম্ভ্রান্ত। [ঃ 'বড়' ঘর।] উদার, অসংকীর্ণ। [ঃ 'বড়' মন।] ধনী। [ঃ 'বড়' লোক।] সম্মানভাজন, যশস্বী, সুপ্রতিষ্ঠিত। [ঃ 'বড়' কবি।] উচ্চতন। [ঃ 'বড়' আদালত।] উঁচু, উচ্চ, জোর। [ঃ 'বড়' গলা।] ক্ষমতা বা আস্ফালন

প্রকাশ করে এমন। [ঃ ছোট মুখে 'বড়' কথা।] অপ্রত্যাশিত ভাব বা বিস্ময় সূচক অব্যয়। [ঃ তুমি যে 'বড়' এলে না?] [সং. বড্র।] **বড় একটা** — (নঞর্থক বাক্যে ব্যবহৃত হয়) বেশী, প্রায়। [ঃ 'বড় একটা' আসে না।] **বড় কথা** — আস্ফালন। বৃদ্ধের বা উচ্চ শ্রেণীর লোকের মতো কথা। [ঃ ছোট মুখে 'বড় কথা'।] প্রধান বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ অংশ। [ঃ এইটিই 'বড় কথা'।] **বড় করা** — বাড়ানো। **বড় গলা** — উচ্চ কণ্ঠস্বর। গর্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। [ঃ 'বড় গলায়' বলব।] **বড়জোর** — খুব বেশী হইলে, ঊর্ধ্ব পক্ষে। [ঃ 'বড়জোর' পাঁচ টাকা।] **বড়দরের** — উচ্চ শ্রেণীর। [ঃ 'বড়-দরের' লেখক।] **বড়দিন** — যিশু খৃীষ্টের জন্মদিন, ২৫শে ডিসেম্বর। **বড়বউ** — বাড়ির জ্যেষ্ঠা বধূ। **বড়-বাবু** — আপিসের প্রধান কেরানি বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, হেডক্লার্ক। ভদ্র-পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। **বড়মানুষ** — বড়লোক, ধনী। **বড়মানুষি** — বি. ধনীর মতো ভাব বা আচরণ। [ঃ 'বড়মানুষি' করা।] **বড়মানুষী** — ণ. বড়লোকের মতো। [ঃ 'বড়-মানুষী' চাল।] **বড়মিঞা** — মুসলমান পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। মুসলমানপ্রধান গ্রামের মোড়ল। **বড়মুখ** — আশা ও উৎসাহযুক্ত ভাব। [ঃ 'বড়মুখ' ক'রে এসেছিল, কিছুই পেল না।] **বড়লাট** — বৃটিশ আমলের ভারতের প্রধান শাসনকর্তা। **বড়লোক** — ধনী, বড়-মানুষ। **বড়লোকি, বড়লোকী** — ('বড়মানুষি' ও 'বড়মানুষী' দেখ।) **বড় হওয়া** — বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, বয়স্ক হওয়া। জীবনে সাফল্য খ্যাতি ইত্যাদি লাভ করা।

বড়বা — পুরাণে বর্ণিত সমুদ্রঘোটকী। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মতো, অশ্বিনী নক্ষত্র। [সং.] **বড়বাগ্নি, বড়বানল** — বড়বার মুখে থাকে যে আগুন। সমুদ্র হইতে উত্থিত আগুন।

বড়শি, বঁড়শি — বাঁকানো লোহার কাঁটা যাহা ছিপের সুতায় বাঁধা থাকে ও যাহাতে গাঁথিয়া মাছ ধরা হয়। [সং. বড়িশ।]

বড়া — গোলাকার ছোট একরকম পিঠা। [ঃ তালের 'বড়া'।] দালবাটার গোলাকার ছোট ভাজা ডেলা।

বড়াই — আস্ফালন, গর্বপ্রকাশ। [ঃ 'বড়াই' করা।]

বড়াই — কৃষ্ণলীলায় বর্ণিত বৃন্দাবনের বৃদ্ধাগোপিনী। অতিবৃদ্ধা নারী। [সং. বৃদ্ধ-আর্যিকা।]

বড়াল — বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ।

বড়ি — খুব ছোট গোলাকার বস্তু, গুলী, বটিকা। বাটা দাল শুকাইয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য। [সং. বটিকা।]

বডিশ, বডিস — মেয়েদের কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত একরকম জামা। [ই. bodice.]

বড়ু — বটু, ব্রাহ্মণকুমার। [সং. বটু।]

বড়ুয়া — উপাধি বিশেষ।

বড়ে — শতরঞ্চ খেলার ছোট সাধারণ ঘুঁটি। [সং. বটিকা।]

বড্ড — (কথ্য রূপ) বড়। খুব, অত্যন্ত। [সং. বড্র।]

বণিক্, বণিক — যে বাণিজ্য করে, ব্যবসায়ী, সওদাগর, বেনে। [সং. বণিজ্।]

বণ্টক — যে ভাগ করে। বি. **বণ্টন** — বাঁটিয়া দেওয়া, ভাগ করণ। ণ. — **বণ্টিত।**

বণ্ড — চুক্তিপত্র। ঋণ ইত্যাদির দলিল।

[ঃ 'বণ্ডে' সই করা।] [ই. bond.]
-বৎ — মতো সদৃশ তুল্য ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিতৃ-'বৎ'।]
-বৎ — ('বান্' দেখ।)
বতর — চাষের উপযোগী মৃত্তিকার সরস অবস্থা।
বতারিখ — তারিখ অনুসারে। [ফা. ব.তারীখ্।]
-বতী — 'অধিকারিণী' বা 'ইহার আছে' এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের শেষে যোগ হয়। [ঃ রূপ-'বতী'।]
বত্রিশ — ত্রিশের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ৩২। [সং. দ্বাত্রিংশৎ।] **বত্রিশে** — মাসের বত্রিশ তারিখ। যে মাসে বত্রিশ তারিখ আছে এমন। [ঃ 'বত্রিশে' মাস।]
বৎস — বাছা, সন্তান। সন্তান বা সন্তান-তুল্য কাহারও প্রতি স্নেহ সম্ভাষণ। গো-বৎস, বাছুর। স্ত্রী. — **বৎসা**। (সম্বোধনে **বৎসে**।) **বৎসতর** — এঁড়ে বাছুর। স্ত্রী. **বৎসতরী** — বকনা।
বৎস — প্রাচীন কালের মধ্যভারতের বিখ্যাত রাজ্য। **বৎসরাজ** — বৎস রাজ্যের রাজা।
বৎসর — বারো মাসের সমষ্টি, বছর, বর্ষ।
বৎসল — স্নেহযুক্ত, স্নেহপরায়ণ। [ঃ প্রজা-'বৎসল'।] স্ত্রী. — **বৎসলা**। বি. — **বৎসলতা, বাৎসল্য**।
বৎসা, বৎসে — ('বৎস' দেখ।)
বদ — খারাপ, মন্দ। [ঃ বদ 'অভ্যাস'; ঃ 'বদ' লোক।] রুক্ষ। [ঃ 'বদ' মেজাজ।] [ফা. বদ্।] **বদখত** — বেয়াড়া, বিশ্রী, বেমানান। **বদখেয়াল**— খারাপ খেয়াল, কুকার্য করিবার ইচ্ছা। **বদখেয়ালী** — যে প্রায়ই বদখেয়াল করে। [ঃ 'বদখেয়ালী' লোক।] **বদনাম** — অখ্যাতি, দুর্নাম। [ঃ 'বদনাম' হওয়া।]
বদমাইশ, বদমায়েশ, বদমাশ — দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, মন্দস্বভাব। **বদমাইশি, বদমায়েশি, বদমাশি** — দুষ্টলোকের আচরণ, দুর্বৃত্ততা। [ঃ 'বদমাশি' করা।] **বদমাইশী, বদমায়েশী, বদমাশী** — বদমাশের বা দুর্বৃত্তের উপযুক্ত, দুষ্টলোকের যোগ্য। [ঃ 'বদমাশী' বুদ্ধি।] **বদমেজাজ** — খারাপ মেজাজ, রুক্ষ স্বভাব, সহজে বিরক্ত হইবার বা চটিয়া উঠিবার অভ্যাস। ণ. **বদমেজাজী** — যাহার স্বভাব রুক্ষ, সহজে চটিয়া যায় বা বিরক্ত হয় এমন। **বদরক্ত** — খারাপ রক্ত, দূষিত রক্ত। **বদরাগ** — সহজে অকারণ রাগ। ণ. **বদরাগী** — সহজে অকারণে চটিয়া উঠে এমন, কোপনস্বভাব। **বদহজম** — খাদ্যাদি হজম না হওয়া, অপরিপাক। অজীর্ণ রোগ।
বদন — মুখমণ্ডল। মুখগহ্বর। [সং.] **বদনচন্দ্রমা** — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। **বদনমণ্ডল** — মুখমণ্ডল।
বদনা — চওড়া মুখওয়ালা গাড়ু। [সং. বর্ধনী।]
বদনামৃত — থুতু, নিষ্ঠীবন।
বদর — বদর পীর যাঁহাকে মাঝিমাল্লারা নৌকা ছাড়িবার সময় স্মরণ করে।
বদর, বদরিকা, বদরী — কুল ও কুলের গাছ। [সং.] **বদরিকাশ্রম** — হিমালয়ে অবস্থিত বিখ্যাত তীর্থস্থান।
বদল — বিনিময়। [ঃ নাকের 'বদলে' নরুন।] পরিবর্তন। [ঃ 'বদল' করা।] [আ.] **বদলানো** — ক্রি. পরিবর্তন করা। একটির পরিবর্তে আর একটি হওয়া। [ঃ আমাদের কলম দুটো 'বদলে' গেছে।] ণ. পরিবর্তিত। বি. পরিবর্তন, বিনিময়। **বদলাবদলি** — পরস্পরের

মধ্যে বিনিময়। বার বার বদল করণ। **বদলি** — বিনিময়। এক কর্মস্থান হইতে অন্য কর্মস্থানে নিয়োগ। ণ. **বদলী** — বদলে নিযুক্ত। বদলি করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বদলী' লোক।]

বদান্য — দানশীল, উদার। প্রিয়ভাষী। [সং.] বি. **বদান্যতা** — দানশীলতা।

বদ্ধ — বাঁধা, আবদ্ধ। [ঃ 'বদ্ধ' হস্ত-পদ।] আটক পড়িয়াছে বা বাধ্যতামূলক অবস্থায় আছে এমন। [ঃ ঋণ-'বদ্ধ'; ঃ প্রতিজ্ঞা-'বদ্ধ'।] রুদ্ধ, বন্ধ। [ঃ 'বদ্ধ' দ্বার।] স্থাপিত, ন্যস্ত। [ঃ 'বদ্ধ' দৃষ্টি।] বিন্যস্ত, যথানিয়মে সজ্জিত বা স্থাপিত। [ঃ শ্রেণী-'বদ্ধ'।] গতিহীন, আটক। [ঃ 'বদ্ধ' জল।] বি. — **বদ্ধতা**। **বদ্ধদৃষ্টি** — একদিকে স্থির-ভাবে তাকাইয়া আছে এমন। **বদ্ধপরিকর** — কোমর বাঁধিয়াছে এমন। দলবল সহ প্রস্তুত হইয়াছে এমন। **বদ্ধপাগল** — সম্পূর্ণরূপে পাগল। **বদ্ধমুষ্টি** — মুষ্টি বা হাতের মুঠা শক্ত করিয়াছে এমন। কৃপণ। **বদ্ধমূল** — যাহা সহজে দূর বা অপসারিত করা যায় না এমন, দৃঢ়। [ঃ 'বদ্ধমূল' ধারণা।] যাহার শিকড় দৃঢ়রূপে সঞ্চারিত হইয়াছে এমন। [ঃ 'বদ্ধমূল' বনস্পতি।]

বদ্ধাঞ্জলি — ণ. হাত জোড় করিয়াছে এমন, কৃতাঞ্জলি।

বদ্দি — (কথ্য বা গ্রাম্য প্রয়োগ) বৈদ্য।

ব-দ্বীপ — নদীর সংযোগস্থলে বা মোহানায় অবস্থিত ত্রিকোণাকার ভূভাগ।

বধ — মারিয়া ফেলা, হত্যা, নিধন। **বধা** — ক্রি. (কবিতায়) হত্যা করা। [ঃ 'বধিব' পরানে।] **বধাজ্ঞা** — হত্যার আদেশ, হত্যা করিবার হুকুম। **বধার্থ** — বধের জন্য। **বধার্হ** — বধের যোগ্য, বধ্য।

বধির — কালা, শুনিতে পায় না এমন। বি. — **বধিরতা, বধিরত্ব**।

বধু, বঁধুয়া — (কবিতায়) বন্ধু।

বধূ — পত্নী, স্ত্রী, বউ। পুত্র বা পুত্র-স্থানীয় ব্যক্তির স্ত্রী। **বধূমাতা** — বউমা, পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের পত্নী। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

বধোদ্যত — হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বধোদ্যতা**।

বধ্য — বধের যোগ্য। স্ত্রী. — **বধ্যা**। **বধ্যভূমি** — বধের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, মশান।

বন — বহু গাছপালার একত্র সমাবেশ, জঙ্গল, অরণ্য । [সং.] **বনকর** — বন বাবদ সরকারকে দেয় রাজস্ব। **বনচর** — বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। [ঃ 'বনচর' পশু।] **স্ত্রী.** — **বনচরী**। **বনচারী** — যে বনে বাস বা ভ্রমণ করে। [ঃ 'বনচারী' সন্ন্যাসী।] [সং. বনচারিন্।] স্ত্রী. — **বনচারিণী**। **বনজ, বনজাত** — — বনে জন্মে বা জন্মিয়াছে এমন। **বনদেবতা** — বনের অধিষ্ঠাতা দেবতা। **বনদেবী** — বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। **বনফুল** — বনে জন্মে এমন কোনও ফুল। **বনবাস** — বনে গিয়া বাসকরণ। বনে নির্বাসন। [ঃ সীতার 'বনবাস'।] **বনবাসী** — যে বনে বাস করে। [সং. বনবাসিন্।] স্ত্রী. — **বনবাসিনী**। **বনবিড়াল** — একরকম বিড়ালজাতীয় বন্য প্রাণী। **বনভোজন** — চড়ুইভাতি, পিকনিক। **বনমল্লিকা** — একরকম ফুল, কাঠমল্লিকা। **বনমানুষ** — অনেকখানি মানুষের মতো দেখিতে এমন একরকম বানর, শিম্পাঞ্জি গোরিলা ইত্যাদি। **বনমালা** — বন্য ফুল দিয়া গাঁথা মালা। জানু পর্যন্ত লম্বিত মালা। **বনমালী** — যিনি বনমালা পরেন, শ্রীকৃষ্ণ। **বনরক্ষক**

— বনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **বনরক্ষণ, বনরক্ষা** — যাহাতে লোকে বন নষ্ট করিয়া না ফেলে তাহার ব্যবস্থা। **বনরক্ষী** — বনের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, বনের প্রহরী। **বনরাজি** — বনের শ্রেণী, বনের সারি। **বনস্থ** — বনে আছে এমন। **বনস্থলী** — বন্য অঞ্চল, অরণ্যময় স্থান।

বনস্পতি — যে গাছের ফল হয় কিন্তু ফুল দেখা যায় না, অশ্বত্থ বট ইত্যাদি।

বনবন — দ্রুত ঘুরিবার ভাব। [ঃ মাথা 'বনবন' করা।] দ্রুত ঘূর্ণন সূচক অনুকার। [ঃ 'বনবন' ক'রে ঘোরা।]

বনবন — লজেঞ্চ জাতীয় একরকম জিনিস বা ঔষধ। [ই. bonbon.]

বনা — ক্রি. খাপ খাওয়া, মনের বা মতের মিল হওয়া। [ঃ তাহার সহিত 'বনে' না।] অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া, তুল্য হওয়া। [ঃ বোকা 'বনা'।]

বনাত — একরকম মোটা পশমী কাপড়।

বনানী — মহাবন, বৃহৎ অরণ্য, অরণ্যানী।

বনানো — ক্রি. খাপ খাওয়ানো, মনের বা মতের মিল করা। [ঃ 'বনিয়ে' চলা।]

বনাম — একের বিরুদ্ধে অন্য। [ঃ মোহন-বাগান 'বনাম' ইস্ট বেঙ্গল।] [ফা.]

বনিতা — স্ত্রী, পত্নী। [সং.]

বনিবনাও — মনের মিল, সদ্ভাব, সৌহার্দ্য। [হি.]

বনিয়াদ — মাটির নীচেকার ভিত। ভিত্তি। সুপ্রতিষ্ঠ দৃঢ়তা। ণ. **বনিয়াদী** — যাহার বনিয়াদ আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। [ঃ 'বনিয়াদী' ঘর।] ভিত্তিস্বরূপ।

বনীকরণ — অরণ্য রচনা, বনে পরিণত করণ, afforestation.

বনেদ — ('বনিয়াদ' দেখ।)

বনেদী — ('বনিয়াদী' দেখ।)

বনোয়ারী — বনমালী, বনবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ।

বন্দ — গৃহাদির একত্র দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ। (জমির) খণ্ড, প্লট। [ঃ প্রতি 'বন্দে' তিন কাঠা। [ফা. বন্দ্।]

বন্দন, বন্দনা — স্তব, স্তুতি। অর্চনা। [ঃ বাণী-'বন্দনা'।] [সং.] ণ. **বন্দনীয়** — বন্দনার যোগ্য। স্ত্রী. — **বন্দনীয়া**।

বন্দর — সমুদ্রের বা নদীর তীরবর্তী বাণিজ্যস্থান, port. [ফা.]

বন্দা — ক্রি. (কবিতায়) বন্দনা করা। [ঃ 'বন্দিল' দেবগণে।]

বন্দিত — ণ. যাহার বন্দনা করা হইয়াছে, পূজিত। স্ত্রী. — **বন্দিতা**।

বন্দিনী — বন্দনাকারিণী। স্ত্রী বন্দী।

বন্দিশালা — কারাগার, জেলখানা।

বন্দী — বন্দনাগায়ক, বন্দনাকারী। [ঃ 'বন্দীরা' করে জয়গান।] [সং. বন্দিন্।] স্ত্রী. — **বন্দিনী**।

বন্দী — ণ. আটক, ধৃত। কারারুদ্ধ। [ঃ 'বন্দী' করা।] বি. ধৃত ব্যক্তি, আটক ব্যক্তি, কয়েদী। স্ত্রী. — **বন্দিনী**। [সং.]

-বন্দী — আটক সজ্জিত বা রক্ষিত বুঝাইতে অন্য শব্দের সহত যুক্ত হয়। [ঃ সার-'বন্দী'; ঃবাক্স-'বন্দী'।]

বন্দুক — গুলী ছুঁড়িবার সুপরিচিত আগ্নেয়াস্ত্র। [তু. বন্দুক্।]

বন্দে — বন্দনা করি। [সং.] **বন্দে মাতরম্** — বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত সংগীত হইতে গৃহীত জাতীয়তামূলক ধ্বনি (মায়ের বন্দনা করি)।

বন্দেগি — দীনভাবে সবিনয় সেলাম, অভিবাদন। [ঃ 'বন্দেগি', জাহাঁপনা।] [ফা. বন্দ্গি।]

বন্দেজ — শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'বন্দেজ' নাই।] [ফা. বন্দিশ্।]

বন্দোবস্ত — ব্যবস্থা। খাজনায় জমির বিলিব্যবস্থা। [ফা. বন্দ্-ও-বস্ত্।] **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** — লর্ড কর্ন-ওয়ালিশ কর্তৃক প্রবর্তিত নির্দিষ্ট খাজনায় স্থায়িভাবে জমিদারদের নিকট জমির বিলিব্যবস্থা।

বন্দ্য — বন্দনার যোগ্য, বন্দনীয়, পূজ্য, পরম শ্রদ্ধেয়। [সং.] স্ত্রী. — **বন্দ্যা**। **বন্দ্যবংশ** — বন্দনীয় বা সম্ভ্রান্ত বংশ। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, বাঁড়ুজ্জে, ব্যানার্জি।

বন্ধ — বি. বাঁধন, বন্ধন। বাঁধন দিবার জন্য উপযুক্ত জিনিস। [ঃ কটি-'বন্ধ'; ঃ কোমর-'বন্ধ'; ঃ নীবি-'বন্ধ'।] বৃন্ত, বোঁটা। [ঃ শাখা-'বন্ধে' ফল যথা।] যেখানে বাঁধা হইয়াছে, সংযোগস্থল। [ঃ সেতু-'বন্ধ'।] কার্যাদির সাময়িক অবসান, ছুটি। [ঃ পূজার 'বন্ধ'।] ণ. স্থগিত। সাময়িক ভাবে কার্য সমাপ্ত হইয়াছে এমন। [ঃ আপিস 'বন্ধ' হওয়া।] অবসান ঘটানো বা গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। [ঃ কারবার 'বন্ধ' হওয়া।] আটক, রুদ্ধ। [ঃ দরজা 'বন্ধ' করা; ঃ খিল 'বন্ধ' করা।] বুজানো হইয়াছে এমন। [ঃ গর্ত 'বন্ধ' করা।] নিষ্ক্রিয়, ক্ষান্ত। [ঃ 'বন্ধ' ক'রো না পাখা।]

বন্ধক — ঋণগ্রহণের সময় জামিনরূপে রক্ষিত বস্তু। [ঃ গহনা 'বন্ধক' রাখা।] [সং.] ণ. **বন্ধকী** — বন্ধক সংক্রান্ত। [ঃ 'বন্ধকী' কারবার।] বন্ধক রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বন্ধকী' গহনা।]

বন্ধন — বন্ধকরণ। বাঁধন, যাহা দিয়া বাঁধা যায় এমন বস্তু। [ঃ বাহু-'বন্ধন'; ঃ বিবাহ-'বন্ধন'; ঃ ক্ষতের 'বন্ধন'।] [সং.]

বন্ধনী — বাঁধিবার জন্য ব্যবহার্য বস্তু। বাঁধন। গণিতে বা লেখায় ব্যবহৃত চিহ্ন, ( ) [ ] ইত্যাদি, ব্র্যাকেট।

বন্ধু — যাহার সহিত মনের মিল হইয়াছে এমন ব্যক্তি, সুহৃদ্, সখা, মিত্র। উপকারী লোক, হিতৈষী। **বন্ধুতা, বন্ধুত্ব** — বন্ধুর ভাব, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, মিত্রতা, সৌহার্দ্য। **বন্ধুনী** — বন্ধু-পত্নী।

বন্ধুক, বন্ধুলি — লাল রঙের একরকম ফুল ও তাহার গাছ, বাঁধুলি। [সং.]

বন্ধুর — উঁচুনীচু, অসমতল। [সং.] বি. — **বন্ধুরতা**।

বন্ধুলি — ('বন্ধুক' দেখ।)

বন্ধ্য — সন্তান বা ফল হয় না এমন। অনুর্বর। বি. — **বন্ধ্যতা, বন্ধ্যত্ব**। স্ত্রী. — **বন্ধ্যা**। [ঃ 'বন্ধ্যা' ধরণী; ঃ 'বন্ধ্যা' নারী।]

বন্য — ণ. বনে জন্মে এমন, বুনো। [ঃ 'বন্য' ফলমূল।] বনচর, বনে থাকে এমন। [ঃ 'বন্য' জাতি।] অসভ্য। উদ্দাম, শৃঙ্খলাহীন। [ঃ 'বন্য' ভাব।] [সং.] বি. — **বন্যতা**। স্ত্রী. — **বন্যা**।

বন্যা — বান, জলপ্লাবন। [সং.]

বন্যা — ('বন্য' দেখ।)

বপন — বোনা, গাছ করিবার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ বা প্রোথিত করণ। [ঃ বীজ 'বপন'।] ণ. **বপনীয়** — বপনের যোগ্য।

বপা — ক্রি. (কবিতায়) বপন করা।

বপু — দেহ, শরীর। (ব্যঙ্গার্থে) বিশাল দেহ। [সং. বপুস্।] **বপুষ্মান্** — বিশালদেহযুক্ত।

বপ্তব্য — বপনের যোগ্য, বপনীয়।

বপ্তা — বপনকারী। [সং. বপ্তৃ।]

বপ্র — জমি, ক্ষেত, ভূমি। জমির আল। **বপ্রক্রীড়া** — দাঁত বা শিং দিয়া মাটি খুঁড়িয়া হাতী ষাঁড় ইত্যাদির খেলা।

বপ্রপঙ্ক — ঐরূপ খেলার ফলে দাঁত বা শিংয়ে লাগা কাদা।

ব-ফলা — 'ব'-এর চিহ্ন, যুক্তবর্ণের তলায় বা পাশে লাগানো ছোট 'ব'।

ববম্ বম্ — (শিবপূজায়) গাল বাদ্যের শব্দ।

বভ্রুবাহন — অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

বম্, বম্ বম্ — ('ববম্ বম্' দেখ।) **বম্-ভোলা** — উদাসীন, তন্ময়। [ঃ 'বম্-ভোলা' ভাব।]

বমন — বমি, ন্যক্কার। উদ্গিরণ। [সং.]

বমি — বমন, উদ্গিরণ। বমনের ফলে তোলা অজীর্ণ খাদ্যাদি। **বমি-বমি** — বমনের ইচ্ছা বা ভাব। [ঃ গা 'বমি-বমি' করা।]

বম্বু — (ব্যঙ্গে) বাঁশ। [ই. bamboo.]

বম্বেটে — বি. জলদস্যু। ণ. দুরন্ত, দুষ্ট, বখাটে। [পো. bombardiero.]

বয় — হোটেলে বা চায়ের দোকানে নিযুক্ত বালক, ছোকরা, বাচ্চা। [ই. boy.]

বয়ঃ — বয়স। [সং. বয়স্।] **বয়ঃক্রম** — বয়স, বয়সের পরিমাণ। **বয়ঃপ্রাপ্ত** — ণ. যুবক, সাবালক। স্ত্রী. — **বয়ঃপ্রাপ্তা**। বি. **বয়ঃপ্রাপ্তি** — সাবালকত্ব লাভ, যৌবনলাভ। **বয়ঃসন্ধি** — বাল্যের শেষ ও যৌবনের আরম্ভ। **বয়ঃস্থ** — বয়ঃপ্রাপ্ত, যুবা। স্ত্রী. — **বয়ঃস্থা**।

বয়কট — একঘরে। বর্জিত। (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্টি মেয়োর ক্যাপ্টেন বয়কটকে তাঁহার প্রতিবেশীরা একঘরে করিয়াছিলেন, এই মূল অর্থ হইতে।) [ই. boycott.]

বয়ড়া — ('বহেড়া' দেখ।)

বয়ন — বোনা, কাপড় তৈয়ার করণ। **বয়নশালা** — যে ঘরে কাপড় বোনা হয়, তাঁতঘর।

বয়ন — (প্রাচীন কবিতায়) বয়ান। [সং. বদন।]

বয়নামা — বিক্রয়কোবালা, বিক্রয়ের দলিল। [আ. বয় + ফা. নামা।]

বয়স — জন্মের পর হইতে জীবিতকালের পরিমাণ, বয়ঃক্রম। [ঃ 'বয়স' পঁচিশ বছর।] অধিক বয়ঃক্রম। [ঃ 'বয়স' হইল।] যৌবন। [ঃ 'বয়সের' সময়।] [সং. বয়স্।] **বয়সকাল** — যৌবন, যৌবনের সময়। **বয়সফোড়া** — যৌবন-আরম্ভের সময়ের এক ধরনের ব্রণ যাহা মুখে হয়। **বয়সা** — যৌবন-আরম্ভে বালকের কণ্ঠস্বরের বিকার বা পরিবর্তন। [ঃ 'বয়সা' ধরা।] ণ. **বয়সী** — সমান বয়সের, সমবয়স্ক। [ঃ আমার 'বয়সী' ছেলেরা।] বয়স্ক, বয়সের। [ঃ সমান-'বয়সী'।]

বয়সোচিত — বয়সের উপযুক্ত।

বয়স্ক — সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত। [ঃ 'বয়স্ক' লোক।] বয়সবিশিষ্ট, বয়সের, বয়সী। [ঃ সম-'বয়স্ক'।] [সং. বয়ঃস্থ।] স্ত্রী. **বয়স্কা** — যুবতী, বয়ঃপ্রাপ্তা। বয়সবিশিষ্টা, বয়সের।

বয়স্থ, বয়স্থা — ('বয়ঃস্থ' ও 'বয়ঃস্থা' দেখ।)

বয়স্য — সমবয়সী লোক, বন্ধু। স্ত্রী. — **বয়স্যা**।

বয়া — নদী বা সমুদ্রের অগভীর স্থান নির্দেশের জন্য রক্ষিত ভাসমান বস্তু। [ই. buoy.]

বয়াটে — ('বখাটে' দেখ।)

বয়ান — (কবিতায়) বদন, মুখমণ্ডল। [সং. বদন।]

বয়ান — বিবরণ, বর্ণনা। দলিলাদির বিশেষ ভাষ্য। [আ.]

বয়াম — চীনা মাটির একরকম জার বা জালা। [পো. boiao.]

বা দুই চরণের কবিতা। [আ. বয়েত্।]

বয়োগুণ — ('বয়োধর্ম' দেখ।)

বয়োজ্যেষ্ঠ — বয়সে বড়। স্ত্রী. — **বয়োজ্যেষ্ঠা**।

বয়োধর্ম — বয়সের স্বাভাবিক গুণ। যৌবনের স্বাভাবিক গুণ।

বয়োবৃদ্ধ — বয়সে বুড়ো, বৃদ্ধ। স্ত্রী. — **বয়োবৃদ্ধা**। বি. **বয়োবৃদ্ধি** — বয়সের বাড়, অধিকতর বয়সলাভ।

বর — ণ. উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, উত্তম। [ঃ কবি-'বর'।] বি. অভীষ্ট সিদ্ধি সম্পর্কে দেবতা ইত্যাদির অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ। [ঃ 'বর' চাওয়া; ঃ 'বর' দেওয়া।] বিবাহযোগ্য ব্যক্তি, পাত্র। [ঃ 'বর'-কনে; ঃ 'বর' খোঁজা।] স্বামী। [ঃ অমলার 'বর'।] [সং.] **বরকর্তা** — বিবাহের কালে বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তি, বরের বাবা বা অভিভাবক। **বরপক্ষ**—বিবাহে পাত্র-পক্ষের লোক। ণ.—**বরপক্ষীয়**। **বরপুত্র** — দেবতার বরে জাত পুত্র। দেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি। স্ত্রী. — **বরপুত্রী**। **বরমাল্য** — বিবাহে বরকে দেয় মাল্য। বরণীয় ব্যক্তিকে প্রদত্ত মাল্য। **বরযাত্র, বরযাত্রী** — বিবাহকালে বরের সহযাত্রী। **দোজবর, দোজবরে** — দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতেছে এমন বর। **তেজবর, তেজবরে** — তৃতীয় বার বিবাহ করিতেছে এমন বর।

বরং — অপেক্ষাকৃত ভালো উপযুক্ত সত্য ইত্যাদি সূচক অব্যয়। [ঃ 'বরং' তুমি যাও; ঃ 'বরং' বলা চলে।] [সং. বরম্।]

বরকন্দাজ — বন্দুকধারী প্রহরী বা সিপাহী। [আ. বর্ক্ + ফা. অন্দাজ।]

বরখন্তি — (প্রাচীন কবিতায়) বর্ষণ করিতেছে। [সং. বর্ষন্তি।] **বর-খন্তিয়া** — (প্রাচীন কবিতায়) বর্ষণ। বর্ষা।

বরখাস্ত — কর্মচ্যুত, চাকরি হইতে বিতাড়িত। [ফা. বরখাস্ত্।]

বরখেলাপ — অন্যথাচরণ, লঙ্ঘন। [ঃ হুকুমের 'বরখেলাপ'।]

বরগা — কড়ির উপরের কাঠ বা লোহার লম্বা টুকরা যাহার উপর ছাদ থাকে। [পো. verga.] **কড়িবরগা গোনা** — শূন্য মনে ছাদের দিকে তাকাইয়া থাকা।

বরগা — ভাগে ফসল উৎপাদনের চুক্তি বা ব্যবস্থা। **বরগাদার** — যে ভাগে ফসল ফলায়, ভাগচাষী।

বরজ — (প্রাচীন কবিতায়) ব্রজ।

বরজ — চারিদিকে ঘেরা ও উপরে ছাউনি দেওয়া একরকম ঘর যাহার মধ্যে পানের গাছ চাষ করা হয়। [আ. বুর্জ্।]

বরঞ্চ — বরং। [সং. বরম্ + চ।]

বরণ — ('বরন' দেখ।)

বরণ — স্বেচ্ছায় সানন্দে বা সসম্মানে গ্রহণ। [ঃ পতিরূপে 'বরণ'; ঃ কারা-'বরণ'।] [সং.] **বরণডালা** — অভ্যর্থনার বা পূজার উপকরণে সজ্জিত ডালা। ণ. **বরণীয়** — বরণের যোগ্য, সানন্দে গ্রহণীয়। স্ত্রী. — **বরণীয়া**।

বরতরফ — ণ. বরখাস্ত, পদচ্যুত। [ফা. বর্তরফ।]

বরদ — যে বর দেয়, বরদাতা। স্ত্রী. — **বরদা**। বি. **বরদা** — দুর্গা। সরস্বতী। **বরদাতা** — যিনি বর দেন। [সং. বরদাতৃ।] স্ত্রী. — **বরদাত্রী**।

-বরদার — বাহক পালক ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ হুঁকা-'বরদার'; ঃ হুকুম-'বরদার'।] [ফা. বর্দার্।]

বরদাস্ত — সহ্য। [ঃ জুলুম 'বরদাস্ত' করা।] [ফা. বরদাশ্ত্।]

বরদে — (সম্বোধনে) বরদা।
বরন — (কবিতায় ও কথ্য প্রয়োগে) বর্ণ, রং। [সং. বর্ণ।]
বরফ — জমাট জল। হিম, তুষার। [ঃ 'বরফ' পড়া।] [ফা. বর্ফ্।]
বরফি — বি. একরকম চারকোনা সন্দেশ। ণ. বরফির মতো চারকোনা। [ঃ 'বরফি' প্যাটার্ন।] [হি. বরফী।]
বরবটি — শিম জাতীয় একরকম ফল বা তাহার বীজ। [সং. ব্রীহিভেদঃ।]
বরবর্ণিনী — সুন্দরী স্ত্রী।
বরবাদ — বাতিল, নষ্ট, বিধ্বস্ত। [ফা. বর্বাদ্।]
বরয়িতা — যে বরণ করে, বরণকারী। [সং. বরয়িতৃ।] স্ত্রী. — **বরয়িত্রী।**
বররুচি — কিংবদন্তীতে বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম। পাণিনির বিখ্যাত ভাষ্যকার কাত্যায়ন।
বরষ — (কবিতায়) বর্ষ।
বরষণ, বরষন — (কবিতায়) বর্ষণ।
বরষা — (কবিতায়) বি. বর্ষা। ক্রি. বর্ষণ করা। [ঃ 'বরষিল'।]
বরা — ক্রি. (কবিতায়) বরণ করা।
বরা — বরাহ, শূকর। [সং. বরাহ।]
বরাঙ্গ — বি. শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, মস্তক। ণ. উত্তম অঙ্গযুক্ত। স্ত্রী. — **বরাঙ্গী। বরাঙ্গনা** — সুন্দরী, সুন্দর দেহের অধিকারিণী। উত্তমা স্ত্রী। **বরাঙ্গনে** — (সম্বোধনে) বরাঙ্গনা।
বরাত — ভাগ্য, অদৃষ্ট। কাজের ভার। সরবরাহের ভার। [ফা. বরাত্।] ণ. **বরাতী** — কাজের বা সরবরাহের ভার সংক্রান্ত।
বরাদ্দ — নির্দিষ্ট, নির্ধারিত। [ঃ 'বরাদ্দ' টাকা।] নির্দিষ্ট পরিমাণ বা বস্তু। [ঃ ডাল-চালের 'বরাদ্দ'।] [ফা. বরাব.র্দ্।]
বরানন — বি. সুন্দর মুখ। ণ. যাহার মুখ সুন্দর এমন। স্ত্রী. — **বরাননা। বরাননে** — (সম্বোধনে) বরাননা।
বরানুগমন — বরযাত্রী রূপে গমন।
বরাবর — চিরকাল, সর্বদা, বার বার, সকল সময়। [ঃ 'বরাবর' হয়ে আসছে।] সোজা, সটান, সিধা। [ঃ 'বরাবর' দক্ষিণে।] নিকটে, পাশে। [ঃ মন্দির 'বরাবর'।] তুল্য, সদৃশ। [ফা. বরাবর্।]
বরাবরেষু — (পত্রের আরম্ভিক পাঠে) সমীপে, সমীপেষু।
বরাভয় — আশীর্বাদ ও আশ্বাস। আশীর্বাদ ও অভয় দান সূচক মুদ্রা বা হাতের ভঙ্গী। [সং. বর + অভয়।]
বরাভরণ — বিবাহে বরকে দেয় পরিচ্ছদ ও অলংকার।
বরারোহা — ণ. স্ত্রী: যাহার নিতম্ব সুডৌল ও সুপুষ্ট। [সং.]
বরাসন — বিবাহে বরের বসিবার জায়গা।
বরাহ — বরা, শূকর। [সং.]
বরিখন্তি, বরিখন্তিয়া — ('বরখন্তি' ও 'বরখন্তিয়া' দেখ।)
বরিষণ — (পদ্যে) বর্ষণ, বৃষ্টিপাত।
বরিষন্তি — ('বরখন্তি' দেখ।)
বরিষা — (কবিতায়) বর্ষা। [ঃ এমন ঘনঘোর 'বরিষায়'।]
বরিষ্ঠ — সর্বশ্রেষ্ঠ। স্ত্রী. — **বরিষ্ঠা।**
বরীয়ান্ — শ্রেষ্ঠ, সর্বাগ্রে বরণীয়। [সং. বরীয়স্।] স্ত্রী. — **বরীয়সী।**
বরুণ — সমুদ্রের দেবতা। [সং.] **বরুণানী** — বরুণের পত্নী।
বরেণ্য — বরণীয়। [ঃ বিশ্ব-'বরেণ্য'।] স্ত্রী. — **বরেণ্যা।**
বরেন্দ্র, বরেন্দ্রভূমি — উত্তরবঙ্গ।
বর্গ — শ্রেণী, জাতি। [ঃ গবাদি 'বর্গ'; ঃ ক 'বর্গ'।] একজাতীয় ও সমূহ

অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ রাজন্য-'বর্গ'; ঃ আত্মীয়-'বর্গ'।] ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণগুলির বিভাগ। দুই সমান রাশির গুণ। [সং.] **বর্গক্ষেত্র** — চতুষ্কোণ ক্ষেত্র যাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। **বর্গফল** — দুই সমান রাশির গুণফল। **বর্গমূল** — বর্গের মূল সংখ্যা, যে সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে নির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায়। [ঃ ৪-এর 'বর্গমূল' ২।]

বর্গী — মারাঠী সৈন্য। [ফা. বাগীর।] **বর্গীর হাঙ্গামা** — মারাঠা সৈন্যদল কর্তৃক বাংলাদেশে ব্যাপক লুঠতরাজ ও গোলযোগের সৃষ্টি।

বর্গীয়, বর্গ্য — বর্গ সংক্রান্ত। বর্গের বা বর্গীয় বর্ণের অন্তর্গত। [ঃ 'বর্গীয়' জ।] **বর্গীয় বর্ণ** — ক হইতে ম পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ, স্পর্শ বর্ণ।

বর্চঃ — তেজ, শক্তি। কান্তি। মল, বিষ্ঠা। [সং. বর্চস্।]

বর্জন — ত্যাগ, গ্রহণ না করণ, পরিহার। ণ. **বর্জনীয়** — বর্জনের উপযুক্ত, ত্যাগের যোগ্য। স্ত্রী. — **বর্জনীয়া**। **বর্জা** — ক্রি. (কবিতায়) বর্জন করা। [ঃ 'বর্জিল'; ঃ 'বর্জিব'।]

বর্জাইস — একরকম ছোট আকৃতির হরফ বা টাইপ। [ই. bourgeois.]

বর্জিত — ণ. ত্যাগ করা হইয়াছে এমন। রহিত, নাই এমন। স্ত্রী. — **বর্জিতা**।

বর্ণ — বি. রং। [ঃ নীল 'বর্ণ'।] অক্ষর। [ঃ স্বর 'বর্ণ'।] হিন্দু সমাজের মূল বিভাগ, জাতি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণী। (জ্যোতিষে) রাশি অনুসারে জাতকের শ্রেণীবিভাগ। [ঃ বিপ্র-'বর্ণ'।] [সং.] **বর্ণচোরা** — পাকিয়াছে অথচ রং দেখিয়া বোঝা যায় না এমন। [ঃ 'বর্ণচোরা' আম।] বাহিরের চেহারা বা সাজসজ্জা দেখিয়া স্বরূপ বোঝা যায় না এমন। [ঃ লোকটা দেখছি 'বর্ণচোরা'।] **বর্ণজ্ঞান**—অক্ষর-পরিচয়, অক্ষর চিনিবার সামর্থ্য। **বর্ণজ্ঞানহীন** — নিরক্ষর। স্ত্রী. — **বর্ণজ্ঞানহীনা**। বি. — **বর্ণজ্ঞানহীনতা**। **বর্ণজ্যেষ্ঠ** — বর্ণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ বা শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণ। **বর্ণপরিচয়** — বর্ণজ্ঞান, অক্ষরপরিচয়। **বর্ণমালা** — কোনও ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষরের সমষ্টি। **বর্ণলিপি** — বর্ণমালার লেখ্য রূপ। **বর্ণশ্রেষ্ঠ** — ব্রাহ্মণ। **বর্ণসংকর, বর্ণ-সঙ্কর** — বিভিন্ন বর্ণের বা জাতির স্ত্রী পুরুষের মিলনের ফলে জাত। **বর্ণহীন** — রংহীন, বিবর্ণ।

বর্ণন, বর্ণনা — হুবহু বিবরণ, গুণ ঘটনা বা কার্যাদির ভাষায় প্রকাশ। [ঃ 'বর্ণনা' করা; ঃ 'বর্ণনা' দেওয়া।] [সং.] **বর্ণনাকুশল** — সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতে পারে এমন, বর্ণনায় নিপুণ। **বর্ণনাতীত** — যাহা ভাষায় প্রকাশ করা বা যাহার বিবরণ দেওয়া সাধ্যাতীত। **বর্ণনীয়** — বর্ণনার যোগ্য, বর্ণনা করা যায় এমন।

বর্ণা — ক্রি. (কবিতায়) বর্ণনা করা। [ঃ 'বর্ণিব' কেমনে।]

বর্ণানুক্রম — বর্ণমালায় সজ্জিত অক্ষরের পৌর্বাপর্য। **বর্ণানুক্রমে** — ঐরূপ পৌর্বাপর্য অনুসারে। ণ. **বর্ণানুক্রমিক** — বর্ণানুক্রম অনুসারে সজ্জিত। [ঃ 'বর্ণানুক্রমিক' তালিকা।]

বর্ণান্ধ — রঙের পার্থক্য বুঝিতে পারে না এমন, রং-কানা।

বর্ণালি, বর্ণালী — ত্রিকোণ কাচের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত আলোকরশ্মির রামধনুর মতো বর্ণবিচিত্র রূপ, spectrum.

বর্ণাশ্রম — হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন ভাগ। **বর্ণাশ্রমধর্ম** — বর্ণাশ্রমের নিয়ম ও ধর্মসম্মত অনুষ্ঠান।

বর্ণিত — যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে এমন, বিবৃত। স্ত্রী. — **বর্ণিতা।**

বর্ণিতব্য — (প্রায়ই ব্যঙ্গে) বর্ণনার যোগ্য।

বর্ণিনী — সুন্দরী নারী। [ঃ বর-'বর্ণিনী'।] লেখিকা। চিত্রকরী।

বর্তমান — ণ. যাহা রহিয়াছে এমন, উপস্থিত, বিদ্যমান। জীবিত। [ঃ পিতা 'বর্তমান'।] এখনকার। [ঃ 'বর্তমান' কাল।] বি. জীবিত অবস্থা, জীবদ্দশা। [ঃ পিতা 'বর্তমানে'।] উপস্থিত সময়, এখন। [ঃ 'বর্তমানে' যাহা ঘটিতেছে।]

বর্তা — ক্রি. বিদ্যমান বা জীবিত থাকা। [ঃ বেঁচে 'বর্তে' থাক।] কৃতার্থ বা আনন্দিত হওয়া। [ঃ টাকা পেয়ে 'বর্তে' গেল।] ('বর্তানো' দেখ।)

বর্তানো — ক্রি. দোষগুণ সম্পত্তি দায়িত্ব ইত্যাদি আসিয়া পড়া, অর্সানো। [ঃ পিতার অপরাধ পুত্রে 'বর্তাইবে'।]

বর্তি, বর্তিকা — বাতি, সলতে। [সং.]

বর্তিত — সম্পাদিত। বর্তাইয়াছে এমন।

-বর্তী — 'আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নিকট-'বর্তী'; ঃ পার্শ্ব-'বর্তী'।] [সং. বর্তিন্।] স্ত্রী. — **-বর্তিনী**। বি. — **-বর্তিতা।**

বর্তুল — বি. গোলাকার বস্তু। বাটুল। ণ. গোলাকার। [সং.]

বর্ত্ম — পথ, রাস্তা। [ঃ গিরি-'বর্ত্ম'।] [সং. বর্ত্মন্।]

বর্ধক — যাহা বাড়ায়, বৃদ্ধিকর। [ঃ ক্ষুধা-'বর্ধক'।] **বর্ধন** — বি. বাড়ানো, বৃদ্ধি করণ। [ঃ আনন্দ-'বর্ধন'।] যে বাড়ায়। [ঃ গো-'বর্ধন'।]

বর্ধমান — ণ. বাড়িতেছে এমন। উন্নতিশীল। বি. জৈন ধর্মের অন্যতম প্রচারক, মহাবীর।

বর্ধাপন — জাতকের নাড়ী ছেদনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলকামনায় অনুষ্ঠিত উৎসব। [সং.]

বর্ধিত — বাড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বর্ধিতা।**

বর্ধিষ্ণু — বাড়িতেছে এমন, উন্নতিশীল। [ঃ 'বর্ধিষ্ণু' গ্রাম।]

বর্বর — বি. অসভ্য জাতি। ণ. অসভ্য, শিক্ষাদীক্ষাহীন। নৃশংস, নিষ্ঠুর। বি. — **বর্বরতা।**

বর্ম — অস্ত্রাঘাত নিবারণের জন্য দেহের কঠিন আবরণ, সাঁজোয়া, কবচ। [সং. বর্মন্।] **বর্মাবৃত** — বর্মে ঢাকা। **বর্মী** — বর্মধারী।

বর্মণ্, বর্মা — ক্ষত্রিয়ের উপাধি বিশেষ।

বর্মা — ব্রহ্ম দেশ। **বর্মা চুরুট** — একরকম মোটা উগ্রগন্ধী চুরুট। [ই. Burmah.]

বর্মী — ব্রহ্ম দেশীয় লোক। ব্রহ্ম দেশীয়।

বর্শা — লাঠির মাথায় ধারালো ফলা থাকে এমন একরকম অস্ত্র, সড়কি, বল্লম।

বর্ষ — বছর, বৎসর। বৃষ্টি, বর্ষণ। পুরাণোক্ত নয়টি ভূভাগ, জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ। **বর্ষকাল** — একবছর সময়। **বর্ষজীবী** — এক বছর বাঁচে এমন। [ঃ 'বর্ষজীবী' উদ্ভিদ্।] [সং. বর্ষজীবিন্।]

বর্ষণ — বৃষ্টিপাত, বৃষ্টি। বৃষ্টিধারার মতো পতন বা নিক্ষেপ। [ঃ বাণ-'বর্ষণ'।] [সং.] **বর্ষণোন্মুখ** — বর্ষণ করিতে বা বর্ষিত হইতে উদ্যত। বৃষ্টি হইবে এমন। [ঃ 'বর্ষণোন্মুখ' আকাশ।]

বর্ষা — যে ঋতুতে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। ক্রমাগত প্রচুর বৃষ্টিপাত। [ঃ পূজার পর 'বর্ষা' নামলো।] [সং.] ক্রি. (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) বর্ষিত হওয়া বা বর্ষণ করা। [ঃ যতো গর্জে ততো 'বর্ষে' না।] **বর্ষাকাল** — যে সময়ে ক্রমাগত প্রচুর বৃষ্টি হয়, আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস। **বর্ষাকালীন** — বর্ষাকালের, বর্ষাকাল সংক্রান্ত, বর্ষার সময়কার। **বর্ষাগম** — বর্ষার আরম্ভ। **বর্ষাতি** — বৃষ্টির জল গায়ে পড়ে না এমন একরকম বড় জামা, 'রেন-কোট'। [হি.] **বর্ষাতী** — বর্ষাকালে জন্মে এমন। [ঃ 'বর্ষাতী' মূলো।] **বর্ষাত্যয়** —বর্ষার অবসান। **বর্ষানো** — ক্রি. বর্ষণ করা। **বর্ষাবসান** — বর্ষার শেষ। **বর্ষাবাদল** — ঝড়বৃষ্টি। ক্রমাগত বৃষ্টি ও মেঘলা ভাব।

বর্ষিত — ধারাকারে পড়িয়াছে এমন, বর্ষণ করা হইয়াছে এমন।

বর্ষিষ্ঠ — ণ. অতিশয় বৃদ্ধ। সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। স্ত্রী. — **বর্ষিষ্ঠা**।

-বর্ষী — 'বর্ষণ করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ অগ্নি-'বর্ষী'।] [সং. বর্ষিন্।] স্ত্রী. — **-বর্ষিণী**।

-বর্ষীয় — 'এতো বছর বয়স হইয়াছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ একাদশ-'বর্ষীয়' বালক।] [সং.] স্ত্রী. — **-বর্ষীয়া**।

বর্ষীয়ান্ — অতিবৃদ্ধ, বৃদ্ধ। [সং. বর্ষীয়স্।] স্ত্রী. **বর্ষীয়সী** — অতিবৃদ্ধা, বৃদ্ধা।

বর্ষোপল — বৃষ্টির সময়ে জমাট-বাঁধা জল, শিল, করকা। [সং. বর্ষ + উপল।]

বর্হ — ময়ূরপুচ্ছ। **বর্হী** — ময়ূর। [সং. বর্হিন্।]

বল — জোর, শক্তি, ক্ষমতা। [ঃ বাহু-'বল'; ঃ মন্ত্র-'বল'।] জুলুম, অত্যাচার। [ঃ 'বল'-প্রয়োগ।] দাবা খেলায় রাজা ও বড়ে ছাড়া অন্য ঘুঁটি। সৈন্যদল। [ঃ 'বলাধ্যক্ষ'।] গতি, গতিশক্তি। [ঃ 'বল'-বিদ্যা।] **বলকর** — শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে এমন। [ঃ 'বলকর' খাদ্য।] **বলকারক** — ('বলকর' দেখ।) **বলক্ষয়** — শক্তির বিনষ্টি বা অপচয়। সৈন্য-নাশ। **বলক্ষয়ী** — যাহাতে শক্তি বা সৈন্য নষ্ট হয় এমন। **বলদ** — বলদান-কারী, শক্তিপ্রদ। **বলদৃপ্ত** — শক্তি-প্রকাশক, শক্তি থাকায় গর্বিত। **বল-পূর্বক** — অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া। [ঃ 'বলপূর্বক' অপহরণ।] **বলপ্রয়োগ** — অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ, জুলুম। **বলবত্তা** — শক্তিশালিতা। **বলবন্ত** — শক্তিশালী। **বলবর্ধক** — শক্তি বাড়ায় এমন, বল-কারক। **বলবান্, বলবান** — শক্তিশালী, যাহার বল আছে এমন। [সং. বলবৎ।] স্ত্রী. — **বলবতী**। **বলবিদ্যা** — পদার্থের শক্তি ও গতি সংক্রান্ত বিদ্যা, mechanics. **বলশালী** — বলবান্, শক্তিশালী। [সং. বলশালিন্।] **স্ত্রী.** — **বলশালিনী**। বি. — **বলশালিতা**। **বলহীন** — যাহার বল নাই, শক্তিহীন, দুর্বল। স্ত্রী. — **বলহীনা**। বি. — **বলহীনতা**।

বল — চামড়া বা রবারের তৈয়ারী খেলার উপযোগী গোলাকার ফাঁপা জিনিস। গোলাকার জিনিস। [ঃ সাইকেলের 'বল'।] [ই. ball.] **বলনাচ** — ইউরোপীয় কায়দায় একরকম নাচ।

বলক — জ্বাল দিবার ফলে দুধের উথলানো ভাব। [ঃ 'বলক' ওঠা।] ণ.

বলকা — বলক উঠিয়াছে এমন। [ঃ এক-'বলকা' দুধ।]
বলদ — ষাঁড়, দামড়া। হাল গাড়ি বা ঘানি টানে এমন গোরু। [সং. বলীবর্দ।] **কলুর বলদ** — ঘানি টানিবার সময়ে বলদের চোখে যেরূপ আবরণ দেওয়া থাকে সেইরূপ ভাবে সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। **চিনির বলদ** — ভার বহন করে অথচ ভোগ করিতে পারে না এমন ব্যক্তি। **বলদিয়া, বলদে** — বলদের পিঠে চড়াইয়া মাল লইয়া যাওয়া যাহার পেশা।
বলদেব — কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র।
বলন, বলনি — কথন, বলার ধরন। [ঃ চলন-'বলন'।]
বলন, বলনি — (প্রাচীন কবিতায়) শক্তি-সূচক গড়ন।
বলবৎ — শক্তিযুক্ত। চালু, কার্যকরী। [ঃ আইন 'বলবৎ' থাকা বা হওয়া।] [সং.]
বলভদ্র — ('বলদেব' দেখ।)
বলয় — বালা, হাতে পরিবার একরকম গহনা। বালার মতো চক্রাকার বস্তু। [সং.]
বলরাম — ('বলদেব' দেখ।)
বলশেভিক — রুশ সোস্যাল ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টির লেনিন ইত্যাদির নেতৃত্বে পরিচালিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। ঐ অংশ সংক্রান্ত। ঐ অংশের মতবাদে বিশ্বাসী। ('বলশেভিক' শব্দের মূল অর্থ সংখ্যা-গরিষ্ঠ। তুঃ 'মেনশেভিক'।) [ই. bolshevic; রুশ বল্‌শিন্‌স্ত্‌ভো।] **বলশেভিজ্‌ম্‌** — বলশেভিক মতবাদ।
বলা — ক্রি. মুখে প্রকাশ করা, কহা। বিবৃত করা। [ঃ গল্প 'বলা'।] জানানো। [ঃ চিঠিতে মনের কথা 'বলা'।] অনুমতি দেওয়া। [ঃ 'বলেন' তো করি। বি. কথন, বিবৃত করণ। [ঃ 'বলার' ভঙ্গী।] ণ. কথিত, বিবৃত। [ঃ 'বলা' গল্প।] **বল কি** — বিস্ময় সূচক উক্তি। **ব'লো না, আর ব'লো না** — বিরক্তি ক্লান্তি ক্ষোভ ইত্যাদি সূচক উক্তি। **বলা নাই কহা নাই** — পূর্বে না জানাইয়া অকস্মাৎ।
বলাই — (কথ্য প্রয়োগ) বলদেব।
বলাক — বক। স্ত্রী. **বলাকা** — স্ত্রী বক, বকী। (রবীন্দ্রপ্রয়োগ) উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক। [ঃ হংস-'বলাকা'।]
বলাৎকার — বলপূর্বক করণ। বলপূর্বক সংগম, নারীধর্ষণ।
বলাধান — বলসঞ্চার। [সং.]
বলাধিক্য — শক্তির আতিশয্য।
বলাধ্যক্ষ — সৈন্যদলের অধ্যক্ষ, সেনাপতি।
বলানো — ক্রি. অন্যের মুখে প্রকাশ করা, কহানো। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।
বলান্বিত — বলযুক্ত, শক্তিশালী। স্ত্রী. — **বলান্বিতা**।
বলাবল — শক্তি ও দুর্বলতা, ক্ষমতা ও অক্ষমতা। [ঃ প্রতিপক্ষের 'বলাবল' বিচার করা।] [সং. বল + অবল।]
বলাবলি — বি. পরস্পর বলা, কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা।
বলাহক — মেঘ। পর্বত। [সং.]
বলি — যজ্ঞে নিবেদ্য বস্তু। দেবতার উদ্দেশে প্রাণিবধ। [ঃ নর-'বলি'।] যজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে বধ্য প্রাণী। পুরাণে বর্ণিত দৈত্যরাজ বামনরূপী বিষ্ণু যাহাকে দমন করেন। **বলিদান** — দেবতার উদ্দেশে প্রাণী-হনন। মহৎ কার্যের বা আদর্শের জন্য ত্যাগস্বীকার। [ঃ আত্ম-'বলিদান'।]
বলি, বলী — মাংসের কুঞ্চনের ফলে রেখা। অর্শের ফলে মলদ্বারের মাংস-

স্ফীতি। **বলিত** — ণ. বলিরেখাযুক্ত। [ঃ 'বলিত' দেহ, পলিত কেশ।]

বলিয়া, বলে, ব'লে — সেই কারণে, সেই হেতু। [ঃ যাই নাই 'বলিয়া'।] শীঘ্র প্রায় ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ খাইল 'বলিয়া'; আসিল 'বলিয়া'।]

বলিয়ে — যে ভালো বলিতে বা বক্তৃতা করিতে পারে, কইয়ে।

বলিষ্ঠ — বলশালী, অতিশয় বলশালী, শক্তিশালী। দৃঢ় ও সতেজ। স্ত্রী. — **বলিষ্ঠা**। বি. — **বলিষ্ঠতা**।

বলিহারি — প্রশংসা সূচক শব্দ, বাহবা, চমৎকার। **বলিহারি যাই** — মুগ্ধ হইলাম, অপূর্ব, সাবাস, বাহবা।

বলী — শক্তিশালী, বীর। [সং. বলিন্।] **বলীন্দ্র** — বীরশ্রেষ্ঠ।

বলীবর্দ — বলদ, ষাঁড়। [সং.]

বলীয়ান্, বলীয়ান — অতিশয় শক্তিশালী, শক্তিশালী। [সং. বলীয়স্।]

বলে, ব'লে — ('বলিয়া' দেখ।)

বল্কল — গাছের ছাল, বাকল। [সং.]

বল্‌গা, বল্গা — লাগাম। [সং.] **বল্‌গা হরিণ, বল্গা হরিণ** — তুষারাবৃত দেশে বরফের উপর দিয়া গাড়ি টানে এমন একরকম হরিণ।

বল্‌টু, বল্টু — স্ক্রু আঁটিবার জন্য একরকম চাকতি। [ই. bolt.]

বল্মিক, বল্মীক — উইঢিপি।

বল্য — বলকারক, শক্তিপ্রদ। [সং.]

বল্লকী — বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র। শল্লকীবৃক্ষ।

বল্লব — গোয়ালা, গোপ। পাচক। [সং.] স্ত্রী. — **বল্লবী**।

বল্লভ — প্রিয়জন, প্রণয়ী। স্বামী। প্রিয়। [সং.] স্ত্রী. — **বল্লভা**।

বল্লম — বর্শা, ভল্ল। [সং. ভল্ল।]

বল্লরি, বল্লরী — লতা। মঞ্জরি, মুকুল।

বল্লাল সেন — বঙ্গের প্রাচীন রাজা যিনি কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ণ. — **বল্লালী**।

বল্লি, বল্লী — লতা। [সং.]

বশ — অধনীতা, অধীন অবস্থা। [ঃ 'বশে' থাকা; 'বশ' মানা।] কর্তৃত্ব, প্রভাব। [ঃ দৈবের 'বশে'।] ণ. অধীন, আয়ত্ত। [ঃ মানুষ টাকার 'বশ'।] **বশংবদ** — অনুগত, বশবর্তী, অধীন। **বশত, বশতঃ** — কারণে, হেতু। [ঃ পীড়া-'বশতঃ'।] **বশবর্তী** — অধীন, প্রভাবিত, বশীভূত। [ঃ লোভের 'বশবর্তী'।] স্ত্রী. — **বশবর্তিনী**। বি. — **বশবর্তিতা**।

বশিতা — বশবর্তিতা। বশীকরণ-ক্ষমতা। শিবের অষ্টৈশ্বর্যের একটি। স্বাধীনতা।

বশিষ্ঠ — বিখ্যাত ঋষি, ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু।

বশী — বশকারী। জিতেন্দ্রিয়। স্বাধীন। [সং. বশিন্।]

বশীকরণ — মন্ত্র ঔষধ ইত্যাদির দ্বারা বশে আনয়ন। বশে আনিবার জন্য মন্ত্রতন্ত্রাদি।

বশীভবন — বি. বশীভূত হওয়া। **বশীভূত** — বশে আসিয়াছে এমন। [ঃ শত্রুকে 'বশীভূত' করা।] প্রভাবিত, চালিত। [ঃ লোভের 'বশীভূত' হইয়া।] স্ত্রী.

বশ্য — ণ. বশীভূত হয় এমন, বশ মানে এমন। বি. **বশ্যতা** — বশীভূত অবস্থা, অধীনতা। [ঃ 'বশ্যতা' স্বীকার।]

বষট্ — অগ্নিতে আহুতি দিবার মন্ত্র। **বষট্‌কার** — আহুতিদান, হোম।

বস্ — যথেষ্ট, আর না ইত্যাদি সূচক শব্দ, থাক্। [ঃ 'বস্', আজ আর না।] [ফা. বস্।]

বসত — বাসের উপযোগী, বাসের জন্য। [ঃ 'বসত'-বাটি।] **বসতবাটী, বসত-**

বাড়ি — বাস করিবার গৃহ, পৈতৃক বাসভবন।

বসতি — বাস। বহুলোকের বাসস্থান, লোকালয়। [ঃ 'বসতি' স্থাপন; ঃ 'বসতি' বিস্তার।]

বসন—বস্ত্র, কাপড়। [সং.] **বসনাঞ্চল**—কাপড়ের খুঁট, কাপড়ের আঁচল।

বসন্ত — শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী ঋতু, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস। (সংগীতে) রাগ বিশেষ। একরকম সুপরিচিত সংক্রামক রোগ, মসুরিকা। **বসন্তকাল** — ফাল্গুন-চৈত্র মাস। **বসন্তকালীন** — বসন্তকালের। **বসন্তদূত** — কোকিল। **বসন্তপঞ্চমী** — মাঘ বা ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি যাহাতে সরস্বতী পূজা হয়, শ্রীপঞ্চমী। **বসন্তসখা** — কোকিল। প্রেমের দেবতা মদন। **বসন্তোৎসব** — ফাল্গুন-চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় উৎসব, দোলযাত্রা।

বসবাস — স্থায়ী ভাবে বাস।

বসা — চর্বি, মেদ। মজ্জা। [সং.]

বসা — ক্রি. উপবেশন করা। [ঃ চেয়ারে 'বসা'।] নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত বা সংযুক্ত হওয়া। [ঃ বোতামটা এখানে 'বসবে'।] সভা মজলিস বাজার আপিস ইত্যাদির কাজ আরম্ভ হওয়া বা চলা। [ঃ সভা 'বসেছে'; ঃ বাজার 'বসেছে'।] গভীর ভাবে প্রবেশ করা বা চিহ্নিত হওয়া। [ঃ দাগ 'বসা'; ঃ 'পা' 'বসা'।] নীচু হওয়া, দাবিয়া যাওয়া। [ঃ মাটি 'বসা'; ঃ দেওয়াল 'বসা'।] জমা, জমাট হওয়া। [ঃ কফ 'বসা'; ঃ দই 'বসা'।] উন্মুখ হওয়া, উপক্রম করা। [ঃ সর্বস্বান্ত হতে 'বসেছে'।] অকস্মাৎ কিছু করা। [ঃ ব'লে 'বসা'; ঃ মেরে 'বসা'।] বিকৃত হওয়া। [ঃ গলা 'বসা'।] ণ. জমাট বাঁধিয়াছে এমন, জমাট হইয়াছে এমন। [ঃ 'বসা' দই।] ভিতরে ঢুকিয়াছে এমন। [ঃ 'বসা' চোখ।] নীচু ও থেবড়া। [ঃ 'বসা' নাক।] বি. আরম্ভ। উপবেশন। জমাট অবস্থা। **বসিয়া থাকা** — কর্মহীন বা বেকার অবস্থায় থাকা। **বসিয়া যাওয়া** — অকৃতকার্যতার ফলে বিরত হওয়া। বিকৃত হওয়া। [ঃ গলা 'বসিয়া যাওয়া'।] নীচু হওয়া, ঢুকিয়া যাওয়া। [ঃ চোখ 'বসিয়া যাওয়া'।] **গলা বসা** — সুর বিকৃত হওয়া, স্বরভঙ্গ হওয়া। **নাড়ী বসা** — মৃত্যুর পূর্বে নাড়ী নিস্তেজ হওয়া। **পথে বসা** — সর্বস্বান্ত হওয়া, নিঃস্ব হওয়া। **মন বসা** — মনোযোগ দিতে পারা, অভিনিবিষ্ট হওয়া। [ঃ পড়ায় 'মন বসে' না।] **মাথায় হাত দিয়া বসা** — অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়া। **যাইতে বসা** — ধ্বংসের বা মৃত্যুর উপক্রম করা।

বসানো — ক্রি. উপবেশন করানো। নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করানো। বসবাস করানো। আঁটা, সংযুক্ত করা। [ঃ তালি 'বসানো'।] স্থাপন করা। কাজ আরম্ভ করা বা চালানো। গভীর ভাবে প্রবিষ্ট বা চিহ্নিত করা। [ঃ দাঁত 'বসানো'; ঃ ছুরি 'বসানো'।] নীচু করা, দাবানো। [ঃ মাটি 'বসানো'।] জমানো, জমাট করা। [ঃ দই 'বসানো'।] সজোরে মারা, সজোরে আঘাত করা। [ঃ কিল 'বসানো'; ঃ কয়েক ঘা 'বসানো'।] নিরুৎসাহ করা, হতোদ্যম করা। কর্মহীন অবস্থায় রাখা। অসমর্থ করা। রোপণ করা। [ঃ চারা 'বসানো'।] খচিত করা। [ঃ পাথর 'বসানো'।] ফোড়া ইত্যাদি উঠিতে না দেওয়া। বি. উপবিষ্ট করণ। স্থাপন। সংযোগ করণ। খচিত করণ। জমাট করণ। ণ. উপবিষ্ট করা হইয়াছে

এমন। স্থাপিত। যথাস্থানে সজ্জিত। সংযুক্ত করা হইয়াছে এমন। খচিত। জমাট করা বা পাতা হইয়াছে এমন। (ফোড়া ইত্যাদি) উঠিতে দেওয়া হয় নাই এমন। বসবাস করিতে দেওয়া হইয়াছে এমন। **পথে বসানো** — সর্বস্বান্ত করা, নিরুপায় অবস্থায় ফেলা। **মন বসানো** — মনোযোগ দেওয়া, অভিনিবিষ্ট হওয়া।

বসু — গংগার অষ্টপুত্র। ধন, রত্ন। বাংগালী কায়স্থের উপাধি বিশেষ। [সং.] **বসুদেব** — শ্রীকৃষ্ণের পিতা। **বসুধা** — পৃথিবী। **বসুধারা** — মাংগলিক অনুষ্ঠানে দেওয়ালে ঘি ঢালিয়া যে পাঁচটি বা সাতটি ধারা দেওয়া হয়। **বসুন্ধরা, বসুমতী** — পৃথিবী, বসুধা।

বস্তা — বড় থলি, থলে। বড় বাণ্ডিল, গাঁট। [ফা.] **বস্তাপচা** — বস্তায় থাকার ফলে বা সময়ে পচিয়াছে এমন। **বস্তাবন্দী** — বস্তায় ভরিয়া রাখা হইয়াছে এমন।

বস্তি — শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে সারিবন্ধ কুটীর। দরিদ্রপল্লী। [সং. বসতি।]

বস্তি, বস্তী — তলপেট, নাভির নীচেকার অংশ। মূত্রাশয়। [সং.]

বস্তু — জিনিস, পদার্থ। সার। [ঃ ভিতরে 'বস্তু' নাই।] শক্তি। [ঃ শরীরে 'বস্তু' নাই।] [সং.] **বস্তুতঃ** — প্রকৃতপক্ষে, আসলে। **বস্তুতত্ত্ব** — বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান। **বস্তুতাত্ত্বিক** — বস্তুতত্ত্ব সংক্রান্ত। বস্তুতত্ত্বে পণ্ডিত। **বস্তুতন্ত্র** — বস্তুই প্রধান ও মুখ্য এই মতবাদ, materialism. **বস্তুতন্ত্রী** — যে বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাস করে। **বস্তুতন্ত্রীয়** — বস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত। **বস্তুতান্ত্রিক** — বস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত। বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসী। বি. — **বস্তুতান্ত্রিকতা**।

বস্ত্র — কাপড়। [ঃ শীত-'বস্ত্র'।] পরিধেয় কাপড়, ধুতি বা শাড়ি। [সং.] **বস্ত্রগৃহ** — তাঁবু। **বস্ত্রহরণ** — কাপড় কাড়িয়া লইয়া বা চুরি করিয়া উলংগ করণ বা উলংগ করিবার চেষ্টা। [ঃ দ্রৌপদীর বস্ত্র-'হরণ'; ঃ গোপীদের বস্ত্র-'হরণ'।] **বস্ত্রহীন** — যাহার কাপড় নাই। উলংগ। স্ত্রী. — **বস্ত্রহীনা**। বি. — **বস্ত্রহীনতা**। **বস্ত্রালয়** — কাপড়ের দোকান।

-বহ — বহনকারী অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়। [ঃ বার্তা-'বহ'।] স্ত্রী. — **-বহা**।

বহন — ভারী জিনিস বা বোঝা লইয়া গমন। [ঃ 'বহন' করা।] দুঃসহ দুঃখ শোক ইত্যাদি সহ্য করণ। ণ. **বহনীয়** — বহন করিবার যোগ্য। বহন করিতে হইবে এমন।

বহমান — প্রবাহিত হইতেছে এমন। [ঃ 'বহমান' স্রোত।] স্ত্রী. — **বহমানা**।

বহর — নৌকা জাহাজ ইত্যাদির শ্রেণী। [ঃ নৌ-'বহর'।] ওসার, প্রস্থ। [ঃ কাপড়ের 'বহর'।] প্রসার, ক্ষমতা। [ঃ বিদ্যার 'বহর'।] [আ. বহ্‌র্‌।]

বহা — ক্রি. বহন করা। [ঃ বোঝা 'বহা'।] সহ্য করা। [ঃ বেদনা 'বহা'।] **বি.** বহন। ণ. বাহিত।

বহা — ক্রি. প্রবাহিত হওয়া। [ঃ স্রোত 'বহা'; ঃ বায়ু 'বহা'।] শেষ বা অতীত হওয়া। [ঃ দিন 'বহা'; ঃ বেলা 'বহা'।] ক্ষতি হওয়া। [ঃ তাহাতে কাহার কি 'বহিল'?] বি. গতি, প্রবাহ। **ণ.** প্রবাহিত।

বহানো — ক্রি. বহিতে বা বহন করিতে বাধ্য করা। [ঃ বোঝা 'বহানো'।] **বি.** ও ণ. ঐ অর্থে।

বহানো — ক্রি. প্রবাহের সৃষ্টি করা। [ঃ ঝড় 'বহানো'।] প্রবাহিত করা। [ঃ রক্তের স্রোত 'বহানো'।] বৃথা অতিবাহিত করা। [ঃ লগ্ন 'বহানো'।] বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

বহাল — বজায়, অক্ষুণ্ণ, অপরিবর্তিত। [ঃ হুকুম 'বহাল' থাকা।] নিযুক্ত। [ঃ কাজে 'বহাল' করা।] [আ. বহাল্।] **বহালতবিয়ত** — সুস্থ সানন্দ অবস্থা। [ঃ 'বহালতবিয়তে' আছেন।]

বহি — বই, পুস্তক। খাতা। [আ. বহী।]

বহিঃ — 'বাহির' বা 'বিদেশ' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'বহিঃ'-শত্রু।] [সং. বহিস্।] **বহিঃশুল্ক** — আমদানি-রপ্তানির উপর ধার্য শুল্ক, customs duty. **বহিঃস্থ** — বাহিরে আছে এমন। বাহ্য।

বহিত্র — পইঠা, দাঁড়। নৌকা। [সং.]

বহিন — বোন, ভগিনী। [প্রা. ভইনী।]

বহিরঙ্গ — বি. বাহিরের অঙ্গ। ণ. বাহিরের, বাহ্য। অন্তরঙ্গ নহে এমন।

বহিরাগমন — বাহির হইতে আগমন। বাহিরে আগমন। ণ. **বহিরাগত** — বাহির হইতে আসিয়াছে এমন। বাহিরে আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বহিরাগতা**।

বহিরাবরণ — বাহিরের আবরণ, ঢাকা, আচ্ছাদন।

বহিরিন্দ্রিয় — চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।

বহির্গত — বাহিরে আসিয়াছে এমন। বাহিরে গিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বহির্গতা**। বি. **বহির্গমন** — বাহিরে গমন, বাহিরে যাওয়া।

বহির্জগৎ — বাহিরের জগৎ, বস্তুজগৎ। (চিন্তা বা কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট জগৎ নহে। তুঃ 'অন্তর্জগৎ'।) ণ. — **বহির্জাগতিক**।

বহির্দেশ — বাহিরের দিক বা অংশ। বিদেশ। ণ. — **বহির্দেশীয়**।

বহির্দ্বার — বাহিরের দরজা, সদর দরজা।

বহির্বাটিকা, বহির্বাটী — বাহিরের বাড়ি, সদর মহল।

বহির্বাণিজ্য — বিদেশের সহিত বাণিজ্য।

বহির্বাস — বাহিরের কাপড়, কৌপীনের উপর পরিহিত বস্ত্র।

বহির্ভাগ — বাহিরের দিক, বাহিরের অংশ।

বহির্ভূত — অন্তর্গত নহে, বাহিরে আছে এমন, বাহিরের। [ঃ আলোচনার 'বহির্ভূত'।]

বহির্মুখ — বি. বাহিরে অবস্থিত মুখ। ণ. বাহিরের দিকে মুখ করিয়া আছে এমন। বাহিরে সহজে প্রকাশ লাভ করিতে চাহে এমন। বহির্জগতের প্রতি অনুরাগ আছে এমন। স্ত্রী. — **বহির্মুখী**। [ঃ 'বহির্মুখী' চেতনা।] (তুঃ 'অন্তর্মুখী'।) **বহির্মুখিতা** — বহির্জগতের প্রতি অনুরাগ। (তুঃ 'অন্তর্মুখিতা'।)

বহিষ্করণ, বহিষ্কার — বাহির করিয়া দেওয়া, দূরীকরণ, বিতাড়ন। ণ. **বহিষ্কৃত** — বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিতাড়িত। স্ত্রী. — **বহিষ্কৃতা**।

বহু — অনেক, সংখ্যায় বা পরিমাণে বেশী। [সং.] **বহুকাল** — অনেকদিন, দীর্ঘকাল। **বহুকেলে** — অনেকদিনের, খুব পুরাতন, প্রাচীন। **বহুগ্রন্থি** — অনেক গাঁট বা গেরো আছে এমন। **বহুজ্ঞ** — যিনি অনেক দেখিয়াছেন বা অনেক জানেন, বহুদর্শী। **বহুতর** — অনেকবিধ, নানারকম। [ঃ 'বহুতর' জিনিস।] **বহুতল** — অনেক তলা বা

তল আছে এমন। [ঃ 'বহুতল' গৃহ।] **বহুতা, বহুত্ব** — অনেকত্ব, বহুর ভাব, বাহুল্য। **বহুদর্শিতা** — অনেক দেখিবার বা অনেক অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান। **বহুদর্শী** — যিনি অনেক দেখিয়াছেন, যাঁহার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। [সং. বহুদর্শিন্।] স্ত্রী. — **বহুদর্শিনী**। **বহুদূর** — অনেক দূর। খুব দূরবর্তী স্থান। **বহুদূরবর্তী** — খুব দূরে আছে এমন। স্ত্রী. — **বহুদূরবর্তিনী**। বি. — **বহুদূরবর্তিতা**। **বহুধা** — অনেক ভাগে। অনেক দিকে। অনেক ভাবে। অনেক বারে। **বহুপত্নীক** — যাহার অনেক স্ত্রী আছে এমন। বি. — **বহুপত্নীকতা**। **বহুপ্রসবিনী, বহুপ্রসূ** — অনেক সন্তানের জননী, অনেকের জন্মদাত্রী। **বহুবচন** — (ব্যাকরণে) একের বা দুইয়ের অধিক বুঝায় শব্দের এমন রূপ। **বহুবল্লভ** —বহু নারীর প্রিয় যে ব্যক্তি। স্ত্রী. **বহুবল্লভা** — বহু পুরুষ যে নারীর প্রিয়। **বহুবার** — অনেক বার, বার বার। **বহুবিৎ, বহুবিদ্** — ('বহুজ্ঞ' দেখ।) **বহুবিধ** — অনেকরকম, নানারকম। **বহুবিবাহ** — একাধিক পত্নী বা স্বামী গ্রহণ। ণ. **বহুবিবাহিত** — একাধিক বিবাহ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বহুবিবাহিতা**। **বহুবিশ্রুত** — বিখ্যাত। স্ত্রী. — **বহুবিশ্রুতা**। **বহুবিস্তীর্ণ** — অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সুবিস্তৃত। **বহুবীজ** — যাহাতে অনেক বিচি থাকে এমন। **বহুবেত্তা** — ('বহুজ্ঞ' দেখ।) **বহুব্যয়ী** — ণ. যে খুব বেশী ব্যয় করে, 'খরচে'। [সং. বহুব্যয়িন্।] বি. — **বহুব্যয়িতা**। **বহুব্রীহি** — (ব্যাকরণে) একরকম সমাস যাহাতে সমস্ত পদের অর্থ সমস্যমান পদগুলি হইতে পৃথক হয় (যেমন, পঞ্চানন)। ণ. যাহার অনেক ধান আছে। **বহুভাগ্য** — খুব সৌভাগ্য। খুব সৌভাগ্যবান্। **বহুভাষী** — যে অনেক ভাষা জানে। বাচাল। স্ত্রী. — **বহুভাষিণী**। **বহুমত** — নানারকম। **বহুমান** — প্রচুর সম্মান। **বহুমুখ** — যাহার অনেক মুখ আছে। বহু লোকের মুখ। [ঃ 'বহুমুখে' শোনা।] **বহুমুখী** — বহু বিষয়ে অনুরাগ প্রবণতা বা ক্ষমতা আছে এমন। [ঃ 'বহুমুখী' প্রতিভা।] বি. — **বহুমুখিতা**। **বহুমূত্র** — একরকম রোগ যাহাতে অধিক প্রস্রাব হয় ও প্রস্রাবের সহিত শর্করা যায়, 'ডায়াবিটিস'। **বহুমূল্য** — যাহার দাম খুব বেশী, অতীব মূল্যবান্। বি. — **বহুমূল্যতা**। **বহুরূপ** — নানারকম, বহুপ্রকার। নানা মূর্তি, বহু আকার। **বহুরূপী** — অনেক রকম রূপ ধারণ করিতে বা সাজিতে পারে এমন। ঐরূপ রূপ ধারণ করা বা সাজা যাহার পেশা। একজাতীয় গিরগিটি যাহা রং বদলায়। স্ত্রী. — **বহুরূপিণী**। **বহুল** — কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণবর্ণ। স্ত্রী. — **বহুলা**। **বহুল** — অনেক, অধিক, বেশী। [ঃ 'বহুল' পরিমাণে।] **-বহুল** — 'অনেক রহিয়াছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ জন-'বহুল' শহর।] **বহুলতা, বহুলত্ব** — আধিক্য, বাহুল্য। [ঃ জন-'বহুলতা'।] **বহুশঃ** — বহুবার। বহুভাবে। **বহুশাখ** — অনেক শাখা আছে এমন।

বহু — (প্রাচীন কবিতায়) বধূ।

বহুড়ী — (প্রাচীন কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) বালিকা বধূ। [সং. বধূটী।]

বহুত — অনেক, খুব। [হি. বহুত্।]

বহুত আচ্ছা — খুব ভালো, উত্তম, সাবাস।

বহেড়া — একরকম ফল, ত্রিফলার একটি, বয়ড়া। [প্রা. বহেড়অ; সং. বিভীতক।]

বহ্নি — আগুন, অগ্নি। [সং.] **বহ্নি-জ্বালা** — আগুনের শিখা বা তাপ। **বহ্নিমান্** — জ্বলিতেছে এমন। [ঃ চিতা 'বহ্নিমান্'।] **বহ্নিসংস্কার** — শবদাহ। পোড়াইয়া শোধন।

বহ্বাড়ম্বর — খুব আড়ম্বর, অত্যধিক ঘটা। আস্ফালন। [সং. বহু + আড়ম্বর।]

বহ্বারম্ভ — খুব ঘটা বা অনেক উদ্‌যোগ করিয়া আরম্ভ। [ঃ 'বহ্বারম্ভে' লঘু-ক্রিয়া।] [সং. বহু + আরম্ভ।]

বা — বিকল্প সূচক অব্যয়, অথবা, কিংবা। [ঃ তুমি 'বা' আমি।] সংশয় অনৌচিত্য ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ হবেও 'বা'; ঃ কেনই 'বা' বললাম।] বিস্ময় আনন্দ ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'বা! বা!' চমৎকার! ঃ 'বা' রে! আমি কি করিলাম?]

বা — (প্রাচীন কবিতায়) বাতাস। [সং. বাত।]

বাঁ — বাম, ডানের বিপরীত। [ঃ 'বাঁ' হাত।] [সং. বাম।]

বাই — বাতিক, ছিট, বায়ুরোগ। [ঃ শুচি-'বাই'।] প্রবল শখ। [ঃ ছিপ ফেলার 'বাই'।] [সং. বায়ু।]

বাই — পেশাদার নর্তকী ও গায়িকা। **বাইওয়ালী, বাইজী** — পেশাদার নর্তকী। **বাইনাচ** — পেশাদার নর্তকীর নৃত্য। ('বাঈ' দেখ।)

বাইক — বাইসিকেল, দ্বিচক্রযান। [ই. bicyle.] **বাইক করা** — বাইক চালানো, বাইকে চড়া।

বাইচ — নৌকা চালাইবার প্রতিযোগিতা। [সং. বহিত্র।]

বাইতি — বাদ্যকার, হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. বাদিত্রিন্।]

বাইন — পাঁকাল জাতীয় একরকম মাছ।

বাইবেল — খ্রীষ্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থ। [ই. Bible.]

বাইরে — বাহিরে। [ঃ ঘরে-'বাইরে'।] বাহির। [ঃ 'বাইরে' থেকে আসা; ঃ 'বাইরের' লোক।] **বাইরেকার** — ভিতরের, মধ্যেকার।

বাইল — তাল নারিকেল ইত্যাদির পাতা সমেত ডাল। কপাটের পাল্লা।

বাইশ — ২২ সংখ্যা, দ্বাবিংশতি। [সং. দ্বাবিংশতি।] **বাইশে** — মাসের ২২ তারিখ বা তারিখে।

বাইস — একরকম ধারালো ছোট কোদালের মতো অস্ত্র যাহা ছুতারমিস্ত্রীরা ব্যবহার করে। সাঁড়াসির মতো যন্ত্র যাহা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উখা ইত্যাদি ঘষা হয়। [ই. vice.]

বাইসাইকেল, বাইসিকেল — দুই চাকার একরকম গাড়ি যাহার পাদান পা দিয়া ঘুরাইয়া গাড়ি চালাইতে হয়, বাইক।

বাইসেপ — বাহুর উপরের অংশের সম্মুখ-ভাগের পেশী। [ই. biceps.]

বাঈ — রাজপুতানা মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যবহৃত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের উপাধি বিশেষ। [ঃ মীরা-'বাঈ'; ঃ জিজা-'বাঈ'।] [তু. বাজী।]

বাউটি — হাতের একরকম গহনা।

বাউণ্ডুলে — লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে।

বাউরি, বাউরী — নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর জাতি বিশেষ।

বাউল — একরকম ভগবদ্‌ভক্ত গায়ক সম্প্রদায় (ভগবৎপ্রেমে বাতুল)।

বাও — (প্রাচীন কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) বাতাস। প্রেত, অপদেবতা।

[সং. বায়ু।]

বাঁও — প্রায় চার হাত। নদী ইত্যাদির গভীরতা মাপিবার পরিমাণ বিশেষ। [সং. ব্যাম।]

বাঁওড় — যেখানে স্রোত বন্ধ হইয়াছে নদীর এমন বাঁক।

বাওয়া — যাহা হইতে বাচ্চা হয় না এমন (ডিম), মোরগ বা হংসের সংস্পর্শ ছাড়াই মুরগী বা হংসী পাড়ে এমন (ডিম)। [ঃ 'বাওয়া' ডিম।]

বাওয়া — ক্রি. বাহিয়া চলা, নৌকাদি চালানো। [ঃ তরী 'বাওয়া'।] অতিক্রম করা, চলা, পার হওয়া।

বাংলা — বঙ্গদেশ, বিহার ও আসামের মধ্যবর্তী অঞ্চল। বঙ্গদেশের ভাষা। ণ. বঙ্গভাষায় রচিত। বঙ্গীয়, বঙ্গদেশ সংক্রান্ত। [ফা. বঙ্গালহ্।]

বাংলো — বৃহৎ চার-চালা খোলামেলা ঘর। [ঃ সরকারী 'বাংলো'।] [ই. bunglow.]

বাঃ — বিস্ময় আনন্দ প্রশংসা বিদ্রূপ ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'বাঃ'! চমৎকার!]

বাক্ — বাক্য, কথা, উক্তি। [ঃ 'বাক্'-চাতুর্য।] বিদ্যা। [সং. বাচ্।] **বাক্চাতুরী, বাক্চাতুর্য** — মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় কথা বলিবার নৈপুণ্য। **বাক্পটু** — কথা বলিতে পটু, বলিবার নৈপুণ্য আছে এমন। **বাক্পটীয়সী** — বলিবার নৈপুণ্য আছে এমন (নারী)। **বাক্-যুদ্ধ, বাক্যোদ্ধা, বাক্রোধ** — ('বাগ্যুদ্ধ', 'বাগ্যোদ্ধা' ও 'বাগ্রোধ' দেখ।) **বাক্শক্তি** — কথা বলিবার ক্ষমতা। **বাক্স্ফূর্তি** — ('বাক্যস্ফূর্তি' দেখ।) **বাক্সিদ্ধ** — যাহার উক্তি সফল বা সত্যে পরিণত হয়। **স্ত্রী.** — **বাক্সিদ্ধা।**

বাঁক — বাঁকা ভাব, বক্রতা। [ঃ লাঠিতে 'বাঁক' ধরা।] যেখানে বাঁকিয়া অন্যদিকে গিয়াছে। [ঃ পথের 'বাঁক'; ঃ নদীর 'বাঁক'।] বাঁশের বাঁকা দণ্ড যাহার দুই প্রান্তে মাল ঝুলাইয়া কাঁধে করিয়া বহা হয়। [সং. বঙ্ক।] **বাঁকনল** — বাঁকা সরু নল যাহাতে ফুঁ দিয়া সেকরা সোনা ঝালে। **বাঁকমল** — একরকম পায়ের গহনা, একরকম বাঁকা মল।

বাকল — গাছের ছাল, বল্কল। [সং. বল্কল।]

বাঁকা — ণ. যাহা বাঁকিয়াছে, বক্র, বঙ্কিম। [ঃ 'বাঁকা' লাঠি।] অসরল, কুটিলতা-পূর্ণ। [ঃ 'বাঁকা' কথা।] কাত, হেলিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁকা' দেওয়াল।] আড়, টেরা। [ঃ 'বাঁকা' চোখে তাকালো।] বি. বঙ্কিম ভঙ্গী যাঁহার, শ্রীকৃষ্ণ। ক্রি. বক্র হওয়া। মোড় ফেরা। [ঃ নদী 'বাঁকিয়া' উত্তরে গিয়াছে।] অসম্মত হওয়া, বিগড়ানো। [ঃ 'বেঁকে' বসেছে।] **বাঁকাচোরা** — নানাভাবে বাঁকা, টেরা-বাঁকা।

বাঁকানো — ক্রি. বক্র করা। ণ. বক্র করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁকানো' লোহা।] বি. বক্র করণ। [ঃ বেশী 'বাঁকানো'র ফলে।] **ঘাড় বাঁকানো** — আপত্তি সূচক ভাব করা। **মুখ বাঁকানো** — বিদ্রূপ বা উপেক্ষা সূচক ভাব করা।

বাকি, বাকী — অবশিষ্ট। অনাদায়ের ফলে প্রাপ্য। অসমাপ্ত, অসম্পন্ন। [ঃ কাজ 'বাকী'।] পূর্ণ হয় নাই এমন। [ঃ সময় 'বাকী'।] [আ. বাকী।] **বাকিজায়, বাকীজায়** — অনাদায়ী খাজনাদির তালিকা।

বাক্য — কথা, বচন। (ব্যাকরণে) সম্পূর্ণ-রূপে ভাবপ্রকাশক পদসমষ্টি। প্রতি-

শ্রুতি। **বাক্যদান** — কথা দেওয়া, প্রতিশ্রুতি। **বাক্যবাগীশ** — যে বেশী কথা বলে, বাচাল। **বাক্যবাণ** — নিষ্ঠুর ও তীক্ষ্ণ উক্তি, তিরস্কার। **বাক্য-বিশারদ** — ('বাক্যবাগীশ' দেখ।) **বাক্যব্যয়** — বৃথা বাক্যালাপ। [ঃ 'বাক্যব্যয়' না করা।] **বাক্যস্ফূর্তি** — কথা বাহির হওয়ন, বাক্যের স্ফুরণ। **বাক্যলোপ** — কথা বলিবার ক্ষমতা লোপ। **বাক্যালাপ** — কথোপকথন, কথাবার্তা, আলাপ। [ঃ 'বাক্যালাপ' নাই।]

বাক্স — ছোট সিন্দুক, ঢাকনিওয়ালা চার-কোনা আধার। ডিবা। [ঃ সিগারেটের 'বাক্স'।] [ই. box.] **বাক্সবন্দী** — বাক্সে ভরিয়া রাখা হইয়াছে এমন।

বাখরখানি — বহুস্তরযুক্ত একরকম পুরু রুটি।

বাখান — (কবিতায়) ব্যাখ্যান, বিবরণ। [ঃ গুণের 'বাখান'।]

বাখানা — ক্রি. (কবিতায়) বর্ণনা করা, বিবৃত করা। [ঃ আর কত 'বাখানিব'।] প্রশংসা করা। [ঃ 'বাখানি' তোর বীরপণা।]

বাখারি — বাঁশের ফালি।

বাগ — বশ, আয়ত্তাধীন অবস্থা। [ঃ 'বাগে' আনা।] আয়ত্ত করিবার মতো সুবিধাজনক অবস্থা। [ঃ 'বাগে' পাওয়া।] [সং. বল্গা।]

বাগ — বাগান, উদ্যান। [ফা. বাগ্।]

বাগড়া — ব্যাঘাত, বাধা। [ঃ কাজে 'বাগড়া' দেওয়া।] [সং. ব্যাঘাত।]

বাগদী — নিম্নশ্রেণীর একটি হিন্দু জাতি। স্ত্রী. — **বাগদিনী**।

বাগাড়ম্বর — আস্ফালন, বাক্যের ঘটা। [সং. বাচ্ + আড়ম্বর।]

বাগান — উদ্যান, ফুল বা ফলের গাছে ভরা জমি। [ফা. বাগ্।] **বাগান-বাড়ি, বাগানবাড়ী** — আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি যাহার পাশে বা চারিদিকে বাগান থাকে।

বাগানো — ক্রি. আয়ত্তে আনা, বশ মানানো। কৌশলে আয়ত্ত বা আত্মসাৎ করা। [ঃ টাকাপয়সা 'বাগানো'।] বিন্যাস করা। [ঃ তেড়ি 'বাগানো'।] বি. ও ণ. ঐ সকল অর্থে।

বাগি — উপদংশজনিত দুষ্ট স্ফোটক।

বাগিচা — ছোট বাগান। [ফা. বাগ্চহ্।]

বাগীশ — বাক্পটু। বাগ্মী। 'পণ্ডিত' 'নিপুণ' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ তর্ক-'বাগীশ'।] [সং.]

বাগীশ্বর — ণ. বাক্পটু। বি. বৃহস্পতি। স্ত্রী. **বাগীশ্বরী** — বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী।

বাগুরা — জাল, ফাঁদ। [সং.] **বাগুরিক** — ব্যাধ, জাল লইয়া যে শিকার করে।

বাগুলা — সুপারি নারিকেল কলা ইত্যাদি গাছের সবৃন্ত পত্র, বাইল।

বাগেশ্রী — রাগিণী বিশেষ।

বাগ্জাল — কথার ফাঁদ, প্রতারণামূলক আস্ফালন। [ঃ 'বাগ্জাল' বিস্তার করা।]

বাগ্দত্ত — যাহার সহিত পরে বিবাহ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। স্ত্রী. — **বাগ্দত্তা**। বি. **বাগ্দান** — বিবাহ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি।

বাগ্দী — ('বাগদী' দেখ।)

বাগ্দেবী, বাগ্বাদিনী — সরস্বতী।

বাগ্বিতণ্ডা — তুমুল তর্কবিতর্ক।

বাগ্বিদগ্ধ — বক্তৃতায় পটু, বাগ্মী। স্ত্রী. — **বাগ্বিদগ্ধা**। বি. — **বাগ্বৈদগ্ধ্য**।

বাগ্মিতা — বলিবার বা বক্তৃতা করিবার

শক্তি। ণ. **বাগ্মী** — সুবক্তা, বাক্‌পটু। বাক্‌পটু ব্যক্তি। [সং. বাগ্মিন্‌।]

বাগ্‌যুদ্ধ — কথার লড়াই, তর্কযুদ্ধ। **বাগ্‌যোদ্ধা** — তর্কযুদ্ধে নিপুণ ব্যক্তি।

বাগ্‌রোধ — কথা বলিতে অসামর্থ্য, বাক্‌-শক্তির বিলোপ।

বাঘ — একরকম ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী, ব্যাঘ্র, শার্দূল। [সং. ব্যাঘ্র।] স্ত্রী. — **বাঘিনী, বাঘী**। **বাঘছড়ি, বাঘছাল** —বাঘের চামড়া। **বাঘনখ** — মারাঠা-বীর শিবাজীর বাঘের নখের আকারে নির্মিত বিখ্যাত অস্ত্র। **বাঘবন্দী** — একরকম খেলা। **বাঘের মাসী** — বিড়াল।

বাঘা — বাঘের মতো। [ঃ 'বাঘা' চেহারা; ঃ 'বাঘা' গলা।] অত্যন্ত টক। [ঃ 'বাঘা' তেঁতুল।]

বাঘাম্বর — পরিবার উপযোগী বাঘের চামড়া। যিনি বাঘের চামড়া পরেন, শিব, মহাদেব। [সং. ব্যাঘ্রাম্বর।]

বাঙলা — ('বাংলা' দেখ।)

বাঙাল — (নিন্দার্থে) পূর্ববঙ্গবাসী। স্ত্রী. — **বাঙালনী**।

বাঙালী — ('বাঙ্গালী' দেখ।)

বাঙালে — ('বাঙ্গালে' দেখ।)

বাঙ্গলা — ('বাংলা' দেখ।)

বাঙ্গাল — ('বাঙাল' দেখ।)

বাঙ্গালা — ('বাংলা' দেখ।)

বাঙ্গালী — বাঙ্গালাদেশের স্থায়ী অধিবাসী, বাঙ্গালা ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা। স্ত্রী. — **বাঙ্গালিনী**।

বাঙ্গালে — বাঙ্গাল সংক্রান্ত, বাঙ্গালের মতো।

বাঙ্গি, বাঙ্গী — দুই শিকাতে ভার বহিবার বাঁক। **বাঙ্গিদার, বাঙ্গীদার** যে বাঙ্গিতে মাল বহে।

বাঙ্‌নিষ্পত্তি — বাক্য উচ্চারণ।

বাঙ্‌ময় — বাক্যময়, শব্দময়, বাক্যে বা শব্দে গঠিত। স্ত্রী. — **বাঙ্‌ময়ী**।

বাচ — ('বাইচ' দেখ।)

বাচ — ('বাছ' দেখ।)

বাচক — যাহার দ্বারা বোঝায় এমন, প্রকাশক, সূচক। [ঃ জাতি 'বাচক'।]

বাচন — উক্তি, কথন। [ঃ 'বাচন'-ভঙ্গী।] ণ. **বাচনিক** — মৌখিক। কথায় প্রকাশিত। বচন সংক্রান্ত।

বাঁচন — জীবিত অবস্থা, জীবন। [ঃ মরণ-'বাঁচন'।]

বাচস্পতি — বাক্‌পটু। বিদ্বান্‌। দেব-গুরু বৃহস্পতি। পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ।

বাচা — একরকম মাছ।

বাঁচা — ক্রি. জীবিত থাকা। মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। রেহাই পাওয়া, রক্ষা পাওয়া। [ঃ 'বাঁচিয়া' যাওয়া।] খরচের পরে অবশিষ্ট থাকা, জমা। [ঃ এক পয়সাও 'বাঁচে' না।] বি. জীবিত থাকা বা অবস্থা। জীবন লাভ। [ঃ মরা-'বাঁচা' নির্ভর করে।] ণ. জীবিত। **প্রাণে বাঁচা** — কোনও রকমে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া।

বাঁচানো — ক্রি. জীবনদান করা, মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা। বিপদ হইতে রক্ষা করা। টাকাপয়সা জমানো, টাকা-পয়সা খরচ না করা। অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা। [ঃ আইন 'বাঁচানো'; ঃ সম্মান 'বাঁচানো'।] বি ও ণ. ঐ সকল অর্থে।

বাচাল — যে বেশী কথা বলে, বহুভাষী, প্রগল্‌ভ। [সং.] বি. — **বাচালতা**।

বাচিক — বাচনিক। [সং.]

বাঁচোয়া — বিপদ বা মৃত্যু হইতে রক্ষা, নিস্তার।

বাচ্চা — শাবক, পশুপাখীর ছানা। [ঃ বাঘের 'বাচ্চা'।] শিশু। [ঃ কাচ্চা-

'বাচ্চা'।] বালক। [ঃ চায়ের দোকানের 'বাচ্চা'।] ছেলে। [ঃ বাঁদীর 'বাচ্চা'।] ণ. অল্পবয়স্ক। ['বাচ্চা' ছেলে।] [সং. বৎস।]

বাচ্য — ণ. কথনীয়, বলিবার উপযুক্ত। [ঃ বাচ্যাবাচ্য' বিচার নাই।] অভিহিত করার যোগ্য, গণ্য। [ঃ পদ-'বাচ্য'।] আক্ষরিক, শব্দগত। [ঃ 'বাচ্যার্থ'।] বি. (ব্যাকরণে) কর্তার বা কর্মের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ অনুসারে বাক্যের শ্রেণী বিভাগ। [ঃ কর্তৃ-'বাচ্য'।]

বাছ — বাছাই, বাছার কাজ। [ঃ 'বাছ'-বিচার।] **বাছপড়া** — বাছিয়া লইবার পর অবশিষ্ট। **বাছবিচার** — ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত নির্ধারণ ও তদনুসারে গ্রহণ ও বর্জন।

বাছনি — নির্বাচন, বাছাই।

বাছনি — (কবিতায়) বৎস, বাছা।

বাছা — বৎস। পুত্র। সন্তান বা সন্তানস্থানীয়ের প্রতি সস্নেহ সম্বোধন। [সং. বৎস।]

বাছা — ক্রি. নির্বাচন করা, ইচ্ছামতো গ্রহণ বা বর্জন করা। [ঃ কাঁকর 'বাছা'।] ণ. ঐভাবে গৃহীত, পরিষ্কৃত। [ঃ 'বাছা' চাউল।] বি. ঐভাবে গ্রহণ বা বর্জন। **বাছা বাছা** — নির্বাচনের যোগ্য বহু, ভালো ভালো। [ঃ 'বাছা বাছা' লোক; ঃ 'বাছা বাছা' আম।] **বাছাই** — নির্বাচন, বাছিবার কাজ। ণ. নির্বাচিত, বাছা হইয়াছে এমন। পছন্দসই। সেরা। **বাছাই-করা** — নির্বাচিত।

বাছানো — ক্রি. অন্যের দ্বারা বাছা। ণ. অন্যের দ্বারা বাছাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।

বাছুর—বাচ্চা গোরু, গোশাবক, গোবৎস। [সং. বৎসরূপ।]

বাজ — অশনি, বজ্র। [সং. বজ্র।]

বাজ — একরকম শিকারী পাখী। [ফা.]

-বাজ — (নিন্দায়) 'করিতে পটু' বা 'অভ্যস্ত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ধাপ্পা-'বাজ'; ঃ গল্প-'বাজ'।] [ফা.] বি. — **-বাজি**।

বাজখাঁই — গম্ভীর ও উঁচু (গলা)। (গায়ক বাজখাঁর বা বাজবাহাদুরের তুল্য।)

বাজন — বি. বাদ্য, বাজনা। ণ. বাজে এমন। [সং. বাদন।] **বাজনদার** — পেশাদারী বাজিয়ে।

বাজনা — বাজাইবার শব্দ। বাজাইবার যন্ত্র। [সং. বাদন।]

বাজপাই — ('বাজপেয়ী' দেখ।)

বাজপেয় — একরকম বৈদিক যজ্ঞ। **বাজপেয়ী** — যে বাজপেয় যজ্ঞ করে। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, বাজপাই।

বাজরা — একরকম শস্য। [হি.]

বাজা — ক্রি. আঘাত লাগা। [ঃ পায়ে 'বাজা'।] কর্কশ বা কটু লাগা। [ঃ কানে 'বাজা'।] আঘাত বা ফুঁ দেওয়ার ফলে শব্দ হওয়া। [ঃ ঢাক 'বাজা'; ঃ বাঁশী 'বাজা'।] সশব্দে ঘড়িতে সময় ঘোষিত হওয়া। সময় সূচিত হওয়া। [ঃ তিনটা 'বাজে'।]

বাঁজা — যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বন্ধ্যা। [ঃ 'বাঁজা' মেয়ে।] [সং. বন্ধ্যা।]

বাজানো — ক্রি. বাদ্য করা, আঘাত ইত্যাদি দিয়া শব্দ করা। ঠুকিয়া শব্দের দ্বারা পরীক্ষা করা। [ঃ টাকা 'বাজানো'।] পরীক্ষা করা। [ঃ 'বাজিয়ে' নেওয়া।]

বাজার — সারিবন্ধ দোকানপাট, কেনা-বেচার জায়গা। বাজারে গিয়া ক্রয়। [ঃ 'বাজার' করা।] ণ. বাজারে প্রচলিত। [ঃ 'বাজার' দর।] [ফা. বাজার্।] **বাজার খরচ** — তরিতরকারি তেল

মসলা ইত্যাদি কেনার জন্য দৈনিক খরচ। **বাজার গরম** — বাজারে জোর ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে কর্মচাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। **বাজার চড়া** — বাজারে জিনিসের দাম বাড়া। **বাজার বসা** — বাজারে কেনা--বেচা শুরু হওয়া। ণ. **বাজারে** — বাজারের উপযুক্ত। বাজার সংক্রান্ত। **বাজারে মেয়ে** — বেশ্যা, গণিকা।

বাজি, বাজী — ইন্দ্রজাল, ভেলকি, ম্যাজিক। আতশবাজি। [ঃ 'বাজি' পোড়ানো।] জুয়া খেলায় পণ। [ঃ 'বাজি' ধ'রে খেলা।] খেলার দফা। [ঃ এক 'বাজি' খেলা।] **বাজিকর** — ঐন্দ্রজালিক, যে ভেলকি দেখায়, জাদুকর। **বাজিমাত** — দাবা ইত্যাদি খেলায় জয়লাভ। বিপক্ষের সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে সাফল্য।

-বাজি — (-'বাজ' দেখ।)

বাজিয়ে — বি. নিপুণ বাদক। [ঃ ভালো 'বাজিয়ে'।] ণ. বাজনায় নিপুণ। [ঃ গাইয়ে-'বাজিয়ে' লোক।]

বাজী — ঘোড়া, অশ্ব। [সং.] স্ত্রী. — **বাজিনী**। **বাজীকরণ** — রতিশক্তি বর্ধন ও সেজন্য ঔষধাদি।

বাজু — খাটের বা চৌকাঠের পাশের দিকের কাঠ। তাগাজাতীয় একরকম গহনা। **বাজুবন্ধ** — বাহুর একরকম অলংকার।

বাজে — বৃথা, অনর্থক, অর্থহীন। [ঃ 'বাজে' কথা; ঃ 'বাজে' বকা।] তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, মূল্যহীন, ওঁচা। [ঃ 'বাজে' মাল।] অসার, অকর্মণ্য। [ঃ 'বাজে' লোক।] অতিরিক্ত, ফালতু। [ঃ 'বাজে' খরচ।] [আ. বাজ্।] **বাজে-মার্কা** — নিকৃষ্ট।

বাজেয়াপ্ত — যাহাতে অধিকারী বা মালিকের স্বত্বলোপ হইয়াছে এমন, শাস্তি হিসাবে বিনামূল্যে গৃহীত। [ঃ সম্পত্তি 'বাজেয়াপ্ত' হওয়া।] [ফা. বাজ্ + য়াফ্ত্।]

বাঞ্ছন — বাঞ্ছা, ইচ্ছা। ণ. **বাঞ্ছনীয়** — কামনার যোগ্য, অভিপ্রেত। স্ত্রী. — **বাঞ্ছনীয়া**।

বাঞ্ছা — ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ। **বাঞ্ছা-কল্পতরু** — যিনি সকল বাঞ্ছা সফল করেন, ভগবান। পরম দয়ালু ও দানশীল ব্যক্তি। ণ. **বাঞ্ছিত** — যাহা চাওয়া বা কামনা করা হইয়াছে। স্ত্রী. — **বাঞ্ছিতা**।

বাট — (প্রায় কবিতায়) পথ, রাস্তা। [সং. বর্ত্ম।]

বাট — সোনারূপা ইত্যাদির তাল, bullion.

বাঁট — হাতল। [ঃ কোদালের 'বাঁট'; ঃ ছুরির 'বাঁট'।] [সং. বণ্ট।]

বাঁট — (গোরু ইত্যাদির) স্তনের বোঁটা। [সং. বাণ।]

বাঁট — বণ্টন। বাঁটিবার পালা। [সং. বণ্টন।]

বাটখারা — নির্দিষ্ট ওজনের লোহা ইত্যাদির খণ্ড যাহা দিয়া জিনিস ওজন করা হয়। [হি. বট্খারা।]

বাটনা — বাটা বা বাটিবার উপযুক্ত মসলা। [ঃ 'বাটনা' বাটা; ঃ তরকারিতে 'বাটনা' দেওয়া।]

বাটপাড় — পথে যে ডাকাতি করে। ডাকাত। প্রতারক। **বাটপাড়ি** — বাটপাড়ের কাজ। ভয়ংকর প্রতারণা।

বাটা — ক্রি. জল ইত্যাদি সহযোগে পেষণ করা। [ঃ মসলা 'বাটা'।] **ণ. জল** ইত্যাদি সহযোগে পিষ্ট। [ঃ 'বাটা' মসলা।] বি. জল ইত্যাদি সহযোগে পেষণ।

বাটা — বড় বাটি বা থালার মতো পাত্র। [ঃ পানের 'বাটা'।]
বাটা — একরকম মাছ।
বাটা — ('বাট্টা' দেখ।)
বাঁটা — ক্রি. বণ্টন করা। ণ. বণ্টন করা হইয়াছে এমন। বি. বণ্টন।
বাটানো — ক্রি. অপরের দ্বারা বাটা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।
বাঁটানো — ক্রি. অপরের দ্বারা বাঁটা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।
বাটালি — ছুতারের একরকম অস্ত্র।
বাটি — উঁচু ধারওয়ালা ছোট পাত্র। পেয়ালা। **বাটি চালা** — অপরাধী নিরূপণের জন্য মন্ত্রবলে বাটিকে গতিযুক্ত করা।
বাটিকা, বাটী — বাড়ি, ছোট বাড়ি। [ঃ উদ্যান-'বাটিকা'।] [সং.]
বাটুল, বাঁটুল — বর্তুল, গোলাকার জিনিস, গুলী। [সং. বর্তুল।]
বাটোয়ারা, বাঁটোয়ারা — বণ্টন। [ঃ ভাগ-'বাঁটোয়ারা'।] [হি. বঁট্‌বা.না।]
বাট্টা — নির্দিষ্ট মূল্য হইতে যাহা বাদ যায়, টাকা নোট ইত্যাদি ভাঙাইবার সময়ে দেয় বাদ, discount. [সং. বর্তা।]
বাড় — বৃদ্ধি। [ঃ শরীরের 'বাড়'; ঃ গাছের 'বাড়'।] দুরন্তপনা দাম্ভিকতা ইত্যাদির বৃদ্ধি। [ঃ বড়ো 'বাড়' বেড়েছে।] নৌকাদির প্রান্ত ভাগ। **বাড়-বাড়ন্ত** — শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি।
বাড়ই — ছুতার। যে ঘরের চাল ছায়। [সং. বর্ধকি।]
বাড়তি — বি. বৃদ্ধি, আধিক্য। [ঃ 'বাড়তির' সময়।] ণ. অতিরিক্ত, যাহা বেশী হইয়াছে। [ঃ 'বাড়তি' পয়সা।]
বাড়ন — সম্মার্জনী, ঝাঁটা। [সং. বর্ধনী।]
বাড়ন্ত — বাড়িতেছে এমন। বাড়িবার পক্ষে উপযুক্ত। [ঃ 'বাড়ন্ত' বয়স।] ফুরাইয়াছে এমন। [ঃ ঘরে চাল 'বাড়ন্ত'।]
বাড়ব — বড়বা সংক্রান্ত। [ঃ 'বাড়ব' অনল।] বাড়বানল, সমুদ্রজাত অগ্নি।
বাড়বা, বাড়বাগ্নি, বাড়বানল — সমুদ্র-জাত অগ্নি।
বাড়া — ক্রি. বৃদ্ধি পাওয়া, বড় হওয়া। [ঃ গাছটি 'বেড়েছে'।] আহারের জন্য সাজানো। [ঃ ভাত 'বাড়া'।] ছাঁটা, কাটা। [ঃ পেনসিল 'বাড়া'।] ণ. আহারের জন্য সাজানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাড়া' ভাত।] কাটা বা ছাটা হইয়াছে এমন। [ঃ [ঃ 'বাড়া' পেনসিল।] **আগে বাড়া** — অগ্রসর হওয়া।
বাড়ানো — ক্রি. বড় করা। [ঃ টানিয়া 'বাড়ানো'।] প্রসারিত করা, আগানো। [ঃ হাত 'বাড়ানো'; ঃ পা 'বাড়ানো'।] ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।
বাড়াবাড়ি — প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু কাজ, মাত্রাধিক্য, আতিশয্য, সামান্য ব্যাপার লইয়া গোলযোগ ইত্যাদি। [ঃ 'বাড়াবাড়ি' করা।]
বাড়ি — আঘাত। [ঃ লাঠির 'বাড়ি'।] লাঠি, দণ্ড।
বাড়ি, বাড়ী — গৃহ। বাসগৃহ। [সং. বাটী।] **বাড়িউলী, বাড়ীউলী** — ভাড়াটে বাড়ির স্ত্রী মালিক। **বাড়ি-ওয়ালা, বাড়ীওয়ালা** — ভাড়াটে বাড়ির মালিক। স্ত্রী. — **বাড়িওয়ালী, বাড়ীওয়ালী**।
বাণ — শর, তীর। তান্ত্রিক মারণমন্ত্র-বিশেষ। [সং.] **বাণলিঙ্গ** — নর্মদানদীজাত শিবলিঙ্গ।
বাণিজ্য — বণিকের কাজ, ব্যবসায়।

[সং.] **বাণিজ্যপোত** — ব্যবসায়ের মালপত্রে ভরা জাহাজ। **বাণিজ্যদূত** — রাষ্ট্রের বাণিজ্যগত স্বার্থ রক্ষায় নিযুক্ত দূত। ণ. **বাণিজ্যিক** — বাণিজ্য সংক্রান্ত, বাণিজ্যগত।

বাণী — কথা, উক্তি। জ্ঞানগর্ভ উক্তি। সরস্বতী। [সং.] **বাণীচিত্র** — সবাক্ চিত্র, 'টকী'।

বাণ্ডিল — পুলিন্দা, কাগজপত্রের তাড়া। [ঃ এক 'বাণ্ডিল' 'নোট'।] [ই. bundle.]

বাত — বায়ু, বাতাস। একরকম রোগ। (আয়ুর্বেদ অনুসারে) দেহের একটি মূল উপাদান। [ঃ 'বাত' পিত্ত কফ।] **বাতকর্ম্ম** — মলদ্বার দিয়া উদরস্থ বায়ুর নিঃসারণ, অপানবায়ু ত্যাগ। **বাতব্যাধি** — বাত রোগ। **বাতরক্ত** — একরকম রোগ যাহাতে বাতের ফলে রক্ত দূষিত হয়।

বাত — (ব্যঙ্গে) কথা। [হি.] সংবাদ। [সং. বার্তা।] **বাতচিত** — কথাবার্তা।

বাতলানো — ক্রি. নির্দেশ করা, বুঝাইয়া দেওয়া। [ঃ পথ 'বাতলানো'।] ণ. নির্দেশ করা হইয়াছে এমন। বি. নির্দেশ, পরামর্শদান।

বাতা — পাতলা চওড়া বাখারি।

বাতান্বিত — বায়ুপূর্ণ, aerated.

বাতাপি — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাক্ষস অগস্ত্য ঋষি যাহাকে বধ করেন। প্রাচীন চালুক্যগণের রাজধানী, বাদামি। ('বাতাবি' দেখ।)

বাতাবরণ — আবহাওয়া, পরিবেশ।

বাতাবর্ত্ত — বায়ুর আবর্ত, ঘূর্ণিবায়ু।

বাতাবি — একরকম বড় প্রায় ফুটবলের আকারের লেবু।

বাতায়ন — বাতাস আসিবার পথ, জানালা।

বাতাস — হাওয়া, বায়ু। **বাতাস করা** — পাখা দুলাইয়া বায়ু সঞ্চালিত করা।

বাতাসা — চিনি বা গুড়ের তৈয়ারী ফাঁপা একরকম মিষ্টদ্রব্য।

বাতাহত — বায়ুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, ঝড়ে ভগ্ন বা বিধ্বস্ত। [ঃ 'বাতাহত' বনস্পতি।] স্ত্রী. — **বাতাহতা**।

বাতি — দীপ, প্রদীপ। [ঃ সাঁঝের 'বাতি'।] সলতে ও মোম দিয়া তৈয়ারী জ্বালিবার উপযোগী একরকম লম্বা জিনিস। গাছের সরু গুঁড়ি যাহাতে খুঁটি ইত্যাদি হয়। [ঃ শালের 'বাতি'।] [সং. বর্তি।] **বাতিদান** — বাতি রাখিবার উপযোগী দণ্ড, পিলসুজ।

বাতিক — বায়ুরোগ। বাই, পাগলামি, ছিট। প্রবল শখ।

বাতিল — পরিত্যক্ত, অগ্রাহ্য। নাকচ, রহিত। [আ. বাতীল।]

বাতুল — বায়ুরোগগ্রস্ত, পাগল, উন্মাদ। [সং.] বি. — **বাতুলতা**।

বাত্যা — ঝড়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ। **বাত্যা-পীড়িত** — ঝড়ে বিধ্বস্ত, ঝটিকাহত।

বাৎসরিক — বৎসর সংক্রান্ত। বৎসরে বা বৎসরান্তে হয় এমন। **বাৎসরিকী** — বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বাৎসল্য — বৎস বা সন্তানের উপর যেরূপ ভাব হয় তাহা, স্নেহ।

বাৎস্যায়ন — বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি যিনি 'কামসূত্র' প্রণয়ন করেন।

বাথান — গোচারণভূমি, গোষ্ঠ, গোয়াল। [সং. বাসস্থান।] **বাথানিয়া, বাথানে** — সঙ্গমলিপ্সু (গাভী)।

বাথুয়া, বেথো — একরকম শাক। [সং. বাস্তুক।]

বাদ — উক্তি, কথন। [ঃ ধন্য-'বাদ'; ঃ সাধু-'বাদ'।] তর্ক। [ঃ 'বাদ'-প্রতিবাদ।] বিবাদ [ঃ জলে বাস

ক'রে কুমীরের সঙ্গে 'বাদ'।] 'মত' বা 'তত্ত্ব' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পুঁজি-'বাদ'; ঃ মার্ক্‌স্‌-'বাদ'।] [সং.]

বাদ — ছাড়, ত্যাগ, বর্জন। [ঃ 'বাদ' দেওয়া; ঃ 'বাদ' পড়া।] [আ.] **বাদ-বাকী** — অবশিষ্ট। **বাদসাদ** — কিছু পরিমাণে বাদ, ছাড়ছোড়। **বাদে** — বাদ দিয়া, ছাড়া, ব্যতীত। [ঃ আমি 'বাদে' তিন জন।]

বাদ — ('বাধ' দেখ।)

বাদক — যে বাজায়, বাদ্যকর। [সং.]

বাদন — বাজানো, বাদ্যকরণ। [সং.]

বাদর — (প্রাচীন কবিতায়) বাদল।

বাঁদর — বানর। স্ত্রী. — **বাঁদরী**।

বাদরায়ণ — বেদান্তসূত্র-রচয়িতা প্রাচীন ঋষি, ব্যাসদেব।

বাদল, বাদলা — বর্ষা। ঝড়বৃষ্টি ও মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা। [সং. বার্দল।]

বাদলা — জরির সুতা। [ঃ 'বাদলার' কাজ।] [হি. পাতলা।]

বাদলে — ('বাদুলে' দেখ।)

বাদশা — ('বাদশাহ্' দেখ।)

বাদশাজাদা — বাদশাহের পুত্র। স্ত্রী. **বাদশাজাদী** — সম্রাটকন্যা, বাদশাহের মেয়ে।

বাদশাহ্ — মুসলমান সম্রাট। [ফা.] **বাদশাহি** — মুসলমান সম্রাটের পদ বা কাজ। [ঃ 'বাদশাহি' করা।] ণ. **বাদশাহী** — বাদশাহ্ সংক্রান্ত। বাদশাহ্-শাসিত। [ঃ 'বাদশাহী' আমল।] বাদশাহের মতো। [ঃ 'বাদশাহী' মেজাজ।] **বাদশাহ্জাদা, বাদশাহ্জাদী** — (যথাক্রমে 'বাদশাজাদা' ও 'বাদশাজাদী' দেখ।)

বাদা — বিস্তীর্ণ জলাভূমি। [আ. বাদিয়্।]

বাদাড় — জঙ্গল। [ঃ বনে-'বাদাড়ে'।]

বাদানুবাদ — তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ।

বাদাম — সুপরিচিত ফল ও তাহার গাছ (বৃক্ষজাতীয় ও লতাজাতীয়)। [ফা.] **কাগজী বাদাম, কাজু বাদাম** — বৃক্ষ-জাতীয় গাছে হয় এমন সুস্বাদু বাদাম। **চীনা বাদাম** — ছোট একরকম কলাই যাহা লতাজাতীয় গাছে মাটির নিচে হয়। **বাদামী** — বাদামের খোসার মতো (রং)। বাদামের আকারের।

বাদাম — নৌকার পাল। [ফা. বাদ্‌বান্।]

বাদিত — যাহা বাজানো হইয়াছে, ধ্বনিত, শব্দিত। [সং.]

বাদিত্র — বাদ্যযন্ত্র, বাজনা। [সং.]

বাঁদিপোতা — একরকম ডোরাকাটা চৌখুপী রঙিন কাপড় যাহা লেপের খোল ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

বাদী — যে বলে, বক্তা। [ঃ সত্য-'বাদী'।] যে অভিযোগ করে, ফরিয়াদী। রাগ-রাগিণীর প্রধান সুর। কোনও মতে বা তত্ত্বে বিশ্বাসী এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মার্ক্‌স্‌-'বাদী'।] [সং. বাদিন্।] স্ত্রী. — **বাদিনী**। বি. — **বাদিতা**।

বাঁদী — ক্রীতদাসী। পরিচারিকা। [ঃ নবাবের 'বাঁদী'।] [ফা. বান্দী।]

বাদুড় — বড় চামচিকার তুল্য একরকম স্তন্যপায়ী প্রাণী (উড়িতে পারে, কিন্তু পাখী নহে)। [সং. বাতুলি।]

বাঁদুরে — বাঁদরের মতো।

বাদুলে — বর্ষা সংক্রান্ত। বর্ষাকালে জাত। [ঃ 'বাদুলে' পোকা।]

বাদ্য — বাজনার শব্দ। বাজনার যন্ত্র। [সং.] **বাদ্যকর** — যে বাজায়, বাজিয়ে, বাদনকারী। স্ত্রী. — **বাদ্যকরী**। **বাদ্য-ভাণ্ড** — নানারূপ বাদ্য।

বাধ — বাধা, প্রতিকূল আচরণ, অন্তরায়।

[সং.]

বাঁধ — জল আটকাইবার জন্য উঁচু আল বা স্তূপীকৃত মাটির প্রাচীর। [সং. বন্ধ।]

বাধক — রোধক। যে বাধ্য করে। [ঃ বাধ্য-'বাধক'।] একরকম স্ত্রীরোগ। **বাধকতা** — বশকারিতা, বাধ্যকরণের ভাব। [ঃ বাধ্য-'বাধকতা'।]

বাঁধন — বন্ধন, যাহা দিয়া বাঁধা যায় বা বাঁধা হইয়াছে। [ঃ স্নেহের 'বাঁধন'।] [সং. বন্ধন।] **বাঁধনহারা** — বন্ধন-হীন, মুক্ত। উদ্দাম।

বাঁধনি — বন্ধন। দৃঢ় সংবন্ধ ভাব। [ঃ কথার 'বাঁধনি'।]

বাধবাধ — ('বাধোবাধো' দেখ।)

বাধা — প্রতিকূল অবস্থা, অন্তরায়, প্রতি-বন্ধক, ব্যাঘাত। অশুভ সূচনা, অশুভ লক্ষণ। [ঃ 'বাধা' পড়া।] [সং.] **বাধাবন্ধ** — অন্তরায় ও বন্ধন। **বাধা-বন্ধহীন** — মুক্ত, স্বাধীন।

বাধা — ক্রি. বদ্ধ হওয়া, আটকানো। [ঃ গলায় কাঁটা 'বাধা'।] সংকোচ বোধ হওয়া। [ঃ বলতে 'বাধছে'।] দুরূহ বোধ হওয়া, বুঝিতে কষ্ট হওয়া, ঠেকা। [ঃ অংকটা 'বাধছে' কোথায়?] বিরোধ সংঘর্ষ ইত্যাদি আরম্ভ হওয়া। [ঃ যুদ্ধ 'বাধা'; ঃ ঝগড়া 'বাধা'।]

বাঁধা — বন্ধক, ঋণদাতার নিকট গচ্ছিত। [ঃ 'বাঁধা' রাখা।] [সং. বন্ধ।]

বাঁধা — ক্রি. বন্ধন করা, বদ্ধ করা। [ঃ দড়ি দিয়া 'বাঁধা'।] নির্মাণ করা। [ঃ বাঁধ 'বাঁধা'।] নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। [ঃ নিয়ম 'বাঁধা'; ঃ পথ 'বাঁধা'।] রোধ করা, থামানো। [ঃ গাড়ি 'বাঁধা'।] দলবদ্ধ বা সংহত হওয়া। [ঃ দল 'বাঁধা'।] কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। [জমাট 'বাঁধা'।] দৃঢ় বা কঠিন করা। [ঃ বুক 'বাঁধা'।] বই সেলাই করিয়া শক্ত মলাট দেওয়া। [ঃ বই 'বাঁধা'।] রচনা করা। [ঃ গান 'বাঁধা'।] ণ. বাঁধা হইয়াছে এমন, বদ্ধ। নির্দিষ্ট। [ঃ 'বাঁধা' পথ; ঃ 'বাঁধা' মাইনে।] স্থায়ী সম্পর্কযুক্ত। [ঃ 'বাঁধা' ধোপা।] একস্থানে স্থির, অচঞ্চল। [ঃ লক্ষ্মী 'বাঁধা' আছেন।] বি. বদ্ধ করণ। নির্দিষ্ট করণ। নির্দিষ্ট অবস্থা। [ঃ ধরা-'বাঁধার' মধ্যে।] **কোমর বাঁধা** — কোনও কঠিন কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া। **খোঁপা বাঁধা** — খোঁপা করা। **চুল বাঁধা** — কেশবিন্যাস করা। **দানা বাঁধা** — দানায় পরিণত হওয়া। **বুক বাঁধা** — সাহস ও ধৈর্য অবলম্বন করা। **বাঁধাকপি** — একরকম সবজি যাহার পাতাগুলি পরস্পর বদ্ধ হওয়ায় দেখিতে বলের মতো গোলাকার হয়। **বাঁধাছাঁদা** — বাঁধা ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য কাজ। [ঃ 'বাঁধাছাঁদা' শেষ।] **বাঁধাধরা** — নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয়। [ঃ 'বাঁধাধরা' নিয়ম।] **বাঁধাবাঁধি** — ধরাবাঁধা নিয়ম, নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন।

বাঁধাই — বই বাঁধিবার কাজ। বই বাঁধিবার পারিশ্রমিক বা খরচ। বাঁধিবার কাজ। বাঁধিবার মজুরি।

বাঁধানো — ক্রি. অপরকে দিয়া বাঁধা। শক্ত করিয়া নির্মাণ করা। পাকা করা। [ঃ ঘাট 'বাঁধানো'।] কৃত্রিম দাঁত লাগানো। [ঃ দাঁত 'বাঁধানো'।] ফ্রেম ইত্যাদি দিয়া শক্ত করা। [ঃ ছবি 'বাঁধানো'।] সেলাই করিয়া ও মলাট দিয়া শক্ত করা। [ঃ বই 'বাঁধানো'।] ণ. শক্ত করিয়া নির্মিত। পাকা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁধানো' সিঁড়ি।] কৃত্রিম ভাবে লাগানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁধানো' দাঁত।] সেলাই করা ও মলাট দিয়া শক্ত করা হইয়াছে

এমন। [ঃ 'বাঁধানো' বই।] ফ্রেম ইত্যাদি দিয়া শক্ত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁধানো' ছবি।] বি. ঐ সকল অর্থে।

বাধিত — কৃতজ্ঞতার জন্য বাধ্য ও বশীভূত। [ঃ 'বাধিত' হইলাম।] স্ত্রী. — **বাধিতা**।

বাঁধুনি — ('বাঁধনি' দেখ।)

বাঁধুলি — একরকম গাছ ও তাহার লাল ফুল, বান্ধুলি। [সং. বন্ধুলি।]

বাধোবাধো — বি. সঙ্কোচজনক অবস্থা, কুণ্ঠিত ভাব। [ঃ 'বাধোবাধো' ঠেকা।] ণ. বাধিবার উপক্রম হইয়াছে এমন। [ঃ যুদ্ধ 'বাধোবাধো'।]

বাধ্য — বশীভূত, অনুগত। [ঃ 'বাধ্য' থাকা।] অবশ্যই হইবে বা করিতে হইবে, যাহার অন্যথা নাই। [ঃ ঘটিতে 'বাধ্য'; ঃ করিতে 'বাধ্য'।] **বাধ্যতা** — বশ্যতা, বশীভূত অবস্থা, আনুগত্য। আবশ্যিক ভাব। **বাধ্যতামূলক** — আবশ্যিক, যাহা করিতেই হইবে। **বাধ্যবাধকতা** — একে অন্যের নিকট বাধ্য রহিয়াছে এইরূপ সম্পর্ক, আনুগত্যের সম্পর্ক। আবশ্যিকতা।

বান — বন্যা, জলপ্লাবন। [সং.] **বান ডাকা** — সশব্দে বন্যা আসা। প্রবল-ভাবে আসা। [ঃ যৌবনের 'বান' ডেকেছে।]

-বান্‌ — 'অধিকারী' বা 'ইহার আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় [ঃ রূপ-'বান্‌'।] [সং. -বৎ।] স্ত্রী. — **-বতী**।

বানচাল — যাহার তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ নৌকা 'বানচাল' হওয়া।] পণ্ড, ব্যর্থ, ভেস্তাইয়া গিয়াছে এমন।

বানপ্রস্থ — প্রাচীন আর্যদের পালনীয় তৃতীয় আশ্রম যাহাতে প্রৌঢ়রা গৃহত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস করিতেন।

বানর — বাঁদর, কপি। স্ত্রী. — **বানরী**।

বানান — শব্দের বিভিন্ন বর্ণের সন্নিবেশ বা বিশ্লেষণ। [ঃ 'বানান'-ভুল; ঃ 'বানান' করা।] [সং. বর্ণন।]

বানানো — ক্রি. তৈয়ার করা। ফাঁদা, রচনা করা। সাদৃশ্যে পরিণত করা, কোনও কিছুর মতো করা। [ঃ 'বোকা' বানানো।] ণ. তৈয়ারী, নির্মিত। রচিত, কল্পিত। বি. ঐ সকল অর্থে।

বানি — গহনা ইত্যাদি তৈয়ার করিবার মজুরি। [হি. বানাই।]

বান্দা — ক্রীতদাস, গোলাম। [ফা. বন্দাহ্‌।] স্ত্রী. — **বান্দী, বাঁদী**।

বান্ধব — বন্ধু, স্বজন। স্ত্রী. — **বান্ধবী**।

বান্ধা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায় ও পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত) বাঁধা।

বান্ধুলি, বান্ধুলী — ('বাঁধুলি' দেখ।)

বাপ — বাবা, পিতা। পুত্রস্থানীয়ের প্রতি সম্বোধন। ভয় বিস্ময় ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'বাপ' রে 'বাপ'!] [সং. বপ্র।] **বাপ-ঠাকুরদাদা, বাপ-দাদা** — পিতৃপুরুষগণ। **বাপ তোলা** — পিতার নিন্দা করিয়া গালি দেওয়া। **বাপধন** — বৎস, বাছা। বাপু।

বাপান্ত — বাপ সম্পর্কে গালি উচ্চারণ। [ঃ 'বাপান্ত' করা।]

বাপি — (আদরে) বাবা।

বাপি, বাপী — পুষ্করিণী, পুকুর। [সং.]

বাপু — বাবা, পিতা। (উপেক্ষায়) বাছা, বৎস। [ঃ বলি হে "বাপু"!] **বাপু-বাছা করা** — সস্নেহ সম্ভাষণ করা।

বাফতা — রেশম ও কার্পাসের মিশ্রণে প্রস্তুত একরকম কাপড়। [ফা. বাফ্‌তা।]

বাবত, বাবদ — জন্য, দরুন, কারণে। দফা। [আ. বাবত্‌।]

বাবরি, বাবরী — (বাবর বা সিংহের মতো) কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা ও কোঁকড়া চুল। [ঃ 'বাবরি' রাখা।] [ফা. ববর্ = সিংহ।]

বাবলা — একরকম কাঁটাওয়ালা গাছ যাহা হইতে আঠা বাহির হয়। [সং. বর্বুর।]

বাবা — বাপ, পিতা। পিতাকে বা পিতৃ-স্থানীয়কে সম্বোধন। পুত্রকে বা পুত্র-স্থানীয়কে সম্বোধন। দেবতা সন্ন্যাসী ইত্যাদির উপাধি। [ঃ সাধু-'বাবা'; ঃ 'বাবা' তারকেশ্বর।] ভয় বিস্ময় কষ্ট ইত্যাদি সূচক শব্দ। [তু. বাবা।] **বাবাজী** — সাধু, সন্ন্যাসী। বৈরাগী, বৈষ্ণব সাধু। পুত্রস্থানীয়ের প্রতি স্নেহ-সম্বোধন। [ঃ জামাতা 'বাবাজী'।] **বাবাজীবন** — পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের প্রতি সম্বোধন।

বাবু — বি. বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোকের সম্মানসূচক আখ্যা। (সাধারণতঃ নামের শেষে যুক্ত হয়।) ভদ্র পরিবারের কর্তা বা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। [ঃ 'বাবু' বাড়ি নেই; ঃ ছোট 'বাবু'।] ণ. শৌখীন, বিলাসী। [ঃ লোকটি খুব 'বাবু'।] **বাবুগিরি** — বাবুর মতো চালচলন, বিলাসিতা, বড়মানুষী চাল। **বাবুজী** — (সসম্মানে) বাবু। **বাবু-য়ানা, বাবুয়ানি** — ('বাবুগিরি' দেখ।)

বাবুই — একরকম পাখী যাহারা সুন্দর বাসা তৈয়ার করে। **বাবুই তুলসী** — তুলসীর একটি জাত।

বাবুর্চি, বাবুর্চী — বিলাতী বা মুসল-মানী কায়দায় রাঁধিবার জন্য নিযুক্ত পাচক। **বাবুর্চীখানা** — বাবুর্চীর রান্নাঘর।

বাম — ণ. বাঁ, দক্ষিণ বা ডান নহে এমন। [ঃ 'বাম' দিক্।] প্রতিকূল, বিমুখ। [ঃ বিধি 'বাম'।] সুন্দর [ঃ 'বামোরু'।] বি. শিব, বামদেব। [ঃ পতি মোর 'বাম'।] [সং.] **বামদেব** — শিব। জনৈক প্রাচীন ঋষি, বশিষ্ঠ-পুত্র। **বামপন্থিতা** — বামপন্থীর ন্যায় কাজ। বামপন্থীদের মতে বা আদর্শে বিশ্বাস। **বামপন্থী** — প্রগতিশীল। (ফরাসী বিপ্লবের কালে প্রগতিশীলরা গণ-পরিষদের সভাপতির বাম দিকে বসিতেন এই মূল অর্থ হইতে।)

বামন — বি. অত্যন্ত বেঁটে লোক। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার যিনি বলির দর্পচূর্ণ করেন। ণ. বেঁটে, খর্বকায়।

বামন — বামুন, ব্রাহ্মণ। **বামনাই** — (নিন্দায় ও ব্যঙ্গে) ব্রাহ্মণের আচরণ। ব্রাহ্মণত্ব। স্ত্রী. **বামনী** — ব্রাহ্মণী।

বামা — সুন্দরী নারী। নারী।

বামাচার — একরকম তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি যাহাতে মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুনের প্রয়োজন হয়। **বামাচারী** — যে বামাচার করে, এক শ্রেণীর তান্ত্রিক। [সং. বামাচারিন্।]

বামাবর্ত — বামদিকে আবর্ত বা পাক আছে এমন। [ঃ 'বামাবর্ত' শঙ্খ।]

বামাল — মালের সহিত। [ঃ চোর 'বামাল' ধরা পড়া।] চোরাই মাল। [ফা. ব-মাল।]

বামী — হস্তিনী ঘোটকী ইত্যাদি স্ত্রী-পশু। [সং.]

বামুন — ব্রাহ্মণ। পাচক ব্রাহ্মণ। স্ত্রী. — **বামনী**।

বামেতর — বাম নহে এমন, দক্ষিণ, ডান। [ঃ 'বামেতর' নয়ন নাচিল।]

বামোরু — ণ. সুন্দর উরু আছে এমন (নারী)।

বায় — (কবিতায়) বায়ু, বাতাস। বাতাসে, বায়ুতে।

বায় — গন্ধ। [ঃ খোশ-'বায়'।]
বায়ক — বপনকারী। [সং.]
বায়না — দাম ভাড়া মজুরি ইত্যাদির দেয় অগ্রিম অংশ, আগাম, দাদন। [ঃ 'বায়না' দেওয়া।] আগাম দেওয়ার ফলে চুক্তি। [ঃ 'বায়না' করা।] [আ. বয়্ + ফা. আনা।]
বায়না — আবদারের সহিত ক্রমাগত প্রার্থনা, আবদার, ওজর। [ফা. বহানা।] **বায়না লওয়া** — ক্রমাগত আবদার করা।
বায়নাক্কা — বিরক্তিকর বিশদ বিবরণ। ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা।
বায়ব, বায়বীয়, বায়ব্য — বায়ু সংক্রান্ত, বায়ুঘটিত। বায়ুর মতো। [সং.]
বায়স — কাক। [সং.] স্ত্রী. — **বায়সী**।
বাঁয়া — তবলার সহিত বাঁ হাতে বাজাইবার উপযোগী মাটির বা ধাতুর খোলের মুখে চামড়া লাগানো বাদ্যযন্ত্র।
বায়ু—বাতাস। (আয়ুর্বেদে) দেহের একটি মূল উপাদান। [ঃ 'বায়ু' কফ পিত্ত।] [সং.] **বায়ুকোণ** — উত্তর-পশ্চিম কোণ। **বায়ুগ্রস্ত** — বাতিকগ্রস্ত। পাগল। **বায়ুকোষ** — শরীরের ভিতরে বায়ু থাকিবার উপযোগী অতিক্ষুদ্র থলি। **বায়ুনিষ্কাশন** — বাতাস টানিয়া বা চাপ দিয়া বাহির করণ। **বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র** — টানিয়া বা চাপ দিয়া বাতাস বাহির করিবার যন্ত্র। **বায়ুপরিবর্তন**—স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে অন্যত্র গমন। **বায়ুরোগ** — উন্মাদ-রোগ। **বায়ুসেবন** — ভ্রমণকালে বিশুদ্ধ বায়ুগ্রহণ।
বায়েন — যে বাজায়, বাজনদার। [সং. বাদন।]
বায়োস্কোপ — চলচ্চিত্র, সিনেমা। [ই. bioscope.]
বার — সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন, রবি সোম ইত্যাদি। ক্ষেপ। দফা। [ঃ বহু 'বার'।] পালা, পর্যায়। [সং.] **বারং-বার, বার বার** — পুনঃপুনঃ, বহুবার। **বারদিগর** — (আদালতী প্রয়োগ) অন্যবার, আবার। **বারব্রত** — শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ব্রত পালন।
বার — বাহির। [ঃ ঘর-'বার' করা।]
বার — হোটেল যেখানে মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে। উকিল ইত্যাদির সংস্থা বা মিলনস্থান। দণ্ড, ডাণ্ডা। ব্যায়ামের জন্য ব্যবহৃত দণ্ড বা কাঠ ও লোহার ফ্রেম। [ই. bar.]
বার — দরবার, রাজসভা। দরবারে দর্শনদান। [ফা.]
বার, বারই — ('বারো' ও 'বারোই' দেখ।)
বারকোশ — কাঠের বড় থালা। [ফা. বার্‌কশ্।]
বারণ — হাতী। [ঃ দিক্-'বারণের' বিপুল শরীর।] [সং.]
বারণ — নিষেধ, মানা। নিবারণ, প্রতি-রোধ। ণ. **বারণীয়** — প্রতিরোধ বা নিবারণের যোগ্য, নিবার্য। নিষেধ-যোগ্য।
বারণাবত — মহাভারতে বর্ণিত স্থান যেখানে দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন।
বারতা — (কবিতায়) বার্তা, সংবাদ।
বারনারী — গণিকা, বেশ্যা, বারাঙ্গনা। [সং.]
বারফট্টাই — বৃথা বাগাড়ম্বর, অনর্থক বড়াই। [সং. বাহ্বাস্ফোট।]
বারবধূ, বারবনিতা — ('বারনারী' দেখ।)
বারবরদার — ভারবাহক। **বারবরদারি** — ভারবহন, মোটবাহকের কাজ। ণ.

বারবরদারী — ভারবহন বা ভারবাহক সংক্রান্ত।

বারবিলাসিনী — গণিকা, বেশ্যা, বারবনিতা।

বারবেল — ব্যায়ামের উপযোগী লোহার একরকম ভারী যন্ত্র। [ই. barbell.] **বারবেল করা** — বারবেল লইয়া ব্যায়াম করা।

বারবেলা — দিনের অংশ যাহা কার্যের পক্ষে শুভ মনে করা হয় না।

বারভুঁইয়া, বারভুঞা — মোগল আমলের বঙ্গদেশের বারোজন শক্তিশালী জমিদার।

বারমাসি, বারমাস্যা — (প্রাচীন কবিতায়) বারো মাসের বর্ণনা।

বারমুখো — বাড়ির বাহিরে থাকিতে বা রাত্রি কাটাইতে ভালোবাসে এমন। বেশ্যাসক্ত।

বারমুখ্যা — প্রধানা গণিকা।

বারমেসে — যাহা বৎসরের সকল সময়ে ফলে বা থাকে।

বারশিঙ্গা — একরকম হরিণ যাহার দুই শিঙে ছয়টি করিয়া বারোটি শাখা থাকে।

বারা — ক্রি. (কবিতায়) বারণ করা, নিবারণ করা।

বারাঙ্গনা — বেশ্যা, গণিকা।

বারাণসী — কাশী, বেনারস।

বারাণ্ডা — ('বারান্দা' দেখ।)

বারান্তর — অন্য বার। অন্য দফা।

বারান্দা — কক্ষের পাশের প্রশস্ত দাওয়া বা খোলা জায়গা, অলিন্দ। [ফা. বারাম্‌দা।]

বারি — জল। [সং.] **বারিদ** — মেঘ। **বারিধারা** — জলের স্রোত। অবিরাম বৃষ্টি। **বারিধি, বারিনিধি** — সমুদ্র। **বারিরাশি** — সমুদ্র। জলরাশি।

বারিক — সৈন্যদলের বাসগৃহ। [ই. barrack.]

-বারিণী — 'প্রতিরোধকারিণী' বা 'নিবারণকারিণী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বিপদ-'বারিণী'; ঃ রিপুদল-'বারিণী'।]

বারিত — নিবারিত। নিষিদ্ধ।

বারী — হাতী বাঁধিবার কাছি বা জায়গা।

বারীন্দ্র, বারীশ — সমুদ্র। সমুদ্রের দেবতা, বরুণ।

বারুই, বারুজীবী — পানের চাষ ও ব্যবসায় যাহাদের জাতিগত পেশা। [সং. বারকী।]

বারুণ — বরুণ সংক্রান্ত। স্ত্রী. **বারুণী**— বরুণের স্ত্রী। বরুণের কন্যা। বরুণের পূজা বা গঙ্গাপূজা সংক্রান্ত উৎসব। মদ্যবিশেষ। পশ্চিম দিক্‌। শতভিষা নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দশী।

বারুদ — সোরা গন্ধক ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত বিস্ফোরক দ্রব্য। [তু. বারুত।] **বারুদখানা** — বারুদ রাখিবার গৃহ।

বারেক — (কবিতায়) একবার।

বারেন্দ্র — বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত, বরেন্দ্রদেশীয়। [ঃ 'বারেন্দ্র' ব্রাহ্মণ।]

বারো — দশের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২। [সং. দ্বাদশন্‌।] **বারোই** — মাসের বারো তারিখ বা তারিখে।

বারোয়াঁ, বারোঁয়া — একরকম রাগিণী।

বারোয়ারি — বারোজনের অর্থাৎ বহুলোকের মিলিত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত পূজা উৎসব ইত্যাদি। ণ. **বারোয়ারী** — বারোজন অর্থাৎ বহুলোকের দ্বারা সম্পন্ন বা কৃত। [ঃ 'বারোয়ারী' উপন্যাস।]

বার্ণিক — ণ. বর্ণ সংক্রান্ত। বি. চিত্রকর।

বার্তা — খবর, সংবাদ। [সং.] **বার্তাজীবী** — সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ বা খবরের কাগজে কাজ করা যাহার পেশা। **বার্তাবহ** — সংবাদবাহক, দূত। **বার্তা-**

শিল্প — সংবাদ সরবরাহের বা পরিবেশনের কলাকৌশল, journalism. **বার্তাশিল্পী** — বার্তাশিল্পে পটু ব্যক্তি, সাংবাদিক।

বার্তাকু — বেগুন। [সং.]

বার্তিক — টীকাগ্রন্থ, ব্যাখ্যা পুস্তক।

বার্দ্ধক্য, বার্ধক্য — বৃদ্ধের অবস্থা, জরা, বুড়া বয়স।

বার্নার—গ্যাসের আলো ইত্যাদির সলতে। [ই. burner.]

বার্নিশ — চকচকে করিবার জন্য প্রলেপ। [ই. varnish.]

বার্মা — ('বর্মা' দেখ।)

বার্মিজ — ('বর্মী' দেখ।)

বার্লি — যবের গুঁড়া। [ই. barley.]

বার্ষিক — ণ. বর্ষ সংক্রান্ত, বাৎসরিক। বৎসরে একবার ঘটে এমন। [ঃ 'বার্ষিক' পূজা।] বৎসরে একবার দেয়। [ঃ 'বার্ষিক' চাঁদা।] **বার্ষিকী** — বি. বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত উৎসব স্মৃতিদিবস ইত্যাদি। [ঃ জন্ম-'বার্ষিকী'।] বৎসরান্তে প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকা। [ঃ পূজা 'বার্ষিকী'।] ণ. বৎসরে বৎসরে ঘটে দিতে হয় বা প্রকাশিত হয় এমন।

বার্হস্পত্য — ণ. বৃহস্পতি সংক্রান্ত। বি. বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্র। নীতি-শাস্ত্র। চার্বাক।

বাল — বালক। [ঃ 'বাল'-গোপাল।] [সং.] **বালক্রীড়া** — শিশুদের খেলা, ছেলেখেলা। **বালখিল্য** — পুরাণে বর্ণিত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ খর্বাকৃতি ঋষি বিশেষ (সংখ্যায় ষাট হাজার)। ডেঁপো বা অকালপক্ব বালক। **বালচর্যা** — শিশুপালন। **বালবাচ্চা** — অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে। কাচ্চাবাচ্চা। **বালবিধবা**— বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছে এমন মেয়ে। **বালবৈধব্য** — বালিকা বয়সে বিধবা হইবার অবস্থা। **বালসুলভ** — বালকের মতো। **বালভাষিত** — বালকের উক্তি। বালক কর্তৃক উক্ত। **বালসূর্য** — সকাল বেলার সূর্য, নবোদিত সূর্য। স্ত্রী. **বালা** — বালিকা। কন্যা। তরুণী। [ঃ ব্রজ-'বালা'।]

বাল — চুল, লোম। (গ্রাম্য প্রয়োগ) লজ্জাস্থানে জাত লোম। [হি.]

বালক — অল্পবয়স্ক পুরুষ, যৌবন লাভ করে নাই এমন পুরুষ। **বালকত্ব** — বালকের অবস্থা। **বালকসুলভ** — বালকের মতো। **বালকোচিত** — বালকের পক্ষে স্বাভাবিক এমন। স্ত্রী. **বালিকা** — অল্পবয়স্কা মেয়ে।

বালতি — উপরে হাতল আছে এমন টবের মতো জলপাত্র। [পো. balde.]

বালদো — তাল নারিকেল ইত্যাদি গাছের বৃন্ত সহ পাতা, বাইল, বাগুলা।

বালা — চুড়ি জাতীয় গহনা, বলয়। [সং. বলয়।]

বালাই—বিঘ্ন, অমঙ্গল, আপদ, উৎপাত। অশুভ খণ্ডন সূচক উক্তি। [ঃ 'বালাই'! মরবে কেন?] [আ. বলা।] **বালাই ষাট** — 'ষাট বা ষষ্ঠী দেবী বালাই দূর করুন' এই উক্তি। [কি কথা! 'বালাই ষাট'!]

বালাখানা — উপরতলার ঘর। পাকা বাড়ি। [ফা. বালখানহ্।]

বালাদিত্য — নবোদিত সূর্য।

বালাপোশ — তুলোভরা একরকম চাদর [ফা.]

বালাম — পূর্ববঙ্গের ভারবাহী বৃহ একরকম নৌকা। **বালাম চাউল** - পূর্ববঙ্গের একরকম মিহি চাউ (বালামে আসে এই মূল অর্থ হইতে)

বালামচি — ঘোড়ার লেজের বা কাঁধে

চুল।

বালারুণ, বালার্ক — নবোদিত সূর্য।

বালি — গুঁড়া পাথর, বালুকা। [সং. বালুকা।]

বালি — (প্রাচীন কবিতায়) বালিকা।

বালি — ('বালী' দেখ।)

বালিকা — অল্পবয়সী মেয়ে। [সং.]

বালিয়াড়ি — বালুকাস্তূপে পূর্ণ স্থান, সুবিস্তৃত স্থানব্যাপী বালির ঢিপি।

বালিশ — তুলা-ভরা উঁচু জিনিস যাহার উপর মাথা পা ইত্যাদি রাখা হয়, উপাধান। [ফা.]

বালী — রামায়ণে বর্ণিত বানররাজ, সুগ্রীবের দাদা।

বালু, বালুকা — বালি। [সং. বালুকা।] **বালুকাময়** — বালিতে পূর্ণ। [ঃ 'বালুকাময়' মরুভূমি।] **বালুচর** — বালি জমিয়া উৎপন্ন চর। **বালুময়** — ('বালুকাময়' দেখ।)

বালুসাই — একরকম মিষ্টান্ন।

বালেন্দু — অমাবস্যার পরে বক্ররেখার মতো দৃশ্যমান চাঁদ।

বাল্‌ব্‌ — কাচনির্মিত বৈদ্যুতিক বাতি। [ই. bulb.]

বাল্মীকি — রামায়ণকার বিখ্যাত ঋষি, ভারতের আদিকবি।

বাল্য — বালক অবস্থা, শৈশব, ছেলেবেলা। [সং.] **বাল্যকাল** — ছেলেবেলা। **বাল্যবন্ধু** — ছেলেবেলার বন্ধু। **বাল্যবিবাহ** — বালক বা বালিকার বিবাহ, বাল্যকালে বিবাহ। **বাল্যশিক্ষা** — ছেলেবেলার শিক্ষা। **বাল্যসখা** — ছেলেবেলার বন্ধু। **স্ত্রী.** — **বাল্যসখী**। **বাল্যসঙ্গী** — ছেলেবেলার সহচর, ছেলেবেলার সাথী। স্ত্রী. — **বাল্যসঙ্গিনী**। **বাল্যসহচর** — ছেলেবেলার বন্ধু। স্ত্রী. — **বাল্যসহচরী**।

বাঁশ — তৃণজাতীয় একরকম বৃহৎ গাছ। [সং. বংশ।] **বাঁশগাড়ি** — বাঁশ গাড়িয়া জমির দখল ও সীমা নির্দেশ।

বাঁশরি — (প্রায় পদ্যে) বাঁশি।

বাঁশি — ফুঁ দিয়া বাজাইবার উপযোগী যন্ত্র। [সং. বংশী।]

বাশিষ্ঠ — বশিষ্ঠ-প্রণীত। [ঃ যোগ-'বাশিষ্ঠ'।] বশিষ্ঠের বংশে জাত।

বাঁশী — ('বাঁশি' দেখ।)

বাশুলী — দুর্গার মূর্তি বিশেষ, বিশালাক্ষী।

বাষট্টি — ৬২ সংখ্যা। [সং. দ্বাষষ্টি।]

বাষ্প — ভাপ, উত্তপ্ত তরল পদার্থ হইতে উত্থিত বায়বীয় বস্তু। অশ্রু। [ঃ 'বাষ্পাকুল' লোচন।] [সং.] **বাষ্পশকট** — বাষ্পের দ্বারা চালিত গাড়ি। ণ. **বাষ্পাকুল** — চোখের জলে পূর্ণ, অশ্রুময়। **বাষ্পীয়** — ণ. বাষ্প সংক্রান্ত। বাষ্পের দ্বারা চালিত। বি. **বাষ্পীয়তা** — বাষ্পের ন্যায় অবস্থা বা ভাব।

বাস্‌, বাস — ('বস্‌' ও 'বাইস' দেখ।)

বাস — গৃহ, স্থায়িভাবে থাকিবার জায়গা। গৃহ ইত্যাদিতে অবস্থান। [সং.] **বাসগৃহ** — থাকিবার বাড়ি। **বাসস্থান** — থাকিবার জায়গা।

বাস — কাপড়, বস্ত্র। [ঃ পীত-'বাস'।] [সং.]

বাস — সুগন্ধ। গন্ধ। [ঃ সু-'বাস'।] [সং.]

বাস — যাত্রী বহিবার উপযোগী বড় মোটর গাড়ি। [ই. bus.]

বাসক — ছোট একরকম গাছ (ঔষধাদিতে লাগে), বাকস।

বাসক — সুগন্ধ করে এমন। [ঃ 'বাসক' দ্রব্য।] সুগন্ধযুক্ত। **বাসকশয়ন** —

নায়কের বা প্রণয়ীর আগমন প্রতীক্ষায় সজ্জিত বিছানা। **বাসকসজ্জা** — নায়ক বা প্রণয়ীর আগমন প্রত্যাশায় নায়িকার বা প্রণয়িনীর সাজগোজ। **বাসকসজ্জিকা**—যে নায়িকা বা প্রণয়িনী সাজগোজ করিয়া নায়ক বা প্রণয়ীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে।

বাসন — রন্ধন ভোজন ইত্যাদির জন্য পাত্র। [সং.] **বাসন-কোসন** — বাসন ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য জিনিস।

বাসন — বাসের ব্যবস্থা করণ। [ঃ 'পুনর্বাসন'।]

বাসন — গন্ধযুক্ত করণ। ণ. — **বাসিত**।

বাসনা—ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ। [সং.] **বাসনাকুল** — বাসনায় অধীর, কামনায় আকুল। স্ত্রী. — **বাসনাকুলা**।

বাসনা — কলাগাছের শুকনা ছাল ও পাতা।

বাসন্ত, বাসন্তিক — ণ. বসন্তকালীন, বসন্তকাল সংক্রান্ত। স্ত্রী.—**বাসন্তিকা**। **বাসন্তিকা** — বি. স্ত্রী. বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বসন্ত ঋতু। [ঃ 'বাসন্তিকার' গলে দোলে বিনি সুতোর মালা।]

বাসন্তী — বি. দুর্গা। হলদে বা কমলার রং। ণ. বসন্তকালীন। হলদে বা কমলা-রঙের।

বাসব — দেবরাজ ইন্দ্র। **বাসবদত্তা** — ভাস বিশাখদত্ত সুবন্ধু ইত্যাদি রচিত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের বিখ্যাত নায়িকার নাম। (বাসবের উদ্দেশে বা বাসব কর্তৃক প্রদত্তা।) **বাসবি** — ইন্দ্রের পুত্র। স্ত্রী. **বাসবী**—ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রপত্নী শচী। ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী।

বাসর — দিবস। [ঃ শ্রাদ্ধ-'বাসর'; ঃ রবীন্দ্র 'বাসর'।] বার। [ঃ রবি 'বাসর'।] [সং.]

বাসর — ণ. সুবাসিত। বি. বিবাহের পরে সুবাসিত বা পুষ্পশোভিত শয্যায় বর ও বধূর শয়নের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ। **বাসর জাগা** — বাসর ঘরে বর ও বধূকে লইয়া আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে জাগিয়া থাকা। **বাসরঘর** — বিবাহের সময়ে বর-কনের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর। **বাসরশয়ন, বাসর-শয্যা** — বিবাহের রাত্রিতে বর ও বধূর শুইবার বিছানা।

বাসা — পাখী বা জন্তুজানোয়ারের বাস-স্থান। ভাড়াটে বাড়ি, অস্থায়ী বাসস্থান। [সং. বাস।]

বাসা — ক্রি. মনে করা, মনোভাব পোষণ করা। [ঃ ভালো 'বাসা'; ঃ মন্দ 'বাসা'; ঃ পর 'বাসা'।]

বাসা — বাসক গাছ। [সং.]

বাসি — ('বাসী' দেখ।)

বাসিত — গন্ধযুক্ত।

বাসিন্দা — বাসকারী, অধিবাসী। [ফা. বাশিন্দহ্।]

বাসী — আগের দিনের, টাটকা নয় এমন। [ঃ 'বাসী' ফুল; ঃ 'বাসী' ভাত।] রাত্রিশেষে ঘুম হইতে উঠিয়া ধোয়া হয় নাই এমন। [ঃ 'বাসী' মুখ।] কাচানো, ধোপা দিয়া ধৌত। (সুবাসিত করা হইয়াছে এমন।) [ঃ 'বাসী' করা কাপড়।] **বাসী বিয়ে** — বিবাহের পরের দিনের অনুষ্ঠান।

-বাসী — 'বাস করে' বা 'অধিবাসী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বৃন্দাবন-'বাসী'; ঃ ভারত-'বাসী'।] [সং. বাসিন্।] স্ত্রী. — **-বাসিনী**।

বাসুকি, বাসুকেয় — সর্পরাজ, অনন্ত।

বাসুদেব — বসুদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ।

বাসুলি — ('বাশুলী' দেখ।)

বাস্তব — প্রকৃত, আসল, যথার্থ, সত্য। বস্তুগত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কল্পিত বা মানসিক নহে এমন। বি. — **বাস্তবতা।** **বাস্তববাদ** — শিল্প-সাহিত্যে প্রচলিত এক বিশেষ মতবাদ যাহাতে বাস্তব ক্ষেত্রে যেমনটি হইয়া থাকে তেমনটি শিল্প-সাহিত্যে রূপায়িত হওয়া উচিত বলা হয়, realism. **বাস্তববাদী** — বাস্তববাদ অনুসারে রচিত, সত্যনিষ্ঠ। [ঃ 'বাস্তববাদী' সাহিত্য।] বাস্তব-বাদে বিশ্বাসী। [ঃ 'বাস্তববাদী' সাহিত্যিক।]

বাস্তবিক — ণ. প্রকৃত, সত্য। প্রকৃত পক্ষে, বস্তুতঃ। [সং.]

বাস্তু — পৈতৃক বাসস্থান, যে ভূমির উপর পুরুষানুক্রমে বাসগৃহ নির্মিত হইয়া থাকে। [সং.] **বাস্তুকার** — যে গৃহ পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করে, civil engineer. **বাস্তুঘুঘু** — বহুকাল হইতে বাস্তুতে বাস করে এমন ঘুঘু। ধূর্ত লোক। **বাস্তুদেবতা** — পুরুষানুক্রমে আরাধিত গৃহদেবতা। **বাস্তুভিটা** — পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত বাসগৃহ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান। **বাস্তু-শিল্প** — গৃহ ও পথঘাট নির্মাণের বিদ্যা ও কলাকৌশল, civil engineer-ing. **বাস্তুশিল্পী** — ('বাস্তুকার' দেখ।) **বাস্তুসর্প, বাস্তুসাপ** — বহুকাল ধরিয়া বাস্তুতে বাস করিতেছে এমন সাপ।

বাহক — যে বহন করে, যে বহিয়া বা হাতে লইয়া যায়। [ঃ পত্র-'বাহক'।] [সং.] স্ত্রী. — **বাহিকা।**

বাহন — যাহাতে করিয়া বহিয়া লইয়া যাওয়া যায়, যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়। [ঃ যান-'বাহন'; ঃ বিষ্ণুর 'বাহন'।] মাধ্যম। [ঃ ভাবের 'বাহন'; ঃ শিক্ষার 'বাহন'।] [সং.]

বাহবা, বাহা — প্রশংসা সূচক উক্তি, সাবাস, চমৎকার।

বাহা — ক্রি. নৌকাদি চালিত করা। [ঃ নৌকা 'বাহা'।] অতিক্রম করা। [ঃ সিঁড়ি 'বাহিয়া'; ঃ পথ 'বাহিয়া'।] প্লাবিত করা, ভাসানো, ভিজানো। [ঃ গণ্ড 'বাহিয়া'; ঃ গা 'বাহিয়া'।]

বাহাত্তর — ৭২ সংখ্যা। [সং. দ্বাসপ্ততি।] **বাহাত্তুরে** — যাহার বয়স ৭২ হইয়াছে, বৃদ্ধ অকর্মণ্য ও মতিচ্ছন্ন। **বাহাত্তুরে ধরা, বাহাত্তুরে পাওয়া** — বাহাত্তুরে ব্যক্তির অবস্থা পাওয়া, বৃদ্ধ অকর্মণ্য ও মতিচ্ছন্ন হওয়া।

বাহাদুর — শক্তিমান ও সাহসী, কৃতী। [ঃ 'বাহাদুর' ছেলে।] সম্মানসূচক পদবী। [ফা.] **বাহাদুরি** — শক্তি ও সাহসের পরিচয় বা প্রকাশ, কৃতিত্ব। (নিন্দায়) শক্তি ও সাহস সম্পর্কে গর্বিত ভাব বা আস্ফালন। [ঃ 'বাহাদুরি' দেখানো।] **বাহাদুরী কাঠ** — শাল সেগুন ইত্যাদি গাছের বৃহৎ গুঁড়ি।

বাহানা — ওজর, আবদার, বায়না। [ফা. বহানহ্।] **টালবাহানা** — বিলম্ব করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ওজর-আপত্তি, গড়িমসি।

বাহান্ন — ৫২ সংখ্যা। [সং. দ্বাপঞ্চাশৎ।]

বাহার — শোভা, চটকদার সৌন্দর্য। [ঃ শাড়ির কী 'বাহার'।] (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ। [ফা. বহার্।] ণ. **বাহারে** — চটকদার, রঙিন বা কারু-কার্যযুক্ত। [ঃ 'বাহারে' পাড়।]

বাহাল — ('বহাল' দেখ।)

বাহিকা — ('বাহক' দেখ।)

বাহিত — ণ. যাহা বা যাহাকে বহন করা

হইয়াছে এমন। অতিবাহিত। অতিক্রান্ত। 'ইহার দ্বারা বাহিত হয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মনুষ্য-'বাহিত'।] স্ত্রী. — **বাহিতা।**

বাহিনী—সৈন্যদল। [ঃ চীনা 'বাহিনী'।] দল। [ঃ সৈন্য-'বাহিনী'।]

বাহির—বি. বহির্ভাগ, ভিতরের বিপরীত দিক। গৃহের সদর বা বাইরের অংশ। [ঃ 'বাহিরে' আসুন।] গৃহ হইতে অন্যত্র। বিদেশ। প্রবাস। [ঃ বাবু 'বাহিরে' গিয়াছেন।] দৃশ্যমান দিক। দল বা পরিবার হইতে অন্যত্র। দৃশ্যমান (আন্তরিক নহে) দেহ আচার-ব্যবহার বেশভূষা ইত্যাদি। বহির্ভূত স্থান বা বিষয়। [ঃ অধিকারের 'বাহিরে'।] ণ. বহিষ্কৃত। [ঃ 'বাহির' করিয়া দাও।] প্রদর্শিত, দৃশ্যমান। [ঃ দাঁত 'বাহির' করা।] প্রকাশিত। [ঃ খবর 'বাহির' হওয়া; ঃ বই 'বাহির' হওয়া।] বাহিরে আনীত। [ঃ জিনিস 'বাহির' করা।] নিংড়াইয়া ঝরানো হইয়াছে এমন। [ঃ রস 'বাহির' করা।] ঝরিতেছে এমন। [ঃ রক্ত 'বাহির' হওয়া।] বাহিরে আগত, নির্গত। [ঃ গর্ত হইতে 'বাহির' হওয়া।] গৃহ হইতে অন্যত্র গত, নিষ্ক্রান্ত। [ঃ 'বাহির' হওয়া।] প্রকাশ্য স্থান দিয়া যাইতেছে বা গিয়াছে এমন। [ঃ মিছিল 'বাহির' হওয়া।] উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত। [ঃ যন্ত্র 'বাহির' করা।] শাসিত, নিবারিত, জব্দ। [ঃ বজ্জাতি 'বাহির' করা।] [সং. বহিস্।]

বাহিরা — ক্রি. (কবিতায়) বাহির হয়। [ঃ 'বাহিরিল' যবে।] **বাহিরায়** — (কবিতায়) বাহির হয়।

-বাহী — 'যে বা যাহা বহন করে বা বহিয়া যায়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ভার-'বাহী' পশু; ঃ 'দক্ষিণবাহী' পবন।] স্ত্রী. — **-বাহিনী।**

বাহু—কাঁধ হইতে হাতের আঙুল পর্যন্ত দেহের অংশ। (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের পার্শ্ব। [ঃ ত্রিভুজের দুই 'বাহু'।] [সং.] **বাহুপাশ, বাহুবন্ধন** — জড়াইয়া ধরিয়াছে এমন বাহু, বাহুর বেষ্টনী। **বাহুবল** — হাতের জোর, গায়ের জোর। ক্ষমতা, শক্তি, পরাক্রম। **বাহুমূল** — কাঁধ ও বাহুর সংযোগ-স্থল, বগল। **বাহুযুদ্ধ** — মল্লযুদ্ধ, কুস্তি, হাতাহাতি। **বাহুলতা** — লতার মতো সুকোমল বাহু।

বাহুড়ানো — ক্রি. ফিরান। নিবৃত্ত করা।

বাহুল্য — বি. আধিক্য, আতিশয্য, বহুলতা। অপ্রয়োজনীয়তা, অনাবশ্যকতা।

বাহ্য — ণ. বাহিরে অবস্থিত বা প্রকাশিত। দৃশ্যমান। [ঃ 'বাহ্য' জগৎ।] [সং.] **বাহ্যজ্ঞান** — বাহ্য জগৎ সম্পর্কে চেতনা। বোধ-চেতনা। **বাহ্যজ্ঞানশূন্য, বাহ্য-** যাহার বাহ্যজ্ঞান নাই এমন। মূর্ছিত। সমাধিস্থ। স্ত্রী. — **বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, বাহ্যজ্ঞানহীনা।** বি. — **বাহ্যজ্ঞানহীনতা, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা।**

বাহ্যিক — (অশুদ্ধ প্রচলিত) বাহিরের, আন্তরিক নহে এমন।

বাহ্যে — মল, দাস্ত। মলত্যাগ। [ঃ 'বাহ্যে' পাওয়া; ঃ 'বাহ্যে' করা।]

বাহ্যেন্দ্রিয় — বহির্জগৎ সম্পর্কে বোধ জন্মে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি। [সং. বাহ্য + ইন্দ্রিয়।]

বাহ্বাস্ফোট — বাহুতে চপেটাঘাত, তাল ঠোকা, মালসাট। [সং. বাহু + আস্ফোট।]

বাহ্লিক, বাহ্লীক — বল্‌খ্‌, ব্যাক্‌ট্রিয়া। বল্‌খ্‌ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। [ঃ 'বাহ্লিক' গ্রীক।]

বি- — অভাব আধিক্য বৈপরীত্য বিকার ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

বিউগল — শিঙ্গা জাতীয় একরকম ইউরোপীয় বাঁশি যাহা সামরিক সংকেত ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। [ই. bugle.]

বিউলি — খোসাহীন মাষকলাই। [সং. বিদলিত।]

বি. এ. — কলা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ই. B. A.] **বি. এল.** — আইন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ই. B. L.] **বি. এস্‌-সি.** — বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ই. B. Sc.]

বিংশ — বিশের, কুড়ির, বিংশতিতম। [সং.] **বিংশতি** — কুড়ি, বিশ, ২০ সংখ্যা। **বিংশতিতম** — ('বিংশ' দেখ।) স্ত্রী. — **বিংশতিতমী।**

বিকচ — বিকশিত, প্রস্ফুটিত। [ঃ 'বিকচ' কুসুম।] কেশহীন। [সং.]

বিকট — উৎকট, প্রচণ্ড, ভয়ংকর, ভীষণ। [ঃ 'বিকট' চীৎকার; ঃ 'বিকট' মূর্তি।] [সং.] **বিকটাকার, বিকটাকৃতি** — ভয়ংকর চেহারার, ভীষণদর্শন।

বিকনো — ('বিকানো' দেখ।)

বি. কম. — বাণিজ্য বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ই. B. Com.]

বিকম্পিত — অতিশয় কম্পিত। [সং.]

বিকর্ষণ — আকর্ষণের বিপরীত ক্রিয়া। উলটা টান। [সং.]

বিকল — কলাহীন, অংশহীন। [ঃ 'বিকলাঙ্গ'।] বিগড়াইয়া গিয়াছে এমন, অচল, অসমর্থ। [ঃ শরীর 'বিকল'; ঃ যন্ত্র 'বিকল'।] [সং.] বি. — **বিকলতা।**

বিকলা — কলার ষাট ভাগের এক ভাগ। [ঃ কলা-'বিকলা'।] মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ, second.

বিকলাঙ্গ — যাহার দেহের কোনও অংশ নাই বা বিকল হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিকলাঙ্গী।**

বিকল্প — বি. একাধিক বিষয় বা বস্তু যাহার একটির বদলে অপরটি ব্যবহৃত হইতে পারে, alternative. যাহা বাস্তবে নাই। [সং.] ণ. **বিকল্পিত** — বিকল্পযুক্ত। বিপরীত রূপে কল্পিত। সংশয়যুক্ত।

বিকশা — ক্রি. (কবিতায়) বিকশিত হওয়া। [ঃ 'বিকশিল'।]

বিকশিত — ণ. প্রস্ফুটিত। [ঃ 'বিকশিত' পুষ্প।] বিকাশপ্রাপ্ত, পরিণত। [ঃ 'বিকশিত' বুদ্ধি।] [সং.]

বিকসিত — ('বিকশিত' দেখ।)

বিকানো — ক্রি. বিক্রীত হওয়া।

বিকার — বি. স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন বা পরিবর্তিত রূপ, বিকৃতি। রোগের ঘোরে প্রলাপ। [ঃ জ্বর-'বিকার'।] [সং.]

বিকাল — দুপুর ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়, অপরাহ্ণ। [সং.]

বিকাশ—বি. প্রস্ফুটিত অবস্থা। উন্মেষ। পরিণতি লাভ। [ঃ বুদ্ধির 'বিকাশ'।] প্রদর্শন, প্রকাশ। [ঃ দন্ত-'বিকাশ'।] **বিকাশন** — প্রকাশিত করণ। বিকাশ করণ। ণ. — **বিকাশিত। বিকাশোন্মুখ** — বিকাশ লাভ করিতেছে এমন।

বিকি — বিক্রয়। **বিকিকিনি** — বেচা-কেনা।

বিকিরণ — বিক্ষেপ বা বিস্তার করণ,

ছড়ানো। (আলোক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ইত্যাদির) চারিদিকে বিস্তার, বিক্ষেপণ, radiation. ণ. **বিকীর্ণ** — চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন। **বিকীর্যমান** — চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এমন, বিকীর্ণ হইতেছে এমন।

বিকৃত — যাহার স্বাভাবিক অবস্থা বা ভাব নষ্ট হইয়াছে এমন, বিকারপ্রাপ্ত। অসুস্থ। [সং.] বি. — **বিকৃতি**। **বিকৃতকণ্ঠ** — যাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়াছে এমন। গলার বিকৃত আওয়াজ। **বিকৃতমস্তিষ্ক** — পাগল, উন্মাদ। **বিকৃতরুচি** — যাহার স্বাভাবিক সুরুচি নষ্ট হইয়াছে এমন। **বিকৃতি** — পরিবর্তনের ফলে অস্বাভাবিক অবস্থা বা ভাব, বিকার।

বিকেন্দ্রণ, বিকেন্দ্রীকরণ — কেন্দ্রের প্রাধান্য হ্রাস করণ, কেন্দ্র হইতে দূরে অপসারণ, decentralization.

বিকেল — ('বিকাল' দেখ।)

বিক্রম — শক্তি ও সাহস, তেজ, পরাক্রম। [সং.] **বিক্রমশালী** — শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। [সং. বিক্রমশালিন্।] স্ত্রী. — **বিক্রমশালিনী**। **বিক্রমশীল** — যাঁহার স্বভাবে শক্তি ও সাহস রহিয়াছে। বাংলাদেশের বিখ্যাত পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের উপাধি। **বিক্রমশীলা** — বিক্রমশীল (ধর্মপাল) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়। **বিক্রমাদিত্য** — উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা মহাকবি কালিদাস যাঁহার সভাকবি ছিলেন (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত)। প্রাচীন কালের একাধিক রাজার উপাধি। (শক্তিতে সূর্যের মতো।) **বিক্রমাব্দ** — ('সংবৎ' দেখ।) **বিক্রমী** — বিক্রমশালী, পরাক্রান্ত। [সং. বিক্রমিন্।]

বিক্রয় — মূল্যের বিনিময়ে স্বত্বত্যাগ, বেচা, বিক্রি। [সং.] **বিক্রয়কারী** — যে বেচে বা বেচিয়াছে, বিক্রেতা। স্ত্রী. — **বিক্রয়কারিণী**। **বিক্রয়িক, বিক্রয়ী** — বিক্রেতা, বিক্রয়কারী।

বিক্রি — বেচা, বিক্রয়। **বিক্রিসিক্রি** — বিক্রয় বা ঐরূপ কিছু।

বিক্রিয়া — বিকার, বিকৃতি। (রসায়নে) প্রতিক্রিয়া। [সং.]

বিক্রীড়িত—বি. নানারূপ খেলা। [সং.]

বিক্রীত — ণ. বেচা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিক্রীতা**।

বিক্রেতা — যে বিক্রয় করিয়াছে, বিক্রয়কারী। [সং. বিক্রেতৃ।] স্ত্রী. — **বিক্রেত্রী**।

বিক্রেয় — ণ. বিক্রয়ের যোগ্য। যাহা বেচা হইবে এমন।

বিক্ষত — ণ. আঘাতের ফলে একাধিক স্থানে ক্ষত হইয়াছে এমন। [ঃ ক্ষত-'বিক্ষত'; ঃ 'বিক্ষত' দেহ।] [সং.]

বিক্ষিপ্ত — ণ. এদিকে ওদিকে ছড়ানো, ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত। অস্থির, অশান্ত। [ঃ চিত্ত 'বিক্ষিপ্ত' হইয়াছে।] [সং.]

বিক্ষুব্ধ — ণ. আলোড়িত, অত্যন্ত অস্থির। [ঃ ঝঞ্ঝা-'বিক্ষুব্ধ'।] অসন্তোষের ফলে অশান্ত। [ঃ 'বিক্ষুব্ধ' জনতা।] বি. — **বিক্ষুব্ধতা**।

বিক্ষেপ — বি. ইতস্ততঃ নিক্ষেপ. অস্থিরতা, অশান্ত ভাব। [ঃ চিত্ত-'বিক্ষেপ'।] **বিক্ষেপণ** — বি. বিক্ষিপ্ত করণ।

বিক্ষোভ—বি. আলোড়ন, চাঞ্চল্য, অশান্ত ভাব। অতিশয় ক্ষোভ। অসন্তোষের ফলে অশান্ত প্রতিবাদ সূচক ভাব। [ঃ 'বিক্ষোভ' প্রদর্শন।] [সং.]

বিখ — (প্রাচীন কবিতায়) বিষ।

বিখণ্ডিত—ণ. খণ্ডিত, কর্তিত। একাধিক খণ্ডে বিভক্ত।

বিখাউজ — একরকম দাদ জাতীয় চর্ম-রোগ।

বিখ্যাত — অতিশয় খ্যাত, প্রসিদ্ধ। স্ত্রী. — **বিখ্যাতা**।

বিগড়ানো—ক্রি. বিকল বা বিকৃত হওয়া। [ঃ কল-'বিগড়ানো'; ঃ মাথা 'বিগ-ড়ানো'।] প্রতিকূল বা বিরূপ হওয়া। [ঃ দলের লোকেরা 'বিগড়েছে'।] প্রতিকূল বা বিরূপ করা। [ঃ সাক্ষীকে 'বিগড়ে' দিয়েছে।] কুপথে চালিত করা বা চালিত হওয়া। [ঃ ছেলেটা 'বিগড়ে' গেছে; ঃ ছেলেটাকে 'বিগড়ে' দিয়েছে।]

বিগত — ণ. অতীত হইয়াছে বা চলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'বিগত' দিন-গুলি; ঃ 'বিগত' যৌবন।] **বিগত-জীবন, বিগতপ্রাণ** — মৃত। **বিগত-যৌবন** — যাহার যৌবন গিয়াছে, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। স্ত্রী. — **বিগতযৌবনা**। **বিগতলাবণ্য**—যাহার লাবণ্য বা সৌন্দর্য গিয়াছে। **বিগতশোভা, বিগতশ্রী** — যাহার সৌন্দর্য গিয়াছে।

বিগর্হিত — ণ. নিন্দিত, নিন্দার যোগ্য, অতিশয় গর্হিত।

বিগলন — বি. বিগলিত হওয়া, দ্রবণ, ক্ষরণ। **বিগলিত** — ণ. গলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'বিগলিত' তুষার।] ঝরিয়াছে বা ঝরিতেছে এমন। [ঃ অশ্রু 'বিগলিত' হইল।] স্খলিত, স্থানচ্যুত। [ঃ 'বিগলিত' বসন।]

বিগুণ — ণ. গুণহীন। বিকৃত। প্রতিকূল। বি. বিরুদ্ধ গুণ। অপকার।

বিগ্রহ — দেবতার মূর্তি। যুদ্ধ। (যুদ্ধের সহিত সহযোগী শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।) [ঃ যুদ্ধ-'বিগ্রহ'।] সমাসের বিশ্লেষণ। [সং.] **বিগ্রহ-বাক্য** — ('ব্যাসবাক্য' দেখ।)

বিঘটন — বি. ব্যাঘাত। বিরোধ। অনিষ্টকর ঘটনা। [ঃ অঘটন-'বিঘটন'।] বিশ্লেষণ। ণ. — **বিঘটিত**।

বিঘত — দৈর্ঘ্যের মাপ বিশেষ (আঙুল-গুলি বিস্তার করিলে বুড়ো আঙুলের ডগা হইতে কড়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত যতোখানি হয়)। [সং. বিতস্তি।]

বিঘা, বিঘে — জমির মাপ বিশেষ, কুড়ি কাঠা, প্রায় ⅓ একর। **বিঘাকালি** — বিঘার হিসাবে জমির পরিমাপ।

বিঘাতী — বিনাশকারী। নিবারক। [সং. বিঘাতিন্।] স্ত্রী. — **বিঘাতিনী**।

বিঘূর্ণন — জোরে ঘোরা, জোরে ঘূর্ণন। ণ. — **বিঘূর্ণিত**।

বিঘে — ('বিঘা' দেখ।)

বিঘোর — ('বেঘোর' দেখ।)

বিঘোষণ — বিশেষভাবে ঘোষিত করণ। ণ. **বিঘোষিত** — ব্যাপকভাবে ঘোষিত, প্রবলভাবে প্রচারিত। [ঃ এই বাণী 'বিঘোষিত' হউক।]

বিঘ্ন — বাধা, ব্যাঘাত, অন্তরায়। [সং.] **বিঘ্ননাশন, বিঘ্নবিনাশন, বিঘ্নহর, বিঘ্নহারী** — বিঘ্ন দূরকারী। **বিঘ্নিত** — বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত।

বিচক্ষণ — অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, দূর-দর্শী। বি. — **বিচক্ষণতা**।

বিচঞ্চল — অতিশয় চঞ্চল, অস্থির।

বিচরণ — ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এদিকে ওদিকে বেড়ানো।

বিচরা — ক্রি. (কবিতায়) বিচরণ করা। [ঃ 'বিচরে'।]

বিচর্চিকা — খোসপাঁচড়া ইত্যাদি চর্ম-রোগ। [সং.]

বিচলিত — অস্থির, অশান্ত। উদ্‌বিগ্ন।

অভিভূত। চ্যুত, ভ্রষ্ট। স্ত্রী. — **বিচলিতা।**

বিচার — যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় ভালোমন্দ ইত্যাদি নির্ণয়, বিবেচনা। **বিচারপতি** — যিনি বিচার করেন, উচ্চশ্রেণীর আদালতে নিযুক্ত বিচারক, জজ। **বিচারসাপেক্ষ** — বিচারের উপর নির্ভরশীল। বি.. — **বিচারসাপেক্ষতা।**

বিচারক, বিচারকারী — যে বিচার করে। যে অপরাধ বা অভিযোগ সম্পর্কে প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করে, হাকিম, বিচারপতি।

বিচারণ, বিচারণা—যুক্তিপ্রয়োগ, বিবেচনা। বিশ্লেষণ, সত্যাসত্য নির্ণয়। ণ. **বিচারণীয়** — যাহা বিচার করিতে হইবে বা বিচার করা উচিত এমন।

বিচারা — ক্রি. (কবিতায়) বিচার করা। [ঃ 'বিচারিল'।]

বিচারাধীন — যাহার সম্বন্ধে বা যে বিষয়ে বিচার চলিতেছে এমন।

বিচারালয় — বিচারের স্থান, আদালত, কোর্ট।

বিচারিত — ণ. যাহার বিচার করা হইয়াছে এমন, যুক্তিযোগে আলোচিত, বিবেচিত।

বিচার্য — ণ. বিচারের যোগ্য, যাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত বা আবশ্যক।

বিচালি — খড় শুকনা ঘাস ইত্যাদি।

বিচি — ছোট আঁটি, বীজ। দেহের বীজের মতো শক্ত গ্রন্থি। বীজের মতো দেখিতে পুঁজের শক্ত ডেলা। [সং. বীজ।]

বিচিত্র — বহুবর্ণময়। নকশাদার। বিস্ময়-কর। সুন্দর। স্ত্রী. — **বিচিত্রা।** বি. — **বিচিত্রতা। বিচিত্রিত** — ণ. বহু বর্ণে ও চিত্রে পূর্ণ। স্ত্রী. — **বিচিত্রিতা।**

বিচিত্রবীর্য — ণ. বিস্ময়কর শক্তি আছে এমন। বি. শান্তনুর পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতা।

বিচিন্তন — বি. গম্ভীরভাবে ধ্যান বা চিন্তা করণ। ণ. — **বিচিন্তিত।**

বিচূর্ণ — ণ. সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ, ভাঙিয়া একেবারে গুঁড়া হইয়াছে এমন। **বিচূর্ণন** — বি. সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করণ। **বিচূর্ণা** — ক্রি. (কবিতায়) বিচূর্ণ করা। [ঃ 'বিচূর্ণিল'।] ণ. **বিচূর্ণিত** — সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বা গুঁড়া করা হইয়াছে এমন।

বিচ্ছিন্ন — ণ. সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন। খণ্ডিত, ছিন্নভিন্ন। বিভক্ত, পৃথক্। সম্পূর্ণ-রূপে যোগাযোগহীন। [ঃ শহর হইতে 'বিচ্ছিন্ন'।] বি. — **বিচ্ছিন্নতা।**

বিচ্ছিরি — (গ্রাম্য ও কথা প্রয়োগ) বিশ্রী।

বিচ্ছু — বি. কাঁকড়াবিছা। ধূর্ত অনিষ্ট-কারী লোক। ণ. অতিশয় চালাক ও পাজী। [সং. বৃশ্চিক।]

বিচ্ছুরণ — আলোকরশ্মির নানাবর্ণে বিশ্লেষণ ও বিকিরণ। ণ. — **বিচ্ছুরিত।**

বিচ্ছেদ — বি. ছাড়াছাড়ি, বিরহ। কলহ ইত্যাদির ফলে সম্পর্কের বা হৃদ্যতার লোপ। ণ. **বিচ্ছেদ্য** — ছিন্ন বা পৃথক্ করা যায় এমন। [ঃ অ-'বিচ্ছেদ্য'।]

বিচ্যুত — ণ. পতিত। স্খলিত, ভ্রষ্ট। স্ত্রী. — **বিচ্যুতা।** বি. — **বিচ্যুতি।**

বিছা — একরকম বহুপদবিশিষ্ট বিষাক্ত প্রাণী, বৃশ্চিক। [সং. বৃশ্চিক।]

বিছানা — শয্যা, লেপ তোশক চাদর বালিশ ইত্যাদি। [সং. বিচ্ছাদন।] **বিছানা করা** — বিছানা মেলা, শুইবার উপযুক্ত ভাবে বিছানা সাজানো। **বিছানা নেওয়া** — শয্যাশায়ী হওয়া।

বিছানো — ক্রি. মাটি মেঝে খাট ইত্যাদির উপর মেলা, পাতা। ঘন বা পুরু করিয়া রাখা, ছড়াইয়া দেওয়া। ণ. ঐরূপে রাখা ছড়াইয়া দেওয়া মেলা বা পাতা হইয়াছে এমন। বি. ছড়াইয়া দেওয়া মেলা বা পাতার কাজ।

বিছুটি, বিছুতি — একরকম বন্য গাছ যাহার পাতা গায়ে লাগিলে অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে। [সং. বৃশ্চিকালী।]

বিছুরণ — (প্রাচীন কবিতায়) বিস্মৃতি। [সং. বিস্মরণ।]

বিছুরা, বিছুরানো — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) বিস্মৃত হওয়া।

বিজড়িত — জড়াইয়া আছে এমন বা জড়াইয়া যাইতেছে এমন। [ঃ 'বিজড়িত' আঁখি।]

বিজন — ণ. জনহীন, নির্জন। [ঃ 'বিজন' বন।] বি. — **বিজনতা**।

বিজবিজ — (নিন্দায় বা ঘৃণায়) বহু বিচি বা বিচির মতো জিনিসের একত্র ঘন সন্নিবেশের ভাব প্রকাশ। [ঃ পোকা 'বিজবিজ' করছে।]

বিজয় — সম্পূর্ণরূপে জয়। সম্পূর্ণরূপে অধিকার বা আয়ত্তকরণ। প্রাধান্য বিস্তার। গমন, প্রস্থান। অর্জুনের এক নাম। **বিজয়কেতন** — জয় সূচক পতাকা। **বিজয়লক্ষ্মী** — জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জয়শ্রী।

বিজয়া — বি. দুর্গার এক সখী। [ঃ জয়া-'বিজয়া'।] দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন। বিসর্জনের দিন।

বিজয়ী — সম্পূর্ণরূপে জয়ী। যে সম্পূর্ণরূপে অধিকার বা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। [সং. বিজয়িন্।] স্ত্রী. — **বিজয়িনী**।

বিজয়োৎসব — জয়লাভের ফলে আমোদ-প্রমোদ, বিজয় সূচক উৎসব। দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন সংক্রান্ত উৎসব।

বিজরি — (কবিতায়) বিজলি।

বিজলি, বিজলী — বি. বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক শক্তি। ণ. বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত বা জ্বালিত। [ঃ 'বিজলী' পাখা; ঃ 'বিজলী' বাতি।] [প্রা. বিজ্জুলী।]

বিজল্প — হাল্কা আলাপ-আলোচনা, জল্পনা। ণ. **বিজল্পিত** — আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কথিত।

বিজাত — বি. ভিন্ন জাতি। [ঃ অজাত-'বিজাত' বিচার নাই।] ণ. ভিন্নজাতীয়। জারজ, বেজন্মা।

বিজাতি — বি. অন্য জাতি, ভিন্ন জাতি বা ধর্মের লোক। [ঃ 'বিজাতি'-বিদ্বেষ।] ণ. **বিজাতীয়** — অন্য জাতি বা ধর্ম সংক্রান্ত। বিষম, তীব্র। [ঃ 'বিজাতীয়' ঘৃণা।] বি. — **বিজাতীয়তা**।

বিজিগীষা — জয়লাভের ইচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। ণ. **বিজিগীষু** — জয় করিতে ইচ্ছুক, জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক। [সং.]

বিজিত — পরাজিত, পরাভূত। [ঃ 'বিজিত' শত্রু।] জয় করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বিজিত' দেশ।] স্ত্রী. — **বিজিতা**।

বিজুরি, বিজুরী — ('বিজরি' দেখ।)

বিজুলি, বিজুলী — (কবিতায়) বিজলি।

বিজৃম্ভণ — হাই তোলা, আলস্য বা নিদ্রাবেশের ফলে মুখব্যাদান। [সং.]

বিজেতা — যে জয় করে, জয়ী। [সং. বিজেতৃ।] স্ত্রী. — **বিজেত্রী**।

বিজেয় — জয় করিবার যোগ্য। যাহা জয় করা সম্ভব। [সং.] বি. — **বিজেয়তা**।

বিজোড় — দুই দিয়া ভাগ করা যায় না এমন, অযুগ্ম, বিষম। [ঃ 'বিজোড়' সংখ্যা।]

বিজোরি — (প্রাচীন কবিতায়) বিদ্যুৎ, বিজলি।

বিজ্ঞ — জ্ঞানী, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। স্ত্রী. — **বিজ্ঞা**। বি. — **বিজ্ঞতা, বিজ্ঞত্ব**।

বিজ্ঞপ্তি — জানাইবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা, নোটিশ।

বিজ্ঞাত — বিশেষভাবে জ্ঞাত, সুবিদিত।

বিজ্ঞান — বিশেষ জ্ঞান, পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বা বিদ্যা, science. **বিজ্ঞানবিৎ, বিজ্ঞানবিদ্** — ('বিজ্ঞানী' দেখ।) **বিজ্ঞানী** — বিজ্ঞানে পণ্ডিত।

বিজ্ঞাপন — জনসাধারণকে বিশেষভাবে জ্ঞাপন, প্রচারের জন্য চিত্র ও লেখা ইত্যাদির দ্বারা ঘোষণা, advertise-ment. জানানো, বিদিত করণ। **বিজ্ঞাপনী** — বি. প্রচারপত্র, ইস্তাহার। ণ. বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত। ণ. **বিজ্ঞাপনীয়** — বিজ্ঞাপনের যোগ্য। **বিজ্ঞাপিত** — যাহার সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। [বহু-'বিজ্ঞাপিত'।] জানানো হইয়াছে এমন।

বিজ্ঞেয় — ণ. বিশেষরূপে জানা যায় এমন।

বিজ্বর — জ্বরহীন। [সং.]

বিট — একরকম কৃত্রিম লবণ। ধূর্ত বা লম্পট ব্যক্তি। [সং]

বিট — একরকম সবজি। ['বিট' পালং।] [ই. beet.]

বিট — পাহারাওয়ালা ডাকপিওন ইত্যাদির নির্দিষ্ট স্থানে যাতায়াতের কাজ। [ই. beat.]

বিটকেল — বিশ্রী, কুৎসিত, কদাকার। [ঃ 'বিটকেল' চেহারা।]

বিটঙ্ক — পায়রার থাকিবার ঘর, কপোত-পালিকা। [সং.]

বিটপ — শাখা, ডাল। পল্লব। [সং]· **বিটপী** — গাছ, বৃক্ষ, শাখী। [সং. বিটপিন্।]

বিটলে — ধূর্ত, দুষ্ট, কপট, ভণ্ড। [ঃ 'বিটলে' বামুন।] বি. **বিটলেমি** — ধূর্ততা, কাপট্য, দুষ্ট আচরণ।

বিটেল — ('বিটলে' দেখ।) **ভক্তবিটেল** — কপট ভক্ত।

বিড়ঙ্গ — কৃমিনাশক একরকম ফল। [সং.]

বিড়বিড় — আপন মনে অস্পষ্ট ও অনুচ্চ উক্তি। [ঃ 'বিড়বিড়' করা।]

বিড়ম্বনা — বঞ্চনা, বিমুখ ভাব, নির্দয়তা। [ঃ বিধির 'বিড়ম্বনা'।] অনর্থক কষ্টভোগ, অপ্রীতিকর অবস্থা। [এ কি 'বিড়ম্বনা'!] ণ. **বিড়ম্বিত** —বঞ্চিত, দুঃখপ্রাপ্ত, প্রতারিত। [ভাগ্য-'বিড়ম্বিত'।]

বিড়া, বিড়ে, বিঁড়ে—মাথায় ভার বহিবার বা কলসী ইত্যাদি বসাইবার জন্য খড় কাপড় ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী চক্রাকার পুরু বেড়। ছোট বাণ্ডিল বা গোছা। পানের গোছা যাহাতে ৮০টি করিয়া পান থাকে, পানের বাণ্ডিল। [বীটিকা।]

বিড়াল — সুপরিচিত গৃহপালিত জীব, বেরাল, মার্জার। [সং.] স্ত্রী. — **বিড়ালী**। **বিড়ালতপস্বী** — কপট সাধু।

বিড়ি — একরকম ছোট চুরুট। **বিড়ি খাওয়া** — বিড়ি জ্বালাইয়া ধূমপান করা।

-বিৎ, বিদ্—'যে জানে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ শাস্ত্র-'বিৎ'; ঃ

প্রত্ন-'বিৎ'।] [সং. বিদ্।]
বিতংস, বীতংস — পাখী ইত্যাদি ধরিবার জাল বা ফাঁদ। খাঁচা। [সং.]
বিতণ্ডা — বাজে তর্ক, বচসা। [ঃ বাদ-'বিতণ্ডা'।] [সং.]
বিতত — ণ. বিস্তৃত, প্রসারিত, মেলা। [ঃ দিগন্ত-'বিতত' মাঠ।] [সং.] বি. — **বিততি।**
বিতথ, বিতথ্য — মিথ্যা। বৃথা। [সং.]
বিতরণ — বিলানো, বহুলোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দান, বণ্টন। [সং.] **বিতরা**—ক্রি. (কবিতায়) বিতরণ করা। [ঃ 'বিতরিলে' অন্ন।] ণ. **বিতরিত** — বিতরণ করা হইয়াছে এমন, বণ্টিত।
বিতর্ক — বাদানুবাদ, তর্ক, বচসা। [ঃ তর্ক-'বিতর্ক'।] ণ. **বিতর্কিত** — যাহা লইয়া বিতর্ক হইয়াছে এমন, আলোচিত। অনুমিত।
বিতল — পুরাণোক্ত দ্বিতীয় পাতাল।
বিতস্তা — পাঞ্জাবের বিখ্যাত নদী, ঝিলম।
বিতান — চাঁদোয়া, মণ্ডপ। আচ্ছাদিত স্থান। প্রসার, বিস্তার। [সং.]
বিতারিখ — তারিখ। তারিখ অনুসারে।
বিতিকিচ্ছি — বিশ্রী, কুৎসিত।
বিতৃষ্ণ — ণ. যাহার বিতৃষ্ণা আসিয়াছে এমন। নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত। বি. **বিতৃষ্ণা** — অরুচি, বিরাগ, উদাসীন ভাব। [ঃ জীবনে 'বিতৃষ্ণা'।]
বিত্ত — সম্পত্তি, ধন। [সং.] **বিত্তবান্** — বিত্তশালী, ধনী। [সং. বিত্তবৎ।] স্ত্রী. — **বিত্তবতী। বিত্তশালী** — যাহার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে এমন। [সং. বিত্তশালিন্।] স্ত্রী. — **বিত্তশালিনী।** বি. — **বিত্তশালিতা। বিত্তহীন** — যাহার ধনসম্পত্তি নাই এমন। স্ত্রী. — **বিত্তহীনা।** বি. — **বিত্তহীনতা।**
বিথান — (কবিতায়) বিস্রস্ত, এলো-মেলো।
বিথার — (কবিতায়) বিস্তার।
বিথারা — ক্রি. (কবিতায়) বিস্তৃত করা, মেলা, ছড়ানো। [ঃ 'বিথারিল' এলো কেশ।]
-বিদ্ — ('-বিৎ' দেখ।)
বিদকুটে — বিশ্রী. কুৎসিত, বদখত।
বিদগ্ধ — পণ্ডিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন, রসজ্ঞ, রসিক। [ঃ 'বিদগ্ধ' জন।।] স্ত্রী. — **বিদগ্ধা। বিদগ্ধা** — বি. রসিকা ও চতুরা নায়িকা বিশেষ।
বিদরা — ক্রি. (কবিতায়) বিদীর্ণ হওয়া বা করা। [ঃ 'বিদরিল' বক্ষ।]
বিদর্ভ — মধ্যভারতের একটি সুপ্রাচীন রাজ্য, বর্তমান বিদর।
বিদলন — অতিশয় দলন, নিষ্পেষণ। ণ. **বিদলিত** — অত্যন্ত দলন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিদলিতা।**
বিদায় — প্রিয়জনের নিকট হইতে গমনের অনুমতি। [ঃ 'বিদায়' দাও মা।] বিচ্ছেদ। [ঃ চির-'বিদায়'।] উপহার দক্ষিণা ইত্যাদি সহ যাইবার ব্যবস্থা। [ঃ অতিথি-'বিদায়'।] যাইবার কালে দেয় দক্ষিণা উপহার বকশিস ইত্যাদি। ণ. দূরে গত বা অপসারিত। [ঃ আপদ 'বিদায়' করা; ঃ এখন 'বিদায়' হও।] [আ. বিদাঅ।] ণ. **বিদায়ী** — বিদায়-কালীন, চলিয়া যাইবার সময়কার। [ঃ 'বিদায়ী' বকশিস।]
বিদায় — দান। বিসর্জন। [সং.]
বিদারক — যে বা যাহা বিদীর্ণ করে। [ঃ হৃদয়-'বিদারক'।] [সং.] **বিদারণ**— সজোরে ফাঁড়া, বিদীর্ণ করণ। ণ. — **বিদারিত। বিদারা** — ক্রি. (কবিতায়) বিদীর্ণ করা। [ঃ 'বিদারিব'; ঃ

'।]

বিদারী — যাহা বিদীর্ণ করে, বিদারক। [সং. বিদারিন্।] [ঃ হৃদয়-'বিদারী'।]

বিদিক্ — দুই দিকের মধ্যবর্তী স্থান, কোণ, বায়ুকোণ ঈশান কোণ অগ্নিকোণ ও নৈর্ঋত কোণ। ভুল দিক্। [সং. বিদিশ্।]

বিদিত — জ্ঞাত, জানা আছে এমন, পরিচিত। [ঃ 'বিদিত' ভুবনে।] যে জানে বা জানিয়াছে। [ঃ 'বিদিত' হইলাম।] [সং.] স্ত্রী. — **বিদিতা।**

বিদিশা — মালবের প্রাচীন একটি নগরী, বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের ভিলশা।

বিদীর্ণ — সজোরে ফাটিয়াছে এমন, ছিন্নভিন্ন, চেরা, ফাটা। [ঃ 'বিদীর্ণ' বক্ষ।] স্ত্রী. — **বিদীর্ণা।**

বিদুর — জানা যাঁহার স্বভাব, জ্ঞানী। ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ইনি দাসী-পুত্র ছিলেন)।

বিদুষী — শিক্ষিতা, জ্ঞানবতী।

বিদূর — বহু দূর।

বিদূরিত — দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, অপসারিত, বিতাড়িত।

বিদূষক — (নাটকে) হাস্যরসিক চরিত্র, ভাঁড়।

বিদেশ — অন্য দেশ, অপরের দেশ। **বিদেশবাসী** — যে বিদেশে গিয়া আছে। বিদেশের অধিবাসী। স্ত্রী. — **বিদেশ-বাসিনী।** **বিদেশাগত** — বিদেশ হইতে আসিয়াছে এমন। **বিদেশী** — অন্য দেশে উৎপন্ন। অন্য দেশের অধিবাসী। [সং. বিদেশিন্।] স্ত্রী. — **বিদেশিনী।** **বিদেশীয়** — বিদেশ সংক্রান্ত, বিদেশে জাত, বৈদেশিক। স্ত্রী. — **বিদেশীয়া।**

বিদেহ — উত্তর বিহারের একটি সুপ্রাচীন রাজ্য, মিথিলা। ণ. অশরীরী।

বিদেহী — দেহহীন, অশরীরী।

বিদ্ধ — বিঁধিয়াছে এমন। [ঃ পায়ে কাঁটা 'বিদ্ধ' হইয়াছে।] বেঁধা হইয়াছে এমন, ছিদ্রিত। যাহাকে বিঁধিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিদ্ধা।**

বিদ্যমান — যে বা যাহা আছে, বর্তমান। স্ত্রী. — **বিদ্যমানা।** বি. — **বিদ্যমানতা।**

বিদ্যা — জ্ঞান, পাণ্ডিত্য। তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান। নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা। দুর্গা। সরস্বতী। **বিদ্যাদাতা** — শিক্ষক, গুরু। [সং. বিদ্যাদাতৃ।] স্ত্রী. — **বিদ্যাদাত্রী।** **বিদ্যাদান** — শিক্ষাদান, অধ্যাপনা। **বিদ্যাধর** — পুরাণে বর্ণিত সঙ্গীতে নিপুণ এক দেবতুল্য জাতি। স্ত্রী. — **বিদ্যাধরী।** **বিদ্যানিধি** — মহা পণ্ডিত। **বিদ্যানুরাগ** — জ্ঞানলাভে আগ্রহ, লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক। **বিদ্যানুরাগী**—যাহার জ্ঞানলাভে আগ্রহ আছে। [সং. বিদ্যানুরাগিন্।] স্ত্রী. — **বিদ্যানুরাগিণী।** **বিদ্যানু-শীলন** — জ্ঞানলাভের চেষ্টা, বিদ্যাভ্যাস, লেখাপড়ার চর্চা। **বিদ্যাপীঠ** — শিক্ষালয়, বিদ্যালয়। **বিদ্যাবত্তা** — পাণ্ডিত্য, বিদ্বানের ভাব। **বিদ্যাবান্** — পণ্ডিত, বিদ্বান। [সং. বিদ্যাবৎ।] স্ত্রী. — **বিদ্যাবতী।** **বিদ্যাভ্যাস** — অভ্যাস ও চেষ্টার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, বিদ্যানুশীলন। **বিদ্যামন্দির** — (শ্রদ্ধায়) শিক্ষাগৃহ, বিদ্যালয়। **বিদ্যারম্ভ** — লেখাপড়ার আরম্ভ, হাতেখড়ি। **বিদ্যার্জন** — চেষ্টার দ্বারা পাণ্ডিত্যলাভ, বিদ্যালাভ। **বিদ্যার্থী** — যে বিদ্যালাভ করিতে চায়, শিক্ষার্থী। [সং. বিদ্যার্থিন্।] স্ত্রী — **বিদ্যা-র্থিনী।** **বিদ্যালয়** — লেখাপড়া

শিখিবার জায়গা, স্কুল। ণ. **বিদ্যালয়ী** — বিদ্যালয় সংক্রান্ত, বিদ্যালয়ে প্রদত্ত। [ঃ 'বিদ্যালয়ী' শিক্ষা।] **বিদ্যালাভ** — ('বিদ্যার্জন' দেখ।) **বিদ্যাশিক্ষা** — চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা কোনও বিষয়ে জ্ঞান বা নৈপুণ্য লাভ। **বিদ্যাহীন** — যে লেখাপড়া জানে না, জ্ঞানহীন, মূর্খ। বি. — **বিদ্যাহীনতা**। স্ত্রী. — **বিদ্যাহীনা**।

বিদ্যুজ্জিহ্ব — ণ. যাহার জিভ বিদ্যুৎ-রেখার মতো সরু ও রক্তবর্ণ এমন। বি. রামায়ণে বর্ণিত জনৈক রাক্ষস।

বিদ্যুৎ — মেঘে প্রজ্বলিত আলোকরেখা, বিজলী, চপলা, সৌদামিনী, তড়িৎ। বৈদ্যুতিক শক্তি। [ঃ 'বিদ্যুৎ'-সরবরাহ।] ণ. অতিশয় দ্রুত। [ঃ 'বিদ্যুৎ'-গতি।] [সং.] **বিদ্যুৎ চমকানো** — বিদ্যুৎ চকিত প্রকাশ-লাভ করা। **বিদ্যুৎস্পৃষ্ট** — অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক শক্তি স্পর্শ করিয়াছে এমন। আকস্মিক ঘটনায় চমকিত বা বিমূঢ়। **বিদ্যুৎস্ফুরণ** — বিদ্যুতের চকিত প্রকাশ, বিজলির চমক।

বিদ্যুতালোক — বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে আলো।

বিদ্যুদ্‌গতি — ণ. বিদ্যুতের মতো অতি দ্রুত ও চকিত গতি যাহার, অতিশয় দ্রুত। বি. বিদ্যুতের মতো দ্রুত ও চকিত গতি।

বিদ্যুদ্‌গর্ভ — যাহার মধ্যে বিদ্যুৎ রহিয়াছে এমন, বিদ্যুতে ভরা। স্ত্রী. — **বিদ্যুদ্‌গর্ভা**।

বিদ্যুদ্দাম — বিদ্যুতের ছটা, বিদ্যুতের চকিত আলোক-বিকিরণ।

বিদ্যুদ্‌বেগ — ('বিদ্যুদ্‌গতি' দেখ।)

বিদ্যুন্মালা — মিলিত বহু বিদ্যুৎ-রেখা।

বিদ্যুল্লতা — লতার মতো দেখিতে এমন বিদ্যুৎ-রেখা।

বিদ্যোৎসাহ — জ্ঞানলাভে বা জ্ঞানদানে উৎসাহ। ণ. **বিদ্যোৎসাহী** — জ্ঞান-লাভে বা জ্ঞানদানে উৎসাহী। [সং. বিদ্যোৎসাহিন্।] বি. — **বিদ্যোৎ-সাহিতা**। স্ত্রী. — **বিদ্যোৎসাহিনী**।

বিদ্যোপার্জন — বিদ্যালাভ, শিক্ষালাভ, জ্ঞানলাভ।

বিদ্রাবণ — দ্রবীকরণ। বিতাড়ন। [সং.] ণ. **বিদ্রাবিত** — দ্রবীকৃত। বিতাড়িত।

বিদ্রূপ — ঠাট্টা, উপহাস, ব্যঙ্গ। **বিদ্রূপাত্মক** — বিদ্রূপে পূর্ণ, বিদ্রূপ-সূচক, শ্লেষাত্মক।

বিদ্রোহ — বশ্যতা বা আনুগত্য অস্বীকার, শাসন বা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ। [সং.] **বিদ্রোহাচরণ** — বিদ্রোহ করণ, বিদ্রোহীর ন্যায় কাজ। **বিদ্রোহী** — যে বিদ্রোহ করে। [সং. বিদ্রোহিন্।] স্ত্রী. — **বিদ্রোহিণী**।

বিদ্বজ্জন — পণ্ডিত লোক, বিদ্বান্ ব্যক্তি।

বিদ্বৎকল্প — পণ্ডিতের মতো, বিদ্বান্-সদৃশ।

বিদ্বৎকুল — পণ্ডিত সমাজ, পণ্ডিতগণ।

বিদ্বত্তম — সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত। স্ত্রী. — **বিদ্বত্তমা**।

বিদ্বান্‌, বিদ্বান — যাঁহার বিদ্যা আছে, পণ্ডিত, জ্ঞানী। [সং. বিদ্বস্।] স্ত্রী. — **বিদুষী**।

বিদ্বিষ্ট — যাহার প্রতি বিদ্বেষ করা হইয়াছে এমন।

বিদ্বেষ — ঈর্ষা, শত্রুতা, অনিষ্টাচরণের ইচ্ছা, বিরোধী মনোভাব। **বিদ্বেষী** — যে বিদ্বেষ করে, যে অনিষ্টাচরণের ইচ্ছা বা বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। [সং. বিদ্বেষিন্।] স্ত্রী. —

বিদ্বেষিণী। **বিদ্বেষানল** — ঈর্ষার জ্বালা। **বিদ্বেষ্টা** — বিদ্বেষকারী, শত্রু। [সং. বিদ্বেষ্টৃ।]

-বিধ — রকম বা প্রকার বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বহু-'বিধ'; ঃ নানা-'বিধ'।] ('বিধা' শব্দের সমাসঘটিত রূপ।)

বিঁধ — ছিদ্র।

বিধবা — স্বামীহীনা, পতিহীনা। স্বামী-হীনা নারী। [সং.]

বিধর্মা — বিধর্মী। [সং. বিধর্মন্।]

বিধর্মিতা — বিধর্মীর মতো আচরণ।

বিধর্মী — অন্য ধর্মাবলম্বী। স্বধর্ম-বিরোধী। [সং. বিধর্মিন্।] স্ত্রী. — **বিধর্মিণী**।

বিধা — রকম, প্রকার। ব্যবস্থা। [সং.]

বিঁধা — ক্রি. বিদ্ধ করা, ফুটানো। বিদ্ধ হওয়া। ছিদ্র করা।

বিধাতা — বিধানকর্তা, নিয়ন্তা। [ঃ ভাগ্য-'বিধাতা'।] ঈশ্বর, ভগবান। [সং. বিধাতৃ।] স্ত্রী. — **বিধাত্রী**। **বিধাতা পুরুষ**—বিশ্বের নিয়ন্তা, ভাগ্য-নিয়ন্তা, ভগবান।

বিধান — ব্যবস্থা, নিয়ম। [ঃ বিধির 'বিধান'।] নির্দেশ, অনুশাসন। [ঃ শাস্ত্রের 'বিধান'।] সম্পাদন। [ঃ সন্তোষ 'বিধান'।] আইন প্রণয়ন। [ঃ 'বিধান'-সভা।] **বিধান পরিষদ্** — Legislative Council. **বিধান সভা** — ভারতীয় রাজ্যের উচ্চতন পরিষদ্, Legislative Assembly.

বিঁধানো — ক্রি. ছিদ্র করা। বিদ্ধ করা। অপরের দ্বারা বিদ্ধ বা ছিদ্র করা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে।

বিধায় — (প্রায় অপ্রচলিত) জন্য, কারণে।

বিধায়ক — ব্যবস্থাকারী, বিধানকর্তা, নিয়ামক। স্ত্রী. — **বিধায়িকা**।

বিধায়ী — ব্যবস্থাকারী, বিধায়ক। [সং. বিধায়িন্।] স্ত্রী. — **বিধায়িনী**। [ঃ বিধবা-বিবাহ-'বিধায়িনী' সভা।]

বিধি — নিয়ম, বিধান। [ঃ যথা-'বিধি'।] [ঃ দণ্ড-'বিধি'।] রীতি, পদ্ধতি। [ঃ কার্য-'বিধি'।] বিধাতা। অদৃষ্ট, ভাগ্য। [সং.] **বিধিবিড়ম্বনা** — বিধাতা বা অদৃষ্টের প্রতিকূলতা বা বিমুখতা। ণ. **বিধিবিড়ম্বিত** — বিধাতা বা অদৃষ্টের প্রতিকূলতা বা বিমুখতার জন্য দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত। **বিধিব্যবস্থা** — নিয়মসংগত আয়োজন অনুষ্ঠানাদি। **বিধিলিপি**—বিধাতার বিধান, অদৃষ্টের লিখন।

বিধিৎসা — বিধান বা ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা। [সং.] ণ. **বিধিৎসু** — বিধান বা ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক।

বিধু — চাঁদ, চন্দ্র। **বিধুমুখী** — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যে নারীর, চন্দ্রবদনা।

বিধুত — ণ. কম্পিত।

বিধুনন — কম্পন। ণ. — **বিধুনিত**।

বিধুর — কাতর, আর্ত। [ঃ বেদনা-'বিধুর'।] জড়িত, বিমূঢ়। [ঃ গন্ধ-'বিধুর' সমীরণে।] স্ত্রী. — **বিধুরা**।

বিধূত, বিধূনন, বিধূনিত — ('বিধুত', 'বিধুনন' ও 'বিধুনিত' দেখ।)

বিধৃত — দৃঢ়ভাবে ধৃত। [ঃ 'বিধৃত' কৃপাণ।] গৃহীত। পরিহিত।

বিধেয় — ণ. উচিত, বিধিসম্মত, নিয়ম-সংগত। বি. (ব্যাকরণে) উদ্দেশ্যের পরিচায়ক শব্দ বা শব্দসমূহ, predicate.

বিধৌত—সম্পূর্ণরূপে ধৌত বা প্লাবিত। [ঃ জ্যোৎস্না-'বিধৌত'।]

বিধ্বংস — সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, বিলোপ। **বিধ্বংসী** — ধ্বংসকারী। [ঃ বিমান-'বিধ্বংসী'।] [সং. বিধ্বংসিন্।]

বিধ্বস্ত — ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিলুপ্ত, বিনষ্ট। [ঃ নগর 'বিধ্বস্ত' করা; ঃ সৈন্যবাহিনী 'বিধ্বস্ত' করা।]

বিনত — অবনত, নম্র, বিনীত। স্ত্রী. — **বিনতা**। **বিনতা** — পুরাণে বর্ণিত কশ্যপের পত্নী, অরুণ ও গরুড়ের জননী। বি. **বিনতি** — বিনয়, নম্রতা। মিনতি, অনুনয়।

বিননি — ('বিনুনি' দেখ।)

বিনম্র — অতিশয় নম্র, বিনত। স্ত্রী. — **বিনম্রা**। বি. — **বিনম্রতা**।

বিনয় — নম্রভাব। অনুনয়। সংযম নিয়ম শৃঙ্খলাদি বিষয়ক শিক্ষা। [ঃ 'বিনয়'-ভবন।] **বিনয়পিটক** — বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ ত্রিপিটকের একটি ভাগ যাহাতে ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠা সম্পর্কে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। **বিনয়াবনত** — বিনয়ে নত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. —**বিনয়াবনতা**। **বিনয়ী** — নম্র, উদ্ধত নহে এমন। [সং. বিনয়িন্।]

বিনষ্ট — নষ্ট। বিনাশপ্রাপ্ত। বিধ্বস্ত।

বিনা — অ. ছাড়া, ব্যতীত। [সং.]

বিনানো — ক্রি. বিনুনি করা, বেণী রচনা করা। ঐভাবে গুচ্ছ করিয়া পাকানো। ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।

বিনানো — ক্রি. খেদোক্তি করা। [ঃ 'বিনাইয়া' কাঁদা।]

বিনামা — জুতা। চটিজুতা।

বিনামা — নামহীন। [সং. বিনামন্।]

বিনায়ক — গণেশ। বুদ্ধ। গরুড়। গুরু।

বিনাশ — ধ্বংস, বিনষ্টি, বিলোপ। মৃত্যু। **বিনাশক** — যে বা যাহা বিনাশ করে, ধ্বংসকারী। হন্তা। **বিনাশকর্তা**, **বিনাশকারী** — ('বিনাশক' দেখ।) **বিনাশন** — বিনাশ করণ, ধ্বংসসাধন। বিনাশকারী, ধ্বংসকারী। [ঃ অসুর-'বিনাশন'।] **বিনাশী** — বিনাশকারী, ধ্বংসকারী। [সং. বিনাশিন্।] স্ত্রী. — **বিনাশিনী**।

বিনি — (কথ্য ও গ্রাম্য প্রয়োগে) বিনা। [ঃ 'বিনি' সুতোর মালা।]

বিনিঃসরণ — বি. বাহির হওয়া, নির্গমন। ণ. **বিনিঃসৃত** — বহির্গত, নির্গত।

বিনিদ্র — নিদ্রাহীন, ঘুম আসে নাই এমন। [ঃ 'বিনিদ্র' রজনী।]

বিনিন্দিত — অতিশয় নিন্দিত। 'উহার নিন্দার কারণ ঘটায়' অর্থাৎ 'উহা হইতেও শ্রেষ্ঠ' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মৃণাল-'বিনিন্দিত' বাহু; ঃ মরাল-'বিনিন্দিত' গতি।]

বিনিময় — বদল। [ঃ ইহার 'বিনিময়ে'।] প্রদত্ত বস্তুর বদলে গ্রহণ এবং গৃহীত বস্তুর বদলে প্রদান। [ঃ 'বিনিময়' ব্যবস্থা।]

বিনিযুক্ত, **বিনিয়োজিত** — ণ. ব্যবসায় ইত্যাদিতে খাটানো হইতেছে এমন (টাকা, মূলধন)।

বিনিয়োগ — ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিয়োগ, খাটানো, investment.

বিনির্গত — ণ. বাহির হইয়াছে এমন, বহির্গত, নির্গত। বি. **বিনির্গম**, **বিনির্গমন** — বাহিরে গমন, বহির্গমন, নিঃসরণ।

বিনির্ণয় — স্থিরীকরণ, নির্ধারণ। বিচার করিয়া প্রদত্ত ব্যবস্থা, রোয়েদাদ। ণ. — **বিনির্ণীত**।

বিনির্মিত — সুন্দরভাবে নির্মিত। [ঃ প্রস্তর-'বিনির্মিত' প্রাসাদ।]

বিনিশ্চয় — স্থির সিদ্ধান্ত। [ঃ চর্যাচর্য-'বিনিশ্চয়'। ণ. **বিনিশ্চিত** — নিঃসন্দেহ, সংশয়াতীত।

বিনীত — বিনয়যুক্ত, নম্র। স্ত্রী. — **বিনীতা**।

বিনুনি — চুল ইত্যাদির পাকানো ও

বিনানো গুচ্ছ।

বিনোদ — বি. আমোদ-প্রমোদ। ণ. আনন্দদায়ক। **বিনোদন** — আনন্দদান, তুষ্টিসাধন। [ঃ চিত্ত-'বিনোদন'।] আনন্দের দ্বারা দূরীকরণ। [ঃ শ্রম-'বিনোদন'।] ণ. **বিনোদিত**। **বিনোদী** — বিনোদনকারী, আনন্দদায়ক। [সং. বিনোদিন্।] স্ত্রী. **বিনোদিনী** — আনন্দদায়িনী। [ঃ 'বিনোদিনী' রাধা।]

বিনোদিয়া — (প্রাচীন কবিতায়) আনন্দ-দায়ক, মনোরম।

বিন্তি — একরকম তাসখেলা। [পো. vinte.]

বিন্দু — ফোঁটা। [ঃ অশ্রু-'বিন্দু'।] ফুটকি, অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন। (জ্যামিতিতে) স্থাননির্দেশক চিহ্ন যাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার বা বেধ নাই। শুক্র, ধাতু। [ঃ 'বিন্দু'-পাত।] [সং.] **বিন্দু বিন্দু** — ফোঁটা ফোঁটা। [ঃ 'বিন্দু বিন্দু' ঘাম।] **বিন্দুবিসর্গ** — সামান্যতম পরিমাণও, কণামাত্রও। [ঃ 'বিন্দুবিসর্গ' জানি না।] **বিন্দু-মাত্র** — এতোটুকুও, লেশমাত্রও। [ঃ 'বিন্দুমাত্র' দয়া নাই।] **একবিন্দু** — কণামাত্র, বিন্দুমাত্র, একফোঁটাও, সামান্য-তম পরিমাণেও।

বিন্দুসার — প্রাচীন মগধের বিখ্যাত রাজা, অশোকের পিতা।

বিন্ধা—ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) বিন্ধ করা।

বিন্ধ্য — উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে অবস্থিত বিখ্যাত পর্বতমালা। **বিন্ধ্য-বাসিনী** — বিন্ধ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দুর্গা। বিন্ধ্যপর্বতে বাসকারিণী। **বিন্ধ্যবাসী** — বিন্ধ্যপর্বতের অধিবাসী। **বিন্ধ্যাচল** — বিন্ধ্য পর্বত। **বিন্ধ্যেশ্বরী** — ('বিন্ধ্যবাসিনী' দেখ।)

বিন্না, বিন্নে — একরকম ঘাস ও তাহার ফল।

বিন্যস্ত — ণ. যথাস্থানে বা যথাক্রমে রাখা হইয়াছে এমন, সজ্জিত, উপযুক্তভাবে স্থাপিত। [ঃ 'বিন্যস্ত' কেশ।]

বিন্যাস — বি. যথাস্থানে ও উপযুক্তভাবে স্থাপন। [ঃ 'বেশ'-বিন্যাস; ঃ শব্দ-'বিন্যাস'।]

বিপক্ষ — প্রতিপক্ষ, বিরোধী ব্যক্তি বা দল। ণ. বিরোধী, বিরোধী দলভুক্ত। **বিপক্ষে** — বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে। **বিপক্ষতা** — বিপক্ষের ভাব, বিরোধিতা, প্রতিকূলতা। ণ. **বিপক্ষীয়** — বিপক্ষের, বিরোধী দল সংক্রান্ত।

বিপণি, বিপণী — দোকান, হাট-বাজার। [সং.]

বিপজ্জনক — যাহাতে বিপদ্ ঘটিতে পারে এমন, অনিষ্টকর।

বিপৎ — বিপদ্। (সাধারণতঃ অন্য শব্দের অগ্রে যুক্ত হয়।) **বিপৎকাল** — বিপদের সময়।

বিপত্তি — বিপদ্, অনিষ্টকর অবস্থা বা ঘটনা। **বিপত্তিকর** — বিপজ্জনক।

বিপত্নীক — যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে, মৃতদার। বি. — **বিপত্নীকতা**।

বিপথ — ভুল পথ। অসৎ পথ। **বিপথ-গামী** — যে ভুল বা অসৎ পথে গিয়াছে। [সং. বিপথগামিন্।] স্ত্রী. — **বিপথগামিনী**।

বিপদ্, বিপদ — বিপত্তি, অনিষ্টকর অবস্থা বা ঘটনা, সংকট। **বিপদ-আপদ** — বিপদ এবং ঐরূপ অবস্থা বা ঘটনা। [সং.] **বিপদ্গ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত**— বিপদে পড়িয়াছে এমন, বিপন্ন। স্ত্রী. — **বিপদ্গ্রস্তা, বিপদগ্রস্ততা**। **বিপদ্-ভঞ্জন, বিপদভঞ্জন** — বিপদ দূরীকরণ। যিনি বিপদ দূর করেন, ভগবান।

বিপদাপন্ন — বিপন্ন।

বিপন্ন — বিপদে পড়িয়াছে এমন, সংকটাপন্ন। স্ত্রী. — **বিপন্না**। বি. — **বিপন্নতা**।

বিপরীত—উল্টা। [ঃ 'বিপরীত' কোণ।] বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। [ঃ 'বিপরীত' মনোভাব।] ক্ষতিকর। [ঃ 'বিপরীত' বুদ্ধি।] তীব্র, বিষম, উৎকট। [ঃ 'বিপরীত' ক্রোধ।] [সং.]

বিপর্যয়, বিপর্যায়, বিপর্যাস — ক্ষতিকর পরিবর্তন, উলটপালট। [ঃ ভাগ্য-'বিপর্যয়'।] বিপদ, সংকট। ণ. **বিপর্যস্ত** — অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিপন্ন। বিপন্ন ও বিধ্বস্ত।

বিপল — সময়ের পরিমাণবিশেষ, পলের ষাট ভাগের এক ভাগ।

বিপাক — প্রতিকূল অবস্থা, দুর্দৈব। জীবদেহে খাদ্যের পরিবর্তন, metabolism.

বিপাশা — পাঞ্জাবের বিখ্যাত প্রাচীন নদী, বর্তমান বিয়াস।

বিপিতা — মাতার অপর স্বামী, stepfather.

বিপিন — বন, অরণ্য। [ঃ বিজন 'বিপিন'।] [সং.] **বিপিনবিহারী** — যিনি বনে ঘুরিয়া বেড়ান, শ্রীকৃষ্ণ।

বিপুল — বৃহৎ, প্রকাণ্ড। [ঃ 'বিপুল' দেহ।] অতিশয়, অনেক, সুপ্রচুর। [ঃ 'বিপুল' আয়োজন।] [সং.] স্ত্রী. — **বিপুলা**। বি. — **বিপুলতা**।

বিপ্র — ব্রাহ্মণ। [সং.] **বিপ্রবর** — ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

বিপ্রকর্ষ — (ব্যাকরণে) উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন (যেমন, কর্ম = করম)।

বিপ্রকর্ষণ — আকর্ষণের বিপরীত ভাব, বিকর্ষণ, ঠেলা।

বিপ্রলব্ধ — প্রতারিত, বঞ্চিত। স্ত্রী. — **বিপ্রলব্ধা**।

বিপ্রলম্ভ — প্রতারণা। কলহ। বিরহ।

বিপ্লব — দ্রুত আমূল পরিবর্তন। [ঃ সমাজ-'বিপ্লব'; ঃ অর্থনৈতিক 'বিপ্লব'।] **বিপ্লবী** — যে বা যাহা বিপ্লব করে, যে বা যাহা আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়, বিপ্লবকারী। স্ত্রী. — **বিপ্লবিনী**।

বিপ্লাবী — যাহা সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া লইয়া যায়, প্লাবনকারী, নিমজ্জনকারী। স্ত্রী. — **বিপ্লাবিনী**।

বিপ্লুত—সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত। বিনষ্ট। বিপর্যস্ত।

বিফল — ব্যর্থ, নিষ্ফল। অকৃতকার্য। বি. — **বিফলতা**।

বিবক্ষা — বলিবার ইচ্ছা। ণ. **বিবক্ষিত** — বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন। **বিবক্ষু** — বলিতে ইচ্ছুক।

বিবৎসা — ণ. স্ত্রী. যাহার বৎস বা সন্তান মারা গিয়াছে। [ঃ 'বিবৎসা' গাভী।]

বিবৎসা — বাস করিবার ইচ্ছা। [সং.]

বিবদমান — বিবাদ করিতেছে এমন, কলহরত। স্ত্রী. — **বিবদমানা**।

বিবমিষা — বমি করিবার ইচ্ছা, বমি-বমি ভাব। [সং.] ণ. **বিবমিষু** — যে বমন করিতে চায়, যাহার বমি-বমি ভাব হইয়াছে।

বিবর — গর্ত, ছিদ্র, গহ্বর। [ঃ কর্ণ-'বিবর'।] [সং.]

বিবরণ — বিবৃতি, ঘটনাদির বর্ণনা, বৃত্তান্ত। [সং.] **বিবরণী** — লিখিত বিবরণ, রিপোর্ট।

বিবরা — ক্রি. (কবিতায়) বিবৃত করা, বিবরণ দেওয়া। [ঃ 'বিবরিল'।]

বিবর্জন — সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। ণ.

বিবর্জিত — সম্পূর্ণরূপে ত্যক্ত। যাহাতে নাই এমন, রহিত। [ঃ দোষ-'বিবর্জিত'।]

বিবর্ণ—পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে। ম্লান, মলিন। রংচটা। স্ত্রী. — **বিবর্ণা**। বি. — **বিবর্ণতা**।

বিবর্ত — ঘূর্ণন। পরিবর্তিত রূপ। **বিবর্তবাদ** — মায়াবাদ।

বিবর্তন — ঘূর্ণন, পরিবর্তন। ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের বিকাশ, অভিব্যক্তি, উদ্‌বর্তন। **বিবর্তন-বাদ** — লামার্ক ডারুইন প্রভৃতি কর্তৃক প্রবর্তিত জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত মতবাদ, theory of evolution.

বিবর্তিত — ঘূর্ণিত। পরিবর্তিত। পরি-বর্তিত অবস্থাপ্রাপ্ত।

বিবর্ধক, বিবর্দ্ধক — অতিশয় বৃদ্ধিকারী, যাহা খুব বাড়ায়। [ঃ শক্তি-'বিবর্ধক'।] **বিবর্ধন, বিবর্দ্ধন** — অতিশয় বৃদ্ধি-করণ, খুব বাড়ানো। ণ. — **বিবর্ধিত, বিবর্দ্ধিত**।

বিবশ — অবশ, অসাড়, শক্তিহীন, চেষ্টা-শক্তিরহিত। স্ত্রী. — **বিবশা**।

বিবসন, বিবস্ত্র — উলঙ্গ, বিবস্ত্র। স্ত্রী. — **বিবসনা, বিবস্ত্রা**।

বিবস্বৎ, বিবস্বান্‌ — সূর্য। [সং.]

বিবাগী — বৈরাগ্যের ফলে গৃহত্যাগী, সংসারত্যাগী।

বিবাদ — ঝগড়া, কলহ। **বিবাদ-বিসংবাদ** — ঝগড়া ও ঐরূপ ব্যাপার। **বিবাদী** — যাহা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে। [ঃ 'বিবাদী' সম্পত্তি।] যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে, মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি। (সংগীতে) বাদী স্বরের বিরোধী স্বর। [সং. বিবাদিন্‌।] স্ত্রী. **বিবাদিনী** — বিবাদ-কারিণী। মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষীয়া।

বিবাহ — সামাজিকভাবে নরনারীর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপন, বিয়ে। [সং.] **বিবাহবিচ্ছেদ** — আইনের সাহায্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কলোপ, 'ডিভোর্স'। **বিবাহযোগ্য** — যাহাকে বিবাহ করা যায়। বিবাহের বয়স হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিবাহযোগ্যা**। **বিবাহিত** — ণ. যাহার বিবাহ হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিবাহিতা**।

বিবি — ইউরোপীয় বা মুসলমান মহিলা। [ঃ সাহেব-'বিবি'] (ইউরোপীয় বা মুসলমান ভদ্রলোকের) স্ত্রী, পত্নী। (ব্যঙ্গে হিন্দুর) স্ত্রী, পত্নী। বিবির ছবিওয়ালা তাস। [ফা. বীবী।] **বিবিজান** — বিবির উদ্দেশে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ। প্রিয়তমা বিবি। [ঃ 'বিবিজান' চলে যান লবেজান ক'রে।] **বিবিয়ানা** — বিবির মতো ভাবভঙ্গি আচরণ ও সাজসজ্জা।

বিবিক্ত — সম্পর্করহিত, একক, নিঃসঙ্গ। [সং.] **বিবিক্তসেবী** — নির্জনস্থান-বাসী।

বিবিক্ষা — প্রবেশ করিবার ইচ্ছা। ণ. **বিবিক্ষু** — প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক। [সং.]

বিবিধ -- ণ. নানারকম, অনেকপ্রকার। [সং.]

বিবুধ — পণ্ডিত, বিদ্বান্‌। দেবতা। [সং.]

বিবৃত — ণ. বলা হইয়াছে বা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এমন, বর্ণিত। প্রসারিত, বিস্তৃত। বি. **বিবৃতি** — বিবরণ। মতামত প্রকাশ করিয়া ঘোষণা। [ঃ 'বিবৃতি' দেওয়া।] প্রসারণ, ব্যাদান।

বিবেক — সৎ অসৎ সম্পর্কে জ্ঞান বা

ধারণা, হিতাহিত বোধ। [সং.] **বিবেক-বুদ্ধি** — সৎ ও অসৎ বা হিতাহিত বিচারের ক্ষমতা। **বিবেকসম্পন্ন** — যাহার বিবেক আছে। **বিবেকহীন** — যাহার বিবেক নাই এমন। **বিবেকী** — বিবেকসম্পন্ন, যাহার ভালো মন্দ বোধ আছে। [সং. বিবেকিন্।]

বিবেচক — সে বিবেচনা করে, যে বিচার করিয়া দেখে। বিবেচনা করিতে সক্ষম। **বিবেচনা** — চিন্তার দ্বারা নিরূপণ, বিচার। ণ. **বিবেচনীয়** -- ('বিবেচ্য' দেখ।) **বিবেচিত** — বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে এমন, আলোচিত। নিরূপিত, স্বীকৃত। [ঃ পণ্ডিত বলিয়া 'বিবেচিত'।] **বিবেচ্য** — বিবেচনার যোগ্য। বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে এমন।

বিব্রত — ণ. ব্যতিব্যস্ত, অসুবিধায় পড়িয়া অস্থির।

বিভক্ত — ণ. পৃথক্ বা ভাগ করা হইয়াছে এমন, অংশে পরিণত, খণ্ডিত। বি. **বিভক্তি** — বিভাগ। বণ্টন। (ব্যাকরণে) বচন কারক ইত্যাদি সূচক প্রত্যয়।

বিভঙ্গ — ভাঙন। [ঃ তরঙ্গ-'বিভঙ্গ'।] বিন্যাস, রচনা। ভঙ্গি।

বিভজনীয় — ণ ভাগ করিবার যোগ্য, বণ্টনীয়। **বিভজ্যমান** — ণ. ভাগ করা হইতেছে এমন।

বিভব — ধন, সম্পত্তি। প্রভুত্ব, ক্ষমতা। ঐশী শক্তি। [সং.]

বিভা — বি. আলোক, দীপ্তি, কিরণ। **বিভাকর** — সূর্য। **বিভাবতী** — স্ত্রী. ণ. জ্যোতির্ময়ী, উজ্জ্বলা।

বিভাগ — খণ্ড, অংশ। প্রদেশের অংশ বা কয়েকটি জেলার সমষ্টি। খণ্ডিত করণ, বিভক্ত করণ। [ঃ দেশ-'বিভাগ'।] প্রতিষ্ঠান সরকার ইত্যাদির কর্ম-সম্পাদনের জন্য ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশ। [ঃ সামরিক 'বিভাগ'।] ণ. **বিভাগীয়** — বিভাগ সংক্রান্ত।

বিভাজক — যে সংখ্যার দ্বারা ভাগ করা হয়। বিভাগকারী। ণ. **বিভাজ্য** — ভাগ করা হইবে বা যায় এমন, ভাগের যোগ্য। বি. — **বিভাজ্যতা**।

বিভাব — (অলংকারশাস্ত্রে) যে বিষয়ের সন্নিবেশের ফলে রস উদ্দীপিত হয়, অবলম্বন ও উদ্দীপন।

বিভাবন — বিবেচনা, বিশেষভাবে চিন্তন। অবধারণ। অনুভব করণ। **বিভাবনীয়** — বিভাবনের যোগ্য। **বিভাবিত** — বিবেচিত। অনুভূত। ভাবাবিষ্ট। **বিভাব্য** — ('বিভাবনীয়' দেখ।)

বিভাবরী – রাত্রি, নিশা।

বিভাবসু — সূর্য। অগ্নি। চন্দ্র।

বিভাষা — বিকল্প।

বিভাস -- (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ।

বিভাসিত – ণ. আলোকিত, উদ্ভাসিত। প্রকাশিত।

বিভিন্ন — ণ. নানারকম। বিভক্ত। বি. **বিভিন্নতা** — পার্থক্য, পৃথক্ পৃথক্ ভাব বা অবস্থা।

বিভীতক, বিভীতকী — বহেড়া গাছ ও ফল। [সং.]

বিভীষণ — অতি ভয়ানক। বি. রাবণের ছোট ভাই। **বিভীষণ বাহিনী** — গৃহ-শত্রুর দল, যাহারা নিজের দেশের অনিষ্টাচরণে সাহায্য করে (বিভীষণ গৃহশত্রুর কাজ করিয়াছিলেন এই মূল অর্থ হইতে)।

বিভীষিকা — ভীতিপ্রদ দৃশ্য। কল্পিত ভয়াবহ দৃশ্য। [ঃ 'বিভীষিকা' দেখা।]

বিভু —প্রভু, ভগবান্। [সং.]

বিভুঁই — অপরিচিত স্থান। [ঃ বিদেশ-'বিভুঁই'।] বিদেশ।

বিভূতি — ছাই, ভস্ম। যোগলব্ধ ঐশী শক্তি, অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি ইত্যাদি। [সং.] **বিভূতিভূষণ** — ভস্ম যাঁহার অলংকার, শিব, মহাদেব।

বিভূষণ — বি. অলংকার, আভরণ। ণ. যিনি আভরণস্বরূপ। ণ. **বিভূষিত** — — সুন্দররূপে অলংকৃত। স্ত্রী — **বিভূষিতা।**

বিভূষণ — ণ. অলংকারহীন, ভূষণহীন। স্ত্রী. — **বিভূষণা।**

বিভেদ — প্রভেদ, পার্থক্য। মনোমালিন্য, শত্রুতা। [ঃ 'বিভেদ' সৃষ্টি।] **বিভেদক** — বিভেদকারী।

বিভোর, বিভোল — তন্ময়, আত্মহারা, মশগুল। [ঃ আনন্দে 'বিভোর'; ঃ ভাবে 'বিভোর'; ঃ নেশায় 'বিভোর'।] [সং. বিহ্বল।]

বিভ্রংশ — স্খলন, চ্যুতি । বিভ্রম। [ঃ চিত্ত-'বিভ্রংশ'।]

বিভ্রম — ভুল, ভ্রান্তি। বিমূঢ় ভাব।

বিভ্রাট — গোলযোগ, বিপর্যয়, অব্যবস্থার ফলে ঝঞ্ঝাট।

বিভ্রান্ত — বি. বিমূঢ়, দিশাহারা, ভ্রমে পতিত। **বিভ্রান্তি** — বিমূঢ় বা দিশা-হারা অবস্থা। ভ্রম। ণ. **বিভ্রান্তিকর,** [illegible] — যাহা হইতে ভুলের উৎপত্তি হইতে পারে এমন। [ঃ 'বিভ্রান্তিকর' উক্তি।]

বিমজিজম — অনুসারে, অনুযায়ী। [ফা. ব.মুজিম।]

বিমনা, বিমনাঃ — অন্যমনস্ক, আনমন। [সং. বিমনস্।]

বিমর্দ, বিমর্দন — পেষণ, দলন। দলন-কারী, নাশকারী। [ঃ অসুর-'বিমর্দন'।] **বিমর্দী** — দলনকারী, নাশকারী। [সং. বিমর্দিন্।] স্ত্রী. — **বিমর্দিনী।**

বিমর্শ, বিমর্শন — তর্ক। বিচার।

বিমর্ষ — ণ. দুঃখিত, বিষণ্ণ। (সং) বি. অসন্তোষ। অসহন।

বিমল — নির্মল। পবিত্র, শুদ্ধ। স্বচ্ছ। স্ত্রী. — **বিমলা।** বি. — **বিমলতা।**

বিমাতা — সৎমা, মায়ের সপত্নী। [সং. বিমাতৃ।]

বিমান — আকাশগামী যান, এরোপ্লেন, উড়োজাহাজ। উচ্চরথ। সপ্ততল প্রাসাদ। **বিমানঘাঁটি** — বিমানের উঠা-নামা করার নির্দিষ্ট জায়গা, 'এরোড্রোম'। **বিমান-বহর** — একত্র বহু বিমান। **বিমান-চারী** — বিমানে যাত্রা করে এমন, আকাশগামী। স্ত্রী. — **বিমানচারিণী।** **বিমানবিধ্বংসী** — এরোপ্লেন গুলী করিয়া নষ্ট করিবার উপযোগী। [ঃ 'বিমানবিধ্বংসী' কামান।]

বিমিশ্র — মিশ্রিত। [সং.]

বিমুক্ত — সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, মুক্ত। স্ত্রী. — **বিমুক্তা।** বি. — **বিমুক্তি।** **বিমুক্তাত্মা** যাঁহার আত্মা মুক্তি লাভ করিয়াছে, মুক্তাত্মা। [সং. বিমুক্তাত্মন্।]

বিমুখ — বিরূপ, পরাঙ্মুখ। [ঃ দেবতা 'বিমুখ'।] বিরত, নিবৃত্ত। [ঃ বিষয়-ভোগে 'বিমুখ'।] বি. **বিমুখতা** — উৎসাহ ও আকর্ষণের অভাব, বিরাগ। [ঃ কর্ম-'বিমুখতা'।]

বিমুগ্ধ — অতিশয় মুগ্ধ, রূপে বা গুণে অভিভূত। স্ত্রী. — **বিমুগ্ধা।** বি. — **বিমুগ্ধতা।** **বিমুগ্ধচিত্ত** — যাহার হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছে এমন।

বিমূঢ় — চিন্তা করিবার মতো ক্ষমতা নাই এমন, দিশাহারা। মোহাচ্ছন্ন। নির্বোধ বুদ্ধিহীন। [সং.] স্ত্রী. — **বিমূঢ়া।** বি. — **বিমূঢ়তা।**

বিমৃশ্যকারী — যে সম্যক্ বিচার করিয়া

করে। [সং. বিমৃশ্যকারিন্।] স্ত্রী. — বিমৃশ্যকারিণী। বি.—**বিমৃশ্যকারিতা।**

বিমৃষ্ট — বিবেচিত, বিচারিত।

বিমোচন — বিমুক্ত করণ। ণ. যে মুক্ত করে। [ঃ ভবভয়-'বিমোচন'।]

বিমোহন — বি. মুগ্ধ করণ। ণ. যে বা যাহা মুগ্ধ করে। [ঃ বিশ্ব-'বিমোহন'।] ণ. **বিমোহিত** — বিমুগ্ধ করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী.—**বিমোহিতা।**

বিমোহী — যে বিমুগ্ধ করে। [সং. বিমোহিন্।] স্ত্রী. **বিমোহিনী** — ণ. মুগ্ধকারিণী। [ঃ বিশ্ব-'বিমোহিনী'।]

বিম্ব — প্রতিবিম্ব, প্রতিফলিত রূপ। বুদ্‌বুদ্। [ঃ জল-'বিম্ব'। চন্দ্র-সূর্যাদির মণ্ডল। চক্রাকার বস্তু। তেলাকুচা ফল। **বিম্বাধর** — যাহার ঠোঁট পাকা তেলাকুচা ফলের মতো রাঙা। স্ত্রী. — **বিম্বাধরা। বিম্বাধরৌষ্ঠী** — বিম্বাধরা। **বিম্বিত** — ণ. প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত।

বিয়ন্ত — ণ. প্রসব করিতেছে বা সবেমাত্র প্রসব করিয়াছে এমন।

বিয়া — ('বিয়ে' দেখ।)

বিয়ান — প্রসব। ('বিহান' দেখ।)

বিয়ানী — প্রসব করে এমন। [ঃ বছর-'বিয়ানী'।]

বিয়ানো — ক্রি. প্রসব করা।

বিয়াবান — মরুভূমি। নির্জন স্থান। [ফা.]

বিয়াল্লিশ — চল্লিশের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ৪২। [সং. দ্বাচত্বারিংশৎ।]

বিযুক্ত, বিযুত — বাদ দেওয়া বা বিয়োগ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বিযুক্ত' সংখ্যা।] বিয়োগ করিতে হইবে এমন। [ঃ 'বিযুক্ত' তিন।]

বিয়ে — বিবাহ। [সং. বিবাহ।] **বিয়ে-থা** — বিবাহ এবং সংসারীর অন্যান্য কাজ। **বিয়ে-পাগলা** — বিবাহ করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহশীল। **বিয়ের ফুল ফোটা** — বিবাহ আসন্ন হওয়া।

বিয়োগ — বিচ্ছেদ। [ঃ 'বিয়োগান্ত'।] মৃত্যু। [ঃ পিতৃ-'বিয়োগ'।] (গণিতে) এক সংখ্যা হইতে অন্য সংখ্যার বাদ বা ব্যবকলন। [ঃ 'বিয়োগ' করা; ঃ 'বিয়োগ'-ফল।] [সং.] **বিয়োগান্ত, বিয়োগান্তক** — যে নাটক গল্প ইত্যাদির শেষে নায়কনায়িকার বিচ্ছেদ বা মৃত্যু ঘটে এমন, tragic. [ঃ 'বিয়োগান্ত' নাটক।] (তুঃ 'মিলনান্ত', 'মিলনান্তক'।) **বিয়োগী** — বিরহী, বিচ্ছেদযুক্ত। [সং. বিয়োগিন্।] স্ত্রী. — **বিয়োগিনী।**

বিয়োজিত — ণ. যাহাতে বা যাহা হইতে বিয়োগ বা পৃথক্ করা হইয়াছে এমন। বিরহিত।

বিরক্ত — অসন্তুষ্ট, উত্যক্ত জ্বলাতন। [ঃ 'বিরক্ত' করা; ঃ 'বিরক্ত' হওয়া।] বিরাগী, অনাসক্ত। [ঃ বিষয়-'বিরক্ত'।] (সং.) বৈরাগ্যযুক্ত। [সং.] বি. **বিরক্তি** — অসন্তোষ, উত্যক্ত ভাব। বিরাগ, অনাসক্তি। ণ **বিরক্তিকর, বিরক্তিজনক** — যাহা বিরক্তির কারণ ঘটায় বা যাহার ফলে বিরক্ত হইতে হয় এমন। [ঃ 'বিরক্তিকর' ঘটনা।]

বিরচন — রচনা, প্রণয়ন। ণ. **বিরচিত** — রচিত, প্রণীত।

বিরজা—পুরাণোক্ত নদী। রাধিকার সখী। যযাতির মাতা। **বিরজাক্ষেত্র** — জগন্নাথধাম, শ্রীক্ষেত্র।

বিরত — ণ. কাজে থামিয়াছে এমন, কিছু করা বন্ধ করিয়াছে এমন, ক্ষান্ত, নিবৃত্ত। [সং.] স্ত্রী. — **বিরতা।** বি. **বিরতি** — ক্ষান্তি, বিরাম, স্থগিত অবস্থা। [ঃ যুদ্ধ-'বিরতি'।]

বিরল — ণ. অনিবিড়, অতি অল্প। [ঃ 'বিরল' কেশ।] যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না এমন। [ঃ এরূপ ঘটনা 'বিরল'।] 'যেখানে ইহা বিরল বা অতি অল্প' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বৃক্ষ-'বিরল'; ঃ জন-'বিরল'।] বি. নির্জন স্থান। [ঃ 'বিরলে' বসিয়া।] বি. — **বিরলতা।**

বিরস — রসহীন, যাহা আনন্দের উদ্রেক করে না। [ঃ 'বিরস' রচনা।] শুষ্ক। [ঃ 'বিরস' বদন।] [সং.]

বিরহ — প্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ। [ঃ বিরহ-'বেদনা'] প্রিয়বিচ্ছেদের ফলে দুঃখ। অভাব। [সং.] ণ. **বিরহিত** — যাহাতে বা যাহার নাই এমন, বিহীন, বিযুক্ত। [ঃ বিচারবুদ্ধি-'বিরহিত'।] **বিরহী** — বিরহযুক্ত, প্রিয়বিচ্ছেদের ফলে ব্যথিত। [সং. বিরহিন্।] স্ত্রী. — **বিরহিণী।**

বিরাগ — বিতৃষ্ণা, অনাসক্তি, বিরক্তি। [সং.] ণ. **বিরাগভাজন** — বিরক্তির পাত্র। **বিরাগী** — উদাসীন, অনাসক্ত। [সং. বিরাগিন্।] স্ত্রী.—**বিরাগিণী।**

বিরাজ — সুন্দরভাবে অবস্থান। [ঃ 'বিরাজ' করা।] [সং.] ণ. **মান** — শোভমান অবস্থায় এমন। স্ত্রী. — **বিরাজমানা। বিরাজা** — ক্রি. (কবিতায়) বিরাজিত হওয়া। [ঃ 'বিরাজিল'।] ণ. **বিরাজিত** — সুন্দরভাবে অবস্থিত। স্ত্রী. — **বিরাজিতা।**

বিরাট্, বিরাট — সর্বব্যাপী। প্রকাণ্ড, সুবৃহৎ, বিশাল। [সং. বিরাজ্।] বি. — **বিরাটত্ব। বিরাটকায়** — যাহার দেহ প্রকাণ্ড এমন। বিশাল, প্রকাণ্ড।

বিরাট — মহাভারতে বর্ণিত মৎস্যদেশ। মৎস্যদেশের রাজা, উত্তরার পিতা ও অভিমন্যুর শ্বশুর।

বিরানব্বই, বিরানব্বুই — নব্বইয়ের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ৯২। [সং. দ্বিনবতি।]

বিরাম — বিরতি, ক্ষান্তি। বিশ্রাম। [সং.] **বিরামবিহীন, বিরামহীন** — অবিরাম, অবিরত।

বিরাশি, বিরাশী — আশীর পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ৮২। [সং. দ্ব্যশীতি।]

বিরিঞ্চি — ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব। **বিরিঞ্চিবল্লভ** — যিনি ব্রহ্মা বা শিবের প্রিয় বা প্রভু, বিষ্ণু।

বিরুদ্ধ — ণ. প্রতিকূল, বিরোধী, বাধা দেয় বা ক্ষতি করে এমন। [ঃ 'বিরুদ্ধ' মনোভাব; ঃ 'বিরুদ্ধ' শক্তি।] বি. — **বিরুদ্ধতা। বিরুদ্ধে** — বিপক্ষে। প্রতিবাদে। বাধা দিবার বা ক্ষতি করিবার চেষ্টায়। **বিরুদ্ধাচরণ** — বিরুদ্ধে কাজ করণ, বিরোধিতা করণ। বাধাদান। **বিরুদ্ধাচারী** — যে বিরুদ্ধাচরণ করে। [সং. বিরুদ্ধাচারিন্।] স্ত্রী. — **বিরুদ্ধাচারিণী।**

বিরূপ — বি. কুরূপ। ণ বিমুখ, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন। [ঃ আমার প্রতি 'বিরূপ'।] বি. — **বিরূপতা।**

বিরূপাক্ষ — শিব, মহাদেব। [সং.]

বিরেচক — যাহা খাইলে দাস্ত হয়, জোলাপ। **বিরেচন** — মলনিঃসারণ, ভেদ, দাস্ত।

বিরোচন — সূর্য। অগ্নিদেব। প্রহ্লাদের পুত্র ও বলির পিতা। [সং.]

বিরোধ — বৈষম্য, বৈপরীত্য। [ঃ মতের 'বিরোধ'।] কলহ, বিবাদ, শত্রুতা। **বিরোধাভাস** — (অলংকারশাস্ত্রে) আপাতঃদৃষ্টিতে বিরোধ থাকিলেও প্রকৃত বিরোধ নাই বলিয়া প্রতীতি হয় এমন প্রয়োগ। ণ. **বিরোধিত**

বিরোধযুক্ত। **বিরোধিতা** — বাধাদান, প্রতিবাদ, প্রতিকূল আচরণ। **বিরোধী** — বিপক্ষ। [ঃ 'বিরোধী' দল।] বিপরীত, অনুকূল বা সংগত নহে এমন। [ঃ শাস্ত্রের 'বিরোধী'।] বিরুদ্ধ। [ঃ 'বিরোধী' মনোভাব।] [সং. বিরোধিন্।] স্ত্রী. — **বিরোধিনী।**

বিল — জলময় নিচু জমি (প্রায়ই কোনও প্রাচীন নদীর খাত)। (সং.) গর্ত, গুহা। [সং.]

বিল — ক্রেতাকে দেয় বাকী দামের তালিকা। আইনের খসড়া, পরিকল্পিত আইন। [ই. bill.] **বিল চুকানো, বিল মিটানো, বিল শোধ করা** — বিলে বর্ণিত বাকী টাকা দেওয়া।

বিলকুল — সমস্ত। একদম। [আ.]

বিলক্ষণ — ক্রি-ণ. খুব, যথেষ্টরকম, ভালোভাবে। [ঃ তাকে 'বিলক্ষণ' চিনি।] বেশ, খুব, নিশ্চয়। [ঃ খাবেন? 'বিলক্ষণ'!] ণ. অসাধারণ। পৃথক্। [সং.]

বিলপন — বিলাপ করণ। **বিলপমান** — বিলাপ করিতেছেন এমন।

বিলম্ব — বি. দেরি, উপযুক্ত সময় হইতে বাকী আছে বা উপযুক্ত সময় পার হইয়া গিয়াছে এমন অবস্থা। [ঃ ট্রেন আসিতে 'বিলম্ব' আছে; ঃ আপনি 'বিলম্বে' আসিয়াছেন।] লম্বমান অবস্থা। [সং.] ণ. **বিলম্বিত** — বিলম্বে ঘটিত। ত্বরিত নহে এমন, ধীর, মন্থর। [ঃ 'বিলম্বিত' সুরে।] দোলায়িত, ঝুলিতেছে এমন। [ঃ কণ্ঠে 'বিলম্বিত'।]

বিলয় — বিনাশ, মৃত্যু, ধ্বংস।

বিলসন — বিলাস, লীলা, হাবভাব প্রদর্শন। ণ. — **বিলসিত।**

বিলসা — ক্রি. (কবিতায়) বিলাস করা। শোভা পাওয়া। [ঃ দ্যুলোকে ভূলোকে 'বিলসিছে' চরণে।]

বিলাত — বি. ইংলণ্ড। ইউরোপ। ণ. বাকী। [ঃ অনেক টাকা 'বিলাত' পড়েছে।] [ফা. বিলায়ত্।] **বিলাত-ফেরতা** — ইংলণ্ড বা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন।

বিলাতী — বিলাতে উৎপন্ন। বিলাত সংক্রান্ত। বিদেশ হইতে আগত বা উৎকৃষ্ট অর্থে অনেক সবজির আগে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'বিলাতী' আমড়া।] **বিলাতী বেগুন** — টমেটো।

বিলানো — ক্রি. বিতরণ করা। বি. বিতরণ। ণ. বিতরণ করা হইয়াছে এমন।

বিলাপ — কাতরোক্তি, শোকপ্রকাশ। [সং.] **বিলাপী** — যে বিলাপ করিতেছে। [সং. বিলাপিন্।] স্ত্রী. — **বিলাপিনী।**

বিলাস — ভোগের আতিশয্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহার, বাবুগিরি, শৌখিনতা। লীলা, খেলা। চটুল হাব-ভাব, ভঙ্গী। [ঃ ভ্রূ-'বিলাস'।] **বিলাসী** — যে বিলাস করে, শৌখিন, বাবু। যে উপভোগ করে। স্বামী। [ঃ ঊর্মিলা-'বিলাসী'। [সং. বিলা-সিন্।] বি. — **বিলাসিতা।** স্ত্রী. **বিলাসিনী**—শৌখিন নারী। পুরনারী, নাগরী। [ঃ বৃন্দাবন-'বিলাসিনী'।] গণিকা, বারবনিতা।

বিলি — বিতরণ। [ঃ বিজ্ঞাপন 'বিলি' করা; ঃ চিঠি 'বিলি' করা।] জমি খাজনায় দেওয়া। [ঃ প্রজা 'বিলি'।] **বিলিব্যবস্থা** — নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিভিন্ন লোকের উপর কাজের ভার অর্পণ। [ঃ কাজের 'বিলিব্যবস্থা' নাই।]

বিলিতী — ('বিলাতী' দেখ।)

বিলীন — ণ. অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া বা মিশিয়া গিয়াছে এমন, অন্তর্হিত, লয়-প্রাপ্ত। [ঃ শূন্যে 'বিলীন' হইল।] **বিলীয়মান** — যাহা বিলীন হইতেছে, যাহা অদৃশ্য বা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

বিলুণ্ঠিত — ণ. লুটাইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ ধূলায় 'বিলুণ্ঠিত' দেহ।] স্ত্রী. — **বিলুণ্ঠিতা।**

বিলুপ্ত — ণ. সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে এমন, নিশ্চিহ্ন হইয়া বিনষ্ট। স্ত্রী. — **বিলুপ্তা।** বি. — **বিলুপ্তি।**

বিলেত — ('বিলাত' দেখ।)

বিলেপন, বিলেপ — লেপন, মাখানো। যাহা মাখানো হয়।

বিলোকন — সাগ্রহে দর্শন, অবলোকন। ণ. — **বিলোকিত।**

বিলোচন — দর্শন। চক্ষু।

বিলোড়ন — আলোড়ন, মন্থন। ণ. — **বিলোড়িত।**

বিলোপ — সম্পূর্ণরূপে লোপ, ধ্বংস, বিনাশ। **বিলোপন** — বিলোপ করণ। ণ. **বিলোপিত** — বিলুপ্ত করা হইয়াছে এমন।

বিলোল — চঞ্চল। [ঃ 'বিলোল' কটাক্ষ।] লোলুপ, লুব্ধ। এলোমেলো, অসংবদ্ধ। [ঃ 'বিলোল' কেশ।] **বিলোলিত** — (প্রাচীন কবিতায়) দোলায়মান। [ঃ উরহি 'বিলোলিত' চাঁচর কেশ।]

বিল্ব — একরকম শক্ত খোসাওয়ালা ফল ও তাহার গাছ, বেল, শ্রীফল। **বিল্বপত্র** — বেলগাছের পাতা। **বিল্বস্তনী** — বেলের মতো সুগঠিত স্তন যে নারীর।

বিশ — কুড়ি, ২০। [সং. বিংশতি।]

বিশদ — বিস্তৃত, সুস্পষ্ট। [ঃ 'বিশদ' বিবরণ।] [সং.]

বিশল্য—যন্ত্রণাহীন। [সং.] **বিশল্যকরণী** —রামায়ণে উক্ত লতা যাহা যন্ত্রণা দূর করে।

বিশাই — বিশ্বকর্মা।

বিশাখ — বি. কার্ত্তিকেয়। ণ শাখাহীন।

বিশাখা — নক্ষত্রের নাম। রাধিকার এক সখীর নাম।

বিশারদ — পণ্ডিত, জ্ঞানী, নিপুণ। [ঃ শাস্ত্র-'বিশারদ'।]

বিশাল — বৃহৎ, বিরাট। সুবিস্তৃত। মহৎ, উদার। [সং.] বি. — **বিশালতা, বিশালত্ব।**

বিশালাক্ষী — স্ত্রী. ণ. যাহার চোখ বিশাল, আয়তলোচনা। বি. দুর্গার মূর্তি বিশেষ, বাশুলী।

বিশিষ্ট — ণ. প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, গণ্যমান্য। [ঃ 'বিশিষ্ট' ভদ্রলোক।] বিশেষ ভাব বা গুণ আছে এমন। অধিকারী যুক্ত সমন্বিত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ লেজ-'বিশিষ্ট'।] স্ত্রী — **বিশিষ্টা।** বি. — **বিশিষ্টতা।** **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ** — রামানুজ-প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ যাহাতে অদ্বৈতবাদকে পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী** — বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সংক্রান্ত।

বিশীর্ণ — ণ. অতিশয় শীর্ণ, অত্যন্ত ক্ষীণ। [ঃ 'বিশীর্ণ' দেহ।] স্ত্রী.— **বিশীর্ণা।** বি. — **বিশীর্ণতা।**

বিশুদ্ধ — ণ. দূষিত নহে এমন, সম্পূর্ণ-রূপে শুদ্ধ, নির্মল। খাঁটী। নির্দোষ। বি.—**বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধি। বিশুদ্ধাত্মা** — পবিত্রস্বভাব, নিষ্পাপ। [সং. বিশুদ্ধাত্মন্।]

বিশুষ্ক — অতিশয় শুষ্ক, খুব শুকনো। ম্লান। বি. — **বিশুষ্কতা।**

বিশৃঙ্খল — ণ. যাহাতে নিয়ম বা ব্যবস্থা নাই এমন, শৃঙ্খলাহীন, এলোমেলো।

বি. — **বিশৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলা।**

বিশে — মাসের বিশ তারিখ বা তারিখে। [ঃ 'বিশে' আশ্বিন; ঃ 'বিশে' আসবে।]

বিশেষ — ণ. অনন্য, অসাধারণ, অসামান্য। [ঃ 'বিশেষ' গুণ।] অধিক, খুব বেশী। [ঃ 'বিশেষ' যত্ন; ঃ 'বিশেষ' কিছু।] বি. প্রকার, রকম। [ঃ বৃক্ষ-'বিশেষ'; ঃ ধাতু 'বিশেষ'।] তারতম্য। [ঃ ইতর-'বিশেষ'।] **বিশেষ করিয়া, বিশেষভাবে, বিশেষরূপে** — সযত্নে, জোর দিয়া, অধিক করিয়া, মনোযোগের সহিত। [ঃ 'বিশেষভাবে' বলিবেন; ঃ 'বিশেষ করিয়া' বলিলেন।] **বিশেষজ্ঞ** — কোনও বিষয়ে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে, উত্তম-রূপে অভিজ্ঞ। [ঃ 'বিশেষজ্ঞ' চিকিৎসক।] ঐরূপ জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। [ঃ তিনি একজন 'বিশেষজ্ঞ'।] **বিশেষত, বিশেষতঃ** — বিশেষভাবে বলিতে গেলে, প্রধানতঃ। [সং. বিশেষতস্।] **বিশেষত্ব** — বি. বৈশিষ্ট্য, অসাধারণ গুণ, বিশেষ গুণ।

বিশেষক — বৈশিষ্ট্যসূচক। পৃথক্‌কারক। **বিশেষণ** — বি. বিশেষ চিহ্ন। বিশেষ গুণনির্দেশ। (ব্যাকরণে) গুণ বা অবস্থাসূচক পদ। ণ. **বিশেষিত** — বিশেষণের দ্বারা নির্দিষ্ট, বিশেষণযুক্ত। পৃথকীকৃত।

বিশেষোক্তি — বি. বিশেষভাবে কথন। (অলংকার শাস্ত্রে) কারণ সত্ত্বেও কার্যের অভাবসূচক প্রয়োগ। ণ. — **বিশেষোক্ত।**

বিশেষ্য — (ব্যাকরণে) বস্তু ব্যক্তি জাতি ক্রিয়া গুণ বা ভাব বাচক পদ।

বিশোক — ণ. বিগতশোক, শোকহীন।

বিশোধক — যাহা শোধন করে, বিশুদ্ধি-কারক। [ঃ 'বিশোধক' দ্রব্য।] **বিশোধন** —বি. শুদ্ধ করণ, দূষিত অবস্থা দূরী-করণ। ণ. — **বিশোধিত।**

বিশ্রব্ধ — ণ. বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ। [ঃ 'বিশ্রব্ধ' আলাপ।] প্রগাঢ়। প্রশান্ত। [সং.]

বিশ্রম্ভ — প্রণয়। স্বচ্ছন্দ বিহার, ক্রীড়া। [সং.] **বিশ্রম্ভালাপ** — প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন। অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা।

বিশ্রান্ত — ণ. বিশ্রাম লাভ করিয়াছে এমন। বিরাম আছে এমন। [ঃ অ-'বিশ্রান্ত'।] বি. **বিশ্রান্তি** — বিশ্রাম। বিরাম।

বিশ্রাম — ক্লান্তি দূর করিবার জন্য কাজের বিরাম। বিরাম, বিরতি।

বিশ্রী — ণ. কুৎসিত, শ্রীহীন। [ঃ 'বিশ্রী' চেহারা।] অপ্রীতিকর, লজ্জাজনক। [ঃ 'বিশ্রী' কাণ্ড।] খারাপ, নোংরা। [ঃ 'বিশ্রী' পথ-ঘাট।] নিন্দনীয়। [ঃ 'বিশ্রী' ব্যবহার।]

বিশ্রুত — ণ. যাহার সম্পর্কে অনেকে শুনিয়াছে এমন, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [ঃ বিশ্ব-'বিশ্রুত'।] বি. —**বিশ্রুতি।**

বিশ্লিষ্ট — ণ. পৃথক হইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এমন। বি. **বিশ্লেষ** — অসংযোগ, বিচ্ছেদ। বিভাগ, পৃথক অবস্থা বা ভাব। **বিশ্লেষণ** — নির্ণয় বা পরীক্ষা করিবার জন্য পৃথক করণ। খুঁটিনাটি বিচার ও পরীক্ষা। ণ. — **বিশ্লেষিত।**

বিশ্ব — বি. জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড, সমগ্র সৃষ্টি। পৃথিবী। [ঃ 'বিশ্ব'-যুদ্ধ।] ণ. সমস্ত, সর্ব, সমগ্র। [ঃ 'বিশ্ব'-মানব; ঃ 'বিশ্ব'-জগৎ।] **বিশ্বকর্মা** — শিল্পের দেবতা, বিশাই। [সং. বিশ্বকর্মন্।] **বিশ্বকোষ** —সকল বিষয়ের বিবরণযুক্ত অভিধান, encyclopaedia. ণ. **বিশ্বকোষিক** — বিশ্বকোষ সংক্রান্ত। বিশ্বকোষের সংকলয়িতা। [ঃ ফরাসী 'বিশ্বকোষিক'-গণ।] **বিশ্বজন** — জগতের সকল

লোক। ণ. **বিশ্বজনীন** — সর্বলোক সংক্রান্ত। বিশ্বজনের প্রতি। [ঃ 'বিশ্ব-জনীন' প্রেম।। বিশ্বজনের নিকট আবেদনশীল। বি. — **বিশ্বজনীনতা। বিশ্বজিৎ** — সর্বজয়ী, জগজ্জয়ী। এক-প্রকার প্রাচীন যজ্ঞ। **বিশ্বনাথ** — ভগবান, জগদীশ্বর। কাশীর শিববিগ্রহ। **বিশ্ব-নিন্দুক** — যে সকলের বা সকল কিছুর নিন্দা করে। **বিশ্বপতি** — জগদীশ্বর, ভগবান। **বিশ্বপাতা** — জগতের পালনকর্তা, ভগবান। [সং. বিশ্বপাতৃ।] **বিশ্বপ্রেম** — সকলের বা সকল কিছুর প্রতি ভালোবাসা, সমস্ত জগতের প্রতি ভালোবাসা। **বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমী** — সমগ্র জগৎকে যে ভালো-বাসে। **বিশ্ববঞ্চক** — যে সকলকে ঠকায়। **বিশ্ববন্ধু** — সকলের বন্ধু, জগতের বন্ধু। ভগবান, জগবন্ধু। **বিশ্ববিখ্যাত** — জগৎ-বিখ্যাত। **বিশ্ববিদ্যালয়** — সকল বিষয় পড়াইবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান, university. ণ. **বিশ্ব-বিদ্যালয়ী** — বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত। [ঃ 'বিশ্ববিদ্যালয়ী' শিক্ষা।] **বিশ্ববিধাতা** —জগতের নিয়ামক, ভগবান, পরমেশ্বর। [সং. বিশ্ববিধাতৃ।] স্ত্রী — **বিশ্ব-বিধাত্রী। বিশ্ববিমোহন** — বি. পৃথিবীর সকলকে মুগ্ধকরণ। ণ. যাহা সকলকে মুগ্ধ করে এমন। [ঃ 'বিশ্ববিমোহন' রূপ।] **বিশ্ববিমোহী** — যে সকলকে মুগ্ধ করে, বিশ্বমুগ্ধকারী। [সং. বিশ্ব-বিমোহিন্] স্ত্রী. — **বিশ্ববিমোহিনী। বিশ্ববিশ্রুত** — জগদ্‌বিখ্যাত. বিশ্ব-বিখ্যাত। **বিশ্বব্যাপী** — সমগ্র জগৎময়। সমগ্র পৃথিবীময়। স্ত্রী. — **বিশ্ব-ব্যাপিনী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড** — সমগ্র জগৎ, সমগ্র সৃষ্টি। **বিশ্বভারতী** — সকল বিষয়ে জ্ঞান, সর্ববিদ্যা। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। **বিশ্বমানব** — পৃথিবীর সমস্ত মানুষ। **বিশ্বমানবতা**—পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসা, পৃথিবীর সকল মানুষের সহিত আত্মীয়তাবোধ, সর্ব-জনপ্রীতি। **বিশ্বমানবিক** — বিশ্বমানব সংক্রান্ত। বিশ্বমানবকে ভালোবাসে এমন। **বিশ্বমানবিকতা** — ('বিশ্ব-মানবতা' দেখ।) **বিশ্বমৈত্রী**—পৃথিবীর সকল মানুষ ও জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব। **বিশ্বম্ভর** — বিশ্বের ভরণকর্তা, বিষ্ণু। **বিশ্বরূপ** — বিশ্বই যাঁহার প্রকাশ, ভগবান। ভগবানের বিশ্বময় মূর্তি। **বিশ্বশান্তি** — পৃথিবীর যুদ্ধহীনতা। **বিশ্বসংসার** — সমগ্র জগৎ, সমস্ত পৃথিবী। **বিশ্বসাহিত্য** — পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। **বিশ্বহিত** — পৃথিবীর সকলের মঙ্গল।

বিশ্বস্ত — বিশ্বাসযোগ্য, যে প্রতারণা করে না এমন। [ঃ 'বিশ্বস্ত' ভৃত্য।] নির্ভরযোগ্য। [ঃ 'বিশ্বস্ত' সূত্রে।] স্ত্রী. — **বিশ্বস্তা**। বি. — **বিশ্বস্ততা।**

বিশ্বসিত — বিশ্বাস করা হইয়াছে এমন। বিশ্বাস করিয়াছে এমন।

বিশ্বাত্মা — বিশ্বই যাঁহার আত্মাস্বরূপ, ভগবান। বিশ্বের সহিত যিনি একাত্মতা বোধ করেন এমন ব্যক্তি। [সং. বিশ্বাত্মন্।]

বিশ্বামিত্র — প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত ঋষি, গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা। (ইনি ক্ষত্রিয়, পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।)

বিশ্বাস — সত্য বলিয়া স্বীকার, নির্ভর-যোগ্য বলিয়া ধারণা, প্রত্যয়। [ঃ ধর্মে 'বিশ্বাস'; ঃ বন্ধুকে 'বিশ্বাস'।] উপযুক্ত ভাবিয়া নির্ভর, আস্থা। [ঃ আত্মশক্তিতে 'বিশ্বাস'।] **বিশ্বাস যাওয়া** — বিশ্বাস

করা, সত্য বলিয়া গ্রহণ করা। **বিশ্বাস-ঘাতক** — বিশ্বাসভাজন হইয়া পরে যে ঠকায়, প্রতারক, বেইমান। স্ত্রী. — **বিশ্বাসঘাতিকা। বিশ্বাসঘাতকতা** — বিশ্বস্ত সাজিয়া প্রতারণা, বেইমানি। **বিশ্বাসঘাতী** — বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক। [সং. বিশ্বাসঘাতিন্।] স্ত্রী. — **বিশ্বাসঘাতিনী। বিশ্বাসভাজন** — যাহাকে বিশ্বাস করা যায় এমন, বিশ্বাসের পাত্র, বিশ্বস্ত। **বিশ্বাসযোগ্য** — সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় এমন, বিশ্বাস্য। [ঃ 'বিশ্বাসযোগ্য' সংবাদ।] বিশ্বাসভাজন। স্ত্রী. — **বিশ্বাসযোগ্যা।** বি. — **বিশ্বাসযোগ্যতা। বিশ্বাসহন্তা** — বিশ্বাসঘাতক, যে বিশ্বস্ত সাজিয়া প্রতারণা করে। [সং. বিশ্বাসহন্তৃ।] স্ত্রী. — **বিশ্বাসহন্ত্রী। বিশ্বাসী** — যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আস্থাবান। [ঃ ধর্মে 'বিশ্বাসী'।] বিশ্বাসভাজন, বিশ্বস্ত। [ঃ 'বিশ্বাসী' চাকর।] [সং. বিশ্বাসিন্।] **বিশ্বাস্য** — যাহা বিশ্বাস করা যায়, বিশ্বাসযোগ্য, সত্য বলিয়া স্বীকার্য। বি. — **বিশ্বাস্যতা।**

বিশ্বেশ্বর — জগদীশ্বর। শিব। কাশীর বিখ্যাত শিববিগ্রহ। স্ত্রী. **বিশ্বেশ্বরী** — জগদীশ্বরী, দুর্গা, ভগবতী।

বিষ — একরকম জিনিস যাহা খাইলে বা দেহে রক্তের সহিত মিশিলে মৃত্যু ঘটে, গরল, হলাহল। ক্ষতিকর দ্রব্য, মারাত্মক জিনিস। ণ. মারাত্মক, ক্ষতিকর। [ঃ 'বিষ' ফল; ঃ 'বিষ' ফোড়া।] হিংসাত্মক। [ঃ 'বিষ' দৃষ্টি।] [সং.] **বিষ ঝাড়া** — বিষের ক্ষতিকরতা দূরীকরণের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করা। **বিষ দাঁত** — ('বিষদন্ত' দেখ।) **বিষ দেওয়া** — বিষ খাওয়ানো, বিষ প্রয়োগ করা। **দুই (দু') চক্ষের বিষ** — অত্যন্ত অপ্রীতিভাজন ব্যক্তি। **বিষকন্যা** — রূপকথায় বর্ণিত নারী যাহার স্পর্শে বা চুম্বনে মৃত্যু ঘটে। **বিষকুম্ভ** — বিষের কলস। যাহার মন হিংসায় বিদ্বেষে পূর্ণ। **বিষক্রিয়া** — দেহের উপর বিষের কাজ, দেহে বিষপ্রয়োগের বা বিষপ্রবেশের ফল। **বিষঘ্ন**—বিষের প্রতিষেধক, বিষনাশক। বি. — **বিষঘ্নতা। বিষদন্ত** — সাপের যে দাঁতের গোড়ায় বিষ থাকে। অনিষ্ট করিবার শক্তি। **বিষদুষ্ট** — বিষ লাগিবার বা বিষ মিশিবার ফলে দূষিত। **বিষদৃষ্টি** — অত্যন্ত বিদ্বেষ-পূর্ণ দৃষ্টি, হিংসাত্মক মনোভাব। **বিষধর**— বিষাক্ত সাপ। ণ. যাহার বিষ আছে এমন। [ঃ 'বিষধর' সর্প।] স্ত্রী. — **বিষধরী। বিষনাশক** — বিষের প্রতিষেধক, বিষঘ্ন। **বিষপ্রয়োগ** — বি. হত্যার উদ্দেশ্যে কাহারও দেহে বিষ ঢুকানো। **বিষবৎ** — বিষের মতো, বিষের তুল্য, বিষসদৃশ। **বিষবৃক্ষ** — যে গাছে বিষাক্ত মারাত্মক ফল ফলে। যাহা হইতে বহু ক্ষতিকর বস্তু বা বিষয়ের উদ্ভব হয়। **বিষফল** — মারাত্মক বিষাক্ত ফল। **বিষফোড়া** — মারাত্মক ফোড়া, বিস্ফোটক। **বিষময়** — বিষে পূর্ণ। অনিষ্টকর। দুঃসহ। **বিষহর** — বিষনাশক, বিষঘ্ন। স্ত্রী. **বিষহরী** — মনসা দেবী।

বিষণ্ণ — দুঃখিত, বিষাদগ্রস্ত, বিমর্ষ। স্ত্রী. — **বিষণ্ণা।** বি. **বিষণ্ণতা। বিষণ্ণবদন** — ম্লানমুখ। স্ত্রী.—**বিষণ্ণ-বদনা।**

বিষম — ণ. দারুণ, দুঃসহ, ভয়ংকর। [ঃ 'বিষম' বিপদ।] দুরূহ, কঠিন। [ঃ 'বিষম' সমস্যা।] বিজোড়, অযুগ্ম, দুই দিয়া ভাগ করা যায় না এমন। [ঃ 'বিষম' সংখ্যা।] অসম। অসমতল।

বি. শ্বাসনালীতে খাদ্যাদি প্রবেশের ফলে কাশি। [ঃ 'বিষম' লাগা।] [সং.] **বিষমজ্বর** — দীর্ঘকালস্থায়ী একরকম জ্বর। **বিষমবাহু** — বাহুগুলি সমান নহে এমন (ত্রিভুজ চতুর্ভুজ ইত্যাদি)।

বিষয় — বি. বলিবার জানিবার ভাবিবার বা অনুভব করিবার বস্তু, যাহা বলা জানা ভাবা বা অনুভব করা যায়। [ঃ বক্তব্য 'বিষয়'; ঃ চিন্তার 'বিষয়'।] ভোগসুখ। সংসার। ধনসম্পত্তি, জমিদারি। সম্পর্কে, বিষয়ে। [ঃ তাঁহার 'বিষয়' কিছু বলুন।] [সং.] **বিষয়ক** — ণ. বিষয় সংক্রান্ত। 'সংক্রান্ত' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ধর্ম-'বিষয়ক'।] **বিষয়-কর্ম** — সম্পত্তির দেখাশোনা, সম্পত্তি-গত কাজ। **বিষয়বুদ্ধি** — ধনসম্পত্তি সংক্রান্ত বুদ্ধি, সাংসারিক জ্ঞান।

বিষয়াসক্ত — সংসারে বা ধনসম্পত্তিতে অতিশয় আকৃষ্ট। বি. — **বিষয়াসক্তি**।

বিষয়ী — ধনসম্পত্তি আছে এমন। সংসারে বা ধনসম্পত্তিতে আসক্ত। [সং. বিষয়িন্।]

বিষয়ীভূত — (আলোচনাদির) বিষয়ে পরিণত, বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিষাক্ত — ণ. যাহার বিষ আছে এমন। [ঃ 'বিষাক্ত' সাপ।] বিষযুক্ত. বিষ-মিশ্রিত। [ঃ 'বিষাক্ত' তীর।] মারাত্মক-ভাবে দূষিত। [ঃ'বিষাক্ত' ঘা।]

বিষাণ — পশুর শিং। পশুর শিং হইতে নির্মিত বাঁশি, শিঙ্গা। যুদ্ধের বাঁশি। হস্তী-শূকর ইত্যাদির বড় দাঁত।

বিষাদ — আশাভঙ্গের ফলে মানসিক বেদনা। দুঃখ, শোক। [ঃ'বিষাদে' মগ্ন; ঃ 'বিষাদ'-সিন্ধু।] [সং.] **বিষাদময়** — দুঃখে পূর্ণ, শোকে পূর্ণ। [ঃ'বিষাদময়' পুরী।] **বিষাদী** — বিষাদযুক্ত, বিষণ্ণ। [সং. বিষাদিন্।] স্ত্রী. — **বিষাদিনী**।

বিষানো—ক্রি. বিষাক্ত বা মারাত্মক হওয়া। [ঃ 'ফোড়া' বিষিয়েছে।] অতিশয় বৈরাগ্য ও তিক্ততা বোধ হওয়া। [ঃ জীবন 'বিষিয়ে' গেছে।] ণ. বিষাক্ত বা মারাত্মকভাবে দূষিত। বি. বিরাগপূর্ণ ও তিক্ত। বিষাক্ত ও দূষিত অবস্থা। তিক্ত বৈরাগ্য।

বিষান্তক — বিষনাশক, বিষঘ্ন।

বিষিত — বিষ দেওয়া হইয়াছে এমন,

বিষুব — যে সময়ে দিন ও রাত্রি সমান হয়, equinox. **বিষুববৃত্ত** — বিষুবরেখার সমান্তরাল আকাশস্থ কাল্পনিক বৃত্ত। **বিষুবরেখা** — যে কাল্পনিক রেখার উপর সূর্য আসিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়, নিরক্ষরেখা। **বিষুবলম্ব** — বিষুববৃত্ত হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির কৌণিক অন্তর।

বিষ্কম্ভক — নাটকের অঙ্কের আরম্ভে অংশ বিশেষ যাহাতে অপ্রদর্শিত ঘটনা অপ্রধান চরিত্রের মুখে জানানো হয়। [সং.]

বিষ্টব্ধ — প্রতিরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত। [সং.]

বিষ্টম্ভ — বাধা, অন্তরায়। [সং.]

বিষ্টি — (কবিতায় বা কথ্য প্রয়োগে) বৃষ্টি।

বিষ্টু — (কথ্য ও গ্রাম্য প্রয়োগে) বিষ্ণু।

বিষ্ঠা — মল, পুরীষ, গু। [সং.]

বিষ্ণু — যিনি সর্বব্যাপী, ভগবান, নারায়ণ। [সং.] **বিষ্ণুগুপ্ত** — সম্ভবত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের নাম। **বিষ্ণুপ্রিয়া** — লক্ষ্মী। গৌরাঙ্গদেবের স্ত্রী।

বিস — মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা। [সং.]

বিসংবাদ — মতভেদজনিত বিবাদ। [ঃ বাদ-'বিসংবাদ'।] [সং.] ণ. **বিসংবাদিত** — যাহা লইয়া মতভেদ আছে। [ঃ অ-'বিসংবাদিত'।] **বিসংবাদী** — পরস্পর বিরোধী, সামঞ্জস্যহীন। [সং. বিসংবাদিন্।] বি.—**বিসংবাদিতা।**

বিসদৃশ—বিপরীত, অন্যরূপ। বেমানান, অশোভন।

বিসমিল্লা — আল্লার নামে। (ব্যঙ্গে) কার্যের সূচনা বা আরম্ভ। [ঃ 'বিসমিল্লায়' গলদ।] [আ.]

বিসরণ — (প্রাচীন কবিতায়) বিস্মৃতি, বিস্মরণ। [সং. বিস্মরণ।] **বিসরা** — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) বিস্মৃত হওয়া।

বিসর্গ — বর্ণমালার একটি অক্ষর, ঃ। বিসর্জন। **বিন্দু-বিসর্গ** -- সামান্যতম পরিমাণ কিছু। 'বিন্দু-বিসর্গ' জানি না।]

বিসর্জন — ত্যাগ। [ঃ জীবন 'বিসর্জন'।] পূজাশেষে জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠান। [সং.] **বিসর্জা** — ক্রি. (কবিতায়) বিসর্জন দেওয়া। [ঃ 'বিসর্জিল' মানস-প্রতিমা।] **বিসর্জিত** — ণ. যাহা বিসর্জন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিসর্জিতা।**

বিসর্পিল — ণ. আঁকাবাঁকা। [ঃ 'বিসর্পিল' গতি।]

বিসার — বিস্তার, প্রসার। [সং.] **বিসারিত** — ণ. প্রসারিত, বিস্তৃত। [ঃ দিগন্ত-'বিসারিত'।] **বিসারী** — প্রসারিত, বিস্তৃত। 'প্রসারিত আছে এমন' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দিগন্ত-'বিসারী'।] [সং. বিসারিন্।] স্ত্রী. — **বিসারিণী।**

— ওলাউঠা রোগ, কলেরা। [সং.]

বিসৃষ্ট — পরিত্যক্ত। নিক্ষিপ্ত। [সং.]

বিস্কিট, বিস্কুট — ময়দা দিয়া তৈয়ারী একরকম শুষ্ক সুপরিচিত খাদ্য। [ই. biscuit.]

বিস্তর — অনেক, বহু। [ঃ 'বিস্তর' লোক।] (সং.) সমূহ। **বিশেষ** বর্ণনা। [সং.]

বিস্তার — প্রসার, ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি। চওড়ার দিক বা মাপ, ওসার। [সং.]

বিস্তারা — ক্রি. (কবিতায়) বিস্তৃত করা। বিশদ করা। [ঃ 'বিস্তারিয়া' বল।]

বিস্তারিত — ণ. বিশদ। [ঃ 'বিস্তারিত' বিবরণ।] প্রসারিত।

বিস্তীর্ণ — ণ. বিস্তৃত, প্রসারিত। বিশাল। স্ত্রী — **বিস্তীর্ণা।** বি. — **বিস্তীর্ণতা।**

বিস্তৃত — ণ. প্রসারিত। [ঃ দিগন্ত-'বিস্তৃত'।] চওড়া। [ঃ 'বিস্তৃত' বক্ষ; ঃ 'বিস্তৃত' পথ।] যাহা মেলা বা বিছানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'বিস্তৃত' শয্যা।] [সং.] বি. **বিস্তৃতি** — প্রসারিত বা চওড়া ভাব, বিস্তৃত ভাব, ব্যাপ্তি।

বিস্ফার — বি. বিস্তার। **বিস্ফারণ** — বি. প্রসারণ, প্রসারিত করণ। [সং.] **বিস্ফারিত** — প্রসারিত। [ঃ বিস্ময়-'বিস্ফারিত' চক্ষু।]

বিস্ফুরণ — কম্পন। প্রকাশ। [ঃ বাক্য-'বিস্ফুরণ'।] [সং.] ণ. **বিস্ফুরিত** — কম্পিত। দীপ্ত।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক — বিষফোড়া, ব্রণ। [সং.]

বিস্ফোরক — যাহা একটুতে জ্বলিয়া উঠে ও সশব্দে ফাটে, বারুদ বোমা পেট্রল ইত্যাদি। [সং.] **বিস্ফোরণ** — অকস্মাৎ জ্বলন ও সশব্দে বিদারণ। [সং.] ণ. — **বিস্ফোরিত।**

বিস্ময় — বি. বিস্মিত বা আশ্চর্যান্বিত

ভাব বা অবস্থা। [ঃ 'বিস্ময়ে' অভিভূত।] বিস্মিত করে এমন জিনিস। [ঃ বিশ্বের 'বিস্ময়'।] [সং.] **বিস্ময়কর**, **বিস্ময়জনক** — বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এমন, আশ্চর্যজনক। অদ্ভুত, অপূর্ব। **বিস্ময়চিহ্ন** — লেখায় ব্যবহৃত ছেদচিহ্ন যাহা বিস্ময় ভীতি ব্যঙ্গ জোর ইত্যাদি সূচিত করে, ! চিহ্ন। **বিস্ময়বিহ্বল** — বিস্ময়ে অভিভূত। স্ত্রী. — **বিস্ময়বিহ্বলা**। বি. — **বিস্ময়বিহ্বলতা**।

বিস্ময়ান্বিত — বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত। স্ত্রী. — **বিস্ময়ান্বিতা**।

বিস্ময়াপন্ন — বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত। স্ত্রী. — **বিস্ময়াপন্না**।

বিস্ময়াবহ — বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক।

বিস্ময়াবিষ্ট — বিস্ময়ে অভিভূত, বিস্ময়বিহ্বল। স্ত্রী. — **বিস্ময়াবিষ্টা**।

বিস্ময়াভিভূত — বিস্ময়ে অভিভূত, বিস্ময়বিহ্বল। স্ত্রী. — **বিস্ময়াভিভূতা**।

বিস্মরণ — বি. ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃতি। [সং.] ণ. **বিস্মরণীয়** — যাহা ভোলা যায়, ভুলিবার মতো। **বিস্মরা** — ক্রি. (কবিতায়) বিস্মৃত হওয়া, ভুলা। [ঃ 'বিস্মরিলে'।]

বিস্মিত — ণ. আশ্চর্যান্বিত, বিস্ময়ান্বিত। স্ত্রী. — **বিস্মিতা**।

বিস্মৃত — ভুলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'বিস্মৃত' হওয়া।] মনে নাই এমন [ঃ 'বিস্মৃত' কাহিনী।] [সং.] স্ত্রী. — **বিস্মৃতা**। বি. **বিস্মৃতি** — ভুলিয়া যাওয়া, স্মৃতিলোপ, বিস্মরণ, বিস্মৃত ভাব।

বিস্রংস — বি. পতন, স্খলন। [সং.] **বিস্রংসী** — পতনশীল, স্খলনশীল। [সং. বিস্রংসিন্।]

বিস্রস্ত—ণ. স্খলিত, চ্যুত, এলোমেলো। [ঃ 'বিস্রস্ত' বসন; ঃ 'বিস্রস্ত' কেশ।] [সং.]

বিস্রাবণ — বিস্রুত করণ, ক্ষারণ। [সং.]

বিস্রুত — ক্ষরিত করানো হইয়াছে এমন, পরিস্রুত। [সং.] বি. — **বিস্রুতি**।

বিস্বাদ — সুস্বাদু নহে এমন। স্বাদহীন।

বিহগ, **বিহঙ্গ**, **বিহঙ্গম** — পাখী। স্ত্রী. — **বিহগী**, **বিহঙ্গী**, **বিহঙ্গমী**, (কবিতায়) **বিহঙ্গিনী**।

বিহঙ্গমা — বাংলা রূপকথায় বর্ণিত পাখী, ব্যাঙ্গমা। স্ত্রী. — **বিহঙ্গমী**।

বিহনে — (কবিতায়) ছাড়া, ব্যতীত, বিনা। [ঃ তোমা 'বিহনে'।] [সং বিহীন।]

বিহরণ — ভ্রমণ, বিহার। [সং.] **বিহরা** — (কবিতায়) ভ্রমণ করা। বিহার করা। [ঃ 'বিহরিলে'।] **বিহরই**, **বিহরত** — (প্রাচীন কবিতায়) বিহার করে।

বিহসা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) ঈষৎ হাস্য করা। [ঃ 'বিহসি' পালটি নেহারি।]

বিহান — (কবিতায়) প্রভাত, সকাল।

বিহার — প্রমোদ ভ্রমণ। কেলি, ক্রীড়া, আমোদ। রতিক্রীড়া, সঙ্গম। বৌদ্ধ মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়। **বিহারী** — 'যে বিহার করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [সং. বিহারিন্।] স্ত্রী. — **বিহারিণী**।

বিহার — পশ্চিম বঙ্গের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ভারতীয় প্রদেশ। **বিহারী** — বিহার প্রদেশের অধিবাসী। বিহার সংক্রান্ত।

বিহিত — ণ. বিধিসংগত, উচিত। বি. প্রতিকার, যথোচিত ব্যবস্থা।

-বিহীন — 'ইহার নাই' বা 'ইহাতে নাই' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ উদ্দেশ্য-'বিহীন'; ঃ বিত্ত-'বিহীন'।] [সং.] বি. — **-বিহীনতা**। স্ত্রী.

-বিহীনা।

বিহ্বল—ণ. অত্যন্ত অভিভূত, অচেতনপ্রায়, তন্ময়, বিবশ। [ঃ আনন্দে 'বিহ্বল'; ঃ শোকে 'বিহ্বল'।] স্ত্রী. — **বিহ্বলা**। বি. — **বিহ্বলতা**।

বীক্ষণ — বিশেষ ভাবে দর্শন, পর্যবেক্ষণ। [সং.] ণ. — **বীক্ষিত**। **বীক্ষমাণ** — বীক্ষণ করিতেছে বা বিশেষভাবে দেখিতেছে এমন। বি. — **বীক্ষমাণতা**। স্ত্রী. — **বীক্ষমাণা**। **বীক্ষ্যমাণ** — বিশেষ ভাবে দেখা হইতেছে এমন।

বীচি, বীচী — ঢেউ, তরঙ্গ। [সং.] **বীচিভঙ্গ** — ঢেউয়ের উত্থান ও পতন। **বীচিমালা** — তরঙ্গশ্রেণী। **বীচিমালী** — সমুদ্র। [সং. বীচিমালিন্।]

বীচি — ('বিচি' দেখ।)

বীজ — বিচি, ফলের আঁটি। বপনের উপযোগী। [ঃ 'বীজ' ধান।] জীবাণু। মূল কারণ। শুক্র, ধাতু। [সং.] **বীজকোশ, বীজকোষ** — ফুলের যে অংশে বিচি জন্মে বা থাকে। **বীজগণিত** — একরকম অঙ্কশাস্ত্র যাহাতে সংখ্যার পরিবর্তে বিভিন্ন অক্ষরও ব্যবহৃত হয়, algebra. **বীজঘ্ন** — বীজাণু নাশ-কারক। **বীজমন্ত্র** — ইষ্টদেবতার প্রতীকস্বরূপ মন্ত্র। সাধনার মূল আদর্শ। [ঃ স্বাধীনতার 'বীজমন্ত্র'।]

বীজন — বাতাস করণ, ব্যজন। বাতাস দিবার যন্ত্র, পাখা চামর ইত্যাদি। ণ. — **বীজিত**।

বীট — পাহারাওয়ালা ইত্যাদির টহল দেওয়া ও টহল দেওয়ার সীমা। [ই. beat.]

বীট, বীটপালং, বীটপালম — পালং-জাতীয় একরকম সবজি। [ই. beet.]

বীণা — তারযুক্ত একরকম বাদ্যযন্ত্র। [সং.] **বীণাপাণি** — যে দেবীর হস্তে বীণা থাকে, সরস্বতী। **বীণাবিনিন্দিত**— ণ. বীণারও নিন্দার কারণ ঘটায় এমন, বীণার চেয়েও শ্রুতিমধুর। [ঃ 'বীণাবিনিন্দিত' কণ্ঠ।]

বীত — ণ. অতীত, বিগত। 'অতীত' 'বিগত' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বীতশোক'।] [সং.] **বীতকাম** — বাসনাহীন, নিঃস্পৃহ। **বীতনিদ্র** — বিনিদ্র, নিদ্রা-হীন। **বীতভয়** — নির্ভয়, ভয়হীন। **বীতরাগ**—বিরাগী, নিরাসক্ত, নিঃস্পৃহ। **বীতশোক** — শোকহীন, শোক হইতে মুক্ত। **বীতশ্রদ্ধ** — শ্রদ্ধাহীন, আস্থা-হীন। **বীতস্পৃহ** — নিঃস্পৃহ, নিরাসক্ত, বাসনাহীন।

বীতংস — ('বিতংস' দেখ।)

বীতিহোত্র — অগ্নি। সূর্য। [সং.]

বীথি, বীথিকা, বীথী — সারি, শ্রেণী, পঙ্ক্তি। [ঃ পণ্য-'বীথিকা'।] দুই দিকে গাছের সারি আছে এমন পথ, avenue. [সং.]

বীন — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, বীণা। [সং. বীণা।] **বীনকার** — যে বীন বাজায়, বীণাবাদক।

বীপ্সা — বার বার ঘটন, পৌনঃপুনিকতা। ব্যাপ্তি। [সং.]

বীবর — উত্তর আমেরিকার ইঁদুরজাতীয় একরকম প্রাণী। [ই. beaver.]

বীভৎস — অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক করে এমন। [ঃ 'বীভৎস' দৃশ্য।] [সং.] স্ত্রী — **বীভৎসা**। বি. **বীভৎসা**— (কবিতায় রবীন্দ্র-প্রয়োগ) **বীভৎসতা**। বি. — **বীভৎসতা**। **বীভৎসু** — তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

বীম — কড়িকাঠ, কাঠ বা লোহা দিয়া তৈয়ারী কড়ি। [ঃ লোহার 'বীম'।] [ই. beam.]

বীমা — ক্ষতির পূরণ ইত্যাদির অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা, insurance. [জীবন-'বীমা'।] [ফা. বিমাহ্।]

বীর — ণ. সাহসী ও শক্তিমান্, যুদ্ধপটু। বি. সাহসী ও শক্তিমান্ ব্যক্তি. নিপুণ যোদ্ধা। বানর বা হনুমানের দলের সর্দার। [সং.] **বীরকেশরী, বীর-চূড়ামণি** — বীরশ্রেষ্ঠ। বি. **বীরত্ব** — বীরের কাজ বা ভাব, শৌর্য। **বীরনারী** — বীরের স্ত্রী। বীরাঙ্গনা। **বীরপঞ্চমী** — যে পঞ্চমী তিথিতে ব্রত করিলে বীর পুত্র লাভ হয়। **বীরপনা** — বীরত্ব, বীরের মতো কাজ। **বীর-প্রসবিনী, বীরপ্রসূ** — বীরের জন্মদান-কারিণী, বীরমাতা। **বীরবর** — বীরশ্রেষ্ঠ। **বীরবাহু** — রাবণের পুত্র। **বীরবৌলি** — পুরুষের কানের একরকম অলংকার, কুণ্ডল। **বীরভদ্র** — শিবের অনুচর বিশেষ। **বীরভোগ্য** — বীরের ভোগের উপযুক্ত। স্ত্রী. — **বীরভোগ্যা**। [ঃ 'বীরভোগ্যা' বসুন্ধরা।] **বীরশ্রেষ্ঠ**—বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বীরোত্তম। **বীরসিংহ** — ('বীরকেশরী' দেখ।) **বীররস** — (অলংকারশাস্ত্রে) বীরত্ব-সূচক স্থায়ী ভাব।

বীরা — স্ত্রী. পতিপুত্রবতী। বীর্যবতী। **বীরাঙ্গনা** — বীর্যবতী রমণী। বীরপত্নী। **বীরাচার** — একরকম তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি। **বীরাচারী** — বীরাচার অনুষ্ঠানকারী। [সং. বীরাচারিন্।] **বীরাসন** — যোগসাধনার আসন বিশেষ. ডান ও বাম পা বাম ও ডান উরুর উপর রাখিয়া উপবেশন।

বীরেন্দ্র, বীরেশ, বীরেশ্বর, বীরোত্তম — বীরশ্রেষ্ঠ।

বীর্য — বল, শক্তি, বীরত্ব। শুক্র, ধাতু। [সং.] **বীর্যবান্** — শক্তিশালী, বীর। [সং. বীর্যবৎ।] স্ত্রী. — **বীর্যবতী**। বি. — **বীর্যবত্তা**। **বীর্য-শালী** — শক্তিশালী, বীর। [সং. বীর্যশালিন্।] স্ত্রী — **বীর্যশালিনী**।

বুক — পিঠের বিপরীত দিকে পেটের উপরে অবস্থিত দেহের অংশ, বক্ষ। হৃৎপিণ্ড। [ঃ 'বুক' দুরুদুরু করা।] স্তন। হৃদয়, মন। বুকের উপরের জামার অংশ। [সং. বক্ষ।] **বুক কাঁপা** — ভয় বা শঙ্কাবোধ করা। **বুক চাপড়ানো** — দুঃখে খেদে হা-হুতাশ করা। **বুক ঠোকা** — শক্তি ও সাহস প্রকাশের ভঙ্গী করা। **বুক দেওয়া** — আত্মনিয়োগ করা, সর্বান্তঃকরণে করা। **বুক পাতা** — দুঃখ সহিবার জন্য বা ক্লেশকর দায়িত্বগ্রহণের জন্য অগ্রসর হওয়া। **বুক ফাটা** — দুঃসহ শোকে বা বেদনায় কাতর হওয়া। **বুক-ফাটা** — অসহ্য, দুঃসহ (বেদনা)। **বুক ফোলানো** — গর্ব প্রকাশসূচক ভঙ্গী করা। **বুক বাড়া** — সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া। **বুক বাঁধা** — বিপদে সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া মনকে দৃঢ় করা। **বুক ভাঙা** — একেবারে হতাশ হইয়া পড়া। **বুক শুকানো** — শঙ্কায় বা নৈরাশ্যে অভিভূত হওয়া। **বুকের পাটা** — দুঃসাহস, অতিরিক্ত সাহস।

বুক — মাশুল দিয়া রেলগাড়ি জাহাজ ইত্যাদি যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা। [ঃ মাল 'বুক' করা।] টিকিট ইত্যাদি অগ্রিম ক্রয়। [ই. book.] **বুক-কীপিং** — ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ। [ই. book-keeping.] **বুকপোস্ট** — ডাকযোগে খোলা চিঠিপত্র বই ইত্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা। [ই.

book-post.] বুক-শেল্ফ্ — বই রাখিবার তাক। [ই. book-shelf.] **বুকিং**—বুক করা সংক্রান্ত। [ঃ 'বুকিং' অফিস।] বুক করার খরচ। [ই. booking.]

বুকনি — ছোট টুকরা। [ঃ মিছরির 'বুকনি'।] আলোচনাদির মধ্যে চিত্তা-বর্ষক ছোট মন্তব্য বা উক্তি [হি. বুক্‌নী।]

বুঁচকি — ছোট বোঁচকা, পুঁটলি।

বুজকুড়ি — বুদ্‌বুদ, ভুড়ভুড়ি।

বুজরুক — যে অসামান্য বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া ভান করে, প্রতারক, ভণ্ড। [ফা. বুজুর্গ = জ্ঞানী ব্যক্তি।] **বুজরুকি** — ভেল্‌কি। অলৌকিক শক্তির ভান। ধাপ্পাবাজি।

বুজা — ক্রি. বন্ধ করা, নিমীলিত করা, মুদ্রিত করা। [ঃ চোখ 'বুজা'।] বন্ধ হওয়া, নিমীলিত হওয়া। গর্ত বা ছিদ্র বন্ধ হওয়া, ভরাট হওয়া। [ঃ নালা 'বুজা'।] ণ. নিমীলিত, মুদ্রিত। বন্ধ, ভরাট। **চোখ বুজা, দু চোখ বুজা** — মৃত্যু হওয়া, মরা। বিচার না করা, সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা। উপেক্ষা করা। সহ্য করা।

বুজানো — ক্রি. বন্ধ করা, ভরাট করা। [ঃ পুকুর 'বুজানো'।] নিমীলিত করা, মুদ্রিত করা। [ঃ চোখ 'বুজাও'।] ণ. মুদ্রিত, নিমীলিত। বন্ধ বা ভরাট করা হইয়াছে এমন। বি. বন্ধ বা ভরাট করণ। নিমীলন, বন্ধ করণ।

বুঝ — বোধ, প্রবোধ, সান্ত্বনা। [ঃ মন 'বুঝ' মানে না।] **বুঝদার** — সমঝদার, বোদ্ধা। **বুঝসুঝ** — বুদ্ধিবিবেচনা।

বুঝা — ক্রি. উপলব্ধি করা, হৃদয়ংগম করা। ভাব বা অর্থ গ্রহণ করা। কৌশল আয়ত্ত করা। বিবেচনা করা, বিচার করা, ভাবা। টের পাওয়া, জানা। পরিচয় পাওয়া, প্রমাণ পাওয়া।

বুঝানো — ক্রি. ব্যাখ্যা করিয়া অপরকে জানানো বা শেখানো। সান্ত্বনা দেওয়া, শান্ত করা। যুক্তির দ্বারা উচিত পথে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা করা।

বুঝাপড়া — ('বোঝাপড়া' দেখ।)

বুঝি — অ. সম্ভবত, বোধ করি। [ঃ তাই গাইলে না 'বুঝি'?] নাকি। [ঃ তাই বললাম 'বুঝি'?]

বুঝিয়ে — সমঝদার, বোদ্ধা, বোঝদার।

বুট — ছোলা, চানা। [ঃ 'বুটের' দাল।] [হি.]

বুট — একরকম মজবুত জুতা যাহাতে গোড়ালি ও পায়ের উপরের অংশ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা থাকে। [ই. boot.]

বুটি — কাপড়ে ছুঁচ দিয়া তোলা নকশা। **বুটিদার** — বুটি আছে এমন।

বুড়বক, বুড়বাক — বোকা, নির্বোধ। [হি.]

বুড়া, বুড়ো — ণ. বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি। বয়স্ক। [ঃ 'বুড়া' ছেলে।] [সং. বৃদ্ধ।] **বুড়া আঙুল** — বৃদ্ধাঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ। **বুড়াটে** — ণ. বুড়ার মতো, প্রায় বুড়া। **বুড়ানো** — ক্রি. বুড়ার মতো ভাব বা অবস্থা পাওয়া। বুড়া হওয়া। ণ. বুড়োর মতো অবস্থাপ্রাপ্ত। **বুড়ামি, বুড়ামো** — বৃদ্ধের বা বয়স্কের মতো আচরণ। **বুড়াহাবড়া** — অতিশয় বৃদ্ধ যাহার শরীর ও দেহের শক্তি লোপ পাইয়াছে। স্ত্রী. **বুড়ী** — ণ. বৃদ্ধা। বয়ঃস্থা, বয়স্কা। [ঃ 'বুড়ী' ধুমসী মেয়ে।] বি. বৃদ্ধা নারী। [ঃ 'বুড়ী' বলিল।]

বুড়ি—সিকি পণ, ৫ গণ্ডা, ২০টি। [সং. বোড্রি।] **বুড়িকিয়া** — এক শত বুড়ি পর্যন্ত গণনার ধারাবাহিক তালিকা।

[ঃ কড়াকিয়া-'বুড়িকিয়া'।]

বুড়ো — ('বুড়া' দেখ।) **বুড়োমি, বুড়োমো** — ('বুড়ামি' দেখ।) **বুড়ো-হাবড়া** — ('বুড়াহাবড়া' দেখ।)

বুঢ়া — (প্রাচীন কবিতায়) বুড়া। স্ত্রী. — **বুঢ়ী**।

বুঁদ — বিহ্বল, চুর। [ঃ নেশায় 'বুঁদ'।]

বুদ্ধ — ণ. জ্ঞানপ্রাপ্ত, প্রবুদ্ধ, জ্ঞানী। জাগরিত। বি. বৌদ্ধধর্মপ্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতম। [সং.]

বুদ্ধি — বি. বুঝিবার শক্তি, চিন্তাশক্তি। [ঃ ছেলেটির 'বুদ্ধি' হয়নি।] মতলব, ফিকির। [ঃ কু-'বুদ্ধি'।] উপায়। [ঃ 'বুদ্ধি' বাৎলানো।] পরামর্শ। [ঃ 'বুদ্ধি' দাও।] [সং.] **বুদ্ধিজীবী** — যে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া জীবিকা অর্জন করে (লেখক উকিল শিক্ষক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি)। [সং. বুদ্ধিজীবিন্।] স্ত্রী.—**বুদ্ধিজীবিনী**। **বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিভ্রংশ** — ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা লোপ। **বুদ্ধিমত্তা** — বুদ্ধিমানের গুণ বা অবস্থা। **বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমান** — যাহার বুদ্ধি আছে, চালাক। [সং. বুদ্ধিমৎ।] স্ত্রী. — **বুদ্ধিমতী**। **বুদ্ধিসুদ্ধি** — বুদ্ধি ও ঐরূপ বস্তু। বিচার-বিবেচনা। **বুদ্ধিহীন** — যাহার বুদ্ধি নাই, নির্বোধ, বোকা। স্ত্রী. — **বুদ্ধিহীনা**। বি. — **বুদ্ধিহীনতা**।

বুদ্ধু — বোকা। [হি.]

বুদ্‌বুদ — ভুড়ভুড়ি, জলবিম্ব।

বুধ — বিদ্বান ব্যক্তি। একটি গ্রহের নাম। পুরাণে বর্ণিত চন্দ্র দেবতার পুত্র। সপ্তাহের একটি বারের নাম। **বুধবার** — সপ্তাহের চতুর্থ দিন।

বুনট — কাপড়ের বুনানি বা জমি। বুনিবার মজুরি।

বুনন, বুনানি — বুনিবার ধরন। বোনার কাজ। বুনট।

বুনা — ক্রি. বপন করা। [ঃ বীজ, 'বুনা'।] বস্ত্রাদি তৈয়ার করা, বয়ন করা। [ঃ কাপড় 'বুনা'; ঃ জাল 'বুনা'।]

বুনানি — বয়নের বা বপনের কাজ। বয়নের বা বপনের পারিশ্রমিক।

বুনিয়াদ — ভিত্তি, ভিত, গোড়া, মূল। ণ. **বুনিয়াদী** — ভিত্তি বা বুনিয়াদ সংক্রান্ত। **বুনিয়াদী শিক্ষা**—সাম্প্রতিক ভারতে প্রবর্তিত একরকম কর্মকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা, basic education.

বুনো — বনে থাকে বা জন্মে এমন, বন্য, জংলী। অসভ্য, অমার্জিত।

বুভুক্ষা — খাইবার প্রয়োজনবোধ, ক্ষুধা। [সং.] **বুভুক্ষিত** — ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত। স্ত্রী. — **বুভুক্ষিতা**। **বুভুক্ষু** — খাইতে ইচ্ছুক, ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত।

বুরুজ — দুর্গপ্রাকার। দুর্গপ্রাকারের উপরকার কক্ষ। মিনারের উপরের অংশ, গম্বুজ। [আ. বুর্জ্।]

বুরুল — মাপ বিশেষ, তিন যব, প্রায় এক ইঞ্চি।

বুরুশ — পশুর শক্ত লোম ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত জুতা দাঁত পোশাক ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার জিনিস। [brush.] **বুরুশ করা** — বুরুশ দিয়া সাফ করা।

বুর্জোয়া — নাগরিক। ধনিক। [ঃ 'বুর্জোয়া' সভ্যতা।] শহুরে ধনিক শ্রেণী। [ফ. bourgeois.]

বুলবুল, বুলবুলি — একরকম সুকণ্ঠ পাখী। [আ. বুল্‌বুল্।]

বুলা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) ভ্রমণ করা, বেড়ানো।

বুলানো — ক্রি. হালকাভাবে স্পর্শ করিয়া

হাত ইত্যাদি চালনা করা। [ঃ পায়ে হাত 'বুলানো'; ঃ তুলি 'বুলানো'।] বি. বুলাইবার কাজ। **চোখ বুলানো** — হালকা বা ভাসাভাসা ভাবে পড়া বা দেখা। **পিঠে হাত বুলানো** — প্রতারণার উদ্দেশ্যে আদর-আপ্যায়ন করা। **মাথায় হাত বুলানো** — আদর আশীর্বাদ ইত্যাদির ভান করিয়া ঠকানো।

বুলি — ভাষা, কথা। [ঃ ব্রজ-'বুলি'।] অভ্যাসের ফলে আয়ত্ত কথা। [ঃ পাখীর 'বুলি'; ঃ বাঁধা 'বুলি'।] [হি. বোলী।] **বুলি ধরা** — পাখী ইত্যাদির অভ্যাসের ফলে কথা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হওয়া।

বুলেট — বন্দুকের গুলী। [ই. bullet.]

বুলেটিন — জনসাধারণকে জানাইবার জন্য সরকারী বিবৃতি বা রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ঘোষণা। [ই. bulletin.]

বুস্তান — (সুগন্ধ স্থান) ফুলের বাগান। [ফা. বু + স্তান।]

বৃংহণ, বৃংহিত — হাতীর ডাক, হাতীর গর্জন। [সং.]

বৃক — নেকড়ে বাঘ। জঠরাগ্নি। [সং.] **বৃকোদর** — (যাহার জঠরাগ্নি অতিশয় প্রবল) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম।

বৃক্ক — উদরস্থ যন্ত্র যাহা হইতে মূত্র নিঃসৃত হয়, kidney. [সং.]

বৃক্ষ — শাখাবিশিষ্ট বৃহৎ গাছ। গাছ। [সং.] **বৃক্ষচূড়** — গাছের ডগা। **বৃক্ষচ্ছায়** — বহু গাছের ছায়া। **বৃক্ষচ্ছায়া** — গাছের ছায়া। **বৃক্ষ-বাটিকা** — বাগানবাড়ি। **বৃক্ষাগ্র** — গাছের আগা।

বৃটন — জাতি বিশেষ, যাহা ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের আগমনের পূর্বে বাস করিত। বৃটেনের অধিবাসী। [ই. Briton.] **বৃটিশ** — বৃটেনের অধিবাসী। ইংরেজ। বৃটেন সংক্রান্ত। [ই. British.] **বৃটেন** — ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলে্স্। [ই. Britain.]

বৃত — ণ. বরণ করা হইয়াছে এমন। [ঃ সভাপতির পদে 'বৃত' হইয়া।] প্রার্থিত। আচ্ছাদিত।

বৃতি — বি. বরণ, সাদরে গ্রহণ। আবরণ। কুঁড়ির আবরণ বা ফুলের সবুজ অংশ, calyx.

বৃত্ত — গোলাকার ক্ষেত্র, মণ্ডল, circle. বর্তুল, গোলাকার বস্তু। **বৃত্তাংশ** — বৃত্তের অংশ। **বৃত্তাভাস** — বি. বৃত্তের মতো গোলাকার ক্ষেত্র। ণ. প্রায় বৃত্তাকার।

বৃত্ত — ণ. আচরণে বা কার্যে অভ্যস্ত বা রত। [ঃ 'দুর্বৃত্ত'।] নির্দিষ্ট বা নিয়মিত। [ঃ অক্ষর-'বৃত্ত' ছন্দ।]

বৃত্তান্ত — বিবরণ, বার্তা, কাহিনী। [ঃ জীবন-'বৃত্তান্ত'।]

বৃত্তি — জীবিকা, পেশা, কাজ। [ঃ ভিক্ষা-'বৃত্তি'] মনের ঝোঁক বা প্রবণতা। [ঃ চিত্ত-'বৃত্তি'; ঃ 'মনো-বৃত্তি'।] স্বভাব। [ঃ পশু-'বৃত্তি'।] ছাত্র ইত্যাদিকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট অর্থ-সাহায্য।

বৃত্য — বরণীয়, বরেণ্য। [সং]

বৃত্র, বৃত্রাসুর — পুরাণে বর্ণিত অসুর যাহাকে ইন্দ্র বধ করেন এবং যাহার বধের জন্য বজ্র নির্মিত হয়। **বৃত্রসূদন, বৃত্রারি** — ইন্দ্র।

বৃথা — ণ. ও ক্রি-ণ. নিষ্ফল, নিরর্থক, অকারণ। **বৃথা মাংস** — দেবদেবীকে নিবেদিত করা হয় নাই এমন মাংস।

বৃদ্ধ — ণ. বুড়া, অতিশয় বয়স্ক, প্রবীণ। বি. বুড়া লোক, বৃদ্ধ

বৃদ্ধা। বি. — **বৃদ্ধতা, বৃদ্ধত্ব**। **বৃদ্ধপ্রপিতামহ** — প্রপিতামহের পিতা, পিতামহের পিতামহ। **বৃদ্ধপ্রপিতামহী** —প্রপিতামহের মাতা, পিতামহের পিতামহী। **বৃদ্ধপ্রমাতামহ** — মাতামহের পিতামহ, প্রমাতামহের পিতা। **বৃদ্ধপ্রমাতামহী** — মাতামহের পিতামহী, প্রমাতামহের মাতা।

বৃদ্ধাঙ্গুলি, বৃদ্ধাগুষ্ঠ — বুড়ো আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ। **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো বা প্রদর্শন করা** — ফাঁকি দেওয়া, ঠকাইয়া বঞ্চিত করা।

বৃদ্ধি — বি. হ্রাসের বিপরীত অবস্থা, বাড়, আধিক্য, সংখ্যায় বা পরিমাণে পূর্বাপেক্ষা আধিক্য লাভ, উন্নতি। লাভ। [ঃ ক্ষতি-'বৃদ্ধি'।] (ব্যাকরণে) অ আ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ ইত্যাদি স্বরের পরিবর্তন। **বৃদ্ধিপ্রাপ্ত** - এমন। **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** — আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

বৃন্ত — বোঁটা। স্তনের বোঁটা, চুচুক। [সং.] **বৃন্তচ্যুত** — বোঁটা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে এমন।

বৃন্দ — দশ অর্বুদ, শত কোটি। 'গণ' বা 'সমূহ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সদস্য-'বৃন্দ'।]

বৃন্দা — রাধিকার দূতী।

বৃন্দাবন — মথুরার নিকটস্থ নগর ও তীর্থ (পূর্বে বন ছিল)। **বৃন্দাবনচন্দ্র** — শ্রীকৃষ্ণ।

বৃশ্চিক—বিছা। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের অষ্টম রাশি। [সং.]

বৃষ — পুরুষ গোরু, ষাঁড়। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি। [সং.] **বৃষকাষ্ঠ**—বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠানে ষাঁড় বাঁধিবার কাঠের থাম। **বৃষধ্বজ** — শিব। **বৃষবাহন** — শিব। **বৃষভ** — বৃষ, ষাঁড়। [সং.] **বৃষভধ্বজ, বৃষভবাহন** — শিব। **বৃষস্কন্ধ** — ণ. ষাঁড়ের মতো সবল ও সুগঠিত স্কন্ধ আছে এমন।

বৃষভানু — রাধিকার পালক-পিতা।

বৃষল — শূদ্র। [সং.] স্ত্রী. **বৃষলা, বৃষলী** — শূদ্রা। অবিবাহিতা ঋতুমতী। বন্ধ্যা।

বৃষোৎসর্গ — সমারোহপূর্ণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান যাহাতে বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বৃষ্টি — মেঘ হইতে জলের পতন, বারিপাত। বর্ষণ, শূন্য হইতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক বস্তুর পতন। [ঃ পুষ্প-'বৃষ্টি'।] [সং.] **বৃষ্টিপাত** — মেঘ হইতে জলের পতন, বারিবর্ষণ। **বৃষ্টিমান** — বৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ব্যবহার্য একরকম যন্ত্র rain-guage.

বৃষ্ণি — যদু বংশ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃষ্য — বীর্যবর্ধক। [সং.]

বৃহৎ — বড়, প্রকাণ্ড, বিশাল। স্ত্রী. — **বৃহতী**। [ঃ 'বৃহতী' সভা।] বি. **বৃহতী** — ছোট বেগুন। **বৃহৎকায়** — বিশালকায়, যাহার দেহ বা আকার প্রকাণ্ড এমন। [ঃ 'বৃহৎকায়' বিমান।]

বৃহত্তম — সর্বাপেক্ষা বড়। **বৃহত্তর** — অপেক্ষাকৃত বড়, অপরটির চেয়ে বড়।

বৃহদারণ্যক — একটি উপনিষদের নাম।

বৃহদ্রথ — মগধরাজ জরাসন্ধের পিতার নাম।

বৃহন্নলা — বিরাট-গৃহে ছদ্মবেশে বাসকালীন অর্জুনের নাম।

বৃহস্পতি — পুরাণে বর্ণিত দেবগুরু। একটি গ্রহের নাম। সপ্তাহের একটি বারের নাম। [সং.] **বৃহস্পতিবার** সপ্তাহের পঞ্চম দিন।

বে- — বৈপরীত্য অভাব নিন্দা ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ফা.]

বে — (গ্রাম্য) বিবাহ।

বেআইন — আইনের অভাব। আইনবিরুদ্ধ কাজ। [ঃ 'বেআইন' ও জবরদস্তি।] [ফা. বে + আ. আইন।] ণ. **বেআইনী** — আইনবিরুদ্ধ। [ঃ 'বেআইনী' কাজ।]

বেআকুফ, বেআকুব — ('বেকুফ' দেখ।)

বেআক্কেল — বোকা, নির্বোধ। [ফা. বে + আ. অক্‌ল্।]

বেআদব — ণ. সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ, অশিষ্ট। [ফা. বে + আ. অদব।] বি. **বেআদবি** — বেআদব লোকের মতো কাজ বা আচরণ, অশিষ্টতা।

বেআন্দাজ — বি. আন্দাজ বা হিসাবের অভাব। [ফা বে + আ. অন্দাজ্।] ণ. — **বেআন্দাজী।**

বেআবরু — আবরণহীন, নগ্ন। নির্লজ্জ। [ফা.]

বেইজ্জত — ণ. অপমানিত, অপদস্থ। [ফা. বে + আ. ইজ্‌জত্।] বি. — **বেইজ্জত, বেইজ্জতি।**

বেইমান — ণ. ধর্মবিশ্বাসহীন। বিশ্বাসঘাতক। [ফা. বে + আ. ইমান্। বি. **বেইমানি** — বিশ্বাসঘাতকের কাজ। অধার্মিকের কাজ। ণ. **বেইমানী** — বেইমানের উপযুক্ত। বেইমান সংক্রান্ত।

বেএক্তিয়ার, বেএখ্‌তিয়ার — ক্ষমতা বা অধিকারের বহির্ভূত। ক্ষমতা বা অধিকার নাই এমন। [ফা. বে + আ. ইখ্‌তিয়ার।]

বেওকুফ — ('বেকুব' দেখ।)

বেওজর — বিনা প্রতিবাদে, বিনা আপত্তিতে। [ফা. বে + আ. ওজর।]

বেওয়া — বিধবা। [ফা.]

বেওয়ারিস — ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী নাই এমন। মালিক নাই এমন। [ফা. বে + আ. বারিস।]

বেকবুল — অস্বীকার। [ফা. বে + আ. কবুল।]

বেকসুর — ণ. নির্দোষ, নিরপরাধ। ক্রি.-ণ. নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া। [ঃ 'বেকসুর' খালাস।] [ফা. বে + আ. কুসুর।]

বেকায়দা — ণ. কৌশল বা নৈপুণ্য প্রয়োগ করা যায় না এমন। বি. ঐরূপ অসুবিধাজনক অবস্থা। [ঃ 'বেকায়দায়' পড়া।] [ফা. বে + আ. কাইদহ্।]

বেকার — কর্মহীন, নিষ্কর্মা, যাহার চাকরি বা জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা নাই এমন। [ফা.]

বেকুফ, বেকুব — নির্বোধ, বোকা। [ফা. বে + আ. বুকফ।] বি. **বেকুবি** — নির্বুদ্ধিতা, নির্বোধের মতো কাজ।

বেখরচা — বিনা খরচে, নিখরচা। [ফা. বেখর্চ্।]

বেখাপ, বেখাপ্পা — বেমানান, খাপ খায় না এমন। সামঞ্জস্যহীন।

বেগ — বি. গতির দ্রুততা, শক্তিপূর্ণ ত্বরা। দ্রুত গতি। মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজনবোধ। মলমূত্রত্যাগের চেষ্টায় চাপ। (বিজ্ঞানে) গতির পরিমাণ। অসুবিধাজনক অবস্থা, দুর্ভোগ। [ঃ 'বেগ' পাওয়া।] **বেগবান, বেগবান্** — বেগযুক্ত, গতিশক্তিসম্পন্ন। [ঃ 'বেগবান' অশ্ব।] [সং. বেগবৎ।] স্ত্রী. — **বেগবতী। বেগশালী** — বেগযুক্ত, বেগবান্। [সং. বেগশালিন্।] স্ত্রী. — **বেগশালিনী।**

বেগ — মোগলের আভিজাত্যসূচক উপাধি। [তু.]

বেগড়া — বাধা, অন্তরায়, ফ্যাসাদ। [ঃ কাজে 'বেগড়া'।]

বেগতিক — ণ. নিরুপায়। বি. নিরুপায় অবস্থা, বিপজ্জনক অবস্থা।

বেগনি, বেগনী — ('বেগুনী' দেখ।)

বেগম — মুসলমান রানী। সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণীর উপাধি (বর্তমানে খাতুনের পরিবর্তে সাধারণত ব্যবহৃত হয়)। [তু. বেগুম।]

বেগর — ব্যতীত, ছাড়া। [আ. বগয়র।]

বেগানা — অচেনা। অনাত্মীয়, পর। [ফা.]

বেগার — বিনা বেতনে বা মজুরিতে খাটুনি। যে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে। [ফা.] **বেগার ঠেলা** — বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা।

বেগুন — একরকম গাছ ও তাহার ফল, সুপরিচিত আনাজ, বার্তাকু। [সং. বাতিঙ্গন।]

বেগুনি, বেগুনী — ণ. লাল আভাযুক্ত নীল রঙের। বি. নীলচে লাল রং। বেসন মাখানো ভাজা বেগুনের ফালি।

বেগোছ — অগোছালো ভাব, বিশৃঙ্খলা। অগোছালো, বিশৃঙ্খল।

বেঘোর — নিরুপায় সংকটজনক অবস্থা। [ঃ 'বেঘোরে' প্রাণটা গেল।] বেহুঁস অবস্থা।

বেঙ — ('ব্যাং' দেখ।) **বেঙাচি** — বেঙের খুব ছোট বাচ্চা যাহার লেজ থাকে।

বেঙ্গমা — (রূপকথায়) পাখী। [সং. বিহঙ্গম।] স্ত্রী. **বেঙ্গমী** — (রূপ-কথায়) পক্ষিণী। [সং. বিহঙ্গমী।]

বেচা — ক্রি. বিক্রয় করা। বি. বিক্রয়। ণ. বিক্রীত। **বেচাকেনা** — ক্রয়-বিক্রয়।

বেচারা, বেচারী — নিরুপায়, অসহায়। [ফা. বেচারহ্।]

বেচাল — ণ. যাহার চালচলন ভালো নহে, যাহার চরিত্র মন্দ। বি. ভুল চাল।

বেজন্মা — ণ. যাহার জন্মের ঠিক নাই, জারজ।

বেজাত — বি. নীচ বা অন্য জাতি। ণ. নীচ বা অন্য জাতীয়। বেজন্মা, জারজ।

বেজায় — খুব, অত্যন্ত, অতিশয়। [ফা. বে + আ. জায়েজ।]

বেজার — বিরক্ত, অসন্তুষ্ট। [ফা.]

বেজি, বেঁজি — নেউল, নকুল।

বেঞ্চ — আদালত, এজলাস। [ই. bench.] ('বেঞ্চি' দেখ।)

বেঞ্চি — একাধিক ব্যক্তির বসিবার উপযোগী কাঠের লম্বা আসন। [ই. bench.]

বেটা — (অবজ্ঞায় বা তাচ্ছিল্যে) পুত্র। অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যসূচক সম্বোধন। **বেটাছেলে** — বালক। সাহসী পুরুষ।

বেটাইম — অসময়। [ফা. বে. + ই. time.]

বেটী — (ঘনিষ্ঠতায় স্নেহে বা তাচ্ছিল্যে) কন্যা, মেয়ে।

বেঁটে — লম্বায় খাটো, খর্বাকৃতি। [ঃ 'বেঁটে' লোক; ঃ 'বেঁটে' গাছ।] [সং. বণ্ঠ।]

বেঠিক — ঠিক নহে এমন, ভুল।

বেড় — ঘের, পরিধি। [সং. বেষ্ট।]

বেড়া — বি. যাহার দ্বারা ঘেরা হয়, বেষ্টনী। [ঃবাঁশের 'বেড়া; ঃ তারের 'বেড়া'।] ণ. যাহা চারিদিকে বেষ্টন করে। [ঃ 'বেড়া'-জাল।] [সং. বেষ্ট।]

বেড়া — ক্রি. বেষ্টন করা, ঘেরা।

বেড়ানে — ণ. যে বেড়াইতে ভালোবাসে। [ঃ পাড়া-'বেড়ানে'।] স্ত্রী.—**বেড়ানী**।

বেড়ানো — ক্রি. ভ্রমণ করা, পায়ে হাঁটিয়া বা গাড়ি ইত্যাদিতে চড়িয়া ঘোরা। বি. ভ্রমণ, পর্যটন।

বেড়াল — বিড়াল। [সং. বিড়াল।]

বেড়ি — বেষ্টন করিবার বা শক্ত করিয়া ধরিবার উপযোগী জিনিস। শৃঙ্খল।
বেডিং — বিছানাপত্র। [ই. bedding.]
বেড়ে — উত্তম, খুব ভালো। [ঃ 'বেড়ে' গেয়েছে।] [হি. বঢ়িয়া।]
বেঁড়ে — লেজ-কাটা। [ঃ 'বেঁড়ে' বাঁদর।] বেঁটে। [সং. বণ্ড।]
বেডোল, বেডৌল — যাহার গঠনের মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্য নাই এমন, কুগঠিত। [ঃ 'বেডৌল' চেহারা।]
বেঢপ — কুশ্রী, বেমানান, বেডৌল।
বেঢ়া — ক্রি. (কবিতায়) বেষ্টন করা, বেড়া। **বেঢ়ল, বেঢ়াল** — (প্রাচীন কবিতায়) বেষ্টন করিল, বেড়িল।
বেণি — ('বেণী' দেখ।)
বেণিয়া — ('বেনে' দেখ।)
বেণী — বিনুনি-করা চুল। চুলের বিনুনি। জলধারা, স্রোত। [ঃ 'ত্রিবেণী'।] [সং.] **বেণী-সংহার** — বেণী-বন্ধন। ভট্টনারায়ণ-রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক যাহাতে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তে সিক্ত করিয়া দ্রৌপদীর মুক্তকেশ বন্ধন করিয়া দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।
বেণু — বাঁশ। [ঃ 'বেণু'-বন।] বাঁশের বাঁশি। বাঁশি। [সং.] **বেণুক** — বাঁশের তৈয়ারী পাচনবাড়ি। পাচনবাড়ি। **বেণু-কুঞ্জ, বেণুবন** — বাঁশের বন। **বেণুবাদক** — যে বাঁশি বাজায়। **বেণুবাদন** — বাঁশি বাজানো। **বেণুরব** — বাঁশির শব্দ।
বেণে — ('বেনে' দেখ।)
বেত — একরকম গাছ। ঐ গাছ হইতে প্রস্তুত লাঠি, বেত্র। বেতের আঘাত। [সং. বেত্র।]
বেতন — মাহিনা, সময় অনুসারে নির্দিষ্ট রি। [সং.] **বেতনজীবী** — বেতনের দ্বারা যাহার জীবিকা নির্বাহ হয়। **বেতনভুক্, বেতনভোগী** — যে বেতন লইয়া কাজ করে।
বেতমিজ — বেয়াদব, অসভ্য, অশিষ্ট।
বেতর — বিষম, বিসদৃশ। [ফা. বে + আ. তরহ্।]
বেতরিবত — অশিক্ষিত। কুশিক্ষাপ্রাপ্ত। [ফা. বে + আ. তরিবত্।]
বেতস — বেতগাছ। [সং.] স্ত্রী. — **বেতসী**। **বেতসকুঞ্জ** — বেতের বন। **বেতসবৃত্তি** — প্রবল প্রতিপক্ষের নিকট নতিস্বীকার।
বেতাক, বেতাগ — লক্ষ্যভ্রষ্ট।
বেতানো — ক্রি. বেত দিয়া প্রহার করা।
বেতার — বি. বিনা তারে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা, wireless, radio. ণ. বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বিনা তারে প্রেরিত বা গৃহীত। [ঃ 'বেতার'-বার্তা।] **বেতার-কেন্দ্র** — বেতারে সংবাদ সংগীত ইত্যাদি প্রচারের প্রতিষ্ঠান, radio station. **বেতারবার্তা** — বৈদ্যুতিক শক্তি সহযোগে বিনা তারে প্রেরিত সংবাদ। **বেতারযন্ত্র** — বৈদ্যুতিক শক্তি সহযোগে বিনা তারে সংবাদ সংগীত ইত্যাদি প্রেরণের ও গ্রহণের যন্ত্র।
বেতার — স্বাদহীন, বিস্বাদ।
বেতাল — একপ্রকার প্রেত যাহা মৃত-দেহকে আশ্রয় করে বলা হয়। [সং.]
বেতাল — বি. (সংগীতে) তালের অভাব, তালভঙ্গ, ছন্দপতন।
বেতালা—ণ. (সংগীতে) তালভঙ্গ হইয়াছে এমন, সুরসংগতি নাই এমন। [ঃ 'বেতালা' গান।] ক্রি.-ণ. তালভঙ্গ হইয়াছে বা সুরসংগতি নাই এমনভাবে। [ঃ 'বেতালা' গাইছে।]
বেতো — ণ. বাতরোগগ্রস্ত। [ঃ 'বেতো'

শরীর।]

বেত্তা — যে জানে, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ। [ঃ বহুশাস্ত্র-'বেত্তা'।] [সং. বেত্তৃ।]

বেত্র — বেত, বেতগাছের লাঠি। [সং.] **বেত্রদণ্ড** — বেতের লাঠি। বেত্রাঘাত-রূপ শাস্তি। **বেত্রবতী** — মালবের একটি প্রাচীন নদী। বেত্রধারিণী। **বেত্রাঘাত** — বেত দিয়া প্রহার। **বেত্রাসন** —বেত দিয়া তৈয়ারী টুল চেয়ার মোড়া ইত্যাদি।

বেথুয়া, বেথো — একরকম শাক। [সং. বাস্তুক।]

বেদ — ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র, ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব (এই চারিবেদ সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই প্রধান চারি ভাগে বিভক্ত)। [সং.] **বেদজ্ঞ** — বেদে পণ্ডিত। **বেদবাক্য** — বেদের মতো অভ্রান্ত ও অলংঘ্য উক্তি। **বেদবিদ্বেষী** — বেদে অবিশ্বাসী, যে বেদোক্ত আচার অনুষ্ঠান করে না। **বেদবিৎ, বেদবিদ্** — বেদজ্ঞ, বেদে পণ্ডিত। **বেদমাতা** — গায়ত্রী।

বেদখল—অধিকার হইতে চ্যুত। [ঃ সম্পত্তি 'বেদখল' হওয়া।] অধিকারচ্যুতি। [ফা. বে. + আ. দখ্‌ল্।] ণ. **বেদখলী** — বেদখল করণ সংক্রান্ত। [ঃ 'বেদখলী' মামলা।]

বেদন — বোধ, জ্ঞান। (কবিতায়) বেদনা। **বেদনা** — ব্যথা, যন্ত্রণা। দুঃখ। **বেদনীয়** — ণ. অনুভবের যোগ্য, জ্ঞেয়।

বেদম — শ্বাস রুদ্ধ হয় এমনভাবে, খুব, অত্যন্ত। [ঃ 'বেদম' প্রহার।]

বেদরদ, বেদরদী — সহানুভূতিশূন্য, নির্মম। [ফা. বেদর্দ্।]

বেদল — বিপক্ষ। [ঃ দল-'বেদল'।]

বেদস্তুর — নিয়মবিরুদ্ধ। অপ্রচলিত। [ফা.]

বেদাংগ — বেদের আনুষংগিক শাস্ত্র, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

বেদানা — একরকম সুমিষ্ট ডালিম। [ফা. বেদানহ্।]

বেদান্ত — উপনিষদ্। ব্যাস-প্রবর্তিত দর্শন, উত্তরমীমাংসা। **বেদান্তবাদ** — বেদান্তদর্শনের মত। **বেদান্তবাদী** — বেদান্তবাদে বিশ্বাসী। [সং. বেদান্ত-বাদিন্।] **বেদান্তী** — বেদান্তে বিশ্বাসী, বৈদান্তিক। [সং. বেদা-ন্তিন্।]

বেদাভ্যাস — বেদের অধ্যয়ন আবৃত্তি বিচার ইত্যাদি।

বেদিকা, বেদি — ('বেদী' দেখ।)

বেদিত — ণ. জানানো হইয়াছে এমন, জ্ঞাপিত।

বেদিতব্য, বেদ্য — জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়।

বেদী — নির্মিত উচ্চ ভূমি বা স্থান। [ঃ যজ্ঞ-বেদী।] মঞ্চ, পীঠ, plat-form, dais, pulpit.

বেদুইন — আরব দেশের যাযাবর জাতি। [আ. বদুইন।]

বেদে — ভারতের একরকম যাযাবর জাতি। ঐ জাতীয় লোক। [সং. বৈদ্য।] স্ত্রী. — **বেদেনী**।

বেদোক্ত — বেদে বর্ণিত, বেদে বলা হইয়াছে এমন।

বেদ্য — ('বেদিতব্য' দেখ।)

বেধ — বিদ্ধকরণ। [ঃ লক্ষ্য-'বেধ'।] গভীরতা। স্থূলতা। ছিদ্র। **বেধক** — যে বিদ্ধ করে। [সং.]

বেধড়ক — বেদম, অত্যন্ত, অপরিমিত।

বেধন — বিদ্ধকরণ। **বেধনিকা, বেধনী** — ছিদ্র করিবার একরকম যন্ত্র। ণ. **বেধনীয়, বেধ্য** — বিদ্ধ করিবার যোগ্য। যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে। **বেধিত** —

বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

বেঁধা — ক্রি. ('বিঁধা' দেখ।) ণ. বিদ্ধ। বি. বিদ্ধ করণ।

বেধ্য — ('বেধনীয়' দেখ।)

বেনা — একরকম ঘাস। [সং. বীরণ।] **বেনার মূল** — খসখস।

বেনাম — লেখকের বা মালিকের প্রকৃত নামের পরিবর্তে অন্য নাম। [ফা.] **বেনামদার** — যাহার নামে সম্পত্তি ইত্যাদি বেনামী করিয়া রাখা হয়। **বেনামা, বেনামী** — ণ. লেখকের নাম বা প্রকৃত নাম নাই এমন। [ঃ 'বেনামী' চিঠি।] মালিকের নামের পরিবর্তে অপরের নামে রক্ষিত। [ঃ 'বেনামী' সম্পত্তি।]

বেনারস — বারাণসী, বানারস, কাশী। ণ. **বেনারসী** — বেনারসে প্রস্তুত বা উৎপন্ন। [ঃ 'বেনারসী' শাড়ি।]

বেনিয়া — ('বেনে' দেখ।)

বেনিয়ান — ক্রেতার নিকট হইতে টাকা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত দালাল বা মুৎসদ্দী। [সং. বণিক্।]

বেনিয়ান — একরকম খাটো জামা। গেঞ্জি। [আ. বয়নিয়ন্।]

বেনে — বণিক। হিন্দু সমাজের বণিক জাতি। [সং. বণিক্।] **বেনেবউ** — হলদে রংয়ের একরকম পাখী। বেনের স্ত্রী।

বেনো — বন্যা সংক্রান্ত, বানের। [ঃ 'বেনো' জল।] বন্যা-জাত।

বেপথু — কম্পন। [সং.] **বেপথুমান্** — কম্পমান, কাঁপিতেছে এমন। স্ত্রী. — **বেপথুমতী।**

বেপন — বেপথু, কম্পন। [সং.]

বেপমান — কম্পমান, বেপথুমান। স্ত্রী. — **বেপমানা।**

বেপড়তা — পড়তার অভাব, অসংগতি। পড়তা হয় না এমন।

বেপরোয়া — ভয়শূন্য, নির্ভীক। [ফা. বেপর্‌বা.।]

বেপার — ব্যবসায়। [সং. ব্যাপার।] **বেপারী** — ব্যবসায়ী।

বেফায়দা — বৃথা, নিরর্থক। [ঃ 'বেফায়দা' বকাবকি।] [ফা. বে + আ. ফাইদহ্।]

বেফাঁস — ণ. গোপনীয় তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এমন অসতর্ক। [ঃ 'বেফাঁস' কথাবার্তা।] ঐরূপ অসতর্কতার ফলে প্রকাশিত। [ঃ 'বেফাঁস' হওয়া।] ক্রি.-ণ. ঐরূপ অসতর্কভাবে। [ঃ 'বেফাঁস' বলিয়া ফেলা।]

বেবন্দোবস্ত — বন্দোবস্তের অভাব, বিশৃঙ্খলা। অব্যবস্থিত, বিশৃঙ্খল।

বেবাক — বাকী নাই এমন, সমস্ত, নিঃশেষে। [ফা. বে + আ. বাকী।]

বেবিলন — দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন-কালের একটি বিখ্যাত শহর। ণ. **বেবিলনীয়** — বেবিলন সংক্রান্ত।

বেমক্কা — ণ. সময়োচিত নহে এমন, অপ্রাসঙ্গিক। [ঃ 'বেমক্কা' কথাবার্তা।] ক্রি.-ণ. সময়োচিত নহে এমনভাবে। [ঃ 'বেমক্কা' বলা।] [ফা. বে + আ. মৌকা।]

বেমানান — ণ. মানানসই নহে এমন, বেখাপ, বেঢপ।

বেমালুম — অজ্ঞাতসারে, না জানিয়া। না জানাইয়া, অন্যের অজ্ঞাতসারে। [ফা. বে + আ. মালুম্।]

বেম্ম — (ব্যঙ্গে বা গ্রাম্য প্রয়োগে) ব্রাহ্ম।

বেয়নেট — বন্দুকের ডগায় লাগানো ছোরা, সঙ্গীন। [ই. bayonet.]

বেয়াই — ছেলের বা মেয়ের শ্বশুর, বেহাই, বৈবাহিক। [সং. বৈবাহিক।]

বেয়াকুল — (কবিতায়) ব্যাকুল।

বেয়াড়া — বেঢপ, বিশ্রী। বদ, মন্দ। [সং.

বিকট।]
বেয়াদব — ('বেআদব' দেখ।)
বেয়াদবি — ('বেআদবি' দেখ।)
বেয়ান — ছেলের বা মেয়ের শাশুড়ী, বেহান। [সং. বৈবাহিনী।]
বেয়ারা — বাহক, পিওন। চাকর, ভৃত্য। [ই. bearer.]
বেয়ারিং — ণ. উপযুক্ত ডাকমাশুল দেওয়া হয় নাই এমন। [ঃ চিঠি 'বেয়ারিং' হওয়া।] বি. যন্ত্রের অংশবিশেষ। [ই. bearing.]
বের — বহির্গত, বাহিরে আনীত, বাহির।
বেরং, বেরঙ — অন্য রং। **রং-বেরং, রঙ-বেরঙ** — বহু বর্ণ। বহু বর্ণে রঞ্জিত।
বেরনো — ক্রি. বাহির হওয়া। প্রকাশিত হওয়া।
বেরসিক — যাহার রসবোধ নাই, অরসিক।
বেরাদার — ভাই। বন্ধু। আত্মীয়। [ফা. বেরাদর্।]
বেরাল — ('বেড়াল' দেখ।)
বেরিবেরি — একরকম শোথরোগ। [ই. beriberi.]
বেরুনো — ('বেরনো' দেখ।)
বেল — একরকম কঠিন খোলাওয়ালা ফল ও তাহার গাছ, বিল্ব। [সং. বিল্ব।]
বেল — একরকম ছোট সাদা ফুল।
বেল — নকশা-করা জালের ফিতা, lace. [ফা.] **বেলদার** — ঐরূপ ফিতাযুক্ত।
বেল — ঘণ্টা। ঘণ্টার শব্দ। [ই. bell.]
বেল — জামিন। [ঃ 'বেলে' খালাস পাওয়া।] [ই. bail.]
বেল — কাপড় পাট ইত্যাদির গাঁট। [ই. bale.]
বেলন — (বিজ্ঞানে) গোল দণ্ডাকার বস্তু, cylinder. [সং. বেল্লন।]
বেলন, বেলনা — লুচি ইত্যাদি বেলিবার জন্য লাঠির মতো জিনিস। [সং. বেল্লন।]
বেলমুক্তা — ক্রি.-ণ. সর্বসমেত। [আ.]
বেলা — বি, সময়, কাল। [ঃ সন্ধ্যা-'বেলা'।] দিনের শেষ ভাগ। [ঃ 'বেলা' যায়।] সকালের পরে মধ্যাহ্নের কাছা-কাছি সময়। [ঃ 'বেলা' ক'রে আসা; ঃ 'বেলা' হ'ল।] অ. ক্ষেত্রে, সম্বন্ধে। [ঃ তোমার 'বেলা' এ কথা খাটে না।]
এই বেলা — এখনই, অবিলম্বে।
বেলা — সমুদ্রতীর, সৈকত। [সং.] **বেলাভূমি** — নদী বা সমুদ্রের তীরভূমি।
বেলা — বেলফুল।
বেলা — ক্রি. বেলন দিয়া রুটি লুচি তৈয়ার করা। ণ. ঐভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে এমন। বি. ঐভাবে প্রস্তুত করণ।
বেলাবেলি — ক্রি.-ণ. সময় থাকিতে, বেলা থাকিতে।
বেলিফ — আদালতের কর্মচারী বিশেষ, নাজির। গোমস্তা। [ই. bailiff.]
বেলুন — ব্যোমযান, গ্যাস বা বায়ুপূর্ণ থলি যাহা বাতাসে ভাসে। [ই. balloon.]
বেলুন — বেলনা, লুচি ইত্যাদি বেলিবার জন্য লাঠির মতো জিনিস। [সং. বেল্লন।]
বেলে — ণ. বালুকাময়, বালিমিশ্রিত। [ঃ 'বেলে' মাটি।] **বেলেমাছ** — এক-রকম ছোট মাছ। **বেলেখেলা** — খেলার ভান।
বেলেল্লা — বেল্লিক, নির্লজ্জ লম্পট। [ফা. বে + আ. লিল্লাহ্।] **বেলেল্লা-গিরি, বেলেল্লাপনা** — নির্লজ্জ লম্পটের মতো কাজ বা আচরণ।
বেলেস্তারা — ফোসকা তুলিবার জন্য ঔষধের প্রলেপ বা পটি। [ই. blister.]

বেলোয়ারী — উৎকৃষ্ট কাচে প্রস্তুত। [ঃ'বেলোয়ারী' চুড়ি; ঃ 'বেলোয়ারী' ঝাড়।] [ফা. বিল্লৌরী।]

বেল্ট — কোমরবন্ধ। কোমরবন্ধের মতো বা দুই-মুখ জোড়া বড় মোটা ফিতা। [ই. belt.]

বেল্লিক — নির্লজ্জ লম্পট ব্যক্তি। [সং. ব্যলীক।] **বেল্লিকপনা, বেল্লিকামি** — বেল্লিকের মতো কাজ বা আচরণ।

বেশ — সাজ, সজ্জা, পোশাক। [সং.]

বেশ — উত্তম, ভালো। [ঃ'বেশ' মেয়ে।] খুব, অত্যন্ত। [ঃ 'বেশ' গরম।] স্বীকৃতি বা অনুমোদন সূচক শব্দ, আচ্ছা। [ঃ'বেশ', তাই হবে।] [ফা.] **বেশ কিছু** — অনেক পরিমাণে।

বেশকম — বি. পার্থক্য, তারতম্য। [ঃ ঐ-গুলির মধ্যে 'বেশকম' কি?]

বেশর, বেসর — নাকের একরকম গহনা।

বেশরম — নির্লজ্জ, লাজহীন। [ফা. বেশর্ম্।]

বেশি — বি. আধিক্য। [ঃকমি-'বেশি'।] **বেশী** — ণ. অধিক, অতিরিক্ত।

বেশী — বেশধারী। [ঃছদ্ম-'বেশী'। [সং. বেশিন্।] স্ত্রী. -- **বেশিনী**।

বেশুমার —অগণিত, অসংখ্য। [ফা.]

বেশ্ম — গৃহ, বাড়ি। [সং. বেশ্মন্।]

বেশ্যা — গণিকা, বারাঙ্গনা। [সং.] **বেশ্যাবৃত্তি** — বেশ্যার কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন। **বেশ্যালয়** — বেশ্যার বাড়ি, গণিকালয়। **বেশ্যাসক্ত** — ণ. গণিকার প্রতি অনুরক্ত। বি. — **বেশ্যাসক্তি**।

বেষ্ট — বি. ঘিরিয়া থাকে এমন জিনিস, বেষ্টনী, বেড়া। **দন্ত-বেষ্ট** — দাঁতের মাড়ি। **বেষ্টন** — ঘেরাও। আবৃত করণ। বেড়, ঘের। বেড়া, প্রাচীর। **বেষ্টনী** — যাহার দ্বারা বেষ্টন করা বা ঘেরা যায়। ণ. **বেষ্টিত** — ঘেরা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বেষ্টিতা**।

বেসন, বেসম — ছোলা মটর ইত্যাদির গুঁড়া। [সং. বেসন।]

বেসর — (বেশর' দেখ।)

বেসরকারী — দেশের সরকার সংক্রান্ত নহে এমন। সরকার কর্তৃক কৃত প্রদত্ত ইত্যাদি নহে এমন।

বেসাত — পণ্য। [আ. বিসাত্।] **বেসাতি**—পণ্যদ্রব্য বিক্রয়, দোকানদারি।

বেসামাল — রক্ষা বা সংবরণ করিতে অক্ষম, সামলাইতে অসমর্থ, অসামাল।

বেসালি — দুধের কেঁড়ে। [পো. vasilha.]

বেসুর, বেসুরা, বেসুরো — উপযুক্ত সুর-সঙ্গতির অভাব। সুর ঠিক না হওয়ায় শ্রুতিকটু।

বেহক — অন্যায়, অসংগত। অন্যায়ভাবে, অসংগতভাবে। [ফা. বে + আ. হক্।]

বেহদ্দ — অত্যন্ত, সীমাতীত, যারপরনাই। [ফা. বে + আ. দদ্দ্।]

বেহাই — ('বেয়াই' দেখ।)

বেহাগ — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।

বেহাত — ণ. হাতছাড়া, পরহস্তগত, আয়ত্তের বহির্ভূত।

বেহান — ('বেয়ান' দেখ।)

বেহায়া — নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। [ফা. বে + আ. হয়া।] **বেহায়াপনা** — নির্লজ্জ আচরণ, বেহায়ার মতো কাজ বা আচরণ।

বেহারা — পালকিবাহক। বাহক, বেয়ারা। [সং. ব্যাবহারিক।]

বেহালা — একরকম সুপরিচিত তারযন্ত্র বাদ্যযন্ত্র। [পো. viola.]

বেহিসাব — হিসাবের অভাব। [ফা. বে + আ. হিসাব।] ণ. **বেহিসাবী** — হিসাব করিয়া চলে না এমন।

[ঃ 'বেহিসাবী' লোক।] হিসাব না করিয়া করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বে-হিসাবী' কাজ।]

বেহুঁস — অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন। [ফা. বেহোশ।]

বেহুঁশিয়ার — অসাবধান, অসতর্ক। [ফা. বেহোশিয়ার।]

বেহুদা — অকারণ, অনর্থক।

বেহুলা — চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ, লখিন্দরের স্ত্রী।

বেহেড — বিকৃতিমস্তিষ্ক। বুদ্ধিহীন। [ফা. বে + ই. head.]

বেহেশ্‌ত, বেহেস্ত—মুসলমানদের স্বর্গ। [ফা. বিহিশ্‌ত্‌।]

বৈ — ছাড়া, বিনা, ব্যতীত। [ঃ তোমা 'বৈ' গতি নাই।] **বৈকি** — নিশ্চয়তা সূচক শব্দ। [ঃ যাব 'বৈকি'!] অস্বীকার প্রতিবাদ ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ করবে 'বৈকি'!]

বৈঁচি — ('বঁইচি' দেখ।)

বৈকর্তন — ণ. সূর্য সংক্রান্ত। বি. সূর্যের পুত্র কর্ণ। শনি।

বৈকল্পিক — বিকল্পে সিদ্ধ, বিকল্প সংক্রান্ত। [সং.]

বৈকল্য — বিকলতা, বিকল ভাব। [সং.]

বৈকাল — বিকাল, অপরাহ্ণ। ণ. **বৈকালিক** — বিকাল সংক্রান্ত, বিকালে অনুষ্ঠিত, বিকালের। [ঃ 'বৈকালিক' আহার।] স্ত্রী.—**বৈকালিকী, বৈকালী**। **বৈকালীন** — বৈকালিক, বিকালের। **বৈকালি, বৈকালী** — দেবতার বৈকালিক ভোগ।

বৈকুণ্ঠ — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর বাসস্থান, গোলোক। [সং.] **বৈকুণ্ঠনাথ, বৈকুণ্ঠ-পতি** — বিষ্ণু।

বৈক্লব্য — বিহ্বল অক্ষমতা, কাতরতা, চিত্ত-চাঞ্চল্য। [সং.]

বৈগুণ্য — দোষ। বিকলতা। প্রতিকূলতা।

বৈজয়ন্ত — পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রপুরী। ইন্দ্রের পতাকা। **বৈজয়ন্তী** — পতাকা, ধ্বজা। মাল্য।

বৈজয়িক — বিজয় সংক্রান্ত। [সং.]

বৈজাত্য — বিজাতীয় ভাব। স্বভাবের পার্থক্য। বিদ্বেষ। [সং.]

বৈজ্ঞানিক — ণ. বিজ্ঞান সংক্রান্ত। [ঃ 'বৈজ্ঞানিক' আবিষ্কার।] বিজ্ঞানে পণ্ডিত, বিজ্ঞানবিদ্‌, বিজ্ঞানী। বি. বিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি।

বৈঠক — সভা, মজলিস। [ঃ গানের 'বৈঠক'।] ব্যায়ামের জন্য ওঠা-বসা। **বৈঠকখানা** — বসিবার বা আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর। **বৈঠকী** — বৈঠকের উপযুক্ত। [ঃ 'বৈঠকী' গান।]

বৈঠা — ('বইঠা' দেখ।)

বৈড়াল — বিড়ালের মতো। বিড়াল সংক্রান্ত। [সং.] **বৈড়ালব্রত** — কপট ধর্মাচরণ, ধর্মাচরণের বা সাধুতার ভান। **বৈড়ালব্রতী** — ভণ্ড ধার্মিক, বিড়াল-তপস্বী। **বৈড়ালিক** — ('বৈড়াল' দেখ।)

বৈতনিক — যে বেতন লয়, বেতনভোগী। বেতনের বিনিময়ে কৃত। [ঃ 'বৈতনিক' ও অবৈতনিক।] [সং.]

বৈতরণী — পুরাণে বর্ণিত যমালয়ের নদী। উড়িষ্যার একটি নদীর নাম। [সং.]

বৈতান, বৈতানিক — ণ. যজ্ঞীয়। বি. যজ্ঞাগ্নি। হোম। হোমের নৈবেদ্য। [সং.]

বৈতাল, বৈতালিক — স্তুতিপাঠক, বন্দনা-গীতির গায়ক। ণ. বেতাল সংক্রান্ত।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য — বিদগ্ধজনের উপযুক্ত ভাব, রসজ্ঞান, সংস্কৃতিসম্পন্নতা। [সং.]

বৈদর্ভ — ণ. [illegible]। স্ত্রী. —

বৈদর্ভী।

বৈদান্তিক — বেদান্ত সংক্রান্ত। বেদান্ত-বাদী। বেদান্তে পণ্ডিত। [সং.]

বৈদিক — বেদ সংক্রান্ত। বেদ অনুসারে চালিত বা অনুষ্ঠিত। বেদজ্ঞ। ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ। [সং.]

বৈদূর্য — একরকম বহুমূল্য রত্ন, মণিবিশেষ। [সং.]

বৈদেশিক — বিদেশ সংক্রান্ত, অন্য দেশের সহিত কৃত। বিদেশ হইতে আগত। বি. — **বৈদেশিকতা**।

বৈদেহ — ণ. বিদেহ বা মিথিলা সংক্রান্ত। বি. রাজা জনক। স্ত্রী. **বৈদেহী** — বিদেহের রাজকন্যা সীতা।

বৈদ্য — চিকিৎসক, কবিরাজ। বাঙ্গালী হিন্দু জাতি বিশেষ। **বৈদ্যক** — আয়ুর্বেদ। **বৈদ্যনাথ** — শিব। দেওঘরের বিখ্যাত শিববিগ্রহ। দেওঘর। **বৈদ্যসংকট, বৈদ্যসঙ্কট** — বহু-চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া রোগীর বিপদ।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক — ণ. বিদ্যুৎ সংক্রান্ত, তাড়িত। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা জ্বালিত বা চালিত। [সং.] **বৈদ্যুতিক শক্তি**—তাড়িত শক্তি, electricity.

বৈধ—ণ. বিধিসম্মত, নিয়মসিদ্ধ. উচিত। বি.—**বৈধতা**। [সং]

বৈধব্য—বিধবার অবস্থা। [সং.]

বৈধর্ম্য—বি. ধর্মের পার্থক্য। বিধর্মিতা। বৈষম্য। [সং.]

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র, গরুড় বা অরুণ। [সং.]

বৈপরীত্য—বিপরীত ভাব বা অবস্থা। [সং.]

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—মায়ের অন্য স্বামীর ঔরসে জাত। [সং.] স্ত্রী.—**বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী**।

বৈপ্লবিক—বিপ্লব সংক্রান্ত। বিপ্লবাত্মক। [সং.]

বৈবস্বত—বিবস্বতের পুত্র, সপ্তম মনু। যম। শনি। [সং.]

বৈবাহিক—ণ. বিবাহ সংক্রান্ত। বি. ছেলের বা মেয়ের শ্বশুর, বেয়াই। স্ত্রী.—**বৈবাহিকী**।

বৈবাহিনী — ছেলের বা মেয়ের শাশুড়ী, বেয়ান। [সং.]

বৈভব — ধনদৌলত, ঐশ্বর্য। বিভূতি, মহিমা। [সং.]

বৈভাষিক — ণ. বিকল্পে সিদ্ধ, বৈকল্পিক। বি. বৌদ্ধ দর্শনের মতবিশেষ। [সং.]

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয় — বিমাতার গর্ভজাত। [সং.] স্ত্রী. — **বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী**।

বৈমানিক — ণ. বিমান সংক্রান্ত। বি. — বিমান-চালক।

বৈমুখ্য—বিমুখতা। [সং.]

বৈয়াকরণ — ণ. ব্যাকরণ সংক্রান্ত। বি. ব্যাকরণে পণ্ডিত ব্যক্তি। [সং.]

বৈয়াঘ্র—ব্যাঘ্র সংক্রান্ত। [সং.]

বৈয়াসক, বৈয়াসিক — ণ. ব্যাস সংক্রান্ত। ব্যাস-রচিত। স্ত্রী. — **বৈয়াসকী**। **বৈয়াসকি** — ব্যাসের পুত্র, শুকদেব। [সং.] **বৈয়াসকী** — বি. ব্যাসপ্রণীত সংহিতা।

বৈর — শত্রুতা। [ঃ দেশ-'বৈর'।] [সং.]

বৈরাগী — ণ. সংসারে অনাসক্ত। বি. বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। [সং. বৈরাগিন্।]

বৈরাগ্য — ভোগে অনাসক্তি। [সং.]

বৈরিতা — শত্রুতা, বৈরীর ভাব, বৈর। **বৈরী**—শত্রু। [সং. বৈরিন্।]

বৈশম্পায়ন — জনৈক মুনি, ব্যাসদেবের শিষ্য ও মহাভারতের বক্তা।

বৈশাখ—বাংলা সনের প্রথম মাস। [সং.] ণ. **বৈশাখী**—বৈশাখ সংক্রান্ত, বৈশাখের। [ঃ 'বৈশাখী' পূর্ণিমা; ঃ 'বৈশাখী' ঝড়।]

কালবৈশাখী — চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকালের প্রচণ্ড ঝটিকা।

বৈশালী—প্রাচীন ভারতের একটি বিখ্যাত নগর।

বৈশিষ্ট্য — বিশিষ্টতা, অসাধারণতা। [সং.]

বৈশেষিক — কণাদপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। [সং.]

বৈশ্য—প্রাচীন আর্য সমাজের তৃতীয় শ্রেণী যাহারা কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। স্ত্রী.—**বৈশ্যা**।

বৈশ্বানর—অগ্নি, আগুন। [সং.]

বৈষম্য—বিষম ভাব, অসমতা, প্রভেদ, পার্থক্য, অসামঞ্জস্য। [সং.]

বৈষয়িক — বিষয় সংক্রান্ত। বিষয়কর্মে পটু। [সং.] বি.—**বৈষয়িকতা**।

বৈষ্ণব—বি. বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর উপাসক। ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। ণ. বিষ্ণু সংক্রান্ত। [সং.] স্ত্রী.—**বৈষ্ণবী**।

বৈসাদৃশ্য — সাদৃশ্যের অভাব, অমিল, পার্থক্য। [সং.]

বোঁ—দ্রুততা ও ঘূর্ণনসূচক শব্দ।

বোকা — ণ. নির্বোধ, বুদ্ধিহীন। **বোকা ছাগল, বোকা পাঁঠা**—দাড়িওয়ালা বড় ছাগল বা পাঁঠা। বি. **বোকামি, বোকামো**—বোকার মতো কাজ, নির্বুদ্ধিতা।

বোঁচকা, বোচকা—গাঁটরি, পোঁটলা।

বোঁচা — ণ. যাহার নাক থ্যাবড়া, খাঁদা।

বোজা—ক্রি. ('বুজা' দেখ।) ণ. নিমীলিত। বন্ধ। ভরাট। বি. নিমীলিত করণ।

বোজানো—ক্রি. ('বুজানো' দেখ।) ণ. নিমীলিত করা হইয়াছে এমন। বন্ধ করা হইয়াছে এমন। ভরাট করা হইয়াছে এমন। বি. নিমীলিত করণ। বন্ধ করণ। ভরাট করণ।

বোঝদার—('বুঝদার' দেখ।)

বোঝা—ক্রি. ('বুঝা' দেখ।) ণ. জানা বা হৃদয়ংগম করা গিয়াছে এমন। [ঃ 'বোঝা' অঙ্ক।] বি. বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ।

বোঝা—ভার, মোট। দুর্বহ ভাব বা অবস্থা। [ঃ দুঃখের 'বোঝা'।] ণ.

বোঝাই—বোঝা বা মাল ইত্যাদিতে পূর্ণ। [ঃ 'বোঝাই' জাহাজ।]

বোঝাপড়া — কথাবার্তার দ্বারা মীমাংসা।

বোট—নৌকা। [ই. boat.]

বোটকা—ছাগলের তুল্য গন্ধ।

বোঁটা — ফুল পাতা ইত্যাদির বৃন্ত বা ছোট ডাঁটা। স্তনের বৃন্ত, চুচুক। [সং. বৃন্ত।]

বোটে—নৌকার ছোট দাঁড়। [সং. বহিত্র।]

বোড়া—একরকম সাপ। [সং. বোড্র।]

বোড়ে—দাবা খেলার ছোট ঘুঁটি। [সং. বটিকা।]

বোতল—বড় শিশি। [পো. botelha.]

বোতাম—জামা ইত্যাদি আটকাইবার ছোট চাকতি বা গুটি। [পো. batao.]

বোদা—বিস্বাদ। [সং. ·বিস্বাদ।]

বোঁদে—একরকম সুপরিচিত মিষ্টান্ন। [সং. বিন্দু।]

বোদ্ধা—যে সহজে বোঝে, বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। [সং. বোদ্ধৃ।]

বোধ—অনুভব, টের, মালুম। [ঃ 'বোধ' হয়; ঃ 'বোধ' করি।] বুদ্ধি, বুঝিবার শক্তি। জ্ঞান। প্রবোধ, সান্ত্বনা। [ঃ মন 'বোধ' মানে না।] [সং.] **বোধ করি, বোধ হয়** — সম্ভবত, বুঝি, হয়তো। **বোধক**—অর্থ প্রকাশ করে এমন, জ্ঞাপক, সূচক। **বোধগম্য**—বোঝা যায় এমন, বোধ্য। **বোধন**—বোধ বা চেতনা সঞ্চার করণ, জাগ্রত করণ। দেবতাকে জাগ্রত করণ সূচক অনুষ্ঠান। **বোধনীয়**—ণ বোধনের যোগ্য। যাহার বোধন করিতে হইবে এমন। বোধ্য। **বোধাতীত** — জ্ঞানের অতীত, জানা যায় না এমন।

বোধি—পরম জ্ঞান। বুদ্ধত্ব। [সং.] **বোধিদ্রুম, বোধিবৃক্ষ** — বিখ্যাত অশ্বত্থবৃক্ষ, যাহার তলে সিদ্ধার্থ বোধি লাভ করিয়াছিলেন। **বোধিসত্ত্ব**—বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বাবস্থায় পেণীছিয়াছেন এমন মহা-পুরুষ।

বোধিকা — টীকা, ব্যাখ্যাপুস্তক।

বোধিত—ণ. সূচিত। জাগরিত। বোধ-প্রাপ্ত।

বোধিতব্য—ণ. বোধ করাইতে হইবে এমন।

বোধিনী — জ্ঞানদায়িনী. চেতনাদায়িনী। বোধিকা. ব্যাখ্যাপুস্তক।

বোধ্য — ণ. বোঝা যায় এমন। বি. — **বোধ্যতা।**

বোন—ভগিনী। [সং. ভগিনী।] **বোনঝি** — (বোনের ক্ষেত্রে) বোনের মেয়ে। (তুঃ 'ভাগিনেয়ী'।) **বোনপো** — (বোনের ক্ষেত্রে) বোনের ছেলে। (তুঃ 'ভাগিনেয়।)

বোনা — ক্রি. ('বুনা') দেখ।) ণ. বয়ন বা বপন করা হইয়াছে এমন। বি. বয়ন। বপন।

বোনাই — ভগিনীর স্বামী, ভগিনীপতি।

বোবা — ণ. যাহার কথা বলিবার শক্তি নাই. মূক, বাক্‌শক্তিরহিত। বি. স্বপ্নের ঘোরে শব্দের উচ্চারণে অক্ষমতা ও সেজন্য গোঙানি। [ঃ 'বোবায়' পাওয়া।]

বোম, বোমা — বারুদপূর্ণ বিস্ফোরক গোলক। বিস্ফোরক মারণাস্ত্র। [পো. bomba.] **বোমারু** — বোমানিক্ষেপ-কারী। [ঃ 'বোমারু' বিমান।]

বোমা — জল তুলিবার কল, পাম্প।

বোমা — বস্তার ভিতর হইতে চাউল চিনি ইত্যাদির নমুনা বাহির করিবার জন্য সূচালো ফাঁপা ও একদিক খোলা একরকম যন্ত্র। [ঃ পেটে 'বোমা' মারলে এক অক্ষরও বেরুবে না।]

বোম্বাই — ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত প্রদেশ। ঐ প্রদেশের প্রধান নগর। ণ. বোম্বাইয়ে জাত। বি. আমের একটি বিশেষ জাত।

বোম্বেটে — জলদস্যু। দুর্বৃত্ত। [পো. bombardiero.]

বোয়াল — একরকম বড় মাছ। [সং. বোদাল।] **রাঘব বোয়াল** — বড় বোয়াল যাহা অন্যান্য মাছ খাইয়া ফেলে। (ঐ অর্থে) মহাজন, ক্ষমতাবান্ ধড়িবাজ ব্যক্তি ইত্যাদি।

বোর — কুলের আঁটির মতো সোনারূপার দানা। [সং. বদর।]

বোরকা, বোরখা — মুসলমান মেয়েদের একরকম আবরণী যাহাতে আপাদমস্তক আবৃত হয়। [আ. বুর্ক্।]

বোরা — থলে, বস্তা। [হি.]

বোরো — এক শ্রেণীর ধান। [সং. বোরব।]

বোর্ড — বিদ্যালয় ইত্যাদিতে লিখিবার উপযোগী কাঠের তক্তা বা ঐ জাতীয় বস্তু। পরিষদ্, সভা, সমিতি। স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান। [ই. board.]

বোর্ডার — বোর্ডিংয়ে বাস করে এমন লোক। [ই. boarder.] **বোর্ডিং, বোর্ডিং হাউস** — টাকা দিয়া থাকিবার ও খাইবার বাড়ি, বাসোপযোগী হোটেল। [ই. boarding house.]

বোল — বাক্য, বুলি, ধ্বনি। তালসূচক বাদ্যধ্বনি ও সাংকেতিক কথা। **বোলচাল** — (নিন্দার্থে) কথা ও ব্যবহার।

বোল — বউল, মুকুল। [সং. মুকুল।]

বোলতা — একরকম হলদে রঙের পতঙ্গ যাহা দংশন করে। [সং. বরটা।]

বোলানো — ('বুলানো' দেখ।)

বোলি — কথা, বুলি। [হি.]

বোল্টু — ('বল্টু' দেখ।)

বৌ — ('বউ' দেখ।) **বৌঠাকুরাণী, বৌঠান** — ('বউঠাকুরাণী' দেখ।) **বৌদি, বৌদিদি**

— ('বউদি' ও 'বউদিদি' দেখ।)

বৌদ্ধ — গ. বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত। [ঃ'বৌদ্ধ' ধর্ম।] বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী। উক্ত ধর্ম সংক্রান্ত। [সং.]

বৌমা — ('বউমা' দেখ।)

ব্যক্ত — প্রকাশিত। উক্ত।

ব্যক্তি — লোক, মানুষ। প্রকাশ। বিশেষ, ব্যষ্টি, individual. **ব্যক্তিগত** — কাহারও নিজস্ব, অপরের সহিত সম্পর্কিত বা যুক্ত নহে এমন। [ঃ'ব্যক্তিগত' ব্যাপার।] **ব্যক্তিত্ব** — মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং সেজন্য প্রাধান্য। **ব্যক্তিত্বশালী**—যাহার ব্যক্তিত্ব আছে এমন। স্ত্রী.—**ব্যক্তিত্বশালিনী**। **ব্যক্তিতন্ত্র**—সমগ্র সমাজের অপেক্ষা ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন শাসনব্যবস্থা। গ.—**ব্যক্তিতন্ত্রীয়, ব্যক্তি-তান্ত্রিক**। **ব্যক্তিতন্ত্রবাদ** — ব্যক্তিতন্ত্রের সমর্থক মতবাদ, সমাজতন্ত্রের বিপরীত মতবাদ। **ব্যক্তিতন্ত্রবাদী**—ব্যক্তিতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। ব্যক্তিতন্ত্রবাদ সংক্রান্ত। **ব্যক্তিপ্রধান**—যাহাতে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন। [ঃ'ব্যক্তিপ্রধান' সমাজ-ব্যবস্থা।]

ব্যক্তীকৃত—ব্যক্ত করা হইয়াছে এমন।

ব্যগ্র—উদ্‌গ্রীব, অতিশয় আগ্রহযুক্ত। বি.— **ব্যগ্রতা**।

ব্যঙ্গ — বিদ্রূপ, উপহাস। [সং. ব্যঙ্গ্য।]

ব্যঙ্গোক্তি—বিদ্রূপপূর্ণ কথা, উপহাস-পূর্ণ উক্তি।

ব্যজন—পাখা দিয়া বাতাস করণ, বীজন। [সং.] **ব্যজনী**—বাতাস করিবার যন্ত্র, পাখা চামর ইত্যাদি।

ব্যঞ্জক—প্রকাশক, সূচক, বোধক, দ্যোতক। [সং.]

ব্যঞ্জন—তরকারি ইত্যাদি আহার্য উপকরণ। (ব্যাকরণে) ক হইতে হ পর্যন্ত বর্ণ। [সং.] **ব্যঞ্জনসন্ধি**—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের সন্ধি।

ব্যঞ্জনা—শব্দের প্রকাশ-শক্তি যাহার দ্বারা সাধারণ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থও প্রকাশ পায়। [সং.] **ব্যঞ্জিত**—ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত। সূচিত।

ব্যতিক্রম—নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে পড়ে না এমন বিষয় বা বস্তু। বিপর্যয়, লঙ্ঘন। [সং.] গ.—**ব্যতিক্রান্ত**।

ব্যতিব্যস্ত — অত্যন্ত ব্যস্ত। বিব্রত। [সং.]

ব্যতিরেক—গ. অভাব, না থাকার ভাব, রাহিত্য। (অলংকার শাস্ত্রে) উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে অধিকতর প্রাধান্য দান। **ব্যতিরেকে** — ছাড়া, ব্যতীত। [ঃব্যয় 'ব্যতিরেকে' অসম্ভব।]

ব্যতিহার, ব্যতীহার — বিনিময়। পরস্পর যুগপৎ একই আচরণ।

ব্যতীত — বিনা, ছাড়া, বাদ দিয়া, ব্যতিরেকে। [সং.]

ব্যতীপাত—দৈব বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। (জ্যোতিষে) অশুভ যোগ বিশেষ। [সং.]

ব্যত্যয় — ব্যতিক্রম, লঙ্ঘন। বৈপরীত্য। [সং.]

ব্যথা—বেদনা, যন্ত্রণা। দুঃখ। [সং.] **ব্যথাতুর** — ব্যথায় কাতর। স্ত্রী.— **ব্যথাতুরা**। **ব্যথিত**—ব্যথা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী.—**ব্যথিতা**। **ব্যথী**—ব্যথিত ব্যক্তি। সমবেদনা বা সহানুভূতি বোধ করে এমন, দরদী। [সং. ব্যথিন্।]

ব্যপদেশ—অজুহাত, অছিলা, মিথ্যা কারণ। কারণ, প্রয়োজন। [ঃকর্ম-'ব্যপদেশে'।] [সং.] **ব্যপদেষ্টা** — ছলকারী। [সং. ব্যপদেষ্টৃ।]

ব্যপহরণ — স্বীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত

অপরের বা কোনও প্রতিষ্ঠানের অর্থাদি আত্মসাৎ করণ, defalcation.

ব্যবচ্ছেদ—বিভিন্ন অংশের বিচ্ছেদ করণ dissection. [ঃ শব-'ব্যবচ্ছেদ'।] ণ—**ব্যবচ্ছিন্ন**।

ব্যবধান—ফাঁক, দূরত্ব, অন্তর।

ব্যবসা — ('ব্যাবসা' দেখ।)

ব্যবসায় — বাণিজ্য, কারবার। পেশা। [সং.] **ব্যবসায়ী** — যে ব্যবসা করে বণিক, দোকানদার, কারবারী। পেশা ব জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছে এম ব্যক্তি। [ঃ সাহিত্য-'ব্যবসায়ী'।] ব্যব সায়ের উপযুক্ত, দোকানদারী। ['ব্যবসায়ী' বুদ্ধি।] [সং. ব্যবসায়িন্।]

ব্যবসিত—ণ. চেষ্টিত, চেষ্টাযুক্ত। [সং.

ব্যবস্থা—বন্দোবস্ত, প্রয়োজনীয় উপকর নিয়ম শৃঙ্খলা ইত্যাদির সমাবেশ আয়োজন। [ঃ খাওয়ার 'ব্যবস্থা'। উপায়। [ঃ জীবিকার 'ব্যবস্থা'। কর্তব্যনির্দেশ। [ঃ শাস্ত্রের 'ব্যবস্থা'। আইন। [ঃ 'ব্যবস্থা' পরিষদ্।] [সং. ণ.—**ব্যবস্থিত**। **ব্যবস্থাপত্র** — কর্তব নির্দেশক পত্র।

ব্যবস্থাপক—ব্যবস্থাকারী। আইনপ্রণেত

ব্যবস্থাপন—ব্যবস্থা করণ। আইন প্রণয়ন ণ.—**ব্যবস্থাপিত**—ব্যবস্থা বা আইন ক হইয়াছে এমন।

ব্যবহর্তব্য—('ব্যবহার্য' দেখ।)

ব্যবহর্তা—ব্যবহারকারী। বিচারক। [সং ব্যবহর্তৃ।] স্ত্রী. — **ব্যবহর্ত্রী**।

ব্যবহার — আচরণ। [ঃ বন্ধুর প্র 'ব্যবহার'।] কার্যত প্রয়োগ। ভোগ। [ঃ সাবান 'ব্যবহার'।] আইন। [ঃ 'ব্যবহার'-জীবী।] বিষয়কর্ম ও তৎ-সংক্রান্ত অধিকার। [ঃ প্রাপ্ত-'ব্যবহার'।] [সং.] **ব্যবহারক**—যে ব্যবহার করে, ব্যবহারকারী। **ব্যবহারজীবী** — আইন ব্যবসায়ী, উকিল ইত্যাদি। [সং. ব্যবহারজীবিন্।] **ব্যবহারবিধি** — ব্যবহার বা প্রয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম। আইনশাস্ত্র।

ব্যবহারিক, ব্যাবহারিক—ব্যবহার সংক্রান্ত। ব্যবহারগত। প্রয়োগমূলক। আইন সংক্রান্ত। বিচারক। (দর্শনে) মানিয়া লওয়া হয় এমন। বি. — **ব্যবহারিকতা, ব্যাবহারিকতা**। **ব্যবহার্য** — ব্যবহারের উপযুক্ত। ব্যবহার করিতে হইবে এমন। বি. — **ব্যবহার্যতা**।

ব্যবহিত—ণ. ব্যবধান বা ফাঁক রহিয়াছে এমন। [ঃ অ-'ব্যবহিত'।]

ব্যবহৃত—ব্যবহার করা হইয়াছে এমন।

ব্যভিচার — স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক। নিয়ম লঙ্ঘন। [ঃ ব্যাকরণের 'ব্যভিচার'।] [সং.] **ব্যভিচারী** — যে ব্যভিচার করে, যে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। [সং. ব্যভিচারিন্।] স্ত্রী.—**ব্যভিচারিণী**।

ব্যয়—খরচ, ক্ষয়। [ঃ অর্থ-'ব্যয়'; ঃ জীবন-'ব্যয়'।] [সং.] **ব্যয়কুণ্ঠ**—খরচ করিতে চাহে না এমন, কৃপণ। **ব্যয়াধিক্য**—অতিরিক্ত খরচ, বেশী খরচ। ণ. **ব্যয়িত**—ব্যয় করা হইয়াছে এমন। **ব্যয়ী**—যে ব্যয় করে। যে বেশী ব্যয় করে, খরচে। [সং. ব্যয়িন্।] বি.—**ব্যয়িতা**।

ব্যর্থ—বিফল, কার্যতঃ সিদ্ধ হয় নাই এমন। অকারণ, অর্থহীন। [সং.] বি.—**ব্যর্থতা**।

ব্যষ্টি—পৃথক অস্তিত্ব, সমষ্টির অংশ, individuality. [ঃ 'ব্যষ্টি' ও সমষ্টি।] [সং.] **ব্যষ্টিবাদ**—('ব্যক্তি-তন্ত্রবাদ' দেখ।) **ব্যষ্টিবাদী**—('ব্যক্তি-তন্ত্রবাদী' দেখ।)

ব্যস — ('বস' দে

ব্যসন—ক্ষতিকর নিন্দনীয় অতিশয় আসক্তি, নেশা। [সং.] **ব্যসনী**—ব্যসনে লিপ্ত। [সং. ব্যসনিন্‌।]

ব্যস্ত—ণ. সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত। [ঃ কাজে 'ব্যস্ত'।] বিব্রত। ব্যগ্র। অস্থির, ব্যাকুল। [সং.] বি.—**ব্যস্ততা**। **ব্যস্তবাগীশ**—(নিন্দায়) যে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে বা ফললাভ করিতে চায়। **ব্যস্তসমস্ত**—অতিশয় ব্যস্ত, অস্থির।

ব্যাং—একরকম সুপরিচিত উভচর প্রাণী, ভেক, মণ্ডূক।

ব্যাক—ফুটবল খেলায় পশ্চাৎরক্ষী খেলোয়াড় যে গোলরক্ষকের সম্মুখে থাকে। [ই. back.] **হাফ ব্যাক**—ব্যাকের পরে সম্মুখবর্তী খেলোয়াড়।

ব্যাকরণ—শব্দের প্রয়োগ ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী। [ঃ 'ব্যাকরণ' জানে না।] ঐ বিষয়ে পুস্তক। [ঃ 'ব্যাকরণ' পড়া।] [সং.] **ব্যাকরণগত**—ব্যাকরণ সংক্রান্ত। [ঃ 'ব্যাকরণগত' ভুল।]

ব্যাকুল—ণ. অত্যন্ত আকুল, উৎকণ্ঠায় অস্থির, ব্যগ্র ও কাতর। এলোমেলো ও চঞ্চল। [ঃ 'ব্যাকুল' বসন।] [সং.] স্ত্রী.—**ব্যাকুলা**। বি.—**ব্যাকুলতা**। **ব্যাকুলিত**—ণ. ব্যাকুল হইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী.—**ব্যাকুলিতা**।

ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণ করিয়া অর্থপ্রকাশ। [সং.] ণ. **ব্যাখ্যাত**—ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন। **ব্যাখ্যাতা**—ব্যাখ্যাকারী। ব্যাখ্যানকারী। [সং. ব্যাখ্যাতৃ।] **ব্যাখ্যান**—বিশদ বর্ণনা, বিস্তৃত বিবরণ।

ব্যাগ—চামড়া চট ইত্যাদির থলি। [ই. bag.] **ব্যাগপাইপ**—একরকম বাজনা, রোশন-চৌকি। [ই. bag-pipe.]

ব্যাঘাত—বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। [সং.]

ব্যাঘ্র—বিড়াল জাতীয় বৃহৎ হিংস্র বন্য [illegible]। [সং.] স্ত্রী.—**ব্যাঘ্রী**।

ব্যাঙ—('ব্যাং' দেখ।)

ব্যাঙাচি—('বেঙাচি' দেখ।)

ব্যাংক—টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রতিষ্ঠান। [ই. bank.] **ব্যাংকার**—ব্যাংকের মালিক বা পরিচালক। [ই. banker.] **ব্যাংকিং**—ব্যাংকের কাজ। ব্যাংকের ব্যবসায়। ব্যাংক সংক্রান্ত বিদ্যা। [ই. banking.]

ব্যাংগমা — রূপকথায় বর্ণিত পাখী (বিহংগম)। স্ত্রী.—**ব্যাংগমী**।

ব্যাচ—দল। গুচ্ছ। [ই. batch.]

ব্যাজ—বিলম্ব, দেরি। [ঃ 'কাল-ব্যাজ'।] বিঘ্ন, ছল। [সং.] **ব্যাজস্তুতি**—নিন্দার ছলে প্রশংসা। **ব্যাজোক্তি**—(অলংকার শাস্ত্রে) দুইরূপ অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দপ্রয়োগ।

ব্যাজ — দল বা সংঘের সাংকেতিক চিহ্ন। [ই. badge.]

ব্যাজার—('বেজার' দেখ।)

ব্যাট—বল খেলিবার একরকম কাঠের দণ্ড। [ই. bat.] **ব্যাটবল খেলা**—ক্রিকেট খেলা। **ব্যাট করা**—ব্যাটের আঘাতের দ্বারা বল ফিরাইয়া দেওয়া।

ব্যাটা—('বেটা' দেখ।)

ব্যাটারি—বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের একরকম যন্ত্র। গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী। [ই. battery.]

ব্যাটেন—কাগজের রীম মজবুত করিয়া বাঁধিবার জন্য ব্যবহার্য শক্ত কাগজ। [ই. batten.]

ব্যাণ্ড—বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদন। যাহারা ঐরূপ ঐকতান বাজায় তাহাদের দল। ঘড়ি ইত্যাদি বাঁধিবার ফিতা বা ঐরূপ জিনিস। [ই. band.]

ব্যাণ্ডেজ—ক্ষতস্থান ইত্যাদিতে পটির বাঁধন। ঐরূপ বাঁধনের জন্য পটি। [ই. bandage.] **ব্যাণ্ডেজ করা**

ব্যাণ্ডেজ বা পটি দিয়া বাঁধা।

ব্যাদড়া—বেয়াড়া, কুৎসিত।

ব্যাদান—বিস্তার, প্রসারণের ফলে ফাঁক। [ঃ মুখ-'ব্যাদান'।] [সং.] ণ. — **ব্যাদিত।**

ব্যাধ—শিকারের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে এমন অসভ্য জাতি, শবর। [সং.]

ব্যাধি—রোগ, পীড়া, অসুখ। [সং.] **ব্যাধিগ্রস্ত**—পীড়িত, রুগ্‌ণ। স্ত্রী.—**ব্যাধিগ্রস্তা।**

ব্যান — শরীরের পঞ্চবায়ুর অন্যতম। [সং.]

ব্যান — (গ্রাম্য প্রয়োগ) বপনের উপযোগী ধান। [সং. বীজধান্য।]

ব্যান—বি. নিষেধাজ্ঞা। ণ. নিষিদ্ধ। [ই. ban.]

ব্যাপক—ণ. ব্যাপ্ত করিয়া আছে এমন, বিস্তৃত, সর্বত্রব্যাপী, বহুপ্রসারী। [ঃ 'ব্যাপক' আক্রমণ; ঃ 'ব্যাপক' প্রচার।] [সং.] বি.—**ব্যাপকতা।**

ব্যাপা—ক্রি. ব্যাপ্ত করা, আবৃত করা, জুড়া। [ঃ আকাশ 'ব্যাপিয়া'।]

ব্যাপার—ঘটনা, কাণ্ড। বিষয়। [সং.]

ব্যাপারী — ব্যবসায়ী। [ঃ আদার 'ব্যাপারী'।] [সং. ব্যাপারিন্‌।]

ব্যাপিকা—চঞ্চলা মুখরা নারী। [সং.]

ব্যাপী — ব্যাপিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছে এমন। [ঃ আকাশ-'ব্যাপী'।] [সং. ব্যাপিন্‌।] স্ত্রী.—**ব্যাপিনী।**

ব্যাপৃত—ণ. নিযুক্ত, রত। [ঃ কার্যে 'ব্যাপৃত'।] [সং.] স্ত্রী.—**ব্যাপৃতা।** বি. — **ব্যাপৃতি।**

ব্যাপ্ত—ণ. বিস্তৃত, প্রসারিত। [ঃ ত্রিভুবনে 'ব্যাপ্ত'।] পূর্ণ, আচ্ছন্ন। [ঃ অন্ধকারে 'ব্যাপ্ত'।] [সং.] বি. **ব্যাপ্তি** — বিস্তার, বিস্তৃতি. প্রসার। আচ্ছাদন. আবরণ।

ব্যাবসা — (কথ্যরূপ) ব্যবসায়।

ব্যাবহারিক—('ব্যবহারিক' দেখ।)

ব্যাম — বাঁও, প্রসারিত দুই বাহুর একখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপরখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের পরিমাণ। [সং.]

ব্যামো—রোগ, ব্যারাম। [সং. ব্যামোহ।]

ব্যামোহ—অজ্ঞানতা, মূঢ়তা। [সং.]

ব্যায়াম—স্বাস্থ্যরক্ষা বা দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য অঙ্গচালনা। [সং.] **ব্যায়ামশালা**—ব্যায়ামের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ, ব্যায়ামের আখড়া।

ব্যারাক — সৈন্যদের থাকিবার জন্য সারিবদ্ধ গৃহ। [ই. barrack.]

ব্যারাম — রোগ, পীড়া, ব্যামো।

ব্যারিস্টার — বিলাতে শিক্ষিত এক শ্রেণীর উকিল। [ই. barrister.] **ব্যারিস্টারি** — ব্যারিস্টারের কাজ বা পেশা।

ব্যারোমিটার — বায়ুর চাপ মাপিবার যন্ত্র। [ই. barometer.]

ব্যাল — সর্প, সাপ। হিংস্র জন্তু। [সং.]

ব্যালট, ব্যালট কাগজ — গোপনে ভোট দানের জন্য ব্যবহৃত কাগজ। [ই. ballot paper.] **ব্যালট বাক্স** — যে বাক্সে ঐ কাগজ ফেলা হয়।

ব্যালে — একরকম ইউরোপীয় নৃত্য-নাট্য। [ফ. ballet.] **ব্যালেরিনা** — ব্যালেতে নাচে এমন মেয়ে, ব্যালে-নর্তকী। [ই. ballerina.]

ব্যালোল — চঞ্চল, আকুল। [সং.]

ব্যাস — গোল বা বৃত্তাকার বস্তুর মধ্য-রেখা, বৃত্তের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য। বিভাগ, পৃথক অংশ। [ঃ সমাসের 'ব্যাস'-বাক্য।] প্রাচীনকালের বিখ্যাত ঋষি, পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র, কৃষ্ণ

দ্বৈপায়ন। [সং.] **ব্যাসকাশী**—ব্যাস-নির্মিত দ্বিতীয় কাশী যেখানে মরিলে গর্দভ জন্ম লাভ হয় বলা হয়। **ব্যাসকূট** — ব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ। **ব্যাসবাক্য** — (ব্যাকরণে) যে বাক্যে সমাসের পদগুলি পৃথক করিয়া বলা হয়। **ব্যাসার্ধ** — গোল বা বৃত্তাকার বস্তুর প্রান্ত হইতে মধ্যবিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত রেখা, ব্যাসের অর্ধাংশ।

ব্যাসক্ত — অতিশয় আসক্ত। [সং.]

ব্যাসোক্ত — ব্যাস কর্তৃক কথিত।

ব্যাহত — ণ. ব্যাঘাত বা বাধা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ব্যাহতা।**

ব্যুৎপত্তি — জ্ঞান, পাণ্ডিত্য। [ঃ শাস্ত্রে 'ব্যুৎপত্তি' লাভ।] শব্দের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিশ্লেষণ। ণ. **ব্যুৎপন্ন**—জ্ঞানী, পণ্ডিত, ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে এমন।

ব্যূঢ় — ণ. বিবাহিত। বিশাল। [সং.] স্ত্রী. — **ব্যূঢ়া। ব্যূঢ়োরস্ক** — যাহার বক্ষদেশ বিশাল এমন।

ব্যূহ — যুদ্ধে সুকৌশলে সৈন্যস্থাপনের দ্বারা রচিত আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। [সং.] **ব্যূহপার্ষ্ণি** — ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগ।

ব্যোম — আকাশ, গগন, শূন্য। [সং.] **ব্যোমকেশ** — শিব, মহাদেব। **ব্যোমচারী** — আকাশচারী। [সং. ব্যোমচারিন্‌।] [ঃ 'ব্যোমচারী' বিমান।] স্ত্রী. — **ব্যোমচারিণী। ব্যোমযান** — আকাশগামী যান, বিমান।

ব্রঙ্কাইটিস — শ্বাসনালীর একরকম রোগ। [ই. bronchitis.]

ব্রজ — বি. গোষ্ঠ। পথ। সমূহ। মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল, বৃন্দাবন ও তৎ-পার্শ্ববর্তী স্থান, গোকুল। [সং.] **ব্রজকিশোর, ব্রজগোপাল, ব্রজদুলাল** — [illegible] **ব্রজধাম** — গোকুল। **ব্রজনারী, ব্রজবধূ** — ব্রজ বা বৃন্দাবনের গোপ-নারী। **ব্রজবল্লভ** — শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজবাসী** — বৃন্দাবনের অধিবাসী। স্ত্রী. — **ব্রজবাসিনী। ব্রজবিলাসী, ব্রজবিহারী** — শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজবুলি** — মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে জাত বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত একরকম ভাষা। **ব্রজভাষা** — উত্তর ভারতের একটি আঞ্চলিক হিন্দী ভাষা যাহাতে সুরদাস তুলসীদাস ইত্যাদি কাব্য রচনা করিয়াছেন। **ব্রজরাজ** — শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ। **ব্রজলীলা** — ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা। **ব্রজাংগনা** — ব্রজের অধিবাসিনী নারী, ব্রজনারী। **ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বর** — শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজেশ্বরী** — রাধিকা।

ব্রজন — ভ্রমণ। [সং.]

ব্রণ — ফোড়া। ফুসকুড়ি। [সং.]

ব্রত — পুণ্যলাভ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ধর্মকার্য। আদর্শ পালনের জন্য একাগ্র চেষ্টা। [ঃ জীবনের 'ব্রত'।] [সং.] **ব্রতধারী, ব্রতী** — যে ব্রত পালন করে। স্ত্রী. — **ব্রতধারিণী, ব্রতিনী।**

ব্রততি, ব্রততী — লতা, লতিকা। [সং.]

ব্রহ্ম — হিন্দুধর্ম অনুসারে জগতের আদি। পরম পুরুষ, পরমেশ্বর। ব্রাহ্মণ। [ঃ 'ব্রহ্ম'-ঘাতী।] [সং. ব্রহ্মণ্‌।] **ব্রহ্মঘাতী**—ব্রাহ্মণ হত্যাকারী। [সং. ব্রহ্মঘাতিন্‌।] স্ত্রী. — **ব্রহ্মঘাতিনী। ব্রহ্মচর্য** — বিদ্যার অনুশীলন ও পবিত্র সংযত জীবনযাপন, প্রাচীন আর্যগণের গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণের আগের অবস্থা। যৌন সংসর্গ বর্জন। **ব্রহ্মচারী** — যে ব্রহ্মচর্য করে। উপনয়নের পরে গুরু-গৃহে বাসকারী ছাত্র। যৌন সংসর্গ ত্যাগকারী। [সং. ব্রহ্মচারিন্‌।] স্ত্রী. — **ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মজ্ঞ** — যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। **ব্রহ্মজ্ঞান** —

ব্রহ্মকে জানা, ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান। **ব্রহ্মজ্ঞানী** — যাহার ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। [সং. ব্রহ্মজ্ঞানিন্।] **ব্রহ্মডাঙা, ব্রহ্মডাঙ্গা** — অনুর্বর উঁচু জমি। **ব্রহ্মণ্য** — বিষ্ণু। ব্রহ্মতেজ। ব্রহ্মত্ব। **ব্রহ্মতালু** — মাথার চাঁদি। **ব্রহ্মতেজ** — ব্রহ্মজ্ঞানজনিত শক্তি। ব্রাহ্মণের তেজ বা অলৌকিক শক্তি। **ব্রহ্মত্র** — ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। **ব্রহ্মত্ব** — ব্রহ্মের সহিত একত্ব। ব্রাহ্মণত্ব। **ব্রহ্মদেশ** — ভারতের পূর্বে অবস্থিত দেশ, বর্মা। **ব্রহ্মদৈত্য** — প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের প্রেত। **ব্রহ্মণ্** — (সম্বোধনে) ব্রাহ্মণ। **ব্রহ্মপিশাচ** — ('ব্রহ্মদৈত্য' দেখ।) **ব্রহ্মপুত্র** — আসাম ও বঙ্গদেশের বিখ্যাত নদ। **ব্রহ্মবাদী** — ব্রহ্মে বিশ্বাসী। ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারক। [সং. ব্রহ্মবাদিন্।] স্ত্রী. — **ব্রহ্মবাদিনী**। **ব্রহ্মবিদ্যা** — ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা। **ব্রহ্মবৈবর্ত** — একটি পুরাণের নাম। **ব্রহ্মময়** — ব্রহ্মের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মস্বরূপ। স্ত্রী. — **ব্রহ্মময়ী**। **ব্রহ্মরন্ধ্র** — ব্রহ্মতালুর মধ্যস্থ হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত ছিদ্র। **ব্রহ্মর্ষি** — ব্রাহ্মণ ঋষি, বশিষ্ঠাদি ঋষি। **ব্রহ্মর্ষিদেশ** — কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল শূরসেন এই চারিটি প্রাচীন অঞ্চল। **ব্রহ্মলোক** — পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার বাসস্থান, পুরাণোক্ত সপ্তলোকের একটি। **ব্রহ্মশাপ** — ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদত্ত অভিশাপ। **ব্রহ্মসংগীত, ব্রহ্মসঙ্গীত** — ব্রহ্ম সংক্রান্ত গান। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত ও প্রচারিত ব্রহ্ম বিষয়ক গান। **ব্রহ্মসাযুজ্য** — ব্রহ্মের সহিত যোগ, ব্রহ্মের সহিত ঐক্য। **ব্রহ্মসূত্র** — উপবীত, পইতা। **ব্রহ্মস্ব** — ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। **ব্রহ্মহত্যা** — ব্রাহ্মণবধ। **ব্রহ্মহা** — ব্রাহ্মণহত্যাকারী। [সং. ব্রহ্মহন্।]

ব্রহ্মা — পুরাণে বর্ণিত চতুর্মুখ দেবতা যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। [সং. ব্রহ্মন্।] স্ত্রী. **ব্রহ্মাণী** — ব্রহ্মার পত্নী।

ব্রহ্মাণ্ড — বিশ্বলোক, জগৎ, বিশ্ব।

ব্রহ্মানন্দ — ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যে আনন্দ পায়।

ব্রহ্মাবর্ত — সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন অঞ্চল, কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত প্রাচীন স্থান।

ব্রহ্মাস্ত্র — ব্রহ্মতেজে শক্তিমান্ অস্ত্র। অব্যর্থ প্রতিষেধক, অব্যর্থ প্রতিকারক। [ঃ রোগের 'ব্রহ্মাস্ত্র'।]

ব্রহ্মোত্তর — ('ব্রহ্মত্র' দেখ।)

ব্রান্ডি — ('ব্র্যান্ডি' দেখ।)

ব্রাত্য — ণ. ব্রতভ্রষ্ট, পতিত। যথাকালে বর্ণোচিত সংস্কার বা উপনয়ন হয় নাই এমন। [সং.]

ব্রাহ্ম — ণ. ব্রহ্ম সংক্রান্ত। ব্রহ্মের উপাসক। বি. রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। [সং.] **ব্রাহ্মধর্ম** — রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রহ্ম-উপাসনার ধর্ম। **ব্রাহ্মমুহূর্ত** — সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ড, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল। **ব্রাহ্মসমাজ** — ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসীদের সম্প্রদায় বা মিলনসভা। **ব্রাহ্মিকা** — স্ত্রী. ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের নারী। ব্রাহ্মের পত্নী।

ব্রাহ্মণ — হিন্দু সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণী। ঐ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি, বামুন। বেদের অংশ যাহাতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণিত আছে। [সং.] স্ত্রী. **ব্রাহ্মণী** — ব্রাহ্মণের পত্নী বা কন্যা। **ব্রাহ্মণ্য** — বি. ব্রাহ্মণের ধর্ম। [illegible]

বর্ণিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের প্রাধান্য আছে এমন। [ঃ 'ব্রাহ্মণ্য' ধর্ম।] [সং.]

ব্রাহ্মী — ণ. ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়া। বি. এক-রকম প্রাচীন ভারতীয় লিপি। একরকম শাক যাহা স্বরভঙ্গ স্মৃতিভ্রংশ ইত্যাদির ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় [সং.]

ব্রিজ — সেতু, পুল। একরকম তাসখেলা। [ই. bridge.]

ব্রিটন, ব্রিটিশ, ব্রিটেন — ('বৃটন', 'বৃটিশ' ও 'বৃটেন' দেখ।)

ব্রীড়া — লজ্জা। [সং.] ণ. — **ব্রীড়িত।**

ব্রীহি — ধান। আউশ ধান। [সং.]

ব্রেক — গাড়ির একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া গাড়ি থামাইতে হয়। ঐ যন্ত্রের প্রয়োগ। [ঃ 'ব্রেক' করা।] [ই. brake.]

ব্রেসলেট — একরকম অলংকার, বালা। [ই. bracelet.]

ব্রোচ — একরকম অলংকার যাহা দিয়া আঁচল বা পোশাকের অংশ আটকানো যায়। [ই. brooch.]

ব্র্যাকেট — দেওয়াল ইত্যাদিতে লাগাইবার তাকওয়ালা ফ্রেম। বন্ধনী, ( ) [ ] ইত্যাদি চিহ্ন। [ই. bracket.]

ব্র্যান্ডি — আঙুর হইতে চুয়ানো একরকম মদ। [ই. brandy.]

ব্লক — ছবি ইত্যাদির প্রতিলিপি যাহা হইতে ছবি ছাপা হয়। সুবৃহৎ বাড়ির অংশ। বৃহৎ পার্টি বা দলের বিশেষ মতাবলম্বী অংশ। [ই. block.]

ব্লটিং — কালি চুষিবার জন্য ব্যবহার্য একরকম কাগজ, চোষকাগজ। [ই. blotting paper.]

ব্লাউজ, ব্লাউস — মেয়েদের একরকম ছোট জামা। [ই. blouse.]

ব্ল্যাকআউট — ণ. নিষ্প্রদীপ বা আলোক-হীন। বি. নিষ্প্রদীপ বা আলোকহীন করণ। [ই. black-out.]

ব্ল্যাকবোর্ড — কালো রঙের কাঠের তক্তা বা ঐ জাতীয় জিনিস যাহার উপর চক দিয়া লেখা হয়। [ই. black board.]

ভ

ভ — নক্ষত্র, গ্রহ। [সং.] **ভগোল, ভচক্র, ভপঞ্জর, ভমণ্ডল** — (জ্যোতিষে) রাশিচক্র।

ভক্, ভক — গন্ধ ধূম ইত্যাদির নির্গম সূচক অনুকার।

ভকত — (কবিতায়) ভক্ত।

ভকতি — (কবিতায়) ভক্তি।

ভক্ত — ণ. পূজক, উপাসক। অনুরক্ত, অনুরাগী। [সং.] স্ত্রী. — **ভক্তা। ভক্তবৎসল** — ভক্তের প্রতি স্নেহশীল। স্ত্রী. — **ভক্তবৎসলা। ভক্তবিটেল** — যে ভক্তির ভণ্ডামি করে, কপট ভক্ত। **ভক্তাধীন** — ভক্তের বশীভূত।

ভক্তি — বি. পূজ্য ব্যক্তি ঈশ্বর বা দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। শ্রদ্ধা-মিশ্রিত অনুরাগ। [সং.] **ভক্তিতত্ত্ব** — ভগবৎ-ভক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান। **ভক্তি-পূর্ণ** — ভক্তিময়, ভক্তিতে ভরা। স্ত্রী. — **ভক্তিপূর্ণা। ভক্তিভরে** — ভক্তিপূর্ণ-ভাবে, ভক্তির সহিত। **ভক্তিভাজন** — ভক্তি করিবার যোগ্য, শ্রদ্ধেয়। **ভক্তিময়** — ভক্তিপূর্ণ। স্ত্রী. — **ভক্তিময়ী। ভক্তিমান্** — যাহার ভক্তি আছে এমন, সশ্রদ্ধ অনুরাগী, ভক্ত। [সং. ভক্তিমৎ।] স্ত্রী. — **ভক্তিমতী। ভক্তিযোগ** — ভক্তির দ্বারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ, স্থাপনের পদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র। **ভক্তিরস** — ভক্তির ভাব ও অনুভূতি, ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত অনুভূতির আনন্দ।

ভক্ষক — যে খায়, খাদক। সর্বনাশকারী। [সং.] **ভক্ষণ** — খাওয়া, আহার, ভোজন। [সং.] ণ. **ভক্ষণীয়** —

খাইবার যোগ্য। খাইতে হইবে এমন। **ভক্ষিত** — যাহা খাওয়া হইয়াছে, ভুক্ত। **ভক্ষ্য** — ('ভক্ষণীয়' দেখ।)

ভখা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) ভক্ষণ করা।

ভগ — ঐশ্বর্য বীর্য সৌন্দর্য জ্ঞান ইত্যাদি। যোনি। মলদ্বার। [সং.]

ভগন্দর — মলদ্বারে একরকম ঘা, anal fistula.

ভগবৎ — ভগবান। 'ভগবান সংক্রান্ত' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ভগবৎ'-ভক্তি।] [সং.] স্ত্রী. **ভগবতী** — দুর্গা।

ভগবদ্ — ('ভগবৎ' দেখ।) **ভগবদ্গীতা** — মহাভারতের ভীষ্মপর্বে বর্ণিত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী। **ভগবদ্দত্ত** — ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত। স্ত্রী. — **ভগবদ্দত্তা**। **ভগবদ্ভক্ত** — ভগবানের ভক্ত, ঈশ্বরভক্ত। স্ত্রী. — — **ভগবদ্ভক্তা**। **ভগবদ্ভক্তি** — ভগবানের প্রতি ভক্তি।

ভগবন্ — (সম্বোধনে) ভগবান, ঈশ্বর।

ভগবান্, ভগবান — বি. ঈশ্বর। ণ. দেবতুল্য। [ঃ 'ভগবান' বুদ্ধ।] [সং. ভগবৎ।]

ভগিনী — বোন। বোনের তুল্য নারী। [সং.] **ভগিনীপতি** — বোনাই, বোনের স্বামী।

ভগীরথ — পুরাণে বর্ণিত সগর রাজার প্রপৌত্র যিনি পৃথিবীতে গঙ্গা আনিয়াছিলেন।

ভগোল — ('ভ' দেখ।)

ভগ্ন — ণ. ভাঙিয়া গিয়াছে এমন, ভাঙা, ভাঙাচোরা। [ঃ 'ভগ্ন'-মন্দির।] হতাশ, দুঃখে অবসন্ন। [ঃ 'ভগ্ন' মন।] জরাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, পঙ্গু। [ঃ 'ভগ্ন' দেহ।] নষ্ট। [ঃ 'ভগ্ন'-স্বাস্থ্য; ঃ 'ভগ্নোৎসাহ'।] বক্র। [ঃ 'ভগ্ন'-পৃষ্ঠ।] বি. ভাঙা জিনিস, ভগ্ন বস্তু। [ঃ 'ভগ্ন'-স্তূপ।] [সং.] **ভগ্নদূত** — পরাজয়ের সংবাদ বহনকারী দূত। **ভগ্নপ্রায়** — প্রায় ভাঙিয়াছে এমন, ধ্বংসোন্মুখ। [ঃ 'ভগ্নপ্রায়' অট্টালিকা।] **ভগ্নভোগা** — কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিতা বৃদ্ধা গণিকা। **ভগ্নপৃষ্ঠ** — কুব্জ, কুঁজা। **ভগ্নমনোরথ** — হতাশ, নিরাশ। **ভগ্ন-স্তূপ** — ভাঙাচোরা জিনিসের রাশি, রাশীকৃত ভগ্নাবশেষ। **ভগ্নস্বাস্থ্য** — যাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে এমন। অসুস্থ দেহ।

ভগ্নাংশ, ভগ্নাঙ্ক — সংখ্যা বা অঙ্কের খণ্ডিত অংশ, ½ ⅓ ইত্যাদি।

ভগ্নাবশিষ্ট — ণ. ভাঙিবার বা নষ্ট হইবার পর যাহা আছে এমন। বি. **ভগ্নাবশেষ** — ভাঙিবার বা নষ্ট হইবার পর অবশিষ্ট ভগ্ন দ্রব্যাদি।

ভগ্নী, ভগ্নীপতি — ('ভগিনী' ও 'ভগিনীপতি' দেখ।)

ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম — ণ. যাহার উৎসাহ বা উদ্যম নষ্ট হইয়াছে এমন।

ভঙ্গ — বি. ভাঙা, ভগ্ন করণ। [ঃ 'ধনুর্ভঙ্গ'।] চ্যুতি, পালন না করণ, লঙ্ঘন। [ঃ প্রতিজ্ঞা-'ভঙ্গ'।] অবসান, শেষ। [ঃ নিয়ম-'ভঙ্গ'; ঃ সভা-'ভঙ্গ'; ঃ নিদ্রা-'ভঙ্গ'।] পরাজিত হইয়া পলায়ন। [ঃ রণে 'ভঙ্গ' দেওয়া।] হানি, নাশ। [ঃ স্বাস্থ্য-'ভঙ্গ'।] বঙ্কিম ভাব। [ত্রি-'ভঙ্গ'; ঃ ভ্রূ-'ভঙ্গ'।] [সং.] **ভঙ্গকুলীন** — যে কুলীনের বংশে কুল-প্রথা ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করা হইয়াছে। **ভঙ্গপয়ার** — চার চরণের একরকম বাংলা পয়ারছন্দ। **ভঙ্গপ্রবণ** — ণ.

সহজেই ভাঙে এমন, ঠুনকো। বি. — **ভঙ্গপ্রবণতা**।

ভঙ্গি — ('ভঙ্গী' দেখ।)

ভঙ্গিমা — বঙ্কিম ভাব। ভঙ্গী। [সং. ভঙ্গিমন্।]

ভঙ্গী — বি. ধরন। [ঃ চলার 'ভঙ্গী'; ঃ বলার 'ভঙ্গী'; ঃ লেখার 'ভঙ্গী'।] ভাব প্রকাশক দেহের সঞ্চালন ও বিন্যাস। [ঃ চোখ-মুখের 'ভঙ্গী'।] [সং.]

ভঙ্গুর — ণ. যাহা সহজে ভাঙে, ভঙ্গ-প্রবণ, ঠুনকো। [সং.] বি. — **ভঙ্গুরতা**। **ক্ষণভঙ্গুর**—এক মুহূর্তেই ভাঙিয়া পড়ে বা বিনষ্ট হয় এমন। [ঃ 'ক্ষণভঙ্গুর' জীবন।] বি. — **ক্ষণভঙ্গুরতা**।

ভজকট — জটিল বিরক্তিকর আয়োজন, ঝামেলা।

ভজন — আরাধনা, উপাসনা। [ঃ 'ভজন'-পূজন'।] আরাধনা সংগীত, দেবতার মহিমা কীর্তন, ভক্তিরসাত্মক গান। [ঃ 'ভজন' গাওয়া।] **ভজনা** — আরাধনা, উপাসনা, ভজন। **ভজনালয়** — উপাসনা-গৃহ। **ভজা** — ক্রি. উপাসনা করা। [ঃ খৃীষ্ট 'ভজা'; ঃ কর্তা 'ভজা'।]

ভজানো—ক্রি. মন্ত্রণা দিয়া রাজী করানো। মোকাবিলা করা, প্রমাণ করা, মিলাইয়া দেওয়া।

ভঞ্জক — যে ভাঙে, যে ভঙ্গ করে। **ভঞ্জন**—ভঙ্গ করণ, নিরসন, দূরীকরণ। [ঃ মান-'ভঞ্জন'; ঃ বিপদ-'ভঞ্জন'।] যে নিরসন বা দূর করে। [ঃ বিপদ-'ভঞ্জন' ভগবান।] **ভঞ্জা** — ক্রি. (কবিতায়) ভঞ্জন করা।

ভটভট — বুদ্‌বুদ ইত্যাদি ফাটিবার শব্দ।

ভট্ট — ভাট, স্তুতিপাঠক। পণ্ডিত, অধ্যাপক। **ভট্টাচার্য** — অধ্যাপক। বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

ভট্টারক — রাজা। পণ্ডিত। সূর্য, রবি। [ঃ 'ভট্টারক' বার।] [সং.]

ভড় — একরকম বড় নৌকা। বাঙালী হিন্দুর পদবী বিশেষ। [সং. ভৃত।]

ভড়ং — বাহ্য আড়ম্বর।

ভড়কানো — ক্রি. হঠাৎ ভয় পাইয়া পশ্চাদ্‌পদ বা বিমূঢ় হওয়া।

ভড়ভড় — জল ইত্যাদি হইতে বুদ্‌বুদ ওঠার অনুকার। তরল বা ঈষৎ তরল জিনিস দ্রুত বাহির হইবার অনুকার। **ভড়ভড়ানি** — ভড়ভড় শব্দ।

ভণা — ('ভনা' দেখ।)

ভণিত — ণ. কথিত, উক্ত। [সং.] **ভণিতা** — বি. কবিতায় কবির নিজের নাম ইত্যাদির উল্লেখ। (ব্যঙ্গে) আড়ম্বরপূর্ণ কথারম্ভ। [ঃ 'ভণিতা' রাখুন।]

ভণ্ড — ণ. কপট, ভানকারী। [ঃ 'ভণ্ড' সন্ন্যাসী।] ভাঁড়। [সং.] বি. — **ভণ্ডতা, ভণ্ডত্ব**। **ভণ্ডন** — প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চিত করণ। **ভণ্ডানো** — ক্রি. (সাধারণতঃ কবিতায়) প্রতারণা করা, ভাঁড়ানো। **ভণ্ডামি, ভণ্ডামো** — কপটতা, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ভান।

ভণ্ডুল — ব্যর্থ, পণ্ড, বিনষ্ট। [ঃ সভা 'ভণ্ডুল' করা।]

ভদ্র — ণ. শিষ্ট, ভব্য, সভ্য, মার্জিত। [ঃ ভদ্র 'ব্যবহার'।] সামাজিক মর্যাদা আছে এমন। [ঃ 'ভদ্র'-বংশ।] বি. মঙ্গল। মঙ্গলকর। স্ত্রী. — **ভদ্রা**। **ভদ্রকালী** — দুর্গার মূর্তিবিশেষ। বি. **ভদ্রতা** — সৌজন্য, মার্জিত ব্যবহার। **ভদ্রতাবিরুদ্ধ** — অশিষ্ট, সামাজিক রীতি ও সুরুচিসম্মত নহে এমন। **ভদ্রলোক** — সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত

ব্যক্তি, শিক্ষিত ও শিষ্টাচারী ব্যক্তি। **ভদ্রসন্তান** — ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে। **ভদ্রস্থ** — ভদ্রসমাজে থাকিবার বা চলিবার উপযুক্ত। বি. — **ভদ্রস্থতা।**
ভদ্রা — ণ. শুভা, কল্যাণী। বি. শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা। **ভদ্রাসন** — ভদ্রপরিবারের বসতবাটি। সিংহাসন।
ভদ্রে — (সম্বোধনে) ভদ্রা। **ভদ্রেশ্বর** — শিববিগ্রহ বিশেষ। **ভদ্রোচিত** — ভদ্রলোকের যোগ্য। [ঃ 'ভদ্রোচিত' ব্যবহার।]
ভনভন — মাছি মশা ইত্যাদির ওড়া ও শব্দ সূচক অনুকার। **ভনভনানি** — ক্রমাগত ভনভন শব্দ। ণ. **ভনভনে** — ভনভন করে এমন। [ঃ 'ভনভনে' মাছি।]
ভনা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) বলা, কহা। [ঃ 'ভনে' চণ্ডিদাস।]
ভপঞ্জর — ('ভ' দেখ।)
ভব — সৃষ্টি, উৎপত্তি। জগৎ, ইহলোক, সংসার। শিব। **ভবঘুরে** — উদ্দেশ্য-হীনভাবে যে নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাউণ্ডুলে পর্যটক। **ভবতারণ** — যিনি সংসার বা ইহলোক হইতে উদ্ধার করেন, ঈশ্বর, ভগবান। স্ত্রী. **ভবতারিণী** — যে দেবী ইহলোক হইতে উদ্ধার করেন, ভগবতী, দুর্গা। **ভব-নাশন** — যিনি সংসার নাশ করেন, ধ্বংসের দেবতা। স্ত্রী. — **ভবনাশিনী। ভবপার** — সংসাররূপ নদীর অপর পার। সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি। **ভববন্ধন** — সংসারের মায়া মোহ ইত্যাদির বন্ধন। বার বার জন্মলাভ। **ভবভার** — জগতের দুঃখ। জগতের অন্যায়। **ভবলীলা** — সংসারের কাজ বা খেলা, জাগতিক জীবন। **ভবলীলা সংবরণ করা** — মৃত্যু হওয়া, মরা। **ভবসমুদ্র, ভবসিন্ধু** — সংসার রূপ দুস্তর সাগর।
ভবৎ — আপনি। [সং.] ণ. **ভবদীয়** — আপনার।
ভবন — গৃহ। বাসগৃহ। [সং.] **ভবনশিখর** — বাড়ির চূড়া।
-ভবন — 'হওয়া' অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ দ্রবী-'ভবন'।]
ভবাদৃশ — আপনার তুল্য, আপনার মতো। [সং.] স্ত্রী. — **ভবাদৃশী।** [ঃ 'ভবাদৃশী' প্রতিভা।]
ভবানী — ভবপত্নী, শিবানী, দুর্গা। **ভবানীপতি** — শিব।
ভবার্ণব — ভবসাগর, সংসাররূপ সমুদ্র।
ভবিতব্য—ণ. অবশ্যম্ভাবী, যাহা ঘটিবেই। [সং.] বি. **ভবিতব্যতা** — অবশ্য-ম্ভাবিতা। অদৃষ্ট, নিয়তি।
ভবিষ্ণু — ণ. যাহা হইবে, ভাবী। উৎপত্তিশীল।
ভবিষ্য — ণ. ভাবী, যাহা পরে ঘটিবে। বি. পুরাণ বিশেষ যাহাতে পরে কি হইবে লেখা আছে মনে করা হয়। **ভবিষ্যসূচনা**—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত বা নির্দেশ।
ভবিষ্যৎ — ণ. ভাবী, যাহা পরে ঘটিবে। [ঃ 'ভবিষ্যৎ' যুগ।] বি. ভাবী কাল, অনাগত সময়, পরবর্তী কাল। [ঃ 'ভবিষ্যতে'।] [সং.] **ভবিষ্যদ্বক্তা** — যিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা বলেন বা বলিতে পারেন। স্ত্রী. — **ভবিষ্যদ্বক্ত্রী। ভবিষ্যদ্বাণী** — ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা কথন, ভাবী ঘটনা সূচক উক্তি।
ভবী — জিদ ধরিয়াছে এমন কাল্পনিক ব্যক্তি। [ঃ 'ভবী' কিন্তু ভোলে না।]
ভবেশ — পৃথিবীপতি। শিব।
ভব্য — ণ. শিষ্ট, সৌজন্যপূর্ণ, ভদ্র, সুরুচিসম্পন্ন। স্ত্রী. — **ভব্যা।** বি.

—**ভব্যতা**।

ভয় — ভীতি, শঙ্কা, ত্রাস, বিপদ বোধ, সাহসের অভাব। ভীতিবোধ। [ঃ 'ভয়' করা।] [সং.] **ভয় খাওয়া** — হঠাৎ ভীতি বোধ করা। **ভয় জন্মা** — ভয় হওয়া। **ভয় জন্মানো** — ভয়ের সঞ্চার করা। **ভয় দেখানো** — মিথ্যা ভয়ের সঞ্চার করা। **ভয় ভাঙা** — ভয় দূর করা বা দূর হওয়া। **ভয় হওয়া** — মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া। **ভয়-কাতুরে** — যে সহজে ভয় পায়, ভীতু। **ভয়চকিত** — ভয়ে চমকিত, ভয়ে চঞ্চল। স্ত্রী. — **ভয়চকিতা**। **ভয়ডর** — ভয় এবং ঐ ধরনের মনোভাব। **ভয়তরাসে** — যে সহজে ভয় পায়, ভয়কাতুরে, ভীতু। **ভয়ত্রাতা** — ভয় বা ভয়ংকর অবস্থা হইতে উদ্ধারকর্তা। ভয়নাশ-কারী। **ভয়নাশন** — ভয়নাশকারী, ভয়ত্রাতা। স্ত্রী. — **ভয়নাশিনী**। **ভয়প্রদ** — ভয়ের সঞ্চার করে এমন। **ভয়বিহ্বল** — ভয়ে বিহ্বল, ভয়ে অভিভূত। স্ত্রী. — **ভয়বিহ্বলা**। বি. — **ভয়বিহ্বলতা**।

ভয়ংকর, ভয়ঙ্কর — ণ. ভয়ের সৃষ্টি করে এমন, ভয়ানক, ভীষণ। অতিশয়, খুব। স্ত্রী. — **ভয়ংকরী, ভয়ঙ্করী**।

ভ'য়সা — ণ. মহিষজাত। মহিষ-দুগ্ধজাত। [সং মহিষ।]

ভয়াতুর — ভয়ে কাতর।

ভয়ানক — ণ. ভয়ংকর, ভীষণ। অতিশয়, খুব। [ঃ 'ভয়ানক' ভালো।]

ভয়াবহ — ণ. আতঙ্কের সৃষ্টি করে এমন, ভয়ানক, ভীষণ, ভয়ংকর। বি. — **ভয়াবহতা**।

ভয়ার্ত — ভয়ে কাতর, ভীত, ভয়াতুর। স্ত্রী. — **ভয়ার্তা**। বি. — **ভয়ার্ততা**।

ভয়াল — ভীষণ, ভয়ংকর, ভীতিপ্রদ।

ভর — বি. নির্ভর, অবলম্বন, চাপ। [ঃ পায়ে 'ভর' দেওয়া।] দেবতা অপ-দেবতা ইত্যাদির অধিষ্ঠান। [ঃ মেয়েটির উপর কালীর 'ভর' হয়েছে।] ভরণ, পূরণ। (বিজ্ঞানে) বস্তুমাত্রা, mass. ণ. পূর্ণ, পুরাপুরি, সমগ্র। [ঃ রাত-'ভর'; ঃ 'ভর'-পেট।] ঐ পরিমাণে, পরিমিত। [ঃ ছটাক-'ভর'।] [সং.]

ভরণ — ণ. পূর্ণ করণ, ভরতি করণ। খাদ্যাদি দান, প্রতিপালন। [ঃ 'ভরণ'-পোষণ।] [সং.] ণ. **ভরণীয়** — যাহাকে খাদ্যাদি দিতে হইবে বা দেওয়া উচিত, প্রতিপাল্য। স্ত্রী. — **ভরণীয়া**।

ভরণী — নক্ষত্র বিশেষ। ভরণকারিণী, পালয়িত্রী। [সং.]

ভরত — রামের বৈমাত্রেয় ভাই, দশরথ ও কৈকেয়ীর পুত্র। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র। ঋষভদেবের পুত্র ও বিখ্যাত রাজর্ষি যাঁহার নাম হইতে ভারতবর্ষে নামকরণ হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা বিখ্যাত ঋষি। [সং.]

ভরত — একরকম পাখী। [সং. ভরদ্বাজ।]

ভরতি — ণ. ভরা হইয়াছে এমন, ভরিত, পূর্ণ। [ঃ কলসী 'ভরতি' করা।] নিযুক্ত, প্রবিষ্ট। [ঃ বিদ্যালয়ে 'ভরতি'; ঃ কাজে 'ভরতি'।]

ভরদ্বাজ — বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি, দ্রোণের পিতা। ভরত পক্ষী। [সং.]

ভরন — খাদমিশ্রিত নিকৃষ্ট কাঁসা।

ভরপুর, ভরপূর — পরিপূর্ণ।

ভরপেট — ক্রি.-ণ. পেট ভরে এমনভাবে। [ঃ 'ভরপেট' খাওয়া।] বি. ভরতি পেট। [ঃ 'ভরপেটে' খাওয়া।]

ভরভর—গন্ধের বিস্তার সূচক অনুকার। ণ. **ভরভরে** — ভরভর করে এমন, বিস্তার লাভ করে এমন (গন্ধ)।

ভরমা — ক্রি. (কবিতায়) ভ্রমণ করা। [ঃ 'ভরমিয়া'; ঃ 'ভরমিল'।]

ভরসা — নির্ভর, আস্থা, বিশ্বাস, আশা। [ঃ 'ভরসা' করা।] আশা, প্রতিশ্রুতি-সূচক আশ্বাস। [ঃ 'ভরসা' দেওয়া।]

ভরা — ণ. পূর্ণ। [ঃ আঁধারে 'ভরা' রাত; ঃ 'ভরা' যৌবন।] পূর্ণ করিয়া আছে এমন। [ঃ গা-'ভরা' গহনা।] ক্রি. পূর্ণ করা, ভরতি করা। [ঃ কলসীতে জল 'ভরা'।] পূর্ণ হওয়া। [ঃ পেট 'ভরেছে'; ঃ ঘটি 'ভরেছে'।] বি. পূর্ণ করণ। **ভরাডুবি** — বোঝাই নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় ক্ষতি। সর্বনাশ, ভয়ানক ক্ষতি।

ভরাট — (গর্ত খাদ ছিদ্র ইত্যাদি) পূর্ণ, ভরা, বুজানো। [ঃ 'ভরাট' করা।] **ভরাটী** — ভরাট করার ফলে জাত। [ঃ 'ভরাটী' জমি।]

ভরানো — ক্রি. পূর্ণ করা, ভরতি করা। ভরাট করা। ণ. পূর্ণ করা হইয়াছে এমন। বি. পূর্ণ করণ। ভরাট করণ।

ভরি — এক তোলা পরিমাণ, এক সেরের ৮০ ভাগের এক ভাগ।

ভরিত — ণ. পূরিত, পূর্ণ করা হইয়াছে এমন।

-ভরে — '-পূর্ণভাবে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ভক্তি-'ভরে'।]

ভর্জন — ভাজার কাজ, ভর্জিত করণ। ণ. **ভর্জিত** — ভাজা। [ঃ 'ভর্জিত' তণ্ডুল।]

ভর্তব্য — ভরণীয়, প্রতিপাল্য। (ব্যঙ্গে) ভরিতে হইবে এমন।

ভর্তা — ভরণকর্তা, প্রতিপালক। স্বামী। [সং. ভর্তৃ।] স্ত্রী. — **ভর্ত্রী**।

ভর্তি — ('ভরতি' দেখ।)

ভর্তৃদারক — প্রভুপুত্র। [সং.] স্ত্রী. **ভর্তৃদারিকা** — প্রভুকন্যা।

ভর্তৃহরি — সুবিখ্যাত সংস্কৃত কবি, 'নীতিশতক' 'বৈরাগ্যশতক' প্রভৃতির রচয়িতা।

ভর্ত্রী — ('ভর্তা' দেখ।)

ভর্ৎসক — যে তিরস্কার করে, ভর্ৎসনা-কারী। **ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা** — তিরস্কার, ধমক। [সং.] **ভর্ৎসা** — ক্রি. (কবিতায়) ভর্ৎসনা করা। ণ. **ভর্ৎসিত** — যাহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে, তিরস্কৃত। স্ত্রী. — **ভর্ৎসিতা**।

ভলি — হাত দিয়া নিক্ষেপ করিয়া এক-রকম বল খেলা। [ই. volley.] **ভলিবল** — ভলি খেলিবার উপযোগী বল।

ভল্ল — একরকম বর্শা। [সং.]

ভল্লুক — মাংস ও ফল খায় এমন এক-রকম হিংস্র জন্তু, ভালুক। [সং.] স্ত্রী. — **ভল্লুকা, ভল্লুকী**।

ভসকা — জলবৎ, পানসে। শিথিল।

ভসভস — সরস শৈথিল্য সূচক অনুকার। [ঃ মাটি 'ভসভস' করছে।] ণ. **ভসভসে** — ভসভস করে এমন।

ভস্ত্রা — কামারের হাপর। চামড়ার তৈয়ারী জলাধার, ভিস্তি, জলের মশক। [সং.]

ভস্ম — ছাই। [সং. ভস্মন্।] **ভস্মে ঘি ঢালা** — নিরর্থক চেষ্টা, শক্তির বা শ্রমের অপচয়। **ভস্মলোচন** — পুরাণে বর্ণিত দৈত্য যাহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই সকল কিছু ভস্ম হইত। **ভস্মসাৎ** — ভস্মে বা ছাইয়ে পরিণত। **ভস্মাবশিষ্ট** — ভস্ম মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন। [ঃ 'ভস্মাবশিষ্ট' দেহ।] **ভস্মাবশেষ** — পুড়িবার পর অবশিষ্ট ভস্ম। [ঃ দেহের 'ভস্মাবশেষ'।] **ভস্মিত** — ভস্মীভূত। **ভস্মীকরণ** — পোড়াইয়া ছাই করণ। ণ. — **ভস্মীকৃত**। **ভস্মী-**

ভূত — ভস্মে পরিণত, পুড়িয়া ছাই হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভস্মীভূতা**।

ভা — দীপ্তি, কিরণ, ঔজ্জ্বল্য। [সং.]

ভাই — ভ্রাতা, সহোদর। ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি। নাতি। [সং. ভ্রাতৃ।] **ভাইঝি** — ভাইয়ের মেয়ে। **ভাইপো** — ভাইয়ের ছেলে। **ভাইফোঁটা** — বোন কর্তৃক ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। ('যম দ্বিতীয়া' দেখ।) **ভাইবেটা, ভাইব্যাটা** — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ভাইপো। স্ত্রী. **ভাইবেটী** — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ভাইঝি।

ভাউচার — মাল সরবরাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত প্রমাণপত্র। [ই. voucher.]

ভাউলিয়া, ভাউলে — কামরাওয়ালা বড়ো নৌকা, বজরা।

ভাও — দাম, মূল্য। [হি.]

ভাঁওতা — ধাপ্পা। **ভাঁওতাবাজ** — যে প্রায়ই ভাঁওতা বা ধাপ্পা দেয়, ধাপ্পা-বাজ। **ভাঁওতাবাজি** — ধাপ্পাবাজি।

ভাং — ('ভাঙ' দেখ।)

ভাংচি — বিরত করিবার উদ্দেশ্যে উপদেশ, বিরুদ্ধ পরামর্শ, ভাঙানি। [: 'ভাংচি' দেওয়া।]

ভাক্ — ভাগী, অংশীদার। গ্রহণকারী। [: পাপ-'ভাক্'; : অংশ-'ভাক্'।] [সং. ভাজ্।]

ভাগ — টুকরা, অংশ, খণ্ড। [: তিন 'ভাগে' বিভক্ত।] বিভাগ, বাঁটোয়ারা। [: সম্পত্তি 'ভাগ' করা।] (গণিতে) সংখ্যাকে বা রাশিকে বিভক্ত করিবার রীতি, বিভাজন, হরণ। সময়ের অংশ, সময়, বেলা। [: দিবা-'ভাগে'।] স্থানের অংশ, স্থান। [: ভূ-'ভাগ'; : জল-'ভাগ'।] [সং.] **ভাগফল** — (গণিতে) এক রাশিকে অন্য রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে রাশি পাওয়া যায়। **ভাগশেষ** — (গণিতে) ভাগ করিবার পর অবশিষ্ট সংখ্যা।

ভাগনী — ('ভাগিনেয়ী' দেখ।)

ভাগনে — ('ভাগিনা' দেখ।)

ভাগবত — ণ. ভগবদ্‌বিষয়ক, ভগবান সংক্রান্ত। ভগবানের উপাসক। বি. পুরাণ বিশেষ, শ্রীমদ্‌ভাগবত। [সং.] স্ত্রী. — **ভাগবতী**। [: 'ভাগবতী' মায়া।]

ভাগা — ক্রি. পলায়ন করা। দূরীভূত হওয়া।

ভাগাড় — মরা গোরু ইত্যাদি ফেলিবার জায়গা।

ভাগানো — ক্রি. তাড়ানো, পলাইতে বাধ্য করা। ণ. বিতাড়িত। বি. বিতাড়ন।

ভাগাভাগি — পরস্পরের মধ্যে ভাগ করণ।

ভাগিনা, ভাগিনেয় — (ভাইয়ের ক্ষেত্রে) বোনের ছেলে। (তুঃ 'বোনপো'।) স্ত্রী. **ভাগিনেয়ী** — (ভাইয়ের ক্ষেত্রে) বোনের মেয়ে। (তুঃ 'বোনঝি'।)

ভাগী—যে ভাগ পায়। অংশী, অংশীদার। যে অংশ গ্রহণ করে। [: দুঃখের 'ভাগী'।] [সং. ভাগিন্।] স্ত্রী.— **ভাগিনী**। **ভাগীদার** — ভাগী, অংশী-দার, ভাগ পাইবার অধিকারী।

ভাগীরথী — বি. স্ত্রী. (ভগীরথ কর্তৃক আনীতা) গঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গার শাখা।

ভাগ্নী, ভাগ্নে — ('ভাগিনেয়ী' ও 'ভাগিনেয়' দেখ।)

ভাগ্য — অদৃষ্ট, কপাল, নিয়তি, নসিব। [সং.] **ভাগ্যক্রমে, ভাগ্যে** — সৌভাগ্য-ক্রমে, ভাগ্যিস, কপালজোরে। **ভাগ্য-গণনা** — কোষ্ঠী বা হাত দেখিয়া ভবিষ্যৎ নির্ণয়। **ভাগ্যগুণ** — সৌভাগ্য। [: 'ভাগ্যগুণে'।]

ভাগ্যচক্র — চাকার মতো ঘূর্ণনশীল ভাগ্য, উত্থানপতনশীল ভাগ্য। **ভাগ্যদোষ** — দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। [ঃ 'ভাগ্যদোষে'।] **ভাগ্যধর** — ভাগ্যবান, সৌভাগ্যবান। **ভাগ্যপরিবর্তন** — সৌভাগ্যের স্থলে দুর্ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের স্থলে সৌভাগ্যের ঘটন। **ভাগ্যফল** — অদৃষ্টের ফল, নিয়তির দ্বারা নির্দিষ্ট সুখদুঃখ। **ভাগ্যবতী** — ('ভাগ্যবান' দেখ।) **ভাগ্যবল** — কপালজোর। সৌভাগ্যের ফল। **ভাগ্যবান, ভাগ্যবান্** — সৌভাগ্যশালী, যাহার অদৃষ্ট ভালো, ভাগ্যমন্ত। [সং. ভাগ্যবৎ।] স্ত্রী. — **ভাগ্যবতী**। **ভাগ্যবিধাতা** — ভাগ্যের দেবতা। **ভাগ্যবিপর্যয়** — সৌভাগ্যের স্থলে দুর্ভাগ্য ঘটন, ভাগ্যফলে অকস্মাৎ অশুভ ঘটন। **ভাগ্যলিপি** — অদৃষ্টের লেখন, পূর্ব হইতে জীবনে যেসব ঘটনা নির্দিষ্ট হইয়া আছে মনে করা হয়। **ভাগ্যহীন** — দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য। স্ত্রী. — **ভাগ্যহীনা**। বি. — **ভাগ্যহীনতা**।

ভাগ্যি — (কথ্য প্রয়োগ) ভাগ্য। সৌভাগ্য। [সং. ভাগ্য।] **ভাগ্যিমান** — (কথ্য) ভাগ্যবান্। স্ত্রী. — **ভাগ্যিমানী**।

ভাগ্যিস — সৌভাগ্যক্রমে, ভাগ্যে। [ঃ 'ভাগ্যিস' সে ছিল।]

ভাঙ — সিদ্ধির পাতা। [সং. ভঙ্গা।]

ভাঙচি — ('ভাংচি' দেখ।)

ভাঙড় — যে ভাঙ খায়, সিদ্ধিখোর।

ভাঙন — ভগ্ন হইতেছে এমন অবস্থা বা ভাব। ভাঙার সূত্রপাত। [ঃ 'ভাঙন' ধরা।] নদীর পাড় ইত্যাদির ধ্বস। একরকম মাছ। **ভাঙন ধরা** — ভাঙিতে শুরু করা। অবনতি শুরু হওয়া।

ভাঙা — ক্রি. ভগ্ন বা চূর্ণ করা বা হওয়া। [ঃ গম 'ভাঙা'; ঃ হাড় 'ভাঙা'।] ধ্বসিয়া পড়া। [ঃ নদীর পাড় 'ভাঙা'।] বিনষ্ট করা বা হওয়া। অসুস্থ অবসন্ন হতাশ বা হতোদ্যম করা বা হওয়া। [ঃ শরীর 'ভাঙা'; ঃ মন 'ভাঙা'।] সমাপ্ত হওয়া বা করা। [ঃ সভা 'ভাঙা'।] অকস্মাৎ বন্ধ বিচ্ছিন্ন বা পণ্ড করা বা হওয়া। [ঃ বিয়ে 'ভাঙা'।] গোপন না রাখা, ব্যাখ্যা করা। [ঃ কথাটা 'ভেঙে' বল।] বিদীর্ণ করা। অতিকষ্টে অতিক্রম করা। [ঃ সিঁড়ি 'ভাঙা'; ঃ জল 'ভাঙা'।] দূরীভূত করা বা হওয়া, নিরসন করা বা হওয়া। [ঃ মান 'ভাঙা'; ঃ লজ্জা 'ভাঙা'।] বিবাদ ও বিচ্ছেদ ঘটা বা ঘটানো। [ঃ ঘর 'ভাঙা'।] অন্যায় ভাবে খরচ বা আত্মসাৎ করা। [ঃ টাকা 'ভাঙা'।] সঞ্চিত টাকা খরচ করা। সংঘবদ্ধ অবস্থা নষ্ট করা। [ঃ জোট 'ভাঙা'; ঃ দল 'ভেঙে' দেওয়া।] স্রাব হওয়া। [ঃ জল 'ভাঙা'; ঃ রক্ত 'ভাঙা'।] বি. ভগ্ন বা চূর্ণ হওয়া বা করণ। বিদারণ। সমাপ্ত করণ। নিরসন, দূরীকরণ। আত্মসাৎ করণ। ব্যয়করণ। বিকৃতি। বিচ্ছিন্ন করণ। স্রাব। ছত্রভগ্ন করণ। ণ. ভগ্ন, চূর্ণ। সমাপ্ত। দূরীভূত। ব্যয়িত। বিকৃত (স্বর, গলা)। বিদীর্ণ। যে বা যাহা ভাঙে। [ঃ ঘর-'ভাঙা' লোক; ঃ মন-'ভাঙা' কথা; ঃ হাড়-'ভাঙা' খাটুনি।] **কপাল ভাঙা** — সৌভাগ্য নষ্ট হওয়া, সর্বনাশ ঘটা। **গলা ভাঙা** — স্বর বিকৃত হওয়া। **দাঁত-ভাঙা** — দুর্বোধ্য। **বুক ভাঙা** — সুখ সাহস ও আশা নষ্ট হওয়া। **ভাঙা-ভাঙা** — বিশুদ্ধভাবে বা ঠিকমতো উচ্চারিত নহে এমন। [ঃ 'ভাঙা-ভাঙা' হিন্দী।] **হাড়-ভাঙা** — অতিশয় ক্লান্তিকর। [ঃ 'হাড়-

ভাঙা' খাটুনি।] **সুর ভাঙা, স্বর ভাঙা** — ('গলা ভাঙা' দেখ।)

ভাঙানি — প্রতিকূলে প্রদত্ত পরামর্শ, ভাংচি। বিনিময়ে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতর মুদ্রা, খুচরা। [ঃ টাকার 'ভাঙানি'।]

ভাঙানী — স্ত্রী. যে ভাঙায় বা ভাঙে। [ঃ ঘর-'ভাঙানী'।] পুং. — **ভাঙানে।**

ভাঙানো — ক্রি. অপরের দ্বারা ভাঙা, ভগ্ন করানো। ভাংচি দেওয়া, প্রতিকূলে পরামর্শ দেওয়া। ঐরূপ পরামর্শ দিয়া দলে আনা। টাকা বা নোটের পরিবর্তে খুচরা লওয়া। বড় নোটের পরিবর্তে টাকা বা ছোট নোট বা চেকের পরিবর্তে টাকা লওয়া। বি. অপরের দ্বারা ভগ্ন করণ। প্রতিকূলে পরামর্শ দান ও স্বদলে আনয়ন। মুদ্রায় বা ক্ষুদ্রতর মুদ্রায় পরিবর্তন। ণ. অপরের দ্বারা ভগ্ন বা চূর্ণ। প্রতিকূল পরামর্শদানের ফলে স্বদলে আনীত। মুদ্রায় বা ক্ষুদ্রতর মুদ্রায় পরিবর্তিত।

ভাঙী — মেথর। ভাঙড়।

ভাংগ, ভাংগড় — ('ভাঙ' ও 'ভাঙড়' দেখ।)

ভাংগা, ভাংগানি, ভাংগানো — ('ভাঙা', 'ভাঙানি' ও 'ভাঙানো' দেখ।)

ভাংগানী, ভাংগানে — ('ভাঙানী' দেখ।)

ভাংগা-ভাংগা — ('ভাঙা-ভাঙা' দেখ।)

ভাংগী — ('ভাঙী' দেখ।)

ভাজ — (স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে) ভাইয়ের স্ত্রী। [সং. ভ্রাতৃজায়া।]

ভাঁজ — পাট, ত, মুড়িয়া রাখা অবস্থা। [ঃ কাপড়ের 'ভাঁজ'।] **ভাঁজ ভাঙা** — পাট বা ভাঁজ খোলা।

ভাজক — ভাগকারী। (গণিতে) যে রাশি দিয়া ভাগ করা হয়। [সং.]

ভাজন — ভাগকরণ। আধার, পাত্র। 'যোগ্য' বা 'উপযুক্ত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ স্নেহ-'ভাজন'; ঃ ভক্তি-'ভাজন'।] [সং.]

ভাজনা — যাহাতে ভাজা হয়। [ঃ 'ভাজনা' খোলা।]

ভাজা — ক্রি. গরম তেল ঘি বালি ইত্যাদির উপর নাড়িয়া পাক করা। বি. ঐভাবে পাক করণ। ণ. ঐভাবে পাক করা হইয়াছে এমন। **ভাজা-ভাজা** — ঈ ভাজা, প্রায় ভাজা।

ভাঁজা — ক্রি. ভাঁজ করা। ব্যায়ামের জন্য সঞ্চালন করা। [ঃ মুগুর 'ভাঁজা'।] (গানে) আলাপ করা।

ভাজি — ভাজা তরকারি, ভাজা আনাজ।

ভাজিত — ণ. ভাগ করা হইয়াছে এমন।

ভাজ্য — ণ. ভাগ করিতে হইবে এমন। বি. (গণিতে) যে রাশিকে ভাগ করিতে হইবে। বি. — **ভাজ্যতা।**

ভাট — এক শ্রেণীর হিন্দু, অপরের বংশ-পরিচয় বর্ণনা যাহাদের পেশা। স্তুতি-পাঠক, নিযুক্ত বন্দনাকারী। [সং. ভট্ট।]

ভাঁট — ঘেঁটু গাছ। [সং. ভাণ্ডীর।]

ভাটা — জোয়ারের বিপরীত প্রবাহ, নদী সমুদ্র ইত্যাদিতে জলস্ফীতি হ্রাস। হ্রাস বা অবনতির মুখ। [যৌবনে 'ভাটা' পড়েছে।]

ভাঁটা — গোলাকার খেলনা, বলের মতো জিনিস, কন্দুক।

ভাটি — বিবাহাদি উপলক্ষ্যে গ্রামবাসীদের প্রাপ্য অর্থ।

ভাটি, ভাঁটি — উজানের বিপরীত দিক, যে দিকে ভাটা যায়।

ভাটি, ভাঁটি — ইট চুন ইত্যাদি পুড়াইবার চুল্লী। ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার উনান ও হাঁড়ি। মদ চোলাই করিবার পাত্র ও স্থান। [সং. ভ্রাষ্ট।]

ভাটিয়ারি, ভাটিয়ারী — ('ভাটিয়ালি' দেখ।)

ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী — বাংলা লোক-সংগীতের সুপরিচিত সুর। ঐ সুরে গাওয়া গান।

ভাঁড় — ছোট আকারের মাটির কলস। [সং. ভাণ্ড।]

ভাঁড় — (নিন্দার্থে) বিদূষক, পরিহাস-কুশল ব্যক্তি। [সং. **ভণ্ড**।]

ভাড়া — কোনও জিনিস ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ। [ঃ বাড়ির 'ভাড়া'; ঃ গাড়ি-'ভাড়া'।] অল্প সময়ের জন্য খাটাইবার পরিবর্তে দেয় পারিশ্রমিক। ণ. ভাড়া দিবার শর্তে গৃহীত। [ঃ 'ভাড়া'-বাড়ি।] ভাড়া পাইবার শর্তে নিযুক্ত। [ঃ 'ভাড়া'-গাড়ি।] [সং. ভাটক।] **ভাড়া করা** — ভাড়া দেওয়ার শর্তে নিয়োগ বা গ্রহণ করা। **ভাড়া খাটা** — ভাড়া লইবার শর্তে খাটা বা কাজে নিযুক্ত হওয়া। **ভাড়া দেওয়া** — ভাড়া পাইবার শর্তে ব্যবহার করিতে দেওয়া। ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া।

ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে — বি. যে ভাড়া দিয়া গ্রহণ করে বা করিয়াছে। [ঃ ঐ বাড়ির 'ভাড়াটে'।] ণ. ভাড়া দিয়া গ্রহণ করা যায় বা গ্রহণ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ভাড়াটে' বাড়ি।] ভাড়া দিয়া নিয়োগ করা যায় বা নিয়োগ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ভাড়াটে' কুলী।]

ভাঁড়ানো — ক্রি. ভণ্ডামির দ্বারা প্রতারণা করা। প্রতারণার উদ্দেশ্যে গোপন করা। [ঃ নাম 'ভাঁড়ানো'।]

ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামো — (নিন্দায়) বিদূষক বা ভাঁড়ের মতো আচরণ বা কাজ।

ভাঁড়ার — যেখানে খাদ্য বা অন্য দ্রব্যাদি সঞ্চিত থাকে, ভাণ্ডার। [সং. ভাণ্ডাগার।]

ভাঁড়ারী — ভাঁড়ারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা ব্যক্তি। [সং. ভাণ্ডাগারিন্।]

ভাণ — একরকম একাঙ্গ নাটক। ('ভান' দেখ।)

ভাণ্ড — ভাঁড়, একরকম মাটির পাত্র। পাত্র। বাদ্যযন্ত্র। পুঁজি। দেহ। [সং.]

ভাণ্ডার — ভাঁড়ার, মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিবার গৃহ। [সং. ভাণ্ডাগার।]

ভাণ্ডারী — ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ভাঁড়ারী। [সং. ভাণ্ডাগারিন্।]

ভাণ্ডীর — বটগাছ। ভাঁট বা ঘেঁটু গাছ। [সং.]

ভাত — ণ. দীপ্ত, উজ্জ্বল। [সং.] বি. — **ভাতি**।

ভাত — বি. সিদ্ধ চাউল, অন্ন। খাদ্য, জীবিকা। [ঃ 'ভাতের' যোগাড়।] [সং. ভক্ত।] **ভাতে** — ভাতে সিদ্ধ। [ঃ বেগুন-'ভাতে'।] **ভাতে ভাত** — ভাত ও সিদ্ধ আলু বেগুন ইত্যাদি। **ভাতে মারা** — জীবিকা সংস্থানের উপায় বন্ধ করা।

ভাতা — কর্মচারীকে দেয় সাহায্য। অতিরিক্ত বেতন। [সং. ভৃতি।] **মহার্ঘ ভাতা, মাগ্‌গী ভাতা** — দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেয় ভাতা।

ভাতা — ক্রি. (কবিতায়) দীপ্তি পাওয়া। [ঃ 'ভাতিবে'; ঃ 'ভাতিল'।]

ভাতার — (গ্রাম্য) স্বামী, ভর্তা। [ঃ মাগ-'ভাতার'।] [সং. ভর্তৃ।] **ভাতারী** — (গ্রাম্য গালিতে) নাগর বা স্বামী-রূপে গ্রহণকারিণী। [ঃ বারো-'ভাতারী'।]

ভাতি — বি. দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য। [সং.]

ভাতিজা—(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ভাইপো। [সং. ভ্রাতৃজ।] স্ত্রী. **ভাতিজী** — ভাইঝি।

ভাদই — ('ভাদুই' দেখ।)

ভাদর — (কবিতায়) ভাদ্র।

ভাদুই — ভাদ্রমাসে উৎপন্ন হয় এমন (ফসল)।

ভাদুরে, ভাদ্দুরে — ণ. ভাদ্রমাসে জাত। ভাদ্রমাস সংক্রান্ত।

ভাদ্র — বাংলা সনের পঞ্চম মাস। [সং.] **ভাদ্রপদ** — ভাদ্রমাস।

ভাদ্রবউ, ভাদ্রবধূ, ভাদ্রবৌ — ছোট ভাইয়ের বউ, ভ্রাতৃবধূ। [সং. ভ্রাতৃ-বধূ।]

ভান — ছল, অভিনয়, কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ।

ভানা — ক্রি. শস্য হইতে তুষ বা খোসা ছাড়ানো। [ঃ ধান 'ভানা'।] ণ. তুষমুক্ত। বি. তুষমুক্ত করণ। **ভাননী** —('ভানারী' দেখ।) **ভানানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা ভানা। ণ. অপরের দ্বারা ভানা হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে। **ভানারী** — স্ত্রী. যে ভানে।

ভানু — সূর্য। দীপ্তি। [সং.] **ভানুমান্** — সূর্য। [সং. ভানুমৎ।] স্ত্রী. **ভানুমতী** — ণ. দীপ্তিমতী। ণ. দুর্যোধনের পত্নী। ভোজরাজের কন্যা। **ভানুমতীর খেল** — ইন্দ্রজাল, ভেলকি, ভোজবাজি (ভোজরাজকন্যা ভানুমতী ইন্দ্রজালে পারদর্শিনী ছিলেন এই মূল অর্থ হইতে)।

ভানুনী — ('ভানারী' দেখ।)

ভাপ, ভাপরা — বাষ্প। [ঃ 'ভাপে' সিদ্ধ; ঃ 'ভাপরা' দেওয়া।] [সং. বাষ্প।]

ভাপসা — ('ভেপসা' দেখ।)

ভাপানো — ক্রি. ভাপে সিদ্ধ করা। ণ. ভাপে সিদ্ধ। বি. ভাপে সিদ্ধকরণ।

ভাব — অস্তিত্ব, সত্তা, থাকার অবস্থা। [ঃ অ-'ভাব'।] মনের অবস্থা। [ঃ 'ভাবান্তর'।] চিন্তা, ভাবনা, ধারণা। অনুভূতির গাঢ়তা। সমাধিস্থ অবস্থা, তন্ময়তা। আদর্শ। বন্ধুতা, ভালোবাসা। আচরণ, ভঙ্গী। মানসিক অবস্থার প্রকাশিত বাহ্য রূপ। [সং.] **ভাবে** —প্রকারে, রূপে, দিক্ দিয়া। [নানা-'ভাবে'; ঃ সুন্দর-'ভাবে'।] **ভাব করা** — বন্ধুত্ব করা। প্রেম করা। বিবাদের শেষে পুনরায় বন্ধুতা করা। ভাবসূচক ভঙ্গী করা। **ভাবগত** — চিন্তাগত, ধারণাগত। [ঃ 'ভাবগত' পার্থক্য।] **ভাবগতিক** — প্রবণতা-সূচক কাজ ও মনোভাব। ভবিষ্যৎ পরিণতিসূচক অবস্থা। **ভাবগম্ভীর** — ভাবের গভীরতা ও গুরুত্বের ফলে গম্ভীর। **ভাবগর্ভ** — চিন্তাপূর্ণ, ভাবপূর্ণ। **ভাবগ্রাহী** — যে মর্ম বোঝে, যে উপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করে। [সং. ভাবগ্রাহিন্।] স্ত্রী. — **ভাব-গ্রাহিণী**। বি.—**ভাবগ্রাহিতা**। **ভাবঘন**— ভাবের গাঢ়তায় মগ্ন, তন্ময়। চিন্তা ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। **ভাবধারা** — নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোত। **ভাবপ্রবণ** — অনুভূতির দ্বারা সহজে অভিভূত হয় এমন। বি. — **ভাবপ্রবণতা**। **ভাববাদ** — বস্তুবাদের বিপরীত মতবাদ, ভাব বা মনই সকল বস্তুর মূলে এই মত-বাদ, idealism. **ভাববাদী** — ভাববাদে বিশ্বাসী। ভাববাদ সংক্রান্ত। **ভাববিলাস**—বাস্তবতার প্রতি অবহেলা এবং চিন্তা ও অনুভূতির অগভীর আতিশয্য। **ভাববিলাসী** — (নিন্দায়) বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য না দিয়া যে বা যাহা কেবল মনন ও অনুভূতির দিকে লক্ষ্য দেয়। [ঃ 'ভাববিলাসী' লোক; ঃ 'ভাববিলাসী' সাহিত্য।] বি. — **ভাববিলাসিতা**। **ভাবভঙ্গী** — আচরণ ও মনোভাবের লক্ষণ, রকম-সকম, ভাবগতিক।

ভাবন — সৃজন। স্রষ্টা। [ঃ ভূত-'ভাবন' ভগবান্।] সজ্জিত করণ, প্রসাধন। শোধন, সুবাসিত করণ। [সং.]

ভাবনা — চিন্তা। ধারণা। দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ। [সং.] ণ. **ভাবনীয়** — চিন্তনীয়, ভাবিবার যোগ্য। স্ত্রী. — **ভাবনীয়া**।

ভাবা — ক্রি. চিন্তা করা, বিবেচনা করা। মনে করা, ধারণা করা, জ্ঞান করা। উদ্‌বিগ্ন হওয়া। ণ. চিন্তা বা মনে করা হইয়াছে এমন। বি. চিন্তন, মনন।

ভাবাত্মক — ণ. ভাবপূর্ণ, ভাবময়। অস্তিত্বমূলক, নঞর্থক নহে এমন, positive. স্ত্রী. — **ভাবাত্মিকা**।

ভাবানো — ক্রি. উদ্‌বিগ্ন করা, চিন্তিত করা।

ভাবান্তর — ভাবের পরিবর্তন, মনের অবস্থার পরিবর্তন। অন্য ভাব।

ভাবাবেশ — তীব্র অনুভূতির ফলে বিহ্বলতা। অনুভূতি ও চিন্তার ফলে অভিভূত অবস্থা। ণ. **ভাবাবিষ্ট** — ভাবে বিহ্বল, ভাবে তন্ময়। স্ত্রী. — **ভাবাবিষ্টা**। বি. — **ভাবাবিষ্টতা**।

ভাবার্থ — তাৎপর্য, সারমর্ম।

ভাবালু — ভাবপ্রবণ, যে সহজেই ভাবে অভিভূত হয়। বি. — **ভাবালুতা**।

ভাবিত — ণ. চিন্তিত, উদ্‌বিগ্ন। স্ত্রী. — **ভাবিতা**।

ভাবিনী — সুন্দরী নারী। পত্নী।

ভাবী — ভবিষ্যৎ। [ঃ 'ভাবী' কাল।] পরে হইবে এমন। [ঃ 'ভাবী' পত্নী।] [সং. ভাবিন্।]

ভাবী — ভ্রাতৃবধূ, বউদিদি। [হি.] **ভাবীজান, ভাবীসাহেবা** — মাননীয়া বউদিদি।

ভাবুক — ণ. চিন্তাশীল। ভাবগ্রাহী। [ঃ ভাবের 'ভাবুক'।] [সং.] বি. **ভাবুকতা** — ভাবুকের গুণ অবস্থা বা স্বভাব।

ভাবুনে — সজ্জাবিলাসী, প্রসাধনপ্রিয়। রঙ্গপ্রিয়।

ভাবোচ্ছ্বাস — বি. অসংযত আনন্দ বা অনুভূতির প্রকাশ।

ভাবোদ্দীপক — যাহা চিন্তা ও অনুভূতির উদ্রেক করে, প্রেরণাপূর্ণ। **ভাবোদ্দীপন, ভাবোদ্দীপনা** — চিন্তা ও অনুভূতির উদ্রেক করণ। চিন্তা অনুভূতি ও উৎসাহ। ণ. — **ভাবোদ্দীপিত**।

ভাবোন্মত্ত — ণ. ভাবে পাগল। স্ত্রী. — ভাবোন্মত্তা। বি. — **ভাবোন্মত্ততা**।

ভাবোন্মাদ — ণ. ভাবের প্রাবল্যে আত্ম-বিস্মৃত, ভাবে বিহ্বল। বি. ভাবোন্মত্ত অবস্থা, দশা, ecstacy.

ভাবোন্মাদনা — ভাবের প্রাবল্যে আত্ম-বিস্মৃতি, ভাব-বিহ্বলতা। ণ. — **ভাবোন্মাদিত**।

ভাবোন্মেষ — ভাবের উদ্রেক, চিন্তা ও অনুভূতির সঞ্চার।

ভাব্য — ণ. হইবে এমন, ভবিতব্য। ভাবিবার যোগ্য, যাহা ভাবিতে হইবে, চিন্ত্য। বি. — **ভাব্যতা**। স্ত্রী. — **ভাব্যা**।

ভাম — খটাশতুল্য জন্তুবিশেষ।

ভামা, ভামিনী — কোপনা নারী। পত্নী।

ভায় — ক্রি. (কবিতায়) দীপ্তি পায়, প্রতিভাত হয়। (গ্রাম্য) ভালো লাগে।

ভায়রা, ভায়রাভাই — স্ত্রীর ভগিনীপতি, শ্যালিকার স্বামী, শ্যালীপতি।

ভায়া — ভাইয়ের তুল্য ব্যক্তি। [সং. ভ্রাতৃ।]

ভার — বি. ওজন,

জন্য চাপ। [ঃ গুরু-'ভার'।] দুঃসহ অনুভূতি, দুর্বহ দুশ্চিন্তা, চাপ। [ঃ দুঃখের 'ভার'; ঃ 'ঋণের 'ভার'।] কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব। [ঃ আদায়ের 'ভার'।] একত্র অনেকগুলি, সমূহ। [ঃ কেশ-'ভার'।] বোঝা। [ঃ 'ভার'-বাহী।] দুই প্রান্তে বোঝা ইত্যাদি ঝুলাইয়া বহিবার দণ্ড, বাঁক। ণ. দুরূহ, কষ্টসাধ্য। [ঃ টেকা 'ভার'।] সর্দি ইত্যাদির জন্য বেদনাযুক্ত ভাব হইয়াছে এমন। [ঃ মাথা 'ভার'।] অপ্রসন্নতার ফলে গম্ভীর, বেজার। [ঃ মুখ 'ভার'।] ভারী, অধিক ওজনের। [সং.] **ভারকেন্দ্র** — যে বিন্দুতে বস্তুর ভারসাম্য ঘটে, বস্তুর ভারের মধ্যবিন্দু, centre of gravity. **ভারগ্রস্ত** — ভারাক্রান্ত, দুর্বহ ভারে নিষ্পিষ্ট। স্ত্রী. — **ভারগ্রস্তা**। **ভারবাহক, ভারবাহী** — যে ভার বহন করে। **ভারযষ্টি** — দুই প্রান্তে ঝুলাইয়া ভার বহিবার লাঠি, বাঁক। **ভারসহ** — ভার সহিতে পারে এমন, মজবুত।

ভারত — বি. ভারতবর্ষ। (বর্তমানে) পাকিস্তান ছাড়া ভারতবর্ষ। মহাভারত। ভরতের বংশধর, জনমেজয়, যুধিষ্ঠির, অর্জুন।

ভারতবর্ষ — পুরাণে বর্ণিত জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত নয়টি বর্ষ বা দেশের অন্যতম, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্বে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত দেশ। (রাজর্ষি ঋষভদেবের পুত্র ভরতের নাম হইতে এই দেশের এই নাম হইয়াছে বলা হয়।) ণ. **ভারতবর্ষীয়** — ভারতবর্ষের অধিবাসী। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **ভারতবর্ষীয়া**।

ভারতী — সরস্বতী। বাণী, বাক্য। বিদ্যা। সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের উপাধি।

ভারতীয় — ণ. ভারতের অধিবাসী। ভারত সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **ভারতীয়া**।

ভারবি — সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি।

ভারা — মঞ্চ। রাজমিস্ত্রীদের বসিয়া কাজ করিবার জন্য ব্যবহার্য মাচা।

ভারা — এক নৌকায় বা গাড়িতে যতখানি ধরে এমন পরিমাণ। [ঃ এক 'ভারা'; ঃ 'ভারা-ভারা'।]

ভারাক্রান্ত — ভারে বা দুর্বহতায় কাতর। [ঃ বেদনা-'ভারাক্রান্ত'।] স্ত্রী. — **ভারাক্রান্তা**।

ভারাতুর — ভারে বা দুর্বহতায় কাতর। স্ত্রী. — **ভারাতুরা**।

ভারার্পণ — ভার প্রদান, দায়িত্ব ন্যস্ত করণ। ণ. **ভারার্পিত** — যাহার উপর ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

ভারি, ভারী — গুরুভার, ওজনে বেশী এমন। অত্যন্ত, খুব, বেশী। [ঃ 'ভারি' সুন্দর।] বেজার, অপ্রসন্নতায় গম্ভীর। সর্দি ইত্যাদির জন্য বেদনা বা অস্বস্তি বোধ হইতেছে এমন।

ভারিক্কি, ভারিক্কে — গম্ভীর, মুরুব্বী তুল্য, রাশভারী।

ভারিভুরি — গর্ব, জাঁক, আড়ম্বর।

ভারী — ভারবাহক। বাঁকের সাহায্যে যে ভার বহে। [সং. ভারিন্।] ('ভারি' দেখ।)

ভারুই — একরকম পাখী, ভরতপক্ষী।

ভার্গব — বি. ভৃগুর পুত্র, পরশুরাম। শুক্রাচার্য। স্ত্রী. — **ভার্গবী**।

ভার্যা — পত্নী, স্ত্রী। [সং.]

ভাল — ললাট, কপাল। অদৃষ্ট, ভাগ্য। [সং.]

ভাল — ('ভালো' দেখ।)

ভালবাসা — ('ভালোবাসা' দেখ।)

ভালমন্দ — ('ভালোমন্দ' দেখ।)

ভাল্লুক — ('ভল্লুক' দেখ।)

ভালো — ণ. উত্তম, সদ্‌গুণযুক্ত। [ঃ 'ভালো' ছেলে।] শুভ। [ঃ 'ভালো' দিন।] আনন্দদায়ক। [ঃ 'ভালো' খবর।] প্রশংসনীয়, হিতকর। [ঃ 'ভালো' কাজ।] সুস্থ। [ঃ 'ভালো' আছি।] নিরীহ, শান্ত। [ঃ 'ভালো' মানুষ।] সৎ, সাধু। [ঃ 'ভালো' লোক।] নিপুণ। [ঃ অঙ্কে 'ভালো'।] সুন্দর। [ঃ 'ভালো' চেহারা।] শোভন। [ঃ 'ভালো' দেখায় না।] হিংসা দ্বেষ বা ক্ষতি করিবার ইচ্ছা নাই এমন। [ঃ 'ভালো' মনে।] অ. সম্মতিসূচক শব্দ, আচ্ছা, বেশ। [ঃ 'ভালো', তাই হবে।] বিরক্তিসূচক শব্দ, আচ্ছা। [ঃ 'ভালো' বিপদ্‌!] কজের, প্রয়োজনীয়। [ঃ 'ভালো' কথা মনে পড়েছে।] বি. হিত, কল্যাণ, মঙ্গল। [ঃ তোমার 'ভালো' হ'ক; ঃ 'ভালোর' জন্য।] **ভালো কথা** — সৎ-পরামর্শ। কাজের কথা। **ভালো করা** — সুস্থ করা, নিরাময় করা। উপকার করা। **ভালো করিয়া, ভালো ক'রে** — উত্তমরূপে, যথেষ্ট পরিমাণে, খুব করিয়া। **ভালোয় ভালোয়** — নিরাপদ অবস্থায়, নির্বিঘ্নে। **ভালো রে ভালো** — অপ্রত্যাশিত অকৃতজ্ঞতা বা অবাঞ্ছনীয় ঘটনার জন্য খেদ সূচক উক্তি। **ভালো লাগা** — পছন্দ হওয়া। সুস্বাদ বোধ করা। **ভালো হওয়া** — সারিয়া উঠা, নিরাময় হওয়া। দুষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ করা। উত্তম বা পছন্দসই হওয়া।

ভালোবাসা — ক্রি. স্নেহ করা, অনুরক্ত হওয়া, প্রেমে আবদ্ধ হওয়া। [ঃ ছেলেকে 'ভালোবাসা'; ঃ দেশকে 'ভালোবাসা'; ঃ স্ত্রীকে 'ভালোবাসা'।] পছন্দ করা। [ঃ ফুল 'ভালোবাসা'।] বি. প্রীতি, মমতা, স্নেহ। প্রণয়, প্রেম। অনুরাগ।

ভালোমন্দ — ভালো ও খারাপ। শুভ ও অশুভ। অজ্ঞাত ক্ষতিকর ঘটনা। [ঃ 'ভালোমন্দ' কিছু ঘটলে।]

ভাল্‌ব্‌ — একরকম যন্ত্র যাহাতে বাতাস ইত্যাদি একদিক হইতে ঢুকানো যায় কিন্তু বিপরীত দিক হইতে যায় না। [ঃ সাইকেলের চাকার 'ভাল্‌ব্‌'।] [ই. valve.]

ভাল্লুক — ('ভল্লুক' দেখ।)

ভাশুর — স্বামীর দাদা। [সং. ভ্রাতৃ-শ্বশুর।] **ভাশুরপো** — স্বামীর দাদার ছেলে। **ভাশুরঝি** — স্বামীর দাদার মেয়ে।

ভাষ — উক্তি, কথন। [ঃ প্রাক্‌-'ভাষ'।] **ভাষক** — যে বলে, বক্তা। **ভাষণ** — উক্তি, কথন। বক্তৃতা। [ঃ 'ভাষণ' দেওয়া।] [সং.]

ভাষা — বি. বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে প্রচলিত মনোভাব প্রকাশের জন্য শব্দাবলী ও সেই সকল শব্দের প্রয়োগ-বিধি। [ঃ ইংরেজী 'ভাষা'; ঃ বাংলা 'ভাষা'।] একই ভাষার বিভিন্ন রূপ, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদির ধরন। [ঃ পণ্ডিতী 'ভাষা'; ঃ বঙ্কিমী 'ভাষা'।] মনোভাব প্রকাশক উক্তি বা হাবভাব। [ঃ তাহার সর্বাঙ্গে বিজ্ঞাপনের 'ভাষা'।] **কথ্য ভাষা, চলতি ভাষা** — যে ধরনের ভাষায় সচরাচর লোকে কথা বলে। **মৃত ভাষা** — যে ভাষায় লোকে কথাবার্তা বলে না বা বর্তমানে সাধারণত পুস্তকাদি রচনা করে না। **লেখ্য ভাষা, সাধু ভাষা** — পুস্তকাদি রচনায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু লোকে কথাবর্তায় ব্যবহার করে না এমন ভাষা বা ভাষার রূপ। **ভাষাগত** — ভাষা সংক্রান্ত। **ভাষাতত্ত্ব** — ভাষার উৎপত্তি

ও বিকাশ সম্পর্কে বিদ্যা। **ভাষাতাত্ত্বিক** — ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত। ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত। **ভাষাতীত** — ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন, ভাষায় অবর্ণনীয়। **ভাষান্তর** — এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় পরিবর্তন, অনুবাদ, তরজমা। **ভাষান্তরিক** — অনুবাদক। দোভাষী। **ভাষান্তরিত** — যাহার ভাষান্তর করা হইয়াছে এমন, অনূদিত। **ভাষাবিৎ, ভাষাবিদ্** — যে ভাষা জানে। যে বহু ভাষা জানে। ভাষাতাত্ত্বিক।

ভাষিক — ণ. ভাষা সংক্রান্ত। ভাষাগত।

ভাষিত — ণ. কথিত, উক্ত, বলা হইয়াছে এমন। বি. উক্তি।

ভাষী — ভাষক, যে বলে। 'যে বলে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মৃদু-'ভাষী'; ঃ মধুর-'ভাষী'।] [সং. ভাষিন্।] স্ত্রী. — **ভাষিণী**।

ভাষ্য — বি. সূত্রের ব্যাখ্যা। বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা। [ঃ শঙ্কর 'ভাষ্য'।] ণ. কথ্য, বক্তব্য। [সং.] **ভাষ্যকার** — যিনি ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করেন।

ভাস — দীপ্তি। বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার। শকুন। [সং.]

ভাসন্ত — ভাসিয়া আছে এমন, ভাসমান।

ভাসমান — ভাসন্ত। (সং.) দীপ্তিমান্।

ভাসা — ক্রি., জলীয় বা বায়বীয় পদার্থের উপর হালকাভাবে থাকা বা সঞ্চরণ করা। [ঃ জলে 'ভাসা'; ঃ হাওয়ায় 'ভাসা'।] প্লাবিত হওয়া। [ঃ দেশ 'ভেসে' গেল।] স্রোতের টানে চলিয়া যাওয়া। [ঃ খড়কুটার মতো 'ভেসে' গেল।] **ভাসান** — বি. জলে প্রতিমা বিসর্জন। মনসা ইত্যাদি সংক্রান্ত একরকম গান। [ঃ মনসার 'ভাসান' গাওয়া।] **ভাসানো** — ক্রি. কোন কিছুকে জল বায়ু ইত্যাদির উপর হালকাভাবে রাখা বা সঞ্চালিত করা। [ঃ নৌকা 'ভাসানো'।] প্লাবিত করা। স্রোতের বেগে উধাও করা। ণ. ভাসায় এমন। [ঃ বুক-'ভাসানো' কান্না।] প্লাবিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ বন্যায় 'ভাসানো' দেশ।] জল বাতাস ইত্যাদির উপর ভাসমান করা হইয়াছে এমন। বি. প্লাবিত করণ। ভাসমান করণ। **ভাসা-ভাসা** — অগভীর, অল্প। [ঃ 'ভাসা-ভাসা' জ্ঞান।]

ভাসুর, ভাসুরপো, ভাসুরঝি—('ভাশুর', 'ভাশুরপো' ও 'ভাশুরঝি' দেখ।)

ভাস্কর — সূর্য। তক্ষণশিল্পী, পাথর ইত্যাদি কাটিয়া কুঁদিয়া যে মূর্তি রচনা করে, sculptor. [সং.]

ভাস্কর্য — ভাস্করের কাজ, তক্ষণশিল্প, পাথর ইত্যাদি কাটিয়া কুঁদিয়া মূর্তি রচনা, sculpture. [সং.]

ভাস্করাচার্য — প্রাচীনকালের বিখ্যাত জ্যোতিষী।

ভাস্বর — ণ. উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল। [সং.] স্ত্রী. — **ভাস্বরা**। বি. — **ভাস্বরতা**।

ভাস্বান্ — দীপ্তিমান্, উজ্জ্বল। [সং ভাস্বৎ।] স্ত্রী. **ভাস্বতী** — উজ্জ্বলা, দীপ্তিমতী।

ভিক্ষা — বি. পাইবার উদ্দেশ্যে কাতর অনুরোধ, যাচ্ঞা, প্রার্থনা। [ঃ ক্ষমা-'ভিক্ষা'।] দরিদ্রকে দেয় খাদ্য অর্থ ইত্যাদি। [ঃ 'ভিক্ষা' দাও মা।] [সং.] **ভিক্ষাচর্যা** — ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষার কাজ। **ভিক্ষাজীবী** — ভিক্ষার দ্বারা যে জীবিকা উপার্জন করে। [সং. ভিক্ষাজীবিন্।] স্ত্রী. — **ভিক্ষাজীবিনী**। **ভিক্ষান্ন** — ভিক্ষার

পাওয়া খাদ্য। **ভিক্ষাপাত্র** — ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গ্রহণের পাত্র। **ভিক্ষাপুত্র** — উপনয়নকালে ভিক্ষা গ্রহণের ফলে পুত্রতুল্য হইয়াছে এমন দ্বিজকুমার। **ভিক্ষাপ্রার্থী** — ভিক্ষার্থী, যে ভিক্ষা চায়। [সং. ভিক্ষাপ্রার্থিন্।] স্ত্রী. — **ভিক্ষাপ্রার্থিনী। ভিক্ষাবৃত্তি** — ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, ভিক্ষা করিবার পেশা। **ভিক্ষামা, ভিক্ষামাতা** — উপনয়নকালে ভিক্ষাদানের ফলে মাতৃতুল্যা হইয়াছে এমন নারী। **ভিক্ষার্থী**— যে ভিক্ষা চায়, ভিক্ষাপ্রার্থী। [সং. ভিক্ষার্থিন্।] স্ত্রী. — **ভিক্ষার্থিনী।**

ভিক্ষু — বানপ্রস্থাবলম্বী সন্ন্যাসী। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ভিক্ষাকারী। [সং.] স্ত্রী. — **ভিক্ষুণী।**

ভিক্ষুক — ভিক্ষা করা যাহার পেশা, ভিখারী। [সং.] স্ত্রী. — **ভিক্ষুকী।**

ভিখ — (কথ্য ও গ্রাম্য) ভিক্ষা।

ভিখারী, ভিখিরী — ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীবী। [সং. ভিক্ষাকারিন্।] স্ত্রী. — **ভিখারিনী।**

ভিজা — ক্রি. সজল হওয়া, সিক্ত হওয়া। [ঃ জলে 'ভিজা'।] করুণা বোধ করা, কোমল হওয়া। ণ. সিক্ত, সজল। **ভিজা বেড়াল** — দেখিতে নিরীহ কিন্তু দুষ্ট এমন ব্যক্তি।

ভিজানো — ক্রি. সিক্ত করা, সজল করা। সদয় বা কোমল করা। [ঃ মন 'ভিজানো'।] ণ. সিক্ত করা বা জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ভিজানো' ছোলা।] যাহা ভিজায় বা যাহাতে ভিজানো হইয়াছে এমন। [ঃ মন-'ভিজানো' কথা; ঃ ছোলা-'ভিজানো' জল।] বি. ঐ অর্থে।

ভিজিট — পরিদর্শক হিসাবে আগমন, পরিদর্শন। [ঃ স্কুল-পরিদর্শক স্কুল 'ভিজিট' করবেন।] বাড়িতে আসিয়া রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসককে দেয় অর্থ, দর্শনী, ফী। [ই. visit.]

ভিজে — ভিজা, সিক্ত। কোমল।

ভিটকাল — ভণ্ড, ধোকাবাজ। **ভিটকিলামি, ভিটকিলি, ভিটকিলিমি** — ভণ্ডামি, ধোকা, রোগের ভান।

ভিটকেল — ('ভিটকাল' দেখ।)

ভিটা, ভিটে — পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত গৃহনির্মাণের উপযোগী উঁচু জমি, বাস্তু। **ভিটায় ঘুঘু চরানো** — বাস্তু হইতে বিতাড়িত করিয়া বাসগৃহ ধ্বংস করা। সর্বস্বান্ত করা। **ভিটামাটি,** ভিটেমাটি — যে জমির উপর পুরুষানুক্রমে বাসগৃহ নির্মিত হয়, ভিটার জমি। **ভিটামাটি উৎসন্ন করা** — সর্বস্বান্ত করা। **ভিটামাটি উৎসন্ন হওয়া, ভিটামাটি সব যাওয়া** — সর্বস্বান্ত হওয়া।

ভিটামিন — খাদ্যের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক উপাদান, খাদ্যপ্রাণ। [ই. vitamin.]

ভিটে, ভিটেমাটি — ('ভিটা' ও 'ভিটামাটি' দেখ।)

ভিড় — বহু ব্যক্তি ইত্যাদির বিশৃঙ্খল সমাবেশ। [ঃ লোকের 'ভিড়'; ঃ চিন্তার 'ভিড়'; ঃ 'ভিড়' হওয়া।] **ভিড় করা** — বহু ব্যক্তি ইত্যাদি বিশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে আসা।

ভিড়া — ক্রি. যুক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া। [ঃ তীরে তরী 'ভিড়েছে'।] (নিন্দায়) যোগ দেওয়া। [ঃ দলে 'ভিড়েছে'।]

ভিড়ানো — ক্রি. সংলগ্ন করা। [ঃ তরী তীরে 'ভিড়ানো'।] (নিন্দায়) যোগ দেওয়ানো। [ঃ দলে 'ভিড়ানো'।] ণ. সংলগ্ন করা হইয়াছে এমন। বি. সংলগ্ন করণ। যোগদানের জন্য প্ররোচিত করণ।

ভিত — ভিত্তি, বনিয়াদ। [ঃ বাড়ির 'ভিত'।] দিক। [ঃ চারি 'ভিতে'।] [সং. ভিত্তি।]

ভিতর — বি. মধ্য, অভ্যন্তর। [ঃ বাড়ির 'ভিতরে'; ঃ 'ভিতর' ও বাহির।] মন। [ঃ 'ভিতরে' এক, বাহিরে আর।] গোপনীয় অবস্থা বা বিষয়। [ঃ 'ভিতরের' খবর।] ণ. মধ্যবর্তী। [ঃ 'ভিতর' মহল।] অ. মধ্যে, অভ্যন্তরে। [ঃ বাড়ির 'ভিতর'।] [সং. অভ্যন্তর।] **ভিতরের কথা** — আসল অবস্থা, গোপন করা হইয়াছে এমন সত্য। **ভিতরে ভিতরে** —অপ্রকাশ্যভাবে, গোপনে, তলে তলে। **ভিতরকার** — ভিতরের। আসল অবস্থার। **ভিতরবাড়ি, ভিতরবাড়ী** — অন্তঃপুর, অন্দরমহল।

ভিত্তি — ভিত, বনিয়াদ। [ঃ গৃহের 'ভিত্তি'-স্থাপন।] মূল কারণ, নির্ভর-যোগ্যতা, বাস্তবতা। [ঃ 'ভিত্তি'-হীন সংবাদ।] [সং.] **ভিত্তিপ্রস্তর** — ভিত্তি স্থাপনের স্মারক প্রস্তর-ফলক। **ভিত্তিমূল** — ভিতের নিম্নতম অংশ। **ভিত্তিস্থাপন** — গৃহনির্মাণের আগে ভিত্তি রচনা করিবার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। **ভিত্তিহীন** — অসত্য, বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন, অমূলক। বি. — **ভিত্তিহীনতা।**

ভিদ্যমান — ণ. ভেদ করিতেছে এমন। ভেদ করা হইতেছে এমন। [সং.]

ভিন — ভিন্ন, অন্য, অপর। [ঃ 'ভিন' গ্রাম।] [সং. ভিন্ন।] **ভিনদেশ** — অন্য দেশ, বিদেশ। **ভিনদেশী** — বিদেশী।

ভিন্দিপাল — প্রাচীনকালের একরকম যুদ্ধাস্ত্র যাহা নিক্ষেপ করা হইত। [সং.]

ভিন্ন — ণ. ভেদ করা হইয়াছে এমন, খণ্ডিত, বিদীর্ণ। [ঃ ছিন্ন-'ভিন্ন'।] অন্য, অপর, পৃথক। [ঃ 'ভিন্ন' রকম; ঃ 'ভিন্ন' ব্যক্তি।] অ. ব্যতীত, ছাড়া, বিনা। [ঃ তুমি 'ভিন্ন' কেহ পারে না।] বি. **ভিন্নতা** — পার্থক্য। **ভিন্ন ভিন্ন** — পৃথক্ পৃথক্, নানারকম। **ভিন্নজাতীয়** — এক শ্রেণীর বা জাতির নহে এমন। বি. — **ভিন্নজাতীয়তা। ভিন্নরুচি** — বিভিন্ন বা অন্য রুচি আছে এমন। [ঃ 'ভিন্নরুচি' লোক।] বি. — **ভিন্নরুচিতা। ভিন্নার্থ** — অন্য অর্থ, পৃথক্ অর্থ।

ভিমরুল — একরকম বোলতা জাতীয় পতঙ্গ যাহা কামড়ায়। [সং. ভৃঙ্গ-রোল।]

ভিয়ান — মিষ্টান্ন ইত্যাদির পাক।

ভিরকুটি — অযথা কসরত, অকারণ জটিলতা সৃষ্টি। [সং. ভ্রূকুটী।]

ভিরমি — মূর্ছা। [ঃ 'ভিরমি' লাগা।] [সং. ভ্রমি।]

ভিল, ভীল — ভারতের একজাতি আদিম অধিবাসী। [সং. ভিল্ল।]

ভিষক্ — কবিরাজ, চিকিৎসক। [সং. ভিষজ্।]

ভিসা — বিদেশে প্রবেশের ছাড়পত্র ছাড়পত্র। [ই. visa.]

ভিস্তি — জল বহিবার চামড়ার থলে [ফা. বিহিশ্‌তী।] **ভিস্তি, ভিস্তি-ওয়ালা, ভিস্তী** — ঐরূপ থলেতে ভরিয়া যে জল বহে, জলবাহক।

ভীড় — ('ভিড়' দেখ।)

ভীত — ণ. ভয় পাইয়াছে এমন আতঙ্কিত, ভয়গ্রস্ত। [সং.] স্ত্রী — **ভীতা।** বি. **ভীতি** — ভয়, ত্রাস আতঙ্ক। ভয়ের কারণ। **ভীতিগ্রস্ত** — ভয় পাইয়াছে এমন, আতঙ্কিত, ভীত স্ত্রী. — **ভীতিগ্রস্তা। ভীতিজনক,**

ভীতিপ্রদ — ভয়ের সঞ্চার করে এমন, ভয়ংকর। **ভীতিপ্রদর্শন** — অনিষ্ট করিবে বলিয়া শাসানি। **ভীতিবিহ্বল** — ভয়ে অভিভূত, ভয়ে জড়সড়। স্ত্রী. — **ভীতিবিহ্বলা**। বি. — **ভীতিবিহ্বলতা**।

ভীতু — যে সহজে ভয় পায়, কাপুরুষ। [সং. ভীত।]

ভীম — বি. মহাভারতে বর্ণিত দ্বিতীয় পাণ্ডব। ণ. ভীষণ, ভয়ংকর, প্রচণ্ড। [ঃ 'ভীম'-দর্শন।] [সং.] স্ত্রী. — **ভীমা**। **ভীমকান্ত** — দেখিতে ভয়ংকর অথচ সুন্দর। [ঃ 'ভীমকান্ত' রূপ।] **ভীমদর্শন** — দেখিলে ভয় হয় এমন, ভীষণদর্শন, ভয়ংকর চেহারার। স্ত্রী. — **ভীমদর্শনা**। **ভীমনাদ** — যাহার শব্দ বা গর্জন ভয়ংকর। ভীষণ গর্জন। **ভীমপলশ্রী, ভীমপলাশী** — (সঙ্গীতে) একরকম রাগিণীবিশেষ। **ভীমবাহু** — যাহার বাহুতে প্রচণ্ড শক্তি। **ভীমরতি** — বার্ধক্যের জন্য বুদ্ধিভ্রংশ। [ঃ 'ভীম-রতি' হওয়া।] **ভীমরতি ধরা** — ভীমরতি হওয়া। **ভীমরুল** — ('ভিমরুল' দেখ।) **ভীমসেন** — দ্বিতীয় পাণ্ডব, বৃকোদর।

ভীরু — যে সহজে ভয় পায়, সাহস নাই এমন, ভীতু, কাপুরুষ। [সং.] বি. — **ভীরুতা**।

ভীল — ('ভিল' দেখ।)

ভীষণ — ণ. ভয়ংকর, ভীতিপ্রদ। অত্যন্ত, খুব। [ঃ 'ভীষণ' ভালো; ঃ 'ভীষণ' শীত।] [সং.] স্ত্রী. — **ভীষণা**। বি. — **ভীষণতা**। **ভীষণদর্শন** — দেখিতে ভয়ংকর এমন। স্ত্রী. — **ভীষণদর্শনা**।

ভীষ্ম — ণ. ভীষণ। বি. শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জ্যেঠা দেবব্রত। [সং.] **ভীষ্মের পণ** — কঠিন বিষয়-সাধনেও অটল সংকল্প। (পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভীষ্ম সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না এবং বিবাহ করিবেন না এইরূপ শপথ করিয়া-ছিলেন।)

ভুঁই — বি. ভূমি। ণ. ভূমিতে জাত। [ঃ 'ভুঁই'-কুমড়া।] [সং. ভূমি।] **ভুঁইকুমড়া** — একজাতীয় গাছ যাহা কবিরাজী ঔষধে লাগে, ভূমিকুষ্মাণ্ড। **ভুঁইচাপা** — একরকম ফুল। **ভুঁইফোড়** — মাটি ফুঁড়িয়া অকস্মাৎ উঠিয়াছে এমন। হঠাৎ বড়লোক। হঠাৎ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে এমন। [ঃ 'ভুঁইফোড়' লেখক।]

ভুঁইয়া — প্রাচীন বড় জমিদার। বাঙ্গালীর উপাধি বিশেষ। [সং. ভৌমিক।]

ভুও — ('ভুয়া' দেখ।)

ভুক্ত — ণ. খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত। [ঃ 'ভুক্ত' দ্রব্য।] খাইয়াছে এমন। [ঃ 'ভুক্ত' ও অভুক্ত সকলেই।] [সং.] **ভুক্তভোগী** — কোনও বিষয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতা আছে এমন। [ঃ এ ব্যাপারে আমি 'ভুক্তভোগী'।] স্ত্রী. — **ভুক্ত-ভোগিনী**। **ভুক্তাবশিষ্ট** — ভোজনের বা ভোগের পরে অবশিষ্ট। **ভুক্তাবশেষ** — ভোজনের বা ভোগের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উচ্ছিষ্ট।

-ভুক্ত — 'অন্তর্গত' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দল-'ভুক্ত'।] স্ত্রী. — **-ভুক্তা**।

ভুক্তি — ভোগ, দখল, অন্তর্গত করণ বা অন্তর্গত অবস্থা। [ঃ দল-'ভুক্তি'।] প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের অঞ্চল, প্রদেশ। [ঃ দণ্ড-'ভুক্তি'; ঃ তীর-'ভুক্তি'।] [সং.]

ভুখ — ক্ষুধা, বুভুক্ষা। [সং. বুভুক্ষা।] **ভুখামিছিল** — ('ভুখামিছিল' দেখ।)

ভুখা — ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত। **ভুখামিছিল** — ক্ষুধিত মানুষের শোভাযাত্রা।

ভুগা — ক্রি. কষ্ট ভোগ করা, কষ্ট পাওয়া। [ঃ পাপের ফল 'ভুগছি'।] রুগ্‌ণ থাকা। [ঃ অনেকদিন 'ভুগেছে'।]

ভুগানো — ক্রি. কষ্টভোগ করিতে বাধ্য করা। পীড়িত রাখা। অসুবিধাজনক অবস্থায় রাখা। ('ভোগানো' দেখ।)

ভুজ — হাত, বাহু। ['ভুজ'-বল; ঃ দশ-'ভুজা'।] (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের সীমা-সূচক সরলরেখা। [ঃ ত্রি-'ভুজ'; ঃ 'চতুর্ভুজ'।] [সং.] **ভুজপাশ, ভুজবন্ধন** — বাহুপাশ, বাহুবন্ধন। **ভুজবল** — বিক্রম, বীরত্ব, শারীরিক বা সামরিক শক্তি।

ভুজগ, ভুজঙ্গ — সাপ, সর্প। স্ত্রী. — **ভুজগী, ভুজঙ্গী**, ভুজঙ্গিনী। **ভুজঙ্গ-প্রয়াত** — বারো অক্ষরের একরকম ছন্দ। **ভুজঙ্গম** — সাপ। স্ত্রী. — **ভুজঙ্গমী।**

-ভুজা — বাহুর অধিকারিণী অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দশ-'ভুজা']

ভুজা — (গ্রাম্য) মুড়ি।

-ভুজি — ভাজার সহকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ভাজা-'ভুজি'।]

ভুঞ্জিত — ণ. ভোগ করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভুঞ্জিতা।**

ভুঞ্জা — ক্রি. (কবিতায়) ভোগ করা। [ঃ 'ভুঞ্জিল'; ঃ 'ভুঞ্জিব'।]

ভুটভাট, ভুটভুট — অজীর্ণতার ফলে পেটের ভিতরের শব্দ।

ভুটান — ভারতের উত্তর-পূর্ববর্তী হিমালয়স্থ একটি দেশ।

ভুট্টা — একরকম শস্য, মকাই।

ভুড়ভুড় — বুদ্‌বুদের শব্দ। **ভুড়ভুড়ি** — বুদ্‌বুদ্‌।

ভুঁড়ি — বড় পেট, উদরের উপর বর্ধিত মেদ। ণ. **ভুঁড়িওয়ালা, ভুঁড়ো** — যাহার ভুঁড়ি আছে এমন।

ভুতি, ভুতুড়ি — কাঁঠাল ইত্যাদির ভিতরের অখাদ্য নরম অংশ।

ভুতুড়ে — ণ. ভূত প্রেত সংক্রান্ত। আজগুবি ও অদ্ভুত। বি. যে ভূত লইয়া কাজ করে, ভূতের ওঝা।

ভুঁদো — (ভোঁদা দেখ।) স্ত্রী. — ভুঁদী।

ভুনিখিচুড়ি — ঈষৎ ভাজা চাল ডাল হইতে প্রস্তুত খিচুড়ি।

ভুবন — জগৎ, লোক। [ঃ ত্রি-'ভুবন'। পৃথিবী। [সং.] **ভুবনজয়ী** - বিশ্বজয়ী, পৃথিবীজয়ী। **ভুবনমোহন** — সকলকে মুগ্ধ করিবার উপযুক্ত। স্ত্রী. — **ভুবনমোহিনী। ভুবনেশ্বর** — পৃথিবীপতি। বিশ্বপতি। উড়িষ্যার একটি তীর্থ। ঐ তীর্থের বিখ্যাত শিববিগ্রহ। স্ত্রী. **ভুবনেশ্বরী** — পৃথিবীর ঈশ্বরী, বিশ্বের ঈশ্বরী। দুর্গা, দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

ভুবর্লোক — পুরাণে বর্ণিত সপ্তস্বর্গের অন্যতম। অন্তরীক্ষ, আকাশ। [সং.

ভুয়া, ভুয়ো — ভিত্তিহীন, অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যা, শূন্যগর্ভ। [ঃ 'ভুয়ো' খবর।]

ভুরভুর — মিষ্ট গন্ধের প্রাচুর্য ও বিস্তার-সূচক অনুকার।

ভুরা — একরকম ময়লা নিকৃষ্ট চিনি।

ভুরু — ভ্রূ, চোখের উপরের ও কপালের নীচের চুলের রেখা। [সং. ভ্রূ।]

ভুল — বি. ভ্রম, ভ্রান্তি। [ঃ কাজে 'ভুল'।] অশুদ্ধতা। [ঃ বানান-'ভুল'।] বিবে-চনাহীনতা অসাবধানতা বা বিস্মরণের জন্য ত্রুটি। [ঃ টাকা নিতে 'ভুল' হয়েছে।] ণ. ভ্রান্ত, ভ্রমাত্মক। [ঃ 'ভুল' ধারণা।] **অজ্ঞানতা বিবেচনা-হীনতা বা অসতর্কতার ফলে ত্রুটিযুক্ত। [ঃ 'ভুল' ছাপা।] [সং. হবল।]**

ভুল ভাঙা — ভুল ধারণা দূর করা বা হওয়া। **ভুলচুক, ভুলভ্রান্তি** — ভুল ও ঐ ধরনের দোষ-ত্রুটি।

ভুলা — ক্রি. বিস্মৃত হওয়া, মনে না থাকা। [ঃ তোমায় 'ভুলিনি'।] মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হওয়া। [ঃ রূপ দেখে 'ভুলে' গেছে।] **ভুলানো** — ক্রি. মুগ্ধ করা। [ঃ মন 'ভুলানো'] বিস্মৃত করানো। [ঃ বাবার নাম 'ভুলিয়েছে'।] ণ. যাহা দিয়া ভুলানো যায় এমন। [ঃ ছেলে-'ভুলানো' ছড়া; ঃ জগৎ-'ভুলানো' রূপ।] বি. বিস্মৃত করণ।

ভুলো — প্রায়ই বিস্মৃত হয় বা ভুল করে এমন। [ঃ 'ভুলো' মন; ঃ 'ভুলো' লোক।]

ভুশুড়ি — ('ভুসুড়ি' দেখ।)

ভুশুণ্ডি — (কথ্য প্রয়োগ) ভূশণ্ডি।

ভুষি, ভুসি — শস্যের খোসা। [সং. বুষ, বুস।]

ভুষ্টিনাশ — ধ্বংস। [ঃ টাকার 'ভুষ্টি-নাশ'।]

ভুস — জল ইত্যাদির নিচ হইতে হঠাৎ ভাসিয়া উঠিবার শব্দ। **ভুসভুস** — (মৃদুতায়) ভস ভস। ণ. **ভুসভুসে** — (মৃদুতায়) ভসভসে।

ভুসা, ভুসো — ধোঁয়ার সহিত যে কয়লার কণা উঠিয়া হাঁড়ি ইত্যাদির তলায় জমে। [সং. ভস্মন্।] **ভুসাকালি** — ভুসা হইতে প্রস্তুত একরকম কালি।

ভুসি — ('ভুষি' দেখ।)

ভুসুড়ি — কাঁঠালের ভুতি। **ভুসুড়ি ভাঙা** — প্রচুর পরিমাণে বলা খাওয়া ইত্যাদি। [ঃ গল্পের 'ভুসুড়ি' ভাঙা।]

ভুসো — ('ভুসা' দেখ।)

ভূ — পৃথিবী। স্থল, ভূমি। [ঃ 'ভূ'-ভাগ।] [সং.] **ভূকম্প, ভূ-কম্পন** — 'ভূমিকম্প' দেখ।) **ভূগর্ভ** — মাটির ভিতরের স্থান, পৃথিবীর অভ্যন্তর। **ভূগর্ভস্থ** — ভূগর্ভে বা মাটির নীচে আছে এমন। [ঃ 'ভূগর্ভস্থ' সম্পদ।] **ভূগোল** — পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবরণ, geography. **ভূগোলক** — পৃথিবীর বর্তুলাকার মানচিত্র, globe. **ভূচর** — স্থলচর। [ঃ 'ভূচর'-খেচর।] **ভূচিত্র** — মানচিত্র। **ভূচিত্রাবলী** — মানচিত্রসমূহ। **ভূচ্ছায়া** — পৃথিবীর ছায়া যাহা গ্রহণের সময়ে চাঁদের উপর পড়ে। **ভূতত্ত্ব** — ভূপৃষ্ঠ ও তাহার নিম্নবর্তী স্তরসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান, geology. **ভূতাত্ত্বিক** — ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত। ভূতত্ত্বে পণ্ডিত। **ভূতল** — মাটি, ধরণীতল, ভূপৃষ্ঠ। **ভূদেব** — ব্রাহ্মণ। **ভূধর** — পর্বত। **ভূপ, ভূপতি** — রাজা, নৃপতি। **ভূপতিত** — মাটিতে পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভূপতিতা**। **ভূপাতিত** — মাটিতে ফেলানো হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভূপাতিতা**। **ভূপাল** — রাজা, নরপাল। **ভূপৃষ্ঠ** — পৃথিবীর উপরিভাগ, মাটি, ভূতল। **ভূপেশ** — সম্রাট, রাজাদের রাজা। **ভূভাগ** — স্থলভাগ। **ভূভার** — পৃথিবীর পাপের বোঝা। **ভূভারত** — ভারত তথা সমগ্র পৃথিবী। **ভূমণ্ডল** — গোলাকার পৃথিবী। সমগ্র পৃথিবী। **ভূলুণ্ঠিত** — মাটিতে লুটাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **ভূলুণ্ঠিতা**। **ভূলোক** — পৃথিবী। **ভূস্বামী** — জমিদার। [সং. ভূস্বামিন্।]

ভূঁই — ('ভুঁই' দেখ।)

ভূঁইয়া — ('ভুঁইয়া' দেখ।)

ভূত — ণ. যাহা হইয়া গিয়াছে, অতীত। [ঃ 'ভূত'-ভবিষ্যৎ।] বি. প্রেত। দেবযোনি বিশেষ, শিবের অনুচর। প্রাচীন ভারতীয় মত অনুসারে বস্তুর মূল ও উপাদান। [ঃ পঞ্চ-'ভূত'।]

প্রাণী, জীবন। [ঃ সর্ব-'ভূতে'।] অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। [ঃ পাঁচ 'ভূতে' লুটে খাবে।] [সং.] **ভূতের বেগার খাটা, ভূতের বোঝা বওয়া** — বিনা লাভে অতিশয় কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ** — কাজে অতিশয় বিশৃঙ্খলা। **ঘাড়ে ভূত চাপা** — লাভজনক নয় এমন কাজের নেশায় পাওয়া। **ভূতগ্রস্ত** — যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে এমন। **ভূতচতুর্দশী** — কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। **ভূতনাথ** — শিব, মহাদেব। **ভূতভাবন** — সৃষ্টিকর্তা। শিব। **ভূতযজ্ঞ** — জীবকে খাদ্যদান রূপ যজ্ঞ। **ভূতযোনি** — প্রেতজন্ম। ভূত-প্রেত। **ভূতশুদ্ধি** — মন্ত্রের দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূতের শোধন। **ভূতাবিষ্ট** — যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে, ভূতগ্রস্ত। স্ত্রী. — **ভূতাবিষ্টা**।

ভূতি — অণিমা ইত্যাদি অষ্ট যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, বিভূতি। উৎপত্তি। [সং.]

ভূতুড়ে — ('ভুতুড়ে' দেখ।)

ভূতেশ — শিব।

ভূপালী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।

ভূম — ভূমি। [ঃ বীর-'ভূম'; ঃ "বালারুণ-কিরণ 'ভূমে' পতিত হইয়াছে।"]

ভূমা — বহুত্ব, প্রাচুর্য, বিরাটত্ব, সর্বব্যাপিতা। মহান্, বিরাট্, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ। [সং. ভূমন্।] **ভূমানন্দ** — সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে জানার আনন্দ। সকলের বা বহুর সহিত ঐক্যবোধের আনন্দ।

ভূমি — ভূপৃষ্ঠ, মাটি। ক্ষেত্র, জমি। [ঃ কৃষি-'ভূমি'।] জায়গা, স্থান, স্থল। [ঃ জন্ম-'ভূমি'; রণ-'ভূমি'।] মেঝে। [ঃ 'ভূমি'-তলে শয়ন।] [সং.] **ভূমিকম্প** — ভূপৃষ্ঠের কম্পন। **ভূমিকুষ্মাণ্ড** — ভুঁইকুমড়া। **ভূমিচম্পক** — একরকম ফুল, ভুঁইচাঁপা। **ভূমিজ** ভূমি হইতে জাত, জমি হইতে উৎপন্ন। [ঃ 'ভূমিজ' সম্পদ। স্ত্রী. — **ভূমিজা**। [ঃ 'ভূমিজা' সীতা।] **ভূমিজীবী** — জমির সাহায্যে যে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষক। জমিদার। [সং. ভূমিজীবিন্।] **ভূমিতল** — মাটির উপরিভাগ, ভূপৃষ্ঠ। মেঝে। **ভূমিদাস** — মধ্যযুগের এক শ্রেণীর কৃষক যাহারা নির্দিষ্ট জমিতে চাষ করিতে বাধ্য হইত এবং জমির মালিক বদলের সঙ্গে যাহাদের মনিবও বদল হইত, serf, villein. **ভূমিদাসত্ব** — ভূমিদাস অবস্থা। **ভূমিশয্যা** — মাটিতে বা মেঝেতে বিছানা। মেঝেরূপ বিছানা। মেঝে। **ভূমিশায়ী** — মাটিতে শুইয়া আছে এমন। ধরাশায়ী, ভূপতিত। স্ত্রী. — **ভূমিশায়িনী**। **ভূমিষ্ঠ** মাটিতে পতিত। প্রসূত, জাত। [ঃ সন্তান 'ভূমিষ্ঠ' হইল।] স্ত্রী. — **ভূমিষ্ঠা**। **ভূমিসম্পদ্** — সম্পদের উৎসস্বরূপ ভূমি। **ভূমিসাৎ** — ভূমিতে পরিণত, ভূমিতে পতিত, ভগ্ন-বিধ্বস্ত। [ঃ প্রাসাদ 'ভূমিসাৎ' হইল।]

ভূমিকা — বক্তব্য বিষয়ের সূচনা, মুখবন্ধ। নাটকীয় পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের অংশ। [ঃ দশরথের 'ভূমিকায়' অভিনয়; ঃ 'ভূমিকা' গ্রহণ।] কোনও বিষয়ের প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়। [ঃ বাংলা সাহিত্যের 'ভূমিকা'।] চিত্তের অবস্থাবিশেষ। [ঃ বেদান্তে বর্ণিত পঞ্চ-'ভূমিকা'।] [সং.]

ভূম্যধিকারী — ভূস্বামী, জমির মালিক, জমিদার। স্ত্রী. — **ভূম্যধিকারিণী**।

ভূয়ঃ — পুনরায়। প্রচুর। [সং. ভূয়স্।] স্ত্রী. — **ভূয়সী**। [ঃ 'ভূয়সী' প্রশংসা।] **ভূয়িষ্ঠ** — প্রচুরতম, প্রভূত। **ভূয়োদর্শন**

— প্রচুর দেখা বা অভিজ্ঞতা। **ভূয়োভূয়ঃ** — পুনঃপুনঃ, বারবার।
ভূরি — অনেক, প্রচুর। [ঃ 'ভূরি'-ভোজন।] [সং.] **ভূরি ভূরি** — অনেক অনেক। [ঃ 'ভূরি ভূরি' প্রমাণ।] **ভূরিভোজন** — অনেক খাওয়া, প্রচুর ভোজন। **ভূরিশঃ** — বহুল পরিমাণে। বহুবার। [সং. ভূরিশস্।] **ভূরিশ্রবা** — পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা।
ভূর্জ — নরম ছালযুক্ত একরকম গাছ। [সং.] **ভূর্জপত্র** — একরকম গাছের ছাল যাহাতে প্রাচীন কালে কাগজের বদলে লেখা হইত।
ভূশণ্ডি, ভূষণ্ডি, ভূষণ্ডী—পুরাণে বর্ণিত ত্রিকালদর্শী কাক। [সং.]
ভূষণ — অলংকার, গহনা। শোভা। [সং.] ণ. **ভূষিত** — অলংকৃত, সজ্জিত। স্ত্রী. — **ভূষিতা।**
ভৃগু — প্রাচীনকালের জনৈক বিখ্যাত মুনি। খাড়া উঁচু পাহাড়। পর্বতের উচ্চ সানু। [সং.]
ভৃঙ্গ — ভোমরা, ভ্রমর। ফিঙ্গাপাখী। [সং.] **ভৃঙ্গরাজ** — ভ্রমরশ্রেষ্ঠ। কেশ-বর্ধক একরকম শাক।
ভৃঙ্গরোল — ভিমরুল, বোলতা জাতীয় পতঙ্গ। [সং.]
ভৃঙ্গার — গাড়ু, ঝারি। [সং.]
ভৃঙ্গারিকা — ঝিঁঝিঁপোকা। [সং.]
ভৃঙ্গি, ভৃঙ্গী — পুরাণে বর্ণিত শিবের অনুচর। [ঃ নন্দী-'ভৃঙ্গী'। [সং.]
ভৃত — পালিত। [ঃ পর-'ভৃত'।] [সং.] **ভৃতক** — বেতনগ্রাহী। স্ত্রী. — **ভৃতিকা।** **ভৃতক, ভৃতি** — বেতন। [ঃ 'ভৃতি'-ভুক্।]
ভৃত্য — যে বেতন লইয়া কাজ করে, চাকর। [সং.]
ভৃমি — ভিরমি। ঘূর্ণাবর্ত। [সং.]
ভেউভেউ — (নিন্দায়) চেঁচাইয়া কাঁদিবার শব্দ। কুকুরের ডাক।
ভেংচানো — ('ভেঙানো' দেখ।)
ভেংচানি, ভেংচি — ভেঙাইবার বা বিদ্রূপ করিবার জন্য বিকৃত মুখভঙ্গী। [ঃ 'ভেংচি' কাটা।]
ভেক — ব্যাং। [সং.] স্ত্রী. — **ভেকী।**
ভেক — ('ভেখ' দেখ।)
ভেকা, ভেকো — হতবুদ্ধি, নির্বোধ।
ভেখ — সন্ন্যাসীর সাজ বা বৃত্তি। [ঃ 'ভেখ' ধরা।] কপট ধার্মিকতা। [সং. ভৈক্ষ্য।]
ভ্যাকভ্যাক — (তাচ্ছিল্যে ও বিরক্তিতে) ক্রমাগত অবাঞ্ছিত অনুরোধ বা উক্তি। [ঃ 'ভ্যাকভ্যাক' করা।]
ভেঙানি, ভেঙ্গানি — বিদ্রূপসূচক মুখ-ভঙ্গী, ভেংচি।
ভেঙানো, ভেঙ্গানো — ক্রি. বিদ্রূপসূচক মুখভঙ্গী করা।
ভেজা — ('ভিজা' দেখ।)
ভেজা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) পাঠানো। [ঃ খবর 'ভেজিল'।]
ভেজানো — ক্রি. ('ভিজানো' দেখ।) বি. সিক্ত করণ। ণ. সিক্ত করা হইয়াছে এমন।
ভেজানো — ক্রি. লাগানো, আলগাভাবে বন্ধ করা। [ঃ দরজা 'ভেজানো'।] লাগাইয়া দেওয়া, লেলাইয়া দেওয়া। [ঃ কুকুর 'ভেজানো'।] ণ. আলগা-ভাবে বন্ধ। [ঃ 'ভেজানো' দরজা।] বি. আলগাভাবে বন্ধ করণ।
ভেজাল — ণ. যাহার সহিত নিকৃষ্ট জিনিস মেশানো হইয়াছে এমন, খাঁটী নহে এমন। [ঃ 'ভেজাল' জিনিস।] বি. যে নিকৃষ্ট জিনিস মেশানো হয়। [ঃ 'ভেজাল' দেওয়া।] ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা।

ণ. **ভেজালে** — যে ভেজাল বা ঝামেলা করে। [ঃ 'ভেজালে' লোক।]

ভেজিটেবল — শাকসবজি। [ই. vegetable.]

ভেট — সম্মানিত ব্যক্তির নিকট উপহার, সওগাত, নজরানা। মোলাকাত, সাক্ষাৎ।

ভেটকি — একরকম বড় মাছ। [সং. ভেটক।]

ভেটকি — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ভেংচানি, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী। [ঃ 'ভেটকি' দেওয়া।]

ভেটা — ক্রি. (কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) মিলিত হওয়া।

ভেটেরাখানা — সরাইখানা। হট্টগোলের জায়গা।

ভেটো — নিষিদ্ধ বা বাতিল করিবার বিশেষ অধিকার। [ঃ 'ভেটো' প্রয়োগ।] [ই. veto.]

ভেড়া — বি. মেষ। (গালিতে) ণ. নির্বোধ ও কাপুরুষ। [সং. ভেড়, ভেড়ক।] স্ত্রী. — **ভেড়ী**।

ভেড়া, ভেড়ানো — ('ভিড়া', 'ভিড়ানো' দেখ।)

ভেড়ি — জলরক্ষার জন্য বা জল ঠেকাইবার জন্য উঁচু বাঁধ।

ভেড়ুয়া, ভেড়ো—ণ. ভেড়ার তুল্য নির্বোধ ও কাপুরুষ। যে স্ত্রীবুদ্ধিতে চালিত হয়, স্ত্রৈণ। বি. বাইজীর সহিত যে বাজায়।

ভেড়ে — ণ. ভেড়ার তুল্য, নির্বোধ ও কাপুরুষ।

ভেড়ো — ('ভেড়ুয়া' দেখ।)

ভেণ্ডর, ভেণ্ডার — বিক্রেতা, দোকানদার। [ঃ টিকিটের 'ভেণ্ডার'।] [ই. vendor.]

ভেতো — ভাতখেকো, ভাত খাওয়ার জন্য দুর্বল। [ঃ 'ভেতো' বাঙ্গালী।]

ভেদ — বিদ্ধ বা বিদীর্ণ করণ। [ঃ লক্ষ্য-'ভেদ'।] প্রভেদ, পার্থক্য, অনৈক্য। [ঃ মত-'ভেদ'; ঃ জাতি-'ভেদ'।] উদ্ঘাটন, সমাধান। [ঃ রহস্য-'ভেদ'।] বিরোধ, বিচ্ছেদ। [ঃ 'ভেদ'-নীতি; ঃ 'ভেদ'-বুদ্ধি।] দাস্ত, মলত্যাগ। [ঃ 'ভেদ' ও বমি।] [সং.] **ভেদজ্ঞান** — পার্থক্যবোধ। **ভেদন** — ভেদ করণ। **ভেদনীয়** — ভেদ্য, ভেদ করিবার যোগ্য। **ভেদ-প্রত্যয়** — জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক জ্ঞান, দ্বৈতবাদ। **ভেদবুদ্ধি** — পার্থক্যবোধ। বিবাদ সৃষ্টির বুদ্ধি।

ভেদা — ক্রি. (কবিতায়) ভেদ করা। [ঃ 'ভেদিল' মেদিনী।] **ভেদাভেদ** — পার্থক্য ও ঐক্য। পার্থক্য, দলাদলি। [ঃ 'ভেদাভেদ' ভুলে এক হও।]

ভেদিত — ভেদ করা হইয়াছে এমন।

ভেদী — 'ভেদ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মর্ম-'ভেদী'; ঃ শব্দ-'ভেদী'।] [সং. ভেদিন্।]

ভেদ্য — ণ. ভেদ করা যায় বা করিতে হইবে এমন। [ঃ অ-ভেদ্য।]

ভেপসা — ('ভাপসা' দেখ।)

ভেঁপু — একরকম বাঁশি। [ঃ আম-আঁটির 'ভেঁপু'।]

ভেবা — হতবুদ্ধি, হাবা। **ভেবা গঙ্গারাম** — নির্বোধ ও হতবুদ্ধি ব্যক্তি।

ভেবাচাকা, ভেবাচেকা — হতবুদ্ধিতা, হতভম্ব ভাব। [ঃ 'ভেবাচেকা' খাওয়া।]

ভেরি, ভেরী — একরকম ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। [সং.]

ভেরেণ্ডা — এরণ্ড, রেড়ি বা ঐ জাতীয় কয়েক প্রকার গাছ। [সং. এরণ্ড।] **ভেরেণ্ডা ভাজা** — বেকার বসিয়া থাকা, বাজে কাজ করা।

ভেল — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) হইল।

[ঃ গরল 'ভেল'।]
ভেল — কৃত্রিম, জাল [ঃ 'ভেল' মন্ত্র।]
ভেলকি — জাদু, ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক।
ভেলভেল — নির্বোধ চাহনি সূচক অনুকার। ণ. **ভেলাভেলে** — নির্বোধ।
ভেলা — কাঠ কলাগাছ ইত্যাদি একত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত ভাসমান জিনিস যাহাতে চড়া যায়, মান্দাস। [সং. ভেলক।]
ভেলা — একরকম গাছ ও তাহার ফল। [সং. ভল্লাতক।]
ভেলি — রসহীন একরকম গুড়।
ভেল্কি — ('ভেলকি' দেখ।)
ভেষজ — ঔষধ। [সং.] **ভেষজবিজ্ঞান** — ঔষধ সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞান। [ঃ ভারতীয় 'ভেষজবিজ্ঞান'।] **ভেষজ-বিজ্ঞানী** — ভেষজবিজ্ঞানে পণ্ডিত

ভেস্ত — মুসলমানের স্বর্গ, বেহেশ্‌ত্‌।
ভেস্তা — ক্রি. নষ্ট বা পণ্ড হওয়া। [ঃ বিয়ে 'ভেস্তে' যাওয়া।] এলোমেলো হওয়া। **ভেস্তানো** — ক্রি. নষ্ট বা পণ্ড করা। [ঃ বিয়ে 'ভেস্তানো'।] এলোমেলো করা। [ঃ তাসের পিট 'ভেস্তানো'।]
ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য — ণ. ভিক্ষালব্ধ। বি. ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য। সন্ন্যাস, ভিক্ষুর অবস্থা। [সং.]
ভৈরব — ভীষণ, ভয়ংকর। শিবের মূর্তিবিশেষ। (সংগীতে) একরকম রাগ। স্ত্রী. **ভৈরবী** — দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। শিবভক্তা সন্ন্যাসিনী। (সংগীতে) একরকম রাগিণী। **ভৈরবীচক্র** — একরকম গোপন তান্ত্রিক সাধনা যাহাতে সাধকগণ চক্রাকারে বসিয়া মদ্যপানাদি করে। ঐরূপ বীভৎস কার্যাদি করিবার গোপন বৈঠক।
ভৈষজ, ভৈষজ্য — ঔষধ। চিকিৎসা। [সং.]
ভো — অ. হে, ওহে। [সং.]
ভোঁ — বাঁশির শব্দ। মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি। দ্রুত গতিসূচক অনুকার। [ঃ 'ভোঁ'-দৌড়।] ('ভোম' দেখ।)
ভোক্তব্য — ভোজন বা উপভোগের যোগ্য। [সং.]
ভোক্তা — যে ভোজন বা ভোগ করে। [সং. ভোক্তৃ।] স্ত্রী. — **ভোক্ত্রী**।
ভোগ — বি. সুখ বা দুঃখ অনুভব। [ঃ সুখ 'ভোগ'; ঃ দুঃখ 'ভোগ'।] উপভোগ। [ঃ ঐশ্বর্য 'ভোগ' করা।] ইন্দ্রিয়সেবা। [ঃ 'ভোগ' ও ত্যাগ।] ভোজনের উপযুক্ত দ্রব্য। [ঃ রাজ-'ভোগ'।] দেবতাকে নিবেদ্য দ্রব্য, নৈবেদ্য। [সং.] **ভোগতৃষ্ণা** — ইন্দ্রিয়সুখলাভের তীব্র ইচ্ছা। **ভোগবতী** —পুরাণে বর্ণিত পাতাল-গঙ্গা। **ভোগ-বাসনা** — ইন্দ্রিয়সুখলাভের ইচ্ছা। **ভোগবিলাস** — ইন্দ্রিয়সুখ ও বিলাস। **ভোগবিলাসী** — ভোগবিলাসে আসক্ত। স্ত্রী. — **ভোগবিলাসিনী**।
ভোগা — ক্রি. ('ভুগা' দেখ।) বি. রোগভোগ।
ভোগা — ফাঁকি, প্রতারণা। [ঃ 'ভোগা' দেওয়া।] [হি. ভগল।]
ভোগানো — ক্রি. কষ্ট দেওয়া। অসুবিধায় ফেলা। বি. ঐ অর্থে।
ভোগান্তি — দুর্ভোগ। [ঃ কপালে 'ভোগান্তি' ছিল।]
ভোগাসক্ত — ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বি. — **ভোগাসক্তি**।
ভোগী — যে ভোগ করে বা করিয়াছে। [ঃ ভুক্ত-'ভোগী'।] ইন্দ্রিয়পরায়ণ। [সং. ভোগিন্‌।] স্ত্রী. — **ভোগিনী**।

ভোগৈশ্বর্য — ইন্দ্রিয়সুখ ও ধনসম্পত্তি। [সং. ভোগ + ঐশ্বর্য।]

ভোগ্য — ণ. ভোগের যোগ্য। [ঃ দেব-'ভোগ্য'।] [সং.] স্ত্রী. — **ভোগ্যা**। [ঃ বীর-'ভোগ্যা' বসুন্ধরা।]

ভোচকানি — ক্ষুধার ফলে অবসন্নতাবোধ। [ঃ 'ভোচকানি' লাগা।]

ভোজ — ভোজন-উৎসব, বন্ধুবান্ধব একত্র মিলিত হইয়া ভোজন। [সং. ভোজন।]

ভোজ — মালবের অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রাচীন ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত রাজার নাম। মালবের বিখ্যাত রাজা যিনি বিদ্যাবত্তা ও ইন্দ্রজালে দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

ভোজং — কুমন্ত্রণা। [ঃ কি যে 'ভোজং' দিলে সব বিগড়ে গেল।]

ভোজন — বি. খাদ্যগ্রহণ, আহার করণ। খাওয়ানো। [ঃ ব্রাহ্মণ-'ভোজন'।] ভোজ্যদ্রব্য, খাইবার জিনিস। **ভোজনবিলাসী** — যে খাওয়ার বিষয়ে খুব শৌখিন। স্ত্রী. — **ভোজনবিলাসিনী**। **ভোজনাগার** — খাইবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ। **ভোজনালয়** — হোটেল।

ভোজপুরিয়া, ভোজপুরী, ভোজপুরে — ভোজপুরবাসী।

ভোজবাজি, ভোজবিদ্যা — ভেলকি, ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক।

ভোজয়িতা — ভোজনকারী। [সং. ভোজয়িতৃ।] স্ত্রী. — **ভোজয়িত্রী**।

ভোজালি — গুর্খাদের একরকম ছোরা, কুকরি।

ভোজী — ভক্ষণকারী। 'যে খায়' বা 'খাইয়া জীবন ধারণ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ তৃণ-'ভোজী'।] [সং. ভোজিন্।] স্ত্রী. — **ভোজিনী**।

ভোজ্য — ণ. ভোজনযোগ্য। বি. খাদ্য, খাবার।

ভোট — ণ. ভুটানদেশীয়। [ঃ 'ভোট'-কম্বল।] বি. ভুটান দেশ।

ভোট — নির্বাচনকালে ব্যক্ত অভিমত। [ই. vote.] **ভোটদাতা** — যে ভোট দেয়, যাহার ভোট দিবার অধিকার আছে, ভোটার। **ভোটদান** — ভোটের দ্বারা মতামত জ্ঞাপন। **ভোটাভুটি** — অনেকের ভোট দান, ভোট দানের দ্বারা নির্বাচন। **ভোটার** — ভোট-দাতা। [ই. voter.]

ভোঁতা — ণ. ধার বা তীক্ষ্ণতা নাই এমন। [ঃ 'ভোঁতা' ছুরি; ঃ 'ভোঁতা' বুদ্ধি।] **মুখ ভোঁতা হওয়া** — অপমানিত হওয়া, অনুরোধ না থাকায় লজ্জিত হওয়া।

ভোঁদড় — ভাম ও উদ্‌বিড়াল জাতীয় একরকম জন্তু। [সং. উদ্র।]

ভোঁদা — মোটা, স্থূলকায়। স্ত্রী. — **ভুঁদী**।

ভোম — চুর, বিহ্বল, ভোঁ। [ঃ নেশায় 'ভোম' হয়ে আছে।]

ভোমর — ছিদ্র করিবার একরকম যন্ত্র। [সং. ভ্রমর।]

ভোমর, ভোমরা — একরকম কালো পতঙ্গ, ভ্রমর। [সং. ভ্রমর।]

ভোম্বল — হাবা, নির্বোধ। **ভোম্বলদাস** — নির্বোধ ব্যক্তি।

ভোর — বি. প্রত্যুষ, উষা। [ঃ 'ভোর'-বেলা।] রাত্রি-শেষ। [ঃ 'ভোর' হওয়া।]

ভোর — ণ. ব্যাপী, ধরিয়া, ভর। [ঃ রাত-'ভোর' জাগা।] পরিমিত। [ঃ ছটাক-'ভোর'।] বিভোর, বিহ্বল, মশগুল। [ঃ নেশায় 'ভোর'; ঃ গন্ধে 'ভোর'।]

ভোল — বেশ, প্রতারণার উদ্দেশ্যে সাজ,

ছদ্মবেশ। [ঃ 'ভোল' বদলানো।] ফ্যাশন। [ঃ নতুন 'ভোল'।]

ভোলা — ক্রি. ('ভুলা' দেখ।) বি. বিস্মরণ। ণ. বিস্মৃত। [ঃ আপন-'ভোলা'।] যে বা যাহা সহজে ভুলে। [ঃ 'ভোলা' মহেশ্বর; ঃ 'ভোলা' মন।]

ভোলানো — ('ভুলানো' দেখ।)

ভোঁসভোঁস — নিদ্রিত ব্যক্তির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। [ঃ 'ভোঁসভোঁস' ক'রে ঘুমানো।]

ভৌত, ভৌতিক — ণ. ভূত সংক্রান্ত, ভুতুড়ে। [ঃ 'ভৌতিক' ব্যাপার।] ভূত বা বস্তুর মূল উপাদান সংক্রান্ত। [সং.]

ভৌম — ণ. ভূমি সংক্রান্ত। ভূমিজাত। বি. মঙ্গল গ্রহ। [সং.]

ভৌমিক — ণ. ভূমি সংক্রান্ত। বি প্রাচীনকালের জমিদার, ভুঁইয়া। উপাধি বিশেষ। [সং.]

ভ্যা — ভেড়ার ডাক। (বিদ্রূপে) কান্নার শব্দ।

ভ্যাক্ — হঠাৎ শব্দ করিয়া কাঁদিয়া ফেলা সূচক অনুকার।

ভ্যাদা — একরকম ছোট মাছ। জড়প্রকৃতির লোক, চটপটে নয় এমন ব্যক্তি।

ভ্যান — মালবাহী একরকম গাড়ি। [ই. van.]

ভ্যান ভ্যান, ভ্যানর-ভ্যানর — ক্রমাগত অর্থহীন বিরক্তিকর বকুনি। [ঃ রাতদিন 'ভ্যান ভ্যান' করছে।]

ভ্যাবাচাকা — ('ভেবাচাকা' দেখ।)

ভ্যালা — (প্রশংসায় বা বিদ্রূপে) ভালো, বেড়ে, সাবাস। [ঃ 'ভ্যালা' রে মোর ভাই!]

ভ্রংশ — চ্যুতি, নাশ। [ঃ জাতি-'ভ্রংশ'; ঃ স্মৃতি-'ভ্রংশ'; ঃ বুদ্ধি-'ভ্রংশ'।] [সং.]

ভ্রম — ভুল, ভ্রান্তি, প্রমাদ। একের স্থলে অন্য জ্ঞান। [ঃ রজ্জুতে সর্প-'ভ্রম'।] [সং.]

ভ্রমণ — বেড়ানো, পর্যটন, বিভিন্ন স্থানে গমন। [ঃ দেশ-'ভ্রমণ'; ঃ 'প্রাতর্ভ্রমণ'।] [সং.] **ভ্রমণকারী** — যে ঘুরিয়া বেড়ায়, পর্যটক। স্ত্রী. — **ভ্রমণ-কারিণী**। **ভ্রমণবৃত্তান্ত** — ভ্রমণ সংক্রান্ত বিবরণ।

ভ্রমমাণ — ণ. বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এমন। স্ত্রী. — **ভ্রমমাণা**।

ভ্রমর — একরকম কালো পতঙ্গ, ভোমরা। [সং.] স্ত্রী. — **ভ্রমরী**।

ভ্রমা — ক্রি. (কবিতায়) ভ্রমণ করা। [ঃ 'ভ্রমিব', ঃ 'ভ্রমিল'।]

ভ্রমাত্মক — ণ. ভুল ধারণার ফলে হইয়াছে এমন, ভ্রান্তিমূলক।

ভ্রমি, ভ্রমী — আবর্ত, ঘূর্ণিজল।

ভ্রষ্ট — ণ. চ্যুত। [ঃ পথ-'ভ্রষ্ট'; ঃ লক্ষ্য-'ভ্রষ্ট'; ঃ জাতি-'ভ্রষ্ট'।] যাহার নষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ ধর্ম-'ভ্রষ্ট'; ঃ 'ভ্রষ্ট'-চরিত্র।] স্ত্রী. **ভ্রষ্টা** — অসতী, ব্যভিচারিণী। **ভ্রষ্টাচার** — যে বিহিত আচার পালন করে নাই, যে গর্হিত আচার-অনুষ্ঠান করিয়াছে। **ভ্রষ্টচেতন** — সংজ্ঞাহীন, অচেতন।

ভ্রাতা — ভাই। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি। [সং. ভ্রাতৃ।]

ভ্রাতুষ্পুত্র — ভাইয়ের ছেলে, ভাইপো। [সং.] স্ত্রী. **ভ্রাতুষ্পুত্রী** — ভাইয়ের মেয়ে, ভাইঝি।

ভ্রাতুষ্পৌত্র — ভাইপোর ছেলে। স্ত্রী. **ভ্রাতুষ্পৌত্রী** — ভাইপোর মেয়ে।

ভ্রাতৃজ — ভাইপো। স্ত্রী. **ভ্রাতৃজা** — ভাইঝি।

ভ্রাতৃজায়া — ভাইয়ের স্ত্রী।

ভ্রাতৃত্ব — ভাইয়ের সহিত ভাইয়ের

সম্পর্ক। ভাই-ভাই ভাব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া — ভাইফোঁটার উৎসব। ঐ উৎসবের দিন, কার্তিক-শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথি। ('যমদ্বিতীয়া' দেখ।)

ভ্রাতৃবধূ — ভাইবউ, ভাইয়ের স্ত্রী।

ভ্রাতৃব্য — ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইপো। স্ত্রী. **ভ্রাতৃব্যা** — ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাইঝি।

ভ্রাতৃসম্পর্ক — ভাইয়ের মতো সম্পর্ক।

ভ্রাতৃস্থানীয় — ভাইয়ের তুল্য।

ভ্রাতৃস্নেহ — ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা।

ভ্রাত্রীয় — ণ. ভ্রাতা সংক্রান্ত। ভাইয়ের মতো। [সং.]

ভ্রান্ত — যে ভুল করিয়াছে। যাহার ভুল ধারণা আছে। বি. **ভ্রান্তি** — ভ্রম, ভুল। **ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিজনক** — ভ্রম বা ভুলের কারণ ঘটায় এমন। **ভ্রান্তি-মূলক** — ভুলের ফলে হইয়াছে এমন, ভ্রমাত্মক।

ভ্রাম্যমাণ — যাহাকে বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। [ঃ 'ভ্রাম্যমাণ' পাঠাগার।] বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, ভ্রমমাণ।

ভ্রূ — কপালের নীচের ও চোখের উপরের চুলের রেখা, ভুরু। (সমাসে বিকল্পে 'ভ্রু' হয়।) [সং.] **ভ্রূকুঞ্চন, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী** — বিরক্তি ক্রোধ চিন্তা ইত্যাদির ফলে ভ্রূর কুঞ্চিত অবস্থা। **ভ্রূক্ষেপ** — দৃষ্টিপাত, মনোযোগদান, গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা। [ঃ 'ভ্রূক্ষেপ' করে না।] **ভ্রূবিলাস, ভ্রূবিভ্রম** — মনোহর চটুল ভঙ্গীতে ভ্রূ কুঞ্চন। **ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গী** — ('ভ্রূকুঞ্চন' ও 'ভ্রূবিলাস' দেখ।) **ভ্রূলতা** — লতার মতো বক্র ও কোমল সুন্দর ভুরু। **ভ্রূসংকেত, ভ্রূসঙ্কেত** — ভুরু বাঁকাইয়া ইশারা।

ভ্রূণ — গর্ভস্থ শিশু, embryo. [সং.] **ভ্রূণহত্যা** — গর্ভস্থ শিশুর বিনাশ, গর্ভপাত। **ভ্রূণঘ্ন, ভ্রূণ-হত্যাকারী** — যে ভ্রূণের বা গর্ভস্থ শিশুর বিনাশ সাধন করে। স্ত্রী. — **ভ্রূণহত্যাকারিণী**।

মই — বাঁশ ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী সিঁড়ি। ডেলা ভাঙিয়া চষা জমি সমতল করিবার যন্ত্র। [সং. মদিকা।] **মই দেওয়া** — মই দিয়া ডেলা ভাঙিয়া চষা জমি সমতল করা। **পাকা ধানে মই দেওয়া** — লাভের স্থলে ক্ষতি করিয়া দেওয়া।

মইসা, মইসে — কাপড় ইত্যাদিতে ছাতা পড়ার ফলে কালো দাগ।

মউ — মধু, মৌ। [সং. মধু।] **মউচাক** — ('মৌচাক' দেখ।)

মউড় — বিবাহে কন্যার সোলার মুকুট। [সং. মুকুট।]

মউতাত — ('মৌতাত' দেখ।)

মউনি — দুধ বা দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিবার দণ্ড বা যন্ত্র, মন্থনদণ্ড। [সং. মথনিকা।]

মউয়া — মহুয়া। [সং. মধুক।]

মউল — মুকুল, বউল। মহুয়া। [সং. মুকুল।]

মওয়া — ক্রি. মন্থন করা। ণ. মথিত, মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'মওয়া' দুধ। বি. মন্থন।

মওকা — লাভজনক সুযোগ, দাঁও [ঃ 'মওকা' পাওয়া।] [আ. মৌকা।

মকদ্দমা — আদালতে অভিযোগ, মামলা, নালিশ। [আ. মুকদ্দমহ্।]

মকমক — ব্যাঙের ডাক।

মকর — ণ. পুরাণে বর্ণিত শুঁড়ওয়ালা জল-জন্তু, গঙ্গার বাহন। সরু মুখ-

ওয়ালা একরকম কুমীর। হাঙর। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের দশম রাশি। নূতন চাউল দুধ ইত্যাদি যোগে প্রস্তুত নৈবেদ্য। [সং.] **মকর সংক্রান্তি** — সূর্যের মকর রাশিতে গমন। পৌষসংক্রান্তি। **মকরকেতন, মকরকেতু** — মদন। **মকরক্রান্তি, মকরক্রান্তিবৃত্ত** — নিরক্ষরেখার ২৩° ২৭´ দক্ষিণস্থ অক্ষরেখা। **মকরবাহিনী** — গঙ্গা। **মকরধ্বজ** — মদন, কন্দর্প। বিখ্যাত কবিরাজী ঔষধ।

মকরন্দ — ফুলের মধু। [সং.]

মকাই — ভুট্টা। [হি.]

ম-কার — ('পঞ্চ ম-কার' দেখ।)

মকুফ, মকুব — বাদ বা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। [ঃ জরিমানা 'মকুব' করা; ঃ অপরাধ 'মকুব' করা।] [আ. মঔকুফ্।]

মক্কা — আরবদেশের বিখ্যাত নগর, হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানদের প্রধানতম তীর্থ। [আ. মক্কহ্।] **মক্কা শরীফ** — পুণ্যস্থান মক্কা। **মক্কাবাসী** — মক্কার অধিবাসী, মক্কার বাসিন্দা।

মক্কেল — উকিলের পরামর্শ গ্রহণকারী বাদী বা প্রতিবাদী। (ব্যঙ্গে) ধড়িবাজ লোক। [আ. মুঅক্কল।]

মক্তব — মুসলমান শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠশালা। [আ.]

মক্শ — বি. অভ্যাস। [ঃ হাতের লেখা 'মক্শ' করা।] লেখার উপর লেখা, দাগা বুলানো। [আ. মশ্ক।]

মক্ষিকা, মক্ষী — মাছি। [সং.] স্ত্রী. — **মক্ষিণী**।

মখদম — শিক্ষক, মক্তবের শিক্ষক। [আ. মখ্দুম্।]

মখমল — প. একরকম কোমল উজ্জ্বল কাপড়, velvet. ণ. **মখমলী** — মখমলের মতো কোমল। মখমল হইতে প্রস্তুত।

মগ — ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলের একটি জাতি যাহারা এক সময় দস্যু-বৃত্তির জন্য কুখ্যাত ছিল। [বর্মী মং।] **মগের মুলুক** — অরাজক দেশ, দস্যু ও চোর-বাটপাড়ে পরিপূর্ণ দেশ।

মগ — জল তুলিবার জন্য হাতলওয়ালা পাত্র। [ই. mug.]

মগজ — মস্তিষ্ক। বুদ্ধি। [ফা. মগ্জ্।]

মগজি — কাপড় ইত্যাদির প্রান্ত। জুতার গোড়ালির উপরকার চামড়ার প্রান্ত। [ফা. মগজী।] **মগজি সেলাই** — কিনারার দিকের সেলাই।

মগডাল — সর্বোচ্চ শাখা।

মগধ — দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত প্রাচীন কালের বিখ্যাত ভারতীয় রাজ্য। **মগধেশ, মগধেশ্বর** — মগধের রাজা। স্ত্রী. — **মগধেশ্বরী**।

মগন — (কবিতায়) মগ্ন।

মগ্ন — ণ. নিমজ্জিত, ডুবিয়াছে এমন। [ঃ জল-'মগ্ন'; ঃ 'মগ্ন' তরী।] নিবিষ্ট, তন্ময়। [ঃ চিন্তায় 'মগ্ন'।] [সং.] স্ত্রী. — **মগ্না**। বি. — **মগ্নতা**। **মগ্নগিরি, মগ্নশিলা** — সমুদ্রের জলে ডুবিয়া আছে এমন পাহাড়। মৈনাক।

মঘবা, মঘবান্ — ইন্দ্র। [সং. মঘবন্; মঘবৎ।]

মঘা — নক্ষত্র যাহার প্রভাব অশুভ মনে করা হয়। [সং.]

মঙ্গল — বি. শুভ, হিত, কল্যাণ। [ঃ তোমার 'মঙ্গল' হোক।] একটি গ্রহের নাম। সপ্তাহের একটি বারের নাম। দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য। [ঃ

মনসা-'মঙ্গল'।] [সং.] **মঙ্গলকলস, মঙ্গলঘট** — পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে স্থাপিত মঙ্গলসূচক কলস বা ঘট। **মঙ্গলচণ্ডী** — ভগবতীর এক রূপ, মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী। **মঙ্গলবার** — সপ্তাহের তৃতীয় দিন। **মঙ্গলময়** — মঙ্গলে পরিপূর্ণ, শুভ, কল্যাণময়। ভগবান্। [ঃ 'মঙ্গলময়ের' ইচ্ছা।] স্ত্রী. **মঙ্গলময়ী** — মঙ্গলদায়িনী, ভগবতী। **মঙ্গলা** — মঙ্গলদায়িনী, দুর্গা। **মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার** — শুভসূচক ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান। **মঙ্গল্যা** — মঙ্গলকারিণী, শুভা। বি. দুর্গা। **মঙ্গল্যে** — (সম্বোধনে) মঙ্গল্যা। [ঃ 'মঙ্গল্যে' সর্বার্থ-সাধিকে।]

মঙ্গোল — মধ্য এশিয়ার একটি তাতার উপজাতি, মোগল, মুঘল। [ই. mongol.] **মঙ্গোলিয়া** — মঙ্গোলদের বাসস্থান।

মচ, মচ্ — কিছু ভাঙিবার বা মচকাইবার শব্দ। **মচকানো** — ক্রি. ঈষৎ ভাঙা। [ঃ হাড় 'মচকানো'; ঃ লাঠি 'মচকানো'।] ণ. ঈষৎ ভাঙিয়াছে এমন। **মচমচ** — বার বার মচকাইবার শব্দ, শুকনা নরম ভাজা জিনিস চিবাইবার শব্দ। ণ. **মচমচে** — মচমচ করে এমন। খাস্তা ভাজা।

মচ্ছব — (ব্যঙ্গে বা কথ্য প্রয়োগে) মহোৎসব।

মছলন্দ — ('মসলন্দ' দেখ।)

মছলি — (ব্যঙ্গে) মাছ, মৎস্য।

মজকুর — (আদালতী প্রয়োগে) লিখিত বিবরণ। [আ. মজকূর।]

মজকুরী — (আদালতী প্রয়োগে) উল্লিখিত, পূর্বোক্ত। বি. যে পরোয়ানা জারী করে।

মজদুর — মজুর, শ্রমিক। [ফা. মজদূর্।]

মজবুত — শক্ত, দৃঢ়, টেকসই। নিপুণ, পটু। [ঃ কথায় 'মজবুত'।] [ফা.]

মজলিস — সভা, আসর, বৈঠক। [আ.] ণ. **মজলিসী** — মজলিসের উপযুক্ত। [ঃ 'মজলিসী' গান; ঃ 'মজলিসী' লোক।]

মজা — ক্রি. মগ্ন বা নিবিষ্ট হওয়া। [ঃ আনন্দে 'মজেছে'।] অত্যন্ত মুগ্ধ হওয়া। [ঃ রূপে 'মজা'।] মাটিতে ভরিয়া যাওয়া। [ঃ নদী 'ম'জে' গেছে।] রসে জারিত বা অত্যন্ত পক্ব হওয়া। [ঃ কলা 'ম'জে' গেছে।] বিনষ্ট হওয়া, বিপন্ন হওয়া। [ঃ রাজা 'মজিলা' আপনি; ঃ এবার লোকটা 'মজেছে'।] ণ. অতিশয় পক্ব। মাটিতে ভরা, ভরাট, বুজিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'মজা' নদী।]

মজা — কৌতুক, রঙ্গ। [ঃ 'মজা' করা; ঃ 'মজা' দেখা।] কৌতুকপূর্ণ ব্যাপার। [ঃ ভারি 'মজা'।] আমোদ, ফুর্তি। [ঃ 'মজা' লুটা।] [ফা. মজা.।] **মজা উড়ানো** — (নিন্দায়) ফুর্তি করা। **মজা দেখানো** — জব্দ করা। **মজা মারা** — (নিন্দায়) ফুর্তি করা। **মজাদার** — কৌতুকাবহ, আমোদজনক। আমোদপ্রিয়, ফুর্তিবাজ।

মজানী — ণ. স্ত্রী. যে নারী মজাইয়াছে। [ঃ কুল-'মজানী'।]

মজানো — ক্রি. ডুবানো, বিপন্ন বা বিনষ্ট করা। [ঃ সবাইকে 'মজিয়েছে'।] মোহিত করা। [ঃ রূপে 'মজিয়েছে'।] কলঙ্কিত করা। [ঃ কুল 'মজানো'।] ণ. মজায় এমন। [ঃ মন-'মজানো' রূপ।]

মজুত — সঞ্চিত, জমা। [ঃ মাল

'মজুত' আছে।] [আ. মউজুদ।]
মজুতদার — যে মজুত রাখে, সঞ্চয়কারী। যে মাল সঞ্চিত করিয়া আটক রাখে ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়ে না, hoarder.

মজুদ, মজুদদার — ('মজুত' ও 'মজুতদার' দেখ।)

মজুমদার — মুসলমান আমলের খাজনার হিসাবরক্ষক। পদবী বিশেষ। [ফা.]

মজুর — শ্রমিক, শ্রমজীবী। [ফা. মজ্‌দুর।] **দিন মজুর** — রোজ মজুরি লইয়া বিভিন্ন স্থানে কাজ করে এমন শ্রমিক। **মজুর খাটা** — মজুরের কাজ করা। **মজুরি** — মজুরের পারিশ্রমিক। পারিশ্রমিক। মজুরের কাজ। [ঃ দিন-'মজুরি'।]

মজ্জন — বি. ডুবা, অবগাহন। [সং.] ণ. — **মজ্জিত**। **মজ্জমান** — ডুবিতেছে এমন। স্ত্রী. — **মজ্জমানা**।

মজ্জা — বি. হাড়ের ভিতরের চর্বির মতো জিনিস। [সং.] **মজ্জাগত** — ণ. মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে এমন, স্বভাবগত। [ঃ 'মজ্জাগত' সংস্কার।]

মঝু — (প্রাচীন কবিতায়) আমার। [সং. মহ্যম্‌।]

মঞ্চ — মাচা, টঙ। উঁচু বাঁধানো জায়গা, বেদী। [ঃ দোল-'মঞ্চ'।] অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ জায়গা, স্টেজ। থিয়েটার। [সং.] **মঞ্চশিল্প** — থিয়েটারের স্টেজ নির্মাণের ও সাজাইবার কলাকৌশল। **মঞ্চশিল্পী** — যে থিয়েটারের স্টেজ সাজায় বা নির্মাণ করে। থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী। **মঞ্চস্থ** — ণ. থিয়েটারে অভিনীত। **মঞ্চাভিনয়** — থিয়েটারে অভিনয়। ণ. **মঞ্চাভিনীত** — থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে এমন। [ঃ 'মঞ্চাভিনীত' নাটক।]

মঞ্জন — মাজা, মার্জন। [ঃ দন্ত-'মঞ্জন'] [সং.]

মঞ্জরা — ক্রি. (কবিতায়) মঞ্জরিত হওয়া।

মঞ্জরি, মঞ্জরী — কচি পাতা ও কুঁড়িযুক্ত ছোট ডাল। [ঃ তুলসীর 'মঞ্জরী'।] শিষ। [ঃ ধানের 'মঞ্জরী'।] [সং.] ণ. **মঞ্জরিত** — মঞ্জরীযুক্ত, কুঁড়ি ধরিয়াছে এমন, মুকুলিত।

— প্রাসাদ, বৃহৎ অট্টালিকা। [আ. মন্‌জিল্‌।]

— একরকম লাল লতা। [সং.]

— নূপুর। [সং.]

মঞ্জু — সুন্দর, মনোজ্ঞ, মধুর। [সং.] **মঞ্জুগমনা** — ণ. স্ত্রী. সুন্দরভাবে চলে এমন। **মঞ্জুঘোষ** — যাহার ধ্বনি মধুর। বৌদ্ধ ও জৈন দেবতা বিশেষ। **মঞ্জুভাষী** — যাহার কথা সুন্দর, মধুরভাষী। [সং. মঞ্জুভাষিন্‌।] স্ত্রী. — **মঞ্জুভাষিণী**। **মঞ্জুশ্রী** — বৌদ্ধ ও জৈন দেবতা বিশেষ। **মঞ্জুহাসিনী** — সুন্দরভাবে হাসে এমন (স্ত্রী.), সুহাসিনী।

মঞ্জুর — অনুমোদিত, অনুমতিপ্রাপ্ত, স্বীকৃত। [ঃ আবেদন 'মঞ্জুর' হওয়া; ঃ বিদ্যালয় 'মঞ্জুর' হওয়া।] [আ. মন্‌জুর।] বি. — **মঞ্জুরি**।

মঞ্জুল — ণ. সুন্দর, মনোহর। স্ত্রী. — **মঞ্জুলা**।

মঞ্জুষা, মঞ্জুষা — ঝাঁপি, পেটরা, পেটিকা। [ঃ মণি-'মঞ্জুষা'।] [সং.]

মট্‌, মট — শক্ত জিনিস ভাঙিবার শব্দ। **মটমট** — বার বার মট শব্দ।

মটকা — ঘরের চালের সর্বোচ্চ অংশ। নিদ্রার ভান। [ঃ 'মটকা' মেরে পড়ে থাকা।] একরকম মোটা রেশমী কাপড়। বড় মটকি, মাটির বড় জালা।

মটকানো — ক্রি. মট্ শব্দ করা। [ঃ আঙুল 'মটকানো'।]
মটকি — ঘি ইত্যাদি রাখিবার মাটির বড় পাত্র।
মটন — ভেড়ার মাংস। ছাগ মাংস। [ই. mutton.] **মটন চপ** — মসলা ইত্যাদি দিয়া ভাজা ভেড়ার বা ছাগলের টুকরা মাংস।
মটর — একরকম বড় গোলাকার কলাই ও তাহার শাক জাতীয় গাছ। **মটরশুঁটি** — মটরগাছের ফল যাহাতে মটরের দানা থাকে। **মটরদানা** — মটরের দানা। মটরের মতো দানা দিয়া তৈয়ারী মালার মতো দেখিতে একরকম গহনা।
মটাস্, মটাস — জোরে মট্ শব্দ। [ঃ 'মটাস' ক'রে ভাঙল।]
মঠ — সন্ন্যাসীদের বাসস্থান, আশ্রম। চিতাভস্মের উপর নির্মিত স্মৃতি-মন্দির। মন্দিরের মতো দেখিতে এক-রকম চিনির ডেলা। [সং.] **মঠধারী** — মঠের অধ্যক্ষ, মঠের কর্তা। [সং. মঠধারিন্।] স্ত্রী. — **মঠধারিণী**। **মঠবাসী** — যে মঠে বাস করে, মঠের বাসিন্দা। [সং. মঠবাসিন্।] স্ত্রী. — **মঠবাসিনী**।
মড়ক — মহামারী। [সং. মরক।]
মড়মড় — কাষ্ঠ ইত্যাদি শুষ্ক শক্ত জিনিস ভাঙিবার শব্দ। ণ. **মড়মড়ে** — ভাঙিতে বা চিবাইতে গেলে মড়মড় শব্দ হয় এমন, শুষ্ক ও শক্ত।
মড়া — মৃতদেহ, শব, লাশ। [সং. মৃত।] **মড়াখেকো** — (গালি) যে মড়া খায়। স্ত্রী. — **মড়াখাকী**।
মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে — যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় কিন্তু বাঁচে না। [ঃ 'মড়ুঞ্চে' পোয়াতী।]
মড়িপোড়া — মড়াপোড়া, শবদাহ।
মডেল — আদর্শ। চিত্রকর যাহা বা যাহাকে দেখিয়া ছবি আঁকে। [ই. model.]
মণ — ৪০ সের। **মণ কষা** — মণের দাম হইতে সের পোয়া ছটাক ইত্যাদির দাম বাহির করা। **মণকিয়া** — মণ সংক্রান্ত গণনার তালিকা।
মণি — অলংকার রূপে ব্যবহারের উপযুক্ত বহুমূল্য উজ্জ্বল প্রস্তর। রত্ন। [সং.] **মণিকাঞ্চন** — মণি ও সোনা। **মণি-কাঞ্চনযোগ** — মণি ও সোনার সংযোগের মতো দুই মূল্যবান বস্তুর বা ব্যক্তির মিলন। **মণিকার** — মণি কাটিয়া যে পালিশ করে। জহুরী। **মণিকুট্টিম** — মণিখচিত বা দামী পাথরে বাঁধানো মেঝে। **মণিকোঠা** — রত্নখচিত কক্ষ। **মণিদীপ** — দীপের মতো উজ্জ্বল মণি। **মণিপুর** — তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত নাভিপদ্ম। **মণিপুষ্পক** — মহাভারতে বর্ণিত সহদেবের শঙ্খ। **মণিময়** — মণিখচিত, মণিতে পূর্ণ। **মণিমালা** — বহু মণি। মণি দিয়া গাঁথা মালা, রত্নহার। **মণিহারা** — ণ. মণি হারাইয়াছে এমন। [ঃ 'মণিহারা' ফণী।]
মণিপুর — আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটি স্থান। **মণিপুরী** — ণ. মণিপুর সংক্রান্ত, মণিপুরের।
মণিবন্ধ — হাতের কবজি। [সং.]
মণিহারী — সাবান চিরুনি খাতা পেনসিল চুড়ি ইত্যাদি জিনিসপত্র সংক্রান্ত। [ঃ 'মণিহারী' মাল; ঃ 'মণিহারী' দোকান।]
-মণী — 'এত মণ ওজনের' বা 'এত মণ জিনিস ধরে' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দু-'মণী' বস্তা।]
মণ্ড — মাড়, ফেন, চটকানো তরল জিনিস। [ঃ ভাতের 'মণ্ড'; ঃ চিড়ার

'মণ্ড'।] [সং.]

মণ্ডন — সজ্জিত করণ, অলংকরণ। [সং.]

মণ্ডপ — লতাপাতার ছাদ বা চাঁদোয়া ঢাকা উচ্চ স্থান। [ঃ পূজা-'মণ্ডপ'; ঃ লতা-'মণ্ডপ'।]

মণ্ডল — বৃত্তাকার জিনিস, পরিধি, চক্র। গোলাকার বস্তু। গণ, সমূহ, সংঘ। [ঃ সপ্তর্ষি-'মণ্ডল'; ঃ প্রজা-'মণ্ডল', ঃ নৃপতি-'মণ্ডল'।] বৃহৎ রাজ্য। রাজ্যের অংশ, সার্কল। গ্রাম বা অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল। পদবী বিশেষ। [সং.] **মণ্ডলাকার** — গোলাকার, চক্রাকার। **মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলাধীশ্বর** — ৪০ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি। রাজ-চক্রবর্তী।

মণ্ডলী — সমূহ, গণ। [ঃ প্রজা-'মণ্ডলী'।] বৃত্তাকার বেষ্টনী।

মণ্ডলেশ্বর — ('মণ্ডলাধীশ' দেখ।)

মণ্ডা — একরকম সন্দেশ।

মণ্ডিত — ণ. ভূষিত, অলংকৃত। মোড়া, আবৃত। [ঃ সুবর্ণ-'মণ্ডিত' পদক।] [সং.] স্ত্রী. — **মণ্ডিতা**।

মণ্ডূক — ব্যাং, ভেক। স্ত্রী. — **মণ্ডূকী**।

মৎ — আমার বা আমার দ্বারা অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। [ঃ 'মৎ'-প্রণীত।] [সং.]

মৎ — (ব্যঙ্গে) নিষেধার্থক না। [ঃ ঘাবড়াও 'মৎ'।] [হি.]

মত — নিজের ধারণা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে বক্তব্য সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য। [ঃ এ বিষয়ে আপনার কি 'মত'?] সম্মতি। [ঃ 'মত' দিয়েছি।] রকম, ভাব, প্রকার। [ঃ নানা-'মতে' বোঝানো হয়েছে।] **মতবাদ** — বিশেষ ধারণা সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস, আদর্শ সংক্রান্ত নীতি। **মতবাদী** — মতবাদে বিশ্বাসী। মতবাদ সংক্রান্ত। [সং. মতবাদিন্।] স্ত্রী. — **মতবাদিনী**। **মতভেদ** — মতের অমিল।

মত, মতন — ('মতো' দেখ।)

মতলব — অভিসন্ধি, অভিপ্রায়, ইচ্ছা। [ঃ বদ 'মতলব'।] দুরভিসন্ধি, মন্দ অভিপ্রায়। [ঃ লোকটা 'মতলব' নিয়ে এসেছিল।] কার্যসিদ্ধির উপায়। [ঃ একটা 'মতলব' বার করেছে।] [আ. মত্‌লব্।] **মতলববাজ** — ফন্দিবাজ। বি. — **মতলববাজি**। **মতলবী** — স্বার্থপর। মতলববাজ।

মতানৈক্য — ('মতভেদ' দেখ।)

মতান্তর — অন্য মত। মতভেদ। **মতান্তরে** — অন্য মতে, অন্য মত অনুসারে।

মতাবলম্বন — মতে বিশ্বাস করণ। ণ. **মতাবলম্বী** — মতে বা মতবাদে বিশ্বাস করে বা করিয়াছে এমন। [সং. মতাবলম্বিন্।] স্ত্রী. — **মতাবলম্বিনী**।

মতামত — মত বা অমত, সম্মতি বা অসম্মতি। অভিমত।

মতি — বুদ্ধি। মন। [সং.] **মতিগতি** — প্রবৃত্তি ও চালচলন। **মতিচ্ছন্ন** — যাহার বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ আপনি 'মতিচ্ছন্ন' হয়েছেন।] বুদ্ধির বিনাশ। [ঃ আপনার 'মতিচ্ছন্ন' ঘটেছে।] **মতিবিভ্রম, মতিভ্রংশ, মতিভ্রম** — বুদ্ধিনাশ, বিচারশক্তির বিলোপ। **মতিমান্** — বুদ্ধিমান্, সুধী। [সং. মতিমৎ।] স্ত্রী. — **মতিমতী**। **মতিহীন** — বুদ্ধিহীন, নির্বোধ। স্ত্রী. — **মতিহীনা**।

মতিহারী — বিহারের মতিহার অঞ্চলে উৎপন্ন একজাতীয় তামাক।

মতো — তুল্য, সদৃশ। [ঃ তোমার 'মতো'; ঃ বোকার 'মতো'।] উপযুক্ত। [ঃ মুখের 'মতো' জুতো।] অনুসারে।

[ঃ নিয়ম-'মতো'।]

মৎকুণ — ছারপোকা। গোঁফদাড়ি হয় নাই এমন বয়স্ক পুরুষ, মাকুন্দ। [সং.]

মত্ত — ণ. মাতাল, নেশায় বা আনন্দে বিহ্বল। খেপা। [ঃ 'মত্ত' হস্তী।] গর্বিত, প্রমত্ত। [ঃ মদ-'মত্ত'।] অত্যন্ত আসক্ত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। [সং.] স্ত্রী. — **মত্তা**। বি. — **মত্ততা**।

মৎসর — ণ. পরশ্রীকাতর। [সং.]

মৎস্য — মাছ। পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর প্রথম অবতার। একটি পুরাণের নাম। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের একটি রাশি। প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য বিশেষ। [সং.] স্ত্রী. — **মৎসী**। **মৎস্যকন্যা** — রূপকথায় বর্ণিত জলপরী। **মৎস্যকেতন** — ('মীনকেতন' দেখ।) **মৎস্যগন্ধা** — ব্যাসদেবের মা সত্যবতী। **মৎস্যজীবী** — যে মাছ ধরিয়া ও মাছ বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, জেলে, কৈবর্ত। [সং. মৎস্যজীবিন্।] স্ত্রী. — **মৎস্যজীবিনী**। **মৎস্যনীতি, মৎস্যন্যায়** — ('মাৎস্য ন্যায়' দেখ।) **মৎস্যভোজী** — যে মাছ খায়। [সং. মৎস্যভোজিন্।] **মৎস্যরাজ** — প্রাচীন মৎস্য রাজ্যের রাজা। মাছের রাজা। **মৎস্যাশী** — যে মাছ খায়, মৎস্যভোজী। [সং. মৎস্যাশিন্।]

মথন — মন্থন, আলোড়ন। দলন। পীড়ন। নাশ করণ। [সং.] **মথনিকা, মথনী** — মথনদণ্ড। **মথা** — ক্রি. (কবিতায়) মন্থন করা। দলন করা। [ঃ 'মথিল'।] **মথিত** — ণ. মন্থন করা হইয়াছে এমন। দলন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মথিতা**।

মথুরা, মথুরাপুরী — উত্তর প্রদেশের একটি প্রাচীন নগর, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি।

মদ — ণ. গর্ব, অহংকার। [ঃ 'মদ'-মাৎসর্য; ঃ যৌবন-'মদ'-মত্ত।] উদ্ধত ভাব, প্রমত্ততা। কস্তুরী। [ঃ মৃগ-'মদ'।] হস্তীর গণ্ডাদি হইতে নির্গত এক-রকম বস্তু। আনন্দে বিহ্বলতা। [সং.] **মদকল** — মত্ততা হেতু অস্ফুট শব্দকারী। মত্তহস্তী। **মদগর্ব** — মত্ততা ও অহংকার, উন্মত্ত দাম্ভিকতা। **মদমত্ত** — অহংকারে উন্মত্ত। নেশায় উন্মত্ত। স্ত্রী. — **মদমত্তা**।

মদ — সুরা, মদ্য। [সং. মদ্য।] **মদখোর** — যে মদ খায়, মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি।

মদত — সাহায্য। সহযোগ। [আ. মদদ্।]

মদন — প্রেমের দেবতা। [সং.] **মদন-গোপাল, মদনমোহন** — শ্রীকৃষ্ণ।

মদনা — ময়না জাতীয় পাখী।

মদনোৎসব — বসন্তকালীন উৎসব। হোলি।

মদান্ধ — গর্ব ও মত্ততার জন্য বুদ্ধি-বিবেচনাহীন। বি. — **মদান্ধতা**।

মদালস — মদ্যপানের ফলে বিহ্বল। আনন্দে বিহ্বল। স্ত্রী. — **মদালসা**।

মদিনা — আরবদেশের বিখ্যাত শহর হজরত মহম্মদ যেখানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, প্রাচীন ইয়াথ্রেব।

মদির — ণ. যাহা মত্ততার সৃষ্টি করে, যাহা নেশা জাগায়। [ঃ 'মদির' আঁখি।] [সং.] **মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা** — যে নারীর চক্ষু মোহ বা মত্ততার সৃষ্টি করে।

মদিরা — মদ, সুরা। [সং.]

মদীয় — আমার। [সং.] স্ত্রী. **মদীয়া**। [ঃ 'মদীয়া' কন্যা।]

মদো, ম'দো — মদের মতো। [ঃ 'ম'দো' গন্ধ।] মদ সংক্রান্ত। মদখোর।

মদোদ্ধত — অহংকারে উদ্ধত। স্ত্রী.

— **মদোন্মত্ততা।**

মদোন্মত্ত — মদস্রাব মদ্যপান বা অহংকারের ফলে ক্ষিপ্ত। [ঃ 'মদোন্মত্ত' হস্তী।] স্ত্রী. — **মদোন্মত্তা।** বি. — **মদোন্মত্ততা।**

মদ্গুর — মাগুর মাছ। [সং.]

মদ্দ — ('মর্দ' দেখ।)

মদ্দা — ('মর্দা' দেখ।)

মদ্দানী — ('মর্দানী' দেখ।)

মদ্য — মদ, সুরা। [সং.] **মদ্যপ, মদ্যপায়ী** — যে মদ খায়, মদখোর, মাতাল। **মদ্যপান** — বি. মদ খাওয়া।

মদ্র — উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি প্রাচীন রাজ্য। মদ্রদেশের রাজা। [ঃ 'মদ্র'-সুতা।] **মদ্রসুতা** — মদ্রদেশের রাজকন্যা, মাদ্রী।

মদ্বিধ — আমার মতো। [ঃ 'মদ্বিধ' অভাজন।] [সং.]

মধু — বি. ফুলের মিষ্ট রস। মৌমাছি কর্তৃক ফুল হইতে সঞ্চিত মিষ্ট রস। মদ্য। বসন্তকাল। চৈত্রমাস। পুরাণে বর্ণিত এক দৈত্য, বিষ্ণু ইহাকে বধ করেন। ণ. মিষ্ট, মধুর। [সং.] **মধুক** — যষ্টিমধু। মহুয়া। [সং.] **মধুকণ্ঠ** — যাহার কণ্ঠস্বর মিষ্ট এমন। মিষ্ট কণ্ঠস্বর। স্ত্রী. — **মধুকণ্ঠী। মধুকর** — ভোমরা। মৌমাছি। স্ত্রী. — **মধুকরী। মধুকৈটভ** — পুরাণে বর্ণিত মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য বিষ্ণু যাহাদিগকে বধ করেন। **মধুকৈটভারি** — মধুকৈটভের শত্রু বা নিধনকারী, বিষ্ণু। **মধুচক্র** — মৌচাক। **মধুচন্দ্র, মধুচন্দ্রমা** — বিবাহের পর প্রমোদ-বিহার (ইংরেজী 'হানিমুন' কথার অনুকরণে)। **মধুনিশা, মধুনিশি** — ('মধুযামিনী' দেখ।) **মধুপ** — মধুপানকারী, ভ্রমর। **মধুপর্ক** — মধু দধি ঘৃত জল ও শর্করার মিশ্রণে প্রস্তুত মাঙ্গলিক দ্রব্য। **মধুপুরী** — মথুরা। **মধুবন** — বৃন্দাবনের একটি বন। **মধুবর্ষী** — মধু বর্ষণ করে এমন, সুমধুর। [ঃ 'মধুবর্ষী' কণ্ঠস্বর।] [সং. মধুবর্ষিন্।] **মধুব্রত** — ভোমরা, মৌমাছি। **মধুমক্ষিকা** — মৌমাছি। **মধুমতী** — সুমধুরা। বাংলা দেশের একটি নদীর নাম। একরকম ছন্দের নাম। **মধুমত্ত** — মদ্যপানে মত্ত। বসন্তাগমে মত্ত। স্ত্রী. — **মধুমত্তা। মধুময়** — মধুতে পূর্ণ। সুমধুর। স্ত্রী. — **মধুময়ী। মধুমাধব** — চৈত্র ও বৈশাখ মাস। **মধুমাস** — চৈত্রমাস। **মধুমেহ** — বহুমূত্র রোগ। **মধুযামিনী** — বসন্তকালের রাত্রি। মধুর আনন্দময় রাত্রি। **মধুরাতি** — ('মধুযামিনী' দেখ।) **মধুসখ** — বসন্তবন্ধু, কোকিল। **মধুসূদন** — মধুনামক দৈত্যের বিনাশকারী, বিষ্ণু। **মধুস্বর** — মধুর কণ্ঠস্বর। যাহার স্বর মিষ্ট এমন।

মধুর — ণ. মিষ্ট। আনন্দদায়ক। [সং.] স্ত্রী. — **মধুরা।** বি. — **মধুরতা। মধুরভাষী** — যে মিষ্ট কথা বলে। [সং. মধুরভাষিন্।] স্ত্রী. — **মধুরভাষিণী। মধুরিমা** — মধুরতা, মাধুর্য। [সং. মধুরিমন্।]

মধূচ্ছিষ্ট — মোম। [সং.]

মধূৎসব — বসন্তোৎসব। [সং.]

মধ্য — বি. মাঝ, মাঝখান। [ঃ 'মধ্যস্থ'; ঃ 'মধ্যবর্তী'।] ভিতর, অভ্যন্তর। [ঃ ঘরের 'মধ্যে'।] অন্তর্বর্তী স্থান। [ঃ দুই নদীর 'মধ্যে'।] কটি, কোমর। [ঃ 'ক্ষীণ-

মধ্য'।] ণ. মধ্যবর্তী, মাঝের। দুই প্রান্ত হইতে সমদূরবর্তী, কেন্দ্রস্থ। [ঃ 'মধ্য'-বিন্দু; ঃ 'মধ্য'-রাত্রি।] [সং.] **মধ্যদেশ** — প্রাচীন কালের মধ্য ভারত। **মধ্যন্দিন** — দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন। **মধ্যপদলোপী** — একরকম সমাস যাহাতে মাঝের পদ লুপ্ত হইয়া থাকে। **মধ্যপ্রদেশ** — একটি ভারতীয় প্রদেশ। **মধ্যবয়স্ক** — প্রৌঢ়, মাঝবয়সী। স্ত্রী. — **মধ্যবয়স্কা**। **মধ্যবর্তী** — মাঝে আছে এমন। স্ত্রী. — **মধ্যবর্তিনী**। বি. — **মধ্যবর্তিতা**। **মধ্যবিত্ত** — ধনীও নহে গরীবও নহে এমন। **মধ্যভাগ** — মাঝখান। মাঝের অংশ। **মধ্যরাত্র** — দুপুর রাত, মাঝরাত, গভীর রাত। **মধ্যরেখা** — মাথার উপর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত কাল্পনিক রেখা। **মধ্যস্থ** — ণ. মধ্যবর্তী। বি. যে উভয় পক্ষের মাঝে থাকিয়া বিবাদ ইত্যাদির মীমাংসা করে, সালিশ। **মধ্যস্থতা** — মধ্যস্থের কাজ। **মধ্যস্থল** — মাঝখান, মধ্যভাগ। ণ. **মধ্যস্থিত** —মাঝখানে আছে এমন। স্ত্রী. — **মধ্যস্থিতা**। **মধ্যা** — ('মধ্যমা' দেখ।)

মধ্যম — ণ. মধ্যবর্তী। উৎকৃষ্টও নহে অপকৃষ্টও নহে এমন, মাঝামাঝি। দ্বিতীয়, মেঝো। বি. (সংগীতে) স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর, 'মা'। স্ত্রী. — **মধ্যমা**। **মধ্যমণি** — অলংকারের মধ্যস্থিত শ্রেষ্ঠ মণি। প্রধান ব্যক্তি। **মধ্যমা** — বি. মাঝের আঙুল। **মধ্যমান** — (সংগীতে) তাল বিশেষ। **মধ্যমিকা** — প্রাচীন ভারতের অঞ্চল বিশেষ।

মধ্যাহ্ন — দিনের মধ্যভাগ, দুপুরবেলা। [সং.] **মধ্যাহ্নভোজন** — দুপুরের প্রধান আহার।

মধ্বাসব — মধু হইতে প্রস্তুত মদ। [সং.]

মন — ('মণ' দেখ।)

মন — অন্তঃকরণ, হৃদয়, অন্তরিন্দ্রিয় যাহার দ্বারা স্মরণ কল্পনা ইচ্ছা চিন্তা অনুভব ইত্যাদি করা যায় মনে করা হয়। স্মৃতি, স্মরণ। [ঃ 'মনে' আনা; ঃ 'মনে' রাখা।] ইচ্ছা, প্রবৃত্তি। [ঃ 'মন' চায় না; ঃ 'মন' হওয়া।] পছন্দ। [ঃ 'মনোমত'; ঃ 'মনে' ধরা।] ভালোবাসা, প্রেম। [ঃ 'মনের মানুষ; ঃ 'মন' দেওয়া।] বোধ, বিবেচনা, অনুমান। [ঃ 'মনে' হয়।] উৎসাহ, উদ্যম, আশা। [ঃ 'মন' ভাঙা।] সংকল্প। ['মনের' জোর।] কল্পনা। [ঃ 'মন'-গড়া গল্প।] মনোযোগ, একাগ্রতা। [ঃ 'মন' দিয়ে পড়া।] [সং. মনস্।] **মন না উঠা, মন না ওঠা** — মনের মতো না হওয়ায় খুশী না হওয়া। [ঃ জিনিস দেখে 'মন ওঠেনি'।] **মন উড়ু উড়ু করা** — মনোযোগ দিতে না পারা। উদাস বোধ করা। **মন করা** — ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। **মনকষাকষি** — মনোমালিন্য, বিবাদের সূচনা। **মন কাঁদা** — প্রিয়জনের অনুপস্থিতির জন্য বেদনা ও আকুলতা বোধ করা। **মন কাড়া** — মুগ্ধ করা। **মন কেমন করা** — বেদনা আকুলতা ও উদাস ভাব বোধ করা। **মন খারাপ হওয়া** — ব্যথিত হতাশ ও আকুল হওয়া। **মন খোলসা করা, মন খোলা** — অকপট হওয়া। **মন-খোলা** — অকপট, সরল। **মন-গড়া** — কাল্পনিক। **মন গলা** — সহানুভূতি ও করুণা বোধ করা। **মনচোর, মনচোরা** — যে মন চুরি

পাত্র, প্রণয়ী। **মন ছুটা** — প্রবল আকর্ষণ বোধ করা। **মন জানা** — মনের কথা বা গোপন ইচ্ছা জানা। **মন জানাজানি হওয়া** — পরস্পরের কাছে পরস্পরের ভালোবাসা স্বীকার করা। **মন টলা** — সংকল্প টলা, মনে দুর্বলতা দেখা দেওয়া। **মন টানা** — মনে আকর্ষণ বোধ করা, আকৃষ্ট হওয়া। **মন থাকা** — ইচ্ছা থাকা। **মন না থাকা** — অমনোযোগী হওয়া। **মন থেকে** — আন্তরিকভাবে। **মন দেওয়া** — মনোযোগ দেওয়া। ভালোবাসা দেওয়া। **মন দেওয়া-নেওয়া** — প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরকে ভালোবাসা। **মন পড়া** — আকর্ষণ বোধ করা। **মন পাওয়া** — কাহারও ভালোবাসা বা সন্তোষ লাভ করা। **মন বসা** — মনোনিবেশ হওয়া। **মন বসানো** — চেষ্টা করিয়া মনোযোগ দেওয়া। **মন বুঝা** — মনোভাব বুঝা। **মন ভাঙা** — উৎসাহ উদ্যম নষ্ট হওয়া বা করা। **মন মজা** — অত্যন্ত আসক্ত হওয়া। **মন-মরা** — উৎসাহহীন। **মন মাতা** — আনন্দে বিভোর বা চঞ্চল হওয়া। **মন মাতানো** — আনন্দে বিহ্বল বা অভিভূত করা। **মন-মাতানো** — আনন্দে বিহ্বল করে এমন। [ঃ 'মন-মাতানো' গান।] **মন মানে না** — মন সান্ত্বনা বা প্রবোধ মানে না। **মন যাওয়া** — মন আকৃষ্ট হওয়া। **মন যোগানো** — তোষামোদ করা। **মন-যোগানো** — তোষামোদে পূর্ণ। [ঃ 'মন-যোগানো' কথা।] **মন রাখা** — বাহ্যিক ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করা। **মন লাগা** — মনোযোগ বা একাগ্রতার সৃষ্টি হওয়া। **মন লাগানো** — মনোযোগ দেওয়া। **মন সরা** — ইচ্ছা হওয়া। [ঃ দিতে 'মন সরে' না।] **মন হওয়া** — ইচ্ছা হওয়া। **মনে আনা** — স্মরণ করা। **মনে আসা** — স্মরণ হওয়া। **মনে করা** — ভাবা। [ঃ যাব 'মনে করছি'।] **মনে করিয়া, মনে ক'রে** — স্মরণ করিয়া, ভুলিয়া না গিয়া। [ঃ 'মনে ক'রে' এনো।] **মনে জানা** — বাহিরে প্রকাশ না করিলেও বা মুখে না বলিলেও মনে মনে জানা। সত্য বলিয়া জানা। **মনে থাকা** — স্মরণ থাকা, ভুলিয়া না যাওয়া। **মনে ধরা** — পছন্দ হওয়া। **মনে পড়া** — স্মরণ হওয়া। **মনে-প্রাণে** — সর্বান্তঃকরণে। **মনে মনে** — অন্তরে, মুখে প্রকাশ না করিয়া। **মনে রাখা** — স্মরণ রাখা, ভুলিয়া না যাওয়া। **মনে লাগা** — পছন্দ হওয়া। **মনে হওয়া** — ভাবা, বোধ হওয়া। **মনের আগুন** — গোপন দুঃসহ বেদনা। **মনের কালি** — মনে সঞ্চিত রাগ দুঃখ গ্লানি ইত্যাদি। **মনের জ্বালা** — বেদনা ক্রোধ ইত্যাদির ফলে মনের দুঃসহ অস্থিরতা। **মনের ঝাল** — মনে সঞ্চিত বহুদিনের আক্রোশ। **মনের মত, মনের মতন, মনের মতো** — পছন্দসই। **মনের ময়লা** — ('মনের কালি' দেখ।) **মনের মানুষ** — প্রিয়জন, প্রণয়ী বা প্রণয়িনী। **মনের মিল** — বন্ধুত্ব, ভালোবাসা।

মনঃ — বি. মন, অন্তর। [সং. মনস্।] **মনঃকষ্ট** — মনের দুঃখ, মানসিক বেদনা। **মনঃক্ষুণ্ণ** — দুঃখিত, মনে আঘাত পাইয়াছে এমন, ক্ষুব্ধ। বি. — **মনঃক্ষুণ্ণতা**। স্ত্রী. — **মনঃক্ষুণ্ণা**। **মনঃপীড়া** — মনের দুঃখ, মনঃকষ্ট, মানসিক বেদনা। **মনঃপূত** — মনোমত, পছন্দসই। **মনঃপ্রাণ** — দেহমন, জীবন ও মন। [ঃ 'মনঃপ্রাণ' সমর্পণ

করিলাম।] **মনঃসংযোগ** — মন দেওয়া, মনোযোগ, মনোনিবেশ। **মনঃসমীক্ষণ, মনঃসমীক্ষা** — (বিজ্ঞানে) মানবমনের বিশ্লেষণ ও বিচার, psycho-analysis. **মনঃস্থ** — ('মনস্থ' দেখ।)।

মনঃশিলা — একরকম খনিজ দ্রব্য, মনছাল। [সং.]

মনক্কা — একরকম শুকনা বড় আঙুর। [আ. মুনক্কা।]

মনছাল — গন্ধক ও সেঁকো বিষের মিশ্রণ-জাত একরকম খনিজ পদার্থ, মনঃশিলা। [সং. মনঃশিলা।]

মনন — চিন্তন, চিন্তা করণ। ইচ্ছা, অভিলাষ। সংকল্প। [সং.] **মনন-শীল** — চিন্তাপরায়ণ, চিন্তাশীল। [ঃ 'মননশীল' লেখক।] চিন্তাপূর্ণ। [ঃ 'মননশীল' রচনা।] স্ত্রী. — **মননশীলা**। বি. — **মননশীলতা**। ণ. **মননীয়** — চিন্তনীয়।

মনশ্চক্ষু — মানসিক দৃষ্টি, জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি। [সং. মনশ্চক্ষুস্।]

মনশ্চাঞ্চল্য — মানসিক অস্থিরতা, চিত্ত-চাঞ্চল্য। [সং.]

মনসব — মোগল বাদশাহ্-প্রদত্ত মর্যাদা যাহার গুরুত্ব অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করিত। [আ.] **মনসবদার** — মোগল বাদশাহের অধীনে এক ধরনের সেনাপতি যাঁহারা অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যার অনুপাতে রাজকোষ হইতে নির্দিষ্ট অর্থ পাইতেন। [ঃ পাঁচ-হাজারী 'মনসবদার'।] **মনসবদারি** — মনসবদারের পদ বা কাজ। ণ. **মনসবদারী** — মনসবদার সংক্রান্ত।

মনসা — (হিন্দু ধর্মে) সর্পের দেবী, বাসুকির ভগিনী ও জরৎকারুপত্নী। একরকম কাঁটাযুক্ত গাছ। [সং.] **মনসামঙ্গল** — মনসাদেবীর স্তুতি ও কাহিনী লইয়া রচিত প্রাচীন বাংলা কাব্য। **একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ** — রাগী লোকের ক্রোধবৃদ্ধির সামান্য কারণ।

মনসিজ — (মনে যাহার জন্ম) মদন, কাম, প্রেমের দেবতা। [সং.]

মনস্কাম, মনস্কামনা — ইচ্ছা, বাসনা, অভিলাষ। [সং.]

মনস্তাপ — অনুশোচনা, খেদ, অনুতাপ। মনঃকষ্ট, মানসিক বেদনা। [সং.]

মনস্তুষ্টি — মানসিক সন্তোষ। [সং.]

মনস্থ — ণ. মনে স্থিত। সংকল্পিত। বি. সংকল্প। [ঃ 'মনস্থ' করেছি।]

মনস্বী — উদারচিত্ত, মহামনা। মননশীল, মনীষী। [সং. মনস্বিন্।] স্ত্রী. — **মনস্বিনী**। বি. — **মনস্বিতা**।

মনান্তর — মনের গরমিল, মনোমালিন্য, বিবাদ।

মনি-অর্ডার — ডাকযোগে টাকা-পয়সা প্রেরণ। ডাকযোগে প্রেরিত অর্থ। [ই. money-order.]

মনিব — প্রভু, কর্মে নিয়োগকারী। [আ. মুনিব।] **মনিবগিরি** — (নিন্দায়) মনিবের মতো ব্যবহার।

মনিব্যাগ — টাকা-পয়সা রাখিবার ছোট থলি। [ই. money-bag.]

মনিয়া — একরকম ছোট সুন্দর পাখী।

মনিহারী — ('মণিহারী' দেখ।)

-মনী — (-'মণী' দেখ।)

মনীষা — উদ্‌ভাবনী বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি। [সং.] **মনীষী** — মনীষার অধিকারী, তীক্ষ্ণধী, জ্ঞানী। [সং. মনীষিন্।] স্ত্রী. — **মনীষিণী**। বি. — **মনীষিতা**।

মনু — পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার মানসপুত্র (ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্দশ), হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে মানবজাতির আদি-পুরুষ। হিন্দুধর্মশাস্ত্র রচয়িতা জনৈক

প্রাচীন ঋষি। [ঃ 'মনু'-সংহিতা।] [সং.] **মনুজ** — মনুষ্য, মানব, মানুষ। **মনুজেন্দ্র** — রাজা, মানবেন্দ্র, নরেন্দ্র। **মনুসংহিতা** — মনু নামে জনৈক প্রাচীন ঋষি কর্তৃক রচিত হিন্দুধর্মশাস্ত্র।

মনুমেণ্ট — স্মৃতিস্তম্ভ। [ই. monument.]

মনুষ্য — বি. মানুষ, মানব। স্ত্রী. — **মনুষী**। **মনুষ্যত্ব** — মানুষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য, মানবোচিত সদ্‌গুণ। **মনুষ্যযান** — পালকি রিকশ ইত্যাদি যাহা মানুষে বহে বা টানে। **মনুষ্যলোক** — ইহজগৎ, পৃথিবী। মানবসমাজ। **মনুষ্যোচিত** — মানুষের উপযুক্ত। মানুষের যোগ্য।

মনোগত — ণ. মানসিক, মনে গোপন, মনে স্থিত। [সং.]

মনোজ — (মনে জাত) কাম, মদন, মনসিজ। [সং.]

মনোজগৎ — চিন্তার জগৎ, কল্পনা ও চিন্তায় রচিত জগৎ, অন্তর্জগৎ। সকল মানসিক ব্যাপার। [সং.]

মনোজব — ণ. মনের মতো দ্রুতগামী। [সং.]

মনোজ্ঞ — সুন্দর, মনোহর, চিত্তাকর্ষক। [সং.] বি. — **মনোজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **মনোজ্ঞা**।

মনোনয়ন — পছন্দ, নির্বাচন। ভোটের দ্বারা নির্বাচন না করিয়া গ্রহণ। ণ. **মনোনীত** — নির্বাচিত। ভোটের দ্বারা নির্বাচন না করিয়া গৃহীত। [ঃ 'মনোনীত' সদস্য।] স্ত্রী. — **মনোনীতা**।

মনোনিবেশ — মনোযোগ দান, মনঃসংযোগ।

মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা — মনের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মনস্কামনা।

মনোবিকলন — মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, psycho-analysis.

মনোবিকার — চিত্তচাঞ্চল্য। মানসিক ব্যাধি।

মনোবিজ্ঞান — মনের গঠন প্রকৃতি ক্রিয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিদ্যা, psychology. **মনোবিজ্ঞানী** — মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত।

মনোবিদ্যা — ('মনোবিজ্ঞান' দেখ।)

মনোবৃত্তি — মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া। মনোভাব। [ঃ হীন 'মনোবৃত্তির' পরিচয়।] [সং.]

মনোবেদনা, মনোব্যথা — মনঃকষ্ট, মানসিক দুঃখ। [সং.]

মনোভঙ্গ — হতাশা, উদ্যমহীনতা। [সং.]

মনোভব — মনোজ, কাম, মদন। [সং.]

মনোভাব — মনের অবস্থা। ইচ্ছা, অভিপ্রায়। [সং.]

মনোভার — মনের বোঝা, দুঃখ উদ্‌বেগ ইত্যাদি।

মনোমত — পছন্দসই, মনের মতো।

মনোময় — ণ. মনের দ্বারা গঠিত, মানস। [ঃ 'মনোময়' প্রতিমা।] স্ত্রী. — **মনোময়ী**।

মনোমালিন্য — মনান্তর, বিবাদ।

মনোমোহন — মন মুগ্ধ করে এমন, চিত্তমুগ্ধকর। স্ত্রী. — **মনোমোহিনী**।

মনোযোগ — মনোনিবেশ, মন দেওয়া, মনঃসংযোগ, একাগ্রতা। **মনোযোগী** — যাহার মনোযোগ বা একাগ্রতা আছে এমন। [সং. মনোযোগিন্‌।] স্ত্রী. —**মনোযোগিনী**। বি. — **মনোযোগিতা**।

মনোরঞ্জন — মনোহর, মন মুগ্ধ করে এমন। **মনোরঞ্জন** — মনের সন্তোষ সাধন। ণ. মনের সন্তোষ সাধন করে এমন, মনোমোহন। স্ত্রী. — **মনোরঞ্জিনী**।

মনোরথ — ইচ্ছা, অভিলাষ। মন রূপ রথ।

মনোরম — সুন্দর, চিত্তাকর্ষ রমণীয়। স্ত্রী. — **মনোরমা।**

মনোরাজ্য — মনোজগৎ, চিন্তার জগৎ। হৃদয় রূপ রাজ্য। [অধীশ্বরী।] [সং.]

মনোলোভা — ণ. স্ত্রী. মনে লোভের সৃষ্টিকারিণী, মনোরমা, হারিণী।

মনোহর — সুন্দর, ত্তাকর্ষক, মনোরম। **মনোহরণ** — মুগ্ধ করণ, চিত্তাকর্ষণ। **মনোহরা** — স্ত্রী. ণ. চিত্তহারিণী, মনোরমা। বি. চিনির লেপযুক্ত এক-রকম মিষ্টান্ন।

মনোহারী — মনোহর, মনোরম, চিত্তা-কর্ষক। [সং. মনোহারিন্।] স্ত্রী. — **মনোহারিণী।** বি. — **মনোহারিতা, মনোহারিত্ব।**

মন্তব্য — ণ. চিন্তনীয়, মননীয়। বি. অভিমত। টিপ্পনী। [সং.]

মন্ত্র — পূজা ইত্যাদিতে ব্যবহার্য শাস্ত্রোক্ত বাক্য বা শব্দ। দীক্ষাকালে গুরুদত্ত বাক্য বা শব্দ। ব্রত বা কর্মের মূল-নীতি, আদর্শ। [ঃ স্বাধীনতার 'মন্ত্র'।] পবিত্র বাণী। বেদের অংশ বিশেষ। মন্ত্রণা। [সং.] **মন্ত্রকুশল** — মন্ত্রণাপটু, পরামর্শদানে নিপুণ। স্ত্রী. — **মন্ত্রকুশলা।** **মন্ত্রগুপ্তি** — মন্ত্রণা গোপন রাখার কাজ। **মন্ত্রগৃহ** — মন্ত্রণাগৃহ, পরামর্শ করিবার ঘর। **মন্ত্রতন্ত্র** — মন্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়। **মন্ত্রদাতা** — পরামর্শদাতা। দীক্ষাগুরু। [সং. মন্ত্রদাতৃ।] স্ত্রী. — **মন্ত্রদাত্রী।** **মন্ত্রদ্রষ্টা** — বেদমন্ত্রের রচয়িতা। সত্য-দ্রষ্টা, ঋষি। [সং. মন্ত্রদ্রষ্টৃ।] **মন্ত্রপূত** — মন্ত্রের দ্বারা পবিত্র করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মন্ত্রপূতা।** **মন্ত্রবল** — মন্ত্রের শক্তি, মন্ত্রের প্রভাব। **মন্ত্রমুগ্ধ** — মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত, মন্ত্রের দ্বারা সম্মোহিত। স্ত্রী. — **মন্ত্রমুগ্ধা।** **মন্ত্রসিদ্ধ** — মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ, মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মন্ত্রসিদ্ধা।** বি. — **মন্ত্রসিদ্ধতা, মন্ত্রসিদ্ধি।**

মন্ত্রণ — পরামর্শদান, মন্ত্রণাদান। **মন্ত্রণা** — পরামর্শ, কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা। পরামর্শদান। উপদেশ ও যুক্তি। [ঃ 'মন্ত্রণা' দেওয়া।]

মন্ত্রী — মন্ত্রণাদাতা। রাজা বা রাষ্ট্র শাসনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে মন্ত্রণা দেয়। দাবা খেলায় বলবিশেষ। [সং. মন্ত্রিন্।] **মন্ত্রিত্ব** — মন্ত্রীর পদ বা কাজ। **মন্ত্রিসভা** — মন্ত্রীদিগকে লইয়া গঠিত পরামর্শসভা, ministry.

মন্থন — মওয়া, মথিত করণ। [ঃ সমুদ্র-'মন্থন'।] দলন, বিনাশ। [সং.] **মন্থনদণ্ড** — লাঠির মতো জিনিস যাহা দিয়া দধি ইত্যাদি মন্থন করা হয়। **মন্থনপাত্র** — যাহাতে দধি ইত্যাদি রাখিয়া মন্থন করা হয়। **মন্থনী** মন্থনদণ্ড। মন্থনপাত্র। **মন্থী** — মন্থনকারী। [সং. মন্থিন্।]

মন্থর — ধীর, দ্রুত নহে এমন, ধীরগতি। [সং.] স্ত্রী. — **মন্থরা।** বি. — **মন্থরতা।** **মন্থরগতি** — ধীরে চলে এমন। ধীর গতি। **মন্থরগামী** ধীরে চলে এমন। [সং. মন্থরগামিন্।] স্ত্রী. — **মন্থরগামিনী।** স্ত্রী. **মন্থরা** — ণ. ধীরা। বি. রামায়ণে বর্ণিত কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী।

মন্দ — খারাপ, নিরেস, ভালো নহে এমন। অশুভ। [ঃ 'মন্দ' ভাগ্য; ঃ 'মন্দ' খবর।] অসৎ, দুষ্ট। [ঃ 'মন্দ' লোক।] ধীর, মৃদু। [ঃ 'মন্দ'

সমীরণ।] কটু। [ঃ 'মন্দ' কথা।] অসুস্থ। [ঃ শরীর 'মন্দ'।] অকল্যাণ, ক্ষতি। [ঃ তোমার 'মন্দ' চাই না।] [সং.] স্ত্রী. — **মন্দা**। **মন্দগতি** — যাহার গতিবেগ অল্প, ধীরগতি। ধীরে গমন। **মন্দগামী** — ধীরে চলে এমন। [সং. মন্দগামিন্।] স্ত্রী. — **মন্দগামিনী**। বি. — **মন্দগামিতা**। **মন্দগ্রহ** — অনিষ্টকারী গ্রহ, শনি। **মন্দবুদ্ধি** —যাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই। যাহার দুষ্ট বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিহীনতা। দুষ্টবুদ্ধি। **মন্দভাগ** — দুর্ভাগা, হতভাগ্য। স্ত্রী. — **মন্দভাগিনী**। **মন্দভাগ্য** — দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য। ভাগ্যহীনতা, দুর্ভাগ্য। স্ত্রী. — **মন্দভাগ্যা**। **মন্দমন্দ** — ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু।

মন্দন — (বিজ্ঞানে) বেগের ক্রমিক হ্রাস, retardation. [সং.] (তুঃ ত্বরণ।)

মন্দর — পুরাণে বর্ণিত পর্বত, সমুদ্রমন্থনের সময়ে যাহাকে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। [সং.]

মন্দা — বাজারে মন্দ অবস্থা, বেচাকেনা ও মূল্যের হ্রাস। ('মন্দ' দেখ।)

মন্দাকিনী — স্বর্গগঙ্গা, সুরধুনী। [সং.]

মন্দাক্রান্তা — সংস্কৃত কবিতার একরকম ধীরগতি ছন্দ। [সং.]

মন্দাগ্নি — বি. ক্ষুধার অল্পতা ও হজম করিবার শক্তির অভাব, অগ্নিমান্দ্য। ণ. যাহার ক্ষুধা ও হজম করিবার শক্তি কম এমন। [সং.]

মন্দানিল — ধীর মৃদু বাতাস। [সং.]

মন্দার — পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের একরকম ফুল। মাদার গাছ। [সং.]

মন্দির — দেবালয়। পবিত্র গৃহ। ভবন, গৃহ। [ঃ শয়ন-'মন্দির'।] [সং.]

মন্দিরা — কাঁসা বা পিতলের তৈয়ারী একজোড়া ছোট বাটির মতো দেখিতে একরকম বাদ্যযন্ত্র, ছোট খঞ্জাল।

মন্দীভবন — তেজের হ্রাসপ্রাপ্তি। [সং.] ণ. **মন্দীভূত** — যাহার তেজ কমিয়া আসিয়াছে এমন, মৃদু বা ক্ষীণ হইয়াছে এমন।

মন্দুরা — অশ্বশালা, আস্তাবল। [সং.]

মন্দোৎসাহ — ণ. যাহার উৎসাহ অল্প, নিরুৎসাহ। [সং.]

মন্দোদরী — ণ. ক্ষীণ উদর যে নারীর, ক্ষীণোদরা। বি. রামায়ণে বর্ণিত রাবণের স্ত্রী। [সং.]

মন্দ্র — বি. গম্ভীর ধ্বনি। [ঃ মেঘ-'মন্দ্র'।] বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, মৃদঙ্গ। ণ. গম্ভীরা। [ঃ 'মন্দ্র' কণ্ঠে।] [সং.] **মন্দ্রা** — বি. (কবিতায়) গম্ভীর ধ্বনি করা। গম্ভীর ধ্বনিতে পূর্ণ করা। ণ. **মন্দ্রিত** — গম্ভীর ধ্বনিতে পূর্ণ, গম্ভীর-ধ্বনিময়। গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত। [ঃ 'মন্দ্রিত' তব ভেরী।]

মন্মথ — প্রেমের দেবতা, কাম। [সং.] **মন্মথমোহিনী** — প্রেমের দেবী, রতি।

মন্যি — শাপ শব্দের সহিত সহকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। [ঃ শাপ-'মন্যি' দিও না ঠাকুর।] [সং. মন্যু।]

মন্যু — ক্রোধ। শোক। [সং.]

মন্বন্তর — পুরাণমতে এক এক মনুর অধিকার কাল। ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। [সং.]

মফস্বল — গ্রামাঞ্চল, শহর বা রাজধানীর বাহিরে অবস্থিত স্থান। [ঃ 'মফস্বলে' যাওয়া।] সম্মুখের বিপরীত দিক, ভিতরের দিক। [ঃ সদর-'মফস্বল'।] [আ. মুফস্সল।]

মবলগ — নগদ। মোট, থোক, একত্র। [ঃ 'মবলগ' দশ টাকা।] [আ. মব্লগ্।]

মম — (কবিতায়) আমার। [সং.] **মমতা, মমত্ব** — আমার বলিয়া জ্ঞান বা বোধ। স্নেহ, আসক্তি।

মমি — সোরা আলকাতরা ইত্যাদি যোগে রক্ষিত মৃতদেহ। [ই. mummy; আ. মুমাইয়িন্।]

ময় — মহাভারতে বর্ণিত দানব শিল্পী যে যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিল।

-ময় — 'বিশিষ্ট', 'পূর্ণ', 'ব্যাপ্ত' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ প্রাণ-'ময়'; ঃ জল-'ময়'; আকাশ-'ময়'।] [সং. ময়ট্।] স্ত্রী. — **-ময়ী**।

ময়দা — গমের ধবধবে সাদা মিহি গুঁড়া। [ফা.]

ময়দান — খেলিবার বা বেড়াইবার উপযোগী মাঠ। [ফা.]

ময়না — শালিক জাতীয় কালো একরকম পাখী যাহা বুলি ধরে।

ময়না-তদন্ত — (খুন বা অপমৃত্যু সম্পর্কে) পরিদর্শন ও অনুসন্ধান। [আ. মুআয়নহ্।]

ময়রা — মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক, মোদক। [সং. মোদক।] স্ত্রী. — **ময়রানী**।

ময়লা — ণ, অপরিস্কৃত, মলিন, নোংরা। [ঃ 'ময়লা' কাপড়।] কালো, শ্যামল। [ঃ 'ময়লা' রং।] বি. মল, নোংরা জিনিস। [ঃ 'ময়লা' ফেলা; ঃ গায়ের 'ময়লা'।] কুটিলতা, মন্দ ভাব। [ঃ মনের 'ময়লা'।] [সং. মল।] **ময়লাটে** — অল্প ময়লা। অনুজ্জ্বল।

ময়ান — ময়দা থাসিবার সময়ে ময়দায় মিশানো ঘি।

ময়াল — একরকম প্রকাণ্ড সাপ। [সং. মহাকাল।]

ময়ূখ — কিরণ, রশ্মি। [সং.] **ময়ূখ-মালী** — সূর্য। [সং. ময়ূখমালিন্।]

ময়ূর — একরকম সুন্দর বহুবর্ণযুক্ত সুবৃহৎ পাখী। [সং.] স্ত্রী. — **ময়ূরী**। **ময়ূরকণ্ঠী** — ময়ূরের গলার মতো রঙযুক্ত। [ঃ 'ময়ূরকণ্ঠী' শাড়ি।] **ময়ূরপঙ্খ, ময়ূরপঙ্খী** — —ময়ূরের মতো দেখিতে সুন্দর নৌকা। **ময়ূরপুচ্ছ** — ময়ূরের সুন্দর লম্বা লেজ বা পালক।

মর — ণ. যাহা মরে এমন, মৃত্যুশীল, নশ্বর। [ঃ 'মর' জগৎ; ঃ 'মর' দেহ।] [সং.]

মরক — মড়ক। [সং.]

মরকত — একরকম সবুজ রঙের বহুমূল্য পাথর, পান্না। [সং.]

মরগেজ — বন্ধক, ঋণের জন্য আবদ্ধ। [ই. mortgage.] ণ. — **মরগেজী**।

মরচে — ('মরিচা' দেখ।)

মরজি — ('মর্জি' দেখ।)

মরণ — মৃত্যু। বিরক্তিসূচক গালি। [সং.] **মরণকাঠি** — রূপকথায় বর্ণিত কাঠি যাহা ছুঁয়াইলেই মৃত্যু হয়। **মরণ-কামড়** — মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য ও নিকটবর্তী জানিয়া প্রতিশোধ লইবার শেষ চেষ্টা। **মরণকামনা** — মৃত্যু হউক এই ইচ্ছা। **মরণদশা** — মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন অবস্থা। বিরক্তিসূচক গালি। **মরণবাঁচন** — মরা ও বাঁচা, জীবনমৃত্যু। মরা-বাঁচা সংক্রান্ত। [ঃ 'মরণবাঁচন' প্রশ্ন।] **মরণশীল** — যাহা মরিবেই, ধ্বংসশীল, নশ্বর। **মরণাপন্ন** — মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন, মুমূর্ষু। **মরণাশৌচ** — আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য অশৌচ। ণ. **মরণীয়** — ণ. যাহার মৃত্যু বা বিনাশ হওয়া উচিত। যাহার মৃত্যু বা বিনাশ হইবে। **মরণোন্মুখ** — মরিতে বসিয়াছে এমন, মরে মরে এমন, মুমূর্ষু।

মরত — (কবিতায়) মর্ত্য।

মরদ — বি. মন্দ, পুরুষ। গ. সাহসী, শক্তিশালী, বীর। [ঃ 'মরদ' বাচ্চা।] । ফা. মর্দ্।]

মরম — (কবিতায়) মর্ম।

মরমর — মুমূর্ষু, মরণোন্মুখ।

মরমর — (পদ্যে) মর্মর।

মরমিয়া — বুদ্ধির অতীত ও অনুভূতির দ্বারা জ্ঞেয় নিগূঢ় ভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়ক, mystic.

— গ. দরদী। [ঃ 'মরমী' বন্ধু।] অনুভূতিশীল। [ঃ 'মরমী' কবি।] যে মরমিয়া তত্ত্ব আলোচনা করে, mystic. **মরমীবাদ** — মরমিয়া তত্ত্ব সংক্রান্ত মতবাদ, mysticism. **মরমী-বাদী** — মরমীবাদে বিশ্বাসী। মরমী-বাদ সংক্রান্ত।

মরশুম — ঋতু, কাল। ব্যাপক উৎসব ও কেনাবেচা ইত্যাদির বিশেষ সময়। [ফা. মৌসিম।] গ. **মরশুমী** — বিশেষ ঋতুতে জন্মে বা হয় এমন। [ঃ 'মরশুমী' ফুল।] সাময়িক, অল্পস্থায়ী। [ঃ 'মরশুমী' সাহিত্য।]

মরসুম, মরসুমী — ('মরশুম' ও 'মরশুমী' দেখ।)

মরহুম — গ. মৃত। [আ.]

মরা — ক্রি. প্রাণত্যাগ করা। শুকাইয়া যাওয়া। [ঃ জল 'মরা'।] কমা, হ্রাস পাওয়া। [ঃ ব্যথা 'মরা'।] কষ্টভোগ করা। [ঃ খেটে 'মরা'; ঃ ভেবে 'মরা'।] সর্বস্বান্ত বা বিপন্ন হওয়া। [ঃ ধনে-প্রাণে 'মরা'।] অতিশয় সঙ্কোচবোধ করা। [ঃ লজ্জায় 'মরি'।] মজা, মুগ্ধ হওয়া। [ঃ রূপ দেখে 'মরেছে'।] গ. মৃত। [ঃ 'মরা' মানুষ।] শুষ্ক, ক্ষীণস্রোতা। [ঃ 'মরা' গাঙ।] খাদ-যুক্ত। [ঃ 'মরা' সোনা।] বি. মৃত্যু।

মরামাস — শুকনা চামড়া, খুসকি। **মরাহাজা** — মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত। অনেকে মরিবার পর জাত। **ক্ষুধা মরা** — যথাসময়ে না খাওয়ায় ক্ষুধা কমিয়া যাওয়া। **ধুলা মরা** — অল্প বৃষ্টি বা বারি সিঞ্চনের ফলে ধুলা উড়া বন্ধ হওয়া। **ধুলা-মরা** — যাহাতে ধুলা উড়া বন্ধ হইতে পারে এমন অল্প। [ঃ ধুলা-'মরা' বৃষ্টি।] **পেট মরা** — অল্প পরিমাণে দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে আহারের শক্তি কমিয়া যাওয়া। **লজ্জায় বা লাজে মরা** — লজ্জায় অতিশয় সংকুচিত হওয়া। **মরা কান্না** — প্রিয়জন কেহ মরিলে যেভাবে লোকে কাঁদে সেইরূপ কান্না। **মরা পেট** — দীর্ঘকাল কম খাইবার ফলে খাইবার শক্তি কমিয়া গিয়াছে এমন পেট। **মরা মাটি** — অনুর্বর মাটি।

মরাই — ধান রাখিবার গোলাকার ঘর। [সং. মরার।]

মরাণ্ডে — ('মড়ুঞ্চে' দেখ।)

মরাল — এক ধরনের বড় হাঁস, রাজহংস। [সং.] স্ত্রী. — **মরালী**। **মরালগামিনী** — গ. স্ত্রী. রাজহংসের মতো সুন্দরভাবে হাঁটে এমন।

মরি, মরি মরি — আনন্দ ও প্রশংসা সূচক শব্দ। বিদ্রূপ সূচক শব্দ। **আহা মরি** — কি সুন্দর, অপূর্ব।

মরিচ — গোলমরিচ। লঙ্কা। [সং.]

মরিচা — লোহা টিন ইত্যাদির ক্ষয়জাত ময়লা, জং। [ফা. মোর্চা।]

মরিয়া — মরিতেও প্রস্তুত, হতাশ হইয়াও সচেষ্ট, বেপরোয়া।

মরীচি — কিরণ। ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা। [সং.] **মরীচিমালী** — সূর্য। [সং. মরীচিমালিন্।]

মরীচিকা — বালুরাশির উপর পতিত

সূর্যকিরণ যাহা দেখিয়া জল বলিয়া ভ্রম হয়, মৃগতৃষ্ণিকা। অসত্য অলীক বস্তু। বিপজ্জনক প্রলোভন।
মরু, মরুভু, মরুভূমি — জল ও গাছপালা নাই এমন বহুদূরব্যাপী বালুকাময় স্থান। [সং.]
মরুৎ — বায়ু। [সং.]
মরুদ্যান — মরুভূমির মধ্যে জল ও বৃক্ষাদি আছে এমন স্থান, oasis.
মর্কট — একজাতীয় ক্ষুদ্র বানর। মাকড়সা। [সং.] স্ত্রী. — **মর্কটী**।
মর্গ — লাশ সনাক্ত বা চেরাই করিবার গৃহ। [ই. morgue.]
মর্গেজ — ('মরগেজ' দেখ।)
মর্জি — ইচ্ছা। খেয়াল-খুশি। [আ. মর্‌জী।] **মর্জিমাফিক** — ইচ্ছামতো, খেয়ালখুশি অনুসারে।
মর্ত — ('মর্ত্য' দেখ।) **মর্তধাম** — ('মর্ত্যধাম' দেখ।)
মর্তমান — একজাতীয় সুস্বাদু কদলী।
মর্তলীলা — ('মর্ত্যলীলা' দেখ।)
মর্তলোক — ('মর্ত্যলোক' দেখ।)
মর্ত্য — ণ. মরণশীল, নশ্বর। বি. পৃথিবী, ইহজগৎ। [সং.] **মর্ত্যধাম, মর্ত্যভূমি** — পৃথিবী, নশ্বর জগৎ। **মর্ত্যলীলা** — পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও জীবনযাপন। **মর্ত্যলোক** — পৃথিবী, মরজগৎ।
মর্তুকাম — মরিতে ইচ্ছুক। [সং.]
মর্দ — মদ্দ, মরদ, পুরুষ। সাহসী ও শক্তিশালী। [ফা. মর্‌দ্‌।]
মর্দন — ডলন, পীড়ন। ঘষিয়া লেপন। [ঃ তৈল-'মর্দন'।] দলন, বিনাশ। [সং.] ণ. — **মর্দিত**।
মর্দা — পুংজাতীয়, মদ্দা। [ঃ 'মর্দা' হরিণ।] [ফা. মর্‌দ্‌।] স্ত্রী. — **মাদী**। [ঃ 'মাদী' হরিণ।]
মর্দানা — পুরুষ। (তুঃ 'জেনানা'। **মর্দানি** — পুরুষের উপযুক্ত ভাব পৌরুষ। **মর্দানী** — পুরুষের স্বভাব যুক্ত (স্ত্রীলোক)।
মর্দী — মর্দনকারী। দলনকারী, বিনাশ কারী। [সং. মর্দিন্‌।] স্ত্রী. — **মর্দিনী**। [ঃ অসুর-'মর্দিনী'।]
মর্ম — দেহের গূঢ় স্থান যেখানে প্রা থাকে মনে করা হয়। হৃদয়, অন্তঃকরণ তাৎপর্য, গূঢ় অর্থ। [সং.] **মর্মকথ** — গূঢ় অর্থ, নিহিত সারকথা। **মর্ম-গ্রহণ** — তাৎপর্যবোধ করণ, ঠিক অর্থ গ্রহণ। **মর্মগ্রাহী**—নিহিত সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে এমন। হৃদয়গ্রাহী। [সং. মর্মগ্রাহিন্‌।] বি.—**মর্মগ্রাহিতা**। **মর্মঘাতী** — অতিশয় কঠোর আঘা দেয় এমন, মর্মভেদী। স্ত্রী. — **মর্ম-ঘাতিনী**। **মর্মজ্ঞ** — যিনি সার অর্থ বোঝেন। যিনি মনের কথা বোঝেন। **মর্মন্তুদ** — অতিশয় করুণ, মর্মভেদী, হৃদয়বিদারক। **মর্মবিদারক** — হৃদয়-বিদারক, অত্যন্ত করুণ। **মর্মবিদারী** — ('মর্মবিদারক' দেখ।) **মর্মবেদনা, মর্মব্যথা** — মানসিক ক্লেশ, অন্তরের ব্যথা। **মর্মভেদ** — ঠিক অর্থ বাহির করণ। রহস্য উদ্‌ঘাটন। **মর্মভেদী** — অত্যন্ত করুণ, মর্মন্তুদ, অত্যন্ত পীড়া দায়ক। [সং. মর্মভেদিন্‌।] **মর্মস্থল** — দেহের গূঢ় স্থান। হৃদয়, অন্তঃকরণ। **মর্মস্পর্শী** — অতীব করুণ, সহজে হৃদয় কাতর করে এমন। [সং. মর্ম-স্পর্শিন্‌।] বি. — **মর্মস্পর্শিতা**।
মর্মর — মারবেল পাথর। শুকনা পাতা ইত্যাদির শব্দ সূচক অনুকার। [সং.] **মর্মরধ্বনি** — শুকনা পাতা ইত্যাদি শব্দ, মর্মরশব্দ। **মর্মরপ্রস্তর** মারবেল পাথর।

মর্মান্তিক — অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অতীব করুণ। বি. — **মর্মান্তিকতা**।
মর্মার্থ — সার অর্থ, গূঢ় অর্থ, তাৎপর্য।
মর্মাহত — হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে এমন, দুঃখিত, ক্ষুব্ধ। স্ত্রী. — **মর্মাহতা**।
মর্মী — দরদী, মরমী। [সং. মর্মিন্।]
মর্মোদ্ঘাটন, মর্মোদ্ধার, মর্মোদ্ভেদ — রহস্য উৎঘাটন, নিহিত অর্থ আবিষ্কার করণ। [সং.]
মর্যাদা — সম্মান, খাতির। গৌরব। সীমা। [সং.] **মর্যাদাবান্** — যাহার মর্যাদা আছে, মানী, সম্মানিত। **মর্যাদাহানি** — অসম্মান, অবমাননা।
মর্ষ, মর্ষণ — ক্ষমা, সহন। নাশন। [সং.] ণ. — **মর্ষিত**।
মর্সিয়া — মহরমের শোকগীতি। [আ. মরথিয়হ্।]
মল — বালার মতো পায়ের একরকম গহনা। [ঃ বাজিয়ে যাব 'মল'।]
মল — ময়লা, ক্লেদ। বিষ্ঠা, গু। [সং.] **মলত্যাগ** — শরীর হইতে বিষ্ঠা বাহির করণ, বাহ্যে করণ। **মলদ্বার** — শরীর হইতে মল বাহির হইবার পথ বা ছিদ্র। **মলনালী** — মলদ্বারের উপরিস্থ নল। **মলভাণ্ড** — উদরস্থ অন্ত্রের যে অংশে মল থাকে, বৃহদন্ত্র। **মলপট্ট** — মলাট।
মলন — ডলন, মর্দন। [সং.]
মলম — ঘা ইত্যাদিতে লাগাইবার ঘন প্রলেপ। [ফা. মর্হম্।]
মলমল — একরকম মিহি সুতার কাপড়। [হি.]
মলমাস — পঞ্জিকামতে সেই মাস যাহাতে দুইটি অমাবস্যা আছে এবং রবি-সংক্রান্তি নাই। [সং.]
মলম্বা — সোনার পাত দিয়া মোড়া বা গিল্টি করা। [আ. মুলম্মা।]
মলয় — দক্ষিণ ভারতের একটি পর্বত-মালা। স্নিগ্ধ দক্ষিণবায়ু। মালাবার দেশ। [সং.] **মলয়জ** — ণ. মলয়-পর্বতজাত। বি. চন্দন। মলয়-বায়ু।
মলয়াচল — মলয়পর্বত। **মলয়ানিল** — স্নিগ্ধ দক্ষিণবায়ু।
মলা — ক্রি. মর্দন করা, দলা। [ঃ কান 'মলা'।] বি. **মলাই** — মর্দন, ডলন। [ঃ দলাই-'মলাই'।]
মলাট — বইয়ের উপরকার আবরণ। [সং. মলপট্ট।]
মলানো — ক্রি. অন্যের দ্বারা ডলা, মর্দন করানো।
মলিদা—শীতের উপযোগী একরকম পশমী কাপড়। [ফা. মলীদা।]
মলিন — ণ. মলযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন। [ঃ 'মলিন' বেশ।] ম্লান, শুষ্ক। [ঃ 'মলিন' বদন।] কালো, শ্যামল, ফরসা নহে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **মলিনা**। বি. — **মলিনতা, মলিনত্ব**।
মল্ল — কুস্তিগির, বাহুযোদ্ধা, পালোয়ান। [সং.] **মল্লক্রীড়া** — কুস্তি, পালোয়ানি। **মল্লবিদ্যা** — কুস্তিবিষয়ক জ্ঞান। **মল্লবীর**—বীর পালোয়ান। **মল্লবেশ**— কুস্তিগিরের পোশাক। **মল্লভূমি** — কুস্তির জন্য নির্দিষ্ট স্থান। **মল্লযুদ্ধ** — বাহুযুদ্ধ, কুস্তি। **মল্লশালা** — কুস্তির আখড়া।
মল্লার — (সংগীতে) একরকম রাগিণী। [সং.]
মল্লিক — একরকম হাঁস। পদবী বিশেষ।
মল্লিকা, মল্লী — বেলজাতীয় একরকম ফুল। [সং.]
মশক — জল বহিবার চামড়ার থলি, ভিস্তি। [ফা. মশ্ক্।]
মশক — মশা, একরকম অতি ক্ষুদ্র

পতঙ্গ যাহা কামড়ায়। [সং.] স্ত্রী. — **মশকী**।

মশগুল — বিভোর, আবিষ্ট, তন্ময়। [ঃ গানে 'মশগুল'।] [আ.]

মশমশ — জুতা পরিয়া চলিবার সময়ে চামড়ার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শব্দ। [ঃ 'মশমশ' ক'রে চলা।] **মশমশানো** — ক্রি. মশমশ করা। [ঃ 'মশমশিয়ে' চলা।]

মশলা — ('মসলা' দেখ।)

মশহুর — বিখ্যাত, নামজাদা। [ফা.]

মশা — মশক বা মশকী। **মশা মারতে কামান দাগা** — সামান্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিরাট আয়োজন করা।

মশাই — (কথ্য প্রয়োগ) মহাশয়।

মশান — বধ্যভূমি। শ্মশান। [সং. শ্মশান।]

মশায় — (কথ্য প্রয়োগ) মহাশয়।

মশারি — মশক নিবারণের জন্য কাপড়ের তৈয়ারী একরকম আবরণ যাহা বিছানার উপর টাঙানো হয়। [সং. মশহরী।]

মশাল — তৈলাক্ত ন্যাকড়া ইত্যাদির মোটা বাতি, বৃহৎ শিখাবিশিষ্ট বাতি। [আ. মশল্।] **মশালচী** — মশালবাহক, মশাল ধরিবার জন্য নিযুক্ত ভৃত্য।

মসজিদ — মুসলমানদের উপাসনামন্দির। [আ. মস্‌জিদ্।]

মসনদ — রাজসিংহাসন। [আ. মস্‌নদ্।]

মসলন্দ — একরকম মিহি মাদুর।

মসলা — খাদ্য সুগন্ধ ও সুস্বাদু করিবার জন্য ব্যবহার্য উপকরণ। উপকরণ, সরঞ্জাম। [ঃ বারুদের 'মসলা'।] [আ. মসালহ্।] **গরম মসলা** — দারুচিনি এলাচি ও লবঙ্গ।

মসলিন — সুবিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র। [ঃ ঢাকাই 'মসলিন'।] (দক্ষিণ ভারতের সুপ্রাচীন মসলিয়ায় উৎপন্ন, এই মূল অর্থ হইতে।)

মসি, মসী — লিখিবার কালি। কালিমা, কলঙ্ক। [ঃ 'মসি'-লিপ্ত।] [সং.] **মসিজীবিতা** — লিখিয়া জীবিকা উপার্জন, কেরানিগিরি। (নিন্দায় বা ব্যঙ্গে) লেখকের পেশা। **মসিজীবী** — লিখিয়া যে জীবিকা উপার্জন করে, কেরানী। (নিন্দায় বা ব্যঙ্গে) লেখক। [সং. মসিজীবিন্।] **মসিধান, মসিপাত্র** — কালি রাখিবার পাত্র, দোয়াত। **মসিময়** — কালিমাখা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। **মসিলিপ্ত** — কালিমাখা

মসিনা — তেল বাহির করা যায় এমন একরকম শস্য, তিসি। [সং. মসীনা।

মসিল — (প্রাচীন কবিতায়) উৎপীড়ন [ঃ 'মসিল' করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।] [আ. মুহ্‌স্‌সিল্।]

মসী — ('মসি' দেখ।)

মসীনা — ('মসিনা' দেখ।)

মসুর, মসুরি — গোলাপী রঙের একরকম দাল। [সং. মসুর, মসূর।]

মসুরিকা, মসুরী — বসন্তরোগ। [সং.]

মসূর — ('মসুর' দেখ।)

মসূরিকা, মসূরী — ('মসুরিকা' দেখ।

মসৃণ — চিক্কণ, খসখসে নহে এমন। বি. —**মসৃণতা**।

মস্করা — পরিহাস, ঠাট্টা। [আ. মস্‌খরহ্।]

মস্ত — প্রকাণ্ড, বৃহৎ, অতিশয় উচ্চ ধনী, বিখ্যাত, প্রতিপত্তিশালী। [ঃ 'মস্ত লোক।] অতিশয়, খুব। [ঃ 'মস্ত বড়।]

মস্ত — মত্ত, মাতাল। [ফা. মস্‌ত্।

মস্তক — মাথা, শির, মুণ্ড। আগা। [সং.]

মস্তান, মস্তানা — ভাবে বিভোর।

পাগল। [ফা.] স্ত্রী. **মস্তানী** — ধৃষ্টা ও প্রগল্‌ভা নারী।

মস্তিষ্ক — মাথার খুলির ভিতরের বস্তু, মগজ। বুদ্ধি। [সং.] **মস্তিষ্ক চালনা** — বুদ্ধির ব্যবহার। মানসিক শ্রম।

মস্যাধার — মসিপাত্র, দোয়াত। [সং.]

মহকুমা — জেলার এক-একটি নির্দিষ্ট অংশ। [আ. মহ্‌কুমা।]

মহড়া — ('মোহড়া' দেখ।)

মহৎ — বিরাট, বিশাল, বড়। শ্রেষ্ঠ, উদার, সৎ। [সং.] স্ত্রী. — **মহতী**। [ঃ 'মহতী' সভা।] **মহত্তম** — সর্বাপেক্ষা মহৎ। **মহত্তর** — অধিকতর মহৎ। বি. **মহত্ত্ব** — মহতের ভাব, ঔদার্য, মনের বিশালতা।

মহদাশয় — উদারমনা ব্যক্তি, মহাশয়।

মহদাশ্রয় — মহতের আশ্রয়, উদার ব্যক্তির আশ্রয়। [সং.]

মহনীয় — পূজনীয়, মান্য। [সং.] স্ত্রী. — **মহনীয়া**। বি. — **মহনীয়তা**।

মহব্বত — প্রেম, ভালোবাসা। [ফা.]

মহম্মদ — মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক। [আ. মুহম্মদ।] **মহম্মদীয়** — মহম্মদ সংক্রান্ত। মহম্মদ-পন্থী।

মহরম — আরবীয় চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস। ঐ মাসে পালিত মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের মৃত্যুর স্মৃতি-উৎসব। [আ. মুহর্‌রম।]

মহর্ষি — ঋষিশ্রেষ্ঠ। সাত প্রকার ঋষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি। [সং.]

মহল — বাড়ি, গৃহ। বাড়ির অংশ। [ঃ অন্দর-'মহল'।] জমিদারির অংশ, তালুক। [আ. মহল্‌।]

-মহলা — 'এতগুলি মহল আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সাত-'মহলা' বাড়ি।]

মহলা — অভিনয়াদির অভ্যাস, আখড়াই, মহড়া।

মহলানবিশ — মুসলমান আমলের রাজস্ব-বিভাগের একশ্রেণীর কর্মচারী। পদবী বিশেষ।

মহল্লা — পল্লী, পাড়া, শহরের অংশ। [ফা.] **মহল্লাদার** — মহল্লার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

মহা — বিশাল, প্রচণ্ড, প্রবল, অতিশয়। [সং. মহৎ।] **মহাকবি** — অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন কবি। মহাকাব্যের রচয়িতা। **মহাকরণ** — রাজধানীস্থ প্রধান সরকারী কার্যালয়। **মহাকর্ষ** — (বিজ্ঞানে) জড়বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ। **মহাকাব্য** — পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত বৃহৎ কাব্য। **মহাকায়** — বিশাল দেহ আছে এমন। **মহাকাল** — শিব। ভৈরববিশেষ। অনাদি অনন্ত কাল। স্ত্রী. — **মহাকালী**। **মহাগুরু** — শ্রেষ্ঠ গুরুজন, পিতা মাতা আচার্য ও স্বামী। **মহাগুরুনিপাত** — মহাগুরুর মৃত্যু, পিতা মাতা আচার্য বা স্বামীর মৃত্যু। **মহাজন** — মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। প্রাচীন কবি। ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। **মহাজনপদ** — বিশাল জনপদ, বিশাল রাজ্য। **মহাজনি** — টাকা ধার দেওয়ার কারবার। ণ. **মহাজনী** — মহাজন সংক্রান্ত। **মহাজ্ঞান** — পরম জ্ঞান। **মহাজ্ঞানী** — পরম পণ্ডিত। পরম তত্ত্বজ্ঞ। [সং. মহাজ্ঞানিন্‌।] **মহা-জ্যোতিষ্ক** — বিরাট জোতির্ময় নক্ষত্র। **মহাতপা** — কঠোর তপস্যাকারী। [সং. মহাতপস্‌।] **মহাতল** — সপ্ত পাতালের একটি। **মহাতেজা** — অতিশয় শক্তিশালী, অতীব তেজস্বী। [সং. মহাতেজস্‌।] **মহাতৈল** — চর্বি।

মানুষের চর্বি। **মহাত্মন্** — (সম্বোধনে) মহাত্মা। **মহাত্মা** — বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, পরম উদার উন্নতমনা ব্যক্তি। ভারতের বিখ্যাত নেতা গান্ধী। [সং. মহাত্মন্।] **মহাত্রাণ** — পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। **মহাদেব** — শিব। **মহাদেবী** — ভগবতী, দুর্গা। প্রধানা মহিষী। **মহাদেশ** — কতকগুলি দেশ লইয়া গঠিত বিশাল ভূখণ্ড। **উপমহাদেশ**—বৃহৎ দেশ। [ঃ ভারতবর্ষ একটি 'উপমহাদেশ'।] **মহাদ্রুম** — বিরাট গাছ। অশ্বত্থ বা বট গাছ। **মহাদ্বীপ** — বিরাট দ্বীপ। সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে বেষ্টিত দেশ ও মহাদেশের সমষ্টি। **মহান, মহান্** — বিরাট, শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ। [ঃ 'মহান্' ব্যক্তিত্ব।] [সং. মহৎ।] **মহানগর, মহানগরী** — বিরাট শহর, city. **মহানদী** — বৃহৎ নদী। উড়িষ্যার বিখ্যাত নদী। **মহানন্দ** — বি. পরম আনন্দ। অতিশয় আনন্দ। ণ. অতিশয় আনন্দিত। স্ত্রী. **মহানন্দা** — ণ. অতিশয় আনন্দিতা। বি. একটি নদীর নাম। **মহানবমী** — দুর্গোৎসবের সময়কার নবমী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা। **মহানিদ্রা** — মৃত্যু, চিরনিদ্রা। **মহানিম** — একধরনের তিক্ত গাছ। **মহানির্বাণ** — মহাপুরুষের মৃত্যু। মুক্তি। পুনরায় জন্মলাভের হাত হইতে নিষ্কৃতি। **মহানিশা** — গভীর রাত্রি। স্মরণীয় রাত্রি। ভয়ংকর রাত্রি। **মহানুভব, মহানুভাব** — উদারস্বভাব, সদাশয়। বি. — **মহানুভবতা, মহানুভাবতা**। **মহান্ত** — ('মোহান্ত' দেখ।) **মহাপরিনির্বাণ** — (বৌদ্ধদের নিকট) বুদ্ধদেবের মৃত্যু। **মহাপাতক** — মহাপাপ। **মহাপাতকী** — মহাপাপী। [সং. মহাপাতকিন্।] স্ত্রী. — **মহাপাতকিনী**। **মহাপাত্র** — প্রধান অমাত্য। পদবী বিশেষ। **মহাপাপ** — গুরুতর পাপ। **মহাপাপী** — মহাপাপ করিয়াছে এমন। [সং. মহাপাপিন্।] স্ত্রী. — **মহাপাপিনী**। **মহাপুরাণ** — আঠারটি প্রধান পুরাণ। **মহাপুরুষ** — অসাধারণ ধর্মীয় প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি। **মহাপ্রভু** — শ্রীচৈতন্য, গৌরাঙ্গদেব। **মহাপ্রয়াণ** — মৃত্যু। মরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। **মহাপ্রলয়** — সৃষ্টির বিনাশ। পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসান। **মহাপ্রসাদ** — দেবতাকে নিবেদিত অন্নাদি। জগন্নাথদেবের নিকট নিবেদিত অন্ন। **মহাপ্রস্থান** — ('মহাপ্রয়াণ' দেখ।) **মহাপ্রাণ** — মহানুভব। বি. — **মহাপ্রাণতা**। **মহাপ্রাণ বর্ণ** — (ব্যাকরণে) বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ। **মহাবল** — অতীব বলশালী। অতীব শক্তিমান্। স্ত্রী. — **মহাবলা**। **মহাবাহু** — অসাধারণ বাহুবলের অধিকারী. মহাবীর। **মহাবিদ্যা** — শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। দুর্গার কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ইত্যাদি দশ রূপ। **মহাবীর** — অতিশয় বলবান ও সাহসী, অতিশয় বীর। হনুমান। **মহাবোধি** — বুদ্ধদেব। মহাজ্ঞান, পরম তত্ত্ব। **মহাব্যাধি** —কুষ্ঠরোগ। **মহাভাগ** — পরম সৌভাগ্যবান্, পুণ্যাত্মা। স্ত্রী. — **মহাভাগা**। **মহাভাগবত** — পরম ঈশ্বরভক্ত, পরম বৈষ্ণব। **মহাভারত** কুরুপাণ্ডবের কাহিনী সংক্রান্ত ভারতের সুপ্রাচীন মহাকাব্য। (ব্যঙ্গে) দীর্ঘ কাহিনী। **মহাভিক্ষু** — বুদ্ধদেব। **মহামণ্ডল** — মহাসভা। **মহামতি**

মহানুভব, উদারহৃদয়। [ঃ 'মহামতি' অশোক।] **মহামহিম** — অতিশয় মহিমাময়। অতিশয় প্রতাপশালী। অতিশয় সম্মানভাজন। **মহামহোপাধ্যায়** — মহাপণ্ডিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সম্মানসূচক সরকার-প্রদত্ত উপাধি। **মহামাংস** — মানুষের মাংস, নরমাংস। **মহামাত্র** — প্রধান অমাত্য। মৌর্য যুগের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। **মহামানব** — শ্রেষ্ঠ মানুষ, অসাধারণ মানুষ। মানবজাতি। [ঃ 'মহামানবের' সাগর-তীরে।] **মহামান্য** — পরম সম্মানভাজন। স্ত্রী. — **মহামান্যা**। **মহামায়া** — অবিদ্যা, প্রকৃতি। ভগবতী, দুর্গা। **মহামারী** — মড়ক, ব্যাপক মৃত্যু। **মহামাষ** — বরবটি। **মহামূল্য** — অতিশয় মূল্যবান্, খুব দামী। **মহাযাত্রা** — ('মহাপ্রয়াণ' দেখ।) **মহাযোগী** — শ্রেষ্ঠ যোগী। [সং. মহাযোগিন্।] **মহারণ্য** — বৃহৎ বন, গভীর বিশাল অরণ্য। **মহারত্ন** — হীরক পদ্মরাগ নীলকান্ত ইত্যাদি মূল্যবান্ রত্ন। **মহারথ, মহারথী** — অসাধারণ যোদ্ধা। [সং. মহারথিন্।] **মহারাজ** — সম্রাট্। বড় জমিদার, মহারাজা। সন্ন্যাসীর উপাধি । স্ত্রী. —**মহারাজ্ঞী, মহারানী**। **মহারাজা** — সামন্তরাজ বা বড় জমিদার। **মহারাজাধিরাজ**— রাজচক্রবর্তী। মহারাজদেরও অধিরাজ। **মহারাজ্ঞী** — সম্রাজ্ঞী, মহারানী। **মহারাণা, মহারাণী**—('মহারানা' ও 'মহারানী' দেখ।) **মহারানা** — উদয়পুরের রাজার উপাধি। স্ত্রী.—**মহারানী**। **মহারুদ্র** — মহাদেব, শিব। **মহার্ঘ, মহার্ঘ্য** — যাহার দাম বেশী বা চড়া এমন, মহামূল্য। বি. — **মহার্ঘতা, মহার্ঘ্যতা**। **মহার্ণব** — মহাসাগর। **মহালক্ষ্মী** — দেবী বিশেষ। **মহাশক্তি**— প্রবল শক্তি। আদ্যাশক্তি, ভগবতী। **মহাশঙ্খ**—মড়ার খুলি। বৃহৎ শঙ্খ। **মহাশয়** — উদারচিত্ত। সম্মানসূচক শব্দ। [ঃ মাস্টার-'মহাশয়'।] সম্মান সূচক সম্বোধন। স্ত্রী. — **মহাশয়া**। **মহাশ্মশান** — বিশাল শ্মশান যেখানে বহু শব-সংকার করা হয়। **মহাশ্বেতা** — সরস্বতী। **মহাষষ্ঠী** — দুর্গোৎসবের সময়কার ষষ্ঠী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা। **মহাষ্টমী** — দুর্গোৎসবের সময়কার অষ্টমী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা। **মহাসপ্তমী** — দুর্গোৎসবের সময়কার সপ্তমী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা। **মহাসমুদ্র, মহাসাগর** — সুবিশাল সমুদ্র।

মহারাষ্ট্র — মারাঠাদের দেশ। **মহারাষ্ট্রী** — মারাঠী, মারাঠা দেশবাসী। **মহারাষ্ট্রীয়** — মহারাষ্ট্র সংক্রান্ত।

মহাল — জমিদারি, তালুক।

মহালয়া — শারদীয় দুর্গাপূজার ঠিক আগের অমাবস্যা।

মহাফেজ — সরকারী দলিল ও কাগজপত্রের রক্ষক, record-keeper. [ফা. মুহাফিজ।] **মহাফেজখানা** — ঐরূপ দলিল ও কাগজপত্র রাখিবার গৃহ।

মহিমময় — মহিমা বা গৌরবে পূর্ণ। স্ত্রী. — **মহিমময়ী**।

মহিমা — মহত্ত্ব, গৌরব, মাহাত্ম্য। ভগবানের শক্তি-বৈচিত্র্য বা ঐশ্বর্য। [সং. মহিমন্।] **মহিমান্বিত** — মহিমাযুক্ত, মহত্ত্বপূর্ণ, মহান্। স্ত্রী. — **মহিমান্বিতা**। **মহিমাময়** — ('মহিমময়' দেখ।) স্ত্রী. — **মহিমাময়ী**। **মহিমার্ণব** — মহিমায় সমুদ্রসদৃশ বিশাল ও গভীর।

মহিলা — নারী, স্ত্রীলোক। [ঃ ভদ্র-

'মহিলা'।] ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক।
মহিষ — গো-জাতীয় একরকম বিরাটকায় পশু, মোষ। [সং.] **মহিষধ্বজ, মহিষবাহন** — মৃত্যুর দেবতা, যম। **মহিষমর্দিনী** — মহিষাসুরের বধ-কারিণী, দুর্গা, ভগবতী। মহিষাসুর-বধ-রতা। [ঃ 'মহিষমর্দিনী' মূর্তি।] **মহিষাসুর** — পুরাণে বর্ণিত পরাক্রান্ত অসুর দুর্গা যাহাকে বধ করেন।
মহিষী — প্রধানা রাজ্ঞী। স্ত্রী-মহিষ। [সং.]
মহী — পৃথিবী। [সং.] **মহীধর** — পর্বত, ভূধর। **মহীপতি, মহীপাল** — রাজা।
মহীয়ান — অতিশয় মহান্, সুমহৎ। [সং. মহীয়স্।] স্ত্রী. — **মহীয়সী**।
মহীরুহ — বড় গাছ, বৃক্ষ। [সং.]
মহীলতা — কেঁচো। [সং.]
মহীশ্বর — রাজা, পৃথিবীপতি। [সং.]
মহুয়া — একরকম মাদক পুষ্প ও তাহার গাছ, মউল। [সং. মধুক।]
মহেন্দ্র — ইন্দ্র। পুরাণে বর্ণিত একটি পর্বত। পূর্বঘাট পর্বতমালা। স্ত্রী. **মহেন্দ্রাণী** — ইন্দ্রপত্নী, শচী।
মহেশ — শিব, মহাদেব। [সং.] স্ত্রী. — **মহেশানী, মহেশী**।
মহেশ্বর — শিব, মহাদেব। [সং.] স্ত্রী. **মহেশ্বরী** — দুর্গা।
মহেষ্বাস — মহাধনু নিক্ষেপকারী, মহা-ধনুর্ধর। [সং.]
মহেষ্বাস — মহাধনু নিক্ষেপকারী, মহা-মচ্ছব। [সং.]
মহোৎসাহ — প্রচুর উৎসাহ। [সং.]
মহোদধি — মহাসমুদ্র। [সং.]
মহোদয় — মহাশয়, মহানুভব। মহানুভব ব্যক্তি। [সং.] স্ত্রী. — **মহোদয়া**।
মহোপকার — অত্যন্ত উপকার, অতিশয় হিত। **মহোপকারী** — যে অতিশয় হিত করে। [সং. মহোপকারিন্।] স্ত্রী. — **মহোপকারিণী**। বি. — **মহোপকারিতা**।
মহৌষধ — উৎকৃষ্ট ঔষধ, অব্যর্থ ঔষধ। [সং.]
মহৌষধি — রোগ প্রতিষেধের অতিশয় শক্তি আছে এমন গাছ-গাছড়া। [সং.]
মা — মাতা, জননী। কন্যা কন্যাস্থানীয়া বা মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি সাদর সম্ভাষণ। মাতৃস্থানীয়া বা কন্যা-স্থানীয়াদের সম্পর্কসূচক নামের সঙ্গেও যুক্ত হয়। [ঃ 'বউমা'; ঃ 'পিসিমা'।] [সং. মাতৃ।] **মা-মরা** — মাতৃহীন, যাহার মা মারা গিয়াছে এমন।
মা — স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর মধ্যমের সংকেত।
মাই — স্তন। স্তন্য। **মাই খাওয়া** — শিশুদের স্তন্য দুগ্ধ পান করা। **মাই দেওয়া** — শিশুকে স্তন্যদান করা।
মাইক, মাইক্রোফোন — শব্দের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র। [ই. microphone.]
মাইক্রোস্কোপ — অণুবীক্ষণ যন্ত্র। [ই. microscope.]
মাইনদার — মাসিক বেতন লইয়া কাজ করে এমন ভৃত্য বা চাষী। [ফা. মাহিয়ানা + দার।]
মাইনর — নাবালক। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন (বিদ্যালয়)। [ই. minor.] **মাইনর পাস** — ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া পাস করিয়াছে এমন।
মাইনা, মাইনে — ('মাহিনা' দেখ।)
মাইপোশ — শিশুকে দুধ খাওয়াইবার উপযোগী একরকম বোতল। বাক্সযুক্ত তক্তাপোশ।

মাইফেল — নাচগানের জলসা। [আ. মহ্‌ফিল।]

মাইরি — মেরীর দিব্যি, বন্ধু বা সমবয়সীদের মধ্যে প্রচলিত সত্যতা সূচক শপথ। [ঃ 'মাইরি' বলছি।] [পো. Maria.]

মাইল — প্রায় আধ ক্রোশ, ১৭৬০ গজ। [ই. mile.]

মাউই — ভাই বা বোনের শাশুড়ী।

মাংস — চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্তী কোমল বস্তু। [সং.] **মাংসপেশী** — ('পেশী' দেখ।) **মাংসভোজী** — ('মাংসাশী' দেখ।) **মাংসল** — বেশী পরিমাণে মাংস আছে এমন। [ঃ 'মাংসল' দেহ।] স্ত্রী. — **মাংসলা।**

মাংসাশী — যে মাংস খায় বা খাইয়া জীবন ধারণ করে। [সং. মাংসাশিন্‌।]

মাকড় — মাকড়সা ও ঐ জাতীয় প্রাণী। [ঃ পোকা-'মাকড়'।] [সং. মর্কট।]

মাকড়সা — আট পা আছে এমন একরকম পোকা, উর্ণনাভ।

মাকড়ি — কানের একরকম গহনা।

মাকনা — দাঁত উঠে নাই এমন বাচ্চা হাতী।

মাকাল — একরকম বন্যফল ও তাহার গাছ। গুণহীন রূপবান ব্যক্তি। (মাকাল ফল পাকিলে টুকটুকে লাল হয়, কিন্তু তাহা অখাদ্য, এই অর্থে।) [সং. মহাকাল।]

মাকু — কাপড় বুনিবার একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া পড়েনের সুতা টানা সুতার ভিতর দিয়া বারে বারে চালানো হয়। [ফা.]

মাকুন্দ, মাকুন্দে — বয়স্ক অবস্থাতেও গোঁফ-দাড়ি গজায় নাই এমন পুরুষ। [সং. মৎকুণ।]

মাখন, মাখম — দুধ হইতে তোলা স্নেহ-জাতীয় জিনিস যাহা গরম করিলে ঘি হয়, নবনী, ননী। [সং. ম্রক্ষণ।]

মাখা — ক্রি. নিজ দেহে লেপন করা। [ঃ তেল 'মাখা'।] থাসিয়া মিশ্রণ করা। [ঃ ময়দা 'মাখা'।] ণ. নিজের গায়ে লেপন করা বা থাসিয়া মিশ্রণ করা হইয়াছে এমন। বি. নিজের গায়ে লেপন। থাসিয়া মিশ্রত করণ।

মাখানো — ক্রি. অপরের গায়ে লেপন করা। থাসিয়া মিশ্রণ করানো। ণ. লেপন করা বা থাসিয়া মিশ্রণ করা হইয়াছে এমন। বি. লেপন। থাসিয়া মিশ্রণ।

মাখামাখি — পরস্পর বা অত্যধিক লেপন। [ঃ রং 'মাখামাখি' করা।] (নিন্দায়) ঘনিষ্ঠ সংসর্গ। [ঃ কাহারও সহিত 'মাখামাখি' করা।]

মাগ — (অবজ্ঞায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) স্ত্রী, পত্নী। [প্রা. মাতুগাম।] **মাগ-ভাতার** — স্বামী-স্ত্রী।

মাগধ — ণ. মগধ রাজ্য সংক্রান্ত। বি. ভাট, স্তুতিপাঠক। স্ত্রী. — **মাগধী।** **মাগধী** — মগধ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন একটি ভাষা।

মাগন — ভিক্ষা, মাগিয়া সংগ্রহ করণ।

মাগনা — ভিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত, বিনামূল্যে প্রাপ্ত। [ঃ 'মাগনা' জিনিস।] বিনা লাভে বা বিনা মজুরিতে করিতে হয় এমন। [ঃ 'মাগনা' কাজ।]

মাগা — ক্রি. চাওয়া, ভিক্ষা করা। ণ. ভিক্ষালব্ধ। বি. চাওয়া, ভিক্ষা করণ।

মাগানো — ক্রি. চাওয়ানো, ভিক্ষা করানো।

মাগী — (অবজ্ঞায়) স্ত্রীলোক। গণিকা। [প্রা. মাতুগাম।]

মাগুর — একরকম মাছ। [সং. মদ্‌গুর।]

মাগোসাই — স্ত্রী গোস্বামী। গোস্বামী-পত্নী।

মাগ্‌গি — মহার্ঘ। [সং. মহার্ঘ।]

মাগ্‌গি গণ্ডা — দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতা, আক্রার বাজার। **মাগ্‌গি ভাতা** — দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেয় ভাতা।
মাঘ — বাংলা বৎসরের দশম মাস। জনৈক প্রাচীন সংস্কৃত কবি। [সং. মাঘী।] **মাঘী** — ণ. মাঘের। মাঘে জাত।
মাঙন, মাঙ্গন — ('মাগন' দেখ।)
মাঙ্গলিক — ণ. মঙ্গলজনক, কল্যাণকর, মঙ্গলসূচক, শুভ। [ঃ 'মাঙ্গলিক' অনুষ্ঠান।] বি. — **মাঙ্গলিকতা।** **মাঙ্গলিকী** — মাঙ্গলিক গান অনুষ্ঠান ইত্যাদি। **মাঙ্গল্য** — ণ. মাঙ্গলিক। বি. মাঙ্গলিক দ্রব্য, গোরোচনা চন্দন সোনা ইত্যাদি।
মাঙ্গা — দুর্মূল্য, আক্রা। [সং. মহার্ঘ।]
মাচা, মাচান — উঁচু জায়গা, মঞ্চ। লাউ কুমড়া ইত্যাদির গাছ তুলিবার জন্য বাঁশ ইত্যাদির কাঠামো। বাঁশের তৈয়ারী খাট বা খাটের মতো জিনিস। [সং. মঞ্চ।]
মাছ — মৎস্য। [সং. মৎস্য।] **মাছরাঙা, মাছরাঙ্গা** — মাছ খাইতে ভালোবাসে এমন একরকম নীলরঙের পাখী।
মাছি — একরকম ক্ষুদ্র পতঙ্গ, মক্ষিকা। বন্দুক ছুঁড়িবার সময় তাক করিবার জন্য বন্দুকের নলের ডগার নির্দিষ্ট চিহ্ন। [সং. মক্ষিকা।] **মাছি-মারা কেরানি** — হুবহু নকলকারী ব্যক্তি যে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা বিন্দুমাত্র প্রয়োগ করে না।
মাজ — গাছের কাণ্ড ইত্যাদির ভিতরের অংশ। [সং. মজ্জা।]
মাজন — মাজিবার গুঁড়া। [ঃ দাঁতের 'মাজন'।]
মাজা — কোমর। [সং. মধ্য।]
মাজা — ক্রি. মার্জিত করা, ঘষিয়া পরিষ্কার করা। ণ. মার্জিত, ঘষিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। বি. মার্জিত কারণ। **মাজা-ঘষা** — মার্জিত করা। বি. অতিবেশী মার্জিত করণ, বা অতিবেশী প্রসাধন করণ। ণ. মার্জিত বা অত্যধিক প্রসাধন করা হইয়াছে এমন।
মাজুফল — ওক ইত্যাদি গাছে পোকার তৈয়ারী একরকম কোষ যাহা রং ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। [ফা. মাজ্‌।]
মাঝ — বি. মধ্য, ভিতর। [ঃ ঘরের 'মাঝে'।] মধ্যস্থল। [ঃ 'মাঝের' ঘর।] ণ. মধ্য, মধ্যবর্তী। [ঃ 'মাঝ' পথ।] [সং. মধ্য।] **মাঝখান** — মধ্যস্থল, মধ্যবর্তী অংশ। [ঃ গানের 'মাঝখানে'।] **মাঝামাঝি** — মধ্যবর্তী। [ঃ 'মাঝামাঝি' জায়গা।] মধ্যভাগে। [ঃ নদীর 'মাঝামাঝি' এসে।] **মাঝার** — (পদ্যে) মধ্য, ভিতর। [ঃ হৃদয়-'মাঝারে'।] **মাঝারি, মাঝারী** — ণ. মধ্যম আকারের বা শ্রেণীর, খুব বড় বা খুব ছোট নহে, খুব ভালো বা খুব মন্দ নহে এমন। **মাঝে** — মধ্যে, ভিতরে। **মাঝে মাঝে** — মধ্যে মধ্যে, কিছু ব্যবধান বা ফাঁক দিয়া বারে বারে। [ঃ 'মাঝে মাঝে' গাছ আছে; ঃ 'মাঝে মাঝে' আসে।]
মাঝা — কোমর, মাজা। [সং. মধ্য+]
মাঝি, মাঝী — নৌকার চালক, কর্ণধার। **মাঝিমাল্লা** — নৌকার কর্ণধার ও দাঁড়ীরা।
মাঞ্জা — ঘুড়ি উড়াইবার সুতায় কাই কাচগুঁড়া ইত্যাদির লেপ।
মাট — মাটি দিয়া তৈয়ারী। মাটিতে উৎপন্ন। **মাটকলাই** — চীনা বাদাম। **মাটকোঠা** — মাটির তৈয়ারী দোতলা বাড়ি।

মাটাপালাম — একরকম মোটা সুতী কাপড়। [তেলেগু মাটাপোল্লাম্।]
মাটাম — একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া সমকোণ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করা যায়। **মাটামসই, মাটামসহি** — সমকোণ করিয়া রহিয়াছে এমন।
মাটি — মৃত্তিকা, ধুলা কাদা ইত্যাদি। ভূতল। [ঃ 'মাটিতে' রাখা; ঃ 'মাটিতে' শোয়া।] মাটির মতো মূল্যহীন, পণ্ড। [ঃ কাজ 'মাটি' করা।] [সং. মৃত্তিকা।] **মাটি করা** — পণ্ড করা, নষ্ট করা। [ঃ কাজ 'মাটি করা'।] **মাটি কাটা** — গর্ত করিয়া মাটি তোলা। **মাটি কামড়ানো** — প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও সংকল্পে অবিচলিত থাকা। **মাটি তোলা** — মাটি খুঁড়িয়া উপরে তোলা। **মাটি দেওয়া** — গোর দেওয়া। **মাটি লওয়া** — কুস্তির সময়ে উপুড় হইয়া মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকা। **মাটি ফেলা** — অন্য স্থান হইতে মাটি আনিয়া জমি উঁচু করা। **মাটি মাড়ানো** — পদার্পণ করা, যাওয়া। [ঃ ওখানে 'মাটি মাড়াই' না।] **মাটি হওয়া** —পণ্ড হওয়া, ব্যর্থ হওয়া। **মাটিতে পা না পড়া**—অতিশয় দম্ভ প্রকাশ করা। **মাটির দর** — অতি অল্প মূল্য। **মাটির মানুষ** — অতিশয় নিরীহ ভালো মানুষ। **গা মাটি মাটি করা** — শরীরে জড়তা বোধ করা, গা ম্যাজম্যাজ করা। **হাত মাটি করা** — শৌচ কার্যের পর হাতে মাটি মাখা।
মাটো — অলস। ঢিলা। ভোঁতা। [সং. মন্থর।]
মাঠ — ময়দান, খেলিবার বা বেড়াইবার উপযোগী জমি। চাষের জমি, ক্ষেত। **মাঠে মারা যাওয়া** — বৃথা নষ্ট হওয়া।
মাঠা — মাখন, ননী। [ঃ 'মাঠা'-তোলা দুধ।] মাখনশূন্য ঘোল। [সং. মৃষ্ট।]
মাঠান — (কথ্য) মাতাঠাকুরানী।
মাড় — কাইয়ের মতো জিনিস। ফেন। [সং. মণ্ড।]
মাডগার্ড — গাড়ির চাকার উপরের আবরণী যাহা থাকায় কাদা ছিটকাইয়া আরোহীর গায়ে লাগিতে পারে না। [ই. mud-guard.]
মাড়ওয়ার, মাড়বার — ('মাড়োয়ার' দেখ।) **মাড়ওয়ারী, মাড়বারী** — ('মাড়োয়ারী' দেখ।)
মাড়া — ক্রি. পেষণ করা। [ঃ ঔষধ 'মাড়া'; ঃ আখ 'মাড়া'।] ণ. পিষ্ট। বি. পেষণ। **মাড়ানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা মাড়া, পেষণ করানো। পদার্পণ করা। পা দিয়া দলন করা। ণ. অপরের দ্বারা পিষ্ট। বি. অপরের দ্বারা পেষণ। **ছায়া মাড়ানো** — লেশমাত্রও সম্পর্ক রাখা। [ঃ ওদের 'ছায়া মাড়াই' না।]
মাড়ি — দাঁতের গোড়া, দন্তমূল। [সং. মাঢ়ী।]
মাড়ি — ঘন নির্যাস বা রস। [ঃ কাঁঠালের 'মাড়ি'।]
মাড়ুয়া — বাজরা জাতীয় একরকম শস্য।
মাড়োয়ার—রাজপুতানার একটি বিখ্যাত প্রাচীন রাজ্য, মাড়বার। **মাড়োয়ারী** — মাড়োয়ারের অধিবাসী। মাড়োয়ার সংক্রান্ত।
মাণবক — ছোট মানুষ, বামন। বালক। [সং.]
মাণিক, মাণিকজোড় — ('মানিক' ও 'মানিকজোড়' দেখ।)
মাণিক্য — মানিক, পদ্মরাগ মণি, চুনি। [সং.]
মাণ্ডবী — রামায়ণে বর্ণিত ভরতের পত্নী।
মাৎ, মাত — দাবা ইত্যাদি খেলায়

চূড়ান্ত চাল দেওয়ার ফলে পরাজিত বা পরাজিত বলিয়া ঘোষিত। [ঃ বাজি 'মাৎ' করা।] [আ. আমাত্।]

মাত — তরল অংশ। [ঃ 'মাত' কাটা।] গ. তরল ও অসার। [ঃ 'মাত' গুড়।] [সং. মস্তু।]

মাত — মত্ত, মুগ্ধ। [ঃ গানে 'মাত' করা; ঃ আসর 'মাত' করা।] [সং. মত্ত।]

মাতঃ — (সম্বোধনে) মাতা। [সং. মাতৃ।]

মাতংগ — হাতী। স্ত্রী. — **মাতংগী, মাতংগিনী**। **মাতংগী** — দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা।

মাতন — বি. মত্ত ভাব। গাঁজিয়া ওঠা।

মাতব্বর — মুরুব্বী, গণ্যমান্য ব্যক্তি। [আ. মুঅত্বর।] বি. **মাতব্বরি** — মাতব্বরের মতো আচরণ ও ভাব। গ. **মাতব্বরী** — মাতব্বর সংক্রান্ত। মাতব্বরের মতো।

মাতলামি, মাতলামো — মাতাল অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থ আচরণ বা উক্তি।

মাতলি — ইন্দ্রের সারথি। [সং.]

মাতা — মা, জননী। মাতৃস্থানীয়া বা কন্যাস্থানীয়া স্ত্রীলোক। [ঃ শ্বশ্রূ-'মাতা'; ঃ বধূ-'মাতা'।] [সং. মাতৃ।] **মাতাপিতা** — মা-বাপ। **মাতামহ** — মায়ের বাবা, দাদু। স্ত্রী. — **মাতামহী**।

মাতা — ক্রি. মত্ত হওয়া। অতিশয় মুগ্ধ ও উৎসাহিত হওয়া। [ঃ খেলায় 'মাতা'; ঃ গানে 'মাতা'।] গাঁজিয়া ওঠা। [ঃ খেজুর রস 'মাতা'।]

মাতানো — ক্রি. মত্ত করা। অতিশয় মুগ্ধ ও উৎসাহিত করা। গাঁজানো। গ. মত্ত বা মুগ্ধ করে এমন। [ঃ প্রাণ-'মাতানো' গান।] বি. **মত্ত করণ**।

মাতামাতি — অতিশয় আনন্দে বা উৎসাহে মত্ত হইয়া আচরণ। [ঃ 'মাতামাতি' করা।]

মাতাল — গ. মদ খাইয়া মত্ত। যে মদ খাইয়া মত্ত হয়। অতিশয় মুগ্ধ ও মত্ত। [ঃ রূপে 'মাতাল' করেছে।]

মাতুঃষ্বসা, মাতুস্বসা — ('মাতৃষ্বসা' দেখ।)

মাতুল — মায়ের ভাই, মামা। স্ত্রী. — **মাতুলানী**। **মাতুলালয়** — মামাবাড়ি, মায়ের বাপের বাড়ি।

মাতৃ- — 'মাতার দ্বারা', 'মাতার', 'মাতার প্রতি' বা 'মাতাকে' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'মাতৃ'-ঘাতী।] [সং.] **মাতৃক** — মাতৃসংক্রান্ত। 'ইহার মাতা' বা 'মাতার মতো' অর্থে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ নদী-'মাতৃক'।] **মাতৃকা** — গৌরী পদ্মা ইত্যাদি ষোড়শ দেবী। মাতা। [ঃ দেশ-'মাতৃকা'।] **মাতৃঘাতক** — মায়ের হত্যাকারী। **মাতৃঘাতী** — যে নিজের মাকে হত্যা করিয়াছে। [সং. মাতৃ-ঘাতিন্।] স্ত্রী. — **মাতৃঘাতিনী**। **মাতৃদায়** — মায়ের শ্রাদ্ধাদি করিবার কঠিন দায়িত্ব। **মাতৃদুগ্ধ** — মায়ের স্তন্য। **মাতৃপক্ষ** — মায়ের সহিত সম্পর্ক আছে এমন আত্মীয়স্বজন। **মাতৃপিতৃহীন** — যাহার মা ও বাবা মারা গিয়াছে। স্ত্রী. — **মাতৃপিতৃহীনা**। **মাতৃপ্রধান** — যাহাতে মাতার প্রাধান্য রহিয়াছে এমন। [ঃ 'মাতৃপ্রধান' সমাজ; ঃ 'মাতৃপ্রধান' পরিবার।] বি. — **মাতৃপ্রাধান্য**। **মাতৃবিয়োগ** — মায়ের মৃত্যু। **মাতৃভক্ত** — মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে এমন। স্ত্রী. — **মাতৃভক্তা**। **মাতৃভক্তি** — মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। **মাতৃভাষা** — স্বজাতির ও স্বকীয় অঞ্চলের ভাষা।

[ঃ বাংলা বাঙ্গালীর 'মাতৃভাষা'।] **মাতৃভূমি** — স্বদেশ, জন্মভূমি। **মাতৃষ্বসা** — মাসী, মায়ের বোন। [সং. মাতৃষ্বসৃ।] **মাতৃষ্বসেয়, মাতৃষ্বস্রীয়, মাতৃষ্বস্রেয়** — মাসীর ছেলে। স্ত্রী. **মাতৃষ্বসেয়ী, মাতৃষ্বস্রীয়া, মাতৃষ্বস্রেয়া** — মাসীর মেয়ে। **মাতৃস্তন্য** — মায়ের স্তনের দুধ। **মাতৃহত্যা** — মাকে বধ করণ, মাকে হত্যা। **মাতৃহত্যাকারী** — যে মাকে হত্যা করিয়াছে, মাতৃঘাতী। স্ত্রী. — **মাতৃহত্যাকারিণী**। **মাতৃহীন** — যাহার মা মরিয়া গিয়াছে। স্ত্রী. — **মাতৃহীনা**।

মাতোয়ারা, মাতোয়ালা — মত্ত, বিহ্বল, বিভোর, আবেশময়। [ঃ গন্ধে বন 'মাতোয়ারা'।] [হি. মতবালা।]

মাতোয়ালী — মুসলমান সমাজে ধর্মার্থে নিয়োজিত সম্পত্তির পরিচালক। [আ. মুতবল্লী।]

মাত্র — বি. পরিমাণ। ণ. পরিমিত। অ. সামান্য পরিমাণ বা তৎক্ষণাৎ সূচক শব্দ। [ঃ তিন টাকা 'মাত্র'; ঃ আসা 'মাত্র' বললে।] প্রত্যেক, সকল। [ঃ মানুষ 'মাত্রেই'।] কেবল, শুধু, আর কিছু নয়। [ঃ 'মাত্র' একখানা লাঠি।] [সং.] **এইমাত্র**—এখনই। [ঃ 'এইমাত্র' তাহার চিঠি পাইলাম।] **একমাত্র** — কেবল, আর কেহ বা কিছু নহে। [ঃ 'একমাত্র' সে পারে।] **কিছুমাত্র** — আদৌ, সামান্য একটুকুও। [ঃ 'কিছুমাত্র' অবশিষ্ট নাই।] **যেইমাত্র** — যখনই। **সেইমাত্র** — তখনই। [ঃ 'সেইমাত্র' সে আসিয়া পেঁাছিল।]

মাত্রা — বি. পরিমাণ। [ঃ অত্যাচারের 'মাত্রা'।] নির্দিষ্ট পরিমাণ। [ঃ তিন 'মাত্রা' ঔষধ।] বর্ণের উচ্চারণকাল। [ঃ 'মাত্রা'-বৃত্ত ছন্দ।] (সংগীতে) তালের অংশ। [ঃ চার 'মাত্রার' তাল।] অক্ষরের মাথার রেখা। [সং.] **মাত্রাবৃত্ত** — মাত্রা বা বর্ণের উচ্চারণকালের দ্বারা নির্দিষ্ট (ছন্দ)। ণ. **মাত্রিক** — মাত্রা সংক্রান্ত। মাত্রার দ্বারা নিয়মিত।

মাৎসর্য — ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। [সং.]

মাৎস্য — ণ. মৎস্য সংক্রান্ত। মাছের মতো। [সং.] **মাৎস্য ন্যায়** — বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে যেমন খাইয়া ফেলে সেইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিদের দুর্বল-দিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার নীতি।

মাথট — মাথা পিছু চাঁদা। চাঁদা। [সং. মস্তকবর্ত।]

মাথা — বি. মস্তক। বুদ্ধি। [ঃ ছেলেটার 'মাথা' আছে।] শীর্ষদেশ, আগা। [ঃ গাছের 'মাথা'।] মোড়ল, প্রধান ব্যক্তি। [ঃ গ্রামের 'মাথা'।] রাস্তার মোড় বা প্রান্তভাগ। [ঃ চৌ-'মাথা'।] বিরক্তিসূচক শব্দ। [ঃ তোমার 'মাথা'।] [সং. মস্তক।] **মাথা আঁচড়ানো** — চুল আঁচড়ানো, চুলে চিরুনি দেওয়া। **মাথা উঁচু করা** — আত্মমর্যাদা বা গর্ব প্রকাশ করা। **মাথা উঁচু রাখা** — বশ্যতা বা হীনতা স্বীকার না করা। **মাথা উড়ানো** — মাথা ফাটাইয়া দেওয়া। **মাথা কাটা যাওয়া** — কোনও ত্রুটির জন্য অতিশয় লজ্জা বোধ করা। **মাথা ঝাড়া দেওয়া** — হঠাৎ বাড়িয়া উঠা, হঠাৎ লম্বা হওয়া। **মাথা কুটা, মাথা কোটা** — অসহ্য বেদনায় বা আকুল প্রার্থনায় বারবার মাটিতে মাথা ঠোকা। **মাথা কেনা** — যথেচ্ছ ব্যবহার বা অত্যাচার করিবার অধিকার পাওয়া। [ঃ টাকা ধার দিয়েছ বলে 'মাথা কিনেছ' নাকি?] **মাথা খাও, আমার মাথা খাও** — কথা না রাখিলে আমার মৃত্যুকামনা করা বা ভয়ানক অমঙ্গল

করা হইবে এইরূপ দিব্য। [ঃ 'মাথা খাও', যেও না।] **মাথা খাওয়া** — বিপথে চালিত করা, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটানো, দুর্বুদ্ধি জাগানো। [ঃ আদর দিয়ে ছেলেটার 'মাথা খেয়েছে'।] **মাথা খাটানো** — বুদ্ধি প্রয়োগ করা, মস্তিষ্ক চালনা করা। **মাথা-খারাপ** — পাগল। **মাথা খারাপ করা** — চটিয়া অযথা উত্তেজিত হওয়া। **মাথা খুঁড়া** — ('মাথা কুটা' দেখ।) **মাথা খেলা** — প্রয়োজন মতো বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া। [ঃ এ ব্যাপারে তাঁর 'মাথা খেলে' ভালো।] **মাথা খেলানো** — বুদ্ধি প্রয়োগ করা, প্রয়োজনীয় উপায় বা কৌশল বাহির করা। **মাথা খোঁড়া** — ('মাথা কুটা' দেখ।) **মাথা খোলা** — প্রয়োজন মতো বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া। **মাথা গরম করা** —রাগিয়া উঠা, চটিয়া উত্তেজিত হওয়া। **মাথা গরম হওয়া** — প্রকৃতিস্থ না থাকা, পাগল হওয়া। **মাথা গুঁজা** — সামান্যতম বাসস্থান পাওয়া। [ঃ 'মাথা গুঁজিবার' মতোও একটু জায়গা নাই।] **মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকা** — অসুবিধাজনক অবস্থায় কোনও রকমে বাস করা। **মাথা-গুনতি** — সকলকে একে একে গণনা করিলে। [ঃ 'মাথা-গুনতি' দশ জন।] **মাথা ঘষা** — ঘষিয়া মাথা ও চুল পরিষ্কার করা। **মাথা ঘোরা** — দুর্বলতা অসুস্থতা বা ক্লান্তির জন্য মাথা ঘুরিতেছে এমন বোধ হওয়া। **মাথা চুলকানো** — সংকোচ বা হত-বুদ্ধিতার জন্য নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালানো। **মাথা ছাড়া** — মাথার বেদনা দূর হওয়া। **মাথা ঠাণ্ডা করা** — নিজেকে শান্ত ও অনুত্তেজিত করা। **মাথা-ঠাণ্ডা** — শান্ত ও স্থিরবুদ্ধি। **মাথা ঠাণ্ডা রাখা, মাথা ঠিক রাখা** — উত্তেজিত না হইয়া, শান্ত ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া কাজ করা। **মাথা তোলা** — শক্তি লাভ করা। বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। বিদ্রোহ করা। চারা ইত্যাদি বাড়িয়া উঠা। **মাথা দেওয়া** — কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মাথা-ধরা** — মাথার যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া। **মাথা ধরা** — মাথার যন্ত্রণা হওয়া। **মাথা নীচু করা** — হীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করা। **মাথা নাই মাথা ব্যথা** — যাহা ঘটে নাই বা ঘটিবে না এমন বিষয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ। **মাথা নোয়ানো** — নতি বা বশ্যতা স্বীকার করা। **মাথা পাতিয়া লওয়া** — শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা। [ঃ শাস্তি 'মাথা পাতিয়া লওয়া'।] **মাথা বাঁধা** — চুল বাঁধা, চুল বাঁধিয়া বেণী বা খোঁপা করা। **মাথা বাঁধা দেওয়া, মাথা বাঁধা রাখা, মাথা বেচা** — সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করা, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। **মাথা-ব্যথা** — উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা। **মাথা ভাঙা** — মাথা ফাটানো। **মাথা-ভারী** —উপরের দিকে ভারী এমন। উপরের দিকে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয় এমন। [ঃ 'মাথা-ভারী' প্রতিষ্ঠান।] **মাথা মারা** — ঘরের চালের উপরের অংশ গুঁজিয়া দেওয়া। **মাথামুণ্ডু**—অসংলগ্ন বিষয়। অর্থহীন বিষয়। **মাথামোটা** — স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ। **মাথা মুড়ানো** — মাথার চুল কামাইয়া দেওয়া। **মাথা রাখা** — ('মাথা গুঁজা' দেখ।) **মাথা লওয়া** — দণ্ড হিসাবে মাথা কাটিয়া ফেলা। **মাথা হেঁট করা** — ত্রুটির জন্য লজ্জা বোধ করা। মাথা নোয়ানো। **মাথায় আসা** — বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া, উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে বুদ্ধি গজানো। **মাথায় উঠা** — প্রশ্রয় পাওয়া। **মাথায় করা** — অতিশয় শ্রদ্ধা ও সমাদর করা।

মাথায় কাপড় দেওয়া — মাথায় ঘোমটা দেওয়া। **মাথায় ঢোকা** — বোধগম্য হওয়া। **মাথায় তোলা** — প্রশ্রয় দিয়া উচ্ছৃঙ্খল করা। **মাথায় থাকা** — শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হওয়া। **মাথায় মাথায়** —টায়টায়। [ঃ 'মাথায় মাথায়' খরচ করেছে।] **মাথায় হাত দিয়া বসা** — হতাশ হইয়া পড়া। **মাথায় হাত বুলানো** — প্রলোভন দেখাইয়া প্রতারণা করা। **মাথার উপর কেহ না থাকা** — কোনও অভিভাবক না থাকা। **মাথার কিরা, মাথার কিরে** — ('মাথার দিব্য' দেখ।) **মাথার ঠাকুর** — (প্রায় ব্যঙ্গে) অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি। **মাথার দিব্য** — কথা না রাখিলে আমার মৃত্যু হউক বা অমঙ্গল ঘটুক এইরূপ উক্তি সূচক দিব্য। **মাথার দোষ** — পাগলামি, উন্মাদ রোগ।

মাথাল — কৃষকদের ব্যবহারের উপযোগী তালপাতা ও বাঁশের কাঠি দিয়া তৈয়ারী টুপির মতো ছাতা, টোকা।

মাথালো — বুদ্ধিমান। শীর্ষস্থানীয়।

মাথি — খেজুর নারিকেল তাল ইত্যাদি গাছের মাথার ভিতরের মিষ্ট নরম অংশ।

মাথুর — ণ. মথুরা সংক্রান্ত। বি. শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-লীলা।

মাদক — ণ. যাহা সেবন করিলে নেশা হয় এমন। [ঃ 'মাদক'-দ্রব্য।] বি. সেবন করিলে নেশা হয় এমন জিনিস। [ঃ 'মাদক'-বর্জন।] [সং.] **মাদকতা, মাদকত্ব** — মাদকের গুণ, মত্ত করিবার শক্তি। [ঃ মদ্যের 'মাদকতা'; ঃ গানের 'মাদকতা'।] **মাদকসেবন** — মাদকদ্রব্য পান ভোজন বা ব্যবহার। **মাদকসেবী** — যে মাদক সেবন করে। [সং. মাদকসেবিন্।]

মাদল — একরকম ঢোল। [সং. মর্দল।]

মাদার — একরকম গাছ। [সং. মন্দার।]

মাদী — স্ত্রীজাতীয় (জন্তু)। [ঃ 'মাদী' বেড়াল।] [ফা. মাদহ্।]

মাদুর — একরকম ঘাসের তৈয়ারী শুইবার বা বসিবার উপযোগী জিনিস। [সং. মন্দুরা।]

মাদুলি — ছোট মাদলের মতো দেখিতে একরকম কবচ।

মাদৃশ — আমার সদৃশ, আমার মতো। [সং.] স্ত্রী. — **মাদৃশী**।

মাদ্রাজ — দক্ষিণ ভারতের পূর্ব অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশ। ঐ প্রদেশের প্রধান নগর। ণ. **মাদ্রাজী** — মাদ্রাজ সংক্রান্ত। মাদ্রাজে জাত বা উৎপন্ন। মাদ্রাজের অধিবাসী।

মাদ্রাসা — মুসলমানদের উচ্চ বিদ্যালয়। [আ. মদ্রাসহ্।]

মাদ্রী — মদ্রদেশের রাজকন্যা, নকুল ও সহদেবের জননী। **মাদ্রেয়** — মাদ্রীর পুত্র, নকুল ও সহদেব।

মাধব — শ্রীকৃষ্ণ। বসন্তকাল। বৈশাখ মাস। [ঃ মধু-'মাধব'।] [সং.]

মাধবিকা — মাধবী লতা। মাধবী ফুল।

মাধবী — বি. একরকম লতা ও তাহার ফুল। ণ. বৈশাখী। [ঃ 'মাধবী' রাতে।]

মাধাই — (অবজ্ঞায়) মাধব। নদীয়াবাসী বিখ্যাত পাষণ্ড যে পরে পরম বৈষ্ণব হইয়াছিল।

মাধুকরী — মধুকরের মতো বৃত্তি, বহু স্থান হইতে অল্প পরিমাণে সংগ্রহ।

মাধুরী — মধুরতা, শোভা, লাবণ্য। [সং.]

মাধুর্য — মিষ্টতা, মধুরতা, মধুরিমা। [সং.]

মাধ্যন্দিন — ণ. মধ্যাহ্নকালীন, দুপুরের। [ঃ 'মাধ্যন্দিন' আহার।] [সং.]

মাধ্যম — যাহার দ্বারা বা যাহার মধ্যবর্তিতায় কোনও কাজ করা হয়, medium. [ঃ বাংলা ভাষার 'মাধ্যমে'।] ণ. **মাধ্যমিক** — দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী। **মাধ্যমিক শিক্ষা** — প্রাথমিক শিক্ষা ও কলেজী শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষা।

মাধ্যাকর্ষণ — জড় পদার্থের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ শক্তি, মহাকর্ষ, অভিকর্ষ, gravitation. [সং.]

মাধ্যাহ্নিক — মধ্যাহ্ন সংক্রান্ত, মধ্যাহ্নকালীন, দুপুরের। [সং.]

মাধ্বী — ণ. মাধুর্যযুক্তা। বি. মধুজাত মদ্য। [সং.] **মাধ্বীক** — মহুয়া বা আঙুর হইতে প্রস্তুত মদ।

-মান্ — ('বান্' দেখ।) স্ত্রী.—**-মতী**।

মান — বি. মাপিবার উপযোগী মাত্রা, যাহার দ্বারা মাপা যায়। ওজন, পরিমাণ। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সূচক স্থায়ী লক্ষণ ও চিহ্নাদি। যোগ্যতাসূচক শ্রেণী। (সংগীতে) তালের বিরাম স্থান। [ঃ তাল-'মান'।] [সং.]

মান — মর্যাদা, সম্মান। [ঃ 'মান'-সম্ভ্রম।] প্রিয়জনের প্রতি কপট ক্রোধ, অভিমান। [ঃ 'মান'-ভঞ্জন।] গর্ব, অহংকার। [সং.]

মান, মানকচু — বৃহৎ কন্দবিশিষ্ট একরকম কচু।

মানকলি — স্ত্রী ও পুরুষের অভিমানজনিত কলহ।

মানচিত্র — দেশের বা জমির নকশা, map.

মানত — দেবতার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়ার সংকল্প, মানসিক। [সং. মনঃস্থ।]

মানদ — সম্মানদাতা। স্ত্রী. — **মানদা**।

মানদণ্ড — পরিমাপ করিবার যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা।

মাননীয় — সম্মানের যোগ্য। স্ত্রী. **মাননীয়া**। **মাননীয়াসু** — সম্মানি[ত] স্ত্রীলোককে লেখা পত্রের আরম্ভি[ক] পাঠ। **মাননীয়েষু** — সম্মানিত পুরুষ[কে] লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

মানপত্র — সম্মান বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অ[ভি]নন্দন-পত্র।

মানব — মনুষ্য, মানুষ। [সং.] স্ত্রী. **মানবী**। **মানবজাতি** — পৃথিবীর সক[ল] মানুষ। জীব জগতের মনুষ্য শ্রেণ[ী]। **মানবতা** — মানুষের স্বাভাবি[ক] গুণাবলী, মানবপ্রকৃতি। মানুষের প্র[তি] প্রীতি ও সহানুভূতি। **মানবতাবাদ** — মানব শ্রেষ্ঠ প্রাণী এবং মানবকে ভাল[ো]বাসিতে হইবে এই মতবা[দ], humanism. **মানবতাবাদী** — মানবত[া]বাদে বিশ্বাসী। মানবতাবাদ সংক্রান্ত। **মানবত্ব** — মানুষের যোগ্য গুণ[,] স্বভাব। **মানবলীলা** — মানব-জীব[ন]। **মানবলীলা সংবরণ করা** — (মানুষ[ের]) মরা। ণ. **মানবিক** — মানুষের উপযু[ক্ত], মানব সংক্রান্ত। বি. — **মানবিকত[া]**। **মানবিকতাবাদ, মানবিকতাবাদী** — ('মানবতাবাদ' ও 'মানবতাবাদী' দেখ। **মানবীয়** — মানুষের যোগ্য। মা[নব] সংক্রান্ত। **মানবোচিত** — মানু[ষের] উপযুক্ত।

মানভঞ্জন — অভিমান দূর করণ।

মানমন্দির — গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদি পর্যবেক্ষ[ণের] জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ প্রাসাদ, obse[r]vatory.

মানস — বি. মন, চিত্ত। অভিলাষ, ইচ্ছা। কৈলাসের নিকটবর্তী তিব্বতের বিখ্যা[ত] হ্রদ। [ঃ 'মানস'-সরোবর।] ণ. ম[ন] হইতে জাত। [ঃ 'মানস'-কন্যা; 'মানস'-পুত্র।] [সং.] **মানসাঙ্ক** — মনে মনে কষিতে হয় এমন অঙ্ক

মানসিক — ণ. মন সংক্রান্ত। মনে জাত। মনোগত। [ঃ 'মানসিক' ও দৈহিক; ঃ 'মানসিক' অবস্থা।] বি. মানত। [সং.] **মানসী** — ণ. স্ত্রী. মনোজাতা। মনে বা কল্পনায় রূপ লাভ করিয়াছে এমন। বি. প্রিয়ারূপে কল্পিতা নারী।

মানহানি — অবমাননা, মর্যাদার হানি।

মানা — বি. নিষেধ, বারণ। [ঃ 'মানা' করা।] [আ. মনহ্‌।]

মানা — ক্রি. সম্মান করা, গণ্য করা। [ঃ গুরুজনকে 'মানা'।] বিশ্বাস করা। [ঃ ভগবান 'মানা'।] পালন করা [ঃ নিয়ম 'মানা'।] স্বীকার করা [ঃ হার 'মানা'।] নিয়োগ করা, স্থির করা। [ঃ সাক্ষী 'মানা'; ঃ সালিশ 'মানা'।]

মানান — ণ. শোভন, সামঞ্জস্য আছে এমন, উপযুক্ত। [ঃ বে-'মানান'।] **মানানসই** — সামঞ্জস্যপূর্ণ, খাপ খায় এমন।

মানানো — ক্রি. স্বীকার করানো। বিশ্বাস করানো।

মানানো — ক্রি. শোভন হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাপ খাওয়া। [ঃ জামাটা তোমাকে 'মানায়' নি।]

ানি-অর্ডার — ('মনি-অর্ডার' দেখ।)

- একরকম বহুমূল্য রত্ন, চুনি, মাণিক্য। স্নেহের পাত্রকে সাদর সম্বোধন। [ঃ 'মানিক' আমার।] [সং. মাণিক্য।] **মানিকজোড়** — বক জাতীয় একরকম পাখী। (ব্যঙ্গে) দুই বন্ধু যাহারা সর্বদা একসঙ্গে থাকে ও যাহাদের স্বভাব একরকম।

— ণ. সম্মানিত। স্ত্রী. — মানিতা।

িনব্যাগ — টাকাপয়সা রাখিবার ছোট একরকম থলি। [ই. money-bag.]

— ণ. সম্মানিত। [ঃ 'মানী' ব্যক্তি।] বি. সম্মানিত ব্যক্তি। [ঃ 'মানীর' মান রাখা।] [সং. মানিন্‌।] স্ত্রী. **মানিনী** — সম্মানিতা। অল্পেই রাগ করে এমন, অভিমানিনী।

মানুষ — মনুষ্য, মানব, নর। মানুষের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট। [ঃ তুমি 'মানুষ' নও।] [সং.] স্ত্রী. — **মানুষী**। **মানুষ করা** — লালনপালন করা। **মানুষ হওয়া** — লালিত হওয়া। বড় হওয়া। **ছেলেমানুষ** — অল্পবয়স্ক। **মেয়েমানুষ** — স্ত্রীলোক। রক্ষিতা স্ত্রীলোক। **ভালোমানুষ** — শান্ত ও সরল। [ঃ তিনি বড় 'ভালোমানুষ'।] **মানুষিক** — ণ. মানুষ সংক্রান্ত। মানুষের যোগ্য। [ঃ অ-'মানুষিক'।]

মানে — অর্থ, তাৎপর্য। [আ. মানী।]

মানোয়ার — যুদ্ধজাহাজ। [ই. man-of-war.] ণ. — **মানোয়ারী**।

মান্দাস — ভেলা।

মান্দ্য — বি. অল্পতা, মন্দতা, তেজহীনতা। [ঃ অগ্নি-'মান্দ্য'; ঃ ক্ষুধা-'মান্দ্য'।] [সং.]

মান্থলি — ণ. মাসিক। বি. মাসিক টিকিট। [ই. monthly.]

মান্ধাতা — একজন সূর্যবংশীয় প্রাচীন রাজা। [সং. মান্ধাতৃ।] **মান্ধাতার আমল** —অতি প্রাচীন কাল।

মান্য — ণ. মাননীয়, গণ্য। [ঃ গণ্য-'মান্য' ব্যক্তি।] [সং.] স্ত্রী. — **মান্যা**। **মান্য করা** — সম্মান করা। **মান্যবর** — অতিশয় সম্মানার্হ, অত্যন্ত মাননীয়। **মান্যবরেষু** — মাননীয় ব্যক্তির নিকট লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

মাপ — আয়তনের পরিমাণ। ওজন। [সং.] **মাপ করা, মাপ লওয়া** — আয়তন বা ওজন নির্ণয় করা। **মাপক** — পরিমাপকারী। পরিমাপ করিবার যন্ত্র।

[সং.] **মাপকাঠি** — পরিমাপ করিবার নির্দিষ্ট মান, মানদণ্ড। মাপিবার উপযোগী কাঠি। **মাপজোখ** — মাপা ও ঐ ধরনের অন্যান্য কাজ। **মাপা** — ক্রি. পরিমাপ করা, আয়তন বা ওজন নির্ণয় করা। ণ. পরিমাপ করা হইয়াছে এমন। বি. পরিমাপ, ওজন। **মাপানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা মাপা। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

মাপ, মাফ — মার্জনা, ক্ষমা। ছাড়, রেহাই। [আ. মুআফ্।]

মাফিক — মতো, অনুযায়ী। [ঃ খেয়াল-'মাফিক'।] [আ. মবা.ফিক।]

মা ভৈঃ — নির্ভয় হও, ভয় করিও না। [সং.]

মামড়ি — ঘায়ের উপরের শুকনা চামড়া।

মামদো — মুসলমান মরিলে যে ভূত হয় বলা হয়। [ঃ 'মামদো' ভূত।] [বাং. মহম্মদীয়।]

মামলা — মকদ্দমা। অমীমাংসিত বিষয়। [আ. মুআমলহ্।] **মামলাবাজ** — যে মামলা করিতে ভালোবাসে, মামলাপ্রিয়। বি. **মামলাবাজি** — মামলাবাজের কাজ, মামলাপ্রিয়তা।

মামলেট — হাঁস মুরগী ইত্যাদির ডিম ভাজিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য। [ই. omlet.]

মামা — মায়ের ভাই, মাতুল। [সং. মামক।] স্ত্রী. — **মামী**। **মামাতো** — ণ. নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর মামার ছেলে বা মেয়ে এমন। [ঃ 'মামাতো' শালী; ঃ 'মামাতো' দেওর; ঃ 'মামাতো' ভাই।] **মামাশ্বশুর** — স্বামীর বা স্ত্রীর মামা। স্ত্রী. **মামীশাশুড়ী** — স্ত্রীর বা স্বামীর মামী।

মামুলী — প্রচলিত, চিরাচরিত। [আ. মামুল।]

মায় — সমেত, সহিত। এমন কি। [সব কিছু 'মায়' জামা-কাপড় পর্যন্ত চুরি করেছে।] [আ. মঅ।]

মায়া — মমতা, স্নেহ। [ঃ ছেলেটার উপর 'মায়া' পড়েছে।] ইন্দ্রজাল বিভ্রান্তি। কপটতা। (দর্শনে অবিদ্যা। [সং.] **মায়াকানন** — ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট বন বা উদ্যান **মায়াকান্না** — কপট কান্না, ছল করিয়া কান্না। **মায়াজাল** — ইন্দ্রজাল, কুহক স্নেহমমতার বন্ধন। **মায়াডোর** — স্নেহমমতার বন্ধন। **মায়াপাশ** — মায়ার বন্ধন। স্নেহমমতার বন্ধন। **মায়াবন্ধ** — স্নেহমমতায় বা সংসার-বন্ধনে বদ্ধ। **মায়াবাদ** — ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মায়া মাত্র এই মতবাদ। **মায়াবাদী** — মায়াবাদ সংক্রান্ত। মায়াবাদে বিশ্বাসী। [সং. মায়া-বাদিন্।] **মায়াবিদ্যা** — ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি। **মায়াবী** — ঐন্দ্রজালিক। ছদ্মবেশী। [সং. মায়াবিন্।] স্ত্রী. — **মায়াবিনী**। **মায়াময়** — মায়ায় পূর্ণ, কপটতায় ও অসত্যে পূর্ণ। স্নেহ-মমতার বন্ধনময়। **মায়ামৃগ** — মায়া বা ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট হরিণ। রামায়ণে বর্ণিত সোনার হরিণের রূপধারী মারীচ নামক রাক্ষস। **মায়া-মোহ** — স্নেহমমতার ফলে বিভ্রান্তি ও আসক্তি। **মায়াসীতা** — ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট সীতা। সীতার প্রতিমূর্তি। ণ. **মায়িক** — মায়াবিশিষ্ট। কপট। মায়াবী।

মার — প্রেমের দেবতা মদন। বুদ্ধদেবের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দেবতা [সং.]

মার — বিনাশ, মৃত্যু। [ঃ সত্যের 'মার' নাই।] মারাত্মক আঘাত। [ঃ ভগবান 'মার'।] প্রহার। [ঃ 'মার' দেওয়া।

মার খাওয়া — প্রহৃত হওয়া। প্রচুর লোকসান হওয়া। [ঃ ব্যবসায় 'মার খেয়েছে'।] **মারকুটে, মারকুটো** — যে অল্প কারণেই মারে বা মারিতে উদ্যত হয়। **মারধর** — প্রহার ও জুলুম ইত্যাদি। **মারপিট** — পরস্পরকে প্রহার। প্রহার, মারধর। **মারপেঁচ, মারপ্যাঁচ** — কুটিলতা। [ঃ মনে 'মারপ্যাঁচ' নাই।] প্রয়োগের জটিল কৌশল। [ঃ শব্দের 'মারপ্যাঁচ'।] **মারমুখো** — মারিতে উদ্যত। স্ত্রী. — **মারমুখী।**

মারণ — বধ করণ। মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে অভিচার। [ঃ 'মারণ' উচাটন।] ধাতু ইত্যাদি ভস্মীকরণ। [সং.]

মারফত — দ্বারা, সঙ্গে, হাতে। [ঃ এই লোকের 'মারফত' পাঠাইলাম।] [আ. মরিফত্।]

মারবেল — একরকম পাথর, মর্মর। খেলিবার গুলী। [ই. marble.]

মারহাট্টা — মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্র সংক্রান্ত। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী, মারাঠা।

মারা — ক্রি. বধ করা। [ঃ মাছ 'মারা'; ঃ পাখী 'মারা'।] আঘাত করা। [ঃ চড় 'মারা'।] প্রহার করা। [ঃ ছেলেটাকে 'মেরেছে'।] বিদ্ধ করা। [ঃ পেরেক 'মারা'; ঃ বল্লম 'মারা'; ঃ তীর 'মারা'।] সংলগ্ন করা, জুড়া। [ঃ তালি 'মারা'।] আঁটিয়া দেওয়া, সাঁটা। [ঃ বিজ্ঞাপন 'মারা'।] সজোরে প্রয়োগ করা। [ঃ ছুরি 'মারা'; ঃ কোদাল 'মারা'।] নষ্ট করা। [ঃ জাত 'মারা'।] চুরি করা [ঃ পকেট 'মারা'; ঃ টাকা 'মারা'।] শুষ্ক করা। [ঃ রস 'মারা'।] বঞ্চিত করা, পাইতে না দেওয়া। [ঃ অন্ন 'মারা'।] অত্যধিক খাওয়া। [ঃ এক সের মাংস 'মারা'।] (নিন্দায়) করা। [ঃ ইয়ারকি 'মারা'; ঃ ফুর্তি 'মারা'।] ক্ষতিগ্রস্ত করা। (নিন্দায়) পরিণত হওয়া। [ঃ বুড়ো 'মারা'।] হঠাৎ লাভ করা। আত্মসাৎ করা। ণ. যে মারে। [ঃ শেয়াল-'মারা'।] যাহার দ্বারা মারা সম্ভব হয় এমন। [ঃ ছারপোকা-'মারা' ঔষধ।] বধ করা হইয়াছে এমন। বি. ঐ সকল অর্থে। **মারা-ধরা** -- মারধর করা, প্রহারাদি করা। **মারা পড়া**—বিপন্ন হওয়া। **মারা-মারি** — পরস্পর প্রহার। [ঃ 'মারা-মারি' করা।] দাঙ্গা। **মারা যাওয়া** — মরা। **মাঠে মারা যাওয়া** — ('মাঠ' দেখ।) **উঁকি মারা** — উঁকি দেওয়া, লুকাইয়া থাকিয়া লক্ষ্য করা। **গুঁড়ি মারা** — চুপি চুপি হামাগুঁড়ি দিয়া চলা। **চোখ মারা** — চোখ দিয়া অশ্লীল ইশারা করা। **ছুট মারা, দৌড় মারা** — হঠাৎ ধাবিত হওয়া। **মালকোঁচা মারা** — কাপড় গুটাইয়া মালকোঁচা শক্ত করিয়া আঁটা। **পেটে মারা, ভাতে মারা** —জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ করা। **লাফ মারা** — জোরে লাফ দেওয়া।

মারাঠা — মহারাষ্ট্রবাসী। **মারাঠী** — মহারাষ্ট্রবাসী, মারাঠা। মহারাষ্ট্রের ভাষা।

মারাত্মক — মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন, সাংঘাতিক।

মারানো — ক্রি. অপরের দ্বারা মারা। [ঃ মাছ 'মারানো'।] প্রহার করানো।

মারি, মারী — মড়ক। [সং.]

মারীচ — রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষস যে স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হয়।

মারুত — বায়ু। [সং.] **মারুতি** — বায়ুর পুত্র, পবননন্দন, হনুমান।

মার্ক — চিহ্ন। পরীক্ষার নির্দিষ্ট বা প্রাপ্ত নম্বর। [ই. mark.]

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয় — জনৈক প্রাচীন ঋষি। একটি পুরাণ। [সং.]

মার্কা — চিহ্ন। ব্যবসায়ী কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ চিহ্ন। [পো. marca.] **মার্কা মারা** — মার্কা বা চিহ্ন দেওয়া। **মার্কা-মারা** — ঐরূপ চিহ্ন দেওয়া আছে এমন, চিহ্নিত।

মার্কিন — ণ. আমেরিকান, সংক্রান্ত। বি. অধিবাসী। মোটা একরকম সুতী কাপড়। [ই. American.]

মার্কেট — বাজার, কেনাবেচার জায়গা। কেনাবেচার অবস্থা। [ই. market.] **মার্কেটিং** — বাজারে গিয়া জিনিস ক্রয়।

মার্ক্স্বাদ — জার্মান দার্শনিক ও অর্থ-নীতিক কার্ল মার্ক্স্-প্রবর্তিত মতবাদ। **মার্ক্স্বাদী** — মার্ক্স্বাদ সংক্রান্ত। মার্ক্স্বাদে বিশ্বাসী।

মার্গ — পন্থা, পথ। [ঃ জ্ঞান-'মার্গ'।] গুহ্যদ্বার। [সং.] **মার্গশির, মার্গ-শীর্ষ** — মৃগশিরানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা-বিশিষ্ট মাস, অগ্রহায়ণ। **মার্গসংগীত, মার্গসঙ্গীত** — প্রাচীন রীতিতে যে গান গাওয়া হয়, classical music.

মার্চ — ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস। [ই. March.] সৈন্য ইত্যাদির সমবেতভাবে চলন। [ই. march.]

মার্জন — পরিষ্কার করণ, মাজা। [সং.]

মার্জনা — ক্ষমা, মাফ। [ঃ অপরাধ 'মার্জনা' করা।] [সং.]

মার্জনী — ঝাঁটা, সম্মার্জনী। যাহার দ্বারা মাজা বা পরিষ্কার করা যায়।

মার্জনীয় — ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমার্হ। [ঃ অপরাধ 'মার্জনীয়'।]

মার্জার — বিড়াল। [সং.] স্ত্রী. — **মার্জারী**।

মার্জিত — মাজা হইয়াছে এমন। পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। শিক্ষা বা চর্চার ফলে ত্রুটিহীন। [ঃ 'মার্জিত' রুচি।] [সং.]

মার্তণ্ড — সূর্য। [সং.]

মার্দব — মৃদুতা। [সং.]

মার্বেল — ('মারবেল' দেখ।)

মার্শাল — অতিশয় উচ্চপদস্থ সেনাপতি। [ই. marshal.] **কোর্ট-মার্শাল** — সামরিক বিচার ও ঐরূপ বিচারে কঠোর দণ্ডদান। [ই. court-martial.]

মাল — পণ্যদ্রব্য। দ্রব্য। রাজস্ব, খাজনা। [আ.] **মাল কাটা** — মাল বিক্রয় হওয়া। **মালখানা** — যেখানে খাজনা জমা হয়, খাজনাখানা, 'ট্রেজারি'। **মালগাড়ি, মালগাড়ী** — মাল বহিবার গাড়ি, যে রেলগাড়িতে কেবল মাল বহন করা হয়। **মালগুজার** — যে সরকারকে খাজনা দেয়, জমিদার। **মাল-** — সরকারকে দেয় খাজনা।

মাল — (ব্যঙ্গে) মদ। [ফা. মল্।] **মাল টানা** — মদ খাওয়া।

মাল — সাপের ওঝা। পালোয়ান। জাতি বিশেষ। পদবী বিশেষ। [সং. মল্ল।] **মালকোঁচা** — যে কোঁচা পায়ের ফাঁক দিয়া টানিয়া পিছনে গোঁজা হয়।

মাল — (কবিতায়) মালা, মাল্য।

মালকোশ — (সংগীতে) একরকম রাগ।

মালজমি — যে জমির খাজনা সরকারকে দিতে হয়।

মালঝাঁপ — একরকম বাংলা ত্রিপদী ছন্দ।

মালঞ্চ — ফুলের বাগান। [সং. মালা-মঞ্চ।]

মালতী — একরকম সুগন্ধ ছোট সাদা ফুল

ও তাহার লতা। [সং.]

মালপুয়া, মালপো — আটা গুড় ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম পিঠা।

মালব — মধ্যভারতের একটি রাজ্য, বর্তমান মালোয়া। (সংগীতে) একরকম রাগ। **মালবিকা** — মালবদেশীয়া নারী।

মালভূমি — বহুদূরব্যাপী উচ্চভূমি। [ঃ মধ্য এশিয়ার 'মালভূমি'।]

মালমসলা — উপকরণ, সরঞ্জাম।

মালয় — এশিয়ার পূর্বদিকস্থ একটি দ্বীপপুঞ্জ।

মালয়ালাম — দক্ষিণ ভারতের একটি দ্রাবিড় ভাষা। **মালয়ালী** — ঐ ভাষাভাষী দক্ষিণ ভারতীয় লোক।

মালসা — মাটির বড় সরা। **মালসা ভোগ** — বৈষ্ণবদের মহোৎসবে মালসায় প্রস্তুত চিড়াভোগ।

মালসাট — মল্লদিগের আস্ফালন সূচক ভঙ্গী। মালকোঁচা।

মালসী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।

মালা — ফুলের হার, মাল্য। হার। [ঃ মুক্তার 'মালা'।] [সং.] 'শ্রেণী' 'সমূহ' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মেঘ-'মালা'।] **মালা জপা** — জপ-মালার সাহায্যে গনিয়া গনিয়া ভগবানের নাম করা। **গলার মালা** — অতি প্রিয়জন। অতিপ্রিয় বস্তু। **বানরের গলায় মুক্তার মালা** — অযোগ্যের মূল্যবান্ বস্তু লাভ।

মালাকর, মালাকার — ফুলের মালা গাঁথা যাহার পেশা। **মালাচন্দন** — অভ্যর্থনায় ব্যবহার্য মালা ও চন্দন। মালা ও চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা। **মালাবদল** — বিবাহে বর ও কন্যার মাল্যবিনিময়। অনুষ্ঠানবিহীন বিবাহ।

— নারিকেলের ভিতরের শক্ত খোসা। ঐ খোসার অর্ধাংশ। [ঃ এক 'মালা' নারিকেল।]

মালা — ('মালো' দেখ।)

মালাই — দুধের সর। **মালাইকারি** — একরকম ব্যঞ্জন। **মালাইবরফ** — বরফে জমানো দুধ।

মালাইচাকি — হাঁটুর উপরকার গোলাকার হাড়। [সং. মালাচক্রক।]

মালাবার — দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল।

মালিক — প্রভু, কর্তা। অধিকারী, স্বত্বাধিকারী। [ঃ জমির 'মালিক'।] [আ. মালিক্।] **মালিকানা** — মালিকের অধিকার, মালিকের স্বত্ব। **মালিকী** — মালিক সংক্রান্ত। মালিকের। [ঃ 'মালিকী' স্বত্ব।]

মালিকা — মাল্য, হার।

মালিন্য — মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা। ম্লান ভাব। বিষণ্ণতা।

মালিশ — ব্যথা ইত্যাদিতে মর্দন করিবার উপযোগী তেল। ঐরূপ তেল মর্দন। [ঃ 'মালিশ' করা।] [আ. মালিশ্।]

মালী — মালা গাঁথা যাহার পেশা। বাগানে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। মাল্যধারণকারী। [ঃ বন-'মালী'।] [সং.] স্ত্রী. **মালিনী** — মাল্যরচনা যে স্ত্রীলোকের পেশা। মাল্যধারিণী, মাল্যভূষণা। [ঃ নৃমুণ্ড-'মালিনী'।]

মালুম — বোধ, অনুভূতি, টের। [আ. মআলুম।]

মালো — জাতি বিশেষ। জেলে।

মাল্য — মালা, ফুলের হার। [সং.] **মাল্যদান** — গলায় মালা পরানো। **মাল্যবিনিময়** — মালাবদল, বিবাহ।

মাল্লা — নাবিক, নৌকায় বা জাহাজে কাজ করে এমন শ্রমিক। [ঃ মাঝি-'মাল্লা'।] জাতিবিশেষ। [আ.]

মাশুল — ('মাসুল' দেখ।)

মাষ — একরকম দাল, মাষকলাই। [সং.]
মাষক, মাষা — পরিমাণ বিশেষ, এক তোলার বারো দশ বা আট ভাগ।
মাস — বছরের বারো ভাগের এক ভাগ, গড়ে তিরিশ দিন (২৮, ২৯, ৩০, ও ৩১ বা ৩২ দিন)। [সং.] **মাসকাবার** — মাসের শেষ। **মাসকাবারী** — মাসের শেষে করা হয় এমন। [ঃ 'মাসকাবারী' হিসাব।]
মাস — (কথ্যরূপ) মাংস। [ঃ হাড়-'মাস'।] চামড়া। [ঃ মরা 'মাস'।]
মাসতুত, মাসতুতো — নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর মাসীর ছেলেমেয়ে এমন। [ঃ 'মাসতুতো' ভাই; ঃ 'মাসতুতো' ননদ; ঃ 'মাসতুতো' শালা।]
মাসশাশুড়ী — স্ত্রী বা স্বামীর মাসী। পুং. **মাসশ্বশুর** — স্ত্রী বা স্বামীর মেসো।
মাসিক — ণ. প্রতি মাসে হয় এমন। প্রতি মাসে করিতে বা দিতে হয় এমন। [ঃ 'মাসিক' চাঁদা।] প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় এমন। [ঃ 'মাসিক' পত্রিকা।] বি. মাসিক পত্রিকা। [ঃ 'মাসিকে' লেখাটা বেরিয়েছে।] স্ত্রীলোকের ঋতু। [সং.]
মাসী — মায়ের বোন। মায়ের বোনের তুল্যা স্ত্রীলোক। [সং. মাতৃষ্বসৃ।] **মাসীমা** — (শ্রদ্ধায়) মাসী।
মাসুল — শুল্ক, কর। বহনের বা প্রেরণের জন্য দেয় অর্থ। [আ. মহ্সুল।]
মাস্টার — শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী, অধ্যক্ষ। [ঃ স্টেশন-'মাস্টার'; ঃ পোস্ট-'মাস্টার'।] অল্প-বয়স্ক বালকের নামের আগে যোজনীয় শব্দ। [ঃ 'মাস্টার' বুলু।] [ই. master.] স্ত্রী. **মাস্টারনী** — (ব্যঙ্গে বা উপেক্ষায়) শিক্ষিকা, মহিলা শিক্ষক। বি. **মাস্টারি** — মাস্টারের কাজ বা পদ।
মাস্তুল — নৌকা বা প্রাচীনকালের জাহাজে পাল খাটাইবার বড় খুঁটি। [পো. mastro.]
মাহ — (প্রাচীন কবিতায়) মাস। [ঃ 'মাহ' ভাদর।] [সং. মাস।]
মাহ — (প্রাচীন কবিতায়) মাঝে ভিতরে। [সং. মধ্য।]
মাহাত্ম্য — মহিমা, মহত্ত্ব। মহিমা সংক্রান্ত বিবরণ। [ঃ দেবীর 'মাহাত্ম্য' প্রচার করা।] [সং.]
মাহিনা, মাহিয়ানা — মাসিক বেতন। বেতন, মাইনে। [ফা. মাহ্-আনহ্।]
মাহিষ — ণ. মহিষ সংক্রান্ত। মহিষ-জাত। [সং.]
মাহিষ্মতী — দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন নগর।
মাহিষ্য — হিন্দু সমাজের একটি জাতি।
মাহুত — হস্তিচালক। [সং. মহামাত্র।]
মাহেন্দ্র — বি. (হিন্দু জ্যোতিষে শুভক্ষণ বা যোগবিশেষ। ণ. মহেন্দ্র বা দেবরাজ ইন্দ্র সংক্রান্ত। [সং.]
মাহেশ — ণ. মহেশ সংক্রান্ত, শৈব।
মাহেশ্বরী — ণ. মহেশ্বর সম্বন্ধীয়া। বি দুর্গা। [সং.]
মিউ, মিউমিউ — বিড়ালের ডাক।
মিউজিয়ম, মিউজিয়াম — জাদুঘর প্রদর্শশালা। [ই. museum.]
মিউনিসিপালিটি, মিউনিসিপ্যালিটি — পৌরব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা। [ই. municipality.]
মিঃ — (সংক্ষেপে) মিস্টার। [ই. Mr. = mister.]
মিকাডো — জাপানের রাজার উপাধি।

মিছরি — কাচের মতো ডেলা-বাঁধা চিনি। [আ. মিস্‌রী।] **মিছরির ছুরি** — বাহিরে মধুর ভাবাপন্ন কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষপরায়ণ বা অহিতাকাঙ্ক্ষী।

মিছা, মিছে — ণ. মিথ্যা। [ঃ 'মিছা'-কথা।] বৃথা। [ঃ 'মিছাই' বলা।] বি. মিথ্যা কথা। [সং. মিথ্যা।] **মিছামিছি** — মিথ্যাভাবে। [ঃ 'মিছামিছি' বলা।] অকারণে, অনর্থক। [ঃ 'মিছামিছি' এলাম।]

মিছিল — শোভাযাত্রা। [আ. মিস্‌ল্‌।]

মিছে — ('মিছা' দেখ।)

মিজরাব — সেতার ইত্যাদি বাজাইবার সময় আঙুলে যে তারের জিনিস লাগানো হয়। [আ. মিজ্‌রাব।]

মিঞা — (মুসলমান) বাবু, মহাশয়। [ফা.]

মিটমাট — বিবাদের মীমাংসা, নিষ্পত্তি।

মিটমিট — অনুজ্জ্বল ভাব সূচক অনুকার। বার বার চোখ বন্ধ করা ও খোলা সূচক অনুকার। [ঃ চোখ 'মিটমিট' করা।] ণ. **মিটমিটে** — মিট-মিট করে এমন, অনুজ্জ্বল। [ঃ 'মিটমিটে' আলো।] চাপা, কুটিল। [ঃ 'মিটমিটে' শয়তান।]

মিটা — ক্রি. চুকা, শেষ হওয়া। [ঃ ঝামেলা 'মিটেছে'।] বিবাদ ইত্যাদির নিষ্পত্তি হওয়া, মীমাংসা হওয়া। [ঃ ঝগড়া 'মিটা'।] **মিটানো** — ক্রি. চুকানো, শেষ করা। [ঃ ঝামেলা 'মিটাও'।] মীমাংসা করা, নিষ্পত্তি করা। [ঃ ঝগড়া 'মিটাও'।]

মিটিং — সভা-সমিতি। [ই. meeting.]

মিটিমিটি — মিটমিট করিয়া, অনুজ্জ্বল-ভাবে। [ঃ 'মিটিমিটি' জ্বলা।]

মিঠা, মিঠে — মিষ্ট, মধুর। **মিঠাকড়া, মিঠেকড়া** — মিঠা অথচ কড়া, মধুর অথচ উগ্র। [ঃ 'মিঠাকড়া' তামাক।] স্নেহ ও তিরস্কার মিশ্রিত। [ঃ 'মিঠাকড়া' করিয়া চিঠি লেখা।]

মিঠাই, মেঠাই — দাল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন। মিষ্টান্ন।

মিঠে — ('মিঠা' দেখ।)

মিড় — (সংগীতে) এক স্বর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ বা নিম্নস্বরে গমন।

মিডিয়া — প্রাচীন পারস্যের একটি রাজ্য।

মিডিয়াম — প্রেততত্ত্বে বা সম্মোহনবিদ্যায় নিযুক্ত মধ্যস্থ যাহার মধ্য দিয়া প্রেত ইত্যাদি কথা বলে মনে করা হয়। [ই. medium.]

মিত — ণ. পরিমিত, অল্প। [ঃ 'মিত'-ভাষী।] [সং.] **মিতব্যয়**—পরিমাণ-মতো ব্যয়, ব্যয়সংকোচ। **মিতব্যয়ী** — যে পরিমাণমতো ব্যয় করে, অল্পব্যয়ী। [সং. মিতব্যয়িন্‌] বি. — **মিত-ব্যয়িতা**। স্ত্রী. — **মিতব্যয়িনী**। **মিতভাষী** — যে পরিমাণমতো কথা বলে, অল্পভাষী। [সং. মিতভাষিন্‌।] স্ত্রী. — **মিতভাষিণী**। বি. — **মিতভাষিতা**। **মিতভোজী** — যে পরিমাণ-মতো খায়, পরিমিত-আহার-কারী। [সং. মিতভোজিন্‌।] স্ত্রী. — **মিতভোজিনী**। বি. — **মিত-ভোজিতা**।

মিত — (প্রাচীন কবিতায়) বন্ধু, মিত্র। **মিতবর** — বিবাহের সময়ে যে বালক পার্শ্বচররূপে বরের সঙ্গে থাকে।

মিতা — বন্ধু, মিত্র। [সং. মিত্র।] স্ত্রী. —**মিতানী**।

মিতাক্ষরা — হিন্দু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিজ্ঞানেশ্বর-প্রণীত বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ।

মিতাচার — সংযত আচরণ। ণ. **মিতা-চারী** — যে সংযত আচরণ করে।

[সং. মিতাচারিন্।] স্ত্রী. — **মিতাচারিণী**।

মিতালি — বন্ধুত্ব, মিত্রতা।

মিতাহার — পরিমিত আহার। ণ. **মিতাহারী** — যে পরিমাণমতো আহার করে। [সং. মিতাহারিন্।]

মিতি — পরিমাপ, পরিমাণ নির্ধারণ। জ্ঞান। [সং.]

মিতিন — বন্ধুপত্নী, মিতানী।

মিত্র — বন্ধু, সুহৃৎ। সূর্য। বাঙ্গালী কায়স্থের উপাধি বিশেষ। [সং.] বি. **মিত্রতা** — বন্ধুর ভাব, বন্ধুত্ব। স্ত্রী. — **মিত্রা**।

মিত্রাক্ষর — কবিতার দুই চরণের শেষ অক্ষরে মিল থাকে এমন (ছন্দ)। [সং.]

মিথিলা — বিহারের উত্তর অঞ্চলবর্তী প্রাচীন রাজ্য, বিদেহ, ত্রিহুত।

মিথুন — একজোড়া (স্ত্রী ও পুরুষ)। [ঃ হংস-'মিথুন'।] (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি। [সং.]

মিথ্যা — ণ. মিছা, সত্য নহে এমন, অসত্য। [ঃ 'মিথ্যা' কথা।] বৃথা, অনর্থক। [ঃ সকল চেষ্টা 'মিথ্যা' হইল।] কপট। [ঃ 'মিথ্যা' আচরণ।] বি. মিছাকথা। [ঃ 'মিথ্যা'-বাদী।] অসত্য বিষয়। [সং.] **মিথ্যাচরণ, মিথ্যাচার** — কপট ব্যবহার। **মিথ্যাচারী** — কপট-ব্যবহার-কারী। [সং. মিথ্যাচারিন্।] স্ত্রী. — **মিথ্যাচারিণী**। বি. — **মিথ্যাচারিতা**। **মিথ্যাবাদী** — যে মিথ্যাকথা বলে। [সং. মিথ্যাবাদিন্।] স্ত্রী. — **মিথ্যাবাদিনী**। বি. — **মিথ্যাবাদিতা**। **মিথ্যাভাষী** — যে মিথ্যাকথা বলে, মিথ্যাবাদী। [সং. মিথ্যাভাষিন্।] স্ত্রী. — **মিথ্যাভাষিণী**। বি. — **মিথ্যাভাষিতা**। **মিথ্যুক** — মিথ্যাবাদী **মিথ্যে** — (কথা) মিথ্যা।

মিনতি — বিনীত প্রার্থনা, কাকুতি। [ঃ এই 'মিনতি' করি।] [সং বিজ্ঞপ্তি, বিনতি।]

মিনমিন — ক্ষীণতা সূচক অনুকার। **মিনমিনে** — ণ. মিনমিন করে এমন, অতিশয় ক্ষীণ। [ঃ 'মিনমিনে' গলা।] বি. হাঁফরোগ, মিলমিলে।

মিনসা, মিনসে — (অবজ্ঞায়) পুরুষ মানুষ। [ঃ মাগী-'মিনসে'।] [সং. মনুষ্য।]

মিনা, মিনে — ধাতুর উপরে মসৃণ কলাই ও কারুকার্য। [ঃ গহনায় 'মিনা' করা।] [ফা. মিনা।] **মিনা-করা** — ঐরূপ কলাই ও কারুকার্যযুক্ত।

মিনার — চূড়াযুক্ত অতিশয় উচ্চ স্তম্ভ, 'টাওয়ার'। মসজিদ ইত্যাদির চূড়া। [ফা. মীনার।]

মিনার্ভা — প্রাচীন রোমকগণ-পূজিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী। [ই. Minerva.]

মিনি — ('বিনি' দেখ।)

মিনিট — ঘণ্টার ষাট ভাগের এক ভাগ, ষাট সেকেণ্ড। [ই. minute.] এক **মিনিট** — সামান্যকাল। [ঃ 'এক মিনিট' দাঁড়ান।]

মিনিস্টর, মিনিস্টার — মন্ত্রী। [ই. minister.] **ডেপুটি মিনিস্টার** — উপমন্ত্রী। [ই. deputy minister.]

মিয়া — ('মিঞা' দেখ।)

মিয়াদ, মেয়াদ — নির্দিষ্ট সময়। কয়েদ, কারাবাস। [আ.] ণ. **মিয়াদী, মেয়াদী** — মিয়াদ সংক্রান্ত। [ঃ 'মিয়াদী' কিস্তি।]

মিয়ানি — পায়জামার দুই পায়ের মাঝখান। [ঃ 'মিয়ানি'র মাপ।]

মিয়ানো — ক্রি. নরম হইয়া যাওয়া, শুষ্ক ও মচমচে না থাকা। [ঃ মুড়ি 'মিয়ানো'।] নিস্তেজ বা মন্দীভূত হওয়া। ণ. শুষ্ক ও মচমচে নয় এমন।

[ঃ 'মিয়ানো' মুড়ি।] নিস্তেজ বা মন্দীভূত হইয়াছে এমন।
মিরগেল — ('মুগেল' দেখ।)
মির্জা — মোগল রাজকুমার। সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপাধি বিশেষ। [তু.]
মির্জাই — ('মেরজাই' দেখ।)
মিল — মিলন, ঐক্য, যোগ। সাদৃশ্য। বন্ধুত্ব, সদ্‌ভাব। কবিতার দুই চরণের শেষে একই অক্ষরের অবস্থিতি। **মিলমিশ** — সদ্ভাব, বনিবনা।
মিল — যে কারখানায় কলে কাজ হয়। [ই. mill.]
মিলন — সংযোগ। সাক্ষাৎকার। বিরহ বা বিচ্ছেদের পর সাক্ষাৎকার। কলহের শেষে পুনরায় বন্ধুত্ব। ঐক্য, মিল। [সং.] **মিলনান্ত, মিলনান্তক** — শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটে এমন (গল্প-নাটকাদি)।
মিলমিলে — হামরোগ, মিনমিনে।
মিলা — ক্রি. একত্র হওয়া, যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া। [ঃ সকলে 'মিলে'।] জোটা, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া যাওয়া। [ঃ দুধ 'মিলবে' না।] অনুরূপ হওয়া, তুল্য হওয়া। [ঃ কথার সঙ্গে 'মিলেছে'।] খাপ খাওয়া। [ঃ তোমার গায়ের রঙের সঙ্গে 'মিলেছে'।] ঠিক হওয়া। [ঃ অঙ্ক 'মিলা'।] পদ্য মিলযুক্ত হওয়া। [ঃ কবিতা 'মিলা'।] **মিলানো** — ক্রি. মিলিত করা। সংযুক্ত করা। পদ্যে অক্ষরের মিল করা। তুলনা করা। [ঃ 'মিলিয়ে' দেখ।] গলিয়া যাওয়া। বিলীন হওয়া, অদৃশ্য হওয়া। [ঃ আকাশে 'মিলিয়ে' গেল।]
মিলিটারি — যুদ্ধ বা সৈন্য সংক্রান্ত। [ই. military.]
মিলিত — ণ. মিলিয়াছে এমন। একত্র হইয়াছে এমন। সঙ্ঘবদ্ধ। স্ত্রী. — **মিলিতা**।
মিশ — মিশ্রণ, মিল। সামঞ্জস্য। **মিশ খাওয়া** — মেলা, খাপ খাওয়া। বনিবনাও হওয়া।
মিশকালো — ('মিসকালো' দেখ।)
মিশন — কোনও উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রতিনিধি প্রচারক ইত্যাদি। ধর্মপ্রচার ও সমাজসেবার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান। [ই. mission.] **মিশনারী** — বি. ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত ব্যক্তি। ণ. ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত। [ই. missionary.]
মিশমিশ — ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সূচক অনুকার। [ঃ 'মিশমিশ' করা।] ণ. **মিশমিশে** — ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মিশমিশ করে এমন।
মিশর — আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি দেশ, ইজিপ্ট। [আ. মিস্‌র্।] **মিশরী** — মিশরের অধিবাসী। **মিশরীয়** — মিশর সংক্রান্ত।
মিশল — ('মিশাল' দেখ।)
মিশা — ক্রি. মিশ্রিত হওয়া। সংসর্গে থাকা। [ঃ ওর সঙ্গে 'মিশবে' না।] বিলীন হওয়া, মিলানো। [ঃ আকাশে 'মিশে' গেল।] **মিশানো** — ক্রি. মিশ্রিত করা। বি. মিশ্রিত করণ। ণ. মিশ্রিত।
মিশাল — ণ. মিশ্রিত। বি. মিশ্রণ, ভেজাল। [ঃ 'মিশাল' দেওয়া।] **মিশালী** — মিশাল আছে এমন। **পাঁচমিশালী** — পাঁচরকম বা নানারকম জিনিস মিশানো আছে এমন।
মিশি — ('মিসি' দেখ।)
মিশুক — অপর লোকের সহিত সহজে মিশিতে পারে এমন।
মিশ্র — ণ. মিশ্রিত, সংযুক্ত। মিশ্রণজাত। [ঃ 'মিশ্র' পদার্থ; ঃ 'মিশ্র' জাতি।] (গণিতে) জটিল, যৌগিক। [ঃ 'মিশ্র' যোগ।] বি. মিশ্রিত দ্রব্য। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ। [সং.] **মিশ্রণ** —

মিশ্রিত করণ। মিশ্রিত অবস্থা, মিলন, সংযোগ। ভেজাল, মিশল। ণ. **মিশ্রিত** — মিশানো আছে বা হইয়াছে এমন।

মিষ্ট — ণ. মধু বা চিনির মতো স্বাদ-বিশিষ্ট। [ঃ 'মিষ্ট' আম।] শুনিতে ভালো লাগে এমন, শ্রুতিমধুর। [ঃ 'মিষ্ট' গলা; ঃ 'মিষ্ট' গান।] অমায়িক, সৌজন্যপূর্ণ, প্রীতিপ্রদ। [ঃ 'মিষ্ট' ব্যবহার।] মিষ্টান্ন। [ঃ বাজারের 'মিষ্ট'।] [সং.] বি. — **মিষ্টতা, মিষ্টত্ব**। **মিষ্টমুখ** — সৌজন্যপ্রকাশের জন্য মিষ্টান্নভোজন। **মিষ্টান্ন** — তৈয়ারী মিষ্ট খাবার, মিঠাই। **মিষ্টি** — ('মিষ্ট' দেখ।) **মিষ্টিমুখ** — ('মিষ্টমুখ' দেখ।)

মিস — অবিবাহিতা। কুমারী। [ই. miss.]

মিস — সময়মতো উপস্থিত হইতে বা ধরিতে না পারায় হাতছাড়া। [ঃ একটার গাড়ি 'মিস' করলাম।] [ই. miss.]

মিসকালো — মসিবৎ কালো, ঘোর কালো।

মিসমিস — ('মিশমিশ' দেখ।)

মিসমিসে — ('মিশমিশে' দেখ।)

মিসর, মিসরী, মিসরীয় — ('মিশর', 'মিশরী' ও 'মিশরীয়' দেখ।)

মিসি — দাঁত কালো করিবার একরকম মাজন। [ফা. মিসী।]

মিসিবাবা — ইংরেজঘেঁষা সমাজে ভৃত্য ইত্যাদি কর্তৃক বাড়ির কুমারী মেয়েদের প্রতি সম্বোধন। [ই. miss + হি. বাবা।]

মিসেস — (ইংরেজ-সমাজে বা ইংরেজী কায়দায়) শ্রীমতী, বিবাহিতা-সূচক আখ্যা। [ই. mistress.]

মিস্টার — (ইংরেজ সমাজে বা ইংরেজী কায়দায়) মহাশয়, শ্রীযুত। [ই. mister.]

মিস্ত্রি, মিস্ত্রী — কারিগর। [ঃ ছুতার 'মিস্ত্রী'।] যে যন্ত্র মেরামত করে। [পো. mestre.]

মিহি — সূক্ষ্ম, সরু, পাতলা। [ঃ 'মিহি' কাপড়; ঃ 'মিহি' গলা।] [ফা মহীন্।] **মিহিদানা** — দালের এক-রকম দানাওয়ালা মিষ্টান্ন। মোতিচুর।

মিহির — সূর্য, তপন। [সং.]

মীড় — ('মিড়' দেখ।)

মীন — মাছ। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশি-চক্রের দ্বাদশ রাশি। (হিন্দু পুরাণে) বিষ্ণুর প্রথম অবতার। [সং.] **মীনকেতন, মীনধ্বজ** — প্রেমের দেবতা, মদন, মকরকেতন। **মীনাক্ষী** — স্ত্রী. ণ. মাছের মতো সুন্দর চোখ যাহার।

মীমাংসক — যে মীমাংসা করে, মীমাংসা-কারী। মীমাংসাদর্শনে অভিজ্ঞ। [সং.] স্ত্রী. — **মীমাংসিকা**।

মীমাংসা — সিদ্ধান্ত, সমাধান, নিষ্পত্তি। বিবাদের নিষ্পত্তি, আপোস, মিটমাট। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষ। [সং.] **উত্তর মীমাংসা** — বেদান্ত, বাদরায়ণ ব্যাস প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। **পূর্ব মীমাংসা** — জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্র। ণ. **মীমাংসিত** — যাহার মীমাংসা হইয়াছে এমন।

মীর — অধ্যক্ষ, পরিচালক। [ঃ 'মীর'-বহর।] [ফা.] **মীর আতস** — মুসল-মান আমলের গোলন্দাজ বাহিনীর নেতা। **মীর আদল** — মুসলমান আমলের প্রধান বিচারপতি। **মীর বখশী** — মুসলমান আমলের সৈন্যদের বেতন-দাতা। **মীরবহর** — মুসলমান আমলের নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ। **মীর মুনশী** **মীর মুন্সী** — সেরেস্তার অধ্যক্ষ ব বড়বাবু।

মুই — (প্রাচীন কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমি।

মুকতি — (কবিতায়) মুক্তি।

মুকুট — শিরোভূষণ, কিরীট, তাজ। [ঃ রাজ-'মুকুট'।] [সং.] **মুকুটহীন রাজা** — যিনি রাজা না হইয়াও রাজার মতো সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

মুকুতা — (কবিতায়) মুক্তা।

মুকুতি — ('মুকতি' দেখ।)

মুকুন্দ — মোক্ষদাতা। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। [সং.]

মুকুর — আয়না, দর্পণ। [সং.]

মুকুল, মুকুলিকা — কলিকা, কুঁড়ি। ণ. **মুকুলিত** — কুঁড়ি ধরিয়াছে এমন। আধ-ফুটন্ত। স্ত্রী. — **মুকুলিতা**। **মুকুলোদ্গম** — কুঁড়ির জন্ম, কুঁড়ির উদ্গম।

মুক্ত — ণ. খোলা, অবারিত, আবদ্ধ নহে এমন। [ঃ 'মুক্ত' আকাশ; ঃ 'মুক্ত' বায়ু।] খালাস, অবরুদ্ধ নহে এমন। [ঃ কারা-'মুক্ত'; ঃ তুমি 'মুক্ত'।] নিষ্কৃতি বা ছাড় পাইয়াছে এমন। [ঃ ঋণ-'মুক্ত'।] বন্ধ নহে এমন। [ঃ 'মুক্ত' বাতায়ন।] বাঁধা নহে এমন। [ঃ 'মুক্ত' কেশ।] যাহার সংসারবন্ধন ঘুচিয়াছে এমন, মোক্ষলাভ করিয়াছে এমন। [ঃ 'মুক্ত'-পুরুষ।] অকৃপণ, উদার। [ঃ 'মুক্ত'-হস্ত।] পরিষ্কৃত, সাফ। [ঃ হেঁসেল 'মুক্ত' করা।] স্বাধীন। [ঃ 'মুক্ত' ভারত।] স্ত্রী. — **মুক্তা**। [সং.] **মুক্তকচ্ছ** — কাছা খুলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'মুক্তকচ্ছ' অবস্থায় ছুটিলেন।] **মুক্তকণ্ঠে** — প্রকাশ্যে। নিঃসংকোচে। [ঃ 'মুক্তকণ্ঠে' ঘোষণা করিতেছি।] **মুক্তকর** — অকৃপণ, দানশীল। **মুক্তকরে** — মুক্তহস্তে, অকৃপণভাবে। **মুক্তকেশা, মুক্তকেশী** — যাহার চুল খোলা আছে এমন (নারী)। **মুক্তপুরুষ** সংসারের মায়া-মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি। **মুক্তবেণী** — খোলা বেণী। যাহার বেণী বাঁধা হয় নাই এমন। ('ত্রিবেণী' দেখ।) **মুক্তসঙ্গ** -- সংসারে আসক্তিহীন। **মুক্তহস্ত** -- অকৃপণ, উদার। **মুক্তহস্তে** — অকৃপণ ও উদারভাবে।

মুক্তা — শুক্তিগর্ভে জাত একরকম রত্ন, মোতি। [সং.] ('মুক্ত' দেখ।)

মুক্তি — ণ. মোচন, অবরুদ্ধ বা বন্ধ অবস্থার অবসান। [ঃ বন্ধন-'মুক্তি'; ঃ কারা-'মুক্তি'।] নিষ্কৃতি, রেহাই, ত্রাণ। মোক্ষ। [ঃ ভক্তির দ্বারা 'মুক্তি'।] স্বাধীনতা। [ঃ ভারতের 'মুক্তি'-সংগ্রাম।] [সং.] **মুক্তিদাতা** — যে মুক্তি দেয়। যিনি মোক্ষদান করেন। [সং. মুক্তি-দাতৃ।] স্ত্রী. — **মুক্তিদাত্রী**। **মুক্তিমার্গ** — মোক্ষলাভের পথ। **মুক্তিস্নান** — গ্রহণশেষে পবিত্র স্নান।

মুক্তো — ('মুক্তা' দেখ।)

মুখ -- বি. খাইবার বা কথা বলিবার প্রত্যঙ্গ। মুখগহ্বর। মুখমণ্ডল। ভিতরে বা বাহিরে যাইবার পথ। [ঃ গুহা-'মুখ'।] ছিদ্র, রন্ধ্র। [ঃ ফোড়ার 'মুখ'।] মোহানা। [ঃ নদীর 'মুখ'।] অগ্রভাগ। [ঃ সুচের 'মুখ'; ঃ ছুরির 'মুখ'।] উপরিভাগ। [ঃ হাঁড়ির 'মুখ'; ঃ কলসীর 'মুখ'।] প্রান্ত। [ঃ বালার জোড়-'মুখ'।] আরম্ভ, সূত্রপাত। [ঃ ফোড়া উঠবার 'মুখে'।] দিক্। [ঃ গৃহ-'মুখে'।] পথ। [ঃ যাবার 'মুখে'।] কলহ, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ। [ঃ 'মুখ' করা।] সম্মান, মর্যাদা। [ঃ 'মুখ' রাখা; ঃ বলার 'মুখ' নাই।] কথাবার্তা। [ঃ লোকটার মুখ বড় খারাপ।] ণ. মুখ্য, প্রধান। [ঃ 'মুখ'-পাত্র।] [সং.] **মুখ আলগা করা** — অসংযত বা অশ্লীল ভাষায় কথা বলা। **মুখ করা** — ঝগড়া

করা, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা। **মুখ খারাপ করা** — অশ্লীল কথা বলা। **মুখ খিঁচানো** — রাগে বা বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করা। **মুখ খিস্তি করা** — অশ্লীল কথা বলা। **মুখ খোলা** — নীরব থাকার পর কথা বলা। **মুখ গোঁজ করা** — রাগে বিরক্তিতে বা অভিমানে মুখ গম্ভীর করা। **মুখ চলা** — ক্রমাগত খাওয়া বা বকা। **মুখ চাওয়া** — কাহাকেও খুশী করিবার চেষ্টায় পক্ষপাতিত্ব করা। **মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা** — কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। **মুখ চুন করা** — মুখ বিবর্ণ হওয়া, লজ্জিত বা হতাশ হওয়া। **মুখ চুলকানো** — ওল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখে অস্বস্তি বোধ করা। **মুখ ছুটানো** — অসংকোচে অশ্লীল কথা বলা। **মুখ ছোট হওয়া** — সম্মানের লাঘব হওয়া। **মুখ তুলিতে না পারা** — অতিশয় লজ্জা বোধ করা। **মুখ তুলিয়া চাওয়া, মুখ তোলা** — করুণা করা, প্রসন্ন হওয়া। **মুখ থাকা** — সম্মান থাকা, অমর্যাদা না হওয়া। **মুখ দেখা** — বর কনে বা নবজাত শিশুকে আশীর্বাদের জন্য প্রথম দেখা। **মুখ দেখানো** — লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করা। **মুখ ফিরানো** — অসপ্রন্ন হওয়া, নির্দয় হওয়া। **মুখ ফুটা** — মনোভাব প্রকাশ করা। [ঃ 'মুখ ফুটে' বলতে পারল না।] **মুখ বদলানো** — খাদ্যের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য খাদ্যের পরিবর্তন করা। **মুখ বন্ধ করা** — চুপ করানো, নীরব থাকিতে বাধ্য করা। **মুখ বাঁকানো** — বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করা। **মুখ বাড়া** — প্রশ্রয়ের ফলে বাচালতা বা প্রতিবাদ করিবার মতো ঔদ্ধত্য হওয়া। **মুখ বাড়ানো** — কথা বলিবার জন্য বা অন্য কোনও কারণে মুখ আগাইয়া দেওয়া। **মুখ বুজা** — নীরবে সহ্য করা। [ঃ 'মুখ বুজে' থাকব।] **মুখ ভার করা, মুখ ভারী করা** — অসন্তোষের ফলে মুখ গম্ভীর করা। **মুখ ভেংচানো, মুখ ভেঙচানো** — অসন্তোষ বিরক্তি ইত্যাদির ফলে মুখ বিকৃত করা। **মুখ মারা** — থলে টিন কলসী ইত্যাদির মুখ শক্ত করিয়া বন্ধ করা। **মুখ রক্ষা করা, মুখ রাখা** — সম্মান রাখা, মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। **মুখ কাল হওয়া** — লজ্জিত বা রুষ্ট হওয়া। **মুখ শুকানো** — মুখ ম্লান বা বিবর্ণ হওয়া। **মুখ সামলানো** — কথাবার্তায় সংযত হওয়া। **মুখ সিটকানো** — ঘৃণা বিরক্তি ইত্যাদিতে মুখ বিকৃত করা। **মুখ হওয়া** — ফোড়া ইত্যাদিতে পুঁজ বাহির হইবার পথ হওয়া। বাদ-প্রতিবাদ করিবার স্পর্ধা হওয়া। **মুখে** — কথায়, কাজে নহে। **মুখে আগুন** — মৃত্যু কামনা করিয়া গালি। **মুখে খই ফোটা** — অনর্গল কথা বলা, বাচালতা করা। **মুখে চুনকালি দেওয়া** — সম্মানহানিকর কাজ করা, কলঙ্ক লেপন করা। **মুখে ছাই** — অনিষ্ট কামনা করিয়া গালি। **মুখে জল আসা** — লোভে লালা নিঃসৃত হওয়া, লোভ হওয়া। **মুখে দড়** — কথায় দৃঢ় বা পটু, বাক্যবাগীশ। **মুখে দেওয়া** — সামান্য পরিমাণে খাওয়া। **মুখে মুখে** — নানা লোকের কথাবার্তায় বা আলোচনায়। মৌখিকভাবে, না লিখিয়া। [ঃ 'মুখে মুখে' হিসাব করা।] **মুখে রুচা, মুখে রোচা** — খাইতে ইচ্ছা হওয়া। [ঃ এসব খাবার 'মুখে রুচে' না।] **মুখের উপর** — সামনাসামনি, স্পর্ধার সহিত প্রতিবাদ করিয়া। [ঃ 'মুখের উপর' বলল।]

মুখের কথা — অতি সহজ বিষয়, বলিবামাত্র করা যাইতে পারে এমন বিষয়। **মুখের মতো** — উপযুক্ত, যথাযোগ্য। [ঃ 'মুখের মতো' জবাব।] **ছোট মুখে বড় কথা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা** — উদ্ধত উক্তি, স্পর্ধিত কথাবার্তা। **শত্রুর মুখে ছাই দিয়া** — শত্রুর অনিষ্ট-কামনা ব্যর্থ করিয়া। **মুখকান্তি** — মুখের সৌন্দর্য, মুখের শোভা, মুখশ্রী। **মুখচন্দ্র** — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। **মুখচুন** — লজ্জা হতাশা ইত্যাদির ফলে মুখ বিবর্ণ। [ঃ 'মুখচুন' হওয়া; ঃ 'মুখচুন' করা।] **মুখচোরা** — যে কথা কহিতে লজ্জা করে, লাজুক। **মুখচ্ছবি** — মুখশ্রী। **মুখঝামটা** — বিরক্তি সূচক মুখভঙ্গী ও তিরস্কার। **মুখনাড়া** — ('মুখঝামটা' দেখ।) **মুখপত্র** — ভূমিকা, আরম্ভিক বক্তব্য। **মুখপদ্ম** — পদ্মের মতো সুন্দর মুখ। **মুখপাত** — মুখপাত্র। সম্মুখের দিক। প্রান্ত। **মুখপাত্র** — প্রতিনিধিত্বকারী অগ্রণী। **মুখপোড়া** — যাহার মুখ পুড়িয়াছে। একরকম গালি। **মুখফোড়** — স্পষ্টবক্তা, উচিত কথা বলিতে যাহার বাধে না এমন। **মুখবন্ধ** — ভূমিকা। **মুখব্যাদান** — মুখবিস্তার, হাঁ। **মুখ-ভঙ্গী** — মুখের চেহারা। মুখের বিকৃতি। **মুখভার** — রাগ বিরক্তি অভিমান ইত্যাদির জন্য গম্ভীর মুখ। [ঃ 'মুখভার' করা।] **মুখমণ্ডল** — মস্তকের সম্মুখভাগ। **মুখরক্ষা** — মর্যাদারক্ষা, অপমান ও লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি। **মুখরুচি** — মুখের সৌন্দর্য, মুখশ্রী। **মুখরোচক** — সুস্বাদু। **মুখশুদ্ধি** — ভোজনের পর খাওয়া যায় এমন পান মসলা ইত্যাদি। **মুখশ্রী** — মুখের সৌন্দর্য, মুখের শোভা। **মুখসর্বস্ব** — কথায় পটু এবং কাজে অক্ষম। বি. — **মুখসর্বস্বতা।** **মুখস্থ** — কণ্ঠস্থ। মুখে আছে এমন।

মুখটি, মুখটী — ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, মুখোপাধ্যায় বংশ।

মুখর — বাচাল। শব্দ পূর্ণ, ধ্বনিময়। স্ত্রী. — **মুখরা।** বি. — **মুখরতা।** ণ. **মুখরিত** — শব্দে পূর্ণ, শব্দিত। স্ত্রী. — **মুখরিতা।**

মুখাকৃতি — মুখের গড়ন।

মুখাগ্নি — মৃতের সংকারকালে শবের মুখে অগ্নিসংযোগের অনুষ্ঠান।

মুখানো — ক্রি. উদ্‌গ্রীব ও আগ্রহান্বিত হইয়া থাকা। [ঃ খাবার জন্য ছেলেরা 'মুখিয়ে' আছে।]

মুখাপেক্ষী — যে অপরের উপর নির্ভর করে, পরনির্ভরশীল। [সং. মুখাপেক্ষিন্।] স্ত্রী. — **মুখাপেক্ষিণী।** বি. — **মুখাপেক্ষিতা।**

মুখাবয়ব — মুখমণ্ডলের গড়ন বা আকৃতি।

মুখামুখি, মুখোমুখি — সামনাসামনি, পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া।

মুখামৃত — (ব্যঙ্গে) থুতু, লালা।

মুখি — ওল ইত্যাদির ছোট ফেঁকড়া বা অঙ্কুর।

মুখিয়া — মুখ্য ব্যক্তি, মোড়ল। [ঃ গ্রামের 'মুখিয়া'।] [সং. মুখ্য।]

-মুখী — মুখযুক্তা। [ঃ কালা-'মুখী'; ঃ চন্দ্র-'মুখী'।] অভিমুখী, প্রবণতা আছে এমন। [ঃ 'বহির্মুখী'।]

মুখুজ্জে — ('মুখোপাধ্যায়' দেখ।)

-মুখো — মুখবিশিষ্ট। [ঃ হাঙ্গর-'মুখো'।] স্ত্রী. — **-মুখী।**

মুখোপাধ্যায় — বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, মুখুজ্জে।

মুখোশ, মুখোস — কৃত্রিম মুখ, মানুষ

জীবজন্তুর মুখের চিত্র-করা মুখাবরণ। কপটতা, ছদ্মবেশ। [সং. মুখকোশ।]

মুখ্য — প্রধান, শ্রেষ্ঠ। [সং.] **মুখ্য মন্ত্রী** — ভারতীয় প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। **মুখ্যতঃ** — প্রধানতঃ।

মুগ — একরকম দাল। [সং. মুদ্গ।]

মুগা — একরকম মোটা রেশম। [আ. মুগা।]

মুগুর — গদা, মুদ্‌গর। বড় হাতুড়ির মতো জিনিস। [সং. মুদ্গর।] **মুগুর ভাঁজা** — মুগুর বা গদার মতো জিনিস লইয়া ব্যায়াম করা।

মুগ্ধ — ণ. গুণ বা রূপের দ্বারা অভিভূত, মোহিত। তন্ময়, নিবিষ্ট। বশীভূত। মোহাচ্ছন্ন। [সং.] স্ত্রী. — **মুগ্ধা**। বি. — **মুগ্ধতা**। **মুগ্ধা** — অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিতা নায়িকা যাহার প্রণয়ীর প্রতি স্থির বিশ্বাস থাকে।

মুঘল — তাতার জাতির একটি শাখা, মোগল। [ফা.] স্ত্রী. — **মুঘলানী**। [ঃ 'মুঘলানী' বেগম।]

মুচকি — ঈষৎ, মুখ ফাঁক হয় না এমন (হাসি)। **মুচকিয়া, মুচকে** — মুখ ফাঁক না করিয়া ঈষৎ। [ঃ 'মুচকিয়া' হাসা।]

মুচকুন্দ — একরকম ফুল।

মুচড়ানো — ক্রি. পাক দেওয়া, পাক দিয়া দুমড়ানো। ণ. পাক লাগিয়া দুমড়াইয়াছে এমন। [ঃ 'মুচড়ানো' হাত।] বি. ঐ অর্থে।

মুচমুচ — মৃদু মচমচ। ণ. **মুচমুচে** — মুচমুচ করে এমন।

মুচলেকা — অঙ্গীকারপত্র। [তু. মুচল্‌কা।]

মুচি — ('মুছি' দেখ।)

মুচি, মুচী — যে চামড়ার কাজ করে, যে জুতা বানায় বা মেরামত করে, চর্মকার। [প্রাচীন ইরানীয় 'মোচক'।]

মুচুকুন্দ — ('মুচকুন্দ' দেখ।)

মুচ্ছন্দী, মুচ্ছুদ্দী — ('মুৎসদ্দী' দেখ।)

মুছলমান, মুছলিম — ('মুসলমান' ও 'মুসলিম' দেখ।)

মুছা — ক্রি. কাপড় ইত্যাদি দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার বা শুষ্ক করা। পুঁছা। [ঃ হাত 'মুছা'; ঃ ঘর 'মুছা'।] ণ. পুঁছা হইয়াছে এমন। **মুছানো** — ক্রি. অপরের দ্বারা মুছা, পোঁছানো। অপরের গাত্র ইত্যাদি মুছা। ('মোছা' ও 'মোছানো' দেখ।)

মুছি — ছোট সরা। ধাতু গালাইবার ছোট পাত্র। নবজাত ছোট নারিকেল। [সং মুষা।]

মুজরা, মুজরো — নৃত্যগীতের পরীক্ষা বা প্রদর্শন। প্রাপ্য টাকা হইতে ছাড় [আ. মুজ্‌রা।]

মুঞি — ('মুই' দেখ।

মুঞ্জ — একরকম ঘাস, মুজ ঘাস। [সং.

মুট — হালকা ও মৃদু মুট শব্দ।

মুটকী — খুব মোটা (স্ত্রীলোক)।

মুটিয়া, মুটে — মোট ঝাঁকা **মুটে** — ঝাঁকায় করিয়া মোট বহন করে এমন মুটে। **মুটে-মজুর** — সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর লোক।

মুঠ — হাতল বা বাঁট। মুঠিতে ধরে এমন পরিমাণ, মুঠো। [সং. মুষ্টি।]

মুঠা, মুঠি, মুঠো — অঙ্গুলিবদ্ধ হাত, মুষ্টি। মুঠার মধ্যে ধরে এমন পরিমাণ [ঃ এক 'মুঠো' চাল।] [সং. মুষ্টি। **মুঠার মধ্যে, মুঠির মধ্যে, মুঠোর মধ্যে** — আয়ত্তের মধ্যে, বশীভূত।

মুড়মুড় — হালকা ও মৃদু মড়মড় শব্দ ণ. **মুড়মুড়ে** — মুড়মুড় করে এমন।

মুড়া, মুড়ো — মাথা, মুণ্ড। [ঃ 'মুড়া'।] [সং. মুণ্ড।]

ড়া, **মুড়ো** — মুণ্ডিত, অগ্রভাগ ক্ষয় পাইয়াছে এমন। [ঃ 'মুড়া' ঝাঁটা।] [সং. মুণ্ডিত।]

ড়া — ক্রি. ভাঁজ করা। [ঃ কাগজ 'মুড়া'।] মণ্ডিত করা, আবৃত করা। [ঃ কাগজে 'মুড়া'।] ণ. ভাঁজ করা হইয়াছে এমন। **মুড়ানো** — ক্রি. মুণ্ডন করা, নেড়া করা। [ঃ মাথা 'মুড়ানো'।] ডাল-পালা ছাঁটিয়া ফেলা। ণ. মুণ্ডিত, নেড়া। ডাল-পালা ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

ড়ি — হালকা ভাজা চাউল।

ড়ি — মুড়া। [ঃ মাছের 'মুড়ি'-ঘণ্ট।]

ড়ি — প্রান্তভাগ, কিনারা।

ড়ি — আবৃতকরণ, আবরণ। [ঃ লেপ 'মুড়ি' দেওয়া।]

ড়ো — ('মুড়া' দেখ।)

ণ্ড — মাথা, মস্তক, শির। বিরক্তি সূচক শব্দ। [ঃ তোমার 'মুণ্ড'।] [সং.] **মুণ্ডচ্ছেদ** — মস্তক ছেদন, শিরশ্ছেদ। **মুণ্ডপাত** — মস্তক ছেদন। **মুণ্ডপাত করা** — অতিশয় নিন্দা বা তিরস্কার করা। **মুণ্ডমালা** — কাটা মাথার মালা। **মুণ্ডমালী** — যে কাটা মাথার মালা পরে। [সং. মুণ্ডমালিন্।] স্ত্রী. — **মুণ্ডমালিনী**।

ণ্ডন — চুল চাঁচিয়া কর্তন, নেড়া করণ। ণ. **মুণ্ডিত** — মুণ্ডন করা হইয়াছে এমন, নেড়া। **মুণ্ডিতকেশ, মুণ্ডিত-মস্তক** — যাহার মাথা মুড়ানো হইয়াছে, নেড়া। [ঃ 'মুণ্ডিতমস্তক' সন্ন্যাসী।]

ণ্ডি — ছোট মণ্ডা, মণ্ডি।

ণ্ডু — (কথ্য) মুণ্ড।

ত — (গ্রাম্য ও কথ্য) মূত্র, প্রস্রাব। [সং. মূত্র।]

তফরক্কা — ছোটখাটো বিবিধ, পাঁচ-মিশালী। [আ. মুত্ফররিক্।]

মুতা — ক্রি. (গ্রাম্য ও কথ্য) মূত্রত্যাগ করা, প্রস্রাব করা। **মুতানো** — ক্রি. (গ্রাম্য ও কথ্য) প্রস্রাব করানো।

মুতালিক — (আদালতী প্রয়োগ) সম্বন্ধীয়, সংক্রান্ত। [আ. মুতাল্লিক।]

মুৎসদ্দী — মুচ্ছুদ্দী, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, এজেণ্ট। [আ. মুত্সদ্দী।]

মুথা, মুথো — একরকম সুগন্ধ-মূল-বিশিষ্ট ঘাস। [সং. মুস্ত।]

মুদা — ক্রি. বোজা, নিমীলিত করা। [ঃ নয়ন 'মুদিলে'।] ণ. — **মুদিত**।

মুদি, মুদী — চাল দাল নুন তেল ইত্যাদির বিক্রেতা। **মুদিখানা, মুদীখানা** — মুদীর দোকান।

মুদ্গ — মুগদাল। [সং.]

মুদ্গর — মুগুর। [সং.]

মুদ্দই — শত্রু, বিপক্ষ। ফরিয়াদী, অভিযোগকারী। [আ.]

মুদ্দত — নির্দিষ্ট সময়, নির্ধারিত সময়। [আ.] ণ. — **মুদ্দতী**। [ঃ 'মুদ্দতী' হুণ্ডি।]

মুদ্দাফরাশ, মুদ্দাফরাস, মুদ্দোফরাশ, মুদ্দোফরাস — ('মুর্দাফরাশ' দেখ।)

মুদ্রণ — ছাপাই, মুদ্রিত করণ। নিমীলন। [সং.] **মুদ্রণালয়** — ছাপাখানা।

মুদ্রা — টাকা পয়সা ইত্যাদি। সীলমোহর। [ঃ 'মুদ্রাঙ্কিত'।] দেবার্চনা বা নৃত্যে অঙ্গুলিবিন্যাস ইত্যাদি। [ঃ বরাভয় 'মুদ্রা'।] হাত মুখ ইত্যাদি ভঙ্গী। পঞ্চ ম-কারের একটি, মদের চাট। [সং.]

মুদ্রাকর — ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। **মুদ্রাকর প্রমাদ** — ছাপার ভুল।

মুদ্রাক্ষর — ছাপাইবার হরফ।

মুদ্রাঙ্কন — ছাপের দ্বারা চিহ্নিত করণ। মুদ্রণ। ণ.— **মুদ্রাঙ্কিত**।

মুদ্রাদোষ — (নিন্দায়) অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির ব্যক্তিগত কদভ্যাস।

মুদ্রানীতি — মুদ্রা প্রচলন সংক্রান্ত নীতি।
মুদ্রাযন্ত্র — ছাপার কল, মুদ্রণযন্ত্র।
মুদ্রাশঙ্খ — একরকম খনিজ সীসকভস্ম। [সং. মুদ্দারশৃঙ্গ।]
মুদ্রাসংকোচ — কোনও দেশে প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাহ্রাস এবং ফলে মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি।
মুদ্রাস্ফীতি — কোনও দেশে প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ফলে মুদ্রার মূল্যহ্রাস।
মুদ্রিত — ণ. ছাপা, মুদ্রাঙ্কিত। মুদিত, নিমীলিত।
মুনফা — ('মুনাফা' দেখ।)
মুনশী — কেরানী, লেখক। উর্দু ভাষার শিক্ষক। পণ্ডিত, বিদ্বান্। [আ.] **মুনশিয়ানা, মুনশীয়ানা** — পাণ্ডিত্য। দক্ষতা, নৈপুণ্য।
মুনসেফ — মহকুমা দেওয়ানী আদালতের বিচারক। [আ. মুন্‌সিফ্।] **মুনসেফি** — মুনসেফের পদ বা কাজ। **মুনসেফী** — ণ. মুনসেফ সংক্রান্ত। মুনসেফের। [ঃ 'মুনসেফী' আদালত।]
মুনাফা — লাভ, লভ্যাংশ। [আ.] **মুনাফাখোর** — যে অতিরিক্ত লাভ করিতে চায় বা করে।
মুনি — ঋষি, তপস্বী। [সং.]
মুনিয়া — নানারঙের সুন্দর একরকম ছোট পাখী।
মুফৎ, মুফত — বিনামূল্যে, মাগনা। [আ.]
মুমুক্ষা — মুক্তিলাভের ইচ্ছা, মোক্ষলাভের ইচ্ছা। [সং.] **মুমুক্ষু** — মুক্তিপ্রার্থী, যে মোক্ষলাভ করিতে চায়।
মুমূর্ষা — মরিতে বাসনা, মরিবার ইচ্ছা। [সং.] **মুমূর্ষু** — মরণাপন্ন, মরিতে বসিয়াছে এমন।
মুয়াজ্জীন, মুয়াজ্জিম — নামাজের সময়ে মসজিদের মিনার হইতে যে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র নাম ঘোষণা করে। [আ. মুয়াজ্জীন্।]
মুরগি, মুর্গি — একরকম পাখী, কুক্কুট, কুঁকড়া। স্ত্রী. **মুরগী, মুর্গী** — কুক্কুটী। [ফা. মুর্গ্।]
মুরছা, মুরছিত — ('মূরছা' ও 'মূরছিত' দেখ।)
মুরজ — মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। [সং.]
মুরজা — কুবের-পত্নী। [সং.]
মুরতি — ('মূরতি' দেখ।)
মুরদ, মুরাদ — সামর্থ্য, শক্তি, পৌরুষ। [আ. মুরাদ।]
মুরব্বি, মুরব্বী — অভিভাবক। পৃষ্ঠ-পোষক। [আ. মুরব্বী।] **মুরব্বিয়ানা, মুরব্বীয়ানা** — (ব্যঙ্গে) মুরব্বীর মতো আচরণ বা কথাবার্তা।
মুরলা — কেরল অঞ্চলের একটি নদী।
মুরলী — বাঁশি। [সং.] **মুরলীধর** — শ্রীকৃষ্ণ।
মুরারি — মুর নামক দৈত্যের বিনাশকর্তা, শ্রীকৃষ্ণ।
মুরি — নর্দমা, জলনিকাশের পথ।
মুরুব্বি, মুরুব্বী — ('মুরব্বি' দেখ।)
মুরুব্বিয়ানা, মুরুব্বীয়ানা — ('মুরব্বিয়ানা' দেখ।)
মুর্গি, মুর্গী — ('মুরগি' ও 'মুরগী' দেখ।)
মুর্দা — শব, মড়া। [ফা. মুর্দহ্।] **মুর্দাফরাশ, মুর্দাফরাস** — শব বহন করা ও পোড়ানো যাহার পেশা। [ফা. মুর্দহ্-ফরোশ্।]
মুল — (পদ্যে) দাম, মূল্য।
মুলতবী, মুলতুবী — স্থগিত, সাময়িক-ভাবে বন্ধ। [আ. মুলতবী।]
মুলতান — (সংগীতে) একরকম রাগিণী। পশ্চিম পাঞ্জাবের একটি শহর।

মুলস্থান।] **মুলতানী** — মুলতানে জাত। মুলতান সংক্রান্ত।
মুলতুবী — (মুলতবী' দেখ।)
মুলা, মুলো — একরকম কন্দ, একরকম জাতীয় সবজি। [সং. মূলক।]
মুলাকাত — ('মোলাকাত' দেখ।)
মুলানো — ক্রি. (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) মূল্য নির্ণয় করা, দর করা।
মুলুক — দেশ। অঞ্চল। [আ. মুলুক্।]
মুলো — ('মুলা' দেখ।)
মুশকিল — বিপদ, বাধা, সংকট। [আ. মুশ্‌কিল্।] **মুশকিল-আসান** — বিপদ হইতে মুক্তি। যে বিপদ হইতে মুক্ত করে, বিপদবারণ।
মুশা — বাইবেলে বর্ণিত ইহুদী জাতির নেতা, মোজেজ।
মুষড়ানো — ক্রি. নিরুৎসাহ বা বিষণ্ণ হওয়া। দমিয়া যাওয়া। [ঃ শোকে মুষড়ে' পড়েছে।]
মুষল — মুদ্‌গর। ঢেঁকির মোনা। [সং.] **মুষলধারায়, মুষলধারে** — (মুষলতুল্য স্থূল ধারায়) বড় বড় ফোঁটায় অবিরাম ভাবে। [ঃ 'মুষলধারে' বৃষ্টি।]
মুষা, মুষা — সোনা ইত্যাদি গালাইবার ছোট পাত্র, মুছি। [সং.]
মুষ্ক — অণ্ডকোষ। [সং.]
মুষ্টি — মুঠা, মুঠি, আঙুল-গুটানো হাত। হাতল, মুঠ। মুঠার মধ্যে ধরে এমন পরিমাণ। [ঃ এক 'মুষ্টি' অন্নের জন্য।] [সং.] **মুষ্টিবদ্ধ** — মুঠা করা হইয়াছে এমন, আঙুলগুলি গুটাইয়া দৃঢ় করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'মুষ্টিবদ্ধ' হস্ত।] **মুষ্টিভিক্ষা** — এক এক মুঠা চাউল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা। **মুষ্টিমেয়** — এক মুঠি মাত্র, অতি সামান্য। **মুষ্টিযুদ্ধ** — ঘুষাঘুষির লড়াই, boxing. **মুষ্টিযোগ** — টোটকা ঔষধ। **মুষ্টিযোদ্ধা** — যে মুষ্টিযুদ্ধ করে। **মুষ্ট্যাঘাত** — মুষ্টির দ্বারা আঘাত, কিল, ঘুষি। ণ. — **মুষ্ট্যাহত**।
মুসড়ানো — ('মুষড়ানো' দেখ।)
মুসব্বর — একরকম গন্ধদ্রব্য।
মুসম্মত — (মুসলমানী প্রয়োগ) নাম্নী। শ্রীমতী। [ফা. মুসম্মত্।]
মুসলমান — হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী বা ঐ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। [ফা.] **মুসলমানী** — ণ. মুসলমান সংক্রান্ত। [ঃ 'মুসলমানী' কায়দা।] বি. স্ত্রী. মুসলমান নারী।
মুসলিম — মুসলমান। [আ.]
মুসা — ('মুশা' দেখ।)
মুসাফির, মুসাফের — পর্যটক, ভ্রমণকারী, পথিক। [আ. মুসাফির।] **মুসাফির-খানা, মুসাফেরখানা** — পান্থশালা, ধর্মশালা, সরাই।
মুসাবিদা — খসড়া, পাণ্ডুলিপি। [ফা. মুসব-ব-দহ্।]
মুস্কিল — ('মুশকিল' দেখ।)
মুস্তফী — প্রধান কেরানী। হিসাব-পরীক্ষক। পদবী বিশেষ। [ফা.]
মুহ — (প্রাচীন কবিতায়) মুখ।
মুহম্মদ — ('মহম্মদ' দেখ।)
মুহরি — পেঁচের মুখে যে ধাতুখণ্ড আঁটা হয়। ঝাঁঝরি। পায়জামার পায়ের বা জামার হাতার ঘের। [হি.]
মুহরী — এক শ্রেণীর কেরানী। [আ. মুহর্‌রির্।] **মুহরীগিরি** — মুহরির কাজ।
মুহুরি — ('মুহরি' দেখ।)
মুহুরী — ('মুহরী' দেখ।)
মুহুরীগিরি — ('মুহরীগিরি' দেখ।)
মুহুঃ — অ. পুনরায়, বারংবার। সদ্য।

[সং. মুহুস্‌।] **মুহুর্মুহু** — পুনঃ-পুনঃ ও ঘন ঘন। [সং. মুহুর্মুহুস্‌।]

মুহূর্ত — বি. অত্যল্প কাল, সামান্য ক্ষণ। দিবারাত্রের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, ৪৮ মিনিট। [সং.] **এই মুহূর্তে** — এখনই, অবিলম্বে। **সেই মুহূর্তে** — তখনই, তৎক্ষণাৎ। **মুহূর্তেক** — এক মুহূর্ত, অতি অল্প সময়।

মুহ্যমান — ণ. কাতর, বিহ্বল, অভিভূত। [ঃ শোকে 'মুহ্যমান'।] [সং.] স্ত্রী. — **মুহ্যমানা**।

মূক — বোবা, বাক্‌শক্তিহীন।

মূঢ় — মোহাচ্ছন্ন, জড়। নির্বোধ, অজ্ঞান। [সং.] স্ত্রী. — **মূঢ়া**। বি. — **মূঢ়তা**। **মূঢ়মতি** — জড়বুদ্ধি, নির্বোধ।

মূত্র — প্রস্রাব, মূত। [সং.] **মূত্রকৃচ্ছ্র** — একরকম রোগ যাহাতে প্রস্রাবের সময় কষ্ট হয়। **মূত্রদোষ** — একরকম রোগ, প্রমেহ। **মূত্রনালী** — মূত্রাশয় হইতে মূত্র নির্গমের পথ। **মূত্রাশয়** — পেটের মধ্যে যেখানে মূত্র থাকে।

মূরছা — ক্রি. (কবিতায়) মূর্ছিত হওয়া।

মূরতি — (কবিতায়) মূর্তি।

মূর্খ — ণ. বোকা, নির্বোধ। অশিক্ষিত, বিদ্যাহীন। [সং.] স্ত্রী. — **মূর্খা**। বি. — **মূর্খতা, মূর্খত্ব**।

মূর্ছনা — (সংগীতে) স্বরগ্রামের ওঠা-নামার ক্রম। [সং.]

মূর্ছা — চৈতন্যলোপ, সংজ্ঞাহীনতা। [সং.] **মূর্ছা যাওয়া** — মূর্ছিত হওয়া। **মূর্ছিত** — অচৈতন্য, সংজ্ঞালোপ পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মূর্ছিতা**।

মূর্ত — ণ. মূর্তিযুক্ত, রূপপ্রাপ্ত, সাকার, মূর্তিমান্‌। [ঃ 'মূর্ত' প্রকাশ।] [সং.] স্ত্রী. — **মূর্তা**। বি. — **মূর্ততা**।

মূর্তি — বি. আকৃতি, দেহ, চেহারা, আকার। [ঃ সৌম্য 'মূর্তি'।] প্রতিমা। [ঃ 'মূর্তি' পূজা।] [সং.] **মূর্তি-পূজক** — যে মূর্তি পূজা করে। **মূর্তিপূজা** — দেবদেবীর মূর্তি গড়াইয়া উপাসনা। **মূর্তিমান্‌** — মূর্তিলাভ করিয়াছে এমন, সাকার, মূর্ত। [ঃ 'মূর্তিমান্‌' বিধাতা।] স্ত্রী. — **মূর্তিমতী**।

মূর্ধন্য — ণ. মস্তক সংক্রান্ত। মস্তক হইতে উৎপন্ন। বক্র জিহ্বার দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় এমন (বর্ণ) (ঋ ট-বর্গ র ষ)। [ঃ 'মূর্ধন্য' ণ।] [সং.]

মূর্ধা — মস্তক। [সং. মূর্ধন্‌।]

মূর্বা, মূর্বী — একরকম গুল্ম যাহার ছালে ধনুর্গুণ হইত। [সং.]

মূল — বি. শিকড়, গোড়া। [ঃ গাছের 'মূল'; ঃ বৃক্ষ-'মূল'।] আদিকারণ, উৎপত্তির কারণ। [ঃ রোগের 'মূলে' আছে অতিভোজন।] সন্ধিস্থল। [ঃ বাহু-'মূল'; ঃ কর্ণ-'মূল'।] ণ. আদ্য গোড়ার, প্রথম। [ঃ 'মূল' গ্রন্থ। প্রধান। [ঃ 'মূল' গায়েন; ঃ 'মূল গায়েন; ঃ 'মূল'-নীতি।] [সং. **মূলগায়েন** — প্রধান গায়ক। **মূলচ্ছে** — শিকড় বা গোড়া কর্তন। **মূলধন** — ব্যবসায় ইত্যাদিতে খাটাইবার জন্য পুঁজি, capital. **মূলনীতি** — যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া কাজ কর হয়, প্রধান নীতি। **মূলমন্ত্র** — সংকল্প। বীজমন্ত্র।

মূলক — মূলা। [সং.]

-মূলক — যাহার মূল বা ভিত্তি আছে। [ঃ অ-'মূলক'।] 'যুক্ত' বা 'ইহা হ উৎপন্ন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত হয়। [ঃ ভ্রান্তি-'মূলক'; ঃ 'মূলক'।]

মূলা — ('মুলা' দেখ।)
মূলা — নক্ষত্রের নাম। [সং.]
মূলাধার — মূল কারণ। (যোগশাস্ত্রে) গুহ্য ও লিংগের মধ্যবর্তী দুই অংগুলি পরিমিত স্থান। [সং.]
মূলানো — ক্রি. ('মুলানো' দেখ।)
মূলীভূত — ণ. আদিকারণে পরিণত, আদিকারণস্বরূপ।
মূলোচ্ছেদ, মূলোৎপাটন — শিকড় বা গোড়া তুলিয়া ফেলিয়া বিনাশ, সমূলে ধ্বংস।
মূল্য — দাম, দর। [সং.] **মূল্যবান্** — যাহার দাম খুব বেশী এমন, বহুমূল্য। **মূল্যহীন** — তুচ্ছ, অসার। অবান্তর। অপ্রয়োজনীয়। বি. — **মূল্যহীনতা**।
মূষা — ইঁদুর। ('মুষা' দেখ।)
মূষিক — ইঁদুর। [সং.] স্ত্রী. — **মূষিকা**।
মৃগ — হরিণ। পশু। [সং.] স্ত্রী. — **মৃগী**। **মৃগচর্ম্ম** — হরিণের চামড়া। পশুচর্ম। **মৃগতৃষা, মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা** — মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুরাশি দেখিয়া জলভ্রম, মরীচিকা। **মৃগনয়না** — হরিণের মতো চোখবিশিষ্টা। **মৃগনাভি** — একজাতীয় হরিণের নাভির নিকটে কোষে জাত গন্ধদ্রব্য, কস্তুরী। **মৃগনেত্রা** — ('মৃগনয়না' দেখ।) **মৃগমদ** — ('মৃগনাভি' দেখ।) **মৃগরাজ** — পশুরাজ, সিংহ। **মৃগলাঞ্ছন** — চন্দ্র। **মৃগশিরা, মৃগশীর্ষ** — নক্ষত্র বিশেষ।
মৃগয়া — শিকার। বন্য পশুপক্ষী-বধ। [সং.]
মৃগী — একরকম মূর্ছারোগ, অপস্মার।
মৃগেন্দ্র — সিংহ, মৃগরাজ। [সং.]
মৃগাক্ষী — মৃগনয়না, হরিণনয়না।
মৃগাঙ্ক — চন্দ্র, চাঁদ। [সং.] **মৃগাঙ্ক-শেখর** — শিব, চন্দ্রচূড়।
মৃগেল — একরকম বড় মাছ, মিরগেল।
মৃড় — শিব। [সং.]
মৃণাল — পদ্মের সাদা কোমল পত্রাঙ্কুর। পদ্মের নাল বা ডাঁটা। [সং.]
মৃণালিনী — পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী। পদ্ম।
মৃৎ — মাটি। 'মাটি' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'মৃৎ'-পাত্র।] [সং.] **মৃৎপাত্র**—মাটির তৈয়ারী পাত্র। **মৃৎভাণ্ড** — মাটির তৈয়ারী ভাঁড়। **মৃৎশিল্প** — মাটি দিয়া মূর্তি নির্মাণ ইত্যাদি শিল্প। **মৃৎশিল্পী** — মৃৎশিল্পে পটু ব্যক্তি।
মৃত — মরিয়াছে এমন, প্রাণহীন। [সং.] স্ত্রী. — **মৃতা**। **মৃতকল্প** — মৃতের মতো, মৃতপ্রায়। স্ত্রী. — **মৃতকল্পা**। **মৃতদার** — যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে, বিপত্নীক। **মৃতদেহ** — শব, মড়া। **মৃতপ্রায়** — প্রায় মৃত, মৃতকল্প, আধ-মরা। **মৃতবৎসা** — স্ত্রী. যাহার সন্তান মারা গিয়াছে এমন। যাহার সন্তান বাঁচে না, মড়ুঞ্চে। **মৃতসঞ্জীবন** — মৃতকে পুনরায় জীবিত করণ। মৃত-কল্পকে শক্তিশালী করণ। **মৃতসঞ্জীবনী** — যাহার দ্বারা মৃতকে পুনরায় জীবিত করিতে পারা যায় এমন বস্তু। **মৃতাপত্যা** — ('মৃতবৎসা' দেখ।) **মৃতাশৌচ** — আত্মীয়ের মৃত্যুর ফলে অশৌচ।
মৃত্তিকা — মাটি। ধরাপৃষ্ঠ। [সং.]
মৃত্যু — মরণ, জীবনের অবসান। যম। [সং.] **মৃত্যুকাল** — মরিবার সময়। **মৃত্যুঞ্জয়** — যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, শিব। মরণজয়ী। **মৃত্যুবাণ** — যে বাণের আঘাতে মৃত্যু ঘটিবেই। মৃত্যুর বা ধ্বংসের অনিবার্য কারণ। **মৃত্যুমুখ** — মৃত্যুর গ্রাস। **মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া** — মরা, মৃত্যু হওয়া। **মৃত্যুশয্যা**

— মুমূর্ষু ব্যক্তির বিছানা।
মৃদ্ — ('মৃৎ-' দেখ।)
মৃদঙ্গ — মাটির খোলের দুই দিকে চামড়া দিয়া ঢাকা বাদ্যযন্ত্র, খোল, পাখোয়াজ। [সং.] **মৃদঙ্গী** — মৃদঙ্গবাদক।
মৃদঙ্গার — পাথুরে কয়লা। [সং.]
মৃদু — জোরে নহে এমন, অল্প, হালকা। [ঃ 'মৃদু' আঘাত।] ধীর, দ্রুত নহে এমন। [ঃ 'মৃদু' গতি।] উগ্র বা তীব্র নহে এমন। [ঃ 'মৃদু' উত্তাপ; ঃ 'মৃদু' গন্ধ।] অনুচ্চ। [ঃ 'মৃদু' কণ্ঠ।] কোমল, নরম। [ঃ 'মৃদু' শয়ন।] শান্ত। [ঃ 'মৃদু' স্বভাব।] বি. — **মৃদুতা, মৃদুত্ব**। **মৃদু জল** — যে জলে লবণ ক্ষার ইত্যাদির পরিমাণ খুব কম। (তুঃ 'খর জল'।) [সং.] **মৃদুগতি** — ধীরে চলে এমন, ধীরগতি, মন্থরগতি। বি. — **মৃদুগতিতা**। **মৃদুগামী** — ধীরে চলে এমন। [সং. মৃদুগামিন্।] স্ত্রী. — **মৃদুগামিনী**। বি. — **মৃদুগামিতা**। **মৃদুমন্দ** — ণ. ধীর। [ঃ 'মৃদুমন্দ' পবন।] ক্রি.-ণ. ধীরে।
মৃদুল — কোমল, নরম। ধীর। স্ত্রী. — **মৃদুলা**।
মৃন্ময় — মাটির তৈয়ারী, মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত। [সং.] স্ত্রী. — **মৃন্ময়ী**। বি. — **মৃন্ময়তা**।
মে — ইংরেজী বৎসরের পঞ্চম মাস। [ই. May.] **মে দিবস** — ১লা মে, মার্কিন শ্রমিকগণের অভ্যুত্থানের স্মরণে পৃথিবীময় শ্রমিকগণের পালনীয় উৎসব দিবস।
মেও — ('ম্যাও' দেখ।)
মেওয়া — আঙুর বেদানা পেস্তা ইত্যাদি ফল। ফল। [ফা. মেওয়াহ্।] **সবুরে মেওয়া ফলে** — সুফল পাইতে গেলে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হয়।

মেক — প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। [ঃ ভালো 'মেকের' ঘড়ি।] [ই. make. **মেকদার** — (ভালো মেকের বা নাম-কর কোম্পানির তৈয়ারী এই মূল অং হইতে) মর্যাদাসম্পন্ন। মর্যাদা। [ঃ ি 'মেকদারের' লোক।]
মেকি, মেকী — জাল, নকল। [ঃ 'মেক' টাকা।] [আ. মক্র্।]
মেখলা — কটিভূষণ, কোমরে পরিবা গহনা। তরবারি খড়্গ ইত্যাদি ঝুলাইবা উপযোগী কোমরবন্ধ। [সং.]
মেঘ — আকাশে সঞ্চরমাণ বাষ্পরাশি [সং.] **মেঘ করা** — মেঘ হওয় আকাশে মেঘ সঞ্চারিত হওয়া। **মে কাটা** — আকাশ মেঘমুক্ত হওয়া। **মেঘ মেঘ করা** — মেঘলা ভাব হওয়া। **মেঘ কজ্জল** — মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় কাজলে মতো রঙ ধরিয়াছে এমন। [ঃ 'মেঘ কজ্জল' দিবসে।] **মেঘগর্জন** — মেঘের শব্দ, মেঘের ডাক। ণ. **মেঘগর্জিত** মেঘগর্জনে পূর্ণ। **মেঘজাল** — আকাশ সমাচ্ছন্নকারী মেঘমালা। **মেঘডম্বর** — মেঘগর্জন। **মেঘডুম্বুর** — নীল রঙে একরকম শাড়ি। **মেঘনাদ** — মেঘের গর্জন। রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ। **মেঘ নির্ঘোষ** — মেঘের প্রচণ্ড ডাক। **মেঘবাহ** — ইন্দ্র। **মেঘমন্দ্র** — মেঘের গম্ভীর ধ্বনি বা গর্জন। ণ. **মেঘমন্দ্রিত**—মেঘের গম্ভীর গর্জনে পূর্ণ। [ঃ 'মেঘমন্দ্রিত আকাশ।] **মেঘময়** — মেঘে পূর্ণ **মেঘমল্লার** — (সংগীতে) একরকম মি রাগ। **মেঘমালা** — মেঘের দল, মেঘ শ্রেণী। **মেঘমেদুর** — (কবিতায় মেঘের দ্বারা স্নিগ্ধ। **মেঘলা** মেঘাচ্ছন্ন। **মেঘাগম** — বর্ষার আরম্ভ **মেঘাচ্ছন্ন** — মেঘে ঢাকা, মেঘাবৃত বি. — **মেঘাচ্ছন্নতা**। **মেঘাড়ম্বর**

মেঘের গর্জন। মেঘের জাঁকজমক, ঘন-ঘটা। **মেঘাবৃত** — মেঘাচ্ছন্ন, মেঘে ঢাকা।

মেচেতা, মেছতা — মুখে কালো কালো দাগ। **মেচেতা পড়া** — ঐরূপ দাগ পড়া। **মেচেতা-পড়া** — ঐরূপ দাগ হইয়াছে এমন।

মেছুনী — মাছ বিক্রয়কারিণী, জেলেনী।

মেছুয়া — বি. মাছবিক্রেতা, জেলে। ণ. মাছ সংক্রান্ত। মাছের। মাছের মতো। মাছ খায় এমন। **মেছুয়াহাটা** — মাছের বাজার, মাছ বিক্রয়ের স্থান।

মেছেতা — ('মেচেতা' দেখ।)

মেছো — ('মেছুয়া' দেখ।)

মেজ — টেবিল। [ফা. মেজ্।]

মেজ, মেজো — মেঝো, মধ্যম। [ঃ 'মেজ'-দাদা।] [সং. মধ্য।] **মেজদা** — (সংক্ষেপে) মেজ দাদা। **মেজদি** — (সংক্ষেপে) মেজ দিদি।

মেজর — সৈন্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম-চারীর পদ ও মর্যাদাসূচক উপাধি। [ই. major.]

মেজরাপ — ('মিজরাব' দেখ।)

মেজাজ — সাময়িক মনের অবস্থা। [ঃ খোশ-'মেজাজে' থাকা।] সাধারণ মানসিক অবস্থা, প্রকৃতি। [ঃ লোকটার 'মেজাজ' ভালো নয়।] রাগ, ক্রোধ। [ঃ 'মেজাজ' দেখানো; ঃ 'মেজাজ' করা।] [আ. মিজাজ্।] ণ. **মেজাজী** — মেজাজ বা সাময়িক মানসিক অবস্থা অনুসারে রুষ্ট হয় এমন, কোপনস্বভাব।

মেজে — ('মেঝে' দেখ।)

মেজেণ্টা — লাল ও বেগনীর মাঝামাঝি রং। (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর ইতালির মেজেণ্টায় যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার শুষ্ক রক্তস্রোতের রং হইতে।)

মেজো — দ্বিতীয়, মধ্যম। [ঃ 'মেজো' ভাই।]

মেঝে — গৃহ ইত্যাদির তল।

মেঝো — ('মেজো' দেখ।)

মেট — বন্ধু। সহবাসী। [ঃ রুম-'মেট'।] মজুরদের সর্দার। জাহাজের খালাসীদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [ই. mate.] **মেটগিরি** — মেটের কাজ।

মেটা — ক্রি. ('মিটা' দেখ।) বি. মীমাংসা, আপস, নিষ্পত্তি। ণ. মীমাংসিত।

মেটানো — ক্রি. ('মিটানো' দেখ।) বি. মীমাংসা করণ। শেষ করণ, নিষ্পত্তি করণ। ণ. মীমাংসা করা হইয়াছে এমন। নিষ্পন্ন। সমাপিত, চুকানো।

মেটুলি — পুঁইশাকের বীজ।

মেটুলি, মেটে — নিহত পশুর যকৃৎ। [ঃ পাঁঠার 'মেটুলি'।]

মেটে — ণ. মাটির তৈয়ারী। [ঃ 'মেটে' কলসী।] মাটির মতো। [ঃ 'মেটে' রং।]

মেঠাই — ('মিঠাই' দেখ।)

মেঠো — ণ. মাঠ সংক্রান্ত। [ঃ 'মেঠো' বক্তৃতা; ঃ 'মেঠো' দর্শক; ঃ 'মেঠো' হাওয়া।] মাঠে জাত। [ঃ 'মেঠো' ফুল।]

মেড়া — ভেড়া। ভেড়ার মতো নির্বোধ। [সং. মেঢ্র।] **মেড়াকান্ত** — মেড়ার মতো নির্বোধ ব্যক্তি।

মেডিক্যাল — ইউরোপীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত। [ই. medical.]

মেডেল — প্রশংসা সূচক পদক। [ই. medal.]

মেড়ো — (অবজ্ঞায়) মাড়োয়ারী।

মেঢ্র — লিঙ্গ, পুরুষাঙ্গ। মেড়া, ভেড়া। [সং.]

মেথর — ময়লা সাফ করা যাহার পেশা, ঝাড়ুদার। [ফা. মিহ্তর্।] স্ত্রী. — **মেথরানী**। **মেথরগিরি** — মেথরের কাজ।

মেথি — একরকম বীজ, একজাতীয়

মসলা। [সং. মেথিকা, মেথী।] ('মাথি' দেখ।)

মেদ — চর্বি, বসা। [সং.] **মেদবর্জিত** — মেদহীন। **মেদবহুল** — দেহে অধিক চর্বি হওয়ার ফলে স্থূল। স্ত্রী. — **মেদবহুলা**। বি. — **মেদবহুলতা, মেদ-বাহুল্য**। **মেদহীন** — যাহাতে মেদ নাই এমন।

মেদা, মেদামারা — নিস্তেজ, মাদীর তুল্য, পৌরুষহীন। [ফা. মাদাহ্।]

মেদি — ('মেহেদি' দেখ।)

মেদিনী — (পুরাণে বর্ণিত মধু ও কৈটভ দৈত্যের মেদে পূর্ণা) পৃথিবী। [সং.]

মেদুর — (কবিতায়) মৃদু। স্নিগ্ধ। কোমল।

মেধ — যজ্ঞ। [ঃ অশ্ব-'মেধ'।] [সং.]

মেধা — বুঝিবার শক্তি। স্মরণ রাখিবার শক্তি। [সং.] **মেধাবান্** — যাহার বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার শক্তি আছে, স্ত্রী. — **মেধাবতী**। **মেধাবী** — যাহার বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার শক্তি আছে, মেধাবান্। [সং. মেধাবিন্।] স্ত্রী. — **মেধাবিনী**।

মেধ্য — যজ্ঞীয়। যজ্ঞের যোগ্য। পবিত্র। [সং.]

মেনকা — পুরাণে বর্ণিত হিমালয়ের পত্নী, উমার মা। অন্যতমা অপ্সরা, শকুন্তলার মাতা। [সং.]

মেনশেভিক — (সংখ্যালঘু) রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির লেনিনের বিরোধী সংখ্যালঘু দলভুক্ত। ঐ দলের মতবাদে বিশ্বাসী। ঐ দল সংক্রান্ত। [ই. menshevic; রুশ মেন্শিন্-স্ত্ভো।] **মেনশেভিজম্** — মেনশেভিক দলের অনুসৃত নীতি ও মতবাদ।

মেনী — (আদরে) বিড়াল। **মেনীমুখো** — ণ. (অবজ্ঞায়) যে পুরুষের সাহস নাই, লাজুক ও ভীরু।

মেনে — মনে হয়। কথার মাত্রা।

মেম — (ইংরেজী 'ম্যাডাম' বা 'ম্যাম্' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ) ইউরোপীয় বা ইঙ্গ-ইউরোপীয় সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলা। [ঃ সাহেব-'মেম'।] [ই. madam, ma'am.] **মেমসাহেব** — (সম্মানে) মেম।

মেম্বর, মেম্বার — সদস্য, সভ্য। [ই. member.]

মেয়র — কর্পোরেশন বা পৌর মহাসংঘের প্রধানতম ব্যক্তি। [ই. mayor.]

মেয়াদ — ('মিয়াদ' দেখ।)

মেয়ে — কন্যা, তনয়া, পুত্রী। বালিকা। স্ত্রীলোক। **মেয়েমানুষ** — স্ত্রীলোক। রক্ষিতা, গণিকা। কাপুরুষতা ও লাজুকতা সূচক গালি। ণ. **মেয়েলী** — স্ত্রীলোকের মতো, নারীসুলভ।

মেরজাই — কোমর পর্যন্ত লম্বা একরকম খাটো জামা। [ফা. মির্জাই।]

মেরাপ — আচ্ছাদন, মণ্ডপ। [ঃ 'মেরাপ বাঁধা।] [আ. মেহ্রাব।]

মেরামত — বিকল বা ভগ্ন জিনিসের সংস্কার, সারানো। [আ. মরাম্মত্।] **মেরামতি** — মেরামতের কাজ। মেরামতের মজুরি। ণ. **মেরামতী** — মেরামত সংক্রান্ত।

মেরু — পৃথিবীর উত্তরতম ও দক্ষিণতম প্রান্ত। জপমালার প্রধান বীজ। [সং.]

মেরুদণ্ড — শিরদাঁড়া। **মেরুদণ্ডী** - শিরদাঁড়াযুক্ত। [ঃ 'মেরুদণ্ডী' প্রাণী।] [সং. মেরুদণ্ডিন্।]

মেল — মিলন। বিবাহযোগ্য বংশের মিল। [ঃ ফুলিয়া 'মেল'।] [সং.]

মেল — ডাক, চিঠি ইত্যাদি। [ঃ সকালের 'মেল'।] ডাকবাহী গাড়ি। [ই. mail.] **মেলগাড়ি** — ডাকবাহী গাড়ি

মেলন — মিলন, সম্মেলন। [সং.]
মেলা — ক্রি. ('মিলা' দেখ।) বি. প্রাপ্তি। প্রসারিত করণ। শুকাইবার জন্য বিস্তৃত বা প্রসারিত করিয়া স্থাপন। উন্মীলিত করণ। অঙ্কের বা হিসাবের নির্ভুলতা। সামঞ্জস্য। ণ. প্রাপ্ত। প্রসারিত। শুকাইবার জন্য প্রসারিত বা বিস্তৃত। অঙ্কে বা হিসাবে নির্ভুল। সামঞ্জস্যপূর্ণ।
মেলা — বহু, অনেক। [ঃ 'মেলা' লোক।]
মেলা — উৎসবাদি উপলক্ষ্যে বহু জনসমাগম ও দোকানপাট ইত্যাদি। [সং.]
মেলানো — ক্রি. ('মিলানো' দেখ।) বি. যৌতুক।
মেলানো — ক্রি. ('মিলানো' দেখ।) বি. মিলিত করণ। পদ্যে মিল করণ। তুলনা করণ। বিলয়, অদৃশ্য হওয়া। ণ. মিলানো বা মিলাইয়া দেখা হইয়াছে এমন। বিলীন। অদৃশ্য।
মেলামেশা — সাক্ষাৎকার ও সঙ্গ, সংসর্গ।
মেশা — ক্রি. ('মিশা' দেখ।) বি. মিশ্রণ। সংসর্গ, মেলামেশা করণ। ণ. মিশ্রিত।
মেশানো — ক্রি. ('মিশানো' দেখ।) বি. মিশ্রিত করণ। সংসর্গে আনয়ন। ণ. মিশ্রিত করা হইয়াছে এমন।
মেশামিশি, মেশামেশি — সংসর্গ, ঘনিষ্ঠতা।
মেশিন, মেশিন-গান, মেশিনম্যান — ('মেসিন', 'মেসিন-গান' ও 'মেসিনম্যান' দেখ।)
মেষ — ভেড়া। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের প্রথম রাশি। [সং.] স্ত্রী. — **মেষী**। **মেষপালক** — যে মাঠে মেষ চরায়। মেষের রক্ষক ও পালনকর্তা। স্ত্রী. — **মেষপালিকা**। **মেষপালন** — বি. ভেড়া পোষা।
মেস — বাসা, যেখানে একাধিক লোক থাকে এবং থাকা ও খাওয়ার খরচ হিসাবমতো ভাগ করিয়া বহন করে। [ই. mess.]
মেসমেরিজম্ — মেসমার কর্তৃক আবিষ্কৃত সম্মোহন বিদ্যা। [ই. mesmerism.]
মেসিন — কল, যন্ত্র। [ই. machine.] **মেসিন-গান** — কলের কামান, একরকম স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। [ই. machine-gun.] **মেসিনম্যান** — কল চালাইবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। [ই. machine-man.]
মেসো — মাসীর স্বামী।
মেসোপটেমিয়া — দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদী দুইটির মধ্যবর্তী অঞ্চল (মূল অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান)।
মেহ — প্রস্রাবের রোগ, প্রমেহ মধুমেহ ইত্যাদি। [সং.]
মেহগনি — একরকম গাছ এবং তাহার দামী কাঠ। [ই. mahogany.]
মেহন — লিঙ্গ। মূত্র। মূত্রত্যাগ। [সং.]
মেহনত — পরিশ্রম, খাটুনি। [আ. মিহনত্।] ণ. **মেহনতী** — মেহনত করে এমন। মেহনত সংক্রান্ত।
মেহমান — নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, অতিথি। [ফা. মেহ্মান।]
মেহেদি — একরকম ছোট গাছ যাহার পাতায় নখ ও পাকাচুল রং করে। [হি. মেহ্দি।]
মেহেরবান — দয়ালু। [ফা. মিহ্রবান্।] **মেহেরবানি** — দয়া। [ঃ 'মেহেরবানি' ক'রে বলুন।]
মৈত্র — ণ. মিত্র সম্বন্ধীয়। সূর্য সম্বন্ধীয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।
মৈত্রী, মৈত্র্য — মিত্রতা, বন্ধুত্ব। [সং.] **মৈত্রীকরণ** — বন্ধুত্ব করণ।
মৈত্রেয় — ণ. মিত্র সম্বন্ধীয়। বি. প্রাচীন কালের বিখ্যাত মুনি। বুদ্ধ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ। স্ত্রী. —

মৈত্রেয়ী।

মৈথিল — ণ. মিথিলা সংক্রান্ত। মিথিলার অধিবাসী। স্ত্রী. **মৈথিলী** — বি. মিথিলার রাজকন্যা, সীতা। মিথিলার ভাষা।

মৈথুন — রতি, রমণ, স্ত্রী-পুরুষের সংগম। [সং.]

মৈনাক — পুরাণে বর্ণিত পর্বত, হিমালয় ও মেনকার পুত্র। [সং.]

মৈরেয় — প্রাচীন কালের একরকম মদ। [সং.]

মোকদ্দমা — ('মকদ্দমা' দেখ।)

মোকররী — যাহার খাজনা নির্দিষ্ট এবং যাহাতে স্থায়ী স্বত্ব আছে এমন। [আ. মুক্‌র্‌রর্‌।]

মোকাবিলা — সম্মুখে, সামনে। [ঃ তোমার 'মোকাবিলা' এ কথা হয়েছে।] সামনা-সামনি সত্য বলিয়া প্রমাণিত। [ঃ 'মোকাবিলা' করা। [আ. মুকাবলা।]

মোকাম — বাসস্থান, নিবাস। আড্ডা, আস্তানা। [ঃ পীরের 'মোকাম'।] [আ. মুকাম্‌।]

মোক্তা — মুক্তিদাতা। [সং. মোক্তৃ।]

মোক্তা — মোটামুটি। [ঃ 'মোক্তা' হিসাব।] [আ. মুকাত্তা।]

মোক্তার — মহকুমা আদালতে ফৌজদারী মামলা চালায় এমন এক শ্রেণীর আইন-জীবী। প্রতিনিধি। [আ. মুখ্‌তাআর।] **মোক্তারনামা** — মোক্তার বা প্রতিনিধির নিয়োগপত্র। **মোক্তারি** — মোক্তারের কাজ। ণ. **মোক্তারী** — মোক্তার সংক্রান্ত। [ঃ 'মোক্তারী' বুদ্ধি।]

মোক্ষ — ভববন্ধন হইতে মুক্তি, কৈবল্য। গ্রহণশেষ, মুক্তি। [ঃ 'মোক্ষ'-স্নান।] [সং.] **মোক্ষণ** — ছাড়া, মোচন। বাহির করণ। [ঃ রক্ত-'মোক্ষণ'।] **মোক্ষদা** — মোক্ষদানকারিণী। **মোক্ষপদ** — মোক্ষলাভের অবস্থা।

মোক্ষম — দৃঢ়, শক্ত। [ঃ 'মোক্ষম' কিল। অব্যর্থ, নির্ঘাত। [ঃ 'মোক্ষম' মার ঃ 'মোক্ষম' ঔষধ।] [আ. মহ্‌কম।]

মোগল — তাতার জাতির একটি শাখা, মুঘল। [ফা. মুগল।] স্ত্রী. — **মোগলানী**। ণ. **মোগলাই** — মোগল সংক্রান্ত।

মোঘ — ব্যর্থ। [অ-'মোঘ'।] [সং]

মোঘপুষ্পা — বন্ধ্যা।

মোচ — অগ্রভাগ, ডগা। গোঁফ। [সং শ্মশ্রু।]

মোচক — মোচনকারী, মোক্তা। [সং.]

মোচড় — পাক। [ঃ হাতে 'মোচড়' দেওয়া।]

মোচড়ানো — ('মুচড়ানো' দেখ।)

মোচন — মুক্ত করণ, মুক্তিদান। [ঃ বন্ধন-'মোচন'।] ত্যাগ, বিসর্জন। [ঃ অশ্রু 'মোচন'।] [সং.] ণ. — **মোচিত**।

মোচনীয় — মোচনের যোগ্য। স্ত্রী. — **মোচনীয়া**।

মোচা — কলার ফুল বা মঞ্জরী।

মোচ্ছব — ('মচ্ছব' দেখ।)

মোচ্য — মোচনীয়, মোচনের যোগ্য [সং.]

মোছলমান — (অবজ্ঞায়) মুসলমান।

মোছা — ক্রি. ('মুছা' দেখ।) বি. ঘষিয়া পরিষ্কার বা শুষ্ক করণ। ণ. ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

মোছানো — ক্রি. ('মুছানো' দেখ।) বি. অপরের দ্বারা ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করণ। অপরের দেহ ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করণ। ণ. অপরের দ্বারা ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। (অপরের গা) ঘষিয়া পরিষ্কার বা শুষ্ক করা হইয়াছে এমন।

মোজা — সুতা বা পশম দিয়া বোনা এক রকম পায়ের আবরণ। [ফা. মোজহ্‌।]

মোজায়িক, মোজেয়িক — বিচিত্রবর্ণের পাথর দিয়া দেওয়াল ইত্যাদি চিত্রিত বা সজ্জিত করণ। [ই. mosaic.]

মোট — বি. বস্তা, গাঁটরি, পোঁটলা। [ঃ 'মোট' বাঁধা।] বোঝা, ভার। [ঃ 'মোট' বহা।] ণ. সমস্ত মিলাইয়া সর্বসমেত। [ঃ 'মোট' পঞ্চাশ টাকা।] সার, সংক্ষিপ্ত। [ঃ 'মোট'-কথা।] **মোটে** — মাত্র, কুল্লে। [ঃ 'মোটে' দশ টাকা।] **মোটে, মোটেই** — একেবারে, আদৌ। [ঃ 'মোটেই' না।] **মোটের উপর, মোটের ওপর** — সব দিক বিচার করিয়া। [ঃ 'মোটের উপর' মন্দ নয়।] **মোট কথা** — সার কথা, সংক্ষেপে বক্তব্য।

মোটন — মটকানো। [ঃ অঙ্গুলি-'মোটন'।]

মোটর — গতি সৃষ্টিকারী যন্ত্র। যে যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া অপর যন্ত্রকে চালিত করে। মোটর গাড়ি। [ই. motor.] **মোটর কার, মোটর গাড়ি** — একরকম বাষ্পযোগে চালিত গাড়ি, মোটর। **মোটর হাঁকানো** — সগর্বে মোটরে চড়া।

মোটা — মিহি বা সরু নহে এমন, স্থূল। [ঃ 'মোটা লাঠি; ঃ 'মোটা' চাউল।] মাংসল, স্থূলকায়। [ঃ 'মোটা' লোক।] প্রখর বা তীক্ষ্ম নহে এমন, ভোঁতা। [ঃ 'মোটা' বুদ্ধি।] বেশী, অধিক। [ঃ 'মোটা' টাকা; ঃ 'মোটা' মাইনে।] যাহাতে নিপুণতা নাই এমন। [ঃ 'মোটা' কাজ।] **মোটাসোটা** — রোগা নহে এমন, হৃষ্টপুষ্ট।

মোটানো — ক্রি. মোটা হওয়া, স্থূল হওয়া।

মোটামুটি — আনুমানিক, স্থূল। [ঃ 'মোটামুটি' হিসাব।] মোটের উপর, সব দিক বিচার করিয়া।

মোড় — বাঁক। [ঃ রাস্তার 'মোড়'।]

মোড়ক — পুরিয়া, কাগজ ইত্যাদির ছোট পুঁটলি।

মোড়ল — গ্রামের বা দলের প্রধান ব্যক্তি। [সং. মণ্ডল।] **মোড়লি** — মোড়লের কাজ বা পদ। (নিন্দায়) মোড়লের মতো আচরণ।

মোড়া — বেতের চৌকি, বেতের তৈরী একরকম উঁচু আসন।

মোড়া — ক্রি. ('মুড়া' দেখ।) বি. ভাঁজ করণ। আবৃত করণ। পাক, মোচড়। ণ. ভাঁজ করা হইয়াছে এমন। আবৃত করা বা জড়ানো হইয়াছে এমন। **গা-মোড়া দেওয়া** — ঘুমের ভাব বা আলস্য দূর করিবার জন্য হাত গা ইত্যাদি টান করিয়া বাঁকানো। **মোড়ানো** — ক্রি. ('মুড়ানো' দেখ।) বি অপরের দ্বারা ভাঁজ বা আবৃত করণ। ণ. অপরের দ্বারা ভাঁজ বা আবৃত করা হইয়াছে এমন। **মোড়ামুড়ি** — বার বার মোড়া। বেশী মোড়া।

মোতা — ('মুতা' দেখ।)

মোতানো — ('মুতানো' দেখ।)

মোতাবেক — (আদালতী প্রয়োগ) অনুসারে। [আ. মুতাবিক্।]

মোতায়েন — (সাধারণতঃ পাহারা ইত্যাদির কাজে) নিযুক্ত। [ঃ পুলিশ 'মোতায়েন' করা।] [আ মুতআইন।]

মোতালিক, মোতাল্লিক — (আদালতী প্রয়োগে) সংশ্লিষ্ট, অধীন। [আ. মুতাল্লিক্।]

মোতি — মুক্তা। [সং. মৌক্তিক।] **মোতি-চুর** — ছোট ছোট দানাযুক্ত একরকম মিষ্টান্ন, মিহিদানা।

মোতিয়া — একশ্রেণীর বেলফুল। [হি.]

মোদক — ণ. যাহা আনন্দিত করে। বি. মিষ্টান্ন, লাড়ু। একরকম কবিরাজী ঔষধ। ময়রা। হিন্দু সমাজের জাতি বিশেষ। [সং.]

মোদিত — আনন্দিত। আমোদিত। [ঃ গন্ধ-'মোদিত' পবনে।] [সং.] স্ত্রী. — **মোদিতা**।

মোদের — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমাদের।

মোদ্দা — মোট, সার। [ঃ 'মোদ্দা' কথা।] [আ. মুদ্দাআ।]

মোনা — ঢেঁকির মুষল।

মোবারক — শুভ, কল্যাণময়। [ঃ ঈদ-'মোবারক'।] [আ. মুবারক্।]

মোম — চর্বি জাতীয় একরকম জিনিস যাহা দিয়া মৌমাছি মৌচাক বানায়। প্যারাফিন হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বস্তু যাহা দিয়া মোমবাতি হয়। [ফা. মোম।] **মোমজামা** — মোম-মাখানো একরকম কাপড় যাহা জলে ভেজে না। **মোমবাতি** — মোম প্যারাফিন চর্বি ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম বাতি।

মোমিন — ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। মুসলমান ধর্মভুক্ত একটি সম্প্রদায়। [আ. মুমিন্।]

মো-মো — সুগন্ধের বিস্তার সূচক অনুকার। [ঃ গন্ধে 'মো-মো' করছে।]

মোয়া — খই ইত্যাদির নাড়ু।

মোর — (কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) আমার।

মোরগ — মুরগি, কুঁকড়া, কুক্কুট। [ফা. মুর্গ্।]

মোরব্বা — চিনির রসে পাক-করা কাঁচা আম ইত্যাদি। [আ. মুরব্বা।]

মোরা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমরা।

মোরে — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমাকে।

মোলাকাত — ('মুলাকাত' দেখ।)

মোলায়েম — কোমল ও মসৃণ। [আ. মুলাইম্।]

মোল্লা — মুসলমান ধর্মের যাজক। [মুল্লা।]

মোষ — মহিষ। [সং. মহিষ।]

মোসলেম — ('মুসলিম' দেখ।)

মোসাহেব — খোশামুদে পার্শ্বচর। [আ. মুসাহিব্।] **মোসাহেবি** — মোসাহেবের কাজ। তোষামোদ। ণ. **মোসাহেবী** — মোসাহেবের মতো। মোসাহেব সংক্রান্ত। [ঃ 'মোসাহেবী' কথাবার্তা।]

মোহ — অচৈতন্য ভাব। অজ্ঞানতা, চিত্তের বিকলতা। মায়া, মমতা, আসক্তি। [সং.] **মোহঘোর** — আসক্তি ও অজ্ঞান অন্ধকার। **মোহনিদ্রা** — আসক্তি ও অজ্ঞানতা রূপ নিদ্রা। **মোহপাশ** — আসক্তি ও অবিদ্যার বন্ধন। **মোহবন্ধ** — মায়া ও আসক্তিতে আবদ্ধ। **মোহবন্ধন** — মায়া ও আসক্তির বাঁধন। **মোহময়** — মোহে পূর্ণ, মায়া ও আসক্তিতে পূর্ণ। **মোহমুদ্গর** — যাহা মোহ ভাঙিতে মুদ্গর স্বরূপ, শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত উপদেশাবলী।

মোহড়া — সম্মুখ, অগ্রভাগ। যুদ্ধাদিতে শত্রুর সম্মুখে থাকিয়া প্রতিরোধ। [ঃ দশজনের 'মোহড়া' নেওয়া।] মহলা, অভিনয় ইত্যাদির অভ্যাস।

মোহন — বি. মুগ্ধকরণ। ণ. মুগ্ধ করে এমন, মনোহর, চিত্তাকর্ষক। [ঃ 'মোহন' মুরতি।] [সং.] **মোহনভোগ** — সুজি ঘি চিনি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য, হালুয়া।

মোহনা — ('মোহানা' দেখ।)

মোহন্ত, মোহান্ত — (যাহার আসক্তির অবসান হইয়াছে এই মূল অর্থ হইতে মঠ বা দেব-মন্দিরের অধ্যক্ষ।

মোহর — সীলমোহর ও তাহার ছাপ স্বর্ণমুদ্রা। [ফা. মোহর্।]

মোহরত — শুভারম্ভ, সূচনা, পত্তন

শুভারম্ভের অনুষ্ঠান। ব্যবসায়ীর নূতন খাতা পত্তন। [ফা. মহলত্।]

মোহানা — নদীর মুখ, সাগর ইত্যাদিতে নদীর পতনের স্থান।

মোহিত — ণ. যাহাকে মুগ্ধ করা হইয়াছে এমন। মুগ্ধ। [সং.] স্ত্রী. — **মোহিতা**।

মোহিনী — ণ. স্ত্রী. মোহিতকারিণী। [ঃ 'মোহিনী' মায়া।] মনোহারিণী। বি. সম্মোহনবিদ্যা। অসুরদের নিকট হইতে অমৃত হরণের জন্য নারায়ণ যে অপরূপ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। [সং.] **মোহিনীবিদ্যা** — সম্মোহন-বিদ্যা।

মৌ — মধু। [সং. মধু।]

মৌক্তিক — মুক্তা, মোতি। [সং.]

মৌখরী — কনৌজের প্রাচীন রাজবংশ।

মৌখিক — ণ. মুখ সংক্রান্ত। লিখিত নহে এমন। কথ্য। [ঃ 'মৌখিক' ভাষা।] কেবল মুখে বলা হয় কিন্তু আন্তরিক নহে এমন। [ঃ 'মৌখিক' ভদ্রতা।] [সং.]

মৌচাক — মৌমাছির মোম-নির্মিত বাসা যাহার খোপে মধু সঞ্চিত থাকে ও মৌমাছির বাচ্চা হয়, মধুচক্র। [সং. মধুচক্র।]

মৌজ — নেশাগ্রস্ত অবস্থা, বিভোর ভাব। [আ. মৌজ।]

মৌজা — গ্রাম। পরগনার অংশ। [আ. মৌজাআ।]

মৌতাত — অভ্যস্ত সময়ে নেশা করিবার ইচ্ছা। আফিম ইত্যাদির আবেশময় উপভোগ। [আ. মৌতাদ্।] ণ. — **মৌতাতী**।

মৌন — বি. কথা বলা হইতে বিরতি, নীরব থাকা, তূষ্ণীম্ভাব। ণ. নীরব। নির্বাক। [সং.] **মৌনব্রত** — কথা না কহিবার বা মৌন থাকিবার ব্রত। **মৌনভঙ্গ** — নীরবতা ভঙ্গ। **মৌনী** — নীরব, চুপ করিয়া আছে এমন। [সং. মৌনিন্।]

মৌমাছি — একজাতীয় মাছি যাহারা মধু সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে, মধুমক্ষিকা। [সং. মধুমক্ষিকা।]

মৌরলা — একরকম ছোট মাছ। [সং. মুরলা।]

মৌরসী — পুরুষানুক্রমে ভোগ্য। [আ. মউরূস্।]

মৌরি — একরকম মসলা। [সং. মধুরিকা।]

মৌরূসী — ('মৌরসী' দেখ।)

মৌর্বী — (মূর্বা নামক একরকম গুল্মের ছাল হইতে প্রস্তুত হইত এই অর্থে) ধনুকের ছিলা, জ্যা। [সং.]

মৌর্য — মগধের প্রাচীন রাজবংশীয়। (মুরার পুত্র বা মতান্তরে মোরীয় নামক ক্ষত্রিয়কুল সংক্রান্ত)। [ঃ 'মৌর্য' চন্দ্রগুপ্ত।]

মৌল — ণ. মূল সংক্রান্ত। মূল হইতে আগত, আদিম। (বিজ্ঞানে) কেবল এক ধরনের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত।

মৌলবী — মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত। মুসলমান পণ্ডিত। [আ. মৌলবী।]

মৌলানা — মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তির উপাধি ('মৌলবী' অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসূচক)। [আ.]

মৌলি, মৌলী — চূড়াবাঁধা চুল। মুকুট, কিরীট। মস্তক। [সং.]

মৌলিক — ণ. মূল সংক্রান্ত। আদিম। স্বকীয়তাপূর্ণ, অন্যের দ্বারা কৃত বা উদ্ভাবিত হয় নাই এমন। [ঃ 'মৌলিক' গবেষণা।] বংশজ, কুলীন নহে এমন। বি. — **মৌলিকতা, মৌলিকত্ব**।

মৌলী — ('মৌলি' দেখ।)

মৌশল, মৌষল — মুষল সংক্রান্ত।

[ঃ মহাভারতের 'মৌষল' পর্ব।] বি. অস্ত্র। [ঃ স্পর্শে না তারে শত্রুর 'মৌশল'।]

মৌসুম — মরসুম, ঋতু। বর্ষাকাল। [আ. মৌসিম।] ণ. **মৌসুমী** — মরসুমী, সাময়িক, ঋতু অনুযায়ী। বর্ষাকালীন। **মৌসুমী বায়ু** — বর্ষাকালীন বায়ু, ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ এশিয়ার বায়ুস্রোত যাহাতে বর্ষার উদ্ভব হয়।

ম্যাও — বিড়ালের ডাক। **ম্যাও ধরা, ম্যাও সামলানো** — বিপজ্জনক বা অপ্রিয় কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা (বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধিবে সেই সম্পর্কে ইঁদুরদের পরামর্শসভার প্রচলিত কাহিনী হইতে)।

ম্যাগাজিন — মাসিক সাপ্তাহিক ইত্যাদি পত্রিকা। [ই. magazine.]

ম্যাচ — প্রতিযোগিতামূলক খেলা। [ঃ ফুটবল 'ম্যাচ'।] [ই. match.]

ম্যাচ, ম্যাচিস — (গ্রাম্য ও কথ্য প্রয়োগে) দিয়াশলাই। [ই. matches.]

ম্যাজম্যাজ — সামান্য অসুস্থতা বা জড়তা বোধ সূচক অনুকার। [ঃ গা 'ম্যাজম্যাজ' করছে।] ণ. **ম্যাজমেজে** — ম্যাজম্যাজ করিতেছে এমন। [ঃ 'ম্যাজমেজে' ভাব।]

ম্যাজিক — জাদুবিদ্যা, ভেলকি, ইন্দ্রজাল। [ই. magic.] **ম্যাজিসিয়ান** — জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি, ঐন্দ্রজালিক। ই. magician.]

ম্যাজিস্ট্রেট — জেলার শাসনকর্তা, জেলা শাসক। [ই. magistrate.]

ম্যাজেণ্টা — ('মেজেণ্টা' দেখ।)

ম্যাটিনী — ণ. প্রাতঃকালীন। দ্বিপ্রাহরিক (ছায়াচিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি)। [ই. matinee.]

ম্যাড়ম্যাড় — জলুস বা উজ্জ্বলতার অভাব সূচক অনুকার। [ঃ শাড়িখানা 'ম্যাড়ম্যাড়' করছে।] ণ. **ম্যাড়মেড়ে** — ম্যাড় করে এমন, অনুজ্জ্বল, জলুস নাই এমন। [ঃ 'ম্যাড়মেড়ে' রং।]

ম্যানেজার — কর্মপরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। [ই. manager.] বি. **ম্যানেজারি** — ম্যানেজারের পদ বা কাজ।

ম্যাপ — দেশ অঞ্চল ইত্যাদির নকশা, মানচিত্র। [ই. map.]

ম্যালেরিয়া — একরকম জ্বর। [malaria.]

ম্রক্ষণ — লেপন। মিশ্রণ। [সং.]

ম্রিয়মাণ — (মরণাপন্ন।) ম্লান, বিষণ্ণ। [সং.] স্ত্রী. — **ম্রিয়মাণা।**

ম্লান — নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল, মলিন। শুষ্ক, বিষণ্ণ। [সং.] বি. — **ম্লানতা, ম্লানত্ব। ম্লানিমা** — ম্লান ভাব, মলিনতা। বিষণ্ণতা। [সং. ম্লানিমন্।]

ম্লেচ্ছ — কিরাত শবর ইত্যাদি অসভ্য জাতি। যবন, অহিন্দু। [সং.] **ম্লেচ্ছাচার** — হিন্দুধর্মবিরোধী কাজ। **ম্লেচ্ছাচারী** — যে ম্লেচ্ছাচার করে, হিন্দুধর্মবিরোধী কাজ করে। [ঃ ম্লেচ্ছাচারিন্।] স্ত্রী.—**ম্লেচ্ছাচারিণী।** বি. — **ম্লেচ্ছাচারিতা।**

য — সিকি ইঞ্চি, জ। [সং. যব।]

য, য' — (সংক্ষেপে) যত। [ঃ 'য' জন, ঃ 'য' দিন।]

যক — যক্ষ। প্রেতবিশেষ যে মাটির নীচে প্রোথিত গুপ্ত ধন আগলায় মনে করা হয়। অতিশয় কৃপণ লোক। [সং. যক্ষ।]

যকৃৎ — পেটের ভিতরের পিত্তনিঃসারক গ্রন্থিময় যন্ত্র, liver. [সং.]

যক্ষ — পুরাণে বর্ণিত দেবতুল্য প্রাণী, দেবযোনি বিশেষ। যক। অতি কৃপণ

ব্যক্তি। [সং.] স্ত্রী. — **যক্ষী, যক্ষিণী।** **যক্ষপুরী** — যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী ও প্রাসাদ, অলকা। **যক্ষরাজ** — পুরাণে বর্ণিত যক্ষদের রাজা, কুবের।

যক্ষুনি — (জোর সূচক প্রয়োগ) যখনই।

যক্ষ্মা — ক্ষয়রোগ। [সং. যক্ষ্মন্।] **রাজযক্ষ্মা** — মারাত্মক ক্ষয়রোগ।

যখন — যে সময়ে। যে অবস্থায়। যেহেতু। [ঃ রোগ 'যখন' সারবে না, চিকিৎসায় লাভ কি?] [সং. যৎক্ষণ।] **যখনই** — যে সময়েই। যে কোন সময়েই। **যখন-তখন** — অনির্দিষ্ট বা অসংগত ভাবে, ঘনঘন। [ঃ সে 'যখন-তখন' খায়।] **যখনি** — ('যখনই' দেখ।)

যছু — (প্রাচীন কবিতায়) যাহার। [সং. যস্য।]

যজন — বি. যজ্ঞকরণ, পূজা করণ। ণ. **যজনীয়** — যজনের যোগ্য। **যজমান** — যে যজ্ঞ করে। পুরোহিত যাহার জন্য যাগ পূজা ইত্যাদি করেন। **যজমানি** — পৌরোহিত্য-ব্যবসায়, পুরুতগিরি। ণ. **যজমানী, যজমেনে** — পুরুতগিরি করে এমন। পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী।

যজানো — ক্রি. (অবজ্ঞায়) পৌরোহিত্য করা, যাজন করা। **যজানে**—ণ. যজমানী, পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী।

যজুঃ — একটি বেদের নাম, তৃতীয় বেদ। [সং. যজুস্।] **যজুর্বেদ** — যজুঃ নামক বেদ। **যজুর্বেদী** — যজুর্বেদ অনুসারে অনুষ্ঠানকারী। [সং. যজুর্বেদিন্।] ণ. **যজুর্বেদীয়** — যজুর্বেদ সংক্রান্ত। যজুর্বেদ অনুযায়ী।

যজ্ঞ — বৈদিক অনুষ্ঠান বিশেষ, যাগ। [সং.] **যজ্ঞকারী, যজ্ঞকর্তা** — যে যজ্ঞ করে। [সং. যজ্ঞকারিন্, যজ্ঞকর্তৃ।] **যজ্ঞকুণ্ড** — যাগ বা হোম করিবার গহবর। **যজ্ঞডুমুর** — একরকম বড় ডুমুর ও তাহার গাছ। **যজ্ঞবেদী** — যাগ করিবার জন্য নির্মিত উঁচু স্থান। **যজ্ঞসূত্র** — উপবীত, পইতা। **যজ্ঞসেন** — মহাভারতে বর্ণিত রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পিতা। **যজ্ঞীয়** — ণ. যজ্ঞ সংক্রান্ত। **যজ্ঞেশ্বর** — বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। **যজ্ঞোপবীত** — যজ্ঞসূত্র, উপবীত, পইতা।

যৎ, যদ্ — যে, যাহা। 'যে' বা 'যাহা' অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। [ঃ 'যৎ'-কালে।] [সং.] **যৎকালীন** — ণ. যে সময়কার। **যৎকালে** — যে সময়ে। **যৎকিঞ্চিৎ** — অত্যল্প, সামান্য। যেটুকু। **যৎপরোনাস্তি** — যার পর নাই, অত্যন্ত, খুব বেশী। **যৎসামান্য** — অত্যল্প, যৎকিঞ্চিৎ।

যৎ — সঙ্গীতের তাল বিশেষ।

যত — যে পরিমাণ, যে সংখ্যক। [ঃ 'যত' টাকা; ঃ 'যত' লোক।] সব, সমস্ত। [ঃ 'যত' বাজে কথা; ঃ 'যত' বিপদ এখানে; ঃ 'যত' রাজ্যের গল্প।] [সং. যদ্।] **যতকিছু** — সব কিছু, সমস্ত জিনিস। [ঃ 'যত কিছু' ছিল এনেছি।] **যতখানি** — যে পরিমাণ। **যতগুলি** — (বহুবচনে) যে সংখ্যক।

যতন — (কবিতায়) যত্ন।

যতমান — ণ. যত্নবান্। [সং.]

যতি — কবিতা ইত্যাদি পাঠকালে বিরাম-স্থান। [সং.] **যতিচিহ্ন** — ঐরূপ বিরামসূচক চিহ্ন, কমা দাঁড়ি ইত্যাদি। ('যতী' দেখ।) **যতিপাত, যতিভঙ্গ** — যথাস্থানে যতি বা বিরাম না থাকায় ছন্দের ত্রুটি।

যতি, যতী — জিতেন্দ্রিয়, সংযমী পুরুষ। সন্ন্যাসী। [সং. যতিন্।] **যতীন্দ্র** — শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, যতিশ্রেষ্ঠ।

যতেক — (কবিতায়) যে সংখ্যক। যে

পরিমাণ। সমস্ত।
যত্ন — আগ্রহের সহিত চেষ্টা। [ঃ পড়ায় 'যত্ন' আছে।] আদর, আপ্যায়ন। [ঃ অতিথির 'যত্ন'।] সেবা, শুশ্রূষা। [ঃ রোগীর 'যত্ন'।] মনোযোগ, সতর্কতা। [ঃ 'যত্ন' ক'রে মালাটি গে'থেছে।] [সং.] **যত্নপূর্বক** — যত্নের সহিত, সযত্নে। **যত্নবান, যত্নবান্‌** — যাহার যত্ন বা সাগ্রহ চেষ্টা আছে এমন। স্ত্রী. — **যত্নবতী**। **যত্নশীল** — যত্নবান্‌, যে সর্বদা যত্ন করে। স্ত্রী. — **যত্নশীলা**।
যত্র — যে স্থানে, যেখানে, যে বিষয়ে। যেমন, যেমনই। [ঃ 'যত্র' আয় তত্র ব্যয়।] [সং.] **যত্র-তত্র** — যেখানে-সেখানে।
যথা — যেমন, যেরূপ। [ঃ 'যথা' আজ্ঞা।] যেখানে। [ঃ 'যথা' ধর্ম তথা জয়।] যেখান, যে স্থান। [ঃ 'যথায়'।] দৃষ্টান্তস্বরূপ। [ঃ 'যথা' কালিদাস।] উচিত, ঠিক। [ঃ 'যথা'-কালে।] [সং.] **যথাকালে** — ঠিক সময়ে, উপযুক্ত সময়ে। [ঃ 'যথাকালে' গিয়া উপস্থিত হইল।] **যথাক্রম, যথাক্রমে** — ক্রম অনুসারে। [ঃ তুমি ও আমি 'যথাক্রমে' সুস্থ ও অসুস্থ।] **যথাতথা** — যেখানে-সেখানে, যত্র-তত্র। **যথাদেশ** — আদেশ অনুসারে, হুকুম মতো। **যথা-নিয়ম** — নিয়ম অনুসারে। **যথাপূর্ব** —পূর্বের মতো, আগের মতো। [ঃ অবস্থা 'যথাপূর্ব'।] **যথাবিধি** — নিয়ম অনুসারে, বিধি অনুসারে। **যথা-বিহিত** — উচিত ব্যবস্থা, যথাকর্তব্য। [ঃ 'যথাবিহিত' করুন।] উচিত, উপযুক্ত। **যথাযথ** — ঠিকমতো, অবিকৃত, উপযুক্ত। [ঃ 'যথাযথ' বর্ণনা।] **যথা-যোগ্য** — যোগ্যতা অনুসারে, উপযুক্ত। [ঃ 'যথাযোগ্য' সম্মান।] **যথারীতি** — রীতি অনুসারে, নিয়ম অনুসারে। **যথার্থ** — সত্য, বাস্তবিক। বি. — **যথার্থতা**। **যথার্থতঃ** — বস্তুতঃ আসলে, প্রকৃতপক্ষে। [সং. যথার্থতস্‌] **যথাশক্তি** — শক্তি অনুসারে, যেমন সামর্থ্য তেমন, সাধ্যমতো। **যথাসময়ে** — ঠিক সময়ে, উপযুক্ত সময়ে, যথাকালে। **যথাসম্ভব** — যেমন সম্ভব হইবে তেমন যেরূপ সম্ভবপর হইবে সেইরূপ। **যথা-সর্বস্ব** — সমস্ত ধনসম্পত্তি, সব কিছু। **যথাসাধ্য** — সাধ্য অনুসারে, যথাশক্তি। **যথাস্থান** — নির্দিষ্ট স্থান, উপযুক্ত স্থান, ঠিক জায়গা।
যথেচ্ছ — ইচ্ছামতো, যেমন ইচ্ছা তেমন। [ঃ 'যথেচ্ছ' অত্যাচার।] [সং.] **যথেচ্ছাচার** — স্বেচ্ছাচার, অসংযত আচরণ। **যথেচ্ছাচারী** — যে যথেচ্ছাচার করে। [সং. যথেচ্ছাচারিন্‌।] স্ত্রী. - **যথেচ্ছাচারিণী**। বি. — **যথেচ্ছাচারিতা**
যথেষ্ট — যত ইচ্ছা তত, ইচ্ছামতো। প্রচুর প্রয়োজন মিটিবে এমন। [সং.]
যথোচিত — যেরূপ উচিত, যথাযোগ্য [ঃ 'যথোচিত' সম্মান।]
যথোক্ত — যেমন বলা হইয়াছে তেমন।
যথোপযুক্ত — উপযুক্তরূপ, যথাযোগ্য যথোচিত।
যদবধি — যে সময় হইতে। [সং.]
যদর্থে — যে উদ্দেশ্যে, যে প্রয়োজনে। অর্থে।
যদি — শর্ত সূচক অব্যয়। [ঃ 'যদি' বৃষ্টি হয়, তবে চাষ হবে।] সংশয় আশঙ্কা সূচক অব্যয়। [ঃ 'যদি' আসে এই ভয়ে।] যেহেতু, কারণ যখন। [ঃ এসেছ 'যদি' থেকে যাও। [সং.] **যদিই** — এমন কি ইহাই যদি ঘটে, নিতান্তই যদি। **যদিও, যদিচ**

তাহা সত্ত্বেও। [ঃ 'যদিও' ধনী তবু অসুখী।] **যদিবা** — সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও ঘটিল কিন্তু। [ঃ 'যদিবা' দেখা পেলাম টাকা পেলাম না।]

যদু — পুরাণে বর্ণিত রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র এবং যদুবংশের স্থাপয়িতা। যদুবংশীয় ব্যক্তি। [ঃ 'যদুগণ'; ঃ 'যদু'পতি।] [সং.] **যদুকুল** — যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশ, যে বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। **যদুনন্দন** — যদুগণের আনন্দবর্ধনকারী, শ্রীকৃষ্ণ। **যদুনাথ, যদুপতি** — যদুগণের প্রধান, যদুগণের রাজা, শ্রীকৃষ্ণ। **যদু-মধু** — অতি সাধারণ লোক। [ঃ 'যদু-মধু'-ও এ কথা বলবে।]

যদৃচ্ছা — যেমন ইচ্ছা, যেমন খুশি, খুশি-মতো। [ঃ 'যদৃচ্ছা' গমন।] অনায়াস। [ঃ 'যদৃচ্ছা'-লব্ধ।] [সং.] **যদৃচ্ছাক্রমে** — খুশিমতো, নিজের ইচ্ছামতো।

যদ্দিন — (সংক্ষেপে) যত দিন।

যদ্ভবিষ্য — ণ. যাহা ঘটিবে ঘটুক এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে এমন, অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। [সং.] বি. — **যদ্ভবিষ্যতা**।

যদ্যপি — যদিও। যদিই। [সং.]

যন্ত্র — যে জিনিসের সাহায্যে কৌশলে কিছু করা যায়, কল। [ঃ অণুবীক্ষণ-'যন্ত্র'। শিল্পীর বা কারিকরের হাতিয়ার। [ঃ ছুতারের 'যন্ত্র'।] শরীরের ভিতরের ক্রিয়াসাধক অঙ্গ। [ঃ শ্বাস-'যন্ত্র'। (তন্ত্রে) দেবাদির অধিষ্ঠানচক্র। (হিন্দু জ্যোতিষে) গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানচিত্র। [সং.] **যন্ত্রকৌশল** — যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করিবার পদ্ধতি। **যন্ত্রপাতি** — যন্ত্র এবং ঐ শ্রেণীর জিনিস। **যন্ত্রবিৎ, যন্ত্রবিদ্**— যন্ত্রের গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। **যন্ত্রবিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা** — যন্ত্রের গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিদ্যা। **যন্ত্র-বিজ্ঞানী** — যন্ত্রবিদ্। যন্ত্রবিজ্ঞানে পণ্ডিত। **যন্ত্রযুগ** — যে যুগে যন্ত্রের প্রাধান্য রহিয়াছে। **যন্ত্রশালা** — যন্ত্র রাখিবার গৃহ। যেখানে যন্ত্রে কাজ হয়। **যন্ত্রশিল্প** — যন্ত্রের দ্বারা নির্মাণ-কৌশল। বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত কলাকৌশল। **যন্ত্রশিল্পী** — বাদ্যযন্ত্রের নিপুণ বাদক। যে শিল্পী যন্ত্রের দ্বারা বস্তু নির্মাণ করে। [সং. যন্ত্রশিল্পিন্।] **যন্ত্রী** — যন্ত্রচালক। যন্ত্রবিৎ। যন্ত্রবাদক। [সং. যন্ত্রিন্।]

যন্ত্রণ — পীড়ন, যন্ত্রণাদান। [সং.] **যন্ত্রণা** — শারীরিক বা মানসিক বেদনা, যাতনা। [সং.]

যব — একরকম শস্য, barley. আঙুলের ডগার যবাকার চিহ্ন। পরিমাণ বিশেষ, চার ধান। [সং.]

যব — (প্রাচীন কবিতায়) যবে, যখন।

যবক্ষার — একরকম ক্ষারজাতীয় খনিজ পদার্থ, carbonate of potash. (অশুদ্ধ প্রয়োগ) শোরা। **যবক্ষারজান**— একরকম মৌলিক গ্যাস, nitrogen.

যবদ্বীপ — ভারত মহাসাগরস্থ একটি বৃহৎ দ্বীপ, জাভা।

যবন — প্রাচীন গ্রীক জাতি, আইওনিয়ার অধিবাসী। ভারতের পশ্চিম দিকস্থ দেশসমূহের অধিবাসী, গ্রীক তাতার পারসিক ইত্যাদি জাতি। মুসলমান। [সং.] স্ত্রী. — **যবনী**।

যবনানী — যবন জাতির লিপিসমূহ, ভারতের পশ্চিম দিকস্থ দেশসমূহের লিপিসমূহ।

যবনিকা — পরদা। রঙ্গমঞ্চের পরদা। (সংক্ষেপে) যবনিকাপতন, নাটকের শেষ। সমাপ্তি। [সং.] **যবনিকাপতন**

—থিয়েটারের পরদা ফেলানো যাহাতে নাটকের সমাপ্তি জানা যায়, নাটকের শেষ। নাটকীয় ঘটনার সমাপ্তি।

যবস্থব — ইতস্তত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবযুক্ত, যবুথবু।

যবাগু — যবের মণ্ড। [সং.]

যবানিকা, যবানী — একরকম মসলা, যোয়ান। [সং.]

যবহু — (প্রাচীন কবিতায়) যখনই।

যবুথবু — ('যবস্থব' দেখ।)

যবে — (কবিতায়) যে সময়ে, যখন।

যবোদর — যবের প্রস্থের পরিমাণ, এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ। [সং.]

যম — মৃত্যুর দেবতা, শমন, কৃতান্ত। [সং.] **যমের জাঙ্গাল** — ছায়াপথ, আকাশগঙ্গা। **যমের দক্ষিণ দুয়ার** — মৃত্যুর পথ। **যমঘর** — যমপুরী, যমালয়। **যমজাঙ্গাল** — যমের জাঙ্গাল, ছায়াপথ। **যমদণ্ড** — যমের অস্ত্র, যমের গদা। যম-প্রদত্ত কঠোর শাস্তি। **যমদূত** — যমের বিকটদর্শন অনুচর। **যমদ্বার** — যমালয়ের দরজা। **যমদ্বিতীয়া** — ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। (যমের ভগিনী যমী যমকে বিবাহ করিতে চাহিলে যম তাঁহাকে ভাই ও ভগিনীর সম্পর্ক সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন তাহার স্মরণেই সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠান করা হয়।) **যমপুকুর** — কুমারীদের ব্রত-বিশেষ। **যমপুরী** — যমের প্রাসাদ, যমালয়, মৃত্যুপুরী। **যমযন্ত্রণা** — যম-প্রদত্ত যন্ত্রণা, কঠিন দুঃসহ যাতনা। **যমরাজ** — যম, মৃত্যুর দেবতা।

যমক — সাহিত্যে একরকম শব্দপ্রয়োগের রীতি যাহাতে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

যমজ — এক সময়ে একই গর্ভে জাত দুইজন। [ঃ 'যমজ' ভাই; ঃ 'যমজ' ছেলে।]

যমল — যুগ্ম, জোড়া। **যমলার্জুন** — বৃন্দাবনের এক জোড়া অর্জুন গাছ যাহাদিগকে ভাঙিয়া শ্রীকৃষ্ণ শাপমুক্ত করেন।

যমানী — ('যবানিকা' দেখ।)

যমালয় — যমের আবাসস্থল, যমঘর, যমপুরী।

যমী — স্ত্রী. যমের ভগিনী। [সং.

যমুনা — উত্তর ভারতের বিখ্যাত নদী, কালিন্দী। যমের বোন, যমী। বাংলা দেশের কয়েকটি নদীর নাম। [সং.]

যযাতি — জনৈক পৌরাণিক রাজা, দেবযানীর স্বামী, নহুষের পুত্র।

যশ, যশঃ — সুনাম, খ্যাতি। [সং. যশস্।] **যশঃকীর্তন** — সুখ্যাতি করণ, প্রশংসা সূচক বর্ণনা বা গান। **যশঃক্ষয়** — খ্যাতির হানি, অপযশ। **যশঃস্তম্ভ**—কীর্তিস্তম্ভ। **যশস্কর** — খ্যাতিজনক। **যশস্কাম** — যশ কামনা করে এমন, যশঃপ্রার্থী। **যশস্বী** — যশলাভ করিয়াছে এমন, বিখ্যাত, খ্যাতিমান্। [সং. যশস্বিন্।] স্ত্রী. — **যশস্বিনী**। **যশোগাথা, যশোগান** — যশঃকীর্তন, প্রশংসা সূচক গান বা বর্ণনা। **যশোদ** — যে বা যাহা যশ দেয়। স্ত্রী. **যশোদা** — যশদানকারিণী। বি. শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মা। **যশোলিপ্সা** — যশোলাভের ইচ্ছা। ণ. — **যশোলিপ্সু**। **যশোহর** — ণ. খ্যাতিনাশক। বি. পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা, যশোর।

যশদ — দস্তা। [সং.]

যশুরে — ণ. যশোহর সংক্রান্ত। যশোহরে জাত। [ঃ 'যশুরে' কই।]

যষ্টি — লাঠি, দণ্ড, ছড়ি। [সং.

যষ্টিমধু — একরকম গাছের মিষ্ট শিকড়।

— (প্রাচীন কবিতায়) যেখানে। — (কথ্য রূপ) যাহা। **যা-তা** — আজে-বাজে জিনিস বা বিষয়, অনির্দিষ্ট অনিশ্চটকর বস্তু বা বিষয়। [ঃ 'যা-তা' খেয়ো না; ঃ 'যা-তা' ক'রো না।] **যা নয় তা** — ভালো-মন্দ বিচার না করিয়া ইচ্ছামতো বিষয় বা বস্তু। [ঃ 'যা নয় তা' মুখে আসবে বলবে ?] **যা হোক** — যাহা হউক। কথার মাত্রা। [ঃ আপনি আচ্ছা লোক 'যা হোক'।] **এই যা, ঐ যা** — কোন ভুলের কথা হঠাৎ স্মরণ হওয়ায় খেদ সূচক উক্তি। [ঃ 'এই যা' ! লেখাটা আনতে ভুলে গেলাম।]

যাই — যেই, যেহেতু। যেমনি, যখনই। ঃ 'যাই' বললাম অমনি রেগে উঠল।] সং. যদা।]

যাওয়া — ক্রি. চলা, গমন করা। [ঃ পথে 'যাচ্ছি'।] উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া। [ঃ সেখানে যখন 'যাই' তখন বাজে দশটা।] অবসান হওয়া। [ঃ দিন 'যায়', মাস 'যায়'।] কিছু ক্রমাগত করিতে থাকা। [ঃ পড়িয়া 'যাও'।] নষ্ট হওয়া, খোয়া যাওয়া। [ঃ যা 'যায়' তা আসে না।] হঠাৎ কিছু ঘটা। [ঃ — যাচিকা।

যাচন — প্রার্থনা, চাওয়া, যাচ্ঞা। [সং.] ণ. **যাচনীয়** — প্রার্থনীয়।

যাচন — যাচাই, পরীক্ষা করণ। **যাচনদার** — যে যাচাই করে।

যাচা — ক্রি. মাগা, যাচ্ঞা করা। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া দেওয়া বা করা। [ঃ 'যেচে' বলতে এসেছিল; ঃ 'যেচে' মান কেঁদে সোহাগ।] ণ. স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিতে চাওয়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'যাচা' অন্ন ছাড়তে নাই।]

যাচা —ক্রি. যাচাই করা, পরীক্ষা করা। মূল্য নিরূপণের জন্য খোঁজ লওয়া ও বিচার করিয়া দেখা। বি. **যাচাই** — পরীক্ষা বা অনুসন্ধান দ্বারা জিনিসের উৎকর্ষ বা উচিত মূল্য নির্ধারণ। **যাচানো** — ক্রি. যাচাই করানো।

যাচিত — ণ. চাওয়া হইয়াছে এমন, প্রার্থিত।

যাচ্ছেতাই — অতি বিশ্রী, কদর্য, অত্যন্ত খারাপ। [ঃ 'যাচ্ছেতাই' কাণ্ড।]

যাচ্ঞা — ভিক্ষা, প্রার্থনা। [সং.]

যাজক — যিনি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। পুরোহিত। [সং.] স্ত্রী. — **যাজিকা**। **যাজকতা, যাজকত্ব** — যাজকের কাজ।

যাজন — যজ্ঞ সম্পাদন। পৌরোহিত্য। [সং.]

যাজী — যজ্ঞকর্তা, যাজক। পদবী বিশেষ। [সং. যাজিন্।]

যাজ্ঞবল্ক্য — জনৈক প্রাচীন শাস্ত্রকার ঋষি।

যাজ্ঞসেনী — যজ্ঞসেনের কন্যা, দ্রৌপদী। [সং.]

যাজ্ঞিক — বি. যজ্ঞকারী। পুরোহিত। ণ. যজ্ঞীয়। [সং.]

যাতনা — দেহ বা মনের তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা। [সং. যন্ত্রণা।]

যাতব্য — ণ. যেখানে যাওয়া যায়, গম্য।

যাতা — স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী, জা। [সং. যাতৃ।]

যা-তা — ('যা' দেখ।)

যাতায়াত — যাওয়া-আসা, গমনাগমন, আনাগোনা। [সং.]

যাত্রা — গমন। [ঃ তীর্থ-'যাত্রা'।] রওনা, গমনারম্ভ। [ঃ কাল 'যাত্রা' করব।] প্রস্থান। [ঃ মহা-'যাত্রা'।] দেবতার পূজা উপলক্ষে উৎসব। [ঃ দোল-'যাত্রা'; ঃ স্নান-'যাত্রা'।] বার, দফা। [ঃ এ 'যাত্রা' রক্ষা নাই।] দৃশ্যপটহীন ও গীতপ্রধান একরকম অভিনয়। [সং.] **যাত্রিক** — ণ. যাত্রা সংক্রান্ত। বি. যাত্রী। **যাত্রী** — যে গমন বা ভ্রমণ করে। পথিক। গাড়ি ইত্যাদির আরোহী। [ঃ জাহাজের 'যাত্রী'।] [সং. যাত্রিন্।] স্ত্রী. — **যাত্রিণী**।

যাথার্থ্য — বি. যথার্থতা, বাস্তবতা, সত্যতা। [সং.]

যাদঃ — জলজন্তু। [সং. যাদস্।] **যাদঃপতি** — সমুদ্র, বরুণ।

যাদব — ণ. যদুবংশীয়। বি. শ্রীকৃষ্ণ।

যাদু — ('জাদু' দেখ।) **যাদুকর** — ('জাদুকর' দেখ।) **যদুঘর** — ('জাদুঘর' দেখ।) **যাদুধন** — পরম আদরের পাত্র। অতিশয় স্নেহ সূচক সম্বোধন। **যাদুবল, যাদুবিদ্যা** — ('জাদুবল' ও 'জাদুবিদ্যা' দেখ।) **যাদুমণি** — পরম আদরের পাত্র, যাদুধন।

যাদৃশ — যেরূপ, যেমন। [সং. যাদৃশ্।] স্ত্রী. — **যাদৃশী**।

যান — যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়, গাড়ি ইত্যাদি। [সং.] **যানবাহন** — যাহার দ্বারা যাতায়াত ও বহনকার্য হইয়া থাকে, গাড়ি ইত্যাদি।

যান্ত্রিক — ণ. যন্ত্র সংক্রান্ত। [ঃ 'যান্ত্রিক' গোলযোগ।] বি. যন্ত্রী, যন্ত্রবিদ্। [সং.]

যাপন — বি. কাটানো, অতিবাহন। [রাত্রি 'যাপন'; ঃ জীবন-'যাপন'। [সং.] ণ. — **যাপিত**।

যাপা — ক্রি. (কবিতায়) যাপন করা।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর — যাবৎ বা যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকিবে, চিরকাল। [সং.]

যাবজ্জীবন — চিরজীবনের জন্য, আমরণ [ঃ 'যাবজ্জীবন' দ্বীপান্তর।] [সং.]

যাবৎ — অ. অবধি, পর্যন্ত। [ঃ এ 'যাবৎ'।] যতক্ষণ পর্যন্ত। [ঃ 'যাবৎ না আসি তাবৎ তিষ্ঠ।] ণ. সমস্ত সমুদয়। [ঃ 'যাবৎ' বিষয়-সম্পত্তি।] [সং.] ণ. **যাবতীয়** — সকল, সমস্ত, সমুদয়। [ঃ 'যাবতীয়' কলাবিদ্যা।]

যাবনিক — যবন সংক্রান্ত। [সং.]

যাম — প্রহর, তিন ঘণ্টা। [ঃ রাত্রির প্রথম 'যাম' অতিবাহিত।] [সং.] **যামঘোষ** — (প্রহর ঘোষণাকারী) শৃগাল।

যামল — বি. তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ। ণ. যুগ্ম যমল। [সং.]

যামার্ধ — অর্ধযাম, আধ প্রহর, প্রায় দেড় ঘণ্টা।

যামিনী — রাত্রি, রজনী। [সং. **যামিনীপতি** — নিশাপতি, চাঁদ।

যাম্য — দক্ষিণ। [সং.] **যাম্যোত্তরবৃত্ত** — ('মধ্যরেখা' দেখ।)

যাযাবর — নিয়ত ভ্রমণ করে এমন, সদা ভ্রমণকারী। [ঃ 'যাযাবর' জাতি; ঃ 'যাযাবর' জীবন।] [সং.]

যারপরনাই — অত্যন্ত, খুব বেশী, পরোনাস্তি। [ঃ 'যারপরনাই' দুঃখিত হইলাম।]

যাহা — যে বস্তু বা বিষয়। **যাহা কিছু** সব কিছু। [ঃ 'যাহা কিছু' আছে

দাও।] [সং. যদ্।] **যাহা-তাহা** — যা তা। ('যা' দ্রষ্টব্য।) **যাহা নহে তাহা** — যা-নয়-তা। ('যা' দ্রষ্টব্য।) **যাহা হউক** — সকল কিছু সত্ত্বেও।

হাঁ — (প্রাচীন প্রয়োগ) যেখানে। যেমনি। [ঃ 'যাহাঁ' বলা অমনি।] [সং. **যৎক্ষণ**।]

হার — যে ব্যক্তি বা বস্তুর।

হার — (সম্মানে) যাহার।

ন — (সম্মানে) যে ব্যক্তি।

শু, যীশু — খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক, খ্রীষ্ট।

ক্ত — ণ. মিলিত, সংলগ্ন, একত্রিত। [ঃ 'যুক্ত'-রাষ্ট্র; ঃ 'যুক্ত'-কর।] বিশিষ্ট। [ঃ পত্র-'যুক্ত' শাখা; ঃ শ্রী-'যুক্ত'।] [সং.] স্ত্রী. — **যুক্তা**। **যুক্তকর** — হাত জোড় করিয়াছে এমন। জোড়হাত। **যুক্তকরে** — হাত জোড় করিয়া। **যুক্তবেণী** — ('ত্রিবেণী' দেখ।) **যুক্তরাজ্য**—মিলিত রাজ্যসমূহ। গ্রেট বৃটেন। **যুক্তরাষ্ট্র** — কতিপয় রাষ্ট্রের মিলনের ফলে উদ্ভূত বৃহৎ রাষ্ট্র, federation, union. ণ. —**যুক্তরাষ্ট্রীয়**।

ক্তাক্ষর — একত্র লিখিত বা উচ্চারিত একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ, সংযুক্তবর্ণ।

- ন্যায়সঙ্গত কারণ। [ঃ 'যুক্তি' প্রদর্শন।] পরামর্শ, মন্ত্রণা। [ঃ 'যুক্তি' করা; ঃ 'যুক্তি' দেওয়া।] [সং.] **যুক্তিতর্ক** — যুক্তিপ্রদর্শন ও বাদ-প্রতিবাদ। **যুক্তিদাতা** — পরামর্শদাতা, মন্ত্রণাদাতা। [সং. যুক্তিদাতৃ।] **যুক্তি-বিরুদ্ধ** — যাহা ন্যায্য কারণের বা যুক্তির বিরোধী। বি. — **যুক্তিবিরুদ্ধতা**। **যুক্তিযুক্ত** — যাহাতে যুক্তি আছে এমন, ন্যায়সংগত। বি. — **যুক্তিযুক্ততা**। **যুক্তিসংগত, যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসম্মত** — ন্যায্য কারণ অনুযায়ী, যুক্তিযুক্ত। **যুক্তিসহ** — যুক্তির দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত করা যায় না এমন। **যুক্তিসিদ্ধ** — যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত। বি. — **যুক্তিসিদ্ধতা**। **যুক্তিহীন** — যাহার বা যাহাতে যুক্তি নাই, অসংগত। স্ত্রী. — **যুক্তিহীনা**। বি. — **যুক্তিহীনতা**।

যুগ — পুরাণোক্ত কালের বিভাগ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি। সময়, কাল, আমল। [ঃ বর্তমান 'যুগ'; ঃ মোগল 'যুগ'।] সুদীর্ঘ কাল। এক জোড়া। [ঃ কুচ-'যুগ'; ঃ কর-'যুগ'; ঃ পদ-'যুগ'।] জোয়াল। চার হাত পরিমাণ। [সং.] **যুগধর্ম** — কালোচিত আচার-ব্যবহার ও ভাবধারা। **যুগন্ধর** — যে কাঠের সঙ্গে জোয়াল ইত্যাদি বাধা হয়। যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। **যুগপ্রবর্তক** —যিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। নূতন চিন্তাধারা ইত্যাদির প্রবর্তক। **যুগযুগান্তর** — বহু যুগ। **যুগসন্ধি** — এক যুগের অবসান ও পরবর্তী যুগের আরম্ভ। **যুগসন্ধিক্ষণ** — এক যুগ শেষ ও অন্য যুগ শুরু হইবার সময়।

যুগপৎ — একই সময়ে। [ঃ দুইটি ঘটনা 'যুগপৎ' ঘটিল।] [সং.]

যুগল — এক জোড়া, যুগ্ম। [ঃ 'যুগল' মূর্তি।] [সং.] **যুগলে যুগলে** — দুইজন করিয়া, জোড়ায় জোড়ায়।

যুগান্ত — যুগের অবসান। প্রলয়। [সং.] **যুগান্তকর, যুগান্তকারী** — এক যুগের অবসান ঘটায় এমন। বিভিন্ন দিকে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এমন। [ঃ 'যুগান্তকারী' আবিষ্কার।]

যুগান্তর — অন্য যুগ। যুগের পরিবর্তন।

যুগাবতার — যুগ অনুসারে মানবদেহে

আবির্ভূত ভগবান্।

যুগী — (প্রাচীন প্রয়োগ) যোগী। ভিক্ষাজীবী একটি সম্প্রদায়। বাঙালী হিন্দুর একটি জাতি। [সং. যোগিন্।]

যুগোপযোগী — কালোপযোগী, কোনও বিশেষ যুগের পক্ষে উপযুক্ত।

যুগ্ম — এক জোড়া, যুগল। যুক্তভাবে কাজ করে এমন। [ঃ 'যুগ্ম' সম্পাদক।] [সং.]

যুঝা — ক্রি. যুদ্ধ করা, লড়া।

যুত — যুক্ত। [ঃ শ্রী-'যুত'।] [সং.] স্ত্রী. — **যুতা**।

যুতা — ক্রি. জুড়া, যুক্ত করা। [ঃ গাড়িতে ঘোড়া 'যুতা'।]

যুদ্ধ — লড়াই, সমর, সংগ্রাম। [সং.] **যুদ্ধবিগ্রহ** — যুদ্ধ ও ঐরূপ ব্যাপার। **যুদ্ধবিৎ, যুদ্ধবিদ্** — যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত। **যুদ্ধবিদ্যা** — যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান। **যুদ্ধযাত্রা** — যুদ্ধে গমন।

যুধিষ্ঠির — পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভীম অর্জুন ইত্যাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। [সং.]

যুধ্যমান — যুদ্ধ করিতেছে এমন, যুদ্ধে রত। [সং.] স্ত্রী. — **যুধ্যমানা**।

য়ুনানী — ণ. গ্রীস দেশীয়, যাবনিক। [আ.]

যুব- — 'যুবা' অর্থে অন্য শব্দের আগে সমাসে যুক্ত হয়। [ঃ 'যুব'-সম্মেলন।]

যুবক — তরুণ, জোয়ান, যুবা। [সং.] স্ত্রী. — **যুবতী**।

যুবজানি — যুবতীর স্বামী। [সং.]

যুবনাশ্ব — পুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় রাজা, মান্ধাতার পিতা।

যুবরাজ — রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও রাজকার্যে রাজার সাহায্যকারী রাজপুত্র। [সং.]

যুবা — যুবক, তরুণ, জোয়ান। [স যুবন্।] তরুণবয়স্ক। [ঃ 'যুব পুরুষ।] স্ত্রী. — **যুবতী**।

যুযুৎসা — যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা। [সং ণ. **যুযুৎসু** — যুদ্ধ করিতে ইচ্ছু

যুযুধান — ণ. যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। সাত্যকি। ক্ষত্রিয়। [সং.]

য়ুরোপ — ('ইউরোপ' দেখ।)

যূথ — পশুপক্ষীর দল। পাল। 'যূথভ্রষ্ট'।] [সং.] **যূথচর, যূথচা** — যেসব জন্তু দলবদ্ধভাবে বিচর করে। স্ত্রী. — **যূথচরী, যূথচারিণী** **যূথপতি** — বন্য হস্তিদলের বা পশ দলের সর্দার। **যূথভ্রষ্ট** — দলচু (পশুপক্ষী)। স্ত্রী. — **যূথভ্রষ্টা**

যূথিকা, যূথী — জুঁই ফুল। ফুলের গাছ। [সং.]

যূনী — যুবতী। [সং.]

যূপ — যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের বলিদানের জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠ, কাঠ। জয়স্তম্ভ। [সং.]

যূষ — ঝোল, ক্বাথ। [ঃ 'যূষ'।] [সং.]

যে — ব্যক্তি বস্তু বিষয় ইত্যাদি নির্দে সর্বনাম ও বিশেষণ। [ঃ 'যে' এস সে গাইবে; ঃ 'যে' মেয়েটি কথা বলল। বাক্য বা বিষয়ের উল্লেখ সূচক অব [ঃ সে বলল 'যে', সে গাইবে। যেহেতু, কারণ। [ঃ কেন খাবে না তুমি 'যে' বকলে।] অবাঞ্ছিত বি প্রশ্ন বা বিস্ময় সূচক অব্যয়। [তুমি এলে 'যে'?] আধিক্য সূ শব্দ। [ঃ 'যে' গরম পড়েছে! যেমন, যেরূপ, যথা। [ঃ 'যে' আজ্ঞা। [সং. যঃ।] **যে কেউ, যে কেহ** সবাই, প্রত্যেকে। [ঃ 'যে কেউ' পারে **যে কোন, যে কোনও** — সব, প্রত্যেক

[ঃ 'যে কোনও' বিষয়।] **যে যে** — বহু-বচনে যে। [ঃ 'যে যে' লোক আসে নি; ঃ 'যে যে' বলেছে।] **যে সে** — যে কোনও ব্যক্তি। [ঃ 'যে সে' পারে।] সাধারণ লোক। [ঃ 'যে সে' বললে হবে না।] সাধারণ। [ঃ তিনি 'যে সে' লোক নন।]

যেই — যেমনি, যখনই। [ঃ 'যেই' বলা অমনি করা।] [সং. যদা।] **যেই-কে-সেই** — যেমন ছিল তেমনি। [ঃ রোগী 'যেই-কে-সেই'।]

যেখানে — যে স্থানে, যে জায়গায়। [সং. যৎস্থান।] **যেখানে-সেখানে** — সর্বত্র, প্রায় সব জায়গায়, অবাঞ্ছিত-ভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে বহু স্থানে। [ঃ তাকে 'যেখানে-সেখানে' দেখা যায়।] **যেখানকার** — যে স্থানের।

যেথা — (কবিতায়) যে স্থান, যেখান। যেখানে। [সং. যথা।] **যেথাকার** — যেখানকার। **যেথায়** — যেখানে।

যেন — মতো, সদৃশ। [ঃ রূপে 'যেন' কার্তিক।] বাস্তবে নহে, কল্পনায়। [ঃ 'যেন' স্বর্গে গেছি।] সতর্কীকরণ ইচ্ছা প্রার্থনা অনুরোধ ইত্যাদি বুঝাইতে। [ঃ আনতে 'যেন' ভুলো না; ঃ রোগ 'যেন' সারে; ঃ আমি 'যেন' দুটি খেতে পাই।] **যেন-তেন-প্রকারেণ** — যেমন করিয়াই হউক, যে কোনও উপায়ে।

যেমন — যে রকম, যেরূপ। [ঃ 'যেমন' জিনিস, তেমন দাম।] দৃষ্টান্তস্বরূপ, যথা। [ঃ 'যেমন', কালিদাস।] **যেমনটি** — যে রকমই, যে প্রকারই। **যেমন তেমন** — আজেবাজে, যে কোনও রকম। **যেমনই, যেমনি, যেমূনি** — তৎক্ষণাৎ, যেই, যখনই। [ঃ 'যেমনি' বলেছি অমনি চটে গেল।] ঠিক যে রকম। [ঃ 'যেমনি' রূপ, তেমনি গুণ।]

যেহেতু — যে কারণে, কারণ। [ঃ [ঃ 'যেহেতু' সে গেল।]

যেহু — (প্রাচীন কবিতায়) যেন।

যৈছন — (প্রাচীন কবিতায়) যেমন। যেরূপে, যেভাবে। **যৈছে** — (প্রাচীন কবিতায়) যেভাবে, যেরূপে।

যো — সুযোগ, সুবিধা। [ঃ টুঁ শব্দ করিবার 'যো' নাই। [সং. যোগ।]

যো — যেমন, যেরূপ, যথা। [ঃ 'যো' হুকুম।] [সং. যঃ।] **যো-হুকুম** — যথা আজ্ঞা। আজ্ঞাপালনকারী চাটুকার। [ঃ 'যো হুকুমে'র দল।]

যোক্তা — যোজনকর্তা, নিয়োগকর্তা। [সং যোক্তৃ।]

যোগ — মিলন, সংযোগ। [ঃ দেহের সহিত মনের 'যোগ'।] সমষ্টি করণ। [ঃ সংখ্যাগুলিকে 'যোগ' কর।] সম্পর্ক, সম্বন্ধ। [ঃ বর্তমান ঘটনার সহিত পূর্বোক্ত ঘটনার 'যোগ' নাই।] প্রয়োগ। [ঃ 'মনোযোগ'।] তিথি নক্ষত্রাদির মিলনের ফলে শুভ লগ্ন। [ঃ অর্ধোদয় 'যোগ'।] ভগবানের সহিত ঐক্য সাধন ও তাহার কলা-কৌশল। [ঃ ভক্তি-'যোগ'।] [সং.] **যোগ করা** — ক্রি. যুক্ত করা। যোগফল বাহির করা। **যোগ দেওয়া** — সংখ্যাদি সংযুক্ত বা একত্র করা। [ঃ তিনের সঙ্গে চার 'যোগ দিলাম'।] অংশ গ্রহণ করা, সংযুক্ত হওয়া। [ঃ দলে 'যোগ' দেওয়া'।] **যোগদান** — মিলিত হওয়া, অংশগ্রহণ। [ঃ সভায় 'যোগদান' করা।] **যোগনিদ্রা** — প্রলয়কালে সৃষ্টিকর্তার নিদ্রার তুল্য যোগাবস্থা। **যোগনিষ্ঠ** — যে নিয়মিতভাবে যোগ-সাধনা করে। **যোগফল** — একত্র করিবার পর প্রাপ্ত পরিমাণ। **যোগ**

কষিবার পর প্রাপ্ত সংখ্যা। **যোগবল** — যোগ সাধনার দ্বারা লব্ধ শক্তি। **যোগবাশিষ্ঠ** — রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশাবলী সংক্রান্ত। [ঃ 'যোগবাশিষ্ঠ' রামায়ণ।] **যোগবাহ** — এক শ্রেণীর বর্ণ, অনুস্বার বিসর্গ। **যোগবাহী** — যাহার দ্বারা ঔষধাদির সংযোগ ঘটে, মধু পারদ ইত্যাদি। [সং. যোগবাহিন্।] **যোগভ্রষ্ট** — যোগসাধনা হইতে বিচ্যুত। স্ত্রী. — **যোগভ্রষ্টা**। **যোগমায়া** — ভগবানের জগৎসৃষ্টি-কারিণী শক্তি। দুর্গা। **যোগমার্গ** — যোগ-সাধনার পথ, ঈশ্বর-লাভের পথ বা উপায়। **যোগরূঢ়** — (ব্যাকরণে) যৌগিক কিন্তু রূঢ় বা বিশেষ অর্থ-সূচক (শব্দ)। **যোগশাস্ত্র** — যোগ-সাধনা সংক্রান্ত শাস্ত্র। পতঞ্জলি-রচিত দর্শনশাস্ত্র। **যোগসাজস** — মন্দ কাজের জন্য সহযোগিতা ও চক্রান্ত। **যোগসাধন, যোগসাধনা** — সিদ্ধিলাভের জন্য যোগাভ্যাস। **যোগসিদ্ধ** — ণ. যোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন। বি. — **যোগসিদ্ধি**।

যোগাড় — সংগ্রহ। আয়োজন। ব্যবস্থা। [ঃ ডাল-ভাতের 'যোগাড়'।] **যোগাড়-যন্ত্র** — কর্ম সম্পাদন বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবিধ আয়োজন। **যোগাড়ে** — যোগাড় করিতে পটু। [ঃ 'যোগাড়ে' ছেলে।]

যোগান — সরবরাহ। [ঃ 'যোগান' দেওয়া।]

যোগানো — ক্রি. সরবরাহ করা, চাহিদা বা অভাব মেটানো। [ঃ টাকা 'যোগানো'।]

যোগাভ্যাস — যোগসাধনের অনুশীলন, যৌগিক অভ্যাস। ণ. — **যোগাভ্যস্ত**।

যোগাযোগ — সম্পর্ক, সংযোগ। বিভিন্ন বিষয়ের বা বস্তুর মিলন। [সং.]

যোগারূঢ় — ণ. যোগে নিবিষ্ট। যোগ-সিদ্ধ।

যোগাসন — যোগসাধনের জন্য উপবেশন। [সং.] ণ. **যোগাসীন** — যোগে বসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **যোগাসীনা**।

যোগী — যে যোগসাধনা করে। তপস্বী। সন্ন্যাসী। [সং. যোগিন্।]

যোগিনী — তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী। ভগবতীর ৬৪ সখীর অন্যতম।

যোগীন্দ্র, যোগীশ, যোগীশ্বর যোগিশ্রেষ্ঠ শিব, মহাদেব।

-যোগে — 'সাহায্যে' বা 'দ্বারা' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [নৌকা-যোগে'; ঃ ডাক-'যোগে'।]

যোগেন্দ্র — ('যোগেশ' দেখ।)

যোগেশ, যোগেশ্বর — বিষ্ণু। মহাদেব।

যোগ্য — উপযুক্ত। নিপুণ। [সং.] স্ত্রী — **যোগ্যা**। বি. — **যোগ্যতা**।

যোজক — যে বা যাহা যোগ করে। দুই বৃহৎ ভূভাগকে সংযুক্ত করে এমন সংকীর্ণ ভূভাগ। [সং.] **যোজন** — চার ক্রোশ। ('যোজনা' দেখ।) [সং.] **যোজনগন্ধা** — ব্যাসদেবের মাতা, সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা।

যোজন, যোজনা — সংযুক্ত করণ, একত্র করণ। [সং.] বি. — **যোজিত**। **যোজনীয়** — সংযুক্ত করণের যোগ্য। **যোজয়িতা** — সংযোগকারী। যোজনকারী। [সং. যোজয়িতৃ।]

যোটক — রাশি গ্রহ গণ ইত্যাদি অনুসারে বর ও কনের উপযুক্ততা বা মিল। [ঃ রাজ-'যোটক'।] [সং.]

যোদ্ধা — যে যুদ্ধ করে, যুদ্ধকারী। [সং. যোদ্ধৃ।] **যোদ্ধৃবেশ** — যোদ্ধার পোশাক।

যোধ — যোদ্ধা। যুদ্ধ। [সং.]

যোধন — যুদ্ধ। যোদ্ধা। যুদ্ধের অস্ত্র। [সং.]

যোনি — স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়। উৎপত্তিস্থান। [ঃ পদ্ম-'যোনি'।] জন্ম, জাতি। [ঃ দেব-'যোনি'।] [সং.]
যোয়ান — একরকম মসলা, যবানিকা।
যোষা, যোষিৎ, যোষিতা — নারী। [সং.]
যৌক্তিক — ণ. যুক্তিপূর্ণ। যুক্তি সংক্রান্ত। সং.] বি. — **যৌক্তিকতা।**
যৌগিক — ণ. (বিজ্ঞানে) একাধিক মৌল উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন। (ব্যাকরণে) প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা নিস্পন্ন। যোগ সংক্রান্ত। [সং.]
যৌতুক — বিবাহ ইত্যাদিতে দেয় অর্থ বা উপহার। [সং.]
যৌথ — ণ. যূথ সংক্রান্ত, যুক্ত, মিলিত। ঃ 'যৌথ' কারবার।] [সং.]
যৌন — ণ. যোনি সংক্রান্ত। স্ত্রী-পুরুষের কাম বা সহবাস সংক্রান্ত। [সং.]
যৌবন — যুবার অবস্থা, তারুণ্য। [সং.] **যৌবনকণ্টক** — বয়সফোড়া। **যৌবনবতী** — স্ত্রী. যৌবন আছে এমন। **যৌবনভার** — যৌবন বিকাশলাভ করায় দেহের পূর্ণ গঠন ও সৌন্দর্য। **যৌবনশোভা, যৌবনশ্রী** — যৌবনের সৌন্দর্য। **যৌবনসুলভ** — যৌবনের উপযুক্ত।
যৌবনাশ্ব — যুবনাশ্বের পুত্র, মান্ধাতা।
যৌবরাজ্য — যুবরাজের পদ বা অবস্থা।

রইরই — ('রৈ রৈ' দেখ।)
রওনা — ('রওয়ানা দেখ।)
রওয়া — ক্রি. রহা, থাকা।
রওয়ানা — বি. যাত্রা, যাত্রা শুরু। ণ. যাত্রা শুরু করিয়াছে এমন। [ঃ আমরা 'রওয়ানা' হলাম; ঃ ওদের 'রওয়ানা' ক'রে দিলাম।] প্রেরিত। [ফা. রবা.না।]
, রঙ — বর্ণ। বর্ণ পরিবর্তন বা বর্ণময় করিবার জন্য ব্যবহার্য জিনিস, রঞ্জক দ্রব্য। [ঃ 'রং' লাগানো।] বর্ণ ও চিহ্ন অনুসারে তাসের শ্রেণী। [ঃ হরতন 'রংয়ের' বিবি।] ঐ শ্রেণীগুলি হইতে নির্বাচিত একটি যাহা দিয়া তুরুপ করা যায়। [ঃ এবার 'রং' হয়েছে হরতন।] রঙ্গ, তামাসা, পরিহাস। মশগুল ভাব, নেশা। [ঃ লোকটা 'রংয়ে' আছে।] মনে বিচিত্র ভাব বা ভালোবাসার সূচনা। [ঃ মনে 'রং' লেগেছে।] [সং. রঙ্গ।] **রং উঠা, রং ওঠা** — রং নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যাওয়া। **রং করা** — রং লাগানো। **রং-কানা** — ঠিকমতো রং চিনিতে পারে না এমন। **রং খোলা** — রংয়ে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাওয়া। **রং-গোলা** — রংয়ের সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে এমন। **রং গোলানো** — জল ইত্যাদির সহিত রঞ্জকদ্রব্য মিশ্রিত করা। **রং চটা** — রং বিকৃত হওয়া। **রং-চটা** — যাহার রং বিকৃত বা নষ্ট হইয়াছে এমন। **রং চড়ানো** — রংয়ের প্রলেপ দেওয়া। **রং তোলা** — রং উঠাইয়া ফেলা। **রং দেওয়া** — রং করা, রং লাগানো। **রং ধরা** — রং ঠিকমতো লাগিয়া থাকা। পাক ধরা, পাকিতে শুরু করা। মনে ভালোবাসা ইত্যাদির সূচনা হওয়া। **রং ধরানো** — লাগিয়া থাকিবার উপযুক্ত করিয়া রং লাগানো। মনে বৈচিত্র্য বা ভালোবাসার উদ্রেক করা। **রং ফলানো** — উজ্জ্বল রংয়ে রঞ্জিত করা। অতিরঞ্জিত করা, বাড়াইয়া বলা, বাড়াইয়া বর্ণনা করা। **রং ফিরা, রং ফেরা** — রং উজ্জ্বল হওয়া। [ঃ গায়ের 'রং' ফিরেছে।] **রং ফেরানো** — রং করা। **কাঁচা রং** — সহজে উঠিয়া যায় এমন রং। **পাকা রং** — সহজে উঠে না এমন রং। বি. **রংচং**—বি. নানারকম রং,

বিচিত্র বর্ণ। ণ. **রংচঙা, রংচঙে**—নানা-রকম রংবিশিষ্ট, বিচিত্রবর্ণ। **রংদার** — মজাদার, আমুদে। রঙিন। **রং-বেরং** — নানারকম রং। [ঃ 'রং-বেরং'য়ের ঘুড়ি।] নানারকম রংবিশিষ্ট।

রংমহল — আনন্দ করিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ, প্রমোদগৃহ, রঙ্গশালা।

রংমশাল — নানা রংয়ের আলো হয় এমন একরকম মশাল জাতীয় আতশবাজি।

রংরুট — (প্রচলিত নয়) সামরিক বিভাগ ইত্যাদিতে ভর্তি করিবার জন্য লোক, recruit.

রংরেজ — যে কাপড় ইত্যাদিতে রং করে।

রক — ('রোয়াক' দেখ।) **রকবাজি** — রকে বসিয়া ঠাট্টা-তামাসা ইত্যাদি।

রকম — প্রকার, ধরন। [ঃ নানা-'রকম'।] ঢং, ভঙ্গী। [ঃ লোকটার 'রকম' দেখ।] [আ. রক্‌ম্‌।] **রকম রকম** — নানা-রকম, বিভিন্ন প্রকারের। **রকম-সকম** — ভাবভঙ্গী। **রকমফের** — একই জিনিসের অন্যতর রূপ। **রকমারি** — নানারকম। [ঃ 'রকমারি' জিনিস।]

রকেট — (হাউই।) একপ্রকার অতি-দ্রুতগামী বিস্ফোরক আগ্নেয়াস্ত্র। এক-প্রকার দ্রুতগামী বিমান। [ই. rocket.]

রক্ত — বি. জীবদেহের একপ্রকার তরল পদার্থ, শোণিত, রুধির। ণ. লোহিত, লাল, রাঙা। **নীল রক্ত** — আভিজাত পরিবারে জন্মের ফলে স্বভাব ইত্যাদি। **রক্তের দোষ** — জন্মগত স্বভাবের ত্রুটি। **রক্তক** — লাল কাপড়। রক্ত, শোণিত। **রক্তকমল** — লালপদ্ম, কোকনদ। **রক্ত-ক্ষয়** — রক্তপাত। **রক্তক্ষয়ী** — যাহাতে প্রচুর রক্তপাত ঘটে এমন। [ঃ 'রক্তক্ষয়ী' সংগ্রাম।] [সং. রক্তক্ষয়িন্‌।] **রক্তগঙ্গা** — রক্তস্রোত। **রক্তগত**—জন্মগত। **রক্ত-চক্ষু** — লাল চোখ। ক্রোধপ্রকাশক দৃষ্টি। যাহার চোখ লাল। **রক্তচক্ষু দেখানো বা প্রদর্শন করা**—ক্রোধ প্রকাশের জন্য চোখ লাল করা, চোখ রাঙানো। **রক্ত-চন্দন** — পূজা ইত্যাদিতে ব্যবহার্য লাল রঙের একরকম কাঠ। **রক্তজবা** — লাল রঙের একরকম জবাফুল, রঙ্গ জবা। **রক্তজিহ্ব** — যাহার জিব লাল বা রক্তমাখা। **রক্তদন্তী** — স্ত্রী. যাহার দাঁত রক্তমাখা, ভগবতীর এক রূপ। **রক্তদুষ্টি** — রক্ত দূষিত হওয়া, দেহস্থ রক্তের বিকার। **রক্তদোষ** — ('রক্তদুষ্টি' দেখ।) **রক্তনেত্র** — ('রক্তচক্ষু' দেখ।) **রক্তপ** — যে রক্ত পান করে, রক্তপায়ী। **রক্তপাত** — দেহ হইতে রক্ত বাহির হওয়া, রক্তপড়া, শোণিতক্ষরণ, রক্তমোক্ষণ। **রক্তপায়ী** — রক্তপানকারী, যে রক্ত পান করে। [সং রক্তপায়িন্‌।] স্ত্রী. — **রক্তপায়িনী**। **রক্তপিত্ত** — একরকম রোগ যাহাতে রোগী রক্ত বমি করে। **রক্তপিপাসা** — রক্তপান করিবার ইচ্ছা। হত্যা বা রক্ত-পাত করিবার ইচ্ছা। ণ. **রক্তপিপাসু** — রক্তপান বা রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক। **রক্তবর্ণ** — লাল রঙের। লাল রঙ। **রক্তবাহী** — যাহার মধ্য দিয়া রক্তস্রোত চলে এমন। [ঃ 'রক্তবাহী' শিরা-উপ-শিরা।] [সং. রক্তবাহিন্‌।] **রক্তবীজ** — পুরাণে বর্ণিত অসুর যাহার এক-বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলে তাহা হইতে আর একটি ঐরূপ অসুর জন্মগ্রহণ করিত। **রক্তমোক্ষণ** — চিকিৎসার জন্য শিরা বা ধমনী কাটিয়া রক্ত বাহির করণ। রক্তস্রাব। **রক্তলোচন** — ('রক্ত-চক্ষু' দেখ।) **রক্তশোষক** — যে রক্ত চুষিয়া লয়। অতিশয় নিষ্ঠুর শোষক। **রক্তশোষণ** — রক্ত চুষিয়া গ্রহণ, শোণিত-শোষণ। অতীব নিষ্ঠুর শোষণ। **রক্ত-স্রাব** — শরীর হইতে প্রচুর রক্ত নিঃসরণ,

রক্তমোক্ষণ, রক্তক্ষরণ। **রক্তস্রোত** — রক্তের ধারা, রক্তের প্রবাহ।
রক্তাক্ষর — রক্ত দিয়া লিখিত অক্ষর। [ঃ 'রক্তাক্ষরে' লেখা।]
রক্তাক্ত — রক্তমাখা। [সং.]
রক্তাতিসার — রক্ত আমাশয় রোগ। [সং.]
রক্তাভ — ঈষৎ লাল। লাল। [সং.]
রক্তাম্বর — বি. লাল কাপড়। [ঃ পরিধানে 'রক্তাম্বর'।] ণ. যাহার পরনে লাল কাপড়। [ঃ কে সেই 'রক্তাম্বর' পুরুষ?]
রক্তারক্তি — বি. পরস্পরের রক্তপাত। প্রচুর রক্তপাত। ণ. প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়াছে এমন। [ঃ 'রক্তারক্তি' কাণ্ড।]
রক্তিম — ণ. লাল। লালচে। বি. **রক্তিমা** — লাল রঙ, রক্তবর্ণতা। ঈষৎ লাল রঙ, ঈষৎ রক্তবর্ণতা। [সং. রক্তিমন্।]
রক্তোৎপল — লাল পদ্ম, কোকনদ। [সং.]
রক্তোপল—লাল পাথর। গিরিমাটি। [সং]
রক্ষ — ক্রি. (কবিতায়) রক্ষা কর।
রক্ষ, রক্ষঃ — রাক্ষস। [সং. রক্ষস্।]
রক্ষক — বিপদ হইতে যে রক্ষা করে। যে রাখে। [সং.] স্ত্রী. — **রক্ষিকা।**
রক্ষণ — রক্ষা করণ। তত্ত্বাবধান, পালন। [সং.] **রক্ষণাবেক্ষণ**—সতর্কতার সহিত রক্ষা করণ। দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান। ণ. **রক্ষণীয়** — রক্ষণের বা রক্ষা করিবার যোগ্য। স্ত্রী. — **রক্ষণীয়া।**
রক্ষা — বি. ত্রাণ, নিস্তার, রেহাই, বিপদের হাত হইতে মুক্তি। পালন, অলঙ্ঘন। [ঃ প্রতিজ্ঞা 'রক্ষা'; ঃ প্রতিশ্রুতি 'রক্ষা'।] [সং] **রক্ষাকবচ** — মন্ত্রপূত কবচ যাহা থাকিলে সকল বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় মনে করা হয়। **রক্ষাকালী** — মড়কাদি নিবারণের জন্য পূজিতা কালীমূর্তি।
রক্ষা — ক্রি. (কবিতায়) রক্ষা করা। [ঃ কে 'রক্ষিবে' তোরে?]
রক্ষিত — ণ. রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'রক্ষিত' দ্রব্য।] বিপদ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে এমন। পালিত, আশ্রিত। বি. হিন্দুর পদবী বিশেষ। [সং.] স্ত্রী. **রক্ষিতা** — ণ. আশ্রিতা। বি. উপপত্নী।
রক্ষী — প্রহরী। [সং. রক্ষিন্।] স্ত্রী — **রক্ষিণী।**
রক্ষোনাথ, রক্ষোরাজ — রাক্ষসদের রাজা।
রক্ষ্য — ণ. রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষা করিতে হইবে এমন। [সং.]
রগ — কপালের দুই পাশ। শিরার স্নায়ু। [ফা. রগ্।] **রগচটা** — যে সহজে চটে, কোপনস্বভাব।
রগড় — মজা, কৌতুক।
রগড়ানো — ক্রি. ঘষা, মর্দন করা।
রগরগ — অতিশয় ঔজ্জ্বল্য সূচক অনুকার। ণ. **রগরগে** — রগরগ করে এমন, অতিশয় উজ্জ্বল, টকটকে।
রঘু — সূর্যবংশের বিখ্যাত রাজা, দশরথের পিতামহ। [সং.] **রঘুকুল** — রঘুর বংশ, রামচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। **রঘুকুলতিলক** — রঘু-বংশের গৌরববর্ধনকারী রামচন্দ্র। **রঘু-নন্দন** — রঘুবংশীয়গণের আনন্দবর্ধন-কারী রামচন্দ্র। **রঘুনাথ, রঘুপতি** — রঘুবংশীয়দের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি, রামচন্দ্র। **রঘুবংশ** — ('রঘুকুল' দেখ।) ণ. **রঘুবর, রঘুমণি, রঘুশ্রেষ্ঠ** — রঘু-বংশীয়দের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, রামচন্দ্র।
রঙ — ('রং' দেখ।) **রঙচঙ, রঙচঙা, রঙচঙে** — ('রংচং' ও 'রংচঙা' দেখ।) **রঙদার** — ('রংদার' দেখ।) **রঙমহল** — ('রংমহল' দেখ।)
রঙানো — ক্রি. রং করা, রঙে ছোপানো। ণ. রং করা হইয়াছে এমন। বি. রং করণ।

রঙিন, রঙীন — ণ. বর্ণময়, সাদা ছাড়া অন্য রং আছে এমন। [ঃ 'রঙিন' ফুল।]

রঙ্গ — মজা, কৌতুক, ঠাট্টাতামাসা। নাট্য, নৃত্যগীত অভিনয়াদি। [ঃ 'রঙ্গালয়'।] মল্ল বা ব্যায়াম ইত্যাদি প্রদর্শন বা প্রদর্শনের স্থান। [ঃ মল্ল-'রঙ্গ'।] রং, বর্ণ। [সং.] **রঙ্গন** — একরকম ফুল ও তাহার গাছ। **রঙ্গপ্রিয়** — কৌতুকপ্রিয়, আমুদে। বি. — **রঙ্গপ্রিয়তা**। **রঙ্গভঙ্গ** — কৌতুকজনক ভাবভঙ্গী। **রঙ্গভূমি** — রঙ্গমঞ্চ, থিয়েটার। তামাসা ইত্যাদি দেখাইবার জায়গা। **রঙ্গমঞ্চ** — থিয়েটার, নাট্যশালা। **রঙ্গরস** — কৌতুক-পরিহাস। **রঙ্গশালা** — নাট্যশালা, থিয়েটার। **রঙ্গস্থল** — তামাসা মল্ল ইত্যাদি দেখাইবার জায়গা।

রঙ্গানো — ('রঙানো' দেখ।)

রঙ্গালয় — নাট্যশালা, থিয়েটার। [সং.]

রঙ্গিণী — ণ. স্ত্রী. মত্তা। [ঃ রণ-'রঙ্গিণী'।] রঙ্গপ্রিয়া, আমোদপ্রিয়া।

রঙ্গিন, রঙ্গীন — ('রঙিন' দেখ।)

রঙ্গিলা, রঙ্গীলা — রঙ্গকারী, আমুদে, ফূর্তিবাজ। রঙিন।

রচক — রচয়িতা, রচনাকারী। [সং.]

রচন, রচনা — রচিত করণ, নির্মাণ, প্রণয়ন। [ঃ মূর্তি-'রচনা'; ঃ পুস্তক 'রচনা'।] বিন্যাস, সাজানো। [ঃ কবরী 'রচনা'।] গাঁথা, গ্রন্থন। [ঃ মাল্য 'রচনা'।] প্রবন্ধ। [ঃ 'রচনা' লেখা।] প্রণীত পুস্তকাদি। [ঃ রবীন্দ্র-'রচনাবলী'।] [সং.] **রচনাবলী** — রচিত গ্রন্থাদি। ঐ গ্রন্থাদির সংকলন। [ঃ রবীন্দ্র-'রচনাবলী'।] **রচনীয়** — ণ. রচনার যোগ্য। **রচয়িতা** — রচনাকারী। [সং. রচয়িতৃ।] স্ত্রী. —**রচয়িত্রী**। **রচা** — ক্রি. (প্রায় পদ্যে) রচনা করা। **রচিত** — ণ. রচনা করা হইয়াছে এমন, নির্মিত, প্রণীত, বিন্যস্ত, সজ্জিত, গ্রথিত।

রজ, রজঃ — ধূলি। পরাগ। ঋতুস্রাব। (হিন্দু দর্শনে) প্রকৃতির গুণ বিশেষ, রজোগুণ। [সং. রজস্।] **রজঃকণা** — ধূলিকণা, ধুলো। **রজস্বলা** — ঋতুমতী। **রজোগুণ** — হিন্দু দর্শনে বর্ণিত প্রকৃতির গুণবিশেষ। **রজোদর্শন** — প্রথম ঋতুদর্শন।

রজক — ধোপা। যে রং করে। [সং.] স্ত্রী. — **রজকী, রজকিনী**।

রজত — বি. রৌপ্য। ণ. রুপার মতো সাদা। [সং.] **রজতগিরি** — কৈলাস পর্বত। **রজত-জয়ন্তী** — ('জয়ন্তী' দেখ।) **রজতধবল, রজতশুভ্র** — রুপার মতো সাদা।

রজন — চির গাছ হইতে প্রাপ্ত একরকম শুষ্ক নির্যাস। [ই. rosin.]

রজনী — রাত্রি। [সং.] **রজনীকান্ত** — চাঁদ। **রজনীগন্ধা** — একরকম সুগন্ধ ফুল ও তাহার তৃণজাতীয় গাছ।

রজস্বলা, রজোগুণ, রজোদর্শন — ('রজ' দেখ।)

রজ্জু — দড়ি, রশি। [সং.]

রঞ্জক — বি. যে রং করে। যাহা দিয়া রং করা যায়। [ঃ 'রঞ্জক'-দ্রব্য।] বারুদ। [ঃ দিয়াশলাইয়ের 'রঞ্জক'।] ণ. প্রীতি-সম্পাদনকারী। [ঃ প্রজা-'রঞ্জক'।] [সং.] স্ত্রী. ণ. **রঞ্জিকা** — প্রীতিদায়িনী, আনন্দদায়িনী, রঞ্জনকারিণী। **রঞ্জকঘর** — প্রাচীন কামান ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগের উপযোগী ছিদ্র।

রঞ্জন — বি. রং করণ, রাঙানো। প্রীতি-সম্পাদন। [ঃ প্রজা-'রঞ্জন'; ঃ 'মনো-রঞ্জন'।] ণ. প্রীতিকর। [ঃ নয়ন-'রঞ্জন'।] [সং.] স্ত্রী. **রঞ্জনী** —

— বি. রঞ্জনদ্রব্য। ণ. রঞ্জনকারিণী।

রঞ্জনরশ্মি — বৈজ্ঞানিক রন্ৎসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত রশ্মি। [ই. Rontgen rays.]

রঞ্জা — ক্রি. (কবিতায়) রঞ্জিত বা রঞ্জন করা।

রঞ্জিত — ণ. রং করা হইয়াছে এমন। প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **রঞ্জিতা**।

রঞ্জী — রঞ্জক। [সং. রঞ্জিন্।] স্ত্রী. — **রঞ্জিনী**।

রটন, রটনা — (নিন্দায়) প্রচার। কথন। [সং.]

রটন্তী — মাঘ-কৃষ্ণ-চতুর্দশী। [সং.]

রটা — ক্রি. (নিন্দায়) প্রচারিত হওয়া। **রটানে** — যে রটাইতে ভালোবাসে। স্ত্রী. —**রটানী**। **রটানো** — ক্রি. (নিন্দায়) প্রচার করা। ণ. **রটিত** — (নিন্দায়) প্রচারিত।

রড — ডাণ্ডা, দণ্ড। [ই. rod.]

রড় — (প্রাচীন কবিতায়) দৌড়, পলায়ন।

রণ — যুদ্ধ, সমর, সংগ্রাম। [সং.] **রণকৌশল** — যুদ্ধের কৌশল। **রণক্ষেত্র** — যেখানে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধের জায়গা, যুদ্ধক্ষেত্র। **রণজয়** — যুদ্ধে জয়লাভ। **রণজয়ী** — যুদ্ধে জয়লাভ করে বা করিয়াছে এমন। [সং. রণজয়িন্।] **রণজিৎ** — যে যুদ্ধে জয়লাভ করে। **রণতরী** — যুদ্ধজাহাজ। **রণনিপুণ** — যুদ্ধে দক্ষ। স্ত্রী. — **রণনিপুণা**। বি. — **রণনৈপুণ্য**। **রণবাদ্য** — যুদ্ধের বাজনা। **রণবেশ** — রণসজ্জা, যুদ্ধের সজ্জা। **রণভূমি** — রণক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র। **রণভেরী** — যুদ্ধের সময়ে বাজাইবার ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। **রণমত্ত** — যুদ্ধে মাতিয়াছে এমন, যুদ্ধমত্ত। স্ত্রী. — **রণমত্তা**। **রণমাতংগ** — যুদ্ধের হাতী। **রণযাত্রা** — যুদ্ধে গমন, যুদ্ধযাত্রা। **রণযাত্রী** — যে যুদ্ধে যাইতেছে। [সং. রণযাত্রিন্।] স্ত্রী. — **রণযাত্রিণী**। **রণরংগ** — যুদ্ধ করিবার আনন্দ, সমর-মত্ততা। **রণরঙ্গিণী** — ণ. স্ত্রী. যুদ্ধে মাতিয়াছে এমন। **রণসজ্জা** — যুদ্ধের সাজ, যুদ্ধের বেশ। **রণস্থল** — যুদ্ধের স্থান, যুদ্ধক্ষেত্র, রণক্ষেত্র। **রণাংগন** — যুদ্ধক্ষেত্র, রণভূমি।

রণৎকার — ঝনৎকার, ঝনঝন শব্দ।

রণন — শব্দকরণ। শব্দের ঝংকার। ণ. **রণিত** — শব্দে পূর্ণ। ঝঙ্কৃত।

রণরণি — (কবিতায়) ঝনৎকার, ঝনঝন শব্দ।

রণ্ড — নিষ্ফল, বন্ধ্য। ধূর্ত। স্ত্রী. **রণ্ডা** — বন্ধ্যা। বিধবা, রাঁড়। বেশ্যা। [সং.]

রত — ণ. নিযুক্ত। আসক্ত। বি. রতি, মৈথুন। [সং.] স্ত্রী. — **রতা**।

রতন — (প্রায় কবিতায়) রত্ন।

রতি — মদনের স্ত্রী। মৈথুন। আসক্তি। অনুরাগ। [সং.] **রতিকান্ত, রতিপতি** — মদন, কামদেব। **রতিশক্তি** — স্ত্রী-সংগমের ক্ষমতা।

রতি, রত্তি — এক কুঁচের ওজন, এক তোলার ৯৬ ভাগের ১ ভাগ। ণ. অত্যল্প। [সং. রক্তি।] **একরত্তি** — খুব অল্প। খুব ছোট। [ঃ 'একরত্তি' মেয়ে।]

রত্ন — মূল্যবান্ প্রস্তরাদি, মণিমুক্তা ইত্যাদি। 'অতিশয় স্নেহের' বা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পুত্র-'রত্ন'; ঃ কবি-'রত্ন'।] [সং.] **রত্নখচিত** — মণিমাণিক্য-বসানো, রত্ন-শোভিত।] **রত্নগর্ভ** — ণ. যাহার ভিতরে রত্ন আছে এমন। বি. সমুদ্র। স্ত্রী. **রত্নগর্ভা** — ণ. যাহার ভিতরে রত্ন আছে।

সুসন্তান-প্রসবিণী। বি. পৃথিবী। **রত্নজীবী** — জহুরী, মণিকার, রত্ন-ব্যবসায়ী। [সং. রত্নজীবিন্।] **রত্ন-প্রসবিত্রী, রত্নপ্রসবিনী, রত্নপ্রসূ** — রত্ন-তুল্য সুসন্তানের জননী। **রত্নবণিক্, রত্নব্যবসায়ী** — যে রত্নের ব্যবসায় করে, জহরী, মণিকার। [সং. রত্নব্যবসায়িন্।] **রত্নময়** — রত্নে পূর্ণ। রত্নখচিত। স্ত্রী. — **রত্নময়ী**। **রত্নসিংহাসন** — রত্নখচিত সিংহাসন। **রত্নাকর** — রত্নের খনি, সমুদ্র। বাল্মীকির প্রথম জীবনের নাম। [সং. রত্ন + আকর।] **রত্নাবলী** — রত্নসমূহ। রত্নহার। শ্রীহর্ষ-রচিত সংস্কৃত নাটিকা। [সং. রত্ন + আবলী।] **রত্নাভরণ** — রত্নখচিত অলংকার, জড়োয়ার গহনা। [সং. রত্ন + আভরণ।] **রত্নালংকার, রত্নালঙ্কার** — ('রত্নাভরণ' দেখ।)

রত্নি — কনুই হইতে মুষ্টিবন্ধ হাতের অগ্রভাগ পর্যন্ত মাপ। [সং.]

রথ — প্রাচীন কালের চক্রযুক্ত যান। রথ-যাত্রার উৎসব। [ঃ 'রথ' দেখা কলা বেচা।] [সং.] **রথচক্র** — রথের চাকা। **রথযাত্রা** — রথে বাহিত দেব-মূর্তি বিশেষতঃ জগন্নাথ সংক্রান্ত উৎসব বিশেষ। **রথাঙ্গ** — রথের অংশ, চক্র ধ্বজ দণ্ড প্রভৃতি। **রথারূঢ়** — রথে চড়িয়াছে এমন, রথে আসীন। স্ত্রী. — **রথারূঢ়া**। **রথারোহী** — যে রথে আরোহণ করে বা করিয়াছে। [সং. রথারোহিন্।] **রথী** — রথারোহী যোদ্ধা। [সং. রথিন্।]

রদ — রহিত, বাতিল, খারিজ। [ঃ আইন 'রদ' করা।] [আ. রদ্।] **রদবদল** — রহিতকরণ ও পরিবর্তন।

রদ, রদন — দাঁত। [সং.]

রদী, রদ্দী — বাতিল করা হইয়াছে এমন, বাজে, নিকৃষ্ট। [ঃ 'রদ্দী' মাল।] [আ. রদ্দী।]

রনপা — বাঁশ ইত্যাদির খুঁটি যাহাতে পা রাখিয়া দ্রুত হাঁটা যায়।

রন্ধন — রান্না, পাক। [সং.] **রন্ধনগৃহ, রন্ধনশালা** — রাঁধিবার ঘর, রান্নাঘর, হেঁসেল। ণ. **রন্ধিত** — রন্ধন করা হইয়াছে এমন, রাঁধা।

রন্ধ্র — ছিদ্র, গর্ত। ত্রুটি, দোষ। (হিন্দু জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান, মারাত্মক স্থান। [ঃ 'রন্ধ্র'-গত শনি।] [সং.]

রপ্ত — অভ্যস্ত। [ঃ 'রপ্ত' করা; ঃ 'রপ্ত' হওয়া।] [আ. রব্‌ত্।] **রপ্তে রপ্তে** — অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ।

রপ্তানি — বি. বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য অন্যত্র বা বিদেশে প্রেরণ। (তুঃ আমদানি।) [ফা. **রফ্‌তনী**।] ণ. **রপ্তানী** — ঐভাবে ও ঐ উদ্দেশ্যে প্রেরিত। [ঃ 'রপ্তানী' দ্রব্য।]

র-ফলা — যুক্তবর্ণে 'র' যোগ সূচক চিহ্ন।

রফা — নিষ্পত্তি, মিটমাট, আপস। [ঃ 'রফা' করা।] শেষ, নাশ। [ঃ দফা 'রফা' করা।] [আ. রফ্‌আ।]

রব — শব্দ, ধ্বনি। [সং.] **রবাহূত** — অনিমন্ত্রিতভাবে আগত, রব শুনিয়া আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **রবাহূতা**।

রবাব — বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র। [ফা. রবাব্।]

রবার — একরকম গাছের নির্যাস হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক বস্তু। [ই. rubber.]

রবি — সূর্য। (সংক্ষেপে) রবিবার। [সং.] **রবিখন্দ** — বসন্তকালীন শস্য, গম যব ইত্যাদি। **রবিবার** — সপ্তাহের প্রথম দিন। **রবিবাসর** — রবিবার। **রবিশস্য** — ('রবিখন্দ' দেখ।) **রবিসুত**

— সূর্যের পুত্র, কর্ণ।

রভস — বেগ, প্রাবল্য, বেগপূর্ণ গতি। আনন্দ, হর্ষ। কেলি। [সং.]

রম — ণ. রমণীয়। বি. মদন। [সং.]

রম — একরকম মদ্য। [ই. rum.]

রমজান — মুসলমানী সনের নবম মাস, রোজা পালনের মাস। [আ. রম্‌জান্।]

রমণ — মৈথুন। কেলি, বিহার। প্রেমিক, স্বামী। [ঃ রাধিকা-'রমণ'।] [সং.]

রমণী — নারী, স্ত্রীলোক। স্ত্রী। [সং.] **রমণীমোহন**—যে স্ত্রীলোকের মনোহরণ করিতে পারে বা ক'রে। শ্রীকৃষ্ণ। **রমণী-রত্ন** — শ্রেষ্ঠা নারী।

রমণীয় — ণ. সুন্দর, মনোহর, রম্য। [সং.] স্ত্রী. — **রমণীয়া**। বি. — **রমণীয়তা**।

রমা — স্ত্রী. বি. লক্ষ্মী। প্রিয়া। **রমাকান্ত, রমানাথ, রমাপতি** — লক্ষ্মীর স্বামী, বিষ্ণু।

রমিত — ণ. শোভিত। রমণ করা হইয়াছে এমন, কৃতমৈথুন। [সং.]

রমেন্দ্র, রমেশ — রমার স্বামী, বিষ্ণু।

রম্ভা — কদলী। জনৈকা অপ্সরার নাম। [সং.] **রম্ভোরু** — যাহার উরু কলা-গাছের মতো সুগঠিত এমন। স্ত্রী. — **রম্ভোরু**।

রম্য — ণ. মনোহর, সুন্দর, রমণীয়। স্ত্রী. — **রম্যা**। বি. — **রম্যতা**।

রয়নি — (প্রাচীন কবিতায়) রজনী।

রয়েল্‌টি — গ্রন্থাদির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার পাইবার জন্য দেয় অর্থ। [ই. royalty.]

রলা — শাল ইত্যাদি গাছের সরু গুঁড়ি।

রশনা — মেখলা, কটিভূষণ। [ঃ ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণ-'রশনা'।] [সং.]

রশা — মোটা রশি, কাছি। **রশি** — দড়ি, রজ্জু। [সং. রশ্মি।]

রশুন — ('রসুন' দেখ।)

রশ্মি — কিরণ, বিচ্ছুরিত আলোক। লাগাম। দড়ি, রজ্জু। [সং.]

রস — দ্রব বা গলিত বস্তু, নির্যাস। [ঃ চিনির 'রস'।] নিংড়ানোর ফলে প্রাপ্ত জলীয় অংশ। [ঃ ফলের 'রস'।] গলিত বা নিঃসৃত হইয়াছে এমন জলীয় অংশ। [ঃ খেজুর-'রস'।] আনন্দময় অনুভূতি। সাহিত্য বা শিল্পাদির বিভিন্নরূপ অনুভূতি সৃজনকারী গুণ। [ঃ শৃঙ্গার 'রস'; ঃ 'রস'-সৃষ্টি।] আনন্দ, ভোগসুখ, আস্বাদ। [ঃ একবার যে এর 'রস' পেয়েছে—।] কৌতুক। [ঃ 'রস'-রচনা।] কৌতুক বা রঙ্গ করিবার মতো মনোভাব। [ঃ খুব যে 'রস' হয়েছে।] পারদ। [ঃ 'রস'-কর্পূর।] শ্লেষ্মা। শরীরে শ্লেষ্মাদির আধিক্য। [সং.] **রসকরা** — চিনির রসে পাক-করা নারিকেলের নাড়ু। **রসকর্পূর** — পারদঘটিত এক-রকম ঔষধ। **রসকলি** — বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদের একরকম তিলক। **রসকষ** — সামান্যমাত্র রসও, রসের লেশ। [ঃ কথায় 'রসকষ' নাই।] **রসগর্ভ** — রসপূর্ণ, রসাত্মক। **রসগোল্লা** — চিনির রসে পাক-করা ছানার একরকম গোলাকার মিষ্টান্ন। **রসঘন** — রসে পূর্ণ, রসনিবিড়। **রসজ্ঞ** — যে রস-গ্রহণ করিতে জানে, রসিক, সমঝদার। **রসজ্ঞান** — রসগ্রহণের সামর্থ্য, রসবোধ। **রসবড়া** — গুড় ও চিনির রসে পাক-করা দালের বড়া। **রসবতী** — রসিকা, কৌতুকপ্রিয়া। **রসবেত্তা** — ('রসজ্ঞ' দেখ।) **রসবোধ** — ('রসজ্ঞান' দেখ।) **রসভঙ্গ** — রসের উপভোগে আকস্মিক ছেদ বা বাধা সৃষ্টি। [ঃ 'রসভঙ্গ' হ'ল; ঃ 'রসভঙ্গ' করলে।] **রসময়** — রসে ভরা, রসপূর্ণ। রসিক। **স্ত্রী.** —

রসময়ী। বি. — **রসময়তা**। **রসময়** — শ্রীকৃষ্ণ। স্ত্রী. **রসময়ী** — রাধিকা। **রসমরা** — শুষ্ক, জলীয় অংশ হ্রাস বা দূর হইয়াছে এমন। **রসরঙ্গ** — কৌতুকপূর্ণ আমোদ-আহ্লাদ, রঙ্গরস। **রসরচনা** — কৌতুকপূর্ণ রচনা, হাসির গল্প ইত্যাদি। **রসরাজ** — রসিকশ্রেষ্ঠ। পারদ। **রসসিন্দূর** — পারদজাত একরকম ঔষধ। **রসস্থ** — (শরীর) শ্লেষ্মাদির বৃদ্ধির ফলে ভারাক্রান্ত। **রসহীন** — নীরস।

রসলদার — অশ্বারোহী সৈন্যদলের সর্দার।

রসদ — সৈন্য ইত্যাদির খাদ্য। খাদ্য। [সং.]

রসন — স্বাদগ্রহণ, আস্বাদন। [ঃ 'রসনেন্দ্রিয়'।] [সং.]

রসনা — জিহ্বা। [সং.]

রসনেন্দ্রিয় — রসনা, জিহ্বা।

রসা — ক্রি. রসযুক্ত হওয়া। আর্দ্র হওয়া। অল্প পচা। ণ. প্রচুর রস আছে এমন। [ঃ 'রসা' কাঁঠাল।] ঈষৎ পচিয়াছে এমন। বি. ঝোলের তরল অংশ, যূষ।

রসাঞ্জন — একরকম খনিজ বস্তু। সুর্মা।

রসাতল — পুরাণে বর্ণিত ষষ্ঠ পাতাল। **রসাতলে যাওয়া** — অধঃপাতে যাওয়া, গোল্লায় যাওয়া। বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

রসাত্মক — রসপূর্ণ, সরস। স্ত্রী. — **রসাত্মিকা**।

রসাধিক্য — (শরীরে) শ্লেষ্মার বৃদ্ধি, কফের প্রকোপ।

রসান — স্বর্ণাদি উজ্জ্বল করিবার পালিশ বা শান। [ঃ 'রসান' দেওয়া।]

রসানো — ক্রি. রসযুক্ত করা, আর্দ্র করা। চিত্তগ্রাহী বা কৌতুকপূর্ণ করা। [ঃ 'রসিয়ে' বলা।]

রসাভাস — অনুচিত বিষয়ে সৃষ্ট রস, শিষ্টজনের অযোগ্য রস, নীচ রস।

রসায়ন — বস্তুর উপাদান ধর্ম ও সম্বন্ধ বিষয়ক বিদ্যা, chemistry. জরা ও রোগ নাশ করিয়া আয়ু বৃদ্ধি করে এমন ঔষধ।

রসাল — ণ. রসযুক্ত, সরস। রসিকতাপূর্ণ। বি. আম। [সং.]

রসালাপ — রসিকতাপূর্ণ কথোপকথন।

রসাস্বাদন — রসের স্বাদগ্রহণ। **রসাস্বাদ** — রসের স্বাদ। রসের স্বাদগ্রহণ। [সং.]

রসিক — ণ. রসজ্ঞ, যার রসবোধ আছে, সমঝদার। [ঃ 'রসিক' লোক।] মজা বা কৌতুক করিতে পটু। বি. রসসৃষ্টিতে নিপুণ ব্যক্তি। [ঃ হাস্য-'রসিক'।] [সং.] স্ত্রী. — **রসিকা**। বি, **রসিকতা** — কৌতুক, রঙ্গরস। [ঃ 'রসিকতা' করা।]

রসিদ — প্রাপ্তিস্বীকার সূচক পত্র। [ফা. রসীদ্।]

রসিয়া — (প্রাচীন কবিতায়) রসিক।

রসুই — রন্ধন। **রসুইঘর** — পাকশালা, রান্নাঘর। ণ. **রসুয়ে** — যে রসুই করে এমন, পাচক। [ঃ 'রসুয়ে' বামুন।]

রসুন, রসূন — পিঁয়াজজাতীয় একরকম সাদা রঙের উগ্রগন্ধ কন্দ। [সং.]

রসুল — ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর। [আ. রসূল।]

রসেন্দ্র — পারদ। রসরাজ। [সং.]

র'সো — থামো, অপেক্ষা কর।

রসোত্তীর্ণ — রসের সঞ্চারে বা পরিবেশনে সার্থক ও সফল। [ঃ 'রসোত্তীর্ণ' 'রহমত'।] [আ. রহ্মত্।] **রহমান** রচনা।]

রসোদ্ধার — রসগ্রহণের চেষ্টা। ঐরূপ চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন রসানুভূতি।

রহমত — দয়া, করুণা। [ঃ খোদার

'রহমত'।] [আ.] রহ্মত্।] **রহমান** — করুণাময়। [আ. রহ্মান্।]
রহস — (প্রাচীন কবিতায়) রসকেলি। সংস্রব। [সং. রভস।]
রহসি — (প্রাচীন কবিতায়) নির্জনে।
রহস্য — বি. গূঢ় বা গুপ্ত তত্ত্ব, দুর্জ্ঞেয় বিষয়। [ঃ 'রহস্য' উদ্ঘাটন করা।] রসিকতা, কৌতুক। [ঃ 'রহস্য' করা।] [সং.] **রহস্যভেদ** — গোপনীয় তথ্য বা বিষয় উদ্‌ঘাটন। **রহস্যময়** — দুর্বোধ, দুর্জ্ঞেয়। হেঁয়ালিতে পূর্ণ। স্ত্রী. — **রহস্যময়ী**। বি. — **রহস্যময়তা**। **রহস্যালাপ** — গোপনে আলাপ। রসিকতাপূর্ণ আলাপ।
রহা — ক্রি. থাকা। [ঃ সময় 'রহিতে'; ঃ এখানে 'রহিব'।] থামা, সবুর করা। [ঃ 'রহ' ক্ষণকাল।] **রহিয়া-বসিয়া** — ধীরে ধীরে, সবুর করিয়া।
রহিত — ণ. বর্জিত, বিহীন। [ঃ কাণ্ডজ্ঞান-'রহিত'।] রদ, বাতিল।
রহিম — করুণাময়, ঈশ্বর। [আ. রহীম্।]
রা — শব্দ, সাড়া। [ঃ মুখে 'রা' নাই।] [সং. রাব।] **রা করা, রা কাড়া** — সাড়া দেওয়া, শব্দ করা।
রাই — একরকম সরিষা। [সং. রাজিকা।]
রাই — রাধিকা। [সং. রাধিকা।]
রাইফেল — একজাতীয় দূর পাল্লার বন্দুক। [ই. rifle.]
রাউণ্ড — গুলীবর্ষণের দফা। [ঃ দুই 'রাউণ্ড' গুলী ছোঁড়া।] ঘুরিয়া পাহারা দেওয়ার কাজ, রোঁদ। [ঃ আমি তখন 'রাউণ্ডে' ছিলাম।] [ই. round.]
রাউত — রাজপুত্র। অশ্বারোহী সৈন্য। পদবী বিশেষ। [সং. রাজপুত।]
রাও, রাওল — রায়, রাজা। উপাধিবিশেষ। [সং. রাজকুল।]
রাং — একরকম ধাতুবিশেষ, টিন। [সং. রঙ্গ।] **রাং-ঝাল** — রাং ও সীসার মিশ্রণে তৈয়ারী পাত্রাদি ঝালিবার পান।
রাংচিতা — ছোট একরকম গাছ।
রাংতা — টিনের পাতলা পাত। [সং. রঙ্গপত্র।]
রাকা — পূর্ণিমা। [সং.]
রাক্ষস — বি. রূপকথায় ও পুরাণে বর্ণিত মহাকায় মহাবল হিংস্র জাতি-বিশেষ। ণ. অতিভোজী। রক্ষঃ-সম্বন্ধীয়। [সং.] স্ত্রী. — **রাক্ষসী**। **রাক্ষস-বিবাহ** — বলপূর্বক বিবাহ। **রাক্ষুসে** — ণ. রাক্ষসের মতো বৃহৎকায় বা অতিভোজী। সুবৃহৎ। [ঃ 'রাক্ষুসে' বেগুন।]
রাখা — ক্রি. স্থাপন করা, থোয়া। [ঃ এখানে 'রাখলাম'।] রক্ষা করা। [ঃ 'রাখে' হরি মারে কে?] পোষা। [ঃ একটা ঘোড়া 'রেখেছে'।] আশ্রয় দেওয়া। [ঃ পায়ে 'রাখা'।] ধারণ করা। [ঃ দাড়ি 'রাখা'; ঃ টিকি 'রাখা'।] পালন করা। [ঃ কথা 'রাখা'।] পোষণ করা, নষ্ট হইতে না দেওয়া। [ঃ বন্ধুত্ব 'রাখা'।] ক্রয় করা। [ঃ কিছু ঘি 'রাখবেন'?] বাঁচানো, কলঙ্কিত বা ক্ষুণ্ণ না করা। [ঃ মান 'রাখা'; ঃ কুল 'রাখা'।] নিযুক্ত করা। [ঃ লোক 'রাখা'।] বাদ দেওয়া, প্রসঙ্গ ত্যাগ করা। [ঃ ও কথা এখন 'রাখ'।] ব্যয় না করা, সঞ্চয় করা। [ঃ টাকা 'রাখতে' জানা চাই।] কোনও কাজ পূর্বে সম্পাদন করা। [ঃ কাজটি ক'রে 'রেখেছি'।] ণ. স্থাপিত, রক্ষিত। প্রদত্ত। [ঃ তোমার 'রাখা' নাম।] বি. ঐ সকল অর্থে। **নাম রাখা** — নাম দেওয়া। **পায়ে রাখা** — আশ্রয় দেওয়া।

পেটে রাখা — গোপন রাখা। **বাঁধা রাখা** — বন্ধক দেওয়া। **মনে রাখা** — স্মরণ রাখা। **হাতে রাখা** — পাছে প্রয়োজন হইতে পারে এই হিসাব করিয়া কিছু বেশী রাখা। [ঃ সময় 'হাতে রাখবেন'।] বশে রাখা। [ঃ লোকটাকে 'হাতে রেখেছি'।]

রাখাল — যে গরু চরায় ও দেখাশোনা করে। [সং. রক্ষাপাল।] **রাখালরাজ** — শ্রীকৃষ্ণ। বি. **রাখালি** — রাখালের কাজ। [ঃ 'রাখালি' করা।] **রাখালিয়া, রাখালে** — ণ. রাখালের মতো। রাখাল সংক্রান্ত।

রাখি — রক্ষাসূত্র, বিপদ নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রিয়জনের হাতে বাঁধিয়া দেওয়া সূতা। **রাখিপূর্ণিমা** — শ্রাবণ-পূর্ণিমা যাহাতে রাখি বাঁধার উৎসব হয়। **রাখি-বন্ধন** — প্রিয়জনের হাতে রাখি বাঁধিবার অনুষ্ঠান।

রাগ — লাল রং, রক্তিমা। [ঃ তাম্বুল-'রাগ'; ঃ অস্ত-'রাগ'।] অনুরাগ, ভালোবাসা। [ঃ পূর্ব-'রাগ'।] ক্রোধ। [ঃ 'রাগে' কম্পমান।] অভিমান। [ঃ 'রাগ' করা।] (সংগীতে) স্বরবিন্যাসের পদ্ধতিবিভাগ। [সং.] **রাগ করা** — চটা। অভিমান করা। **রাগ পড়া** — ক্রোধ প্রশমিত হওয়া। **রাগের মাথায়** — রাগত অবস্থায়, রাগের উদ্রেক হওয়ার ফলে। **রাগ সামলানো** — রাগ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখা। **রাগ-প্রধান** — (সংগীতে) একাধিক রাগ আছে এমন। [ঃ 'রাগপ্রধান' বাংলা গান।]

রাগত — রাগান্বিত, কুপিত। [ঃ 'রাগত'-ভাবে বললেন।]

রাগা — ক্রি. ক্রুদ্ধ হওয়া, চটা। **রাগা-রাগা** — ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া। [ঃ 'রেগে-মেগে' বলল।]

রাগানো — ক্রি. রাগের উদ্রেক করা, চটানো।

রাগান্বিত — ণ. রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। স্ত্রী. — **রাগান্বিতা**।

রাগিণী — (সংগীতে) রাগের পত্নী বা শাখা, এক এক রাগের অন্তর্গত স্বর-বিন্যাসের প্রকারভেদ। [ঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ 'রাগিণী'।] [সং.]

রাগী — যে সহজে রাগে, কোপনস্বভাব। (সং.) অনুরাগযুক্ত। [সং. রাগিন্।]

রাঘব — রঘুর বংশধর, রামচন্দ্র। [সং.] **রাঘববাঞ্ছা** — সীতা। **রাঘব বোয়াল** — একরকম বড় বোয়াল মাছ যাহা অন্যান্য বহু মাছকে খাইয়া ফেলে। (ব্যঙ্গে) সর্বগ্রাসী ব্যক্তি।

রাঙ, রাঙতা — ('রাং' ও 'রাংতা' দেখ।)

রাঙা — ণ. লাল, রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

রাঙানো — ক্রি. লাল করা। রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করা। বি. ও ণ. ঐ অর্থে। **চোখ রাঙানো** — ক্রোধ প্রকাশের জন্য চোখ লাল করা।

রাংগা, রাংগানো — ('রাঙা' ও 'রাঙানো' দেখ।)

রাজ—'রাজা' বা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মগধ-'রাজ'; পশু-'রাজ'।] রাজার বা রাজকীয় বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'রাজ'-সিংহাসন; ঃ 'রাজ'-সম্মান।] শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'রাজ'-পথ; ঃ 'রাজ'-হংস।] [সং. রাজন্।] **রাজকন্যা** — রাজার মেয়ে। **রাজকবি** — রাজা কর্তৃক নিযুক্ত বা সম্মানিত কবি। **রাজকর** — — রাজাকে বা সরকারকে দেয় খাজনা, রাজস্ব। **রাজকর্ম** — রাজকার্য। **রাজ-কর্মচারী** — সরকারী চাকুরে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি। **রাজকার্য** —

সরকারী কাজ। **রাজকীয়** — ণ. রাজার, রাজা সংক্রান্ত। সরকারী। **রাজকুমার** — রাজার ছেলে। স্ত্রী. — **রাজকুমারী**। **রাজকুল** — রাজার বংশ, রাজবংশ। রাজারা, রাজগণ। **রাজকোষ** — রাজার ধন-ভাণ্ডার। সরকারী ধনভাণ্ডার। **রাজগি** — রাজপদ। রাজ্য। **রাজগৃহ** — রাজার প্রাসাদ। মগধের প্রাচীন রাজধানী, বর্তমান রাজগির। **রাজ-চক্রবর্তী** — প্রধানতম রাজা, সম্রাট। **রাজচ্ছত্র, রাজছত্র** — রাজার সম্মান সূচক ছাতা। **রাজটিকা** — অভিষেককালে রাজার ললাটে প্রদত্ত ফোঁটা বা তিলক। **রাজড়া** — ছোট রাজা, সামন্তরাজ। **রাজতক্ত, রাজতখ্ত্** — রাজসিংহাসন। **রাজতন্ত্র** — রাজা কর্তৃক শাসিত শাসন-ব্যবস্থা, monarchy. **রাজতন্ত্রবাদ** —রাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সংক্রান্ত মতবাদ। **রাজতন্ত্রবাদী** — রাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। রাজতন্ত্রবাদ সংক্রান্ত। **রাজতন্ত্রী** — রাজতন্ত্রের সমর্থক। রাজতন্ত্র সংক্রান্ত। **রাজতান্ত্রিক** — রাজতন্ত্র সংক্রান্ত। রাজ-তন্ত্র অনুসারে। **রাজত্ব** — রাজ্যশাসন। [ঃ 'রাজত্ব' করা।] রাজার পদ, রাজ্য-শাসনের অধিকার। [ঃ 'রাজত্ব' লাভ করেন।] রাজ্য। [ঃ অর্ধেক 'রাজত্ব' ও রাজকন্যা।] **রাজদণ্ড** — রাজার হাতের মর্যাদা সূচক যষ্টি। রাজা বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি। **রাজদত্ত** — ণ. রাজা দিয়াছেন এমন। **রাজদন্ত** — উপরের পাটির সামনের দুইটি বড় দাঁত। দুই পাটির সামনের চারটি বড় দাঁত। **রাজদম্পতি** — রাজা ও রানী। **রাজদরবার** — রাজসভা। **রাজদূত** — রাজা বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত দূত। **রাজদ্রোহ** — রাজার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। **রাজদ্রোহী** — রাজা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। [সং. রাজদ্রোহিন্।] স্ত্রী. — **রাজ-দ্রোহিণী**। বি. — **রাজদ্রোহিতা**। **রাজ-দ্বার** — বিচারালয়, আদালত। রাজ-প্রাসাদের তোরণ। **রাজধর্ম** — রাজ্য-শাসন প্রজাপালন ইত্যাদি রাজার করণীয় কাজ। **রাজধানী** — রাজার স্থায়ী বাসস্থান। রাষ্ট্রের প্রধান নগর যেখান হইতে সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন পরি-চালিত হয়। **রাজনীতি** — রাজ্য বা রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত বিষয় বা বিজ্ঞান। রাজনৈতিক আন্দোলন। [ঃ 'রাজনীতি' করা।] **রাজনীতিক** — রাজনৈতিক, রাজনীতি সংক্রান্ত। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ বা পণ্ডিত। **রাজনীতিজ্ঞ, রাজনীতিবিৎ, রাজনীতিবিদ্** — রাজ-নীতিতে অভিজ্ঞ বা পণ্ডিত। **রাজ-নৈতিক** — ণ. রাজনীতি সংক্রান্ত। **রাজন্য** — সামন্ত রাজা। রাজবংশীয় ব্যক্তি। **রাজন্যক** — রাজন্যবর্গ। **রাজপট্ট** — রাজসিংহাসন। রাজদত্ত অনুমতি-পত্র। **রাজপথ** — বড় রাস্তা। **রাজপদ** — রাজার মর্যাদা ও অধিকার, রাজত্ব। **রাজপাট** — রাজসিংহাসন। **রাজপুত্র** — রাজার ছেলে, রাজকুমার। স্ত্রী. — **রাজকন্যা, রাজপুত্রী**। **রাজপুরী** — রাজার বাসভবন, রাজবাটী। **রাজপুরুষ** —রাজকর্মচারী। **রাজপ্রাসাদ** — রাজার বাসোপযোগী সৌধ। **রাজবংশ** — রাজার বংশ, রাজকুল। **রাজবংশী** — হিন্দু সমাজের ধীবর জাতি বিশেষ। [সং. রাজবংশ।] **রাজবংশীয়** — ণ. রাজবংশে জাত। রাজবংশ সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **রাজবংশীয়া**। **রাজবন্দী** — রাজদ্রোহ বা রাজনৈতিক কোনও কারণে বন্দী ব্যক্তি। [সং. রাজবন্দিন্।] স্ত্রী. — **রাজবন্দিনী**। **রাজবর্ত্ম** — রাজপথ।

[সং. রাজবর্দ্ধন্।] **রাজবল্লভ** — রাজার প্রিয়পাত্র। **রাজবাটী, রাজবাড়ি, রাজবাড়ী** — রাজার বাড়ি, রাজার বাস-ভবন। **রাজবেশ** — রাজার সজ্জা, রাজার পরিচ্ছদ। **রাজভাষা** — রাষ্ট্র-ভাষা, রাজকার্যের উপযোগী ভাষা। **রাজভোগ** — রাজার উপযুক্ত খাদ্য। বড় একরকম রসগোল্লা। **রাজভোগ্য** — ণ. রাজার উপভোগের যোগ্য। **রাজ-মহিষী** — প্রধানা রানী। **রাজমিস্ত্রী** — যে মিস্ত্রী পাকাবাড়ি তৈয়ার করে। **রাজযক্ষ্মা** — মারাত্মক ক্ষয়রোগ। **রাজ-যোগ** — একরকম যোগসাধন পদ্ধতি। গ্রহনক্ষত্রাদির শুভ সংস্থান যাহাতে জাতকের রাজা হইবার সম্ভাবনা থাকে। **রাজযোটক** — বরকন্যার রাশি ইত্যাদির অতি শুভসূচক মিল। **রাজরাজ** — রাজার রাজা। কুবের। **রাজরাজেশ্বর** — রাজচক্রবর্তী, সম্রাট। স্ত্রী. — **রাজ-রাজেশ্বরী**। **রাজরাজেশ্বরী** — দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, কমলা। **রাজরানী, রাজরাণী** — রাজমহিষী। **রাজর্ষি** — ঋষিতুল্য সৎ ও ধার্মিক রাজা। **রাজ-লক্ষ্মী** — রাজ্যের কল্যাণরূপিণী দেবী, দেবীরূপে কল্পিতা রাজ্যের সম্পদ্ ও সৌভাগ্য। **রাজশক্তি** — রাজা বা রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা। **রাজসভা** — রাজার দরবার। **রাজসাক্ষী** — ক্ষমালাভের বিনিময়ে অন্যতম প্রধান সাক্ষী রূপে কাজ করে এমন আসামী। **রাজসূয়** — রাজার শ্রেষ্ঠতা সূচক যজ্ঞ বিশেষ। **রাজসেবা** — রাজার শুশ্রূষা তোষণ ও পরিচর্যা। **রাজস্ব** — রাজার প্রাপ্য অর্থাদি, রাজকর। **রাজহংস** — এক জাতীয় বড় হাঁস। স্ত্রী. — **রাজহংসী**। **রাজহাঁস** — ('রাজহংস' দেখ।)

রাজন্ — (সম্বোধনে) রাজা। [সং.]

রাজপুত — রাজপুতানা অঞ্চলের হিন্দু-জাতি বিশেষ। (ইঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত; তবে খুব সম্ভব ইঁহারা শক হূন প্রভৃতি বিদেশাগত জাতিগুলির বংশধর।) স্ত্রী. — **রাজপুতানী**। **রাজপুতানা** — মধ্যভারতের পশ্চিম অঞ্চল, রাজপুতগণের বাসস্থান।

রাজস, রাজসিক — ণ. যাহার রজোগুণ আছে এমন। রজোগুণ সংক্রান্ত।

রাজস্থান — ('রাজপুতানা' দেখ।)

রাজা — রাজ্যের অধিপতি, নরপতি, ভূপতি। [সং. রাজন্।] **রাজাজ্ঞা, রাজাদেশ** — রাজার হুকুম। **রাজাধিরাজ** — সম্রাট, রাজচক্রবর্তী। **রাজানুচর** — রাজভৃত্য, রাজার অনুগামী ব্যক্তি। **রাজান্তঃপুর** — রাজার অন্দর মহল।

রাজা — ক্রি. (কবিতায়) বিরাজ করা, শোভা পাওয়া, থাকা। [ঃ 'রাজিবে'; ঃ 'রাজিছে'।]

রাজি — শ্রেণী, সারি। [ঃ তরু-'রাজি'।] সমূহ। [ঃ পত্র-'রাজি'।] [সং.]

রাজিত — ণ. শোভিত, বিরাজিত।

রাজী — ('রাজি' দেখ।)

— ণ. সম্মত, স্বীকৃত। [ঃ 'রাজী' হওয়া।] [আ.] **রাজীনামা** — সম্মতি-পত্র, স্বীকৃতিপত্র।

— পদ্ম। [সং.] **রাজীবলোচন** — যাহার চোখ পদ্মের মতো সুন্দর ও আয়ত, রামচন্দ্র।

রাজেন্দ্র — সম্রাট। স্ত্রী. — **রাজেন্দ্রাণী**।

রাজ্ঞী — রানী, রাজমহিষী। [সং.]

রাজ্য — রাজার অধিকারভুক্ত দেশ। রাষ্ট্র। স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রের অংশ, প্রদেশ। রাজত্ব। [ঃ 'রাজ্য'-কাল।] রাজপদ। [ঃ 'রাজ্য'-চ্যুত।] [সং.] **রাজ্যচ্যুত** — রাজপদ হইতে বিতাড়িত, রাজপদ হারাইয়াছে এমন। স্ত্রী. —

রাজ্যচ্যুতা। বি. **রাজ্যচ্যুতি** — রাজপদ হইতে বিতাড়ন। **রাজ্যপাল** — রাজ্যের প্রধান শাসক। **রাজ্যভ্রষ্ট** — রাজ্যহারা। স্ত্রী. — **রাজ্যভ্রষ্টা**। **রাজ্যশাসন** — রাজ্যের পরিচালন, প্রজাপালন, দুষ্টের দমন ইত্যাদি। **রাজ্যশ্রী** — রাজ্যের শোভা-সম্পদ্। রাজলক্ষ্মী। **রাজ্যাধিকার** — রাজ্য অধিকৃত করণ। রাজ্য-শাসনের বা রাজত্বের অধিকার। **রাজ্যাভিষিক্ত** — ণ. রাজপদে অভিষিক্ত। স্ত্রী. — **রাজ্যাভিষিক্তা**। **রাজ্যাভিষেক** — রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুষ্ঠান। **রাজ্যেশ্বর** — রাজ্যের মালিক, রাজা। স্ত্রী. — **রাজ্যেশ্বরী**।

রাঁড় — বিধবা। উপপত্নী। [সং. রণ্ডা।]

রাঁড়া — ফল ধরে না এমন (গাছ)। [সং. ডা।]

রাঁড়ী — বিধবা। [সং. রণ্ডা।]

রাঢ় — বাংলা দেশের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমস্থ অঞ্চল। ণ. **রাঢ়ী, রাঢ়ীয়** — রাঢ় দেশীয়। রাঢ় সংক্রান্ত।

রাণা — ('রানা' দেখ।)

রাণী — ('রানী' দেখ।)

রাত — রাত্রি, রজনী। [সং. রাত্রি।] **রাত করা** — বেশী রাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করা। [ঃ 'রাত ক'রে' এসো।] **রাত জাগা** — জাগিয়া রাত্রি কাটানো। **রাত হওয়া** — রাত্রি গভীর হওয়া, বেশী রাত হওয়া। **রাতকানা** — যে দিনে দেখিতে পায় কিন্তু রাতে দেখিতে পায় না, রাত্র্যন্ধ। **রাতদিন** — দিন ও রাতের সকল সময়, দিবারাত্র, সর্বদা। **রাতভোর** — সমস্ত রাত্রি ধরিয়া, সারা-রাত্রিব্যাপী।

রাতা — (প্রাচীন কবিতায়) রক্তবর্ণ, লাল। [সং. রক্ত।]

রাতারাতি — এক রাত্রির মধ্যে, হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যে। [ঃ'রাতারাতি' বড় লোক।]

রাতি — (কবিতায়) রাত্রি।

রাতুল — রাঙা, লাল। [ঃ 'রাতুল' চরণ।] [সং. রক্ততুল্য।]

রাত্র — (সমাসে কোনও কোনও শব্দের পর) রাত্রি। [ঃ 'দিবা-'রাত্র'।]

রাত্রি — রাত, নিশা, রজনী। [সং.] **রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর** — নিশাচর, রাত্রিতে বিচরণকারী। **রাত্রিবাস** — রাত্রিকালে অবস্থান। [ঃ এখানে 'রাত্রিবাস' করব।] রাত্রিতে শয়নকালে পরিবার কাপড় বা পোশাক। **রাত্রিবেলা** — রাতের বেলা, রাতে। রাত্রিভোর -- ('রাতভোর' দেখ।)

রাত্র্যন্ধ — রাতকানা। [সং.]

রাঁদা — ('রেঁদা' দেখ।)

রাঁধনি, রাঁধনী — একরকম মসলা। [সং. রন্ধনিকা।]

রাধা — রাধিকা, বৃষভানুর মেয়ে ও আয়ানের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া। বিশাখা নক্ষত্র। কর্ণের পালিকা মাতা। **রাধাকান্ত** — শ্রীকৃষ্ণ। **রাধাকৃষ্ণ** — রাধা ও কৃষ্ণ। **রাধানাথ** — শ্রীকৃষ্ণ। **রাধাপদ্ম** — একরকম বড় সূর্যমুখী ফুল। **রাধা-বল্লভ** — শ্রীকৃষ্ণ। **রাধাবল্লভী** — বড় আকারের মসলাযুক্ত একরকম লুচি। **রাধামাধব** — রাধা ও কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ। **রাধারমণ** — শ্রীকৃষ্ণ।

রাঁধা — ক্রি. রন্ধন করা। ণ. রন্ধন করা হইয়াছে এমন। বি. রন্ধন।

রাঁধুনী — বি. রন্ধনকারিণী, পাচিকা। ণ. রাঁধে এমন, যে রাঁধে। [ঃ 'রাঁধুনী' বামুন।]

রাধেয় — রাধার পালিত পুত্র, কর্ণ।

রাধেশ — শ্রীকৃষ্ণ।

রাধিকা — কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা। **রাধিকারমণ** — রাধারমণ, শ্রীকৃষ্ণ।

রান — দৌড়। ক্রিকেট খেলায় দৌড়।

[ই. run.]

রানা — রাজপুত রাজার উপাধি বিশেষ। [ঃ চিতোরের 'রানা'।] [সং. রাজন্।]

রানা — ঘাট ইত্যাদির চাতাল। [ফা. রান্।]

রানার — ডাকহরকরা। [ই. runner.]

রানী — রাজার স্ত্রী। রাজ্যের অধিকারিণী। [ঃ 'রানী' এলিজাবেথ।]

রান্ধনি — ('রাঁধনি' দেখ।)

রান্ধনী — রাঁধুনী, যে রাঁধে।

রান্ধা — (প্রাচীন প্রয়োগ) রাঁধা।

রান্না — রন্ধন, পাক। [ঃ 'রান্না' করা।] [সং. রন্ধন।] **রান্নাঘর, রান্নাশাল** — পাকশালা, হেঁসেল।

রাব — শব্দ। [সং.]

রাব — মাতগুড় যাহা সাধারণতঃ তামাকে ব্যবহৃত হয়। [হি.]

রাবড়ি — সরের চাপ মিশ্রিত ঘন মিষ্ট দুধ। [হি.]

রাবণ — গর্জন। রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসরাজ। [সং.] **রাবণি** — রাবণের পুত্র, বীরবাহু, মেঘনাদ।

রাবিশ — ভাঙা পাকাবাড়ির চূর্ণ পলস্তারা ইত্যাদি। আজেবাজে জিনিস, আবর্জনা। [ই. rubbish.]

রাম — রামায়ণে বর্ণিত দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র, রামচন্দ্র। বলরাম। পরশুরাম। 'বৃহৎ' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'রাম'-দা; ঃ 'রাম'-ছাগল।] নিন্দার্থে 'অত্যন্ত' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ রাম-'কুঁড়ে'।] **রাম বল, রাম রাম**—ঘৃণা প্রকাশে বা পাপ নিবারণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত উক্তি। **রামচন্দ্র** — দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র, রাম। **রামছাগল** — একজাতীয় বড় ছাগল। **রামদা** — বড় একরকম দা। **রামধনু** — বৃষ্টির সময়ে রৌদ্র হওয়ায় আকাশে যে সাতরঙা ধনুর মতো জিনিস দেখা যায়, ইন্দ্রধনু। **রামধুন** — রাম সংক্রান্ত ভক্তিমূলক গান। [ঃ 'রামধুন' গাইবেন।] [হি.] **রামনবমী** — চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী, রামের জন্মতিথি। **রামপাখি, রামপাখী** — (ব্যঙ্গে) মুরগি। **রামরাজত্ব** — রামচন্দ্রের রাজ্য শাসন। আদর্শ রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা। [ঃ 'রামরাজত্বে' আছি।] **রামরাজ্য** — রামের রাজ্য। রাম-শাসিত রাজ্যের মতো আদর্শ রাজ্য। **রামলীলা** — রামের জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত গীতিপ্রধান অভিনয়। **রামশালিক** — বক জাতীয় একরকম পাখী। **রামশিঙা, রামশিংগা** — একরকম বড় শিঙা।

রামা — স্ত্রী. বি. সুন্দরী স্ত্রী। [সং.]

রামাইৎ, রামাইত, রামাত — ('রামায়েত' দেখ।)

রামানন্দ — মধ্য যুগের বিখ্যাত ধর্ম-প্রচারক। ণ. **রামানন্দী** — রামানন্দের মতে বিশ্বাসী।

রামানুজ — রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক।

রামায়ণ — রামচন্দ্রের জীবনী সংক্রান্ত মহাকাব্য।

রামায়েত — (রামানন্দ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মে বিশ্বাসী) বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ।

রায় — (রাজা) উপাধি বিশেষ। [সং. রাজন্।] **রায়বাঘিনী** — বড় বাঘিনী। (ব্যঙ্গে) উগ্রস্বভাবা নারী। **রায়বাহাদুর, রায়সাহেব** — বৃটিশ আমলের সরকারী খেতাব। **রায়রায়ান** — মুসলমান আমলের হিন্দুকে প্রদত্ত সরকারী উপাধি।

রায় — বিচারকের সিদ্ধান্ত। [আ.]

রায়ট — দাঙ্গাহাঙ্গামা। [ই. riot.]

রায়ত — জমিদারের প্রজা। [আ. রঈয়ত্।] ণ. **রায়তী** — রায়ত সংক্রান্ত। [ঃ 'রায়তী' স্বত্ব।]
রায়বার — রাজার নিকট স্তুতিপাঠ ও দূত কর্তৃক নিবেদন।
রায়বাঁশ — বাঁশের বড় একরকম লাঠি। ণ. **রায়বেঁশে** — রায়বাঁশধারী। রায়বাঁশ সংক্রান্ত। [ঃ 'রায়বেঁশে' নৃত্য।]
রাশ — রাশি, স্তূপ, অনেক। [ঃ এক 'রাশ' ফুল।] জন্মরাশি। [সং. রাশি।] **রাশ পাতলা, রাশ হালকা** — গম্ভীর প্রকৃতির নহে এবং যাহাকে লোকে সহজে মানে না বা সমীহ করে না। **রাশনাম** — রাশি অনুসারে জাতকের নাম। **রাশভারী** — যাহার স্বভাব গম্ভীর এবং লোকে যাহাকে সহজে মানে ও সমীহ করে। [ঃ 'রাশভারী' লোক।]
রাশ — বল্গা, রশ্মি, লাগাম। [সং. রশ্মি।]
রাশি — বি. স্তূপ, গাদা, বহু পরিমাণ। [ঃ ফুলের 'রাশি'।] (গণিতে) সংখ্যা, অঙ্ক। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের বারো ভাগের এক ভাগ। [সং.] **রাশি রাশি** — বহু পরিমাণে, বহুসংখ্যক, গাদা গাদা। [ঃ 'রাশি রাশি' খাবার।] **এক রাশি** — বহু পরিমাণ, অনেক, স্তূপীকৃত। **রাশিচক্র** — (জ্যোতিষে) মেষ ইত্যাদি বারোটি রাশি সমন্বিত কল্পিত বৃত্ত।
রাশিয়া — উত্তর ইউরোপের একটি দেশ, রুশ দেশ। **রাশিয়ান** — ণ. রুশ দেশ সংক্রান্ত। বি. রুশ দেশের অধিবাসী। রুশ দেশের ভাষা।
রাশীকৃত — পুঞ্জিত, স্তূপীকৃত, গাদা-করা। অনেক, বহু। [সং.]
রাষ্ট্র — বি. স্বাধীন দেশ, একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র দেশ। ণ. প্রচারিত, রটিত। [ঃ চারিদিকে 'রাষ্ট্র' হওয়া।] [সং.] **রাষ্ট্রপতি** — রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ব্যক্তি, রাষ্ট্রের প্রধানতম শাসক, প্রেসিডেণ্ট। **রাষ্ট্রবিপ্লব** — রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় আকস্মিক আমূল পরি-বর্তন। ব্যাপক বিদ্রোহ। ণ. **রাষ্ট্রীয়** — রাষ্ট্র সংক্রান্ত।
রাস — ণ. রস সংক্রান্ত। বি. শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদ-লীলা। [সং.] **রাসপূর্ণিমা** — কার্তিক মাসের পূর্ণিমা যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। **রাসবিহারী** — শ্রীকৃষ্ণ। **রাসযাত্রা** — শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সংক্রান্ত উৎসব। **রাসলীলা** — গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদ-উৎসব।
রাসভ — গর্দভ। স্ত্রী. — **রাসভী**। [সং.] **রাসভনিন্দিত** — গাধাকেও হার মানায় এমন, গাধার চেয়েও খারাপ। [ঃ 'রাসভনিন্দিত' কণ্ঠস্বর।]
রাসায়নিক — ণ. রসায়ন সংক্রান্ত। রসায়ন ঘটিত। রসায়নে পণ্ডিত, রসায়নবিৎ। [সং.]
রাসেশ্বর — শ্রীকৃষ্ণ। স্ত্রী. **রাসেশ্বরী** — রাধিকা।
রাস্কেল, রাস্কেল — (গালি) নির্বোধ। [ই. rascal.]
রাস্তা — পথ। [ফা.]
রাস্না — একরকম অর্কিড জাতীয় পর-ভোজী উদ্ভিদ। [সং.]
রাহা — পথ, রাস্তা। [ঃ 'রাহা' খরচ।] বাঙ্গালী হিন্দুর পদবী বিশেষ। [ফা. রাহ্।] **রাহাজান** — রাজপথে যে ডাকাতি করে। **রাহাজানি** — রাহাজানের কাজ, রাজপথে দস্যুতা।
রাহিত্য — অভাব, না থাকা, রহিত অবস্থা। [সং.]

রাহী — (প্রাচীন কবিতায়) রাধিকা।
রাহী — পথিক, মুসাফির। [ফা.] **হাম রাহী** — একই পথের পথিক।
রাহু — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণু কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত দানব বিশেষের মুণ্ড যাহা গ্রহণ কালে চন্দ্র বা সূর্যকে গ্রাস করে মনে করা হয়। **রাহুগ্রস্ত** — রাহুগ্রাসে পতিত, রাহু কর্তৃক কবলিত। **রাহুগ্রাস** — রাহু কর্তৃক ভক্ষণ। (গ্রহণের সময়ে বিষ্ণু কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত দানবের ছিন্নমুণ্ড রাহু চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে মনে করা হয়।)
রি — (সংগীতে) স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর ঋষভের সংকেত, রে।
রিং — চাবি ইত্যাদি গাঁথিয়া রাখিবার উপযোগী আংটা। আংটি। টেলিফোনে আহ্বান। [ঃ 'রিং' করা।] [ই. ring.]
রিক্ত — ণ. শূন্য, খালি। [ঃ 'রিক্ত' হস্ত।] নিঃস্ব, দরিদ্র। স্ত্রী. — **রিক্তা**। বি. — **রিক্ততা**।
রিক্থ — ধন, সম্পত্তি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ। [সং.]
রিক্শ, রিক্শা — মানুষে টানা দুই চাকার একরকম গাড়ি। [জাপ. জিন্‌রিকশা।] **রিক্শওয়ালা, রিক্শা-ওয়ালা** — যে রিক্শ টানে।
রিজার্ভ — পূর্ব হইতে সংগ্রহ ও নির্দিষ্ট করণ। [ঃ গাড়ি 'রিজার্ভ' করা।] [ই. reserve.] **রিজার্ভ ব্যাংক** — প্রধান সরকারী ব্যাংক।
রিটার্ন — ফেরত। ফেরতা। নির্দিষ্ট তারিখে দেয় হিসাব ইত্যাদি। [ই. return.]
রিঠা, রিঠে — একরকম ফল যাহা ভিজাইলে সাবানের মতো ফেনা হয় এবং যাহা দিয়া পশমী জামাকাপড় কাচা হয়। [সং. অরিষ্ট।]
রিনিঝিনি, রিনিকিঝিনিকি, রিনিরিনি — নূপুর ইত্যাদির মধুর ধ্বনি সূচক অনুকার।
রিপাবলিক — প্রজাতন্ত্র, প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র। [ই. republic.] **রিপাবলিকান** — সাধারণতন্ত্র সংক্রান্ত। সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী। [ই. republican.]
রিপিট — লোহা ইত্যাদির খিল যাহার দুই মুখ হাতুড়ি মারিয়া চেপ্টা করিয়া দেওয়া হয়। [ই. rivet.] **রিপিট করা** — ঐরূপ খিল লাগাইয়া মজবুত করা। **রিপিট-করা** — ঐরূপ খিলযুক্ত
রিপু — শত্রু। অনিষ্টকারী প্রবৃত্তি, কাম ক্রোধ ইত্যাদি। [সং.] **ষড়্‌রিপু** — কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি অনিষ্টকর প্রবৃত্তি। **রিপুদমন** — রিপু বা অনিষ্টকর প্রবৃত্তির দমন বা সংযম। **রিপুদলন** — শত্রুকে পরাভূত বা বিনাশ করণ। যে শত্রুকে দলন বা বিনাশ করে। **রিপুদলনী** — শত্রুর বিনাশকারিণী। **রিপুঞ্জয়** — শত্রুজয়ী। সংযমী।
রিপোর্ট — বিবরণী। সংবাদ। [ই. report.] **রিপোর্টার** — সংবাদদাতা [ই. reporter.]
রিফিউজি — আশ্রয়প্রার্থী, শরণার্থী [ই. refugee.] **রিফিউজি ক্যাম্প** — শরণার্থীদের জন্য নির্মিত অস্থায়ী গৃহাদি, শরণার্থী শিবির।
রিফু — কাপড়ের ছিন্ন স্থান সূচের সাহায্যে বুনিয়া মেরামত। [ঃ কাপড় 'রিফু' করা।] [ফা. রফু।]
রিবেট — দেয় অর্থ হইতে ছাড়, বাদ [ই. rebate.]
রিভলভার — একরকম পিস্তল যাহার গুলি

ভরিবার জায়গা আপনা হইতে ঘুরে এবং খোপে খোপে অনেকগুলি কার্তুজ ভরিয়া রাখা যায়। [ই. revolver.]

রিম — চাকা চশমা ইত্যাদির গোলাকার ফ্রেম। ('রীম' দেখ।) [ই. rim.]

রিমঝিম, রিমিঝিমি — লঘু বৃষ্টিপাতের মধুর ধ্বনিসূচক অনুকার।

রিয়ার্সেল — ('রিহার্সেল' দেখ।)

রিয়ালিজ্‌ম্‌ — বাস্তববাদ। [ই. realism.] **রিয়ালিস্ট** — বাস্তববাদী। [ই. realist.]

রিরংসা—রমণের ইচ্ছা, প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা। [সং.] ণ. **রিরংসু** — রমণ করিতে ইচ্ছুক।

রিরি — রোমাঞ্চ ও কম্পনসূচক অনুকার। [ঃ গা 'রিরি' করা।]

রিল — ('রীল' দেখ।)

রিলিফ — দুঃখমোচনের জন্য সাহায্য। বিশ্রাম বা অবকাশ। [ই. relief.]

রিষ্ট, রিষ্টি — পাপ, অমঙ্গল। গ্রহের দোষ। কল্যাণ। [সং.]

রিসালা — অশ্বারোহী সৈন্যদল। [আ. রিসালহ্‌।] **রিসালাদার** — অশ্বারোহী সৈন্যদলের নায়ক।

রিসিভার — টেলিফোনের শব্দগ্রহণকারী যন্ত্র। আদালত হইতে সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। [ই. receiver.]

রিস্ট ওআচ, রিস্ট ওয়াচ — হাতের কবজিতে বাঁধিবার উপযোগী ছোট ঘড়ি। [ই. wrist watch.]

রিহার্সেল — অভিনয় ইত্যাদির মহলা। [ই. rehearsal.]

রীডার — বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর অধ্যাপক। [ই. reader.]

রীত — (কবিতায় বা কথ্য প্রয়োগে) রীতি। [ঃ পীরিতের 'রীত'।] [সং. রীতি।]

রীতি — পদ্ধতি, প্রণালী, ধারা। প্রথা, প্রচলিত আচার-ব্যবহার, দস্তুর। ব্যবহার, আচরণ। [ঃ 'রীতি'-নীতি।] গতিক, ধরন। [সং.] **রীতিনীতি** — চাল-চলন, স্বভাব ও আচার-ব্যবহার। **রীতিবিরুদ্ধ** — ণ. নিয়ম বা নির্দিষ্ট পদ্ধতির বিরোধী। বি. — **রীতি-বিরুদ্ধতা**। **রীতিমত, রীতিমতো** — নিয়ম অনুসারে। খুব, দস্তুর মতো, অত্যন্ত। [ঃ 'রীতিমতো' প্রহার।]

রীম — কাগজের পরিমাণ বিশেষ, বিশ দিস্তা। [ই. ream.]

রীল — কাঠের চাকার মতো জিনিস যাহাতে সুতা ফিল্ম ইত্যাদি জড়ানো থাকে। [ই. reel.]

রুই — একরকম বড় মাছ, রোহিত মৎস্য। [সং. রোহিত।]

রুইতন, রুহিতন — লাল চৌকার মতো চিহ্নিত তাস। [ওলন্দাজ ruiten.]

রুইদাস — ('রুহিদাস' দেখ।)

রুক্মিণী — শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নী, বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকের কন্যা। [সং.]

রুক্ষ — ণ. কোমল ও চিকন নহে, কর্কশ। তৈলহীন। কঠোর, উগ্র। স্নেহমমতা-হীন। [সং.] বি. — **রুক্ষতা, রুক্ষত্ব**। **রুক্ষভাষী** — যে কর্কশভাবে কথা বলে। [সং. রুক্ষভাষিন্‌।] স্ত্রী. — **রুক্ষ-ভাষিণী**।

রুখা — ক্রি. ক্রুদ্ধ বা আক্রমণোদ্যত হওয়া। [ঃ হঠাৎ 'রুখে' উঠল।] থামানো, প্রতিরোধ করা। [ঃ গাড়ি 'রুখতে' বল।]

রুখা, রুখু, রুখো — ণ. রুক্ষ। শুষ্ক। [ঃ 'রুখো' ভাত।] তৈলহীন। [ঃ 'রুখো' চুল।] কঠোর, উগ্র। [সং. রুক্ষ।]

রুগী — (কথ্য ও গ্রাম্য) রোগী।

রুগ্ণ — পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত। [সং.]

স্ত্রী. — রুগ্ণা। বি. — রুগ্ণতা।

রুচা — ক্রি. খাইতে ভালো লাগা, রুচিকর হওয়া। [ঃ খাবার 'রুচে' না।]

রুচি — বি. ইচ্ছা, স্পৃহা, প্রবৃত্তি। [ঃ ভোজনে 'রুচি' নাই।] পছন্দ, ভালোমন্দ বাছিবার মানসিক শক্তি। [ঃ লোকটার 'রুচি' নাই।] মার্জিত মনোভাব, সুরুচি। [ঃ 'রুচির' পরিচয়।] সৌন্দর্য, শোভা। [ঃ দন্ত-'রুচি'।] [সং.] **রুচিকর** — খাইবার ইচ্ছা জাগায় এমন। [ঃ 'রুচিকর' খাদ্য।] **রুচিবাগীশ** — কুরুচি সুরুচি লইয়া বাড়াবাড়ি করে এমন ব্যক্তি। **রুচিবিরুদ্ধ** — সুরুচিসম্মত নহে এমন। বি. — **রুচিবিরুদ্ধতা**। **রুচিভেদ** — রুচি বা পছন্দের ভিন্নতা।

রুচির — সুন্দর, মনোহর। উজ্জ্বল। সুরুচিসম্পন্ন। [সং.] স্ত্রী. — **রুচিরা**।

রুজ — গণ্ড ইত্যাদি রঞ্জিত করিবার উপযোগী একরকম প্রসাধনদ্রব্য। [ই. rouge.]

রুজি — দৈনন্দিন জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা, উপার্জন। [হি. রোজী।] **রুজিরোজগার** — জীবিকা-উপার্জন।

রুজু — খাড়া, সোজা, ঋজু। [সং. ঋজু।] **রুজু রুজু** — সামনাসামনি, মুখোমুখি। [ঃ 'রুজু রুজু' জানালা-গুলি।] **রুজু দেওয়া** — অনুযায়ী করা।

রুজু — দাখিল, দায়ের। [ঃ মামলা 'রুজু' করা।] [আ.]

রুটি — আটা ময়দা ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত পাতলা চেপটা একরকম খাবার। পাউ-রুটি। খাদ্য। [ঃ 'রুটির' ব্যবস্থা।] জীবিকা। [ঃ 'রুটি' মারা।] [সং. রোটিকা।]

রুঠা, রুঠো — রুক্ষ। রূঢ়। [সং. রূঢ়।]

রুদ্ধ — ণ. বদ্ধ, আটক বা বন্ধ করা হইয়াছে এমন। বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন। **রুদ্ধকণ্ঠ** — যাহার গলা বুজিয়া গিয়াছে এমন, কথা বলিতে অসমর্থ। বুজিয়া গিয়াছে এমন কণ্ঠ, কথা বলিতে অসমর্থ কণ্ঠ। **রুদ্ধনিঃশ্বাস, রুদ্ধনিশ্বাস** — ('রুদ্ধ-শ্বাস' দেখ।) **রুদ্ধশ্বাস** — শ্বাস ফেলে নাই এমন। **রুদ্ধশ্বাসে** — উৎকণ্ঠা অতিশয় আগ্রহ ইত্যাদির জন্য শ্বাস না ফেলিয়া। [ঃ 'রুদ্ধশ্বাসে' অপেক্ষা করিতে লাগিল।]

রুদ্র — বি. শিব, শিবের সংহারমূর্তি। ণ. ভয়ংকর, ভীষণ, উগ্র। [সং.] স্ত্রী. — **রুদ্রাণী**। **রুদ্রবীণা** — এক ধরনের বৃহৎ বীণা। **রুদ্রমূর্তি** — যাহার মূর্তি ভয়ংকর এমন। বি. ভীষণ আকৃতি।

রুদ্রাক্ষ — একরকম ফলের শুষ্ক বীজ যাহা দিয়া জপমালা ইত্যাদি হয়। [সং.]

রুধা — ক্রি. (কবিতায়) রোধ করা।

রুধির — রক্ত, শোণিত। [সং.] **রুধিরাক্ত** —রক্তাক্ত, রক্তমাখা।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু — নূপুর ইত্যাদির সুমিষ্ট ধ্বনি সূচক অনুকার।

রুপিয়া, রুপী, রুপেয়া — টাকা। [ফা. রুপৈয়া।]

রুপা, রুপো — রৌপ্য, রজত। [সং. রূপ্য, রৌপ্য।] **রুপালী, রুপোলী** — রুপোর মতো রঙের, রৌপ্যবর্ণ।

রুবল — রুশদেশে বা সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচলিত মুদ্রা। [রুশ রুবল।]

রুবি — পদ্মরাগ মণি। [ই. ruby.]

রুবাইয়াত — চতুষ্পদী কবিতার সমষ্টি। [ঃ 'রুবাইয়াত'-ই-ওমর খৈয়াম।] [আ.]

রুম — কক্ষ। [ই. room.] **রুম মেট** — একই কক্ষের বাসিন্দা। [ই. room-

mate.]
রুমঝুম — ('রুনুঝুনু' দেখ।)
রুমাল — হাত-মুখ মুছিবার উপযোগী ছোট বস্ত্রখণ্ড। [ফা.]
রুয়া — ক্রি. রোপণ করা।
রুয়া — ঘরের চালে আড়াআড়িভাবে দেওয়ার উপযোগী বাঁশের সরু টুকরা।
রুল — আদালতের হুকুম। [ঃ 'রুল' জারী করা।] নিয়ম। [ই. rule.]
রুল — সরল রেখা টানিবার উপযোগী দণ্ড। ঐ দণ্ডের সাহায্যে টানা সরল-রেখা। ছাপাখানায় ব্যবহৃত একরকম পাতের মতো জিনিস যাহা দিয়া লম্বা রেখা ছাপা হয়। [ই. ruler.]
রুলি — একরকম বালা জাতীয় হাতের গহনা। [হি. রোলী।]
রুলিং — উচ্চ আদালতের নির্দেশ। [ই. ruling.]
রুশ — রাশিয়ার অধিবাসী। রাশিয়ার, রাশিয়া সংক্রান্ত। [ঃ 'রুশ' সভ্যতা।] **রুশদেশ** — রাশিয়া। **রুশদেশীয়** — রাশিয়ার। রাশিয়া সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **রুশদেশীয়া।**
রুষা — ক্রি. (কবিতায়) রুষ্ট হওয়া, রুখা। [ঃ 'রুষিবে'; ঃ 'রুষিল'।]
রুষ্ট — ক্রুদ্ধ। অপ্রসন্ন। [সং.] স্ত্রী. — **রুষ্টা।**
রুসুম — মাশুল, শুল্ক। [আ.]
রুহিদাস — হিন্দু মুচিদের শ্রেণীবিশেষ।
রূঢ় — ণ. বিরক্তি বা ক্রোধপ্রকাশক, কর্কশ, অপ্রিয়। [ঃ 'রূঢ়' কথা।] ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ না করিয়া অন্য অর্থ প্রকাশ করে এমন (শব্দ)। [সং.] বি. — **রূঢ়তা।**
রূপ — আকৃতি, চেহারা, মূর্তি। [ঃ সু-'রূপ'; ঃ কু-'রূপ'; ঃ 'রূপ' লাভ।] সৌন্দর্য, সুষমা। [ঃ এক অঙ্গে এত 'রূপ' নয়নে না ধরে।] প্রকার, রকম। [ঃ নানা-'রূপ'।] তুলনাসূচক শব্দ। [ঃ হৃদয়-'রূপ' পুষ্প।] (ব্যাকরণে) বিভক্তি ইত্যাদি দিয়া শব্দ বা ধাতুর পরিবর্তন ও গঠন। [সং.] **রূপকার** — যে রূপদান করে, যে রূপায়িত করে। সজ্জাকর। **রূপজ** — রূপ হইতে জাত। [ঃ 'রূপজ' মোহ।] **রূপতৃষ্ণা** — সৌন্দর্য উপভোগের তীব্র বাসনা। **রূপদক্ষ** — সজ্জায় নিপুণ। স্ত্রী. — **রূপদক্ষা।** বি. — **রূপদক্ষতা। রূপবান্** — যাহার চেহারা সুন্দর এমন, সুরূপ। স্ত্রী. — **রূপবতী।**
রূপক — অর্থালংকার বিশেষ। এক বস্তু বিষয়ের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে অন্য বিষয় বা বস্তুর বর্ণনা। [ঃ 'রূপক' কাহিনী।] দৃশ্যকাব্য, নাটক।
রূপকথা — কল্পনাপ্রধান গল্প, উপকথা।
রূপচাঁদ — (ব্যঙ্গে) টাকা, রুপেয়া।
রূপদস্তা — রাং-মিশানো সীসা।
রূপসী — রূপবতী, সুন্দরী।
রূপা, রূপালী — ('রুপা' ও 'রুপালী' দেখ।)
রূপাজীবা — যে রূপের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, গণিকা, বেশ্যা। [সং.]
রূপান্তর — অন্য রূপ। অন্য আকার বা অবস্থা প্রাপ্তি। [ঃ এর 'রূপান্তর' ঘটেছে।] ণ. **রূপান্তরিত** — অন্য রূপ পাইয়াছে এমন, অন্য আকার বা অবস্থা প্রাপ্ত। স্ত্রী. — **রূপান্তরিতা।**
রূপায়ণ — রূপদান, আকারে বা মূর্তিতে প্রকাশ করণ। ণ. — **রূপায়িত।**
-রূপী — 'আকৃতি ধারণ করিয়াছে' বা 'আকৃতি ধারণ করিতে পারে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নর-'রূপী'; ঃ বহু-'রূপী'।] [সং. রূপিন্।] স্ত্রী. — **-রূপিণী।**

রূপী — এক জাতের লালমুখো বানর।
রে — (তাচ্ছিল্যে) সম্বোধন সূচক শব্দ। [ঃ কোথা যাবি 'রে'?] (সংগীতে) স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর, ঋষভের সংকেত। **রে রে রে রে** — দস্যু প্রভৃতির আক্রমণসূচক ধ্বনি।
রেউচিনি — একরকম গাছের মূল (ঔষধ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়)। [ফা. রেবন্দ্-ই-চীনী।]
রেওয়া — বাৎসরিক আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব। [ফা.]
রেওয়াজ — প্রচলিত নিয়ম, প্রচলন, রীতি। [আ. রিবাজ্।] ণ. — **রেওয়াজী**।
রেক — শস্য মাপিবার একরকম পাত্র।
রেকর্ড — দলিল। গ্রামোফোনে বাজাইবার উপযোগী একরকম চক্রাকার জিনিস। সর্বোচ্চ কৃতিত্ব। [ই. record.] **রেকর্ড করা** — সর্বোচ্চ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা। **রেকর্ড ভাঙা** — পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ কৃতিত্বকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করা।
রেকাব — ঘোড়ার জিন হইতে ঝোলানো পাদান। [আ. রিকাব]
রেকাব, রেকাবি — ছোট থালার মতো পাত্র। [আ. রিকাব।]
রেখা — দীর্ঘ সরু চিহ্ন। [ঃ সিঁদুরের 'রেখা'; ঃ কালির 'রেখা'।] সামান্য চিহ্ন, অস্পষ্ট দাগ। [ঃ গোঁফের 'রেখা'।] (জ্যামিতিতে) প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য। [সং.] **রেখা-গণিত** — জ্যামিতি। **রেখাঙ্কন** — রেখা টানা, অঙ্কন। ণ. **রেখাঙ্কিত** — রেখার দ্বারা আঁকা হইয়াছে এমন, রেখার দ্বারা চিহ্নিত। [ঃ 'রেখাঙ্কিত' চিত্র।] **রেখাচিত্র** — রেখার দ্বারা আঁকা ছবি। নকশা। **রেখাপাত** — রেখা অঙ্কন। ছাপ বা দাগ রাখা, প্রভাবিত করণ। [ঃ মনে 'রেখাপাত' করে না।]
রেগুলেশন — আইন। [ই. regulation.]
রেগুলেটর — বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের একরকম যন্ত্র। [ঃ পাখার 'রেগুলেটর'।] [ই. regulator.]
রেচক — দাস্ত হয় এমন ঔষধ, জোলাপ। (যোগসাধনায়) নিঃশ্বাস-ত্যাগ। [সং.]
রেচন — দাস্ত, মলত্যাগ। [সং.]
রেজকি, রেজগি — এক টাকার নীচের ছোট মুদ্রা, আধুলি সিকি আনি ইত্যাদি (কিন্তু পয়সা নহে)। [ফা. রেজ্গী।]
রেজাই — বালাপোশ, লেপ। [ফা. রজাই।]
রেজিস্টার — খাতা যাহাতে তালিকা নম্বর ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়। ছাত্র ইত্যাদির হাজিরা বই। [ই. register.] **রেজিস্টারি** — ('রেজিস্ট্রি' দেখ।) **রেজিস্টারী, রেজিস্টার্ড** — রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন। [ই. registered.] **রেজিস্ট্রার** — রেজিস্ট্রি বা তালিকাভুক্ত করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [ই. registrar.] **রেজিস্ট্রি**—সরকারী খাতায় নাম ইত্যাদি লেখন, সরকারী তালিকাভুক্ত করণ। [ই. registry.] **রেজিস্ট্রি-করা** — রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন, রেজিস্টার্ড। ণ. **রেজিস্ট্রী** — রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন, রেজিস্টার্ড।
রেন্ট — বাড়ি ইত্যাদির ভাড়া। খাজনা। [ই. rent.]
রেট — নির্দিষ্ট পরিমাণ, হার। [ঃ এই 'রেটে' দেনা বাড়লে ডুববে।] দাম, দর। [ঃ 'রেট' বেঁধে দেওয়া।] [ই. rate.]
রেড়ি — একরকম বীজ যাহা হইতে তেল হয়, এরণ্ড। [সং. এরণ্ড।] **রেড়ির তেল** — এরণ্ড-বীজ বা রেড়ি হইতে প্রস্তুত তেল, castor oil.

রেডিও — বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যোগে বিনা তারে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের যন্ত্র। [ই. radio.]

রেডিয়াম — একপ্রকার তেজস্ক্রিয় জ্যোতির্ময় পদার্থ। [ই. radium.]

রেণু — গুঁড়া জিনিস, কণা। ধূলি। [ঃ পদ-'রেণু'।] পরাগ। [সং.]

রেণুকা — রেণু। পরশুরামের জননী।

রেতঃ — শুক্র, বীর্য। [সং. রেতস্।] **রেতঃপাত** — শুক্রপাত।

রেত, রেতি — উখা। [হি. রেতী।] **রেতি করা** — উখা দিয়া ঘষিয়া সরু করা।

রেঁদা — একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া কাঠ চাঁছিয়া মসৃণ করা হয়। [ফা. রন্দ।] **রেঁদা করা** — রেঁদা দিয়া মসৃণ করা।

রেনকোট — একরকম কোট যাহা গায়ে দিলে বৃষ্টির জল গায়ে লাগে না, বর্ষাতি। [ই. rain-coat.]

রেনেসাঁস — সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক জাগরণ, নবজাগৃতি। চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপব্যাপী ঐরূপ জাগরণ। [ফ. renaissance.]

রেফ — 'র'-র সহিত অন্য কোনও ব্যঞ্জন বর্ণ বা ঋ যুক্ত হইবার চিহ্ন, 'র্'। [সং.]

রেফারী — ফুটবল খেলার মধ্যস্থ যাহার নির্দেশ অনুসারে দুই পক্ষ খেলে। [ই. referee.]

রেবতী — একটি নক্ষত্রের নাম। বলরামের স্ত্রী। [সং.] **রেবতীরমণ** — বলরাম। চন্দ্র।

রেবা — নর্মদা নদী। [সং.]

রেভল্যুশন — বিপ্লব। [ই. revolution.] **রেভল্যুশনারী** — বিপ্লবী। [ই. revolutionary.]

রেয়াত — অব্যাহতি দান, ছাড়, মাফ। [আ. রিআয়ত্।]

রেয়ো — রবাহূত, শব্দ শুনিয়া জোটে এমন। **রেয়ো ভাট** — এক শ্রেণীর ভিক্ষুক যাহারা শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে আসিয়া অর্থভিক্ষা করে।

রেল — লোহার লম্বা মজবুত পাত। ঐ পাতের উপর দিয়া চলে এমন বহু-কামরাওয়ালা একরকম বাষ্পীয় গাড়ি, রেলগাড়ি। [ই. rail.] **রেলওয়ে** — ('রেলপথ' দেখ।) **রেলগাড়ি, রেলগাড়ী** — লোহার পাতের উপর দিয়া চলে এমন দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট। **রেলপথ, রেললাইন** — রেলগাড়ি চলিবার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা। **রেলস্টেশন** — রেলপথের নির্দিষ্ট স্থান যেখানে রেলগাড়ি থামে ও যাত্রী ওঠা-নামা করে।

রেলিং — কাঠ লোহা ইত্যাদির দণ্ড দিয়া তৈয়ারী বেড়া, গরাদের বেড়া। [ঃ বারান্দার 'রেলিং'।] [ই. railing.]

রেশ — বাদ্যযন্ত্রাদিতে আঘাতের ফলে ধ্বনির যে ক্ষীণ অংশ কিছুক্ষণ থাকে। ক্ষীণ অবশেষ। [ঃ নেশার 'রেশ'।]

রেশন — খাদ্যাদির (সরকারী) বরাদ্দ। ঐরূপ বরাদ্দের ব্যবস্থা। [ই. ration.] **রেশন কার্ড** — রেশন বা বরাদ্দমতো জিনিস পাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী কাগজ। **রেশন ব্যাগ** — রেশন আনিবার উপযোগী থলে।

রেশম — গুটিপোকার তন্তু এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কোমল মসৃণ সুতা। [ফা. রেশম্।] **রেশমী** — রেশমের, রেশম দিয়া তৈয়ারী। রেশমের মতো পাতলা কোমল ও মসৃণ।

রেষারেষি — পরস্পর ঈর্ষা। ঈর্ষামূলক প্রতিযোগিতা।

রেস — দৌড়। ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত জুয়াখেলা। [ই. race.] **রেস কোর্স** — ঘোড়দৌড়ের মাঠ। [ই. race-course.] **রেস খেলা** — ঘোড়-দৌড়ের উপর বাজি ধরা। **রেসুড়ে** — ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ী।

রেসিডেন্ট — বৃটিশ আমলে দেশীয় ভারতীয় রাজ্যগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। [ই. resident.]

রেস্ত — পুঁজি, সম্বল। [পো. resto.]

রেহা — (প্রাচীন কবিতায়) রেখা।

রেহাই — ছাড়, অব্যাহতি, নিষ্কৃতি। [ফা. রিহাঈ।]

রেহান — বন্ধক। [আ. রিহ্‌ন্।] **রেহানদার** — জিনিস বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ধার দেয়। ণ. **রেহানী** — বন্ধকী।

রৈ, রৈ-রৈ — কোলাহলসূচক শব্দ। [ঃ হৈ-'রৈ'; ঃ 'রৈ-রৈ'।]

রৈখিক — ণ. রেখা সংক্রান্ত। [সং.]

রো — লাইন, সারি। [ঃ 'রো' করা।] [ই. row.]

রোঁ — রোম, রোঁয়া। [ঃ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 'রোঁ'।] [সং. রোমন্।]

রোইং — দাঁড় টানিয়া নৌকা চালানো, বাইচ খেলা। [ই. rowing.]

রোক — ('রোখ' দেখ।)

রোক — নগদ টাকা। [সং.] **রোক-থোক** — এক থোকে নগদ। **রোক-শোধ** — নগদা শোধ। **রোকড়** — নগদ টাকার হিসাব।

রোকা — চিঠি। ছোট চিঠি। [আ. রুক্‌কা।]

রোখ — রোষ, আক্রোশ। জিদ। [ঃ 'রোখ' চাপা।] [সং. রোষ।]

রোখা — ক্রি. ('রুখা' দেখ।)

রোগ — পীড়া, ব্যাধি, অসুখ। [সং.] **রোগক্লিষ্ট** — রোগে কষ্ট পাইতেছে এমন। রোগে শীর্ণ। **রোগগ্রস্ত** — রোগ হইয়াছে এমন, পীড়িত। **রোগজীর্ণ** — রোগের ফলে শীর্ণ। **রোগমুক্ত** — ণ. রোগ সারিয়াছে এমন, সুস্থ হইয়াছে এমন। বি. **রোগমুক্তি** — আরোগ্যলাভ। **রোগযন্ত্রণা** — রোগের ফলে কষ্ট। **রোগশয্যা** — রোগের ফলে শায়িত অবস্থা। রোগীর বিছানা। **রোগশান্তি** — রোগের উপশম, রোগমুক্তি। **রোগা** — ণ. শীর্ণ, মোটা নহে এমন। **রোগা-পটকা** — শীর্ণ ও দুর্বল। **রোগাটে** — ঈষৎ রোগা। [ঃ 'রোগাটে' চেহারা।]

রোগী — পীড়িত ব্যক্তি। [সং. রোগিন্।] স্ত্রী. — **রোগিণী**।

রোচক — খাইবার ইচ্ছার উদ্রেক করে এমন, রুচিকর। [সং.]

রোচনা — গোরোচনা।

রোচা — ('রুচা' দেখ।)

রোচ্য — রুচিবার উপযুক্ত। [সং.]

রোজ — দিন। [ঃ এক 'রোজ'।] দৈনিক মজুরি। প্রতিদিন, প্রত্যহ। [ঃ 'রোজ' আসে।] [ফা. রোজ্।] **রোজ রোজ** — প্রতিদিন, প্রত্যহ। **রোজকার** — প্রতি দিনের, দৈনিক। [ঃ 'রোজকার' হিসাব রোজ দিও।] ('রোজগার' দেখ।)

রোজগার — উপার্জন, আয়। [ফা. রোজ্‌গার্।] ণ. **রোজগারী, রোজগেরে** — রোজগার করে এমন। [ঃ 'রোজগারী' ছেলে।]

রোজনামচা, রোজনামা — দৈনন্দিন বিবরণ, দিনলিপি, ডায়েরি। [ফা.]

রোজা — সাপ বা ভূতের ওঝা, মন্ত্র-চিকিৎসক। [সং. উপাধ্যায়।]

রোজা — (মুসলমান ধর্মে) সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসের ব্রত [ফা.] **রোজা রাখা** — রোজা পালন করা।

রোটিকা — রুটি। [সং.]
রোড — রাস্তা। বড় রাস্তা। [ই. road.] **রোড সেস** — রাস্তার জন্য দেয় কর, পথকর। [ই. road-cess.]
রোতো, রোথো — বাজে, গুঁছা, রদ্দী।
রোদ — সূর্যের আলো, রৌদ্র। [সং. রৌদ্র।] **রোদ পোয়ানো, রোদ পোহানো** — রোদে বসিয়া রোদ উপভোগ করা।
রোঁদ — নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরিয়া পাহারা। [ই. round.]
রোদন — কান্না, ক্রন্দন। [সং.]
রোদ্ধা — যে রোধ করে, রোধকারী। [সং. রোদ্ধৃ।]
রোধ — রুদ্ধ করণ। রুদ্ধ অবস্থা। বাধা-দান, প্রতিরোধ। [ঃ গতি 'রোধ' করা।] আটক, অবরোধ। [ঃ কণ্ঠ-'রোধ'।] [সং.] **রোধক** — যাহা রোধ করে, রোধকারী। যাহাতে দাস্ত বন্ধ করে। **রোধন** — রোধ করণ।
রোধঃ — তীর, কূল। [সং. রোধস্।]
রোধা — ক্রি. (কবিতায়) রোধ করা।
রোধী — রোধকারী। [সং. রোধিন্।] স্ত্রী. — **রোধিনী।**
রোপণ — গাছ লাগানো, রোয়া। [সং.]
রোপা — ক্রি. রোপণ করা। ণ. **রোপিত** — রোপণ করা হইয়াছে এমন।
রোবাইয়াত্ — ('রুবাইয়াত্' দেখ।)
রোম — লোম, চুল। রোঁয়া। [সং. রোমন্।] **রোমকূপ** — ('লোমকূপ' দেখ।) **রোমশ** — ('লোমশ' দেখ।) **রোমহর্ষ, রোমহর্ষণ** — ভয় আনন্দ ইত্যাদির আতিশয্যে শিহরণ যাহাতে গায়ের চুল খাড়া হইয়া উঠে, রোমাঞ্চ। **রোমহর্ষক** — ণ. ভয়ে গায়ের চুল খাড়া হইয়া উঠে এমন, রোমাঞ্চকর।
রোম — ইতালী দেশের রাজধানী ও প্রধান নগর। [ই. Rome.] **রোমক** — রোমের অধিবাসী। রোম সংক্রান্ত।
রোমন্থন — ভুক্তদ্রব্যকে উগরাইয়া পুনরায় চর্বণ, জাবর কাটা, চর্বিতচর্বণ। [সং.] **রোমন্থক** — রোমন্থনকারী।
রোমাঞ্চ — ('রোমহর্ষ' দেখ।) ণ. **রোমাঞ্চকর** — গায়ের চুল খাড়া হইয়া উঠে এমন ভীতিপ্রদ, রোমহর্ষক।
রোমান — ('রোমক' দেখ।)
রোমান্টিক — কল্পনাপ্রধান, বাস্তবতা-বিরোধী। রোমান্টিসিজ্ম্ সংক্রান্ত। [ই. romantic.] **রোমান্টিসিজ্ম্** — শিল্প-সাহিত্যে কল্পনাপ্রধান রচনারীতি এবং তৎসংক্রান্ত মতবাদ। [ই. romanticism.]
রোমান্স — কল্পনাপ্রধান প্রেমমূলক আখ্যান। কল্পনাপ্রধান প্রেম। [ঃ 'রোমান্স' করা।] [ই. romance.]
রোমোদ্গম — চুল গজানো আরম্ভ।
রোয়া — ('রুয়া' দেখ।)
রোঁয়া — মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর চুল। চুলের মতো সূক্ষ্ম জিনিস। [সং. রোমন্।]
রোয়াক — ঘরের সামনেকার উঁচু বারান্দা বা চাতাল, দাওয়া। [আ. রিবাক।]
রোয়াব — সম্ভ্রম উৎপাদনের জন্য আস্ফালন। [ঃ 'রোয়াব' দেখানো।]
রোরুদ্যমান — খুব কাঁদিতেছে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **রোরুদ্যমানা।**
রোল — চিৎকার, রব, শব্দ। [সং.]
রোলার — রাস্তা ইত্যাদি সমতল করিবার জন্য ব্যবহার্য গোলাকার ভারী জিনিস। [ই. roller.] **স্টীম রোলার** — বাষ্প-চালিত রোলার। [ই. steam-roller.]
রোশনগীর — আলোকসজ্জাকারী।
রোশনচৌকি — সানাই ইত্যাদির ঐকতান-বাদন।
রোশনাই — আলোক। আলোকসজ্জা।

[ফা. রোশনাই।]

রোষ — রাগ, ক্রোধ। [সং.] **রোষকষায়িত** — রাগে লাল। **রোষাগ্নি, রোষানল** — ক্রোধরূপ আগুন, ক্রোধানল।

রোস্ — সবুর কর্। **রোস, রোসো** — সবুর কর।

রোস্ট — ভাজা। [ঃ মুরগির 'রোস্ট'; ঃ পাঁউরুটির 'রোস্ট'।] [ই. roast.]

রোহ — আরোহণ। [সং.]

রোহিণী — নক্ষত্রের নাম। চন্দ্রপত্নী। বলরামের মা। [সং.]

রোহিত, **রোহিতক** — রুইমাছ। [সং.]

রোহিতাশ্ব — হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার পুত্র।

রোহী — যে আরোহণ করে, আরোহী। [সং. রোহিন্।] স্ত্রী. — **রোহিণী**।

রৌদ্র — বি. রোদ, সূর্যের আলো। ণ. প্রচণ্ড, ভয়ানক। রুদ্র সংক্রান্ত। [সং.] **রৌদ্রদগ্ধ** — রোদে পোড়া। **রৌদ্রপক্ক** — রোদে সিদ্ধ। **রৌদ্রসেবন** — রোদ উপভোগ করণ, রোদ পোহানো। **রৌদ্রোজ্জ্বল** — রোদে উজ্জ্বল, সূর্যালোকে ঝলকিত। স্ত্রী. — **রৌদ্রোজ্জ্বলা**।

রৌপ্য — রূপা, রজত। [সং.] **রৌপ্য-নির্মিত, রৌপ্যময়** — রূপা দিয়া তৈয়ারী। **রৌপ্যমুদ্রা** — রূপার তৈয়ারী মুদ্রা, টাকা আধুলি ইত্যাদি। **রৌপ্য-মূল্য** — দামরূপে দেয় রূপা বা টাকা। **রৌপ্যালংকার, রৌপ্যালঙ্কার** — রূপার গহনা।

রৌরব — নরকবিশেষ। [সং.]

র‍্যাক — জিনিসপত্র রাখিবার উপযোগী ফ্রেম। [ই. rack.]

র‍্যাকেট — টেনিস ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি খেলিবার ব্যাট। [ই. racket.]

র‍্যাপার — গায়ের চাদর, শীতের কাপড়। [ই. wrapper.]

ল — আইন। [ঃ 'ল' পড়ে।] [ই. law.]

লইয়া — কারণে। [ঃ জমি 'লইয়া' বিবাদ।] সম্পর্কে। [ঃ লেখা 'লইয়া' আলোচনা।] দ্বারা। [ঃ তরবারি 'লইয়া' যুদ্ধ।]

লওয়া — ক্রি. গ্রহণ করা, নেওয়া। [ঃ টাকা 'লওয়া'।] সেবন করা। [ঃ জোলাপ 'লওয়া'] ধারণ করা। [ঃ মাথায় 'লওয়া'।] অঙ্গে ধারণ করা। [ঃ 'টিকা' লওয়া।] সংগ্রহ করা। [ঃ খবর 'লওয়া'।] ক্রয় করা। অনুসরণ করা। [ঃ 'পথ' লওয়া।] উচ্চারণ করা। [ঃ ভগবানের নাম 'লওয়া'।] বোধ করা। ভাবা। [ঃ মনে 'লয়' না।] মনে করা, বিবেচনা করা। [ঃ দোষ 'লওয়া'।] করা। [ঃ যত্ন 'লওয়া'।] যাওয়া। [ঃ পিছু 'লওয়া'।] রাখা। [ঃ সঙ্গে টাকা 'লই' নাই।] ণ. গৃহীত। বি. গ্রহণ।

লওয়ানো — ক্রি. গ্রহণ করানো। অপরকে লইতে বাধ্য বা উৎসাহিত করা। বি. ও ণ. ঐ সকল অর্থে।

লংক্লথ — একরকম থাপী সাদা কাপড়। [ই. long-cloth.]

লক — ('লখ' দেখ।)

লক-আপ — হাজত। [ই. lock-up.]

লক-গেট — খাল ইত্যাদিতে জল বাহির করিবার বা বাহির হওয়া বন্ধ করিবার উপযোগী একরকম ব্যবস্থা। [ই. lock-gate.]

লকট, লকেট — একরকম ফল। [চীনা. লকাত্।]

লকলক — শিখা বা জিহ্বা ইত্যাদির পাতলা ভাব দৈর্ঘ্য ও দোলায়মানতা সূচক অনুকার। ণ. **লকলকে** — লক-

লক করে এমন, পাতলা দীর্ঘ ও দোলায়মান। [ঃ 'লকলকে' শিখা; ঃ ঃ 'লকলকে' জিব।]

লকুচ — মাদার গাছ ও তাহার ফল। [সং.]

লকেট — অলংকারের অংশ বিশেষ, হারের সহিত যুক্ত থাকে এমন কারুকার্য-করা চাকতি। [ই. locket.] ('লকট' দেখ।)

লক্কড় — ভাঙাচোরা টুকরা কাঠ বুঝাইতে 'লোহা' শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ লোহা-'লক্কড়'।] ণ. ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অকর্মণ্য। [ঃ 'লক্কড়' লোক।] [হি. লক্‌ড়ি।]

লক্কা — চওড়া-লেজওয়ালা এক জাতীয় পায়রা। চালিয়াত লোক। [আ.]

লক্ষ — লাখ, একশত হাজার। **লক্ষ লক্ষ** — অসংখ্য, অগণিত। **লক্ষপতি** — লাখ টাকার মালিক। খুব ধনী।

লক্ষণ — পরিচয়সূচক চিহ্ন। [ঃ জ্বরের 'লক্ষণ'।] আভাস। নিদর্শন। [সং.]

লক্ষণা — (অলংকার শাস্ত্রে) শব্দের মুখ্য অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থ প্রকাশের শক্তি। [সং.]

লক্ষণাক্রান্ত — লক্ষণযুক্ত।

লক্ষণীয় — ণ. লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত। লক্ষ্য করিতে হইবে এমন। [সং.]

লক্ষিত — ণ. দৃষ্ট, দেখা গিয়াছে এমন। [সং.]

লক্ষ্মণ — রামের বৈমাত্রেয় ভাই, দশরথ ও সুমিত্রার পুত্র। [সং.]

লক্ষ্মী — বি. ধনসম্পদের দেবী, বিষ্ণুর পত্নী। সম্পদ্, সৌভাগ্য। ণ. সুবোধ, শান্ত, ভালো। [ঃ 'লক্ষ্মী' ছেলে।] স্নেহসূচক সম্বোধন। [ঃ 'লক্ষ্মী' আমার।] [সং.] **লক্ষ্মীকান্ত** — লক্ষ্মীর স্বামী, বিষ্ণু। **লক্ষ্মীছাড়া** — ভাগ্যহীন, হতভাগ্য, নিজের হিতাহিত সম্পর্কে অমনোযোগী। গালি বিশেষ। **লক্ষ্মীবন্ত, লক্ষ্মীমন্ত** — সৌভাগ্যবান। ধনী। **লক্ষ্মীন্দ্র** — লক্ষ্মীর স্বামী, নারায়ণ।

লক্ষ্য — ণ. যাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এমন, যাহার প্রতি উদ্দেশ করা হইয়াছে এমন। [ঃ কাহাকেও 'লক্ষ্য' করিয়া বলা।] যাহা পাইবার বা আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন। [ঃ স্বাধীনতাই আমাদের 'লক্ষ্য'।] বি. লক্ষণীয় বিষয় বা বস্তু। নিশানা। [সং.] **লক্ষ্যচ্যুত** — আদর্শ বা উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত। স্ত্রী. — **লক্ষ্যচ্যুতা**। বি. — **লক্ষ্যচ্যুতি**। **লক্ষ্যবেধ, লক্ষ্যভেদ** — তীর ইত্যাদির দ্বারা লক্ষ্যকে বিদ্ধ করণ। [ঃ অর্জুনের 'লক্ষ্যবেধ'।] **লক্ষ্যভ্রষ্ট** — আদর্শ বা উদ্দেশ্য হইতে চ্যুত। স্ত্রী. — **লক্ষ্যভ্রষ্টা**। **লক্ষ্যস্থান** — উদ্দিষ্ট স্থান, লক্ষ্য করা হইয়াছে এমন বিষয় বা বস্তু। **লক্ষ্যহীন** — উদ্দেশ্যহীন। স্ত্রী. — **লক্ষ্যহীনা**। বি. — **লক্ষ্য-হীনতা**।

লখ — ঘুড়ি উড়াইবার জন্য একরকম রেশমী সুতা। [ফা. লখ্।]

লখাই, লখিন্দর — মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত চাঁদ সদাগরের পুত্র। [সং. লক্ষ্মীন্দ্র।]

লগন — (কবিতায় ও কথ্য প্রয়োগে) লগ্ন।

লগনসা — পূজা বিবাহ ইত্যাদির বহু লগ্ন আছে এমন সময়। [সং. লগ্নসময়।]

লগা — আঁকশি। নৌকা ঠেলিবার লম্বা বাঁশ ইত্যাদি। **লগি** — ছোট লগা।

লগুড় — মোটা ছোট লাঠি, কোঁতকা।

গদা। [সং.]

লগেজ — ('ল্যাগেজ' দেখ।)

লগ্ন — বি. (জ্যোতিষে) রাশির উদয়কাল। জ্যোতিষ অনুসারে নির্দিষ্ট শুভ সময়। সময়। [ঃ শুভ 'লগ্ন'।] [সং.] **লগ্নপত্র** — বিবাহের দিন ইত্যাদি স্থির করণ সংক্রান্ত পত্র ও অনুষ্ঠান। **লগ্নভ্রষ্ট** — শুভ বা উপযুক্ত সময় অতিবাহিত করিয়া ফেলিয়াছে বা হারাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **লগ্নভ্রষ্টা**।

লগ্ন — ণ. সংলগ্ন, যুক্ত। [ঃ কণ্ঠ-'লগ্ন' হইলেন।] [সং.] স্ত্রী. — **লগ্না**।

লগ্নি — সুদের কারবার।

লঘিমা — লঘুত্ব। যোগসাধনার ফলে প্রাপ্ত শক্তি যাহার দ্বারা নিজের দেহকে ইচ্ছামতো হাল্‌কা করা যায়। [সং. লঘিমন্।]

লঘিষ্ঠ — সর্বাপেক্ষা লঘু। ক্ষুদ্রতম। [ঃ 'লঘিষ্ঠ' সংখ্যা। [সং.] স্ত্রী. — **লঘিষ্ঠা**।

লঘীয়ান্ — অপেক্ষাকৃত হালকা। [সং. লঘীয়স্] স্ত্রী. — **লঘীয়সী**।

লঘু — ণ. হালকা, কম ভারী। কঠোর নহে এমন। [ঃ 'লঘু' দণ্ড।] অল্প। [ঃ 'লঘু' পাপ।] সহজে পাচ্য। [ঃ 'লঘু' পথ্য।] চিন্তাপূর্ণ নহে এমন। [ঃ 'লঘু' রচনা।] গম্ভীর নহে এমন। [ঃ 'লঘু' প্রকৃতি।] ছোট, কনিষ্ঠ। [ঃ 'লঘু'-গুরু জ্ঞান নাই।] গম্ভীর বা চিন্তাশীল নহে এমন। [ঃ 'লঘু'-চিত্ত।] সহজসাধ্য, সহজে করা যায় এমন। [ঃ 'লঘু'-পাক।] [সং.] বি. — **লঘুতা, লঘুত্ব**। **লঘু-চতুষ্পদী** — একরকম ছন্দ। **লঘুচিত্ত** — অস্থিরচিত্ত, যাহার মতির স্থিরতা নাই এমন। বি. — **লঘুচিত্ততা**।

লঘুপাক — সহজে হজম হয় এমন। [ঃ 'লঘুপাক' খাদ্য।] **লঘুকরণ** — (গণিতে) রাশির সরলতাসাধন বা সংক্ষেপ করণ।

লংকা, লঙ্কা — একরকম ঝাল ফল ও তাহার গাছ।

লঙ্কা — পুরাণোক্ত একটি দ্বীপ, রামায়ণে বর্ণিত রাবণের পুরী, (প্রচলিত মতে) বর্তমান সিংহল। [সং.] **লঙ্কাকাণ্ড** — রামায়ণে বর্ণিত হনুমান কর্তৃক লংকা দাহ করিবার কাহিনী। ঐরূপ ভীষণ ধ্বংসকাণ্ড। তুমুল বিবাদ, কোলাহলপূর্ণ কলহ।

লঙ্গ — (কথ্য ও গ্রাম্য প্রয়োগ) লবঙ্গ।

লঙ্গ — খোঁড়া, খঞ্জ। [ঃ তৈমুর 'লঙ্গ'।]

লঙ্গরখানা — বিনামূল্যে অন্নবিতরণের স্থান, অন্নসত্র। [ফা. লঙ্গরখানহ্।]

লঙ্ঘন — বি. পালন না করণ। [ঃ নিয়ম 'লঙ্ঘন'।] ডিঙানো, লাফাইয়া অতিক্রম। [ঃ সাগর-'লঙ্ঘন'।] উপবাস। [সং.] ণ. **লঙ্ঘনীয়** — লঙ্ঘন করা যায় বা উচিত এমন।

লঙ্ঘা — ক্রি. (কবিতায়) লঙ্ঘন করা।

লঙ্ঘানো — ক্রি. অতিক্রম করা, পার হওয়া।

লঙ্ঘিত — ণ. লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন। [সং.]

লঙ্ঘ্য — লঙ্ঘনীয়। [সং.]

লছমা — লছমী। বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহের পত্নী।

লছমী — লক্ষ্মী। [সং. লক্ষ্মী।]

লজ — বাসা, থাকা-খাওয়ার জায়গা। [ই. lodge.]

লজিক — যুক্তি। যুক্তিবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র। [ই. logic.]

লজেঞ্চুস, লজেন্স — চিনি দিয়া তৈয়ারী

চুসিয়া খাইবার উপযোগী একরকম জিনিস। [ই. lozenge.]

লজ্জড—(কবিতায়) লজ্জারুণ অংগশ্রী। [সং. লজ্জা।]

লজ্জা — বি. সংকোচ কুণ্ঠা বা অপরাধ-বোধ সূচক ভাব, লাজ, শরম। সংকোচবোধ। [: 'লজ্জা' করা।] পরিহাস ইত্যাদির ফলে সংকোচ ভাব। [: 'লজ্জা' দেওয়া।] **লজ্জাকর, লজ্জাজনক** — লজ্জিত হইবার উপযুক্ত মন্দ। [: 'লজ্জাকর' ব্যাপার।] **লজ্জা-জনিত** — লজ্জার ফলে হইয়াছে এমন। **লজ্জানত** — লজ্জায় অবনত। লজ্জায় বিনীত। স্ত্রী. — **লজ্জানতা**। **লজ্জানম্র** — লজ্জানত। **লজ্জাবতী** — স্ত্রী. ণ. লজ্জা আছে এমন। বি. একরকম লতা যাহার পাতাগুলি ছুঁইলেই গুটাইয়া যায়। **লজ্জাবনত** — লজ্জায় নত। লজ্জায় হেঁট। স্ত্রী. — **লজ্জাবনতা**। **লজ্জারুণ** — লজ্জায় রাঙা। **লজ্জাশীল** — যে সহজে লজ্জা পায়, লাজুক। স্ত্রী. — **লজ্জাশীলা**। **লজ্জাস্থান** — দেহের লজ্জাজনক অংশ, লিংগ, যোনি। **লজ্জাহীন** — যাহার লজ্জা বা সংকোচবোধ নাই, নির্লজ্জ। স্ত্রী. — **লজ্জাহীনা**। বি. — **লজ্জাহীনতা**।

লজ্জিত — ণ. লজ্জা পাইয়াছে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **লজ্জিতা**।

লজ্ঝড় — অকর্মণ্য, অকেজো।

লঞ্চ — ছোট জাহাজ। [ই. launch.]

লণ্ড — ('লাণ্ড' দেখ।)

লট — একত্র অনেকগুলি। [: এক 'লটে' কেনা।] [ই. lot.]

লটকান — একরকম গাছ ও তাহার লাল রঙের ফল। ণ. **লটকানে** — লটকান ফলের মতো লাল। [: 'লটকানে' শাড়ি।]

লটকানো — ক্রি. টাঙানো, ঝুলানো। ণ. ঝুলানো হইয়াছে এমন। বি. ঝোলানো, লম্বিত করণ।

লটপট — লুটাইবার বা ঝুলিবার ভাব সূচক অনুকার। [: শাড়ি 'লটপট' করা।] ণ. **লটপটে** — লটপট করে এমন।

লটবহর — সংগের নানারকমের অনেক জিনিস, সংগের মালপত্র।

লটারি — সুরতি খেলা, পুরস্কার ইত্যাদি বিতরণ সংক্রান্ত ভাগ্যপরীক্ষা। [: 'লটারি' করা।] । ই. lottery.]

লড়নেওয়ালা — (ব্যংগে) যে লড়াই করে, যোদ্ধা। পালোয়ান। [হি.]

লড়া — ক্রি. লড়াই করা, যুদ্ধ করা। **লড়াই** — বি. যুদ্ধ। **লড়াকু** — ণ. যে বা যাহা যুদ্ধ করে, জংগী। [: 'লড়াকু' বিমান।] **লড়ানো** — ক্রি. লড়াই করানো, লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করা। [: মুরগি 'লড়ানো'।] ণ. **লড়ায়ে, লড়িয়ে** — লড়াই করিতে ভালো-বাসে এমন। ভালো লড়াই করিতে পারে এমন। **লড়ালড়ি** — পরস্পর লড়াই।

লড্ডু, লড্ডুক — লাড়ু। [সং.]

লণ্ঠন — সংগে লইবার উপযোগী কাচের আবরণ দেওয়া একরকম দীপ। [ই. lantern.] **ম্যাজিক লণ্ঠন** — ছায়াচিত্র প্রদর্শনের একরকম যন্ত্র।

লণ্ডভণ্ড — বিশৃংখলা ঘটানো হইয়াছে এমন, বিপর্যস্ত, তচনচ।

লতা — বিনা আশ্রয়ে খাড়া হইয়া উঠিতে পারে না এমন উদ্ভিদ্। লতার মতো দেখিতে বা লতার মতো

বিস্তারলাভ করে এমন কোনও বস্তু। [ঃ বিদ্যুৎ-'লতা'; ঃ বংশ-'লতা'।] [সং.] **লতাগৃহ** — লতায় ছাওয়া ঘর, কুঞ্জ। **লতাবিতান, লতামণ্ডপ** — লতায় ছাওয়া চত্বর, কুঞ্জ।

লতানে — ণ. লতার মতো, লতাইয়া চলে এমন।

লতানো — ক্রি. লতার মতো বিস্তার লাভ করা। ণ. লতার মতো বিস্তৃত। বি. ঐরূপ বিস্তার।

লতায়িত — ণ. লতার মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তৃত।

লতি — কানের নিচের দিকের নরম মাংস।

লতিকা — লতা। ছোট লতা। [সং.]

লন — ঘাসে ঢাকা উঠান বা ছোট মাঠ। [ই. lawn.]

লপটানো — ক্রি. জড়িত বা লিপ্ত হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া। ণ. জড়িত বা লিপ্ত হইয়াছে এমন। বি. জড়িত বা লিপ্ত ভাব।

লপসি — ময়দা ইত্যাদির মণ্ড বা ঐরূপ তরল খাদ্য। [সং. লপ্সিকা।]

লপেটা — একরকম হালকা নাগরা জুতা।

লপ্ত — লাগাও, সংযুক্ত ভাব। [ঃ এক-'লপ্তে' পাঁচ বিঘা।]

লপ্সিকা — হালুয়া।

লব — রামের পুত্র, কুশের যমজ ভাই। (গণিতে) বিভাজ্য অঙ্ক। অত্যল্প অংশ। [সং.]

লবঙ্গ — একরকম গাছের সুগন্ধ শুষ্ক ফুল যাহা মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। [সং.] **লবঙ্গলতা** — একরকম লতা ও তাহার সুগন্ধ ফুল। **লবঙ্গলতিকা** — একরকম মিষ্টান্ন।

লবজ — বাক্য, বুলি। [ফা. লব্‌জ্‌।]

লবডঙ্কা — কিছুই-না, ফাঁকি। [ঃ দেবে 'লবডঙ্কা'।]

লবণ — নুন, নিমক। ঐ জাতীয় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। [সং.] **লবণপোড়া**—অতিরিক্ত লবণ মিশানোর ফলে তিক্তস্বাদ।

লবণচুষ — ('লজেঞ্চুস' দেখ।)

লবণাক্ত—ণ. লবণমিশ্রিত, লোনা। [সং.]

লবণাম্বু — লবণাক্ত জল। [সং.] **লবণাম্বুধি, লবণাম্বুরাশি** — সমুদ্র। [সং.]

লবি — আইনসভার পার্শ্ববর্তী হল বা কামরা যেখানে কৌতূহলী জনসাধারণ যাতায়াত করে। [ই. lobby.] **লবি মহল** — লবিতে ঘোরাফেরা করে এমন লোকজন, আইনসভা সম্পর্কে যাহারা খোঁজখবর রাখে।

লবেজান — ওষ্ঠাগত-প্রাণ, মুমূর্ষু, মরমর। [ঃ বিবিজান চলে যান 'লবেজান' ক'রে।] [ফা. লব্‌-ই-জান্‌।]

লব্ধ — ণ. লাভ করা হইয়াছে এমন, প্রাপ্ত। [সং.] স্ত্রী. — **লব্ধা**। **লব্ধকাম** — যাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে এমন। **লব্ধপ্রতিষ্ঠ** প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এমন, বিখ্যাত [ঃ 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ' লেখক।]

লভ্য — যাহা লাভ করা যাইবে এমন প্রাপ্য, লাভের উপযুক্ত। [সং.] স্ত্রী. — **লভ্যা**। **লভ্যাংশ** — প্রাপ্য অংশ। লাভের অংশ।

লম্প — কেরোসিনের একরকম বাতি ডিবা। [ই. lamp.]

লম্পট — দুশ্চরিত্র, কামুক। [সং.]

লম্ফ — লাফ, উল্লম্ফন। [সং.]

লম্ফঝম্ফ — লাফালাফি। আস্ফালন। **লম্ফদান, লম্ফন, লম্ফপ্রদান** — লাফ দেওয়া, লাফানো।

লম্ব — ণ. দোলায়মান, লম্বিত। দীর্ঘ। [ঃ 'লম্ব'-কর্ণ।] খাড়া, উপরের দিকে সোজা। বি. (জ্যামিতিতে) সমকোণে অবস্থিত রেখা। **লম্বকর্ণ** —যাহার কান লম্বা এমন। **লম্বমান** — যাহা ঝুলিতেছে এমন, লম্বিত।

লম্বা — ণ. দীর্ঘ। [ঃ এক হাত 'লম্বা'; ঃ 'লম্বা' চেহারা।] প্রসারিত, বিস্তৃত। [ঃ 'লম্বা' ক'রে রাখা; ঃ 'লম্বা' ফর্দ।] আস্ফালনপূর্ণ। [ঃ 'লম্বা' কথা।] বি. দৈর্ঘ্যের দিক। [ঃ 'লম্বায়' তিন হাত।] **লম্বা দেওয়া** — দৌড় দেওয়া। **লম্বা হওয়া** — (ব্যঙ্গে) শয়ন করা, শোয়া। **লম্বাই** — লম্বার দিক। দৈর্ঘ্য। **লম্বাচওড়া** — ণ. লম্বা ও মোটাসোটা। [ঃ 'লম্বাচওড়া' চেহারা।] দম্ভপূর্ণ, আস্ফালনসূচক। [ঃ 'লম্বাচওড়া' কথা।] **লম্বাটে** — ঈষৎ লম্বা। [ঃ 'লম্বাটে' মুখ।] **লম্বালম্বি** — দৈর্ঘ্যের দিকে, লম্বার দিকে। [ঃ 'লম্বালম্বি' কাটা।]

লম্বিত — ণ. ঝুলিতেছে এমন, দোলায়মান। [সং.]

লম্বোদর — ণ. ভুঁড়িওয়ালা, পেট-মোটা। বি. গণেশ। [সং.]

লয় -- বৃহৎ সত্তার সহিত অস্তিত্বহীন-ভাবে মিলন, বিলীন অবস্থা। [ঃ ব্রহ্মে 'লয়' পাওয়া।] ধ্বংস, বিনাশ। প্রলয়। (সংগীতে) বাদ্য নৃত্য গীত ইত্যাদির পরস্পর সঙ্গতি। তালের নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণ। [ঃ দ্রুত 'লয়'; ঃ বিলম্বিত 'লয়'।] [সং.] **লয়প্রাপ্ত** — লয় পাইয়াছে এমন, বিলীন। বি. — **লয়প্রাপ্তি।**

লরি — মাল বহিবার উপযোগী ছাদ-হীন মোটরগাড়ি। [ই. lorry.]

ললনা — নারী। স্ত্রী। [সং.]

ললন্তিকা — নাভি পর্যন্ত দোলানো একরকম হার।

ললাট — কপাল। [ঃ প্রশস্ত 'ললাট'।] ভাগ্য। [ঃ 'ললাটে' যা ছিল।] [সং.] **ললাটলিখন** — নিয়মিত বিধান, বিধিলিপি। **ললাটিকা** — তিলক।

ললাম — অলংকার, ভূষণ। তিলক। [সং.] **ললামভূত** — অলংকারে পরিণত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ললামভূতা।**

ললিত — ণ. সুন্দর, মনোজ্ঞ, চারু। বি. স্ত্রীনৃত্য, লাস্য। (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ। **ললিতকলা** — চারু-কলা, সাহিত্য সংগীত চিত্রণ ইত্যাদি শিল্প। স্ত্রী. **ললিতা** — ণ. সুন্দরী, মনোজ্ঞা। বি. রাধিকার এক সখী। **ললিতে** — (সম্বোধনে) ললিতা।

লশকর, লস্কর — সৈন্য, ফৌজ। নৌসৈন্য। জাহাজের খালাসী। [ফা.]

লসিকা — জীবদেহের বর্ণহীন বা ঈষৎ হলদে একরকম রস, lymph.

লস্কর — ('লশকর' দেখ।)

লহ — (কবিতায়) লও, গ্রহণ কর।

লহনা — প্রাপ্য, লভ্য। চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ধনপতি সওদাগরের প্রথমা স্ত্রী।

লহমা — মুহূর্ত, অত্যল্প সময়। [ঃ এক 'লহমার' জন্য।] [আ. লহমহ্।]

লহর — স্রোত। তরঙ্গ। হারের স্তবক, নর। [সং. লহরী।]

লহরি, লহরী — তরঙ্গ, ঢেউ। [সং.]

লহু — (প্রাচীন কবিতায়) রক্ত। [সং. লোহিত।]

লহু লহু — (প্রাচীন কবিতায়) লঘু লঘু, মৃদু মৃদু। [ঃ বচনক চাতুরী 'লহু লহু' হাস।] [সং. লঘু।]

লা — (মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে) রে। [ঃ কি বলবি 'লা'?] [সং. হলা।]

লা — লাক্ষা, গালা। [সং. লাক্ষা।]

লা — (প্রাচীন কবিতায়) নৌকা।

লাইট — আলো। বৈদ্যুতিক আলো। [ই. light.] **লাইট হাউস**—জাহাজের পথের সংকেত দেওয়ার জন্য নির্মিত আলোক স্তম্ভ, বাতিঘর।

লাইন — রেখা। [ঃ 'লাইন' টানা।] সারি। [ঃ 'লাইন' ক'রে দাঁড়াও।] রাস্তা, পথ। [ঃ রেল-'লাইন'।] লম্বা তার। [ঃ টেলিফোনের 'লাইন'।] কবিতার কলি। [ঃ এক 'লাইন' কবিতা।] মুদ্রিত পুস্তক ইত্যাদিতে পাশাপাশি সজ্জিত অক্ষরের সারি। [ঃ এক পৃষ্ঠায় পঁচিশ 'লাইন' আছে।] বিশেষ ধরনের কাজ বা পেশা। [ঃ এ 'লাইনে' কত দিন আছেন?] [ই. line.]

লাইনিং — কোট ইত্যাদির ভিতরের কাপড়, অস্তর। [ই. lining.]

লাইফবেল্ট — জাহাজডুবি ইত্যাদির সময়ে জলে সহজে ভাসিয়া থাকিবার জন্য ব্যবহার্য ফাঁপা হাওয়াভরা চাকার মতো জিনিস। [ই. life-belt.]

লাইফবোট — ডুবন্ত জাহাজ ইত্যাদি হইতে লোক উদ্ধারের জন্য ব্যবহার্য ছোট দ্রুতগামী নৌকা। [ই. life-boat.]

লাইব্রেরি—পাঠাগার। প্রকাশালয়, বইয়ের দোকান। [ই. library.] **লাইব্রেরিয়ান** — পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [ই. librarian.]

লাইসেন্স — সরকারী অনুমতিপত্র। [ই. licence.]

লাউ — একরকম লতানে গাছ ও তাহার ফল, অলাবু, কদু। [সং. অলাবু।]

লাউডস্পীকার — শব্দের শক্তি বা ব্যাপকতা বাড়ায় এমন একরকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র। [ই. loud-speaker.]

লাক্ষণিক, লাক্ষণ্য — লক্ষণ সংক্রান্ত। [সং.]

লাক্ষা — গালা, জতু, লা। [সং.] **লাক্ষারস** — লাক্ষাজাত রং, আলতা।

লাখ — লক্ষ, একশত হাজার। [সং লক্ষ।] **লাখপতি** — বি. লাখ টাকার মালিক, ধনী ব্যক্তি। ণ. অত্যন্ত ধনী।

লাখেরাজ — ণ. যাহার খাজনা দিতে হয় না এমন, নিষ্কর। [ঃ 'লাখেরাজ' জমি।] বি. নিষ্কর জমি। [আ. লা-খিরাজ।]

লাগ — নৈকট্য। স্পর্শ। সন্ধান। নাগাল। ণ. **লাগসই** — ঠিক মানায় এমন, উপযুক্ত। [ঃ শব্দটি বড় 'লাগসই' হয়েছে।]

লাগা — ক্রি. সংলগ্ন হওয়া, যুক্ত হওয়া, লিপ্ত হওয়া। [ঃ আঠা 'লাগা'; ঃ টিকিট 'লাগা'; ঃ রং 'লাগা'।] ক্রমাগত করা। [ঃ কাঁদতে 'লাগল'।] প্রয়োজন হওয়া। [ঃ টাকা 'লাগবে'; ঃ সময় 'লাগবে'।] ঠেকা, স্পর্শ করা। [গায়ে গা 'লাগা'।] আঘাত পাওয়া। [ঃ কোথায় 'লেগেছে'? ঃ মনে বড় 'লেগেছে'।] যন্ত্রণা পাওয়া। [ঃ বড় 'লেগেছে'।] ব্যাপকভাবে ঘটা। [ঃ মড়ক 'লাগা'।] গায়ে আসিয়া পড়া। [ঃ রোদ 'লাগা'; ঃ ঠাণ্ডা 'লাগা'; ঃ হাওয়া

'লাগা'।] আটকানো। [ঃ গলায় 'লাগা'।] অনুভব করা। [ঃ ক্ষুধা 'লেগেছে'।] নিযুক্ত হওয়া, বড় হওয়া। [ঃ কাজে 'লাগা'।] পরিত্যাগ না করা। [ঃ 'লেগে' থাকা।] উপযুক্ত বা মাপ-মতো হওয়া। [ঃ জামাটা গায়ে 'লাগে' না; ঃ তালায় চাবি 'লাগে' না।] তীরে ভিড়া। [ঃ এখানে নৌকা 'লাগবে'।] প্রযুক্ত হওয়া। [ঃ মন 'লাগে' না।] তুলনায় যোগ্য হওয়া। [ঃ এর কাছে 'লাগে' না।] বোধ করা, মনে হওয়া। [ঃ ভালো 'লাগা'।] স্বাদ পাওয়া। [ঃ মিষ্টি 'লাগা'।] **আগুন লাগা** — আগুন ধরা। অগ্নিকাণ্ড ঘটা। **উঠিয়া পড়িয়া লাগা, উঠে পড়ে লাগা** — জড়তা বা আলস্য ত্যাগ করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। **চমক লাগা** — চমকিত বা বিস্মিত হওয়া। **চোখ লাগা** — অশুভ দৃষ্টি পড়া, নজর লাগা। **ঠাণ্ডা লাগা** — সর্দি হওয়া। **তাক লাগা** — বিস্ময়বিমূঢ় হওয়া। **তালা লাগা** — শ্রবণশক্তি সাময়িকভাবে লোপ পাওয়া। **দাঁতে দাঁত লাগা** — অত্যন্ত শীত অনুভব করা। **নজর লাগা** — ('চোখ লাগা' দেখ।) **পিছনে লাগা** — অপরের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা। **বিষম লাগা** —খাদ্যের ক্ষুদ্র কণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করায় কাশিতে থাকা। **ভেলকি লাগা** — হতবুদ্ধি হওয়া। **মন লাগা** — মনোনিবেশ হওয়া। **মনে লাগা** — ব্যথা পাওয়া। পছন্দসই হওয়া।

লাগাও — ণ. সংলগ্ন, পাশাপাশি। [ঃ 'লাগাও' জমি।]

লাগাড় — ('নাগাড়' দেখ।)

লাগানি — অসাক্ষাতে নিন্দা, চুকলি। ণ. **লাগানী** — অসাক্ষাতে অপরের নিন্দা করে এমন (মেয়ে)।

লাগানো — ক্রি. সংলগ্ন করা, যুক্ত করা, লিপ্ত করা। [ঃ 'টিকিট' লাগানো।] স্পর্শ করানো, ঠেকানো। [ঃ গায়ে গা 'লাগানো'।] দেহে বা অপর কিছুতে লাগিতে দেওয়া। [ঃ 'রোদ' লাগানো।] প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত করা। [ঃ কাজে 'লাগানো'।] ব্যয় করা। [ঃ অনেক টাকা 'লাগানো'।] রোপণ করা। [ঃ গাছ 'লাগানো'।] বাধানো, ঘটানো। [ঃ যুদ্ধ 'লাগানো'।] ভিড়ানো [ঃ পাড়ে নৌকা 'লাগানো'।] অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, চুকলি কাটা। প্রয়োগ করা। [ঃ মন 'লাগানো'।] **আগুন লাগানো** — অগ্নিসংযোগ করা। **ঘুম লাগানো** — (ব্যঙ্গ) ঘুমাইতে শুরু করা। ঘুমাইতে থাকা। **তাক লাগানো** — বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করা। চমৎকৃত করা। **তালা লাগানো** — তালা বন্ধ করা। শব্দের চোটে সাময়িকভাবে শ্রবণশক্তি লোপ করা। **নজর লাগানো** — অশুভ বা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিপাত করা। **প্যাঁচ লাগানো** — ঘুড়ি কাটিবার জন্য সুতায় সুতা জড়ানো। **ভেলকি লাগানো** — হতবুদ্ধি করা।

লাগাম — ঘোড়ার মুখের রাশ, বল্গা। [ফা. লাগাম্।]

লাগি', লাগিয়া — (কবিতায়) জন্য। [ঃ সুখের 'লাগিয়া'।]

লাগেজ — যাত্রীর সঙ্গের মালপত্র। [ই. luggage.] **লাগেজ করা** — মাশুল দিয়া মালপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

লাঘব — হালকা ভাব, লঘুত্ব। অল্পতা, হ্রাস। [ঃ শ্রমের 'লাঘব'।]

লাঙল, লাঙ্গল — মাটি চষিবার যন্ত্র, হাল। [সং.] **লাঙল করা, লাঙল চষা** — লাঙল দিয়া ভূমি কর্ষণ করা।

লাঙ্গুল — পশুর লেজ। [সং.]

লাচাড়ী — একরকম ত্রিপদী ছন্দ।

লাজ — খই। [ঃ 'লাজ'-বর্ষণ।] [সং.]

লাজ — লজ্জা, শরম। [সং. লজ্জা।] গ. **লাজুক** — সহজে লজ্জা পায় এমন, সহজে অপরের সহিত মেলামেশা করিতে পারে না এমন, লজ্জাশীল। বি. — **লাজুকতা**।

লাঞ্চ — প্রাতরাশ ও দিনের প্রধান আহারের মধ্যবর্তী অল্প আহার। [ঃ সাহেব 'লাঞ্চে' গেছেন।] [ই. lunch.] **লাঞ্চ করা** — ঐরূপ আহার করা।

লাঞ্ছন — চিহ্ন, দাগ। [ঃ ভৃগু-পদ-'লাঞ্ছন'।] ধ্বজ, পতাকা। কলঙ্ক। [সং.]

লাঞ্ছনা — দুঃসহ অপমান, নিগ্রহ। [সং.] গ. **লাঞ্ছিত** — অপমানিত, নিগৃহীত। কলঙ্কিত। চিহ্নিত। স্ত্রী. — **লাঞ্ছিতা**।

লাট — দক্ষিণ গুজরাটের প্রাচীন নাম।

লাট — স্তম্ভ। [ঃ অশোকের 'লাট'।] [হি. লাঠ্।]

লাট — পাট-ভাঙা, চটকানো, নষ্ট। [ঃ কাপড়-জামা 'লাট' ক'রে দিয়েছে।] [সং. নষ্ট।] **লাট খাওয়া** — ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়া, পতনোন্মুখ হওয়া।

লাট — নিলামে একসঙ্গে বিক্রেয় দ্রব্যের সমষ্টি। জমিদারির অংশ। [ই. lot.] **লাটে উঠা** — নিলামে ওঠা।

লাট — বৃটিশ আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা। [ই. lord.] **জঙ্গী লাট** — সামরিক শাসনকর্তা। সেনাপতি। **বড় লাট** — বৃটিশ আমলের প্রধান শাসনকর্তা, গভর্নর-জেনারেল।

লাটাই — ('নাটাই' দেখ।)

লাটিম, লাট্টু — কাঠের একরকম খেলনা যাহা সুতা দিয়া ঘুরানো যায়।

লাঠালাঠি — লাঠি দিয়া মারামারি।

লাঠি — যষ্টি, বাঁশের বা কাঠের দণ্ড, মোটা ছড়ি। [সং. যষ্টি।] **লাঠিখেলা** — লাঠি চালাইবার কলাকৌশল। **লাঠিপেটা** — লাঠির দ্বারা প্রহৃত। **লাঠিয়াল, লেঠেল** — লাঠি চালনায় পটু ব্যক্তি। **লাঠ্যৌষধি** — লাঠির দ্বারা প্রহাররূপ ঔষধ।

লাড়ু — ('নাড়ু' দেখ।)

লাতিন — ('ল্যাটিন' দেখ।)

লাথ, লাথি — মারিবার উদ্দেশ্যে উদ্যত পা। [ঃ 'লাথি' মারা; ঃ 'লাথি' দেখানো।]

লাদ — জন্তুর বিষ্ঠা।

লাদা — ক্রি. বোঝাই করা। বি. **লাদাই** — বোঝাই।

লাফ — লম্ফ। [ঃ 'লাফ' দেওয়া; ঃ 'লাফ' মারা।] [সং. লম্ফ।] **লাফালাফি** — বার বার লম্ফপ্রদান। অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ। লম্ফঝম্ফ, আস্ফালন।

লাফরা — ('লাবড়া' দেখ।)

লাফানো — ক্রি. লাফ দেওয়া।

লাবড়া — লাউ ইত্যাদি নানা সবজির মিশ্রণে তৈয়ারী ব্যঞ্জন, ঘণ্ট।

লাবণিক — গ. লবণ সংক্রান্ত। [সং.]

লাবণ্য — কান্তি, সৌন্দর্য, লালিত্য। [সং.] **লাবণ্যবতী** — গ. স্ত্রী. যাহার লাবণ্য আছে। **লাবণ্যময়** — লাবণ্যে পূর্ণ, কান্তিময়। স্ত্রী. — **লাবণ্যময়ী**। **লাবণ্যহীন** — গ. লালিত্যহীন।

লাবনি — (প্রাচীন কবিতায়) সৌন্দর্য, রূপ, লাবণ্য। [সং. লাবণ্য।]

লাভ — প্রাপ্তি, পাওয়া। [ঃ পুত্র-'লাভ';] উপকার, উপযোগিতা। [ঃ ওখানে গিয়ে 'লাভ' কি?] ব্যবসায়ে খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, মুনাফা। [ঃ হাজার টাকা 'লাভ'

হয়েছে।] [সং.] **লাভজনক** — যাহাতে লাভ হয় বা হইবে এমন।

লামা — তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ যাজক। [তিব্বতী ল্লামা।] **দালাই লামা** — তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরু।

লাম্পট্য — লম্পটের কাজ বা স্বভাব, ব্যভিচারিতা, কামুকতা। [সং.]

লায়েক — ণ. সাবালক। সমর্থ, কাজের উপযুক্ত। [আ. লায়ক।]

লাল — ('লালা' দেখ।)

লাল — রক্তবর্ণ। [ঃ 'লাল' ফুল।] [ফা.]

লাল — প্রিয় পুত্র, প্রিয় বালক। নামের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ হীরা-'লাল'; ঃ নন্দ-'লাল'।] [হি.]

লালচে — ঈষৎ লাল।

লালন — সযত্নে পালন; সযত্নে পোষণ। **লালন-পালন** — প্রতিপালন, খাদ্য-বস্ত্রাদি দিয়া সযত্নে রক্ষণ।

লালনী — লালন সংক্রান্ত। [ঃ শিশু-'লালনী' গ্রন্থমালা।]

লালস — ণ, লোলুপ। কামাতুর। [ঃ 'লালস' চক্ষে।] [সং.]

লালসা — লোভ, লিপ্সা। উগ্র কামনা। [সং.]

লালা — মুখ হইতে নিঃসৃত জলের মতো পদার্থ, লাল। [সং.] ণ. **লালায়িত** — (লালাযুক্ত) অতিশয় লোলুপ। স্ত্রী. — **লালায়িতা।**

লালা — পশ্চিমা সম্ভ্রান্ত কায়স্থের উপাধি।

লালিত — ণ. সযত্নে পালিত। স্ত্রী. — **লালিতা।**

লালিত্য — মাধুর্য, সৌন্দর্য। [ঃ ভাষার 'লালিত্য'; ঃ দেহের 'লালিত্য'।]

লালিমা — লাল ভাব, রক্তিমা।

লাশ — শব, মড়া, মৃতদেহ। [ফা. লাশ্।]

লাস, লাস্য — স্ত্রীলোকের নৃত্য। [ঃ হাস্যে-'লাস্যে'।] [সং.] **লাস্যময়ী** — নৃত্যময়ী। লীলায়িত ভাবভঙ্গিযুক্ত।

লিকলিক — দীর্ঘ ও সরু ভাব সূচক অনুকার। [ঃ 'লিকলিক' করা।] ণ. **লিকলিকে** — সরু ও লম্বা। [ঃ 'লিকলিকে' চেহারা।]

লিকার—চা-পাতার ক্বাথ। [ই. liquor.]

লিকি — উকুনের ডিম বা বাচ্চা। [সং. লিক্ষা।]

লিখন — লিপি, লিখিত বিষয়, লেখা। [ঃ বিধির 'লিখন'; ঃ 'লিখন'-প্রণালী।] [সং.]

লিখা — ক্রি. লিপিবদ্ধ করা, অক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করা। [ঃ চিঠি 'লিখছি'।] রচনা করা। [ঃ কবিতা 'লিখা'; ঃ বই 'লিখছি'।] চিঠি দেওয়া। [ঃ কাল তাকে 'লিখব'।] ণ. লিখিত।

লিখানো — ক্রি, লিপিবদ্ধ করানো। ণ. লিপিবদ্ধ করানো হইয়াছে এমন।

লিখিত — লেখা হইয়াছে এমন, লিপি-বদ্ধ। রচিত, প্রণীত। [সং.]

লিখিতব্য — লেখার যোগ্য। লিখিতে হইবে এমন।

লিখিয়ে — ণ. লিখিতে পটু। বি. লিখিতে পটু ব্যক্তি।

লিঙ্গ — পুরুষের জননেন্দ্রিয়। একরকম শিবমূর্তি। [ঃ 'লিঙ্গ'-পূজা।] (ব্যাকরণে) শব্দের পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব ভাবসূচক বিভাগ। [সং.] **লিঙ্গদেহ, লিঙ্গশরীর** — (দর্শনে) সূক্ষ্ম শরীর।

লিঙ্গায়েত — একরকম শৈব সম্প্রদায় যাহারা শিবলিঙ্গের উপাসনা করে।

লিজ — ইজারা, খাজনায় ব্যবহারের জন্য দীর্ঘকালীন বন্দোবস্ত। [ই. lease.]

লিচু — একরকম সুপরিচিত ফল। [চীনা লি চি।]

লিডার — সম্পাদকীয় প্রধান প্রবন্ধ। [ঃ 'লিডার' লেখা।] নেতা। [ই. leader.]

লিথো — (সংক্ষেপে) লিথোগ্রাফি বা লিথোগ্রাফ। **লিথোগ্রাফ** — পাথরের উপর লিখিয়া তাহা হইতে ছাপ লইয়া মুদ্রণের একরকম ব্যবস্থা। [ই. lithograph.] **লিথোগ্রাফি**—লিথোগ্রাফের সাহায্যে মুদ্রণকার্য। [ই. lithography.]

লিপস্টিক — ঠোঁটে মাখিবার উপযোগী একরকম লাল রং। [ই. lip-stick.]

লিপি — চিঠি, পত্র। লেখা, লিখন। [ঃ বিধি-'লিপি'।] বর্ণমালার লেখ্য রূপ, হরফ। [ঃ প্রাচীন 'লিপি'।] [সং.] **লিপিকর, লিপিকার** — যে লেখা নকল করে। **লিপিকর প্রমাদ** — লেখা নকল করিবার ভুল। **লিপিচাতুর্য** — লিখিবার নৈপুণ্য। **লিপিবদ্ধ** — ণ. লিখিয়া রাখা হইয়াছে এমন, লিখিত।

লিপ্ত — মাখানো, লেপা হইয়াছে এমন। [ঃ মসী-'লিপ্ত'।] জড়িত, সংশ্লিষ্ট। [ঃ কোনও ব্যাপারে 'লিপ্ত' থাকা।] জোড়া, সংযুক্ত। [সং.] **লিপ্তপদ, লিপ্তপাদ** — যাহার পায়ের আঙুল চামড়া দিয়া জোড়া এমন।

লিপ্যন্তর — এক বর্ণমালা হইতে অন্য বর্ণমালায় পরিবর্তন, transcription. ণ. — **লিপ্যন্তরিত**।

লিপ্সা — পাইবার ইচ্ছা, লোভ, লালসা, স্পৃহা। [সং.] ণ. **লিপ্সু** — পাইতে ইচ্ছুক, লোভী, স্পৃহান্বিত। [ঃ ধন-'লিপ্সু'।]

লিফ্‌ট্‌ — গৃহাদির উপরে উঠিবার জন্য ব্যবহার্য একরকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র। [ই. lift.]

লিভার — যকৃৎ। যকৃৎ বৃদ্ধি রোগ। [ঃ 'লিভার' হয়েছে।] [ই. liver.

লিরা — ইতালীদেশে প্রচলিত মুদ্রা। [ই. lira.]

লিস্ট, লিস্টি — ফর্দ, তালিকা। [ই. list.]

লীগ — দল, সংঘ। [ঃ মুসলিম 'লীগ'।] বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলা। [ঃ 'লীগ' খেলা।] [ই. league.]

লীজ — ('লিজ' দেখ।)

লীঢ় — লেহন করা হইয়াছে এমন, আস্বাদিত। [সং.]

লীন — লয়প্রাপ্ত, মিলিত। [ঃ ব্রহ্মে 'লীন' হওয়া।] অদৃশ্য, নিশ্চিহ্ন। [ঃ আকাশে 'লীন' হওয়া।] লগ্ন, যুক্ত আছে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **লীনা**।

লীলা — খেলা, কেলি, ক্রীড়া। [ঃ 'লীলা'-কানন।] দেবতাদির রঙ্গ বা কার্যকলাপ। [ঃ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-'লীলা'।] কর্মময় জীবন, জীবন। [ঃ মানব-'লীলা'; ঃ ভব-'লীলা'।] [সং.] **লীলাকমল** — বৃন্তসহ পদ্মফুল যাহা প্রাচীনকালের ভারতীয় যুবতীরা ব্যবহার করিতেন। **লীলাকানন** — আমোদ-প্রমোদের জন্য বাগান। **লীলাক্ষেত্র** — দেবতা ইত্যাদির কর্মক্ষেত্র। **লীলাখেলা** — কার্যকলাপ, জীবন। [ঃ 'লীলাখেলা' সাঙ্গ হ'ল।] **লীলাচঞ্চল** — ক্রীড়াপূর্ণ, চঞ্চল হাবভাব যুক্ত। **লীলাপদ্ম** — ('লীলাকমল' দেখ।) **লীলাবতী** — হালকা হাবভাব ও চঞ্চলতায় পরিপূর্ণা। ভাস্করাচার্য-রচিত বিখ্যাত প্রাচীন গণিত-পুস্তকের নাম (কথিত আছে তাঁহার

কন্যার নাম ছিল লীলাবতী)। **লীলাময়** — সকল কিছুই যাঁহার খেলামাত্র, ভগবান। ক্রীড়াকৌতুক ও চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ। স্ত্রী. — **লীলাময়ী**। **লীলায়িত** — ণ. সুন্দর ভঙ্গীবিশিষ্ট। **লীলাসংবরণ** — মহামানব বা অবতারের দেহত্যাগ।

লু — পশ্চিম ভারতের একরকম উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ। [হি.]

লুই — একরকম মোটা পশমী শীতের কাপড়।

লুকাচুরি, লুকোচুরি — চোর সাজিয়া লুকানোর খেলা, চোর-চোর খেলা। পরস্পর হইতে আত্মগোপন বা গোপন করিবার চেষ্টা।

লুকাছাপা, লুকোছাপা — ণ. গোপন, লুকানো।

লুকানো — ক্রি. লুক্কায়িত হওয়া, গোপনে থাকা। লুক্কায়িত করা, গোপন করা। ণ. লুক্কায়িত, প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত। বি. লুক্কায়িত করণ। গোপন অবস্থা।

লুকোচুরি, লুকোছাপা, লুকোনো — ('লুকাচুরি', 'লুকাছাপা' ও 'লুকানো' দেখ।)

লুক্কায়িত — ণ. লুকাইয়াছে বা লুকানো হইয়াছে এমন, প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত। [সং.] স্ত্রী. — **লুক্কায়িতা**।

লুঙ্গি — একরকম কাপড় যাহা কাছা ও কোঁচা না দিয়া পরিতে হয়। [বর্মী লৌঙ্গি।]

লুচি — ঘিয়ে ভাজা ময়দার পাতলা চাকতি।

লুচ্চা — লম্পট। [আ. লুক্ক'।] **লুচ্চামি** — লাম্পট্য।

লুট — লুণ্ঠন, বলপূর্বক অর্থাদি গ্রহণ। [ঃ 'লুট' করা।] সকলে কুড়াইয়া গ্রহণ করিবে এই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ। [ঃ হরির 'লুট'।]

লুটা — ক্রি. লুট করা, বলপূর্বক বা যথেচ্ছভাবে গ্রহণ করা।

লুটানো—ক্রি. ভূলুণ্ঠিত হওয়া বা করা। ণ. ভূলুণ্ঠিত। বি. ভূলুণ্ঠিত অবস্থা।

লুটাপুটি, লুটোপুটি — গড়াগড়ি। [ঃ হাসিয়া 'লুটাপুটি'।]

লুটেরা, লুটেল — যে লুট করে, লুণ্ঠনকারী।

লুটোপুটি — ('লুটাপুটি' দেখ।)

লুঠ — ('লুট' দেখ।)

লুঠেরা, লুঠেল — ('লুটেরা' দেখ।)

লুডো — পাশা জাতীয় একরকম খেলা।

লুড়া, লুড়ো — খড় ইত্যাদির গুচ্ছ বা আঁটি।

লুণ্ঠক — লুণ্ঠনকারী। [সং.] **লুণ্ঠন** —লুট, বলপূর্বক অপহরণ। [সং.] ণ. **লুণ্ঠিত** — লুট করা হইয়াছে এমন। লুটাইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ ভূ-'লুণ্ঠিত'।] [সং.] স্ত্রী. — **লুণ্ঠিতা**।

লুপ্ত—ণ. লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্ট, নিশ্চিহ্ন। [সং.] স্ত্রী. — **লুপ্তা**। বি. **লুপ্তি** — লোপ, বিনাশ, বিলুপ্তি।

লুফা—ক্রি. নিক্ষিপ্ত দ্রব্য মাটিতে পড়িবার আগে ধরা। অত্যধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা। [ঃ ওরা তোমাকে 'লুফে' নেবে।]

লুব্ধ — লোভী, লোলুপ। [সং.] স্ত্রী. — **লুব্ধা**। বি. — **লুব্ধতা**।

লুব্ধক — ব্যাধ, লম্পট। একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। [সং.]

লুম্বিনী — ঐতিহাসিক উদ্যান যেখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমান নেপালের অন্তর্গত রুম্মিনদেই।

লূতা — মাকড়সা। [সং.] **লূতাতন্তু** — মাকড়সার জাল।

লেই — ময়দা ইত্যাদির কাই। [সং. লেপ।]

লেংচানো — ক্রি. খোঁড়াইয়া চলা।

লেংটা — ('নেংটা' দেখ।)

লেংটি — ('নেংটি' দেখ।)

লেংড়া — খোঁড়া, খঞ্জ। [তু. লঙ্গ।]

লেংড়া — একরকম উৎকৃষ্ট আম।

লেক — হ্রদ। ঝিল। [ই. lake.]

লেকচার — বক্তৃতা। [ই. lecture.] **লেকচার দেওয়া** — বক্তৃতা করা। **লেকচার মারা** — (ব্যঙ্গে বা নিন্দায়) বক্তৃতা করা। **লেকচারার** — বক্তা। এক শ্রেণীর অধ্যাপক। [ই. lecturer.]

লেখ — লিপি, লিখন, লিখিত বিষয়। [ঃ শিলা-'লেখ'।] [সং.]

লেখক — যে লেখে। পুস্তক প্রবন্ধ ইত্যাদির রচয়িতা। [সং.] স্ত্রী. — **লেখিকা।**

লেখন — অক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করণ, লিপিবদ্ধ করণ। অঙ্কন। [সং.] **লেখনী** — লিখিবার যন্ত্র, কলম। **লেখনীয়** — ণ. লিখিবার যোগ্য। যাহা লিখিতে হইবে।

লেখা — ক্রি. ('লিখা' দেখ।) বি. লিপি, লেখন, ভাবপ্রকাশের জন্য সজ্জিত অক্ষর। [ঃ হাতের 'লেখা'।] পুস্তক প্রবন্ধাদি রচনা। [ঃ ওঁর 'লেখা' ভালো।] রেখা। [ঃ ইন্দু-'লেখা'।] অঙ্কন। [ঃ চিত্র-'লেখা'।] ণ. লিখিত। [ঃ কালিতে 'লেখা' চিঠি।] **লেখাজোখা** — লিখিত প্রমাণ হিসাব ইত্যাদি। **লেখানো** — ('লিখানো' দেখ।) বি. লিপিবদ্ধ করণ। ণ. লিপিবদ্ধ করানো হইয়াছে এমন। **লেখাপড়া** — লিখিবার ও পড়িবার বিদ্যা। পড়াশুনা, বিদ্যালাভ। [ঃ 'লেখাপড়া' করা।] আইন অনুসারে দলিল ইত্যাদি সম্পাদন। [ঃ সম্পত্তি 'লেখাপড়া' করিয়া দেওয়া।] **লেখালিখি, লেখালেখি** — বার বার লেখা। পত্রিকাদিতে অনেক আলোচনা। পরস্পর লেখা।

লেখিকা — ('লেখক' দেখ।)

লেখ্য — ণ. লেখার যোগ্য। লিখিতে হইবে এমন। যাহাতে লেখা হয় এমন। [ঃ 'লেখ্য' ভাষা।] [সং.]

লেঙট, লেঙটি — কৌপীন, নেংটি। [সং. লিংগত্র।]

লেঙড়া — ('লেংড়া' দেখ।)

লেঙুড় — পশুর লেজ [সং. লাঙ্গুল।]

লেংগট, লেংগুড় — ('লেঙট' ও 'লেঙুড়' দেখ।)

লেচি—লুচি ইত্যাদি বেলিবার জন্য ময়দা ইত্যাদির ছোট ডেলা।

লেজ — লাঙুল, পুচ্ছ। [সং. লঞ্জ।] **লেজ-কাটা** — ক্রমাগত অপমানের ফলে লজ্জাহীন। **লেজ গুটানো** — (কুকুরের মতো) পরাজয় স্বীকার করিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া।

লেজা — মাছের লেজ। শেষ ভাগ, শেষের দিক। **লেজামুড়া** — আগাগোড়া, সমগ্র।

লেজার — হিসাবের পাকা খাতা। [ই. ledger.]

লেজুড় — লেজ। অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্র অংশ।

লেট — বিলম্ব, দেরি। [ঃ বড্ড 'লেট' বোঝেন।] [ই. late.]

লেটার-বক্স — চিঠি ফেলিবার বাক্স। [ই. letter-box.]

লেঠা — ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা। [ঃ 'লেঠা' চুকল।] একরকম মাছ।

লেঠেল — ('লাঠিয়াল' দেখ।)

লেড়কা — বালক, শিশু। [হি. লড়কা।] স্ত্রী. — **লেড়কী।**

লেড — সীসা। ছাপাখানায় ব্যবহৃত সীসা। পেন্সিলের অংশ যাহা দিয়া লেখা হয়। [ই. lead.] **লেড পেন্সিল** — ('পেন্সিল' দেখ।)

লেডিকেনি — একরকম রসে ডুবানো মিষ্টান্ন (লেডী ক্যানিং-এর নাম হইতে)।

লেডী — ভদ্রমহিলা। লর্ড বা স্যারের স্ত্রীর উপাধি। [ই. lady.]

লেত, লেত্তি — লাটিম ঘুরাইবার সুতা। [হি. লত্তী।]

লেন — গলি। [ই. lane.] **বাই-লেন** — ছোট গলি। [ই. by-lane.]

লেন — লওয়া, গ্রহণ। **লেনদেন** — নেওয়া-দেওয়া, আদান-প্রদান, কারবার।

লেন্স — দৃষ্টিশক্তি বাড়াইতে সাহায্য করে বা ছায়াচিত্র গ্রহণের কাজে লাগে এমন কাচ। [ই. lens.]

লেপ — প্রলেপ। [ঃ 'লেপ' দেওয়া।] লেপিবার বা আঁটিবার উপযোগী জিনিস, লেই। [সং.]

লেপ — শীতকালে গায়ে দিবার উপযোগী তুলায় ভরা একরকম শয্যাদ্রব্য। [আ. লিহ্‌আফ্‌।]

লেপটানো — ক্রি. জড়াইয়া থাকা, জড়িত হওয়া। জড়াইয়া দেওয়া। লেপন করা। ণ. জড়িত। বি. জড়ানো।

লেপন — মাখানো, লিপ্ত করণ। [সং.] ণ. **লেপনীয়** — লেপিবার যোগ্য।

লেপা — ক্রি. লেপন করা। নিকানো। **লেপাপোঁছা** — বি. লেপিয়া ও মুছিয়া পরিষ্কার করণ। ণ. ঐভাবে পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

লেপানো — ক্রি. লেপন করানো। অপরের দ্বারা নিকানো।

লেফাফা — খাম, চিঠি ভরিবার কাগজের আবরণ। [ফা. লিফাফহ্‌।] **লেফাফা-দুরুস্ত** — যাহার বাহ্যরূপ ত্রুটিহীন এমন।

লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট — সহকারী। সৈন্যদলের ক্যাপ্টেনের নিম্নবর্তী কর্মচারী, নৌবাহিনীতে সেনাপতির নিম্নবর্তী কর্মচারী। [ই. lieutenant.]

লেবু — টকরসযুক্ত একরকম ফল। [সং. নিম্বুক।]

লেবেল — পরিচয়সূচক সংক্ষিপ্ত লেখা যাহা বোতল ইত্যাদির গায়ে আঁটিয়া দেওয়া হয়। [ঃ 'লেবেল' লাগানো।] [ই. label.]

লেভেল — সমতল। [ই. level.] **লেভেল ক্রশিং** — সমতল জায়গা যেখানে রেলরাস্তা ইত্যাদি পার হওয়া যায়। [ই. level-crossing.]

লেমোনেড — লেবুর গন্ধযুক্ত একরকম সোডাওয়াটার। [ই. lemonade.]

লেলানো — ক্রি. আক্রমণের জন্য পিছনে ধাবিত করা। [ঃ কুকুর 'লেলাইয়া' দেওয়া।] ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

লেলিহান — বার বার লেহন করে এমন, লকলকে। [ঃ 'লেলিহান' অগ্নিশিখা।] [সং.]

লেশ — অত্যল্প, সামান্য। [সং.] **লেশমাত্র** — সামান্য মাত্র, এক কণাও।

লেস — সুতা দিয়া বোনা একরকম জাল যাহা পাড় ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়, নেল। [ই. lace.]

লেহন — জিব বুলাইয়া আস্বাদন বা ভক্ষণ, চাটা। [সং.] ণ. **লেহনীয়** — লেহ্য, লেহন করিবার যোগ্য। **লেহী** — যে বা যাহা লেহন করে, লেহনকারী। [ঃ পাদুকা-'লেহী' কুক্কুর।] [সং. লেহিন্‌।] **লেহ্য** — লেহন করিবার যোগ্য, চাটিয়া খাইতে হয় এমন। [সং.]

লৈখিক — ণ. লেখা সম্বন্ধীয়, লেখ্য। [ঃ 'লৈখিক' ভাষা।] লিখিত। [ঃ মৌখিক ও 'লৈখিক' পরীক্ষা।] [সং.]

লো — স্ত্রীলোকের উদ্দেশে স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠতা বা তাচ্ছিল্য সূচক সম্বোধন, রে। [ঃ 'কি 'লো', কেমন আছিস ?] [সং. হলা।]

লোক — মানুষ, মনুষ্য, ব্যক্তি। [ঃ গরীব 'লোক'; ঃ খারাপ 'লোক'।] জনসাধারণ। [ঃ 'লোক'-সাহিত্য; ঃ 'লোক'-নিন্দা।] ভৃত্য, অনুচর। কর্মী। কর্মচারী। [ঃ এই আপিসে 'লোক' নেবে।] জগৎ, ভুবন। [ঃ ত্রি-'লোক'; ঃ মর্ত্য-'লোক'।] [সং.] **লোককথা** —প্রাচীন গ্রাম্য উপকথা। **লোকক্ষয়** —বহু মানুষের মৃত্যু। **লোকগাথা** — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন কবিতা। **লোকচক্ষু** — জনসাধারণের দৃষ্টি বা অবগতি। **লোকচক্ষুর অন্তরালে** — গোপনে, অপ্রকাশ্যে। **লোকচরিত্র** — সাধারণ মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি। মানবচরিত্র। **লোকতঃ** — জনসাধারণের দৃষ্টিতে জ্ঞাতসারে বা মতে। **লোকতন্ত্র** — জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। ণ.—**লোকতন্ত্রী, লোকতান্ত্রিক**। **লোকনাথ** — ত্রিলোকের অধিপতি, ভুবনেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব। **লোকনিন্দা**—জনসাধারণ কর্তৃক কৃত বা প্রচারিত নিন্দা। ণ. **লোকনিন্দিত** — জনসাধারণের দ্বারা নিন্দিত। **লোকনৃত্য** — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাচ। **লোকপরম্পরা** — পর পর বহু লোকের দ্বারা। **লোকপাবন** — ত্রিলোকের উদ্ধারকর্তা বা পবিত্রকারী। স্ত্রী. — **লোকপাবনী**। **লোকপাল** — জনসাধারণের শাসনকর্তা, রাজা, নরপাল। দিক্‌পাল, ইন্দ্র যম কুবের ও বরুণ। **লোকপিতামহ** — ব্রহ্মা। **লোকপ্রবাদ** — জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। **লোকপ্রসিদ্ধ** — ণ. জনসাধারণের নিকট জ্ঞাত বা পরিচিত। বি. **লোকপ্রসিদ্ধি** — জনসাধারণের নিকট খ্যাতি। **লোকপ্রিয়** — ণ. জনসাধারণের প্রিয়, জনপ্রিয়। বি. — **লোকপ্রিয়তা**। **লোকবন্ধু**—জনসাধারণের হিতকারী। **লোকবাদ** — ('লোকপ্রবাদ' দেখ।) **লোকবসতি** — মানুষের বসতি। **লোকবিরল** — যেখানে মানুষের সংখ্যা অল্প এমন, জনবিরল। **লোকব্যবহার** — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ব্যবহার লোকাচার। **লোকভাষা** — জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা। **লোকমত** — জনসাধারণের মত, জনমত। **লোকরঞ্জন** — জনসাধারণের প্রীতিসাধন, প্রজারঞ্জন। জনসাধারণের প্রীতিসাধন করে এমন। **লোকলজ্জা** — জনসাধারণের নিকট লজ্জা। **লোকলোচন** — ('লোকচক্ষু' দেখ।) **লোকশিক্ষা** — জনসাধারণের শিক্ষা, জনশিক্ষা। **লোকসংখ্যা** — অধিবাসীদের বা সমবেত ব্যক্তিদের সংখ্যা, জনসংখ্যা। **লোকসংগীত, লোকসঙ্গীত** — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান। **লোকসমাজ** — মনুষ্যসমাজ। **লোকসভা** — ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নতন পরিষদ্। **লোকসাহিত্য** — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বা জনসাধারণের উপযোগী সাহিত্য। **লোকহিত** — জনহিত, জনসাধারণের উপকার। ণ. **লোকহিতকর** — জনসাধারণের হিতকর। **লোকহিতৈষণা** — জনসাধারণের মঙ্গল কামনা। **লোকহিতৈষী** — জনসাধারণের মঙ্গলকামী, জনসাধারণের উপকারী। [সং. লোকহিতৈষিন্।] স্ত্রী.—**লোকহিতৈষিণী**। বি. — **লোকহিতৈষিতা**।

লোকাচার — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা। **লোকাতীত** — মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত, অলৌকিক, লোকোত্তর, অলোকসামান্য। **লোকান্তর** — পরলোক। ণ. **লোকান্তরগত** — পরলোকগত, মৃত। **লোকান্তরগমন** — বি. পরলোকগমন, মৃত্যু। ণ. **লোকান্তরিত** — পরলোকগত, মৃত। **লোকাপবাদ** — লোকনিন্দা। **লোকাভাব** — কর্মীর অভাব, লোকের অভাব। **লোকায়ত** — ণ. নাস্তিক, দার্শনিক চার্বাকের মতাবলম্বী। যাহাতে ধর্মের জন্য পার্থক্য করা হয় না এমন। [ঃ 'লোকায়ত' রাষ্ট্র।] বি. নাস্তিকতা, চার্বাকের দার্শনিক মতবাদ। **লোকায়ত্ত** — জনসাধারণের বশীভূত, জনসাধারণের হস্তগত। [ঃ চীনের 'লোকায়ত্ত' সরকার।] **লোকারণ্য** — অসংখ্য মানুষের ভিড়, বহুলোকসমাগম। **লোকালয়** — মানুষের বসবাস, বসতি। **লোকেশ** — ('লোকনাথ' দেখ।) **লোকোত্তর** — ('লোকাতীত' দেখ।)

লোকসান — ক্ষতি, লাভের বিপরীত অবস্থা। [আ. নুক্‌সান্।]

লোকাল, লোক্যাল — স্থানীয়। [ই. local.]

লোচন — চোখ, চক্ষু, নয়ন। [সং.]

লোচ্চা — ('লুচ্চা' দেখ।)

লোটন — ভূমিতে লুণ্ঠন, গড়াগড়ি। এক-রকম পায়রা। ঝোলা আলগা একরকম খোঁপা।

লোটা—ঘটি। [ঃ 'লোটা'-কম্বল।] [হি.]

লোটা, লোটানো — ('লুটা' ও 'লুটানো' দেখ।)

লোধ — ('লোধ্র' দেখ।)

লোধ্র — এক জাতীয় বৃক্ষ। [সং.] **লোধ্ররেণু** — লোধ্র গাছের ছালের গুঁড়া যাহা প্রাচীনকালে অঙ্গরাগ হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

লোনা — ণ. লবণযুক্ত, লবণাক্ত। [ঃ 'লোনা' জল।] বি. মাটির লবণ জাতীয় উপাদান অধিক হইবার ফলে জীর্ণতা। [ঃ 'লোনা' ধরা; ঃ 'লোনা' লাগা।] মাটি ও জলে লবণের ক্ষতিকর আধিক্য। [ঃ 'লোনার' দেশ।] [সং. লবণাক্ত।]

লোপ — নাশ, ধ্বংস। [সং.] **লোপ পাওয়া** — লুপ্ত বা বিনষ্ট হওয়া।

লোপাট — নিঃশেষে বাধিত। **সমূলে** বিনষ্ট। [সং. লুপ্ত।]

লোপামুদ্রা — প্রাচীন কালের জনৈকা বিখ্যাতা নারী, মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী।

লোফা — ('লুফা' দেখ।)

লোফার — বাজে অকর্মণ্য লোক। [ই. loafer.]

লোবান — ধুনা জাতীয় একরকম নির্যাস। [আ. লুবান্।]

লোভ — নিন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা, পাইবার নিন্দনীয় ইচ্ছা, লালসা। [ঃ ধন-'লোভ'।] খাইবার নিন্দনীয় প্রবল ইচ্ছা। [সং.] **লোভন** — বি. লুব্ধ করণ, লোভ দেখানো। ণ. **লোভনীয়** — লোভের উদ্রেক করে এমন। লোভজনক। স্ত্রী. — **লোভনীয়া**। বি. — **লোভনীয়তা**। **লোভী** — যাহার লোভ প্রবল এমন। [সং. লোভিন্।] **লোভ্য** — লোভনীয়।

লোম — চুল, রোম। [সং. লোমন্।] **লোমকূপ** — চুলের গোড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র। **লোমফোড়া** — চুলের গোড়ায় হয় এমন একরকম ছোট ব্রণ। **লোমশ** — লোম-যুক্ত, দেহে প্রচুর লোম আছে এমন। **লোমহর্ষ, লোমহর্ষণ, লোমহর্ষক** — ('রোমহর্ষ', 'রোমহর্ষণ' ও 'রোম-হর্ষক' দেখ।)

লোর — (কবিতায়) অশ্রু। জল। [ঃ

আঁখি-'লোর'।] [সং. লোত্র।]

লোল — শিথিল, ঝোলা। [ঃ 'লোল' চর্ম।] লকলকে। [ঃ 'লোল'-জিহ্বা] [সং.] **লোলজিহ্ব** — যাহার জিভ লকলক করে এমন। **লোলায়মান** — দোলায়মান, লকলকে।

লোলুপ — অতিশয় লোভী, অত্যন্ত লুব্ধ। [সং.] বি. — **লোলুপতা**।

লোষ্ট্র — ঢিল, মাটির ডেলা। [সং.]

লোহ — (প্রাচীন কবিতায়) চোখের জল, লোর। রক্ত। [সং. লোত্র।]

লোহা — একরকম কালো কঠিন ধাতু, লৌহ। [সং. লোহ, লৌহ।] **লোহালক্কড়** — লোহা কাঠ ইত্যাদি। **লোহার** — লৌহকার, কামার। [সং. লৌহকার।]

লোহি — একরকম পশমী কাপড়, লুই। [হি.]

লোহিত — লাল, রক্তবর্ণ। [সং.]

লোহু — (প্রাচীন কবিতায়) রক্ত।

লৌকতা — (সংক্ষেপে) লৌকিকতা। [ঃ 'লৌকতা' করেছে।]

লৌকিক — ণ. লোক সংক্রান্ত। সামাজিক। বি. **লৌকিকতা** — সামাজিক শিষ্টাচার। ক্রিয়াকর্মে আত্মীয়-কুটুম্ব ইত্যাদিকে উপহার দান।

লৌহ — বি. লোহা। ণ. লোহার তৈয়ারী। [সং.] **লৌহকার** — যে লোহা দিয়া জিনিস তৈয়ার করে, কামার। **লৌহবর্ত্ম** — লোহা দিয়া তৈয়ারী পথ, রেলপথ, রেল লাইন।

ল্যাং — কাহাকেও ভূপাতিত করিবার উদ্দেশ্যে আগাইয়া দেওয়া পা। [ঃ 'ল্যাং' মারা।]

ল্যাংড়া — ('লেংড়া' দেখ।)

ল্যাংবোট — জাহাজের পিছনে বাঁধা থাকে এমন নৌকা। (ব্যঙ্গে) অনুচর, যে ব্যক্তি সঙ্গে থাকে।

ল্যাজ — ('লেজ' দেখ।)

ল্যাটিন — প্রাচীন ল্যাটিয়ামের (বিশেষতঃ রোমের) অধিবাসী ও তাহাদের ভাষা, লাতিন। [ই. Latin.] ঐ অধিবাসী বা ভাষা সংক্রান্ত।

ল্যাঠা — একরকম ছোট মাছ। ('লেঠা' দেখ।)

ল্যাণ্ডো — ইচ্ছামতো ছাদ খোলা বা গুটানো যায় এমন একরকম ঘোড়ার গাড়ি। [ই. landau.]

শ

শ, শ' — (সংক্ষেপে) শত। [সং. শত।]

শংকর — (যিনি শম্ বা মঙ্গল করেন) শিব, মহাদেব। [সং.] স্ত্রী. **শংকরী** — শংকরপত্নী, ভগবতী, দুর্গা। **শংকরাচার্য**—বেদান্ত ইত্যাদির বিখ্যাত ভাষ্যকার ও অদ্বৈতবাদী দার্শনিক।

শংসা — প্রশংসা। কথন, উল্লেখ। [সং.] **শংসাপত্র** — পরিচয়পত্র, প্রশংসাপত্র, certificate.

শক — মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ, scythian. (সংক্ষেপে) শকাব্দ। **শকাব্দ** — ভারতের কোন প্রাচীন শক ক্ষত্রপ বা রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ষ-গণনার ফলে সংখ্যাত সাল। (শকাব্দ গণনা বাংলা বর্ষগণনা হইতে ৫১৫ বৎসর আগে এবং খ্রীষ্টীয় বর্ষগণনা হইতে ৭৮ বা ৭৯ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। তাই শকাব্দ বাহির করিতে হইলে বাংলা সালের সহিত ৫১৫ বৎসর যোগ করিতে এবং খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭৮ বা ৭৯ বৎসর বাদ দিতে হয়।) **শকারি** — শকগণের শত্রু বা বিনাশ-কারী, সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের

উপাধি।

শকট — গাড়ি। জনৈক দৈত্যের নাম। [সং.] **শকটচালক** — যে গাড়ি চালায়, গাড়োয়ান। **শকটারি** — শকট নামক দৈত্যের নিধনকারী, শ্রীকৃষ্ণ। **শকটিকা** — ছোট গাড়ি। মাটি কাঠ প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত ছোট (খেলনা) গাড়ি।

শকতি — (কবিতায়) শক্তি।

শকরকন্দ — একরকম লাল বা সাদা মিষ্ট আলু। [সং. শর্করাকন্দ।]

শকাব্দ, শকারি — ('শক' দেখ।)

শকল — মাছের আঁশ, শল্ক। খণ্ড, অংশ। [সং.] **শকলী** — আঁশযুক্ত। [সং. শকলিন্।]

শকুন — গৃধ্র। পাখী। শুভাশুভ লক্ষণ। [সং.] **শকুনজ্ঞ** — শুভাশুভ লক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী। **শকুনি** — শকুন, গৃধ্র। মহাভারতে বর্ণিত দুর্যোধনের মাতুল।

শকুন্ত — পাখী। শকুন। [সং.] **শকুন্তলা** — পুরাণে বর্ণিতা মেনকা ও বিশ্বামিত্রের কন্যা (শকুন্ত বা পক্ষী কর্তৃক পালিতা)। **শকুন্তলে** — (সম্বোধনে) শকুন্তলা।

শক্ত — সবল, শক্তিযুক্ত, সমর্থ। [ঃ 'শক্তের' ভক্ত।] কঠিন, মজবুত, দৃঢ়। [ঃ 'শক্ত' মুঠি।] দুর্বোধ, দুরূহ। [ঃ 'শক্ত' অংক।] কোমল নহে এমন। [ঃ 'শক্ত' বিছানা।] তরল নহে এমন। [ঃ 'শক্ত' দই।] সহজে অভিভূত দুর্বল বা কোমল হয় না এমন। [ঃ 'শক্ত' লোক।] [সং.]

শক্তি — বল, ক্ষমতা, সামর্থ্য, জোর। [ঃ দৈহিক 'শক্তি'।] শক্তিমান্ প্রধান রাষ্ট্র। [ঃ 'পঞ্চ-শক্তি'।] তেজ, বেগ। [ঃ বৈদ্যুতিক 'শক্তি'।] দুর্গা, ভগবতী, কালী। প্রাচীনকালের একরকম ক্ষেপণাস্ত্র। [সং.] **শক্তিধর** — শক্তিমান্। শক্তি নামক ক্ষেপণাস্ত্রধারী, কার্তিকেয়। **শক্তিপূজা** — দুর্গা কালী ইত্যাদি দেবীর পূজা। **শক্তিপ্রয়োগ** — বলপ্রয়োগ। **শক্তিমান্, শক্তিমান** — শক্তিশালী, বলবান। [সং. শক্তিমৎ।] স্ত্রী. — **শক্তিমতী**। **শক্তিশালী** — শক্তিমান, ক্ষমতাশালী। পরাক্রান্ত। [সং. শক্তিশালিন্।] স্ত্রী — **শক্তিশালিনী**। বি. — **শক্তিশালিতা**। **শক্তিশেল** — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত অস্ত্র যাহার আঘাতে রাবণ লক্ষ্মণকে মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন। **শক্তিহীন** — দুর্বল, নিস্তেজ, ক্ষমতাহীন। স্ত্রী. — **শক্তিহীনা**। বি. — **শক্তিহীনতা**।

শক্তু — ছাতু। [সং.]

শক্তি — বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র। [সং.]

শক্য — করিতে পারা যায় এমন, সাধ্য। [সং.]

শক্র — দেবরাজ ইন্দ্র। [সং.] **শক্রজিৎ** — ইন্দ্রজিৎ।

শখ — ইচ্ছা, সাধ, খেয়াল। [ঃ 'শখ' হওয়া।] চিত্তবিনোদনের জন্য কোনও বস্তুতে আসক্তি। [ঃ 'শখের' জিনিস; ঃ মাছ ধরার 'শখ'।] উপার্জনের উদ্দেশ্যে নহে এমন কাজ। [ঃ 'শখের' থিয়েটার; ঃ 'শখের' অভিনয়।] [আ. শৌক্।]

শঙ্কর, শঙ্করী — ('শংকর' ও 'শংকরী' দেখ।)

শঙ্কা — ভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা। [সং.] **শঙ্কাহরণ** — ভয়দূরকারী। ভয় দূর করণ। **শঙ্কাহীন** — নির্ভয়, ভয়হীন। স্ত্রী. — **শঙ্কাহীনা**। বি. — **শঙ্কাহীনতা**। **শঙ্কিত** — ণ. ভয় পাইয়াছে এমন, ভীত। স্ত্রী. — **শঙ্কিতা**।

শঙ্কিল — শঙ্কাপূর্ণ, ভয়ানক।

শঙ্কু — কীলক, গোঁজ। একরকম অস্ত্র। ছায়া মাপিবার জন্য বারো আঙুল পরিমিত কাঠ। ঘড়ির কাঁটা। কিংবদন্তীতে বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একজন। [সং.] **শঙ্কুপট্ট** — রোদের ছায়া মাপিয়া সময় নিরূপণের যন্ত্র, সূর্যঘড়ি, sun-dial.

শঙ্খ — শামুক জাতীয় একরকম সামুদ্রিক প্রাণী। ঐ প্রাণীর শক্ত খোলস, শাঁখ। লক্ষ কোটি সংখ্যা। [সং.] **শঙ্খকার** — যে শাঁখের জিনিস তৈয়ার করে, শাঁখারী। **শঙ্খচক্রপদ্মধারী** — নারায়ণ, বিষ্ণু। [সং. শঙ্খচক্রপদ্মধারিন্।] **শঙ্খচিল** — শাঁখের মতো সাদা রঙের মাথাবিশিষ্ট একরকম চিল। **শঙ্খচূড়** —একজাতীয় বিষাক্ত বড় সাপ। **শঙ্খচূর্ণ** — ('শাঁকচুন্নী' দেখ।) **শঙ্খবণিক্, শঙ্খবণিক** — শাঁখারী। **শঙ্খবলয়** — শাঁখা। **শঙ্খবিষ** — সেঁকোবিষ।

শঙ্খিনী — স্ত্রী দেহ ও স্বভাব ইত্যাদি অনুসারে স্ত্রীলোকের একটি শ্রেণী। একরকম প্রেতিনী, শাঁখিনী। [সং.]

শচী — দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, পৌলমী। শ্রীচৈতন্যের জননী। [সং.] **শচী-নন্দন** — শ্রীচৈতন্য। **শচীন্দ্র, শচীপতি, শচীবিলাস, শচীশ** — দেবরাজ ইন্দ্র। **শচীমাতা** — শ্রীচৈতন্যের মা শচীদেবী।

শজনে — ('শজিনা' দেখ।)

শজারু — গায়ে কাঁটাযুক্ত একরকম পশু, শল্লকী। [সং. শল্লকী।]

শজিনা, শজনে — একরকম বৃক্ষ যাহাতে ছোট সাদা ফুল ও ছড়ির মতো ফল হয়। **শজিনা খাড়া, শজিনা ডাঁটা** — শজিনার গাছের ছড়ির মতো ফল (তরকারি)।

শটকে — ('শতকিয়া' দেখ।)

শটন — পচন। [সং.] ণ. — **শটিত**।

শটি, শটী — হরিদ্রা জাতীয় একরকম গাছ যাহার কন্দ হইতে পালো হয়। [সং.]

শঠ — খল, ধূর্ত ও অনিষ্টকারী। [সং.] বি. — **শঠতা**।

শড়া — ণ. পচা। (পচা শব্দের সহিত সহকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।) [ঃ পচা-'শড়া'।] [সং. শটিত।]

শণ — পাটজাতীয় একরকম গাছ ও তাহার সাদা আঁশ যাহা হইতে দড়ি কাপড় ইত্যাদি হয়। [সং.] **শণনুড়ি** — শণের গোছা। [ঃ চুল পেকে 'শণনুড়ি' হয়েছে।]

শত — ১০০ সংখ্যা, শ। বহু, অনেক। [ঃ 'শত' বকলেও কোনও ফল হয় না।] [সং.] **শত শত** — বহু, অসংখ্য। **শতক**—শতবস্তুর সমষ্টি, একত্র একশত। [ঃ কবিতা-'শতক'।] রাশির ডান দিক হইতে তৃতীয় স্থানের অংক। [ঃ 'শতকের' ঘর।] শতাব্দী। [ঃ নবম 'শতকে'।] **শতকরা** — প্রতি শত, প্রতি শতের অনুপাতে। **শতকিয়া** — (ধারাপাতে) এক হইতে একশত পর্যন্ত গণনা। **শতক্রতু** — দেবরাজ ইন্দ্র। **শতগ্রন্থি** — শত গাঁট আছে এমন, অত্যন্ত ছিন্ন। **শতঘ্নী** — একরকম প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র। **শততম** — শতসংখ্যার পূরক। ['শততম' বার্ষিকী।] স্ত্রী. — **শততমী**। **শতদল** — একজাতীয় পদ্ম। **শতদলবাসিনী** — লক্ষ্মী। **শতধা** — শত প্রকারে। শত দিকে। শত ভাগে। **শতধার** — শত বা বহু ধারা আছে এমন, শত বা বহু ধারাবিশিষ্ট। **শতধারে** — শত শত বা বহু ধারায়, অজস্র ধারায়।

শতপথ ব্রাহ্মণ — যজুর্বেদের অংশ বিশেষ। **শতপদী** — শত বা বহু পা আছে এমন প্রাণী। কেন্নো। বিছা। **শতবার্ষিকী** — একশত বৎসর পূর্ণ হওয়ায় অনুষ্ঠেয় উৎসব। **শতমারী** — যে শতবার পারদ জারণ করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। [সং. শতমারিন্‌।] **শতমুখ** — উচ্ছ্বসিত। [ঃ প্রশংসায় 'শতমুখ'।] **শতমুখে** — উচ্ছ্বসিত-ভাবে। [ঃ 'শতমুখে' প্রশংসা করা।] **শতমুখী** — ঝাঁটা। **শতসহস্র** — এক লক্ষ। বহু, অসংখ্য, হাজার হাজার।

শতদ্রু — পাঞ্জাবের একটি নদী।

শতভিষা — একটি নক্ষত্রের নাম।

শতমূলী — একরকম লতা ও তাহার কন্দ।

শতরঞ্চ, শতরঞ্জ — দাবা খেলা।

শতরঞ্চি, শতরঞ্জি — মোটা সুতা দিয়া তৈয়ারী মেলিবার উপযোগী একরকম আসন, দরি।

শতাংশ — এক শত ভাগ। এক শত ভাগের এক ভাগ। [সং.]

শতানীক — শত সৈন্যদল যাহার। দ্রৌপদী ও নকুলের পুত্র। [সং.]

শতাব্দ, শতাব্দী — একশত বৎসর, শতক, century. [সং.]

শতায়ু, শতায়ুঃ — একশত বৎসর বাঁচে বা বাঁচিবে এমন, শতবর্ষজীবী। [সং. শতায়ুস্‌।]

শতেক — একশত। প্রায় একশত।

শত্রু — অনিষ্টকারী, বৈরী, বিপক্ষ। **শত্রুঘ্ন** — শত্রুর বিনাশকর্তা। রামায়ণে বর্ণিত দশরথ ও সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণের ভাই। **শত্রুজয়ী, শত্রুজিৎ, শত্রুঞ্জয়** — যে শত্রুকে জয় করে বা করিয়াছে। বি. **শত্রুতা** — শত্রুর কাজ, ...র মতো ব্যবহার, ক্ষতিসাধন, বৈরিতা। **শত্রুনাশ, শত্রুনিধন, শত্রু-নিপাত** — শত্রুর ধ্বংস সাধন। **শত্রু-বিমর্দন** — শত্রু দলনকারী, শত্রু-বিনাশন। শত্রুর বিনাশ। **শত্রুসংকুল, শত্রুসঙ্কুল**—শত্রুতে পরিপূর্ণ। **শত্রুহীন** — যাহার শত্রু নাই এমন। স্ত্রী. — **শত্রুহীনা**।

শনাক্ত — ('সনাক্ত' দেখ।)

শনি — সপ্তাহের শেষ দিন। একটি গ্রহের নাম। অশুভ গ্রহ। [সং.] **শনিবার** — সপ্তাহের শেষ দিনের নাম। **শনির দশা** — দুঃসময়। **শনির দৃষ্টি** — শনির ক্ষতিকর প্রভাব।

শনৈঃ, শনৈঃ শনৈঃ — অল্পে অল্পে। ক্রমে ক্রমে। [সং. শনৈস্‌।]

শনৈশ্চর — যে আস্তে চলে। শনিগ্রহ। [সং.]

শপ — একরকম বড় মাদুর।

শপথ — প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার। [সং.]

শপ্ত — ণ. শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত। [সং.] স্ত্রী. — **শপ্তা**।

শফর, শফরী — ('সফর' ও 'সফরী' দেখ।)

শব — মৃতদেহ, মড়া। [সং.] **শবদাহ** — মৃতদেহ দগ্ধ করণ, মড়া পোড়ানো। **শবব্যবচ্ছেদ** — মৃতদেহ কাটিয়া পরীক্ষা করণ। **শবব্যবচ্ছেদাগার** — পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ কাটিবার ঘর, লাশ চেরাইয়ের ঘর। **শবযাত্রা** — মৃতদেহ সৎকারের জন্য দলবদ্ধভাবে গমন। **শবযাত্রী** — যে মৃতদেহ সৎকারের জন্য যায়। [সং. শবযাত্রিন্‌।] **শবসৎকার** — মৃতদেহ দাহ সমাহিত করণ ইত্যাদি কাজ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। **শব-সাধনা** — মৃত নরদেহের উপর বসিয়া একরকম তান্ত্রিক সাধনা। **শবশ্মশান** — শ্মশান।

শবর — ব্যাধ। [সং.] স্ত্রী. — **শবরী**।

শবল — গ. নানাবর্ণযুক্ত। [সং.] স্ত্রী. —**শবলা**। **শবলা, শবলী** — গ. বহু-বর্ণযুক্তা। বি. বশিষ্ঠের গাভী, কামধেনু।

শবাধার — মৃতদেহ রাখিবার বাক্স, কফিন।

শবানুগমন — মৃতদেহের সহিত বা পিছনে শ্মশানে গমন।

শবাসন — (তান্ত্রিক সাধনায় উপবেশনের জন্য) মৃতদেহরূপ আসন। গ. শবের উপর উপবিষ্ট। স্ত্রী. **শবাসনা** — শবের উপর অবস্থিতা কালী মূর্তি।

শবেবরাত — মুসলমানদের একটি পর্ব। [ফা. শব্-ই-বরাত্।]

শব্দ — ধ্বনি, আওয়াজ। (ব্যাকরণে) অর্থবোধক ধ্বনি, অক্ষর বা অক্ষরের সমষ্টি। [সং.] **শব্দকোষ** — অভিধান। **শব্দতরঙ্গ** — শব্দের দ্বারা সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। শব্দের ঢেউ। **শব্দ-বিন্যাস** — শব্দসমূহের উপযুক্ত প্রয়োগ ও সন্নিবেশ। **শব্দবেধী, শব্দভেদী** — পুরাণে বর্ণিত বাণ যাহা শব্দ অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যবেধ করে। [সং. শব্দ-বেধিন্, -ভেদিন্।] **শব্দব্রহ্ম** — শব্দরূপ বা শব্দময় ব্রহ্ম। **টুঁ-শব্দ** — সামান্যতম শব্দ।

শব্দায়মান — যাহা শব্দ করিতেছে বা যাহাতে শব্দ হইতেছে এমন। [সং.]

শব্দার্থ — শব্দের মানে।

শব্দালংকার, শব্দালঙ্কার — রচনার মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য শব্দ প্রয়োগের বিভিন্ন রীতি, অনুপ্রাস যমক ইত্যাদি।

শব্দিত — গ. ধ্বনিত, শব্দযুক্ত, শব্দে পূর্ণ। স্ত্রী. — **শব্দিতা**।

শম — মনের স্থিরতা, শান্তি। বাসনার নিবৃত্তি। [সং.]

শমন — যম, মৃত্যুর দেবতা। [সং.]

শমনসদন — যমালয়, যমপুরী।

শমি — ('শমী' দেখ।)

শমিত — গ. শান্ত করা হইয়াছে এমন, প্রশমিত, দমিত। [সং.]

শমী — শাঁই গাছ, একরকম কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ যাহার কাঠ দিয়া যজ্ঞাগ্নি জ্বালা হইত।

শম্পা — বিদ্যুৎ। বিজলী। [সং.]

শম্বর, সম্বর — একরকম হরিণ। একরকম মাছ। পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর। [সং.]

শম্বুক, শম্বূক — শামুক। রামায়ণে বর্ণিত শূদ্র তপস্বী রাম যাহাকে হত্যা করেন। [সং.] **শম্বুকগতি, শম্বূকগতি** — বি. অতিশয় ধীর গতি। গ. অতিশয় ধীরে চলে এমন।

শম্ভু — শিব, মহাদেব। [সং.]

শয়তান — বি. ইহুদী খ্রীষ্টান ও মুসল-মান ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত অন্যায় অনাচার ইত্যাদির প্রেরণাদাতা অপদেবতা, Satan. গ. অতিশয় ধূর্ত ও দুর্বৃত্ত। দুষ্ট। [আ. শৈতান্।] বি. **শয়তানি** — শয়তানের উপযুক্ত কাজ, দুর্বৃত্ততা। দুষ্টামি। গ. **শয়তানী** — শয়তানের উপযুক্ত। [ঃ 'শয়তানী' বুদ্ধি।]

শয়ন — শোয়া, শয্যাগ্রহণ। [ঃ 'শয়ন করা।] শয্যা, বিছানা। [সং.] **শয়ন-কক্ষ, শয়নমন্দির** — শুইবার ঘর, শয়ন-গৃহ। **শয়নৈকাদশী** — আষাঢ় মাসের শুক্ল-একাদশী যাহাতে বিষ্ণু নিদ্রাগমন করেন বলা হয়। **শয়ান, শয়িত** — গ. শুইয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **শয়ানা, শয়িতা**।

শয্যা — বি. যাহার উপরে শোয়া যায়, বিছানা। [সং.] **শয্যাগত** — শয্যাশায়ী। উত্থানশক্তিরহিত। **শয্যাগৃহ** — শুইবার ঘর, শয়নকক্ষ। **শয্যাগ্রহণ** — বি. অসুস্থতার জন্য শুইয়া থাকিতে

বাধ্য হওয়া, বিছানা নেওয়া। শোয়া। **শয্যাদ্রব্য** — লেপ তোশক বালিশ ইত্যাদি বিছানার উপকরণ। **শয্যারচনা** — সুন্দর ও আরামপ্রদ করিয়া বিছানা করণ। **শয্যাশায়ী** — রোগ বা দুর্বলতার জন্য শুইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে এমন। শয্যাগত। [সং. শয্যাশায়িন্।] স্ত্রী. — **শয্যাশায়িনী**। **শয্যাসঙ্গী** — এক-সঙ্গে শয়ন করে এমন ব্যক্তি। যাহার সহিত যৌন সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি। স্ত্রী. — **শয্যাসঙ্গিনী**।

শর — বাণ, তীর। একরকম তৃণজাতীয় গাছ, খাগড়া। [সং.] **শরক্ষেপ** — তীর নিক্ষেপ, বাণ ছোঁড়া। **শরজাল** — অসংখ্য শর নিক্ষেপের ফলে সৃষ্ট জালের মতো আচ্ছাদন। **শরযোজনা** — ধনুকে তীর সংযোজন। **শরশয্যা** — তীরের দ্বারা রচিত বিছানা। **শরসন্ধান** — লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ।

শরচ্চন্দ্র — শরৎ কালের চাঁদ।

শরণ — আশ্রয়। রক্ষণ। আশ্রয়দাতা। গৃহ। [সং.] **শরণাগত** — আশ্রয় লইতে আসিয়াছে এমন, শরণাপন্ন। স্ত্রী. — **শরণাগতা**। **শরণাপন্ন** — শরণাগত। **শরণার্থী** — আশ্রয়প্রার্থী, শরণাগত। [সং. শরণার্থিন্।] স্ত্রী. — **শরণার্থিনী**। **শরণ্য** — ণ. যাহার নিকট আশ্রয় লওয়া বা পাওয়া যায়, আশ্রয়-দানে সমর্থ। [সং.] স্ত্রী. — **শরণ্যা**।

শরৎ — বর্ষা ও হেমন্তের মধ্যবর্তী ঋতু, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। [সং.]

শরদ — একরকম তারযন্ত্র, সরোদ। [সং. শারদা।]

শরদিন্দু — শরৎকালের চাঁদ, শরচ্চন্দ্র।

শরবত — সুমিষ্ট শীতল পানীয়। [আ.] ণ. **শরবতী** — শরবতের মতো। মিষ্ট। [ঃ 'শরবতী' লেবু।]

শরব্য — ণ. শরের লক্ষ্য। বি. নিশানা। [সং.]

শরভ — একরকম হরিণ। পুরাণে বর্ণিত অষ্টপদ একরকম পশু। হাতীর বাচ্চা। [সং.]

শরম — লজ্জা। [ফা. শরম্।]

শরা — ('সরা' দেখ।)

শরাব — মদ। সুরা। [আ. শরাব্।]

শরাসন — ধনু। [সং.]

শরাহত — ণ. তীরের দ্বারা আহত, তীর-বিদ্ধ। স্ত্রী. — **শরাহতা**।

শরিক অংশী। [আ. শরীক্।] **শরিকানা** — শরিকের অংশে প্রাপ্য। ণ. **শরিকানী**, **শরিকী** — শরিক বা অংশীদার সংক্রান্ত।

শরিফ, **শরীফ** — ণ. মহামান্য বা পবিত্র। [আ.] **কোরান শরীফ** — মহামান্য কোরান। **মক্কা শরীফ** — পবিত্র মক্কা। **মেজাজ শরীফ** — মহাশয়ের কুশল তো?

শরীফা — আতা জাতীয় একরকম ফল।

শরিয়ত, **শরীয়ত** — মহম্মদ-প্রবর্তিত সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক নিয়মাবলী। [আ. শরীয়ত্।]

শরীর — দেহ। [সং.] **শরীরচর্চা** — স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যায়ামাদি। **শরীরজ** — দেহজ, দেহ হইতে উৎপন্ন। **শরীর-পাত** — দেহপাত, স্বাস্থ্যনাশ। **শরীর-পালন** — শরীর রক্ষার জন্য নিয়ম পালন। **শরীরী** — যাহার শরীর আছে এমন, দেহী, দেহধারী। [ঃ অ-'শরীরী'।] [সং. শরীরিন্।] স্ত্রী. — **শরীরিণী**।

শর্করা — চিনি। [সং.] কাঁকর, দানা। [সং.]

শর্টকাট — সংক্ষিপ্ত সোজা পথ। [ই. short-cut.]

শর্টহ্যান্ড — সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা দ্রুত

লেখনের পদ্ধতি। [ই. shorthand.]

শর্ত — চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি, কড়ার। [আ. শর্ত্।]

শর্ব — শিব। [সং.] স্ত্রী. **শর্বাণী** — শিবপত্নী, দুর্গা।

শর্বরী — রাত্রি, রজনী। [সং.]

শর্ম — কল্যাণ। [সং. শর্মন্।]

শর্মা — ব্রাহ্মণত্বসূচক উপাধি। [সং. শর্মন্।]

শর্মিষ্ঠা — ণ. কল্যাণী। বি. রাজা যযাতির দ্বিতীয়া পত্নী। [সং.]

শলভ — পতঙ্গপাল। [সং.]

শলা — সরু কাঠি, শলাকা। ডাক্তারদের ব্যবহার্য একরকম যন্ত্র। [সং. শলাকা।]

শলাকা — শলা, কাঠি। [ঃ লৌহ-'শলাকা'; ঃ দীপ-'শলাকা'।] [সং.]

শল্ক — মাছের আঁশ। গাছের ছাল। [সং.] **শল্কী** — শল্ক আছে এমন। [সং. শল্কিন্।]

শল্য — শলাকা, কাঁটা, গাঁথিবার অস্ত্র। বাণ, শেল। অস্থি, হাড়। [সং.] **শল্য-চিকিৎসক** — অস্ত্রচিকিৎসক, surgeon. **শল্যচিকিৎসা** — অস্ত্রচিকিৎসা, surgery.

শল্লকী — শজারু। বাবলাগাছ। [সং.]

শশ, শশক — খরগোশ। [সং.] **শশধর** — চাঁদ, চন্দ্র, শশী। **শশব্যস্ত** — ণ. (খরগোশের মতো চঞ্চল) অতিশয় ব্যস্ত। **শশলাঞ্ছন, শশাঙ্ক** — যাহার গায়ে খরগোশের চিহ্ন আছে, চাঁদ। **শশাঙ্কশেখর** — যাঁহার চূড়ায় চাঁদ আছে, শিব, মহাদেব।

শশিকর — চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। [সং.]

শশিকলা — তিথি অনুসারে দৃশ্যমান চাঁদ যতখানি বাড়ে বা কমে। [সং.]

শশিকান্ত — চন্দ্রকান্ত মণি। কুমুদ। [সং.]

শশিবদন — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার। স্ত্রী. — **শশিবদনা।**

শশিভূষণ — চন্দ্র যাঁহার অলংকার, শিব।

শশিমুখী — ণ. স্ত্রী. শশিবদনা, চন্দ্রমুখী।

শশিশেখর — শিব, শশাঙ্কশেখর।

শশী — চাঁদ, শশাঙ্ক। [সং. শশিন্।]

শষ্প, শস্প — কচি ঘাস। [সং.] **শষ্পাচ্ছাদিত, শস্পাচ্ছাদিত শষ্পাবৃত, শস্পাবৃত** — কচি ঘাসে ঢাকা।

শসা — একরকম সুপরিচিত ফল ও তাহার লতানে গাছ।

শস্ত্র — অস্ত্র। নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র। [সং.] **শস্ত্রবিৎ, শস্ত্রবিদ্** — অস্ত্রবিদ্যায় পণ্ডিত। [সং. শস্ত্রবিদ্।] **শস্ত্রবিদ্যা** — ধনুর্বেদ, তীর ছুঁড়িবার কলাকৌশল। অস্ত্রবিদ্যা।

শস্প — ('শষ্প' দেখ।)

শস্য — কৃষিজাত ফল বা বীজ, ধান্য কলাই সরিষা ইত্যাদি। শাঁস। [ঃ নারিকেলের 'শস্য'।] [সং.] **শস্যক্ষেত্র** — শস্য উৎপাদনের জন্য জমি। শস্যে ভরা ক্ষেত। **শস্যভাণ্ডার** — শস্য রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। **শস্যশালী** — শস্যে পূর্ণ। [সং. শস্যশালিন্।] স্ত্রী. — **শস্যশালিনী। শস্যশ্যামল** — ধান কলাই ইত্যাদি শস্যের গাছে সবুজ। স্ত্রী. — **শস্যশ্যামলা। শস্যাগার** — ধান কলাই ইত্যাদি রাখিবার গোলা।

শহর — নগর। [ফা. শহ্র্।] **শহরতলি** — শহরের পার্শ্ববর্তী আধাশহুরে অঞ্চল, শহরের উপকণ্ঠ। **শহরবাসী** — শহরের বাসিন্দা, নগরবাসী। স্ত্রী. — **শহরবাসিনী।**

শাহিদ, শহীদ — ধর্মযুদ্ধে নিহত মুসলমান। ন্যায় ও সত্যের জন্য প্রাণদানকারী। [আ. শহীদ্।]

শহুরে — ণ. শহর সংক্রান্ত। [ঃ 'শহুরে' আদব-কায়দা।] শহরে বাস করে এমন। [ঃ 'শহুরে' লোক।]

শা — ('শাহ্' দেখ।)

শাঁই — শমী বৃক্ষ। [সং. শমী।]

শাঁই — গতি সূচক অনুকার।

শাংকর, শাঙ্কর — ণ. শংকর সংক্রান্ত। শংকর-কৃত। [ঃ 'শাংকর' ভাষ্য।]

শাক — নরম কাণ্ডবিশিষ্ট ছোট উদ্ভিদ্। [ঃ নটে 'শাক'; ঃ পালং 'শাক'।] খাইবার উপযুক্ত ফল পাতা মূল ইত্যাদি তরকারি। [ঃ 'শাকান্ন'; ঃ 'শাক'-সবজি।] পাতা। [ঃ মুলো 'শাক'; ঃ লাউ 'শাক'।] [সং.] **শাকান্ন** — শাক ও ভাত, ভাত ও তরকারি।

শাঁক — শঙ্খ, শাঁখ। [সং. শঙ্খ।]

শাঁকচুন্নী — ('শাঁখচুন্নী' দেখ।)

শাকদ্বীপ — পুরাণোক্ত দ্বীপ, শকদের বাসস্থান।

শাকম্ভরী — দুর্গা। রাজপুতানা অঞ্চলের তীর্থ বিশেষ।

শাঁকারী — ('শাঁখারী' দেখ।)

শাঁকিনী — ('শাঁখিনী' দেখ।)

শাকুন — ণ. পক্ষী সংক্রান্ত। বি. পক্ষীর রব দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ের শাস্ত্র। [সং.] **শাকুনিক** — ণ. পক্ষী সংক্রান্ত। বি. পক্ষী-বধকারী। [সং.]

শাক্ত — ণ. শক্তির উপাসক, দুর্গা কালী ইত্যাদির উপাসক। [সং.]

শাক্য — প্রাচীনকালের একটি ক্ষত্রিয় বংশ যাহাতে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। **শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ** — বুদ্ধদেব।

শাখ — (কবিতায়) শাখা।

শাঁখ — শঙ্খ। **শাঁখ আলু** — শাঁখের মতো সাদা রঙের একরকম সুমিষ্ট আলু যাহা কাঁচা খাওয়া যায়।

শাঁখচুন্নী — একরকম প্রেতিনী, সধবা স্ত্রীলোকের প্রেত। [সং. শঙ্খচূর্ণী।]

শাখা — ডাল। প্রধান বিষয় বা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বিষয় বা প্রতিষ্ঠান। অন্তর্গত বিভাগ। [সং.] **শাখাগ্র** — ডালের অগ্রভাগ। **শাখানদী** — বৃহত্তর নদী হইতে নির্গত নদী। **শাখামৃগ** — বানর।

শাঁখা — শঙ্খনির্মিত বলয়, শাঁখের বালা।

শাঁখারী — যে শাঁখা বা শাঁখের জিনিস তৈয়ার করে। শঙ্খবণিক।

শাঁখিনী — শাঁখচুন্নী, সধবা স্ত্রীলোকের প্রেত।

শাখী — বৃক্ষ। [সং. শাখিন্।]

শাগরেদ — শিষ্য, চেলা। [ফা. শার্গির্দ।] **শাগরেদি** — শিষ্যত্ব, চেলাগিরি।

শাঙন — (কবিতায়) শ্রাবণ।

শাঙ্কর — ('শাংকর' দেখ।)

শাট — ধুতি। [সং.] **শাটিকা, শাটী** — শাড়ি। [সং.]

শাঠ্য — শঠতা, ধূর্ততা। [সং.]

শাঁড়া — ফল ধরে না এমন, বন্ধ্যা (গাছ)। [সং. শণ্ড।]

শাড়ি, শাড়ী — স্ত্রীলোকের পরনের রঙিন বা বড় পাড়বিশিষ্ট কাপড়। (তুঃ 'ধুতি'।) [সং. শাটী।]

শাণ, শাণিত — ('শান' ও 'শানিত' দেখ।)

শাণ্ডিল্য — জনৈক প্রাচীন ঋষি। ঐ ঋষির নাম অনুসারে প্রবর্তিত গোত্র।

শাদি — বিবাহ, বিয়ে। [ঃ 'শাদি' করা; ঃ বিয়ে-'শাদি'।] [ফা.]

শাদ্বল — সবুজ ঘাসে ঢাকা স্থান। [সং.]

শান, শাণ — অস্ত্রাদিতে ধার দিবার পাথর

যা যন্ত্র। ধাতু পালিশ করিবার যন্ত্র। কষ্টিপাথর। [সং.] **শান দেওয়া** — শানে ঘষিয়া ধারালো করা। **শান-দেওয়া** — শানে ঘষিয়া ধারালো করা হইয়াছে এমন।

শান — পাথরের মেঝে। [? সং. পাষাণ।] **শান বাঁধানো** — পাথর দিয়া বাঁধানো। ইট চুন সুরকি সিমেণ্ট ইত্যাদি দিয়া পাকা করা। **শান-বাঁধানো** — পাথর দিয়া বাঁধনো বা পাকা করা হইয়াছে এমন।

শানা — তাঁতের চিরুনির মতো অংশ যাহার ভিতর দিয়া টানার সুতাগুলি চালানো হয়।

শানা — ক্রি. শানিত হওয়া। [ঃ ভোঁতা ক্ষুর 'শানছে' না।] অভাব মেটা, তৃপ্তি হওয়া। [ঃ এত অল্প খাবারে তার 'শানবে' না।]

শানানো — ক্রি. শানিত করা, শান দেওয়া, তীক্ষ্ণ করা। অভাব মেটা, তৃপ্তি হওয়া, শানা। [ঃ এতে অল্পে 'শানাবে' না।] ণ. শানিত করা বা শান দেওয়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'শানানো' ক্ষুর।] বি. শানিত করণ।

শানিত, শাণিত — ণ. শানে ঘষিয়া ধারালো করা হইয়াছে এমন। তীক্ষ্ণ, ধারালো। [সং.]

শান্ত — ণ. আবেগ উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য নাই এমন। নিবৃত্ত, তৃপ্ত। [ঃ ক্ষুধা 'শান্ত' হওয়া।] ধীর, অচঞ্চল, শিষ্ট। [ঃ 'শান্ত' ছেলে। [সং.]

শান্তনু — ভীষ্মের পিতা, যুধিষ্ঠির দুর্যোধন ইত্যাদির প্রপিতামহ। [সং.]

শান্তা — লোমপাদের কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পত্নী। [সং.]

শান্তি — আবেগ-উত্তেজনাহীন অচঞ্চল অবস্থা। [ঃ চারিদিকে 'শান্তি' বিরাজ করিতেছে।] বিবাদ বা যুদ্ধের বিপরীত ভাব। [ঃ বিশ্ব-শান্তি' চাই।] নিশ্চিত উদ্বেগহীন অবস্থা। [ঃ মনে 'শান্তি' নাই।] উপদ্রবহীনতা, অনুৎপাত। [ঃ গৃহে 'শান্তি' নাই।] উপশম, নিবৃত্তি। [ঃ পিপাসার 'শান্তি'।] [সং.] **শান্তিকপোত** — শান্তির চিহ্ন বা প্রতীক রূপে ব্যবহার্য পায়রা। **শান্তিজল**—মন্ত্রপূত জল যাহা পূজা ইত্যাদির শেষে গায়ে ছিটানো হয়। **শান্তিনিকেতন** — শান্তির আবাসস্থল, যেখানে শান্তি লাভ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত আশ্রম। **শান্তিপ্রদ** — যাহা শান্তি দেয়, শান্তি-দায়ক। **শান্তিপ্রিয়** — বিবাদ বিক্ষোভ উপদ্রব উত্তেজনা পছন্দ করে না এমন, শান্তভাবে থাকিতে চায় এমন। **শান্তিভঙ্গ** — উপদ্রব উত্তেজনা বিক্ষোভ ইত্যাদির ফলে গোলমাল, গোলযোগ। **শান্তিময়** — শান্তিতে পূর্ণ। অনুদ্-বিগ্ন, অচঞ্চল, স্থির, অনুত্তেজিত। **শান্তিরক্ষা** — উপদ্রব বা গোলযোগ নিবারণ, শান্তিভঙ্গের প্রতিরোধ করণ। **শান্তিরক্ষী** — শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তি, শান্তিরক্ষাকারী। **শান্তিস্থাপন** — যুদ্ধকলহ ইত্যাদির শেষে শান্তির প্রতিষ্ঠা। **শান্তিস্বস্ত্যয়ন** — গ্রহ অপদেবতা ইত্যাদির প্রভাব দূরে করিবার উদ্দেশ্যে পূজা হোম ইত্যাদি। **শান্তিহীন** — যাহার বা যেখানে শান্তি নাই। স্ত্রী. — **শান্তিহীনা**। বি. — **শান্তিহীনতা**।

শাপ — ক্রোধের বশে অন্যের অনিষ্ট কামনা করিয়া উক্তি, অভিসম্পাত [সং.] **শাপ দেওয়া** — অপরের অনিষ্ট কামনা সূচক উক্তি করা। **শাপগ্রস্ত** — ণ. অভিশপ্ত। স্ত্রী. — **শাপগ্রস্তা**। **শাপভ্রষ্ট** — অভিশাপের ফলে অধঃ-

পতিত বা জাত। স্ত্রী. — **শাপভ্রষ্টা**। **শাপমুক্ত** — অভিশপ্ত অবস্থা হইতে মুক্ত। স্ত্রী. — **শাপমুক্তা**। বি. — **শাপমুক্তি**। **শাপমোচন** — অভিশপ্ত অবস্থা হইতে মুক্ত করণ।

শাপলা — শালুক, কুমুদ।

শাপা — ক্রি. শাপ দেওয়া।

শাপান্ত — শাপের অবসান। **শাপ-শাপান্ত** — অভিশাপ এবং ঐরূপ গালিগালাজ।

শাঁপি — মুষল লাঠি ইত্যাদির মুখ শক্ত করিবার জন্য লাগানো বালার মতো জিনিস, শামা। [সং. শম্ব।]

শাবক — বাচ্চা। [ঃ পক্ষী-'শাবক'।] [সং.]

শাবল — মাটি খুঁড়িবার অস্ত্র, গাঁইতি। [সং. শর্বলা।]

শাব্দিক — ণ. শব্দ সংক্রান্ত। শব্দার্থ শব্দ-প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিত। [সং.]

শামর — (প্রাচীন কবিতায়) শ্যামল, শ্যামবর্ণ।

শামলা — শ্যামল, কালো। [ঃ 'শামলা' গাই।] [সং. শ্যামলা।]

শামলা — শাল ইত্যাদির পাগড়ি। [ঃ 'শামলা'-চাপকান।] [আ.]

শামা — ('শাঁপি' দেখ।)

শামা — বাতি, প্রদীপ। [আ.] **শামা-দান** —বাতিদান, শেজ।

শামি — ('শাঁপি দেখ।)

শামিয়ানা — চাঁদোয়া, ছাদের আকারে নির্মিত কাপড়ের আচ্ছাদন। [ফা. শাম্-আনহ্।]

শামিল — অন্তর্ভুক্ত। মতো, তুল্য, সদৃশ। [আ. শামিল্।]

শামুক — ঝিনুক জাতীয় একরকম প্রাণী, শম্বুক। [সং. শম্বুক।]

শায়ক — তীর, শর। [সং.]

শায়িত — ণ. শোয়ানো হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শায়িতা**। [সং.]

-শায়ী — 'শয়ন করে বা শুইয়া আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [সং. শায়িন্।] [ঃ শয্যা-'শায়ী'।] স্ত্রী. — **-শায়িনী**।

শায়েস্তা — শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিনীত। শাসিত, জব্দ, দমিত। [ফা. শৈস্তা।]

শারঙ্গ, শারঙ্গী — ('সারঙ্গ' ও 'সারঙ্গী' দেখ।]

শারদ — ণ. শরৎকালীন। [সং.] স্ত্রী. — **শারদা**। **শারদা** — বি. সরস্বতী। দুর্গা। একরকম তারযন্ত্র, শরদ।

শারদীয় — ণ. শরৎকালীন। [সং.] স্ত্রী. — **শারদীয়া**।

শারী — ('সারী' দেখ।)

শারীর — ণ. শরীর সংক্রান্ত। [সং.] **শারীরতত্ত্ব, শারীরবৃত্ত** — শরীর সংক্রান্ত বিদ্যা, দেহবিজ্ঞান।

শারীরিক — ণ. শরীর সংক্রান্ত, শারীর, দৈহিক।

শার্কর — ণ. শর্করা সংক্রান্ত। দানা-ওয়ালা। বালির মতো। [সং.]

শার্ঙ্গ — ণ. শৃঙ্গ হইতে নির্মিত। বি. শৃঙ্গনির্মিত ধনু। বিষ্ণুর ধনু। [সং.] **শার্ঙ্গধর, শার্ঙ্গপাণি** — বিষ্ণু। ধনুর্ধর।

শার্ট — পুরুষের পরিধেয় একরকম জামা, কামিজ। [ই. shirt.]

শার্দূল — বাঘ, ব্যাঘ্র। [সং.] স্ত্রী. — **শার্দূলী**। **শার্দূলবিক্রীড়িত** — একরকম ছন্দের নাম।

শার্সি — জানালা ইত্যাদির কাচের কপাট। [ফা. chassis.]

শাল — একরকম বৃহৎ গাছ ও তাহার কাঠ। [সং.] **শালনির্যাস** —

শালগাছের আঁটা, ধুনা। **শালপ্রাংশু** — শাল গাছের মতো লম্বা বা উন্নতদেহ।
শাল — একরকম দামী পশমী চাদর। [ফা. শাল্।]
শাল — একরকম শোল জাতীয় বড় মাছ।
-শাল — 'শালা' বা 'গৃহ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কামার-'শাল'।] [সং. শালা।]
শাল — শেল, শল্য। [সং. শল্য।]
শালগম — একরকম কন্দ বিশেষ (তরকারি)। [আ. শালগম্।]
শালগ্রাম — গন্ডকীনদীতে প্রাপ্ত একরকম শিলাখন্ড যাহাকে বিষ্ণুবিগ্রহরূপে পূজা করা হয়।
শালতি — শালের গুঁড়ি হইতে তৈয়ারী সরু নৌকা বা ডিংগা।
শালা — স্ত্রীর ভাই, শ্যালক। গালিবিশেষ। [সং. শ্যালক।] **শালাজ** — শালার স্ত্রী।
শালা — গৃহ। [ঃ 'পাঠশালা'।] [সং.]
শালাজ — শালার স্ত্রী, শ্যালকজায়া।
শালি — একরকম হৈমন্তিক ধান। [সং.]
শালিক — একরকম পাখী। [সং. শারিকা।]
শালী — স্ত্রীর ভগিনী, শ্যালিকা। স্ত্রীলোকের উদ্দেশ্যে গালি বিশেষ। [সং. শ্যালিকা।] **শালীপো** — শালীর ছেলে।
-শালী — 'যুক্ত' 'বিশিষ্ট' 'অধিকারী' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বিত্ত-'শালী'।] [সং. শালিন্।] স্ত্রী. — **-শালিনী**।
শালীন — সলজ্জ ও নম্র। ভদ্র। [সং.] বি. **শালীনতা** — বিনীত সলজ্জ ভাব। মার্জিত রুচি, ভদ্রতা, শোভনতা।
শালু — একরকম লাল কাপড়।
শালুক — শাপলা, কুমুদ। (সং.) পদ্মাদির মূল। [সং.]
শাল্মলি, শাল্মলী — শিমুল গাছ। [সং.]
শাশুড়ী — স্বামী বা স্ত্রীর মা, শ্বশুরের স্ত্রী। [সং. শ্বশ্রূ।]
শাশ্বত — চিরন্তন, সনাতন, নিত্য, অবিনশ্বর। [সং.] স্ত্রী. — **শাশ্বতী**।
শাঁস — ফল বীজ ইত্যাদির ভিতরকার নরম জিনিস। [সং. শস্য।]
শাসক — যে শাসন করে, শাসনকর্তা। [সং.] **শাসন** — দমন, নিয়ন্ত্রণ। [ঃ দুষ্টের 'শাসন'; ঃ আত্ম-'শাসন'; ঃ জন্ম-'শাসন'।] রাষ্ট্র বা রাজ্যের পরিচালন। [ঃ ভারত 'শাসন'।] রাষ্ট্র বা রাজ্যের কোনও অংশের তত্ত্বাবধান। [ঃ জেলার 'শাসন'।] তিরস্কার প্রহার ইত্যাদি। [ঃ ছেলেকে 'শাসন' করা।] আজ্ঞা, বিধান। [ঃ শাস্ত্রের 'শাসন'।] সনদ, আজ্ঞাপত্র। [ঃ তাম্র-'শাসন'।] [সং.] **শাসনকর্তা** — যে শাসন করে, শাসক। [সং. শাসনকর্তৃ।] স্ত্রী. — **শাসনকর্ত্রী**। **শাসনতন্ত্র** — রাষ্ট্রের বা রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ। রাষ্ট্র শাসনের মূলনীতি ও কাঠামো, সংবিধান। ণ. **শাসনতান্ত্রিক** — শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত। শাসনতন্ত্র অনুসারে। বি. — **শাসনতান্ত্রিকতা**। **শাসনপ্রণালী** — শাসনের রীতি, শাসনের পদ্ধতি। **শাসনাধীন** — ণ. শাসনের অধিকারভুক্ত, শাসনে রহিয়াছে এমন। **শাসনীয়** — ণ. শাসন করিবার যোগ্য।
শাসা — ক্রি. (কবিতায়) শাসন করা।
শাসানি — ধমক, ভীতিপ্রদর্শন।
শাসানো — ক্রি. ধমক দেওয়া, শাস্তির ভয় দেখানো।
শাঁসালো — শাঁস আছে এমন। (ব্যঙ্গে)

যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে এমন, ধনী।
শার্সি — ('শার্সি' দেখ।)
শাসিত — ণ. শাসন করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। [ঃ ইংরেজ-'শাসিত'।] নিয়ন্ত্রিত। [সং.] স্ত্রী. — **শাসিতা**।
শাস্তা — শাসক। রাজা। গুরু, শিক্ষক। [সং. শাস্তৃ।]
শাস্তি — সাজা, দণ্ড। ভুল-ত্রুটির ফলে দুর্ভোগ। **শাস্তিবিধান** — শাস্তির ব্যবস্থা, শাস্তিদান সম্পর্কে নির্দেশ, দণ্ডদান।
শাস্ত্র — ধর্ম সংক্রান্ত প্রাচীন পুঁথি। কোনও বিদ্যা বা তদ্‌বিষয়ক পুস্তক। [ঃ দর্শন-'শাস্ত্র'; ঃ অঙ্ক-'শাস্ত্র'।] [সং.] **শাস্ত্রকার** — শাস্ত্রের রচয়িতা, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের প্রণেতা। **শাস্ত্রচর্চা** —শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা ইত্যাদি। **শাস্ত্রজ্ঞ** — শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্ত্রী. — **শাস্ত্রজ্ঞা**। **শাস্ত্রজ্ঞান** — প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পাণ্ডিত্য। **শাস্ত্রপ্রণেতা** — শাস্ত্রের রচয়িতা, শাস্ত্রকার। স্ত্রী. — **শাস্ত্রপ্রণেত্রী**। **শাস্ত্রবিৎ, শাস্ত্রবিদ্‌** — শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। **শাস্ত্রবিধি** — শাস্ত্রের বিধান, শাস্ত্রের প্রদত্ত বিধি-নিষেধ। **শাস্ত্রবিশারদ** — শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ। **শাস্ত্রবিহিত** — শাস্ত্রে প্রদত্ত বিধিনিষেধ অনুসারে কৃত বা করণীয়, শাস্ত্রসংগত। **শাস্ত্রসংগত, শাস্ত্রসঙ্গত, শাস্ত্রসম্মত** — শাস্ত্রে প্রদত্ত বিধিনিষেধের বিরোধী নহে এমন। **শাস্ত্রানুমোদিত** — ('শাস্ত্রসংগত' দেখ।)
শাস্ত্রী — শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ। সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। [সং. শাস্ত্রিন্‌।] ণ. **শাস্ত্রীয়**—শাস্ত্রসংক্রান্ত। শাস্ত্রসংগত।
শাহ্‌ — মুসলমান রাজা, মুসলমান সম্রাট। মুসলমান রাজা বা সম্রাটের উপাধি। [ফা.] **শাহ্‌জাদা** — সম্রাট-পুত্র। রাজপুত্র। **শাহ্‌জাদী** — সম্রাটকন্যা। রাজকন্যা। **শাহ্‌জাহান** — পৃথিবীপতি, পৃথিবীর অধীশ্বর। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত মোগল সম্রাট। **শাহানশাহ্‌** — রাজাধিরাজ, সম্রাট। **শাহ্‌নামা** — রাজাদের কাহিনী। ফিরদৌসী-রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য।
শাহরিক — শহর সংক্রান্ত, শহুরে। [ঃ 'শাহরিক' সভ্যতা।]
শাহানা — ('সাহানা' দেখ।)
শাহী — শাহ্‌ সংক্রান্ত। রাজকীয়। শাসন সংক্রান্ত।
শিউরানো — ক্রি. শিহরিয়া উঠা, রোমাঞ্চিত হওয়া।
শিউলি — একরকম গাছ ও তাহার ফুল, শেফালিকা। [সং. শেফালি।]
শিং — গোরু মহিষ ইত্যাদির মাথার শক্ত সুচালো জিনিস, শৃঙ্গ। [সং. শৃঙ্গ।]
শিংশপা — একজাতীয় বৃক্ষ, শিশু গাছ। [সং.]
শিক — লোহা ইত্যাদির দণ্ড বা কাঠি। [ফা. সীখ।] **শিককাবাব** — শিকে গাঁথিয়া ঝলসানো মাংস।
শিকড় — (গাছের) মূল।
শিকদার -- (যাহারা শিকের সাহায্যে বন্দুক চালাইত) মুসলমান আমলের শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
শিকনি — নাক হইতে নির্গত শ্লেষ্মা, পোঁটা। [সং. শিঙ্ঘান।]
শিকরা — একরকম শিকারী বাজপাখী।
শিকল, শিকলি — শৃঙ্খল, জিঞ্জির। দরজায় লাগাইবার উপযোগী জিঞ্জির। [সং. শৃঙ্খল।] **শিকল তোলা** — ঐ জিঞ্জির দিয়া দরজা বন্ধ করা।
শিকস্ত — পাকা হাতের টানা লেখা। [ফা.]

শিকা — খাদ্যাদি রাখিবার উপযোগী দড়ি তার ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী ঝুলানো ফাঁস। [সং. শিক্য।] **বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া** — অতিশয় অপ্রত্যাশিত সুযোগ সুবিধা অকস্মাৎ পাওয়া।

শিকায়ত — দোষারোপ। নিন্দা। নালিশ। [আ. শিকায়ত্।]

শিকার — পশু পাখী ইত্যাদিকে তীর গুলী ইত্যাদি দিয়া বধ বা আয়ত্ত করণ, মৃগয়া। [ঃ 'শিকার' করা; ঃ 'শিকারে' যাওয়া।] মৃগয়ালব্ধ বা মৃগয়ার উপযোগী পশু পাখী ইত্যাদি। [ফা.] **শিকারী** — বি. যে শিকার করে। ণ. শিকারে পটু।

শিকে — ('শিকা' দেখ।)

শিক্ষক — শিক্ষাদাতা, মাস্টার, অধ্যাপক। [সং.] স্ত্রী. — **শিক্ষিকা**। **শিক্ষকতা** — শিক্ষকের কাজ।

শিক্ষণ — শিক্ষাদান, অধ্যাপন, 'ট্রেনিং'। [সং.] **শিক্ষণবিদ্যা** — কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান বা কলাকৌশল। **শিক্ষণবিদ্যালয়** — বিদ্যালয় যেখানে শিক্ষাদান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। **শিক্ষণীয়** — ণ. শিখিবার যোগ্য। শিক্ষাদানের যোগ্য।

শিক্ষয়িতা — শিক্ষক, শিক্ষাদাতা। [সং. শিক্ষয়িতৃ।] স্ত্রী. — **শিক্ষয়িত্রী**।

শিক্ষা — জ্ঞানলাভ, কলাকৌশল আয়ত্ত করণ। [ঃ 'শিক্ষা' করা।] তত্ত্ব বা কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান, বিদ্যা, উপদেশ। [ঃ 'শিক্ষা' দেওয়া।] কঠিন অভিজ্ঞতা, আক্কেল। [ঃ আজ যে 'শিক্ষা' হ'ল।] উচ্চারণ সংক্রান্ত প্রাচীন বিদ্যা, অন্যতম বেদাংগ। [সং.] **শিক্ষাকেন্দ্র** — শিক্ষাদানের জায়গা যেখানে বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষার্থী আসে। **শিক্ষাগুরু** — শিক্ষাদাতা। **শিক্ষাদাতা** — যে শিক্ষা দেয়। [সং. শিক্ষাদাতৃ।] স্ত্রী. — **শিক্ষাদাত্রী**। **শিক্ষাদান** — শেখানো, শিক্ষণ। **শিক্ষাদীক্ষা** — বিদ্যা ও রীতিনীতি সম্পর্কে উপদেশ লাভ। শিক্ষা সুরুচি ইত্যাদি। **শিক্ষাধিকার** — শিক্ষালাভের অধিকার। শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ। **শিক্ষানবীশ** — কাজ শিখিতেছে এমন ব্যক্তি, শিক্ষার্থী, apprentice. **শিক্ষানবীশি** — শিক্ষানবীশের কাজ বা অবস্থা। **শিক্ষাপ্রণালী** — শিখাইবার বা শিখিবার পদ্ধতি। **শিক্ষাপ্রদ** — ণ. যাহা হইতে শিক্ষালাভ করা যায় এমন। **শিক্ষাপ্রাপ্ত** — ণ. শিখিয়াছে বা শিক্ষা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শিক্ষাপ্রাপ্তা**। **শিক্ষাবিভাগ** — শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ, শিক্ষাধিকার। **শিক্ষাবিস্তার** — বহুলোককে শিক্ষাদান, শিক্ষার প্রসার। **শিক্ষাব্যবস্থা** — শিক্ষাদান সংক্রান্ত বন্দোবস্ত। **শিক্ষাব্রতী** — শিক্ষাদানকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি। [সং. শিক্ষাব্রতিন্।] স্ত্রী. — **শিক্ষাব্রতিনী**।

শিক্ষিত — ণ. শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিখিয়াছে এমন। স্কুল-কলেজে পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শিক্ষিতা**।

শিখ — (শিষ্য) নানক-প্রবর্তিত ধর্মমতে বিশ্বাসী বা ঐ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। [সং. শিষ্য।]

শিখণ্ড, শিখণ্ডক — ময়ূরপুচ্ছ। চূড়া। কাকপুচ্ছ। জুলপি। [সং.]

শিখণ্ডিক — মোরগ, কুক্কুট। [সং.]

শিখণ্ডী — ময়ূর। ময়ূরপুচ্ছধারী। মহাভারতে বর্ণিত দ্রুপদরাজার নপুংসক পুত্র যাহাকে দেখিয়া ভীষ্ম শরচালনা বন্ধ করেন। [সং. শিখণ্ডিন্।] **শিখণ্ডী**

খাড়া করা — বিপক্ষকে জব্দ বা পরাজিত করিবার জন্য ঐরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সাহায্য লওয়া।

শিখর — পর্বতের চূড়া। চূড়া, শীর্ষ। [ঃ প্রাসাদ-'শিখর'।] পাকা ডালিমের দানার মতো রক্তাভ একরকম রত্ন। [সং.] **শিখরদশনা** — ঐরূপ রত্নের মতো সুন্দর দাঁত যে নারীর।

শিখরী — পর্বত। বৃক্ষ। [সং. শিখরিন্।] **শিখরিণী** — একরকম ছন্দ। শিখরদশনা, সুন্দরী নারী।

শিখা — শীর্ষ, অগ্রভাগ। আগুনের অগ্রভাগ বা শিষ। টিকি। [সং.]

শিখা — ক্রি. শিক্ষালাভ করা, কলাকৌশল আয়ত্ত করা। জ্ঞানলাভ করা। ণ. শিক্ষা করা হইয়াছে এমন, শেখা।

শিখানো — ক্রি. শিক্ষা দেওয়া, শিখিতে সাহায্য করা। ণ. শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এমন, শেখানো। জব্দ করা।

শিখিধ্বজ, শিখিবাহন — কার্তিকেয়। [সং.]

শিখী — ময়ূর। [সং. শিখিন্।] স্ত্রী. — **শিখিনী**।

শিগ্‌গির — (কথ্য প্রয়োগ) শীঘ্র।

শিঙ — ('শিং' দেখ।)

শিঙা — শিং বা ধাতু দিয়া তৈয়ারী ফুঁ দিয়া বাজাইবার উপযোগী একরকম যন্ত্র। **শিঙা ফুঁকা** — (ব্যঙ্গে) মরা।

শিঙাড়া — পানিফল। পুর ভরিয়া পানিফলের আকারে ময়দার তৈয়ারী ঘিয়ে বা তেলে ভাজা একরকম খাবার। [সং. শৃঙ্গাটক।]

শিঙি — মাগুর জাতীয় একরকম মাছ (মাথায় শিঙের মতো কাঁটা আছে)। [সং. শৃঙ্গী।]

শিঙ্গা, শিঙ্গাড়া, শিঙ্গি — ('শিঙা', 'শিঙাড়া' ও 'শিঙি' দেখ।)

শিঞ্জন, শিঞ্জিত — বি. নূপুর ইত্যাদির মধুর ধ্বনি। **শিঞ্জিত** — ণ. (নূপুর ইত্যাদির) মধুর ধ্বনিতে পূর্ণ। [ঃ নূপুর-'শিঞ্জিত'।] [সং.]

শিঞ্জিনী — নূপুর। ধনুকের ছিলা। [সং.]

শিটা, শিটে — রসহীন শুষ্ক অবস্থা। [ঃ মুখের 'শিটা' ছাড়ানো।] ছিবড়া, গাদ। [সং. শিষ্ট।]

শিটি — গাড়ি ইত্যাদির বাঁশির শব্দ। **শিটি দেওয়া** — ঐরূপ বাঁশির শব্দ করা।

শিতি — কালো বা নীল। সাদা। [সং.] **শিতিকণ্ঠ** — নীলকণ্ঠ, শিব। ময়ূর।

শিথান — শিয়র। মাথার বালিশ। [সং. শিরঃস্থান।]

শিথিল — ঢিলা, আলগা। দৃঢ় বা সবল নহে এমন। [সং.] বি. — **শিথিলতা**।

শিন্নি — ('শিরনি' দেখ।)

শিপ্রা — উজ্জয়িনীর পাশ দিয়া প্রবাহিত নদী, চম্বল নদীর একটি শাখা।

শিব — মঙ্গল, শুভ। মহাদেব, শংকর। [সং.] **শিবচক্ষু** — ('শিবনেত্র' দেখ।) **শিব-চতুর্দশী** — ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী যেদিন শিবের বিশেষভাবে পূজা হয়। **শিবত্ব** — শিবের সহিত একত্ব। **শিবনেত্র** — ধ্যানী শিবের মতো ঊর্ধ্বগত চক্ষু। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে চোখের অবস্থা যেরূপ হয়। **শিবরাত্রি** — শিবচতুর্দশীর রাত্রি। ঐ রাত্রিতে ব্রত পূজাদি। **শিবরাত্রির শলতে** — একমাত্র পুত্র বা বংশধর (শিবরাত্রির দীপের মতো সাবধানে রক্ষণীয় একমাত্র সম্বল।) **শিবলিঙ্গ** — শিবের প্রস্তরনির্মিত লিঙ্গমূর্তি। স্ত্রী. **শিবা** — শৃগালী। **শিবা, শিবানী** — শিবপত্নী, দুর্গা। **শিবালয়** — শিবমন্দির।

শিবি — প্রাচীনকালের জনৈক রাজা, উশীনরের পুত্র, ইনি নানা সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

শিবিকা — পালকি। [সং.]

শিবির — তাঁবু। সেনানিবেশ। [সং.]

শিভালরি — স্ত্রীলোকের সম্মুখে সাহস ও সদ্‌গুণ ইত্যাদি প্রদর্শনের চেষ্টা। (মধ্যযুগীয় বীরগণের বীরত্ব পরোপকার নারীর মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি গুণাবলী।) [ই. chivalry.]

শিম — লতানে একরকম গাছ ও তাহার ফল (তরকারি)। [সং. শিম্ব।]

শিমুল — একরকম বৃক্ষ, শাল্মলী, ইহার ফুল দেখিতে সুন্দর কিন্তু গন্ধহীন, ইহার ফল হইতে একরকম তুলা হয়। [সং. শাল্মলী।]

শিয়র — শয়নকারীর মাথার দিক। [সং. শিখর।] **শিয়রে শমন** — আসন্ন মৃত্যু।

শিয়া — একটি মুসলমান সম্প্রদায়। (মহম্মদের জামাতা আলির পুত্রকে ইঁহারা ন্যায্য খলিফা বলিয়া মনে করেন এবং হাসান ও হোসেনের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেন। তুঃ 'সুন্নী'।) [আ. শিআহ্‌।]

শিয়াকুল — ('শেয়াকুল' দেখ।)

শিয়াল — শৃগাল, শেয়াল। [সং. শৃগাল।] **শিয়ালকাঁটা** — একরকম তৃণজাতীয় গাছ যাহার বীজ কাপড়ে লাগিলে আটকাইয়া যায়।

শির — শিরা, নাড়ী। পাতা ইত্যাদির উপরের উঁচু রেখার মতো জিনিস। [ঃ পানের 'শির'।] [সং. শিরা।]

শির, শিরঃ — মাথা। আগা, ডগা। [ঃ তরু-'শিরে'।] [সং. শিরস্‌।] **শিরঃপীড়া** — মাথাধরা রোগ।

শিরজ — মাথার চুল। [সং.]

শিরদাঁড়া — মেরুদণ্ড। [সং. শিরদণ্ড।]

শিরনামা — চিঠি ইত্যাদির উপরে লেখ্য নাম ঠিকানা। [ফা. সর্‌নামহ্‌।]

শিরনি — সত্যনারায়ণ পীর ইত্যাদিকে দেয় আটা দুধ কলা চিনি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত নৈবেদ্য, শিন্নি। [ফা. শীরীনী।]

শরপেচ — পাগড়ি। [ফা. সর্‌পেচ্‌।]

শিরশির — অস্পষ্ট বেদনা অস্বস্তি বা শিহরণসূচক অনুকার।

শিরশ্ছেদ — মাথা কাটা, মস্তক কর্তন। [সং.]

শিরসিজ — ('শিরজ' দেখ।)

শিরস্ক, শিরস্ত্রাণ — মস্তক রক্ষা করিবার উপযোগী আবরণ, উষ্ণীষ, পাগড়ি ইত্যাদি। [সং.]

শিরা — রক্তবাহী নাড়ী। যে নাড়ীর মধ্য দিয়া দেহের দূষিত রক্ত শোধনের জন্য হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। (তুঃ 'ধমনী'।) শির, উচ্চ রেখা। [সং.]

শিরাল — শিরাযুক্ত, শিরাবহুল।

শিরীষ — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।

শিরোজ — ('শিরজ' দেখ।)

শিরোধার্য — শ্রদ্ধার সহিত পালনীয়। সম্মানের সহিত স্বীকার্য বা স্বীকৃত। [সং.]

শিরোনাম — ('শিরনামা' দেখ।)

শিরোপা — সম্মান বা পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত পাগড়ি। [ফা. সর্‌-ও-পা।]

শিরোভাগ — ('শিরোদেশ' দেখ।)

শিরোমণি, শিরোরত্ন — মাথার মণি। শ্রেষ্ঠ বা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। [সং.]

শিরোরুহ — মাথার চুল। [সং.]

শিরোস্থি — মাথার হাড়, করোটি। [সং.]

শিল — ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা বৃষ্টির জল, হিমশিলা, করকা। বাটনা বাটিবার পাথর। শান দিবার পাথর। [সং.

শিলা।]

শিলা — পাথর, পাষাণ। শিল, করকা। [ঃ 'শিলা'-বৃষ্টি।] [সং.] **শিলাতল** — পাথরের উপরিভাগ।

শিলাজতু — কালো রঙের নরম একরকম জান্তব পদার্থ যাহা পাহাড়ে পাওয়া যায় (ঔষধে ব্যবহার্য)।

শিলাদার — একশ্রেণীর মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য।

শিলাপট্ট — বাটিবার জন্য ব্যবহার্য পাটা, শিল। চন্দনপিঁড়ি।

শিলিং — ইংলণ্ডে প্রচলিত মুদ্রা। [ই. shilling.]

শিলীন্ধ্র — ব্যাঙের ছাতা। কলার মোচা। [সং.]

শিলীন্ধ্রী — কেঁচো। মাটি। [সং.]

শিলীভূত — পাথরে পরিণত। [সং.] স্ত্রী. — **শিলীভূতা।**

শিলীমুখ — (যাহার মুখে শিলী বা শল্য আছে।) ভোমরা। তীর। [সং.]

শিল্প — নির্মাণের বা রচনার কলা-কৌশল ও নৈপুণ্য। কলাকৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত নির্মাণ। কলাকৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত নির্মিত দ্রব্য। অঙ্কন ও নৃত্যগীতাদি। নকশা। কল-কারখানা। কারুকর্ম, কারিগরি। **শিল্প-কর্ম, শিল্পকাজ** — অঙ্কন নকশা তুলিবার কাজ ইত্যাদি। **শিল্পকুশল** — শিল্পে নিপুণ। স্ত্রী. — **শিল্পকুশলা।** বি. — **শিল্পকুশলতা। শিল্পবিৎ, শিল্পবিদ্** — শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। **শিল্পবিদ্যা** — শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান। কারিগরিবিদ্যা। চিত্র-বিদ্যা। **শিল্পশালা** — কারখানা। শিল্পীর কাজের ঘর। **শিল্পী** — কলা-নিপুণ ব্যক্তি। চিত্রকর। কারিগর। [সং. শিল্পিন্।] **শিল্পোন্নতি** — কলকারখানা ইত্যাদির উন্নতি।

শিশমহল — চারিদিকে কাচ লাগানো আছে এমন গৃহ বা কক্ষ। [ফা. শীশমহল।]

শিশি — কাচের ছোট বোতল। [ফা. শীশহ্।]

শিশির — ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে আসায় বায়ুস্থ বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা, হিম। শীতকাল। [সং.] **শিশিরসিক্ত** — শিশিরে ভেজা। **শিশির-স্নাত** — শিশিরে স্নান করিয়াছে এমন, শিশিরে ভেজা, শিশির-ধোয়া।

শিশু — বি. অত্যল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা। বাচ্চা, শাবক, চারা। [ঃ মৃগ-'শিশু'; ঃ উদ্ভিদ-'শিশু'।] ণ. অত্যল্পবয়স্ক। [ঃ 'শিশু' পুত্র; ঃ 'শিশু'-কন্যা।] **শিশুকাল** — ছেলে-বেলা, শৈশব। **শিশুপাঠ্য** — শিশুদের পড়িবার উপযোগী। **শিশুপাল** — মহাভারতে বর্ণিত চেদিরাজ, যাহাকে কৃষ্ণ বধ করেন। (ব্যঙ্গে) শিশুর দল। **শিশুসাহিত্য** — শিশুদের উপযোগী সাহিত্য। **শিশুসাহিত্যিক** — শিশুদের উপযোগী সাহিত্যের রচনাকারী। **শিশু-সুলভ** — শিশুর মতো। [ঃ 'শিশু-সুলভ' সরলতা।]

শিশু — একরকম গাছ ও তাহার কাঠ, শিংশপা। [সং. শিংশপা।]

শিশুনাগ — মগধের জনৈক প্রাচীন রাজা ও তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ।

শিশুক, শিশুমার — একরকম জলজন্তু, শুশুক। [সং.]

শিশ্ন — পুরুষের জননেন্দ্রিয়, লিঙ্গ। [সং.] **শিশ্নোদরপরায়ণ** — কামুক ও পেটুক। বি. — **শিশ্নোদরপরায়ণতা।**

শিষ — শস্যের মঞ্জরী। [ঃ ধানের 'শিষ'।] শিখা। [ঃ প্রদীপের 'শিষ'।] [সং. শীর্ষ।]

শিষ্ট — শান্ত, শিক্ষিত, ভদ্র, বিনীত। বি. — **শিষ্টতা**। [সং.] স্ত্রী. — **শিষ্টা**। **শিষ্টাচার** — ভদ্রব্যবহার, সৌজন্য, ভদ্রতা।

শিষ্য — শিক্ষাগ্রহণকারী। দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণকারী। [সং.] স্ত্রী. — **শিষ্যা**। বি — **শিষ্যত্ব**।

শিস — ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করিয়া জিবের সাহায্যে করা শব্দ। **শিস দেওয়া** — ঐরূপ শব্দ করা।

শিহর — (কবিতায়) শিহরণ। **শিহরন, শিহরণ** — রোমাঞ্চ। **শিহরা** — ক্রি. (কবিতায়) রোমাঞ্চিত হওয়া, শিউরানো। [ঃ 'শিহরিল'।] **শিহরিত** — ণ. রোমাঞ্চিত। **শিহরানো** — ক্রি. শিউরানো, রোমাঞ্চিত হওয়া।

শীকর — বায়ুচালিত জলকণা। জলকণা। [সং.]

শীঘ্র — তাড়াতাড়ি, সত্বর, দ্রুত, অবিলম্বে। [সং.] বি. — **শীঘ্রতা**। **শীঘ্রগতি** — ণ. তাড়াতাড়ি চলে এমন, দ্রুতগতি। বি. ক্ষিপ্র গতি, দ্রুত গতি। **শীঘ্রগামী** — তাড়াতাড়ি চলে এমন, দ্রুতগামী। [সং. শীঘ্রগামিন্।] স্ত্রী. — **শীঘ্রগামিনী**। বি. — **শীঘ্রগামিতা**।

শীত — বি. ঠাণ্ডা সময়, হিম ঋতু, পৌষ ও মাঘ মাস। [ঃ 'শীত'-কাল।] ঠাণ্ডা আবহাওয়া। [ঃ 'শীত' পড়েছে।] ঠাণ্ডাবোধ। [ঃ 'শীত' করা।] ণ. শীতল, ঠাণ্ডা। [ঃ 'শীত'-বায়ু।] [সং.] **শীতকাতুরে** — শীতে অত্যন্ত কাতর হয় এমন। **শীতপ্রধান** — যেখানে শীত বেশী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এমন। [ঃ 'শীতপ্রধান' দেশ।] **শীতবস্ত্র** — শীতনিবারক গরম কাপড়।

শীতল — ণ. ঠাণ্ডা, গরম নহে এমন। [ঃ 'শীতল' জল।] [সং.] বি. — । **শীতলপাটি** — একরকম মিহি ও মসৃণ মাদুর।

শীতলা — বসন্তরোগের দেবী।

শীতাংশু — চাঁদ। [সং.]

শীতাগম — শীত ঋতুর আরম্ভ, শীতকালের শুরু।

শীতাতপ — শীত ও রৌদ্র, শৈত্য ও উত্তাপ। **শীতাতপনিয়ন্ত্রিত** — যেখানকার আবহাওয়া ইচ্ছামতো ঠাণ্ডা বা গরম করা যায় এমন। [ঃ 'শীতাতপনিয়ন্ত্রিত' প্রেক্ষাগৃহ।]

শীতার্ত — শীতে কাতর। [সং.] স্ত্রী. — **শীতার্তা**। বি. — **শীতার্ততা**।

শীতোষ্ণ — ঠাণ্ডা ও গরমের মাঝামাঝি।

শীৎকার, শীৎকৃত — অব্যক্ত অনুভূতি ও শিহরণ সূচক অস্পষ্ট শব্দ। [সং.]

শীধু — মধু। আখের রস হইতে প্রস্তুত মদ। [সং.]

শীর্ণ — রোগা, ক্ষীণ, কৃশ। [সং.] স্ত্রী. — **শীর্ণা**। বি. — **শীর্ণতা**। **শীর্ণকায়** — যাহার চেহারা রোগা এমন। স্ত্রী. — **শীর্ণকায়া**। **শীর্ণদেহ** — ণ. রোগা। বি. রোগা শরীর। ণ. স্ত্রী. — **শীর্ণদেহা**।

শীর্ষ — চূড়া, অগ্রভাগ, সর্বোচ্চ অংশ। [ঃ প্রাসাদ-'শীর্ষ'; ঃ পর্বত-'শীর্ষ'।] [সং.] **শীর্ষস্থান** — সর্বোচ্চ স্থান, শ্রেষ্ঠত্ব। [ঃ 'শীর্ষস্থান' অধিকার করেন।] ণ. **শীর্ষস্থানীয়** — শীর্ষস্থান অধিকারের যোগ্য, শ্রেষ্ঠ। [ঃ 'শীর্ষস্থানীয়' নেতা।] স্ত্রী. — **শীর্ষস্থানীয়া**।

শীর্ষক — নামক (প্রবন্ধ গল্প কবিতা ইত্যাদি)। [ঃ গুপ্তধন 'শীর্ষক' গল্প।]

শীল — চরিত্র, স্বভাব। [ঃ কুল-'শীল'।] সৎ চরিত্র, সদাচার। প্রকৃষ্ট পন্থা, নীতি। [ঃ পঞ্চ-'শীল'।] পদবী

বিশেষ। [সং.]

-শীল — অভ্যস্ত, প্রবণ, রত, বিশিষ্ট, আচরণকারী ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ চিন্তা-'শীল'।] বি. — **-শীলতা**। স্ত্রী. — **-শীলা**।

শীলন — অভ্যাস, অনুশীলন। [সং.] ণ. — **শীলিত**।

শীষ — ('শিষ' দেখ।)

শুক — টিয়া পাখী। [ঃ 'শুক'-সারী।] [সং.] **শুকনাস** — টিয়াপাখীর মতো নাক আছে এমন।

শুকতারা — শুক্রগ্রহ। (সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে দেখা যায়; ভোরের সময়ে উদিত হইলে উহাকে শুকতারা বলে।) অন্ধকার বা দুর্ভাগ্যের শেষ ও সৌভাগ্যের সূচনাকারী। [ঃ জীবনের 'শুকতারা'।]

শুকনা, শুকনো — ণ. শুষ্ক।

শুকানো — ক্রি. শুষ্ক হওয়া। শুষ্ক করা। অনাহারে থাকা। শীর্ণ হওয়া। ণ. শুষ্ক হইয়াছে এমন। শুষ্ক করা হইয়াছে এমন। শীর্ণ। বি. শুষ্ক করণ।

শুকা — ('শুখা' দেখ।)

শুঁকা — (শুঁখা দেখ।)

শুকী — স্ত্রী-শুক। পুরাণে বর্ণিত গরুড়ের মাতা বিনতার মাতামহী।

শুক্তা, শুক্তানি — একরকম তেতো ব্যঞ্জন।

শুক্তি, শুক্তিকা — ঝিনুক, শামুক জাতীয় একরকম প্রাণী। [সং.]

শুক্তো, শুক্তোনি — ('শুক্তা' দেখ।)

শুক্র — একটি গ্রহের নাম, শুকতারা। সপ্তাহের একটি বারের নাম। দৈত্যগুরু, শুক্রাচার্য। বীর্য, রেতঃ। [সং.] **শুক্রকর** — বীর্যবর্ধক। **শুক্রক্ষয়** — রেতঃপাত। শুক্রের অপচয়। **শুক্রতারল্য** — একরকম রোগ যাহাতে বীর্য তরল হয়। **শুক্রদোষ** — বীর্যের তরলতা ইত্যাদি। **শুক্রপাত** — বীর্যপাত, রেতঃপাত। **শুক্রবর্ধক** — বীর্য বৃদ্ধি করে এমন (ঔষধ ইত্যাদি)। **শুক্রবার** — শনিবারের পূর্বদিন। **শুক্রাচার্য** — দৈত্যদের গুরু, দেবযানীর পিতা।

শুক্ল — ণ. সাদা, শুভ্র। অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথিগুলি। [ঃ 'শুক্ল' প্রতিপদ।] [সং.] স্ত্রী. — **শুক্লা**। বি. — **শুক্লতা**। **শুক্লপক্ষ** — অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথিগুলি।

শুখনা — ('শুকনা' দেখ।)

শুখা — বি. অনাবৃষ্টি। [ঃ হাজা-'শুখা'।] শুকনো তামাক। বিড়ির মসলা। ণ. খোরাক ও পোশাকের আলাদা খরচ দেওয়া হয় না এমন (মাহিনা)। [ঃ 'শুখা' মাহিনার চাকর।] [সং. শুষ্ক।]

শুঁখা — ক্রি. ঘ্রাণ লওয়া। ণ. ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন, ঘ্রাত।

শুঁখানো — ক্রি. ঘ্রাণ লওয়ানো।

শুঙ্গ, শুঙ্গা — শুঁয়া। হুলের মতো জিনিস। [সং. শুঙ্গ।]

শুচি — পবিত্র, নির্মল, শুদ্ধ। [সং.] বি. — **শুচিতা**। **শুচিবাই, শুচিবায়ু** — শুচিতারক্ষার বাতিক। **শুচিস্মিত** — নির্মল হাসিযুক্ত। স্ত্রী. — **শুচিস্মিতা**। **শুচিস্মিতে** — (সম্বোধনে) শুচিস্মিতা।

শুঁটকা, শুঁটকো — শুকনো ও শীর্ণ। [সং. শুষ্কবৃত্ত।] স্ত্রী. — **শুঁটকী**।

শুঁটকী — শুষ্ক করিয়া রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'শুঁটকী' মাছ।]

শুঁটি — কলাই শিম ইত্যাদির আস্ত ফল বা বীজকোষ। [ঃ মটর-'শুঁটি'।]

শুঁঠ — শুষ্ক আদা। [সং. শুণ্ঠি।]

শুঁড় — হাতীর মুখের লম্বা অংশ যাহা

দিয়া হাতী জিনিস ধরিতে তুলিতে বা ভাঙিতে পারে, শুণ্ড। দেহের ঐরূপ অংশ। [ঃ পোকার 'শুঁড়'।] [সং. শুণ্ড।]

শুঁড়ী — যে মদ তৈয়ারি বা বিক্রয় করে, শৌণ্ডিক। জাতি বিশেষ। [সং. শুণ্ডিন্।]

শুণ্ড — শুঁড়। [সং.] **শুণ্ডী** — হাতী। শুঁড়ী। [সং. শুণ্ডিন্।]

শুদ্ধ — ণ. পবিত্র, নির্দোষ। [ঃ 'শুদ্ধ' চরিত্র।] নির্ভুল, ত্রুটিহীন। [ঃ 'শুদ্ধ' ভাষা।] অমিশ্রিত, খাঁটী। [ঃ 'শুদ্ধ' ইমন।] শুধু, কেবল। [ঃ 'শুদ্ধ' ফল-মূল খাইয়া।] [সং.] স্ত্রী. — **শুদ্ধা**। বি. — **শুদ্ধতা, শুদ্ধি**।

শুদ্ধি — বি. পবিত্র করণ, পতিত বা ধর্মচ্যুতকে সমাজে গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ করণ। সংশোধন। [ঃ 'শুদ্ধি'-পত্র।] [সং.] **শুদ্ধিপত্র** — যে পত্রে বা পৃষ্ঠায় বইয়ের ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়।

শুদ্ধোদন — (শুদ্ধ খাদ্য গ্রহণকারী) বুদ্ধদেবের পিতা। [সং. শুদ্ধ + ওদন।]

শুধরানো — ক্রি. সংশোধন করা। [ঃ ভুল 'শুধরাও'।] সংশোধিত হওয়া। [ঃ ছেলেটি 'শুধরে' গেছে।]

শুধা—ক্রি. শোধ করা। [ঃ দেনা 'শুধব'।]

শুধানো — ক্রি. জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা।

শুধু — কেবল। [ঃ 'শুধু' দুধ।] শূন্য, খালি। [ঃ 'শুধু' হাতে যাব না।] [সং. শুদ্ধ।] **শুধু শুধু** — অকারণে। [ঃ 'শুধু শুধু' বকছেন।] বৃথা। [ঃ 'শুধু শুধু' এলাম।]

শুন — (কবিতায়) শূন্য।

শুনা — ক্রি. শ্রবণ করা। মানা, গ্রাহ্য করা। [ঃ কথা 'শুনা'।] ণ. শ্রুত।

শুনানো — ক্রি. শ্রবণ করানো। বলা। তিরস্কার করা। [ঃ অনেক কিছু 'শুনানো'।]

শুনানি বিচারক কর্তৃক বাদী বা প্রতিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ, hearing.

শুভ — বি. মঙ্গল, কল্যাণ। [ঃ 'শুভ'-কর ; ঃ তোমার 'শুভ' হোক।] ণ. মঙ্গলজনক, মঙ্গলসূচক। [ঃ 'শুভ' দিন।] [সং.] স্ত্রী. — **শুভা**।

শুভক্ষণ — শুভ মুহূর্ত, শুভ সময়।

শুভংকর, শুভঙ্কর — যে মঙ্গল করে। মঙ্গলজনক। 'শুভংকরী' নামে প্রাচীন পাটীগণিতের রচয়িতা। স্ত্রী. **শুভংকরী, শুভঙ্করী** — মঙ্গলকারিণী। দুর্গা। শুভংকর-রচিত পাটীগণিত। **শুভদ** — মঙ্গলদাতা। স্ত্রী. — **শুভদা**। **শুভ-দৃষ্টি** — বিবাহের সময় বর ও কন্যার আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিবিনিময়। **শুভাকাঙ্ক্ষা** — অপরের মঙ্গল কামনা, হিতৈষণা। **শুভাকাঙ্ক্ষী** — যে অপরের মঙ্গল কামনা করে, হিতাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী। [সং. শুভাকাঙ্ক্ষিন্।] স্ত্রী. — **শুভাকাঙ্ক্ষিণী**। **শুভাগমন** — মঙ্গল-সূচক আগমন, শুভ পদার্পণ। **শুভানুধ্যান** — অপরের মঙ্গলকামনা। **শুভানুধ্যায়ী** — শুভাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী। [সং. শুভানুধ্যায়িন্।] স্ত্রী. — **শুভানুধ্যায়িনী**। বি. — **শুভানুধ্যায়িতা**। **শুভাশীর্বাদ** — কল্যাণকর আশীর্বাদ। **শুভাশুভ** — মঙ্গল ও অমঙ্গল। মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক।

শুভ্র — ধবধবে সাদা, শ্বেত, ধবল। [সং.] স্ত্রী. — **শুভ্রা**। বি. — **শুভ্রতা, শুভ্রত্ব**।

শুভ্রাংশু — চাঁদ। [সং.]

শুমার — গণনা। [ঃ আদম-'শুমার'।] [ফা.]

শুম্ভ — জনৈক অসুর, দুর্গা ইহাকে বধ

করেন।

শূঁয়া, শূঁয়ো — রোঁয়া, চুলের মতো সূক্ষ্ম শক্ত জিনিস। শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। [সং. শূঙ্গ।] **শূঁয়াপোকা** — একরকম শূঁয়াওয়ালা পোকা, শূককীট, প্রজাপতির অপূর্ণ অবস্থা।

শূয়ার, শূয়োর — শূকর। [সং. শূকর।]

শূঁয়ো, শূঁয়োপোকা — ('শূঁয়া' ও শূঁয়াপোকা দেখ।)

শূয়োর — ('শূয়ার' দেখ।)

শূরু — আরম্ভ। [আ.]

শূরুয়া — মাংস ইত্যাদির ক্বাথ। [ফা. শোরবা. ।]

শুল্ক — কর, মাসুল। মূল্য। [ঃ বীর্য-'শুল্কে' লভিব মেদিনী।] [সং.] **শুল্কশালা** — শুল্ক সংক্রান্ত কার্যালয়।

শুশুক — একরকম জলজন্তু, শিশুমার। [সং. শিশুক।]

শুশ্রূষা — শ্রবণেচ্ছা। সেবা। [সং.] **শুশ্রূষাকারী** — যে শুশ্রূষা করে, সেবাকারী। স্ত্রী. — **শুশ্রূষাকারিণী**। **শুশ্রূষু** — শুনিতে ইচ্ছুক। [সং.] — ক্রি. শোষণ করা।

শুষির — সচ্ছিদ্র বাদ্যযন্ত্র, বাঁশি ইত্যাদি। ণ. সচ্ছিদ্র। ঝাঁজরা। [সং.]

ু ক — শুকনা, নীরস। ম্লান। বিষণ্ণ। [সং.] স্ত্রী. — **শুষ্কা**। বি. — **শুষ্কতা**।

ূক — শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, শূঁয়া। পতঙ্গাদির অপরিণত অবস্থা। [সং.] **শূককীট** — শূঁয়াপোকা, প্রজাপতির অপরিণত অবস্থা।

- একরকম চতুষ্পদ প্রাণী, শূয়োর, বরাহ। [সং.] স্ত্রী. — **শূকরী**।

দ্র — আর্য সমাজের নিম্নতম শ্রেণী। স্ত্রী. — **শূদ্রা**। **শূদ্রাণী, শূদ্রী** — শূদ্রের পত্নী।

৪৮

শূদ্রক — রামায়ণে বর্ণিত শূদ্র তপস্বী রাম যাহাকে বধ করেন।

শূন — (প্রাচীন কবিতায়) শূন্য।

শূন্য — ণ. যাহাতে কিছুই নাই এমন, খালি, ফাঁকা। [ঃ 'শূন্য' হৃদয়: ঃ 'শূন্য' গৃহ।] বি. আকাশ। [ঃ 'শূন্যে' নিক্ষিপ্ত হইল।] (গণিতে) শূন্যতা বা দশগুণ পরিমাণ সূচক চিহ্ন, ০। বৌদ্ধ দেবতাবিশেষ। [সং.] **-শূন্য** — 'হীন' বা 'রহিত' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। স্ত্রী. — **-শূন্যা**। বি. — **শূন্যতা**। **শূন্যগর্ভ** — যাহার ভিতরে কিছু নাই এমন, অর্থহীন, অসার। [ঃ 'শূন্যগর্ভ' বক্তৃতা।] **শূন্যতা** — রিক্ততা, ফাঁকা অবস্থা। **শূন্যদৃষ্টি** — উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, উদাস দৃষ্টি। **শূন্যপথ** — আকাশপথ, আকাশ। [ঃ 'শূন্যপথে' দেখা দিল।] **শূন্যপুরাণ** — ধর্মগ্রন্থ-বিশেষ। **শূন্যমার্গ** — আকাশপথ।

শূপকার — পাচক, রন্ধনকারী। [সং.]

শূর — ণ. বীর, বলবান্। [সং.] **শূরসেন** — যদুবংশীয় রাজা, শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ।

শূর্প, সূর্প — কুলা। [সং.] **শূর্পণখা, সূর্পনখা** — ণ. কুলার মতো নখ যাহার (স্ত্রী.)। বি. রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী লক্ষ্মণ যাহার নাক কাটিয়া দিয়াছিলেন।

শূল — গাঁথিবার উপযোগী সূক্ষ্মাগ্র একরকম অস্ত্র। শলাকা। শিবের অস্ত্র। যন্ত্রণা, বেদনা। [ঃ দন্ত-'শূল'; ঃ অম্ল-'শূল'।] **শূলে চড়ানো, শূলে দেওয়া, শূলে বসানো** — শূল নামক সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র বা গোঁজের উপর চড়াইয়া শাস্তি দেওয়া। **শূলপক্ব** — ণ. শূলে বা শিকে গাঁথিয়া রাঁধা বা ভাজা হইয়াছে এমন। [ঃ 'শূলপক্ব' মাংস।] **শূল-**

পাণি — শিব, মহাদেব। **শূলবিদ্ধ** — ণ. শূলের দ্বারা গাঁথা হইয়াছে এমন।
শূলানি, শূল্যানি — যন্ত্রণা, কনকনানি।
শূলানো — ক্রি. যন্ত্রণা হওয়া, কনকন করা, কটকট করা।
শূলী — শূল অস্ত্রধারী, শিব, মহাদেব। [সং. শূলিন্।]
শূল্যনি — ('শূলানি' দেখ।)
শূল্য — ণ. শিকে গাঁথিয়া রান্না করা বা ঝলসানো হইয়াছে এমন।
শৃগাল — কুকুর জাতীয় একরকম প্রাণী, শিয়াল, ফেরু। [সং.] স্ত্রী. — **শৃগালী**।
শৃঙ্খল — শিকল, জিঞ্জির। [সং.] **শৃঙ্খলবন্ধ** — শিকলে বাঁধা, শৃঙ্খলিত। স্ত্রী. — **শৃঙ্খলবন্ধা**।
শৃঙ্খলা — বি. নিয়ম, ধারা, পদ্ধতি, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'শৃঙ্খলা'।] [সং.] **শৃঙ্খলাবন্ধ** — ণ. শিকলে বন্ধ। সুনিয়মিত, সুব্যবস্থিত। **শৃঙ্খলিত** — ণ. শিকলে বাঁধা, শৃঙ্খলবন্ধ। স্ত্রী. — **শৃঙ্খলিতা**।
শৃঙ্গ — শিং। শিঙ্গা। শিখর, (পর্বতের) চূড়া। [সং.]
শৃঙ্গবের — আদা। রামায়ণে বর্ণিত নিষাদরাজ গুহকের রাজধানী। [সং.]
শৃঙ্গাটক — পানিফল, সিঙ্গাড়া। [সং.]
শৃঙ্গার — অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত প্রেম বা কাম সংক্রান্ত রস, আদিরস। মৈথুন। দেবমূর্তি ইত্যাদিতে সিঁদুর চন্দন ইত্যাদি দিয়া সজ্জার অনুষ্ঠান। [সং.]
শৃঙ্গী — ণ. শিং আছে এমন, শৃঙ্গবিশিষ্ট। বি. শিঙি মাছ। [সং. শৃঙ্গিন্।]
শেওড়া — একরকম গাছ। (ইহাতে ভূত থাকে বলিয়া প্রবাদ।) [সং. শাখোটক।] **শেওড়া গাছের পেত্নী** — অতিশয় কুশ্রী মেয়ে।
শেওলা — ছাতার মতো জলজ একরকম উদ্ভিদ, ছাতলা, শৈবাল। [সং. শৈবাল।] **শেওলা ধরা, শেওলা পড়া** — শেওলা গজানো।
শেকহ্যান্ড — করমর্দন। [ই. shake-hand.]
শেঁকো — ('সেঁকো' দেখ।)
শেখ — মুসলমানের সম্মানসূচক উপাধি। [আ. শইখ।]
শেখর — শিরোভূষণ, কিরীট। চূড়া। [সং.]
শেখা — ক্রি. ('শিখা' দেখ।) বি. শিক্ষালাভ। ণ. শিক্ষালাভ করা হইয়াছে এমন।
শেখানো — ক্রি. ('শিখানো' দেখ।) বি শিক্ষাদান। ণ. যাহা শেখানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'শেখানো' বুলি।] যাহাকে শেখানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'শেখানো' সাক্ষী।]
শেজ — শয্যা, বিছানা। [সং. শয্যা।]
শেজ — কাচের আবরণ লাগানো দীপ, শামাদান। [ই. shade.]
শেঠ — বণিক, সওদাগর। উপাধি বিশেষ। [সং. শ্রেষ্ঠী।]
শেড — বাতির অস্বচ্ছ আবরণ। [ই. shade.] চালাঘার। [ই. shed.]
শেফালি, শেফালিকা, শেফালী — একরকম গাছ ও তাহার সুগন্ধ ছোট শিউলি। [সং.]
শেম — লজ্জাসূচক ধ্বনি। [ঃ 'শেম'! 'শেম'!] [ই. shame.]
শেমিজ — শাড়ির নীচে পরিবার ঘাঘরাযুক্ত জামা। [ই. chemise.]
শেয়াকুল — কুলজাতীয় একরকম কাঁটাগাছ ও তাহার ফল। [সং. শৃগালকোলি।]

শেয়ার — অংশ। ব্যবসায় ইত্যাদির অংশ। [ই. share.] **শেয়ার মার্কেট** — শেয়ার বিক্রয়ের বাজার। [ই. share-market.] **শেয়ার-হোল্ডার**—ব্যবসায় ইত্যাদির অংশীদার। [ই. share-holder.]

শেয়াল — শৃগাল, শিয়াল। [সং. শৃগাল।]

শের — বাঘ, ব্যাঘ্র। [ফা.]

শেরওয়ানি — হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চোগার চেয়ে আঁট একরকম জামা।

শেরিফ — পৌরশাসনের ভারপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তি। [ই. sheriff.]

শেল — নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র, শূল, শল্য। [ঃ শক্তি-'শেল'।] [সং.]

শেল — শক্ত খোলের মধ্যে আটকানো একরকম বিস্ফোরক গোলা। [ই. shell.]

শেষ — বি. বাসুকি, অনন্তনাগ। বলরাম। অবসান, সমাপ্তি। [ঃ 'শেষের' গান; ঃ কাজের 'শেষ'।] নাশ, ধ্বংস। অবশেষ। অবশিষ্ট অংশ। [ঃ 'শেষ'-টুকু।] ণ. যাহা দিয়া শেষ হইবে বা হইয়াছে, অন্তিম। [ঃ 'শেষ' নিঃশ্বাস; ঃ 'শেষ' কলি; ঃ 'শেষ' গান।] বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। [সং.] **শেষকাল** — বৃদ্ধাবস্থা। **শেষ-কালে** — অবশেষে, শেষে। **শেষরাত্রি** — রাত্রির শেষ অংশ। **শেষাশেষি** — শেষের দিকে, শেষের কাছাকাছি।

শৈত্য — ঠাণ্ডাভাব, শীতলতা। [সং.]

শৈথিল্য — শিথিলতা, আলগা ভাব। অসতর্কতা, অমনোযোগ, ঢিলেমি। [সং.]

শৈব — ণ. শিব সংক্রান্ত। বি. শিবের উপাসক। [সং.]

শৈবলিনী — নদী। [সং.]

শৈবাল — শেওলা। [সং.]

শৈব্যা — পুরাণে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের পত্নী।

শৈল — বি. পর্বত। ণ. শিলাজাত। **শৈলজা, শৈলসুতা** — দুর্গা, পার্বতী।

শৈলী — রীতি, পদ্ধতি, প্রণালী। [সং.]

শৈলেন্দ্র, শৈলেশ — পর্বতরাজ, হিমালয়।

শৈশব — শিশুকাল, ছেলেবেলা। [সং.] **শৈশবকাল, শৈশবাবস্থা** — ছেলেবেলা, শিশুকাল।

শো — প্রদর্শনী। [ই. show.]

শোঁ — অতিশয় দ্রুত গতি সূচক অনুকার।

শোওয়া — ক্রি. শয়ন করা। বি. শয়ন। ণ. শয়িত।

শোওয়ানো — ক্রি. শয়ন করানো, শায়িত করা। ভূলুণ্ঠিত করিয়া রাখা। ণ. শায়িত। ভূলুণ্ঠিতভাবে রক্ষিত। বি. শায়িত করণ।

শোক — প্রিয়জনের মৃত্যুর জন্য দুঃখ। [ঃ পুত্র-'শোক'।] প্রিয়বস্তু হারাইবার জন্য দুঃখ। [ঃ টাকার 'শোক'।] [সং.] **শোকগাথা, শোকগীতি** — শোক প্রকাশ করিয়া কবিতা বা গান। **শোকগ্রস্ত** — ণ. শোকে অভিভূত, শোকাচ্ছন্ন। স্ত্রী. — **শোকগ্রস্তা**। **শোকতাপ** — শোক ও দুঃসহ বেদনা। শোক-যন্ত্রণা। **শোকবিহ্বল** — ণ. শোকে অভিভূত। স্ত্রী. — **শোকবিহ্বলা**। **শোকসন্তপ্ত** — ণ. শোকে কাতর। স্ত্রী. — **শোকসন্তপ্তা**। **শোকসভা** — শোক প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত সভা। **শোকাকুল** — ণ. শোকে বিহ্বল, শোকে অধীর। স্ত্রী. — **শোকাকুলা**। **শোকানল** — শোকরূপ আগুন। **শোকান্বিত** — ণ. শোকপ্রাপ্ত। **শোকাপনোদন** — শোক দূরীকরণ, শোক নিবারণ। **শোকাবেগ** — শোকের ফলে অধীরতা বা ব্যাকুলতা। **শোকার্ত** — ণ. শোকে কাতর। স্ত্রী. — **শোকার্তা**। বি. —

শোকার্তভা। **শোকোচ্ছ্বাস** — শোকের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। শোকপ্রকাশ সূচক উচ্ছ্বসিত রচনা। [ঃ 'শোকোচ্ছ্বাস' লেখা।]

শোঁকা, শোঁকানো — ('শোঁখা' ও 'শোঁখানো' দেখ।)

শোঁখা — ক্রি. ('শুঁখা' দেখ।) বি. ঘ্রাণ গ্রহণ। ণ. ঘ্রাত।

শোঁখানো — ক্রি. (শুঁখানো দেখ।) বি. ঘ্রাণ গৃহীত করণ। ণ. ঘ্রাত করা হইয়াছে এমন।

শোচন, শোচনা — শোকপ্রকাশ, খেদ। [সং.] ণ. **শোচনীয়** — শোকের যোগ্য, দুঃখপ্রকাশের যোগ্য। মর্মান্তিক, বেদনা-দায়ক। [ঃ 'শোচনীয়' দুর্ঘটনা।] বি. — **শোচনীয়তা**।

শোণ — বি. বিহারের বিখ্যাত নদ। ণ. রক্তবর্ণ।

শোণিত — বি. রক্ত, রুধির। **শোণিতাক্ত** — রক্তাক্ত, রক্তমাখা।

শোণিমা — রক্তিমা, রক্তাভা, রক্তবর্ণতা। [সং. শোণিমন্।]

শোথ — একরকম রোগ, জল জমিবার ফলে অঙ্গের স্ফীতি, dropsy.

শোধ — ঋণ ইত্যাদি প্রত্যর্পণ, পরিশোধ। [ঃ ধার 'শোধ' করা।] অনিষ্টের বিনিময়ে অনিষ্ট, প্রতিশোধ। [ঃ অপমানের 'শোধ' লওয়া।] [সং.] **শোধবোধ** — পরিশোধ করার বা প্রতিশোধ লওয়ার ফলে নিষ্পত্তি।

শোধক — যাহা বা যে শুদ্ধ করে, শুদ্ধি-কারক। [সং.] **শোধন** — শুদ্ধ করণ, পরিষ্করণ। দোষ-ত্রুটি দূর করণ। [সং.] ণ. **শোধনীয়** — শোধনযোগ্য। যাহা শোধ করা যায় এমন।

শোধরানো — ('শুধরানো' দেখ।)

শোধা — ক্রি. ('শুধা' দেখ।) ণ. শোধ করা হইয়াছে এমন। বি. শোধ করণ।

শোধিত — ণ. শোধন করা হইয়াছে এমন। শোধ করা হইয়াছে এমন।

শোধ্য — ('শোধনীয়' দেখ।)

শোনা — ক্রি. ('শুনা' দেখ।) ণ. শ্রুত। বি. শ্রবণ।

শোনানো — ক্রি. ('শুনানো' দেখ।) বি. শ্রুত করণ। ণ. শ্রুত করানো হইয়াছে এমন।

শোফার — মোটরগাড়ির মাইনে-করা চালক। [ফ. chauffeur.]

শোভন — ণ. শোভাযুক্ত, সুন্দর। যাহা ভালো দেখায় বা মানায় এমন। [সং.] স্ত্রী. — **শোভনা**। বি. — **শোভনতা**।

শোভনীয় — ণ. শোভা পাইবার উপযুক্ত, সুন্দর ও শোভন। স্ত্রী. — **শোভনীয়া**।

শোভা — বি. সৌন্দর্য, বাহার, রূপ-মাধুর্য। [সং.] ক্রি. (কবিতায়) শোভিত হওয়া। [ঃ রক্তমেঘে 'শোভিল' অম্বর।] শোভন হওয়া। **শোভা পাওয়া** — শোভন হওয়া। উপযুক্ত হওয়া। [ঃ এ কাজ তোমার 'শোভা' পায় না। **শোভাযাত্রা** — সমারোহের সহিত সারি বাঁধিয়া গমন। [ঃ 'শোভাযাত্রা' করা।] সমারোহের সহিত গমনকারী বহু ব্যক্তির সারি, মিছিল। [ঃ এ দিক দিয়ে 'শোভা-যাত্রা' যাবে।] **শোভাযাত্রী**—শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী। [সং. শোভাযাত্রিন্।] স্ত্রী.—**শোভাযাত্রিণী**। **শোভাহীন** — ণ. সৌন্দর্যহীন, অসুন্দর। স্ত্রী. — **শোভা-হীনা**। **শোভিত** — ণ. শোভাযুক্ত, সুন্দরভাবে সজ্জিত। স্ত্রী.—**শোভিতা**।

শোভী — ণ. যে বা যাহা শোভা পায়, সুন্দর। [সং. শোভিন্।] স্ত্রী. — **শোভিনী**।

শোয়া — ক্রি. ('শোওয়া' দেখ।) বি.

শয়ন। ণ. শায়িত।

শোয়ানো — ক্রি. ('শোওয়ানো' দেখ।) বি. শায়িত করণ। ণ. শায়িত করা হইয়াছে এমন।

শোরগোল — চিৎকার, চেঁচামেচি, কোলাহল। [ফা. শোর।]

শোরা — একরকম লবণজাতীয় দ্রব্য, যবক্ষার, nitre. [ফা.]

শোল — একরকম মাছ। [সং. শকুল।]

শোলা — ('সোলা' দেখ।)

শোষ — নালী ঘা, sinus.

শোষক — যে শোষণ করে। যে অপরের প্রাপ্য পাকে-প্রকারে আত্মসাৎ করে। [সং.] **শোষণ** — বি. শুষ্ক করণ, চুষিয়া গ্রহণ। অপরের প্রাপ্য পাকে-প্রকারে আত্মসাৎ করণ। [ঃ শাসন ও 'শোষণ'।] [সং.] ণ. **শোষিত** — শোষণ করা হইয়াছে এমন।

শোষা — ক্রি. ('শুষা' দেখ।) বি. শোষণ। ণ. শোষিত।

শোহরত — ঘোষণা, প্রচার। [ঃ ঢোল-'শোহরত'।] [আ. শুহ্‌রত্।]

শোহিনী — (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ। [সং শোভিনী।]

শৌক্ল্য — শুক্লতা। [সং.]

শৌখিন, শৌখীন — যাহার শখ আছে, বিলাসী। [ঃ 'শৌখীন' লোক।] শখ মিটাইবার পক্ষে উপযুক্ত। [ঃ 'শৌখীন' জিনিস।] [আ. শৌকীন্।] বি. — **শৌখিনতা, শৌখীনতা।**

শৌচ — বি. শুচিতা, পবিত্রতা। মলত্যাগ ইত্যাদির পরে প্রক্ষালন। [সং.]

শৌণ্ড — মত্ত, মাতাল। অত্যন্ত আসক্ত। বিখ্যাত। [ঃ দান-'শৌণ্ড'।] [সং.]

শৌণ্ডিক — মদ প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা, শুঁড়ী। **শৌণ্ডিকালয়** — ভাঁটিখানা বা মদের দোকান।

শৌরসেনী — শূরসেন অঞ্চলের প্রাচীন কথ্য ভাষা, প্রাকৃতের অন্যতম শাখা।

শৌর্য — বীরত্ব, সাহস। [সং.] **শৌর্যবান্** — বীর, সাহসী। স্ত্রী. — **শৌর্যবতী।** বি. — **শৌর্যবত্তা। শৌর্যশালী** — বীর, শৌর্যবান্। [সং. শৌর্যশালিন্।] স্ত্রী. — **শৌর্যশালিনী।**

শৌল্ক, শৌল্কিক — ণ. শুল্ক সংক্রান্ত। বি. শুল্ক-আদায়কারী। [সং.]

শ্মশান — শবদাহের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। [সং.] **শ্মশানচারী** — যে শ্মশানে থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়। [সং. শ্মশানচারিন্।] স্ত্রী. — **শ্মশানচারিণী। শ্মশানবাসী** — যে শ্মশানে বাস করে। [সং. শ্মশানবাসিন্।] স্ত্রী. — **শ্মশান-বাসিনী। শ্মশানবন্ধু** — শবদাহের জন্য যাহারা সঙ্গে শ্মশানে যায়।

শ্মশ্রু — গোঁফদাড়ি। দাড়ি। [সং.] **শ্মশ্রুমণ্ডিত, শ্মশ্রুল** — গোঁফদাড়িযুক্ত, গোঁফদাড়িতে ঢাকা।

শ্যাম — ণ. মেঘের মতো রঙের, কালো। [ঃ নব-ঘন-'শ্যাম'।] সবুজ। [ঃ দূর্বাদল-'শ্যাম'।] বি. শ্রীকৃষ্ণ। **শ্যাম-বর্ণ** — কালো ও ফরসার মাঝামাঝি রং। ঐ রঙের। [ঃ কনে 'শ্যামবর্ণ'।] স্ত্রী. — **শ্যামবর্ণা। শ্যামশোভা, শ্যামশ্রী** — শ্যামল সৌন্দর্য, সবুজ বা কালো রঙের সুন্দর রূপ। **শ্যামসুন্দর** — শ্রীকৃষ্ণ।

শ্যামল — সবুজ। কালো। স্ত্রী. — **শ্যামলা। শ্যামলিমা** — শ্যামল ভাব, শ্যামলত্ব। [সং. শ্যামলিমন্।] **শ্যামলী** — কালো গোরু, শ্যামবর্ণা মেয়ে ইত্যাদির নাম।

শ্যামা — ণ. শ্যামবর্ণা। বি. কালী। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা সুখস্পর্শাঙ্গী যুবতী। একরকম সুকণ্ঠ পাখী। [সং.]

শ্যামা, শ্যামাক — একরকম ঘাস। একরকম ধান। [সং. শ্যামাক।]

শ্যামাঙ্গ — বি. কালো দেহ। ণ. যাহার গায়ের রং কালো। স্ত্রী. **শ্যামাঙ্গী** — শ্যামবর্ণা।

শ্যামায়মান — কালো বা সবুজ হইয়া উঠিতেছে এমন। স্ত্রী. — **শ্যামায়মানা**।

শ্যাম্পেন — একরকম বিখ্যাত ফরাসী মদ। [ফ. champagne.]

শ্যালক — স্ত্রীর ভাই। [সং.] **শ্যালিকা, শ্যালী** — স্ত্রীর বোন।

শ্যেন — বাজপাখী। [সং.] **শ্যেনদৃষ্টি** — বাজপাখীর মতো তীক্ষ্ম লুব্ধ দৃষ্টি।

শ্রদ্ধা — সম্মানমিশ্রিত ভালোবাসা, ভক্তি। বিশ্বাস, প্রত্যয়। রুচি, ইচ্ছা। [ঃ সকলের হাতে খেতে 'শ্রদ্ধা' হয় না।] [সং.] **শ্রদ্ধান্বিত, শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধালু** — যাহার শ্রদ্ধা আছে এমন। **শ্রদ্ধাভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ** — শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার পাত্র। **শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু** — শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ। **শ্রদ্ধেয়** — ণ. শ্রদ্ধার যোগ্য, মাননীয়। স্ত্রী. — **শ্রদ্ধেয়া**।

শ্রবণ — বি. কানের দ্বারা শব্দগ্রহণ, শোনা, শ্রুতি। শুনিবার অঙ্গ, কান। [সং.] **শ্রবণীয়** — ণ. শ্রবণের যোগ্য, শ্রোতব্য। শুনিতে পাওয়া যায় এমন। **শ্রবণেন্দ্রিয়** — শুনিবার ইন্দ্রিয়, কান।

শ্রবণা — (জ্যোতিষে) দ্বাবিংশ নক্ষত্র। [সং.]

শ্রব্য — ণ. শ্রবণীয়। [ঃ 'শ্রব্য'-কাব্য।]

শ্রম — মেহনত, খাটুনি, পরিশ্রম। [সং.] **শ্রমজীবী** — যে মেহনত করিয়া জীবিকা উপার্জন করে। [সং. শ্রমজীবিন্।] স্ত্রী. — **শ্রমজীবিনী**। **শ্রমবারি** — ঘাম। **শ্রমবিভাগ** — বিভিন্ন লোকের মধ্যে কাজের বণ্টন, বিভিন্ন লোকের উপর কাজের বিভিন্ন অংশ সম্পাদনের ভার প্রদান। **শ্রমলব্ধ** — ণ. পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত। **শ্রমলভ্য** — ণ. পরিশ্রমের দ্বারা পাওয়া যায় এমন। **শ্রমশিল্প** — কলকারখানার কাজ। **শ্রমশিল্পী** — শ্রমিক। **শ্রমশীল** — পরিশ্রমী, খাটিয়ে। স্ত্রী. — **শ্রমশীলা**। বি. — **শ্রমশীলতা**। **শ্রমসহিষ্ণু** — পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে এমন। বি. — **শ্রমসহিষ্ণুতা**। **শ্রমসাধ্য** — যাহা করিতে পরিশ্রম হয় বা লাগে এমন। **শ্রমসাপেক্ষ** — যাহার সম্পাদন পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে এমন। **শ্রমস্বীকার** — পরিশ্রম করিতে অসংকোচ বা ইচ্ছা।

শ্রমণ — বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। [সং.] স্ত্রী. — **শ্রমণা**।

শ্রমিক — মজুর, কলকারখানায় মেহনত করে এমন ব্যক্তি। [সং.] স্ত্রী. — **শ্রমিকা**।

শ্রমী — পরিশ্রমী, শ্রমকারী। [সং. শ্রমিন্।] স্ত্রী. — **শ্রমিণী**।

শ্রমোপজীবী — শ্রমের দ্বারা যে জীবিকা অর্জন করে। [সং. শ্রমোপজীবিন্।] স্ত্রী. — **শ্রমোপজীবিনী**।

শ্রাদ্ধ — মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দানের অনুষ্ঠান। অপচয়। [ঃ টাকার 'শ্রাদ্ধ'।] নিন্দা, কটু সমালোচনা। [সং.] **শ্রাদ্ধশান্তি** — শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। **শ্রাদ্ধ গড়ানো** — অপ্রীতিকর ঘটনা ক্রমেই জটিলতর হওয়া। **শ্রাদ্ধীয়** — ণ. শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত।

শ্রান্ত — ণ. পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত। [সং.] স্ত্রী. — **শ্রান্তা**। বি. **শ্রান্তি** — পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তি। বিরাম। **শ্রান্তিহীন** — ণ. অবসাদহীন, অক্লান্ত। অবিরাম, অবিশ্রান্ত।

শ্রাবক — শ্রোতা। শিষ্য। বুদ্ধের ভক্ত। [সং.]
শ্রাবণ — বাংলা বছরের চতুর্থ মাস। [সং.] **শ্রাবণী** — ণ. স্ত্রী. শ্রাবণ সংক্রান্ত। [ঃ 'শ্রাবণী' পূর্ণিমা।]
শ্রাবস্তী — প্রাচীন উত্তর-কোশলের রাজধানী, বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গণ্ডা জেলার সাহেত-মাহেত।
শ্রাব্য — ণ. শোনার যোগ্য। [সং.]
শ্রী — বি. লক্ষ্মী। সৌভাগ্য, ধনসম্পদ, সমৃদ্ধি। [ঃ 'শ্রী'-বৃদ্ধি।] শোভা, সৌন্দর্য। [ঃ মুখ-'শ্রী'।] (সংগীতে) একরকম রাগ। শ্রদ্ধাসূচক বিশেষণ। [ঃ 'শ্রী'-অঙ্গ; ঃ 'শ্রী'-চরণ; ঃ 'শ্রী'-দুর্গা।] জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে সম্মান-সূচক সংযোজন। [সং.] **শ্রীকণ্ঠ** — শিব। **শ্রীকান্ত** — লক্ষ্মীর স্বামী, নারায়ণ। **শ্রীকৃষ্ণ** — বসুদেব ও দেবকীর পুত্র, কৃষ্ণ। **শ্রীক্ষেত্র** — জগন্নাথধাম, পুরী। **শ্রীখণ্ড** — (প্রাচীন কবিতায়) চন্দনকাঠ। [ঃ বানর কটক বহু আনিল 'শ্রীখণ্ড'।] **শ্রীঘর** — (ব্যঙ্গে) জেলখানা। **শ্রীচরণ** — পূজ্য ব্যক্তির পা। পূজ্য ব্যক্তির নিকট। [ঃ 'শ্রীচরণে' নিবেদন।] **শ্রীচরণকমল** — পূজ্য ব্যক্তির পা রূপ পদ্ম, পাদপদ্ম। **শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু** — পূজ্য ব্যক্তির নিকট লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ। **শ্রীদাম** — শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বাল্যবন্ধু। **শ্রীধর, শ্রীনাথ, শ্রীনিবাস** — বিষ্ণু, নারায়ণ। **শ্রীপঞ্চমী** — মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী যাহাতে সরস্বতী পূজা হয়। **শ্রীপতি** — বিষ্ণু, নারায়ণ। **শ্রীফল** — বেল। **শ্রীবৎস** — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা যাঁহার উপর শনির কোপদৃষ্টি পড়িয়াছিল। বিষ্ণু। বিষ্ণুর বক্ষস্থ কুঞ্চিত রোমাবলী। [ঃ 'শ্রীবৎস'-লাঞ্ছন।] **শ্রীবৎসলাঞ্ছন** — যাঁহার দেহে শ্রীবৎসের চিহ্ন আছে, বিষ্ণু। **শ্রীবাস** — শ্রীনিবাস, বিষ্ণু। **শ্রীবৃদ্ধি** — সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের বৃদ্ধি, উন্নতি। **শ্রীভ্রষ্ট** — যাহার সৌন্দর্য বা সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শ্রীভ্রষ্টা**। **শ্রীমৎ, শ্রীমদ্** — পূজ্য, পূজনীয়। [ঃ 'শ্রীমদ্'-গুরুদেব; ঃ 'শ্রীমদ্ভাগবত'; ঃ 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা'।] **শ্রীমন্ত** — সৌভাগ্যবান্। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে বর্ণিত ধনপতি সওদাগরের পুত্র। **শ্রীমান্** — শ্রীযুক্ত, সৌভাগ্যবান্। গুরুজন কর্তৃক অল্পতর বয়স্কদের নামের পূর্বে প্রযোজ্য বিশেষণ, কল্যাণীয়। কল্যাণীয় ব্যক্তি। [ঃ 'শ্রীমান্' কি বলছে?] [সং. শ্রীমৎ।] স্ত্রী. — **শ্রীমতী**। **শ্রীমতী** — বি. রাধিকা। স্ত্রী, পত্নী। স্ত্রীলোকের নামের পূর্বে ব্যবহার্য সম্মানসূচক শব্দ। **শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত** — পুরুষের নামের আগে ব্যবহার্য সম্মানসূচক উপাধি। স্ত্রী. — **শ্রীযুক্তা, শ্রীযুতা**। **শ্রীল** — শ্রীযুত। **শ্রীশ** — বিষ্ণু, নারায়ণ। **শ্রীহীন** — সৌন্দর্যহীন, শোভাহীন। বি. — **শ্রীহীনতা**। স্ত্রী. — **শ্রীহীনা**।
শ্রুত — ণ. শোনা হইয়াছে এমন। [সং.] **শ্রুতকীর্তি** — ণ. যাহার কীর্তির কথা শোনা গিয়াছে, বিখ্যাত। বি. রামায়ণে বর্ণিত কুশধ্বজের কন্যা, শত্রুঘ্নের পত্নী। **শ্রুতলিখন** — শুনিয়া লিখিবার পদ্ধতি। শুনিয়া লিপিবদ্ধ করণ।
শ্রুতি — বি. শ্রবণ। কান। [ঃ 'শ্রুতি'-গোচর।] শোনা গিয়াছে এমন বিষয়। [ঃ জন-'শ্রুতি'।] (শুনিয়া শিক্ষালাভ করা হইত এই মূল অর্থে) বেদ। (সংগীতে) দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্বরাংশ। [সং.] **শ্রুতিকটু** — শুনিতে

বিশ্রী বা রূঢ় লাগে এমন। বি. — **শ্রুতিকটুতা, শ্রুতিকটুত্ব। শ্রুতিগোচর** — কানে গিয়াছে এমন, শ্রুত। [ঃ ইহা 'শ্রুতিগোচর' হয় নাই।] **শ্রুতিধর** — যে শোনা মাত্রই মুখস্থ করিতে পারে, অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। **শ্রুতিপথ** — কান, কানের ছিদ্র। **শ্রুতি-মধুর** — শুনিতে মিষ্ট। বি. — **শ্রুতিমধুরতা। শ্রুতিসুখ** — শোনার আনন্দ। ণ. **শ্রুতিসুখকর** — কানের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। **শ্রুতি-স্মৃতি** — বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র।

শ্রেণী — বি. সারি, পঙ্‌ক্তি। [ঃ বৃক্ষ-'শ্রেণী'।] ভিন্নতা উৎকর্ষ অপকর্ষ ইত্যাদি অনুসারে বিভাগ। [ঃ গাড়ির প্রথম 'শ্রেণী'।] বিদ্যালয়ের মান বা স্তর-বিভাগ। [ঃ পঞ্চম 'শ্রেণী'।] সমধর্মবিশিষ্ট বা একই ধরনের বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির সমষ্টি। [সং.] **শ্রেণীবন্ধ** — সারিবন্ধ, সারিতে সজ্জিত। **শ্রেণীবিভাগ** — শ্রেণীতে বিভক্ত করণ। **শ্রেণীভুক্ত** — ণ. শ্রেণীর অন্তর্গত। স্ত্রী. — **শ্রেণীভুক্তা। শ্রেণীসংগ্রাম** — ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিরোধিতা। **শ্রেণীহীন** — যাহাতে শ্রেণী বা ধনী ও নির্ধনের পার্থক্য নাই এমন, classless. [ঃ 'শ্রেণীহীন' সমাজ।]

শ্রেয়, শ্রেয়ঃ — বি. শুভ, কল্যাণ, হিত। ণ. মঙ্গলজনক, হিতকর। [সং. শ্রেয়স্‌।] স্ত্রী. — **শ্রেয়সী। শ্রেয়োলাভ** — কল্যাণলাভ, উপকারপ্রাপ্তি। **শ্রেয়স্কর** — যাহা শ্রেয় করে এমন, মঙ্গলজনক, শুভকর। স্ত্রী. — **শ্রেয়স্করী।**

শ্রেষ্ঠ — ণ. উৎকৃষ্ট, উত্তম। সর্বোত্তম। সর্বপ্রধান। [সং.] স্ত্রী. — **শ্রেষ্ঠা।** বি. — **শ্রেষ্ঠতা।**

শ্রেষ্ঠী — বণিক, শেঠ। [সং. শ্রেষ্ঠিন্‌।]

শ্রোণি, শ্রোণী — নিতম্ব, পাছা। [ঃ 'শ্রোণি'-ভার।] [সং.]

শ্রোতব্য — ণ. শুনিবার যোগ্য। যাহা শোনা উচিত। শুনিতে হইবে এমন [সং.]

শ্রোতা — যে শোনে, শ্রবণকারী। [সং শ্রোতৃ।] স্ত্রী. — **শ্রোত্রী। শ্রোতৃবর্গ শ্রোতৃমণ্ডল, শ্রোতৃমণ্ডলী** — শ্রোতার দল, শ্রোতারা।

শ্রোত্র — কান। শ্রুতি, বেদ। [সং.]

শ্রোত্রিয় — বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ। [সং.]

শ্রোত্রী — ('শ্রোতা' দেখ।)

শ্রৌত — ণ. বেদ সংক্রান্ত। বেদবিহিত [সং.]

শ্লথ — ঢিলা, শিথিল, আলগা। [সং.]

শ্লাঘনীয় — ণ. শ্লাঘার যোগ্য, গর্ব করিবার উপযুক্ত। [সং.]

শ্লাঘা — প্রশংসা, গর্বপ্রকাশ। [সং.]

শ্লাঘ্য — ণ. শ্লাঘনীয়, শ্লাঘার যোগ্য [সং.]

শ্লিষ্ট — ণ. জড়িত, যুক্ত। শ্লেষযুক্ত [সং.]

শ্লীপদ — পায়ের একরকম স্ফীতিরোগ গোদ। [সং.]

শ্লীল — ণ. শিষ্ট, ভদ্র। [ঃ অ-'শ্লীল'।] [সং.] বি. **শ্লীলতা** — ভদ্রতা সম্মান, ইজ্জত। **শ্লীলতাহানি** — স্ত্রীলোকের প্রতি যৌনবিষয়ক কুৎসি ইঙ্গিত ইত্যাদি।

শ্লেট — ('স্লেট' দেখ।)

শ্লেষ — একরকম শব্দপ্রয়োগ-প্রণালী একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ pun. ব্যঙ্গোক্তি, বক্রোক্তি। সংযোগ আলিঙ্গন, আশ্লেষ। [সং.]

শ্লেষ্মা — কফ শিকনি ও ঐ জাতীয় জিনিস। [সং.] ণ. **শ্লৈষ্মিক** —

শ্লেষ্মা সংক্রান্ত। [ঃ 'শ্লৈষ্মিক' ঝিল্লি।]

শ্লোক — পদ্যের স্তবক। সংস্কৃত পদ্যের স্তবক। কীর্তি। [ঃ পুণ্য-'শ্লোক'।] [সং.]

শ্ব — 'কুকুর সংক্রান্ত' বা 'কুকুরের মতো' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'শ্ব'-দন্ত; ঃ 'শ্ব'-পন্থা।] [সং. শ্বন্।] **শ্বদন্ত** — মাড়ির দুই দিকের উঁচু সুচালো দাঁত।

শ্বশুর — স্বামী বা স্ত্রীর বাবা। শ্বশুরের ভাই বা তত্তুল্য ব্যক্তি। [ঃ খুড়-'শ্বশুর'; ঃ মামা-'শ্বশুর'।] [সং.] স্ত্রী. — **শ্বশ্রূ**। **শ্বশুরঘর** — স্বামীর বাবার বাড়ি, স্বামীর ঘর। **শ্বশুরঘর করা** — শ্বশুরবাড়িতে (বধূ) থাকিয়া কৃত্য কর্মাদি করা। **শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরালয়** — স্বামীর বা স্ত্রীর বাবার বাড়ি।

শ্বশ্রূ — শাশুড়ী। [সং.]

শ্বাপদ — (কুকুরের মতো পা আছে এমন) হিংস্র মাংসাশী পশু। [সং.] **শ্বাপদ-সংকুল, শ্বাপদসঙ্কুল** — হিংস্র মাংসাশী প্রাণীতে পরিপূর্ণ।

শ্বাস — নাকের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ ও ত্যাগ। হাঁপানি রোগ। মৃত্যুকালে শ্বাসকষ্ট। [ঃ 'শ্বাস' ওঠা।] [সং.] **শ্বাস ওঠা** — মৃত্যুর পূর্বে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হওয়া। **শ্বাসকষ্ট** — শ্বাস লইতে কষ্টবোধ। মৃত্যুর পূর্বে শ্বাস লইতে কষ্ট বা অসুবিধা। **শ্বাস-ক্রিয়া** — শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ। **শ্বাসনালী** — নাক হইতে ফুসফুসে বায়ু চলাচলের নালী বা পথ। **শ্বাসরোধ** — দমবন্ধ অবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা।

শ্বিত্র — শ্বেতকুষ্ঠ, ধবল রোগ। [সং.]

শ্বেত — ণ. সাদা, শুভ্র। [সং.]

শ্বেতকায় — ণ. যাহাদের গায়ের রং সাদা, ইউরোপীয় ও ইউরোপীয় জাতি-গুলির বংশজাত। **শ্বেতকুষ্ঠ** — এক-রকম রোগ যাহাতে গায়ের চামড়ার রং সাদা হয়, ধবল, শ্বেত্রী। **শ্বেতদ্বীপ** — পুরাণে বর্ণিত দ্বীপ। ইউরোপ, ইংল্যান্ড ইত্যাদি। **শ্বেতপ্রদর** — এক-রকম স্ত্রীরোগ।

শ্বেতসার — খাদ্যের একটি উপাদান, starch.

শ্বেতাংগ — যাহাদের গায়ের রং সাদা। ইউরোপবাসী ও তাহাদের বংশধর। স্ত্রী. — **শ্বেতাংগী, শ্বেতাঙ্গিনী**।

শ্বেতাম্বর — বি. সাদা কাপড়। জৈনদের একটি সম্প্রদায় যাহারা সাদা কাপড় পরে। ণ সাদা কাপড় পরিহিত। স্ত্রী. — **শ্বেতাম্বরা**।

শ্বেতাশ্ব — সাদা ঘোড়া। অর্জুন। [সং.]

শ্বেতাভ — ঈষৎ সাদা। [সং.]

শ্বেতি, শ্বেত্রী — শ্বেতকুষ্ঠ, ধবলরোগ। [সং.]

শ্বৈত্য — সাদা ভাব, শুভ্রতা। [সং.]

ষ

ষট্ — 'ছয় সহ' বা 'ছয় সংখ্যক' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ষট্'-চত্বারিংশ; ঃ 'ষট্'-কর্ম।] [সং.] **ষট্কর্ম** — যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই ছয়রকম কাজ। শান্তি বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষ উচাটন ও মারণ, তন্ত্রোক্ত এই ছয়রকম কর্ম। **ষট্কর্মা** — যে ষট্কর্ম করে। [সং. ষট্কর্মন্।] **ষট্চক্র** — যোগশাস্ত্র বর্ণিত দেহের ভিতরের ছয়টি চক্র, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণি-পূরক অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

ষট্‌চত্বারিংশ — ৪৬ সংখ্যার পূরক, ৪৬-এর। [সং.] **ষট্‌চত্বারিংশৎ** — ৪৬ সংখ্যা, ছচল্লিশ। [সং.] **ষট্‌চত্বারিংশত্তম** — ('ষট্‌চত্বারিংশ' দেখ।)

ষট্‌ত্রিংশ — ৩৬ সংখ্যক, ৩৬-এর। [সং.] **ষট্‌ত্রিংশৎ** — ৩৬ সংখ্যা, ছত্রিশ। [সং.] **ষট্‌ত্রিংশত্তম** — (ষট্‌ত্রিংশ' দেখ।)

ষট্‌পঞ্চাশ — ৫৬ সংখ্যক, ৫৬-তম। [সং.] **ষট্‌পঞ্চাশৎ** — ৫৬ সংখ্যা, ছাপান্ন। [সং.] **ষট্‌পঞ্চাশত্তম** — ('ষট্‌পঞ্চাশ' দেখ।)

ষট্‌পদ — যাহার ছয়টি পা আছে। ভোমরা। [সং.] স্ত্রী. — **ষট্‌পদী**।

ষট্‌ষষ্টি — ৬৬ সংখ্যা, ছষট্টি। [সং.] **ষট্‌ষষ্টিতম** — ৬৬ সংখ্যক। ৬৬-র, ৬৬-তম।

ষট্‌সপ্ততি — ৭৭ সংখ্যা, সাতাত্তর। [সং.] **ষট্‌সপ্ততিতম** — ৭৭ সংখ্যক, ৭৭-এর, ৭৭-তম।

ষড়ঙ্গ — বি. ছয় অঙ্গ, দুই বাহু দুই পদ মস্তক ও কটি। ছয় বেদাঙ্গ। ণ. ছয়টি অঙ্গ আছে এমন। ছয়টি উপাদানে গঠিত। [সং.]

ষড়জ — ('ষড়্‌জ' দেখ।)

ষড়যন্ত্র — অপরের ক্ষতি করিবার জন্য গোপনে পরামর্শ ও উপায় উদ্‌ভাবন, চক্রান্ত। [সং. ষড়্‌যন্ত্র।]

ষড়শীতি — ৮৬ সংখ্যা, ছিয়াশি। [সং.] **ষড়শীতিতম** — ৮৬ সংখ্যক, ৮৬-তম, ছিয়াশির।

ষড়ানন — যাঁহার ছয়টি মুখ, কার্ত্তিকেয়। [সং.]

ষড়্‌ঋতু — ছয়টি ঋতু, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত। [সং.]

' — নাসা কণ্ঠ বক্ষ তালু জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টি স্থান হইতে জাত স্বর। (সংগীতে) প্রথম স্বর সা যাহা হইতে ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ এই ছয়টি স্বর উৎপন্ন হয়। [সং.]

ষড়্‌দর্শন — প্রাচীন ভারতীয় ছয়টি দর্শন, সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্বমীমাংসা উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত) বৈশেষিক ও ন্যায় [সং.]

ষড়্‌ধা — ছয় ভাবে। ছয় ভাগে। ছয় দিকে। [সং.]

ষড়্‌বিধ — ছয়রকম। [সং.]

ষড়্‌ভুজ — ছয়টি হাত আছে এমন [সং.] স্ত্রী. — **ষড়্‌ভুজা**।

ষড়্‌যন্ত্র — ('ষড়যন্ত্র' দেখ।)

ষড়্‌রস — ছয়টি রস, কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল ও মধুর। [সং.]

ষড়্‌রিপু — কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি মানসিক বা আত্মিক উন্নতির প্রধান শত্রু। [সং.]

ষড়্‌লবণ — সৈন্ধব বিট ইত্যাদি ছয়রকম লবণ। [সং.]

ষণ্ড — ষাঁড়, পুরুষ গোরু। শুক্রাচার্যের পুত্র। [সং.]

ষণ্ডা — (নিন্দায়) মোটাসোটা, বলিষ্ঠ

ষণ্ডামর্ক — বি. শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক। ণ. (নিন্দায়) বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার, ষণ্ডামার্কা।

ষণ্ডামার্কা — (নিন্দায়) বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার ষণ্ডামর্ক। [সং. ষণ্ডামর্ক।]

ষণ্ণবতি — ৯৬ সংখ্যা, ছিয়ানব্বই [সং.] **ষণ্ণবতিতম** — ৯৬ সংখ্যার পূরক, ৯৬-তম, ৯৬-এর।

ষণ্মাস — ছয় মাস। [সং.]

ষণ্মুখ — ছয়টি মুখ যাহার, কার্ত্তিকেয় [সং.]

ষত্ব — 'ষ' এইরূপ। **ষত্ববিধান, ষত্ববি**[ধি] বানানে কোথায় ষ হইবে তাহা

নিয়ম।

ষষ্টি — ৬০ সংখ্যা, ষাট। [সং.]

ষষ্টিতম — ৬০ সংখ্যার পূরক, ৬০-তম, ষাটের।

ষষ্ঠ — ৬ সংখ্যার পূরক, পাঁচের পরবর্তী। [সং.] স্ত্রী. — **ষষ্ঠী**।

ষষ্ঠাংশ — ছয় ভাগ। ছয় ভাগের এক ভাগ। [ঃ দুই-ষষ্ঠাংশ'।]

ষষ্ঠী — পঞ্চমীর পরবর্তী ও সপ্তমীর পূর্ববর্তী তিথি। সন্তানের জন্মদান ও পালনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। [ঃ মা 'ষষ্ঠীর' দয়ায়।] (ব্যাকরণে) র এর দের দিগের ইত্যাদি বিভক্তি। ('ষষ্ঠ' দেখ।) **ষষ্ঠীতৎপুরুষ** — একরকম সমাস যাহাতে পূর্ব পদের ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পায়। **ষষ্ঠীতলা** — ষষ্ঠী দেবীর পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান (বৃক্ষতল ইত্যাদি)। **ষষ্ঠীপূজা** — ষষ্ঠী দেবীর পূজা। ('ষেটেরা' দেখ।) **ষষ্ঠীবাটা** — জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব। **ষষ্ঠীবুড়ী** — ষষ্ঠী দেবী।

ষাট — ৬০ সংখ্যা, ষষ্টি। [সং. ষষ্টি।]

ষাট, ষাঠ — ষষ্ঠী দেবী। **ষাট ষাট, বালাই ষাট** — অমঙ্গল দূরীকরণের ইচ্ছায় ষষ্ঠী দেবীর নাম উচ্চারণ।

ষাঁড় — পুরুষ গোরু, বৃষ। [সং. ষণ্ড।]

ষাণ্মাসিক — ণ. যাহা ছয় মাস বাদে হয় বা প্রকাশিত হয়। [ঃ 'ষাণ্মাসিক' পরীক্ষা; ঃ 'ষাণ্মাসিক' পত্রিকা।] যাহা হইতে ছয় মাস লাগে। [সং.]

ষেটেরা — শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাত্রিতে ষষ্ঠী দেবীর পূজা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

ষোড়শ — ১৬, ষোল। শ্রাদ্ধে ১৬ রকম দান ও ঐ দান সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। [সং. ষোড়শন্।] ১৬ সংখ্যার পূরক। [সং. ষোড়শ।] স্ত্রী. **ষোড়শী** — ষোল বৎসর বয়স্কা। দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। **ষোড়শোপচার** — পূজার ষোল রকমের কৃত্য ও উপকরণ।

ষোল — ১৬ সংখ্যা। [সং. ষোড়শন্।] **ষোল আনা** — বি. পুরো এক টাকা। ণ. ও ক্রি.-ণ. পুরোপুরি, সবটুকু। [ঃ 'ষোল আনা' দোষ তোমার।] **ষোল কলা পূর্ণ হওয়া** — পরিপূর্ণতা লাভ করা। **ষোলই** — মাসের ষোল তারিখ বা তারিখে।

ষ্টক, ষ্টকিং, ষ্টীম, ষ্টীমার, ষ্টীল, ষ্টেট, ষ্টেশন, ষ্ট্যাম্প, ষ্ট্রীট — ('স্টক', 'স্টকিং', 'স্টীম', 'স্টীমার', 'স্টীল', 'স্টেট' 'স্টেশন', 'স্ট্যাম্প' ও 'স্ট্রীট' দেখ।)

স- — সহ, সহিত, যুক্ত, সমান, সদৃশ ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। [ঃ 'স'-জল; ঃ 'স'-পরিবারে; ঃ 'স'-তীর্থ।]

স- — অতিশয় অর্থে শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'সঠিক'; ঃ 'সক্ষম'।] [সং. সু।]

সই — (কথ্য) সখী।

সই — স্বাক্ষর, সহি। [আ. সহীহ্।]

-সই — উপযুক্ত বা যোগ্য অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়। [ঃ লাগ-'সই'; ঃ জুত-'সই'; ঃ টেক-'সই'; ঃ মানান-'সই'।]

সইস — ('সহিস' দেখ।)

সওগাত — ভেট, উপঢৌকন। [তু. সওগত্।] ণ. — **সওগাতী**।

সওদা — ক্রয়, খরিদ। [ঃ 'সওদা' করা।] [ফা.] **সওদাগর** — বণিক্, ব্যবসায়ী। **সওদাগরি** — বি. সওদাগরের কাজ, ব্যবসায়, বাণিজ্য। ণ. **সওদাগরী** —

সওদাগর সংক্রান্ত। সওদাগরের। [ঃ 'সওদাগরী' অফিস।] **সওদাপত্র** — ক্রয় ও ঐরূপ ব্যাপার, কেনাকাটা।

সওয়া — এক চতুর্থাংশ সহ, এক সিকি যুক্ত, সপাদ। [ঃ 'সওয়া' এক; ঃ 'সওয়া' তিন; ঃ 'সওয়া' লক্ষ।] [সং. সপাদ।]

সওয়া — ক্রি. সহ্য করা। [ঃ 'সইতে' পারি না।] সহনীয় হওয়া। [ঃ এত সুখ 'সইবে' না।] ণ. সহা যায় এমন, সহনীয়। [ঃ গা-'সওয়া'।] বি. সহ্য করণ।

সওয়ার — আরোহী। [ফা. সবার্।] **সওয়ারি** — যানবাহন। তারযন্ত্রের অংশ যাহার উপর তার চড়াইয়া আঁটিয়া বাঁধা হয়। **সওয়ারী** — আরোহী, সওয়ার।

সওয়াল — প্রশ্ন, জেরা। [আ. সবাল্।] **সওয়াল-জবাব** — প্রশ্ন ও তাহার উত্তর (বিশেষতঃ আদালতে দুই পক্ষের মধ্যে)।

সং — ('সঙ' দেখ।)

সং — ('সম্' দেখ।)

সংকট, সঙ্কট — বিপদ। বিপজ্জনক পথ। [ঃ গিরি-'সংকট'।] [সং.] **উভয়সংকট, উভয়সঙ্কট** — একটি বিপদ এড়াইতে গেলে আর একটি বিপদে পড়িতে হয় এমন অবস্থা। **সংকটজনক, সঙ্কটজনক** — বিপজ্জনক। **সংকটত্রাণ, সঙ্কটত্রাণ** — বিপদ হইতে রক্ষাকারী, সংকটে সাহায্যকারী। [ঃ 'সংকটত্রাণ' সমিতি।] **সংকটাপন্ন, সঙ্কটাপন্ন** — বিপন্ন, বিপদাপন্ন।

সংকর, সঙ্কর — ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন। বিভিন্ন শ্রেণীর বা জাতির মিশ্রণে জাত, বর্ণসংকর। [সং.]

সংকর্ষণ, সঙ্কর্ষণ — আকর্ষণ। সম্যক্-রূপে কর্ষণ। হলায়ুধ, বলরাম। [সং.]

সংকলক, সঙ্কলক — সংকলনকর[্তা], সংকলয়িতা। [সং.] **সংকলন, সঙ্কল[ন]** — সংগ্রহ। [ঃ 'সংকলন' করা। সংগৃহীত রূপ। [ঃ কবিতা-'সংকলন'। [সং.] **সংকলয়িতা, সঙ্কলয়িতা** - সংকলনকারী। [সং. সংকলয়িতৃ। স্ত্রী. — **সংকলয়িত্রী, সঙ্কলয়িত্রী**

সংকলিত, সঙ্কলিত — ণ. সংকল[ন] করা হইয়াছে এমন, সংগৃহীত।

সংকল্প, সঙ্কল্প — কিছু করিবার গভী[র] ইচ্ছা, দৃঢ় অভিলাষ। পূজাদি করণে[র] উদ্দেশ্য, পূজাদির আরম্ভিক অনুষ্ঠা[ন] বিশেষ। [সং.] **সংকল্পিত, সঙ্কল্পি[ত]** — যে সম্পর্কে বা যাহা সংকল্প ক[রা] হইয়াছে এমন।

সংকাশ, সঙ্কাশ — তুল্য, সদৃশ। [জবাকুসুম-'সংকাশ'।] [সং.]

সংকীর্ণ, সঙ্কীর্ণ — ণ. চওড়া নহে এম[ন], অপ্রশস্ত। [ঃ 'সংকীর্ণ' পথ।] নী[চ], অনুদার। [ঃ 'সংকীর্ণ' মন।] [সং[.]] স্ত্রী. — **সংকীর্ণা, সঙ্কীর্ণা**। বি. - **সংকীর্ণতা, সঙ্কীর্ণতা। সংকীর্ণচেতা, সঙ্কীর্ণচেতা, সংকীর্ণমনা, সঙ্কীর্ণম[না]** — হীনচেতা, অনুদার, নীচ।

সংকীর্তন, সঙ্কীর্তন — গুণাদি বর্ণন[া], কথন। দেবতার মহিমা গান। [সং[.]] ণ. — **সংকীর্তিত, সঙ্কীর্তিত**।

সংকুচিত, সঙ্কুচিত — সংকোচনের ফ[লে] ছোট হইয়াছে বা ছোট করা হইয়া[ছে] এমন। কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত, লজ্জি[ত]। [সং.] স্ত্রী. — **সংকুচিতা, সঙ্কুচিতা**

সংকুল, সঙ্কুল — সমাকীর্ণ, পূর্ণ। [বিপদ - 'সংকুল'; শ্বাপদ - 'সংকুল'। মিশ্রিত। [সং.] বি. — **সংকুলতা, সঙ্কুলতা**।

সংকুলান, সঙ্কুলান — কুলানো বা য[থে]

হইবার ভাব, পর্যাপ্ত। [ঃ এত অল্প টাকায় 'সংকুলান' হইবে না।]

সংকেত, সঙ্কেত — ইংগিত, ইশারা। অর্থসূচক চিহ্ন। শব্দের অর্থবোধক শক্তি, অভিধা। নায়ক-নায়িকা ইত্যাদির গোপনে মিলনব্যবস্থা বা গোপনে মিলনের স্থান। [সং.] সংকেতিত, সঙ্কেতিত — ণ. সংকেতের দ্বারা সূচিত বা প্রকাশিত।

সংকোচ, সঙ্কোচ — কুণ্ঠা, লজ্জা, দ্বিধা-বোধ। অল্প করণ, হ্রাস করণ। [ঃ ব্যয়-'সংকোচ'।] সংকোচক, সঙ্কোচক — যাহা সংকুচিত করে, যাহা সংকোচন ঘটায়। সংকোচন, সঙ্কোচন — কোঁচকানোর ফলে হ্রাসপ্রাপ্তি, প্রসারণের বিপরীত অবস্থা বা ভাব। [ঃ 'সংকোচন' ও প্রসারণ।] [সং.]

সংক্রমণ — এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। সুস্থ ব্যক্তির দেহে রোগ-জীবাণুর বিস্তার। [সং.] ণ. সংক্রমিত — সংক্রমণ হইয়াছে এমন। [ঃ রোগ 'সংক্রমিত' হয়।]

সংক্রান্ত — সম্পর্কিত, বিষয়ক। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গত, সঞ্চারিত, ব্যাপ্ত। [সং.]

সংক্রান্তি — সূর্যাদির এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন। বাংলা মাসের শেষ দিন। [সং.] সংক্রান্তি কাল — যুগ পরিবর্তনের সময়ে দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়।

সংক্রামক — রোগীর নিকট হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়াইয়া পড়ে বা সহজে সংক্রমিত হয় এমন (রোগ)। [সং.] ণ. সংক্রামিত — যেখানে বা যাহার দেহে রোগ সংক্রমিত হইয়াছে এমন। [ঃ কলেরায় 'সংক্রামিত' হইয়া।]

সংক্ষিপ্ত — ণ. সংক্ষেপ করা হইয়াছে এমন, ছোট বা হ্রস্ব করা হইয়াছে এমন। [সং.] বি. — সংক্ষিপ্ততা।

সংক্ষুব্ধ — অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আলোড়িত। [সং.]

সংক্ষেপ — সংকোচন, হ্রাস, অল্পতা। [সং.] সংক্ষেপে — অল্প কথায়, সংক্ষিপ্তভাবে। বিনা সমারোহে, বিশেষ আয়োজন না করিয়া। সংক্ষেপণ — সংক্ষিপ্ত করণ। [সং.] সংক্ষেপতঃ — সংক্ষেপে, সংক্ষিপ্তভাবে। [সং. সংক্ষেপতস্।] সংক্ষেপিত — ণ. সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'সংক্ষেপিত' সংস্করণ।]

সংক্ষোভ — আলোড়ন, অশান্ত ভাব। [সং.]

-সংখক — 'এই সংখ্যা-পরিমিত' বা 'এই সংখ্যার পূরক' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বহু-'সংখ্যক'; ঃ দশ-'সংখ্যক'।]

সংখ্যা — গণনা। [ঃ 'সংখ্যা' করা যায় না।] গণনার উপযোগী পরিমাণ। [ঃ 'সংখ্যায়' দশ।] (গণিতে) রাশি, পরিমাণ সূচক অঙ্ক। বিচার। [সং.] সংখ্যাগরিষ্ঠ — সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বা অপেক্ষাকৃত অধিক এমন। [ঃ 'সংখ্যা-গরিষ্ঠ' দল।] বি. — সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সংখ্যাগুরু — সংখ্যায় বেশী এমন। বি. — সংখ্যাগুরুতা, সংখ্যাগুরুত্ব। সংখ্যালঘিষ্ঠ — সংখ্যায় সবচেয়ে বা অপেক্ষাকৃত অল্প এমন। [ঃ 'সংখ্যা-লঘিষ্ঠ' দল।] বি. — সংখ্যালঘিষ্ঠতা। সংখ্যালঘু — সংখ্যায় অল্প এমন। বি. — সংখ্যালঘুতা, সংখ্যালঘুত্ব। সংখ্যাল্প — সংখ্যায় কম। বি. — সংখ্যাল্পতা।

সংখ্যাত — গণনা করা হইয়াছে এমন। বিচারিত। বি. সংখ্যান — গণন, গণনা

করণ। [সং.]

সংগঠন — সুন্দর বা সুশৃঙ্খলভাবে গঠন। সুন্দর বা শৃঙ্খলাপূর্ণ ভাবে গঠিত দল। [সং.] ণ. — **সংগঠিত**।

সংগত, সঙ্গত — ণ. ন্যায্য, উপযুক্ত, যুক্তিযুক্ত। [ঃ 'সংগত' করণ।] বি. (সংগীতে) গানের সহিত বাজনার মিল বা অনুষঙ্গ। 'অনুযায়ী' বা 'অনুসারে' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ আইন-'সংগত' কারণ।] [সং.]

সংগতি, সঙ্গতি — মিল, সামঞ্জস্য। মিলন, সাহচর্য। [ঃ সজ্জন-'সংগতি'।] আর্থিক সামর্থ্য, টাকা-পয়সা। [সং.] **সংগতিপন্ন, সঙ্গতিপন্ন** — টাকাপয়সা বা আর্থিক সামর্থ্য আছে এমন। স্ত্রী. — **সংগতিপন্না, সঙ্গতিপন্না**। **সংগতিশালী, সঙ্গতিশালী** — সংগতিপন্ন, টাকাপয়সা আছে এমন। স্ত্রী. — **সংগতিশালিনী, সঙ্গতিশালিনী**। **সংগতিসম্পন্ন, সঙ্গতিসম্পন্ন** — সংগতিশালী, সংগতিপন্ন। স্ত্রী. — **সংগতিসম্পন্না, সঙ্গতিসম্পন্না**। **সংগতিহীন, সঙ্গতিহীন** — সামঞ্জস্য নাই এমন। আর্থিক সামর্থ্য বা টাকাপয়সা নাই এমন। স্ত্রী. — **সংগতিহীনা, সঙ্গতিহীনা**। বি. — **সংগতিহীনতা, সঙ্গতিহীনতা**।

সংগম, সঙ্গম — মিলন। যৌন মিলন, সহবাস, সম্ভোগ। নদী ইত্যাদির মিলনস্থল। [সং.]

সংগীত, সঙ্গীত — নৃত্য গীত ও বাদ্য। গান। গানবাজনা। [সং.] **সংগীতজ্ঞ, সঙ্গীতজ্ঞ** — যে গানবাজনা জানে, সংগীতে পণ্ডিত। স্ত্রী. — **সংগীতজ্ঞা, সঙ্গীতজ্ঞা**। **সংগীতনিপুণ, সঙ্গীতনিপুণ** — সংগীতে দক্ষ। স্ত্রী. — **সংগীতনিপুণা, সঙ্গীতনিপুণা**। বি. **সংগীতনিপুণতা, সঙ্গীতনিপুণতা** **সংগীতনৈপুণ্য, সঙ্গীতনৈপুণ্য**। **সংগীতপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়** — গান যাহার খু ভালো লাগে।

সংগীতি, সঙ্গীতি — বৌদ্ধ ধর্মমহাসভা [সং.]

সংগোপন, সঙ্গোপন — সম্পূর্ণরূপে গোপন। [সং.] **সংগোপনে, সঙ্গোপনে** — সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়ভাবে, অপরের অজ্ঞাতে।

সংগ্রহ — বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রহণ আহরণ। সংগৃহীত বস্তুর সমষ্টি [ঃ চিত্র-'সংগ্রহ'; ঃ কাব্য-'সংগ্রহ'। **সংগ্রহকর্তা, সংগ্রহকার, সংগ্রহকারী** — যে সংগ্রহ করে। স্ত্রী. — **সংগ্রহকর্ত্রী** **সংগ্রহকারিণী**। **সংগ্রহশালা** সংগৃহীত দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ।

সংগ্রহীতা — সংগ্রহকারী, সংগ্রাহক [সং. সংগ্রহীতৃ।] স্ত্রী. — **সংগ্রহীত্রী**।

সংগ্রাম — যুদ্ধ, লড়াই। [সং.] **সংগ্রামশীল** — সংগ্রাম করিতে অভ্যস্ত **সংগ্রামী** — যুদ্ধপরায়ণ। যুদ্ধে রত। [ঃ 'সংগ্রামী' জনসাধারণ।]

সংগ্রাহক — সংগ্রহকারী, সংগ্রহীতা [সং.] স্ত্রী. — **সংগ্রাহিকা**।

সংঘ, সঙ্ঘ — সংগঠিত দল। সমিতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংগঠিত সমাজ [সং.] **সংঘবদ্ধ** — দলবদ্ধ।

সংঘটক — যে ঘটায়, সংঘটনকারী [সং.] **সংঘটন** — একত্র করণ। ঘটনার পরিণতি, ঘটন। ঘটানো। ঘটনা। ণ. **সংঘটিত** — ঘটিয়াছে এমন, ঘটনার পরিণত।

সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ — প্রচণ্ড ঘর্ষণ, পরস্পর ধাক্কা বা আঘাত। [ঃ রেল-'সংঘর্ষ'; ঃ দুই দলে 'সংঘর্ষ'।] [সং.]

সংঘাত — বি. পরস্পর আঘাত, দ্বন্দ্ব। [ঃ স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে 'সংঘাত'।]
সংঘারাম, সঙ্ঘারাম — বৌদ্ধমঠ। [সং.]
সংজ্ঞা — নাম, অভিধা। পরিচায়ক সংক্ষিপ্ত সূত্র। চৈতন্য, জ্ঞান। [সং.] **সংজ্ঞালাভ** — মূর্ছিত অবস্থার অবসান, চৈতন্যলাভ। **সংজ্ঞাহীন** — মূর্ছিত, অচৈতন্য। নামহীন। স্ত্রী. — **সংজ্ঞাহীনা**।
সংবৎ — ভারতীয় বর্ষগণনার অন্যতম রীতি অনুসারে সংখ্যাত অব্দ। (ইহাতে খ্রীষ্টাব্দের সহিত ৫৬ বা ৫৭ বৎসর যোগ করিতে হয়।)
সংবৎসর — সারা বৎসর, পরিপূর্ণ এক বৎসর।
সংবরণ — বি. নিরোধ, দমন, নিবারণ। [ঃ ক্রোধ 'সংবরণ' করা।] [সং.] **সংবরা** — ক্রি. (কবিতায়) সংবরণ করা।
সংবর্ত — মহাপ্রলয়। প্রলয়কালীন মেঘ। [সং.] **সংবর্তক, সংবর্তন** — প্রলয় মেঘ। বলরামের হল বা অস্ত্রের নাম।
সংবর্তকী — সংবর্তক নামক অস্ত্রের অধিকারী, হলায়ুধ, বলরাম। [সং. সংবর্তকিন্।]
সংবর্ধক — সম্যক্‌রূপে বর্ধনকারী। সম্মানকারী। **সংবর্ধন, সংবর্ধনা** — সম্যকরূপে বর্ধন। [ঃ গো-'সংবর্ধনা'।] অভ্যর্থনা, সম্মাননা, সম্মানজ্ঞাপন। [ঃ কবি-'সংবর্ধনা'।] ণ. **সংবর্ধিত** — সম্যক্‌রূপে বর্ধিত। সম্মানিত, অভ্যর্থিত। স্ত্রী. — **সংবর্ধিতা**।
সংবলিত — যুক্ত, সমন্বিত। [ঃ শব্দার্থ-সংবলিত'।]
সংবহন — (বিজ্ঞানে) এক স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে আগমন, সঞ্চলন, circulation. [ঃ রক্ত-'সংবহন'।]
সংবাদ — বি. খবর, বার্তা, সমাচার। কথোপকথন, আলাপ। [ঃ হরপার্বতী-'সংবাদ'।] **সংবাদদাতা** — যে খবর পাঠায়, সংবাদের প্রেরক। স্ত্রী. — **সংবাদদাত্রী**। **সংবাদপত্র** — খবরের কাগজ। **সংবাদবাহক** — যে খবর লইয়া আসে বা যায়, বার্তাবহ। **সংবাদবাহী** — সংবাদ-বহনকারী।
সংবাদী — (সংগীতে) বাদী বা প্রধান স্বরের পরিপোষক স্বর।
সংবাহক — ভারবহনকারী। অঙ্গমর্দন-কারী। [সং.] স্ত্রী. — **সংবাহিকা**। **সংবাহন** — অঙ্গমর্দ। বহনের ব্যবস্থা। **সংবাহনশালা** — অঙ্গ-মর্দনের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ।
সংবিৎ, সংবিদ্ — চৈতন্য, সংজ্ঞা। [সং.]
সংবিদিত — সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত।
সংবিধান — রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত মূল নিয়মালী, constitution. [সং.]
সংবৃত — সংযত, নিবারিত। আবৃত। [সং.]
সংবেদন — অনুভূতি, বোধ। [সং.] **সংবেদনশীল** — ণ. অনুভূতিশীল। [ঃ 'সংবেদনশীল' মন।] **সংবেদনীয়, সংবেদ্য** — ণ. অনুভবের যোগ্য।
সংমিশ্রণ — সম্পূর্ণরূপে মিশ্রণ। [সং.] ণ. — **সংমিশ্রিত**।
সংযত — ণ. নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত, সংযম-পূর্ণ। শান্ত, অচঞ্চল। [সং.] **সংযতচিত্ত** — মন সংযত করিয়াছে এমন। সংযত মন। **সংযতবাক্** — যে সংযত হইয়া কথা বলে, মিতভাষী। **সংযতাচারী** — যে সংযত হইয়া আচার-অনুষ্ঠান করে। [সং. সংযতাচারিন্।]

স্ত্রী. — **সংযতাচারিণী। সংযতাহারী** — যে সংযত হইয়া আহার করে, অল্পাহারী। [সং. সংযতাহারিন্।] স্ত্রী. — **সংযতাহারিণী।**

সংযম — বি. নিয়ন্ত্রণ, নিবারণ, দমন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'সংযম'; ঃ বাক্-'সংযম'।] ইন্দ্রিয়জয়। ব্রতাদির পূর্বদিনের কৃত্য। [সং.] **সংযমশীল** — সংযমে অভ্যস্ত, সংযমী। **সংযমী** — যে সংযম পালন করে, জিতেন্দ্রিয়, সংযমশীল। [সং. সংযমিন্।]

সংযুক্ত — মিলিত, যুক্ত, সংলগ্ন। [সং.] বি. — **সংযুক্তি, সংযোগ।**

সংযোগ — মিলন, একত্রীকরণ, মিশ্রণ। প্রয়োগ। [ঃ অগ্নি-'সংযোগ'।] [সং.]

সংযোজক — যে বা যাহা সংযোগ করে। [সং.] **সংযোজন, সংযোজনা** — যুক্ত করণ, সংযোগসাধন। [সং.] ণ. — **সংযোজিত।**

সংরক্ষণ, সংরক্ষা — বি. সম্যক্‌ভাবে রক্ষা। বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষা। [সং.] ণ. — **সংরক্ষিত।** [ঃ 'সংরক্ষিত' আসন; ঃ 'সংরক্ষিত' বন।]

সংলগ্ন — ণ. সংযুক্ত, লাগাও। [ঃ গৃহ-'সংলগ্ন' উদ্যান।] [সং.]

সংলাপ — কথোপকথন। গল্প ও নাটক ইত্যাদির পাত্রপাত্রীর আলাপ। [সং.]

সংশপ্তক — জয়লাভ বা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে এই শপথ গ্রহণকারী। মহাভারতের বিখ্যাত সৈন্যবাহিনী। [সং.]

সংশয় — বি. সন্দেহ, দ্বিধাবোধ, বিশ্বাসহীনতা। অনিশ্চিত ভাব। আশংকা। [ঃ জীবন-'সংশয়'।] [সং.] **সংশয়গ্রস্ত** — সংশয়ে পতিত, সন্দিগ্ধ। **সংশয়প্রবণ** — যাহার মনে সহজে সংশয় উপস্থিত হয়। বি. — **সংশয়প্রবণতা।** **সংশয়াকুল** — সংশয়ে পূর্ণ, সংশয়ে ব্যাকুল। **সংশয়াপন্ন** — সংশয়গ্রস্ত, সন্দিগ্ধ। **সংশয়াবিষ্ট** — সন্দেহে অভিভূত। স্ত্রী. — **সংশয়াবিষ্টা।** **সংশয়িত** — যে বিষয়ে সন্দেহ করা হইয়াছে এমন। সন্দিগ্ধ। **সংশয়িতা**— সংশয়কারী। [সং. সংশয়িতৃ।] **সংশয়ী** — যাহার সংশয় আছে, অবিশ্বাসী। [সং. সংশয়িন্।]

সংশোধক — যে সংশোধন করে। [সং.] **সংশোধন** — ভুল ত্রুটি ইত্যাদি দূরীকরণ। ণ. — **সংশোধিত।**

সংশ্লিষ্ট — ণ. সম্পর্কিত। জড়িত। বি. **সংশ্লেষ** — সংশ্লিষ্ট ভাব বা অবস্থা। **সংশ্লেষণ** — একত্রীকরণ। (রসায়নে) যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন রূঢ় পদার্থের মিশ্রণ, synthesis. (তুঃ 'বিশ্লেষণ'।)

সংসদ্ — সভা, সমিতি। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা। [সং.]

সংসর্গ — বি. সঙ্গ, সংস্রব, সাহচর্য। [ঃ অসৎ 'সংসর্গ'।] সহবাস, যৌন মিলন। [ঃ স্ত্রী-'সংসর্গ'।] [সং.] **সংসর্গজ** — সংসর্গ হইতে জাত।

সংসার — জগৎ, পৃথিবী, ইহলোক। [ঃ এ 'সংসারে'।] গার্হস্থ্য জীবন। [ঃ 'সংসারে' মন নাই; ঃ 'সংসার' ত্যাগ করা।] বিবাহ। [ঃ 'সংসার' করা।] পারিবারিক খরচ। [ঃ 'সংসার' চালানো।] [সং.] **সংসারচক্র** — সুখ-দুঃখে ও উত্থানপতনে পূর্ণ জগৎ। **সংসারত্যাগী** — যে পারিবারিক জীবন ত্যাগ করিয়াছে, সন্ন্যাসী। [সং. সংসারত্যাগিন্।] স্ত্রী. — **সংসারত্যাগিনী। সংসারধর্ম** — পরিবার পালনরূপ পবিত্র কর্ম। **সংসারবন্ধন** — সংসারের মায়া-মমতা। **সংসারযাত্রা** —

গার্হস্থ্য জীবন। বিবাহিত জীবন। **সংসারী** — গৃহস্থ। বিবাহিত। ভোগ-সুখে আসক্ত। সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিষয়ী। [সং. সংসারিন্।]

সংসিদ্ধ — সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ, সম্পূর্ণ-রূপে সফল। [সং.]

সংসৃষ্ট — সম্বন্ধযুক্ত, সম্পৃক্ত। মিলিত। [সং.] বি. **সংসৃষ্টি** — সংসর্গ। মিলন। (অলংকার শাস্ত্রে) পরস্পর-নিরপেক্ষ অনেক অলংকারের মিলন।

সংস্করণ — সংস্কার, শোধন। পুস্তকাদির প্রকাশের দফা। [ঃ প্রথম 'সংস্করণ'।] প্রকাশিত পুস্তকের রূপ। [ঃ রাজ-'সংস্করণ'; ঃ সুলভ 'সংস্করণ'।] [সং.]

সংস্কর্তা — যে সংস্কার করে, সংস্কারক। [ঃ সমাজ-'সংস্কর্তা'।] [সং. সংস্কর্তৃ।] স্ত্রী. — **সংস্কর্ত্রী**।

সংস্কার — শোধন, মার্জন, শুদ্ধি। মন্ত্রাদির দ্বারা শোধন। ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান। উৎকর্ষসাধন, দোষ-ত্রুটি দূরীকরণ। [ঃ সমাজ-'সংস্কার'।] মেরামত, সারানো, জীর্ণোদ্ধার। [ঃ দুর্গ-'সংস্কার'।] পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য অভ্যাস ধারণা ইত্যাদি। [সং.] **সংস্কারক** — যে সংস্কার করে। [ঃ সমাজ-'সংস্কারক'।]

সংস্কৃত — ণ. সংস্কার করা হইয়াছে এমন। শোধিত। মন্ত্রপূত। বি. ভারতের প্রাচীন সাধুভাষা।

সংস্কৃতি — শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা লব্ধ মানসিক বিকাশ। ঐরূপ বিকাশের সমাজগত ও সমষ্টিগত রূপ, culture. [ঃ ভারতীয় 'সংস্কৃতি'।] [সং.] **সংস্কৃতিসম্পন্ন** — সংস্কৃতির অধিকারী, শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সংস্কৃতিসম্পন্না**।

সংস্ক্রিয়া — সংস্কার, শোধন। [সং.]

সংস্থা — প্রতিষ্ঠান। সমিতি, সংঘ। [সং.]

সংস্থান — সন্নিবেশ, বিন্যাস। আকৃতি। গঠনবৈশিষ্ট্য। সংগ্রহ, যোগাড়, ব্যবস্থা। [ঃ অন্নের 'সংস্থান'; ঃ জীবিকা-'সংস্থান'।] [সং.]

সংস্থাপক — প্রতিষ্ঠাতা। [সং.] স্ত্রী. —**সংস্থাপিকা**। **সংস্থাপন** — সম্যক্‌-রূপে স্থাপন, প্রতিষ্ঠা। **সংস্থাপয়িতা** — সংস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা। [সং. সংস্থাপয়িতৃ।] স্ত্রী. — **সংস্থাপয়িত্রী**। ণ. **সংস্থাপিত** — সংস্থাপন করা হইয়াছে এমন, প্রতিষ্ঠিত।

সংস্থিত — সন্নিবিষ্ট, রহিয়াছে এমন। সঞ্চিত। [সং.] স্ত্রী. — **সংস্থিতা**। বি. — **সংস্থিতি**।

সংস্পর্শ — সম্যক্ স্পর্শ। সম্পর্ক। সংসর্গ। [সং.] ণ. — **সংস্পৃষ্ট**।

সংস্রব — সংসর্গ, সম্বন্ধ। [সং.]

সংহত — ঘনীভূত, সংযুক্তভাবে সন্নিবিষ্ট, জমাট। [সং.] বি. **সংহতি** — সংযোগ। সংঘবদ্ধতা।

সংহরণ — সংহার, বধ। সংযত করণ, প্রত্যাকর্ষণ, প্রত্যাহার। [ঃ শর-'সংহরণ'।] [সং.] **সংহর্তা** — সংহরণকারী, সংহারকারী। [সং. সংহর্তৃ।] স্ত্রী. — **সংহর্ত্রী**।

সংহার — বিনাশ, বধ। [ঃ বৃত্র-'সংহার'।] প্রলয়। সংহরণ, প্রত্যাহার। সংকোচন। গুচ্ছ করিয়া বন্ধন। [ঃ বেণী-'সংহার'।] [সং.] **সংহারক** — সংহারকারী। সংহর্তা। **সংহারা** — ক্রি. (কবিতায়) সংহার করা।

সংহিত — ণ. সংকলিত, সংগৃহীত [সং.] **সংহিতা** — সংকলন। বেদের

মন্ত্রভাগ, বেদের প্রধান অংশ। [ঃ 'সংহিতা' ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষৎ।] স্মৃতিশাস্ত্র। [ঃ মনু-'সংহিতা'।] [সং.]

সংহৃত—ণ. সংহার করা হইয়াছে এমন। সংগৃহীত। সংকলিত। [সং.]

সকড়ি — বি. অন্নব্যঞ্জনাদি যাহা ছুঁইলে হস্তাদি অশুচি হয় বলিয়া মনে করা হয়। [ঃ 'সকড়ি' তোলা।] ণ. অন্ন-ব্যঞ্জনাদি-স্পৃষ্ট। [ঃ 'সকড়ি' হাত।] [সং সংকট।]

সকরুণ — ণ. সদয়, করুণাযুক্ত। করুণার উদ্রেক করে এমন, বেদনাময়। [ঃ 'সকরুণ' সুরে।] [সং.]

সকর্মক — (ব্যাকরণে) কর্ম আছে এমন (ক্রিয়া)। (তুঃ 'অকর্মক'।)

সকল — ণ. সমস্ত, সমগ্র। সর্ব. প্রত্যেক ব্যক্তি। [ঃ 'সকলে'; ঃ 'সকলকে'; ঃ 'সকলের'।] [সং.]

সকাম — কামনা বা ফললাভের আশা আছে এমন। (তুঃ 'নিষ্কাম'।) [সং.]

সকাল — প্রভাত, প্রাতঃকাল। [সং.] **সকাল সকাল** — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র, দেরী না করিয়া। [ঃ 'সকাল সকাল' বাড়ি ফিরব।] **সকালে** — বি. প্রভাতে। ক্রি. ণ. শীঘ্র, তাড়াতাড়ি [ঃ 'সকালে' এসে গেছি।]

সকাশ — নিকট, সমীপ। [ঃ তোমার 'সকাশে'।] [সং.]

সকৃৎ — একবার, একদা। [ঃ 'সকৃৎ'-গর্ভা।] [সং.]

সকৌতুক — কৌতুকযুক্ত। [সং.] **সকৌতুকে** — কৌতুকের সহিত, পরিহাস বা রসিকতা করিয়া। [ঃ 'সকৌতুকে' কহিলেন।]

সক্রিয় — কর্মে রত, ক্রিয়ান্বিত। [সং.] বি. —**সক্রিয়তা**।

সক্ষম — ণ. সমর্থ। স্ত্রী.—**সক্ষমা**। বি.—**সক্ষমতা**।

সখ — ('শখ' দেখ।)

সখা — বন্ধু, সহচর। [সং. সখি।] স্ত্রী. **সখী** — বান্ধবী, সহচরী। **সখ্য** — বন্ধুত্ব।

সগর — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা, ভগীরথের প্রপিতামহ।

সগর্ভা — ণ. স্ত্রী. গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা [সং.]

সগুণ — সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণযুক্ত [ঃ 'সগুণ' ব্রহ্ম।] [সং.]

সগোত্র — ণ. একবংশীয়, একই গোত্র জাত, জ্ঞাতি। বি. একই বংশ, একই গোত্র। [সং.]

সঘন — মেঘযুক্ত। [ঃ 'সঘন' গগন। [সং.]

সঘন, সঘনে — (কবিতায়) ঘন ঘন, বার বার। [ঃ 'সঘনে' গরজে।]

সঘর — সমান ঘর, সমান বংশমর্যাদা সম্পন্ন পরিবার যাহার সহিত কুটুম্বিতা করা চলে।

সঙ, সং — ণ. যাহার রূপ কার্যকলাপ বেশ হাস্যকর। বি. হাস্যকৌতুককারী [ঃ 'সঙ' সাজা।] হাস্যরসাত্মক অভিনয় [ঃ যাত্রার 'সঙ'।]

সঙরা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) স্মরণ করা।

সঙিন, সঙীন — ('সঙ্গিন' দেখ।)

সঙ্কট, সঙ্কটজনক, সঙ্কটত্রাণ, — ('সংকট', 'সংকটজনক', 'সং... ও 'সংকটাপন্ন' দেখ।)

সঙ্কর, সঙ্করী — ('সংকর' ও 'সংক... দেখ।)

সঙ্কর্ষণ — ('সংকর্ষণ' দেখ।)

সঙ্কলক, সঙ্কলন, সঙ্কলয়িতা,

('সংকলক', 'সংকলন', 'সংকলয়িতা' ও 'সংকলিত' দেখ।)

ঙ্কল্প, সঙ্কল্পিত — ('সংকল্প' ও 'সংকল্পিত' দেখ।)

ঙ্কাশ — ('সংকাশ' দেখ।)

ঙ্কীর্ণ, সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কীর্ণচেতা, সঙ্কীর্ণমনা — ('সংকীর্ণ', 'সংকীর্ণতা', 'সংকীর্ণচেতা' ও 'সংকীর্ণমনা' দেখ।)

ঙ্কীর্তন — ('সংকীর্তন' দেখ।)

ঙ্কুচিত, সঙ্কুচিতা — ('সংকুচিত' ও ও 'সংকুচিতা' দেখ।)

ঙ্কুল, সঙ্কুলতা — ('সংকুল' ও 'সংকুলতা' দেখ।)

ঙ্কুলান — ('সংকুলান' দেখ।)

ঙ্কেত, সঙ্কেতিত — ('সংকেত' ও 'সংকেতিত' দেখ।)

ঙ্কোচ, সঙ্কোচন — ('সংকোচ' ও 'সংকোচন' দেখ।)

ঙ্গ — বি. সাহচর্য, সংসর্গ। [ঃ অসৎ 'সঙ্গ'।] [সং.]

ঙ্গত, -সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গতিপন্ন, সঙ্গতিশালী, সঙ্গতিসম্পন্ন, সঙ্গতিহীন — ('সংগত', '-সংগত', 'সংগতি', 'সংগতিপন্ন', 'সংগতিশালী', 'সংগতিসম্পন্ন' ও 'সংগতিহীন' দেখ।)

ঙ্গম — ('সংগম' দেখ।)

ঙ্গিন — বি. বন্দুকের নলের মুখে লাগানো ছোরা, bayonet. ণ. গুরুতর, বিপজ্জনক। [ঃ অবস্থা 'সঙ্গিন'।]

ঙ্গীত, সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতনিপুণ — ('সংগীত', 'সংগীতজ্ঞ' ও 'সংগীতনিপুণ' দেখ।)

ঙ্গীতি — ('সংগীতি' দেখ।)

ঙ্গীন — ('সঙ্গিন' দেখ।)

ঙ্গে — সহিত। [ঃ আমার 'সঙ্গে' যাবে।] কাছে। [ঃ 'সঙ্গে' টাকাপয়সা নাই।] **সঙ্গে সঙ্গে** — অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ। [ঃ বলার 'সঙ্গে সঙ্গে' করল।] নিকটে, কাছে। [ঃ 'সঙ্গে সঙ্গে' থাকবে।]

সঙ্গোপন — ('সংগোপন' দেখ।)

সঙ্ঘ, সঙ্ঘবদ্ধ — ('সংঘ' ও 'সংঘবদ্ধ' দেখ।)

সঙ্ঘটক, সঙ্ঘটন, সঙ্ঘটিত — ('সংঘটক', 'সংঘটন' ও 'সংঘটিত' দেখ।)

সঙ্ঘর্ষ, সঙ্ঘর্ষণ — ('সংঘর্ষ' দেখ।)

সঙ্ঘাত — ('সংঘাত' দেখ।)

সঙ্ঘারাম — ('সংঘারাম' দেখ।)

সচকিত — ণ. সভয়, সন্ত্রস্ত, ভয়ে চমকিত। স্ত্রী. — **সচকিতা। সচকিতে** — সন্ত্রস্তভাবে।

সচন্দন — ণ. চন্দনের সহিত, চন্দনমাখানো। [ঃ 'সচন্দন' তুলসী।] [সং.]

সচরাচর — সাধারণতঃ, প্রায়শঃ। [ঃ 'সচরাচর' দেখা যায় না।] [সং.]

সচল — ণ. যাহা চলে, গতিযুক্ত, চলন্ত। চলার যোগ্য, অচল নহে এমন।

সচিত্র — সঙ্গে ছবি আছে এমন, চিত্রিত। [ঃ 'সচিত্র' মহাভারত।] [সং.]

সচিব — মন্ত্রী, পরামর্শদাতা। কর্মসম্পাদক, secretary. [সং.] **একান্ত সচিব** — ব্যক্তিগত সচিব, 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'।

সচেতন — ণ. চেতনাযুক্ত। প্রাণ আছে এমন, জীবন্ত। [ঃ 'সচেতন' পদার্থ।] সজাগ, সতর্ক। [ঃ 'সচেতন' থাকা।] [সং.]

সচেষ্ট — চেষ্টা আছে এমন, চেষ্টিত, চেষ্টাযুক্ত। বি. — **সচেষ্টতা**।

সচ্চরিত্র — ণ. যাহার স্বভাব সৎ এমন, চরিত্রবান্। [ঃ 'সচ্চরিত্র' পুরুষ।] [সং.] স্ত্রী. — **সচ্চরিত্রা**।

সচ্চিদানন্দ — সৎ-চিৎ-আনন্দ, নিত্যজ্ঞানময় ও আনন্দময় ব্রহ্ম। [সং.]

সচ্ছল — অভাব-অনটন নাই এমন, যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে এমন। [ঃ 'সচ্ছল'

অবস্থা।] বি. — **সচ্ছলতা**।

সচ্ছিদ্র — ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্র আছে এমন। [সং.] বি. — **সচ্ছিদ্রতা**।

সজন — বন্ধু, সখা। প্রণয়ী। [সং. স্বজন।] স্ত্রী. **সজনী** — সখী।

সজন — ণ. জনপূর্ণ, জনহীন নহে এমন। বি. জনপূর্ণ স্থান। [ঃ কি 'সজনে' কি বিজনে।] [সং.]

সজনে — ('শজিনা' দেখ।)

সজল — ণ. ভিজা, জলযুক্ত। অশ্রুসিক্ত। [সং.]

সজাগ — জাগ্রত। সতর্ক। [সং. সজাগর।]

সজাতি — সমশ্রেণী, সমজাতি।

সজারু — ('শজারু' দেখ।)

সজিনা — ('শজিনা' দেখ।)

সজীব — প্রাণযুক্ত, জীবন্ত। সতেজ। বি. — **সজীবতা**।

সজোর — জোরযুক্ত, সবল। **সজোরে** — জোরে, জোরের সহিত। [ঃ 'সজোরে' ধাক্কা।]

সজ্জন — সাধু ব্যক্তি। [সং.]

সজ্জা — বি. সাজ, বেশভূষা। [ঃ বর-'সজ্জা'।] আসবাবপত্র। [ঃ গৃহ-'সজ্জা'।] আয়োজন, প্রস্তুতি। [ঃ রণ-'সজ্জা'।] সজ্জিত করণ। [সং.] **সজ্জাগৃহ** — অভিনয় ইত্যাদির জন্য সজ্জিত হইবার ঘর, সাজঘর। **সজ্জাদ্রব্য** — সাজগোজ করিবার জিনিস, প্রসাধন-দ্রব্য। ণ. **সজ্জিত** — সাজিয়াছে এমন। সাজানো হইয়াছে এমন। আসবাবপত্রে পূর্ণ। অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রাদি সহ প্রস্তুত। [ঃ 'সজ্জিত' সৈন্যদল।] স্ত্রী. — **সজ্জিতা**।

সজ্ঞান — ণ. জ্ঞানযুক্ত, সচেতন। [সং.] **সজ্ঞানে** — সচেতন ভাবে। জ্ঞাতসারে।

সঞে — (প্রাচীন কবিতায়) সঙ্গে।

সঞ্চয় — জমানো, সঞ্চিত করণ। [ঃ 'সঞ্চয়' করা।] সঞ্চিত দ্রব্য অর্থ ইত্যাদি। [ঃ পথের 'সঞ্চয়' পথে ফেলে যেতে হয়। [সং.] **সঞ্চয়ন** — সংগ্রহ, সংকল[ন] [ঃ কাব্য-'সঞ্চয়ন'।] **সঞ্চয়ী** — সঞ্চ[য়] কারী। সঞ্চয় করিতে পটু বা অভ্যস্ত [সং. সঞ্চয়িন্।]

সঞ্চরণ — বিচরণ, ভ্রমণ, গমন। [ঃ আকা[শে] গ্রহ-নক্ষত্রের 'সঞ্চরণ'।] [সং.] ণ. — **সঞ্চরিত**। **সঞ্চরমাণ** — সঞ্চরণ করিতে[ছে] এমন। স্ত্রী. — **সঞ্চরমাণা**।

সঞ্চলন — চলন, দোলন, কম্পন। [সং. ণ. — **সঞ্চলিত**।

সঞ্চার, সঞ্চারণ — বি. গতি। বিস্তারলাভ আগমন, আবির্ভাব, উৎপত্তি, উন্মেষ [ঃ যৌবন-'সঞ্চার'; ঃ প্রেম-'সঞ্চার'। [সং] ণ. — **সঞ্চারিত**। **সঞ্চারক** — [যে] বা যাহা সঞ্চার করে। **সঞ্চারী** — ণ সঞ্চরণ করে এমন, বিচরণকারী। সঞ্চা[র] করে এমন। বি. (গানে) তৃতীয় কলি[র] প্রথম অংশ। [সং. সঞ্চারিন্।] স্ত্রী. — **সঞ্চারিণী**।

সঞ্চালক — যে চালনা করে, যে সঞ্চাল[ন] করে। **সঞ্চালন** — নাড়াচাড়া, চালি[ত] করণ। দোলানো, দোলায়িত করণ [সং.] ণ. — **সঞ্চালিত**।

সঞ্চিত — ণ. সঞ্চয় করা হইয়াছে এমন [ঃ 'সঞ্চিত' অর্থ।] স্ত্রী. — **সঞ্চিতা**

সঞ্চীয়মান — সঞ্চিত হইতেছে এম[ন] [সং.]

সঞ্চেয় — সঞ্চয়ের যোগ্য। [সং.]

সঞ্জয় — মহাভারতে বর্ণিত বিদুরের প[ুত্র] যিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণ[না] করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

সঞ্জাত — ণ. উৎপন্ন, জাত। [সং.] স্ত্রী. — **সঞ্জাতা**।

সঞ্জাব — কাপড়ের কিনারায় সেলাই-ক[রা] কাপড়ের ফালি দিয়া তৈয়ারী পা[ড়]

[ফা. সন্‌জাফ্‌।]

সঞ্জীব — যে সম্যক্‌রূপে জীবিত আছে। **সঞ্জীবন** — বি. প্রাণ সঞ্চার করণ। ণ. প্রাণ-সঞ্চারী। স্ত্রী. — **সঞ্জীবনী**। **সঞ্জীবিত** — ণ. যাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সঞ্জীবিতা**।

সট্‌ — ত্বরা বা দ্রুততা সূচক অনুকার, চট্‌।

সটকা — আলবলার নল।

সটকান — বি. গোপনে পলায়ন। [ঃ 'সটকান' দিয়েছে।] **সটকানো** — ক্রি. সট্‌ করিয়া সরিয়া পড়া, গোপনে পলায়ন করা।

সটান — সোজা, একটানা। [ঃ 'সটান' চলে যাও।]

সটীক — ণ. টীকাযুক্ত। টীকা সম্বলিত। [ঃ 'সটীক' অনুবাদ।] [সং.]

সঠিক — যথার্থ, প্রকৃত, ঠিক। [ঃ 'সঠিক' খবর।]

সড় — চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। [আ. সর্‌।]

সড়ক — দূরগামী বড় রাস্তা। [সং. সরক; আ. শরক।]

সড়কি — বল্লমজাতীয় একরকম অস্ত্র।

সড়গড় — অভ্যস্ত। মুখস্থ।

সড়সড় — সাপ ইত্যাদির দ্রুত গমন সূচক অনুকার।

সড়া — ('শড়া' দেখ।)

সডাক — ডাকমাশুল সহ। [ঃ 'সডাক' পাঁচ টাকা।]

সড়াক, সড়াৎ — চকিতে দ্রুত প্রবেশ বা চকিতে দ্রুত গমন সূচক অনুকার।

সৎ — আছে এমন, অস্তিত্বশীল। সাধু, প্রশংসনীয়, ভালো, শুভ। [ঃ 'সৎ' লোক; ঃ 'সৎ' কাজ।] [সং.]

সৎ — 'সতীন সংক্রান্ত' বা 'মায়ের সতীন সংক্রান্ত' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। **সৎ ছেলে** — সতীনের ছেলে। **সৎ বোন** — বিমাতার মেয়ে। **সৎ ভাই** — বৈমাত্রেয় ভাই। **সৎ মা** — মায়ের সতীন, বিমাতা। **সৎ মেয়ে** — সতীনের মেয়ে।

সতত — সর্বদা, নিরন্তর। [সং.]

সততা — সাধুতা। [সং. সত্তা।]

সতর, সতরো — দশের পরবর্তী সপ্তম সংখ্যা, ১৭। [সং. সপ্তদশন্‌।]

সতর্ক — ণ. সাবধান, সজাগ। [ঃ 'সতর্ক' থাকা।] বি. — **সতর্কতা**। **সতর্কীকরণ** — বি. সতর্ক করিয়া দেওয়া।

সতা — (কবিতায়) সতীন, সপত্নী। **সতাই** — (প্রাচীন কবিতায়) সৎমা, বিমাতা। **সতাতো** — মায়ের সতীনের গর্ভজাত, বৈমাত্রেয়।

সতিন, সতীন — সপত্নী, স্বামীর অন্য পত্নী। [সং. সপত্নী।] **সতিনঝি** — সতীনের মেয়ে। **সতিন-পো** — সতীনের ছেলে। **সতিনী** — (কবিতায়) সতীন।

সতী — ণ. স্ত্রী. সাধ্বী, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত যৌন সংসর্গ করে না এমন। স্বামীর সহিত সহমৃতা হয় এমন। বি. দক্ষকন্যা, শিবপত্নী, ভগবতী, দুর্গা। [সং.] **সতীগিরি** — (ব্যঙ্গে) সতীর ন্যায় আচরণ বা ভাব। **সতীত্ব** — সাধ্বী রমণীর অবস্থা, পাতিব্রত্য। **সতীত্বনাশ** — সতী-নারী-ধর্ষণ। **সতী-দাহ** — স্বামীর চিতায় জীবিতাবস্থায় স্ত্রীকে পুড়াইবার প্রাচীন অনুষ্ঠান। **সতীধর্ম** — সতীত্ব রক্ষা রূপ পবিত্র কাজ। **সতীন্দ্র, সতীপতি** — সতীর স্বামী, শিব। **সতীপনা** — ('সতীগিরি' দেখ।) **সতীশ** — সতীর স্বামী, শিব। **সতীলক্ষ্মী** — সাধ্বী ও সৌভাগ্যবতী। **সতীসাধ্বী** — অতিশয় পতিব্রতা। **সতী-সাবিত্রী** — সত্যবান্‌-পত্নী সাবিত্রীর মতো সাধ্বী ও পতিপ্রাণা।

সতীন — ('সতিন' দেখ।)
সতীর্থ — একই গুরুর ছাত্র, সহপাঠী।
সতুষ — তুষযুক্ত, আকাঁড়া। [সং.]
সতৃষ্ণ — তৃষ্ণার্ত। অতিশয় আগ্রহযুক্ত। [ঃ 'সতৃষ্ণ' নয়নে।] [সং.]
সতেজ — তেজালো, বলিষ্ঠ, সবল।
সতের, সতেরো — ('সতর' দেখ।)
সৎকার — সম্মাননা, সেবা। [ঃ অতিথি-'সৎকার'।] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শবদাহ ইত্যাদি। [ঃ শব-'সৎকার'।] [সং.]
সত্তম — সর্বাপেক্ষা সৎ, শ্রেষ্ঠ। [ঃ মুনি-'সত্তম'।] [সং.]
সত্তর — ৭০ সংখ্যা, সপ্ততি। [সং. সপ্ততি।]
সত্তা — অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। বিদ্যমান বস্তু। দেহ ও মন। [ঃ আমার সমগ্র 'সত্তা'।] সাধুতা। [সং.]
সত্ত্ব — সত্তা। প্রকৃতি, মন, স্বভাব। [ঃ শুদ্ধ-'সত্ত্ব'।] প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ গুণ। [ঃ 'সত্ত্ব' রজঃ ও তমঃ।] রস, নির্যাস। [ঃ আম-'সত্ত্ব'।] [সং.]
সত্য — ণ. মিথ্যা নহে এমন, প্রকৃত, বাস্তব, যথার্থ। [ঃ 'সত্য' কথা।] বি. বাস্তবতা, যাথার্থ্য। স্বাভাবিক নিয়ম। [ঃ বৈজ্ঞানিক 'সত্য'।] প্রতিজ্ঞা, শপথ। [ঃ 'সত্য'-পালন।] পুরাণে বর্ণিত প্রথম যুগ। [ঃ 'সত্য' ত্রেতা দ্বাপর ও কলি।] [সং.] **সত্যকার** — প্রকৃত, বাস্তব, যথার্থ। **সত্যতা** — যাথার্থ্য, বাস্তবতা। **সত্যনারায়ণ** — মঙ্গলকারী দেবতা বিশেষ, সত্যপীর। **সত্যনিষ্ঠ** — ণ. সত্যের একান্ত অনুরাগী, সত্যপরায়ণ। **সত্যনিষ্ঠা** — বি. সত্যে একান্ত অনুরাগ, সত্যপরায়ণতা। **সত্যপরায়ণ** — সত্যনিষ্ঠ। স্ত্রী. — **সত্যপরায়ণা**। বি. — **সত্যপরায়ণতা**। **সত্যপালন** — প্রতিজ্ঞা পালন, শপথ রক্ষা। **সত্যপীর** — ('সত্যনারায়ণ' দেখ।) **সত্যবতী** — ব্যাসদেবের জননী, ধীবর-কন্যা মৎস্যগন্ধা। **সত্যবাদী** — যে সত্য কথা বলে। [সং. সত্যবাদিন্।] স্ত্রী. — **সত্যবাদিনী**। বি. — **সত্যবাদিতা**। **সত্যবান্** — পুরাণে বর্ণিত সাবিত্রীর স্বামী, দ্যুমৎসেনের পুত্র। **সত্যব্রত** — সত্যপরায়ণ, সত্যপালন ও সত্যভাষণকে যে ব্রতরূপে গ্রহণ করে। **সত্যভঙ্গ** — শপথ লঙ্ঘন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ। **সত্যভামা** — কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। **সত্যভাষণ** — সত্যকথন। **সত্যভাষী** — যে সত্য কথা বলে, সত্যবাদী। [সং. সত্য-ভাষিন্।] স্ত্রী. — **সত্যভাষিণী**। বি. — **সত্যভাষিতা**। **সত্যযুগ** — পুরাণে বর্ণিত চারি যুগের প্রথম যুগ। **সত্য-রক্ষা** — প্রতিজ্ঞাপালন। **সত্যসন্ধ** — সত্যই যাহার প্রতিজ্ঞা, সত্যপ্রতিজ্ঞ।
সত্যাগ্রহ — সত্যগ্রহণ, সত্যের পালন বা সাধন রূপ ব্রত। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সত্য ও অহিংসার দ্বারা সংগ্রামের বিখ্যাত রীতি। **সত্যাগ্রহী** — যে সত্যাগ্রহ করে। [সং. সত্যাগ্রহিন্।]
সত্যানুরাগ — সত্যের প্রতি অনুরাগ, সত্যনিষ্ঠা। **সত্যানুরাগী** — সত্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ। [সং. সত্যানুরাগিন্।] স্ত্রী. — **সত্যানুরাগিণী**।
সত্যানুসন্ধান — প্রকৃত অবস্থা বা তথ্য জানিবার চেষ্টা। **সত্যানুসন্ধানী** — যে সত্য জানিতে চেষ্টা করে, সে সত্যের সন্ধান করে।
সত্যানুসন্ধিৎসা — বি. সত্য জানিবার বা সন্ধান করিবার ইচ্ছা। ণ. — **সত্যানুসন্ধিৎসু**।
সত্যাসত্য — সত্য ও মিথ্যা। সত্যতা ও অসত্যতা। [সং. সত্য + অসত্য।]
সাচ্চা — (কথ্য রূপ) সত্য। **সাচ্চাকার** —

যথার্থ, প্রকৃত। [ঃ 'সত্যিকার' পণ্ডিত।]
সত্র — বিতরণ-ব্যবস্থা, বিতরণস্থান। [ঃ অন্ন-'সত্র'; ঃ বিদ্যা-'সত্র'।] যজ্ঞ। বহুদিনব্যাপী যজ্ঞ। [সং.]
সত্রাজিৎ — শ্রীকৃষ্ণের এক শ্বশুর, সত্যভামার পিতা।
সত্বর — ক্রি. ণ. তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। ণ. ত্বরিত, ত্বরান্বিত। [সং.]
সদন — গৃহ, ভবন, আলয়। [ঃ মহাজাতি 'সদন'; ঃ শমন-'সদন'।] নিকট, সমীপ। [ঃ রাজ-'সদনে' নিবেদন।] [সং.]
সদনুষ্ঠান — সৎকার্য। [সং. সৎ + অনুষ্ঠান।]
সদভিপ্রায় — ভালো ইচ্ছা। সৎ উদ্দেশ্য।
সদয় — ণ. দয়ালু, কৃপালু। প্রসন্ন। [সং.] স্ত্রী. — সদয়া।
সদর — বি. বাহিরের দিক। [ঃ 'সদর'-মফস্বল।] বাড়ির বাহিরের অংশ। [ঃ 'সদরে' ব'সে আছেন।] ণ. বাহিরের। [ঃ 'সদর' দরজা।] প্রধান। [ঃ 'সদর' মহকুমা; ঃ 'সদর' আদালত; ঃ 'সদর' কাছারি।] [আ. সদর্।]
সদর্থ — বি. ভালো অর্থ। সৎ উদ্দেশ্য। [সং.]
সদর্থক — অস্তিত্ববাচক, আছে এই অর্থ-প্রকাশক, positive. (তুঃ 'নঞর্থক'।)
সদর্প — ণ. দর্পিত, গর্বিত, অহংকৃত। [সং.] সদর্পে — অহংকারের সহিত, দর্পের সহিত।
সদসৎ — ভালো ও মন্দ। [সং. সৎ + অসৎ।]
সদস্য — সভ্য, সভাসদ্, member. [সং.] স্ত্রী. — সদস্যা।
সদা — সর্বদা, সকল সময়ে। [সং.]
সদাগর — ('সওদাগর' দেখ।)
সদাচার — সৎ আচার, পবিত্র অনুষ্ঠান।
সদাচারী — যে সৎ আচার-অনুষ্ঠান করে। [সং. সদাচারিন্।]
সদানন্দ — ণ. যে সর্বদা আনন্দবোধ করে। বি. শিব, মহাদেব।
সদাব্রত — দানসত্র, অন্নসত্র।
সদালাপ — সৎ আলাপ, পবিত্র আলোচনা। [সং. সৎ + আলাপ।]
সদাশয় — ণ. উদার, মহানুভব। [সং. সৎ + আশয়।] স্ত্রী. — সদাশয়া। বি. — সদাশয়তা।
সদাশিব — (যিনি সর্বদা মঙ্গলময়) মহাদেব।
সদিচ্ছা — সাধু অভিপ্রায়। শুভেচ্ছা। [সং. সৎ + ইচ্ছা।]
সদুত্তর — যোগ্য জবাব, ভালো উত্তর। [সং. সৎ + উত্তর।]
সদুদ্দেশ্য — সাধু অভিপ্রায়, ভালো উদ্দেশ্য। [সং. সৎ + উদ্দেশ্য।]
সদুপায় — ভালো উপায়, সাধু উপায়। [সং. সৎ + উপায়।]
সদৃশ — তুল্য, মতো ন্যায়। [সং.]
সদ্গতি — ভালো ব্যবস্থা। উত্তম পরিণতি। মুক্তি।
সদ্গুণ — ভালো গুণ, গুণ।
সদ্গোপ — বাঙ্গালী হিন্দুর একটি জাতি।
সদ্বিবেচনা — উপযুক্ত বিবেচনা, সাধু বিচারবুদ্ধি।
সদ্ব্যবহার — ভদ্র আচরণ। উপযুক্তভাবে বা সদুদ্দেশ্যে প্রয়োগ।
সদ্ব্যয় — সৎকার্যে ব্যয়, উপযুক্ত ব্যবহার।
সদ্ভাব — ভালো ভাব, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব। প্রাচুর্য। স্থিতি। [সং. সৎ + ভাব।]
সদ্ম — আবাস, গৃহ, সদন। [সং. সদ্মন্।]
সদ্য — তখনই, সবেমাত্র, বেশী আগে নহে এমন বা এমন ভাবে। [ঃ 'সদ্য'

আগত।] [সং. সদ্যস্।] **সদ্য সদ্য** — তখনই, সদ্য।

সদ্যঃ—সদ্য (সমাসে ব্যবহৃত হয়)। [সং. সদ্যস্।] **সদ্যঃপ্রসূত** — ণ. নবজাত। [ঃ 'সদ্যঃপ্রসূত' শিশু।] স্ত্রী. **সদ্যঃপ্রসূতা** — ণ. সবেমাত্র প্রসব করিয়াছে এমন। [ঃ 'সদ্যঃপ্রসূতা' গাভী।] **সদ্যঃস্নাত** — ণ. সেইমাত্র স্নান করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সদ্যঃস্নাতা**। **সদ্যোজাগ্রত** — ণ. সবেমাত্র জাগিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সদ্যোজাগ্রতা**। **সদ্যোজাত** — ণ. সবেমাত্র জন্মিয়াছে এমন, নবজাত। স্ত্রী. — **সদ্যোজাতা**। **সদ্যোদুগ্ধ** — টাটকা দুধ। **সদ্যোমাংস** — টাটকা মাংস। **সদ্যোমৃত** — সবেমাত্র মরিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সদ্যোমৃতা**।

সধবা — ণ. যাহার স্বামী জীবিত আছে এমন। [ঃ 'সধবা' স্ত্রীলোক।] বি. যাহার স্বামী জীবিত আছে এমন স্ত্রীলোক। [ঃ 'সধবার' একাদশী।] [সং.]

সধর্মা — সমান ধর্ম বা গুণ আছে এমন। [সং. সধর্মন্।] **সধর্মী** — ('সধর্মা' দেখ।)

সন — বৎসর। [ঃ পর পর তিন 'সন'।] বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে সংখ্যাত অব্দ। [ঃ বাংলা 'সন'।] [আ. সন্।] **ইংরেজী সন** — খ্রীষ্টাব্দ। **বাংলা সন** — বাংলাদেশে প্রচলিত বর্ষগণনার রীতি যাহাতে খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ বৎসর বাদ দিতে হয়। **হিজরী সন** — মহম্মদের মদিনায় গমনের কাল হইতে সংখ্যাত চান্দ্র বৎসর।

সনদ, সনন্দ — আদেশপত্র, সরকারী অনুমতি। দলিল। [আ. সনদ্।]

সনসন — গতিবেগ সূচক অনুকার। [ঃ 'সনসন' ক'রে বাতাস বইছে।]

সনন্দ — ('সনদ' দেখ।)

সনান্ত — ('শনান্ত' দেখ।)

সনাতন — ণ. চিরস্থায়ী, নিত্য, চিরন্তন, চিরকাল প্রচলিত। বি. ভগবান, ঈশ্বর। [সং.] স্ত্রী. — **সনাতনী**। **সনাতনী** — গোঁড়া প্রাচীনপন্থী, সংস্কারসাধন বা পরিবর্তনের বিরোধী। [ঃ 'সনাতনী' হিন্দু।]

সনাথ — যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে এমন। যুক্ত, বিশিষ্ট। [ঃ সমুদ্র-'সনাথ' পৃথিবী।] [সং.] স্ত্রী. — **সনাথা**।

সনির্বন্ধ — অতিশয় আগ্রহযুক্ত, সানুনয়। [ঃ 'সনির্বন্ধ' অনুরোধ।]

সনে — (কবিতায়) সঙ্গে, সাথে।

সনেট — চতুর্দশপদী কবিতা। [ই. sonnet.]

সন্ত — সাধু, ভক্ত সন্ন্যাসী। [ঃ 'সন্ত' তুলসীদাস।] [হি. সন্ত্।]

সন্তত — ণ. ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, বিতত। অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর। [সং.]

সন্ততি — সন্তান। ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি। অবিচ্ছিন্নতা। শ্রেণী, সারি। [সং.]

সন্ততি — (প্রাচীন কবিতায়) অবিরাম, সতত। [ঃ ঘন গরজন্তি 'সন্ততি'।]

সন্তপ্ত — শোকার্ত, ক্লিষ্ট। [সং.] স্ত্রী. — **সন্তপ্তা**।

সন্তরণ — বি. সাঁতার। [সং.] **সন্তর** — ক্রি. (কবিতায়) সন্তরণ করা।

সন্তর্পণ — সম্যক্ তৃপ্তিদান। [সং.] **সন্তর্পণে** — অতি সাবধানে।

সন্তান — পুত্র বা কন্যা, ছেলেমেয়ে বংশধর। [সং.] **সন্তানসন্ততি** — ছেলেমেয়ে বংশধর ইত্যাদি। **সন্তানসম্ভবা** — গর্ভিণী। আসন্নপ্রসবা। **সন্তানসম্ভাবনা** — সন্তান হইবার সম্ভাবনা, গর্ভসঞ্চার। **সন্তানোচিত** —

পুত্র বা কন্যার পক্ষে যাহা উপযুক্ত এমন। **সন্তানোৎপাদন** — পুত্র বা কন্যার জন্মদান।

সন্তাপ — গভীর মনোবেদনা, মনস্তাপ। [সং.] ণ. **সন্তাপিত** — যাহাকে অতিশয় বেদনা দেওয়া হইয়াছে এমন।

সন্তুষ্ট — ণ. অতিশয় তৃপ্ত, খুশী, আনন্দিত। [সং.] স্ত্রী. — **সন্তুষ্টা**। বি. — **সন্তুষ্টি**।

সন্তোষ — খুশি, আনন্দ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি।

সন্ত্রস্ত — ণ. অত্যন্ত ভীত। [সং.] স্ত্রী. — **সন্ত্রস্তা**।

সন্ত্রাস — অতিশয় ভয়, আতংক। [সং.] **সন্ত্রাসবাদ** — রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হত্যার দ্বারা ত্রাসের সঞ্চার করা প্রয়োজন এই মতবাদ, terrorism. **সন্ত্রাসবাদী** — সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত। [ঃ 'সন্ত্রাসবাদী' নীতি।] সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। **সন্ত্রাসিত** — আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত।

সন্দর্ভ — প্রবন্ধ, রচনা ইত্যাদি। (প্রাচীন কবিতায়) রহস্য, গূঢ় ভাব। [ঃ নাড়ার 'সন্দর্ভ' কেহ না বুঝে সকলে।] [সং.]

সন্দর্শন — সম্যক্ দর্শন, শ্রদ্ধাভরে দর্শন।

সন্দিগ্ধ — ণ. সন্দেহযুক্ত, সংশয়ান্বিত। [সং.] স্ত্রী. — **সন্দিগ্ধা**। বি. — **সন্দিগ্ধতা**। **সন্দিগ্ধমনা** — যাহার মনে সন্দেহ আছে এমন।

সন্দিহান — সংশয়ান্বিত, সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ। [সং.]

সন্দীপক, সন্দীপন — যাহা প্রজ্বলিত বা উদ্দীপ্ত করে। **সন্দীপন** — প্রজ্বলন। উদ্দীপন। [সং.] ণ. — **সন্দীপিত**।

সন্দেশ — খবর, বার্তা, সংবাদ। চিনি দিয়া প্রস্তুত ছানার মিষ্টান্ন। [সং.]

সন্দেহ — সংশয়, অবিশ্বাস। [সং.] **সন্দেহজনক** — সন্দেহের উদ্রেক করে এমন। **সন্দেহপ্রবণ** — সহজে সন্দেহ করে এমন। স্ত্রী. — **সন্দেহপ্রবণা**। বি. — **সন্দেহপ্রবণতা**। **সন্দেহভঞ্জন** — সন্দেহ বা অবিশ্বাস দূরীকরণ। **সন্দেহভাজন** — সন্দেহের পাত্র, সন্দেহের যোগ্য। **সন্দেহস্থল** — সন্দেহের বিষয়।

সন্ধান — খোঁজ, অন্বেষণ। [ঃ 'সন্ধান' করা।] অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবাদ, খোঁজ। [ঃ 'সন্ধান' পাওয়া।] রহস্য, গূঢ় অর্থ, গোপন তথ্য। [ঃ 'সন্ধান' জানা।] সংযোজন। [ঃ শর-'সন্ধান'।] গাঁজানো। [সং.] **সন্ধানী** — সন্ধান করে বা সন্ধান জানে এমন। [সং. সন্ধানিন্।]

সন্ধি — মিলন, সংযোগ। যুদ্ধ বা বিবাদের মীমাংসা বা আপস। [ঃ 'সন্ধি' করা।] মিলনস্থান। [ঃ পর্ব-'সন্ধি'।] গাঁট। মিলনকাল। [ঃ যুগ-'সন্ধি'; ঃ বয়ঃ-'সন্ধি'।] দুর্গা পূজার সময়ে অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আরম্ভক্ষণ এবং তৎকালীন পূজা। (ব্যাকরণে) বর্ণের মিলন। সিঁধ। [সং.] **সন্ধিক্ষণ** — দুইটি কাল বা ঘটনার মিলনমুহূর্ত। **সন্ধিচোর** — সিঁধেল চোর। **সন্ধিপূজা** — অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আরম্ভের সময়ে দুর্গার পূজা। **সন্ধিবাত** — দেহের সংযোগস্থলে হয় এমন একরকম বাতরোগ, গেঁটে বাত। **সন্ধিবিগ্রহ** — যুদ্ধ ও সন্ধি। **সন্ধিবিচ্ছেদ** — শব্দের মিলিত দুইটি বর্ণের পৃথকীকরণ।

সন্ধিত — ণ. গাঁজানো হইয়াছে এমন, মদ ইত্যাদিতে পরিণত। [সং.]

সন্ধিৎসা — বি. সন্ধানের ইচ্ছা। [সং.]

ণ. **সন্ধিৎসু** — সন্ধান করিতে ইচ্ছুক।
সন্ধ্যা — বি. দিবা ও রাত্রির সংযোগ-কাল। [ঃ প্রাতঃ-'সন্ধ্যা'; ঃ সায়ং-'সন্ধ্যা'।] তৎকালীন উপাসনা। [ঃ 'সন্ধ্যা' করা।] মধ্যাহ্ন। [ঃ ত্রি-'সন্ধ্যা'।] দিবাশেষ ও রাত্রির আরম্ভ। [ঃ 'সন্ধ্যা' হ'ল।] শেষাংশ। [ঃ জীবন-'সন্ধ্যা'; ঃ কলির 'সন্ধ্যা'।] [সং.] **সন্ধ্যা করা** — ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করা। **সন্ধ্যা-আহ্নিক, সন্ধ্যাহ্নিক**—ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা। **সন্ধ্যাদীপ** — দেবমন্দিরে বা তুলসী-মঞ্চে জ্বালানো সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ। **সন্ধ্যালোক** — গোধূলির অস্পষ্ট আলোক। **ত্রিসন্ধ্যা** — সকাল দুপুর ও সন্ধ্যাবেলা। **দুই সন্ধ্যা, দু সন্ধ্যা** — দুইবেলা, সকাল ও সন্ধ্যাবেলা।
সন্নত — ণ. বিনত, অবনত। [সং.] বি. — **সন্নতি**।
সন্নদ্ধ — ণ. সংবদ্ধ। বর্মাদির দ্বারা সজ্জিত। [সং.]
সন্না — ছোট চিমটা। [সং. সন্দংশ।]
সন্নিকট — খুব নিকট। খুব নিকটবর্তী। আসন্ন। [সং.]
সন্নিধান — সামীপ্য, নৈকট্য, সান্নিধ্য। [সং.]
সন্নিপাত — একত্র মিলন। (আয়ুর্বেদে) বাত কফ ও পিত্তের এককালীন দোষ।
সন্নিবদ্ধ — ণ. দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। গ্রথিত। [সং.]
সন্নিবিষ্ট — ণ. আছে বা রাখা হইয়াছে এমন, স্থাপিত, রক্ষিত। [ঃ ঘন-'সন্নিবিষ্ট'।] [সং.] বি. **সন্নিবেশ** — স্থাপন, বিন্যাস। [ঃ সৈন্য-'সন্নিবেশ'।] ণ. **সন্নিবেশিত** — সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এমন।
-সন্নিভ — 'তুল্য' বা 'সদৃশ' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সূর্য-'সন্নিভ'।] [সং.]
সন্নিহিত — নিকটবর্তী, পার্শ্ববর্তী। [সং.]
সন্ন্যাস — ভোগবাসনা ও সংসার ত্যাগের ব্রত। [ঃ 'সন্ন্যাস'-গ্রহণ।] প্রাচীন আর্যদের দ্বারা পালিত চতুর্থ আশ্রম। একরকম রোগ যাহাতে অকস্মাৎ সংজ্ঞা-লোপ হয়, apoplexy. [সং.] **সন্ন্যাসী** — সংসারত্যাগী বিরাগী, ভিক্ষু। চতুর্থাশ্রমী। গাজনের ব্রতধারী। [ঃ অধিক 'সন্ন্যাসীতে' গাজন নষ্ট।] [সং. সন্ন্যাসিন্।] স্ত্রী. — **সন্ন্যাসিনী**।
সন্মার্গ — সৎ মার্গ, সৎ পথ। [সং.]
সপ — ('শপ' দেখ।)
সপক্ষ — ণ. দলের লোক। [ঃ 'সপক্ষ'-বিপক্ষ।] বি. **সপক্ষতা** — আনুকূল্য, সমর্থন। **সপক্ষীয়** — নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত। **সপক্ষে** — সমর্থনে। [ঃ 'সপক্ষে' ভোট দেওয়া।]
সপক্ষ — ণ. পক্ষযুক্ত, পাখা আছে এমন।
সপত্ন — শত্রু। [ঃ অ-'সপত্ন'।] [সং.]
সপত্নী — স্বামীর অন্যা স্ত্রী, সতিন। [সং.] **সপত্নীক** — পত্নীর সহিত, সস্ত্রীক।
সপরিবার — ণ. পরিবার সহ আছে এমন। [সং.] **সপরিবারে** — স্ত্রীপুত্রাদির সহিত।
সপসপ — সিক্ততা সূচক অনুকার। [ঃ ভিজে 'সপসপ' করছে।] ণ. **সপসপে** — সপসপ করে এমন, সিক্ত।
সঁপা — ক্রি. সমর্পণ করা। ণ. সমর্পিত। বি. সমর্পণ।
সপাং, সপাৎ — বেত ইত্যাদি জোরে নাড়িবার বা মারিবার শব্দ।
সপাদ — সিকি ভাগের সহিত, সওয়া। পদযুক্ত। [সং]
সপাসপ — ঈষৎ তরল জিনিস দ্রুত ও

বারবার খাইবার শব্দ। বেত ইত্যাদি বারবার মারিবার শব্দ।

সপিণ্ড — সাত পুরুষের অন্তর্গত জ্ঞাতি। [সং.] **সপিণ্ডীকরণ** — প্রেতত্বমোচনের উদ্দেশ্যে কৃত্য শ্রাদ্ধ।

সপিনা — ('সফিনা' দেখ।)

সপেটা — একরকম সুমিষ্ট ফল ও তাহার গাছ। [পো. zapota.]

সপ্ত — সাত, ৭। [সং. সপ্তন্] **সপ্তক** —একত্র সাতটি। [ঃ কবিতা-'সপ্তক'।] (সংগীতে) সা রে গা মা ইত্যাদি সাতটি সুর, স্বরগ্রাম। **সপ্তচত্বারিংশ** — ৪৭ সংখ্যার পূরক, সাতচল্লিশতম। [সং.] **সপ্তচত্বারিংশৎ** — ৪৭, সাতচল্লিশ। [সং.] **সপ্তচত্বারিংশত্তম** — ('সপ্তচত্বারিংশ' দেখ।) **সপ্তচ্ছদ** — ('সপ্তপর্ণ' দেখ।) **সপ্ততল** — সাততলা। **সপ্ততি** — ৭০, সত্তর। [সং.] **সপ্ততিতম** — ৭০-তম, ৭০-এর। **সপ্তত্রিংশ** — সাঁইত্রিশের, ৩৭-তম। [সং.] **সপ্তত্রিংশৎ** — ৩৭, সাঁইত্রিশ। [সং.] **সপ্তত্রিংশত্তম** — ('সপ্তত্রিংশ' দেখ।) **সপ্তদশ** — ১৭, সতেরো। ১৭ সংখ্যার পূরক, ১৭-র। [সং. সপ্তদশন্।] স্ত্রী. **সপ্তদশী** — ১৭ বৎসর বয়স্কা। সপ্তদশস্থানীয়া। **সপ্তদ্বীপ** — পুরাণে বর্ণিত সাতটি দ্বীপ, জম্বু প্লক্ষ শাল্মলী কুশ ক্রৌঞ্চ শাক ও পুষ্কর। **সপ্তদ্বীপা** — ণ. স্ত্রী. সপ্তদ্বীপযুক্তা। ('সপ্তদ্বীপ' দেখ।) [ঃ 'সপ্তদ্বীপা' পৃথিবী।] **সপ্তধা** — সাত ভাগে। সাত দিকে। সাত ভাবে। সাত বার। **সপ্তপর্ণ** — ছাতিম গাছ। [সং.] **সপ্তপদী** — বিবাহের সময়ে বরকন্যার একসঙ্গে সাত পা যাইবার অনুষ্ঠান। **সপ্তপাতাল** — পুরাণে বর্ণিত সাতটি অধোলোক, অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল। **সপ্তম** — ৭ সংখ্যার পূরক, ৭-এর। স্ত্রী. — **সপ্তমী**। **সপ্তমে চড়া** — রাগ স্বর ইত্যাদি চরমে উঠা। **সপ্তমী** — ষষ্ঠী ও অষ্টমীর মধ্যবর্তী তিথি। (ব্যাকরণে) একটি কারকসূচক বিভক্তি। **সপ্তরথী** — মহাভারতে বর্ণিত সাতজন যোদ্ধা যাঁহারা একযোগে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন, দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য কর্ণ শকুনি জয়দ্রথ ও দুঃশাসন। [সং. সপ্তরথিন্।] **সপ্তর্ষি** — প্রাচীন কালের সাতজন বিখ্যাত ঋষি, মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ('সপ্তর্ষিমণ্ডল' দেখ।) **সপ্তর্ষিমণ্ডল** — বিখ্যাত সপ্তর্ষির নাম অনুসারে পরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জ। ('সপ্তর্ষি' দেখ।) **সপ্তলোক** — পুরাণে বর্ণিত সাতটি ভুবন, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপঃ ও সত্য। **সপ্তশতী** — সাত শত শ্লোকবিশিষ্ট দুর্গার মাহাত্ম্যগ্রন্থ, চণ্ডী। **সপ্তসপ্ততি** — ৭৭, সাতাত্তর। [সং.] **সপ্তসপ্ততিতম** — ৭৭ সংখ্যার পূরক। **সপ্তসমুদ্র** — পুরাণে বর্ণিত সাত সাগর, লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধিখণ্ড ক্ষীর ও স্বাদুদক। **সপ্তস্বর** — (সংগীতে) সাতটি সুর, ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ। **সপ্তস্বরা** — একরকম বাদ্যযন্ত্র, জলতরঙ্গ। **সপ্তস্বর্গ** — ('সপ্তলোক' দেখ।)

সপ্তাশীতি — ৮৭ সংখ্যা বা সংখ্যাক, সাতাশি। [সং.] **সপ্তাশীতিতম** — ৮৭ সংখ্যার পূরক, ৮৭-তম।

সপ্তাশ্ব — সাত ঘোড়ায় চড়েন যিনি, সূর্য। [সং.]

সপ্তাহ — সাত দিন। রবিবার হইতে

শনিবার পর্যন্ত সাত দিন। [সং.]

সপ্রতিভ — ণ. চটপটে, সংকোচহীন। প্রতিভাবান্।

সপ্রমাণ — প্রমাণযুক্ত। প্রমাণিত।

সফর — বিদেশ পর্যটন। পর্যটন। [আ. সফর্।] **সফরনামা** — ভ্রমণকাহিনী।

সফর, সফরী — পুঁটিমাছ। [সং.]

সফল — সার্থক, কার্যে পরিণত, সিদ্ধ। কৃতকার্য। বি. — **সফলতা। সফলকাম** — যাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে এমন।

সফিনা — বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার আদেশ, সমন, সপিনা। [ই. subpoena.]

সফেদ — সাদা। [ফা.] **সফেদা** — চালের গুঁড়া। সীসা হইতে প্রস্তুত একরকম সাদা রং। একরকম খরমুজা।

সফেন — ফেনাযুক্ত। মাড়যুক্ত। [সং.]

সব — সমস্ত, সকল। সকল বস্তু বা বিষয়, সকল কিছু। [সং. সর্ব।] **সবজান্তা** — (নিন্দায় বা ব্যঙ্গে) যে সব কিছুই জানে। **সবহারা** — যাহারা সর্বস্ব হারাইয়াছে, নিঃস্ব। নিঃস্ব ব্যক্তি। **সবসুদ্ধ** — সমস্ত মিলিয়া, সর্বসমেত।

সবংশ — ণ. বংশের সকলের সহিত আছে এমন। **সবংশে** — বংশের সকলের সহিত। [ঃ 'সবংশে' মরিল।]

সবজি — শাক, আনাজ, তরকারি। [ফা.]

সবর্ণ — বি. একই জাতি, স্বজাতি। [ঃ 'সবর্ণে' বিবাহ।] ণ. স্বজাতির মধ্যে সম্পন্ন বা অনুষ্ঠিত। [ঃ 'সবর্ণ' বিবাহ।] বর্ণযুক্ত। [সং.]

সবর্ণা — স্ত্রী. বি. সূর্যপত্নী।

সবল — বলবান্, বলিষ্ঠ। [সং.] স্ত্রী. — **সবলা**। বি. — **সবলতা। সবলে** — বলপ্রয়োগ করিয়া, জোরের সহিত।

সবহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) সবাই।

সবাই—সকল ব্যক্তি। [ঃ 'সবাই' বলল।]

সবাক্ — ণ. কথা কহিতে পারে এমন, কথাযুক্ত। **সবাক্চিত্র** — কথাযুক্ত চলচ্চিত্র, বাণীচিত্র, 'টকী'।

সবার — সকলের। **সবাকার** — (কবিতায়) সবার।

সবান্ধব — বন্ধুবান্ধবসহ। **সবান্ধবে** — বন্ধুবান্ধবের সহিত।

সবিতা — (প্রসবকর্তা) সূর্য। ঈশ্বর [সং. সবিতৃ।] স্ত্রী. — **সবিত্রী**

সবিতৃমণ্ডল — সূর্যমণ্ডল।

সবিনয়—বিনয়যুক্ত। ['সবিনয়' নিবেদন। **সবিনয়ে** — বিনয়ের সহিত। ['সবিনয়ে' বলা।]

সবিরাম — বিরামযুক্ত, ছেদযুক্ত, একটানা বা অবিরাম নয় এমন। [ঃ 'সবিরাম জ্বর।]

সবিশেষ — অসাধারণ। বিশদ। বিশেষ ভাবে, বিশদভাবে।

সবিস্তর, সবিস্তার — ণ. বিশদ। [সং. **সবিস্তরে, সবিস্তারে** — বিশদভাবে

সবিস্ময় — বিস্মিত, বিস্ময়যুক্ত। [সং. **সবিস্ময়ে** — বিস্ময়ের সহিত।

সবুজ — বি. নীল ও হলদের মিশ্রণে জাত রং, পাতা ঘাস ইত্যাদির রং, হরিৎ বর্ণ। ণ. ঐ রঙের। [ফা. সব্জ্।]

সবুর — প্রতীক্ষা, দেরি, বিলম্ব। ['সবুর' কর।] [আ. সব্র্।]

সবে — (কবিতায়) সকলে, সবাই। মোটে মাত্র। [ঃ 'সবে' দশটা বেজেছে।] **সবে মাত্র** — সেইমাত্র, তৎক্ষণাৎ। [ঃ 'সবে মাত্র' এসেছি।] কেবলমাত্র।

সব্য — বাম। বাম ও দক্ষিণ উভয়। [সং. **সব্যসাচী** — উভয় হস্তে শরচালনায় পটু, অর্জুন। একাধিক বিষয় সমান দক্ষতার সহিত করিতে পারে এমন ব্যক্তি। [সং. সব্যসাচিন্।]

সভয় — ণ. ভয়যুক্ত, ভীত, আতঙ্কিত। [সং.] **সভয়ে** — ভয়ের সহিত, ভীত-ভাবে।

সভর্তৃকা — ণ. স্ত্রী. যে নারীর ভর্তা বা স্বামী জীবিত আছে, সধবা। [সং.]

সভা — সমিতি, আলোচনাদির জন্য জন-সমাবেশ, সম্মেলন। [ঃ জন-'সভা'।] সংঘ, দল, সমাজ। [ঃ চিরকুমার-'সভা'।] দরবার। [ঃ রাজ-'সভা'।] [সং.] **সভা-জন** — সভাস্থ লোক। **সভাতল** — (কবিতায়) সভামণ্ডপ, সভাস্থল। **সভা-নেত্রী** — মহিলা সভাপতি, সভার পরি-চালিকা। **সভাপতি** — সভার পরিচালক। সংস্থার প্রধান ব্যক্তি। **সভাপতিত্ব** — সভাপতির কাজ বা পদ। **সভাপাল** — লোকসভার বা বিধানসভার পরিচালক, স্পীকার। **সভাভঙ্গ** — সভার কাজ শেষে সকলের প্রস্থান। সভার কাজ শেষ। **সভারম্ভ** — সভার কাজের শুরু। **সভা-সৎ, সভাসদ্** — সভার সদস্য, সভ্য। সভায় উপস্থিত ব্যক্তি। **সভাসীন** — সভায় উপবিষ্ট। স্ত্রী. — **সভাসীনা**। **সভাস্থল** — সভার জায়গা, সভার স্থান।

সভ্য — বি. সভার সদস্য, সভাসদ্। ণ. শিষ্ট, ভদ্র, শিক্ষিত। যাহাদের সমাজ বা জীবনযাত্রার মান উন্নত এমন। [ঃ 'সভ্য' জাতি।] [সং.] **সভ্যতা** — ভদ্রতা, শিষ্টতা। সমাজ বা জীবনযাত্রার উৎকর্ষ। বিশেষ কাল বা বিশেষ স্থানের ঐরূপ উৎকর্ষ। [ঃ ভারতীয় 'সভ্যতা'; ঃ রোমান 'সভ্যতা'।] **সভ্যভব্য** — ভদ্র ও সুরুচিসম্পন্ন।

সম্ — সম্যক্ সমূহ সংযোগ আতিশয্য উৎকর্ষ সাদৃশ্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ। (সন্ধির সূত্র অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে 'সং' হয়।)

সম — সমান। [ঃ 'সম'-দর্শী।] তুল্য, মতো। [ঃ সূর্য-'সম'।] উঁচুনীচু নহে এমন। [ঃ 'সম'-তল; ঃ 'সম'-ভূমি।] [সং.] স্ত্রী. — **সমা**। বি. — **সমতা, সমত্ব**।

সম — (সংগীতে) তালের সমাপ্তি যাহা বেশী জোরে উচ্চারিত বা বাদিত হয়।

সমকক্ষ — তুল্য প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্য। [সং.] স্ত্রী. — **সম-কক্ষা**। বি. — **সমকক্ষতা**।

সমকাল — একই সময়, সমসময়। [সং.] ণ. — **সমকালিক, সমকালীন**।

সমকোণ — দুই সরল রেখার দ্বারা গঠিত ৯০° পরিমিত কোণ, right angle. [সং.]

সমক্ষে — চোখের সামনে, সম্মুখে।

সমগ্র — ণ. আগাগোড়া, সমস্ত, বাদ দেওয়া হয় নাই বা খণ্ডিত করা হয় নাই এমন। [সং.] বি. — **সমগ্রতা**।

সমজাতি — একই জাতি বা একই শ্রেণী। ণ. **সমজাতীয়** — একই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বি. — **সমজাতীয়তা**।

সমঝওতা — আপোস। [হি.]

সমঝদার — যে বোঝে, বোদ্ধা। রসজ্ঞ।

সমঝা — ক্রি. বুঝা, বিচার-বিবেচনা করা। [ঃ 'সমঝে' চলা দরকার।] **সমঝানো** — ক্রি. বুঝানো। বুঝাইয়া শান্ত করা।

সমঞ্জস — ণ. উচিত, সমীচীন। সংগতি-পূর্ণ। [সং.]

সমতল — উঁচু-নীচু নহে এমন, অবন্ধুর। বি. — **সমতলতা, সমতলত্ব**।

সমতা, সমত্ব — সমান ভাব, সমভাব, সাম্য। সমতুলত্ব।

সমতুল, সমতুল্য — সমান, তুল্য।

সমত্রিভুজ — তিনটি সমান বাহু আছে এমন ত্রিভুজ।

সমদর্শন — সমান জ্ঞান, ভেদজ্ঞানের অভাব। **সমদর্শী** — সকলকে সমানভাবে

দেখে এমন, পক্ষপাত বা ভেদাভেদ করে না এমন। [সং. সমদর্শিন্।] স্ত্রী. — **সমদর্শিনী**। বি. — **সমদর্শিতা**।

• **সমাধিক** — অত্যন্ত বেশী, অত্যধিক।

সমন — আদালতে হাজির হইবার জন্য আদেশ, সপিনা। [ই. summons.]

সমন্বয় — সংগতি। মিলন, সংযোগ। [সং.] ণ. **সমন্বিত** — সংযুক্ত, মিলিত, যুক্ত, বিশিষ্ট। সংগতিপূর্ণ। স্ত্রী. — **সমন্বিতা**।

সমপদস্থ — সমান পদমর্যাদা আছে এমন, একই ধরনের পদে বা কাজে নিযুক্ত। [ঃ 'সমপদস্থ' ব্যক্তি।] স্ত্রী. — **সমপদস্থা**। **সমপৃষ্ঠ** — সমতল, অবন্ধুর। **সমপ্রাণ** — বন্ধু, সুহৃদ্। স্ত্রী. — **সমপ্রাণা**। **সমবয়সী** — যাহাদের বয়স সমান এমন, সমবয়স্ক। **সমবয়স্ক** — সমবয়সী। স্ত্রী. — **সমবয়স্কা**।

সমবায় —মিলন, সংযোগ। যৌথ কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি। [ঃ 'সমবায়' সমিতি।] নিত্য সম্বন্ধ। [সং.] **সমবায়ী** — অবিচ্ছেদ্য, নিত্য-সম্পর্কযুক্ত। [ঃ 'সমবায়ী' কারণ।] [সং. সমবায়িন্।]

সমবেত — ণ. মিলিত, একত্রিত, সংযুক্ত। [সং.]

সমবেদনা, সমব্যথা — অপরের দুঃখে দুঃখবোধ, সহানুভূতি। [সং.] **সমব্যথী** — সহানুভূতিশীল, দরদী। [সং. সমব্যথিন্।]

সমভাব — সমান অবস্থা, সমতা। সমদর্শিতা। **সমভাবে** — সমান ভাবে।

সমভিব্যাহার — সঙ্গ, সাহচর্য। [সং.] **সমভিব্যাহারে** — সহিত, সঙ্গে। [ঃ বন্ধু-বান্ধব 'সমভিব্যাহারে'।] **সমভিব্যাহারী** — সঙ্গী, সঙ্গে গমনকারী। [সং. সমভিব্যাহারিন্।] **স্ত্রী. — সমভিব্যাহারিণী**।

সমভূমি — সমতল স্থান। উঁচু-নীচু নহে বা ঘরবাড়ি নাই এমন স্থান। সুবিস্তৃত সমতল অঞ্চল।

সময় — কাল। [ঃ সন্ধ্যার 'সময়'।] উপযুক্ত কাল। [ঃ 'সময়ে' না পেলে।] নির্দিষ্ট কাল। [ঃ 'সময়'-মতো এসো।] ঘড়ির দ্বারা পরিমিত কাল। [ঃ এখন 'সময়' কতো?] অবসর, ফুরসত। [ঃ 'সময়' পাচ্ছি না।] সময়ে, কালে। [ঃ যাবার 'সময়' বলল।] [সং.] **সময় করা** — অবসর বা ফুরসত করা। প্রয়োজনমতো সময় নির্দিষ্ট করা। **সময় হওয়া** — উপযুক্ত সময় হওয়া। ফুরসত হওয়া। **অনেক সময়ে, সময়ে সময়ে** — মাঝে মাঝে, কখনও কখনও। **সময়নিষ্ঠ** — নির্দিষ্ট সময়মতো আসে বা কাজ করে এমন। বি. — **সময়নিষ্ঠা**। **সময়ানুবর্তী** — সময়নিষ্ঠ। স্ত্রী. — **সময়ানুবর্তিনী**। বি.—**সময়ানুবর্তিতা**। **সময়ান্তর** — অন্য সময়। পরবর্তী কোনও সময়। **সময়াভাব** — সময়ের অভাব। **সময়োচিত, সময়োপযোগী** — সময়ের উপযোগী, যে সময়ে যেমনটি হওয়া উচিত তেমন।

সমর — যুদ্ধ, সংগ্রাম, লড়াই। [সং.] **সমরকৌশল** — যুদ্ধের কায়দা। রণনৈপুণ্য। **সমরজয়ী, সমরবিজয়ী** — যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। **সমরপ্রাঙ্গণ, সমরাঙ্গন** — যুদ্ধক্ষেত্র, রণস্থল, যুদ্ধের জায়গা। **সমরানল, সমরাগ্নি** — যুদ্ধের আগুন। [সং.]

সমর্থ — সক্ষম, করিতে পারে এমন, পারক, কর্মপটু। উপযুক্ত। যৌবনপ্রাপ্ত। স্ত্রী. — **সমর্থা**।

সমর্থক — যে সমর্থন করে। সমর্থনকারী। পোষক। [সং.] **সমর্থন** — পক্ষে মতদান, সহায়তাকরণ, পোষণ। [সং.]

ণ. **সমর্থিত** — যাহাকে বা যে সমর্থন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সমর্থিতা**।

সমর্পণ — সম্পূর্ণরূপে অর্পণ, সমস্ত স্বত্ব ছাড়িয়া দান। [সং.] **সমর্পা** — ক্রি. (কবিতায়) সমর্পণ করা। [ঃ 'সমর্পিল'; ঃ 'সমর্পিব'।] ণ. **সমর্পিত** — সমর্পণ করা হইয়াছে এমন, প্রদত্ত। স্ত্রী. — **সমর্পিতা**।

সমল — মলযুক্ত, মলিন। [সং.]

সমশ্রেণী — একই শ্রেণী, সমান শ্রেণী। **সমশ্রেণীভুক্ত** — একই শ্রেণীর অন্তর্গত, একজাতীয়।

সমষ্টি — বি. একত্র সবগুলি, সবগুলির যোগফল। [সং.] **সমষ্টিগত** — সংযুক্ত, সম্মিলিত। [ঃ 'সমষ্টিগত' ভাবে।]

সমসাময়িক — একই সময়ের, সমকালীন। তৎকালীন। [ঃ 'সমসাময়িক' লেখকগণ।]

সমস্ত — সকল, সব। (ব্যাকরণে) সমাসবদ্ধ। [ঃ 'সমস্ত' পদ।] [সং.]

সমস্যমান — (ব্যাকরণে) যে পদ লইয়া সমাস করা হইতেছে এমন। [ঃ 'সমস্যমান' পদগুলি।] [সং.]

সমস্যা — কঠিন প্রশ্ন। সহজে নিষ্পত্তি করা যায় না এমন বিষয়। সহজে কর্তব্য-নির্ধারণ করা যায় না এমন অবস্থা। [সং.] **সমস্যাপূরণ** — জটিল সমস্যার মীমাংসা।

-সমা—তুল্যা, সদৃশী। [ঃ মাতৃ-'সমা'।]

সমাংশ — সমান টুকরা, সমান খণ্ড। [ঃ 'সমাংশে' বিভক্ত।]

সমাকীর্ণ — ছড়ানো, ব্যাপ্ত, পূর্ণ, ময়। [সং.]

সমাকুল — ব্যাকুল। পূর্ণ। [ঃ অশ্রু-'সমাকুল'।] [সং.]

সমাক্ষরেখা — (ভূগোলে) নিরক্ষরেখার সমান্তরাল ভূপৃষ্ঠস্থ কাল্পনিক রেখা।

সমাগত — ণ. উপস্থিত, আগত, উপনীত। [সং.] স্ত্রী. — **সমাগতা**। বি. **সমাগম** — আসা, আগমন। [ঃ বর্ষা-'সমাগম'।] মিলন। [ঃ প্রিয়-'সমাগম'।] [সং.]

সমাচার — সংবাদ, বার্তা [সং.]

সমাচ্ছন্ন — ণ. সম্পূর্ণরূপে আবৃত। অভিভূত। [সং.] স্ত্রী.—**সমাচ্ছন্না**।

সমাজ — পরস্পর নির্ভরশীল প্রাণিসমূহ। [ঃ মনুষ্য-'সমাজ'।] পরস্পর নির্ভরশীলভাবে বহু প্রাণীর থাকিবার ব্যবস্থা। [ঃ 'সমাজে' বাস করা।] দল, সংঘ, জাতি। [ঃ হিন্দু 'সমাজ'।] সম্প্রদায়। [ঃ ব্রাহ্ম 'সমাজ'।] বৈষ্ণব ইত্যাদির সমাধি। [ঃ 'সমাজ' দেওয়া।] [সং.] **সমাজচ্যুত** — জাতি বা সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত। স্ত্রী. — **সমাজচ্যুতা**। বি. — **সমাজচ্যুতি**। **সমাজতত্ত্ব** — মানব সমাজের উদ্ভব বিকাশ পরিবর্তন বা পরিণতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান, sociology. **সমাজতাত্ত্বিক** — সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত। সমাজতত্ত্বে পণ্ডিত। **সমাজতন্ত্র** — ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করিয়া সকল মানুষের আর্থিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের দ্বারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন সম্ভব এই মতবাদ, socialism. **সমাজতন্ত্রী** — সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, socialist. **সমাজতন্ত্রীয়** — ণ. সমাজতন্ত্র অনুসারে। সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত। **সমাজতান্ত্রিক** — ণ. সমাজতন্ত্রীয়। সমাজতন্ত্রী। **সমাজনীতি** — সমাজ সংক্রান্ত নিয়ম বা বিভিন্ন বিধিনিষেধ। **সমাজপতি** — সমাজের প্রধান ব্যক্তি, সম্প্রদায়ের কর্তৃস্থানীয় লোক। **সমাজবন্ধ** — সমাজে

বাসের জন্য দলবন্ধ। **সমাজবহির্ভূত** — সমাজে অপ্রচলিত। সমাজ হইতে বিতাড়িত। **সমাজবিরোধী** — সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। সমাজের অনিষ্টকারী। বি. — **সমাজবিরোধিতা**। **সমাজভ্রষ্ট** — সমাজচ্যুত, সমাজ হইতে পতিত। স্ত্রী. — **সমাজভ্রষ্টা**। **সমাজশাসন** — সমাজের বিধিনিষেধ। সমাজ-পরিচালনার ব্যবস্থা। **সমাজসংস্কার** — সমাজের উন্নতির জন্য সমাজের বিধিনিষেধের বা প্রথার দোষত্রুটি দূরীকরণ। **সমাজসংস্কারক** — সমাজের সংস্কারকারী, সমাজের উন্নতির জন্য সমাজের বিধিনিষেধের বা প্রথার দোষত্রুটি দূরকারী।

সমাদর — বি. অতিশয় আদর। সম্মান। [সং.] ণ. **সমাদৃত** — যাহাকে সমাদর করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সমাদৃতা**।

সমাধা — বি. সমাপন, সমাপ্তি। [ঃ কার্য 'সমাধা' করা।] [সং.]

সমাধান — বি. সমস্যার পূরণ, প্রশ্নের মীমাংসা, নিষ্পত্তি। কর্তব্যনির্ধারণ। প্রতিকার। [সং.]

সমাধি — বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানস্থ ভাব, তন্ময় অবস্থা। [ঃ 'সমাধি' লাভ।] কবর। [ঃ 'সমাধি'-ক্ষেত্র।] [সং.] **সমাধিক্ষেত্র** — কবর দিবার স্থান, মৃতদেহ প্রোথিত করিবার জায়গা। **সমাধিফলক** — কবরের উপরকার পাথরের বেদী যাহাতে মৃতের পরিচয় ইত্যাদি লেখা থাকে। **সমাধিমগ্ন** — বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে তন্ময়, ধ্যানে মগ্ন। স্ত্রী. — **সমাধিমগ্না**। **সমাধিমন্দির** — কবরের উপরে নির্মিত প্রাসাদ ইত্যাদি। **সমাধিলিপি** — কবরের উপর লিখিত পরিচয়াদি। **সমাধিসৌধ** — কবরের উপর রচিত প্রাসাদ। **সমাধিস্তম্ভ** — কবরের উপর নির্মিত থাম। **সমাধিস্থ** —ণ. বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া ধ্যানে মগ্ন। সমাহিত। স্ত্রী. — **সমাধিস্থা**। **সমাধিস্থল, সমাধিস্থান** — কবরের জায়গা, সমাধিক্ষেত্র।

সমাধ্যায়ী — তুল্য বিষয় পাঠ করে এমন। [সং. সমাধ্যায়িন্।] স্ত্রী.—**সমাধ্যায়িনী**।

সমান — ণ. একই রকম মাপ বা পরিমাণের,, অনুরূপ, সমপরিমাণ। [ঃ 'সমান' ওজন; ঃ 'সমান' গুণ।] বি. নাভিস্থ বা উদরস্থ বায়ু। [সং.] **সমান-সমান** — একই পরিমাণের। **সমানাধিকার** — ধনীদরিদ্র স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার।

সমানুপাত — সমান অনুপাত। অনুপাতে সমান। (গণিতে) দুই রাশির অনুপাতের সহিত অন্য দুই রাশির অনুপাতের সমতা, proportion. [সং.]

সমান্তর — সমান ব্যবধান বা পাশাপাশি সমান দূরত্ব আছে এমন, equidistant. পরিমাণে সমান পার্থক্য আছে এমন (সংখ্যা, যেমন ৩ ৬ ৯ ইত্যাদি)। বি. সমান্তরাল রেখা।

সমান্তরাল — যাহাদের মধ্যে অন্তর বা ব্যবধান সর্বত্র সমান এমন, সর্বত্র সমদূরবর্তী, parallel. [ঃ 'সমান্তরাল' রেখা; ঃ 'সমান্তরাল' ভাবে।]

সমান্তরিক — (জ্যামিতিতে) চতুর্ভুজ ক্ষেত্র যাহার বিপরীত বাহুগুলি পরস্পর সমান্তরাল।

সমাপক — যে বা যাহা শেষ করে, সমাপনকারী। স্ত্রী. **সমাপিকা** — (ব্যাকরণে) বাক্য সম্পূর্ণ করে এমন (ক্রিয়া)।

সমাপন — সমাপ্ত করণ, সম্পন্ন করণ। সমাপ্তি। [সং.] ণ. **সমাপিত** —

সমাপ্ত বা নিষ্পন্ন করা হইয়াছে এমন।
সমাপ্ত — ণ. সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন, শেষ হইয়াছে এমন। [সং.] বি. **সমাপ্তি** — শেষ, অবসান। সমাপন।
সমাবর্তন — প্রত্যাবর্তন। ব্রহ্মচর্য-শেষে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ। ছাত্রছাত্রী-দিগকে উপাধি বিতরণের জন্য সভা, convocation. [সং.] ণ. — **সমাবৃত্ত**।
সমাবিষ্ট — ণ. সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট। [সং.] স্ত্রী. — **সমাবিষ্টা**।
সমাবৃত — ণ. সম্যক্‌রূপে আবৃত। পরিবেষ্টিত। [সং.] স্ত্রী. — **সমাবৃতা**।
সমাবেশ — বি. একত্র স্থাপন, একস্থানে আনয়ন। [ঃ সৈন্য 'সমাবেশ'।] এক-স্থানে আসিয়া মিলন, একত্র অবস্থান। [ঃ জন-'সমাবেশ'।] [সং.] ণ. — **সমাবেশিত**।
সমারব্ধ — ণ. সমারোহের সহিত শুরু করা হইয়াছে এমন। আরব্ধ। [সং.] বি. **সমারম্ভ** — সমারোহের সহিত আরম্ভ। আরম্ভ। [ঃ উৎসব-'সমারম্ভে'।]
সমারোহ — আড়ম্বর, ঘটা, জাঁকজমক, ধুমধাম। [সং.]
সমার্থ — বি. সমান মানে, একই অর্থ। [ঃ 'সমার্থ' সূচক শব্দ।] ণ. সমার্থ-বোধক।
সমার্থক, সমার্থবোধক — ণ. একই মানে বুঝায় এমন, সমান অর্থবিশিষ্ট। [ঃ 'সমার্থক' শব্দ।]
সমালোচক — যে সমালোচনা করে, সমালোচনাকারী। **সমালোচন, সমালোচনা** — বি. সম্যকরূপে আলোচনা, দোষ-গুণের বিচার। নিন্দা, ত্রুটির উল্লেখ, criticism. [সং.] ণ. **সমালোচনীয়** — ('সমালোচ্য' দেখ।) **সমালোচিত** — সমালোচনা করা হইয়াছে এমন। **সমালোচ্য** — সমালোচনার যোগ্য। সমালোচনা করিতে হইবে এমন।
সমাস — বি. সংক্ষেপ। সংগ্রহ। মিলন। (ব্যাকরণে) দুই বা ততোধিক শব্দের সংযোগে শব্দগঠন। [সং.]
সমাসক্ত — অতিশয় আসক্ত। অভিনিবিষ্ট। [সং.] স্ত্রী.— **সমাসক্তা**। বি. — **সমাসক্তি**।
সমাসন্ন — ণ. অতিশয় আসন্ন, অবিলম্বে ঘটিবে এমন। [সং.]
সমাসীন — ণ. উপবিষ্ট। [সং.] স্ত্রী. — **সমাসীনা**।
সমাসোক্তি — (অলংকার শাস্ত্রে) প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের গুণ বা ধর্ম আরোপ।
সমাহরণ—বি. সম্যক্‌রূপে আহরণ, সংগ্রহ করণ। [সং.] **সমাহর্তা** — সংগ্রহ-কারী। রাজস্ব সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, collector. [সং. সমাহর্তৃ।] স্ত্রী. — **সমাহর্ত্রী**।
সমাহার — সংগৃহীত বা একত্রিত অবস্থা। সমূহ। আহরণ। (ব্যাকরণে) এক-প্রকার দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু সমাস।
সমাহিত — ণ. সমাধা বা সমাধান করা হইয়াছে এমন, নিষ্পন্ন, মীমাংসিত। সমাধিস্থ, ধ্যানস্থ। কবর দেওয়া হইয়াছে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **সমাহিতা**।
সমাহৃত — ণ. সম্যক্‌রূপে আহৃত। [সং.] বি. — **সমাহৃতি**।
সমিতি — কার্যাদি পরিচালনার জন্য গঠিত সভা, পরিষদ্। [সং.]
সমিধ্, সমিধ — যজ্ঞকাষ্ঠ, হোমাদির জ্বালানি। [সং. সমিধ্।]
সমীকরণ — সমান বা একজাতীয় করণ।

(গণিতে) জ্ঞাত রাশি হইতে অজ্ঞাত রাশি বাহির করণ, এক রাশি বা রাশি-সমূহের সহিত অপর রাশি বা রাশি-সমূহের সমতা-নির্দেশ, equation.

সমীক্ষ — সম্যক্ দৃষ্টি। অন্বেষণ, সন্ধান। সাংখ্যদর্শন। [সং.] **সমীক্ষক** — সমীক্ষণকারী। [ঃ মনঃ-'সমীক্ষক'।] [সং.] **সমীক্ষণ** — বিশেষভাবে দর্শন, পর্যবেক্ষণ। পূর্বাপর বিচার ও বিশ্লেষণ। [ঃ মনঃ-'সমীক্ষণ'।] [সং.] **সমীক্ষা**—সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। মীমাংসাদর্শন। ('সমীক্ষণ' দেখ।) ণ. **সমীক্ষিত** — সমীক্ষণ করা হইয়াছে এমন, পর্যালোচিত, বিশ্লেষিত। **সমীক্ষ্য** — বি. সাংখ্যদর্শন। ণ. সম্যক্‌রূপে দর্শনীয় বা বিবেচ্য। **সমীক্ষ্যকারী** — যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করে। [সং. সমীক্ষ্যকারিন্।] বি. — [illegible]। **সমীক্ষ্যবাদী** — যে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা বলে। [সং. সমীক্ষ্যবাদিন্।]

সমীচীন—ণ. সংগত, উপযুক্ত, সুবিবেচিত। [সং.]

সমীপ — নিকট, সান্নিধ্য। [ঃ 'সমীপে'।] [সং.] **সমীপবর্তী** — নিকটবর্তী, নিকটস্থ। [সং. সমীপবর্তিন্।] স্ত্রী. — **সমীপবর্তিনী**। বি. — **সমীপবর্তিতা**। **সমীপস্থ** — নিকটস্থ, নিকটবর্তী। স্ত্রী. — **সমীপস্থা**।

সমীর, সমীরণ — বাতাস, বায়ু। [সং.]

সমীহ — সম্মান, খাতির। [ঃ 'সমীহ' করা।] [সং. সমীক্ষা।]

সমুখ—সম্মুখ, সামনে। [সং. সম্মুখ।]

সমুচিত — ণ. উপযুক্ত, ন্যায্য, যথাযোগ্য। [ঃ 'সমুচিত' শাস্তি।] [সং.]

সমুচ্চ — অতিশয় উচ্চ, অত্যুচ্চ। [সং.]

সমুচ্চয়—সমূহ, সংগ্রহ, সমষ্টি। [সং.]

সমুজ্জ্বল—ণ. অতিশয় উজ্জ্বল। [সং.]

সমুড্ডীন — ণ. সগৌরবে উড্ডীন। [ঃ পতাকা 'সমুড্ডীন'] [সং.]

সমুৎকর্ষ — বি. অতিশয় উৎকর্ষ, সম্যক্ উৎকর্ষ। [সং.] ণ. — **সমুৎকৃষ্ট**।

সমুত্থান — বি. সম্যক্ উত্থান, অভ্যুত্থান। [সং.] ণ. **সমুত্থিত** — সম্যকরূপে উত্থিত। স্ত্রী. — **সমুত্থিতা**।

সমুৎপত্তি — বি. উদ্ভব, উৎপত্তি। [সং.] ণ. — **সমুৎপন্ন**।

সমুৎপাটন — বি. সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন। [সং.] ণ. — **সমুৎপাটিত**।

সমুৎসুক — ণ. অতিশয় উৎসুক, অতিশয় আগ্রহান্বিত। [সং.]

সমুদয় — বি. সম্যক্ উদয়। [সং.] ণ. — **সমুদিত**।

সমুদয়, সমুদায় — ণ. সমস্ত, সকল, সমূহ। [সং.]

সমুন্দর — (কথ্য) সমুদ্র।

সমুদ্ভব — বি. উদ্ভব, উৎপত্তি। [সং.]

সমুদ্ভাস — ব্যাপক দীপ্তি। [সং.] ণ. **সমুদ্ভাসিত** — অতিশয় উজ্জ্বল, অতিশয় আলোকিত।

সমুদ্ধত — ণ. অতিশয় উদ্ধত। [সং.]

সমুদ্যত — ণ. সম্যক্‌রূপে উদ্যত, উদ্যত। [ঃ 'সমুদ্যত' তরবারি। [সং.]

সমুদ্র — অকূল সুবিস্তীর্ণ জলরাশি, সাগর। [সং.] **সমুদ্রগামী** — সমুদ্রে যায় বা যাতায়াত করে এমন। [ঃ 'সমুদ্রগামী' জাহাজ।] [সং. সমুদ্রগামিন্।] **সমুদ্রপোত**—সমুদ্রে যাতায়াত করিবার উপযোগী জাহাজ। **সমুদ্রমন্থন** — পুরাণে বর্ণিত একটি ঘটনা, দেব ও দৈত্যগণ কর্তৃক সমুদ্রকে মথিত করণ। **সমুদ্রমেখলা** — সমুদ্র যাহাকে মেখলার মতো বেষ্টন করিয়াছে, সমুদ্রবেষ্টিতা।

[ঃ 'সমুদ্রমেখলা' পৃথিবী।] **সমুদ্রযাত্রা** — জাহাজ ইত্যাদিতে চড়িয়া সমুদ্রে ভ্রমণ। **সমুদ্রযাত্রী** — যে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে করে বা করিবে। [সং. সমুদ্রযাত্রিন্।] স্ত্রী. — **সমুদ্রযাত্রিণী**। **সমুদ্রযান** — সমুদ্রে যাতায়াত করিবার উপযোগী জাহাজ, সমুদ্রপোত।

সমুন্নত — ণ. অতিশয় উন্নত। খুব উঁচু। [ঃ 'সমুন্নত' বক্ষ।] সম্যক্‌রূপে উন্নত। [সং.] স্ত্রী. — **সমুন্নতা**। বি. — **সমুন্নতি**।

সমুন্নয়, সমুন্নয়ন — সম্যক্‌রূপে উন্নতিসাধন। [ঃ গ্রাম 'সমুন্নয়ন'।] ণ. — **সমুন্নীত**।

সমূল — ণ. শিকড় আছে এমন, মূলযুক্ত। [সং.] **সমূলে** — শিকড় সহ। [ঃ 'সমূলে' উৎপাটিত।] সম্পূর্ণরূপে। [ঃ 'সমূলে' বিনাশ।] **সমূলক** — বাস্তবতার সহিত সম্পর্কযুক্ত, সত্য, ভিত্তিহীন নহে এমন। [ঃ অমূলক বা 'সমূলক'।]

সমূহ — বি. সমষ্টি, সমুদয়। [ঃ দেশ-'সমূহ'।] ণ. বহু, খুব, সমস্ত দিক হইতে। [ঃ 'সমূহ' বিপদ।] [সং.]

সমৃদ্ধ — ণ. ধনসম্পদে পূর্ণ, উন্নত। [ঃ 'সমৃদ্ধ' জনপদ।] মূল্যবান্ বস্তুতে পূর্ণ। [ঃ ভাব-'সমৃদ্ধ'।] [সং.] স্ত্রী. — **সমৃদ্ধা**। বি. **সমৃদ্ধি** — বৈষয়িক উন্নতি, ধনসম্পদে পূর্ণ অবস্থা। **সমৃদ্ধিশালী** — সমৃদ্ধ, ধনসম্পদে পূর্ণ, উন্নত। [সং. সমৃদ্ধিশালিন্।] স্ত্রী. — **সমৃদ্ধিশালিনী**। বি. — **সমৃদ্ধিশালিতা**।

সমেত — ণ. যোগ করিয়া, সহিত। [ঃ যতায়াতের খরচ 'সমেত'।] [সং.] **সর্বসমেত** — সব মিলাইয়া, একুনে।

সম্পত্তি — ধন, সম্পদ্। জমিজমা, বিষয়-আশয়। [সং.] **সম্পত্তিশালী** — সম্পত্তির অধিকারী। [সং. সম্পত্তিশালিন্।] স্ত্রী. — **সম্পত্তিশালিনী**।

সম্পদ্, সম্পদ — ধন, ঐশ্বর্য। মূল্যবান্ বস্তু। [ঃ কাব্য-'সম্পদ্'।] [সং. সম্পদ্।] **সম্পদশালী, সম্পৎশালী** — যাহার সম্পদ্ আছে এমন, সমৃদ্ধ, সম্পন্ন, ধনবান্। [সং. সম্পৎশালিন্।] স্ত্রী. — **সম্পদশালিনী, সম্পৎশালিনী**। বি. — **সম্পদশালিতা, সম্পৎশালিতা**।

সম্পন্ন — ণ. করা হইয়াছে এমন, নিষ্পন্ন, কৃত। [ঃ কার্য 'সম্পন্ন' করা।] টাকা-পয়সা আছে এমন, ধনবান্, সম্পত্তিশালী। [ঃ 'সম্পন্ন' গৃহস্থ।] 'যুক্ত' 'বিশিষ্ট' 'অধিকারী' ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গুণ-'সম্পন্ন'।] [সং.] স্ত্রী. — **সম্পন্না**। বি. — **সম্পন্নতা**।

সম্পর্ক — বি. সম্বন্ধ, যোগাযোগ। আত্মীয়তা। [সং.] **সম্পর্কে**—সম্বন্ধে, বিষয়ে। আত্মীয়তার দিক হইতে। [ঃ 'সম্পর্কে' বোন।] ণ. **সম্পর্কিত** — সম্বন্ধ আছে এমন, সম্পর্কযুক্ত। বিষয়ক। স্ত্রী. — **সম্পর্কিতা**। **সম্পর্কী** — সম্পর্কযুক্ত। [সং. সম্পর্কিন্।] **সম্পর্কীয়** — বিষয়ক। সম্পর্ক সংক্রান্ত। সম্পর্কে। স্ত্রী. — **সম্পর্কীয়া**।

সম্পাত — বি. সজোরে পতন। [ঃ অশনি-'সম্পাত'।] ফেলানো, পাতন। [ঃ আলোক-'সম্পাত'।] [সং.]

সম্পাদক — সম্পাদনকারী। সংঘ দল সংস্থা ইত্যাদির কার্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কর্মসচিব, secretary. যে পত্রিকা রচনা পুস্তক ইত্যাদির সংকলন সংশোধন ইত্যাদি করে, editor. স্ত্রী. — **সম্পাদিকা**।

সম্পাদকীয় — ণ. সম্পাদক সংক্রান্ত।

সম্পাদক কর্তৃক লিখিত। বি. সম্পাদক কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ।

সম্পাদন, সম্পাদনা — নির্বাহ, নিষ্পন্ন করণ। সম্পাদকের কাজ। [সং.] ণ. —**সম্পাদিত। সম্পাদ্য** — সম্পাদনযোগ্য। সম্পাদন করিতে হইবে এমন। বি. (জ্যামিতিতে) করিয়া দেখাইতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা, problem.

সম্পুট—কৌটা ঠোঙা বা ঐরূপ জিনিস। [সং.] **সম্পুটে** — (প্রাচীন কবিতায়) করজোড়ে, যুক্তকরে। [ঃ কহিলা 'সম্পুটে'।]

সম্পূরক — যাহা সম্পূর্ণ করে। (জ্যামিতিতে) অপর কোনও কোণের সহিত যোগ করিলে দুই সমকোণ হয় এমন কোণ। [সং.] **সম্পূরণ** — সম্পূর্ণ করণ, সম্যক্‌রূপে পূরণ। ণ. — **সম্পূরিত।**

সম্পূর্ণ — ণ. সমগ্র। পরিপূর্ণ। সমাপ্ত। বি. — **সম্পূর্ণতা।**

সম্পৃক্ত — ণ. সম্পর্ক আছে এমন। জড়িত, সংযুক্ত, লিপ্ত। [সং.] স্ত্রী. — **সম্পৃক্তা।**

সম্প্রতি — অধুনা, আজকাল, ইদানীং। [সং.]

সম্প্রদাতা — যে সম্প্রদান করে, সম্প্রদান-কারী। [সং. সম্প্রদাতৃ।] স্ত্রী. — **সম্প্রদাত্রী। সম্প্রদান**—সম্যক্‌রূপে দান, সমর্পণ। [ঃ কন্যা-'সম্প্রদান'।] (ব্যাকরণে) একরকম কারক। [সং.]

সম্প্রদায় — দল, সংঘ, সামাজিক শ্রেণী বা দল। [ঃ যুবক 'সম্প্রদায়'; ঃ বণিক্‌ 'সম্প্রদায়'।] ধর্ম অনুসারে বিভাগ। [ঃ মুসলমান 'সম্প্রদায়'; ঃ খৃষ্টান 'সম্প্রদায়'।] **সম্প্রদায়ভুক্ত** — সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

সম্প্রসারক — যাহা সম্যক্‌রূপে প্রসারিত করে। [সং.] **সম্প্রসারণ** — সম্যক্ প্রসারণ। সম্যক্‌রূপে বিস্তারলাভ। ণ — **সম্প্রসারিত।**

সম্প্রীত — ণ. অতিশয় প্রীত। [সং.] বি. **সম্প্রীতি** — বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, ভালোবাসা। অতিশয় সন্তোষ।

সম্বৎসর — (কথ্য ও গ্রাম্য) সারা বছর, সংবৎসর। [ঃ 'সম্বৎসরের' খোরাক।]

সম্বন্ধ — সম্পর্ক, সংযোগ, যোগাযোগ। আত্মীয়তা। বিবাহের প্রস্তাব। [ঃ 'সম্বন্ধ' করা।] (ব্যাকরণে) -র -এর -দের -দিগের ইত্যাদি যুক্ত পদ। [সং.] **সম্বন্ধে** — সম্পর্কে, বিষয়ে। [ঃ তোমার 'সম্বন্ধে' বলল।] নিজস্ব নহে এমন, আত্মীয়তার দিক হইতে। [ঃ 'সম্বন্ধে' মাসী।] **সম্বন্ধী** — স্ত্রীর ভাই, শ্যালক। (সং.) আত্মীয়। [সং. সম্বন্ধিন্‌।]

সম্বন্ধীয় — ণ. সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত। বিষয়ক। [সং.]

সম্বর — ('শম্বর' দেখ।)

সম্বরণ — (কথ্য) সংবরণ।

সম্বরা — গরম ঘিয়ে বা তেলে মসলা দিয়া ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রণ, ফোড়ন।

সম্বর্ধনা — (কথ্য) সংবর্ধনা।

সম্বল — বি. পুঁজি, পাথেয়। অবলম্বন, আশ্রয়। [সং.] **সম্বলহীন** — যাহার সম্বল নাই এমন, নিঃস্ব, নিরুপায়। স্ত্রী. — **সম্বলহীনা।**

সম্বলিত — ('সংবলিত' দেখ।)

সম্বিৎ — সংজ্ঞা, চেতনা।

সম্বুদ্ধ — ণ. **সম্পূর্ণরূপে** চেতনাপ্রাপ্ত, প্রবুদ্ধ। [সং.]

সম্বোধন — বি. **উদ্দেশে** আহ্বান, সম্ভাষণ। [ঃ 'সম্বোধন' করা।] [সং.] ণ. — **সম্বোধিত। সম্বোধা** — (কবিতায়) সম্বোধন করা। [ঃ 'সম্বোধিল'।]

সম্বোধি — সম্যক্ জ্ঞান। [সং.]

সম্ভব — বি. উৎপত্তি, জন্ম। [ঃ কুমার-'সম্ভব'।] গ. সম্ভাবনা। হইতে পারে বা সম্ভাবনা আছে এমন, সম্ভবপর। সম্ভূত, উৎপন্ন, জাত। [ঃ কুমার-'সম্ভব'।] [সং.] **খুব সম্ভব**—যাহা হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সম্ভবত। **সম্ভবত, সম্ভবতঃ** — ইহা হইতে পারে যে, খুব সম্ভব। [ঃ 'সম্ভবত' তিনি আসিবেন না।] [সং. সম্ভবতস্।] **সম্ভবপর** — সম্ভাবনাযুক্ত, হইতে বা ঘটিতে পারে এমন, অসম্ভব নহে এমন। বি. — **সম্ভবপরতা**।

সম্ভাবনা — হইতে বা ঘটিতে পারে এমন ভাব। [সং.] গ. **সম্ভাবনীয়** — সম্ভবপর বলিয়া ভাবা যায় এমন। **সম্ভাবিত** — হইতে বা ঘটিতে পারে এমন ভাবযুক্ত। **সম্ভাব্য** — ('সম্ভাবনীয়' দেখ।)

সম্ভার — রাশি, সমূহ, সমষ্টি। [ঃ রচনা-'সম্ভার'।]

সম্ভাষণ — সম্বোধন, উদ্দেশে আহবান। অভিভাষণ। [সং.] **সম্ভাষা** — ক্রি. (কবিতায়) সম্ভাষণ করা। [ঃ 'সম্ভাষিল'।] **সম্ভাষিত** — গ. যাহাকে সম্ভাষণ করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সম্ভাষিতা**। **সম্ভাষী** — যে সম্ভাষণ করে। [সং. সম্ভাষিন্।]

সম্ভূত — জাত, উৎপন্ন, উদ্ভূত। [সং.] স্ত্রী. — **সম্ভূতা**। বি. — **সম্ভূতি**।

সম্ভূয় — গ. মিলিত। [সং.] **সম্ভূয় সমুত্থান** — মিলিত প্রচেষ্টা। যৌথ কারবার।

সম্ভোগ — উপভোগ। রতিক্রীড়া। [সং.] **সম্ভোগ্য** — সম্ভোগের যোগ্য। স্ত্রী. — **সম্ভোগ্যা**।

সম্ভ্রম — সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত। [সং.] **সম্ভ্রান্ত** — সম্মানিত। অভিজাত।

সম্মত — গ. রাজী, স্বীকৃত। [ঃ 'সম্মত' হওয়া।] সংগত, অনুযায়ী। [ঃ বিধি-'সম্মত'।] [সং.] বি **সম্মতি** — স্বীকৃতি, অনুমতি, অনুমোদন, সমর্থন। **সম্মতিক্রমে** — সম্মতি অনুসারে, অনু-মোদন বা সমর্থন পাইবার ফলে।

সম্মান — খাতির, সমীহ। মর্যাদা, ইজ্জত। [সং.] **সম্মাননা** — সম্মানপ্রদর্শন, সম্মানিত করণ। **সম্মানিত** — গ. সম্মান-প্রাপ্ত, সম্মান করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সম্মানিতা**। **সম্মানী** — সম্মানের অধিকারী। [সং. সম্মানিন্।]

সম্মার্জন — বি. সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত করণ। [সং.] **সম্মার্জনী** — ঝাঁটা, খেংরা। ঝাড়ন।

সম্মিলন — বহুলোকের একত্র মিলন, সভা। সংযোগ। মিলন। [ঃ প্রিয়-'সম্মিলন'।] [সং.] **সম্মিলনী**—সভা। সংঘ, পরিষদ্। গ. **সম্মিলিত** — একত্র মিলিত। সংযুক্ত। স্ত্রী. — **সম্মিলিতা**।

সম্মুখ — বি. সমুখ, সুমুখ, সমক্ষ। সামনেকার জায়গা। [ঃ 'সম্মুখে' দাঁড়াও।] গ. মুখামুখি। [ঃ 'সম্মুখ' সমর।] সামনের। [ঃ 'সম্মুখ' পথ।] [সং.] **সম্মুখে** — সমক্ষে, সাক্ষাতে, সামনে। **সম্মুখবর্তী** — সামনেকার, সমুখের। [সং. সম্মুখবর্তিন্।] **সম্মুখীন** — গ. সম্মুখে গিয়াছে বা মুখামুখি হইয়াছে এমন। বাধাদানের জন্য অগ্রসর। [ঃ বিপদের 'সম্মুখীন' হওয়া।]

সম্মূঢ় — গ. অতিশয় মূঢ়, অতিশয় মোহাবিষ্ট। [সং.]

সম্মেলন — ('সম্মিলন' দেখ।)

সম্মোহ — অতিশয় মোহ। [সং.]

সম্মোহন — বি. অতিশয় মুগ্ধকরণ। মদনের বাণ বিশেষ। ণ. অতিশয় মোহ-জনক, অতিশয় মুগ্ধকর। [সং.] ণ. **সম্মোহিত** — অতিশয় মোহিত, অত্যন্ত মুগ্ধ করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সম্মোহিতা**।

সম্যক্ — সম্পূর্ণ। সর্বপ্রকারে, উত্তম-রূপে। [সং. সম্যচ্।]

সম্রাজ্ঞী — সম্রাট-পত্নী। বহু রাজ্যের অধিশ্বরী। [সং.]

সম্রাট্, সম্রাট — বহু রাজ্যের অধিপতি, রাজাধিরাজ। [সং. সম্রাজ্।]

সযতন — (কবিতায়) সযত্ন। **সযতনে** — (কবিতায়) সযত্নে।

সয়তান — ('শয়তান' দেখ।)

সযত্ন — ণ. সচেষ্ট। যত্নযুক্ত. [ঃ 'সযত্ন' প্রয়াস।] [সং.] **সযত্নে** — যত্নের সহিত, যত্ন করিয়া।

সর—দুধ দই ইত্যাদির উপরে জমা স্তর। [ঃ দুধে 'সর' পড়া।] [সং.] **সর-পুরিয়া** — ভাজা সরের মধ্যে পুর দিয়া তৈয়ারী একরকম মিষ্টান্ন।

সরঃ — সরোবর, হ্রদ। [সং. সরস্।] স্ত্রী. — **সরসী**।

সরকার — প্রভু, মালিক। দেশের শাসন-ব্যবস্থা, 'গভর্নমেণ্ট'। পাওনা টাকাপয়সা আদায় করিবার জন্য বা ছোটখাটো কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। [ঃ বিল-'সরকার'; ঃ বাজার-'সরকার'।] মুসল-মান আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য কতকগুলি পরগনা লইয়া গঠিত আঞ্চলিক বিভাগ। উপাধি বিশেষ। [ফা. সর্‌কার্।] **সরকারি** — সরকারের কাজ বা পদ। **সরকারী** — ণ. সরকার বা গভর্নমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তি-গত নহে এমন, সর্বসাধারণের।

— মারাঠা আমলের নৌসেনাপতি। উপাধি বিশেষ।

সরগরম — উৎসাহে চঞ্চল ও মুখর। [ঃ পাড়া 'সরগরম'।] [ফা. সর্‌গর্ম্।]

সরজমিন — ঘটনাস্থল। [ফা. সর্‌ জমীন্।] **সরজমিনে তদন্ত** — ঘটনা-স্থলে গিয়া অনুসন্ধান।

সরঞ্জাম — উপকরণ, মালমসলা, প্রয়ো জনীয় জিনিস ও যন্ত্রাদি। [ফা. সর্ + অন্‌জাম্।]

সরট — কৃকলাস। টিকটিকি। [সং.]

সরণ — গমন, চলন। (কবিতায়) সরণি। [ঃ পাষাণকঠিন 'সরণে'।] [সং.]

সরণি, সরণী — পথ, রাস্তা। রীতি, পদ্ধতি। [সং.]

সরপোশ — গেলাস ইত্যাদি ঢাকিবার ঢাকনি। [ফা. সর্‌পোষ্।]

সরফরাজ — সম্মানিত ব্যক্তি। মোড়ল, কর্তা। [ফা.]
সরফরাজি — (ব্যঙ্গে) মোড়লি, কর্তা গিরি। বাহাদুরি, আস্ফালন।

সরবত — ('শরবত' দেখ।)

সরবরাহ — চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রদান, যোগান। [ফা.] **সরবরাহকারী** — যোগানদার।

সরম — ('শরম' দেখ।)

সরমা — রামায়ণে বর্ণিত বিভীষণের স্ত্রী কুক্কুরী। [সং.]

সরযু, সরযূ — অযোধ্যার বিখ্যাত নদী [সং.]

সরল — ণ. সোজা, ঋজু, অবক্র। [ঃ 'সরল' রেখা।] অকপট, কুটিল নহে এমন [ঃ 'সরল' মন।] সহজে বোধ্য [ঃ 'সরল' ভাষা।] সহজে করা যায় এমন। [ঃ 'সরল' অঙ্ক; ঃ 'সরল' প্রশ্ন।] আড়ম্বরহীন, সাদাসিধা। [ঃ 'সরল' জীবনযাত্রা।] [সং.] বি. — **সরলতা**। স্ত্রী. — **সরলা**। **সরলবৃক্ষ**

দেবদারুর মতো লম্বা একরকম গাছ। পাইন। **সরলমতি** — মনে কুটিলতা নাই এমন।

সরষে — ('সরিষা' দেখ।)

সরস — ণ. রসযুক্ত। রসিকতায় পূর্ণ। চিত্তাকর্ষক। [সং.] স্ত্রী. — **সরসা**। বি. — **সরসতা**।

সরসিজ — পদ্ম, সরোজ। [সং.]

সরসী — ('সরঃ' দেখ।)

সরস্বতী — বিদ্যার ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাণী, বীণাপাণি। নদীর নাম। পাণ্ডিত্য সূচক উপাধি। [সং.]

সরহদ্দ — সীমানা। [আ. সর্‌হদ্‌।]

সরা — ('শরা' দেখ।)

সরা — ক্রি. তফাতে বা অনাত্র যাওয়া। নড়া। নিঃসৃত হওয়া, বাহির হওয়া। [ঃ জল 'সরা'; ঃ মুখে কথা 'সরা'।] অগ্রসর হওয়া। [ঃ কলম 'সরছে' না।] **সরিয়া পড়া, স'রে পড়া** — চুপিচুপি পলায়ন করা। **মন সরা** — পছন্দসই হওয়া। ইচ্ছা হওয়া। [ঃ দিতে মন 'সরে' না।]

সরাই, সরাইখানা — পান্থশালা। [ফা.]

সরাক — (প্রাচীন কবিতায়) জৈন, শ্রাবক।

সরানো — ক্রি. অপসারিত করা, স্থানান্তরিত করা। গোপনে স্থানান্তরিত করা। চুরি করা। ণ. স্থানান্তরিত। গোপনে অপসারিত। অপহৃত। বি. ঐ সকল অর্থে।

সরাসরি — সোজাসুজি। [ঃ 'সরাসরি' চ'লে এলাম।] মধ্যবর্তী কোনও ব্যক্তি ইত্যাদির সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া। [ঃ সরকার 'সরাসরি' বিলি করেছে।] [ফা. সরাসর।]

সরিৎ — নদী। [সং.]

সরিষা — একজাতীয় শস্য যাহা হইতে তেল হয়, সরষে। [সং. সর্ষপ।]

সরীসৃপ — বুকে হাঁটিয়া চলে এমন প্রাণী, সাপ কুমির কচ্ছপ ইত্যাদি। [সং.]

সরু — মোটা নহে এমন, সূক্ষ্ম, পাতলা, মিহি। [ঃ 'সরু' কাঠি; ঃ 'সরু' সুতো; ঃ 'সরু' চাউল।] চওড়া নহে এমন, সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত। [ঃ 'সরু' গলি।] [সং.] **সরুচাকলি** — বাটা চাউল দিয়া তৈয়ারী একরকম পাতলা পিঠা।

সরূপ — ণ. সমান আকারের। বি. — **সরূপতা**।

সরেওয়ার — (প্রাচীন প্রয়োগ) ব্যাখ্যা করিয়া, বিশদভাবে।

সরেজমিন — ('সরজমিন' দেখ।)

সরেস — ভালো, উৎকৃষ্ট। [ঃ 'সরেস' মাল।] (তুঃ 'নিরেস'।)

সরোজ — পদ্ম। [সং.] **সরোজিনী** — পদ্মের ঝাড়। পদ্ম আছে এমন পুষ্করিণী।

সরোদ — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, শরদ। [ফা.]

সরোবর — বড় পুষ্করিণী, বৃহৎ জলাশয়। [সং.]

সরোরুহ — পদ্ম, সরসিজ, সরোজ। [সং.]

সরোষ — ণ. রোষযুক্ত, রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ। [সং.] **সরোষে** — ক্রুদ্ধভাবে, রাগের সহিত।

সর্গ — বি. সৃজন, উৎপত্তি। প্রকৃতি, নিসর্গ। কাব্যগ্রন্থের পরিচ্ছেদ। [সং.]

সর্জ — শালগাছ। [সং.] **সর্জরস** — ধুনা।

সর্জন — সৃষ্টি। ত্যাগ, বিসর্জন। [সং.]

সর্জিকা, সর্জী — সাজিমাটি, সোডা। [সং.]

সর্ত — ('শর্ত' দেখ।)

সর্দার — দলপতি, প্রধান ব্যক্তি, নায়ক।

[ঃ ডাকাতের 'সর্দার'; ঃ 'সর্দার'।] [ফা.] **সর্দারি** — সর্দারের কাজ বা পদ। (ব্যঙ্গে) মোড়লি, বাহাদুরি।

সর্দি — ঠান্ডা লাগার ফলে শ্লেষ্মার আধিক্য। ঠান্ডা। [ঃ 'সর্দি'-গরমি।] [ফা.] **সর্দিগরমি** — অতিশয় রোদ বা উত্তাপ ভোগের পর ঠান্ডা লাগায় পীড়া।

সর্প — সাপ। [সং.] স্ত্রী. — **সর্পী, সর্পিণী**। **সর্পদংশন** — সাপের কামড়। **সর্পদষ্ট** — যাহাকে বা যেখানে সাপ কামড়াইয়াছে এমন। **সর্পরাজ** — সাপের রাজা, বাসুকি। **সর্পিল** — গ. চলন্ত সাপের মতো আঁকাবাঁকা। [ঃ 'সর্পিল' গতি।] কুটিল। স্ফুর শিরার মতো। বি. — **সর্পিলতা**।

সর্ব — সব, সকল, সমস্ত। শিব, শর্ব। [সং.] **সর্বংসহ** — সকল কিছু সহ্য করে এমন। স্ত্রী. — **সর্বংসহা**। **সর্বজন** — সব লোক। গ. **সর্বজনীন** — সকল লোকের জন্য। সকল লোকের দ্বারা কৃত। সর্বজন সংক্রান্ত। বি. — **সর্বজনীনতা**। **সর্বজীব** — সকল প্রাণী। **সর্বজ্ঞ** — যে সব জানে। সকল বিষয়ে পণ্ডিত। স্ত্রী. — **সর্বজ্ঞা**। **সর্বতঃ** — সকল দিকে, সব রকমে, সকলভাবে। [সং. সর্বতস্।] **সর্বতোভদ্র** — সকল দিকে দরজা আছে এমন গৃহ। সকল বিষয়ে কল্যাণ সূচক একরকম চতুষ্কোণ আলপনা। **সর্বতোভাবে** — সকল দিক হইতে, সকল প্রকারে। [ঃ 'সর্বতোভাবে' চেষ্টা করা।] **সর্বতোমুখী** — সকল বিষয়ে প্রবণতা ও ক্ষমতা আছে এমন। [ঃ 'সর্বতোমুখী' প্রতিভা।] **সর্বত্যাগী** — সকল কিছু ত্যাগ করিয়াছে এমন। [সং. সর্বত্যাগিন্।] স্ত্রী. — **সর্বত্যাগিনী**। **সর্বত্র** — সকল স্থানে। [ঃ 'সর্বত্র' পাওয়া যায়।] সকল বিষয়ে সকল ব্যাপারে। সকল স্থান। [ঃ 'সর্বত্র' হইতে তাড়া আসিতেছে।] **সর্বথা** — সকল প্রকারে, সকল ভাবে। [ঃ 'সর্বথা' পরিত্যাজ্য।] **সর্বদমন** — সকলের বা সকল কিছুর দমনকারী। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র, ভরত। **সর্বদর্শী** — যে সকল কিছু দেখিতে পায়, কিছুই যাহার দৃষ্টি এড়ায় না। অতিশয় অভিজ্ঞ। [সং. সর্বদর্শিন্।] স্ত্রী. — **সর্বদর্শিনী**। বি. — **সর্বদর্শিতা**। **সর্বদা** — সকল সময়ে। **সর্বনাম** — (ব্যাকরণে) বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ, আমি তুমি সে যে তাহা ইত্যাদি। **সর্বনাশ** — সকলের বা সব কিছুর ধ্বংস। ভয়ংকর বিপদ। **সর্বনাশী** — সর্বনাশকারী। স্ত্রী. সর্বনাশকারিণী, ভয়ংকর ক্ষতিকারিণী। **সর্বনাশিনী** — সকল কিছুর ধ্বংসকারিণী। **সর্বনিয়ন্তা** — যিনি সকল কিছুর নিয়ামক, বিধাতা, ভগবান। [সং. সর্বনিয়ন্তৃ।] স্ত্রী. — **সর্বনিয়ন্ত্রী**। **সর্বনেশে** — সর্বনাশ ঘটায় এমন, ভয়ানক বিপজ্জনক। [ঃ 'সর্বনেশে' কান্ড; ঃ 'সর্বনেশে' ছেলে।] **সর্বপ্রথম** — সকলের আগে। [ঃ 'সর্বপ্রথম' তুমি বলেছ।] সকলের আগে আগত বা স্থিত। **সর্বপ্রধান** — প্রধানতম। **সর্বপ্রযত্ন** — গ. সকল বিষয়ে যত্নশীল। **সর্বপ্রযত্নে** — সকল রকমে চেষ্টা করিয়া। **সর্ববাদিসম্মত** — যাহাতে বিভিন্ন মতবাদী ব্যক্তিদেরও মত আছে এমন, যাহাতে সকলের মত আছে এমন। **সর্ববিৎ, সর্ববিদ্** — সর্বজ্ঞ। **সর্ববিধ** — সকল রকম, সকল প্রকার। **সর্বব্যাপী** — সকল স্থানে আছে এমন, বিশ্বময়। [সং. সর্বব্যাপিন্।] স্ত্রী. — **সর্বব্যাপিনী**। বি. — **সর্বব্যাপিতা**। **সর্বভুক্** — যে

সকল কিছু খায়। যাহা সকল কিছু গ্রাস করে, অগ্নি। **সর্বভূত** — বিশ্বের সকল কিছু। সকল প্রাণী। **সর্বমঙ্গলা** — সকলের মঙ্গলকারিণী, দুর্গা। **সর্ব-ময়** — ণ. সর্বব্যাপী। সকল বিষয়ে প্রসারিত। [ঃ 'সর্বময়' কর্তৃত্ব।] বি. ভগবান। স্ত্রী. — **সর্বময়ী**। **সর্বলোক** — সকল লোক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। **সর্বশঃ** — সকল ভাবে। সকল বিষয়ে। **সর্বশক্তি** — সকল ক্ষমতা। **সর্বশক্তিমান্** — সকল শক্তির অধিকারী। স্ত্রী. — **সর্বশক্তিমতী**। **সর্বশুদ্ধ** — সব মিলাইয়া, একুনে। **সর্ব-শ্রেষ্ঠ** — সকলের চেয়ে ভালো, সর্বোৎ-কৃষ্ট। সর্বপ্রধান। স্ত্রী. — **সর্বশ্রেষ্ঠা**। **সর্বসম্মত** — যাহাতে সকলের মত আছে এমন। **সর্বসম্মতি** — সকলের সম্মতি, সকলের অনুমোদন। **সর্বসম্মতিক্রমে** — সকলের সম্মতি পাইবার ফলে। **সর্ব-সাধারণ** — ধনী নির্ধন ভদ্র ইতর সকল ব্যক্তি। [ঃ 'সর্বসাধারণের' মত।] **সর্বস্ব** — সমস্ত ধনসম্পদ্। সকল কিছু। [ঃ বাক্-'সর্বস্ব'।] **সর্বস্বান্ত** — যাহার ধনসম্পত্তি সকল কিছু নষ্ট হইয়াছে। [ঃ 'সর্বস্বান্ত' হওয়া।] **সর্বহারা** — যে সকল কিছু হারাইয়াছে, নিঃস্ব, সবহারা। **সর্বাঙ্গ** — সারা দেহ। [ঃ 'সর্বাঙ্গে' অলঙ্কার।] সকল বিষয়, সকল দিক। [ঃ 'সর্বাঙ্গ'-সুন্দর।] **সর্বাঙ্গসুন্দর** — ণ. সকল বিষয়ে সুন্দর, ত্রুটিহীন। **সর্বাঙ্গীণ** — সকল দিক হইতে, সকল বিষয়ে। [ঃ 'সর্বাঙ্গীণ' উন্নতি।] **সর্বাণী** — শিবানী, দুর্গা, শর্বাণী। **সর্বাধিকারী** — যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে। বাঙ্গালী হিন্দুর পদবী বিশেষ। **সর্বাধ্যক্ষ** — সর্বপ্রধান অধ্যক্ষ, সর্বপ্রধান নায়ক। **সর্বার্থ** — সকল বিষয়। সকল অভিলাষ। **সর্বার্থসাধক** — যাহা সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। স্ত্রী. **সর্বার্থসাধিকা** — সকল অভীষ্ট পূরণ-কারিণী, দুর্গা। **সর্বেশ্বর** — সকলের প্রভু। শিব। স্ত্রী. **সর্বেশ্বরী** — দুর্গা। **সর্বেসর্বা** — সকলের উপর কর্তা, একমাত্র কর্তা। **সর্বোৎকৃষ্ট** — সবচেয়ে ভালো, সর্বোত্তম। **সর্বোত্তম** — সর্ব-শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে ভালো। স্ত্রী. — **সর্বোত্তমা**। **সর্বোপরি** — সকলের উপর। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে।

সর্ষপ — সরিষা, সরষে। [সং.]

সলজ্জ — ণ. লজ্জাযুক্ত, লজ্জিত। [সং] স্ত্রী. — **সলজ্জা**।

সলতে — ('সলিতা' দেখ।) **শিবরাত্রির সলতে** — ('শিবরাত্রি' দেখ।)

সলমা — রাং ইত্যাদির সরু ইত্যাদি যাহা দিয়া জরির কাজ করা হয়।

সলা — পরামর্শ, মন্ত্রণা, যুক্তি। [ঃ 'সলা'-পরামর্শ।] [আ. সলাহ্।]

সলিতা — প্রদীপের সরু বাতি, পলিতা।

সলিল — জল, বারি। [সং.] **সলিল-সমাধি** — জলে ডুবিয়া মৃত্যু। **সলিল-সিঞ্চন** — জলসেচন।

সলীল — ণ. লীলাযুক্ত, সুন্দর ভঙ্গীযুক্ত। [সং.]

সল্লকী — ('শল্লকী' দেখ।)

সশঙ্ক — ণ ভীত, ত্রস্ত। [ঃ 'সশঙ্ক' দৃষ্টি।] **সশঙ্কিত** — (কথ্য) ভীত, ত্রস্ত।

সশব্দ — শব্দযুক্ত, সরব। [ঃ 'সশব্দ' পদক্ষেপ।] [সং.] **সশব্দে** — শব্দের সহিত।

সশরীর — শরীরযুক্ত, দেহযুক্ত। [সং.] **সশরীরে** — দেহযুক্ত অবস্থায়, জীবিত অবস্থায়। [ঃ 'সশরীরে' স্বর্গলাভ।] স্বয়ং। [ঃ 'সশরীরে' হাজির।]

সশস্ত্র — অস্ত্রযুক্ত, অস্ত্রে সজ্জিত।

[: 'সশস্ত্র' প্রহরী।] [সং.]

সশিষ্য — শিষ্যসহ। [সং.]

সসজ্জ — সজ্জিত, সজ্জাযুক্ত। [সং.] **সসজ্জিত** — উত্তমরূপে সজ্জিত।

সসত্ত্ব — প্রাণিযুক্ত। [সং.] স্ত্রী. **সসত্ত্বা** — গর্ভবতী।

সসম্ভ্রম — সম্মান ও শ্রদ্ধাযুক্ত। [: 'সসম্ভ্রম' ব্যবহার।] [সং.] **সসম্ভ্রমে** — সম্ভ্রমের সহিত, সম্মান ও ব্যস্ততার সহিত।

সসম্মান — সম্মানযুক্ত। [সং.] **সসম্মানে** — সম্মানের সহিত।

সসাগরা — ণ. স্ত্রী. সাগরযুক্তা, সমুদ্র-সমন্বিতা। [: 'সসাগরা' পৃথিবী।] [সং.]

সসীম — সীমাযুক্ত, সীমাবিশিষ্ট, সীমা-বদ্ধ। [: অসীম ও 'সসীম'।] [সং.] স্ত্রী. — **সসীমা**। বি. — **সসীমতা**।

সসেমিরা — (বত্রিশ-সিংহাসনের গল্প হইতে) সংকটজনক অবস্থা।

সসৈন্য — সৈন্যযুক্ত। সৈন্যসহ। [সং.] **সসৈন্যে** — সৈন্যদলের সহিত।

সস্তা — ণ. যাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প এমন। [: আলু এখন 'সস্তা'।] কমদামী। বি. অল্প দাম। [: 'সস্তায়' পাওয়া।] সব জিনিস অপেক্ষাকৃত অল্প দামে পাওয়া যায় এমন অবস্থা। [: 'সস্তার' বাজার।] [ফা. সস্ত্।]

সস্ত্রীক — স্ত্রীর সহিত, স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া। [: 'সস্ত্রীক' আসিয়াছেন।] [সং.]

সস্নেহ — স্নেহযুক্ত, স্নেহমিশ্রিত। [সং.] **সস্নেহে** — স্নেহের সহিত।

সস্পৃহ — স্পৃহাযুক্ত। [সং.]

সস্মিত — মৃদুহাস্যযুক্ত। [সং.] স্ত্রী. — **সস্মিতা**।

-সহ — 'সহ্য করা যায় বা সহ্য করিতে পারে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [: ঘাত-'সহ'।] স্ত্রী. — **সহা**। [: 'সর্বংসহা'।]

সহ — সহিত। [: পুত্র-'সহ' আসিলেন।]

সহ- — 'সমান কাজ ইত্যাদি করে বা একত্র থাকে বা অধস্তন ও সাহায্যকারী রূপে কাজ করে এমন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [: 'সহ'-পাঠী; : 'সহ'-কর্মী; : 'সহ'-চর; : 'সহ'-সম্পাদক।]

সহকর্মী — একসঙ্গে কাজ করে এমন ব্যক্তি। [সং. সহকর্মিন্।] স্ত্রী. — **সহকর্মিণী**।

সহকার — আমগাছ। [সং.]

সহকারে — সহিত, করিয়া। [: যত্ন-'সহকারে'।]

সহকারী — সাহায্যকারী। সাহায্যকারী সহকর্মী। [: সং. সহকারিন্।] স্ত্রী. — **সহকারিণী**। বি. — **সহকারিতা**।

সহগমন — সঙ্গে গমন। সহমরণ, মৃত স্বামীর সহিত চিতায় দহন। **সহগামী** — যে সঙ্গে যায়, সহযাত্রী। [: সহগামিন্।] স্ত্রী. — **সহগামিনী**।

সহচর — বন্ধু, সখা। [সং.] স্ত্রী. — **সহচরী**।

সহজ — ণ. সোজা, কঠিন বা দুর্বোধ নহে এমন। [: 'সহজ' কথা।] অনায়াসে করা যায় এমন। [: 'সহজ' কাজ।] সরল, অকপট। [: 'সহজ' লোক।] স্বাভাবিক, অকৃত্রিম। [: 'সহজ' সৌন্দর্য।] সহ-জাত। [: 'সহজ' প্রবৃত্তি।] **সহজে**— অনায়াসে, অল্প চেষ্টায়। সাধারণতঃ, সামান্য কারণে। [: 'সহজে' চটে না।]

সহজজ্ঞান — শিক্ষালাভের দ্বারা আয়ত্ত করা হয় নাই এমন জ্ঞান, সহজাত জ্ঞান। **সহজপ্রবৃত্তি** — সংস্কারজাত বোধ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। **সহজযান** — বৌদ্ধ-

তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত মতবাদ বিশেষ। **সহজসাধ্য** — সহজে করা যায় এমন।

সহজাত — জন্মের সময় হইতে আছে এমন। [ঃ 'সহজাত' কবচ-কুণ্ডল।] স্বাভাবিক, শিক্ষাদির দ্বারা আয়ত্ত নহে এমন। [ঃ 'সহজাত' প্রবৃত্তি।]

সহজিয়া — বি. বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি সাধনপদ্ধতি যাহাতে কৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেমলীলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ('সহজযান' দেখ।) ণ. ঐরূপ সাধনপদ্ধতি সংক্রান্ত।

সহদেব — পাণ্ডু ও মাদ্রীর কনিষ্ঠ পুত্র, পঞ্চম পাণ্ডব।

সহধর্মী — একই রূপ ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট। [সং. সহধর্মিন্।] বি. — **সহধর্মিতা**। স্ত্রী. **সহধর্মিণী** — পত্নী, স্ত্রী।

সহন — সহ্য করণ, দুঃখ অপমান অত্যাচার ইত্যাদি বিনা প্রতিবাদে ক্রমাগত ভোগ, সহিষ্ণুতা। [সং.] **সহনযোগ্য** — সহনীয়। **সহনশীল** — সহ্য করিতে অভ্যস্ত, সহনে পটু, সহিষ্ণু। স্ত্রী. — **সহনশীলা**। বি. — **সহনশীলতা**। **সহনীয়** — সহ্য করা যায় এমন, সহনযোগ্য।

সহপাঠী — যে একসঙ্গে পড়ে বা পড়িয়াছে। [সং. সহপাঠিন্।] স্ত্রী. — **সহপাঠিনী**।

সহপাঠ্য — অন্য পাঠ্যপুস্তকের সহিত পড়িবার উপযোগী। [ঃ 'সহপাঠ্য' পুস্তকের তালিকা।]

সহবত — সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা। সঙ্গ, সংসর্গ। [আ. সোহ্‌বত।] **সহবত শিক্ষা** — সংসর্গজ শিক্ষা।

সহবাস — একত্র বাস। রমণ, মৈথুন। **সহবাসী** — একত্র বাস করে এমন। [সং. সহবাসিন্।] স্ত্রী. — **সহবাসিনী**।

সহমরণ — মৃত স্বামীর সহিত মরণ, মৃত স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া দেহত্যাগ।

সহমৃতা — ণ. স্ত্রী. মৃত স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া মরিয়াছে এমন।

সহযাত্রী — একসঙ্গে গমনকারী। [সং. সহযাত্রিন্।] স্ত্রী. — **সহযাত্রিণী**।

সহযোগ — সাহায্য, সহকারিতা। মিশ্রণ, মিলন। [ঃ বিভিন্ন দ্রব্যের 'সহযোগে' প্রস্তুত।] [সং.] **সহযোগী**—সাহায্যকারী, সহকারী, সহকর্মী। [সং. সহযোগিন্।] স্ত্রী. — **সহযোগিনী**। বি. — **সহযোগিতা**।

সহর — ('শহর' দেখ।)

সহর্ষ — ণ. সানন্দ, আনন্দযুক্ত, আনন্দিত। [সং.] **সহর্ষে** — আনন্দের সহিত, সানন্দে।

সহসা — হঠাৎ, অকস্মাৎ। [সং.]

সহস্র — দশ শত, হাজার। [সং.] **সহস্রক** — হাজার বছর পরিমিত কাল, millennium. **সহস্রধা** — হাজার দিকে। হাজার ভাগে। **সহস্রনেত্র, সহস্রলোচন, সহস্রাক্ষ** — যাঁহার হাজার চক্ষু আছে, ইন্দ্র। **সহস্রাধিক** — হাজারের চেয়েও বেশী। **সহস্রাব্দ, সহস্রাব্দী** — ('সহস্রক' দেখ।)

সহা — ক্রি. সহ্য করা। [ঃ কষ্ট 'সহা'; ঃ অপমান 'সহা'।] সহনীয় হওয়া, সহ্য হওয়া। [ঃ এই সুখ 'সহিবে' না।] ণ. সহিতে পারা যায় এমন। [ঃ গা-'সহা' গরম।] বি. সহন, সহ্য করণ।

সহাধ্যায়ী — সহপাঠী। [সং. সহাধ্যায়িন্।] স্ত্রী. — **সহাধ্যায়িনী**।

সহানুভূতি — অপরের দুঃখে দুঃখবোধ, সমবেদনা। [সং.] **সহানুভূতিশীল** — যে সহজে সহানুভূতি বোধ করে। স্ত্রী. — **সহানুভূতিশীলা**।

সহানো — ক্রি. সহ্য করানো।

সহায় — সাহায্যকারী। অবলম্বন। [সং.] **সহায়ক** — সাহায্যকারী। সমর্থক। [ঃ তোমার উক্তি এই যুক্তির 'সহায়ক'।] স্ত্রী. — **সহায়িকা**। **সহায়তা** — সাহায্য।

সহাস — (কবিতায়) সহাস্য।

সহাস্য — হাসিযুক্ত, সস্মিত। [সং.] **সহাস্যে** — হাসিয়া, হাসির সহিত।

-সাঁই — ('-সই' দেখ।)

সাঁই — স্বাক্ষর, সহি।

সহিত — অ. সঙ্গে। [ঃ তাঁহার 'সহিত'; ঃ ভক্তির 'সহিত'।] ণ. সংযুক্ত, সমন্বিত। [সং.]

সহিষ্ণু — সহনশীল, সহিতে অভ্যস্ত, ধৈর্যবান্। [সং.] বি. — **সহিষ্ণুতা**।

সহিস — অশ্বরক্ষক, ঘোড়ার পরিচারক, সইস। [আ. সাইস।]

সহুরে — ('শহুরে' দেখ।)

সহৃদয় — হৃদয়বান্। সহানুভূতিশীল। [সং.] স্ত্রী. — **সহৃদয়া**। বি. — **সহৃদয়তা**।

সহোদর — একই মাতার গর্ভজাত ভাই। [সং.] স্ত্রী. **সহোদরা** — একই মাতার গর্ভজাতা বোন।

সহ্য — সহনযোগ্য, সহনীয়। [সং.] **সহ্য করা, সহ্য হওয়া** — সহা।

সহ্যাদ্রি — পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

সা — স্বরগ্রামের প্রথম স্বর ষড়্জের সংকেত।

সাঁ, সাঁই, সাঁই সাঁই — অতিশয় দ্রুততা সূচক অনুকার।

সাইকেল — দুই চাকার একরকম গাড়ি, বাইসিকেল। [ই. bicycle.]

সাইক্লোন — প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু। [ই. cyclone.]

সাঁইত্রিশ — ৩৭ সংখ্যা। [সং. সপ্তত্রিংশৎ।]

সাইরেন — সংকেত সূচক একরকম বৈদ্যুতিক বাঁশী। [ই. siren.]

সাঁইসাঁই — ('সাঁ' দেখ।)

সাউ — বণিক, মহাজন, সাহু। [সং সাধু।] **সাউকার** — বড় বণিক। মহাজন। **সাউকারি** — সাউকারের কাজ। (ব্যঙ্গে) সাধুতা প্রদর্শন।

সাঁওতাল — উত্তর ভারতের এক শ্রেণীর আদিম জাতি। স্ত্রী. — **সাঁওতালনী**। **সাঁওতালী** — ণ. সাঁওতাল সংক্রান্ত।

সাং — (সংক্ষেপে) সাকিন, গ্রাম।

সাংকর্য—বি. সংকরতা, জাতির সংমিশ্রণ। [সং.]

সাংকেতিক — ণ. সংকেত সংক্রান্ত। সংকেত সূচক। বি. গণিতের একরকম প্রক্রিয়া।

সাংখ্য — বি. কপিল-প্রবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় দর্শন। [সং.]

সাংগ্রামিক — ণ. সংগ্রাম সংক্রান্ত, যুদ্ধ-বিষয়ক।

সাংঘাতিক — ণ. মারাত্মক, অতিশয় বিপজ্জনক।

সাংবৎসর, সাংবৎসরিক — সমগ্র বৎসর সংক্রান্ত। বৎসর শেষে করণীয়। [সং.]

সাংবাদিক — বি. যে সংবাদপত্রে কাজ করে, যে সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করে। ণ. সংবাদ সংক্রান্ত। [সং.]

সাংবিধানিক — ণ. সংবিধান সংক্রান্ত। সংবিধান অনুসারে। [সং.]

সাংসর্গিক — সংসর্গ সংক্রান্ত। [সং.]

সাংসারিক — ণ. পার্থিব। সংসার বা জীবনযাত্রা সংক্রান্ত। পারিবারিক। বিষয়াসক্ত। [সং.]

সাকল্য — সমগ্রতা, সমষ্টি। [সং.]

সাকার — ণ. আকারযুক্ত, মূর্তিমান্। (তুঃ 'নিরাকার'।) [সং.]

সাকিন, সাকিম — বাসস্থান, ঠিকানা।

[আ. সাকিন্।]

সাকী — সুরা পরিবেশনকারী বা পরিবেশনকারিণী। [ফা.]

সাঁকো — সেতু, পুল। [সং. সংক্রম।]

সাক্ষর — অক্ষর লিখিতে বা পড়িতে পারে এমন, অক্ষরজ্ঞানযুক্ত। [সং.] **সদ্য-সাক্ষর** — যাহাদের সবেমাত্র অক্ষরজ্ঞান হইয়াছে। বি.—**সদ্যসাক্ষরতা**।

সাক্ষাৎ — বি. সাক্ষাৎকার, দর্শন, মোলাকাত। [ঃ 'সাক্ষাৎ' করা; ঃ 'সাক্ষাৎ' পাওয়া।] **সমক্ষ, সম্মুখ**। [ঃ আমার 'সাক্ষাতে' বলল।] ণ. প্রত্যক্ষ, সশরীরে উপস্থিত। [ঃ 'সাক্ষাৎ' যম।] **সাক্ষাৎকার** — মোলাকাত। **সাক্ষাৎকারী** — যে সাক্ষাৎ করে। [সং. সাক্ষাৎকারিন্।] স্ত্রী. — **সাক্ষাৎকারিণী**। **সাক্ষাৎপ্রার্থী** — যে দেখা করিতে চায়। [সং. সাক্ষাৎ-প্রার্থিন্।] স্ত্রী. — **সাক্ষাৎপ্রার্থিনী**। **সাক্ষাৎলাভ** — দেখা পাওয়া, দর্শনলাভ। **সাক্ষাৎসম্বন্ধ** — প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, সরাসরি সম্বন্ধ।

সাক্ষি —সাক্ষ্য। [ঃ 'সাক্ষি' দেওয়া।] [সং. সাক্ষ্য।] **সাক্ষিগোপাল** — (ব্যঙ্গে) নিষ্ক্রিয় দর্শক।

সাক্ষী — নিজের চোখে দেখিয়াছে এমন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শী। কোনও ঘটনার বা বিষয়ের সমর্থনে যে এজাহার দেয়। [ঃ মকদ্দমার 'সাক্ষী'।] [সং. সাক্ষিন্।]

সাক্ষ্য — সাক্ষীর কাজ, সাক্ষীর উক্তি বা এজাহার। [ঃ 'সাক্ষ্য'-দান; ঃ 'সাক্ষ্য'-গ্রহণ।] [সং.] **সাক্ষ্যমঞ্চ** — সাক্ষ্য দিবার জন্য নির্দিষ্ট উঁচু জায়গা, কাঠগড়া।

সাগর — সমুদ্র। (পুরাণে কথিত আছে যে, সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র যজ্ঞাশ্বের সন্ধানে ভূমি খনন করিয়াছিলেন এবং সেই খননের ফলে সমুদ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। [সং.] **সাগর-সংগম** — সাগর ও নদীর মিলনস্থল।

সাগরেদ, সাগরেদি — ('শাগরেদ' ও 'শাগরেদি' দেখ।)

সাগু — তাল জাতীয় একরকম বৃক্ষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত পালোর দানা। [পো. sagu.]

সাগ্নিক — অগ্নিহোত্রী। [সং.]

সাঙন — ('শাঙন' দেখ।)

সাঙা, সাংগা — নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত বিধবা বিবাহ। [সং. সংগ।]

সাঙাত, সাংগাত — বন্ধু, মিতা।

সাংকর্য — ('সাংকর্য' দেখ।)

সাংকেতিক — ('সাংকেতিক' দেখ।)

সাংগ — সমাপ্ত। [ঃ খেলা 'সাংগ' হ'ল।] অংগযুক্ত। পূর্ণাংগ। [সং.]

সাংগা — ('সাঙা' দেখ।)

সাংগাত — ('সাঙাত' দেখ।)

সাংগোপাংগ — ণ. দলবল সহ। অংগ ও উপাংগ সহ। বি. দলবল।

সাংঘাতিক — ('সাংঘাতিক' দেখ।)

সাচ — বক্র, তির্যক। [সং.]

সাচ্চা — খাঁটি। [ঃ 'সাচ্চা' জিনিস।] সাধু, সৎ। [ঃ 'সাচ্চা' লোক।] [হি. সচ্চা।]

সাজ — বেশ, পরিচ্ছদ, সজ্জা। [ঃ বরের 'সাজ'।] অলংকার, গহনা। [ঃ ডাকের 'সাজ'।] সরঞ্জাম, উপকরণ। [সং. সজ্জা।] **সাজগোজ** — পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা। পরিপাটী করিয়া সজ্জা। **সাজ-ঘর** — অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজিবার ঘর, নেপথ্য।

সাঁজ — ('সাঁঝ' দেখ।)

সাজশ — খারাপ কাজে সহযোগিতা। [ঃ যোগ-'সাজশ'।] [ফা. সাজিশ্।]

সাজা — বি. শাস্তি, দণ্ড। [ঃ 'সাজা' দেওয়া।] [ফা. সজা।]

সাজা — ক্রি. সজ্জিত হওয়া। বেশ ধারণ করা, রূপ ধারণ করা। [ঃ রাজা 'সাজা'; ঃ ভিখারী 'সাজা'।] সেবনযোগ্য করা। [ঃ তামাক 'সাজা'; ঃ পান 'সাজা'।] শোভন বা উপযুক্ত হওয়া। [ঃ একথা তোমার 'সাজে' না।]

সাজা, সাঁজা — দই বসাইবার জন্য টক দই, দম্বল। [সং. সন্ধান।]

সাজাত্য — একজাতীয়তা। [সং.]

সাজানো — ক্রি. সজ্জিত করা। যথাযথ-ভাবে শৃঙ্খলার সহিত রাখা, গুছানো। [ঃ 'সাজিয়ে' রাখা।] মিথ্যা করিয়া রচনা করা, ফাঁদা। [ঃ মামলা 'সাজানো'।] বি. সজ্জিত করণ। মিথ্যা করিয়া রচনা। শৃঙ্খলার সহিত যথাস্থানে স্থাপন। ণ. সজ্জিত করা হইয়াছে এমন। গুছাইয়া রাখা হইয়াছে এমন। মিথ্যা করিয়া রচিত। [ঃ 'সাজানো' মামলা।]

সাঁজাল — মশা তাড়াইবার জন্য গোয়ালে সন্ধ্যাবেলা দেয় খড় ইত্যাদির ধোঁয়া। [ঃ 'সাঁজাল' দেওয়া।]

সাজি — ফুল রাখিবার হাতল-লাগানো ডালা।

সাজি, সাজিমাটি — কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার্য একরকম ক্ষার। [সং. সর্জিকা।]

সাজো — সদ্য, টাটকা। [ঃ 'সাজো' দই।] মাড় দেওয়া হয় নাই বা ইস্ত্রি করা হয় নাই এমন ভাবে। [ঃ 'সাজো' কাচা।] [সং. সদ্য।]

সাঁজোয়া — বর্ম। [সং. সংযোজক।] **সাঁজোয়া গাড়ি** — যুদ্ধে ব্যবহার্য দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত একরকম গাড়ি।

সাজোয়ান — খুব জোয়ান।

সাজোয়াল — (প্রাচীন কবিতায়) তহ-শিলদার।

সাঁঝ — সন্ধ্যা। [সং. সন্ধ্যা।] **সাঁঝক** — (প্রাচীন কবিতায়) সাঁঝের। **সাঁঝা** — (প্রাচীন কবিতায়) সন্ধ্যা। সন্ধ্যাদীপ।

সাট — সড়, চক্রান্ত, গোপন পরামর্শ ও সহযোগ।

সাট, সাঁট — ইশারা, সংকেত। [ঃ 'সাঁটে' বলা।] সংক্ষেপ। [ঃ 'সাঁটে' সেরে নাও।]

সাঁটা — ক্রি. শক্ত করিয়া লাগানো, আঁটা। [ঃ প্রাচীরে বিজ্ঞাপন 'সাঁটা'।] শক্ত করা, দৃঢ় করা। [ঃ এঁটে-'সেঁটে' বাঁধা।] **সাঁটানো** — (ব্যঙ্গে) যথাসাধ্য খাওয়া।

সাটিন — একরকম কোমল চিক্কণ রেশমী কাপড়। [ই. satin.]

সাড় — স্পর্শবোধ। [সং. সংজ্ঞা।]

সাড়ম্বর — ণ. আড়ম্বরযুক্ত, পূর্ণ। [সং.] **সাড়ম্বরে** — সহিত, জাঁকজমকের সহিত।

সাড়া — ডাকের উত্তরে জবাব। [ঃ 'সাড়া' দেওয়া।] শব্দ। [ঃ পায়ের 'সাড়া' পাওয়া।] উদ্দীপনা, উৎসাহপূর্ণ চাঞ্চল্য। [ঃ দেশময় 'সাড়া' পড়েছে।] **সাড়া-শব্দ** — কোনরূপ শব্দ। সজীবতা সজাগ ভাব উদ্দীপনা চাঞ্চল্য ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'সাড়া-শব্দ' নাই।]

সাঁড়াশি — এক ধরনের বড় চিমটে। [সং. সন্দংশিকা।] **সাঁড়াশি অভিযান** — দুই পাশ হইতে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ।

সাড়ে — সার্ধ, অর্ধযুক্ত। [ঃ 'সাড়ে' তিন।] [সং. সার্ধ।]

সাত — ৭ সংখ্যা। [সং. সপ্ত।] **সাত-পাঁচ** — নানা বিষয়। [ঃ 'সাত-পাঁচ' ভেবে চুপ রইলাম।] **সাত পাক** — বিবাহ। **সাতেও নাই পাঁচেও নাই** — বিভিন্ন ব্যাপারের কোনটিতেই নাই।

সাতই — মাসের ৭ তারিখ বা তারিখে।

সাতচল্লিশ — ৪৭ সংখ্যা। [সং. সপ্ত-চত্বারিংশৎ।] **সাতনর, সাতনরী** —

সাতটি লহরযুক্ত একরকম হার। **সাতনলা** — পর পর সাতটি নল লাগাইয়া সুদীর্ঘ করা যায় এমন এক ধরনের অস্ত্র যাহা দিয়া পাখী ইত্যাদি গাঁথিয়া মারা হয়।

সাতত্য — বিরামহীনতা। [সং.]

সাতবাহন — দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশ।

সাঁতরা — বাঙালী হিন্দুর পদবী বিশেষ।

সাঁতরানো — ক্রি. সন্তরণ করা, সাঁতার দেওয়া। বি. সন্তরণ।

সাঁতলানো — ক্রি. আনাজ ইত্যাদিকে তেলে বা ঘিয়ে অল্প ভাজা, কষা। সম্বরা দেওয়া। ণ. ও বি. ঐ অর্থে।

সাতষট্টি—৬৭ সংখ্যা। [সং. সপ্তষষ্টি।]

সাতা — সাত-চিহ্নিত তাস।

সাতাইশ — ('সাতাশ' দেখ।)

সাতাত্তর — ৭৭ সংখ্যা। [সং সপ্ত-সপ্ততি।]

সাতানব্বই — ৯৭ সংখ্যা। [সং. সপ্ত-নবতি।]

সাতান্ন — ৫৭ সংখ্যা। [সং. সপ্ত-পঞ্চাশৎ।]

সাঁতার — জলে ভাসিয়া বিচরণ, সন্তরণ। [সং. সন্তরণ।] **সাঁতারু** — সাঁতারে পটু।

সাতাশ — ২৭ সংখ্যা। [সং. সপ্ত-বিংশতি।]

সাতাশি, সাতাশী — ৮৭ সংখ্যা। [সং. সপ্তাশীতি।]

সাতাশে — মাসের সাতাশ তারিখ বা তারিখে।

সাতিশয় — অতিশয়, অত্যন্ত, খুব। [সং.]

সাত্ত্বিক — ণ. সত্ত্বগুণ সংক্রান্ত। যাহার স্বভাব সত্ত্বগুণ প্রধান এমন, আচারনিষ্ঠ ও সংযমী। [ঃ 'সাত্ত্বিক' লোক।] সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে এমন। [ঃ 'সাত্ত্বিক' আহার।]

সাত্যকি — মহাভারতে বর্ণিত যদুবংশীয় বীর, শ্রীকৃষ্ণের সারথি।

সাথ — সঙ্গ। **সাথী** — সঙ্গী, সহচর, বন্ধু। **সাথুয়া** — সঙ্গী, সাথের লোক। **সাথে** — সঙ্গে, সহিত। **সাথে সাথে** — কাছে কাছে, পাশে পাশে। অবিলম্বে।

সাদর — ণ. আদরের সহিত, সস্নেহ, প্রীতিপূর্ণ। [ঃ 'সাদর' সম্ভাষণ।] [সং.] **সাদরে** — সস্নেহে, সযত্নে।

সাদা — দুধের মতো রং, শ্বেত, শুভ্র। অলিখিত। [ঃ 'সাদা' কাগজ।] সহজ, সরল, অকপট। [ঃ 'সাদা' মন।] [ফা.] **সাদাটে** — ঈষৎ সাদা রঙের। **সাদাসিদে, সাদাসিধা, সাদাসিধে** — সরল। আড়ম্বরহীন, বিলাসবিহীন।

সাদি — ('শাদি' দেখ।)

সাদৃশ্য — অনুরূপ ভাব, মিল। [সং.]

সাধ — ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ। গর্ভবতী নারীর খাদ্যাদি সম্পর্কে ইচ্ছা মিটাইবার জন্য দেয় বস্তু, দোহদ। [ঃ 'সাধ' দেওয়া; ঃ 'সাধ' ভক্ষণ।] [সং. শ্রদ্ধা।] **সাধে** — সাধ করিয়া, স্বেচ্ছায়। [ঃ'সাধে' কি বলি ?] **সাধের** — শখের, আদরের। **বড় সাধের** — অত্যন্ত আদরের, বহু কামনার।

সাধক — যে বা যাহা সাধন করে। [ঃ হিত-'সাধক'।] যে সাধনা করে, সাধু, সন্ন্যাসী। [ঃ 'সাধক'-চরিতমালা।] [সং.] স্ত্রী. — **সাধিকা**।

সাধন — সম্পাদন, নিষ্পন্ন করণ, কার্যে পরিণত করণ। সাধনা, তপ-জপ ইত্যাদি। [সং.] **সাধনা** — সাফল্যলাভের জন্য একাগ্র চেষ্টা। [ঃ সংগীত 'সাধনা'।] ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভজন পূজন মন্ত্রপাঠ ও নানারূপ প্রক্রিয়া

ইত্যাদি। [ঃ তান্ত্রিক 'সাধনা'।] **সাধনী** — সাধনকারিণী। [ঃ হিত-'সাধনী' সভা।] **সাধনীয়** — সাধন করিতে হইবে বা করা যায় এমন।

সাধর্ম্য — সমধর্মিতা। [সং.]

সাধা — ক্রি. সাফল্যলাভের জন্য চেষ্টা বা চর্চা করা। [ঃ গলা 'সাধা'।] সাধনা করা, জপ ইত্যাদি করা। অনুনয়-বিনয় করা। [পায়ে ধ'রে 'সাধা'।] ঘটানো। [ঃ বাদ 'সাধা'।] ণ. অভ্যস্ত, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। [ঃ 'সাধা' বাঁশি।] অনুনয়-বিনয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, অযাচিতভাবে প্রাপ্ত। [ঃ 'সাধা' লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।] **সাধানো** — ক্রি. সাধিবার কাজে অপরকে নিয়োগ করা। **সাধাসাধি** — অনুনয়-বিনয়, একান্ত অনুরোধ। **সাধিয়া, সেধে** — স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, স্বেচ্ছায়, অযাচিতভাবে। [ঃ 'সেধে' কথা বলা।]

সাধারণ — ণ. বৈশিষ্ট্যহীন, সামান্য, নির্বিশেষে। [ঃ 'সাধারণ' লোক; ঃ 'সাধারণ' গুণ।] সচরাচর ঘটে বা দেখা যায় এমন। [ঃ 'সাধারণ' ব্যাপার।] সকলের জন্য, সকলের ব্যবহার্য। [ঃ 'সাধারণ' পাঠাগার; ঃ 'সাধারণ' অধিবেশন।] বি. সকল লোক। [ঃ 'সাধারণের' জন্য উন্মুক্ত।] **সাধারণত, সাধারণতঃ** — প্রায়ই, প্রায়শঃ, সচরাচর। [ঃ 'সাধারণত' এইরূপ ঘটে না।] **সাধারণতন্ত্র** — সাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, প্রজাতন্ত্র, republic. **সাধারণতন্ত্রী** — সাধারণতন্ত্রের সমর্থক, সাধারণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী। সাধারণতন্ত্রবিশিষ্ট। [ঃ 'সাধারণতন্ত্রী' দেশগুলি।] **সাধারণতান্ত্রিক** — সাধারণতন্ত্র সংক্রান্ত। সাধারণতন্ত্রসম্মত।

সাধারণ্য — সাধারণত্ব, সাধারণের ধর্ম। সাধারণের সমষ্টি, লোকসমাজ। [ঃ 'সাধারণ্যে' প্রকাশিত হউক।]

সাধাসাধি — ('সাধা' দেখ।)

সাধিকা — ('সাধক' দেখ।)

সাধিত — করা হইয়াছে এমন, সম্পাদিত।

সাধিত্র — কর্মসম্পাদনের উপযোগী যন্ত্র, যন্ত্রপাতি। [সং.]

সাধিষ্ঠান — দেহস্থিত ষট্‌চক্রের দ্বিতীয় চক্র। [সং.]

সাধু — ণ. সৎ, মহৎ, সততাপূর্ণ। [ঃ উদ্দেশ্য 'সাধু'।] প্রশংসনীয়। নির-পরাধ। মার্জিত, বিশুদ্ধ, ত্রুটিহীন। [ঃ 'সাধু' প্রয়োগ।] কেবল লিখিবার সময়ে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কথাবার্তায় ব্যবহার্য নহে এমন, লৈখিক। [ঃ 'সাধু' ভাষা।] বি. সন্ন্যাসী। সজ্জন। বণিক্, সাহু। [সং.] **সাধু সাধু** — প্রশংসা-সূচক ধ্বনি। **সাধুতা** — সততা। অপরাধহীনতা। **সাধুবাদ** — সাধু সাধু ধ্বনি। প্রশংসা। **সাধুসঙ্গ** — সৎ ব্যক্তির সংসর্গ।

সাধ্য — ণ. করিতে পারা যায় এমন। [ঃ অ-'সাধ্য'।] নিরাময়যোগ্য। [ঃ রোগ 'সাধ্য'-ই হউক কি অসাধ্যই হউক।] বি. সাধন করিবার শক্তি, ক্ষমতা। [ঃ সাধ ছিল যত 'সাধ্য' ছিল না।] [সং.] **সাধ্যমত, সাধ্যমতো** — যথাসাধ্য, ক্ষমতা অনুসারে, যথাশক্তি। **সাধ্যসাধনা**—সাধা-সাধি, অনুনয়-বিনয়। **সাধ্যাতিরিক্ত, সাধ্যাতীত** — ক্ষমতায় কুলায় না এমন, শক্তির অতীত। **সাধ্যি** — সাধ্য, ক্ষমতা, শক্তি।

সাধ্বী — ণ. স্ত্রী. সৎস্বভাবা। সতী, পতিব্রতা। [সং.]

সানকি — চীনামাটির বা টিনের কলাই-করা থালা। [আ. সহ্‌নক্।]

সানন্দ — ণ. আনন্দিত, আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট। [সং.] স্ত্রী. — **সানন্দা**। **সানন্দে** — আনন্দের সহিত।

সানা — ক্রি. জল ইত্যাদি দিয়া চটকানো, থাসা। [ঃ ময়দা 'সানা'।] ণ. ও বি. ঐ সকল অর্থে।

সানা — ('শানা' দেখ।)

সানাই — কাঠের একরকম বাঁশি। [সং. সানেয়ী বা ফা. শাহ্‌নাঈ।]

সানু, সানুদেশ — পর্বতের উপরকার সমতলভূমি। [সং. সানু।]

সানুজ — ণ. ছোট ভাই সহ, অনুজ-সহিত। [ঃ তিনি 'সানুজ' উপস্থিত।] [সং.]

সানুনয় — ণ. অনুনয়ের সহিত, বিনীত। [সং.] **সানুনয়ে** — অত্যন্ত বিনয়ের সহিত, অনুনয় করিয়া।

সানুমান্ — পর্বত। [সং.]

সানুরাগ — ণ. অনুরাগযুক্ত, প্রীতিপূর্ণ।

সান্ত — ণ. অন্তযুক্ত, যাহার শেষ আছে এমন, সসীম। [ঃ অনন্ত ও 'সান্ত'।] [সং.]

সান্তর — অন্তর বা ব্যবধান আছে এমন। সচ্ছিদ্র। [সং.]

সান্তারা — একজাতীয় কমলা লেবু। [পো. cintra.]

সান্ত্রী — সশস্ত্র প্রহরী, পাহারায় নিযুক্ত সৈনিক। [ই. sentry.]

সান্ত্বনা — প্রবোধ, আশ্বাস। [ঃ 'সান্ত্বনা' দেওয়া।] [সং.]

সান্দীপনি — প্রাচীন মুনি বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক।

— নিবিড়, ঘন। গাঢ় তরল। [সং.]

সান্ধিবিগ্রহিক — প্রাচীন কালের যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত রাজ-কর্মচারী। [সং.]

সান্ধ্য — ণ. সন্ধ্যাকালীন। [ঃ 'সান্ধ্য' সম্মেলন।]

সান্নিধ্য — বি. নিকটবর্তিতা, সামীপ্য, নৈকট্য। [সং.]

সান্নিপাতিক — ণ. সন্নিপাত সংক্রান্ত, বাত পিত্ত ও কফের প্রকোপজনিত। [ঃ 'সান্নিপাতিক' জ্বর।] [সং.]

সান্বয় — ণ. অন্বয়যুক্ত। [ঃ 'সান্বয়' ব্যাখ্যা।] [সং.]

সাপ — সুপরিচিত সরীসৃপ, সর্প, ভুজঙ্গ। [সং. সর্প।] স্ত্রী. — **সাপিনী**। **সাপ-কাটাই** — সর্পদংশন। **সাপখোপ** — সাপ ও ঐ জাতীয় জীব। **সাপে-কাটা** — যাহাকে বা যেখানে সাপ কামড়াইয়াছে এমন।

সাপট — তেজ, আস্ফালন। তেজে নিক্ষেপ, ঝাপট।

সাপটা — ইতরবিশেষ ভালোমন্দ না বাছিয়া সব একসঙ্গে। [ঃ 'সাপটা' দরে কেনা; ঃ 'সাপটা' খরিদ।]

সাপটানো — ক্রি. সজোরে জড়াইয়া ধরা, জাপটানো। [ঃ 'সাপটে' ধরা।] বি. ঐ অর্থে।

সাপত্ন, সাপত্ন্য — বি. শত্রু। শত্রুতা। ণ. শত্রু সংক্রান্ত। [সং.]

সাপত্ন, সাপত্ন্য — বি. সতীনের ছেলে। ণ. সতীনের গর্ভজাত। সতীন সংক্রান্ত। [সং.]

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে — সাপ ধরা ও সাপ লইয়া খেলা যাহার পেশা, অহিতুণ্ডিক।

সাপেক্ষ — একটি ভিন্ন অপরটি হয় না এমন, নির্ভরশীল, সম্পর্কযুক্ত। [ঃ যুক্তি-'সাপেক্ষ'; ঃ ব্যয়-'সাপেক্ষ'।] [সং.]

সাপ্লাই — সরবরাহ, যোগান। [ই. supply.] **সিভিল সাপ্লাই** — অসামরিক লোকদের জন্য সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা। [ই. civil supply.]

সাফ — ণ. পরিষ্কৃত, আবর্জনাহীন। [ঃ ঘর 'সাফ' করা।] স্পষ্ট। [ঃ 'সাফ' জবাব।] [আ. সাফ্।]

সাফল্য — সফলতা, কৃতকার্যতা। [সং.]

সাফা — ণ. পরিষ্কৃত, ময়লা নাই এমন। [ঃ কাপড় 'সাফা' হওয়া।] [আ. সাফ্।] **সাফাই** — সাফ করণ। সাফ করিবার খরচ বা মজুরি। দোষক্ষালনের জন্য সমর্থন। **হাত-সাফাই** — হাতের এমন নৈপুণ্য বা কৌশল যাহাতে অপরে প্রতারণা বুঝিতে পারে না। [ঃ ম্যাজিক 'হাত-সাফাই' মাত্র।]

সাব- — অধস্তন অর্থে ইংরেজী হইতে আগত শব্দের সহিত যুক্ত। [ঃ 'সাব'-এডিটর।] [ই. sub-.]

সাবকাশ — ণ. অবকাশযুক্ত। (গ্রাম্য ও কথ্য) অবকাশ, অবসর। [সং.]

সাবড়ানো — ক্রি. সাবাড় করা, শেষ করা।

সাবধান — ণ. বিপদ সম্পর্কে সচেতন, সতর্ক, হুঁশিয়ার। [ঃ 'সাবধান' হও।] সতর্ক করিবার জন্য উক্তি। [ঃ 'সাবধান'! ও পথে যাবেন না।] [সং.] **সাবধানে** — সতর্ক হইয়া, সতর্কতার সহিত। বি. **সাবধানতা** — সতর্কতা। **সাবধানী** — ণ. সতর্ক হইয়া কাজ করা যাহার স্বভাব এমন। [ঃ 'সাবধানী' লোক।]

সাবন — সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত হিসাবে গণনা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'সাবন' মাস।] [সং.]

সাবমেরিন — জলের ভিতর ডুবিয়া চলে এমন একরকম জলযান, ডুবো-জাহাজ। [ই. submarine.]

সাবয়ব — অবয়বযুক্ত। [সং.]

সাবর্ণ, সাবর্ণি — পুরাণে বর্ণিত সূর্যপত্নী সবর্ণার গর্ভজাত অষ্টম মনু। ব্রাহ্মণের গোত্র বিশেষ। [সং.]

সাবলীল — ণ. অবাধ, স্বচ্ছন্দ। [সং.] বি. — **সাবলীলতা**।

সাবাড় — শেষ, সমাপ্ত। ব্যয়িত, নিঃশেষিত। (অবজ্ঞায়) বিনাশ বা হত্যা করা হইয়াছে এমন।

সাবান — দেহ বা কাপড়জামা পরিষ্কার করিবার উপযোগী ক্ষার তৈল চর্বি ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত একরকম জিনিস। [পো. sabao; ফ. savon.] **সাবান দেওয়া** — সাবান মাখা বা মাখানো, সাবান দিয়া পরিষ্কার করা।

সাবালক — প্রাপ্তবয়স্ক, বিষয়সম্পত্তির ভার পাইবার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে এমন। [আ. নাবালিগ্-এর অনুকরণে।] (তুঃ 'নাবালক'।) বি. — **সাবালকত্ব**।

সাবাস — প্রশংসা ও উৎসাহসূচক শব্দ।

সাবিত্রী — সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মার স্ত্রী। অশ্বপতির কন্যা ও সত্যবানের স্ত্রী। গায়ত্রী। [সং.]

সাবু — (কথ্য ও গ্রাম্য) সাগু।

সাবুদ — প্রমাণ। [ঃ সাক্ষী-'সাবুদ'।] [আ. সুবুত্।]

সাবেক — আগেকার, পূর্বতন। [ঃ 'সাবেক' পাওনা।] পুরাতন, প্রাচীন। [ঃ 'সাবেক' কালে।] [আ. সাবিক্।] **সাবেকী** সাবেক, সেকেলে। [ঃ 'সাবেকী' চাল-চলন।]

সাব্যস্ত — নির্ধারিত, স্থিরীকৃত। [ঃ দোষী 'সাব্যস্ত'।] [সং. সব্যবস্থ।]

সাম — দ্বিতীয় বেদ। গাহিবার উপযুক্ত বেদমন্ত্র। তোষণ। মিত্রতামূলক সন্ধি। [সং. সামন্।]

সামগ্রিক — পুরাপুরি, অখণ্ড। [ঃ 'সামগ্রিক' আলোচনা।]

সামগ্রী — বস্তু, দ্রব্য, জিনিস। [সং.]

সামগ্র্য — সমগ্রতা। [সং.]

সামঞ্জস্য — সংগতি, মিল, মানানসই ভাব।

সামঞ্জস্যহীন — সংগতিহীন। [সং.]
সামনাসামনি — মুখোমুখি। সাক্ষাতে। [ঃ 'সামনাসামনি' বলা।] **সামনে** — সম্মুখে, সমক্ষে।
সামন্ত — অধীন রাজা, ভুঁইয়া। পদবী বিশেষ। **সামন্ততন্ত্র** — সামন্তদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, feudalism. ণ. — **সামন্ততান্ত্রিক**।
সামবায়িক — ণ. সমবায় সংক্রান্ত। [ঃ 'সামবায়িক' প্রতিষ্ঠান।]
সাময়িক — ণ. অল্পকাল স্থায়ী। [ঃ 'সাময়িক' উত্তেজনা।] সময় সংক্রান্ত। [সং.] **সাময়িকী** — সাময়িক রচনাদি বা রচনাদির সংকলন।
সামরিক — ণ. সমর সংক্রান্ত, যুদ্ধ সংক্রান্ত। যুদ্ধে ব্যবহার্য, যুদ্ধোপযোগী। [সং.]
সামর্থ্য — ক্ষমতা, শক্তি। [সং.]
সামলানো—ক্রি. সংযত করা, সংবরণ করা, রোধ করা। [ঃ নিজেকে 'সামলানো'; ঃ বেগ 'সামলানো'।] রক্ষা করা। [ঃ ছেলে 'সামলানো'; ঃ টাকাকড়ি 'সামলানো'।] ধ্বংস পতন বা স্খলনের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করা। [ঃ 'সামলে' উঠেছে; ঃ 'সামলে' নিয়েছে।] বি. ঐ সকল অর্থে। **টাল সামলানো** — ভারসাম্য বজায় রাখা।
সামসময়িক — ('সমসাময়িক' দেখ।)
সামাজিক — ণ. সমাজ সংক্রান্ত। [ঃ 'সামাজিক' নিয়ম।] দলবদ্ধভাবে থাকিতে অভ্যস্ত। [ঃ মানুষ 'সামাজিক' প্রাণী।] মিশুকে। [সং.] বি. **সামাজিকতা** — সমাজে প্রচলিত নিয়ম মানিয়া চলন, লৌকিকতা। সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার।
সামান্য — ণ. সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন। বর্গের বা শ্রেণীর সকলের মধ্যে আছে এমন। [ঃ 'সামান্য' গুণ; ঃ অ-'সামান্য'।] অল্প, ঈষৎ। তুচ্ছ, মূল্যহীন। স্ত্রী. — **সামান্যা**। বি. — **সামান্যতা**। **সামান্যতঃ** — সাধারণতঃ।
সামাল — 'সামলাও' 'সামলাও' এইরূপ উক্তি, সতর্কীকরণের জন্য ডাক। প্রতিরোধ। [ঃ 'সামাল' দেওয়া।]
সামিয়ানা — ('শামিয়ানা' দেখ।)
সামিল — ('শামিল' দেখ।)
সামীপ্য — বি. নৈকট্য, সান্নিধ্য, নিকটবর্তিতা। [সং.]
সামুদ্র, সামুদ্রক, সামুদ্রিক — বি. করুরেখা বা দেহস্থ চিহ্নাদির দ্বারা ভাগ্যগণনাবিদ্যা। ণ. সমুদ্র সংক্রান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, সমুদ্রজাত। [সং.]
সামূহিক — সমূহ সংক্রান্ত, সমষ্টিগত।
সাম্পান — একরকম ছোট নৌকা। [চীনা সাং-পাং।]
সাম্প্রতিক — ণ. এখনকার, অধুনাতন, ইদানীন্তন। [সং.]
সাম্প্রদায়িক — ণ. সম্প্রদায় সংক্রান্ত। নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি এবং অপরের সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ আছে এমন। [ঃ 'সাম্প্রদায়িক' মনোভাব।] [সং.] বি. — **সাম্প্রদায়িকতা**।
সাম্য — বি. সমতা, সমান ভাব। অর্থাদি সংক্রান্ত পার্থক্য নাই এমন অবস্থা। **সাম্যবাদ** — অর্থাদি সংক্রান্ত পার্থক্য দূর করিয়া সকল মানুষকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিলে সমাজের উন্নতি হইবে এই মতবাদ, communism. **সাম্যবাদী** — ণ. সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সাম্যবাদ সংক্রান্ত। [সং. সাম্যবাদিন্।]
সাম্রাজ্য — সম্রাটের অধীন রাজ্য বা রাজ্যসমূহ। কোনও রাষ্ট্রের অধীন বিদেশী রাজ্য বা রাজ্যসমূহ। [সং.] **সাম্রাজ্যবাদ** — সাম্রাজ্যবিস্তারের দ্বারা রাষ্ট্রের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি হইতে পারে

এইরূপ মতবাদ, imperialism. **সাম্রাজ্যবাদী** — সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী, সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত, imperialist.

সায় — সম্মতি, সমর্থন। [ঃ 'সায়' দেওয়া।]

সায় — শেষ। [ঃ পালা 'সায়' হওয়া।]

সায়ংকাল — সন্ধ্যাবেলা। [সং.] ণ. **সায়ংকালীন** — সন্ধ্যাবেলাকার, সান্ধ্য।

সায়ংকৃত্য, সায়ংসন্ধ্যা — বি. সন্ধ্যায় করণীয় উপাসনাদি।

সায়ক — তীর, বাণ। খড়্গ। [সং.]

সায়ন — গ্রহাদির বিষুবলম্ব। **সায়না-...চার্য** — বেদের বিখ্যাত টীকাকার।

সায়ন্তন — সন্ধ্যাকালীন। [সং.] স্ত্রী. — **সায়ন্তনী**।

সায়র —(কবিতায়) সাগর। দিঘি, সরোবর। [সং. সাগর।]

সায়া — মেয়েদের শাড়ির নীচে পরিধেয় ঘাঘরা জাতীয় অন্তর্বাস। [পো. saia.]

সায়াহ্ন — সন্ধ্যা, সাঁঝ। ণ. — **সায়াহ্নিক**।

সাযুজ্য — বি. ঐক্য, মিলন। [ঃ ব্রহ্ম-'সাযুজ্য'।]

সায়ুধ — সশস্ত্র। [সং.]

সায়েব — ('সাহেব' দেখ।)

সায়েস্তা — ('শায়েস্তা' দেখ।)

সার—বি. শ্রেষ্ঠ ও মূল অংশ। বৃক্ষের মজ্জা ও শক্ত অংশ। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিকর বস্তু। শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী বস্তু। [ঃ শাস্ত্রের 'সার'।] শেষ ফলাফল। [ঃ দৌড়া-দৌড়িই 'সার'।] ণ. শ্রেষ্ঠ ও সত্য। আসল ও সংক্ষিপ্ত। [ঃ 'সার' কথা।] [সং.] **সারগর্ভ** — উত্তম বস্তুতে পূর্ণ। [ঃ 'সারগর্ভ' উপদেশ।] **সারগ্রাহী** — শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণকারী। [সং. সারগ্রাহিন্।] বি. — **সার-গ্রাহিতা**। **সারবান্** — ভিতরে সারবস্তু আছে এমন, সারগর্ভ। বি. — **সারবত্তা**।

সার — (কথ্য) সারি, শ্রেণী।

সার — ('স্যার' দেখ।)

সারক — রেচক, দাস্ত করায় এমন।

সারকচু — জলে জন্মে এমন একরকম মানকচু।

সারঙ্গ — বি. একরকম হরিণ। ণ. বিচিত্রবর্ণ। [সং.] স্ত্রী. — **সারঙ্গী**।

সারঙ্গ — বেহালা জাতীয় একরকম বাদ্য-যন্ত্র। **সারঙ্গী** — যে সারঙ্গ বাজায়, সারঙ্গবাদক।

সারণী — ক্ষুদ্র নদী। তালিকা, table. [সং.]

সারথি — রথচালক। [সং.] **সারথ্য** — রথচালকের কাজ, রথচালনা।

সারদা — ('শারদা' দেখ।)

সারবন্দী — শ্রেণীবদ্ধ, সারিতে সজ্জিত।

সারমেয় — কুকুর। [সং.] স্ত্রী. — **সার-মেয়ী**।

সারলোহ — ইস্পাত। [সং.]

সারল্য — সরলতা, অকপট ভাব। [সং.]

সারস — একরকম বক জাতীয় বৃহৎ পক্ষী। [সং.] স্ত্রী. — **সারসী**।

সারস্বত—ণ. সরস্বতী বা বিদ্যা সংক্রান্ত। বিদ্বান্, পণ্ডিত। বি. সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রাচীন অঞ্চল। ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ। [সং.]

সারা — সমগ্র। [ঃ 'সারা' দেশে।] [সং. সর্ব।]

সারা — শেষ। [ঃ গান হ'ল 'সারা'।] ক্লান্ত। [ঃ খুঁজে 'সারা'।] আকুল। [ঃ কেঁদে 'সারা'।]

সারা — ক্রি. মেরামত করা। শেষ করা। [ঃ কাজ 'সারা'।] আরোগ্যলাভ করা। [ঃ 'সেরে' ওঠা।] (রোগ) দূরীভূত হওয়া। [ঃ অসুখ 'সেরেছে'।] অপদস্থ বা বিপন্ন করা। [ঃ এই রে, 'সেরেছে'!]

দফা সারা — অপদস্থ বা বিপন্ন করা।

সারাই — মেরামত করণ। মেরামতের জন্য ব্যয় বা মজুরি।

সারাংশ — সংক্ষিপ্ত ও মূল অংশ। [সং.]

সারানো — ক্রি. মেরামত করানো। নীরোগ করা, রোগমুক্ত করা। (রোগ) দূর করা।

সারাৎসার — সারেরও সার, সর্বোত্তম। [সং.]

সারাল, সারালো — সারযুক্ত, সারবিশিষ্ট।

সারি — শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি। **সারিবদ্ধ** — সারিতে সজ্জিত, সারবন্দী। **সারিবন্দী** — ('সারবন্দী' দেখ।) **সারি সারি** — বহু সারিতে সজ্জিত।

সারিক — শালিক পাখী। স্ত্রী. — **সারিকা**।

সারিগামা — ('সারেগামা' দেখ।)

সারী — সারিকা। রূপকথায় বর্ণিত শুক (টিয়া) পাখীর স্ত্রী। [: শুক-'সারী'-সংবাদ।]

সারূপ্য — সাদৃশ্য। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে রূপগত পার্থক্য লোপ, ঈশ্বরের সহিত ঐক্যলাভ। [সং.]

সারেং — ('সারেঙ' দেখ।)

সারেগামা — (সংগীতে) স্বরগ্রামের সংক্ষেপ। স্বরসাধনা, গলা সাধা। [: 'সারেগামা' করা।]

সারেঙ — জাহাজের চালক। [ফা. সর্‌হঙ্গ্‌।]

সারেঙ — সারঙ্গ, একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। [সং. সারঙ্গ।]

সারেঙ্গ — ('সারেঙ' দেখ।)

সার্কাস — মানুষ ও জীবজন্তুর নানারকম চমকপ্রদ ক্রীড়াকৌতুক ও কসরত। [ই. circus.]

সার্জ — একরকম পশমী কাপড়। [ই. serge.]

সার্জন, সার্জেন — অস্ত্রচিকিৎসক। [ই. surgeon.] **সার্জারি** — অস্ত্রচিকিৎসা। [ই. surgery.]

সার্জেণ্ট — একশ্রেণীর পদস্থ পুলিশ কনস্টেবল। এক শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী। [ই. sergeant.]

সার্ট — ('শার্ট' দেখ।)

সার্টিফিকেট — প্রশংসাপত্র। প্রমাণপত্র। [ই. certificate.]

সার্থ — ণ. ধনযুক্ত। মানেযুক্ত। বি. বণিক্‌সমূহ। [সং.]

সার্থক — ণ. অর্থযুক্ত। সফল, চরিতার্থ, কৃতার্থ। [সং.] বি. — **সার্থকতা**। **সার্থকনামা** — যাহার নামের অর্থ কার্যতঃ সত্যে পরিণত হইয়াছে এমন। সংগতভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে এমন।

সার্থবাহ — বণিকের দল। একত্র গমনকারী বণিকদল, caravan. পথপ্রদর্শক। [সং.]

সার্ধ — অর্ধেকের সহিত বর্তমান, অর্ধযুক্ত, সাড়ে। [সং.]

সার্ব — ণ. সর্ব সংক্রান্ত। বিশ্বজনীন। [সং.] **সার্বকালিক, সার্বকালীন** — সকল সময়ের, সর্বকাল সংক্রান্ত। **সার্বজনীন** — সকলের জন্য সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত। সকলের পক্ষে হিতকর, সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ। বি. — **সার্বজনীনতা**। **সার্বজাতিক** — সকল জাতি সংক্রান্ত। সর্বজাতিগত। **সার্বত্রিক** — সর্বব্যাপী। [সং.] **সার্বভৌম** — ণ. চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে এমন, সম্পূর্ণ স্বাধীন, sovereign. বিশ্বব্যাপী। বি. সম্রাট, রাজচক্রবর্তী। [সং.] পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। বি. **সার্বভৌমতা** — সর্বব্যাপী অধিকার, চূড়ান্ত অধিকার, sovereignty. **সার্বরাষ্ট্রিক** — ণ. সকল রাষ্ট্র সংক্রান্ত। **সার্বলৌকিক** — ণ. সর্বসাধারণের, সার্বজনীন। বি. — **সার্ব-**

লৌকিকতা।

সার্ভে — পরিদর্শন। জরিপ। [ই. survey.] **সার্ভেয়ার** — যে জরিপ করে। [ই. surveyor.]

সাল — বৎসর। বিশেষ রীতি অনুসারে সংখ্যাত বৎসর। বাংলা বা হিজরী সন। [ফা. সাল্।] **সালতামামি** — বছর-শেষ। বাৎসরিক বিবরণ। **বাংলা সাল** — খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ বৎসর কম হিসাবে সংখ্যাত অব্দ।

সালংকার, সালঙ্কার — ণ. অলংকারযুক্ত, অলংকৃত। [সং.] স্ত্রী. — **সালংকারা, সালঙ্কারা।**

সালতি — ('শালতি' দেখ।)

সালব-মিস্রি, সালমমিছরি — একরকম কন্দ যাহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। [আ. সালব-মিস্‌রি।]

সালসা — একরকম রক্তশোধক ও বলবর্ধক ঔষধ বা মূল। [পো. salsa.]

সালাম — ('সেলাম' দেখ।)

সালামত — শান্তি ও নিরাপত্তা, কল্যাণ। [আ.]

সালিক — ('শালিক' দেখ।)

সালিয়ানা — বার্ষিক। বার্ষিক বৃত্তি। [ফা. সাল্-আনাহ্।]

সালিস — মধ্যস্থ, মীমাংসক। [ঃ 'সালিস' মানা।] [ফা. সালিস।] **সালিসনামা** — মধ্যস্থের দ্বারা রচিত দলিল, মধ্যস্থের রায়। **সালিসি** — মধ্যস্থতা। [ঃ 'সালিসি' করা।] **সালিসী** — ণ. মধ্যস্থের দ্বারা বিচার্য, সালিস সংক্রান্ত। [ঃ 'সালিসী' মামলা।]

সালু — একরকম লাল রঙের সুতী কাপড়।

সালোক্য — উপাস্যের সহিত উপাসকের একই লোকে বাসকরণ। [সং.]

[illegible] — বায়ুলাঘব উদ্‌বৃত্ত অবস্থা।

সাশ্রু — ণ. অশ্রুপূর্ণ, অশ্রুভরা। [ঃ 'সাশ্রু'নয়নে।] [সং.]

সাষ্টাঙ্গ — ণ. জানু পদ হস্ত বক্ষ মস্তক দৃষ্টি বুদ্ধি ও বাক্য এই অষ্ট অঙ্গের সহিত কৃত। [ঃ 'সাষ্টাঙ্গ' প্রণাম।] [সং.]

সাসপেন্ড — সাময়িকভাবে কার্যকলাপ বন্ধ করা হইয়াছে এমন। [ই. suspend.]

সাহচর্য — সহচরত্ব, সঙ্গ, সংসর্গ, একত্র কাজ বাস ভ্রমণ ইত্যাদি। [সং.]

সাহস — ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা। [সং.] **সাহসিক** — ণ. সাহসপূর্ণ। [ঃ 'সাহসিক' অভিযান।] বি. — **সাহসিকতা। সাহসী** — ণ. যাহার সাহস আছে এমন, নির্ভীক। স্ত্রী. — **সাহসিনী।**

সাহা — বণিক্ সম্প্রদায়ের উপাধি বিশেষ। [সং. সাধু।]

সাহানা — (সংগীতে) একটি রাগিণী।

সাহায্য — সহায়তা। আনুকূল্য, অপরের দুঃখ অভাব ইত্যাদি মোচনের জন্য দান চেষ্টা ইত্যাদি। [সং.]

সাহারা — আফ্রিকার সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।

সাহিত্য — বি. কথার দ্বারা ভাবপূর্ণ চিত্তাকর্ষক রচনা। কোনও ভাষায় কোনও দেশে কোনও যুগে বা কোনও ব্যক্তির দ্বারা রচিত পুস্তকাদির সমষ্টি। [ঃ বাংলা 'সাহিত্য'; ঃ আধুনিক 'সাহিত্য'; ঃ রবীন্দ্র-'সাহিত্য'।] ভাষাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ইত্যাদিতে পাঠ্য রচনাসংকলন। [সং.] **সাহিত্যিক** — ণ. সাহিত্য সংক্রান্ত। [ঃ 'সাহিত্যিক' প্রতিভা।] বি. সাহিত্যরচনাকারী।

সাহু — ব্যবসায়ী। বণিক্ শ্রেণীর উপাধি বিশেষ। [সং. সাধু।] **সাহুকার** — হুণ্ডির কাজ করে এমন বড় মহাজন, সাউকার। **সাহুকারি** — সাহুকারের কাজ বা পেশা, সাউকারি। (ব্যঙ্গে) সাধুতা

প্রদর্শন।

সাহেব — সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহাশয়, বাবু। ইংরেজ বা ইউরোপীয় ব্যক্তি। ইউরোপীয় পোশাক পরে বা ইউরোপীয় কায়দায় থাকে এমন ভদ্রলোক। সম্মানসূচক শব্দ যাহা নাম বা পদের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ লাট-'সাহেব'; ঃ রিচার্ডসন 'সাহেব'; ঃ করিম 'সাহেব'; ঃ সেন 'সাহেব'।] সাহেব বা রাজার ছবিযুক্ত তাস। [আ. সাহিব্।] স্ত্রী. — **মেম, বিবি, সাহেবা।** [ঃ সাহেব-'মেম'; ঃ সাহেব-'বিবি'; ঃ বেগম-'সাহেবা'।] **সাহেব-সুবো** — সাহেব এবং ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি। **সাহেবি, সাহেবিয়ানা** — সাহেবের মতো চালচলন বা পোশাক-পরিচ্ছদ। [ঃ 'সাহেবি' করা।] **সাহেবী** — ণ. সাহেবের মতো, সাহেব সংক্রান্ত। [ঃ 'সাহেবী' ঢং।]

সিউলি, সিউলী — হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর একটি জাতি যাহারা খেজুর রস ও গুড় করে।

সিংদরজা — সিংহদ্বার, প্রবেশদ্বার।

সিংহ — একরকম বন্য হিংস্র জন্তু, পশুরাজ। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের পঞ্চম রাশি। হিন্দু বা শিখের পদবী বিশেষ। শ্রেষ্ঠ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'সিংহ'; ঃ পুরুষ-'সিংহ'।] [সং.] স্ত্রী. — **সিংহী, সিংহিনী। সিংহদ্বার** — প্রধান প্রবেশদ্বার, সিংদরজা। (মূল অর্থ—সিংহমূর্তি-শোভিত দ্বার।) **সিংহনাদ** — সিংহের গর্জন। সিংহের গর্জনের মতো ভয়ংকর শব্দ। **সিংহবাহিনী** — সিংহ যে দেবীর বাহন, দুর্গা। **সিংহাবলোকন** — সিংহের মতো যাইবার সময়ে পিছনের দিকে গম্ভীরভাবে দৃষ্টিপাত।

সিংহল — ভারতের দক্ষিণস্থ দ্বীপ। **সিংহলী** — সিংহলের অধিবাসী।

সিংহাসন — রাজার বা দেববিগ্রহের আসন। (মূল অর্থ—সিংহচিহ্নিত আসন।) [সং.] **সিংহাসনে আরোহণ** — রাজ্যাভিষেক, রাজ্যলাভ। **সিংহাসন লাভ** — রাজ্যলাভ, রাজা হওয়া। **সিংহাসন হারানো** — রাজ্যচ্যুত হওয়া। **সিংহাসনচ্যুত** — ণ. রাজ্যচ্যুত। স্ত্রী. — **সিংহাসনচ্যুতা। সিংহাসনারূঢ়** — সিংহাসনে উপবিষ্ট। রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত।

সিক — ('শিক' দেখ।)

সিকতা — বালুকা। [সং.]

সিকনি — ('শিকনি' দেখ।)

সিকা — ('শিকা' দেখ।)

সিকা, সিকি, সিকে — চারি ভাগের এক ভাগ। টাকার চারি ভাগের এক ভাগ। চারি আনা পরিমিত মুদ্রা। [আ. সিক্কহ্।]

সিক্কা — বাদশাহী আমলের বা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের টাকা। [আ. সিক্কহ্।]

সিক্ত — ভিজা, আর্দ্র। [সং.] স্ত্রী. — **সিক্তা।** বি. — **সিক্ততা।**

সিক্থ — মোম। [সং.]

সিগার — চুরুট। [ই. cigar.]

সিগারেট — পাতলা কাগজে মোড়া ছোট সরু চুরুট। [ই. cigarette.] **সিগারেট ফুঁকা** — (ব্যঙ্গে বা নিন্দায়) সিগারেট খাওয়া।

সিগন্যাল — সংকেত। ট্রেন আসিবার সময় হইয়াছে জানাইবার জন্য সংকেত এবং সংকেতসূচক যন্ত্র। [ই. signal.] **সিগন্যাল ডাউন হওয়া** — ট্রেন আসিবার সময় হইয়াছে বুঝাইবার জন্য সিগন্যালের পাখা ঝুলিয়া পড়া। (ব্যঙ্গে) সময় আসন্ন হওয়া।

সিঙাড়া — ('শিঙাড়া' দেখ।)

সিজ — মনসাগাছ।

সিজা — ক্রি. (গ্রাম্য) জলে সিদ্ধ হওয়া।
সিজিল — শৃঙ্খলা। [হি. সজিলা।]
সিঝা — ('সিজা' দেখ।)
সিঞ্চন — বি. সেচন, সিক্ত করণ। [সং.]
সিঞ্চা — ক্রি. (কবিতায়) সিঞ্চন করা।
সিঞ্চিত — ণ. সিঞ্চন করা হইয়াছে এমন। সিক্ত। [সং.]
সিটকানো — ক্রি. ঘৃণা ইত্যাদির জন্য অংগ কুঞ্চিত করা। [ঃ নাক 'সিটকানো'।]
সিটি — মহানগর, বড় শহর। [ই. city.]
সিটি — ('শিটি' দেখ।)
সিণ্ডিকেট — পরিষদ্। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকসভা। [ই. syndicate.]
সিড়সিড় — চুলকানি শিহরণ ইত্যাদির জন্য ঈষৎ অস্বস্তিকর অনুভূতি।
সিত — ণ. সাদা, শুক্ল। [সং.]
সিতাংশু — চাঁদ। [সং.]
সিতি — ণ. নীল বা কালো। [ঃ 'সিতি'-কণ্ঠ।] [সং.] **সিতিকণ্ঠ** — নীলকণ্ঠ, শিব।
সিঁথা — ('সিঁথি' দেখ।)
সিঁথি — দুই পাশে আঁচড়ানো চুলের মধ্যরেখা। [সং. সীমন্ত।] **সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হওয়া** — চিরজীবন সধবা থাকা। **সিঁথি, সিঁথিমউড়** — সিঁথিতে পরিবার গহনা, সিঁথির মুকুট।
সিঁদুর — একরকম রক্তবর্ণ চূর্ণ যাহা হিন্দু সধবারা কপালে ও সিঁথিতে পরেন, সিন্দুর। [সং. সিন্দূর।]
সিদ্ধ — ণ. সফল, নিষ্পন্ন। [ঃ মনস্কাম 'সিদ্ধ' হয়েছে।] প্রমাণিত। [ঃ যুক্তি-'সিদ্ধ'।] সাধনাদিতে সাফল্য লাভ করিয়াছে এমন। [ঃ 'সিদ্ধ' পুরুষ।] মন্ত্রপূত। [ঃ 'সিদ্ধ' কবচ।] নিপুণ, পারদর্শী। [ঃ 'সিদ্ধ'-হস্ত।] জল ইত্যাদি দিয়া উত্তাপে ফুটানো হইয়াছে এমন। [ঃ'সিদ্ধ' চাউল।] বি. দেবযোনি বিশেষ। স্ত্রী. — সিদ্ধা। বি. — সিদ্ধি
সিদ্ধকাম — যাহার কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এমন। **সিদ্ধপীঠ** — বহুসংখ্যক বলি ও হোম ইত্যাদির দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়াছে এমন স্থান। **সিদ্ধপুরুষ** — সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন ব্যক্তি, সিদ্ধ যোগী। **সিদ্ধমনোরথ** — ('সিদ্ধকাম' দেখ।) **সিদ্ধরস** — পারদ। **সিদ্ধহস্ত** — নিপুণ, পারদর্শী।
সিদ্ধাই — সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধাচার্য।
সিদ্ধাচার্য — এক শ্রেণীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।
সিদ্ধান্ত — মীমাংসা, নির্ধারণ, রায়। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ। [সং.]
সিদ্ধার্থ — বি. বুদ্ধদেব। ণ. সফলকাম।
সিদ্ধি — একরকম মাদক দ্রব্য, ভাঙ।
সিদ্ধি — বি. সফলতা, সাফল্য। সাধনায় সাফল্য। [সং.] **সিদ্ধিদাতা** — যিনি সাফল্য দান করেন, গণেশ। [সং. সিদ্ধি-দাতৃ।] স্ত্রী. **সিদ্ধিদাত্রী** — সিদ্ধিদান-কারিণী, সাফল্যদায়িনী, দুর্গা। **সিদ্ধি-দায়িনী** — সিদ্ধিদাত্রী।
সিঁধ — চুরি করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ালে কাটা গর্ত। [ঃ 'সিঁধ' দেওয়া।] [সং. সন্ধি।] **সিঁধকাঠি** — সিঁধ কাটিবার উপযোগী ছোট শাবল।
সিধা, সিধে — সোজা। [ঃ 'সিধা' পথ।] একটানা, বরাবর। শাস্তির দ্বারা সংশোধিত। [ঃ মেরে 'সিধা' করা।]
সিধা, সিধে — রাঁধিবার জন্য চাল ডাল কাঁচা তরকারি ইত্যাদি।
সিঁধাল, সিঁধেল — সিঁধ কাটিয়া চুরি করে এমন। [ঃ 'সিঁধেল' চোর।]
সিন — নাটকের দৃশ্য। থিয়েটারের দৃশ্য-পট। [ই. scene.] **সিন-সিনারি** — থিয়েটারের দৃশ্যপট ও ঐরূপ জিনিস।
সিনকোনা — একরকম গাছ যাহা হইতে

কুইনিন হয়। [ই. cinchona.]

সিনা — বুক, বক্ষ। [: 'সিনার' মাংস।] [ফা.]

সিনান — (প্রাচীন কবিতায়) স্নান। [: অমিয় সাগরে 'সিনান' করিনু।]

সিনারিও — সিনেমার উপযোগী করিয়া লিখিত নাটক, চিত্রনাট্য। [ই. scenerio.]

সিনিক — জীবনে হতাশ ও অবিশ্বাসী। এক শ্রেণীর প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক যাঁহারা কুকুরের মতো বিনয় ও সরলতার মধ্যে জীবন যাপন করা উচিত এই মতবাদ পোষণ ও প্রচার করিতেন। [ই. cynic.]

সিনিসিজম্ — জীবন সম্পর্কে হতাশা ও অবিশ্বাসের মতবাদ। একরকম প্রাচীন গ্রীক দর্শন যাহাতে আড়ম্বরহীন সরল জীবন যাপনের কথা বলা হইয়াছে। [ই. cynicism.]

সিনেট — মন্ত্রণাসভা। উচ্চতন আইন-সভা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাসভা। [ই. senate.]

সিনেটর — সিনেটের সদস্য। [ই. senator.]

সিনেমা — চলচ্চিত্র। [ই. cinema.] **সিনেমা হাউস** — চলচ্চিত্র দেখাইবার বাড়ি। **সিনেমা স্টার** — সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্রতারকা। [ই. cinema star.]

সিন্দুক — একজাতীয় বড় বাক্স। [ফা. সন্দুক।]

সিন্দুর — সিঁদুর। [সং.] **সিন্দুরবিন্দু** — সিঁদুরের ফোঁটা।

সিন্ধিয়া — গোয়ালিয়রের দেশীয় রাজার উপাধি।

সিন্ধী — সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী। সিন্ধু অঞ্চল সংক্রান্ত।

সিন্ধু — সমুদ্র, সাগর। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত নদ। উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অঞ্চল, পশ্চিম পাকিস্থানের একটি অংশ। (সংগীতে) একটি রাগিণী। [সং.] **সিন্ধুঘোটক** — একরকম বৃহৎকায় সামুদ্রিক জন্তু, walrus. **সিন্ধুদেশ** — সিন্ধু প্রদেশ। সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চল। **সিন্ধু-সভ্যতা** — সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলের অতি প্রাচীন সভ্যতা যাহার ধ্বংসাবশেষ হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সিন্নি — (কথ্য) শিরনি।

সিপাই, সিপাহী — সৈনিক। প্রহরী, রক্ষী। [ফা. সিপাহ্।]

সিপ্রা — ('শিপ্রা' দেখ।)

সিভিল — অসামরিক। [ই. civil.] **সিভিল কোর্ট** — দেওয়ানী আদালত। **সিভিল ম্যারেজ** — (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে) আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ। **সিভিল সাপ্লাই** — জনসাধারণের জন্য সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা। **সিভিল সার্জন** — পদস্থ সরকারী ডাক্তার। **সিভিল সার্ভিস** — উচ্চ রাজকার্য ও তৎসংক্রান্ত নিয়োগ ব্যবস্থা।

সিম — ('শিম' দেখ।)

সিমেণ্ট — চুনাপাথর ও মাটি পুড়াইয়া প্রস্তুত একরকম চূর্ণদ্রব্য যাহা জলে মিশাইলে জমাট বাঁধে ও পাথরের মতো শক্ত হয়। [ই. cement.] **সিমেণ্ট করা** — সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো।

সিয়া — কালো। [: নীল 'সিয়া' আসমান।] [ফা. সিয়াহ্।]

সিরকা — আঙুর গুড় ইত্যাদির গাঁজানো টক রস। [ফা. সির্কা।]

সিরসির শিহরণ সূচক অনুকার।

সিরিয়া — দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি

দেশ। ণ. **সিরীয়** — সিরিয়া সংক্রান্ত। সিরিয়ার অধিবাসী।

সিরিশ — চামড়া হাড় ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত একরকম আঠা। **সিরিশ কাগজ** — সিরিশ দিয়া কাঁচের গুঁড়া লাগানো একরকম কাগজ যাহা ঘসিয়া কাঠ ইত্যাদি মসৃণ করা হয়।

সির্কা — ('সিরকা' দেখ।)

সিলাই — ('সেলাই' দেখ।)

সিলিণ্ডার — বেলনের আকারের দণ্ড। [ই. cylinder.]

সিল্ক — রেশম। রেশমী কাপড়। [ই. silk.]

সিসৃক্ষা — সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা, সৃজনেচ্ছা। [সং.] ণ. **সিসৃক্ষু** — সৃজন করিতে ইচ্ছুক।

সীজার — রোমের প্রাচীন কালের সম্রাট।

সীট — বসিবার জায়গা, আসন। [ই. seat.]

সীতা — (লাঙল দিয়া কর্ষণের ফলে উৎপন্ন রেখা।) বিদেহরাজ জনকের কন্যা ও রামের পত্নী। [সং.] **সীতাকান্ত** — রামচন্দ্র। **সীতাকুণ্ড** — কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণের নাম (মুঙ্গের চট্টগ্রাম চন্দ্রনাথ তীর্থ ইত্যাদিতে)। **সীতানাথ, সীতাপতি** — রামচন্দ্র। **সীতাভোগ** — একরকম মিষ্টান্ন। **সীতেশ** — রামচন্দ্র।

সীৎকার, সীৎকৃতি — ('শীৎকার' দেখ।)

সীধু — ('শীধু' দেখ।)

সীন — ('সিন' দেখ।)

সীবন — সেলাই, সূচিকর্ম, সূচের কাজ। [সং.] **সীবনী** — সূচ, ছুঁচ। **সীবনী শিল্প** — ছুঁচের কাজ।

সীমন্ত — সিঁথি। [সং.] **সীমন্তক** — সিঁদুর। **সীমন্তিনী** — সিঁথিতে সিঁদুর দেয় এমন নারী, সধবা। **সীমন্তোন্নয়ন** — গর্ভবতী নারী সংক্রান্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

সীমা — প্রান্ত, শেষ, অবধি। বেলাভূমি, সমুদ্রতীর। [সং. সীমন্।] **সীমাবদ্ধ** — সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট। অল্প, অপরিসর। [ঃ সীমাবদ্ধ 'জ্ঞান'; ঃ মানুষের শক্তি 'সীমাবদ্ধ'।] **সীমারেখা** — সীমানির্দেশক রেখা। **সীমাহীন** — অশেষ, অসীম। বি. — **সীমাহীনতা**।

সীমানা — সীমা। জমির প্রান্ত, চৌহদ্দি। [সং. সীমন্।]

সীমান্ত — শেষ সীমা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, দেশের সীমা সূচক স্থান। **সীমান্তপ্রদেশ** — দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। **সীমান্তবর্তী** — সীমান্তে অবস্থিত, প্রান্তবর্তী।

সীল, সীলমোহর — অফিস প্রতিষ্ঠান সরকার ইত্যাদির স্বীকৃতি সূচক গালা কালি ইত্যাদির ছাপ দিবার যন্ত্র। ঐ যন্ত্রের ছাপ। [ই. seal.] **সীল করা** — ঐরূপ ভাবে ছাপ দেওয়া। **সীল ভাঙা** — ছাপযুক্ত গালা ভাঙা। **সীল মারা** — সীলমোহর ঠুকিয়া ছাপ দেওয়া। **সীলমোহর** — সীল করিবার উপযোগী যন্ত্র।

সীস — পেন্সিলের ভিতরকার জিনিস যাহা দিয়া লেখা যায়।

সীসক, সীসা, সীসে — একরকম সাদা রঙের ধাতু। [সং. সীসক।]

সু- — শুভ সুন্দর ভালো অতিশয় ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের আগে যুক্ত হয়। (তুঃ 'কু-'।)

সুইচ — বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালু বা বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার্য কল। [ই. switch.]

সুকঠিন — অতিশয় শক্ত। অতিশয় দুষ্কর। অতিশয় নির্দয়। অতিশয় দুর্বোধ্য।

সুকতলা — ('সুখতলা' দেখ।)

সুকণ্ঠ — ণ. যাহার কণ্ঠস্বর মধুর এমন। [ঃ 'সুকণ্ঠ' গায়ক।] বি. মধুর কণ্ঠস্বর। স্ত্রী. — **সুকণ্ঠী**।

সুকবি — ভালো কবিতা লিখিতে পারে এমন ব্যক্তি।

সুকুমার — ণ. অতিশয় কোমল। অতি অল্পবয়স্ক। সুচারু। [সং.] স্ত্রী. — **সুকুমারী**।

সুকৃৎ — ('সুকৃতী' দেখ।)

সুকৃত — ণ. সুসম্পন্ন। সুনির্মিত। পুণ্যবান্, ধার্মিক। স্ত্রী. — **সুকৃতা**। বি. **সুকৃতি** — ভালো কাজ, সৎ কর্ম। পুণ্য। কল্যাণ। সৌভাগ্য। **সুকৃতী** — সৎকর্মকারী। পুণ্যবান্। ভাগ্যবান্। [সং. সুকৃতিন্।]

সুকেশ — বি. ভালো চুল। ণ. যাহার চুল ভালো এমন। **সুকেশা** — ('সুকেশী' দেখ।) **সুকেশিনী** — (কবিতায়) সুকেশী। **সুকেশী** — সুন্দরকেশযুক্তা।

সুকৌশল — ভালো কৌশল, উত্তম কায়দা। **সুকৌশলে** — অত্যন্ত নিপুণভাবে। উত্তম কৌশলের সহিত।

সুক্ত, সুক্তানি, সুক্তা, সুক্তো — একরকম তিক্ত ব্যঞ্জন।

সুখ — আনন্দ, ফুর্তি। [ঃ 'সুখ' করা।] আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য। [ঃ 'সুখে' থাকা।] সুদিন, সৌভাগ্য। [ঃ 'সুখের' পায়রা।] [সং.] **সুখের পায়রা** — সুদিনে থাকে ও দুর্দিনে সরিয়া পড়ে এমন বন্ধু। **সুখের মুখ দেখা** — জীবনে প্রথম সুখ লাভ করা। **সুখকর** — আনন্দদায়ক, প্রীতিকর। স্ত্রী. — **সুখকরী**। **সুখতলা** — জুতার ভিতরের পাতলা নরম চামড়া যাহা পায়ের তলায় থাকে। **সুখদ** — সুখদানকারী। স্ত্রী. — **সুখদা**। **সুখদায়ক** — আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, সুখকর। স্ত্রী. — **সুখদায়িকা**। **সুখদায়িনী** — সুখদানকারিণী। **সুখপাঠ্য** — আনন্দের সহিত বা সহজে পড়া যায় এমন। **সুখভোগ** — আনন্দ উপভোগ। **সুখময়** — আনন্দে পূর্ণ। স্ত্রী. — **সুখময়ী**। **সুখশয্যা** — আনন্দদায়ক বিছানা। **সুখশান্তি** — আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য। **সুখসম্পদ্, সুখসম্পদ** — আনন্দ ও ধন-সম্পত্তি। **সুখসাধ্য** — আনন্দের সহিত করা যায় এমন। সহজে করা যায় এমন। **সুখসুপ্ত** — আরামে নিদ্রিত। **সুখসুপ্তি** — আনন্দময় নিদ্রা, আরামের ঘুম। **সুখস্পর্শ** — আনন্দদায়ক স্পর্শ। **সুখস্মৃতি** — অতীত আনন্দের কথা যাহা মনে পড়ে। **সুখস্বপ্ন** — আনন্দদায়ক স্বপ্ন। আনন্দের কল্পনা। **সুখস্বাচ্ছন্দ্য** — আনন্দ ও নিশ্চিন্ত ভাব।

সুখবর — শুভ সংবাদ, ভালো খবর।

সুখাদ্য — ভালো খাবার, উত্তম আহার্য দ্রব্য।

সুখাবহ — আনন্দজনক, সুখকর।

সুখাসীন — সুখে উপবিষ্ট। [সং.] স্ত্রী. — **সুখাসীনা**।

সুখী — আনন্দিত। সুখে আছে এমন। আনন্দে ও আরামে অভ্যস্ত। [সং. সুখিন্।] স্ত্রী. — **সুখিনী**।

সুখৈশ্বর্য — সুখ ও ধনসম্পদ্। [সং. সুখ + ঐশ্বর্য।]

সুখ্যাত — ণ. উত্তমরূপে খ্যাত, বিখ্যাত। [ঃ 'সুখ্যাত' লেখক।] [সং.] বি. **সুখ্যাতি** — যশ, সুনাম। [ঃ 'সুখ্যাতি' আছে।] প্রশংসা। [ঃ 'সুখ্যাতি' করা।]

সুগঠিত — ণ. সুন্দররূপে গঠিত। [ঃ 'সুগঠিত' দেহ।] [সং.]

সুগত — ণ. ভালোভাবে গিয়াছে এমন। বি. বুদ্ধদেব। [সং.]

সুগন্ধ — বি. ভালো গন্ধ, মিষ্ট গন্ধ, সুবাস। [ঃ ফুলের 'সুগন্ধ'।] ণ. মিষ্টগন্ধযুক্ত। [ঃ 'সুগন্ধ' বাতাস।] [সং.]

সুগন্ধি — বি. গন্ধদ্রব্য। ণ. সুগন্ধযুক্ত।

সুগভীর — অতিশয় গভীর। [ঃ 'সুগভীর' সমুদ্র।] অতিশয় নিবিড়। [ঃ 'সুগভীর' অরণ্য।] [সং.]

সুগম — অনায়াসে যাওয়া যায় এমন। [ঃ যাত্রাপথ 'সুগম' হ'ল।] সহজ-লভ্য। সহজবোধ্য। **সুগম্য** — সুগম।

সুগ্রীব — ণ. যাহার গ্রীবা সুন্দর। বি. রামায়ণে বর্ণিত বানররাজ বালীর ভ্রাতা ও রামচন্দ্রের বন্ধু।

সুচরিত — ণ. যাহার স্বভাব সুন্দর, সচ্চরিত্র। স্ত্রী. — **সুচরিতা**। **সুচরিতেষু** — কল্যাণীয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ। স্ত্রী. — **সুচরিতাসু**।

সুচরিত্র — বি. সৎ চরিত্র। ণ. সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র। স্ত্রী. — **সুচরিত্রা**।

সুচারু — অতিশয় সুন্দর।

সুচিক্কণ — অতিশয় মসৃণ।

সুচিত্রিত — সুন্দররূপে অঙ্কিত। সুন্দর ছবিতে পূর্ণ। স্ত্রী. — **সুচিত্রিতা**।

সুচিন্তিত — ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা হইয়াছে এমন, সুবিবেচিত। [ঃ 'সুচিন্তিত' অভিমত।]

সুচির — বি. সুদীর্ঘকাল। ণ. সুদীর্ঘ-কাল স্থায়ী।

সুচেতা — উদারচেতা। সন্তুষ্টচিত্ত। [সং. সুচেতস্।]

সুছন্দ — সুন্দর গঠনযুক্ত। [বয়ান 'সুছন্দ'।]

সুজন — ভালো লোক, সজ্জন।

সুজনি — একরকম মোটা সুতার বিছানার চাদর। [ফা. সোজনী।]

সুজলা — ণ. স্ত্রী. প্রচুর-জলশালিনী. প্রচুর পরিমাণে নদনদী আছে এমন।। [ঃ 'সুজলা' সুফলা বাংলাদেশ।] [সং.]

সুজাত — সদ্‌বংশীয়। শুভক্ষণে জাত। [সং.] স্ত্রী. — **সুজাতা**।

সুজি — গমের মোটা গুঁড়া।

সুট — বি. একসঙ্গে পরা যায় এমন কোট প্যান্ট ইত্যাদি। ণ. একসঙ্গে পরা যায় এমন। [ঃ এক 'সুট' জামাকাপড়; ঃ এক 'সুট' গহনা।] [ই. suit.]

সুটকেস — টিন চামড়া ইত্যাদির এক ধরনের বাক্স। [ই. suit-case.]

সুঠাম — যাহার গড়ন সুন্দর এমন, সুশ্রী

সুড়ঙ্গ — মাটির তলা দিয়া নির্মিত পথ দেওয়ালে খোঁড়া গর্ত। [সং. সুরঙ্গ।

সুড়সুড় — শিহরণ, কাতুকুতু। ঈষৎ চুলকানি ইত্যাদির বোধ সূচক অনুকার চুপিচুপি। [ঃ বিছানায় 'সুড়সুড়' করে গিয়ে ঢুকল।] **পিঠ সুড়সুড় করা** — (ব্যঙ্গে) মার খাইবার ইচ্ছা হওয়া। **সুড়সুড়ি** — সুড়সুড় করে এমন স্পর্শ, কাতুকুতু। [ঃ 'সুড়সুড়ি' দেওয়া।]

সুড়ুক, সুড়ুৎ — হঠাৎ দ্রুত ও চুপিচুপি প্রবেশ বা বাহিরে আগমন সূচক অনুকার।

সুডোল, সুডৌল — সুঠাম, সুগঠিত।

সুত — পুত্র। [সং.] স্ত্রী. **সুতা** — কন্যা, মেয়ে।

সুতনু — বি. সুন্দর দেহ। ণ. যাহার দেহ সুন্দর। অতিশয় ক্ষীণ।

সুতপা, সুতপাঃ — মহাতপা, উগ্র তপস্যাকারী। [সং. সুতপস্।]

সুতরাং — এই কারণে, অতএব, তাই [ঃ 'সুতরাং' যেতে হ'ল।] [সং সুতরাম্।]

সুতলি — সরু দাঁড়ি। সরু হার।

সুতহিবুক — হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে বিবাহের একটি শুভ লগ্ন। [সং.]

সুতা — ('সুত' দেখ।)

সুতা, সুতো — সূত্র, কাপাস ইত্যাদির তন্তু পাকাইয়া প্রস্তুত সরু লম্বা তারের মতো জিনিস। [সং. সূত্র।] **সুতা কাটা** — চরকায় সুতা তৈয়ার করা।

সুতার — সুস্বাদ।

সুতী — সুতা দিয়া তৈয়ারী। [ঃ 'সুতী' কাপড়।]

সুতীক্ষ্ণ — ণ. অতিশয় ধারালো। [ঃ 'সুতীক্ষ্ণ' ছুরিকা।] অতিশয় সক্রিয়। [ঃ 'সুতীক্ষ্ণ' বুদ্ধি।] [সং.] বি. — **সুতীক্ষ্ণতা।**

সুতীব্র — অত্যন্ত তীব্র, অতিশয় উগ্র।

সুদ — ঋণ বাবদ দেয় অতিরিক্ত অর্থ, কুশীদ। [ফা. সুদ।] **সুদখোর** — যে সুদ লইয়া টাকা ধার দেয়। যে অতিরিক্ত সুদ লয়।

সুদক্ষ — ণ. অতিশয় নিপুণ। স্ত্রী. — **সুদক্ষা।** বি. — **সুদক্ষতা।**

সুদক্ষিণা — পুরাণে বর্ণিত দিলীপ রাজার স্ত্রী।

সুদতী — সুন্দর-দন্তবিশিষ্টা।

সুঁদরি — সুন্দরবনে জাত একরকম গাছ ও তাহার কাঠ।

সুদর্শন — ণ. দেখিতে সুন্দর এমন, সুদৃশ্য, সুশ্রী। বি. বিষ্ণুর বিখ্যাত চক্র। [সং.] স্ত্রী. — **সুদর্শনা।**

সুদাম, সুদামা — শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত বাল্যবন্ধু।

সুদিন — শুভদিন। সুখের দিন।

সুদী — সুদ সংক্রান্ত। [ঃ 'সুদী' কারবার।]

সুদীর্ঘ — খুব লম্বা। অত্যন্ত উচ্চ। [ঃ 'সুদীর্ঘ' বৃক্ষ।] বহুদূরব্যাপী। [ঃ 'সুদীর্ঘ' পথ।] বি.—**সুদীর্ঘতা।**

সুদুঃসহ — অত্যন্ত দুঃসহ।

সুদুর্বহ — অতিশয় দুর্বহ।

সুদুর্লভ — অত্যন্ত দুর্লভ।

সুদুষ্কর — অতিশয় দুঃসাধ্য।

সুদুস্তর — অতিশয় দুস্তর।

সুদূর — ণ. অত্যন্ত দূরবর্তী। বি. অত্যন্ত দূরবর্তী স্থান। **সুদূরপরাহত** — অতিদূরে বাধাপ্রাপ্ত, যাহা হইবার বা ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম এমন, প্রায় অসম্ভব।

সুদৃঢ় — অতিশয় দৃঢ়। বি. — **সুদৃঢ়তা।**

সুদৃশ্য — ণ. দেখিতে ভালো এমন। বি. সুন্দর দৃশ্য। বি. — **সুদৃশ্যতা।**

সুদ্ধ — সহিত, সমেত। [ঃ সব 'সুদ্ধ' দশ টাকা।] ও, এমন কি, পর্যন্ত। [ঃ তুমি 'সুদ্ধ' এসেছ।]

সুধন্বা — উত্তম ধনুর্ধর। পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা।

সুধা — অমৃত। চুন। [ঃ 'সুধা'-ধবল।] [সং.] **সুধাংশু, সুধাকর** — চাঁদ। **সুধানিস্যন্দী** — যাহা হইতে সুধা ক্ষরে এমন। [ঃ 'সুধানিস্যন্দী' কণ্ঠ।] **সুধাময়** — সুধায় পূর্ণ, অমৃতময়।

সুধানো — ('শুধানো' দেখ।)

সুধী — অতিশয় বুদ্ধিমান্। পণ্ডিত, জ্ঞানী। [সং.]

সুধীর — অত্যন্ত ধীর। স্ত্রী. — **সুধীরা।**

সুনজর — প্রসন্ন দৃষ্টি, কৃপা বা ভালোবাসার দৃষ্টি। [ঃ 'সুনজরে' পড়া; ঃ 'সুনজরে' দেখা।]

সুনন্দ — ণ. অতিশয় আনন্দিত। [সং.] স্ত্রী. **সুনন্দা** — অতিশয় আনন্দিতা। উমার জনৈকা সখী।

সুনয়ন — বি. সুন্দর চোখ। ণ. সুন্দর-চোখবিশিষ্ট। স্ত্রী. — **সুনয়না।**

সুনাম — বি. খ্যাতি, প্রশংসা। গৌরব। [ঃ বংশের 'সুনাম' অক্ষুণ্ণ রেখেছে।]

সুনাসীর — দেবরাজ, ইন্দ্র। [সং.]

সুনিদ্রা — আনন্দদায়ক গাঢ় ঘুম। পু.

সুনিদ্রিত — গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। স্ত্রী. — **সুনিদ্রিতা**।

সুনিপুণ — অত্যন্ত দক্ষ, অতিশয় নিপুণ। স্ত্রী. — **সুনিপুণা**।

সুনিয়ন্ত্রণ — ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ। ণ. — **সুনিয়ন্ত্রিত**।

সুনিয়ম — ভালো নিয়ম। ণ. **সুনিয়মিত** — নিয়মের দ্বারা সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত বা ব্যবস্থিত।

সুনির্দিষ্ট — ভালোভাবে নির্দিষ্ট। বি.— **সুনির্দিষ্টতা**।

সুনির্মিত — সুন্দররূপে নির্মিত, উত্তম-রূপে গঠিত।

সুনিশ্চিত—অত্যন্ত নিশ্চিত, সন্দেহাতীত।

সুনীতি — উত্তম নীতি।

সুনীল — গাঢ় নীল, অত্যন্ত নীল।

সুন্দ — পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর, উপসুন্দের ভাই। রামায়ণে বর্ণিত মারীচের পিতা, তাড়কার স্বামী।

সুন্দর — দেখিতে ভালো এমন, সুদৃশ্য। ভালো, প্রশংসনীয়, মনোহর। ভালো-ভাবে, বেশ। স্ত্রী. **সুন্দরী** — রূপবতী, সুরূপা।

সুন্দরী — সুন্দরবনে জাত একরকম গাছ, সুঁদরি।

সুন্নৎ, সুন্নত — ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত পুরুষাঙ্গের চামড়া কাটিবার অনুষ্ঠান। [আ.]

সুন্নী — মুসলমানদের একটি প্রধান সম্প্রদায় যাহারা প্রথম চারিজন খলিফাকেই মহম্মদের বৈধ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করে। (তুঃ 'শিয়া'।) [আ.]

সুপ — ঝোল জাতীয় ব্যঞ্জন। [ই. soup.]

সুপক্ক — ভালোভাবে পাকা। উত্তমরূপে রাঁধা হইয়াছে এমন। বি. — **সুপক্কতা**।

সুপথ — ন্যায়ের পথ। উত্তম উপায়।

সুপথ্য — ভালো পথ্য।

সুপরীক্ষিত — ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এমন।

সুপর্ণ — ণ. সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট। বি. গরুড়। [সং.]

সুপাচ্য — সহজে পরিপাক করা যায় এমন। বি. — **সুপাচ্যতা**।

সুপাঠ্য — সহজে পড়া যায় এমন। বি. — **সুপাঠ্যতা**।

সুপাত্র — ভালো বর। উপযুক্ত পাত্র বা ব্যক্তি। স্ত্রী. **সুপাত্রী** — উপযুক্তা কন্যা।

সুপারি — একরকম গাছ ও তাহার ফলের বীজ, গুবাক।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট — তত্ত্বাবধায়ক, দেখা-শোনা করিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। [ই. superintendent.]

সুপারিশ — অপরের জন্য প্রশংসার সহিত অনুরোধ। [ফা. সুফারিশ্ ।]

সুপুত্র — যোগ্য পুত্র, পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র স্ত্রী. — **সুপুত্রী**।

সুপুরুষ — বি. সুশ্রী পুরুষ। ণ. সুন্দর পুরুষের মতো চেহারাবিশিষ্ট।

সুপ্ত — নিদ্রিত, ঘুমাইয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **সুপ্তা**। বি. **সুপ্তি** — ঘুম, নিদ্রা। **সুপ্তোত্থিত** — ঘুম হইতে উঠিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সুপ্তোত্থিতা**।

সুপ্রচলন — ব্যাপক চলন, অত্যন্ত প্রচলন। ণ. **সুপ্রচলিত** — খুব প্রচলিত, খুব চলে এমন।

সুপ্রচুর — বেশ প্রচুর, অনেক, বহু।

সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত — ণ. ভালোভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে এমন। সুপ্রসিদ্ধ। [সং.]

সুপ্রতুল — সুপ্রচুর।

সুপ্রভাত — শুভ প্রভাত। অভিবাদন সূচক শব্দ। (ইংরেজী 'গুড মর্নিং' কথার অনুবাদ।)

সুপ্রয়োগ — বি. ভালো প্রয়োগ, উপযুক্ত প্রয়োগ। [সং.] ণ. — **সুপ্রযুক্ত**।
সুপ্রসন্ন — অতিশয় প্রসন্ন। [সং.] স্ত্রী. — **সুপ্রসন্না**। বি.— **সুপ্রসন্নতা**।
সুপ্রসিদ্ধ — অত্যন্ত বিখ্যাত। স্ত্রী. — **সুপ্রসিদ্ধা**। বি. — **সুপ্রসিদ্ধি**।
সুপ্রিয় — অত্যন্ত প্রিয়। স্ত্রী. — **সুপ্রিয়া**।
সুফল — ভালো ফল, উত্তম পরিণতি। **সুফলা** — ণ. স্ত্রী. যেখানে প্রচুর ফসল ফলে এমন। [ঃ সুজলা 'সুফলা' বাংলা।]
সুফী — অতীন্দ্রিয়বাদী মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ। [আ. সুফী।]
সুবঙ্কিম — সুন্দরভাবে বাঁকা।
সুবচনী — দেবীবিশেষ।
সুবদন — বি. সুন্দর মুখ। ণ. যাহার মুখ সুন্দর এমন। স্ত্রী. — **সুবদনা**, **সুবদনী**।
সুবর্ণ — বি. সোনা। স্বর্ণ। সোনার পরিমাণ, ১৬ মাষা। ণ. সুন্দর বর্ণযুক্ত। স্ত্রী. — **সুবর্ণা**। [সং.] **সুবর্ণখচিত** — সোনা-বসানো, স্বর্ণখচিত। **সুবর্ণ-চম্পক** — একরকম ফুল, স্বর্ণচাঁপা। **সুবর্ণদ্বীপ** — ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ, সুমাত্রা। **সুবর্ণবণিক্** — জাতি-বিশেষ, সোনার বেনে। **সুবর্ণভূমি** — সোনার দেশ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ। **সুবর্ণময়** — সোনায় পূর্ণ। সোনার তৈয়ারী। **সুবর্ণ-যুগ** — গৌরবময় কাল, স্বর্ণযুগ। **সুবর্ণসুযোগ** — উত্তম সুযোগ।
সুবল — শ্রীকৃষ্ণের জনৈক বাল্যসখা।
সুবলিত — সুগঠিত, বলিষ্ঠ।
সুবহ — সহজে বা সুখে বহন করা যায় এমন। [সং.]
সুবা, **সুবে** — মুসলমান আমলের ভারতীয় প্রদেশ। [আ. সুবা।] **সুবাদার** — সুবার শাসনকর্তা। **সুবাদারি** — সুবাদারের পদ বা কাজ। ণ. **সুবাদারী** — সুবাদার সংক্রান্ত।
সুবাদ — দূর সম্পর্ক, গ্রাম সম্পর্ক, পাতানো সম্পর্ক। [ঃ 'সুবাদে' ভাই।]
সুবাস — সুগন্ধ, সৌরভ। [সং.] ণ. **সুবাসিত** — সুবাসযুক্ত, সুগন্ধ। **সুবাসিনী** — সুগন্ধযুক্তা।
সুবাস — উত্তম বাসস্থান। যাহার বাসস্থান উত্তম এমন। [সং.] **সুবাসিনী** — পিত্রালয়ে বাসকারিণী।
সুবিচার — ন্যায্য বিচার, পক্ষপাতশূন্য বিচার। [সং.]
সুবিদিত — ণ. ভালোরূপে জানা আছে এমন। ভালোরূপে জানে এমন। [সং.]
সুবিধা — সুযোগ। সামর্থ্য। সস্তা। [ঃ 'সুবিধা' দরে পাওয়া গেল।] **সুবিধাবাদী** — যে নিজের সুবিধামতো নীতি ও মত বদলায়, opportunist.
সুবিনয় — অতিশয় নম্রতা। ণ. [সং.] **সুবিনীত** — অতিশয় বিনীত, খুব নম্র। স্ত্রী. — **সুবিনীতা**।
সুবিন্যস্ত — ণ. সুন্দরভাবে সাজানো বা স্থাপিত, সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। [সং.] বি. — **সুবিন্যাস**।
সুবিপুল — অতিশয় প্রকাণ্ড। [সং.] স্ত্রী. — **সুবিপুলা**। বি.—**সুবিপুলতা**।
সুবিমল — অত্যন্ত বিমল, অতিশয় নির্মল। [সং.] স্ত্রী. — **সুবিমলা**।
সুবিশাল — অতিশয় বৃহৎ। অতিশয় বিস্তীর্ণ। [সং.]
সুবিস্তার — সুবিস্তৃত ভাব বা অবস্থা। অত্যন্ত বিশদ ভাব। ণ. **সুবিস্তীর্ণ**, **সুবিস্তৃত** — অতিশয় বিস্তৃত, **সুবিশাল**, বহুস্থানব্যাপী, বহুদূরব্যাপী। [সং.]
সুবুদ্ধি — বি. মঙ্গলজনক বুদ্ধি, ভালো

বুদ্ধি। ণ. যাহার বুদ্ধি ভালো। [সং.]

সুবৃহৎ — খুব প্রকাণ্ড, খুব বড়, অতিশয় বৃহৎ। [সং.] স্ত্রী. — **সুবৃহতী**।

সুবেশ — ণ. যাহার পোশাক-পরিচ্ছদ ভালো এমন। উত্তম বেশযুক্ত। বি. ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ। [সং.] স্ত্রী. **সুবেশা** — সুন্দর পোশাক-পরিহিতা, সুসজ্জিতা।

সুবোধ — যে সহজে বোঝে, বুদ্ধিমান। শান্ত-শিষ্ট, নিরীহ। সুবোধ্য। [সং.]

সুবোধ্য — ণ. সহজে বোঝা যায় এমন। সহজবোধ্য। [সং.]

সুব্যক্ত — ভালোভাবে প্রকাশিত। [সং.]

সুব্যবস্থা — ভালো বন্দোবস্ত। [সং.] ণ. **সুব্যবস্থিত** — সুব্যবস্থাযুক্ত, নিয়ম-শৃঙ্খলা বা ভালো বন্দোবস্ত আছে এমন।

সুভগ — ণ. ভাগ্যবান্। সুন্দর। প্রিয়। [সং.] স্ত্রী. — **সুভগা**।

সুভদ্র — সৌভাগ্যশালী। স্ত্রী. **সুভদ্রা** — কৃষ্ণের ভগিনী ও অর্জুনের পত্নী।

সুভাষ — বি. প্রিয় বাক্য। ণ. প্রিয়ভাষী। **সুভাষিত** — ণ. সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে এমন, সুকথিত। বি. উত্তম বাক্য। হিতকথা। **সুভাষী** — প্রিয়ভাষী। সুবক্তা। [সং. সুভাষিন্।] স্ত্রী. — **সুভাষিণী**।

সুভাস — ণ. সুন্দর দীপ্তিযুক্ত। [সং.]

সুমতি — সুবুদ্ধি। [সং.]

সুমধুর — অতিশয় মধুর, সুমিষ্ট। [সং.] স্ত্রী. — **সুমধুরা**।

সুমধ্যমা — ণ. স্ত্রী. যে নারীর কটিদেশ সুন্দর এমন। [সং.]

সুমনা — জ্ঞানী। দেবতা। [সং. সুমনস্।]

সুমন্ত্র — উত্তম মন্ত্রণাদাতা। রাজা দশরথের সচিব ও সারথি। **সুমন্ত্রণা** — সুপরামর্শ। **সুমন্ত্রী** — সৎপরামর্শ-দাতা। [সং. সুমন্ত্রিন্।]

সুমহৎ — অতিশয় মহৎ। অতিশয় বড়, সুবিশাল। [সং.] স্ত্রী. — **সুমহতী**। **সুমহান্** — অতিশয় উদার, অতিশয় মহৎ। [সং. সুমহৎ।]

সুমাত্রা — ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

সুমিত্রা — দশরথের অন্যতমা পত্নী, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মা।

সুমুখ — ণ. যাহার মুখ সুন্দর এমন। মিষ্টভাষী।

সুমুখ — সম্মুখ, সমুখ।

সুমের, সুমেরিয়া — দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সুপ্রাচীন রাজ্য। ণ. **সুমেরীয়** — সুমের সংক্রান্ত। [ঃ 'সুমেরীয়' সভ্যতা।]

সুমেরু — উত্তর মেরু। পুরাণে বর্ণিত পর্বত বিশেষ। [সং.]

সুয়া, সুয়ো — সৌভাগ্যবতী, স্বামীর আদরিণী। [ঃ 'সুয়ো' রানী।] (তুঃ 'দুয়ো'।) [সং. সুভগা।]

সুযুক্তি — ভালো যুক্তি, সুপরামর্শ। [সং.]

সুযোগ — কার্য সম্পাদনের অনুকূল অবস্থা, সুবিধা। শুভ যোগ। [সং.]

সুযোগ্য — ণ. অতিশয় যোগ্য, অত্যন্ত গুণান্বিত। [সং.] স্ত্রী. — **সুযোগ্যা**।

সুযোধন — দুর্যোধনের আদরের নাম।

সুর—দেবতা, অমর। সূর্য। [সং.] **সুর-কন্যা** — দেবকন্যা, দেবতার মেয়ে। **সুরগুরু** — দেবতাদের গুরু, বৃহস্পতি। **সুরধুনী** — গঙ্গা। **সুরপতি** — দেব-রাজ ইন্দ্র। **সুরপুর, সুরপুরী** — স্বর্গ, অমরাবতী। **সুরবালা** — দেবকন্যা। **সুরভূমি, সুরলোক** — স্বর্গ। **সুরাঙ্গনা** — অপ্সরা। **সুরাসুর** — দেবতা ও দানব।

সুর — কণ্ঠস্বর। গানের উপযোগী কণ্ঠস্বর। সংগীতের উপযোগী স্বরবিন্যাস। [সং. স্বর।] **সুরকার** — যে গানে সুর দেয়। যে গীতবাদ্যের উপযোগী স্বরবিন্যাস করে।

সুরকি — ইটের গুঁড়া।

সুরক্ষিত — উত্তমরূপে রক্ষিত। [সং.] স্ত্রী. — **সুরক্ষিতা।**

সুরঙ্গ — ('সুড়ঙ্গ' দেখ।)

সুরঞ্জিত — ণ. সুন্দরভাবে রং করা হইয়াছে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **সুরঞ্জিতা।**

সুরত — যৌন মিলন, রতি, মৈথুন। [সং.]

— চেহারা, আকার। ঢং। উপায়। [আ. সুরত্।] **সুরতহাল** — প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃত ঘটনা। আদালতে এজাহার।

— ভাগ্যপরীক্ষামূলক একরকম খেলা। [পো. sorte.]

— পানের সঙ্গে খাইবার জন্য তামাকমিশ্রিত একরকম মসলা। [হি. সুর্তি।]

সুরতি — (প্রাচীন কবিতায়) রতি। আলিঙ্গন। [সং. সুরত।]

সুরথ — পুরাণে বর্ণিত বিখ্যাত রাজা যিনি দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। [সং.]

সুরব — মধুর ধ্বনি। [সং.]

সুরবাহার — বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

সুরভি — বি. সুবাস, সুগন্ধ। ণ. সুবাসিত। ('সুরভী' দেখ।) [সং.] ণ. **সুরভিত** — সুবাসিত, সুগন্ধযুক্ত।

সুরভী — বি. পুরাণে বর্ণিত কামধেনু, নন্দিনীর মাতা। [সং.]

সুরম্যা — ণ. অত্যন্ত শোভনীয়া। বি. লক্ষ্মী। [সং.]

সুরসিক — উত্তম রসজ্ঞ। রসিকতায় অতিশয় নিপুণ। স্ত্রী. — **সুরসিকা।**

সুরা — মদ, মদ্য। [সং.] **সুরাপান** — মদ্যপান। **সুরাপায়ী** — যে মদ্যপান করে, মদ্যপায়ী। [সং. সুরাপায়িন্।] **সুরাসার** — স্পিরিট, অ্যালকোহল।

সুরাহা — সুবন্দোবস্ত, সুব্যবস্থা। [সং. সু + ফা. রাহ।]

সুরু — ('শুরু' দেখ।)

সুলুক — সমস্যাদি সমাধানের উপযোগী সূত্র। [ফা. সুরাগ্।]

সুরুচি — প্রশংসনীয় রুচি, মার্জিত রুচি।

সুরুয়া — ('শুরুয়া' দেখ।)

সুরূপ — সুশ্রী, রূপবান্। [সং.] স্ত্রী. — **সুরূপা।**

সুরেন্দ্র — দেবরাজ। [সং.] স্ত্রী. — **সুরেন্দ্রাণী।**

সুরেশ — দেবরাজ। **সুরেশ্বর** — দেবরাজ। [সং.] স্ত্রী. — **সুরেশ্বরী।**

সুর্কি — ('সুরকি' দেখ।)

সুর্তি — ভাগ্যপরীক্ষার একরকম খেলা, সুরতি, লটারি। [পো. sorte.]

সুর্তি — পানের সঙ্গে খাইবার উপযোগী একরকম তামাকের গুঁড়া বা গুলী।

সুর্মা — চোখে দেওয়ার উপযোগী একরকম গুঁড়া, একরকম অঞ্জন। [ফা.]

সুর্শা — শিকল বা আলতারাফ আটকাইবার উপযোগী আংটা। [সং. সুষির।]

সুলক্ষণ — বি. শুভ লক্ষণ। ণ. শুভলক্ষণযুক্ত। [সং.] স্ত্রী. — **সুলক্ষণা।**

সুলতান — (মুসলমান) রাজা। তুর্কী রাজগণের উপাধি। [তু. সুল্তান্।] স্ত্রী. — **সুলতানা। সুলতানি** — সুলতানের পদ, সুলতানের রাজত্ব। ণ. **সুলতানী** — সুলতান সংক্রান্ত। সুলতান-শাসিত।

সুলভ — সহজে পাওয়া যায় এমন। **সস্তা।**

মতো বা সদৃশ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ শিশু-'সুলভ'।] [সং.]
সুললিত — ণ. অতিশয় মনোহর। অতিশয় কোমল। [সং.]
সুলুক — ('সুরুক' দেখ।)
সুলেখক — ভালো লেখক, লেখায় বা রচনায় নিপুণ ব্যক্তি। [সং.] স্ত্রী. — **সুলেখিকা**।
সুলোচন — বি. সুন্দর চোখ। ণ. যাহার চোখ সুন্দর। **সুলোচনা** — ণ. স্ত্রী. সুন্দর চক্ষুযুক্তা। [সং.]
সুশাসন — ত্রুটিহীন শাসন, ন্যায়সংগত-ভাবে শাসন। [সং.] ণ. **সুশাসিত** — সুন্দরভাবে শাসিত। স্ত্রী. — **সুশাসিতা**।
সুশিক্ষা — ভালো শিক্ষা, হিতকর শিক্ষা। [সং.] ণ. **সুশিক্ষিত** — সুশিক্ষা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সুশিক্ষিতা**।
সুশীতল — তৃপ্তিকরভাবে ঠাণ্ডা। স্নিগ্ধ। [ঃ 'সুশীতল' পানীয় জল।] [সং.]
সুশীল — যাহার স্বভাব বা চরিত্র ভালো এমন, সচ্চরিত্র। [সং.] স্ত্রী. — **সুশীলা**।
সুশৃংখল — যাহাতে নিয়ম ও শৃংখলা আছে এমন, সুব্যবস্থিত। [সং.] বি.— **সুশৃংখলা**।
সুশোভন — অতিশয় সুন্দর। অতিশয় মানানসই, সুসংগত। [সং.] স্ত্রী. — **সুশোভনা**।
সুশোভিত — ণ. সুন্দররূপে শোভাযুক্ত। সুসজ্জিত। [সং.] স্ত্রী.— **সুশোভিতা**।
সুশ্রাব্য — ণ. শুনিতে ভালো লাগে এমন। শ্রুতিমধুর। [সং.] বি. — **সুশ্রাব্যতা**।
সুশ্রী — ণ. দেখিতে সুন্দর, সুরূপ। রূপবান্ বা রূপবতী। [সং.]
সুশ্রুত — ণ. ভালোভাবে শোনা গিয়াছে এমন। বি. জনৈক বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি, আয়ুর্বেদের রচয়িতা। [সং.] **সুশ্রুত-সংহিতা** — সুশ্রুত-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।
সুষম — ণ. সুন্দররূপে সমতা আছে এমন, সংগতিপূর্ণ। [ঃ 'সুষম' খাদ্য।] সুন্দর, সুষমাযুক্ত। [সং.]
সুষমা — সৌন্দর্য। [সং.] ণ. **সুষমিত** — সুষমাযুক্ত, সুন্দর।
সুষুপ্ত — গভীর নিদ্রায় মগ্ন। [সং.] স্ত্রী. — **সুষুপ্তা**। বি. **সুষুপ্তি** — সুনিদ্রা, গভীর নিদ্রা।
সুষুম্না — হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ী বিশেষ। [সং.] **সুষুম্নাকাণ্ড** — মেরুদণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত স্নায়ুগুচ্ছ, spinal cord.
সুষেণ—বিষ্ণু। রামায়ণে বর্ণিত চিকিৎসা-বিশারদ বানর, বালীর শ্বশুর। [সং.]
সুষ্ঠু — অতিশয় সুন্দর, ত্রুটিহীন। [সং.]
সুসংগত — ণ. সংগতিপূর্ণ। ন্যায্য, ন্যায়সংগত। [সং.] বি. — **সুসংগতি**।
সুসংবদ্ধ — ণ. সুন্দর ও সংগতিপূর্ণভাবে সংযুক্ত। ['সুসংবদ্ধ' চিন্তাধারা।] [সং.]
সুসংবাদ — বি. ভালো খবর, শুভ বা আনন্দজনক সংবাদ। [সং.]
সুসংযম — বি. অতিশয় সংযম, কঠোর সংযম। [সং.] ণ. **সুসংযত** — অতিশয় সংযত। স্ত্রী. — **সুসংযতা**।
সুসংস্কৃত — ণ. উত্তমরূপে সংস্কার করা হইয়াছে এমন। বি. শুদ্ধ ও ত্রুটিহীন সংস্কৃত ভাষা। [সং.]
সুসজ্জ — ণ. ভালোভাবে সাজিয়াছে এমন। [সং.] **সুসজ্জা** — বি. ভালো সাজ-গোজ, উত্তম সজ্জা। ণ. **সুসজ্জিত** — ভালোভাবে সাজিয়াছে বা সাজানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'সুসজ্জিত' যোদ্ধা; ঃ 'সুসজ্জিত' গৃহ।] স্ত্রী. — **সুসজ্জিতা**।

সুসংগত, সুসংগতি — ('সুসংগত' ও 'সুসংগতি' দেখ।)
সুসভ্য — ণ. খুব সভ্য। [সং.] স্ত্রী. — **সুসভ্যা**। বি. — **সুসভ্যতা**।
সুসময় — সুখের সময়, সুদিন। উপযুক্ত সময়। [সং.]
সুসমাপ্ত — ণ. ভালোভাবে শেষ বা সম্পন্ন হইয়াছে এমন। [সং.] বি. — **সুসমাপ্তি**।
সুসমৃদ্ধ — অতিশয় সমৃদ্ধ, অতিশয় ধন-সম্পদে পূর্ণ ও উন্নত। [সং.] স্ত্রী.— **সুসমৃদ্ধা**। বি. — **সুসমৃদ্ধি**।
সুসম্পন্ন — ণ. ভালোভাবে নিষ্পন্ন, উত্তমরূপে সমাপ্ত। অতিশয় ধনী। [সং.] স্ত্রী. — **সুসম্পন্না**। বি. — **সুসম্পন্নতা**।
সুসাধ্য — ণ. সহজে করা যায় এমন। [সং.]
সুসার — সংকুলান, পর্যাপ্তি। সুবিধা।
সসীম — ণ. সুন্দরভাবে সীমাবদ্ধ। [সং.]
সুস্থ — রোগহীন, নীরোগ, স্বাস্থ্যপূর্ণ। স্বাভাবিক। [ঃ 'সুস্থ' মন।] [সং.] স্ত্রী. — **সুস্থা**। বি. — **সুস্থতা**। **সুস্থ-কায়** — রোগহীন দেহ। যাহার দেহে কোনও রোগ নাই এমন। স্ত্রী. — **সুস্থকায়া**। **সুস্থচিত্ত** — নীরোগ মন, সবল স্বাভাবিক মন। যাহার মন সুস্থ এমন। **সুস্থদেহ** — ('সুস্থকায়' দেখ।)
সুস্থির — ণ. খুব স্থির, শান্ত, অচঞ্চল। অনুত্তেজিত। [সং.] বি.— **সুস্থিরতা**।
সুস্নিগ্ধ — ণ. সুশীতল, খুব স্নিগ্ধ। [সং.] স্ত্রী. — **সুস্নিগ্ধা**। বি. — **সুস্নিগ্ধতা**।
সুস্পষ্ট — ণ. খুব সহজেই দেখা বা বোঝা যায় এমন, অতিশয় স্পষ্ট। [সং.] বি. — **সুস্পষ্টতা**।
সুস্মিত — ণ. সুন্দরভাবে মৃদু হাস্য করিয়াছে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **সুস্মিতা**।
সুস্বন — বি. মধুর শব্দ। ণ. মধুর শব্দ-যুক্ত। [সং.] স্ত্রী. — **সুস্বনা**।
সুস্বপ্ন — শুভ বা আনন্দদায়ক স্বপ্ন। [সং.]
সুস্বর — বি. মধুর কণ্ঠস্বর। ণ. মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত। [সং.]
সুস্বাদ — বি. ভালো স্বাদ। ণ. যাহার স্বাদ ভালো এমন, সুস্বাদু। [সং.]
সুস্বাদু — ভালো-স্বাদযুক্ত।
সুহৃৎ, সুহৃদ্ — বন্ধু, প্রিয়সখা। [সং. সুহৃদ্।] **সুহৃদ্বর** — শ্রেষ্ঠ বন্ধু। **সুহৃদ্বরেষু** — বন্ধুকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।
সুহ্ম — প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ, রাঢ়দেশ।
সূক্ত — ণ. সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে এমন। বি. ঋষি-প্রোক্ত বৈদিক শ্লোক বা বাক্য, বেদমন্ত্র। [সং.]
সূক্ষ্ম — ণ. সরু, মিহি। [ঃ 'সূক্ষ্ম' বস্ত্র।] সুচালো। [ঃ 'সূক্ষ্ম' অগ্রভাগ।] সংকীর্ণ। ইন্দ্রিয়ের অগোচর। [ঃ 'সূক্ষ্ম'-দেহ।] খুঁটিনাটি আলোচনা করা হইয়াছে বা সামান্যতম পক্ষপাতও করা হয় নাই এমন। [ঃ 'সূক্ষ্ম'-বিচার।] [সং.] বি. —**সূক্ষ্মতা**। **সূক্ষ্মকোণ**—(জ্যামিতিতে) সমকোণের চেয়ে ছোট কোণ। **সূক্ষ্ম-দর্শী**—খুঁটিনাটি বিষয়ও যিনি তলাইয়া বোঝেন, অতীব বিচক্ষণ। [সং. সূক্ষ্ম-দর্শিন্।] স্ত্রী. — **সূক্ষ্মদর্শিনী**। বি. — **সূক্ষ্মদর্শিতা**। **সূক্ষ্মদৃষ্টি** — অন্তর্দৃষ্টি, খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিবার মতো বুদ্ধি। **সূক্ষ্মদেহ**—('সূক্ষ্মশরীর' দেখ।) **সূক্ষ্মদেহী**—সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছে এমন। [সং. সূক্ষ্মদেহিন্।]

সূক্ষ্মবুদ্ধি—বি. তীক্ষ্নবুদ্ধি। ণ. যাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ন এমন। **সূক্ষ্ম-শরীর** — (দর্শনে) ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধি আছে অথচ জড়ধর্ম নাই এমন দেহ, একপ্রকার অলৌকিক দেহ।

সূক্ষ্মাগ্র — বি. সূচালো অগ্রভাগ, খুব সরু ডগা। ণ. যাহার অগ্রভাগ সূচালো বা খুব সরু এমন।

সূচ — সূচ, ছুঁচ। [সং. সূচী।]

সূচক — ণ. বোধক, প্রকাশক, দ্যোতক। [ঃ ঘৃণা-'সূচক'।] [সং.] বি. **সূচনা** — সূত্রপাত, আভাস, শুরু, উপক্রম। [সং.]

সূচি, সূচী — সূচ, ছুঁচ, সূচ। [সং.] **সূচিকর্ম, সূচিকার্য** — ছুঁচের কাজ, সূচিশিল্প। **সূচিকা** — সূচি, সূচ, ছুঁচ। **সূচিমুখ** — সূচালো, সূক্ষ্মাগ্র।

সূচিত — সূচনা হইয়াছে এমন, আভাস পাওয়া গিয়াছে এমন, আরব্ধ।

সূচী — ('সূচি' দেখ।)

সূচী — বি. পুস্তকের বিষয়তালিকা। নির্ধারিত বিষয়ের তালিকা। [ঃ পাঠ্য-'সূচী'।] তালিকা। [সং.] **সূচীপত্র**— বইয়ের যে পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা থাকে।

সূচীভেদ্য — ণ. (ছুঁচ দিয়া ভেদ করা যায় এমন।) অতিশয় নিবিড় (অন্ধকার)।

সূচ্যগ্র — বি. সূচের ডগা। ণ. সূচের ডগার যতোখানি বিস্তৃতি সেই পরিমাণ। [ঃ 'সূচ্যগ্র' ভূমিও দিব না।] [সং.]

সূত — বি. প্রাচীন জাতিবিশেষ। সারথি। সূত্রধর, ছুতার। স্তুতিপাঠক। পুরাণের কথক। ণ. জাত, প্রসূত। [সং.] স্ত্রী.— **সূতা**। **সূতপুত্র** — সারথির ছেলে। ছুতারের ছেলে। মহাবীর কর্ণ।

সূতক — বি. জন্ম। জন্মাশৌচ। [সং.] **সূতকাশৌচ** — জন্মাশৌচ। **সূতিকা** — প্রসূতির একরকম রোগ। (সং.) নব-প্রসূতা। [সং.] **সূতিকাগার, সূতিকা-গৃহ** — আঁতুড়ঘর। **সূতিকাভবন, সূতিকাসদন** — প্রসব করাইবার জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি বা হাসপাতাল।

সূত্র — বি. কাপাস ইত্যাদির তন্তু হইতে প্রস্তুত তারের মতো সরু জিনিস, সুতা। উপলক্ষ, উদ্দেশ্য। [ঃ কার্য-'সূত্রে'।] ক্রমাগত ভাব, ধারা। [ঃ চিন্তা-'সূত্র'।] সংজ্ঞা নিয়মাদি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বাক্য। বেদাঙ্গ। নাটকের আরম্ভিক ভাষণ। [সং.] **সূত্রকার** — সূত্রের রচয়িতা। **সূত্রধর** — ছুতার। **সূত্রধার** — (প্রাচীন নাটকে) নাটকের প্রস্তাবক প্রধান নট। **সূত্রপাত** — আরম্ভ, শুরু, সূচনা।

সূদন — বি. হনন, হত্যা। হত্যাকারী। [ঃ মধু-'সূদন'।] [সং.]

সূনু — পুত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং.]

সূনৃত — সত্য অথচ প্রিয় বাক্য। [সং.]

সূপ — ঝোল। রাঁধা দাল। [সং.] **সূপকার** — পাচক।

সূর — সূর্য। [সং.] স্ত্রী. **সূরী** — সূর্যপত্নী, কুন্তী।

সূরি, সূরী — কবি। বিদ্বান্, পণ্ডিত। [সং.]

সূর্য — রবি, ভানু, সবিতা, আদিত্য। [সং.] **সূর্যকর**—সূর্যের কিরণ, রোদ। **সূর্যকরোজ্জ্বল** — সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল। **সূর্যকান্ত** — আতশী কাচ বা ঐ জাতীয় মূল্যবান্ পাথর। **সূর্য-ঘড়ি** — সূর্যকিরণের দ্বারা পাতিত ছায়ার বাড়া-কমা লক্ষ্য করিয়া সময় নিরূপণের যন্ত্র। **সূর্যবংশ** — সূর্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয় ক্ষত্রিয় বংশ রামচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ণ. **সূর্যবংশীয়**—সূর্য-বংশে জাত। সূর্যবংশ সংক্রান্ত। **সূর্য-**

মণি — একজাতীয় ছোট কিন্তু বেশ ঝাল লঙ্কা। **সূর্যমুখী**—হলদে রঙের একরকম ফুল, রাধাপদ্ম। **সূর্যসারথি**—অরুণ। **সূর্যস্নান** — সমস্ত দেহে রোদ লাগানো, রৌদ্রস্নান।

সূর্যাস্ত — সূর্য ডোবা, সূর্যের অস্তগমন।

সূর্যোদয় — সকালে সূর্যের প্রকাশ।

সৃক্কণী, সৃক্কণী — বি. ওষ্ঠের প্রান্তভাগ, কষ। [সং.]

সৃজন — সৃষ্টি, রচনা, নির্মাণ। [সং.] **সৃজনী** — সৃজনকারিণী। [ঃ শিল্পীর 'সৃজনী' শক্তি।] **সৃজা**—ক্রি. (কবিতায়) সৃষ্টি করা। [ঃ 'সৃজিল'।] **সৃজিত**—ণ. সৃজন করা হইয়াছে এমন। **সৃষ্ট** — রচিত, নির্মিত। ভগবান্ কর্তৃক রচিত বা নির্মিত। [সং.] বি. **সৃষ্টি** — রচনা, নির্মাণ। [ঃ শিল্পীর অপূর্ব 'সৃষ্টি'।] ভগবানের রচনা। বিশ্বলোক, জগৎ। **সৃষ্টিকর্তা** — ভগবান্, ঈশ্বর। **সৃষ্টিছাড়া** — অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। **সৃষ্টিনাশ** — জগতের ধ্বংস, বিশ্বলোপ। **সৃষ্টিনাশা** — ণ. জগৎধ্বংসকারী, প্রলয়ংকর।

সে — যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হইতেছে তৎসূচক সর্বনাম। [ঃ 'সে' বলিল।] নির্দেশক বিশেষণ, সেই। [ঃ 'সে' লোকটিকে দেখছি; ঃ 'সে' পথে যেয়ো না।] [সং. সঃ, সা।] **সেই**—যাহার সম্পর্কে বলা হইতেছে এমন, পূর্বোক্ত, বর্ণিত। [ঃ 'সেই' লোকটি; ঃ 'সেই' কথা।] **সেকাল** — অতীত কাল, প্রাচীন কাল। **সেখান** — সেই স্থান, সেই জায়গা। **সেখানকার** — সেই স্থানের, সেই জায়গার। **সেজন্য, সেজন্যে** — সেই কারণেই। **সেটা** — সেই জিনিসটা। (অবজ্ঞায়) সে লোকটা। **সেটি** — সেই জিনিসটি। সেই ব্যাপারটি।

সেঁউতি — নৌকার জল সেঁচিবার ছোট পাত্র। ('সেঁওতি' দেখ।)

সেও — বি. আপেল। [হি. সেব্।]

সেঁওতি—একরকম দেশী সাদা গোলাপ। [সং. সেবন্তী।]

সেউনি — জল সেঁচিবার উপযোগী একরকম জিনিস।

সেক—সেচন। [ঃজল-'সেক'।] [সং.]

সেক, সেঁক — ব্যথা ইত্যাদিতে লাগানো উত্তাপ। [ঃ নুনের 'সেক'; ঃ 'সেক' দেওয়া।]

সেকসন — ভাগ, বিভাগ। আইনের ধারা। [ই. section.]

সেকরা—যে সোনারূপা দিয়া গহনা গড়ে, স্বর্ণকার। [সং. স্বর্ণকার।]

সেকা, সেঁকা — ক্রি. তাপ দেওয়া। তাপ দিয়া ভাজা। ণ. তাপে ভাজা হইয়াছে এমন। [ঃ 'সেঁকা' রুটি।] বি. তাপ দান। ভর্জিত করণ।

সেকেন্ড — মিনিটের যাট ভাগের এক ভাগ। দ্বিতীয়। [ই. second.]

সেকেন্দর, সেকেন্দার — আলেকজাণ্ডার। [ফা. সিকন্দর।]

সেকেলে — ণ. প্রাচীন কালের। পুরাতন এবং এখন চল নাই এমন। [ঃ'সেকেলে' গহনা।]

সেঁকো — ('শেঁকো' দেখ।)

সেক্তা—সেচনকারী। স্বামী। [সং. সেক্তৃ।]

সেক্রেটারিয়েট — সরকারী সেক্রেটারীদের দপ্তর। [ই. secretariate.] **সেক্রেটারী**—কার্যসম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সম্পাদক, সচিব। [ই. secretary.] **প্রাইভেট সেক্রেটারী** — কাহারও ব্যক্তিগত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, একান্ত সচিব। [ই. private secretary.]

সেগুন — একরকম সুপরিচিত কাঠ।
সেঙাত, সেংগাত — ('সাঙাত' দেখ।)
সেচ — বি. সেচন, সিক্ত করণ, কৃষিকার্যের উপযোগী জল সরবরাহ। [সং.] **সেচক**—সেচনকারী। **সেচন** — বি. সিক্ত করণ। [ঃ মাঠে জল 'সেচন'।] [সং.]
সেচা — ক্রি. সেচন করা। পুকুর ইত্যাদি হইতে জল তুলিয়া অন্যত্র ফেলা। [ঃ পুকুর 'সেচা'।]
সেজ — শয্যা, বিছানা। [সং. শয্যা।]
সেজ — ('সেজো' দেখ।)
সেজদা — (সংক্ষেপে) সেজোদাদা।
সেঁজুতি — সাঁঝের বাতি, সন্ধ্যাদীপ। সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া একরকম ব্রত যাহা কুমারীরা করে। [সং. সন্ধ্যাবর্তি।]
সেজো — তৃতীয়, মেজোর পরবর্তী। [ঃ 'সেজো' ছেলে; ঃ 'সেজো' ভাই।]
সেঞ্চুরি — ক্রিকেট খেলায় একত্র একশত রান। [ঃ 'সেঞ্চুরি' করা।] [ই. century.]
সেট— একসংগে ব্যবহার করিতে হয় এমন কতকগুলি জিনিসের সমষ্টি, প্রস্ত। [ঃ এক 'সেট' গহনা।] [ই. set.]
সেট — ঠিকমতো বসানো হইয়াছে এমন। খচিত। [ঃ হীরা 'সেট'-করা আংটি।] [ই. set.]
সেন্ট — সুগন্ধ দ্রব্য, আতর ইত্যাদি। [ই. scent.]
সেন্ট — এক ডলারের একশত ভাগের এক ভাগ। [ই. cent.]
সেন্ট — সাধু, পীর, সন্ত। [ঃ 'সেন্ট' পিটর।] [ই. saint.]
সেতখানা — পায়খানা বা ঐরূপ নোংরা জায়গা। [ফা. সহৎখানহ্।]
সেঁতসেতে — ('স্যাঁতসেতে' দেখ।)
সেঁতানো — ক্রি. স্যাঁতসেতে হওয়া। ণ. স্যাঁতসেতে হইয়াছে এমন। বি. ঐ অর্থে।
সেতার — বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র। [ফা. সিতার।] **সেতারী** — যে সেতার বাজায়, সেতারবাদক।
সেতু — পুল, সাঁকো। [সং.] **সেতুবন্ধ** — ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপ শ্রেণী। (রামচন্দ্র লংকা যাইবার জন্য সমুদ্রে যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন এগুলিকে তাহার অংশ মনে করা হয়।) **সেতুবন্ধন** — সেতু-নির্মাণ।
সেথা, সেথায় — (কবিতায়) সেখানে।
সেথাকার — (কবিতায়) সেখানকার।
সেথো — সাথী, সংগী।
সেদিন — নির্দিষ্ট একটি দিন, সেই দিন। অতীত দিন। [ঃ 'সেদিনের' কথা।] **সেদিনকার** — সেদিনের।
সেন — নামের বীরত্বব্যঞ্জক অংশ। [ঃ ভীম-'সেন'।] বাংগালী হিন্দুর উপাধি বিশেষ।
সেনা — সৈন্য, যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, ফৌজ। [সং.] **সেনাদল** — সৈন্যবাহিনী, সৈন্যদল। **সেনানায়ক** — সেনানী, সেনাপতি। **সেনাধ্যক্ষ** — সেনাপতি। **সেনানিবাস, সেনানিবেশ** — সৈন্যদলের ছাউনি। **সেনানী, সেনাপতি** — সেনাদলের নায়ক। **সেনাপতিত্ব** — সেনাপতির পদ বা কাজ। **সেনামুখ** — সৈন্যদলের অগ্রভাগ।
সেনেট — ('সিনেট' দেখ।)
সেন্সর — চিঠিপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী। [ই. censor.] **সেন্সার** — সেন্সর কর্তৃক পরীক্ষা ও অবাঞ্ছিত অংশ বর্জন ইত্যাদি। [ই. censure.]
সেপাই — ('সিপাহী' দেখ।)
সেপ্টেম্বর — ইংরেজী বৎসরের নবম মাস।

[ই. september.]

সেফ্টিপিন — একরকম সুপরিচিত তারের কাঁটা যাহা দিয়া জামা ইত্যাদি আটকানো হয়। [ই. safety-pin.]

সেবক — যে সেবা করে। পরিচারক, ভৃত্য। [সং.] স্ত্রী. — **সেবিকা**। **সেবকাধম** — অযোগ্যতম সেবক। **সেবন** — বি. শরীরের উপকারার্থে ভোজন উপভোগ ইত্যাদি। [ঃ ঔষধ 'সেবন'; ঃ বায়ু 'সেবন'।] [সং.] ণ. **সেবনীয়** — সেবনের উপযুক্ত। যাহা সেবন করিতে হইবে এমন।

সেবা — বি. পরিচর্যা, শুশ্রূষা। [ঃ 'সেবা' করা।] পূজা। [ঃ দেব-'সেবা'।] উপভোগ। [ঃ ইন্দ্রিয়-'সেবা'।] [সং.] **সেবা** — ক্রি. (কবিতায়) সেবা করা। [ঃ 'সেবিল'।] **সেবাদাসী** — বৈষ্ণব ইত্যাদির সেবিকা দাসী বা উপপত্নী। **সেবাইত, সেবায়ত, সেবায়েত** — দেবতার সেবক, পূজারী। মন্দির দেবত্র সম্পত্তি ইত্যাদির উপস্বত্ব-ভোগকারী।

সেবিত — ণ. সেবা করা হইয়াছে এমন। সেবন করা হইয়াছে এমন। বাস করা হইয়াছে এমন, অধ্যুষিত। [ঃ রাক্ষস-'সেবিত'।] [সং.] স্ত্রী. — **সেবিতা**।

সেবী — যে সেবন করে। যে সেবা করে। [সং. সেবিন্।]

সেব্য — সেবনীয়। [সং.]

সেমই, সেমুই — ময়দা হইতে প্রস্তুত সুতার মতো একরকম জিনিস যাহা দিয়া পায়স হয়। •

সেমিকোলন — একরকম বিরাম চিহ্ন, ;। [ই. semi-colon.]

সেমিজ — ('শেমিজ' দেখ।)

সেয়ান, সেয়ানা — চালাক, চতুর। বয়স্ক। [সং. সজ্ঞান।]

সের — এক মণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ১৬ ছটাক।

সেরকম — সেইরূপ, তেমন।

সেরা — সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা ভালো। [ফা. সর্।]

-সেরা, -সেরী — 'এত সের পরিমিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পাঁচ-'সেরী' বাটখারা।]

সেরেফ — কেবল, শুধু। [আ. সির্ফ্।]

সেরেস্তা — কার্যালয়, অফিস, দপ্তর। [ফা. সিরিস্তা।] **সেরেস্তাদার** — সেরেস্তার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। **সেরেস্তাদারি** — সেরেস্তাদারের কাজ বা পদ।

সেল — বিক্রয়। নিলামে বিক্রয়। নিলাম। [ই. sale.]

সেল — কারাগারের অল্প পরিসর কক্ষ। [ই. cell.]

সেলাই — সূচ ও সুতা দিয়া জোড়া দিবার কাজ। [ঃ 'সেলাই' করা।] ঐরূপ জোড়। [ঃ 'সেলাই' খোলা।]

সেলাখানা — অস্ত্রাগার। [আ. সিল্হ্ + ফা. খনহ্।]

সেলাম — মুসলমানী কায়দায় নমস্কার, ডান হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার। [আ. সলাম।] **সেলাম-আলেকম** — (আপনার কল্যাণ হউক) নমস্কার। **সেলামি, সেলামী** — নজরানা, উপঢৌকন, জমিদার বাড়িওয়ালা ইত্যাদিকে উপহারস্বরূপ দেয় টাকা।

সেলুলয়েড — কাচের মতো দেখিতে একরকম পদার্থ, যাহা পাইরক্সিলিন ইত্যাদি হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। [ই. celluloid.]

সেলেখানা — ('সেলাখানা' দেখ।)

সেলেট — পাথর বা ঐরকম কোনো জিনিস দিয়া তৈয়ারী শিশুদের লিখিবার উপযোগী ফলক। [ই. slate.] **সেলেট-পেনসিল**—সেলেটে লিখিবার উপযোগী

পাথর বা ঐ ধরনের জিনিস দিয়া তৈয়ারী পেনসিল।

সেসন — সভা আইনসভা ইত্যাদির অধিবেশন। অধিবেশন চলিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়। কলেজ ইত্যাদিতে বার্ষিক শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট কাল। ফৌজদারী মোকদ্দমায় জুরী ও জজের মিলিত বৈঠক। [ই. session.]

সেহা — খাজনা আদায়ের হিসাব ও তৎসংক্রান্ত খাতা। **সেহানবীশ** — ঐরূপ হিসাব বা হিসাবের খাতা যে রাখে।

সৈকত — নদী সমুদ্র ইত্যাদির বালুকাময় তীর। [সং.]

সৈনাপত্য — সেনাপতির কাজ বা পদ, সেনাপতিত্ব। [সং.]

সৈনিক — বি. সৈন্য, সেনা, সশস্ত্র যোদ্ধা। ণ. সেনাদল সংক্রান্ত, সামরিক। [সং.]

সৈন্ধব — ণ. সিন্ধুজাত, সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। সিন্ধুদেশীয়। [সং.] **সৈন্ধব লবণ** — পাথরের মতো ডেলা-বাঁধা শক্ত একরকম নুন।

সৈন্য — সেনাদল, ফৌজ। [ঃ বৃটিশ 'সৈন্য'।] সৈনিক। [ঃ 'সৈন্য'-দল।] [সং.] **সৈন্যসামন্ত** — অধীনস্থ রাজারা ও সেনাদল। **সৈন্যাধ্যক্ষ** — সেনাপতি।

সৈয়দ — (মহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশধর) মুসলমানগণের সম্মানজনক বংশগত উপাধি।

সৈরিন্ধ্রী — অপরের বাড়িতে থাকিয়া শিল্পকার্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন স্ত্রীলোক। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজগৃহে সৈরিন্ধ্রীর কাজে নিযুক্তা দ্রৌপদী। [সং.]

সো — (প্রাচীন কবিতায়) সে, তাহা। [সং. সঃ।]

সোঁ — বায়ু ইত্যাদির বেগ ও দ্রুতগতি সূচক অনুকার। **সোঁ সোঁ** — ক্রমাগত সোঁ শব্দ।

সোজা — ণ. বাঁকা নহে এমন, ঋজু, সরল। [ঃ 'সোজা' পথ।] কঠিন নহে এমন, সহজ। [ঃ 'সোজা' অঙ্ক।] কুটিল নহে এমন, সরল, অকপট। [ঃ 'সোজা' কথা।] ক্রি.-ণ. সটান, সরাসরি। [ঃ 'সোজা' চলে যাবে।] **সোজাসুজি** — না বাঁকিয়া, ঋজুভাবে। সরাসরি। খোলাখুলি।

সোঙরা — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) স্মরণ করা।

সোডা — একরকম ক্ষার। [ই. soda.] **সোডাওয়াটার** — কার্বনিক অ্যাসিডযুক্ত একরকম পানীয় জল। [ই. soda-water.]

সোঁত, সোঁতা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে স্রোত।

সোৎকণ্ঠ — ণ. উৎকণ্ঠাযুক্ত, উদ্‌বিগ্ন [সং.]

সোৎসাহ — ণ. উৎসাহযুক্ত, উৎসাহিত [সং.]

সোদর — এক মায়ের গর্ভজাত। [সং. সহোদর।] স্ত্রী. — **সোদরা**। **সোদরপ্রতিম** — সহোদরের মতো। স্ত্রী. — **সোদরপ্রতিমা**।

সোঁদা — শুকনা মাটিতে জল পড়িলে যেরূপ গন্ধ উঠে তাহা। [সং সৌগন্ধ।]

সোঁদাল — একরকম বড় গাছ যাহাতে ছড়ির মতো ফল ও হলদে রঙের ফুল হয়।

সোনা — বি. একরকম হলদে উজ্জ্বল ধাতু, স্বর্ণ, সুবর্ণ। স্নেহসূচক সম্বোধন [ঃ 'সোনা' আমার।] ণ. পরম আদরের, শান্তশিষ্ট ও গুণবান্। [ঃ 'সোনা' ছেলে।] হলদে রঙের। [ঃ 'সোনা' ব্যাং; ঃ 'সোনা' মৃগ।] [সং. স্বর্ণ।] সোনা

কথা — কষ্টি পাথরে ঘসিয়া সোনা পরীক্ষা করা। **সোনার** — সুখসম্পদে পূর্ণ। [: 'সোনার' বাংলা; : 'সোনার' লঙ্কা।] গুণবান্। **সোনার চাঁদ** — অতিশয় গুণবান্। [: 'সোনার চাঁদ' ছেলে।] **সোনার টুকরা** — ('সোনার চাঁদ' দেখ।) **সোনায় সোহাগা** — শ্রেষ্ঠ বস্তু বিষয় বা ব্যক্তির সহিত উপযুক্ত বস্তু বিষয় বা ব্যক্তির মিলন। **সোনা-দানা** — সোনা এবং ঐরূপ মূল্যবান্ জিনিস। [: 'সোনাদানা' কিছুই নাই।] **সোনা ব্যাং** — হলদে রঙের এক জাতীয় ব্যাং। **সোনামুখী** — একরকম ছোট গাছ ও তাহার পাতা (ঔষধে লাগে)।

সোনালি, সোনালী — সোনার মতো রঙের, স্বর্ণাভ। সোনার মতো। [: 'সোনালী' রং।]

সোপকরণ — ণ. উপকরণযুক্ত। [সং.]

সোপচার — ণ. উপচারযুক্ত। [সং.]

সোপরদ্দ—বিচারের জন্য প্রেরণ। [: দায়রা 'সোপরদ্দ' করা।] [ফা. সুপর্দ্।]

সোপাধিক — ণ. উপাধিযুক্ত। সগুণ। [সং.]

সোপান — সিঁড়ি। [সং.]

সোবেরাত — ('শবেবরাত' দেখ।)

সোভিয়েত, সোভিয়েট — (রুশ ভাষায়) সমিতি, পঞ্চায়েত। কৃষক শ্রমিক ও সৈন্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সমিতি। ঐরূপ সমিতিগুলির দ্বারা শাসিত। [: 'সোভিয়েত' দেশ।] সংক্ষেপে সোভিয়েট ইউনিয়ন। **সোভিয়েট ইউনিয়ন** — রাশিয়া এবং অন্যান্য সোভিয়েট-শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত রাষ্ট্র।

সোম — চন্দ্র। সপ্তাহের বারের নাম। বেদে বর্ণিত মাদক লতা বিশেষ। [সং.] **সোমতীর্থ** — প্রভাসতীর্থ। **সোমনাথ** — গুজরাটের বিখ্যাত শিববিগ্রহ সুলতান মামুদ যাহা ধ্বংস করেন। **সোমবার** — সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। **সোমরস** — বেদে বর্ণিত সোম নামক লতার রস যাহা প্রাচীন আর্যরা মাদক হিসাবে পান করিতেন। **সোমলতা** — বেদে বর্ণিত লতাবিশেষ যাহার রস প্রাচীন আর্যগণ মাদকরূপে ব্যবহার করিতেন।

সোমত্ত — (সমর্থ) বয়স্কা, যৌবনপ্রাপ্তা। [: 'সোমত্ত' মেয়ে।] [সং. সমর্থ।]

সোয়াদ — (গ্রাম্য প্রয়োগে) স্বাদ।

সোয়ামী — (গ্রাম্য প্রয়োগে) স্বামী।

সোয়ার, সোয়ারী — সওয়ার।

সোয়াস্তি — স্বস্তি, নিশ্চিন্ত ভাব।

সোরগোল — ('শোরগোল' দেখ।)

সোরা — ('শোরা' দেখ।)

সোরাই — জলের কুঁজা। [আ. সুরাহী।]

সোলা — একরকম জলজ গাছ ও তাহার হালকা কাঠ।

সোলেনামা — আপোস-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দলিল। [আ. সল্‌হ্ + নামহ্।]

সোল্লাস — ণ. উল্লাসযুক্ত, উল্লসিত। [সং.]

সোসাইটি — সমাজ, সঙ্ঘ, সমিতি। [ই. society.]

সোস্যালিজ্‌ম্ — সমাজতন্ত্রবাদ। [ই. socialism.] **সোস্যালিস্ট** — সমাজ-তন্ত্র সংক্রান্ত। সমাজতন্ত্রবাদী। [ই. socialist.]

সোহম্, সোহং — আমিই তিনি, আমিই ব্রহ্ম। [সং. সঃ + অহম্।]

সোহরত — ('শোহরত' দেখ।)

সোহাগ — আদর। [সং. সৌভাগ্য।] **সোহাগিনী, সোহাগী** — আদরিনী।

সোহাগা — একরকম ক্ষার লবণ, borax. **সোহাগার খই** — সোহাগা পোড়াইলে খইয়ের মতো যাহা হয়।

সোহিনী—(প্রাচীন কবিতায়) শোভিনী। একরকম রাগিণী।
সৌকর্য — বি. সুসাধ্যতা। সুসম্পন্নতা। [সং.]
সৌকুমার্য — বি. কোমলতা, লালিত্য, সুকুমারত্ব। [সং.]
সৌক্ষ্ম, সৌক্ষ্ম্য—বি. সূক্ষ্মতা। [সং.]
সৌখিন — ('শৌখিন' দেখ।)
সৌগত — বৌদ্ধ। [সং.]
সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য — বি. সৌরভ। [সং.] **সৌগন্ধিক** — গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা।
সৌচিক — যে সূচ দিয়া কাজ করে, সূচিশিল্পী, দরজী। [সং.]
সৌজন্য — বি. ভদ্রতা, অমায়িকতা, শিষ্ট ব্যবহার। [সং.]
সৌজাত্য — বি. সৎকুলে বা শুভলগ্নে জন্ম। [সং.]
সৌদামিনী — বি. স্ত্রী. বিদ্যুৎ, বিজলী। [সং.]
সৌধ — বি. (মূল অর্থে—সুধা-ধবলিত বা চুনকাম-করা) প্রাসাদ। অট্টালিকা। [সং.] **সৌধকিরীটিনী** — ণ. স্ত্রী. প্রাসাদ যাহার মুকুটের মতো হইয়াছে, প্রাসাদ-মুকুটিতা। [ঃ 'সৌধকিরীটিনী' মহানগরী।] **সৌধমালা**—প্রাসাদশ্রেণী, প্রাসাদের সারি। **সৌধশিখর**—প্রাসাদের চূড়া। **সৌধশ্রেণী** — প্রাসাদের সারি।
সৌন্দর্য — বি. সুদৃশ্যতা, সুন্দরতা, শোভা। মনোহারিতা, মনোজ্ঞতা। [সং.] **সৌন্দর্যতত্ত্ব** — ('নন্দনতত্ত্ব' দেখ।) **সৌন্দর্যময়**—সৌন্দর্যে পূর্ণ, শোভাময়, সুন্দর। স্ত্রী. — **সৌন্দর্যময়ী**।
সৌপর্ণ — গরুড়। মরকত-মণি। [সং.]
সৌপ্তিক — ণ. সুপ্তি সংক্রান্ত। বি. নৈশ যুদ্ধ। মহাভারতের একটি পর্ব। [সং.]
সৌবীর — সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন একটি রাজ্য। [সং.]
সৌভদ্র, সৌভদ্রেয় — সুভদ্রার পুত্র, অভিমন্যু। [সং.]
সৌভাগ্য — বি. অদৃষ্টের আনুকূল্য, সুখসম্পদ্ লাভের ভাগ্য, শুভাদৃষ্ট। [সং.] **সৌভাগ্যক্রমে**—সৌভাগ্যের ফলে, ভাগ্যে, ভাগ্যিস। **সৌভাগ্যবান্** — সৌভাগ্যের অধিকারী, যাহার ভাগ্য ভালো এমন। [সং. সৌভাগ্যবৎ।] স্ত্রী. — **সৌভাগ্যবতী**। **সৌভাগ্যশালী** — সৌভাগ্যবান্, সৌভাগ্যের অধিকারী। [সং. সৌভাগ্যশালিন্।] স্ত্রী. — **সৌভাগ্যশালিনী**।
সৌভিক—ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর। [সং.]
সৌভ্রাত্র — বি. ভাইদের মধ্যে প্রীতি ও মনের মিল। গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ। [সং.]
সৌমিত্র, সৌমিত্রি—সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন। [সং.]
সৌম্য — ণ. শান্ত ও সুন্দর। বি. চন্দ্রের পুত্র, বুধ। স্ত্রী. — **সৌম্যা**। **সৌম্যদর্শন** — দেখিতে শান্ত ও সুন্দর এমন। স্ত্রী. — **সৌম্যদর্শনা**। **সৌম্যমূর্তি** — শান্ত ও সুন্দর চেহারা। যাহার চেহারা শান্ত ও সুন্দর।
সৌর — ণ. সূর্য সংক্রান্ত। [সং.] **সৌরকর** — সূর্যকিরণ। **সৌরজগৎ** — সূর্য ও তাহার চারিদিকে ভ্রমণশীল গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। **সৌর দিবস** — (জ্যোতিষে) ক্রান্তিবৃত্তের একাংশ পরিক্রমণে সূর্যের যে সময় লাগে। **সৌর মাস** — (জ্যোতিষে) সূর্যের একরাশিতে অবস্থিতির দ্বারা নিরূপিত মাস।
সৌরভ — বি. সুবাস, মিষ্ট গন্ধ। [সং.]
সৌরাষ্ট্র — ভারতের পশ্চিমস্থ একটি প্রদেশ, কাঠিয়াবাড়ের রাজ্যসমূহ।
সৌরি — বি. সূর্যপুত্র। যম। শনি। [সং.]
সৌরিক — ণ. সুরা সংক্রান্ত। বি. মদ্য-

বিক্রেতা। [সং.]

সৌষ্ঠব — বি. সুগঠন-জনিত সৌন্দর্য। [ঃ দেহ-'সৌষ্ঠব'।] সুষ্ঠুতা। [সং.]

সৌসাদৃশ্য — বি. সুন্দর বা উত্তম সাদৃশ্য। [সং.]

সৌহার্দ, সৌহার্দ্য — বি. বন্ধুত্ব, মিত্রতা। সৌজন্য। [সং.]

স্কন্দ — বি. কার্ত্তিকেয়, কার্তিক। [সং.]

স্কন্ধ — বি. কাঁধ। ষাঁড়ের ঝুঁটি। বইয়ের পরিচ্ছেদ। সৈন্যদের বিভাগ। বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা বাহির হইবার স্থান। [সং.]

স্কন্ধাবার — শিবির, ছাউনি। সৈন্যদল।

স্কলার — পণ্ডিত ব্যক্তি। [ই. scholar.] **স্কলারশিপ** — লেখাপড়া শেখার জন্য দেয় বৃত্তি। [ই. scholarship.]

স্কাউট — চর, গোয়েন্দা। ছাত্রদের একরকম সংগঠন। ঐ সংগঠনভুক্ত ছাত্র। [ই. scout.] **স্কাউটিং** — স্কাউটের কাজ। [ই. scouting.]

স্কি — বরফের উপর দিয়া সবেগে চলিবার উপযোগী সরু ও খুব লম্বা একরকম জুতা যাহা সাধারণত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকে ব্যবহার করে। ঐরূপ জুতা পরিয়া দৌড়। [ই. ski.]

স্কুল — বিদ্যালয়। দর্শন শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়। [ই. school.]

স্কেচ — প্রাথমিক রচনা, খসড়া। [ঃ ছবির 'স্কেচ'।] হালকাভাবে রচিত গল্প-চিত্রাদি। [ই. sketch.]

স্কেট — বরফের উপরে চলার উপযোগী ইস্পাতের তলাওয়ালা একরকম জুতা। ঐরূপ জুতা পরিয়া সবেগে গমন। [ই. skate.] **স্কেটিং** — স্কেট পরিয়া বেগে দৌড়। [ই. skating.]

স্কেল — মাহিনার আরম্ভ ও বৃদ্ধির নির্দিষ্ট পরিমাণ। মাপিবার জন্য ইঞ্চি ইত্যাদির দাগ দেওয়া কাঠি। [ই. scale.]

স্কোয়ার — সমচতুর্ভুজ। লম্বায় ও চওড়ায় প্রায় সমান এমন চতুষ্কোণ বেড়াইবার জায়গা। [ঃ কলেজ 'স্কোয়ার'।] [ই. square.]

স্ক্রীন — পর্দা। সিনেমার পর্দা। সিনেমা। [ই. screen.]

স্ক্রু — একরকম পেঁচালো পেরেক, ইস্ক্রুপ। [ই. screw.]

স্খলন — বি. চ্যুতি, পিছলাইয়া পতন, পতন। [ঃ পদ-'স্খলন'; ঃ বীর্য-'স্খলন'।] অসতর্কতা শৈথিল্য জড়তা ইত্যাদির জন্য ত্রুটি। [সং.] ণ. **স্খলিত** — চ্যুত, পতিত, ভ্রষ্ট, খসিয়া পড়িয়াছে এমন, পিছলাইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'স্খলিত' বসন; ঃ 'স্খলিত' পদ।] স্ত্রী. — **স্খলিতা**।

স্টক — মজুত মাল ইত্যাদির পরিমাণ। মজুদ। [ঃ 'স্টক' করা।] [ই. stock.] **স্টক এক্সচেঞ্জ** — শেয়ার বিক্রয়ের বাজার। [ই. stock-exchange.] **স্টক ব্রোকার** — শেয়ারের দালাল। [ই. stock-broker.]

স্টকিং — মোজা। [ই. stocking.]

স্টকিস্ট — যে বিক্রেতা বহু পরিমাণে মাল সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। [ই. stockist.]

স্টপেজ — ট্রাম বাস ইত্যাদি থামিবার নির্দিষ্ট জায়গা। [ই. stoppage.]

স্টল — ছোট দোকান। সিনেমা-থিয়েটারে বসিবার নির্দিষ্ট স্থান। [ই. stall.]

স্টাইল — ধরন, ভঙ্গী। [ঃ লেখার 'স্টাইল'।] শৌখিনতা, বিলাসিতা। [ঃ 'স্টাইল' করা] [ই. style.]

স্টাডি — মনোযোগের সহিত পাঠ। পড়িবার ঘর। [ই. study.]

স্টার্লিং — ইংলণ্ডে প্রচলিত মুদ্রার নাম। [ই. starling.]

স্টীম — বাষ্প। [ঃ 'স্টীমে' কাচা।] [ই. steam.] **স্টীমার** — বাষ্পচালিত জাহাজ। [ই. steamer.]

স্টীল — ইস্পাত। [ই. steel.]

স্টুডিও — চিত্র শব্দ ইত্যাদি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা স্থান। [ই. studio.]

স্টেজ — মঞ্চ। রঙ্গমঞ্চ, থিয়েটার। অবস্থার স্তরভেদ। [ই. stage.]

স্টেট — রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য। [ই. state.]

স্টেডিয়াম — খেলা ইত্যাদি দেখিবার জন্য সুবৃহৎ প্রেক্ষাগার। [ই. stadium.]

স্টেথোস্কোপ — রোগীর বুক ইত্যাদি দেখিবার নলওয়ালা একরকম যন্ত্র। [ই. stethoscope.]

স্টেন-গান — একজাতীয় বন্দুক। [ই. sten-gun.]

স্টেনো — (সংক্ষেপে) স্টেনোগ্রাফার। **স্টেনোগ্রাফার** — সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে দ্রুত লেখে এমন ব্যক্তি। [ই. stenographer.] **স্টেনোগ্রাফি** — সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে দ্রুত লিখনের পদ্ধতি। [ই. stenography.]

স্টেশন — রেলগাড়ি ইত্যাদি থামিবার নির্দিষ্ট স্থান। [ই. station.] **স্টেশন-মাস্টার** — স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [ই. station-master.]

স্টোর, স্টোর্স — বিভিন্ন জাতীয় মাল বিক্রয় হয় এমন দোকান। [ই. stores.]

স্ট্যাণ্ড — দাঁড়াইবার বা থামিবার জায়গা। [ঃ বাসের 'স্ট্যাণ্ড'।] [ই. stand.]

স্ট্যাণ্ডার্ড — মান। শ্রেণী। [ই. standard.]

স্ট্যাম্প — চিঠি দলিল ইত্যাদিতে লাগাইবার টিকিট। সীলমোহর। [ই. stamp.]

স্ট্রাইক — হরতাল, ধর্মঘট, প্রতিবাদসূচক কর্মবিরতি। [ই. strike.]

স্তন — মাই, পয়োধর, কুচ। [সং.] **স্তনবৃন্ত, স্তনমুখ** — স্তনের বোঁটা, চুচুক।

স্তনন — বি. শব্দ। গর্জন। [সং.] ণ. **স্তনিত** — শব্দিত, গর্জিত। [ঃ সমুদ্র-'স্তনিত' পৃথ্বী।]

স্তনন্ধয় — স্তন্যপায়ী। স্ত্রী. — **স্তনন্ধয়া, স্তনন্ধয়ী**।

স্তন্য — ণ. স্তনজাত। [ঃ 'স্তন্য' দুগ্ধ। বি. স্তন্যদুগ্ধ, মাইদুধ। [সং.] **স্তন্য-পান** — মাইদুধ খাওয়া,, স্তন্যদুগ্ধ পান। **স্তন্যপায়ী** — শিশুকালে স্তন্য পান করে এমন। [ঃ 'স্তন্যপায়ী' জীব।] [সং. স্তন্যপায়িন্।]

স্তব — বি. দেবতাদির সন্তোষসাধনের জন্য মহিমাকীর্তন, স্তুতি। [ঃ 'স্তব' করা।] স্তুতি করিবার উপযোগী মন্ত্রাদি স্তোত্র। [ঃ 'স্তব'-পাঠ।] [সং.] **স্তব-গাথা** — স্তুতি করিবার উপযোগী কবিতা। **স্তবস্তুতি** — স্তব ও ঐরূপ অন্যান্য কাজ।

স্তবক — বি. গুচ্ছ, গোছা, তবক। [ঃ পুষ্প-'স্তবক'।] [সং.]

স্তবন — স্তব করণ, মহিমাকীর্তন [সং.]

স্তব্ধ — ণ. জড়ীভূত, নিশ্চল। নীরব গম্ভীর, থমথমে। [সং.] বি. — **স্তব্ধতা** **স্তব্ধীভূত** — স্তব্ধ হইয়াছে এমন স্ত্রী. — **স্তব্ধীভূতা**।

স্তম্ভ — বি. থাম, খুঁটি। জড়তা, জড়ীভাব। [ঃ উরু-'স্তম্ভ'।] নিশ্চলতা দৃঢ়ভাব, কাঠিন্য। নিরোধ, প্রতিরোধ খবরের কাগজ ইত্যাদির লেখার অংশ

চওড়া সারি, column. [সং.]

স্তম্ভন - দৃঢ় বা কঠিন অবস্থা প্রাপ্তি। দৃঢ় করণ। মন্ত্রাদির দ্বারা জড়তা সম্পাদন। মদনের পঞ্চবাণের একটি। [সং.] **স্তম্ভিত** — ণ. অত্যধিক বিস্ময়ে জড়ীভূত, স্তব্ধ।

স্তর — বি. থাক, থর। শ্রেণী। পর পর উপরে ও নীচে সাজানো মৃত্তিকা ইত্যাদির থাক। [সং.]

স্তাবক — যে স্তব করে, স্তুতিকারক। (নিন্দায়) খোশামোদকারী, চাটুকার। [সং.] **স্তাবকতা** — (নিন্দায়) খোশামোদ, চাটু।

স্তিমিত — ণ. নিশ্চল। আর্দ্র। ক্ষীণ। [সং.]

স্তুত — ণ. যাহার স্তুতি করা হইয়াছে এমন। [সং.] বি. **স্তুতি** — স্তব, মহিমাকীর্তন। (নিন্দায়) তোশামোদ। **স্তুতিপাঠক** — যে স্তুতি পাঠ করে, বন্দনাকারী, ভাট। **স্তুতিবাক্য, স্তুতি-বাদ** — প্রশংসাবাক্য। **স্তুত্য** — স্তুতির যোগ্য।

স্তূপ — বি. রাশি, গাদা, ঢিপি, পুঞ্জ। ঢিপির মতো দেখিতে বৌদ্ধ-সমাধি। [সং.] **স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি** — ণ. জমিয়া স্তূপের মতো হইয়াছে এমন। [ঃ 'স্তূপাকার' হয়ে পড়ে আছে।] **স্তূপীকৃত** — ণ. স্তূপে পরিণত, রাশীকৃত।

স্তেন — বি. চোর, তস্কর। [ঃ 'স্তেন'-নিগ্রহ।] [সং.]

স্তেপ — দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য-এশিয়ার বিশাল সমভূমি। [ই. steppe.]

স্তোক — ণ. ঈষৎ, অল্প। [সং.]

স্তোভ — মিথ্যা সান্ত্বনা বা আশা। [সং. স্তোভ।] **স্তোকবাক্য** — মিথ্যা সান্ত্বনা বা আশা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্তি।

স্তোত্র — বি. স্তবের উপযোগী মন্ত্র বা কবিতা। [ঃ 'স্তোত্র'-পাঠ।] [সং.]

স্ত্রী — বি. নারী, স্ত্রীলোক। [ঃ 'স্ত্রী'-চরিত্র।] পত্নী, ভার্যা। ণ. স্ত্রীজাতীয়, পুরুষ নহে এমন। [ঃ 'স্ত্রী'-লোক; ঃ 'স্ত্রী''-জাতি; ঃ 'স্ত্রী'-সৈনিক।] **স্ত্রী-আচার** — হিন্দু বিবাহে সধবা স্ত্রীলোক-গণ কর্তৃক বরকন্যাকে লইয়া করণীয় অনুষ্ঠান। **স্ত্রীচরিত্র** — মেয়েদের স্বভাব, নারীচরিত্র। **স্ত্রীচিহ্ন** — যোনি, ভগ। **স্ত্রীজাতি** — নারীজাতি। সকল মেয়ের সমষ্টি। **স্ত্রীত্ব** — বি. নারীধর্ম। স্ত্রী-লোকের যোগ্য ভাব। **স্ত্রীধন** — স্ত্রী-লোকের নিজস্ব সম্পত্তি। **স্ত্রীধর্ম** — নারীর কর্তব্য। ঋতু, রজঃ। **স্ত্রীরত্ন** — দুর্লভা নারী। দুর্লভা পত্নী। **স্ত্রী-লিঙ্গ** — (ব্যাকরণে) স্ত্রীবাচক শব্দ। **স্ত্রীলোক** — মেয়ে, নারী। **স্ত্রীশিক্ষা** — মেয়েদের লেখাপড়া, নারীশিক্ষা। **স্ত্রী-সংসর্গ, স্ত্রীসঙ্গম, স্ত্রীসহবাস** — স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন। **স্ত্রীসুলভ** — মেয়েদের মতো, মেয়েলী, নারীসুলভ। **স্ত্রীস্বাধীনতা** — স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সমান অধিকারলাভ, পুরুষের অধীনতা হইতে স্ত্রীলোকের মুক্তি।

স্ত্রৈণ — ণ. স্ত্রীর বশীভূত। বি. — **স্ত্রৈণতা**।

-স্থ — 'ইহাতে আছে' বা 'স্থিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দেহ-'স্থ'।] [সং.] স্ত্রী. — **-স্থা**।

স্থগিত — ণ. সাময়িকভাবে বন্ধ, মুলতবী। [ঃ কাজ 'স্থগিত' রাখা।] [সং.]

স্থণ্ডিল — যজ্ঞের জন্য নির্মিত চত্বর বা বেদী, যজ্ঞভূমি। [সং.]

স্থপতি — গৃহনির্মাণকারী, রাজমিস্ত্রী। [সং.] **স্থপতিবিজ্ঞান, স্থপতিবিদ্যা** —

স্থপতির কাজ সংক্রান্ত কলাকৌশল ও জ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা।

স্থবির—ণ. অতি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত। স্ত্রী.— **স্থবিরা**। বি. — **স্থবিরতা, স্থবিরত্ব**।

স্থল — বি. স্থান, জায়গা, ভূমি। [ঃ বন-'স্থল'; ঃ কর্ম-'স্থল'।] ডাঙা, জলমগ্ন নহে এমন স্থান। [ঃ 'স্থল'-ভাগ।] বিষয়, অবস্থা, ব্যাপার, ক্ষেত্র। [ঃ এরূপ 'স্থলে'।] কাজ, পদ। [ঃ তাঁহার 'স্থলে'।] [সং.] **স্থলচর** — ডাঙায় চলাফেরা বা বাস করে এমন। [ঃ 'স্থলচর' প্রাণী।] **স্থলজ** — ডাঙায় জন্মে এমন। (তুঃ 'জলজ'।) **স্থলপথ** — ডাঙা দিয়া যাওয়া যায় এমন রাস্তা। (তুঃ 'জলপথ'।) **স্থলপদ্ম** — একরকম জবাজাতীয় গোলাপী ফুল ও তাহার গাছ। **স্থলবর্তী** — অন্যের পরিবর্তে নিযুক্ত। ডাঙায় আছে এমন। স্ত্রী.— **স্থলবর্তিনী**। **স্থলাভিষিক্ত** — সম্মানজনক পদে অপরের পরিবর্তে নিযুক্ত। **স্থলী** — স্থল। স্থান। [ঃ বন-'স্থলী'।] থলি। [সং.] ণ. স্থল সংক্রান্ত।

স্থাণু — বি. খোঁটা, থাম। শাখাহীন বৃক্ষ, গাছের গুঁড়ি। [ঃ 'স্থাণু'-বৎ স্থির।] মহাদেব, শিব। উইঢিপি। ণ. স্থির, নিশ্চল।

স্থাণ্বীশ্বর — ('থানেশ্বর' দেখ।)

স্থাতব্য — থাকিবার উপযুক্ত, যাহা থাকা উচিত এমন। [সং.]

স্থাতা — যে থাকে, অবস্থানকারী। [সং. স্থাতৃ।]

— বি. জায়গা, ঠাঁই। অবস্থানের জায়গা, ভবন, গৃহ। [ঃ দেব-'স্থান'।] স্থল। [ঃ ই-কারের 'স্থানে' এ-কার।] [সং.] **স্থানচ্যুত** — স্থানভ্রষ্ট, কোনও জায়গা হইতে অপসারিত বা পতিত।

স্ত্রী. — **স্থানচ্যুতা**। বি. — **স্থানচ্যুতি**। **স্থানত্যাগ** — কোনও জায়গা হইতে প্রস্থান। **স্থানমাহাত্ম্য** — কোনও স্থানের অলৌকিক শক্তি বা প্রভাব। **স্থানান্তর** — অন্য স্থান। [ঃ 'স্থানান্তরে' গমন।] **স্থানান্তরিত** — ণ. অন্য স্থানে নীত বা প্রেরিত। **স্থানাভাব** — জায়গার অভাব। **স্থানিক** — ণ. স্থান সংক্রান্ত। [ঃ 'স্থানিক' দূরত্ব।] **স্থানীয়** — ণ. নিকটবর্তী স্থানের। [ঃ 'স্থানীয়' লোক; ঃ 'স্থানীয়' ব্যাপার।] সদৃশ, মতো। [ঃ পিতৃ-'স্থানীয়'।] স্থান সংক্রান্ত, স্থানিক। স্ত্রী. — **স্থানীয়া**। বি. — **স্থানীয়তা**।

স্থানেশ্বর — ('থানেশ্বর' দেখ।)

স্থাপক — যে স্থাপন করে, প্রতিষ্ঠাতা [সং.] স্ত্রী. — **স্থাপিকা**।

স্থাপত্য — বি. স্থপতির কাজ, গৃহনির্মাণ-শিল্প। [সং.] **স্থাপত্যবিজ্ঞান**, **স্থাপত্যবিদ্যা**—('স্থপতিবিজ্ঞান' দেখ।)

স্থাপন, স্থাপনা — বি. রাখা, রক্ষণ, অর্পণ। [ঃ মস্তকে 'স্থাপন'।] প্রতিষ্ঠিত করণ। [ঃ রাজ্য-'স্থাপন'; ঃ মন্দির-'স্থাপন'।] [সং.] **স্থাপনীয়** — ণ. স্থাপনের উপযুক্ত। স্থাপন করিতে হইবে এমন। **স্থাপয়িতা** — স্থাপনকারী, স্থাপক। [সং. স্থাপয়িতৃ।] স্ত্রী. — **স্থাপয়িত্রী**। **স্থাপা** — ক্রি. (কবিতায়) স্থাপন করা। **স্থাপিত** — ণ. স্থাপন করা হইয়াছে এমন, রক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী.—**স্থাপিতা**। **স্থাপ্য**—('স্থাপনীয়' দেখ।)

স্থাবর — ণ. গতিহীন, চলিতে পারে না এমন। [ঃ 'স্থাবর'-জঙ্গম।] অন্যত্র সরানো যায় না এমন। [ঃ 'স্থাবর' সম্পত্তি।] [সং.]

স্থায়ী — ণ. দীর্ঘকাল থাকে এমন।

. . . . . . [সং. স্থায়িন্] স্থায়িতা,

স্থায়িত্ব — স্থায়ী হইবার গুণ ভাব বা অবস্থা। স্থায়িভাব — (অলংকারশাস্ত্রে) কাব্য নাটক ইত্যাদিতে পাঠক দর্শক বা শ্রোতার মনে সর্বাপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হয় বা প্রাধান্য লাভ করে এমন ভাব। স্থায়িভাবে — সুদীর্ঘকাল ধরিয়া।

স্থাল — থালা। [সং.] স্থালী — হাঁড়ি, থালা।

স্থিত — গ. আছে এমন, বর্তমান, বিদ্যমান, অবস্থিত। স্থির। স্ত্রী. — স্থিতা। বি. স্থিতি — থাকা, অবস্থান। স্থিরতা। স্থায়িত্ব। স্থিতিশীল — যাহা স্বভাবতঃ স্থিরভাবে থাকে বা স্থায়ী হয় এমন। বি. — স্থিতিশীলতা। স্থিতিস্থাপক — প্রসারিত বক্র পিষ্ট ইত্যাদি করিবার পর পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এমন। [ঃ রবারের মতো 'স্থিতিস্থাপক'।] বি. — স্থিতিস্থাপকতা।

স্থির — গ. গতিহীন, নিশ্চল। অচঞ্চল। [ঃ 'স্থির' দৃষ্টি।] নির্দিষ্ট, নির্ধারিত। [ঃ দিন 'স্থির' করা।] ধীর, শান্ত। অটল, দৃঢ়। [ঃ 'স্থির বিশ্বাস।] [সং.] স্ত্রী. — স্থিরা। বি. — স্থিরতা। স্থিরনিশ্চয় — সংকল্পে অটল, দৃঢ়সংকল্প। স্থির সংকল্প। স্থিরপ্রতিজ্ঞ — প্রতিজ্ঞায় অটল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্থিরমতি — যাহার স্বভাব ও বুদ্ধিতে স্থিরতা ও শান্ত ভাব আছে এমন। স্থিরযৌবন — যাহার যৌবন সহজে বিনষ্ট হয় না এমন। স্ত্রী. — স্থিরযৌবনা। স্থিরায়ু, স্থিরায়ুঃ — চিরজীবী। দীর্ঘজীবী। [সং. স্থিরায়ুস্।] স্থিরীকৃত — গ. স্থির করা হইয়াছে এমন, নির্ধারিত।

স্থূল — গ. মোটা। [ঃ 'স্থূল' বুদ্ধি।] অমার্জিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। [ঃ 'স্থূল' দেহ।] [সং.] স্ত্রী — স্থূলা। বি. স্থূলতা, স্থূলত্ব। স্থূলকায় — যাহার দেহ মোটা এমন। স্ত্রী. — স্থূলকায়া। স্থূলকোণ — (জ্যামিতিতে) সমকোণের অপেক্ষা বড় কোণ। স্থূলদেহ — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রক্তমাংস ইত্যাদি দিয়া গঠিত দেহ। মোটা শরীর। যাহার শরীর মোটা এমন। স্থূলবুদ্ধি — যাহার বুদ্ধি মোটা এমন, নির্বোধ, বোকা। বুদ্ধির অভাব, মোটা বুদ্ধি, নির্বুদ্ধিতা। স্থূলোদর — মোটা পেট, ভুঁড়ি। যাহার পেট মোটা এমন, ভুঁড়িওয়ালা। স্ত্রী. — স্থূলোদরা।

স্থৈর্য — বি. স্থিরতা। [সং.]

স্থৌল্য — বি. স্থূলতা, স্থূলত্ব। [সং.]

স্নাত — গ. স্নান করিয়াছে এমন। ধৌত, সিক্ত। [ঃ শিশির-স্নাত'।] [সং.] স্ত্রী. — স্নাতা।

স্নাতক — (প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায়) যে শিক্ষাশেষে ব্রহ্মচর্য সমাপন সূচক স্নান করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। [সং.] স্নাতকোত্তর — স্নাতক হইবার পরবর্তী। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট।

স্নান — বি. নাওয়া, অবগাহন, সর্বাঙ্গ ধৌত করণ। [সং.] স্নানযাত্রা — জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথের স্নানোৎসব। স্নানাগার — স্নানের ঘর, নাহিবার ঘর, bath-room. স্নানীয় — গ. স্নান সংক্রান্ত। স্নানের উপযোগী। বি. স্নানের উপকরণ।

স্নাপক — যে স্নান করায়। [সং.] স্ত্রী. — স্নাপিকা। স্নাপন — বি. অপরকে স্নান করানো।

স্নায়বিক — গ. স্নায়ু সংক্রান্ত। [সং.] স্নায়বিক দৌর্বল্য — স্নায়ুর দুর্বলতাজনিত রোগ, nervous debility.

স্নায়ী — যে স্নান করে। [সং.

স্নায়িন্।]

স্নায়ু — দেহময় ছড়াইয়া আছে এমন অতি সূক্ষ্ম নাড়ী, nerve. দেহের পেশীবন্ধনী, sinew. [সং.] **স্নায়ুশূল** — স্নায়ুর একরকম বেদনা, neuralgia.

স্নিগ্ধ — গ. শীতল করে এমন। শীতল কোমল। স্নেহযুক্ত, তৈলাক্ত। মসৃণ। [সং.] স্ত্রী. — **স্নিগ্ধা**। বি. — **স্নিগ্ধতা**। **স্নিগ্ধকর** — ঠাণ্ডা করে এমন।

স্নুষা — পুত্রবধূ। [সং.]

স্নেহ — বি. ভালোবাসা, মমতা, আদর। [ঃ 'স্নেহ' করা।] খাদ্যের তৈলজাতীয় উপাদান। **স্নেহের** — প্রিয়, আদরের। **স্নেহবান্** — যে স্নেহ করে, যে আদর করে। স্ত্রী. — **স্নেহবতী**। **স্নেহভাজন** — স্নেহের যোগ্য, স্নেহের পাত্র। **স্নেহভাজনেষু** — স্নেহভাজনকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ। **স্নেহশীল** — ভালোবাসা যাহার স্বভাব এমন। স্ত্রী. — **স্নেহশীলা**। **স্নেহাশীর্বাদ** — ভালোবাসার সহিত আশীর্বাদ। **স্নেহাস্পদ** — স্নেহভাজন। **স্নেহাস্পদেষু** — স্নেহভাজন ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

স্নো — একরকম স্নিগ্ধ প্রসাধন দ্রব্য যাহা মুখে মাখা হয়। [ঃ 'স্নো' পাউডার মাখা।] [ই. snow.]

স্পন্দ, স্পন্দন — ঈষৎ কম্পন, স্ফুরণ। ক্রমাগত পর্যায়ক্রমে গতি ও বিরাম। [ঃ হৃৎ-'স্পন্দন'।] [সং.] গ. — **স্পন্দিত**। **স্পন্দনরহিত, স্পন্দনহীন** — স্থির, নিস্পন্দ। **স্পন্দমান** — স্পন্দিত হইতেছে এমন, কম্পমান।

স্পর্ধা — বি. ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুঃসাহস। [সং.] **স্পর্ধিত** — গ. স্পর্ধাপূর্ণ, উদ্ধত দুঃসাহসিক। স্ত্রী. — **স্পর্ধিতা**।

স্পর্ধী — যে স্পর্ধা করে। [সং. স্পর্ধিন্।] স্ত্রী. — **স্পর্ধিনী**।

স্পর্শ — বি. ছোঁয়া, ঈষৎ সংলগ্ন ভাব। ত্বকের অনুভবশক্তি। গ্রহণ আরম্ভ। সংসর্গ, সঙ্গ। [সং.] **স্পর্শক** — (জ্যামিতিতে) বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে কিন্তু ছেদ করে না এমন সরলরেখা। **স্পর্শক্রামক, স্পর্শক্রামী** — স্পর্শের দ্বারা সংক্রমণ ঘটে এমন, ছোঁয়াচে। **স্পর্শন** — স্পর্শ করণ। **স্পর্শনীয়** — গ. স্পর্শ করা যায় বা স্পর্শ করা উচিত এমন। **স্পর্শবর্ণ** — (ব্যাকরণে) বর্গীয় বর্ণ, ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণ। **স্পর্শমণি** — কল্পিত পাথর যাহা ছোঁয়াইলে অন্য সকল বস্তু সোনায় পরিণত হয়, পরশ পাথর **স্পর্শা** — ক্রি. (কবিতায়) স্পর্শ করা [ঃ 'স্পর্শিবে'।] **স্পর্শী** — 'স্পর্শ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গগন-'স্পর্শী'।] [সং স্পর্শিন্।] **স্পর্শেন্দ্রিয়** — স্পর্শের দ্বারা জানিতে পারে এমন ইন্দ্রিয়, ত্বক্

স্পষ্ট — গ. ব্যক্ত, প্রকাশিত। সহজে দেখা বা বোঝা যায় এমন। অকপট খোলাখুলি। [ঃ 'স্পষ্ট' জানিয়ে দিলাম।] [সং.] বি. — **স্পষ্টতা** **স্পষ্টবক্তা** — স্পষ্টবাদী, উচিতবাদী। [সং. স্পষ্টবক্তৃ।] স্ত্রী. — **স্পষ্টবক্ত্রী** **স্পষ্টবাদী** — যে অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা বলে, স্পষ্টবক্তা। [সং. স্পষ্টবাদিন্।] স্ত্রী. — **স্পষ্টবাদিনী**। বি. **স্পষ্টবাদিতা**। **স্পষ্টভাষী** — স্পষ্টবাদী, স্পষ্টবক্তা। [সং. স্পষ্টভাষিন্।] স্ত্রী. — **স্পষ্টভাষিণী**। **স্পষ্টাস্পষ্টি** — খোলাখুলি, অতিশয় স্পষ্টভাবে। ['স্পষ্টাস্পষ্টি' বলা।]

স্পিরিট — সহজে উবিয়া যায় এবং

জ্বলিয়া উঠে এমন একরকম তরল জিনিস, অ্যালকোহল, সুরাসার। [ই. spirit.]

স্পীকার — বক্তা। আইনসভার সভাপতি, সভাপাল। [ই. speaker.]

স্পৃশ্য — ণ. যাহা বা যাহাকে ছোঁয়া যায় এমন, স্পর্শযোগ্য। [সং.] বি. — **স্পৃশ্যতা।**

স্পৃষ্ট — ণ. স্পর্শ করা হইয়াছে এমন। [সং.]

স্পৃহনীয় — ণ. কাম্য, অভীষ্ট। [সং.]

স্পৃহা — বি. ইচ্ছা, কামনা, বাঞ্ছা। [সং.]

স্পেন — দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের একটি দেশ। **স্পেনিয়ার্ড** — স্পেনের অধিবাসী। **স্পেনিশ, স্পেনীয়** — স্পেন সংক্রান্ত। স্পেনে উৎপন্ন। স্পেনের ভাষা।

স্প্রিং—স্থিতিস্থাপকতা-গুণযুক্ত ইস্পাতের একরকম পাকানো তার। [ঃ 'স্প্রিং'-য়ের গদি; ঃ ঘড়ির 'স্প্রিং'।] [ই. spring.]

স্ফটিক — একরকম স্বচ্ছ বর্ণহীন পাথর, ফটিক। [সং.] **স্ফটিকাধার** — স্ফটিকের তৈয়ারী পাত্র।

স্ফটিকারি — ফটকিরি। [সং.]

স্ফাটিক — ণ. স্ফটিকনির্মিত, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। [সং.]

স্ফিংস — মিশরের বিখ্যাত পাথরের মূর্তি যাহার খানিকটা মানুষের মতো ও খানিকটা সিংহের মতো। [ই. Sphinx.]

স্ফীত — ণ. ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন। [ঃ 'স্ফীত' বক্ষ।] [সং.] স্ত্রী. — **স্ফীতা।** বি. — **স্ফীতি।**

স্ফুট — ণ. বিস্ফুট, ফুটানো। [ঃ দন্ত-'স্ফুট' করা।] বিকশিত। [সং.] **স্ফুটন** — বিকাশ। [ঃ 'স্ফুটনোন্মুখ'।] উত্তাপ লাগায় তরল বস্তু হইতে বুদ্‌-বুদ্‌ নিঃসারণ। **স্ফুটনাঙ্ক** — তপ্ত হইবার পরিমাণ যাহাতে তরল দ্রব্য ফুটিয়া উঠে, boiling point. **স্ফুটিত** — ণ. বিকশিত। উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন।

স্ফুরণ — বি. কম্পন। দীপ্তি। প্রকাশ। [ঃ বাক্য-'স্ফুরণ'।] [সং.] ণ. **স্ফুরিত** — কম্পিত। [ঃ 'স্ফুরিতাধর'।] উজ্জ্বল, দীপ্ত। প্রকাশিত, উচ্চারিত। **স্ফুরিতাধর** — কম্পিত ঠোঁট। যাহার ঠোঁট কাঁপিতেছে এমন। স্ত্রী. — **স্ফুরিতাধরা।**

স্ফুলিঙ্গ — বি. আগুনের ফুলকি, অগ্নিকণা। [সং.]

স্ফূর্ত — ণ. বিকাশপ্রাপ্ত। প্রকাশিত। [ঃ স্বতঃ-'স্ফূর্ত'।] [সং.] বি. **স্ফূর্তি** — স্ফুরণ, বিকাশ। প্রকাশ। [ঃ বাক্য-'স্ফূর্তি'।] আনন্দ, আমোদ, ফুর্তি।

স্ফোট — বি. ফাটার শব্দ। ফোড়া। (ব্যাকরণে) পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবের সহিত শেষ বর্ণের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা বোধ্য অখণ্ড শব্দবিশেষ। [সং.]

স্ফোটক — ফোড়া, ব্রণ। [সং.]

স্ফোটন — ফাটানো, বিদারণ। মটকানো, ফট ফট বা মট মট শব্দ করণ। [ঃ অঙ্গুলি-'স্ফোটন'।] [সং.] **স্ফোটনী** — যে যন্ত্র ফুটাইয়া ছিদ্র করা যায়।

স্মর — বি. প্রেমের দেবতা, মদন। [সং.]

স্মরণ — বি. অতীত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা, স্থায়ী জ্ঞান বা ধারণা, স্মৃতি। [সং.] **স্মরণ করা** — অতীত বিষয় মনে আনা। **স্মরণ থাকা** — ভুলিয়া না যাওয়া, মনে রাখা। **স্মরণ হওয়া** — অতীত বিষয় মনে উদয় হওয়া, মনে পড়া। **স্মরণশক্তি**

— মনে রাখিবার শক্তি, স্মৃতিশক্তি। **স্মরণাতীত** — ণ. মনে পড়ে না এমন প্রাচীন। [ঃ 'স্মরণাতীত' কাল।] **স্মরণীয়** — ণ. মনে রাখার যোগ্য। যাহা বা যাহাকে মনে রাখা উচিত এমন। [ঃ 'স্মরণীয়' ঘটনা।] স্ত্রী. — **স্মরণীয়া**। [ঃ চির-'স্মরণীয়া'।]

স্মরহর, স্মরারি — স্মর বা মদনের বিনাশকর্তা, শিব, মহাদেব। [সং.]

স্মর্তব্য—ণ. স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য। [সং.]

স্মারক — যে বা যাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। [ঃ থিয়েটারের 'স্মারক' বা প্রম্প্‌টার; ঃ 'স্মারক'-লিপি।] [সং.]

স্মার্ত — ণ. স্মৃতিশাস্ত্র সংক্রান্ত। স্মৃতি-শাস্ত্রে পণ্ডিত। [সং.]

স্মিত — বি. ঈষৎ হাস্য। [ঃ 'সস্মিত'।] ণ. ঈষৎ হাস্যযুক্ত। [ঃ 'স্মিত' মুখে।] ঈষৎ, মৃদু। [ঃ 'স্মিত' হাস্য।] [সং.]

স্মৃত — ণ. মনে আছে বা মনে পড়িয়াছে এমন। [সং.] বি. **স্মৃতি** — স্মরণ। স্মরণশক্তি। প্রাচীন কালের ভারতীয় ধর্ম ও সমাজনীতি সংক্রান্ত পুস্তক, স্মৃতি-শাস্ত্র। **স্মৃতিকর্তা, স্মৃতিকার** — স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতা। **স্মৃতিচিহ্ন** — স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উপযোগী চিহ্ন। **স্মৃতিপট** — মন যাহাতে অতীত বিষয় লিখিত বা অঙ্কিত হইয়া থাকে মনে করা হয়। **স্মৃতিপথ** — মন যাহা দিয়া অতীত বিষয় আসে বা উদিত হয় মনে করা হয়। **স্মৃতিবার্ষিকী** — মৃত ব্যক্তির স্মরণে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক উৎসব। **স্মৃতিভ্রংশ** — স্মৃতিশক্তির নাশ, স্মৃতি-লোপ। **স্মৃতিমন্দির** — কোনও মৃত ব্যক্তির স্মরণে নির্মিত গৃহ। **স্মৃতিরক্ষা** — কোনও মৃত ব্যক্তিকে যাহাতে লোকে ভুলিয়া না যায় তাহার জন্য চেষ্টা বা ব্যবস্থা। **স্মৃতিলোপ** — স্মরণশক্তির নাশ, স্মৃতিভ্রংশ। **স্মৃতিশক্তি** — মনে রাখিবার ক্ষমতা, স্মরণশক্তি। **স্মৃতিশাস্ত্র** — ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ। **স্মৃতিস্তম্ভ** — স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্মিত থাম।

স্মের—ণ. স্মিত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত। [সং.]

স্যন্দ — বি. গমন। বেগ। ক্ষরণ। [সং.] **স্যন্দন** — রথ। **-স্যন্দী** — 'যাহা হইতে ঝরিয়া পড়ে বা ক্ষরিত হয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মধু-'স্যন্দী'।] [সং. স্যন্দিন্।] স্ত্রী. — **-স্যন্দিনী**।

স্যমন্তক — বি. পুরাণে বর্ণিত মণি যাহা শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিতেন। [সং.]

স্যাণ্ডেল — একরকম ফিতা-লাগানো চটি। [ই. sandal.]

স্যাঁৎস্যাঁৎ, স্যাঁতস্যাঁত — ঈষৎ ভিজা বা সরস ভাব সূচক অনুকার। [ঃ মেঝেটা 'স্যাঁতস্যাঁত' করছে।] ণ. **স্যাঁতসেঁতে** — স্যাঁতস্যাঁত করে এমন, ভিজা ভাব-যুক্ত। [ঃ 'স্যাতসেঁতে' মেঝে।]

স্যাম্পল — নমুনা। [ই. sample.]

স্যার — সম্মানসূচক সম্বোধন, মহাশয়। শিক্ষকের প্রতি সম্বোধন। শিক্ষক। বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান-সূচক উপাধি। [ই. sir.]

স্যালাড — কাঁচা শাকসবজির টুকরা ইত্যাদি যাহা চপ কাটলেট ইত্যাদির সহিত খায়। [ই. salad.]

স্যালিউট, স্যালুট — সামরিক কায়দায় অভিবাদন, সামরিক সেলাম। [ই. salute.]

স্যূত — ণ. সেলাই করা হইয়াছে এমন, গ্রথিত। [সং.]

স্রংস, স্রংসন—বি. স্খলন, বিচ্যুতি। [সং.]

স্রক্ — ফুলের মালা। [ঃ 'স্রক্'-চন্দন।] [সং. স্রজ্।]

স্রষ্টা — বি. ভগবান্। রচয়িতা। [ঃ কাব্যের 'স্রষ্টা'।] [সং. স্রষ্টৃ।]

স্রস্ত — ণ. স্খলিত, খসিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'স্রস্ত' বাস।] [সং.] **স্রস্ত-বাস** — শিথিল বসন। যাহার কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **স্রস্তবাসা**।

স্রাব — বি. ক্ষরণ, তরল বা ঈষৎ তরল বস্তুর নিঃসারণ। [ঃ রক্ত-'স্রাব'; ঃ গর্ভ-'স্রাব'।] [সং.]

স্রুত — ণ. ক্ষরিত, গলিত, ঝরানো হইয়াছে এমন। [সং.] বি. — **স্রুতি**।

স্রেফ — ('সেরেফ' দেখ।)

স্রোত, স্রোতঃ — বি. প্রবাহ, বহিয়া যায় এমন বস্তু, বহিয়া যাইবার বেগ। [ঃ জল-'স্রোত'; ঃ কাল-'স্রোত'; ঃ 'স্রোতের' মুখে।] [সং. স্রোতস্।] **স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী** — নদী।

স্লাইস — ফালি, টুকরা। [ই. slice.]

স্লিপার — একরকম ফিতা-লাগানো হালকা চটি, স্যান্ডেল। [ই. slipper.]

স্লেট — ('সেলেট' দেখ।)

স্লো — দ্রুত বা ঠিকমতো চলে না এমন, মন্থর। [ঃ ঘড়ি 'স্লো' আছে।] মন্থরভাবে, আস্তে। [ঃ ঘড়ি 'স্লো' যাচ্ছে।] [ই. slow.]

স্লোগান — দাবী ইত্যাদি সম্পর্কে উচ্চারিত ধ্বনি। [ঃ 'স্লোগান' দেওয়া।] [ই. slogan.]

স্ব — সর্ব. স্বয়ং, নিজে। [ঃ 'স্ব'-গত।] বি. যাহাতে অধিকার আছে এমন বস্তু। ঃ পর-'স্ব'; ঃ সর্ব'স্ব'।] ণ. নিজের, অপরের নহে এমন। [ঃ 'স্ব'-দেশ; ঃ 'স্ব'-হস্ত।] [সং.] **স্ব স্ব** — নিজ নিজ। [ঃ 'স্ব' 'স্ব' গৃহে প্রত্যাবর্তন।]

স্বঃ — স্বর্গ। [ঃ 'স্বর্গত'।] [সং. স্বর্।]

স্বকীয় — ণ. নিজের, স্বীয়, আপন, অপরের নহে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **স্বকীয়া**। বি. **স্বকীয়তা** — নিজের বৈশিষ্ট্য, অপরের নাই এমন গুণ।

স্বকুল — বি. নিজের বংশ বা গোত্র। [ঃ 'স্বকুলে' বিবাহ।] [সং.]

স্বকৃত — ণ. নিজে করিয়াছে এমন, নিজের দ্বারা কৃত। [ঃ 'স্বকৃত' অপরাধ।] [সং.] **স্বকৃতভঙ্গ** — যে কুলীন নিজে কুলপ্রথা ভঙ্গ করিয়াছে।

স্বখাত — ণ. নিজে খুঁড়িয়াছে এমন। [ঃ 'স্বখাত' সমাধি।] [সং.] **স্বখাত সলিল** — নিজের খোঁড়া জলাশয়ের জল। [ঃ 'স্বখাত সলিলে' ডুবিয়া মরা।]

স্বগত — ণ. আত্মগত, অপরের উদ্দেশে নহে এমন। [সং.] **স্বগতোক্তি** — আপন মনে বলা কথা, অপরের উদ্দেশ্যে বলা হয় না এমন উক্তি। (নাটকে) পাত্রপাত্রীর উক্তি যাহা পাত্রপাত্রী আপন মনে ভাবিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

স্বগৃহ — নিজের বাড়ি, নিজগৃহ। [সং.]

স্বচ্ছ — যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় বা যাহাতে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না এমন। [ঃ 'স্বচ্ছ' কাচ।] যাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে এমন, অত্যন্ত নির্মল। [ঃ 'স্বচ্ছ' জল।] [সং.] বি. — **স্বচ্ছতা**।

স্বচ্ছন্দ — ণ. বাধাহীন, স্বাধীন। [ঃ 'স্বচ্ছন্দ' গতি।] নিরুদ্‌বেগ, নিশ্চিন্ত। [ঃ 'স্বচ্ছন্দ' মনে।] [সং.] **স্বচ্ছন্দে** — নিশ্চিন্তভাবে, নিরুদ্‌বেগে। [ঃ 'স্বচ্ছন্দে' যেতে পারেন।] **স্বচ্ছন্দ-চিত্ত** — যাহার মনে উদ্‌বেগ নাই এমন। বি. নিশ্চিত মন।

স্বজন — আত্মীয়, আপনার লোক। [সং.] স্ত্রী. — **স্বজনী**। **স্বজনপ্রীতি** — আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা বা পক্ষ-

পাত, nepotism.

স্বজাতি — বি. নিজের জাতি। ণ. স্বজাতীয়। [ঃ সে আমার 'স্বজাতি'।] [সং.] **স্বজাতিদ্রোহ**—নিজের জাতির বিরোধিতা। **স্বজাতিদ্রোহী**—যে নিজের জাতির বিরোধিতা করে। [সং. স্বজাতি-দ্রোহিন্।] **স্বজাতিপ্রীতি, স্বজাতিপ্রেম** — নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা। **স্বজাতীয়** — ণ. নিজের জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বি. — **স্বজাতীয়তা**।

স্বতঃ — অ. নিজ হইতে, আপনা হইতে। [সং. স্বতস্।] **স্বতঃপ্রবৃত্ত**—স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত, আপনা হইতে কার্যে রত বা নিযুক্ত। **স্বতঃসিদ্ধ** — যাহার সত্যতা বিনা প্রমাণেই স্বীকৃত ও উপলব্ধ হয় এমন। **স্বতঃস্ফূর্ত** — আপনা হইতে প্রকাশিত, চেষ্টার দ্বারা করা হয় নাই এমন। বি. — **স্বতঃস্ফূর্তি**।

স্বতন্ত্র — ণ. যে অপরের অধীন নহে এমন, স্বাধীন। পৃথক্, আলাদা। [সং.] **স্বতন্ত্রতা** — স্বাধীন বা পৃথক ভাব, স্বাতন্ত্র্য।

স্বত্ব — বি. মালিকানা, ভোগ-দখল ইত্যাদির অধিকার। [সং.] **স্বত্বাধিকার** — মালিকানা, মালিকের অধিকার। **স্বত্বাধিকারী** — মালিক। [সং. স্বত্বাধি-কারিন্।] স্ত্রী. — **স্বত্বাধিকারিণী**।

স্বদেশ — বি. নিজের দেশ, জন্মভূমি। [সং.] **স্বদেশদ্রোহ** — নিজের দেশের প্রতি শত্রুতা, স্বদেশের ক্ষতি করিবার চেষ্টা। **স্বদেশদ্রোহী** — যে নিজের দেশের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে। [সং. স্বদেশদ্রোহিন্।] স্ত্রী. — **স্বদেশ-দ্রোহিণী**। **স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম** — নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশ-প্রেম। **স্বদেশপ্রেমিক, স্বদেশবৎসল** — নিজের দেশকে যে ভালোবাসে, দেশপ্রেমিক। **স্বদেশবাসী** — নিজের দেশের অধিবাসী। [সং. স্বদেশ-বাসিন্।] স্ত্রী. — **স্বদেশবাসিনী**। **স্বদেশসেবক, স্বদেশসেবী** — যে নিজের দেশের সেবা করে। স্ত্রী. — **স্বদেশ-সেবিকা, স্বদেশসেবিনী**। **স্বদেশহিতৈষণা** — নিজের দেশের হিত করিবার চেষ্টা। **স্বদেশহিতৈষী** — নিজের দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। [সং. স্বদেশহিতৈষিন্।] বি. — **স্বদেশহিতৈষিতা**। স্ত্রী. — স্ত্রী. — **স্বদেশহিতৈষিণী**। বি. — **স্বদেশহিতৈষিতা**। **স্বদেশানুরাগ** — দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম। **স্বদেশানুরাগী** — যে দেশকে ভালোবাসে, দেশপ্রেমিক। [সং. স্বদেশানুরাগিন্।] স্ত্রী. — **স্বদেশানু-রাগিণী**। **স্বদেশী** — নিজের দেশে উৎপন্ন। [ঃ 'স্বদেশী' জিনিস।] স্বদেশবাসী। [সং. স্বদেশিন্।] স্ত্রী. — **স্বদেশিনী**। [ঃ 'স্বদেশিনী' ও বিদেশিনী।] **স্বদেশী আন্দোলন** — বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও কেবল স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন।

স্বধর্ম — বি. নিজের ধর্ম। নিজস্ব প্রকৃতি। [সং.] **স্বধর্মত্যাগী** — যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। [সং. স্বধর্মত্যাগিন্।] স্ত্রী. — **স্বধর্ম-ত্যাগিনী**। **স্বধর্মভ্রষ্ট** — নিজের ধর্ম হইতে বিচ্যুত। স্ত্রী. — **স্বধর্মভ্রষ্টা**।

স্বন, স্বনন — শব্দ, ধ্বনি। [সং.]

স্বনাম — নিজের নাম। [ঃ 'স্বনামে' কিংবা বেনামে।] **স্বনামখ্যাত, স্বনাম-ধন্য**—নিজ নামে সুপরিচিত, সুবিখ্যাত। স্ত্রী. — **স্বনামখ্যাতা, স্বনামধন্যা**।

স্বনিত — ণ. ধ্বনিত, শব্দিত। [সং.]

স্বপক্ব — ণ. নিজের হাতে রাঁধা। [সং.]

স্বপক্ষ — বি. নিজের পক্ষ, নিজের দল।

[ঃ 'স্বপক্ষের' লোক।] নিজেকে সমর্থন। [ঃ 'স্বপক্ষে' কিছু বলা।] গ.
স্বপক্ষীয় — নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত।
স্বপন — (কবিতায় বা কথ্য প্রয়োগে) স্বপ্ন। [সং. স্বপ্ন।] **স্বপনচারী** — যে স্বপ্নে আসিয়া দেখা দেয়। স্ত্রী. — **স্বপনচারিণী।**
স্বপাক — নিজের হাতে রান্না। [সং.]
স্বপ্ন — বি. নিদ্রাবস্থায় মানসিক ক্রিয়ার ফলে দেখা দৃশ্য ও ঘটনাদি। [ঃ 'স্বপ্ন' দেখা।] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা। [ঃ আমার জীবনের 'স্বপ্ন'।] [সং.] **স্বপ্নের অগোচর, স্বপ্নের অতীত** — সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত, কল্পনার অতীত। **স্বপ্নে না ভাবা** — কল্পনা না করা। **দিবা-স্বপ্ন** — অবান্তর কল্পনা। দিনের বেলাকার স্বপ্ন। **স্বপ্নচারিতা** — একরকম রোগ যাহাতে রোগী ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়। **স্বপ্নচারী** — যে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়, somnambulist. [সং. স্বপ্নচারিন্।] **স্বপ্নতত্ত্ব** — স্বপ্ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান। **স্বপ্নতাত্ত্বিক** — গ. স্বপ্নতত্ত্ব সংক্রান্ত। স্বপ্নতত্ত্বে পণ্ডিত। **স্বপ্নদোষ** — একরকম রোগ যাহাতে রোগী যৌন মিলনাদি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখে ও ফলে শুক্রস্খলন ঘটে। **স্বপ্নরাজ্য** — অবাস্তব জগৎ, কল্পনার জগৎ। **স্বপ্নলব্ধ** — গ. স্বপ্নে পাওয়া, স্বপ্নে জানিতে পারা গিয়াছে এমন। **স্বপ্নাদেশ** — স্বপ্নে পাওয়া দেবতার নির্দেশ। **স্বপ্নাদ্য** — গ. স্বপ্নমূলক। স্বপ্নলব্ধ। **স্বপ্নাবস্থা** — বি. স্বপ্ন দেখিতেছে এমন অবস্থা, স্বপ্ন দেখিবার সময়। **স্বপ্নাবিষ্ট** — গ. স্বপ্নে অভিভূত। স্ত্রী. — **স্বপ্নাবিষ্টা। স্বপ্নাবেশ** — বি. স্বপ্নের ঘোর, স্বপ্নের ফলে অভিভূত অবস্থা। **স্বপ্নোত্থিত** — গ. স্বপ্ন ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **স্বপ্নোত্থিতা।**
স্ববশ — গ. নিজের বশীভূত, স্বাধীন।
স্বভাব — বি. স্বধর্ম, প্রকৃতিগত দোষ-গুণ। চরিত্র, স্থায়ী মানসিক দোষ-গুণ। [ঃ লোকটার 'স্বভাব' খারাপ।] প্রকৃতি, নিসর্গ। [ঃ 'স্বভাব'-সৌন্দর্য।] [সং.] **স্বভাবকুলীন** — যাহার বংশে কুলপ্রথা আদৌ লঙ্ঘন করা হয় নাই এমন কুলীন। **স্বভাব-গত** — চরিত্রগত। প্রকৃতিগত। **স্বভাবজ** — স্বভাব হইতে জাত। আপনা হইতে উৎপন্ন। **স্বভাবত, স্বভাবতঃ** — স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে। সাধারণতঃ। [সং. স্বভাবতস্।] **স্বভাববিরুদ্ধ** — চরিত্রের সহিত খাপ খায় না এমন, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। **স্বভাব-সিদ্ধ** — স্বভাবগত, প্রকৃতিগত, স্বভাবসুলভ। **স্বভাবসুন্দর** — বিনা সাজসজ্জায় সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে সুন্দর। **স্বভাবসুলভ** — প্রকৃতিগত, স্বভাবসিদ্ধ। **স্বভাবী** — নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী। [সং. স্বভাবিন্।] **স্বভাবোক্তি** — (অলংকারশাস্ত্রে) কোনও বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা।
স্বমত — বি. নিজের মত। নিজের উক্তি।
স্বয়ং — অ. নিজে, আপনি। [সং. স্বয়ম্।] **স্বয়ংকৃত** — নিজে করিয়াছে এমন, স্বকৃত। **স্বয়ংক্রিয়** — যাহাতে আপনা হইতে কাজ হয় এমন, automatic. **স্বয়ংক্রিয়া** — যন্ত্রাদিতে আপনা হইতে কোনও কার্য সম্পাদন, automation. **স্বয়ংপ্রধান** — অপরের দ্বারা প্রাধান্য দানের অপেক্ষা না করিয়া নিজেকে যে প্রাধান্য দেয়।

বি. — **স্বয়ংপ্রাধান্য**। **স্বয়ংপ্রভ** — নিজ হইতেই দীপ্তি পায় এমন। স্ত্রী. — **স্বয়ংপ্রভা**। **স্বয়ংবর** — কন্যা কর্তৃক বরনির্বাচন। **স্বয়ংবরা**—যে কন্যা নিজে পতি নির্বাচন করিবে বা করিয়াছে এমন। [ঃ 'স্বয়ংবরা' হওয়া।] **স্বয়ংসম্পূর্ণ** — নিজেতেই সম্পূর্ণ। **স্বয়ংসিদ্ধ** — অপরের সাহায্য না লইয়া নিজের চেষ্টাতেই সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **স্বয়ংসিদ্ধা**।

স্বয়ম্পূর্ণ — ('স্বয়ংসম্পূর্ণ' দেখ।)

স্বয়ম্প্রধান, স্বয়ম্প্রাধান্য, স্বয়ম্প্রভ — ('স্বয়ম্প্রধান', 'স্বয়ম্প্রাধান্য', 'স্বয়ম্প্রভ' দেখ।)

স্বয়ম্ভর — নিজের ভরণপোষণে সমর্থ। [সং.] স্ত্রী. — **স্বয়ম্ভরা**।

স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ — যিনি নিজেই উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ব্রহ্ম। [সং.]

স্বর — ধ্বনি বা সুর। কণ্ঠধ্বনি, গলার শব্দ। (ব্যাকরণে) অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াও উচ্চারিত হইতে পারে এমন বর্ণ। [সং.] **স্বরগ্রাম** — সংগীতের সাতটি স্বর, সা রে গা মা পা ধা নি। **স্বরবর্ণ** — (ব্যাকরণে) অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে এমন বর্ণ, অ থেকে ঔ পর্যন্ত বর্ণ। **স্বরভঙ্গ**—গলাভাঙা, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি।

স্বরলিপি — (সংগীতে) সুর তাল লয় ইত্যাদির সাংকেতিক চিহ্নাদি। **স্বরসংগতি, স্বরসঙ্গতি** — শব্দের এক স্বরের প্রভাবে অন্য স্বরের পরিবর্তন। **স্বরসন্ধি** — স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলন ও তৎসংক্রান্ত নিয়ম। **স্বরান্ত** — শেষে স্বরবর্ণ বা স্বরবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ আছে এমন (শব্দ)।

স্বরচিত — ণ. নিজের রচিত, নিজের দ্বারা তৈয়ারী। [সং.]

স্বরাজ — দেশবাসী কর্তৃক নিজ দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার অধিকার।

স্বরাট্ — স্বয়ংদীপ্ত, ব্রহ্ম। [সং. স্বরাজ্।]

স্বরাষ্ট্র — নিজের রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়। [ঃ 'স্বরাষ্ট্র'-মন্ত্রী।] [সং.] ণ. — **স্বরাষ্ট্রীয়**।

স্বরিত — বি. উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী কণ্ঠস্বর। ণ. স্বরযুক্ত, ধ্বনিত। [সং.]

স্বরূপ — স্বভাব, প্রকৃতি। প্রকৃত রূপ, আসল অবস্থা। অভেদনির্দেশে বা তুলনায়। [ঃ আনন্দ-'স্বরূপ'।] স্ত্রী. — **স্বরূপা, স্বরূপিণী**। **স্বরূপতা, স্বরূপত্ব** — বি. স্বীয় রূপের ভাব, প্রকৃত রূপ গুণ ধর্ম।

স্বর্গ — বি. পুরাণে বর্ণিত দেবলোক। দুঃখ-বেদনাহীন আদর্শ জগৎ যেখানে পুণ্যাত্মারা মৃত্যুর পরে বাস করেন। [সং.] **স্বর্গকাম** — ণ. স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছুক। **স্বর্গগঙ্গা** — স্বর্গের নদী, মন্দাকিনী। **স্বর্গগত** — ণ. পরলোকগত, মৃত। স্ত্রী. — **স্বর্গগতা**। **স্বর্গধাম** — দেবলোক, দেবতাদের বাসস্থান। **স্বর্গবাস** — মৃত্যুর পর স্বর্গে অবস্থান। **স্বর্গভোগ** — স্বর্গীয় সুখ উপভোগ। **স্বর্গলাভ** — মৃত্যু, পরলোকগমন। **স্বর্গলোক** — দেবলোক, স্বর্গধাম। **স্বর্গসুখ** — স্বর্গীয় আনন্দ, বেদনাবিহীন নির্মল আনন্দ। **স্বর্গারূঢ়** — ণ. স্বর্গারোহণ করিয়াছে এমন, মৃত, স্বর্গত। স্ত্রী. — **স্বর্গারূঢ়া**। **স্বর্গারোহণ** — বি. পরলোকগমন, স্বর্গে গমন।

স্বর্গঙ্গা — ('স্বর্গগঙ্গা' দেখ।)

স্বর্গত — ণ. স্বর্গগত, মৃত, পরলোকগত। [সং.] স্ত্রী. — **স্বর্গতা**।
স্বর্গীয় — ণ. স্বর্গ সংক্রান্ত। কেবল স্বর্গে পাওয়া যায় এমন, বেদনাহীন ও বিশুদ্ধ। পরলোকগত, মৃত। [সং.] স্ত্রী. — **স্বর্গীয়া**।
স্বর্ণ — বি. সোনা। ণ. সোনালী। [ঃ 'স্বর্ণ'-কিরণ।] [সং.] **স্বর্ণকমল** — সোনা দিয়া গড়া পদ্ম। **স্বর্ণকান্তি** — সোনার মতো যাহার গায়ের রং ও লাবণ্য। **স্বর্ণকার** — যে সোনারূপা দিয়া গহনা গড়ে, সেকরা। **স্বর্ণখচিত** — সোনা-বসানো। **স্বর্ণপ্রতিমা** — সোনা দিয়া গড়া মূর্তি। **স্বর্ণপ্রসবিনী** — ('স্বর্ণপ্রসূ' দেখ।) **স্বর্ণপ্রসূ** — যাহা স্বর্ণ প্রসব করে, ধনসম্পদ্ বা সুসন্তানের জন্মদানকারিণী। **স্বর্ণমণ্ডিত** — সোনায় মোড়া। **স্বর্ণময়** — সোনা দিয়া তৈয়ারী। সোনায় ভরা। স্ত্রী. — **স্বর্ণময়ী**। **স্বর্ণমুদ্রা** — সোনা দিয়া তৈয়ারী মুদ্রা গিনি মোহর ইত্যাদি। **স্বর্ণমৃগ** — সোনার হরিণ। অবাস্তব লোভনীয় বস্তু যাহা বিপদ ঘটায়। (সীতাহরণকালে রাক্ষস মারীচ সোনার হরিণের রূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।) **স্বর্ণরেণু** — সোনার গুঁড়া। **স্বর্ণসিন্দুর** — মকরধ্বজ। **স্বর্ণসুযোগ** — ('সুবর্ণ-সুযোগ' দেখ।) **স্বর্ণাক্ষর** — সোনার হরফ, উজ্জ্বল অক্ষর। **স্বর্ণাক্ষরে** — সগৌরবে চিরস্মরণীয়ভাবে। **স্বর্ণাঙ্গুরীয়**, **স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক** — সোনার আংটি।
স্বল্প — ণ. অতিশয় অল্প, খুব কম। [সং.] বি. — **স্বল্পতা**। **স্বল্পভাষী**— খুব কম কথা বলে এমন। [সং. স্বল্পভাষিন্।] স্ত্রী.—**স্বল্পভাষিণী**। বি.— **স্বল্পভাষিতা**। **স্বল্পায়ু** — ণ. যাহার আয়ু খুব কম, দীর্ঘদিন বাঁচে না বা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এমন। [সং. স্বল্পায়ুস্।] **স্বল্পাহার** — খুব কম ভোজন, অতি অল্প পরিমাণে খাদ্য-গ্রহণ। **স্বল্পাহারী** — যে খুব কম খায়। [সং. স্বল্পাহারিন্।] স্ত্রী. — **স্বল্পাহারিণী**।
স্বসা — বোন, ভগিনী। [সং. স্বসৃ]
স্বস্তি — বি. ভালো হউক এই উক্তি, আশীর্বাদ, শুভকামনা। শান্তি, সোয়াস্তি. নিশ্চিন্ত ভাব। [সং.] **স্বস্তিপরিষদ্**— যুদ্ধাদি প্রতিরোধের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি শাখা। **স্বস্তিপাঠ, স্বস্তিবাচন** — মঙ্গল-সূচক বাণী পাঠ বা উচ্চারণ।
স্বস্তিক — পিটুলি দিয়া প্রস্তুত একরকম মাঙ্গলিক দ্রব্য। শুভ সূচক একরকম বজ্রচিহ্ন। [সং.]
স্বস্ত্যয়ন — বি. (হিন্দুধর্মে) গ্রহশান্তি ইত্যাদির জন্য যাগ ইত্যাদি। শান্তি ও মঙ্গল কামনা। [সং.]
স্বস্থান — বি. নিজের জায়গা। নিজের উপযুক্ত স্থান বা পদ। [সং.]
স্বস্রীয়, স্বস্রেয় — ণ. স্বসা বা ভগিনীর পুত্র, ভাগিনেয়। ভগিনী সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **স্বস্রীয়া, স্বস্রেয়া**।
স্বহন্তা — নিজের হত্যাকারী, আত্মঘাতী। [সং. স্বহন্তৃ।] স্ত্রী. — **স্বহন্ত্রী**।
স্বাক্ষর — বি. সই, দস্তখত। [সং.] **স্বাক্ষরিত** — ণ. যাহাতে সই করা হইয়াছে এমন।
স্বাগত — বি. শুভাগমন। ণ. যাহার আগমন শুভসূচক এমন। [সং.] স্ত্রী. — **স্বাগতা**। **স্বাগত-প্রশ্ন** — কুশল প্রশ্ন, নিরাপদে আসিয়াছে কিনা প্রশ্ন।
স্বাচ্ছন্দ্য — বি. নিশ্চিত ভাব। অবাধ সাবলীলতা। [সং.]

স্বাজাতিক — ণ. স্বজাতীয়, স্বজাতি সংক্রান্ত। [সং.]

স্বাজাত্য — বি. স্বজাতিপ্রীতি স্বজাতীয়তা। [সং.]

স্বাতন্ত্র্য — বি. স্বাধীনতা। পৃথক্ ভাব, ভিন্নতা। [সং.]

স্বাতি, স্বাতী—নক্ষত্র বিশেষ যাহার ফল হিন্দু জ্যোতিষে শুভ মনে করা হয়। সূর্যপত্নী। [সং.]

স্বাদ — বি. বস্তুর গুণ যাহা রসনায় বিভিন্নরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে, অম্লতা তিক্ততা মিষ্টতা ইত্যাদি। মিষ্টত্ব। [সং.] **স্বাদগ্রহণ** — চাখিয়া দেখা, জিভের দ্বারা পরীক্ষা। **স্বাদন** — স্বাদগ্রহণ, আস্বাদন। **স্বাদহীন** — ণ. যাহার কোনরূপ স্বাদ নাই এমন। **স্বাদু** — ণ. যাহার স্বাদ ভালো এমন, সুস্বাদু।

স্বাদেশিক—ণ. স্বদেশ সংক্রান্ত। স্বদেশপ্রীতি হইতে জাত। বি. **স্বাদেশিকতা**—স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা।

স্বাধিকার — বি. নিজের অধিকার বা প্রভুত্ব। [সং.] **স্বাধিকারপ্রমত্ত**—নিজের অধিকারবোধের ফলে অতিশয় দর্পিত।

স্বাধিষ্ঠান—বি. যোগশাস্ত্রে বর্ণিত দেহস্থ চক্র বিশেষ। [সং.]

স্বাধীন — ণ. নিজের অধীন, অপরের অধীন নহে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **স্বাধীনা**। বি. — **স্বাধীনতা**।

স্বাধ্যায় — বি. বেদ পাঠ ও আবৃত্তি। [সং.] **স্বাধ্যায়ী** — বেদপাঠকারী। [সং. স্বাধ্যায়িন্।]

স্বাবলম্বন — বি. নিজের উপর নির্ভর।

স্বাবলম্বী — নিজের উপর নির্ভর করে এমন, আত্মনির্ভরশীল। [সং. স্বাবলম্বিন্।] স্ত্রী. — **স্বাবলম্বিনী**। বি. — **স্বাবলম্বিতা**।

স্বাভাবিক — ণ. প্রাকৃতিক, মনুষ্যের দ্বারা অপরিবর্তিত। [ঃ 'স্বাভাবিক' গন্ধ ঃ 'স্বাভাবিক' দৃশ্য।] অবিকৃত, অকৃত্রিম। স্বভাবগত, চরিত্রগত, স্বভাবসিদ্ধ। [সং.] বি. — **স্বাভাবিকতা**।

স্বামিত্ব—বি. প্রভুত্ব, মালিকানা, অধিকার। [ঃ স্বত্ব-'স্বামিত্ব'।] স্বামীর ভাব, স্বামীর অধিকার।

স্বামিন্ — (সম্বোধনে) স্বামী। [সং.]

স্বামী — অধিকারী, মালিক, প্রভু, অধিকারী। [ঃ গৃহ-'স্বামী'।] পতি, বর। সন্ন্যাসীর উপাধি। [সং. স্বামিন্।] স্ত্রী. **স্বামিনী** — স্ত্রী মালিক, অধিকারিণী। [ঃ ভূ-'স্বামিনী'।]

স্বায়ত্ত — ণ. নিজের আয়ত্ত, নিজের বশীভূত। [সং.] **স্বায়ত্তশাসন**—দেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। স্থানীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। **স্বায়ত্তশাসনশীল** — যেখানে স্বায়ত্তশাসন আছে এমন।

স্বায়ম্ভুব — বি. স্বয়ম্ভুর (ব্রহ্মার) পুত্র. প্রথম মনু। [সং.]

স্বার্থ — বি. নিজের প্রয়োজন, নিজের লাভ। [সং.] **স্বার্থত্যাগ** — নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জন, অপরের জন্য স্বেচ্ছায় ক্ষতিস্বীকার। **স্বার্থত্যাগী** — যে স্বার্থত্যাগ করে। [সং. স্বার্থ ত্যাগিন্।] স্ত্রী. — **স্বার্থত্যাগিনী**। **স্বার্থপর** — নিজের লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করে এমন। বি. — **স্বার্থপরতা**। **স্বার্থপরায়ণ** — স্বার্থপর। স্ত্রী — **স্বার্থপরায়ণা**। **স্বার্থবিসর্জন**— ('স্বার্থত্যাগ' দেখ।) **স্বার্থসন্ধান** — ('স্বার্থান্বেষণ' দেখ।) **স্বার্থসন্ধানী**— ('স্বার্থান্বেষী' দেখ।) **স্বার্থসাধন**. **স্বার্থসিদ্ধি** — যাহাতে নিজের লাভ ব উপকার হয় এইরূপ বিষয়কে কার্যে

পরিণত করণ। **স্বার্থান্ধ** — স্বার্থের জন্য বিচারবিবেচনাহীন। বি. — **স্বার্থান্ধতা**। **স্বার্থান্বেষণ** — স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা, নিজের লাভ সম্পর্কে তৎপরতা, স্বার্থসন্ধান। **স্বার্থান্বেষী**— যে স্বার্থান্বেষণ করে, স্বার্থসন্ধানী। [সং. স্বার্থান্বেষিন্।] স্ত্রী. — **স্বার্থান্বেষিণী**।

স্বাস্থ্য — বি. সুস্থ অবস্থা, রোগ-হীনতা। শারীরিক অবস্থা। [ঃ 'স্বাস্থ্য' ভালো নয়।] [সং.] **স্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যপ্রদ** — ণ. শারীরিক অবস্থা ভালো করে এমন। **স্বাস্থ্যভঙ্গ** — বি. স্বাস্থ্যহানি, রোগ ইত্যাদির ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতি। **স্বাস্থ্য-রক্ষা** — বি. দেহকে নীরোগ রাখিবার জন্য চেষ্টা ও তৎসংক্রান্ত রীতিনীতি। **স্বাস্থ্যহানি** — ('স্বাস্থ্যভঙ্গ' দেখ।)

স্বাস্থ্যোন্নতি — বি. শারীরিক অবস্থার উন্নতি।

স্বাহা — যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি। ঐরূপ আহুতিদানের মন্ত্র। পুরাণে বর্ণিত অগ্নির পত্নী। [সং.]

স্বীকার — বি. মানা, কবুল. সত্য বিবৃতি। [ঃ দোষ 'স্বীকার' করা।] গ্রহণ, সহন। [ঃ কষ্ট 'স্বীকার'।] সম্মতি, রাজী ভাব। [ঃ দিতে 'স্বীকার' করা।] প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদির ফলে মান্য করণ। [ঃ সত্যতা 'স্বীকার'।] **স্বীকার্য** — ণ. স্বীকারের যোগ্য। স্বীকার করিতে হইবে এমন। বি. — **স্বীকার্যতা**। **স্বীকৃত** — ণ. স্বীকার করা হইয়াছে এমন। স্বীকার করিয়াছে এমন। সম্মত, রাজী। বি. **স্বীকৃতি** — স্বীকার, কবুল। সম্মতি, রাজী ভাব।

স্বীয় — ণ. নিজ, স্বকীয়, আপন। স্ত্রী. **স্বীয়া** — ণ. স্বকীয়া। বি. (অলংকার-শাস্ত্রে) স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকা। (তুঃ 'পরকীয়া'।)

স্বেচ্ছা — বি. নিজের ইচ্ছা। [ঃ 'স্বেচ্ছায়' আসা।] [সং.] **স্বেচ্ছাকৃত** — নিজের ইচ্ছা অনুসারে করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'স্বেচ্ছাকৃত' অপরাধ।] **স্বেচ্ছাক্রমে** — নিজের ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছা অনুসারে। **স্বেচ্ছাচার** — নিজের ইচ্ছামতো কাজ, অসংযত আচরণ। **স্বেচ্ছাচারী** — যে স্বেচ্ছাচার করে, অসংযত আচরণকারী। [সং. স্বেচ্ছাচারিন্।] স্ত্রী. — **স্বেচ্ছা-চারিণী**। বি. — **স্বেচ্ছাচারিতা**। **স্বেচ্ছা-মৃত্যু** — ইচ্ছানুসারে যাহার মৃত্যু হয়। [ঃ 'স্বেচ্ছামৃত্যু' ভীষ্ম।] স্বেচ্ছায় মৃত্যু-বরণ। **স্বেচ্ছাসেবক** — স্বেচ্ছায় বা বিনা বেতনে যে সেবা ইত্যাদি কাজ করে। স্ত্রী. — **স্বেচ্ছাসেবিকা**।

স্বেদ — বি. ঘাম, ঘর্ম। ভাপ। [সং.] **স্বেদন** — ঘর্মনিঃসরণ। ঘাম বাহির করণ। **স্বেদাক্ত** — ঘর্মাক্ত।

স্বৈর — ণ. অসংযত, যথেচ্ছ। [ঃ 'স্বৈর' শাসন।] বি' — **স্বৈরতা**। **স্বৈরাচার** — স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার। **স্বৈরাচারী**—যে স্বৈরাচার করে। [সং. স্বৈরাচারিন্।] স্ত্রী. — **স্বৈরাচারিণী**। বি. — **স্বৈরা-চারিতা**।

স্বৈরী — স্বেচ্ছাচারী। [সং. স্বৈরিন্।] স্ত্রী. **স্বৈরিণী** — স্বেচ্ছাচারিণী। ব্যভি-চারিণী।

স্বোপার্জিত — ণ. নিজের উপার্জনের দ্বারা প্রাপ্ত, নিজের অর্জিত। [ঃ 'স্বোপার্জিত' সম্পদ্।]

হইচই, হইহই—(হৈচৈ' ও 'হৈহৈ' দেখ।)

হইতে — অ. ব্যবধান সূচক শব্দ। থেকে, হ'তে। [ঃ মেঘ 'হইতে' বৃষ্টি।] ফলে,

হেতু। [ঃ লোভ 'হইতে' পাপ।] অবধি। [ঃ সেই দিন 'হইতে'।] **হইতে না হইতে** — প্রায় সংগে সংগে।

হইয়া — অ. বদলে, প্রতিনিধিরূপে। [ঃ আমার 'হইয়া' যাইবে।] সমর্থন করিয়া, পক্ষে। [ঃ আমার 'হইয়া' বলিবে।] দিয়া, পথে। [ঃ কলিকাতা 'হইয়া' যাইব।]

হউক — হওয়া সত্ত্বেও, হইলেও ক্ষতি নাই। [ঃ 'হউক' মিথ্যা, তবু বল।]

হউন — (সম্মানে) হউক।

হওন — বি. হওয়া, ঘটনায় পরিণতি, রূপলাভ।

হওয়া — ক্রি. কার্যে বা ঘটনায় পরিণতি লাভ করা, ঘটা। [ঃ বৃষ্টি 'হওয়া'; ঃ শ্রাদ্ধ 'হওয়া'।] অবস্থা পাওয়া, রূপ লাভ করা। [ঃ পাগল 'হওয়া'; ঃ লম্বা 'হওয়া'।] জন্মানো, জন্মলাভ করা। [ঃ ছেলে 'হওয়া'।] নির্মিত হওয়া। [ঃ বাড়ি 'হওয়া'।] বোধ করা। [ঃ দুঃখ 'হওয়া'; ঃ ভয় 'হওয়া'।] বাড়া। [ঃ বয়স 'হওয়া'।] অতীত হওয়া। [ঃ [ঃ অনেক দিন 'হ'ল'।] পরিমিত হওয়া। [ঃ কতখানি 'হ'ল'?] সম্বন্ধযুক্ত হওয়া। [ঃ মামা 'হওয়া'।] শেষ বা সম্পন্ন হওয়া। [ঃ পড়া 'হয়েছে'; ঃ রান্না 'হয়েছে'।] বি. ঐ সকল অর্থে। ণ. হইয়াছে এমন। **মনে হওয়া** — বিবেচনা করা, বোধ করা।

হংস — বি. হাঁস। নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। [ঃ পরম-'হংস'।] [সং.] স্ত্রী. — **হংসী**। **হংসগামিনী** — ('মরালগামিনী' দেখ।) **হংসবাহন** — ব্রহ্মা। **হংসবাহিনী** — সরস্বতী। **হংসারূঢ়** — ণ. হাঁসে চড়িয়াছে এমন। বি. ব্রহ্মা। স্ত্রী. — **হংসারূঢ়া**।

হক — ণ. সত্য, যথার্থ, ন্যায়সংগত। [ঃ 'হক' কথা।] বি. ন্যায্য অধিকার। [আ. হক্ক।] **হকদার** — ন্যায্য অধিকারী। **হকিকত** — সঠিক বিবরণ। বয়ান। **হকিয়ত** — স্বত্বসাব্যস্তের মামলা।

হকচকানো — ক্রি. অত্যন্ত বিস্মিত হওয়া।

হকার — ফেরিওয়ালা। [ই. hawker.]

হকি — একরকম খেলা যাহাতে লাঠির মতো জিনিস দিয়া বল ছুঁড়িতে হয়। [ই. hawkey.]

হকিকত, হকিয়ত — ('হক' দেখ।)

হকিম — ('হাকিম' দেখ।)

হজ — বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থদর্শন। [আ. হজ্জ্।]

হজম — পরিপাক হইয়াছে এমন। বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা হইয়াছে এমন। [আ. হজ্‌ম্।] **হজমী** — হজম করায় এমন, পরিপাকশক্তি বাড়ায় এমন।

হজরত — প্রভুপাদ, পরম সম্মানিত। [ঃ 'হজরত' মহম্মদ।] [আ. হজ্‌রত্।]

হট্ — চট্, অবিবেচনাপ্রসূত ও দ্রুত। [ঃ 'হট্' ক'রে বলা।]

হটা — ক্রি. পিছনে যাওয়া। পরাজয়ের ফলে পিছনে সরা। নিরস্ত হওয়া। **হটানো** — ক্রি. পিছনে সরানো। পিছনে সরিতে বাধ্য করা। নিরস্ত করা। পরাজিত করা।

হট্ট — হাট, বাজার। [সং.] **হট্টগোল** — গোলমাল, চেঁচামেচি, কোলাহল। **হট্টমন্দির** — (ব্যঙ্গে) হাটের চালাঘর। যত্রতত্র।

হঠ — বি. বলপ্রয়োগ। অবিবেচনা। [সং.] **হঠকারিতা** — অবিবেচনা, গোঁয়ারতুমি। **হঠকারী** — যে বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কাজ করে। [সং. হঠকারিন্।] স্ত্রী. — **হঠকারিণী**।

হঠযোগ — বি. যোগশাস্ত্রসম্মত একরকম

ব্যায়াম। [সং.] **হঠযোগী** — যে হঠ-যোগ করে। [সং. হঠযোগিন্ ।]

হঠাৎ — ক্রি. সহসা, অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে, অতর্কিতে। চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়া।

হড়কানো — ক্রি. পিছলানো। বি. ঐ অর্থে।

হড়বড় — বিশৃঙ্খল ব্যস্ততা সূচক অনুকার। [ঃ 'হড়বড়' ক'রে বলা।] **হড়বড়ানো** — ক্রি. হড়বড় করা।

হড়হড় — পিচ্ছলতা সূচক অনুকার। [ঃ 'হড়হড়' করা।] পিছলাইবার ভাব সূচক অনুকার। ণ. **হড়হড়ে** — হড়হড় করে এমন, পিচ্ছল।

হড়াৎ, হড়াস — পিচ্ছলতার ফলে হঠাৎ প্রবেশ করা বা বাহির হওয়া সূচক অনুকার।

হণ্ডা—হাঁড়া, বড় হাঁড়ি। [সং.] **হণ্ডিকা, হণ্ডী** — হাঁড়ি।

হত — ণ. আঘাতর ফলে মৃত। [ঃ যুদ্ধে 'হত'।] বিনষ্ট। [ঃ 'হত' গৌরব; ঃ ভাগ্য-'হত'।] [সং.] স্ত্রী. — **হতা**। **হতগৌরব** — ণ. যাহার গৌরব নষ্ট হইয়াছে এমন। **হতচেতন** — ণ. যাহার চেতনা নষ্ট হইয়াছে এমন, সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত। **হতচ্ছাড়া** — ণ. হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া। **হতপ্রায়** — ণ. প্রায় নিহত। মর-মর। **হতবল** — ণ. যাহার শক্তি নষ্ট হইয়াছে এমন, নষ্টশক্তি। যাহার সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়াছে এমন। **হতবুদ্ধি, হত-ভম্ব**—ণ. কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভেবাচাকা। **হতভাগা, হতভাগ্য** — ণ. ভাগ্যহীন, দুর্ভাগা, অভাগা। স্ত্রী. **হতভাগিনী, হতভাগী, হতভাগ্যা** — ভাগ্যহীনা। **হতমান**—ণ. যাহার সম্মান নষ্ট হইয়াছে এমন, অপমানিত। **হতশ্রদ্ধ** — ণ. যাহার শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়াছে এমন, বীতশ্রদ্ধ। **হতশ্রী** — ণ. যাহার শোভাসম্পদ্ নষ্ট হইয়াছে এমন।

হতাদর — যাহার আদর নষ্ট হইয়াছে, অবজ্ঞাত, অনাদৃত। [সং.]

হতাশ — ণ. আশাহীন, নিরাশ। [সং.] বি. **হতাশা** — আশাহীনতা, নৈরাশ্য।

হতাশ্বাস — ণ. সান্ত্বনাহীন। [সং.]

হতে, হ'তে — ('হইতে' দেখ।)

হতোঽস্মি — আমি (পুরুষ) হত হইলাম। [সং.]

হতোৎসাহ, হতোদ্যম — ণ. যাহার উদ্যম-উৎসাহ নষ্ট হইয়াছে এমন। [সং.]

হত্তুকি — (কথ্য) হরীতকী।

হত্তেল — (কথ্য) হরিতাল।

হত্যা — বি. বধ, প্রাণনাশ। [ঃ 'হত্যা' করা।] দেবমন্দিরে ধরনা (অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে নিজেকে হত্যা করিব এই সংকল্প)। [ঃ 'হত্যা' দেওয়া।] [সং.] **হত্যাকাণ্ড** — হত্যা করিবার ভয়ংকর ঘটনা। **হত্যাকারী** — যে হত্যা করে, খুনী। [সং. হত্যাকারিন্ ।] স্ত্রী. — **হত্যাকারিণী**। **হত্যাপরাধ**—খুন করিবার অপরাধ।

হত্যে — (কথ্য) দেবমন্দিরে ধরনা, হত্যা।

হদিশ, হদিস — বি. সন্ধান, খোঁজ, দিশা। [ঃ 'হদিস' পাওয়া; ঃ 'হদিশ' করা।] ('হাদিশ' দেখ।) [আ. হদিথ্ ।]

হদ্দ — বি. সীমা। চরম অবস্থা। চূড়ান্ত রূপ। [ঃ পাজীর 'হদ্দ'।] মাত্র, অনধিক। [ঃ 'হদ্দ' এক কাঠা।] [আ. হদ্দ্ ।] **হদ্দমুদ্দ** — খুব বেশী হইলে, বড়জোর।

হনন—বি. হত্যা, বধ। [ঃ পশু-'হনন'।] ণ. **হননীয়** — ('হন্য' দেখ।)

হনহন—গমনের দ্রুততা সূচক অনুকার। [ঃ 'হনহন' ক'রে যাওয়া।] **হনহনানো** — ক্রি. হনহন করা, দ্রুত গমন করা।

হনু — বি. গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল।

(সংক্ষেপে) হনুমান। [সং.] **হনু-মতী** — (ব্যঙ্গে) স্ত্রী হনুমান। **হনুমান, হনূমান্** — একরকম বড় চেহারার কালোমুখো বানর। রামায়ণে বর্ণিত মহাবীর বানর, পবন ও অঞ্জনার পুত্র, পবননন্দন, মারুতি। [সং. হনু-মৎ।]

হন্তদন্ত — ণ. অতীব ব্যস্ত বিব্রত ও দ্রুত।

হন্তব্য — ণ. যাহাকে বধ করা উচিত এমন। যাহাকে বধ করিতে হইবে এমন। [সং.] স্ত্রী. — **হন্তব্যা**।

হন্তা — হত্যাকারী। [সং. হন্তৃ।] স্ত্রী. — **হন্ত্রী**। **হন্তারক** — হন্তা। বাধাদান-কারী।

হন্দর — পরিমাণ বিশেষ, ১১২ পাউন্ড, প্রায় এক মণ পনের সের। [ই. hundredweight.]

হন্নে — ('হন্যা' দেখ।)

হন্য — ণ. বধযোগ্য, হননীয়। স্ত্রী. — **হন্যা**। [সং.] **হন্যমান**—যাহাকে হত্যা করা হইতেছে এমন। **হন্যা, হন্যে** — ক্ষিপ্ত (কুকুর ইত্যাদি ক্ষিপ্ত হইলে হন্য বা বধযোগ্য হয় এই মূল অর্থ হইতে।) ক্রোধের ফলে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘুরিতেছে এমন।

হপ্তা — সপ্তাহ, সাত দিন। [ফা. হফ্‌তা।]

হবন — হোম, যজ্ঞ। [সং.] **হবনী** — হোমকুণ্ড। **হবনীয়** — ণ. হোমে ব্যবহার্য। বি. হোমের দ্রব্যাদি।

হবহব — ('হবোহবো' দেখ।)

হবা — ইহুদী খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আদিমানবী, Eve. [আ.]

হবি, হবিঃ — ঘি। হোমে ব্যবহার্য দ্রব্য। [সং. হবিস্।]

হবির্ভুক্ — বি. অগ্নি। [সং.]

হবিষ্য — ণ. ঘৃতযুক্ত। বি. হবিষ্যান্ন। হবিষ্যান্ন খাইবার ব্রত। **হবিষ্যান্ন** — আতপ চালের ভাত এবং ঘি যাহা ব্রতাদিতে খাওয়া হয়। **হবিষ্যাশী** — যে হবিষ্যান্ন খায়। [সং. হবিষ্যাশিন্।]

হবিষ্যি — (কথ্য) হবিষ্যান্ন ভোজন।

হবু — ণ. পরে হইবে এমন, ভাবী। [ঃ 'হবু' শ্যালক।]

হবুচন্দ্র, হবুরাজা — রূপকথায় বর্ণিত বোকা রাজা।

হবোহবো — ণ. হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন, আসন্ন। [ঃ ভোর 'হবোহবো' হয়েছে।]

হব্য — ('হবনীয়' দেখ।)

হয় — বি. ঘোড়া, অশ্ব। [সং.] স্ত্রী. — **হয়ী**।

হয় — অ. বিকল্প সূচক শব্দ। [ঃ 'হয়' ছেলে নয় মেয়ে।]

হয়ত, হয়তো — সম্ভবতঃ, এমন হইতে পারে যে।

হ-য-ব-র-ল — বি. সংগতিহীন বিষয়। ণ. সংগতিহীন।

হয়রান — ণ. নাকাল, বিব্রত ও ক্লান্ত। [আ. হয়রান্।] বি. — **হয়রানি**।

হয়ে, হ'য়ে — ('হইয়া' দেখ।)

হর — বি. শিব। বিভাজক সংখ্যা। ণ. যে বা যাহা হরণ করে, নাশকারী বা নাশকারক, দূরকারী। [ঃ পাপ-'হর'।] [সং.] **হরগৌরী** — শিব ও দুর্গা। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। দোপাটি ফুল।

হর — ণ. প্রত্যেক, প্রতি। [ঃ 'হর' কিসিম।] [ফা.] **হরকিসিম**—প্রত্যেক-রকম।

হরকরা — বাহক, বেহারা। [ঃ ডাক-'হরকরা'।] [ফা. হরকারা।]

হরণ — বি. চুরি, অপহরণ। দূরীকরণ,

নাশ করণ। [ঃ পাপ-'হরণ'।] ভাগ করণ, বিভাজন। ণ. যে নষ্ট বা দূর করে। [ঃ শঙ্কা-'হরণ'।] [সং.]
হরতন — লাল রঙের পাতার মতো চিহ্ন-যুক্ত তাস। [ওল. harten.]
হরতাল — বি. প্রতিবাদে মিলিতভাবে দোকানপাট ও কাজকর্ম বন্ধ করণ, ধর্ম-ঘট। [গুজ. হর্‌তাল।]
হরদম — সর্বদা, প্রায়ই, হামেশা। [ফা.]
হরফ — অক্ষর। ছাপাখানার অক্ষর, টাইপ। [ফা. হর্ফ্‌।]
হরবোলা — যে নানারকম বুলি বলে। নানারকম ডাকের বা শব্দের অনুকরণ করিতে পারে এমন লোক। [ফা. হর + বাং. বোলা।]
হররা — আনন্দ সূচক উচ্চধ্বনি। [ঃ হাসির 'হররা'।]
হরষ — (কবিতায়) হর্ষ। ণ. **হরষিত** — আনন্দিত, হৃষ্ট।
হরা — ক্রি. (কবিতায়) হরণ করা।
হরি — বি. বিষ্ণু, কৃষ্ণ। ণ. হলদে সবুজ বা কটা রঙের। [সং.] **হরিচন্দন** — হলদে রঙের চন্দন। **হরিজন**—(গান্ধী-প্রদত্ত নাম) অবনত হিন্দু জাতি। **হরিধ্বনি** — হরি হরি শব্দ, উচ্চকণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ। **হরিপ্রিয়া** — লক্ষ্মী। তুলসী। **হরিবংশ** — অন্যতম পুরাণ, মহাভারতের পরিশিষ্ট। **হরিবাসর** — একাদশী। **হরিবোল** — ('হরিধ্বনি' দেখ।) **হরিভক্ত** — বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব, ভগবদ্ভক্ত। **হরিভক্তি** — ভগবানের প্রতি অনুরাগ, ভগবদ্ভক্তি। **হরিলুট** — হরির নিকট নিবেদিত বাতাসা ছড়াইয়া বিতরণ। **হরিসংকীর্তন, হরিসঙ্কীর্তন** — হরি-নাম উচ্চারণ ও হরির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া গান। **হরিহর** — বিষ্ণু ও মহাদেব। **হরিহরাত্মা** — বিষ্ণু ও মহাদেবের মতো অভেদাত্মা, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।
হরিণ — একরকম বন্য সুদৃশ্য পশু, মৃগ, কুরঙ্গ। [সং.] স্ত্রী. — **হরিণী**।
হরিৎ, হরিত — ণ. সবুজ। [সং.]
হরিতাল — বি. একরকম হলদে রঙের খনিজ পদার্থ, হত্তেল। [সং.]
হরিদ্রা — বি. হলদে রঙের একরকম কন্দ ও তাহার গাছ, হলুদ। [সং.] **হরিদ্রাভ** — ণ. হলদে, হলুদের মতো রঙের।
হরিদ্বার — বি. হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বিখ্যাত স্থান, হিন্দুদের অন্য-তম শ্রেষ্ঠ তীর্থ।
হরিয়াল — বি. ঘুঘুজাতীয় একরকম হলদে বা সবুজ পাখী। [সং. হরিতাল।]
হরিশ্চন্দ্র — বি. সূর্যবংশীয় জনৈক রাজা যিনি বিশ্বামিত্র মুনিকে অঙ্গীকার রক্ষার জন্য যথাসর্বস্ব দিয়াছিলেন। [সং. হরিঃ + চন্দ্র।]
হরিষ—(কবিতায়) হর্ষ। **হরিষে বিষাদ** — আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে অকস্মাৎ দুঃখের সঞ্চার।
হরীতকী — বি. একরকম কষায় ফল, হত্তুকী। [সং.]
হরেক — নানা, বিভিন্ন। [ঃ 'হরেক'-রকম।] [ফা. হর্‌ + বাং. এক।]
হর্তব্য — ণ. হরণযোগ্য। হরণ করিতে হইবে এমন।
হর্তা — হরণকর্তা। নাশকর্তা। [সং. হর্তৃ।] **হর্তাকর্তা** — সংহারক ও স্রষ্টা। **হর্তাকর্তাবিধাতা** — সর্বেসর্বা।
হর্ম্য — বি. প্রাসাদ, অট্টালিকা। [সং.] **হর্ম্যতল** — পাকাবাড়ির তলা বা মেঝে।
হর্যক্ষ — বি. (কটা চোখ যাহার) সিংহ। কুবের। [সং.]
হর্যঙ্ক — মগধের প্রাচীন রাজবংশ বিম্বিসার যাহাতে জন্মগ্রহণ করেন।
হর্যশ্ব — (হরি বা পিঙ্গলবর্ণের ঘোড়া

যাঁহার) ইন্দ্র। [সং.]

হর্ষ — বি. আনন্দ। [সং.] **হর্ষণ** — আনন্দিত করণ। আনন্দদায়ক। **হর্ষ-ধ্বনি** — আনন্দসূচক উচ্চ শব্দ। **হর্ষ-বর্ধন** — আনন্দের বৃদ্ধি। যে আনন্দ বাড়ায়। থানেশ্বর ও কনৌজের বিখ্যাত প্রাচীন রাজা। **হর্ষাতিশয্য** — অত্যধিক আনন্দ। **হর্ষিত** — ণ. যাহাকে আনন্দ দেওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **হর্ষিতা**। **হর্ষোৎফুল্ল** — আনন্দে উজ্জ্বল। প্রফুল্ল। স্ত্রী. — **হর্ষোৎফুল্লা**।

হল্, হস্ — (ব্যাকরণে) ব্যঞ্জনবর্ণের সাংকেতিক নাম। [সং.] **হলন্ত** — (ব্যাকরণে) ব্যঞ্জনবর্ণ শেষে আছে এমন।

হল — বি. লাঙল, হাল। **হলকর্ষণ** — লাঙল দিয়া মাটি খনন। **হলচালক**—যে লাঙল চালায়, কৃষক। **হলচালনা** — লাঙল চালানো, হালের দ্বারা ভূমিকর্ষণ।

হল — সোনার প্রলেপ, গিলটি। [আ. হল্।]

হল — বড় ঘর, দালান। [ই. hall.] **হলঘর** — বড় লম্বা দালান।

হলকা — উত্তপ্ত ঝাপটা, অগ্নিময় প্রবাহ। [ঃ আগুনের 'হলকা'।]

হলকা — ঘোড়ার গলায় পরাইবার উপযোগী চামড়ার বেড়। [আ. হল্কা।]

হলদি — বি. হলুদ, হরিদ্রা। [সং. হলদ্দী।] **হলদে** — ণ. হলুদের মতো রঙ বা রঙের।

হলধর — কৃষক। বলরাম।

হলন্ত — ('হল্' দেখ।)

হলপ, হলফ — শপথ। [ঃ 'হলফ' ক'রে বলা।] •[আ. হলফ্।]

হলহল — ঢিলা ভাব সূচক অলংকার। [ঃ 'হলহল' করা।] ণ. **হলহলে** — ঢিলা, শিথিল।

হলায়ুধ — লাঙল যাঁহার অস্ত্র, বলরাম। (ব্যঙ্গে) কৃষক। [সং.]

হলাহল — তীব্র বিষ, কালকূট। [সং.]

হলী — হলধর, বলরাম। কৃষক। [সং. হলিন্।]

হলুদ — বি. প্রধানতঃ মসলারূপে ব্যবহৃত হয় এমন হলদে রঙের কন্দবিশেষ, হরিদ্রা। ণ. হলদে। [সং.. হলদ্দী।]

হল্যাণ্ড — ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, ওলন্দাজদের দেশ।

হল্লা — চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, কোলাহল।

হস্ — ('হল্' দেখ।)

হসন — বি. হাস্য। হাস্যকরণ। [সং.] ণ. — **হসিত**।

হসন্ত — (ব্যাকরণে) হলন্ত, ব্যঞ্জনান্ত। **হসন্ত চিহ্ন** — ব্যঞ্জনান্ত সূচক চিহ্ন, '্'।

হসন্তিকা, হসন্তী — হাস্যময়ী, হাস্য-পূর্ণা। [সং.] অগ্নিপাত্র। [সং.]

হস্টেল — ছাত্রাবাস। [ই. hostel.]

হস্ত — বি. হাত। কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃ এক 'হস্ত' পরিমিত।] মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃ'হস্তে' দাও।] বাহুমূল হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ, বাহু, ভুজ। শুঁড়। কবল, আয়ত্তি, বশ। [ঃ দস্যুর 'হস্তে' পতিত।] [সং.] **হস্তে** — দ্বারা। [ঃ তাহার 'হস্তে' নির্যাতিত।] **হস্ত-কণ্ডূয়ন** — হাতের সুড়সুড়ি। কিছু করিবার জন্য হাতের নিসপিস ভাব। **হস্তক্ষেপ** — কার্যাদির ভার স্বহস্তে গ্রহণ। কার্যে বাধাদান। **হস্তগত** — ণ. হাতে আসিয়াছে এমন, আয়ত্ত, অধিকৃত। **হস্তচালনা** — হাত নাড়া, হস্ত সঞ্চালন। **হস্তচালিত** — ণ. হাতে চালানো হয় এমন। [ঃ 'হস্তচালিত' যন্ত্র।] **হস্তচ্যুত** — ণ. হাত হইতে পতিত। হাতছাড়া। **হস্তরেখা** — হাতের চেটোয় অবস্থিত

রেখা। **হস্তরেখা বিচার**—হাতের চেটোর রেখা দেখিয়া ভাগ্যনির্ণয়। **হস্ত-লিখিত** — ণ. হাতে লেখা, ছাপা বা টাইপ-করা হয় নাই এমন। **হস্তলিপি, হস্তলেখ, হস্তাক্ষর** — হাতের লেখা।

হস্তবুদ — অতীত ও বর্তমান হিসাব। [ফা. হস্ত্-ও-বুদ।]

হস্তা — নক্ষত্র বিশেষ। [সং.]

হস্তান্তর — বি. অন্যের হাত। অপরের অধিকার। ণ. **হস্তান্তরিত** — একের অধিকার বা নিকট হইতে অন্যের অধিকারে বা নিকটে গিয়াছে এমন।

হস্তাবলেপ — বি. হাতের দ্বারা লেপন বা অপরিষ্কৃত করণ।

হস্তাভরণ — বি. হাতের গহনা।

হস্তামলক — ণ. (হস্তস্থিত আমলকী) অতীব সহজে চোখে পড়ে এমন, অতিশয় সহজবোধ্য। বি. শংকরাচার্য-রচিত একটি পুস্তকের নাম।

হস্তিনাপুর — বি. মহাভারতে বর্ণিত কৌরবদের রাজধানী (বর্তমান দিল্লীর পূর্বে মিরাটের নিকট অবস্থিত ছিল)। [সং.]

হস্তী — হাতী, গজ, করী। [সং. হস্তিন্।] স্ত্রী. **হস্তিনী** — মাদী হাতী, স্ত্রী-হস্তী। ভারতীয় কামশাস্ত্র অনুসারে একজাতীয়া স্ত্রীলোক, স্থূলা অতিকামপরায়ণা ও ভোজনশীলা নারী। **হস্তিদন্ত** — হাতীর দাঁত। [সং.] **হস্তিপ, হস্তিপক** — মাহুত। [সং.] **হস্তিমূর্খ** — অত্যন্ত মূর্খ, গণ্ডমূর্খ। **হস্তিশালা** — হাতীর ঘর, পিলখানা। **হস্তিশুণ্ড** — হাতীর শুঁড়।

হস্ত্যায়ুর্বেদ — হাতীর চিকিৎসা সংক্রান্ত শাস্ত্র।

হস্ত্যারূঢ়, হস্ত্যারোহী—হাতীতে চড়িয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **হস্ত্যারূঢ়া, হস্ত্যারোহিণী**।

হা — দুঃখ খেদ ইত্যাদি সূচক শব্দ, হায়। [সং.] **হা-পিত্যেশ** — অতিশয় লোভাতুর প্রত্যাশা। [ঃ 'হা-পিত্যেশ' ক'রে থাকা।] **হা-হুতাশ** — অতিশয় খেদ প্রকাশ।

হাঁ — মুখব্যাদান। [ঃ 'হাঁ' করা।] মুখ-গহ্বর।

হাঁ — ('হ্যাঁ' দেখ।)

হাই—আলস্যজনিত মুখব্যাদান, জৃম্ভণ। [সং. হাফিকা।] **হাই তোলা** — আলস্যের ফলে হাঁ করা। **হাই আমলা**—বরকে কন্যার বশীভূত করিবার জন্য প্রদত্ত আমলকী মেথি ইত্যাদির পিণ্ড।

হাই — উচ্চ শ্রেণীর। [ই. high.] **হাই কমিশনার** — রাজদূতের শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী। [ই. high commissioner.] **হাইকোর্ট** — প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত। [ই. high court.] **হাই স্কুল** — দশম শ্রেণী পর্যন্ত আছে এমন বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়। [ই. high school.] **হাই বেঞ্চ** — উঁচু বেঞ্চি বিশেষ। [ই. high bench.]

হাইড্রোজেন — জলের প্রধান উপাদান, একটি মৌলিক গ্যাস, উদজান, জলজান। [ই. hydrogen.] **হাইড্রোজেন বোমা** — একপ্রকার অতিশয় ধ্বংস-শক্তিসম্পন্ন বোমা।

হাইফেন — দুইটি শব্দের মধ্যবর্তী সংযোগচিহ্ন, '-'। [ই. hyphen.]

হাইল — নৌকা জাহাজ ইত্যাদির হাল।

হাউই — আকাশে তীরবেগে উঠে এমন একরকম আতশবাজি। [ফা. হবাই।]

হাউচাউ — গোলমাল, চেঁচামেচি।

হাউমাউ — কান্নার সহিত দুর্বোধ্যভাবে শব্দ উচ্চারণ। [ঃ 'হাউমাউ' করা।]

হাঁউমাউ-খাঁউ — রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষস

ইত্যাদির লোভসূচক গর্জন।

হাউস — জল-বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি সঞ্চয়ের স্থান। সিনেমা ইত্যাদির প্রেক্ষাগৃহ। বড় দোকান। [ই. house.] **হাউস ফুল** — প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পূর্ণ হইয়াছে এমন অবস্থা। [ই. house full.]

হাউ হাউ — সশব্দে ক্রন্দন সূচক অনুকার।

হাওদা — হাতীর পিঠে বসিবার আসন। [আ.]

হাওয়া — বাতাস, বায়ু। [আ. হবা।] **হাওয়া করা** — পাখা নাড়িয়া বাতাস দেওয়া। **হাওয়া খাওয়া** — গায়ে হাওয়া লাগানো, বায়ু সেবন করা। **হাওয়া খেলা** — ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া ঢোকা। **হাওয়া চলা** — বাতাস বহা। **হাওয়া বদলানো** — স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অন্য স্থানে যাওয়া। লোকজনের মনোভাব বা চালচলন পরিবর্তিত হওয়া। **হাওয়া হওয়া** — উধাও হওয়া। সহসা অদৃশ্য হওয়া। [ঃ লোকটা 'হাওয়া হয়ে' গেল।] **হাওয়া-গাড়ি** — (গ্রাম্য প্রয়োগ) মোটরগাড়ি। **হাওয়াই** — ণ. হাওয়ায় চলে এমন। [ঃ 'হাওয়াই' জাহাজ।] **হাওয়াই শাড়ি** — খুব সূক্ষ্ম ও পাতলা একরকম রেশমী শাড়ি।

হাওয়াই — প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। **হাওয়াই শার্ট** — এক ধরনের জামা।

হাওলা — জিম্মা, তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ। [আ. হাবলা।]

হাওলাত — ধার, ঋণ, কর্জ। [আ. হাবালত্।] ণ. — **হাওলাতী**।

হাঃ হাঃ — উচ্চহাস্যের শব্দ।

হাঁক — বি. উচ্চস্বরে ডাক। [ঃ 'হাঁক' দেওয়া।] [সং. হুঙ্কার।] **হাঁক-ডাক** — সুনাম-প্রতিপত্তি। চেঁচামেচি।

হাঁকপাক — ('হাঁকুপাঁকু' দেখ।)

হাঁকা — ক্রি. উচ্চস্বরে ডাকা, হাঁক দেওয়া। সদর্পে বলা। [ঃ দাম 'হাঁকা'।]

হাঁকানো — ক্রি. বেগে বা সদর্পে চালানো। [ঃ গাড়ি 'হাঁকানো'।] গালি দিয়া তাড়ানো। [ঃ লোকটাকে 'হাঁকিয়ে' দিয়েছে।]

হাঁকার — হাঁক, উচ্চস্বরে ডাক। [সং. হুঙ্কার।]

হাঁকাহাঁকি — বার বার হাঁক। পরস্পরের উদ্দেশে হাঁক। উচ্চস্বরে কলহ।

হাঁকুপাঁকু — ব্যাকুলতা সূচক অনুকার। [ঃ 'হাঁকুপাঁকু' করা।]

হাকিম — বিচারক। শাসনকর্তা। ('হেকিম' দেখ।) [আ. হাকিম্।] ণ. **হাকিমি** — হাকিমের পদ বা কাজ। **হাকিমী** — হাকিম সংক্রান্ত।

হাগা — ক্রি. মলত্যাগ করা। **হাগানো** — ক্রি. মলত্যাগ করানো।

হাঘরে — গৃহহীন। যাযাবর। অতিশয় দরিদ্র।

হাঙর, হাঙ্গর — একরকম হিংস্র বড় মাছ।

হঙ্গামা — উৎপাত, ফ্যাসাদ, ঝামেলা। গোলমাল, চেঁচামেচি। [ফা. হঙ্গামহ্।]

হাঙ্গামা — দাঙ্গা, গোলযোগ। ঝামেলা, ফ্যাসাদ। [ফা. হঙ্গামহ্।]

হাঁচা — ক্রি. নাক-মুখ দিয়া হঠাৎ সজোরে ও সশব্দে বায়ুত্যাগ করা। বি. **হাঁচি** — হাঁচিবার শব্দ।

হাজত — বিচারাধীন আসামীকে আটক রাখিবার জায়গা। ঐস্থানে আটক। [আ.] **হাজতবাস** — হাজতে অবস্থান।

হাজরা — পদবী বিশেষ।

হাজরি — উপস্থিতি, হাজিরা। [আ. হাজ্রি।] ইউরোপীয় কায়দায় ভোজন। **ছোট হাজরি** — সকালের লঘু ভোজন, প্রাতরাশ। **বড় হাজরি** — দিনের প্রধান

ভোজন।

হাজা — বি. অত্যধিক জলে ভিজিবার ফলে একরকম ক্ষতরোগ। [ঃ পায়ে 'হাজা' ধরা।] ক্রি. অতিবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদির ফলে শস্যনাশ। ক্রি. ঐভাবে নষ্ট হওয়া। [ঃ ফসল 'হেজে' গেছে।] ণ. ঐভাবে নষ্ট হইয়াছে এমন।

হাজাম — নাপিত। যে সুন্নত দেয়। [আ.] **হাজামত** — ক্ষৌরকর্ম। লিঙ্গের ত্বক্ ছেদন।

হাজার — দশ শত, সহস্র। [ফা. হজার্।] **হাজার হউক** — বিরুদ্ধে যতোই যুক্তি থাকুক, তবু। [ঃ 'হাজার হউক', মা তো!] **হাজার হাজার** — অসংখ্য, বহু হাজার। **হাজারে হাজারে** — বহু সংখ্যায়। **হাজারো** — অনেক, বহু। **হাজারী** — হাজারের অধিনায়ক বা অধিকারী। [ঃ দশ-'হাজারী' মনসব-দার।]

হাজির — উপস্থিত। [ঃ 'হাজির' থাকা; ঃ 'হাজির' হওয়া।] [আ. হাজির্।] **হাজিরা, হাজিরি** — উপস্থিতি। **হাজিরা খাতা** — উপস্থিতি লিখিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার্য খাতা।

হাজী — যে হজ করিয়া আসিয়াছে, মক্কা-ফেরত। [আ.]

হাট — বেচাকেনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। (ব্যঙ্গে) বহুলোকের বিশৃঙ্খল সমাগম ও গোলমাল। [সং. হট্ট।] **হাট করা** — হাটে জিনিস কেনা। **হাট বসা** — হাটে কেনাবেচা শুরু হওয়া। লোক সমাগম ও কোলাহল হওয়া। **হাট বসানো** — ভিড় জমানো। ভিড় জমাইয়া কোলাহল করা। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা** — গোপনীয় কথা অনেকের সম্মুখে প্রকাশ করা।

হাঁটা — ক্রি. পায়ে চলা। ণ. পায়ে চলা যায় বা চলিতে হয় এমন। [ঃ 'হাঁটা' পথ।] বি. পায়ে চলন। **হাঁটানো** — ক্রি. হাঁটিতে বাধ্য করা। হাঁটিতে সাহায্য করা। **হাঁটাহাঁটি** — বি. হাঁটিয়া বার বার যাতায়াত।

হাঁটু — জানু। [সং. অষ্ঠীবৎ।] **হাঁটু গাড়া** — বসিবার জন্য হাঁটুর উপর ভর দেওয়া। **হাঁটু জল** — হাঁটু পর্যন্ত ডোবে এমন জল।

হাঁটুনি — পদব্রজে ভ্রমণ।

হাটুরিয়া, হাটুরে — বি. হাটে যে কেনা-বেচা করে। ণ. হাটে বেচা-কেনা করে এমন। হাটে গমনের উপযোগী। [ঃ 'হাটুরে' নৌকা; ঃ 'হাটুরে' পথ।]

হাড় — দেহের ভিতরের অতিশয় শক্ত জিনিস, অস্থি। [সং. হড্ড।] **হাড় জুড়ানো** — শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া। **হাড়জ্বালাতন** — অতিষ্ঠ ও বিরক্ত। **হাড় জ্বালানো** — অত্যন্ত বিরক্ত করা। **হাড়গোড়** — দেহের বিভিন্ন অংশের হাড়। **হাড়-ভাঙা, হাড়-ভাঙ্গা** — অতিশয় কষ্টসাধ্য। [ঃ 'হাড়-ভাঙা' খাটুনি।]

হাড়কাঠ — ('হাড়িকাঠ' দেখ।)

হাড়গিলা, হাড়গিলে — শকুনের মতো একরকম পাখী।

হাড়হদ্দ — আদ্যোপান্ত। [ঃ 'হাড়হদ্দ' সব জানি।]

হাড়হাবাতে — সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ও লক্ষ্মীছাড়া।

হাঁড়া — বড় হাঁড়ি। [সং. হণ্ডা।]

হাঁড়ি — কলসীর আকারের একরকম পাত্র যাহাতে ভাত ইত্যাদি রাঁধা হয়। [সং. হণ্ডি।] **হাঁড়িকুঁড়ি** — হাঁড়ি কড়াই ইত্যাদি পাক-পাত্র।

হাড়িকাঠ — যে কাঠের মধ্যে বলির পশুর মাথা ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, যূপকাষ্ঠ।

হাঁড়িচাঁচা — কালো-ধূসর রঙের একরকম পাখী।

হাড়ী — এক শ্রেণীর অবনত হিন্দু। [সং. হড্ডিক।] স্ত্রী. — **হাড়িনী**।

হাডুডু — একরকম খেলা, কপাটি।

হাড্ড — (ব্যঙ্গে) হাড়। [সং. হড্ড।] **হাড্ডসার** — ণ. অত্যন্ত রোগা, কঙ্কালসার।

হাণ্ডিয়া — (প্রাচীন কবিতায়) হাঁড়ি।

হাণ্টার — একজাতীয় চাবুক। [ই. hunter.]

হাত — বি. কাঁধ হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অঙ্গ, বাহু। কনুই হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃ এক 'হাত'।] মণিবন্ধ হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃ আমার 'হাতে' দাও।] পরিমাণ বিশেষ, ১৮ ইঞ্চি, দেড় ফুট। কবল, অধিকার, বশ। [ঃ 'হাতে' পড়া।] নৈপুণ্য, দক্ষতা। [ঃ লেখার 'হাত' আছে।] প্রভাব, প্রতিপত্তি। [ঃ চাকরির ব্যাপারে তাঁর 'হাত' আছে।] দান, দফা, বার। [ঃ এক 'হাত' খেলে যাও।] ণ. বশীভূত। [ঃ 'হাত' করা।] হস্তচালিত। [ঃ 'হাত'-পাখা।] [সং. হস্ত।] **হাত আসা** — শক্তি বা নৈপুণ্য থাকা। **হাত উঠানো** — হাত দিয়া মারা। **হাত এড়ানো** — হাত হইতে রেহাই পাওয়া। **হাত করা** — প্রলোভন ইত্যাদির দ্বারা বশীভূত করা। **হাত খোলা** — খেলা বাজনা ইত্যাদিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্রমাগত কৃতকার্য হওয়া। **হাত চলা** — হাত দিয়া যখন তখন মারা। কোনও কাজ তাড়াতাড়ি করিতে পারা। **হাত চালানো** — দ্রুত কাজ করা। **হাত চুলকানো** — কিছু করিবার জন্য হাত নিসপিস করা। **হাত জোড় করা** — অনুনয়-বিনয় করা। **হাত তোলা** — মারা, প্রহার করা। হাত উপরের দিকে উঠানো। **হাত-তোলা** — বিচার-বিবেচনা না করিয়া সমর্থন করে এমন। [ঃ 'হাত-তোলা' সদস্য।] কৃপার দান [ঃ পরের 'হাত তোলায়' থাকা।] **হাত দেওয়া** — কাজে যোগ দেওয়া। কাজ শুরু করা। **হাত দেখা** — হস্তরেখা বিচার করা। **হাত পাতা** — ভিক্ষা করা, চাওয়া। **হাত লাগানো** — কোনও কাজে ঈষৎ সাহায্য করা। **হাতেকলমে** — প্রয়োগের দ্বারা, প্রত্যক্ষভাবে, কার্যতঃ। **হাতে খড়ি** — শিশুর বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান। **হাতে থাকা** — সঞ্চিত থাকা। খরচ না করিয়া রাখা। **হাতে হাতে** — সঙ্গে সঙ্গে, অবিলম্বে। [ঃ 'হাতে হাতে' ফল পাওয়া।] **হাতের পাঁচ** — আয়ত্তের মধ্যে আছে এমন কোনও উপায়। **হাতকড়ি** — আসামীর হাত বাঁধিবার জন্য একরকম চাবিওয়ালা আংটা। **হাতকাটা** — ণ. যাহার হাত কাটা গিয়াছে এমন। হাতা নাই এমন। [ঃ 'হাতকাটা' জামা।] **হাতচিঠা** — দোকান হইতে মাল লইবার স্বীকৃতি সংক্রান্ত কাগজ বা খাতা। **হাতছানি** — হাত নাড়িয়া ইশারা। **হাতছানি দেওয়া** — হাতের ইশারায় ডাকা। **হাতটান** — চুরি করিবার অভ্যাস। [ঃ লোকটার 'হাতটান' আছে।] কার্পণ্য। **হাতড়ানো** — ক্রি. হাত দিয়া খোঁজা। আন্দাজে খোঁজা। **হাততালি** — আনন্দ ও প্রশংসা জানাইবার জন্য হাতের চেটোয় চেটোয় আঘাত দিবার ফলে শব্দ, করতালি। **হাত-ধরা** — ণ. বশবর্তী। [ঃ সে তার 'হাত-ধরা'।] **হাতেনাতে** — ক্রি.-ণ. কোনও অপরাধ করিবার সময়ে। [ঃ 'হাতেনাতে' ধরা পড়া।] **হাতভারী** — ণ. কৃপণ। **হাতমোজা** — হাতে পরিবার উপযোগী মোজার মতো জিনিস, দস্তানা। **হাতযশ** — দক্ষতা সম্পর্কে খ্যাতি। **হাতসাফাই** — বি. অপরের

সমক্ষে অথচ অগোচরে দ্রুত কিছু করিবার মতো হাতের কৌশল। [ঃ ম্যাজিক 'হাতসাফাই' মাত্র।]

হাতল — হাত দিয়া ধরিবার উপযোগী বাঁট আংটা ইত্যাদি।

হাতা — লম্বা হাতল লাগানো বাটির মতো জিনিস। জামার হাত ঢাকিবার উপযোগী অংশ, আস্তিন।

হাতা — এলাকা, সীমা। আয়ত্তি, কবল। [আ. হত্তা।]

হাতানো — ক্রি. হস্তগত করা।

হাতাহাতি — হাত দিয়া পরস্পর মারামারি।

হাতি, হাতী — চারি পা ও শুঁড় আছে এমন একরকম সুবৃহৎ জন্তু, হস্তী। [সং. হস্তী।] **হাতিশাল** — হাতি থাকিবার ঘর, হস্তিশালা, পিলখানা।

হাতিয়ার — অস্ত্রশস্ত্র। যন্ত্রপাতি।

হাতী — ('হাতি' দেখ।)

-হাতী — 'এতো হাত পরিমিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [দশ-'হাতী' ধুতি।]

হাতুড়ি — পেরেক ইত্যাদি ঠুকিবার উপযোগী যন্ত্র।

হাতুড়ে — বি. অশিক্ষিত চিকিৎসক। ণ. অশিক্ষিত, আনাড়ী।

হাঁদা — ণ. বোকা, ক্যাবলা। **হাঁদারাম** — বোকা লোক।

হাদিশ, হাদিস — হজরত মহম্মদের বাণী। [আ. হদীথ্।]

হানা — বি. হামলা, আক্রমণ। [ঃ গ্রামে 'হানা' দেওয়া।] স্রোতের টানে নদীর পাড় ইত্যাদিতে ভাঙন। ণ. ভূত প্রেত ইত্যাদি যেখানে হানা দেয় বলিয়া বলা হয় এমন। [ঃ 'হানা'-বাড়ি।] **হানাদার** — আক্রমণকারী। **হানাহানি** — দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

হানা — ক্রি. সজোরে আঘাত করা। অস্ত্রাদি সজোরে নিক্ষেপ করা বা বসানো। [ঃ অস্ত্র 'হানা'; ঃ আঘাত 'হানা'।]

হানি — ক্ষতি। নাশ, ক্ষয়। [ঃ প্রাণ-'হানি'।] [সং.] **হানিকর** — ণ. ক্ষতিকর।

হাপ — ('হাফ' দেখ।)

হাঁপ — ('হাঁফ' দেখ।)

হাপর — ধাতু গলাইবার বা তাতাইবার উপযোগী অগ্নিকুণ্ড। তাহাতে হাওয়া দেওয়ার জাঁতা। বীজ অঙ্কুরিত করিবার স্থান। [ঃ 'হাপরের' চারা।]

হাপরানো — ক্রি. হাত হইতে তরল দ্রব্য সশব্দে খাওয়া।

হাঁপানি — শ্বাসকষ্টের একরকম রোগ।

হাঁপানো — ক্রি. ক্লান্তি ইত্যাদির ফলে কষ্টের সহিত ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করা।

হা-পিত্যেশ — করুণভাবে প্রত্যাশা।

হাপুস্ — হাপরাইবার শব্দ।

হাপুস — ণ. অশ্রুপূর্ণ। [ঃ 'হাপুস' নয়ন।] [? সং. বাষ্পপূর্ণ।]

হাফ — আধ, অর্ধেক। [ই. half.] **হাফ টিকিট** — অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার জন্য অর্ধমূল্যের টিকিট। **হাফ প্যান্ট** — হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঝোলা প্যান্ট। **হাফ ব্যাক** — ফুটবল খেলায় ব্যাকের ঠিক সামনের খেলোয়াড়। **হাফহাতা** — যে জামার হাতা কনুইয়ের উপর পর্যন্ত ঝোলা এমন।

হাঁফ — দমবন্ধের অবস্থা, শ্বাসকষ্ট। [ঃ 'হাঁফ' ধরা।] বন্ধ দম। [ঃ 'হাঁফ' ছাড়া।] **হাঁফ ছাড়া** — স্বস্তি বোধ করা। **হাঁফ ধরা** — শ্বাসকষ্ট হওয়া।

হাফটোন — একরকম ব্লক যাহা হইতে ছবি প্রায় হুবহু ছাপা হয়। ঐরূপ ব্লক হইতে তোলা। [ঃ 'হাফটোন' ছবি।] [ই. half-tone.]

হাবড়া — বুদ্ধিভ্রষ্ট। [ঃ বুড়ো-'হাবড়া'।]

হাবভাব — ভাবভঙ্গী, আকার-ইঙ্গিত।

হাবলা — হাঁদা, বোকা।

হাবশী — আবিসিনিয়ার অধিবাসী। নিগ্রো, কাফ্রী। [আ. হবশী।]

হাবা — বোকা-কালা, বোবা। নির্বোধ। **হাবা-গঙ্গারাম, হাবাগোবা** — ণ. হাঁদা, বোকা।

হাবাত, হাবাতে — ('হাভাত' ও 'হাভাতে' দেখ।)

হাবিজাবি — অসার দ্রব্য বা বিষয়।

হাবিলদার — ভারতীয় সেনাদলের এক-শ্রেণীর নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মচারী। [আ. হাবলহ্ + ফা. দার।] **হাবিলদারি** — হাবিলদারের পদ বা কাজ।

হাবুডুবু — বি. বিপন্নভাবে জলে ডুবিবার ও ভাসিবার অবস্থা। [ঃ 'হাবুডুবু' খাওয়া।] ণ. নিমজ্জিত। (নিন্দায় বা ব্যঙ্গে) বিভোর, তন্ময়। [ঃ প্রেমে 'হাবুডুবু'।]

হাবেলী — অট্টালিকা। বাসস্থান। বাস-গৃহের শ্রেণী, পল্লী। [আ. হাবেলী।]

হাভাত — অন্নকষ্ট। ণ. **হাভাতে** — ভাতের কাঙাল, গরীব ও লক্ষ্মীছাড়া।

হাম — একরকম জ্বর যাহাতে গায়ে ছোট ছোট গুটিকা দেখা যায়, মিলমিলে।

হাম — (প্রাচীন কবিতায়) আমি। [হি. হম্; সং. অহম্।] **হামবড়া** — ণ. নিজেকে বড় ভাবে এমন, অহংকারী। বি. **হামবড়াই** — হামবড়া ভাব, অহংকারপূর্ণ আচরণ।

হামাঁড় — ('হুমড়ি' দেখ।)

হামলা — আক্রমণ, হানা। দাঙ্গা, মারপিট। [আ. হম্‌লা।]

হামলানো — ক্রি. (গরু) হাম্বা হাম্বা রব করা।

হামা, হামাগুড়ি — হাঁটু ও হাত দিয়া চলন। **হামা দেওয়া** — হাঁটু ও হাতে ভর করিয়া চলা।

হামানদিস্তা — পিষিয়া গুঁড়া করিবার উপযোগী পাত্র ও মুষল। [ফা. হাবন-দস্তহ্।]

হামাম — গরম জল বা গরম হাওয়ার স্নানাগার। সাধারণের ব্যবহার্য স্নানাগার। [আ. হাম্মাম্।]

হামেশা — সর্বদা, সকল সময়ে। [ফা. হমেশা।]

হাম্বা—গরুর ডাকের শব্দ। [সং. হম্মা।]

হাম্বির — (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ।

হায় — শোক বা খেদ সূচক শব্দ। **হায় হায় করা** — শোক বা খেদ প্রকাশ করা।

হায়দর — সিংহ। [আ.] ণ. — **হায়দরী**।

হায়ন — বৎসর, অব্দ। [সং.]

হায়া — লজ্জা। [ঃ বে-'হায়া'।] [আ.]

হায়েনা — একরকম নেকড়ে জাতীয় প্রাণী যাহা উদ্দাম হাসির মতো বীভৎস শব্দ করে। [ই. hayena.]

হার — পরাজয়। [ঃ 'হার' মানা।]

হার — মালা, মাল্য। [ঃ ফুল-'হার'।] মালার মতো একরকম গহনা। [সং.]

হার — দর। অনুপাত, গড়। (গণিতে) হরণ, ভাগ। [সং.]

হারক — হরণকারী। বিভাজক সংখ্যা।

হারকিউলিস — গ্রীক উপকথায় বর্ণিত মহাবীর। [ই. Hercules.]

হারমাদ — জলদস্যু। [স্পে. armada.]

হারমোনিয়াম — ভস্ত্রা টানিয়া হাওয়া করিয়া এবং ঘাট টিপিয়া বাজাইতে হয় এমন একরকম বাদ্যযন্ত্র। [ই. harmonium.]

হারা — ক্রি. পরাজিত হওয়া। বি. পরাজয়। ণ. পরাজিত।

-হারা — 'যাহার খোয়া গিয়াছে বা যে হারাইয়াছে এমন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ আত্ম-'হারা'; ঃ

মা-'হারা']

হারা- — হারাইয়াছিল কিন্তু পাওয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'হারা'-ধন।]

হারানো — ক্রি. পরাজিত করা। বি. পরাজিত করণ।

হারানো — ক্রি. খোয়ানো, অসাবধানতার ফলে হাতছাড়া হওয়া। নিরুদ্দেশ হওয়া। [ঃ ছেলে 'হারানো'।] পাইয়াও ব্যবহার না করা। [ঃ সুযোগ 'হারানো'।] নষ্ট হওয়া। [ঃ জাত 'হারানো'।] ণ. খোয়া গিয়াছে এমন। নিরুদ্দিষ্ট। চ্যুত। বি. ঐ সকল অর্থে।

হারাম — ণ. (মুসলমান ধর্মে) অপবিত্র ও পরিত্যাজ্য। পরিত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ। [ঃ আরাম আমাদের 'হারাম'।] বি. শূকর। [আ.] হারামখোর—(গালি) শুয়োর-খেকো। হারামজাদা — (গালি) শুয়োরের বাচ্চা। দুষ্ট। স্ত্রী. — হারামজাদী।

হারাহারি — ণ. বা ক্রি.-ণ. মোটামুটি, গড়-পড়তা।

হারিকিরি — জাপানীদের মধ্যে প্রচলিত পেট কাটিয়া আত্মহত্যার সামাজিক প্রথা। [জাপা. হারা=পেট + কিরি=কাটা।]

হারিকেন — কাচের আবরণ লাগানো এক-রকম লণ্ঠন। [ই. hurricane = তুফান।]

হারিত — সবুজ। [সং.]

হারী — হরণকারী, দূরকারী। [ঃ দুঃখ-'হারী'।] [সং. হারিন্।] স্ত্রী. — -হারিণী।

হারীত — শুকপাখী, টিয়া। [সং.]

হারেম — মুসলমানের অন্দর মহল। [আ. হরম্।]

হার্দিক — হৃদয় সংক্রান্ত। [সং.]

হার্মোনিয়াম — ('হারমোনিয়াম' দেখ।)

হাল — হল, লাঙগল। [সং. হল।]

হাল — চাকার লোহার বেড়।

হাল — নৌকা জাহাজ ইত্যাদির গতির দিক্ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র।

হাল — বি. বর্তমান কাল। অবস্থা, দশা। ণ. বর্তমান কালের, সাম্প্রতিক। [ঃ 'হাল' ফ্যাশন; ঃ 'হাল' বাকী।] [আ. হাল্।] হালখাতা — বাৎসরিক হিসাব আরম্ভের নূতন খাতা। ঐ খাতায় হিসাব আরম্ভ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। হালচাল — সাম্প্রতিক অবস্থা। আচার-ব্যবহার, আচরণ। হালফিল — সম্প্রতি, বর্তমান সময়ে।

হালকা — ভারী নহে এমন, লঘু। গুরুত্ব-পূর্ণ নহে এমন। শ্রমসাধ্য নহে এমন। [সং. লঘুক।]

হালদার — পদবী বিশেষ।

হালাক — প্রাণান্ত, হয়রান। [আ. হলাক্]

হালাল — ণ. ইসলাম মতে পবিত্র ও বৈধ। বি. জবাই। বধ। [আ. হলাল্।]

হালি — সংখ্যায় চারটি বা পাঁচটি।

হালিক — যে লাঙল চালায়, কৃষক।

হালুইকর — মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী, ময়রা। [আ. হল্‌বাঈ + বাং. কর।]

হালুম — বাঘের ডাক।

হালুয়া — সুজি ঘি চিনি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন। [আ. হলবা।]

হাল্লাক — ('হালাক' দেখ।)

হাশিয়া — শাল ইত্যাদির পাড়। [আ. হাশিঅহ্।]

হাস — হাস্য, হাসি। [সং.]

হাঁস — একরকম পাখী যাহা জলে সাঁতার দেয়, হংস। [সং. হংস।]

হাসই, হাসত — ক্রি. (প্রাচীন কবিতায়) হাসে।

হাঁসকল — একরকম খিল বা কবজা যাহাতে দরজার কপাট ঝুলানো থাকে।

হাসপাতাল — চিকিৎসার জন্য রোগীদের থাকিবার বাড়ি। [ই. hospital.]

হাঁসফাঁস — শ্বাসকষ্ট সূচক অনুকার।

হাসা — ক্রি. আনন্দসূচক মুখভঙ্গি করা, হাস্য করা। উপহাস করা। [ঃ লোকে 'হাসবে'।]

হাসানো — ক্রি. অপরের মধ্যে হাসির উদ্রেক করা, হাস্য করানো। হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি করা। **লোক হাসানো** — হাস্যকর কিছু করা।

হাসাহাসি — পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হাসি ও বিদ্রূপ।

হাসি — আনন্দ সূচক মুখভঙ্গি, হাস্য। সহাস্য। [ঃ 'হাসি' মুখ।] [সং. হাস্য।] **হাসিখুশি** — বি. সহাস্য আনন্দ। **হাসিখুশী** — ণ. সহাস্য ও আনন্দিত। [ঃ 'হাসিখুশী' ভাব।] **হাসিভরা**—সহাস্য, হাস্যময়। **হাসিহাসি** — ণ. খুশিতে ভরা, সহাস্য।

হাসিল — (নিন্দার্থে) সম্পন্ন, সম্পাদন। [ঃ কাজ 'হাসিল' করা।] আবাদের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। [ঃ জমি 'হাসিল' করা।] [আ. হাসিল্।]

হাস্‌নুহানা, হাসনোহানা — একরকম ছোট সাদা সুগন্ধ ফুল। [জাপা. হাস্-উ-নো-হানা=পদ্ম।]

হাঁসুলি — অর্ধবৃত্তাকার একরকম হার।

হাস্য — আনন্দসূচক মুখভঙ্গি ও মুখের শব্দ, হাসি। [সং.] **হাস্যকর** — ণ. উপহাসের যোগ্য, নিন্দনীয় হওয়ায় হাসির উদ্রেক করে এমন। **হাস্যকৌতুক** — ঠাট্টাতামাসা, মজা। **হাস্যজনক** — ('হাস্যকর' দেখ।) **হাস্যরস** — সাহিত্যে হাসাইবার উপযোগী স্থায়ী ভাব। **হাস্য-রসাত্মক** — ণ. প্রধানতঃ হাস্যরস রহিয়াছে এমন। **হাস্যরসিক** — ণ. হাস্যরসে নিপুণ। বি. হাস্যরস সৃষ্টি করিতে নিপুণ শিল্পী। **হাস্যলহরী** — হাসির ঢেউ, হাসির হররা। **হাস্যসংবরণ** — হাসি দমন, হাসি প্রকাশ না করণ। **হাস্যালাপ** — হাসির সহিত কথোপকথন। **হাস্যাস্পদ** — ণ. উপহাসের যোগ্য। **হাস্যোদ্দীপক** — ণ. হাসির উদ্রেক করে এমন।

হাহা — পুরাণোক্ত গন্ধর্ব গায়ক। [সং.]

হাহাকার — হায় হায় ধ্বনি, বিলাপ।

হাঃ হাঃ — উচ্চহাস্য সূচক অনুকার।

হিং — একরকম গাছের উগ্রগন্ধ জমাট রস। [সং. হিঙ্গু।]

হিংচা, হিংচে — ('হিঞ্চা' দেখ।)

হিংটিংছট — (ব্যঙ্গে) ধ্বনিময় অথচ অর্থহীন শব্দসমষ্টি।

হিংসক — হিংসাকারী। বধকারী, ঘাতক। [সং.]

হিংসন — বধকরণ। যন্ত্রণাদান। [সং.]

হিংসা — বধ, হনন, নির্যাতন। [ঃজীব-'হিংসা'] অপরের নাশ বা হানি। অপরের ক্ষতি করিবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা। ('হিংসে' দেখ।) [সং.]

হিংসুক, হিংসুটে — ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রী-কাতর।

হিংসে—অপরের সুখ বা মঙ্গল দেখিয়া দুঃখবোধ, ঈর্ষা।

হিংস্য — ণ. হননযোগ্য, বধ্য। [সং.]

হিংস্র — ণ. স্বভাবগত ভাবে নৃশংস বা হননকারী। [ঃ 'হিংস্র' জন্তু।] নৃশংস। [ঃ 'হিংস্র' স্বভাব।] [সং.] বি. — **হিংস্রতা।**

হিকমত — কৌশল, চাতুর্য, দক্ষতা। [আ. হিক্‌মত্।]

হিক্কা — রোগের একরকম উপসর্গ, বমির মত ভাব, হেঁচকি। [সং.]

হিঙ্গু — হিং। [সং.]

হিঙ্গুল — পারদ ও গন্ধকঘটিত এক-

রকম গাঢ় লাল খনিজ পদার্থ। [সং.]

হিঁচড়ানো — ক্রি. জোর করিয়া ঘসড়াইয়া টানা।

ড়া, **হিজড়ে** — নপুংসক।

— মহম্মদের মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনাগমন। [আ.]

হিজরা, হিজরী — মহম্মদের মদিনা যাত্রার সময় (৬২২ খ্রীঃ অঃ) হইতে সংখ্যাত চান্দ্র বৎসর। [আ. হিজরী।]

হিজল — একরকম গাছ। [সং. হিজ্জল।]

হিজিবিজি — আঁকাবাঁকা অর্থহীন রেখা। [ঃ 'হিজিবিজি' টানা।] ঐরূপ রেখার মতো। [ঃ 'হিজিবিজি' লেখা।]

হিঙ — ('হিং' দেখ।)

হিঞ্চা, হিঞ্চে — একরকম জলজ তিক্ত শাক।

হিড়হিড় — জোর করিয়া দ্রুত টানিয়া আনা সূচক অনুকার।

হিড়িক — কোনও বিষয়ে ব্যাপক উৎসাহ ও ব্যস্ততা। [ঃ পালাবার 'হিড়িক'; ঃ জেলে যাবার 'হিড়িক'।]

হিত — কল্যাণ, মঙ্গল, উপকার। [সং.] **হিতে বিপরীত** — মঙ্গল করিতে গিয়া অমঙ্গল সাধন। **হিতকর** — ণ. যাহাতে উপকার হয় এমন। স্ত্রী. — **হিতকরী।** **হিতকাম, হিতকামী** — যে মঙ্গল চায়, হিতার্থী। **হিতকারী** — ণ. যে মঙ্গল করে, উপকারী। [সং. হিতকারিন্।] স্ত্রী. — **হিতকারিণী।** বি. — **হিতকারিতা।** **হিতবাদী** — যে মঙ্গলজনক কথা বলে। [সং. হিতবাদিন্।] স্ত্রী. — **হিতবাদিনী।** বি. — **হিতবাদিতা।** **হিতসাধন** — মঙ্গলসাধন, উপকার করণ। **হিতাকাঙ্ক্ষা** — মঙ্গল হউক এই ইচ্ছা, হিতৈষণা। **হিতাকাঙ্ক্ষী** — যে মঙ্গলকামনা করে। [সং. হিতাকাঙ্ক্ষিন্।] স্ত্রী. — **হিতাকাঙ্ক্ষিণী।** **হিতার্থী** — যে হিত চায়, মঙ্গলকামী। [সং. হিতার্থিন্।] স্ত্রী. — **হিতার্থিনী।** **হিতার্থে** — মঙ্গল বা উপকারের জন্য। **হিতাহিত** — মঙ্গল ও অমঙ্গল, উপকার ও অনিষ্ট। **হিতৈষণা, হিতৈষা** — বি. উপকার করিবার ইচ্ছা। **হিতৈষী** — মঙ্গলকামী, হিতাকাঙ্ক্ষী। [সং. হিতৈষিন্।] স্ত্রী. — **হিতৈষিণী।**

হিন্তাল — একরকম গাছ, হেঁতাল। [সং.]

হিন্দ্ — ভারত। [ঃ জয়-'হিন্দ্'।] [হি.]

হিন্দী — বি. উত্তর ভারতের একটি প্রধান ভাষা, ভারতের রাষ্ট্রভাষা। ণ. ঐ ভাষায় রচিত বা লিখিত।

হিন্দু — ণ. হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দুধর্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত। [ঃ 'হিন্দু' বিবাহ।] হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত। [ঃ 'হিন্দু' আইন।] [সং.] **হিন্দুত্ব** — হিন্দুর উপযুক্ত ভাব বা অবস্থা, হিন্দুর ধর্মগত বৈশিষ্ট্য। **হিন্দুধর্ম** — প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ কর্তৃক প্রবর্তিত বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক ধর্ম। **হিন্দুয়ানি** — হিন্দুর মতো চালচলন। হিন্দুর স্বকীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে গর্ববোধ। **হিন্দুস্থান** — ভারতবর্ষ। **হিন্দুস্থানী** — ণ. হিন্দুস্থানের অধিবাসী, ভারতীয়। হিন্দী ও উর্দু ভাষা। হিন্দী বা উর্দু যাহার মাতৃভাষা।

হিন্দোল — (সংগীতে) একটি রাগ। [সং.]

হিন্দোল, হিন্দোলা — দোলা, ঝুলন। দোল। পালকি জাতীয় যান, ডুলি। [সং.]

হিপো, হিপোপটেমাস — একরকম বৃহৎকায় জীব, জলহস্তী, সিন্ধুঘোটক। [ই. hippopotamus.]

হিবা — ইসলামশাস্ত্রসম্মত দান। [আ.]

হিবানামা — ঐরূপ দানপত্র।
হিবুক — (হিন্দু জ্যোতিষে) লগ্নের চতুর্থ স্থান।
হিব্রু — বি. প্রাচীন ইহুদী জাতি ও তাহাদের ভাষা। ণ. ঐ ভাষায় রচিত। [ই. Hebrew.]
হিম — বি. শীতঋতু। শিশির, তুষার। [ঃ 'হিম' পড়ছে।] ঠান্ডা ভাব, শীতলতা। ণ. ঠান্ডা। [ঃ শরীর 'হিম' হয়ে গেছে।] [সং.] **হিমকর** — চন্দ্র, শীতাংশু। **হিমগিরি, হিমবান্** — হিমালয়। **হিমবাহ** — বরফের স্রোত, তুষারপ্রবাহ। **হিমমণ্ডল** — দক্ষিণ বা উত্তর মেরু হইতে ৬৬° ৩২′ সমাক্ষ-রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, frigid zone. **হিমরেখা** — উচ্চ পর্বতাদির উপরে যেখানে সর্বদা বরফ জমিয়া থাকে সেই সীমারেখা। **হিমশিলা** — হিমে জমাট-বাঁধা বৃষ্টির ফোঁটা, করকা। বরফ। **হিমশৈল** — হিমালয়, হিমগিরি।
হিমশিম, হিমসিম — দুঃসাধ্য কার্য সম্পাদনে ক্লান্তিবোধ। [ঃ 'হিমসিম' খাওয়া।]
হিমাংশু — চাঁদ। [সং.]
হিমাঙ্ক — তাপ কমিয়া যে মাত্রায় গেলে জল জমিয়া বরফ হয়, freezing point.
হিমাচল, হিমাদ্রি—হিমালয় পর্বত। [সং.]
হিমানী — তুষাররাশি।
হিমালয় — ভারতের উত্তরে অবস্থিত বিরাট পর্বতমালা। **হিমালয়-নন্দিনী** — দুর্গা।
হিম্মত — তেজ, সাহস, বীরত্ব। [আ. হিম্মত্।]
হিয়া — (কবিতায়) হৃদয়।
হিরণ — সোনা। সোনালী। [ঃ 'হিরণ' কিরণে।] [সং.] **হিরন্ময়** — ণ. স্বর্ণময়, সোনা দিয়া তৈয়ারী। স্ত্রী. **হিরন্ময়ী**।
হিরণ্য — সোনা, স্বর্ণ। [সং.] **হিরণ্যকশিপু** — পুরাণে বর্ণিত হরিবিদ্বেষী অসুর যাহাকে বিষ্ণু নৃসিংহ মূর্তিতে বধ করেন, প্রহ্লাদের পিতা। **হিরণ্যগর্ভ** — ব্রহ্মা। যাহার ভিতরে সোনা আছে এমন। স্ত্রী. **হিরণ্যগর্ভা** — সুসন্তানের জননী। স্বর্ণে পূর্ণা। **হিরণ্যবাহ** — শোণ নদ। সোনা বহনকারী। **হিরণ্যাক্ষ** — বি. পুরাণে বর্ণিত হিরণ্যকশিপুর ভাই, প্রহ্লাদের কাকা। সোনার চোখ। সোনালী চোখ। ণ. সোনা দয়া তৈয়ারী বা সোনালী রঙের চোখ যাহার। স্ত্রী. — **হিরণ্যাক্ষী**।
হিরাকস — একরকম রাসায়নিক দ্রব্য, iron sulphate. [আ. হিরাকস্।]
হিরামন — একরকম তোতাপাখী।
হিল — জুতোর তলাকার খুরের মতো অংশ যাহা গোড়ালির নিচে থাকে। [ই. heel.] **হিলওয়ালা** — হিল আছে এমন। **হিল-তোলা** — উঁচু হিলওয়ালা।
হিলহিল — কৃমি সাপ ইত্যাদির নড়িবার আঁকাবাঁকা ভঙ্গী সূচক অনুকার।
হিলিমিলি — আঁকাবাঁকা, ঢেউ-খেলানো।
হিল্লা, হিল্লে — আশ্রয়, অবলম্বন, উপায়। [আ. হিলা।]
হিল্লোল — বি. তরঙ্গ, ঢেউ। দোলা। [ঃ তরঙ্গ-'হিল্লোলে'।] [সং.] ণ. **হিল্লোলিত** — তরঙ্গযুক্ত। আন্দোলিত।
হিসাব, হিসেব — গণনা, সংখ্যানির্ণয়। [ঃ 'হিসাব' করা।] আয়ব্যয় নিরূপণ, জমাখরচ। জমাখরচের তালিকা। বিচার, বিবেচনা। [ঃ 'হিসাব' ক'রে কথা বলা।] [আ.] **হিসাবনবিশ, হিসাবনবিস** — যে হিসাব রাখে। **হিসাবনিকাশ, হিসেবনিকাশ**—আয়ব্যয় দেনা-

পাওনা ইত্যাদির পরিমাণ চূড়ান্তরূপে নিরূপণ। **হিসাবী, হিসেবী** — হিসাব করিয়া চলে এমন, বিবেচক, মিতব্যয়ী। হিসাব সংক্রান্ত।

হিস্টিরিয়া — একরকম উত্তেজনাপূর্ণ বায়ুরোগ যাহাতে রোগীর মূর্ছা হয়। [ই. hysteria.]

হিস্‌সা, হিস্‌সে — অংশ, ভাগ। [আ.] **হিস্‌সাদার, হিস্‌সেদার** — অংশীদার, ভাগী।

হিহি — আনন্দ ও নির্বুদ্ধিতা সূচক হাসি। শীতে কম্পন সূচক অনুকার।

হীন — গ. নিন্দনীয়, নীচ। [ঃ 'হীন' মনোবৃত্তি।] নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত, উচ্চবর্ণের বা অভিজাত নহে এমন। [ঃ 'হীন' বংশ; ঃ 'হীন' জাতি।] দরিদ্র, নিঃস্ব। [ঃ 'হীন'-বেশ; ঃ 'হীন' অবস্থা।] অতিশয় বিনীত। মর্যাদা-হীন। 'বর্জিত' 'শূন্য' বা 'নাই' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বায়ু-'হীন'; ঃ বিত্ত-'হীন'।] [সং.] স্ত্রী.— **হীনা**। বি. — **হীনতা**। **হীনচেতা** — সংকীর্ণমনা, অনুদার। **হীনপ্রকৃতি** — যাহার স্বভাব মন্দ এমন। **হীনপ্রাণ** — দুর্বল। সংকীর্ণমনা। **হীনবল** — দুর্বল, বলহীন। **হীনবুদ্ধি** — নির্বোধ। অসৎ বুদ্ধি আছে এমন। **হীনবেশ** — গরীবের মতো পোশাকপরিহিত। স্ত্রী. — **হীন-বেশা**। **হীনমতি** — নীচমনা, সংকীর্ণ-মনা। **হীনযোনি** — নিম্নশ্রেণীর প্রাণি-রূপে জন্ম। **হীনাবস্থ** — গ. দরিদ্র, অবস্থা খারাপ হইয়াছে এমন। বি. **হীনাবস্থা** — দারিদ্র্য। দুর্দশা।

হীরক — একরকম মূল্যবান্ পাথর, হীরা। [সং.] **হীরক জয়ন্তী, হীরক জুবিলি** — কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কাল ষাট বৎসর হওয়ায় অনুষ্ঠিত উৎসব।

হীরা, হীরে — মূল্যবান্ প্রস্তর বিশেষ, হীরক। [সং. হীরক।] **হীরার টুকরা** — অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সৎ।

হীরামন — ('হিরামন' দেখ।)

হুঁ — গম্ভীর বা চাপা স্বরে হ্যাঁ।

হুইপ — চাবুক। আইনসভার সদস্যগণকে লইয়া গঠিত দলের পরিচালক। পরি-চালক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ। [ঃ 'হুইপ' দেওয়া।] [ই. whip.] **হুইপ করা** — চাবকানো।

হুইল — চাকা। মাছ ধরিবার ছিপের গোড়ায় বাঁধা থাকে এমন ডোর গুটাইবার উপযোগী চাকার মতো কল। হুইল-ছিপ। [ই. wheel.] **হুইলছিপ** — হুইলযুক্ত ছিপ।

হুংকার — হুম্ শব্দ, গর্জন। [সং.]

হুংকারা — ক্রি. (কবিতায়) হুংকার করা।

হুক — লোহা ইত্যাদির বাঁকানো খিল। [ই. hook.]

হুঁকা, হুঁকো — নারিকেলের খোলে নলিচা লাগানো একরকম যন্ত্র যাহাতে লোকে তামাক খায়। [আ. হুক্‌কা।] **হুঁকা-নাপিত বন্ধ করা** — সামাজিক সংসর্গ ত্যাগ করা, একঘরে' করা। **হুঁকা ফিরানো** — হুঁকার জল বদলানো।

হুকুম — আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি। [আ. হুকম্।] **হুকুমত** — শাসন বা পরিচালনার কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব। **হুকুম-নামা** — আদেশপত্র, লিখিত আদেশ, পরোয়ানা। **হুকুমবরদার** — আদেশ পালনকারী।

হুক্কাহুয়া — শৃগালের ডাক।

হুঙ্কার, হুঙ্কারা — ('হুংকার' ও 'হুংকারা' দেখ।)

হুঁচট, হুঁচোট — চলিবার সময়ে পায়ের আঙুলে হঠাৎ চোট। [ঃ 'হুঁচোট'

খাওয়া; ঃ 'হুঁচোট' লাগা।] [সং. উচ্চাট।]

হুজুক, হুজুগ — কোনও বিষয় যাহাতে অকারণে সাময়িক ভাবে খুব উৎসাহ দেখা যায়। [আ. হুজুম্।] **হুজুকপ্রিয়, হুজুগপ্রিয়** — হুজুক ভালোবাসে এমন। বি. — **হুজুকপ্রিয়তা**। **হুজুকে, হুজুগে** — ণ. যে সহজে হুজুকে মাতে।

হুজুর — অতিশয় সম্মানসূচক সম্বোধন। অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি, প্রভু। বিচারক। হুজুরের সমীপ, হুজুরের কার্যালয়, আদালত। [ঃ 'হুজুরে' হাজির।] [আ.] **জো-হুজুর** — হুজুরের যেমন ইচ্ছা। মনিবের ইচ্ছামতো চলে এমন খোশামুদে ব্যক্তি। [ঃ 'জো-হুজুরের' দল।]

হুজ্জত — তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ। [আ: হুজ্জত্।]

হুট্, হুট — হঠাৎ এবং দ্রুত। [ঃ 'হুট' ক'রে চ'লে গেল।]

হুটোপাটি — দৌড়ধাপ চেঁচামেচি ইত্যাদি।

হুড় — ভিড়, জনতার ঠেলাঠেলি।

হুড়কা, হুড়কো — কপাটের আগল, দরজার একরকম খিল। [সং. হুড়ুক্ক।]

হুড়কা, হুড়কো — ণ. স্বামীর কাছে বা ঘরে থাকিতে ভালোবাসে না এমন (বউ)।

হুড়মুড় — অনেক জিনিস একসঙ্গে বিশৃংখলভাবে পড়িবার ঢুকিবার বা বাহির হইবার ভাব সূচক অনুকার। [ঃ 'হুড়মুড়' ক'রে ঢুকলো।]

হুড়হুড় — দ্রুত পতনের শব্দসূচক অনুকার। [ঃ 'হুড়হুড়' করে জল পড়ছে।] মেঘ পেট ইত্যাদির শব্দ।

হুড়া, হুড়ো, — লাঠির গুঁতো। কাজ শেষ বা সত্বর করিবার জন্য তাড়া।

হুড়াহুড়ি, হুড়োহুড়ি — ঠেলাঠেলি, হুটোপাটি।

হুড়ুম — মুড়ি। চিড়াভাজা।

হুড়ুম — বিশৃংখলা লম্ফন ইত্যাদি সূচক অনুকার। [ঃ 'হুড়ুম'-দুড়ুম।]

হুণ্ডি — কাহারও প্রাপ্য টাকা তাহার নির্দেশ অনুসারে অপরকে দিবার একরকম নির্দেশপত্র, bill of exchange. [ফা.] **হুণ্ডি কাটা** — ঐরূপ নির্দেশপত্র দেওয়া। **হুণ্ডি ভাঙানো** — ঐরূপ নির্দেশপত্র জমা দিয়া টাকা লওয়া।

হুত — ণ. হোমের আগুনে প্রদত্ত। [সং.]

হুতাশ — দুঃখপ্রকাশ, নৈরাশ্যসূচক উক্তি। [ঃ হা-'হুতাশ' করা।]

হুতাশ, হুতাশন — আগুন। হোমাগ্নি। [সং.]

হুতুম, হুতোম — একজাতীয় বড় পেঁচা।

হুদ্দা, হুদ্দো — অধিকার বা কার্যক্ষেত্রের নির্দিষ্ট সীমা, এলাকা। [আ. হদ্।]

হুন — উত্তর এশিয়ার একটি দুর্ধর্ষ জাতি যাহারা প্রাচীন কালে ইউরোপ এবং ভারত পর্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

হুনর — নৈপুণ্য। [ফা. হুনর্।] **হুনরী** — শিল্পী।

হুপ — হনুমানের ডাক।

হুঁপো — (আঞ্চলিক প্রয়োগ) চিচিঙ্গা।

হুবহু — অবিকল, সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য আছে এমন। অবিকল ভাবে। [ঃ 'হুবহু' মেলা।] [আ.]

হুমকি — ভীতিপ্রদর্শন, শাসানি। হুংকার, তর্জন।

হুমড়ি — সবেগে উপুড়। **হুমড়ি খাওয়া** — সবেগে উপুড় হওয়া।

হুররে — ইংরেজী কায়দায় হর্ষধ্বনি। [ই. hurrah.]

হুর, হুরী — স্বর্গের পরী। [আ. হূর।]

হুল — কীটপতঙ্গের সূচ বা কাঁটার মতো অঙ্গ। [সং. অল।]

হুলা — (হোলযুক্ত) মর্দা। মর্দা বিড়াল।

হুলিয়া — পলাতক আসামীর চেহারা ইত্যাদির বিবরণ। [ঃ 'হুলিয়া' জারী করা।] [আ. হুল্লিঅহ্।]

হুলু, হুলুধ্বনি — ('উলু' ও 'উলু-ধ্বনি' দেখ।)

হুলুস্থুল — তুমুল, সমারোহপূর্ণ, উত্তেজনাপূর্ণ। [ঃ 'হুলুস্থুল' কাণ্ড।] উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। [ঃ 'হুলুস্থুল' পড়া।]

হুলো — ('হুলা' দেখ।)

হুল্লোড় — কোলাহল ও আমোদ-প্রমোদ।

হুঁশ — চেতনা। সতর্কতা। [ফা. হোশ।] **হুঁশিয়ার** — সতর্ক। সাবধান। [ফা. হোশিয়ার।] **হুঁশিয়ারি** — সতর্কতা।

হুস — পাখীকে উড়াইবার বা পাখী হঠাৎ দ্রুত উড়িয়া যাইবার শব্দ। **হুসহুস** — দ্রুত গমনসূচক অনুকার।

হুহু — বেগে বাতাস বহিবার বা জোরে আগুন জ্বলিবার শব্দ। শূন্যতাবোধ সূচক অনুকার। [ঃ মনটা 'হুহু' করে।]

হূণ, হূন — ('হূন' দেখ।)

হূহূ — পুরাণে বর্ণিত জনৈক গন্ধর্ব গায়ক, হাহার ভাই।

হৃৎ — 'হৃদয়' বা 'হৃৎপিণ্ড' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'হৃৎ'-স্পন্দন; ঃ 'হৃৎ'-পদ্ম।] **হৃৎকমল** — ('হৃৎপদ্ম' দেখ।) **হৃৎকম্প** — ভয়ের ফলে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন। **হৃৎ-পদ্ম** — হৃদয়রূপ পদ্ম, হৃদয়পদ্ম। **হৃৎপিণ্ড** — বুকের ভিতরকার রক্ত-সঞ্চালক যন্ত্র। **হৃৎস্পন্দন** — হৃৎপিণ্ডের কম্পন বা চলন।

হৃত — ণ. চুরি গিয়াছে এমন, অপহৃত। স্ত্রী. — **হৃতা**। **হৃতসর্বস্ব** — যাহার সকল কিছু অপহৃত হইয়াছে। স্ত্রী. — **হৃতসর্বস্বা**।

হৃদয় — মন, চিত্ত। [ঃ কঠিন 'হৃদয়'।] বুক, বক্ষস্থল। [ঃ 'হৃদয়ে'র ধন।] [সং.] **হৃদয়কন্দর** — বুকের মধ্যের বা মনের গোপন স্থান। **হৃদয়ংগম** — মনে প্রবেশ করিয়াছে এমন, উপলব্ধ। **হৃদয়গ্রাহী** — মনোহারী, মনোজ্ঞ। [সং. হৃদয়গ্রাহিন্।] স্ত্রী. — **হৃদয়গ্রাহিণী**। বি. — **হৃদয়গ্রাহিতা**। **হৃদয়ঙ্গম** — ('হৃদয়ংগম' দেখ।) **হৃদয়তন্ত্রী** — বাদ্যযন্ত্রের যেমন তার থাকে সেইরূপ মনের কাল্পনিক তার।

হৃদি — (কবিতায়) হৃদয়।

হৃদ্য — ণ. হৃদয়ে গ্রহণযোগ্য, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী। [সং.] বি. **হৃদ্যতা** — সৌহার্দ্য, বন্ধুতা।

হৃষীক — জ্ঞানেন্দ্রিয়। [সং.] **হৃষীকেশ** — হৃষীকের বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যিনি অধিপতি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

হৃষ্ট — ণ. আনন্দিত, প্রফুল্ল। [সং.] স্ত্রী. — **হৃষ্টা**। **হৃষ্টচিত্ত** — আনন্দিত মন। যাহার মনে আনন্দ আছে এমন, খুশী। **হৃষ্টপুষ্ট** — প্রফুল্ল ও পরিপুষ্ট। মোটাসোটা।

হে — আহ্বান বা সম্বোধন সূচক শব্দ।

হেঁই, হেঁইও, হেঁইয়ো — শক্তি প্রয়োগ-সূচক অনুকার।

হেকমত — ('হিকমত' দেখ।)

হেকিম — ইউনানী চিকিৎসক। [আ. হকীম্।] **হেকিমি** — হেকিমের কাজ বা পেশা। **হেকিমী** — গ. হেকিম-সংক্রান্ত। হেকিম-প্রদত্ত।

হেঁচকা — হঠাৎ জোরে টান।

হেঁচকি — হিক্কা।

হেঁচড়ানো — ('হিঁচড়ানো' দেখ।)

হেঁজিপেঁজি — নগণ্য, অখ্যাত। [ঃ 'হেঁজিপেঁজি' লোক।]

হেঁট, হেট — নীচু, নত। [ঃ মাথা 'হেঁট' করা।] [প্রা. হেণ্ট।]

হেড — মাথা। প্রধান। [ঃ 'হেড' পণ্ডিত।] [ই. head.] **হেড ক্লার্ক** — প্রধান কেরানী, অফিসের বড়বাবু। **হেড মাস্টার** — প্রধান শিক্ষক।

হেঁড়ে—গ. হাঁড়ির মতো। [ঃ 'হেঁড়ে' মাথা।] হাঁড়ির মুখে মুখ রাখিয়া শব্দ করিলে যেমন হয় তেমন। [ঃ 'হেঁড়ে' গলা।]

হেঁতাল — একরকম গাছ, হিন্তাল।

হেতু — কারণ, মূল। প্রয়োজন, উদ্দেশ্য। যুক্তি। [সং.] **হেতুক** — হেতু সংক্রান্ত। কারণযুক্ত। **হেতুবাদ** — হেতু উল্লেখকরণ।

হেতের — (কথ্য প্রয়োগ) হাতিয়ার।

হেত্বাভাষ — ত্রুটিপূর্ণ যুক্তিপ্রয়োগ, fallacy. [সং.]

হেথা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) এখানে। এই স্থান। [ঃ 'হেথায়' দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে।] [সং. অত্র।]

হেদানো — ক্রি. প্রিয়জনের অনুপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হওয়া।

হেদে — (প্রাচীন কবিতায়) সম্বোধন সূচক শব্দ, ও গো, ও লো।

হেন — এমন। [ঃ 'হেন' কালে।] **হেন** — এমন।

হেনস্তা — অবজ্ঞা, অবহেলা। [ঃ 'হেনস্তা' করা।] [সং. হীনাবস্থা।]

হেনা — একরকম সুগন্ধি ছোট ফুল ও তাহার গাছ। মেহেদি গাছ। [আ. হিনা।]

হেপাজত, হেফাজত — তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ, জিম্মা। [আ. হিফাজত্।]

হেম — সোনা, সুবর্ণ। [সং.] **হেমকূট** — সুমেরু পর্বত। **হেমময়** — গ. স্বর্ণময়। স্ত্রী. — **হেমময়ী**।

হেমন্ত — শীতের পূর্ববর্তী ঋতু, কার্তিক ও অগ্রহায়ন মাস। [সং.] **হেমন্তিকা** — হেমন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবীরূপে কল্পিতা হেমন্তকাল।

হেমা — রামায়ণে বর্ণিত মন্দোদরীর মাতা, ময় দানবের পত্নী।

হেমাঙ্গ — বি. স্বর্ণময় দেহ। স্বর্ণমূর্তি। ব্রহ্মা। গ. যাহার অঙ্গ সোনা দিয়া তৈয়ারী এমন। সোনার মতো যাহার গায়ের রং এমন। [সং.] স্ত্রী. — **হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গিনী**।

হেমাদ্রি — সোনার পাহাড়। পুরাণে বর্ণিত সুমেরু পর্বত। [সং. হেম + অদ্রি।]

হেয় — তুচ্ছ, ত্যাগের উপযুক্ত, ত্যাজ্য। [সং.] **হেয়জ্ঞান করা** — অবহেলা করা, তাচ্ছিল্য করা।

হেঁয়ালি — দুর্বোধ বিষয় বা উক্তি, সমস্যা, প্রহেলিকা। [সং. হেমালিকা।]

হেরফের — অদলবদল, উলটপালট।

হেরম্ব — গণেশ। [সং.]

হেরা — ক্রি. (কবিতায়) দেখা। [ঃ ঐ 'হের'; ঃ 'হেরিলাম'; ঃ হেরিনু।]

হেরা — গ্রীক পুরাণে বর্ণিতা ইন্দ্রাণী,

জিয়ুসের পত্নী।

হেলন — বি. হেলিয়া থাকার ভাব।

হেলা — বি. অবজ্ঞা, অবহেলা, অযত্ন। [সং.] **হেলায়** — অতি সহজে, অবলীলায়। অবজ্ঞা করিয়া।

হেলা — ক্রি. একদিকে নুইয়া পড়া, ঝোঁকা।

হেলান — বি. ঝোঁকা অবস্থায় ঠেস। [ঃ 'হেলান' দেওয়া।]

হেলানো — ক্রি. একদিকে নোয়ানো, ঝোঁকানো। ণ. ঝোঁকানো বা এক পাশে নোয়ানো হইয়াছে এমন। বি. এক পাশে নত করণ।

হেলাফেলা — অতিশয় অবহেলা ও অযত্ন।

হেলিকপ্টার — একজাতীয় বিমান যাহা সোজা উপরে উঠিতে ও সোজা নীচে নামিতে পারে। [ই. heliocopter.]

হেলে — বি. একজাতীয় নির্বিষ সাপ।

হেলে — ণ. হাল টানে এমন। [ঃ 'হেলে' গরু।]

হেলেঞ্চা — ('হিংচা' দেখ।)

হেলেন — গ্রীক উপকথায় বর্ণিত স্পার্টার সুন্দরী রানী, যাহাকে ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস হরণ করিয়াছিলেন। **হেলেনীয়** — ণ. গ্রীক।

হেঁশেল, হেঁসেল — রান্নাঘর, পাকশালা। [বাং. হাঁড়িশাল।]

হেষানি — (প্রাচীন কবিতায়) হ্রেষা. ঘোড়ার ডাক।

হেঁসো — অত্যন্ত ধারালো ও বড় এক-রকম দা।

হেস্তনেস্ত — চরম বোঝাপড়া, শেষ নিষ্পত্তি। [ঃ আজ 'হেস্তনেস্ত' হয়ে যাক।] [ফা. হস্ত্ + নীস্ত্।]

হৈচৈ, হৈহৈ — গন্ডগোল, চেঁচামেচি

হৈম — ণ. সোনা দিয়া তৈয়ারী, স্বর্ণময় হিম সংক্রান্ত। [সং.]

হৈমন্ত, হৈমন্তিক — ণ. হেমন্তকালীন। হেমন্ত ঋতু সংক্রান্ত। [সং.]

হৈমবত—ণ. হিমবৎ বা হিমালয় সংক্রান্ত। স্ত্রী. **হৈমবতী** — হিমালয়ের কন্যা, গৌরী, উমা।

হৈয়ংগবীন — পূর্বদিনের দুধ হইতে প্রস্তুত মাখন বা ঘি। সদ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন ঘি। [সং.]

হৈহয় — মধ্য ভারতের প্রাচীন রাজ্য ও রাজবংশ। [সং.]

হৈহৈ — ('হৈচৈ' দেখ।)

হোগলা — একরকম জলজ গাছ যাহার পাতায় ঘরের চাল ছাওয়া ইত্যাদি হয়।

হোঁচট — ('হুঁচোট' দেখ।)

হোটেল — দাম দিলে থাকিতে ও খাইতে পাওয়া যায় এমন সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী গৃহ। ভাত ইত্যাদি বিক্রয় হয় এমন দোকান। [ই. hotel.] **হোটেলওয়ালা** — হোটেলের মালিক।

হোড় — পাঁক। পংকময় স্থান। বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ।

হোঁতকা — ণ. বোকা লাগে এমন মোটা।

হোতা — হোমকর্তা, যজ্ঞের পুরোহিত। [সং. হোতৃ।] স্ত্রী. — **হোত্রী**।

হোত্র — হোম, যজ্ঞ। [সং.] **হোত্রী** — যজ্ঞকর্তা, যাজ্ঞিক, হোমকারী। [সং. হোত্রিন্।]

হোথা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) ঐখানে।

হোঁদড় — একরকম হিংস্র পশু, গোবাঘা।

হোঁদল — ণ. পেটমোটা, ভুঁড়িওয়ালা। **হোঁদল কুৎকুৎ** — খুব কালো ও মোটা।

হোঁপা — ('হুঁপো' দেখ।)

হোম—দেবতার উদ্দেশে অগ্নি জ্বালাইয়া ঘৃতাহুতি। [সং.] **হোমকুন্ড** —

হোম করিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বা গর্ত। **হোমশিখা** — হোমের আগুনের শিষ, জ্বলন্ত হোমাগ্নি।

হোমরাচোমরা — ণ. প্রতাপশালী, অতিশয় সম্মানিত।

হোমাগ্নি, হোমানল — হোমের আগুন।

হোমার — গ্রীসদেশীয় প্রাচীন মহাকবি, ইলিয়াড মহাকাব্যের রচয়িতা।

হোমিওপ্যাথ—যে হোমিওপ্যাথি অনুসারে চিকিৎসা করে। [ই. homeopath.] **হোমিওপ্যাথি** — হানিমান কর্তৃক প্রবর্তিত একরকম চিকিৎসাপদ্ধতি। [ই. homeopathy.] ণ. — **হোমিওপ্যাথিক**। [ই. homeopathic.]

হোয় — (প্রাচীন কবিতায়) হয়।

হোরা — লগ্ন। আড়াই দণ্ড সময়। [সং.; গ্রীক hora.]

হোরি — ('হোলি' দেখ।)

হোল — মুষ্ক, অণ্ডকোষ।

হোলি — দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব। [সং. হোলাকা।]

হো হো — অট্টহাসির শব্দ।

হৌজ — বড় চৌবাচ্চা। [আ.]

হৌস — ('হাউস' দেখ।)

হ্যাঁ — সম্মতিসূচক শব্দ। [ঃ 'হ্যাঁ', যাও।] স্মরণ সূচক শব্দ। [ঃ 'হ্যাঁ', কি বলছিলাম।] **হ্যাঁগা, হ্যাঁগো** — সম্বোধন সূচক শব্দ।

হ্যাঁচ্চো — হাঁচির শব্দ সূচক অনুকার।

হ্যাংলা — ণ. নির্লজ্জভাবে লোভ প্রকাশ করে এমন। রোগা। **হ্যাংলামি** — বি. হ্যাংলার মতো আচরণ।

হ্যাঙার, হ্যাঙ্গার — যাহাতে ঝুলাইয়া রাখা যায় এমন জিনিস। [ই. hanger.]

হ্যাট — একরকম ইউরোপীয় টুপী। [ই. hat.]

হ্যাণ্ডনোট — ঋণের স্বীকৃতিপত্র। [ই. hand-note.]

হ্যাণ্ডেল — হাতল। কলমের ধরিবার অংশ। [ই. handle.]

হ্যালো — ইংরেজী কায়দায় সম্বোধন। টেলিফোনে সম্বোধন। [ই. hallo.]

হ্রদ — স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন সুবৃহৎ জলাশয়। [সং.]

হ্রস্ব — বেঁটে, ক্ষুদ্র। অল্প, কম। (ব্যাকরণে) এক মাত্রা সময়ে উচ্চারণ করিতে হয় এমন (স্বরবর্ণ)। [সং.] স্ত্রী. — **হ্রস্বা**। বি. — **হ্রস্বতা, হ্রস্বত্ব**।

হ্রাদ — শব্দ। ধ্বনি। [সং.] **হ্রাদী** — শব্দকারী। [সং. হ্রাদিন্।] স্ত্রী. **হ্রাদিনী** — বজ্র। বিদ্যুৎ।

হ্রাস — অল্পতাপ্রাপ্তি, ক্ষয়। [সং.] **হ্রাসপ্রাপ্ত** — কমিয়াছে এমন। বি. — **হ্রাসপ্রাপ্তি**।

হ্রী — লজ্জা। [সং.]

হ্রেষা — ঘোড়ার ডাক। [সং.]

হ্লাদ — আনন্দ। [সং.] **হ্লাদী** — আনন্দযুক্ত। [সং. হ্লাদিন্।] স্ত্রী. **হ্লাদিনী**—আনন্দযুক্তা, আনন্দদায়িনী।